ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C. 1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই ভাদ্র, বুধবার ১৩৪২, ২৮-শে আগষ্ট ১৯৩৫ [১৫৩তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ইটালী ও আবিসিনিয়া—আবিসিনিয়ার অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। একদিকের শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও অপর পক্ষের ঔদ্ধত্য ও স্বার্থলোলুপতা শান্তির আবহাওয়াকে ক্রমেই বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। মুসোলিনী কোনও প্রকারে আবিসিনিয়াকে করতলগত করিবার আশা দূর করিতে পারিতেছেন না; আবিসিনিয়া ইটালীর নিকট একান্ত অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ না করিলে ইটালীর মনোভাব কোনও প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে না। আবিসিনিয়াকে জয় করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখাই মুসোলিনীর প্রাণের পরিপোষিত আকাঙ্ক্ষা।

মুসোলিনী বলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আগামী অধিবেশনে ইটালীর বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ইটালী রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিবেন এবং অন্যান্য শক্তিও ইটালীর বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, ইটালী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবেন। গর্ব্বোন্মত্ত মুসোলিনী ও ইটালী বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পুনরভিনয় করিয়া ধ্বংস-লীলা সাধনে একান্তই কৃতসঙ্কল্প বলিয়া মনে হইতেছে!

এদিকে আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্ঞী শান্তি-স্থাপন চেষ্টায় ৩ দিন অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; ব্রত উদ্‌যাপন কালে তিনি বলেন, শান্তি-স্থাপনের জন্য তিনি সকল প্রকার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহাতেও শান্তি-স্থাপনের কোন আশা না থাকিলে তিনি রাজ্যরক্ষার্থ দেশকে আক্রমণের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যদিগকে উদ্দীপ্ত করিবেন। তিনি শান্তিকামনার্থ প্রার্থনা করিবার জন্য জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়াছেন।

হীন-স্বার্থপরতা ও প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে উন্মাদ করিয়া তোলে। মানুষ তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হেয়, ঘৃণ্য ক্ষতিকারক কার্য্যসমূহ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। এই সকল কামোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে আত্মস্থ—কেন্দ্রস্থ করিবার শক্তি ভগবদ্বাণী ব্যতীত অন্য কিছুরই মধ্যে থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু চঞ্চল মনের নিকট সদুপদেশ সমূহও প্রলাপ-বাক্য বলিয়া বোধ হয়। তাই ইটালীর কর্ণে শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশ পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ।

আমেরিকার নিরপেক্ষতা—যুদ্ধকালে যুদ্ধ-লিপ্ত দেশসমূহের সহিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া আমেরিকা যাহাতে কোনও প্রকারে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবার একটী বিল সেনেটে উপস্থিত করা হয়। বিলটি কিছু সংশোধিত করিয়া সেনেট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। বিলটি এখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট প্রেরিত হইবে।

সোভিয়েট সরকারের ব্যবস্থা—রুশিয়ায় অনেক দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন মাতাপিতা আছেন; তাঁহারা নিজেদের সন্তানের প্রতি কোনও প্রকার যত্ন নেন না। ইহার প্রতিকার কল্পে সোভিয়েট সরকার এক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সন্তানের যত্ন-না-লওয়া, জ্ঞানহীন পিতামাতাকে ঐ ব্যবস্থানুযায়ী [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। গত ১৯৩৪ সালে সন্তানদের ভাতা বন্ধ করার অভিযোগে যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ঐপ্রকার মাতাপিতার সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার স্নেহ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বর্ত্তমান; ইহার ব্যতিক্রম আশ্চর্য্যের বিষয়। এরূপ ক্ষেত্রে আইনদ্বারা মাতাপিতাকে সন্তানের ভাতা দিতে বাধ্য করার প্রয়োজন থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব মনের যে অস্বাভাবিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কোনও প্রকারে প্রশংসার্হ নহে।

ভুগবতীতে প্রবল বন্যা—অবিরাম বারিপাতের ফলে প্রায় ৭০ খানি গ্রাম জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। রঘুনন্দন পাহাড়ের জল আসাম বেঙ্গল রেল লাইনের জন্য আটক হইয়া রহিয়াছে। ফলে তিস্তা পরগণার পশ্চিমাঞ্চল বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বামুনাইল গ্রামের নমঃশূদ্রগণ জলের মধ্যে বাস করিতেছে। অত্যধিক বর্ষণের ফলে লাকসাম-চট্টগ্রামের সংযোজিত তার নাঙ্গলকোট ষ্টেশনের নিকট ছিন্ন হইয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। বন্যাপ্লাবিত নির্জ্জন পল্লীগুলি হইতে গরু বাছুরগুলির ত্রাহি ত্রাহি ডাক শুনা যাইতেছে। এখনও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। লোক্যাল ট্রেণগুলি লাইন ক্লিয়ার না পাওয়ার দরুণ যথাসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিতেছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, কিন্তু দেশবাসী এই প্রাথমিক শিক্ষা দানে বিশেষ সচেষ্ট না থাকায় ইহার সম্যক প্রচার হইতে পারে নাই। ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে সচেতন থাকিলে অতি সহজেই এই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরক্ষরদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারকল্পে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অতি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অর্গানিজেশন কমিটির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী জানাইতেছেন যে, বিভিন্ন স্থানে যে সব প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে ও নূতন যে সব স্থাপিত হইবে তাহার তালিকা তাঁহার নিকট পাঠাইলে এই কার্য্যের প্রচারে বিশেষ সাহায্য করা হইবে।

হিন্দু যুবতীর বীরত্ব—কয়েকদিন পূর্ব্বে একদল সশস্ত্র ডাকাত মুন্সী সোভারামের বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর মালিক ও তাহার পুত্র ডাকাতদিগকে বাধা দেয় বটে, তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না, এমন সময় একটী যুবতী [illegible] হস্তে তাহাদিগের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং ডাকাতদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ২ ব্যক্তি ভীষণভাবে আহত হইয়াছে।

সামান্য জমি লইয়া দাঙ্গা—একখণ্ড জমি লইয়া শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার ফলে একজন মারা গিয়াছে এবং বহু আহত হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ৫০ জন শিখের মৃত্যু হইয়াছে। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন অবসর-প্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারী আছে!

কাজির সমাধি

ভক্ত চাঁদকাজি (মৌলানা সিরাজুদ্দীন) মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র। তাঁহার বাড়ী শ্রীধাম-মায়াপুরের অন্তর্গত বামনপুকুর গ্রামে। তাঁহার ঐ আলয় ও সমাধি বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সম্পত্তি। কোন কোন ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমাধি-সংস্কারের নামে অর্থসংগ্রহের অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার-কল্পে এটর্ণির যে-সকল পত্র গিয়াছে, তাহার এক খানার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এটর্ণির পত্র

['সার্টিফিকেট্ অব্ পোষ্টিং' দ্বারা প্রেরিত]

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

কাজি সৈয়দ আহম্মদ,

কাজিবাড়ী, পোঃ—বামনপুকুর, জিলা—নদীয়া

মহাশয়, নদীয়া জেলার অন্তর্গত মায়াপুরস্থ শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী, পণ্ডিত শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী এবং পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন—এই মক্কেলগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি,—

পরলোকগত পরমশ্রদ্ধাস্পদ চাঁদকাজির সমাধি-রক্ষা ও তথায় আগত যাত্রিগণের বিশ্রাম-গৃহ ও নলকূপ-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া উক্ত সমাধির একটি আলোক-চিত্র সহ আপনার ও অপর কতকগুলি ব্যক্তির অন্যতম কলিকাতা ৭নং দুর্গাচরণ পিতুরি লেনস্থ নটবর দত্তের স্বাক্ষরযুক্ত একখানা বাঙ্গালা ইস্তাহার আমাদের মক্কেলগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ বিজ্ঞাপনে উক্ত কার্য্যের জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং দেয় অর্থাদি যেন আপনার নিকট অথবা নটবরদত্তের নিকট প্রেরিত হয়, ইহা জানান হইয়াছে।

আমাদের উক্ত মক্কেলগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারাই চাঁদ-কাজির সমাধি ও তাঁহার বাড়ী—যাহা 'কাজিবাড়ী'-নামে প্রসিদ্ধ এবং তৎসংলগ্ন জমি ও বাগান প্রভৃতি স্থানের একচ্ছত্র মালিক। কারণ, তাঁহারা উহা গত বাঙ্গালা ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাস হইতে পূর্ব্ব মালিক-গণের নিকট হইতে ক্রমশঃ যথারীতি ক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রয় করার পর হইতে উক্ত সম্পত্তিসমূহ ও তদন্তর্গত উক্ত সমাধি আমাদের উক্ত মক্কেলগণের দখলে আছে।

আমরা আরও জানিলাম যে, আমাদের মক্কেলগণ যে উক্ত সমাধি ও সম্পত্তির মালিক, তাহা আপনারা উত্তমরূপে অবগত আছেন এবং আপনি বর্ত্তমানে কাজিবাড়ী-নামক যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেও আমাদের উক্ত মক্কেলগণের মাসিক ভাড়াটিয়া-রূপেই থাকিতে পারিতেছেন।

আমাদের মক্কেলগণ মনে করেন যে, আপনাদের উক্ত ইস্তাহার এরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা জন-সাধারণ ভ্রমপথে চালিত হইয়া এইরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যদি জনসাধারণ আপনাদিগকে অর্থ-সাহায্য করেন, তাহা হইলে আপনি পরলোকগত চাঁদকাজির অধস্তনরূপে উক্ত সমাধির সংস্কারের আবশ্যক উপায়সমূহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আপনাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা অনুসারে জনসাধারণ ভ্রমপথে চালিত হইয়া আরও মনে করিতে পারেন যে, উক্ত সমাধির এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, যদি অবিলম্বে তাহার রক্ষার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে সমাধির প্রত্যেকটি চিহ্নই লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সমাধির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

আমরা আপনাদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য আরও উপদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনারা প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাধির অবস্থা যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত সমাধির সংস্কারে আপনাদের অধিকার আছে বলিয়া যেরূপভাবে জানাইয়াছেন, তাহা উভয়ই অসত্য। ইহা আপনারা সম্পূর্ণভাবেই অবগত আছেন যে, আমাদের মক্কেল—যাঁহারা উক্ত সমাধির একমাত্র ও একচ্ছত্র মালিক, তদ্ব্যতীত অপর কাহারও উক্ত সমাধির প্রতি কোন অধিকার নাই।

আমরা আরও জানাইতে উপদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনারাও ইহা জানেন যে, যদি জনসাধারণের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আপনাদের কথা সত্য বলিয়া মনে করিয়া আপনাদের নিকট কোন টাকা পাঠান, তাহা আপনাদের বিজ্ঞাপিত করিবার আপনাদের কোন অধিকার নাই। কারণ, আমাদের মক্কেলগণই উক্ত সমাধি ও তৎসংলগ্ন জমি প্রভৃতির অদ্বিতীয় মালিক।

আমাদের মক্কেলগণ সকলেই একনিষ্ঠ বৈষ্ণব এবং যথাক্রমে শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের অধিনায়ক ও দায়িত্বযুক্ত নির্দিষ্ট সভ্য; চাঁদকাজির সমাধির অতি সন্নিকটেই শ্রীচৈতন্যমঠ অবস্থিত এবং উক্ত সমাধিরক্ষা ও পরলোকগত পরমভক্তিভাজন চাঁদকাজি মহাশয়ের স্মৃতি-সংরক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহারা উক্ত সমাধি ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের মক্কেলগণই উক্ত সমাধির মালিক। এই কথা আপনারা আপনাদের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিবার সৌজন্য প্রদর্শন করেন নাই।

আমাদের মক্কেলগণ আরও বলেন যে, আপনাদের ইস্তাহারে প্রচারিত কথা লোককে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-পথে চালিত করিবার যোগ্য

আমাদের মক্কেলগণের মঠ উক্ত সমাধির অতি সন্নিকটে অবস্থিত এবং যাঁহারা উক্ত সমাধিদর্শনে ইচ্ছুক, আমাদের মক্কেলগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ দিয়া থাকেন।

আমাদের মক্কেলগণ আপনাদের প্রচারিত উক্ত বিজ্ঞাপনের প্রতি গুরুতর দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, ঐ ইস্তাহার কেবল যে, জনসাধারণকে ভ্রমপথে চালিত করিবার দুরভিসন্ধিমূলে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু আমাদের মক্কেলগণের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যও তাহাতে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জানাইতে উপদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনারা অবিলম্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার-পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যে, আমাদের মক্কেলগণই উক্ত সমাধির একমাত্র ও একচ্ছত্র মালিক এবং আপনি বা যাঁহারা বিজ্ঞাপনে উদারতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বাক্ষরকারি-রূপে তাঁহাদের নাম প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বা অপর কাহারও উক্ত সমাধির কোন কার্য্যে অথবা তৎ-সংলগ্ন জমির উপর কোন কার্য্যে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কারণ, আমাদের মক্কেলগণ তাঁহাদের কাহাকেও সেই অধিকার প্রদান করেন নাই।

বাঙ্গালা ১৩৪২ সালের ১৪ই শ্রাবণের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আমাদের মক্কেলগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তথায় প্রকাশ যে, উক্ত প্রবন্ধ আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ আপনাকে একটি কাঁঠালগাছ কাটিবার অভিযোগে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি চাঁদকাজির সমাধিরক্ষা-কল্পে যে-কালে ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেইকালে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরলোকগত চাঁদকাজির সমাধি-সংরক্ষণের পথে কোন বৈষ্ণবেরই প্রতিকূলাচরণ করা উচিত নহে এবং গৌড়ীয়-মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ যেহেতু বৈষ্ণব, তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা অবিলম্বে ঐ ফৌজদারী অভিযোগটি আদালত হইতে প্রত্যাহার করেন। ঐ প্রবন্ধে আরও প্রকাশ যে, আপনিই উক্ত সমাধির সেবাইত এবং আপনি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে সেই সমাধি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের মক্কেলগণ একনিষ্ঠ বৈষ্ণব এবং তাঁহারা কেবল বঙ্গে নহে, সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ইংলণ্ডে ও য়ুরোপে বিশেষ সম্মানিত। আপনার কথার উপর লিখিত ঐ প্রবন্ধ তাঁহাদের বিশেষ মানহানিকর হইয়াছে। যেহেতু তদ্দ্বারা জনসাধারণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাসে চালিত হইয়া বুঝিবেন যে, গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন কিছু করিয়াছেন—যাহা প্রকৃত বৈষ্ণব হইয়া তাঁহাদের করা উচিত ছিল না। যথা পরলোকগত চাঁদকাজির কোন বংশধর যখন উক্ত চাঁদকাজির সমাধির রক্ষাকল্পে ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন সেই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমাদের মক্কেলগণ বলেন যে, উক্ত সংবাদপত্রের ('দৈনিক বসুমতী'র) সম্পাদক আপনার নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন, সেই প্রেরিত সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং ঐ সংবাদ যদি আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই আমাদের মক্কেলগণের মর্য্যাদাহানির সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে এবং আপনার বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধীন যে চুরির মোকদ্দমা রহিয়াছে, আমাদের মক্কেলগণের উপর চাপ দিয়া তাঁহাদিগকে ঐ মোকদ্দমা উঠাইতে বাধ্য করিবার দুরভিসন্ধি-মূলেই কৃত হইয়াছে।

সুতরাং আমাদের মক্কেলগণ আপনাকে জানাইতেছেন যে, যদি আপনি বাস্তবিক ঐ সংবাদ প্রদান করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ঐ মর্ম্মে উক্ত সংবাদপত্রে অবিলম্বে প্রতিবাদ করিবেন এবং সেই প্রতিবাদের একটি নকল আমাদের নিকট পাঠাইবেন। আর তাহা না হইলে আমার মক্কেলগণের নিকট উক্ত মিথ্যা বর্ণনা করার দরুণ আপনি বিনাসর্ত্তে লিখিতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন, এবং উক্ত পত্র উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবেন। আমরা আপনার প্রতি এই প্রকার নোটিশ দিতে উপদিষ্ট হইয়াছি এবং এতদ্দ্বারা সেই নোটিশ প্রদান করিয়া বলিতেছি যে, যদি এক সপ্তাহ মধ্যে ঐ নোটিশ অনুযায়ী কার্য্য না করেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে এবং যাঁহারা অভিযুক্ত বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই যথোচিত ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি।

আপনার বিশ্বস্ত—

মিত্র এণ্ড মুখার্জ্জী (সলিসিটরস্)

১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৬ই আগষ্ট ১৯৩৫

গৌড়ীয়সম্পাদকের 'বিরাগ ও ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা

—:০:—

শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইবার জন্যই গৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক সভায় পরমার্থ-সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তিকে সভাপতিত্বে বরণ

—:০:—

সভাপতি শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহোদয়ের সুন্দর অভিভাষণ

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী বার্ষিক-মহামহোৎসবোপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট, রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শত-শত-সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি-পরিশোভিত একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রবণ-সদনটী বিভিন্ন বর্ণের মূল্যবান্ বস্ত্রের দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সুরম্য উচ্চবেদীর (Dias এর) উপর দুইখানি অতি সুন্দর আসন স্থাপিত হইয়াছিল—একখানি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্য, অপরখানি সভাপতি মহাশয়ের জন্য।

মাননীয় সভাপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহোদয় ঠিক ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে উপস্থিত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় সভাপতি মহাশয়কে মঠের কতিপয় সদস্যসহ দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থলে লইয়া যান। শ্রীল প্রভুপাদ সভায় উপস্থিত হইলে সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যপ্রবরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি মহাশয়কে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদী মালিকা-দ্বারা ভূষিত করেন।

উক্ত সভায় মহোপদেশক শ্রীমৎ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যা-লঙ্কার মহোদয় উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় একঘণ্টাকাল 'বিরাগ ও ভক্তি' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতা প্রকাশিত হইলে 'বিরাগ'-সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মৌলিকতা পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের বক্তৃতার পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত অভিভাষণটী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সুন্দর প্রাণের স্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি পাঠকগণ তাঁহার অভিভাষণে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

সভাপতির অভিভাষণ

পরমভক্তিভাজন আচার্য্য মহারাজ,

মহর্ষিগণ এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! আমার মত অতি ক্ষুদ্র, দীন অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতির আসনে বরণ করিয়া শুধু আপনাদের মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার জন্য আমি ভক্তিপূর্ণ আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—"কাককে গরুড় ক'রে ঐছে দয়াময়" মহাপ্রভু অমানীকে মান দান করিয়া হরিকীর্ত্তন শুনাইতেন, শুনিয়াছি ঠাকুর হরিদাস বালকগণের হাতে "মণ্ডা" প্রদান করিয়া তাহাদিগকে হরির নাম লওয়াইতেন। গৌড়ীয়মঠের পরম পূজ্যাস্পদ আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবমণ্ডলী আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে মান দান করিয়া আজ সেই আদর্শই পুনঃ প্রকাশ করিলেন। জাগতিক ধন, মান, কুল, বিদ্যার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার সময় আমাদের বিরল। আমাদের সকল কার্য্যের সময় আছে, কিন্তু সাধুগণের নিকট হরিকথা শুনিবার সময় নাই। গৌড়ীয়মঠের পতিতপাবন আচার্য্যের কৃপা ঐরূপ ব্যক্তিগণের উপরও সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই আচার্য্যদেব আমাদের দাম্ভিকতা বিনাশের এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়া অযোগ্যকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া আর দিগকেও হরিকথা শুনিতে বাধ্য করিয়াছেন।

অদ্যকার বক্তা "বিরাগ ও ভক্তি" সম্বন্ধে যেসকল কথা গৌড়ীয়মঠের পরমপূজ্য আচার্য্যের কথিত শাস্ত্রোপদেশরূপে আমাদিগকে শুনাইলেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত যোগ্যতা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ ভগবানের ভক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বিরাগী হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিরাগ ও ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন। বক্তার বক্তৃতার সার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভগবানে ভক্তি ব্যতীত যত বড় বৈরাগ্যই হউক না কেন, তাহা স্থায়ী নহে। সেইরূপ ভক্তিহীন বৈরাগ্যও একপ্রকার বিষয়ভোগ। মানুষ ভগবানের সেবা করিতে করিতে যে এক অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাই হয় প্রকৃত বৈরাগ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র মানবজাতির নিকট হরিকথা-শ্রবণের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক মঙ্গলকামী ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের নিকট চিরঋণী থাকিবেন। আমাদের ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে যত প্রকার আন্দোলনই সাময়িক ও নৈমিত্তিক প্রয়োজনের অভিলাষ হইয়া আসুক না কেন, সেই সকল আন্দোলন নানাদিক বৈদেশীয় ও বিজাতীয় আদর্শে গঠিত; কিন্তু ভারতের নিজস্ব যে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার, যাহা অতি সরল ও সহজভাবে শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই সনাতন ধর্ম্মের স্বাভাবিক স্বরূপ, প্রেমময় রূপ গৌড়ীয়মঠের পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পুনরায় অধিকতর ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিস্তার করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগে বিজ্ঞানের অবদানগুলি গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের সেই ভুবনপাবনী বাণী প্রচারের বাহন হইয়াছে। অপরদিকে বিশ্বের সর্ব্বত্র জড়-বিজ্ঞানকে লইয়া জাগতিক অভ্যুদয়ের চেষ্টায় যে সংঘর্ষ ও সংগ্রামের যুগ ও তৎসঙ্গে ভাবী ধ্বংসের প্রত্যক্ষ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতেছে, সেই যুগ—গৌড়ীয়মঠ জড়বিজ্ঞানকে সমগ্র বিশ্বে অমৃতবাণী প্রচারিত করিবার যন্ত্র তুলিয়াছেন। তাই বলিতে পারা যায়, গৌড়ীয়মঠ মরণের যুগে অমৃতের দূত।

গৌড়ীয়মঠের ভক্তি ও বিরাগের [illegible] আর আধুনিক জড়বিলাসের সর্ব্বপ্রধান দুর্গ ভেদ করিয়া যে পতাকা বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। মহাপ্রভু পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার যে বাণী প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব পরমভক্তিভাজন পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম সেই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সংগ্রামের যুগে প্রেমের বাণী, জড়বিলাসের যুগে ভক্তিযুক্ত বিরাগের বাণী, ভোগময় কাম্যের যুগে প্রেমময়ী সেবার বাণী গৌড়ীয়মঠের অদ্বিতীয় অবদান।

অনেকের মনে সন্দেহ থাকিতে পারে এই যে, বাংলার বুকে প্রতি বৎসর বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির প্রকোপ, এই যে ভারতের দুর্গত নরনারীর আর্ত্তনাদ, এই সকল কার্য্যে গৌড়ীয়মঠ কতটুকু প্রচেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান তাঁহারাই ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন। পার্থিব দুর্গের বা আর্ত্তের সাহায্য বা সেবা প্রত্যেক সংসারী ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরই করা কর্ত্তব্য। ইতর প্রাণিগণের মধ্যেও পরস্পর সহানুভূতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, কাক, বানর, কুকুর এই সকল [illegible] প্রাণীকে অপরের আক্রমণ হইতে প্রাণ দিয়া রক্ষা করে [illegible] তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, ভোগ-চেষ্টা এবং ঈশ্বরবিমুখতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের ধর্ম্ম—বিরাগযুক্ত ভক্তি, ভগবানের সেবা, যাহা প্রত্যেক চেতনের স্বাভাবিক ও নিত্য ধর্ম্ম, সেই ভগবদ্-ভক্তির কথা জগতে কয়জন নিষ্কামভাবে প্রচার করিয়া থাকেন? এজগতে আমাদের সাময়িক সঙ্কটত্রাণের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এবং আরও হউক এবং আমরা সংসারী ও বিষয়ী ব্যক্তি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অসৎসঙ্গ হইতে সৎসঙ্গে নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত হই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করিয়া যে অভিনব ও অদ্বিতীয় পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জীবজগতের নিত্য উপকার হইবে। ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয়-মঠের বাণী প্রচারের কার্য্যে আমাদের সকলেরই স্ব-স্ব-যোগ্যতা সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

উপসংহারে আমি পুনরায় গৌড়ীয়মঠের নিয়ামক মহা-পুরুষপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের চরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি। উপস্থিত জনসাধারণ আজ আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

— —

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর তাঁহার সেই সুন্দর প্রাণের বিষয় বর্ণন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যদুনন্দনদাস অধিকারী বি-এ মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় 'কেশব তুয়া জগত বিচিত্র' এই গীতিকাটী কীর্ত্তন করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতাবাসী বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে উৎসবে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ঐ দিন জনগণের [illegible] রায় বাহাদুর [illegible] [illegible], রায় [illegible] বিভিন্ন মাজিষ্ট্রেট), মিঃ এ কে বসু, সতীশনাথ গুহ (অবসরপ্রাপ্ত জজ), ললিতমোহন বসু (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট), মিঃ এ কে সরকার, অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল, ডাঃ [illegible] চৌধুরী, [illegible] প্রবোধনারায়ণ [illegible] এম্-এ, বি-এল, অধ্যাপক ঘোষ চৌধুরী [illegible]

[অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রঃ

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীমায়াপুরে প্রায় ৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে অবস্থিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান শ্রীব্রজপত্তন, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-শাস্ত্রপীঠ। এই মহাস্থানে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের শিক্ষা ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও নানা সম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের সপার্ষদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতেই দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', পারমার্থিক-গ্রন্থাদি অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসব কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৬১১২।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিপন্থ-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র 'নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গীতা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামুনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমধুনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) তেঁতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডন।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমধুনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—বাইসপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়পাথর, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (হাওড়া)

এখানে সড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ডুমরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী, পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়াপেটা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে নগরীতে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ　　REG. No. C.1544

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে আগষ্ট ইং ১৯৩৫ বুধবার { ১৫৩তম সংখ্যা

নিত্যধামে জীবনকৃষ্ণ প্রভু

"কৃষ্ণভক্তবিরহবিনা দুঃখ নাহি পর।"

—বোধ হয় এই মহাবাক্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার জন্যই আমরা পুরী হইতে গত হরিবাসর-তিথিতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছি যে, আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবাসুহৃদ্ মহোদয় তৎপূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-কল্পে তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে—"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" মর্ম্মে মর্ম্মে এই কথা অনুভব করিয়া তিনি যে প্রকার আর্ত্তির সহিত সতীর্থগণের সেবা করিয়াছেন, তাহার তুলনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠসমূহের সেবকবৃন্দের মধ্যে এমন একজনকেও বোধ হয় অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি জীবনকৃষ্ণ প্রভুর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা দূরে থাকুক—শতমুখে তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাবের ও আদর্শসেবার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠের, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও অন্যান্য মঠের মহোৎসবকালে এবং শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা কালে তিনি ভাণ্ডার-রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। বৃহদ্-ব্যাপারে ভাণ্ডার-রক্ষকের দায়িত্ব যে কত গুরুতর, তাহা সাধারণ ব্যক্তিরা ধারণা করিতে পারে না। তাহাকে বিবিধ ব্যক্তির কত যে গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমরা এমন ক্ষণ কখনও লক্ষ্য করি নাই, যখন জীবনকৃষ্ণ প্রভু ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন। তিনি সকলকেই সুমধুর-বাক্যে সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আদরের সহিত প্রদান করিতেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া সত্যই মনে হইত—তাঁহার সেই স্নেহময়ী জননীর সন্তান-বাৎসল্যকেও পরাজিত করিয়াছে। তাঁহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে ৪৪৮ গৌরাব্দে "সেবাসুহৃদ্" আশীর্ব্বাদ উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ প্রভুর আবির্ভাবস্থান ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত রামনাথপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন একাধারে আদর্শ গৃহস্থ ও আদর্শ বানপ্রস্থ। তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধা জননী আছেন। যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহাতেই সংসার চলিয়া যায় বলিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ দ্বারা বানপ্রস্থের সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। পুত্রগণ যাহাতে মঠাশ্রয় করিয়া ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তাহার সুবিধার জন্য এবং প্রাণ, বিত্ত, বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় যাবতীয় অর্থও স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য এই বিচারপর হইয়া তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি মঠে দান করিবার জন্য কয়েকবারই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের অনুমোদন না পাওয়ায় তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বে ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। আমরা আশা করি, তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতার আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায়ই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিবেন।

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমরা বুঝি, আর নাই বুঝি, তাহা নিত্য-কল্যাণকর। এই যে জীবনকৃষ্ণ প্রভুর আমাদের বহি-র্দর্শনের অকালে প্রয়াণ-লীলা, ইহার মধ্যেও শ্রীশ্রীভগবানের নিত্যকল্যাণপ্রদ-শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। প্রয়াণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ আকৃষ্ট হয়; তাই বোধ হয় আমার ন্যায় জাড্যগ্রস্ত বদ্ধজীবের দৃষ্টি জীবনকৃষ্ণ প্রভুর সেবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়সেবককে নিত্যধামে আকর্ষণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বাবস্থায়ই পরোপকারক, তাঁহাদের প্রয়াণলীলাও কৃষ্ণসেবার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। এহেন নিত্য পরমবান্ধব বৈষ্ণব ঠাকুরের চরণে ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য পাইলেই আমাদের মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হইবে। আজ অশ্রুসিক্ত-নয়নে জীবনকৃষ্ণ প্রভুর শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি—

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

জন্মাষ্টমী-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যভাস্করের কৃষ্ণ-কথার বিরাম নাই। অপরাহ্ণকালে পাটনা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত বৃন্দেশ্বরী প্রসাদ, পাবলিক প্রসি-কিউটার শ্রীযুক্ত নরসিংহ পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি সত্যানুসন্ধিৎসু ও শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কৈতব-নির্ম্মুক্ত ধর্ম্মের কথা বিবৃত হইয়াছে। 'নির্ম্মৎসরতা' বলিতে আমরা বাস্তব বস্তুর অনুসরণ লক্ষ্য করিয়া থাকি। যে জিনিষটা নিত্যকাল থাকিবে না, তাহাতে ন্যূনাধিক মৎসরতা আসিয়া পড়িবে। ঈশ্বরকে যদি নিরাকার, নির্ব্বিকার করিতে যাই অথবা পরিণামে ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইব বিচার করি, তাহাতে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না, বরং মৎসরতা আসিয়া পড়িবে।

Polytheistic idea (বহ্বীশ্বর ধারণা) লইয়া start (আরম্ভ) করিয়াছিলাম। অন্য জিনিষের দ্বারা অভাব পূরণ করিব এটা atheism (নাস্তিকতা)। বাস্তব বস্তুর সেবা ছাড়িয়া দিলে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইতে হয়। যেমন যদি কুকুরের সেবা করি এবং তাহার বিনিময়ে মাসিক ৭০ টাকা পারিশ্রমিক পাই। এই সব কার্য্য করিতে গিয়া আমরা Integer (পূর্ণ-বস্তু) এর সেবাকে অগ্রাহ্য করিতেছি। কিন্তু তিনি আমাদের নিকট হইতে সমস্ত service (সেবা) নিতে চান। আমরা তাঁহার নিত্য সেবক হইলেও আমাদের সমস্তটা তাঁহার কাজে পূর্ণভাবে না লাগিয়ে অন্য কাজে ব্যয়িত করিতেছি, অতএব আমরা চোরের কার্য্য করিতেছি। সেই চোরবৃত্তির জন্য তিনি আমাদের এ জগতে পাঠাইয়া দেন। এ জগতে আসিয়া আমরা যে ইন্দ্রিয়গুলি পাই সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহার সেবার কার্য্যে সম্পূর্ণ অর্পিত। আত্মা যখন এই জগতে আধিপত্য ও ভোগেচ্ছার বশবর্ত্তী হয়, তখন তাঁহাকে এই জগতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এ জগতে নানাবিধ

যন্ত্রণা ও ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইয়া যখন অসুবিধাগুলি বুঝিতে পারে, তখন আত্মা নিজের স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হয়।

'আমি কে?' এই বিচারে নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মনোধর্ম্মের যত কিছু চিন্তাস্রোত সমস্তই এই প্রাকৃত জগতে আবদ্ধ। তাহাতে কেউ কেউ নির্ব্বিশেষবাদের কথা বলিয়াছেন, আবার কেউ কেউ Personality of Theism (ভগবানের সবিশেষত্ব)এর কথা বলিয়াছেন এবং সেই বিচারে তৎসকাশে পৌঁছিবার কথা উপদেশ দিয়াছেন।

গীতাতে শ্রীভগবান্ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" শ্লোকে আশ্বাস দিয়াছেন। যাহাদের বিচারটা নির্ব্বিশেষ মতের তাঁহারা ঐ শ্লোকের কদর্থ করিয়া বলে যে, ঐ ব্রহ্ম Impersonal (নির্ব্বিশেষ)। অপর পক্ষ বলছেন যে, process of deduction (অবরোহপন্থা)টি গ্রহণ করা দরকার। যেমন সূর্য্যেতে আলো আছে, সেই আলোটা যখন আমাদের কাছে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই। অক্ষজজ্ঞান নিয়ে আমরা দৌড়াইতেছি। এরূপ অবস্থায় যদি কৃষ্ণকে Impersonal (নির্ব্বিশেষ) করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে কৃষ্ণের জন্য আর কিছু দরকার হবে না, যা' কিছু দরকার সবই আমাদের জন্য। অতএব তাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণটা বেশ গুছিয়ে করা যাইবে। তাহাতে কিন্তু প্রথমে বিরুদ্ধভাব, তারপর মৎসরতা আসিয়া পড়ে। কাম-ক্রোধাদি রিপু-ষট্‌কের অনুগত হইয়া তাহাদের সুবিধা করিয়া দিতেছি, তাহাদের গোলামী করিতেছি; কিন্তু এ রকম non-absolute (অবাস্তব) এর সেবা যেখানে, সেখানেই মৎসরতা আছে।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন এমন সময় প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের দ্বিতীয় ইনস্পেক্টার অব্ স্কুলস্ ডাঃ জে, সি, সেন মহোদয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন।

Absolute (বাস্তববস্তুর) এর সেবা না করিয়া আমরা এই জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি। আস্তিকতা deviated (বিকৃত বা বাতায়) হইলে আমরা এই জগতের প্রভুত্বের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকি। অনেকে বলেন, বৈষ্ণবেরা খুব sacrificing (ত্যাগ-স্বীকারকারী) তাহাতে ভোগিসম্প্রদায়ের বেশ সুবিধা। বৈষ্ণবদের ত্যাগের সুযোগ লইয়া ইহাঁরা বেশ নিজের সুখ-সুবিধা করিয়া লইতে পারেন।

Altruism (পরার্থপরতাটা) টা defective (দোষপূর্ণ) তাহাতে আমাদের mentality (মনোধর্ম্মের মধ্যে)র মধ্যে বিভাগ করিয়া খানিকটা একেতে খানিকটা অপরেতে দিতেছি; তাহাতে মর্য্যাদামার্গের একটা বিচার আসিয়া পড়িতেছে। মর্য্যাদামার্গে আমরা শরীরের উদ্বৃত্তাংশ দিয়া ভগবানের সেবা করিতে যাই আর সিংহভাগটা নিজেদের কাজের জন্য রাখিয়া দিই। তাহাতে বিষ্ণুপূজা হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপূজা হইবে না। কারণ কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা করিতে হইবে। সিংহভাগগুলো যদি অন্য কাজের জন্য রাখিয়া দিই তবে Theism (আস্তিকতা) পূর্ণ হয় না।

কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ॥

অতএব পুণ্যকামীরও ভোগ আবার পাপীরও ভোগ, দুই অবস্থাই ভোগ ব্যতীত আর কিছু নয়। উভয় ব্যাপারেই মানুষ recipient (গ্রহণকারী) হইতেছে। তাহাতে অসুবিধা ঘুচিতেছে না। কিন্তু ভোগটা যদি Absolute (বাস্তব বস্তুতে) shift (চালনা) করিয়া দেওয়া যায় অর্থাৎ নিজে ভোগ না করিয়া যদি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য ব্যস্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সুবিধা অর্থাৎ মঙ্গল হইয়া যায়। বাস্তব সত্যের জন্য চেষ্টা না করিয়া অবাস্তব বস্তুর জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছে তাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ও তাহারা স্বার্থগতি বিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে অসমর্থ।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

ইহ-জগতে যাহারা পতঙ্গরা পতঙ্গবৎ বাস্তব বস্তুর জন্য যত্ন না করিবে তাহাদের কোনদিন সুবিধা হইবে না। Eternal servitor (নিত্য সেবক) যে, সে নির্ম্মল আত্মা, সেই সেবা দিতে পারে, নতুবা মনযুক্ত আত্মা সেবা দিতে পারে না। তাহারা স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন প্রভৃতি হইয়া যাইতেছে ও sinner (পাপী) হইয়া পড়িতেছে এবং বিভিন্ন যোনি লাভ করিতেছে। বাস্তব সত্য তাহাদের কাণে প্রবেশ করিতেছে না। বিকৃত ও ভ্রান্ত শিক্ষায় লোকের মাথা মৎসরতা-দম্ভে অভিনিবিষ্ট হয়। উৎক্রম বা অক্রম-ক্রম অর্থাৎ যাহার ক্রমটা আমাদের দেখা নাই একরূপ ভগবানকে যাঁরা ২৪ ঘণ্টা সেবা করেন, তাঁহাদের স্বভাবটা যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই শিক্ষিত হন।

যিনি active initiative (স্বতঃকর্ত্তৃত্ব) লইতে পারেন তিনিই Absolute—বাস্তব বস্তু। আমাদের engagement (ক্রিয়া-কলাপ) গুলো যতক্ষণ বাস্তব বস্তুতে নিয়োজিত না হবে ততক্ষণ আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার থাকবে ও ঐরূপ চেষ্টা চলিতে থাকবে। Altruistic interpretation (পরার্থপরতার ব্যাখ্যা) দিয়ে আমরা পুণ্যার্জিত হই, কিন্তু তাতে পরিণামে ভোগই আছে। অতএব ঐরূপ চিত্তবৃত্তিটা সম্পূর্ণরূপে দমন করা দরকার। ভাগবত সম্প্রদায় ঐরূপ একাধিক কথা বলেন না। তাঁহাদের বিচার—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

Rule of three (ত্রৈরাশিক অঙ্কপাতের) কথাটা জানা থাকিলে eternal life (নিত্যকালের জীবন) টার জন্য কি করা দরকার সেই বিচারটা আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞানোন্নতির চরমসীমাপাত বা যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা দেশজয় জীবনের চরমসীমা নয়; এরকম চিত্তবৃত্তি যদি কাহারও হয়, তবে সে চিন্তাস্রোতটা বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। তা না করিলে পরস্পর হিংসানল বাড়িতে থাকিবে। ভগবানের সেবা না করিয়া Civilisation (সভ্যতার) এর acme (চরমসীমা) যতই দেখাই না কেন, তাহাতে সবগুলো stupidity (মূর্খতা) ছাড়া আর কিছু থাকিবে না। মানুষজন্মটা পেয়েছি, আমরা বাজে কাজে সময় নষ্ট করি কেন? ভগবান যে কথাটা বলিয়া দিতেছেন, সেটা না করিয়া আমরা—মনোধর্ম্মের চিন্তাস্রোতের মধ্যে যাই কেন? আধ্যাত্মিকগণ যে বিচার করিয়াছেন, সেই বিচারগুলি তাঁহাদের imperfect region (অভাবপূর্ণ স্থান) হইতে বিচার করিয়াছেন; সেজন্য ঐরূপ মনোধর্ম্মের চিন্তাস্রোতের কথাগুলোকে বাদ দিতে হইবে। "তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেব-মায়াং ইত্যাদি" শ্লোকটী ব্যাখ্যাও হয়। বাস্তব সত্যে manifestive phase (প্রকাশ-ধর্ম্ম) বিদ্যমান আছে; সেটা লক্ষ্য না করিয়া যেটা আমাদের দর্শনের বাধা দিতেছে, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি, ফলে all-knowledge and all-bliss (পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণানন্দ) টা neglected হইতেছে অর্থাৎ উপেক্ষিত হইতেছে। সেইজন্য বাসুদেবের ভজনের কথা ভাগবত বলিয়াছেন।

যৎপাদপঙ্কজ-পলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

Theistic school (পারমার্থিক সম্প্রদায়ের) এর কথায় মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ঝগড়া বিরোধ . . অতএব বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করা দরকার; সেটা করিতে হইলে কি করিতে হইবে? এপর্য্যন্ত যা শিখেছি, সেগুলোকে উল্টো পাক দিতে হইবে। এসব কথার অনেক phase (দিক) আছে, একসঙ্গে সব কথাগুলো বলিতে গেলে অসুবিধা হইয়া পড়ে; ধারাবাহিকভাবে শুনিলে সুবিধা হইতে পারে। সমুদ্রের জলে এক drop (ফোঁটা) জল দিলে সাগরটা বাড়িল,—সেখানে ত ঢের আছে।

Paradise বা স্বর্গে আমাদের কিছু সুবিধা নাই, কারণ 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। ঐ রকম ধরণের জিনিষ লাভ করিবার বাসনার কোন মূল্য . . অথবা নিজেদের সত্তাটা নষ্ট করিয়া দেওয়াটাও ঠিক নয়। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের বিচারধারাটা গ্রহণ করিতে হইবে না, তাহাতে আমাদের কিছু চিরস্থায়ী সুবিধা নাই। নির্ব্বিশেষবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করিবার জন্য ভাগবত লেখা হইয়াছিল। ঈশ্বর-সেবাটা বেনিয়ার জিনিষ নয়। বেনিয়ার নীতি পরিত্যাগ করিয়া অহৈতুকী সত্যতাভাবে বরণীয়। তাহাতে সব পাওয়া যাইবে; Semites জাতিরা theists (পারমার্থিক) নয়, কারণ Impersonal idea (নির্ব্বিশেষ ধারণা) টাই তাহাদের goal (মুখ্য প্রাপ্তব্য বিষয়)। উহারা Cessation (থেমে যাওয়া) বলিয়া যেটা বর্ণন করিয়াছে, তাহাতে annihilation (আত্মহত্যাই) টাই মুখ্য হইয়াছে।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো
মে মনসা বিধীয়তে॥"

কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতির আবরণ থাকা কাল পর্য্যন্ত Absolute'এর অনুশীলন হইবে না। কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত যে ঈশ্বরসেবা সেইটাই প্রকৃত শুদ্ধা ভক্তি।

[৫ম পৃষ্ঠার পর]

প্রসিকিউটর, ঢাকা), শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী (উকীল), হরেকৃষ্ণ বৈদ্য, ভুবনমোহন দাস (সলিসিটর), মিঃ জে এন্ বসু (দ্বারবঙ্গ মহারাজের ফাইনান্সিয়াল এজেন্ট), রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট), মাখন লাল বিশ্বাস, কবিরাজ অনাথনাথ রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্-এ, পি-আর-এস রায় বাহাদুর অশ্বিনীকুমার বসু, রায় বাহাদুর পি এন্ গুহ, মিঃ এ এন্ সেন (অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৵
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। নামমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন ? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যাদিসহ
৫৮। শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধন /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যকর্ণামৃতসারঃ ॥০
। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শনম

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন
বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইবোলিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যানেলয়েড ডিপ্লোমন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্‌) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১
৮১। সাধন-পথ
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৪২, ২৯শে আগষ্ট ১৯৩৫ [১৫৪তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

হেলথ্ অফিসারের পরিদর্শন—নদীয়া জেলা বোর্ডের Health officer মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি, ডি, পি, এইচ এবারেও মুরুটীর মেলা পরিদর্শন করিয়া তথায় স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছেন। মুরুটীর মেলা করিমপুরের অন্তর্গত একটী বড় মেলা। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এই মেলার জাঁক জমক অনেক কমিয়া গিয়াছে। Health officer মহোদয়ের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক কার্য্যের জন্য কোনও এপিডেমিক হইতে পারে নাই।

শান্তিপুর নবদ্বীপ লাইট রেলওয়ে—মধ্যে মধ্যে এই গাড়ী পথের মধ্যে বিকল হওয়ায় কোর্টের যাত্রীদের বড় অসুবিধা হয়। ২২শে আগষ্ট শান্তিপুর হইতে যে গাড়ী পৌনে ১০টায় ছাড়িয়া যাইতেছিল, দাগ্‌নগর যাইয়া সেই গাড়ী বিকল হয়। মেরামত হইতে অনেক সময় লাগে। তার ফলে কোর্টের যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল।

ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড—গত ২৩শে আগষ্ট রাত্রি ১টিকার সময় শিলচর ষ্টেশন রোডে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৩খানি দোকান ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি দোকান হইতে মালপত্র অপসারণ সম্ভবপর না হওয়ায় বহু টাকার ক্ষতি হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩লক্ষ টাকা।

আগুন লাগিবার পর শিলচরের নিকটস্থ মাছিমপুর বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ডিভলজিষ্ট মিঃ জি-এফ্ উইলসন মোটরযোগে ক্লাব হইতে ফিরিতেছিলেন। তিনি জনসাধারণ ও মিলিটারী কমেণ্ডেন্টকে খবর দিয়া অগ্নিনির্ব্বাপিত কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। আগুন নিভাইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

দাঙ্গার পরে—নজফগড়ের নিকটবর্ত্তী ঘৈরাগ্রামে দুই দলের মধ্য কিছুদিন পূর্ব্বে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া যায়। ফলে দুইজন লোকের মৃত্যু হয়। ঐ সম্পর্কে ঐ গ্রামের উভয় দলের ২৪জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

২৪জন লোককে শান্তি রক্ষার সর্ত্তে ১৫০ টাকা করিয়া জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে।

বোমা বিস্ফোরণ—গত ২৬শে আগষ্ট কাঁচড়াপাড়া ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে হোসাং রোডে এক দেশী বোমা ফাটার ফলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বোমা ফাটার ফলে দুইটি বালক আহত হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া রোডে এক বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি ভৃত্য কয়েকটি বালক-বালিকাকে লইয়া বেড়াইতেছিল। চারি বৎসরের একটি বালিকা বোমাটিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। সে উহাকে একটী খেলার বল মনে করিয়া কুড়াইয়া লয়। পরে সে উহা একটী পাথরের উপর নিক্ষেপ করে। ফলে বোমাটি ফাটিয়া যায় এবং দুইটি বালক আহত হয়। তাহাদিগকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া কতকগুলি সীসকের টুকরা পায়। এই টুকরাগুলির সহিত বিস্ফোরক দ্রব্য মিশ্রিত ছিল।

বঙ্গীয় ঋণভার লাঘব বিল—গত ২৭শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় ঋণভার লাঘব বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণার্থ স্যার নাজিমুদ্দিন প্রস্তাব করেন। মৌলবী তামেন আলী প্রস্তাব করেন যে, বিল সম্পর্কে জনমত জানিবার জন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত উহা প্রচার করা হউক। এই উভয় প্রস্তাবের সমর্থনে বহু বক্তা বক্তৃতা করিয়াছেন, কিন্তু ঐদিন আলোচনা শেষ না হওয়ায় তৎপরদিন পুনরায় উহা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বিলের মূল নীতি সকলেই সমর্থন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ইটালী—আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক অধিবেশন হইবে, প্রকাশ ঐ অধিবেশন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইটালী গভর্ণমেণ্ট এক বিবৃতি প্রস্তুত করিতেছে। আরও প্রকাশ ইটালী তাহার বিবৃতিতে এই মর্ম্মে যুক্তি প্রদর্শন করিবে যে আবিসিনিয়াকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে বাদ দেওয়া উচিৎ।

ইটালীর নৌ-সেনাপতি—বেরগামোর ডিউক ইটালীর রাজপরিবার হইতে সর্ব্বপ্রথম বিদেশে সৈন্য দলভুক্ত হওয়া লাভ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান ইটালী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পূর্ব্ব আফ্রিকার উপনিবেশ সমূহের সামরিক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কাস টান্ ডিকিয়াইনী, লেইনি গিড্ডো এবং পাগনেরে ডিউক এই তিনজন নৌ-সেনাপতি ইটালীর অধিকারভুক্ত সমুদ্রে বিপৎপাতের আশঙ্কা হইলে সৈন্যদলে যোগদান করিবেন। এ তিন জনই বিগত মহাযুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

কনভোকেশনে যোগদান—বর্ত্তমানে কনভোকেশনে যোগদান করিতে হইলে গ্রাজুয়েটদিগকে ইউরোপীয় পোষাক ও কলেজ ক্যাপ অথবা চাপকান ট্রাউজার ইত্যাদি পরিয়া তাহার উপর গাউন পড়িতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের জনৈক সদস্য এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, গ্রাজুয়েটগণ, দেশীয় পোষাকের উপরে গাউন পরিয়া আসিয়াও কনভোকেশনে যোগদান করিতে পারিবেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে ছাত্রদের পোষাকের বাবদ ব্যয় কমিবে এবং দেশীয় পোষাকের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িবে।

পট্টশিল্পে নূতন যন্ত্র—লণ্ডনের ফাইনানসিয়াল 'টাইমস্' পত্রিকায় একটী নূতন শক্তি সম্পন্ন পট্টবয়ন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা শীঘ্রই ডাণ্ডির কোন কারখানায় স্থাপন করা হইবে, যন্ত্রটী সাফল্য লাভ করিলে পট্টশিল্পে আশ্চর্য্যকর পরিবর্ত্তন হইবে। প্রকাশ, এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রে ছয়জনলোক দশটি তাঁত চালাইতে পারিবে

বিমানপোতের বিলম্ব—ঝড়ের ফলে পথ ঠিক করিতে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ কোম্পানীর সি, পি, ও, বিমান পোতকে বিলম্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া বিমান পোত ও সিংহল হইতে ডাক ও যাত্রী লইয়া ক্রয়ডন ২৮শে আগষ্ট ১১টা ৪৫ মিনিটেও পৌঁছিতে পারে নাই। প্রকাশ ২৮শে আগষ্ট ১১-৪৫ মিনিটের পূর্ব্বে উহার ক্রয়ডনে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই।

কাজির সমাধি

ভক্ত চাঁদকাজি (মৌলানা সিরাজুদ্দীন) মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র। তাঁহার বাড়ী শ্রীধাম-মায়াপুরের অন্তর্গত বামনপুকুর গ্রামে। তাঁহার ঐ আলয় ও সমাধি বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সম্পত্তি। কোন কোন ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমাধি-সংস্কারের নামে অর্থসংগ্রহের অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদস্বরূপে এটর্ণির যে-সকল পত্র গিয়াছে, তাহার একখানার অনুবাদ গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে। অপর একখানা পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এটর্ণির আর একখানা পত্র

[UNDER CERTIFICATE OF POSTING]

6th August 1935

Babu Natabar Datta,
7, Durga Charan Pithuri Lane,
Calcutta.

Dear Sir,

Under instructions from our clients (1) Srila Siddanta Saraswati, (2) Pandit Kunja Behari Vidyabhusan, (3) Ananta Basudev Brahmachari and (4) Paramananda Vidyaratna, all of Mayapur in the District of Nuddea we are enclosing herewith copy of a letter written by us to Kazi Syed Ahammad of Kazi Bari P.O. Bamoonpooker in the District of Nuddea which speaks for itself.

We are instructed to call upon you, which we hereby do, forthwith to withdraw the circular (mentioned in the said letter) to which you are a signatory and to make it known to the public that neither have you nor any other signatory to the said circular has any right whatsoever to do anything with regard to the Samadhi of the late Chand Kazi as our clients who are the owners thereof do not propose to permit anybody to do anything with regard to the said Samadhi and to give you notice that if you fail to comply with the above requisition within a week from date hereof, steps will be taken against you without further reference.

Yours faithfully,
Sd/. Mitra & Mukherjee, Solicitors
10, Hastings Street, Calcutta.

[UNDER CERTIFICATE OF POSTING]

6th August, '35

Kazi Syed Ahammed
Kazi Bari
P. O. Bamanpookoor
District Nuddea.

Dear Sir,

We are instructed by our clients Srila Siddhanta Saraswati, Pandit Kunja Behari Vidyabhusan, Ananta Basudeb Brahmachari and Paramananda Vidyaratna all of Mayapur in the District of Nuddea to address you as follows :—

Our clients' notice has recently been drawn to a circular in Bengali and a photograph of the Samadhi of the late Revered Chand Kazi under the signature of yourself and various other persons including one Notobar Datta of No. 7, Durga Charan Pithuri Lane, Calcutta, containing an appeal to the members of the public for a donation of a sum of Rs. 5000/- which is alleged in the said circular to be necessary for the preservation of the Samadhi of Chand Kazi, for construction of a rest house for piligrims visiting the said Samadhi and for a tube well and that contribution should be sent either to you or to the said Notobar Dutta.

We are instructed that our said clients are the sole and absolute owners of the said Samadhi together with the house belonging to the late Chand Kazi known as Kazi Bari and the parcels of land and gardens appertaining to the said house and the said Samadhi the same having been purchased by them so far back as in the month of Sravan 1319 B. S, from the owner of the said properties and that the said properties including the said Samadhi are in possession of our clients since the date of the said purchase.

We further understand that you are fully aware that our clients are the owners of the said Samadhi and the properties mentioned above and that you are now in occupation of the house known as Kazi Bari as a monthly tenant under our said clients. Our clients maintain that the said circular is couched in such language as to mislead the members of the public into believing that if financial help is rendered by them you as a descendant of the late Chand Kazi will be able to take necessary steps for the repairs of the said Samadhi which according to you is in such a state that every trace of it will be lost and it will cease to exist unless steps are immediately taken for its preservation. We are further instructed to point out to you that the representations made by you firstly as to the condition of the Samadhi and secondly as to your right to execute any repairs to the said Samadhi are not true as you are perfectly aware that nobody has any right to the Samadhi except our clients who are the sole and absolute owners thereof. We are further instructed to state that you are also aware that even if any member of the public send any donation in the belief that the representation made by you in the said circular are true, you will not be in a position to utilise the moneys so received by you for the purposes alleged in the said circular in view of the fact that our clients are the owners of the said Samadhi and all land adjoining the same.

Our clients further note that you have not taken the trouble to mention in the said circular that our clients who are all devout Vaishnavas and the Head and responsible members respectively of the Sri Chaitanya Math at Mayapur which is very near to the said Samadhi are the owners of the said Samadhi they having purchased the same solely for the purpose of preserving the same and perpetuating the memory of the late Revered Chand Kazi.

Our clients further state that the representations made by you in the said circular are wholly misleading and incorrect as our clients' Math is very near to the said Samadhi and every facility, is given by them to persons desiring to visit the same.

Our clients take very serious notice of the above circular which they maintain is not only a deliberate attempt to mislead the public but is calculated to do harm to our clients and we are hereby instructed to call upon you, which we hereby do, forthwith to withdraw the said circular and make it known to the members of the public that our clients are the sole and absolute owners of the said Samadhi and that neither you nor the other signatories who have very generously lent their names to the said appeal have any right to do anything with regard to the said Samadhi as our clients do not propose to allow either you, or the other signatories of the said circular or anybody else to do anything with regard to the said Samadhi or in or upon the land adjoining the same which belong to our clients.

Our clients' notice has also been drawn to an article at page 4 in the Dainik Basumati dated 14th Sravan 1342 B. S. which is alleged to be written on information received from you. It is stated in the said article that the authorities of the Gaudiya Math had instituted a criminal case against you as you cut a jack fruit tree at the time when you were taking steps for the preservation of the Samadhi of Chand Kazi, that it was the duty of every Vaishnava not to stand in the way of the preservation of the Samadhi of the late Chand Kazi and that they being Vaishnavas should withdraw the said criminal case without delay. It is further alleged in the said article that you are the shebait of the said Samadhi and that you have taken steps for its preservation with public subscription. Our clients state that the said article which is alleged to be based on statements made by you is highly defamatory to our clients who are devout Vaishnavas and who are held in—very high esteem by the Vaishnavas not only in Bengal but throughout India and also in England and the continent in as much as it is calculated to mislead the members of the public and particulary the followers of the Vaishnava religion into believing that they had done something which as true Vaishnavas they should not have done namely the prosecution of a descendant of the late Chand Kazi for his cutting a jack fruit tree which is alleged to have been cut at the time when steps were being taken by him for the alleged preservation of the said Samadhi. Our clients state that the statements which the editor of the said newspaper alleges to have been made by you are absolutely false, that such statements if they were made by you were made solely for the purpose of defaming our clients and putting pressure on them to withdraw a criminal case which is now pending against you for theft. Our clients therefore call upon you forthwith to write to the said newspaper contradicting that the article in question was based on statements made by you if the same were not made by you and to send us a copy of your said letter or to tender to our clients an unconditional apology in writing for having made the said false statements if the same were made by you and to publish the said letter in the said newspaper. We are instructed to give you notice, which we hereby do, that if the above requisitions are not complied with within a week from date hereof steps will be taken against you and the other signatories to the said circular without further reference.

Yours faithfuly.
Sd/. Mitra & Mukherjee,
Solicitors
10, Hastings Street, Calcutta.

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

অশোক, অভয়, নির্মোহ ইচ্ছা কর্‌লে ভক্তিকে আশ্রয় করুন—অধোক্ষজে ভক্তি করুন। আর কুকুর, ঘোড়া, ইতর প্রাণী, মনুষ্য বা দেবতাগণের সেবা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করুন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, যে কোনভাবে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁ'র সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হ'লে তিনি তদনুরূপ কৃপা ক'রে থাকেন। সেব্যের সঙ্গে সেবক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ সহ তাঁকে লাভ করেন। যাঁরা তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাঁ'রা একাদশী ব্রতাদির নামে পিত্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁ'দের হরিনামের রুচি হয় না। হরিকে লাভ ক'র্‌তে হ'লে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্ম্মে অবস্থিত। তাঁ'দের যে বিচারপ্রণালী, তা'তে তাঁ'রা কাম, ক্রোধাদি নক্রমকরের দ্বারা কবলীকৃত হ'য়ে প'ড়ে আছে। ভগবানকে আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয় সেই সম্বন্ধজ্ঞানটিই প্রথম শ্লোকে প্রদত্ত হ'য়েছে।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলিয়া আছি। যিনি কৃপা ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'র্‌তে আসেন, তাঁ'কে অনাদর ক'রে কপটতা, প্রতারণা, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সনকাদ্যাদের বিশ্বাস—আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়পদার্থ ঠিক ক'রে ফেলেছি, আমার জ্ঞানে ভুল নাই। সর্প যাঁ'রা, নির্গুণ যাঁ'রা, ভগবজ্জ্ঞান যাদের হয় নাই, তাদের সেবা-প্রবৃত্তি আসে না। তাঁ'রা সেবা অভিমান ক'রে অর্থসংগ্রহ, কামিনী-সেবা ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য চৌদ্দভুবন আলোড়িত করছে। নিজভোগ-সংগ্রহই তাঁ'দের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত এঁ'দের নরপশু ব'লেছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ ক'রে—হৃষীকেশের সেবা বন্ধ ক'রে, হৃষীকের দ্বারা শান্তি ভোগ করা এবং বৃদ্ধি যা'র সে নিজের মঙ্গল চাচ্ছে না। কর্ম্মজড় পশুবুদ্ধি আমাদের ভাগবত শুনবার প্রবৃত্তি নাই। তাঁর বিরোধ ক'রে নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি করব। এটাই আমাদের ভাগবত-পাঠ। ভোগে নরকপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের বশীভূত থাকামাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা-চেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্য গুণজাত জগতের বিচার-বৈরূপ্যের যত্ন করা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের প্রবৃত্তি। অভিধেয় বিচারের সময়—'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে এ সব বিষয় ভাল ক'রে আলোচিত হ'বে।

ধর্ম্মবিচারেও বিবর্ত্ত হ'য়েছে। কেউ বলেন স্বাধ্যায়, কেউ বলেন তীর্থযাত্রা, কিন্তু সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। কৃষ্ণপাদপদ্মের ভজন কর্‌লেই সর্ব্বাসিদ্ধি করতলগত হয়। এখানে বিবর্ত্তজ্ঞান—মায়ার'চিত ইতর জ্ঞান ও শুদ্ধজ্ঞান উভয় প্রকারের যোগাভাই আছে।

অনেকে 'কমঠ'-ন্যায়ে এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করে। Analogyকে বড় বিচার কর্‌লে জগৎটাই আছে ধারণা হয়। কিন্তু জগতের প্রভু পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না। জগন্নাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অন্যদেবতা কল্পনা কর্‌লে ভ্রান্তি-হেতু অমঙ্গল হয়।

অনেকের ভ্রান্তি হয়, গৌড়ীয়মঠ গোস্বামি-শাস্ত্র বা ভাগবতের কথা আবরণ ক'রে অন্য কথা বলেন তার প্রাকৃতসহজিয়ারাই সে সকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি, গলায় মালা দিয়ে নিজসজ্জায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার জন্য ঘুরে বেড়ান ভাগবতপাঠের ফল নয়। তাঁদের এরূপ ভাগবতপাঠ বন্ধ করা দরকার। ১২০৪ সালে নীলাচলে চৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ [illegible] বহুলোক শুনতে আসতেন, কিন্তু অনেকেই আমার কথা ধর্‌তে পার্‌লেন না। যারা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত তারা বৈষ্ণবতা হ'তে শত সহস্রযোজন দূরে। এদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নাই। আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হ'তে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবত-শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্মা ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। তবে [illegible]। দুঃখে পড়ে আছে তাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল তাঁ'কেও বিবাদ। দুই পক্ষে ঝগড়া চল্‌ছে। তৃতীয়পক্ষ এঁ'দের ঝগড়া মিটাতে গেলে লাঠিটা তাঁ'রই ঘাড়ে পড়ে। জলে ডোবা লোককে যে উদ্ধার ক'র্‌তে যা'বে তা'কেই চেপে ধরে জলমগ্ন ব্যক্তি ডুবিয়ে দিতে চায়।

"দেখীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপো-পেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" বিদ্বেষীকে incorrigible জেনে দূরে থাকতে হ'বে। অশ্রদ্দধানে হরিনাম দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু এদেশ অনুগণ গুরুর কাছে হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় ক'রে বিপথগামী হ'চ্ছে বল্‌ছে যা ইচ্ছা কর, বাকিটা দিব। কিন্তু অপরাধযুক্ত হ'লে হরিনাম হয় না। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌-গুরুঃ" বিচার না ক'রে যা'র যা'র গুরু তাঁ'র তাঁ'র কাছে, ঠাকুরের ভোগ, চুরি করবার জন্য হ'লে চলবে না। ঠাকুর ঘরে পূজা করবার জন্য কেউ যায়, কেউ ঠাকুরঘরে চুরি করবার জন্য ঠাকুরঘরে ঢোকে। এ রকম ভাগবতীদের কথাও অনেক শুনেছি। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—'অসাধুর সঙ্গে ভাই [illegible] অধমে হইল [illegible]' '[illegible]'—এ গুলি গল্পের কথা নয় বা শুধু মান রক্ষা [illegible] নয়, [illegible] করবার জন্য। নিজের বাহাদুরী ক'রে অপরের জীবকে বঞ্চনা করা বা আত্মবঞ্চনা করা এটা ভাল নয়। [illegible] [illegible] [illegible] হ'তে হয়, বিশ্বদর্শন স্ফূর্ত্তি হ'য়ে যায়; শুদ্ধনামাশ্রয় [illegible], নামাপরাধ বর্জ্জন ক'রে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে শুদ্ধ নামাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

[একই জাতীয় বাসনাধারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। রসিক রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।]

সর্বস্থল বিশ্বকেই একমাত্র বস্তু [illegible] [illegible] তিমিরের থাকতে হ'বে। [illegible] [illegible], পূর্ণজ্ঞানময়। নিরানন্দ যেখানে [illegible] [illegible] যোজন দূরে অবস্থিত। সেখানে [illegible] আনন্দ বিরাজমান। সেখানে [illegible] [illegible]। সেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এঁকে [illegible] [illegible] কাঠ-মাটিপাথর বিচার করবেন না। [illegible] [illegible] দেখবেন যেন বস্তু [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]; বাস্তব বুদ্ধিই যেন সম্যগ্ই হ'বে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

নিবেদন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশামৃত সর্ব্বত্র প্রচার করাই নদীয়া-প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। বদ্ধ জীব আমরা যখন আমাদের দোষচতুষ্টয়যুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সাহায্যে সেই উপদেশ বুঝিতে যাই, তখন প্রকৃত-তত্ত্বলাভে অসমর্থ হই। শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ অবগত করাইবার জন্য হেতু জগতে অবতীর্ণ [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণীর—মূর্ত্ত শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। শ্রদ্ধার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনবিষয়ের অনুকীর্ত্তনই নিত্যকল্যাণলাভের একমাত্র প্রশস্ত সেতু। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

তা সংগ্রহ ক'রিয়া আমরা যে সহৃদয় পাঠকবর্গকে কণ্ঠহার রূপে প্রদান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের আনন্দ আর ধরে না। ইহা অপেক্ষা আর কোনও অধিক মূল্যবান বস্তু উপহার দিবার শক্তি আমাদের নাই—আমাদের বিচারে, ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জিনিষ থাকিতে পারে না। আমাদের অনবধানতার জন্য যে-সকল মুদ্রাঙ্কণ-প্রমাদ লক্ষিত হইয়াছে, পাঠকগণ তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভাগবত-শিক্ষাসার গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

স্বাগতম্ ইউরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের ভার-প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ১০ দিনের মধ্যেই বোম্বে [illegible] [illegible] [illegible] নামক [illegible]-মনীষিবৃন্দ সহ বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা মহা-নগরীতে পৌঁছিয়াছেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, বঙ্গের মনীষিবৃন্দ ও জনসাধারণ আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার স্বামীজীকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধবরও শ্রবণ-সদনে মহতী সভায়ও স্বামীজীকে অভিনন্দিত করা হইবে। স্বামীজী যখন ইউরোপে যান, তখন আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে স্বামীজীর নিরাপদে সাফল্যের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য (পুনরাগমনের) প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। এখন আমরা স্বামীজীকে হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিতেছি—"স্বাগতম্"।

রেডিও সাহায্যে পরমার্থ-শিক্ষা—বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যে-প্রকার উন্নতি হইয়াছে অপর কোনও যুগে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না জানি না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] [illegible] [illegible] হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। [illegible] শব্দ-বিজ্ঞানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার [illegible] বিশ্বময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। গৌড়ীয়-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] [illegible] গত সোমবার [illegible] [illegible] মিনিটের সময় রেডিও করিয়া '[illegible]'-সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান [illegible]। [illegible] রেডিও [illegible] [illegible] [illegible], শ্রবণ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ —(আকর-মঠরাজ)
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্‌যোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকীর্তন-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের নিজ নিজ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বতসম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমণ ও বার্ষিক ভক্তগোষ্ঠীর কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সম্প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির —এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমনোহর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামুনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জান্নগর. (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) তেঁতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিকণ্ঠ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিভূষণ

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি.ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে সড়ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ডুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখশাহী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৭৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে নগরীতে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুণে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ঐ (বাঁধা
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। সূক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৯
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটিক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সাবরণবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। নৈষ্কর্ম্ম্যবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

THE THAKUR BHAKTI VINODE INSTITUTE

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] -১৩ই ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৪২, ৩০শে আগষ্ট ১৯৩৫ [১৫৫তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা—বাঙ্গালার মহামান্য গভর্ণর স্যারজন এণ্ডারসন গত বুধবার অপরাহ্ণ ৪-৪৫ মিনিটের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বলিয়াছিলেন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বটে কিন্তু বিপ্লবপন্থিগণ তাহাদের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে নাই। ঐ সময় তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যখন বুঝিবেন যে, বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র এরূপ হ্রাস পাইয়াছে যে, উক্ত আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা শিথিল করিলেও পুনরায় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে না তখন গভর্ণমেণ্ট রাজবন্দিদিগকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইবেন, তৎপরবর্ত্তী ছয় মাসের অবস্থা মোটামুটি খারাপ নহে। এই সময়ে কোনও গুরুতর বৈপ্লবিক অপরাধ সংঘটিত হয় নাই এবং জনসাধারণও ক্রমশঃ বিপ্লব আন্দোলনের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতেছে। তবে বিপ্লব আন্দোলন যে একেবারে বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের ধারণা বিপ্লববাদীদের অবস্থা উন্নতির দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টায় যে বিপদ আছে, যথোপযুক্ত সতর্কতাসহকারে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, যেহেতু রাজবন্দিগণ কোনও প্রকাশ্য আদালতে দণ্ডিত হয় নাই সুতরাং তাহারা বিপ্লববাদী নহে ; অতএব তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত তাঁহাদের সম্বন্ধে গবর্ণর বাহাদুর বলেন—তাঁহারা হয় বিপ্লববাদীর অন্তর্ভুক্ত, না হয় তাঁহারা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও বিপ্লববাদীদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। সুতরাং তাঁহারা এই বিষয়ে যথাযোগ্য ধারণা করিতে অসমর্থ।

অনেক চিন্তার পর গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন রাজবন্দীদিগকে বিশেষ সাবধানতার সহিত সরকারী ব্যয়ে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহার ফলে তাহারা কৃষি-শিল্পাদিজাত নৈসর্গিক সম্পদ্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য রাজবন্দীদিগের স্বাভাবিক জীবন প্রত্যাবর্ত্তন ও বেকার সমস্যার সমাধান এই দুইটী কার্য্যই ঐ শিক্ষায় সম্পাদিত হইবে। যদিও এই কার্য্যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন তথাপি এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভবিষ্যতের বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করিবেন বলিয়াই গবর্ণর বাহাদুর আশা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পিস্তল উধাও—খারগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার সাব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৮শে আগষ্ট গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের নিকট এই সংবাদ দিয়াছেন যে তিনি যখন বি, এন, আর লাইনের আপ ট্রেণে প্রথম শ্রেণীতে যাইতেছিলেন তখন সাত্রাগাছি ও আন্দুল ষ্টেশনের মধ্যে দেখিতে পান যে তাঁহার পিস্তল হারাইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেসের সুবর্ণ জন্মোৎসব—এলাহাবাদের সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তথায় পৌছিবেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কংগ্রেসের সুবর্ণ জন্মোৎসবোপলক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রসমিতির কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এলাহাবাদে পৌছিয়া ঐ সমস্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

ভেজালের প্রসার—সরকারীস্বাস্থ্য বিভাগ হইতে গত ১৯৩৩ সালের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ২৫টী জেলাবোর্ড হইতে যে ৫৪২৬টী নমুনা গৃহীত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করার ফলে দুগ্ধের শতকরা ৭০, সরিষার তৈলের শতকরা ৪৫ ও ঘৃতের শতকরা ২৮টী নমুনাই ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল ভেজাল খাদ্যের ফলে দেশবাসীর যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধিত হইতেছে তৎপ্রতি মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতির সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। জেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি সতর্ক হইলে ভেজালের প্রসার সম্ভব হয় না। দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভেজাল নিবারণে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

দুঃসাহসিক ডাকাতি—গত শনিবার রাত্রিকালে গোলাদীননাথের ব্যবসায়ী প্রথু সিং করাণার গৃহে দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ বাড়ীর পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে অন্দরে প্রবেশ করিয়া ছোরা দেখাইয়া এক মহিলার নিকট হইতে সিন্দুকের চাবী সংগ্রহ করে। নগদ ও গহনায় প্রায় ৮ হাজার টাকা লইয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েকখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে।

সন্দেহে গ্রেপ্তার—দক্ষিণ ত্রিপুরার চাঁদপুর মহকুমার বোয়ালিয়া গ্রামের শ্রীযুত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী নামক এক টোলের ছাত্রকে আগরতলা হইতে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়া কুমিল্লা জেল হাজতে আটক রাখা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আশুতোষবাবু একটি বালিকা বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করিতেন।

বর্শার আঘাতে ৫জন নিহত—চুহারখানা নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী যাত্রা গ্রামে শিখ ও জাঠদের দুইদলে কলহের সূত্রপাত হয়। ফলে ৫জন শিখকে বর্শার আঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। অপর একজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে অনেকে অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে—সকলকেই লরী করিয়া স্থানীয় হাসপাতালে আনা হইয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারীরা ঘটনা স্থলে ছুটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে একটী বাড়ীর মালিকানা স্বত্ব লইয়া দীর্ঘদিনের শত্রুতাই এই ঘটনার জন্য দায়ী।

পিতৃহত্যার প্রাণদণ্ড—রাঁচীর জুডিশিয়াল কমিশনার বুরাং ওরাও নামে এক ব্যক্তিকে পিতৃহত্যার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীর বৃদ্ধ পিতা আসামীকে অপরের ক্ষেত হইতে তাহাদের একটা গরু তাড়াইয়া আনিতে বলিলে আসামী তাড়া উপেক্ষা করে। পিতা অবাধ্য পুত্রকে ঢিল ছুড়িয়া মারিলে পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার মস্তকে লাঠি দিয়া এমন গুরুতর আঘাত করে যে, তাহাতেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন—আং খিন একজন নামজাদ বিদ্রোহী। গত ব্রহ্ম বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এবং অন্যান্য অপরাধে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইনসিনের দায়রা জজ তাহার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

যাহারা বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিল এবং ১৯৩০ সালের ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর আং টুনের দলকে আক্রমণের, একখানি চীনার দোকান লুটের, স পোবার হত্যার ও ক্যাপ্টেন দাটের আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিল, আং খিং তাহাদের অন্যতম বলিয়া জজ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন।

উল্লেখ করেন যে, হেলেগুকাসিতে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর আসামীও আর বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। বন্দুকাদি ও খাদ্য দ্রব্য লুণ্ঠনে কিম্বা স'পোবার হত্যাকার্য্যে আসামী বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সাক্ষ্য প্রমাণে যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আসামীর নিকট বন্দুক ছিল না। কাজেই এই আসামী নিজে ইউ, আং টুনের বাহিনীর অথবা সরকারী বাহিনীর লোকজনকে আঘাত করিয়াছিল না বলিয়াই তিনি মনে করেন।

আসামী আং খিনকে জজ সম্রাটের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের অভিযোগ সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

শোচনীয় লরী দুর্ঘটনা—এলাহাবাদে একখানি লরী অনুমান ৪০জন তীর্থযাত্রী লইয়া এলাহাবাদ হইতে অযোধ্যা অভিমুখে যাইবার সময় পথে সুলতানপুরের নিকট একটী গাছে গিয়া ধাক্কা খায়। ফলে লরীখানিতে আগুন ধরিয়া যায় এবং দুইজন যাত্রী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও অন্যান্য সকলে গুরুতররূপে জখম হয় বলিয়া প্রকাশ। আরো প্রকাশ যে, আহতদের মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

আসামে হাঙ্গামা—গৌরীসাগর গ্রামে এক গুরুতর হাঙ্গামার ফলে জনৈক হিন্দু দোকানদার জখম হইয়াছে। প্রকাশ, জনৈক হিন্দু বালক বাল-সুলভ চপলতা বশতঃ উক্ত গ্রামের নরনাথ কোচ নামক জনৈক লোকের বাড়ীর উপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু নরনাথ কারাৎ নামক বালককে সন্দেহ করিয়া ভৎসনা করে। কারাৎ মুসলমান গ্রামবাসীদিগকে এই বিষয় জানায়। এরূপ প্রকাশ যে, মুসলমানগণ একযোগে তথায় আসিয়া নরনাথকে মারধর করে। নরনাথের মাতা তাহার পুত্রের হইয়া প্রতিবাদ করিলে তাহাকেও মারধর করা হয় বলিয়া প্রকাশ। গাঁও বুড়াকে ঘটনার সংবাদ দেওয়া হইলে সে আমগুড়ী পুলিশে সংবাদ দেয়।

হত্যাপরাধে কারাদণ্ড—আসাম উপত্যকার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ কে, সি চন্দ্র জুরীদের সহিত একমত হইয়া অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগে রাজবংশী গারোকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০৪ ধারা মতে দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, বিজনী থানার এলাকাধীন ছোট নীলবাড়ী গ্রামে আসামী তাহার স্ত্রীকে লইয়া বাস করিত। গত ২১শে মে আসামীর স্ত্রী তাহাকে খাইতে না দেওয়ায় সে স্ত্রীকে প্রহার করিলে তাহার শ্যালক খুটাবারো তাহাকে বাধা দেয়, ইহাতে আসামী ক্রুদ্ধ হইয়া একখানি দা' দিয়া শ্যালককে সাংঘাতিক আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে খুটাবারোর মৃত্যু হয়।

পদ্মার ভাঙ্গন—বিক্রমপুরের বহর এবং তেলিরবাগে পদ্মানদীর ভীষণ ভাঙ্গন অতি চরম আকার ধারণ করিয়াছে। সমগ্র বহর গ্রামটী এবং উহার বাজার ইতিপূর্ব্বেই কীর্ত্তিনাশা গ্রাস করিয়াছে। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের তেলিরবাগস্থ পৈতৃক ভদ্রাসনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর দুই একদিনের মধ্যেই অবশিষ্টাংশও এই দুর্দ্দান্ত নদী গ্রাস করিবে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক—শ্রীযুত ইন্দুভূষণ মোদক নামক একজন তরুণ বাঙ্গালী পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে গত ২৩শে এপ্রিল কলিকাতা ত্যাগ করেন। সম্প্রতি তিনি রাউলপিণ্ডি আসিয়া 'সিং সভা বিশ্রামাগার'এ অবস্থান করিতেছেন। গত ৩রা আগষ্ট তিনি লাহোর ত্যাগ করেন এবং গুজরানওয়ালা, গুজরাট ও ঝেলামে অবস্থান করিয়া পরে রাউলপিণ্ডি আসিয়াছেন। খাইবার পাশ, কাবুল, পারস্য ও এশিয়ামাইনর প্রভৃতি স্থান হইয়া ২ বৎসরের মধ্যে তিনি লণ্ডন পৌঁছিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

চাষীদের মধ্যে হাঙ্গামা—লারকানা জেলার মীরোখান গ্রামে দুইদল মুসলমান চাষীর মধ্যে হাঙ্গামায় একব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, গোচারণ সম্বন্ধে আপত্তির ফলে এই বিবাদের উদ্ভব হয় এবং ক্রমে উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। একদল পুলিশবাহিনী সত্বর ঘটনাস্থলে রওনা হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীহত্যায় শোচনীয় কাহিনী—শিলচর হইতে ৩০ মাইল দূরে একটী নাগা স্ত্রীলোকের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত স্ত্রীলোক ভাল করিয়া আহার্য্য রন্ধন করিতে না পারায় তাহার স্বামী তাহাকে উহা পুনরায় রন্ধন করিতে বলে। সে তাহাতে অস্বীকৃত হইলে তাহার স্বামী রুষ্ট হইয়া তাহাকে আঘাত করে। ফলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। অতঃপর স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়স্বজন তাহাদের প্রথানুসারে একটী পঞ্চায়েত ডাকিয়া স্ত্রীলোকটীর স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে। ঐ টাকা তাহারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয় এবং মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। ১৪ দিন পরে, স্ত্রীলোকটীর দুই জন আত্মীয় তাহাদের অংশের টাকায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করিয়া শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে। নাগা লোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

নাবালিকার আত্মহত্যা—হাউনদী নাম্নী ১১বৎসর বয়স্কা এক মারাঠী বালিকা ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক এক বৃদ্ধের সহিত তাহার আসন্ন বিবাহের আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালিকার মৃতদেহ এক কূপে পাওয়া যায়। সে এক বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হয়। বালিকার প্রতিবাদ নিষ্ফল হওয়ায়, সে এক দিবস রাত্রিতে আত্মহত্যা করে।

বাঙ্গালায় ডাকাতির তালিকা—১১ই আগষ্ট হইতে ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই ছয় দিনের মধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ২১টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে।

এই সব ডাকাতির মধ্যে মেদিনীপুর, মালদহ ও ঢাকা প্রত্যেক জিলা হইতে ৩টী, বীরভূম, ২৪পরগণা, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ প্রত্যেক জিলা হইতে ২টী এবং বাঁকুড়া বর্দ্ধমান রাজসাহী ও ত্রিপুরা প্রত্যেক জিলা হইতে ১টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, একটি ডাকাতিতে ডাকাতেরা যে বাড়ীতে হানা দিয়াছিল সেই বাড়ীর জনৈক লোককে বর্শা ফলক দ্বারা জখম করে এবং অন্য একটী ডাকাতিতে ডাকাতেরা ধরা পড়িবার হাত এড়াইবার জন্য মুখে রঙ মাখিয়া আসিয়াছিল। অন্য একটী ডাকাতিতে ডাকাতেরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে বাঙ্গলায় ১০৯টি ডাকাতি হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ঐ মাসে ৯৮টী ডাকাতি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ—ঢাকা নড়িয়াকুণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্ম্মচারী শ্রীকুমুদলাল চৌধুরী ঢাকা উত্তর সদরের এস-ডি ও মহোদয়ের আদালতে ধামরাই থানার দারোগা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ৫০৪ ও ৩৫২ ধারা অনুসারে অভিযোগ করিলে এস-ডি ও নিজেই তদন্তে যাইবেন এরূপ আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে চুরি হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মচারী কুমুদ বাবু থানায় এজাহার দিতে গেলে দারোগা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উক্ত কুমুদবাবুকে গালাগালি ও মারপিট করে।

হত্যার অপরাধে পাঁচ ব্যক্তি গ্রেপ্তার—গত শুক্রবার রাত্রিতে গণেশ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এই সম্পর্কে পুলিশ একজন ছাত্র, একজন দেওয়ানি আদালতের পিয়ন ও অপর তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, একটী অন্ধকার গলিতে টাকা লেন দেন সম্পর্কে ঝগড়া হয় এবং তাহারই ফলে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু—গত ২৩শে আগষ্ট আড়িয়ল নিবাসী শ্রীঅটলবিহারী কাপালীর তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

মালেরকোটলায় ডাকাতি—মালেরকোটলায় এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। মুখোসপরা ৪।৫ জন ডাকাত একজন ধনী জমিদারের গৃহে হানা দেয়। জমিদার অলঙ্কারপত্রের বাক্স স্বেচ্ছায় ডাকাতের হাতে না দেওয়ায় ডাকাতগণ জমিদারের স্ত্রীকে জোর করিয়া লইয়া যায় এবং জমিদারকে আহত করে। হরিজনগণ ডাকাতদিগকে বাধা দিলে ডাকাতদের গুলীতে একজন হরিজনের মৃত্যু হয়। অপর একজন জমিদারও সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। ডাকাতগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

এলাহাবাদে হত্যাকাণ্ড—এলাহাবাদ সিটি মহল্লায় ২৬শে আগষ্ট প্রাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তথায় শেষরাত্রে ২৫ বৎসর বয়স্কা এক তরুণী অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে তরুণীর স্বামী নিরুদ্দিষ্ট। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ১৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে আগষ্ট ইং ১৯৩৫ শুক্রবার { ১৫৫তম সংখ্যা

হের্ সুলৎজের পত্র

London, August 10, 1935.

My Most Reverend Divine Master,

I have really been highly blessed by receiving your gracious lines of the 31st July. I could not expect to meet the shower of Your benign Grace so soon and I am all the more happy to read that you will ask me to come to Spiritual India. It has been paining me much in the last months to be separated from the True Devotees and I am very thankful that I have again opportunities to stay at London where I have come Monday last accompanied by the young Baron Herrn H. E. von Koeth. I met this sincere gentleman in Southern Germany six months ago. He was very interested in hearing about the Message of the Appearance of a Transcendental Spiritual Master and His exploitations to the God-seeking people of the world. He thought it wise to discontinue to live in his former ways and to try to be absolutely sincere in his search for God. He is giving up his connection with his former worldly so-called family and friends and to come in contact with pure souls we managed to come to London.

I have been very glad to see again the True Devotees at the London Math. Unless I would be asked by your Divine Grace, I would surely not like to separate myself from all the kind hearts and well-wishers of my humble attempts to walk on the proper path. Since long time I am looking forward for the moment that I may be able to bow actually down to Your Divine Blessed Feet. Today I got the letter asking me to come to India I am not worth all these manifestations of Grace—I am literally overwhelmed with inner happiness thinking of the moment, I shall be able to stay at Calcutta Math or wherever I may be able to touch the dust of Your Blessed Feet. I shall very much pray that your Divine Grace may graciously accept also the expression of whole-hearted devotedness by Herrn Baron von Koeth., Herrn von Koeth will much like to come to India and listen there to the transcendental exploitations. I am looking forward to the moment when we shall arrive at Calcutta on the 7th September if Your Divine Grace will approve Bon Maharaj's plan to start for India by the next boat.

It is the innermost prayer of my heart that I may be allowed to serve the Devotees in whatever way Your Divine Grace may direct me to do. I have realised how absolutely different the sublime transcendental ideas of Gaudia Math are from all other crippled conceptions of a so-called spiritual life. May I hope that Your Divine Grace and the Devotees may forgive all the hard offences I have done by not keeping to the personal association with them?

After so long a period I have again the chance to enclose a paper in the air-mail-letter. I cannot express all my deep feelings on this occasion in some dry words. I cannot expect the moment I shall be able to listen to the Transcendental exploitations from the Divine Lips of my Spiritual Master.

May the day be fulfilled that I may be counted as a particle of dust on the Divine Feet of my Spiritual Master and may I be helped in making the Devotees forgiving my tresspasses and in serving the servants of the Devotees to serve thereby the Blessed Feet of Your Divine Grace.

(Sd) Ernst George Schulze.

মর্ম্মানুবাদ)

লণ্ডন, ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৫

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীগুরুদেব,

আপনার ৩১শে জুলাইর কৃপালিপি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনার কৃপাধারা আমার উপর এত শীঘ্র বর্ষিত হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি নাই; তদুপরি আমাকে ধর্ম্মভূমি ভারতে যাইবার জন্য আদেশ করায় আমি অতীব প্রীত হইলাম। গত মাস কয়েক নিষ্ঠ সেবকগণ হইতে দূরে থাকা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান মাসে আবার লণ্ডনে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। গত সোমবার ব্যারন্ হের্‌ন্ এইচ, ই, ভন্ কোয়েথ্ ও আমি লণ্ডনে আসিয়াছি। ছয়মাস পূর্ব্বে এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দক্ষিণ-জার্ম্মাণে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরুর বাণী ও তাঁহার প্রচারের বিষয়-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন ও স্বীয় পূর্ব্বজীবন ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বের তথাকথিত আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ সেবকদের সঙ্গলাভ করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন।

লণ্ডনগৌড়ীয়মঠে পুনরায় ভগবৎ-সেবকদের দর্শনে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনার শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইবার শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় এতদিন ছিলাম; আজ আপনার পত্রে আমাকে ভারতে যাইবার আদেশ করিয়াছেন জানিয়া নিজেকে আমি অতিশয় ধন্য জ্ঞান করিতেছি। এ প্রকার কৃপা লাভ করিবার আমি একান্ত অযোগ্য। কলিকাতা মঠে বা অন্য যেখানেই হউক, যেদিন আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিবার সুযোগ লাভ করিব, আজ কেবল সেই দিনের কথাই মনে হওয়ায় হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল ব্যারন্ ভন কোয়েথের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমি আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। পূজনীয় বন মহারাজের প্রস্তাব আপনাকর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে আমরা ঐ তারিখে কলিকাতা পৌঁছিব।

আপনার আদেশানুসারে ভগবৎসেবকগণের সেবা করাই আমার একমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা। অন্যান্য সংস্কারাবদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী কোথায় কোথায় প্রভেদ তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

ভগবৎসেবকগণ হইতে দূরে থাকায় আমার যে মহা অন্যায় হইয়াছে তাহার জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বহুদিন পর এয়ার মেলে একখানা চিঠি দিয়াছি। অন্তরের ভাব এ সব চিঠিতে আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করার আশা আমার আশাতীত।

কবে সেদিন আসিবে যেদিন আপনার পদধূলির একটী কণারূপে আমি গণ্য হইব এবং আপনার সেবকগণের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আপনার শ্রীচরণের সেবা করিতে সমর্থ হইব।

(স্বাঃ) আর্ণষ্ট জর্জ্জ সুল্‌ৎজে

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

সপ্তমদিবস—২৬।৮।৩৫ সোমবার

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥"

হে মহাপুরুষ, তুমি দেবতাদিগের কাম্য ভোগ্য সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ ক'রে আর্য্য শ্রুতিবাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহার পূর্ব্বক পরমধর্ম্মাশয়ে বিশেষতঃ কান্তাগণের কান্তের প্রতি সেবাসৌষ্ঠব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যাশ্রয় ক'রে যা শিক্ষা দিয়াছিলে,সেই লীলাসৌগন্ধ্যে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্বস্তু মহাপুরুষ সর্ব্বদাই তাঁহার সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর বস্তু হওয়ায় ব্রহ্মা ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা ক'রে থাকেন। তা' হ'লেও তিনি তাহা পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়ভক্তগণের যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তা'র অনুবর্ত্তী হ'য়ে বিষয়বিগ্রহের লীলারস আস্বাদনের পরিবর্ত্তে আশ্রয়-বিগ্রহের আস্বাদ্য রস—যা'র অনুভূতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বে ঘটে নাই অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন পরিহার ক'রে আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্যরস-বিলাস গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি যে ত্যাগটা ক'রেছেন, সেটা কি জিনিষ?—'সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং'। এবং মায়াবাদের শ্রুতিতে ও আর্য্য-বাক্যে অনুসন্ধান ত্যাগ ক'রেছেন। সুর—দেবতা, তাঁ'রা অভিলাষ করেন ভোগ, তা'তে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে—অমরভূমিকায় যে রাজ্যলক্ষ্মী, তা' পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ ভোগীর চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে মায়াবাদী মৃগের অনুগতি পরিত্যাগ ক'রে চর্য্যবিলাসারণ্য বৃন্দাবনে আশ্রয় ক'রেছেন। আর তাঁ'র দয়িতের ঈপ্সিত আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন, তা'তে অনুধাবন ক'রেছিলেন অর্থাৎ বার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন ক'রে তাঁর কান্তের সেবা করেন, সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য-বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা ক'রবেন, তা'র আদর্শরূপে অগ্রসর হ'য়ে বৃন্দারণ্যে গমনাভিলাষ দেখাইয়াছিলেন। কেন না তাঁর বিচার-প্রণালীতে দেখি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ব্রজবধূবর্গ যেপ্রকারে তাঁদের কান্তের উপাসনা ক'রেছেন, সেটি লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজে সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন ক'রেছেন। যথা—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
অয়মপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

[কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা ! এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্বাচিন্তিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি লুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।]

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যেপ্রকার ভগবানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, সেগুলি গৌরসুন্দরে চরিতার্থতা লাভ ক'রেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকল-কথায় একটু আবরণ দেওয়ায় অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। সুতরাং আমাদের মৃগ্য—ধ্যেয় পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যদিও ভাগবত কৃষ্ণলীলা বর্ণন ক'রতে ব'সেছেন, পূর্ব্বার্দ্ধ সম্ভোগময়ী লীলার কথা ব'লেছেন, কিন্তু বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টি-সাধন করে, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টি গৌরসুন্দর প্রদর্শন ক'রেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর-প্রচারিত যে ভাগবতের বিচার-প্রণালী, সেইটিই আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ক।

আমরা সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনায় পাই, যথা গৌরসুন্দরের বাক্য—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজন"

পাছে সাধারণ জীব বিবর্ত্ত অবলম্বন ক'রে বদ্ধজীবকে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে, তা'র জন্য গৌরসুন্দরকে ভোগবাদ ও মায়াবাদানুসন্ধান ছাড়িয়া ভক্তির অরণ্যাশ্রয় ক'রতে হ'য়েছে। তিনি কপটসন্ন্যাসী হ'য়ে অহংগ্রহোপাসনার—মায়াবাদের উপদেশ দেন নাই। মায়ামৃগে যে ঈশ্বরবুদ্ধি—সদানন্দ যোগীন্দ্রের যে সদসদানন্দরচনায় বিচার, তা' থেকে পৃথক্ (বেদান্তের) ব্যাখ্যা গৌরসুন্দর ক'রেছেন। সাধারণ লোকে মনে করে গৌরসুন্দর ভক্তের বিচার প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেই উপাস্যবস্তু। এরূপ কথায় ভক্তের ভগবত্তালাভ সম্ভব এরূপ কোন রকম ইঙ্গিত যদি দিতেন, তা' হ'লে মায়াবাদ সমস্ত জগৎকে গ্রাস ক'রে ক্রমশঃ চালিত ক'রত। "আমরা ঈশ্বর ভোগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য, অথবা বৈকুণ্ঠে বৈচিত্র্যবিলাস নাই, বৈকুণ্ঠও মায়ারচিত" এই দুষ্কৃতি হ'তে মানবজাতিকে পরিত্রাণ ক'রেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এতাদৃশ ভাগবত-প্রারম্ভে যে শ্লোকটি লিখেছেন, তা'তে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আছে। আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা ক'রবো। অনেকের আগ্রহও ছিল, সম্বন্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হ'ক। দশমের ব্যাখ্যা-কালে সে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হ'বে। সম্বন্ধবিষয়ে বিগত ছয় দিবস আলোচনা হ'য়েছে, আজ অভিধেয়ের কথা আলোচনা হ'ক। সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি এই—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রবেন, তিনি প্রহ্লাদোক্ত—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

—এই শ্লোকটির অবলম্বন ক'রবেন। সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণের ফলই হ'চ্ছে জীবের ভক্তিমান্ হওয়া—অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এইজন্য অভিধেয়-বিচারের কথা অসম্প্রসারিত বীজের ন্যায় এই শ্লোকটিতে (ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ শ্লোকে) বীজীভূত আছে। এটি সম্প্রসারিত বিচার নয়, ইহা সূত্রাকারে অভিধেয়-বিচার। যেমন প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা স্বল্পকথায় ব'লেছেন, অভিধেয়ও সেই প্রকারে এই স্থানে কথিত হ'য়েছে। যাঁরা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হ'য়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হ'ন, তাঁ'দের সম্বন্ধ-জ্ঞান পূর্ণতা-লাভের পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থাকলে অভিধেয়বিচারের পুষ্টতা হয় না। কেবলজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাতে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হ'য়ে গেছে। যদিও কর্ম্মকাণ্ডকে তারা অভিধেয়রূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ—ফল-কামনা-রাহিত্যই তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তা'তে যে ফল-কামনা-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, তা' সুচতুর ভক্তগণ নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্ম্মে যে শান্তির প্রয়াস, তা' কৃষ্ণভাববর্জ্জিত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। "যেহেতু জড়জগতের ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাকতে হয়, সুতরাং গুণজাত জগতের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার—ত্রিপুটীবিনাশ ক'রলে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার না থাকলে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, আত্মবিনাশ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারবে"—এর নাম মায়াবাদ। মাপতে মাপতে মাপা ছেড়ে দিতে গিয়ে জ্ঞাতৃধর্ম্ম রহিত হ'য়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার—চেতনধর্ম্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতনধর্ম্মের পূর্ণ-বিকাশ সেই বাস্তববস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাকবে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হ'য়েছিল, মুক্ত অবস্থায়ই বা কি হ'বে, তা' এরা বুঝতে পারেন না। তাঁ'দের যে মুক্তির বিচার, সেকথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহৃত জ্ঞানের দ্বারা বহির্জ্জগতের বিচার অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে তাহার পরিত্যাগেচ্ছা। পরিশেষে উহাকে কিছুই থাকবে না—এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাকবেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। যেমন সূর্য্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণ-দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতা দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্য্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হ'য়ে জীব হ'য়ে গেছেন, যেহেতু ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়, এরূপ কথা নয়। জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদে যে অজ্ঞতা, যা' রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে পরোপাধ্যালীঢ়ং, ভ্রমপারগতং প্রভৃতি মত ব'লে বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা' থেকে মানব-জাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তা'দের বুদ্ধি প্রসারিত হ'ক—তা'রা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। "তথা ন তে মাধব" শ্লোকে আলোচনা করলে জানতে পারি যে ভগবান্ জীবনিত্যসত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহ জগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপাসনা করি, উহা বিনষ্ট হ'লে ভোগের পূর্ণতা লাভ হ'বে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের আনুগত্য ক'রলে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ-চেষ্টা বালচাপল্য মাত্র ব'লে জানা যায়। গণেশের পূজা করলে সিদ্ধি, তা'তে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি—আগান্তক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হ'তে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান্ লোকের থাকার জায়গা নয় ব'লে গল্প শুনলে হ'বে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের উন্নতিকামী হ'য়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তা' হ'লে কি পাব? কনক, কামিনী—না হয় সাধু ব'লে সম্মান পাব। কিন্তু এই তিনটাই ত' ঘৃণ্য জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বেই মানুষ সমঝদার হ'য়ে বুঝতে পারে, এই তিনটাই প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। মোক্ষটা কি তবে? তা'তে আমারই সুবিধা হোক্, অন্যে অসুবিধায় থাক্—এ রকম দুরাশার বশেই মুক্তিপিপাসা হয়। সাযুজ্য ব্যতীত অন্য প্রকারে লোকের মুক্তি হ'লে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হ'লে ওর মুস্কিল, এজন্য তাদের মুক্ত করার চেষ্টা নাই। যেমন বাউল সম্প্রদায়ের গোপী-বস্ত্র নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে পরিশুদ্ধ হ'য়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য ক'রেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্য্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা প'ড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কা'র প্রতি? গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার [illegible] ক্ষুদ্র চেষ্টা, কিন্তু রাধিকার পাল্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কুণ্ডতীরে [illegible] আছে জানতে পারি। চৈতন্যদেব যে সকল কথা ব'লেছেন, সেটা এস্থলে জানতে পারি। অবশ্য এ সকল কথা ভাগবতে ভাল ক'রে প্রবেশের পরের কথা। অনেকে ভাগবতে রাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ ভ্রমে প'ড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নাই; তা'র থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। '[illegible] নামটা পাই, তা'হ'লে [illegible] অধিকার লাভ করেছি, ভাগবত পড়া হ'য়ে গেছে'—এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি আসে। যদি 'অনয়ারাধিতো নূনং' বা রাসস্থলীর তাৎপর্য্য বোঝা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে তা' পরিপাকের পর জীর্ণ-জাতীয় ভোগের নষ্ট হ'য়ে যাবে। যা' খাই, তা' নির্গত হ'য়ে যায়, ওগুলো পড়া হ'য়ে গেল 'লাথি মেরে দিয়েছি' বিচার হ'লে কৃষ্ণানুশীলন বন্ধ হ'য়ে যাবে। তা' অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল। যেমন [illegible] মত জিনিষ, খুব বেশী মিষ্ট, একেবারে খেতে বিস্বাদ হয়, dilute ক'রে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করার দরকার; Sound এর vibration অতিরিক্ত বা কম হ'লে শুনা যায় না, range অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; আহার্য্য জিনিষ বেশী হ'লে অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ করা দরকার।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

ভাগবত আলোচনা করার নাম পারপঠন, তৎপূর্ব্বে সংশ্রবণ; তা'র পর বিচারণপরতা। সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক, এইটিই বিচারণপরতা। তা'তে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠনাচন্তন ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বলতে ভগবান্ ও তদনুগত ভাগবতকে বুঝায়।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁ'র পূজা করেন যাঁ'রা, তাঁ'রা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু; তাঁ'তে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারমধ্যে কৃষ্ণলীলাই স্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের নিত্যসেবা প্রয়োজন। অর্চ্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্য্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্য্যের পূজা—তাঁ'র নিত্যসেবা। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্ত্তন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের সেই ভাগবতের পঠনটাই আদরের বিষয় হ'ক। কিন্তু এর অধিকারী কে? "যত ছিল নাড়ানেড়ে সব হ'ল কীর্ত্তনে! কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল করতাল"—যদি সকলে মিলে এরূপ হই, তা'তে সুবিধা হ'বে [illegible] অধিকার লাভ ক'রে ভাগবত-আলাপন ক'রতে হ'বে। তা' না ক'রে বিচার হ'ল,—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের ক'রে নেওয়া যা'ক, তা' হ'লে ভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'রতে পারা যাবে! ভাগবত-বিচারসৌষ্ঠব বিকৃত ক'রতে পারলেই সুবিধা! আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা পৌঁছে। এজন্য ভাগবত বলেন—তাঁ'র পাঠক সাধু, নির্ম্মৎসর। এতে পরমধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্ম্মের কথা নাই। সাধুগণের—মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য [illegible] নন। তাঁ'রা (কেবলাদ্বৈতবাদিগণ) বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ পড়া যাক্। কারণ ভাগবতশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হ'য়ে তা'কে নরকে নিয়ে যাবে।" কিন্তু যারা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তা'হ'লে এতে যাদের বিরোধ অধিকতর, নিশ্চয়ই তা'রা রজস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই হ'ক ভাগবত-বিরোধিসম্প্রদায় এরূপ বিচার করতে গিয়ে অসৎ পাপের অনুসর হইয়া সাংসারিক ভোগহেতু নরক তাঁ'দের অবশ্যম্ভাবী। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তকে নিজ-ভোগবিরোধী জানিয়া মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্ম্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা প্রবল ক'রে বাইরে ধর্ম্মের ভাব দেখালে তাদের স্থান কোথায়?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্ম্মের কথা কথিত হ'য়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম্ম, তাহা শিবদ—মঙ্গলপ্রদ, তাহা ত্রিতাপ উন্মূলিত ক'রবে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, আর দাঁড়াতে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাকবে না। কিন্তু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আসবে। ধর্ম্মার্থকামচিন্তা—ভোগ, যেহেতু 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' আর মোক্ষ—সব ছেড়ে দিয়ে Impersonal হ'য়ে যাব, এই যে জীবের 'চমৎকার' তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোন প্রতীতি নাই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে বরং তাৎকালিক প্রতীতিও আছে; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নাই। বাহিরের আবরণ ঠিক রাখিয়া নিষ্কপটভাবে মৎসর অসাধুব্যক্তিদিগের চিত্তবৃত্তি হ'তে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চনা ক'রব—এই বুদ্ধি হ'তে জাত। ভাগবতের "যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ", "শ্রেয়ঃসৃতিং" এবং "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং" প্রভৃতি শ্লোকে নির্বিশেষ-বিচারকে অবিবেচকের চিন্তাস্রোত ব'লেছেন। বেদান্তের ব্যাখ্যাও এরূপ হ'তে পারে না। সেব্য ঈশ্বরকে নিত্য সেবকের ফলাকাঙ্ক্ষায় বঞ্চনা করায় প্রবৃত্ত হ'তে ভোগ ও ত্যাগ উৎপন্ন। ভোগে ক্ষণভঙ্গুর লোক-প্রাপ্তি আর মুমুক্ষা কাল্পনিক। জড়ের বস্তুগুলি সব থেমে যাক্, এতে আপত্তি নাই, কিন্তু চেতনের বিনাশ থামবে, এটা নিতান্ত অল্পমস্তিষ্কের বিচার। তমোগুণে এরূপ বিচার উৎপন্ন হয়। 'আমি ঈশ্বর হ'য়ে যাব' এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে কিনা তাকে পরিশোধন করা যায় কিনা বিচার হওয়া দরকার—[illegible] ন্যায় মাথা-ওয়ালা মানুষগুলোর কেন এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয়? এটা মৎসরতা মাত্র। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটি একত্র হ'লে মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা আসে। কামের অসিদ্ধিতে ক্রোধ। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর দাস্যে অবস্থিত থাকলে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। এগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা' থেকে মোক্ষ হ'লে তা'রা ভাগবত শুনতে পারবে।

কৈতব শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা ক'রেছেন—"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ধর্ম্ম অর্থ কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ ব'লে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটতা। বুভুক্ষায় 'কেন কড়ি মাখ তেল'—এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা ক'রে পশুমাংস খাবে, খাবে থাক, এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে সিদ্ধ করার কি দরকার? [illegible] যে ছলনা তা নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা—তা'তে হ'বে কি, কুমতলব সিদ্ধ হ'বে। উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল যে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভস্ম হ'য়ে যাবে। পরিশেষে শিবের নিকটে বর লাভ ক'রে তাঁ'রই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার করতে চায় কিন্তু বিষ্ণু তাঁ'কে রক্ষা করেন। এটা Impersonalism—আত্মবঞ্চনা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার কষ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাকব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা মুমুক্ষার মধ্যে ফললাভ হইতে। মুক্তিতে শান্তি ইনিই পা'বেন আর ভগবান বাদ যাবে। এমন ক'রে নিত্যসেব্য বিষ্ণুকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নাই। জপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সংবরণ ক'রে নেব, ভগবান ধ্বংস হ'য়ে যাবেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, লাভমোহ থাকবে না। কাজেই [illegible] ভগবান [illegible] সুবিধা হ'লে ভগবানের দরকার নাই। [illegible] সৃষ্টি। [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে যা'দের প্রবৃত্তি তা'রা অজ্ঞ। ভাগবত-শ্রবণ তা'দের ভাল লাগে না, পরম ধর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিতান্ত বিচার, তাঁ'রা জগতের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হ'বে। [illegible] চেষ্টার শেষ কথা মনে করা [illegible] যতকাল আছে ততদিন পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম হ'তে অবসর হ'বে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তব-মিশ্র প্রতীতিতে পড়ে। রাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন, রাধা-গোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তু-জ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙ্গলে বাস্তব বস্তু জানবে। কে জানবে?—শুদ্ধ নির্ম্মৎসর যাঁ'রা। পরমহংস জানলে ফলকামনা থাকবে না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হ'বে, যেটা ভোগী মনুষ্য-মাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হ'তে জাত। কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হ'য়ে অপ্রয়োজনীয় (rubbish) মাথায় করছি। বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান লাভ হ'লে—positive মঙ্গল পেলে Secondary অমঙ্গল 'হেলোদ্ধূনিতখেদয়া'-বিচারে কোথায় চ'লে যাবে। দার্শনিকগণ বলেন—দুঃখত্রয়বিঘাত শুদ্ধ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।

অজ্ঞতা পরিহার দুঃখবিনাশ করা উচিৎ। তা'তে তাদের স্বার্থ কি? 'ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধ্বম্ তদ্বিপরীতং ভবত্যধর্ম্মেণ।' তা'তে পরম মঙ্গল হ'বে না।

'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।'

আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম ক'রে লাভবান্ হ'ব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত করব। পরমেশ্বর না থাক, শত্রু না থাক, ভাগিদারেও দিব না, এই সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি ভোগি-সম্প্রদায়ে আছে। তা'রা মনে করে ভোগের ব্যাঘাত হ'লে অসুবিধা হ'বে।

বেদ্ম সম্বিৎ-শক্ত্যাধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোদাস্তনন্ধয় বালগোপাল বা কিশোর গোপালকে পাওয়া দরকার। তিনি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটি জানা দরকার। বস্তুর বিশেষণ বাস্তব, বস্তু—থাকে যাহা। থাকা ধর্ম্মযুক্ত হ'য়ে থাকে যাহা তাহাই বাস্তব। তাহা কাল্পনিক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অসম্যক্ বা আংশিক ধারণামাত্র নহে। অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদী বহুদূরে প'ড়ে থাকবে। ভাগবত পড়া হ'লে, দশম পড়লে, বাস্তববস্তু অনির্দ্দিষ্ট থাকবে না, Abstract থাকবে না। উহা স্বতঃকর্ত্তৃত্বশক্তিবিশিষ্ট। নিত্য আপেক্ষিক ধর্ম্ম (relativity) বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

জগতের এক বস্তু আর এক বস্তুর সঙ্গে পার্থক্যনিরূপণে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। কিন্তু মূল বস্তুতে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম নাই। যে জিনিষটা থাকে না তা'র সঙ্গে মূল বস্তুর কি সম্বন্ধ? তবে পূর্ব্বদিন ব'লেছি অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা তদ্ভাববিশিষ্ট নয়। যেমন নারায়ণ উপনিষদ পড়ে অশ্ব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতি বিচার ক'রতে গেলে সর্ব্বনাশ হ'বে। উল্টা বুঝলি রাম। তা' হ'লে পথ্যানীতি হ'য়ে যায়। 'তেজোবারিমৃদাং' বুঝতে না পেরে ঐন্দ্রজালিকের সম্পাদনা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভুল দেখাচ্ছে বাহ্যদর্শন (seeming sight) প্রথমমুখে ভুল দেখছে। পিতার বাৎসল্যের শাসনদণ্ড দেখে অনেকে ভীত হ'তে পারেন। কিন্তু পিতা শাসন ক'রছেন—শিক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য। কিন্তু পিতার বাৎসল্য প্রচুর পরিমাণে তাহাতে আছে। শিক্ষিত হ'লে সন্তানেরই লাভ, পিতার লাভ নাই।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি ব'লেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব উহা গ্রন্থাকারে রচনা ক'রেছেন শিষ্যপারম্পর্য্যে আলোচনার জন্য। 'অপরৈঃ কিম্'—অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অন্য কথা ব'লে ফল কি? এতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। তাঁর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'লে বাজে কথা থাকবে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন।' বিষয়টী বুঝতে পারা যাবে।

সেই জিনিষ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। তখন তাপত্রয়ের উদয় হয় নাই—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময় ইহা ব্রহ্মা পেয়েছেন। আমাদের সেই বস্তুতে প্রয়োজন নাই। ভগবান্ নয় যেটা সেটা হৃদয়ে আসছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ আমাদের ভোগের সাহায্য করুক। আমি জগৎ ভোগ করব। বহির্জ্জগতের জিনিষ পেলে আমার সন্তোষ। অন্যের দ্বারা সন্তোষবিধান করাইয়া আমি সন্তুষ্ট হ'ব। কৃষ্ণের সন্তোষবিধান করার দরকার নাই। এসকলই সঙ্কীর্ণ পরার্থিতা। উদার পরার্থিতার উপকার কি করে? যে কৃষ্ণভজন করবে। ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা করব। যাঁরা কৃষ্ণ কথা বলেন তাঁদের সেবা করব। বিরোধী কথায় অন্যমনস্ক হ'ব। ভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়-অভক্ত দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাজ্য। তাদের আক্রমণও করবনা, তা'দের কোন কথায়ও থাকব না।

কৃষ্ণ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'য়ে গেলে পলাতে পারবেন না। 'শুশ্রূষুভিঃ তৎক্ষণাৎ' ব'লে দুটি শব্দ আছে—যারা খুব সুনিপুণ ও সেবা করেন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মিকা সেবা।

'তৎক্ষণাৎ—ও সদ্য' কথাদ্বয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বালক বিবাহ ক'রে ক্রমশঃ বড় হ'য়ে সমাবর্ত্তন ক'রে পুত্র উৎপাদন করবে। তাতে অনেক বিলম্ব। সেরূপ কথা নয়। সদ্য সদ্যই ভগবজ্জ্ঞান ও সেবাধিকার কোন কালবিলম্ব না ক'রে পাওয়া যাবে।

মহোৎসবের প্রাত্যহিক সংবাদ

[১৫২ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥" অর্থাৎ রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কেহ মূঢ়তাপ্রযুক্ত ভগবল্লীলার অনুকরণ করিতে গেলে বিনষ্ট হইবে। যখন দ্বিতীয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন জন্য নিজ ভক্তত্বাভিমানেও কুণ্ঠিত হইবে না, তখনই জয়দেব, চণ্ডীদাস, জগন্নাথবল্লভ নাটকাদি পড়িতে পারিবে, অরিষ্টাসুর-বধ-তাৎপর্য্যটী বুঝিতে পারিবে • • • উপনিষৎ বেদান্তাদি elementay Mathematicsএর মত উহাতেও formula আছে, ভাগবতে formulaগুলি applied হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা দরকার। গায়ত্রীভাষ্যস্বরূপ ভাগবত না পড়িলে গায়ত্রীর জপে সিদ্ধি হইবে না। পাঁচের অপ্রসঙ্গ হইলেও মঙ্গল হইবে। প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে ভাগবত বুঝা যায় না। "অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥" ভক্তি দ্বারাই ভাগবত বুঝিতে পারা যাইবে। • • • বিঘ্ন-বিনাশন গণেশেরও বিঘ্ন যিনি বিনাশ করেন, সেই নৃসিংহদেবের শ্রীচরণ-ভজন করিলে আমাদের সকল অমঙ্গল দূর হয়।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, রাজর্ষি কুমার শ্রীযুত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রমুখ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীযুত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীযুত শরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

পঞ্চম দিবস—১৪ই আগষ্ট বুধবার প্রাতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ভাগবত-পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার "এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে" গীতিটী কীর্ত্তন করিলে পর রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের উপক্রমণিকা-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ভাগবত কি বস্তু, পাঠের অধিকারী কে, তাহার সার কি, পাঠের ফল কি প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণন করেন। তৎপরে রাত্রি ৮টার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। রাজা ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব, অধ্যাপক এম, এন, বসু প্রভৃতি আসিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ দিবস—১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত পারায়ণ ও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ভাগবত পাঠ করেন। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের ইতিহাস, পরমহংস, ভাগবতের পারমহংসী বা পারমহংস্য-সংহিতা নাম, ত্রেতায় ভাগবতধর্ম্মের বিচার লাঘবতাক্রমে বেদবিভাগ, বর্ণবিভাগ, তৎপূর্ব্বে সাত্বতব্রাহ্মণগণের বাস, তাহা হইতেই সাত্বতী বা সাত্বতী নাম, ভাগবতই সাত্বতী সংহিতা, ভাগবতেই বেদ, পুরাণ ইতিহাস একাধারে প্রতিষ্ঠিত, উহাই বেদান্ত, ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য বিচার না করিয়া বৈষ্ণবের স্থানে উহা পাঠ বা শ্রবণ করা প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রীমৎ শ্রোতী মহারাজ এবং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটস্থ শ্রীনিবাস দাস নামক জনৈক মাড়োয়ারীর ভবনে হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত" সম্বন্ধে পাঠ করেন। অদ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের নলকূপ-প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হয়।

বিভিন্নমঠে জন্মাষ্টমী উৎসব

পুরুষোত্তমমঠে—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসবোপলক্ষে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইয়াছিল। পত্রপুষ্প এবং পূর্ণকুম্ভাদির দ্বারা তোরণদ্বার ও শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দিরাদি অতি অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। পরদিন শ্রীশ্রীনন্দোৎসবে অপরাহ্ণে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপস্থিতিতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রবণ-সদনে একটা সভা আহূত হয়। প্রথমে শ্রীগদাধর দাসাধিকারী হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। তৎপরে শ্রীঅমৃতানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী সেবাবিলাস শ্রীভগবানের জন্মমাধুরী এবং নন্দ মহারাজের মহিমা বর্ণনের পর শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীভগবানের পুত্রত্বের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়া উৎকল ভাষায় বক্তৃতা দেন। সভার অন্তে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সনাতনগৌড়ীয়মঠে—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন ও সহস্রাধিক লোককে চতুর্ব্বিধরসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী রাগরত্ন, শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ভক্তি-পতাকা ও শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ ভক্তিশাস্ত্রী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথারীতি পরিশ্রম করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বহসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৯
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ⁄
৪৬। অর্থপঞ্চক ⁄
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জু বা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। বিলোটিজ ওয়ান্ডার্স ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্‌স্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধান
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই ভাদ্র, ১৩৪২, ৩১শে আগষ্ট ১৯৩৫, শনিবার ১৫৬তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

'বোর্ড অব্ রেভেনিউ'র সেক্রেটারী-পদে মিঃ এস্. এন্. ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস্—আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, শ্রীযুক্ত এস. এন. ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস্ মহোদয় স্থায়িভাবে বঙ্গের 'বোর্ড অব্ রেভেনিউ'র সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসিগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঐপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত মার্চ্চ মাসে গবর্ণর বাহাদুর যখন নদীয়া-পরিদর্শনে যান, তখন মিঃ ব্যানার্জ্জি ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি অস্থায়িভাবে বঙ্গের 'বোর্ড অব্ রেভেনিউ'র সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

ইতঃপূর্ব্বে তিনি পাবনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নদীয়া প্রত্যেক জেলায়ই বিশেষ যোগ্যতার সহিত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে মহিলা প্রতিনিধি—সিমলার ২৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় পরিষদে মহিলা সদস্য নির্ব্বাচনের যে বাধা আছে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য মিঃ হোসেন ইমাম সিমলা বৈঠকে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। আরও প্রকাশ উক্ত পরিষদের অধিকাংশ নির্ব্বাচিত সদস্যই প্রস্তাবটী সমর্থন করিবেন এবং সরকার পক্ষও বিরোধিতা না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবেন। শুভ-প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় বটে।

আবিসিনিয়া ত্যাগের নির্দ্দেশ—বৃটিশ প্রজাগণ যাহাতে চারিদিনের মধ্যেই আবিসিনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তজ্জন্য দূতাবাস হইতে নির্দ্দেশ গিয়াছে। প্রকাশ, অন্যান্য ইউরোপীয় নাগরিকগণও আবিসিনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ফলে জীবুতীতে যাত্রী-দলের ভীষণ ভীড় হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ সম্বন্ধে লণ্ডনের সরকারী মহল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—এ পর্য্যন্ত যাহা স্থির হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে, বৃটিশ মন্ত্রিগণ কখনও প্রয়োজন বিবেচনা করিলে বৃটিশ প্রজাদিগকে তাহাদের সুবিধার জন্য আবিসিনিয়া ত্যাগ করিবার উপদেশ দিবেন।

বৃটেন সম্বন্ধে ইটালী—ইটালী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটেনের সহিত কোনরূপ বিরোধ করিবার ইচ্ছা সিনর মুসোলিনির নাই। গত মহাযুদ্ধে এবং লোকার্ণো ও ষ্ট্রেসা সম্মেলনে ইউরোপে শান্তিরক্ষার্থে বৃটেনের সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা ইটালী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

বেন্দার ঘটনায় তেইশজন সৈন্য গ্রেপ্তার—ভারতসরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ, জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী বেন্দাগ্রাম চড়াও করার অভিযোগে গবর্ণমেন্টের নির্দ্দেশানুযায়ী স্থানীয় পুলিশ গত ২৯শে আগষ্ট কিংস্ রেজিমেণ্ট বাহিনীর ২৩জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের পূর্ব্ব অনুমোদন ক্রমে [illegible] অভিযোগের বিচার অসামরিক বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত সৈন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে হত্যা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে। অন্য সংবাদে প্রকাশ, সৈন্যদের মধ্যে ৪ জন রাজসাক্ষী দিয়াছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টেপেলসনের এজলাসে তাহাদিগকে হাজির করা হইয়াছিল। ধৃত সৈন্য ২১ জন শনিবার পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ পাইয়াছে।

তের বৎসর বয়সে স্বদেশ-প্রীতির উচ্ছ্বাস—পত্রান্তরে প্রকাশ, ইংলণ্ডের কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া ছাত্রী মিস্ মড ম্যাসন নিজদেশ ইংলণ্ডের প্রশংসাসূচক এক প্রবন্ধ লিখিয়া এই অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জনৈক ইন্সপেক্টর নাকি প্রবন্ধটী দেখিয়া বালিকার দেশ-প্রীতির প্রতি বক্রোক্তি করিয়াছিল। তাহার ফলে ঘটনাটী পার্লিয়ামেণ্টেরও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তথায় ইন্সপেক্টরের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। যাহা হউক ইন্সপেক্টর সাহেব কোনও প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। দেশ-প্রীতি কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না।

[illegible] করে নিত্য স্বদেশ বৈকুণ্ঠ বাজার পাত প্রাপ্তি হইলেই প্রাপ্তির সদ্ব্যবহার পৃথকরূপে করা হয়।

বেলজিয়মের রাজ্ঞী নিহত—গত ২৯শে আগষ্ট বেলজিয়মের রাজা ও রাণী সুইজারল্যাণ্ডে রাজা স্বয়ং মোটর চালাইয়া যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ মোটরটী তাঁহার আয়ত্ত্বের বাহিরে যাওয়ায় হ্রদের দিকে একটী বৃক্ষের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ প্রাপ্ত হয়। ফলে রাণীর মস্তকে এমন আঘাত লাগে যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজাও মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। মোটর চালক পশ্চাতে বসিয়াছিল। তাহার কোন আঘাত লাগে নাই। মোটর খানা ধাক্কার পরেই হ্রদের অগভীর জলে পড়িয়া গিয়াছে। দুর্ঘটনাটী মর্ম্মন্তুদ বটে, নিয়তির নিয়তি অলঙ্ঘনীয়।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট দণ্ডিত—রাজবলহাট ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কানাইলাল শীল ২০জন লোকের বিরুদ্ধে মারপিট, অনধিকার প্রবেশ ও চুরির অভিযোগ আনয়ন করেন। শ্রীরামপুরের একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে অব্যাহতি দেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত প্রেসিডেণ্টকে ২০ টাকা করিয়া ২০ জনকে ৪০০ টাকা দিতে আদেশ দেন। অন্যথায় তাঁহাকে ৬০ সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে হুগলীর দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেন আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু—টাঙ্গাইল থানার ঘারিন্দা গ্রামের জনৈকা মুসলমান স্ত্রীলোক গত ৯ই ভাদ্র তাহার দুইবৎসর বয়স্কা কন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গৃহে রাখিয়া অন্য বাড়ীতে ধান ভানিতে গিয়াছিল। এদিকে ঘুম ভাঙ্গিবার [illegible] পরে [illegible] অবস্থায় জল হইতে ভাসিয়া [illegible] পাওয়া গেলে লোকে তাহাকে দেখিতে পায়।

ফরিদপুরের তালিকারাকান্দিতে খোকা মণ্ডল নামীয় একটি গ্রাম্য চাকর জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, উক্ত লোকটীর মৃগী রোগ ছিল বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ } ১৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৫ শনিবার { ১৫৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

নবমদিবস—২৭।৮।৩৫ মঙ্গলবার

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

প্রথম শ্লোকটিতে যে প্রণামের কথা বর্ণিত, এটি সম্বন্ধ-জ্ঞানবিষয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে অভিধেয়বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত অথবা ত্যাগ-মুখে মায়াবাদগ্রহণে ব্যস্ত—এই দুই প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবার বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্যবাক্য অনুসরণ ক'রে যে প্রকার নিয়মধর্ম্ম আস্বাদন করা আবশ্যক, তা'র আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও আস্বাদন ক'রেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অভিধেয়বিচারে ভাগবত যে কথাটি ব'লেছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র ইত্যাদি" অর্থাৎ কি উপায় অবলম্বন ক'রলে সেই ভগবদ্বস্তু আমাদের লক্ষ্য হয়, বাধাসকল অপসারিত ক'রে সেই বস্তুর সেবা লাভ ঘটে এবং তজ্জন্য যে ফল লাভ—আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয়ে চতুর্ব্বর্গফলপ্রার্থনা নিরাস ক'রে প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মৎসর ও সাধুগণের যে পরমধর্ম্মানুশীলন, সেই কথাটি ভাগবতের এই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে

আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হ'তে পৃথক্ থাকার যে বিচার, তা'তে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হ'য়ে বিপথগামী হ'চ্ছি বা উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হ'য়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের জন্য যত্ন ক'রছি; তা'তে কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তাকে বধ ক'রলেন, তখন আমরা মনে করি, প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরগণ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, কৃষ্ণের অসুবিধা হ'বে—কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ ক'রলে কোন সময় অসুর প্রবল হ'য়ে আঘাত ক'রে ব'সবে। [illegible] উপাস্য কৃষ্ণ ভগবান নহেন। তা'দের বিচার এই—যখানে দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চাতে স্থাপিত হয়, তিনি কথা কইতে পারেন না, তাদের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তা' সমর্থন ক'রতে পারেন না, এরকম অর্চ্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চ্চা স্থাপন করি এবং সব দ্রব্যাদি দিয়ে। এতে যে চেতনধর্ম্ম আছে, এটা বুঝতে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক, পুতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম্ম থাকলে সবসময় কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। আমরা শুনছি, যেখানে ভগবান্ সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নাই; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব—

"ঋতেঽর্থং [illegible] প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি"

ভগবানের ইচ্ছাক্রমে মায়ার অবিদ্যা [illegible] করায়। মধ্যে ধাপা-কালে [illegible] দর্শন হয় না। এখানে যে [illegible] তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্ল্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা' মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হ'চ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চ্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম্ম নাই ব'লে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম্ম থাকলেও বিপ্লব উপস্থিত ক'রবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রবেশ ক'রবে এরূপ আশঙ্কা হয়, তা'তে ব'লছেন, নিত্য অপ্রকট-লীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারীর অধিষ্ঠান নাই। এখানে যেমন চিৎ, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, সেখানে সেই প্রকার কংসাদি পুত্তলের আকারে আছে, তা'দের চেতনধর্ম্ম নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে ব'লেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর-সম্বন্ধীয় কৃষ্ণ-বিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতনতামাত্র আছে। জড়জগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র-বুদ্ধিতে চেতনধর্ম্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে সে-জগতে অবরতা, জৈবত্ব প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভক্ত সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচপ্রকার 'মিশ্র-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট' ব্যক্তি বস্তুকে বাদ দিয়ে অবস্থান ক'রছে। সেখানে শুধু ভগবান ও তদাশ্রিত ব্যাপার। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র-চেতনবাক্য [illegible] অচেতনরাহিত্য পার্থক্য।

চেতনাংশে চেতনধর্ম্ম থাকলেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রতে পারে না। যেমন ইলেক্ট্রিক পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তা'র নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র, এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদচিন্মিশ্র-ভাব। এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্য বশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম্ম এখানে আসতে পারে না। আসতে হ'লে জড়ের আকার-বিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা ক'রে থাকে। যেমন দয়া ব'লে যে শক্তি, তাতে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্ত দয়া-বস্তুর মূর্ত্তি না থাকলে [illegible] শব্দের দ্বারা জানতে পারি। বাহ্যজগতের সংস্থান ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্য-ধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়, তা'তে অচেতনত্ব—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা [illegible]। এখানে ভূত-ভবিষ্যৎ স্মৃতির উদয় নাই, বর্ত্তমানটাই কেবল [illegible] বর্ত্তমান নিয়েই বিচার ক'রতে পারি; সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে; জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু [illegible] জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থাকে, [illegible] পূর্ণমাত্রায় আছে, কোন অভাব [illegible] ব'লে যা আছে, তা'তে পূর্ণতা—কোন অভাব নাই, সর্ব্বাবস্থায় পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। সেখানকার বাস্তব-বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাকলেও দু'টি এক নয়। এদেশের রূপ-রস-গন্ধ, রূপ, অসম্পূর্ণতা সেদেশে নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রতার ভাব সমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্যে, অলঙ্কার-

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ —(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] ৫০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্য বিরাজমান। [illegible] পরবিদ্যাপীঠ বা [illegible] এই মঠ হইতে [illegible] ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের [illegible] ও অধ্যাপন এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] চতুষ্ক [illegible] বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। [illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ', গাঢ়ত-সম্প্রদায় [illegible] ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। [illegible] শ্রীধাম [illegible] ও [illegible] ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগর কলিকাতায় শ্রীভক্তি বনেদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদাঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমৎ [illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—প্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরাঙ্গগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) ঠৈতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর। নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনন্দাবানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী [illegible]।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তপত্রাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঁচামপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীঅকিঞ্চন কিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

প্রাচ্যবঙ্গে প্রচার কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়গ্রাম, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ঢাকুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্যাগাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরাধেশের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে নগরীতে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। ভক্তিমল্লিকা শুদ্ধগৌরাঙ্গঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (নব-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৶
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়গণ কি করেন ? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যান্বিত)
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধনী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম ।০
৬৪। নবসূত্রম ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থবর্ষিনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। শ্রীগৌরকৃষ্ণ ০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। বিদ্যাপতিজ ওয়ার্কস ।৶০
৭৩। রাসিক অ্যাণ্ড প্রসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ০
৭৫। রেপ্লাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ডিয়া ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিওটিক ফিলজফি অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্কাসন ০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।৹ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷৹ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই ভাদ্র, ১৩৪২, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, সোমবার [১৫৭তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বেলজিয়াম-রাণীর মৃত্যু কাহিনী—বেলজিয়ামের রাণীর মোটর-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি কিরূপে মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার এক বিবরণ রাজার নিকট হইতে পাওয়া যায়। বেলজিয়ামের রাজা রাণী ও শিশুসন্তানগণ সহ সুইজারল্যাণ্ডে প্রমোদ-ভ্রমণে গমন করেন। ফিরিবার পথে রাজা, রাণী, সোফার ও রাণীর এক সহচরী এক মোটরে যাত্রা করেন। শিশুসন্তানগণ পূর্ব্বেই রওনা হইয়া গিয়াছিল। রাজা গাড়ী চালাইতেছিলেন ও রাণী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন; সোফার ও রাণীর সহচরী পিছনের আসনে ছিল। মোটর খুব দ্রুতবেগে চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রাণী কোন্ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন জানিতে চাহিলে রাজা ম্যাপ খুলিয়া রাণীকে পথ দেখাইতেছিলেন। ঐ সময় তিনি মুহূর্ত্তের জন্য শকট চালনে অসতর্ক হওয়ায় শকট দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া এক ইষ্টকস্তূপের উপর উঠিয়া পড়ে ও তৎপর এক বৃক্ষের সহিত সজোরে ধাক্কা খায়। ইহাতে রাণী গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজার সামান্য আঘাত লাগে ও মুখের খানিকটা ক্ষত হয়; কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাঁহার আঘাত গুরুতর নহে।

রাণীর মৃত্যুতে বেলজিয়ামের সর্ব্বত্র শোকের ছায়াপাত হইয়াছে, সর্ব্বত্র কাজকারবার অচল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রুসেল্‌সে যে আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী হইতেছিল, রাণীর মৃত্যু-সংবাদে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত হাটবাজার বন্ধ হয়।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণ—ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব স্যার জেম্‌স্ গ্রীগের বোম্বাইয়ে আগমনের উপলক্ষে তথায় বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে রৌপ্যের বাজারের মন্দার ফলে যে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে বোম্বাইকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার আগমনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, তিনি বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যাঙ্কারদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বোম্বাইয়ে আগমন করিয়াছেন। আগামী মাসে গভর্ণমেণ্টকে ৩৷৹ টাকা সুদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানে বাজারের অবস্থা অত্যন্ত মন্দার ফলে তিনি ৩ টাকা সুদে ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা ধার করিবার মতলব করিয়াছেন।

মিল ধর্ম্মঘট—গত ২৭শে হইতে আমেদাবাদের লালমিলের তাঁতিরা ধর্ম্মঘট করে। ধর্ম্মঘট ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। ২৯শে তারিখে ন্যাসনাল মিলের তাঁতিরাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করে। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন লোক নিয়োগ করিয়া মিল চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইতোমধ্যে শ্রমিক সমিতির এক সভা হয়। এই সভায় ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বন্যার্ত্তদের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা—২৯শে আগষ্ট কুষ্টিয়া, রণজিৎপুর, বাড়ইপাড়া এবং অন্যান্য গ্রাম হইতে প্রায় দুই শত বন্যাপীড়িত লোক গত ২৮শে আগষ্ট কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এস রায়, আই-সি-এসের নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলে যে, বন্যায় তাহাদের শস্যাদি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ধৈর্য্য সহকারে তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং তাহাদের অবস্থা-সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একজন সাব্ ডেপুটীকে নির্দ্দেশ করেন। বন্যার জল বর্ত্তমানে কয়েক ইঞ্চি কমিয়াছে।

মাণিকগঞ্জ প্লাবিত—মাণিকগঞ্জ মহকুমায় বন্যার জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩১ সালে বন্যার জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩১ সালের বন্যার দাগ হইতে জল মাত্র চার পাঁচ ইঞ্চি নীচে আছে। জল এখনও বাড়িতেছে। মনে হয়, তিন চার দিনের মধ্যেই ঐ দাগ ছাপাইয়া উঠিবে। সমগ্র মাণিকগঞ্জ সহরটি প্লাবিত হইয়াছে।

সুশীলচন্দ্র ঘোষ, মণীশচন্দ্র রায়, নারায়ণচন্দ্র সিংহ—এই তিনজনকে মাণিকগঞ্জ থানায় অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল। তাহাদের বাসস্থান জলমগ্ন হওয়ায় তাহাদিগকে মাণিকগঞ্জ দাতব্যচিকিৎসালয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উকীল বহিষ্কৃত—মুন্সিগঞ্জে বিগত ২৭শে আগষ্ট মঙ্গলবার দিবস স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি কে অধিকারীর এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারার একটী মামলার বিচার করিতেছিলেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় স্থানীয় অনৈক সিনিয়র উকীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় পক্ষভুক্ত ছিলেন। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় কোন কথা লইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রুদ্ধ হন এবং হেমবাবুকে অসম্মানসূচক কথা বলিয়া তাঁহাকে আদালত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলেন। ঐ দিনই উক্ত ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের একখণ্ড প্রতিলিপি মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

নরহত্যার মামলায় দণ্ড—নয়া দিল্লীর জেলা ও দায়রা জজ মির্জ্জা আবদুল রব—তারাচাঁদ নামক এক ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৮ই মে তারাচাঁদ তাহার স্ত্রীকে আনিতে তাহার শ্যালক হরনারায়ণের নিকট যায়। হরনারায়ণ তাহাকে পাঠাইতে অস্বীকার করায় তাহাদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়। আসামী একটী ছুরি বাহির করিয়া হরনারায়ণকে আঘাত করে; হরনারায়ণ ঐ আঘাতের ফলে হাসপাতালে মারা যায়।

প্রবল বারিপাত—গত ২৮শে আগষ্ট বোম্বাইয়ে প্রবল বারিপাত হইয়াছে। কোলাবা মান-মন্দিরের হিসাবে দেখা যায়, রাত্রিতে ৫ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। বারিপাতের ফলে কয়েক স্থানে লাইট রেলওয়ে লাইনটী বিধ্বস্ত হইয়াছে। কয়েক স্থানে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছিল।

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ কোর্ট

নীলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

(১)

১৭৬ মণিজারী ৩৫ দাবী ১৯২৩৶৬

ডিঃ নন্দরাণী দাসী ষ্টেটের এক্‌জিকিউটার শ্রীআশুতোষ খাঁ

দেঃ সৌরেন্দ্রনাথ খাঁ দিং সাং ও পোঃ বীরনগর

দ্রষ্টব্য—তপশীল সম্পত্তিগুলি সকলই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ও স্থাবর

১। রাণাঘাট থানায় বীরনগর মৌজায় ৫১৬ ও তদধীন খতিয়ান সমূহে ৪৩ শ জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২০ নং খতিয়ানে ৮২ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২১ নং খতিয়ানে ২-২৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২২ খতিয়ানে ২-৫৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৩ খতিয়ানে ৪১ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৪ খতিয়ানে ৩-৮৬শ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৫ খতিয়ানে ১৭শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৬ খতিয়ানে ৬শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৯। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৭ খতিয়ানে ৩৫শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৮ খতিয়ানে -০৯ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

১১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩০ খতিয়ানে ১৩শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

১২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩১ খতিয়ানে ১-৪৩শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩২ খতিয়ানে -৯০ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩৩ খতিয়ানে ৭৮শ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩৫ ও ৫৩৬ খতিয়ানে ০-১৩ শঃ জমি মূল্য ১০৲

১৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩৮ খতিয়ানে ২-০৯ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৩৯ ও তদধীন খতিয়ানে ১-৭৩শ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৪২ খতিয়ানে ৩-৪০ শঃ জমি মূল্য আঃ ২০৲

১৯। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৪৩ খতিয়ানে -২৭ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

২০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৪৪ খতিয়ানে -২০ শঃ মূল্য আঃ ২৲

২১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৪৫ খতিয়ানে -১৭ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০০৲

২২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫৪৬ ও তদধীন খতিয়ানে ৬-২০ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

২৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৫৮ খতিয়ান ও তদধীন খতিয়ানে ১২-৩৯ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

২৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৭৩ ও তদধীন খতিয়ানে ০-২৮ জমি মূল্য আঃ ২৲

২৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৭৫ খতিয়ানে ১-৩৫শঃ জমির মূল্য আঃ ২০০৲

২৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৭৬ খতিয়ানে ০-২৬ শঃ জমির মূল্য আঃ ২৲

২৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৭৭ খতিয়ানে ১-৫৪ শঃ জমির মূল্য আঃ ৫৲

২৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৭৮ খতিয়ানে ১-১৩ শঃ জমির মূল্য আঃ ৫৲

২৯। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১২৪১ খতিয়ানে ০-৪৯ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৩০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১২৯৮ খতিয়ানে ০-১৭ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১৬৬২ খতিয়ানে ১৩-৬১ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

৩২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪০৯ খতিয়ানে ০-১৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৯৯২ খতিয়ানে ০-৩৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৩৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১১৫৫ খতিয়ানে ০-০৪শঃ জমির মূল্য আঃ ২৲

৩৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩৬৭ ও তদধীন খতিয়ানে ০-৩০ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৩৬। ঐ থানায় পা:-ত পাড়া মৌজায় ২৫৯ খতিয়ানে ৩-৫৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬০ খতিয়ানে ২-৩০শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬১ ও তদধীন খতিয়ানে ৪-২২ শঃ জমি মূল্য আঃ ২০৲

৩৯। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৩ খতিয়ানে ৪-১৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

৪০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৪ খতিয়ানে ০-৭০ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৫ খতিয়ানে ৩-৪১ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৪২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৬ খতিয়ানে ০-৪৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৪৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৭ খতিয়ানে ০-৩৯ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৮ খতিয়ানে ৫-৭৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৯ খতিয়ানে ১-৫১ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৭০ খতিয়ানে -৯৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৭১ খতিয়ানে -৮০ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৭২ খতিয়ানে ১-৭৬ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৯। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৭৩ খতিয়ানে ০-৫৯ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৫০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৭৪ ও তদধীন খতিয়ানে ২-১৮ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৫১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪২৩ ও তদধীন খতিয়ানে ৪-১৭ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৫২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪১৯ খতিয়ানে ১-৯২ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৫৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪৯২ খতিয়ানে ২-১১ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৫৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪৯৩ খতিয়ানে ১-৮৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

(২)

৫৯৫ মণিজারী ৩৫ দাবী ১২৮০৸৶৩

ডিঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা

দেঃ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সাং তাল-বাড়িয়া, থানা মীরপুর

১। মীরপুর থানায় চাকলিয়া মৌজায় ২৩২ নং খতিয়ানে -৪১ শঃ কোর্ফা রায়তী জমির জমা ১৷৶০ দেঃ গণের ½ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩০৭ খতিয়ানে -৭৭ শঃ রায়তী স্থিতিবান জমির জমা ৪৸৩ দেঃ ½ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩০৮ খতিয়ানে -৩২ শঃ জমির জমা ১৷৩ দেঃ ½ অংশ মূল্য আঃ ৬৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪২২ খতিয়ানে ৪৷৶০ জমায় ৭৫ শঃ জমির ½ অংশ মূল্য আঃ ৮৲

৭। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪২৩ খতিয়ানে ৸৶৬ জমায় -২১ শঃ জমি দেঃ ½ অংশ মূল্য আঃ ৪৲

৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪২৪ খতিয়ানে ১৷০ জমায় -২৭ শঃ জমির ½ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪৪৬ খতিয়ানে ২৷০ জমায় -৩১ শঃ জমির ½ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

১০। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪৪৭ খতিয়ানে ২৷৶০ জমায় -৩৭ শঃ জমির ½ অংশ মূল্য আঃ ৬৲

১১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৫২৫ খতিয়ানে -২০ শঃ জমি জমা ১৲ দেঃ ½ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

১২। ঐ থানা তালবাড়িয়া মৌজায় ৪৩ খতিয়ানে -২৬ শঃ জমির জমা দেঃ ½ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

১৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় খতিয়ানে -২১শঃ জমির জমা ২৸৶৬ ½ অংশ মূল্য আঃ ১১৲

১৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে খতিয়ানে ১-১৬শঃ জমির জমা ৩৲ ½ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

১৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় খতিয়ানে -৪৮শঃ জমির জমা ১৶৯ ½ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

১৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় খতিয়ানে -৭৭শঃ জমির জমা ২৷৶৯ ½ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

১৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১ খতিয়ানে -৮২শঃ জমির জমা ২৷৪ ½ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

১৮। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১ খতিয়ানে -৬০শঃ জমির জমা ১৷৶৫ ½ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

১৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১ খতিয়ানে -২১শঃ জমির জমা ৸০ ½ অংশ মূল্য আঃ ৭৲

২০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১ খতিয়ানে -৯৭শঃ জমির জমা ২৷৪ ½ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১ খতিয়ানে -৩৪শঃ জমির জমা ১ একের তৃতীয় অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১ খতিয়ানে -১৮শঃ জমির জমা ৷৶৩ একের তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫৲

২৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে খতিয়ানে -১৬শঃ জমির জমা ৷৶০ একের তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৪৲

২৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১ খতিয়ানে -৩৪শঃ চিরস্থায়ী মোং জমির জমা ৷৶৩ দেঃ একের তৃতী মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১৩৬ মণিজারী ৩৫ দাবী ৪০৷

ডিঃ নদীসেখ

দেঃ শিশু বিবি দিং সাং গোবি পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর মৌ ৩৪৪ খতিয়ানে রাস বিহারী মণ্ড চেংলাজিয়া ওয়ার্ডস অধীনে ২-০৪ জমির জমা ১২৷৶৩ মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৯১৬ মণিজারী ৩৫ দাবী ২৩২৸

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারে ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ কালীপদ মিত্র মোক্তা গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ সোমবার | ১৫৭তম সংখ্যা

'আচার্য্য-প্রসঙ্গে'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২২।৮।৩৫ তারিখের প্রাতঃকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আসনঘরে বসিয়া পাটনার ম্যাডভোকেটদ্বয়ের নিকট ইংরাজী ভাষায় কিছুক্ষণ হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম যথাসাধ্য নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

এই জগতে আমরা আমাদের মনের দ্বারা চালিত হই, মনকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করি এবং আমরা যেন তাহারই অধীনতত্ত্ব। কিন্তু ঘটনা বাস্তবিক তাহা নহে। মন আত্মার অধীন কর্ম্মচারী। আত্মা সুপ্তাবস্থায় থাকায় মন সুযোগ বুঝিয়া কর্ত্তৃত্ব করিয়া আমাদিগকে ইন্দ্রিয়সকলের গোলাম করিয়া দিয়াছে। "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ ইত্যাদি" গীতার শ্লোকে আমরা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী পদার্থকে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিতে পারি।

আমাদের বর্ত্তমান জগৎ একটী শিক্ষাগার। এখানকার জাগতিক বস্তুসমূহের সহিত মিশিবার এবং ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার স্বতন্ত্রতা আমাদের আছে। আত্মার পক্ষে জাগতিক বস্তুসমূহ সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে অমঙ্গল হয়। ভগবানের পরা ও অপরা নামে দুইটী প্রকৃতি। আত্মা যিনি, তিনি পরা বা জীব-প্রকৃতি। আত্মা তাঁহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে অর্থাৎ স্বস্থানে গমন করিতে পারে। ভগবৎসেবা-বিস্মৃতাবস্থায় আমরা এই জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করি। তাই বাহ্যবস্তুসমূহ আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আত্মা মূল মালিক হইলেও তাঁহার ক্ষমতা মনকে delegate (অর্পণ) করায়, মনই এখন কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছে। আত্মা জাগ্রত হইলে মন ভৎর্সিত হইতে পারে। মায়াবাদীরা মনের হস্ত থেকে অর্থাৎ অত্যাচার থেকে ছুটী পাইবার জন্য দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই তিনটাকেই নষ্ট করিতে চায়। কিন্তু আমরা ও' রকম ধারণার হাত থেকে মুক্ত হইতে চাই না। ভক্তের বিচারে মনের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্য উপায় আছে। কৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে, আমাদের একটা পরা প্রকৃতি আছে। জীবাত্মা চেতন বস্তু। আমরা বর্ত্তমানে বাহ্যবিষয়ে লিপ্ত আছি, কিন্তু আমাদের পূর্ণবস্তুর সেবায় নিয়োজিত হইতে হইবে। আমাদের যে নিত্য সত্তা আছে, তাহা নিত্যকাল পূর্ণবস্তুর সেবায় সংযুক্ত। আত্মার উপর যে-সকল মলাদি সঞ্চিত হইয়াছে সেগুলি দূরীভূত হওয়া দরকার। এখানকার হেয় পদার্থ সকল অপ্রাকৃত জগতে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমরা এই জড়-জগতে যে-ভাবে অবস্থিত, তাহাতে জাগতিক সমস্ত বস্তুর উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা; আমরা মনে করি, ঐসকল বস্তুই আমাদের ভোগ্য পদার্থ এবং আমরা চাই যে উহারা আমাদের সেবা করুক, বায়ু, জল প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করুক। কিন্তু ব্যাপারটা তাহা নহে, ঐসকল বস্তু দ্বারা ভগবানের সেবা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া দরকার।

বুভুক্ষা অথবা মুমুক্ষা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, তাহাদের ফল কিছু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ও প্রকারের চেষ্টা সকল দমিত হওয়া দরকার। ভয় হইতে পারে যে, তাহাতে হয়ত অসুবিধায় বা পাপে পড়িতে পারি। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাণীতে তৎসম্বন্ধে আমাদের ভরসা দিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

মনের দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত নয়, কেন না মনের স্বভাবই হচ্ছে জড় ব্যাপারে আসক্ত হওয়া। যিনি আমাদিগকে সকল দুর্বিপাক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাঁহার শরণাগত হওয়াই দরকার, তাহাতে আমাদের কোন দিন অনুতপ্ত হইতে হইবে না। কারণ একমাত্র তিনিই সর্ব্ববিষয় প্রদানের মালিক। সেইজন্য তিনি সকলকে বলিয়াছেন—"যাহার যাহা কিছু আছে, সব ছাড়িয়া দিয়া—রিটার্ণ টিকিট না করিয়া আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে সকল পাপ থেকে উদ্ধার করিব।" সেবক যিনি, তিনি ভগবানকে আশ্রয় করিবেন, নিজে সেব্য হইবার চেষ্টা অর্থাৎ প্রভুত্ব করিবেন না। অতএব মনের উপর কর্ত্তৃত্ব আমাদের আদৌ আবশ্যক। মনকে সংযত করিবার জন্য যোগীদের যে ব্যবস্থা, তাহাতে সাফল্যলাভ হয় না, শাস্ত্রসমূহ সেগুলিকে নিরাস করিয়াছেন। ভগবানের নিজের কথায় পাই,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

ভক্তিপথের ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা ঐসকল অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পরমাত্মা আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরটাকে আকর্ষণ করেন না, আত্মাকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শরণাগতের প্রতিই তাঁহার অশেষ আশ্বাসবাণী আছে। 'অনয়া রীত্যে' বিচার দ্বারা আমরা চালিত, অর্থাৎ আমরা সকল বস্তু মাপিয়া লইতে চাই, 'অনয়ারাধিতো' বিচারটা গ্রহণ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের রাসে মুকুন্দ গোপীদেরই অধিকার। রাসলীলা অপ্রাকৃত ব্যাপার, সেখানে প্রত্যেক গোপীর সহিত এক একজন কৃষ্ণ রাসলীলা করেন। পরিপূর্ণ সেবার বিচার—'অনয়ারাধিতো' বিচার সেইখানে।

এজগতে আমরা পরস্পর জাগতিক যে-সকল বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাদের সব গুলিই অনাত্ম বস্তু। 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' বলিয়া দুইটী কথা আছে। বিষয়ের সঙ্গে আশ্রয়ের যোগসূত্র বন্ধন করিয়া দেওয়ার নাম উদ্দীপন। বাস্তববস্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় আর জীবাত্মাই আশ্রয় হওয়া চাই। আর জীবাত্মা আমরা 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' দুইটাই ত্যাগ করিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইব। তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যাইব, এ বিচারটা আমাদের থাকা উচিত নহে। আবার এক শ্রেণীর লোক বলে যে, নির্দিষ্ট [illegible] পৌঁছিতে হইলে কর্ম্মময় জগতের ভিতর দিয়াই [illegible] হইবে। জ্ঞানিগণ বিরাগের পথ ধরেন। [illegible] বাসকশ্রেণীর। রস-বিচারে অপ্রাকৃত জগতে কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা নাই; [illegible] জগৎকে অতিক্রম করিতে [illegible]। ইহ জগতের সমস্ত [illegible] পরিচ্ছিন্ন, [illegible]।

[illegible] যেখানে, সেখানে [illegible] অভাব; কিন্তু যেখানে বিলাস—অপ্রাকৃত জগতের বিলাস, তথায় পূর্ণমাত্রায় বিচিত্রতা ও অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি (Dynamic energy) বর্ত্তমান। এখানকার সমস্ত হেয়তা বা মলিনতা প্রভৃতি সেদেশে লইয়া যা[illegible] না। এখানকার সমস্ত বস্তুই ভগবদ্ভোগ্য। মায়াপথে ভোগ্যপদার্থ নিজের ভোগের

জন্য কিছুমাত্র চুরি করা উচিত নহে। ভগবদিচ্ছার সহিত যদি মিল রাখি অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করি, তাহা হইলে এ জগতে থেকেও আমাদের কোন বিষয়ে অভাব থাকে না, সবই আমরা পাইতে পারি। জগতে 'বিষয়' অনেক এবং 'আশ্রয়'ও অনেক। কাজে কাজেই বহু বিষয়ের সেবা করিতে যাইয়া মিল রাখিতে পারা যায় না, পরস্পর সংঘর্ষ প্রভৃতি উত্থিত হয়। কিন্তু পরজগতে 'বিষয়' একমাত্র কৃষ্ণ এবং তাঁহার আশ্রয় বহু। কিন্তু সকলেরই চেষ্টা—সেই একমাত্র "বিষয়ে"র ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান, তাহাতে বিরোধ বা সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা নাই। 'বিষয়' একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান (undeviated position) এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, একই বিষয়ের বিভিন্ন প্রকাশ—তিনই এক। এখানে যেমন পাঁচটি সম্বন্ধে আমরা সম্বন্ধবিশিষ্ট, ভগবানের সহিত আমাদের সেইরূপ ৫টী সম্বন্ধ আছে, আমরা পঞ্চপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে পারি। ভগবদ্‌বস্তুর আলোচনা কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহার দিগ্‌দর্শন করিয়া তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

এবং আরও বলিয়াছেন যে,আমি আমাকে জানিবার জন্য তোমাকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিব। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" শ্লোকে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। ভগবানকে দেখিতে যাইব, বিষয়টা এরকম নয়; বরং আমরা নিষ্কপট হইয়া যাইব, যাহাতে তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হন। শ্রৌতপন্থাবলম্বনই আমাদের একমাত্র উপায়। শ্রৌতপথে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণের দ্বারাই আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহ নিয়মিত হইবে। কৃষ্ণ হ'চ্ছেন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অপ্রাকৃত আকর্ষক। তিনি আমাদের হাড় মাংসের শরীরটাকে আকর্ষণ করেন না, কেবল আত্মাকে আকর্ষণ ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা এরূপ অমনোযোগী ও দুর্ভাগা যে, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, কেবল কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা চালিত হইয়া ভেসে যাই। আত্মার কার্য্য পরিস্ফুট হয়, যদি আত্মজ্ঞান কর্ম্ম ও অন্যাভিলাষ দ্বারা অনাবৃত হইতে পারে।

নন্দোৎসব

নন্দিত আজি নন্দ-ভবন
আওল নন্দদুলাল রে,
নাচত গোপসব গাওত গোপবধূ
আওল যশোদাদুলাল রে॥
উজল রবিকরে হাসত দশদিক
কাননে কান্তারে চাকত শুকপিক
বাজত শঙ্খ শিঙ্গা বেণুবীন
আওল পরমকৃপাল রে॥
আনত ফুল ফল মেঠাই পিঠাপানা
কিকক কোহু দধি দুগ্ধ ননী ছানা
কত হি উপায়নে নন্দকো ভবন
ভরপুর আজি ভয়াল রে।
ছুটত কোই কোই লুটত ভূমিপর
রোয়ত হাসত কাঁপত থরহরি
আজু ব্রজবাসী মগন প্রেমরসে
আওল নন্দদুলাল রে॥

—শ্রীব্রজদাস গোস্বামী

নন্দোৎসব *

জন্মাষ্টমীর পরেই নন্দোৎসব। কৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে জন্মাবার পর কৃষ্ণের আদেশে বসুদেব কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দের গৃহে রেখে আস্‌লেন। জন্মাষ্টমীর পরদিন ব্রজরাজ নন্দ দেখ্‌তে পেলেন যে, যশোমতীর এক অতি অপূর্ব্বদর্শন পুত্র হ'য়েছে। নন্দ পরমানন্দিত হ'য়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ডেকে পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করা'লেন ও ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ লক্ষ গাভী, বস্ত্র ও সুবর্ণ দান ক'রলেন। নানাদেশ থেকে নানা চারণ, মাগধ, বন্দী, গায়ক এসে উৎসবে নন্দের সৌভাগ্য ও নন্দনন্দনের কীর্ত্তি গান ক'রতে লাগ্‌লেন। ভেরী, দুন্দুভি, জয়ঢাক, মাদল, করতাল—নানাবাদ্যের রোলে ব্রজ মুখরিত হ'য়ে উঠলো। ব্রজের রাজপথ তোরণ, নানা রংএর নিশান, ফুল, ফল দিয়ে সাজান' হ'ল। পুরবাসিগণ তাঁদের কুঞ্জকুটীরগুলি নানারকমের মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা বিচিত্ররূপে সাজালেন। গাভীগুলিকে হরিদ্রা ও তৈলে এবং নানারংএর ধাতু দ্রব্য দিয়ে, পুষ্পমালা ও কাপড় দিয়ে সাজান' হ'ল। গোপ-গোপীগণ আনন্দে নানারকমের কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতিতে সজ্জিত হ'য়ে নানা উপায়ন হাতে ক'রে নন্দের বাড়ীতে সমবেত হ'লেন। গোপগণ পরস্পরের প্রতি দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও জল ছড়িয়ে আনন্দদ্বন্দ্ব আরম্ভ ক'রলেন। সকলেরই অঙ্গে নবনীত লিপ্ত হ'ল। নন্দ মহারাজ ব্রজের সকলকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান ক'রলেন। কএকদিন ধ'রে নন্দের এই আনন্দ-মহোৎসব চ'লল।

এই নন্দোৎসবের অনুসরণ ক'রে বিশ্বে নন্দোৎসব ছ'ড়িয়ে প'ড়েছে। ব্রজরাজ নন্দ হ'চ্ছেন—শুদ্ধসত্ত্বময় আনন্দস্বরূপ, অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূর্ত্তবিগ্রহ। সেই আনন্দমূর্ত্তি যাঁর আবির্ভাবে নন্দিত হন, সেই নন্দের অনুগমন ক'রে ভক্তগণ নন্দোৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে একজন প্রেমিক ভক্ত—নাম তাঁর রঘুপতি উপাধ্যায় মহাপ্রভুর নিকট নন্দের মহিমার একটি গান ক'রেছিলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

যাঁ'রা সংসার-ভয়ে ভীত, তাঁ'রা এজগৎ হ'তে মুক্তি পাবার জন্য শ্রুতির ভজনা ক'রে থাকেন। যাঁ'রা স্বর্গ-সুখ চা'ন বা নৈতিক ধর্ম্ম মাত্র পালন ক'রতে চা'ন, তাঁ'রা স্মৃতিশাস্ত্রের ভজনা ক'রেন; কিন্তু আমি সংসার-ভয় বা লৌকিক ধর্ম্মকে বড় মনে করি না। আমি একমাত্র নন্দমহারাজকে বন্দনা করি, যাঁ'র ঘরের বারান্দায় পরম আনন্দকন্দ পরব্রহ্ম বালগোপাল খেলা ক'রে থাকেন।

এত বড় প্রেমের কথা অন্য কোথায়ও নাই। অন্য কোন দেশের দর্শন, ইতিহাস বা ধর্ম্মের ধারণায় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এত ঘনিষ্ঠতার কথা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে বা ধর্ম্মের ধারণায় ভগবানকে আমরা পরম-পিতা পরমেশ্বর ব'লে পূজা ক'রে থাকি। খৃষ্টধর্ম্মেও ভগবানকে 'পিতা' ব'লে উপাসনার প্রণালী দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র নন্দের আদর্শ থেকেই জান্‌তে পেরেছি যে, ভক্ত নিত্য পিতৃরূপে, মাতৃরূপে ভগবানের প্রেমময়ী আরাধনা ক'রতে পারেন।

অনেকে ব'লতে পারেন ও ব'লেও থাকেন যে, যিনি যেভাবেই ভগবানকে আরাধনা করুন না কেন, সকলেই একই ফল লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু সাধারণের এই বিচার সেখানেই খাটে, যেখানে অপ্রাকৃত প্রেমের রাজ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। মোক্ষ, নির্ব্বাণ, লয় বা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় সেই একই বিষয়কে যেরূপ ভাবে বলা হউক না কেন, সেই মুক্তি পর্য্যন্তই যদি আমাদের শেষ কথা হয়, তা' হ'লে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে সকলেই সেই নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত পৌঁছে' শেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রেমের কথা হ'চ্ছে—মুক্তির পরপারের কথা। মুক্তির পরে যে চেতনের বিলাস আছে, তা'রই নাম প্রেম-বৈচিত্র্য।

আমরা ভগবানকে পিতা বা মাতা ব'লে উপাসনা ক'রতে ভালবাসি; কেন না আমরা সংসার-তপ্ত জীব, ভগবানকে পিতৃ ও মাতৃরূপে পূজা ক'রতে শিখলে ভগবানের কাছ থেকে পিতার ন্যায় পালন ও মাতার ন্যায় স্নেহ এবং আমাদের অনেক কিছু আবদার ধর্ম্মের আকারেই হ'ক, অর্থের আকারেই হ'ক, কামনা-তৃপ্তির আকারেই হ'ক আর মোক্ষ বা শান্তিলাভের আকারেই হ'ক পূরণ ক'রে নিতে পারবো। প্রত্যক্ষের উপাসনা আমাদিগকে মাতাপিতাব মহদ্‌ভাব ও তাঁ'দের কাছ থেকে আশ্রিত বাৎসল্য আদায় ক'রবার আদর্শই প্রতিমুহূর্ত্তে অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা প্রদান ক'রছে।

কিন্তু প্রেমের রীতি উল্টো। সেখানে ভক্ত পুত্র না হ'য়ে ভগবান্ হ'য়েছেন পুত্র, আর ভক্ত হ'য়েছেন পিতা বা মাতা। দেখুন, পুত্র তাঁ'র জন্মকাল থেকেই পিতার সেবা ক'রতে পারে না। পিতার যথেষ্ট সেবা ও শিক্ষা-দীক্ষায় বর্দ্ধিত হ'লে—পিতা ব'লে জ্ঞান হ'লে কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে পিতা বা মাতাকে সেবা ক'রে থাকেন। কিন্তু সেই সেবাটুকুতেও বাধা হ'তে পারে। যদি কোন পুত্র পত্নীর প্রেমে কিম্বা অপর প্রেমিকার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন অথবা তাঁ'র নিজের ছেলে-মেয়ের বাৎসল্যেই আসক্ত হ'য়ে পড়েন, তা' হ'লে সেই কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবাটুকুও শিথিল হ'য়ে যায়। কিন্তু পিতা-মাতার সেবা পুত্র জন্মা'বার পূর্ব্ব থেকেই আরম্ভ হয়। পুত্র মাতার গর্ভে থাকাকালে পিতা গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা ক'রবার জন্য কত যত্ন নিয়ে থাকেন, তার জন্য কত চিন্তিত হন, মা কত কষ্ট স্বীকার ক'রে গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা ক'রে থাকেন। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লে মাতা-পিতা তাঁদের সমস্ত স্নেহ ঢেলে' সকল প্রাণ দিয়ে পুত্রের সেবা করেন। যেসকল অত্যন্ত নীচ সেবায় অপরের ঘৃণা বোধ হয় এবং যেসেবা অত্যন্ত আসক্ত ও স্নেহপরবশ না হ'লে করা যায় না, একমাত্র মাতা-পিতাই সেই সকল সেবা পুত্রের জন্য ক'রে থাকেন। মাতা-পিতার বহুমূল্য পোষাকে, প্রিয় অঙ্গে শিশুসন্তান মলমূত্র বিসর্জ্জন ক'রে দিলেও স্নেহাসক্ত মাতাপিতা স্নেহের পুত্তলীকে বিসর্জ্জন ক'রতে পারেন না, বরং পুনরায়-স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে হৃদয়ে ধারণ ক'রে থাকেন। সন্তান যতই কুরূপ হ'ক না কেন, গুণহীন হ'ক না কেন, এমন কি ছেলে যদি কাণা খোঁড়া হাবা বোবা অন্ধ ও পাগলও হয়, তথাপি মাতাপিতার স্নেহ কম হওয়া দূরে থাকুক, সেই ছেলের প্রতি স্নেহ ও আসক্তি আরও বেড়ে যায়, এটাই হ'চ্ছে স্নেহের রীতি। কাজেই পুত্রের প্রতি যে মাতাপিতার প্রীতি, তা' পুত্রের গুণ বা ঐশ্বর্য্য দেখে নয়, পুত্রের কেবল ব্যক্তিত্বই সেখানে মাতাপিতার স্বাভাবিক স্নেহকে আকর্ষণ ক'রে থাকে। লোকে কথায় বলে—"সন্তান মাতার এক-বিন্দু দুধের ধার শোধ ক'রতে পারে না।"

* এই বক্তৃতাটী গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গত ২৬শে আগষ্ট সোমবার অপরাহ্ণ ৩-১৫ সময় কলিকাতায় রেডিও ব্রড্‌কাষ্টিং সেণ্টারে দিয়াছেন।

যশোমতী নিত্যমাতারূপে পরব্রহ্মকে যে স্তন পান করিয়েছিলেন, তা'র একবিন্দু দুধের ধার স্বয়ং পরব্রহ্মও শোধ ক'রতে পারেন নি, তিনি ঋণী হ'য়ে র'য়েছেন, একথা কৃষ্ণ স্বয়ং ব'লেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধিতে ভগবান্‌কে আর কতটুকু পূজা ক'রতে পারি? ভগবান আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণার নিদর্শন দেখিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির পূজার দ্বারা জীব তা'র একবিন্দুরও প্রতিদান দিতে পারে না; কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেমের এমনই রীতি যে, ভক্তের প্রীতিময়ী সেবা এত বেশী যে, ভগবান সেখানে আপনাকে চিরঋণী ব'লে মনে করেন।

আমরা সন্তান বা পুত্ররূপে মাতার স্তন্য দোহন ক'রে থাকি, মাতার কাছে এটা সেটা চাই। ভগবান্ মাতা-পিতা হ'লে আর ভক্ত পুত্রভাবাপন্ন হ'লে কেবল ভগবানের কাছে জীব সর্ব্বদাই এট সেটা চেয়ে থাকে। নানাভাবে ভগবানের কাছ থেকে নানাপ্রকার জিনিষ দোহন ক'রতে চায়। কিন্তু এই দোহন-কার্য্যটি সেবা নয়, ভগবান্‌কে দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেওয়া। তাই ভক্ত যদি মাতা-পিতা হন আর ভগবান্ যদি সন্তান হন, তা' হ'লে এই দোহন-কার্য্যের পালাটা ভগবানেরই থাকে। আর ভক্ত ভগবানের যতকিছু আবদার পালন ক'রে সর্ব্বদিয়ে প্রাণ ঢেলে তাঁ'র সেবা ক'রতে পারে। এজন্যই নন্দনন্দনের আদর্শের এত চমৎকারিতা। কৃষ্ণ কেবল চাচ্ছেন আর নন্দ যশোমতী কেবল যোগাচ্ছেন। 'চাওয়া' ধর্ম্মটি নন্দনন্দনের আর 'দেওয়া' ধর্ম্মটা নন্দ ও যশোদার—এরই নাম প্রেম। এটা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির পূজা মাত্র নয়। মা ও বাবার ছেলের প্রতি যে স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী আসক্তি, ইহা তাই। এজগতের মাতাপিতার আদর্শে বরং স্বার্থপরতা থাকতে পারে; কিন্তু অপ্রাকৃত নিত্য মাতাপিতা নন্দ-যশোদার আদর্শে কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতার লেশ নাই। সেখানে প্রেমেরই পূর্ণপ্রভাব। নন্দ-যশোদা বাৎসল্যপ্রেমের চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি আর নন্দনন্দনও জাগতিক পুত্রের ন্যায় অনিত্য পুত্র নন। সে পুত্র যান না, বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। সেই নিত্যপুত্রের সেবা ক'রেছিলেন—যশোমতী ও নন্দমহারাজ। পরব্রহ্ম জন্মরহিত হ'য়েও কেবল বাৎসল্যপ্রেমের মহিমা-প্রকাশের জন্য নন্দ ও যশোমতীর পুত্র হ'য়েছিলেন। তিনি সকল পালকগণের পালক হ'য়েও নন্দ-যশোমতীর পাল্য হ'য়েছিলেন। ইহাই প্রেমের মাধুর্য্য। এজন্যে গোপীগণ নন্দনন্দন ছাড়া আর কাকেও চান না। তাঁ'রা চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে চান না, তাঁ'রা নারায়ণকে চান না, তাঁ'রা আর কিছুই চান না। নন্দনন্দনের পায়ে তাঁ'রা কুল, মান—সব বিকিয়েছিলেন। সেই নন্দনন্দনের উৎসব প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকাশিত হ'বে, ততদিন পর্য্যন্ত জড়ানন্দ হ'তে মুক্তি ও প্রেমানন্দের প্রস্রবণ হৃদয়ে প্রকাশ হ'তে পারে না।

এখানে আর একটি বিশেষ কথা আমাদের স্মরণ রাখ্‌তে হবে। নন্দের অনুগত হ'য়ে নন্দনন্দনের সেবা ক'রতে হ'বে। তাঁর উৎসবের ভাগীদার হ'তে হ'বে। নতুবা নন্দোৎসবে যোগদান করা হবে না। গৌড়ীয়মঠ নন্দোৎসবের বার্ত্তাই সমগ্র বিশ্বের দরবারে আচার্য্যের আনুগত্যে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন। এক কথায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, গৌড়ীয়মঠ নন্দোৎসবের ফিরিওয়ালা।

বিদ্বেষ ও মতদ্বৈধতা

জনৈক বন্ধু সংবাদ দিলেন, কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ বার্ত্তাবহের কর্তৃপক্ষগণের কোনও ব্যক্তি মতদ্বৈধতাকে বিদ্বেষবহ্নিতে আকর্ষণ করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঘটনাটী সত্য হইলে দুঃখের কথা বটে। বুদ্ধিমান্ পিতা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য চঞ্চলস্বভাব শিশু-পুত্রের নিরন্তর ক্রীড়াতে প্রমত্ত থাকা কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন না বলিয়া পিতা পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করিলেন, একথা কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও চিন্তায় আনিতে পারেন কি? পুত্রকে কুকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য পিতা যদি তাহাকে যথোপযুক্ত শাসন করেন, তাহা হইলেও কি তাহাতে কখনও বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, না পিতৃবাৎসল্যই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে? পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর চাপাল-গোপাল, দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতিকে মূঢ় শাস্ত্রজ্ঞ-দুরূপ ও বৈষ্ণবাপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বাহ্যে যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কি বিদ্বেষের লক্ষণ, না পতিতপাবনত্বের অমৃতময় মহাসমুদ্র? জগাই ও মাধাইর চিত্তবৃত্তি সংশোধনের নিমিত্ত মহাপ্রভু সুদর্শনচক্র আহ্বানের যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কি বিদ্বেষ-প্রকাশক, না মহাদাক্ষিণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে?

আত্মস্থ হইলে আমরা দেখিতে পাই, চঞ্চল মনের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যেসকল কার্য্য করি, তৎসমুদয়ই ন্যূনাধিক বিদ্বেষ-প্রকাশক। মনোধর্ম্মে নির্ম্মৎসরতা নাই—থাকিতে পারে না। মনোধর্ম্মীর বিচারে যাহা প্রশংসনীয় কার্য্য, তাহাতেও বিদ্বেষ লুক্কায়িত আছে। একমাত্র মহাভাগবতগণের আত্মধর্ম্মে—ভাগবতধর্ম্মেই নির্ম্মৎসরতার পূর্ণ বিকাশ। শুকবর শ্রীব্যাসদেব দেহ-মনোধর্ম্মিগণের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থানে শাসন-বাণী প্রয়োগ করিয়াছেন। সকল বাণী ইন্দ্রিয়গণের রুচিকর না হইলেও তাহাতে আত্মকল্যাণকর-নির্ম্মৎসরতাই পূর্ণভাবে বিদ্যমান। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক; সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-সাধন-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াই তাঁহারা সর্ব্বত্র নাম-প্রেম-মহিমা প্রচার করিতেছেন। ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, আগাছা উৎপাটিত না হইলে শস্য ভাল জন্মায় না এবং ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে উত্তম বেষ্টনী না থাকিলে পশ্বাদি আসিয়া ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া থাকে। সংসারাসক্তির ফলে বদ্ধজীবের চিত্ত কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারকের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—ঐ চিত্ত উত্তমরূপে কর্ষিত করা। ঐ কর্ষণকার্য্য মলিনচিত্ত জনগণের রুচিপ্রদ না হইলেও নিত্যকল্যাণকর। মনোধর্ম্মের বাসনানিচয় চিত্ত-ক্ষেত্রের আগাছা; তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন সদ্‌গুরুর কার্য্য। ভোগাসক্ত ও ত্যাগাসক্ত জনগণ ভুক্তি-বৈরাগ্যের শিক্ষক শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐ অহৈতুকী করুণার বিষয় লক্ষ্য করিতে না পারিয়া অসুবিধায় পতিত হয়। অপরাধ-সঙ্কুল পথে যাহাতে সৎসিদ্ধান্তবেষ্টনী আক্রান্ত না হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধসমূহের স্বরূপ বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া অনুগ-গণকে সতর্ক করেন। এই কার্য্যকে যাহারা পরচর্চ্চার সঙ্গে সমান জ্ঞান করে, তাহারা নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করে মাত্র।

আউল, বাউল, গৌরনাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায় আগাছারূপে গৌড়ীয়-পরমার্থক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্ববাসী সকলের এবং ঐ ঐ সম্প্রদায়ের জনগণেরও কল্যাণের নিমিত্তই ঐসকল সম্প্রদায়ের কুসিদ্ধান্তসমূহ ভাগবত-শিক্ষালোকে নিরাস করিতে যত্নপর। এই সর্ব্বজনহিতকর কার্য্যে বিদ্বেষ লক্ষ্য করিলে লক্ষ্যকারীদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যাইবে কি? মতভেদ কিছু বিদ্বেষ নহে; সরল ও নিষ্কপট হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে অপসম্প্রদায়ের জনগণের মতভেদ শূন্যে বিলীন হইয়া ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকের মতের সহিত একত্বে পর্য্যবসিত হইবে। তখন দেখা যাইবে, শুদ্ধ-ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকারী বিদ্বেষী নহেন, পরন্তু নিত্যজগতের একমাত্র বান্ধব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবে শুধু যে শ্রীমঠেই পাঠ, কীর্ত্তন ও ভাগবত-ব্যাখ্যাদি হইতেছে, তাহা নহে। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে মহানগরীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী গত ৯ই ভাদ্র হইতে ১২ই ভাদ্র পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি-এ মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; শেষ দিবস অর্থাৎ ১২ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ব্রহ্মচারীজীর পাঠের অন্তে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ 'হরিভজনই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য' তদ্বিষয়ে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ, মথুরা গৌড়ীয়মঠ, দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠ, নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস গৌড়ীয়মঠ, বারাণসীস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ, প্রয়াগস্থ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, আলালনাথস্থ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ, পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, ভুবনেশ্বরস্থ শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ, কটকস্থ-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীবোম্বে-গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগোপালজীউ, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গমঠ, ময়মনসিংহস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ, চম্পাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধরমঠ, শ্রীমোদদ্রুমমঠ প্রভৃতি সকল [illegible] আমরা শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব [illegible] নন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইবার সংবাদ পাইয়াছি [illegible] শ্রীনাম মহোৎসবাদিতে কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শুদ্ধভক্তির গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং নন্দোৎসববাসরে নন্দের মহিমা কীর্ত্তন নন্দনন্দন বাৎসল্য [illegible] কার্য্য প্রভৃতি হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৬০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তন সংলগ্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান মায়াপুর-ভাগ, পরিক্রমণীয় ও সাত্বতকল্পদ্রুম। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের পঠন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও নানা সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের স্বপার্ষদ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায় অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং রাজা রামমোহন চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮১১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীক্ষেত্রের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—শ্রীপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর বামুনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—পাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীব্রজকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ডুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা। এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিপ্রদীপ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে নগরাস্তে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণনগর থানায় গোবিন্দসড়ক মৌজায় ৫৪৮ ও ৫৪৯ খতিয়ানে -৯শ জমির মধ্যে দেঃ ৫ শতাংশ জমি ও তদুপরিস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা দোতালা বাড়ী প্রভৃতি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

৯৭৭ মণিজারী ৩৫ দাবী ১৩৫৷৶৩

ডিঃ শ্রীশশিভূষণ দাস বৈরাগ্য

দেঃ শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র হালদার সাং চান্দুড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কামদেবপুর মৌজায় ৭৭ খতিয়ানে ও মহেশপুর মৌজায় ৩০০ খতিয়ানে ২৪৸০ (কনভারসনমতে) জমায় ৯ একর জমি দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১০১৭ মনিজারী ৩৫ দাবী ২১২৪৷৶৩

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

দেঃ ভোলানাথ রায় দিং

সাং জামালপুর থানা কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় জামালপুর মৌজায় ৩৫৮ ও ৪৩ খতিয়ানে ৩৸৶৩ জমায় ১·৭১ মৌরসী মোকররী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৭১১ খতিয়ানে ১৯শঃ জমির জমা ২৷৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ১নং লাটের বর্ণিত তপশীলের পরিচয় মত ৪৩০ খতিয়ানে ৩-৭০ জমির জমা ১৫৶১০ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ১নং তপশীলের বর্ণিত পরিচয়ের মত ৪৩২ খতিয়ানে ৬-২৩ শঃ জমির জমা ১৯৲ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৬। ঐ তপশীলের বর্ণিত পরিচয়ের মত ৪৩১ খতিয়ানে ১-২১ শঃ জমির জমা ৩৴৯ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৭। কালীগঞ্জ থানায় পালিঘাট মৌজায় ১৬, ২১৯, ১৯৬, ১৩৭, ২৩, ৫, ১৬, ১৫, ৫৪ প্রভৃতি খতিয়ানে ৭-১৯ জমির মোকররী জমা ১৩৶০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৭)

৭২ খাংজারী ৩৫ দাবী ৪২৸৶০

ডিঃ চেৎলাজিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ আলেহিম সেখ সাং রাধিকাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধিকাপুর মৌজায় ৬ খতিয়ানে ৯-২১শ জমি জমা ১০৷৶০

(৮)

১২২ খাংজারী ৩৫ দাবী ১৩০৸৶৩

ডিঃ শ্রীরণজিৎ পাল চৌধুরী

দেঃ শ্রীগুরুদাস মজুমদার দিং

সাং গোয়াড়ী, পোঃ কৃষ্ণনগর

১। নবদ্বীপ থানায় বাবলারী গ্রামে ৩২৬ ও তদধীন খতিয়ানে ডিং সেরেস্তার ৮-৪৩ শঃ জমির জমা ১১৶৬ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩২৬ ও ৩২৭ খতিয়ানে ১৩শ জমির জমা ২৷০ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় দেওয়ানগঞ্জ ওরফে বাবলারী গ্রামে ঐ অধীন ৩২৬ ও অধীনস্থ খতিয়ান সমুহে ৮-২৫শঃ জমির জমা ১৩৷৶৬ মূল্য আঃ ৩০৲

(৯)

৩৮৩ খাং ৩৫ দাবী ৪৬৶৩

ডিঃ সুরজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেঃ ছামেদ সেখ দিঃ

সাং ঝিট কৌপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় দক্ষিণ ঝিটকৌ-পোতা গ্রামে ৫১৭ খতিয়ানে ৯০শঃ জমির জমা ২৷০ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ মৌজায় ৩৩৭ খতিয়ানে ৫১ শঃ জমির জমা ১৷০ দেঃ ৷৴০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ মৌজায় ৩৩৮ খতিয়ানে ৯৪শঃ জমির নিষ্কর জমা দেং অংশ ৴১৫৷১২। মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ মৌজায় ৯২ খতিয়ানে ৯৩শঃ জমি ২৴৪ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

৩৮৯ খাংজারী ৩৪ দাবী ৪০৪৶৩

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী ও শ্রীমতী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী

দেঃ জয়দুর্গা দাসী দিং

সাং কাটালিপোতা, পোঃ কৃষ্ণনগর

১। চাপড়া থানায় চাপড়া গ্রামে ৩৪২ খতিয়ানে ১২-৪২শঃ নিষ্কর লাখেরাজ মহাল আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় ৩৯৮ খতিয়ানে ৯০৬ নিষ্কর মহাল মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ মৌজে ৩৭৫ খতিয়ান ভুক্ত ১৭,০৫ শ নিষ্কর লাখেরাজ মহাল মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ মৌজে ১৮৪ খতিয়ানে ১৬-৪৫ নিষ্কর মহাল মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

৫৫১ খাংজারী ৩৫ দাবী ৩৬৬৷৩

ডিঃ চেৎলাজিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ নসীরাম দে সাং হাটগাছা থানা কালীগঞ্জ।

১। কালীগঞ্জ থানায় হাটগাছা মৌজায় ২১৫ খতিয়ানে ১৫-০৯ শঃ জমির জমা ৩৮৲ মূল্য আঃ ২২৫৲

২। ঐ মৌজায় ২১৭ ও ৩২৭ খতিয়ানে ২৮-৬২ শঃ জমির জমা ৩১৷৶০ মূল্য আঃ ৪৩০৲

(১২)

১৫৩ খাংজারী ৩৫ দাবী ৪১৷৶৯

ডিঃ শ্রীঅনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং ঐ পোঃ দেবগ্রাম।

১। কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম মৌজায় ৩৮৯ খতিয়ানে ১৪-০১ শঃ জমি জমা প্রতি বিঘা ৷৶৩ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ মৌজায় ১১৪৯ খতিয়ানে ৮৮ শঃ জমির জমা ১৷৶১০ মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

৯২৬ খাংজারী ৩৫ দাবী ৭৭৪৷৯

ডিঃ কুমার পরাণচন্দ্র সিংহ দিঃ

দেং ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় সাং মাণিক ডিহি থানা কালীগঞ্জ।

১। কালীগঞ্জ থানায় মাণিকডিহি মৌজায় ২০২ খতিয়ানে ১৪শঃ জমির জমা ১৷০ দেঃ ৷০ অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ইত্যাদি ১০০৲

২। ঐ মৌজায় ৫০২ খতিয়ানে ২-০৯শঃ লাখরাজ জমির ৷০ অংশের মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ মৌজায় ৬৩, ৬৪, ও ৬৬ খতিয়ানে ৪৪ বিঘা জমি বার্ষিক জমা ৫৫৲ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

১০১৪ খাংজারী ৩৪ দাবী ১৩৯৪৸৩

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং

দেঃ মৃত গোলাম দরবেশ কাজী ওয়াকফ ষ্টেটের মাতোয়ালী কাজী গোলাম কাদের দিং সাং জাম জামি, থানা আলমডাঙ্গা।

১। আলমডাঙ্গা থানায় জামজামি গ্রামে ১২৪৬ খতিয়ান যে সকল বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, এমারৎ, কড়ি বড়গা, বাঁশের ঝাড় কাট মায় গোমস্তিষ ইত্যাদ মূল্য আঃ ১০০৲

৬। ঐ মৌজায় ২৯৫ খতিয়ানে লিখিত ২৪৷১২ শতক রায়তী মোকররী সত্বের জমা ২৯৷৴৯ মূল্য আঃ ১০০৲

৭। ঐ মৌজায় ৯৫ খতিয়ানে ৭-৮৯ শতক জমির জমা ১০৶৬ মূল্য আঃ ৫০৲

৮। ঐ জামজামি গ্রামে ১১৫ খতিয়ানে ৫-২৬ শঃ জমির জমা বার্ষিক ১০৷৶৯ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫)

১০৩২ খাংজারী ৩৫ দাবী ৪৪০৷৶০

ডিঃ সৌরেন্দ্রনাথ দে চৌধুরী

দেঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া কোতয়ালী থানা ১০২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ১৪৯৬ খতিয়ানে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধীনে ও ১৫৫৯ খতিয়ানে ৫৬শঃ জমির জমা ১৯৶০ উক্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৪০০৲

(১৬)

১৩০৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ১০১৷৶৩

ডিঃ শ্রীযতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী দিং

দেঃ শ্রীশিবচন্দ্র তরফদার সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর।

কোতয়ালী থানায় ধুবলিয়া গ্রামে ডিক্রিদার সেরেস্তায় ৪২৬ খতিয়ানে ১-৮৩ নিষ্কর জমি দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৭০৯ দেংজারী ৩৫ দাবী ২১৩৮৶৯

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ কমলিনী দাস্যা দিং সাং চান্দুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় মহেশপুর মৌজায় রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১৫৭ খতিয়ানে ১-৬৫ শঃ জমির জমা ৪৶০ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় চান্দুরিয়া মৌজায় ঐ অধীন ১৫৭ খতিয়ানে ১একর জমির জমা ২৷১০ মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানায় কামদেবপুর মৌজায় ঐ অধীন ৯৭ খতিয়ানে ২-৪১ শঃ জমির জমা ৪৸৯ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানায় চান্দুরিয়া মৌজায় ঐ অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ৩-১৭ শঃ জমির জমা ৯৷৴১০ মূল্য আঃ ৫০৲

৫। ঐ থানায় কামদেবপুর মৌজায় ৮৩ খতিয়ানে ৫১একর জমির জমা ১৲ মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানায় মহেশপুর মৌজায় যোগমায়া দেবীর অধীন ২২৪ খতিয়ানে ২০ শঃ জমির জমা ।৶০ মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৭২৯ দেংজারী ৩৫ দাবী ১৬২৭৷৴৯

ডিঃ রতিকান্ত বিশ্বাস

দেঃ বাহাদুর মণ্ডল সাং ডাবলপুর থানা কুষ্টিয়া।

১। আলমডাঙ্গা থানার অধীন বক্সীপুর মৌজায় ৬৩৩ খতিয়ান ভুক্ত ৬-৬৮ শঃ জমি ও ৯৫৬ খতিয়ানে ৩ শঃ জমি; দেঃ একের তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ২০০৲

২। মীরপুর থানায় দক্ষিণ শ্রীরামপুর মৌজায় ৩৬৪ খতিয়ানভুক্ত ৭ একর ও ৫৩৮ খতিয়ান ভুক্ত ৩-৪১ শঃ জমির দেঃ একের তৃতীয়াংশ মূল্য ৪০০৲

(১৯)

৮২১ দেংজারী ৩৫ দাবী ৩১০৲

ডিঃ হরিপদ মুখার্জী

দেঃ কাঁয়ো খোষানী দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুরিয়া

১। কৃষ্ণনগর থানায় বেলপুকুরিয়া মৌজায় রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী দিং অধীন ১০৩৮ খতিয়ানে ৪৴০ জমায় ১-৭২ একর জমির মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানায় মৌজে গোপাল রায় পাইগিলের অধীন ৯৭৬ খতিয়ানে ৯৶৫ জমার মোট ২-৫৩ জমি মূল্য আঃ ৪০৲

৩। ঐ থানায় চরবেহালা রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনী দাসী দিঃ অধীন ২১৲০ জমায় ৭৮নং খতিয়ান ১-৩৯ মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

৮৩২ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ১৭০৶৯

ডিঃ জগৎ মোহিনী দেবী

দেঃ কালীপদ সর্দ্দার বাগদী

সাং হাটগাছা থানা কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানার হাটগাছা মৌজায় ৬ খতিয়ানে ৪শঃ জমির জমা বিঘা প্রতি ৸৵৫ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐথানায় ঐ মৌজে ১৯৬ খতিয়ানে ৮২ শঃ উঠবন্দী জমির মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৫৩১ খতিয়ানে ৩০ শঃ জমির বার্ষিক জমা ২৲ মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৮৭৪ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ১১৫।৴৯

ডিঃ কালীপদ ভট্টাচার্য্য

দেঃ অমূল্য কুমার দে দিং

সাং ও পোঃ বেলপুকুর

কৃষ্ণনগর থানায় বেলপুকুর মৌজে ১০৬৭ খতিয়ানে রাজকুমারী প্রফুল্ল নলিনী দাসী দিং অধীন ১-৭শঃ নিষ্কর জমির মূল্য ২৫৲

(২২)

৯৫২ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ৭৯৫।৶০

ডিঃ শ্রীমতী নন্দরাণী সিংহ

দেঃ চন্ডীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

১। কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম মৌজায় ২৯৭৯ খতিয়ানে দেঃ ॥০ অংশ ৪-২৩ একর জমির মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৯৬০ খতিয়ানে ২-৮ শঃ জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

১০৩৮ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ২০৮২৫।৬

ডিঃ হরিবোলা নাথ রায় চৌধুরী

দেঃ গিরিজাকান্ত মজুমদার

সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানা ২০৯ নবদ্বীপ মৌজায় ৩০২ খতিয়ানে ।৵৶০ বার্ষিক ১৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫০০৲

(২৪)

১২১৭ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ১২৪৫।৴০

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং

দেঃ ধর্ম্মদাস দে দিং সাং আকন্দবেড়িয়া থানা কালীগঞ্জ আকন্দবেড়িয়া মৌজায় রামরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধীন ২০৩ ও ৩৬১ খতিয়ান ২৩-৮৫ রায়তী ও উঠবন্দী জমির জমা ৩২৲ মূল্য আঃ ২০০৲

(২৫)

১২৩৮ দেঃ জারী ৩৫ দাবী ৩৫৯৸৶০

ডি গৌরগোবিন্দ সিংহ দিং

দেঃ ধর্ম্মদাসী স্বামী কানাইলাল দাস সাং সড়ক থানা নাকাশিপাড়া

নবদ্বীপ থানায় মিউনিসিপ্যালিটির ১নং ডিভিসনে পোড়ামাতলা পাড়ায় ২৭১ খং -০২ শঃ জমি মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা গৃহাদি আন্দাজ ৪০০৲

(২৬)

১২৫৪ দেঃজারী ৩৫ দাবী ১০৫৴৯

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

দেঃ সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মৌজার ৩৭৩৩ খতিয়ানে ৯৪৮৩ দাগে কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে দেঃ নিষ্কর ॥০ অংশে ।৶১০ জমায় -৩৫ শঃ জমি মূল্য মায় তদুপরিস্থিত দালান ইত্যাদি আঃ ৫০৲

(২৭)

১২৫৫ দেঃজারী ৩৫ দাবী ২৩৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিদাস বিশ্বাস, সাং ঘূর্ণী, পোঃ কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানায় ঘূর্ণী গ্রামে ৬৪নং খতিয়ানে ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অধীনে ১০ শঃ জমি জমা ২৲ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকাবাড়ী ইত্যাদি আঃ ৫০৲

(২৮)

১২৫৬ দেঃজারী ৩৫ দাবী ২২৯॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মদনমোহন দেঃ সাং ও পোঃ স্বরূপগঞ্জ বাজার

নাকাশীপাড়া থানায় কাটালবেড়িয়া মৌজায় ১৭০ খতিয়ানে শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিঃ অধীনে ১৮।৶০ জমায় ৬-৫৪শঃ জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

১২৫৩ দেঃজারী ৩৫ দাবী ৫০৬।৴৯

ডিঃ গোপাল চন্দ্র গড়াই

দেঃ তুফানীসেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিটকীপোতা মৌজায় ১০৶৬ জমার ৪-৫৬ একর জমি মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত মূল্য ৫০৲

২য় মুন্সেফী কোর্ট

নীলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

(১)

৫৭৯ মনিজারী ৩৫ দাবী ৭৮৸৶০

ডিঃ সৈয়দন্নেছা বিবি

দেঃ খোদাবক্স মণ্ডল সাং মহিষপুর থানা-চাপড়া

চাপড়া থানার মহিষপুর মৌজায় ২৩৫ খতিয়ানে সত্যব্রত গঙ্গোপাধ্যায় দিং অধীন ১৫।৶৮ জমার ১২-৯১ শঃ জমি দেঃ ৶১৫ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৬০২ মনিজারী ৩৫ দাবী ৬৯॥০

ডিঃ কালীদাস দত্ত

দেঃ শ্রীমতী রসবালা দাসী

সাং ধর্ম্মদা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় ধর্ম্মদহ গ্রামে ৩৪৪ খতিয়ানে ২৸৴৯ জমায় ৫৫শঃ জমি দেঃ অংশ ।৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

৯০১ মণিজারী ৩৫ দাবী ৫৩৸৴৩

ডিঃ শশীভূষণ দাস বৈরাগী

দেঃ পারুলবালা দাসী

সাং কামদেবপুর, থানা—কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় কামদেবপুর মৌজায় রামরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীন ৪০ খতিয়ানে ৯৶০ জমায় ৩০৩২ একর জমি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৪১ খতিয়ানে বার্ষিক ৭।৶৩ জমায় ৬৮শঃ জমি ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C. 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই ভাদ্র, ১৩৪২, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, মঙ্গলবার [১৫৮তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বন্যা—নদীয়া জেলার বন্যার জল ক্রমশঃ কমিতেছে। ইহা সুখের সংবাদ বটে, কিন্তু অকস্মাৎ বন্যার প্রবলবেগে ইতিমধ্যেই যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা কতদিনে পূরণ হইবে কে জানে। কৃষকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। আবার বন্যার পরে ডোবা প্রভৃতিতে যে জল জমিয়া থাকিবে, তাহার ফলে বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনাও নিতান্ত কম নহে। উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে দরিদ্র লোকের যে ভীষণ অবস্থা হইতেছে তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষার উপায় করা জেলাবোর্ডের একান্ত কর্ত্তব্য।

বাগবাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—গত ২রা সেপ্টেম্বর ভোরে ৪-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা ১১নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ কয়েকটা দোকানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। প্রবল অগ্নিশিখা সুপ্ত পল্লীকে অকস্মাৎ জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। নিকটস্থ কোনও ভদ্রলোক ফায়ার ব্রিগেডে সংবাদ দিলে অচিরেই তিনটী ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে অগ্নিনির্ব্বাপণে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দরিদ্র দোকানীদের ক্ষতির পরিমাণ তাহাতেও প্রায় ৫০০০৲ টাকা বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় কোনও প্রাণহানি ঘটে নাই। অগ্নির কারণ অজ্ঞাত।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু—বাঁকুড়ায় দেবীদত্ত নামে মালিয়াড়ার জনৈক মাড়োয়ারী ও তাহার পুত্র দোকানের বারান্দায় বসিয়াছিল। তিন জন নারীমজুরও মজুরী লইবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ বারান্দার উপর বজ্রপাত হয় এবং দেবীদত্তের পুত্র ও একজন স্ত্রীলোক সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যায়। মাড়োয়ারীর পুত্রটি অল্পক্ষণ পরেই মারা যায় কিন্তু এক দিন পরে স্ত্রীলোকটির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক বিবরণ—বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ১৯৩৩-৩৪ সালের বিবরণে দেখা যায় এই বৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থা মোটেই আশাজনক না হইলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু অর্থাভাবে অনেক নূতন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এই বৎসর বীরভূম, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে স্কুল বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ৯নং ওয়ার্ডে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে সমস্ত বঙ্গদেশে ৭০৩৩০টি অনুমোদিত এবং ১৫৮৮টি অনুমোদিত মোট—৭১৯২৬টী স্কুল-কলেজ ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮৭৭৩ ও ১৫৫৪—মোট ৭০৩২৭টী ছিল। ছাত্রসংখ্যা অনুমোদিত স্কুল-কলেজে ২০৯৯৫০১ জন এবং অনুমোদিত স্কুলে ৬৭১৭১ জন—মোট ২১৬৬৬৭২ জন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর যথাক্রমে ২৭৯৭৯৮৭ জন ও ৬০৭০৪ জন মোট ২৮০৩০৯১ জন ছিল। আলোচ্য বৎসরে মোট ৬৫৪২৬৮ জন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৬০৭৫৫৯ জন ছাত্রী ছিল। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় বিভিন্ন শ্রেণীর অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এইরূপ ছিল:—কলেজ ৭০, হাইস্কুল ১২২১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৫৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৪৩২০, মাদ্রাসা, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি ২৭৭৮ ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৭০, ১১১৭, ১৯৩৫, ৬২৭১৯ এবং ২৮৬০ ছিল। আলোচ্য বৎসরে ৩২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী ব্যয়ে, ৪৪৭টী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ব্যয়ে, ৩৭৩টী মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ে, ৫৫০৯২টী সরকারী সাহায্যে এবং ১০৭০৪টী সরকারী সাহায্য ব্যতীত সাধারণের অর্থে পরিচালিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৩২২, ৪২৩০, ৩৬৫, ৫৩৬৬৬ এবং ১১১৯০ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে শিক্ষার জন্য মোট ৪২৩১৬০১৯৲ ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে ১২৪৮৮৪৫২৲ জেলা বোর্ড হইতে ১৭৭৩৩৪৪৲ মিউনিসিপালিটী হইতে ১৬০৬-৪৪৪৲ ছাত্রবেতন হইতে ১৮৬৭২০০৮৲ এবং অন্যান্য ব্যয় ৬৭৭৫৬৭১৲ সংগৃহীত হইয়াছে।

ছদ্মবেশে দস্যুদল—লাহোর অতিরিক্ত সেসন জজের এজলাসে কি ভাবে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং ডাকাতদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসিগণ কিরূপ সাহসিকতার সহিত লড়িয়াছিল, তাহা বিবৃত হয়। জজ ৫ জন আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারার সহিত পঠিত ৩৯৪।১০০ (ক) ধারানুসারে দণ্ডিত করেন। দুইজন আসামী ১০ বৎসর করিয়া, একজন আসামী ৭ বৎসর ও অপর দুইজন ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজসাক্ষী সেভেগ সিংকে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রকাশ, আসামীরা মারাত্মক অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া একজন গ্রামবাসীর গৃহে আসিয়া রাত্রির জন্য অতিথি হয় এবং মধ্যরাত্রে তাহারা নিজ মূর্ত্তি ধারণা করে। আসামীদের একজন বাড়ীর ছাদে উঠিয়া অবিরত বন্দুক চালাইয়া ভীতি-প্রদর্শন করতঃ সমবেত গ্রামবাসিগণকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু গ্রামবাসিগণ অসীম সাহসের সহিত দস্যুদলের সহিত লড়াই করে। সংঘর্ষে তিনজন ডাকাত গুরুতরভাবে আহত হয়। সাহসিকতার জন্য গ্রামবাসীদিগকে সরকার হইতে সম্প্রতি পুরস্কৃত করা হইয়াছে।

ট্রেণ হইতে পড়িয়া জখম—গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে চিৎপুর ও দমদমের ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৩২ বৎসর বয়স্ক এক পাশাপাশী চলন্ত নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেণ হইতে পড়িয়া গুরুতর আহত হয়। ট্রেণ থামাইয়া তাহাকে তুলিয়া লওয়া হয় এবং কোন সৈদপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ যে, তাহার অবস্থা নাকি শঙ্কাজনক।

জার্ম্মাণ জাহাজে সংঘর্ষ—গত ৩০শে আগষ্ট ডোভর হইতে নয় মাইল দূরে 'লামিলস' নামক একখানি ব্রিটিশ রণতরীর সহিত 'এসমাদ' নামক অপর একখানি জার্ম্মাণ জাহাজের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে 'এইস্ নামএর' তিনজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং একজন নিখোঁজ হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবন্ধু শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান; এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৫১৪।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্মথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—প্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামুনপুকুর (নদীয়া)।

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) ভোঁতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীরক্ষাকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী, সাধনা ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ ৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ডুমুরকোন্দা, পোঃ চরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাশগাল, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রোতী মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তূর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে নগরীতে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুণে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার { ১৫৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

দশম দিবস—১২ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

আমরা পূর্ব্বদিবস আলোচনা ক'রেছি—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ" শ্লোকের অভিধেয়ত্ব-বিচার। অনেকে মনে করেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান যেমন এক একটী পথ, তদ্রূপ ভক্তিও একটী পথ মাত্র। এই অভিধেয়ের যখন প্রকারভেদ আছে, তখন কেবল ভক্তি আশ্রয় ক'রলে অসুবিধা হ'বে, ভুক্তি বা মুক্তি পা'ব না, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। কেউ মনে করেন—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়ার ব্যাঘাত হ'বে; কিন্তু এই সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ক'রেছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল উপরিউক্ত শ্লোকের দ্বারা। আপনাদের হয় ত' স্মরণ থাকতে পারে, 'প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব'লেছি—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ যাঁ'দের বাঞ্ছনীয়, তাঁ'রা নির্ম্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম্ম বুঝ্তে পারেন না। "ঐহিক বা আমুষ্মিক ভুক্তি অর্থাৎ ইহ জগতে বা পরজগতে ভোগ অথবা মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া প্রভৃতি লাভ হ'বে না, যদি ভক্তি লাভ করা যায়; ভক্তিটা একঘেয়ে কথা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষধিকারী ভক্তিপথে ঐসকল কথা বাদ যায়"—এরূপও অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সাহস দিয়েছেন যে তোমাদের সেরূপ আশঙ্কা ক'রবার কোন কারণ নাই; যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হ'য়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বস্তু পুরুষোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হ'বে—কিশোরমাধুর্য্যমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না যদি সেবা প্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" তিনি ত' অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্য বিষয় নিশ্চয়ই হ'বেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে; তা'হ'লে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না ক'রে ধরা দেবেন, ব'লবেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি bonafide servitor, আমি এসেছি সেবা কর। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁ'র নিজ সেবার ইচ্ছা ক'রলে তাঁ'কে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"সেবা নিবদ্ধে পদম্"—তিনি আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐ সাত্ত্বিকী ইচ্ছা ক'রলে—ব্যবহিত-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে সেব্য ব'সে থাকতে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যেমন বেদে লেখা আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্ত্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ ক'রে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরমরমণীয়—পরমসৌম্যমূর্ত্তি কৃষ্ণ দারুকাষ্ঠনিভ জড়কাল-কৃষ্ট শবসদৃশাবশিষ্ট নহেন, নবীনকিশোর চিন্ময় মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁ'র সকল প্রকার সেবা ক'রতে পারি—ব্রহ্মরূপে পতি-জ্ঞানে পিতামাতারূপে পুত্রজ্ঞানে, সখারূপে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যরূপে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষরূপে বিরোধাচরণে নিরস্ত হ'য়ে।

তিনি ছাড়া বস্তুন্তর নাই। আমাদের 'নিরপেক্ষতা' থাকা দরকার আমুগত্য-প্রকাশ না ক'রলে, সেবার বৈবস্বত্য থাকলে, সেবাতে রুচি—আসক্তি হ'য়ে ভাবের সমাবেশে সামগ্রীসম্মেলনে স্থায়িভাব রতির সংযোগে রস-লাভ হ'বে। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" রসময় রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হ'লে—আনন্দময়কে পেলে ক্ষতি হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম—যা'র জন্য মানুষ আকাশপাতাল আন্দোলন ক'রে একটু, দুইটি বা তিনটি লাভ করেন, তা'রা স্তুপরূপে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; যে গুলোর জন্যে পরিশ্রম ক'রে জন্মজন্ম পরে সুফল পায়, তারা তখন আজ্ঞা ক'রবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হ'য়ে উমেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হ'তে মোচনপ্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা, সেটি হাত যোড় ক'রে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে—কত তীব্র তপস্যা ক'রে সমাধিলাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্রসাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা' ভগবদ্ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান' যাবে না, তা' নয়, ওগুলো বা উহাদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হ'য়ে যাবে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

মুক্ত পুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা—কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হ'লে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে রসরাহিত্য, —কার্য্যরাহিত্য শুকিয়ে গিয়ে রাহিত্য, শুষ্ক, দর্শনবোধ —তাতে আত্মার [illegible] হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তি-পথে অন্য জিনিষের প্রভু হ'বার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্ত্তা হওয়া সম্ভব না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হইতে পারেন না। তাঁ'কে চাকর ক'রবার প্রয়াস ক'রলে বেশী অসুবিধায় প'ড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তা' ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী—ধ্বংসশীল আর কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য—জড়রসোন্মুখ। ভক্তিরস নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। [illegible] কর্ম্মরাহিত্য, সেটা [illegible] আলোচনার [illegible] পরে নৈষ্কর্ম্য। [illegible]

রস দুই প্রকার—একটি [illegible] [illegible] ভোক্তা, অপরটি [illegible]—যেখানে রসময় রসিকশেখরের সেবা হয়, এটিই প্রয়োজনতত্ত্ব। রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।

আমরা 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ও 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকে [illegible] কথা আলোচনা ক'রেছি। এক্ষণে প্রয়োজন—প্রাপ্য [illegible]

বিচার করা হ'বে। সম্বন্ধের পরবর্ত্তি-সময়ে প্রাপ্যবিচারের কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে পাব কি? তদুত্তরে বলা হ'য়েছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁ'রা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাঁ'দেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে, তাঁ'দের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা লিপ্ত, তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আত্ম-সেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব ক'রতে আনন্দ পাই—অন্যের চাকরী ক'রতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হ'লে যেমন পাঠে সুবিধা করতে পারে না, সেই রকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনজ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তা'দিগকে ভাবুক বলা যায় না; তাদের রসপ্রার্থনা নাই, রসরাহিত্য—যেমন চচ্চড়ী, উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুক্‌নো ব্যাখ্যা। আর না হয় পাঞ্চা—রসাল' হ'লেও জড়রস। জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তা'রা ব'লে, আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তা'রা ভগবদ্ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না, তা'দের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবতরচয়িতা ব'লেছেন—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আঁব, নিচু, কাঁটাল যেরকম গাছ সেইরকম গাছের ফল নহে; কিন্তু কল্পতরু—যে যা চায়, তা'কে তাই দেয়—সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান-ময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্ম্মই চেতনের ধর্ম্ম, ব'হির্ম্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐ গুলি কর্ম্ম-জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষো বা ডাঁসা নয়; তা পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই, সেও গিলে খেতে পারে, এমন দ্রবল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধি-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনি আস্বাদন ক'রেছেন। ভোগে প্রমত্ত হ'লে বিপথগামী হ'তে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার-ভোগ ক'রে ছেড়ে দেয়; আর অভুক্ত—যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আকৃষ্ট না হ'য়েছে। উভয়েই বিরাগধর্ম্মে অবস্থিত হ'লেও জড়বিচারে ভুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জামার পরে আকর্ষণের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে, বিপদে একবার প'ড়েছে।

শুকের মুখের পাকা ফলটি—শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হ'তে অন্যে আস্বাদন ক'রবে ব'লে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, শুক নিজে খেয়ে অনুগত ব্যক্তিদের তা খাওয়াচ্ছেন, ব'ল্‌ছেন—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর। শুকের পঠনকার্য্য—বাবার কাছে যা পড়েছেন, সেইটি আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়ায়—"পড় পাখী আত্মারাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" যা প'ড়েছেন হুবহু ব'লে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও ক'রেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগায় দরুণ জিনিষটাকে বিমর্দ্দিত—বিপর্য্যস্ত না ক'রে ঠিক ঠাক ব'লেছেন। মজঃফরনগর জেলার শুকস্থলে দ্বিতীয় বৈঠকে বহু ঋষি, সূত ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে ব'লে-ছেন—যাঁরা আস্বাদনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁ'দিগকে ভাগবত-ফল—কৃষ্ণলীলা-ফল আস্বাদন করিয়েছেন। সূত সেইটি শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে ব'লেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ, শুক তা'র গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ক ফলের সুস্বাদ পাওয়ার দরুণ অন্যলোককে তাঁ'র অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।" যেমন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে ব'লেছেন—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আমার জন্য যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আমি তাই আস্বাদনের প্রয়াস ক'রছি। শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্ব্বার্দ্ধ—চৈতন্যভাগবত, পরার্দ্ধ—চৈতন্যচরিতামৃত।

'অমৃত' অর্থে যা মরে না, নষ্ট হয় না, যা খেলে মানুষ মরে না,—সুধা। যে বস্তুটি দ্রব—অতি মসৃণ, একটুও কঠিন (Stiff) বা খসখসে নয়, সহজে গ্রহণীয় যাহা— ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যার বিচার লিখেছেন—

সম্যঙ্‌মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সেই বস্তুটি প্রেমা। অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধ পান ক'রে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। সেটি কি রস? তাতে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই বলা হ'য়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হ'লে সেখানে কোন প্রতি-দ্বন্দ্বিতা নাই।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"
"এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥"

—প্রভৃতি বিচার হ'লে কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসমোর্দ্ধ বিষয়-জ্ঞানে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আসবে।

'আলয়' অর্থ বাড়ী। হরিশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও যা'র বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হ'ক—যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হ'লে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রী-সত্যবান্ প্রভৃতির আলোচনা হ'য়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রাসের কথা আলোচনা ক'রেছেন, জড়রসের সঙ্গে তা'র সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান ক'রলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহা-ভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁ'রা থাক্‌তে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁ'রা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁ'দের আলোচনার বিষয় হ'বে— নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ভাগবত আস্বাদন করুন। তা' হ'লে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত প'ড়তে হ'বে।

এই গ্রন্থটি বেরসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যা'দের আছে, তা'দের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ-নিবৃত্ত না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যা'দের মনোযোগ নাই, যা'রা ইন্দ্রিয়-তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি ক'রে হ'বে তাতেই মনো-যোগী, তা'দের নিজমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ' আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহুরী না হ'লে মূল্যবান্ বস্তু কিন্‌তে গিয়ে ঠক্‌তে হয়। রস কি-প্রকারে তৈরী হয় আলোচনা না ক'রলে ঠকে যাব। আভিধেয়-শ্লোকে যা' বর্ণন ক'রেছেন—যা কেবল ভক্তিরস, তা'র সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা; আবার সন্ধান পেয়েও প্রয়োজনবোধ না হ'লে তা'তে অযত্ন হ'বে। "আমার সুবিধা হ'চ্ছে না যা'তে, যাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, সেটা চাই না,"—ঈদৃশী চিত্তবৃত্তি যা'দের, তা'দেরও জানা'বার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। আর যা'রা জেনে বাদ দেয়, তা'দের সঙ্গ বহু দূর হ'তে ত্যাগ ক'রে 'দূরত দণ্ডবৎ' বিচার করেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অনর্থ থাক্‌লে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গপ্রভাবে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্ম্মকাণ্ড', আর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থযুক্ত-অবস্থায় থাক্‌তে হয়। অনর্থ-মুক্ত হ'লে প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে রুচি, আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য রসের স্বরূপানু-ভূতি ও কৃষ্ণকে আস্বাদন করান' কার্য্য হয়। 'কৃষ্ণভোগী', 'গৌরভোগী', 'পুত্তলভোগী' প্রভৃতি অভক্তের কথা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা' হ'লেই ভাগবত শুন্‌তে পারা যাবে।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে, যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কানডাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থাক্‌লে অপরে মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবকসম্প্রদায় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেয়। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হ'লে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হ'লে দীক্ষিত হ'য়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয় আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুন্‌বে না, সব জেনে নিয়েছি ব'লে সয়তানী ক'র্‌বে, তা'কে 'দণ্ডবত দূরত'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার—যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণ যা' দেবেন, সেইটুকুই তাঁ'রা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা মহাভাগবতের বিচার। যদি স্মার্ত্তবুদ্ধিতে "চুল প'ড়েছে, কুকুরে ছুঁয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তা' হ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—

"নান্নদোষেণ মস্করী"

ত্রিদণ্ডিগণ রসুই করেন না, অন্যের রসুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁ'দের "কাঁচী বা পাকী নিমন্ত্রণ" বিচার নাই।

"যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচীতে যাব না"—এটা জিহ্বা-বেগ।

জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন,—ধনী লোকের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ ক'রবে না, তা'তে জিহ্বাবেগ আস্‌বে—'ভাল খাব' বিচার হ'বে। ভক্তি কিছুমাত্র থাক্‌লে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে, ভগবান ভালমন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্ত্তব্য ভগবন্মহিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অন্যলোককে জানান'। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব ব'লে দৌড়ুলে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হ'য়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হ'তে স্বতন্ত্র। সকল লোক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক্। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক্। রসাস্বাদকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপ-দর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুণশ্রবণে যে সৌগন্ধ, তাতে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন :—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্র যোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল।

ভগবান্ গুণহীন,—ইহা শুষ্ক-জ্ঞানীদের বিচার; তাঁ'রা অখিল চিদ্‌গুণসমষ্টির আলোচনা না ক'রে জড়গুণের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হ'লে তা'তে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণগুণাখ্যানে বহু মুখ হ'য়ে যায়—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত। "আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে"। কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হ'য়ে বাস্তব সত্য গ্রহণ করতে পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'বার দুর্ব্বাসনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধনভক্তিতে ভাব, তৎপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটী বিচার আছে—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

এই শ্লোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' এইটী অভিধেয় এবং "ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ"—এইটী ফল। তখন রসরাহিত্য কেটে যাবে। 'সৎসঙ্গ' পঞ্চপ্রকার ভক্তির একটী অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁ'র সঙ্গ করতে হ'বে। যে উদরভরণে ব্যস্ত, তা'র সঙ্গ করতে হ'বে না। যদি মিউনিসিপ্যালিটি হ'তে নোটিশ দেয় যে ক্যাভেঞ্জার গাড়ীতে বেশী পয়সা পাওয়া যায় তবে সে আর ভাগবত পাঠ ক'রবে না। ইঞ্জিনিয়ার হ'লে যদি বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তা'হ'লে ভাগবত পাঠ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তখন ভাগবতপাঠী তাঁ'র অনুগ্রহের পাত্র হ'বে। তা' হ'লে ভাগবত শুন্‌তে পার্‌লো না। আত্মনিবেদন না হ'লে ভাগবত শোনা যায় না।

ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জ্জন প্রয়োজন হ'লে দুই একটা গল্প পাঠ কর্‌বে। অশ্লীল উপাখ্যান পাঠ ক'রবে—না হয় আর কিছু।

ভাগবত পড়্‌লে "রসেনোৎকর্ষতে কৃষ্ণঃ" বিচার বুঝতে পার্‌বে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রস। সেই লীলাময়ের কথা গুলির তারতম্য বিচার কর্‌লে দ্বাদশ রসে রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হ'বে। তাঁ'র সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণ-জ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁ'র সৌখ্যবিধান কর্‌লে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ে হয় না।

তা' হ'লে এটা আলোচনা হ'লো যে, সম্বন্ধজ্ঞান প্রথম শ্লোকে, অভিধেয় দ্বিতীয় শ্লোকে এবং প্রয়োজন তৃতীয় শ্লোকে।

কা'কে ভাগবত দেওয়া হ'চ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ কর্‌লে কি পা'বে?

পূর্ণপুরুষের আনন্দ হ'বে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখ্‌বার খনি (Cavity) কতটুকু? ভগবানের অসীম উদর। খায়ায়, চোষায় যার খা'ন, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি। খানিকটা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ কর্‌বো, এই চিন্তাস্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁ'র প্রসাদবুদ্ধিতে উচ্ছিষ্ট অবশেষ গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগগণেই তা লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হ'য়ে থাক্‌তে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

তা' হ'লে মোটামুটী আলোচনা হ'লো—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

বেদের প্রপক্ব ফল যে ভাগবত, তাঁ'র গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-যোগ্য ক'রে তিনটী শ্লোক পড়্‌লেই হয়, তা' হ'লে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংশ্লিষ্ট 'যাবানহং যথাভাবঃ,' "অহমেবাসমেবাগ্রে," "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" "যথা মহান্তি ভূতানি", "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং", প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার; অভিধেয়বিচারে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" 'ভক্তিযোগেন মনসি' এবং প্রয়োজন-বিচারে 'আসামহো চরণরেণুজুষাং' 'তাং কিং নিশাঃ স্মরতি' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হ'বে। তখন আমাদের বিপ্রলম্ভবিচার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে—রসশাস্ত্রবিচারের পূর্ণতম প্রাকট্য হ'বে। তখন :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নাচে গায় পরম আনন্দ॥"

—ভক্তিরস বুঝ্‌তে পার্‌ব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি আলোচনা কর্‌বার বিচার প্রবল হ'বে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবৃতি পশ্চিম গোদাবরী জেলার বিভিন্নস্থানে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নার্সাপুর তালুকে প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত মঠের অপর সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারীর সহিত তাঁহার বেজোয়ারা, মসুলিপটম্, গণ্টুর গুড়িভাড়া, পালাকোল প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ বাহির হইবার কথা।

Gaudiya Math, Calcutta.

Swami Giri at Bassein.

[*"Fair Play" Saturday, August 3, 1935*]

Swami B. S. Giri of Gaudiya Math, Calcutta, who with party is on a visit here, has been delivering series of lectures on religious topics especially concerning the Universality of the teachings of Lord Chaitanya. Kirttan (Devotional) songs and prayers have also been held in different parts of the town.

On Saturday last the Swamiji was invited by the American Baptist Mission to lecture at their "Karen Social Hall." Saw San Po Lwin, Bar-at-law presided and Sir San C Po, Kt, M. D., C. B. E, introduced the learned lecturer to the audience. He said, in these days when there were suspicions and distrusts all around, the teachings of Lord Chaitanya was most welcome.

The Swamiji, in course of his inspiring sermon, explained main outlines of the teaching of Lord Chaitanya and said how real love and brotherhood could only be attained by self realisation and not from the mental and physical platform

মর্ম্মানুবাদ—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বি, এস্, গিরি দলসহ এই স্থানে (বেসিনে) আসিয়া ধর্ম্মসংক্রান্তবিষয়ে, বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার্ব্বজনীনতা-সম্বন্ধে ধারাবাহিক-বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। সহরের বিভিন্নস্থানে সঙ্কীর্ত্তনাদিও হইতেছে।

গত শনিবার স্বামীজী 'আমেরিকান্ ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন' কর্ত্তৃক 'কেরেন সোসিয়েল হলে' আহুত সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স স্যান্ পো লুইন বার্‌ য়্যাট্‌-ল মহোদয় উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। সার স্যান সি পো কে-টি, এম্-ডি, সি-বি-ই মহোদয় উক্ত উচ্চ-শিক্ষিত বক্তাকে (শ্রীমদ্ গিরি মহারাজকে) শ্রোতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে,বর্ত্তমান সময়ে—যে সময়ে চতুর্দ্দিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিরাজিত, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সাদরে বিশেষভাবে গৃহীত হইবে।

স্বামীজী আবেগময়ী বাণীতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের শিক্ষা মোটামুটিভাবে বর্ণন করিয়া কি-প্রকারে আত্মান্বেষণদ্বারা প্রকৃত ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপিত হইতে পারে, তাহা বর্ণন করেন। স্বামীজী তৎকালে ইহাও বলিয়াছেন যে,দেহমনের ভোগপর বিচার-ভূমিকায় ঐ প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে না।

প্রভুপাদের কৃপা—গৌড়ীয়মঠের আশ্রয়ে জার্ম্মাণ-মনীষিদ্বয়

মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

—শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রচারে সার্থকতা-মণ্ডিত

প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণী—

"শুধু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্যই বিভিন্ন দেশের লোক বঙ্গভাষা শিখিবে।"

—এই বাণীর উষার আলোক দেখা যাইতেছে, জার্ম্মাণ-মনীষিদ্বয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্য বঙ্গভাষা শিখিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য প্রভুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর

স্বামী বন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, জেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশসমূহের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন; সর্ব্বত্রই তাঁহার বক্তৃতা উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ বন মহারাজের মাত্র দুই বৎসরের প্রচারের ফলে ইউরোপে যেরূপ সাড়া পড়িয়াছে, অপর কোনও ধর্ম্মপ্রচারকের প্রচারে তাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও লক্ষিত হয় নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার এই শিষ্যকে এবং ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস এম-এ ভক্তিশাস্ত্রী নামক আরও দুইজন শিষ্যকে ইউরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ভারত হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। জড়-ভোগবাদে মগ্ন পাশ্চাত্য-দেশে প্রাচ্যের শ্রীচৈতন্যালোক আদৃত হইবে না বলিয়া, একদিন ভারতের অনেক মনীষীই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অলৌকিকী ক্ষমতা সকলকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছে।

শ্রীমান্ হের্ণ্ এইচ, ই, ভন্ কোয়েথ

হের্ জর্জ্জ আর্ণষ্ট স্কুলুংজে

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গোড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গোড়ীয়-গোরব ।৵০
২১। গোড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। হরিভক্তিকল্পলতিকা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৯
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গোড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আমাদের অব্যর্থ সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১ নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই ভাদ্র, ১৩৪২, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, বুধবার [১৫৯তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ—সিমলায় গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে স্যার আব্দার রহিমের সভাপতিত্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের শারদীয় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেস হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের দুইজন বাংলার বিপ্লব-দমন-মূলক আইন সম্বন্ধে দুইটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বড়লাট বাহাদুর তাহা মঞ্জুর করেন নাই। এই দিবস পিকেটিং বন্ধ করার বিধান, সভাসমিতি বে-আইনী ঘোষণা করার ব্যবস্থা, সংবাদ পত্র নিয়ন্ত্রিত করিবার বিধান ইত্যাদি মর্ম্ম সম্বলিত একটী বিল স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার হেনরী ক্রেক্ পেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী সরকারী বিলও এই দিবস পেশ হইয়াছে। এই দিবস আইন-সচিব স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার—স্যার বেসিল ব্লাকেট, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, লালা হরকিষণলাল, শ্রীযুক্ত শেঠ আয়েঙ্গার, হাজী আবদুল্লা, হাজী কাসিম প্রমুখ বিশিষ্ট জনগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সর্দ্দার সন্ত সিং, মিঃ মর্গ্যান প্রভৃতি মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

স্থানীয় ফুটবল খেলা—গত রবিবার দিন কুষ্টিয়ায় তত্রস্থ টাউনক্লাবের উদ্যোগে এক ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগী দল দুইটাই কলিকাতার। একটি মোহন বাগান ও অপর দল ভিভজ। খেলাটী শীল্ড প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। মাঠে লোকের ভিড়ও অত্যন্ত হইয়াছিল। ঐ খেলায় মোহনবাগান দল এক গোলে জয় লাভ করে। ভিভজের তুলনায় মোহনবাগানের খেলা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল।

প্রবেশ-পত্রের অভাবে বিপদ—শিলগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ, গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত বিজনী থানার শ্রীভীমচন্দ্র সিংহ নামক এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা শ্রীনকুলচন্দ্র দাস, ওরফে মিঃ এল ফ্রান্সিস্ দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দার্জ্জিলিং যাত্রা করে কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রবেশ পত্র ছিল না। ফলে শিলিগুড়িতে সে গ্রেপ্তার হয়। গত ২৯শে আগষ্ট শিলিগুড়ির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এন সেনের নিকট তাহাকে উপস্থিত করা হইলে বিচারক ১৯৩৪ সালের বিপ্লব দমন আইনের ১৮ ধারা অনুসারে এবং দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনারের ১৫ই আগষ্টের আদেশ অনুসারে তাহাকে প্রথম যে গাড়ী পাওয়া যাইবে সেই গাড়ীতেই শিলিগুড়ি ত্যাগ করিতে আদেশ দেন।

রেভাঃ এণ্ড্রুজের বিলাত যাত্রা—গত ৩০শে আগষ্ট মধ্যাহ্নে রেভাঃ সি, এফ এণ্ড্রুজ 'করাফট' নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে 'ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহারা সকলেই আবিসিনিয়ার জন্য মানসিক উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার উদ্বেগ আরও বেশী হইবার কারণ এই যে, আফ্রিকা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। সেখানে তাঁহার বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন। জেনেভাতে যাইয়া শান্তি-স্থাপনের কার্য্যে কিছু সহায়তা করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। এখন ইউরোপে যাওয়ার পরিবর্ত্তে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার জন্যই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে যাইবার ছাড়পত্র পাও য়া যাইবে না কারণ যে সমস্ত ইউরোপীয়ান সেখানে আছে তাহাদিগকেই ঐ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ-পরিশোধ—গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৬৲ টাকা সুদের বণ্ড এবং শতকরা ৬৷০ টাকা সুদের ট্রেজারী বণ্ডের সমস্ত টাকা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সুদসহ পরিশোধ করা হইবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ঐ সমস্ত ঋণের উপর আর সুদ চলিবে না।

আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে বণ্ডসমূহ কলিকাতা, বোম্বাই কিম্বা মাদ্রাজের পাবলিক ডেট আফিসে অথবা গবর্ণমেণ্টের কোনও ট্রেজারী বা সাব ট্রেজারীতে দাখিল করিতে হইবে। মফঃস্বলের অধিবাসিগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের বণ্ড পাবলিক ডেট আফিসে পাঠাইতে এবং মফঃস্বলের কোন ট্রেজারী, সাব ট্রেজারী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আফিস কিম্বা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কোন শাখা হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন।

চিত্তরঞ্জনের ক্ষতিয়ান—২৪শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে চিত্তরঞ্জনের বাঙ্গলার খতিয়ান এইরূপ:—

কলেরায় ১৭০৪ জন আক্রান্ত, মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪৪; বসন্তে আক্রান্ত ৭২, মৃত্যু-সংখ্যা ৩২; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ১১৩, মৃত্যু ৯; মেনিঞ্জাইটিস আক্রান্ত ২১, মৃত্যু-সংখ্যা ৮। বিভিন্ন জেলায়—কলেরায় মৃত্যু নদীয়ায় ১২, বর্দ্ধমানে ১০৮, বীরভূমে ২২, বাঁকুড়ায় ৭৫, মেদিনীপুরে ১১৮, হুগলীতে ২৬, হাওড়ায় ২২, ২৪ পরগণায় ৩৬, কলিকাতায় ১২, মুর্শিদাবাদে ৬, যশোহরে ২, খুলনায় ১৮, জলপাইগুড়িতে ৪, রংপুরে ১৮, কুচবিহারে ১৪, ঢাকায় ১, বাখরগঞ্জে ২, চট্টগ্রামে ৭, পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে ১২, ত্রিপুরায় ৩৪, এবং নোয়াখালীতে ১৫৮। বসন্ত রোগে—নদীয়ায় ১, বর্দ্ধমানে ১, মেদিনীপুরে ৭, হাওড়ায় ৫, কলিকাতায় ৮, মুর্শিদাবাদে ১, দিনাজপুরে ১, রংপুরে ২, কুচবিহারে ২, ঢাকায় ৬, ময়মনসিংহে ২৭, ফরিদপুরে ৯, ত্রিপুরায় ৯। ইনফ্লুয়েঞ্জায়—২৪-পরগণায় ১, কলিকাতায় ৮। মেনিঞ্জাইটীসে হাওড়ায় ৯, কলিকাতা ৭,

নরহত্যা—বেরিলির কাঞ্চনাগরা গ্রাম হইতে প্রকাশ যে, দুইজন লোক জেতা চামারকে একটা চুরির মামলায় তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করে। কিন্তু জেতা তাহাদের কথায় সম্মত হয় না। ইহাতে গতকল্য তাহাকে জোর মারিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে রামবাহাদুর ও অন্য একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সর্প-দংশনে মৃত্যু—গত কয়েক দিনে বরিশালে সর্প-দংশনের দুইটী খবর পাওয়া গিয়াছে।

গত ২৫শে আগষ্ট, রাত্রিতে নবাব কাছারীর এক মুসলমান চাপরাসী এবং গত ২৬শে আগষ্ট গোমস্তার বাড়ী বগুড়া পল্লীর এক মুসলমান রমণী সর্প-দংশনে পরলোকগমন করিয়াছে। বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

জাহাজের সহিত সংঘর্ষ—গত ৩০শে আগষ্ট ডোভার হইতে নয় মাইল দূরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 'র‍্যামিলিস্' নামক জাহাজ খানার সহিত নর্থ জার্ম্মাণ লয়েড ষ্টিমার ইসেনাকের এক সঙ্ঘর্ষ হয়। 'র‍্যামিলিসে'র সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। কেহ আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। **শ্রীচৈতন্যমঠ**—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) **শ্রীগৌড়ীয়মঠ**—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১১

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) **যোগপীঠ শ্রীমন্দির**—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) **শ্রীবাস অঙ্গন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্মন্মথ দাসাধিকারী।

(৫) **অদ্বৈত-ভবন**—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) **মুরারিগুপ্তের পাট** (৭) **কাজীর সমাধি-পাঠ**—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) **আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ**—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) **শ্রীগৌরগদাধর-মঠ**—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) **মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"**—মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(১১) **ভেতিয়া কুঞ্জকানন**—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) **কুঞ্জকুটীর**—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) **ভাগবত-আসন**—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবত-সিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) **একায়নমঠ**—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া) রক্ষক—শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিপ্রভা

(১৫) **মাহেশ পণ্ডিতের পাট**—কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) **মাধ্বগৌড়ীয় মঠ**—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) **গোপালজীর মঠ**—কমলাপুর, (ঢাকা গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) **গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ**—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী।

(১৯) **জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ**—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) **ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ**—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী।

(২১) **আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ**—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(২২) **চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ**—ডুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) **ভাগবতজনানন্দমঠ**—চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) **গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম** রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) **সচ্চিদানন্দ মঠ**—বাশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) **ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ**—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) **পুরুষোত্তম মঠ**—ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) **ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ**—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) **রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) **সনাতন-গৌড়ীয় মঠ** ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) **শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ**, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

(৩২) **পরমহংস মঠ**, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) **কৃষ্ণচৈতন্য মঠ** পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) **শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ**—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) **ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ**—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) **কুঞ্জবিহারী মঠ**—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) **গোষ্ঠবিহারী মঠ**—শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) **দিল্লী গৌড়ীয় মঠ**—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) **ব্যাসগৌড়ীয় মঠ**—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) **সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ**—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) **মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ**—পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ, এতদ্ব্যতীত বোম্বে নগরীতে, মেদিনীপুর জেলায়, আসামে, পাটনায়, বালেশ্বরে, রেঙ্গুনে, লণ্ডনে, বার্লিনেও শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ হৃষীকেশ, ভূত অনিরুদ্ধ

সেবাতীর্থ ভীত হইবার নহেন

অনর্থ-অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য ভগবদ্বাণী যখন কৃপালোক বিস্তার করিতে থাকেন, তৎকালে ঔৎসুক্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট অধার্ম্মিকগণ তাহাদের অন্ধকার-প্রকোষ্ঠ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বড়ই প্রমাদ গণিতে থাকে। তখন তাহারা যাহাতে নিজেদের অধর্ম্মের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। আর বৈকুণ্ঠদূত তাহাদিগকে অধর্ম্মগুহা হইতে উদ্ধারার্থ অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হন। সুতরাং তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে এক প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ধর্ম্মপ্রচারক বাস্তবসত্যবাণীর বিপণি লইয়া অবতীর্ণ হন, তখনই ঐ সংগ্রামের ভীষণ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন নদীয়া-নগরীর ভূম্যধিকারী জগদানন্দ ও মাধবানন্দ তাহাদের পরমোপকারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, চাপাল-গোপাল তাঁহার নিত্য বান্ধব শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতকে অপদস্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, রামচন্দ্র খাঁন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালোক বুঝিতে না পারিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে তৎফলে সে গ্রামবাসি-গণসহ অশেষ দুর্গতিতে পতিত হইয়াছিল, রামচন্দ্র পুরী স্বীয় গুরু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের ও জগদ্গুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা বরণ না করিয়া ছিদ্রান্বেষণ-বৃত্তির বশে অধঃপাতে গিয়াছে। এই প্রকারের শত শত দৃষ্টান্ত আছে, যাহা শুদ্ধভক্তিবিরোধী জনগণের মূঢ়তা প্রতিপাদন করে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু যখন প্রবল-বিক্রমে বঙ্গ ও উড়িষ্যা-প্রদেশে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতে থাকেন, তখনও মদমত্ত জনগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার হীন-চেষ্টা-প্রদর্শনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বর্ত্তমান যুগেও যখন গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা-প্রদর্শন-কল্পে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় বিপুলভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালোক বিস্তার করিতে থাকেন, তখন আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় এবং কর্ম্মজড়, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের যাবতীয় পথিক তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব একদিকে গেলেও বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ মহাজন কখনও স্বীয় নিত্য জীবকল্যাণপ্রদ কর্ত্তব্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হইতে পারেন না।

ভগবান্‌কে ভুলিলেই মানবের সংসারদশা-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সংসার-দশাগ্রস্ত জীবগণ দেহ ও মনোধর্ম্মের দাস। সুতরাং দেহ ও মনোধর্ম্মের বিনাশকর আত্মধর্ম্মের বাণী কেহ কীর্ত্তন করিলে তাহা যে প্রথমমুখে সংসারাসক্ত জীবগণের শরীরে সূচীবিদ্ধ করিবে, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু সূচিকাভরণে যে চিকিৎসা, তাহাতে রোগের আশু প্রতীকার হয় জানিয়া ভবরোগবৈদ্য নির্ভীকচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সময় আসে—যখন নিতান্ত পাষণ্ডগণ ব্যতীত অপর সকলেই ঐ চিকিৎসার অর্থাৎ পরমার্থবাণীর চমৎকারিতা লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব-কৃত পূর্ব্ব-কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিয়া তাহাদের নিত্য বান্ধবের প্রতি প্রণত হয়। আচার্য্যদেব অদোষদর্শী, তাই তিনি—তাঁহার চরণে প্রণত জীব পূর্ব্বে যত অন্যায়ই করুক না কেন, সকলই ক্ষমা করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। ঐ আশ্রয় যিনি প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া সেবাপথে বিচরণ করেন, তাঁহার জীবন ধন্য হয়।

'জনম' নামক আসাম প্রদেশ হইতে প্রকাশিত কোন এক পত্রিকায় সেদিন দেখিতে পাইলাম, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী বি-এজি, বি-টি ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাতীর্থ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে মৎসরতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে নাই। কিন্তু সেই ব্যক্তি, পাছে তাহার জীবনের যাবতীয় ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে বোধ হয় এই ভয়েই নিজের নাম অন্ধকার-প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। সেবাতীর্থ মহাশয়ের প্রচারে একদিকে যেমন সজ্জনগণ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন, অপরদিকে তেমনি মৎসরচিত্ত জনগণ তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অবৈধ মকদ্দমাও উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতিগণের সুবিচারে তাহাদের ঐ হীনচেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। সেবাতীর্থ মহোদয় প্রবল বাধাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, উৎসাহে—আরও প্রবলভাবে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য ভগবানের ইচ্ছা জানিয়া পূর্ণোদ্যমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সেবাতীর্থ মহাশয় নিজের ব্যয়ভারের জন্য কাহারও নিকট হইতে এক পয়সাও গ্রহণ না করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন; মৎসরচিত্ত কতিপয় ব্যক্তি নাকি তাঁহার এই গুরুবিত্তার্জ্জনের পথে কণ্টক-স্থাপনের জন্যও চেষ্টা করিতেছে। তাহারা নিজেরা যে-প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, বিদ্যালয়-বিভাগের পরিদর্শকগণকেও কি সেই প্রকারই মনে করেন? প্রাচ্যের শিক্ষার উদ্দেশ্য ভগবদ্ভক্তকে লক্ষ্য করে। সেবাতীর্থ মহাশয় শিক্ষকতা কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াও ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তনের যে সৎসাহস প্রদর্শন করিতেছেন তজ্জন্য সুধীগণের বিচারে শিক্ষাবিভাগ গৌরবান্বিত। সুতরাং মৎসরগণের যাবতীয় চেষ্টা স্তূপাকারে সঞ্চিত হইলেও আচার্য্য সেবাতীর্থ মহাশয়ের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বিরোধিগণের একথা জানিয়া রাখিলেই ভাল হইবে যে, মাৎসর্য্যোত্থিত অসংখ্য আক্রমণেও সেবাতীর্থ মহাশয় ভীত হইবার নহেন।

শ্রীনাম

জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হউন। প্রভাকরের উদয়ে তিমিররাশি যেরূপ সভয়ে পলায়ন করে, সেই প্রকার কল্যাণনিলয় শ্রীহরিনাম-সূর্য্যোদয়ে অখিল জগতের পাপ-তাপরাশি সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হয়। নামী ভগবান্ কলিহত জগজ্জীবের প্রতি অসীম করুণা বিস্তার করিয়া শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা বদ্ধজীব। আমাদের নাম, দেহ ও স্বরূপ পরস্পর পৃথগ্‌ধর্ম্মবিশিষ্ট। নামের সহিত দেহের এবং দেহের সহিত দেহী আত্মার নিত্য পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু অচিন্ত্য চিন্ময়-তত্ত্ব শ্রীনামের সহিত নামী শ্রীভগবানের কোনই ভেদ নাই। শ্রীহরির চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের সহিত তদীয় নাম ও স্বরূপ নিত্য প্রকটিত রহিয়াছেন।

"দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥"

"কৃষ্ণ" এই পরম মঙ্গলময় বৈকুণ্ঠনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে। নামই তিনি; আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীহরির নামেও সেইজন্যই নিত্যানন্দ-ধারা প্রবাহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ ও চৈতন্যরসময় বিগ্রহ, তিনি পূর্ণতম বস্তু, মায়ার অতীত, মায়াধীশ, নিত্যমুক্ত।

সচ্চিদানন্দরসময় শ্রীভগবত্তত্ত্ব এক অদ্বয়বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম—এই দুই রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

কলিকাল বিবাদময় যুগ; জাগতিক স্বার্থের সংঘাতে মানবকুল আজ উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র অধর্ম্মেরই তাণ্ডব নৃত্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। কলির মনুষ্যগণ অল্প-আয়ুঃবিশিষ্ট। ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যাদির দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিবার মত সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা মানবকুল শ্রীহরির প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কলিযুগে নামসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অনুশীলনেই শ্রীকৃষ্ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥"
"সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

সংসারের তাপে জর্জ্জরিত হইয়া ক্লেশকর বহুবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান, পুণ্যফলাশায় তীর্থস্থানাদি পরিভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, বহু বহু যজ্ঞানুষ্ঠান, বহু তর্কবিতর্কাদির অবাহন,—যাহাই করুক না কেন, অন্তিমকালে সর্ব্বশরণ্য শ্রীহরিনামের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেহই দুস্তর মৃত্যুজলধি অতিক্রম করিতে পারেন না।

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই জগজ্জীবের দ্বারে দ্বারে কৃপার পসরা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং মধুরস্বরে কহিতেছেন:—

"নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে বন্ধু নাহি আর॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির প্রধান মনোহভীষ্ট-পূরক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া গাহিলেন:—

"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হঞা লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥"

কি পরমাশ্চর্য্যকর কৃপামাধুরী! আরাধ্য কৃষ্ণই আরাধক-শিরোমণির মূর্ত্তিতে জগতে আসিয়া নিজ নাম গাহিতেছেন! পরম উপাস্যতত্ত্ব নিজেই নিজ কৃষ্ণরূপ আবৃত করিয়া উপাসনার সহজতম প্রণালীটি শিখাইয়া দিতেছেন। তিনি মধুরকণ্ঠে কহিতেছেন:—

"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবনাদি নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য সেবা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বাদ দিয়া অপরাপর চেষ্টা শ্রীহরির তাদৃশ সুখাবধান করে না।

কলিকাল সর্ব্বদোষের আকর হইলেও তন্মধ্যে এক মহদ্‌ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-মাত্রেই জীব সংসারবন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই কোনও মহাজন গাহিয়াছেন:—

"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
নামসংকীর্ত্তন-প্রেম যাহাতে প্রচার॥"

অধন্য কলিযুগ—শাস্ত্রকারগণ যে যুগের বহু দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই কলিযুগই আবার পরমকরুণাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপামৃতসিঞ্চনে পরমধন্য, ধন্যাতিধন্য হইয়াছে। কেন না, শ্রীভগবান্ তদীয় পার্ষদবৃন্দ সহ এই যুগে অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক জগদ্‌বাসীকে নিত্যানন্দধনের অধিকারী করিয়াছেন।

দান ও যজ্ঞে কালের নিয়ম আছে, অর্চ্চন এবং জপাদিতেও সময়ের বিচার আছে, কিন্তু কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কালাকালের কোনও বিচার নাই।

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-বিচার নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

এমন যে কৃপাময় শ্রীনাম, সেই নামগ্রহণে আমাদের বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই। আমরা বিষয়কথা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, শতমুখ, লক্ষ মুখ প্রাপ্ত হই, কিন্তু শ্রীহরির নামকীর্ত্তনে আমাদের বাক্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। নামগ্রহণে আমাদের এতাদৃশ বিমুখতা-দর্শনেই কৃপানিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু খেদভরে কহিয়াছেন:—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

কৃপাময় শ্রীভগবান্ নিজে আসিয়া নামসাধনের সহজ প্রণালী প্রচার করিলেন, কলিহত জীবের পরম মঙ্গলোপায় আবিষ্কার করিলেন, তথাপি কি দুর্দ্দৈব আমাদের হায়! পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধের দোষে দূষিত হইয়া নামগ্রহণে বিরত রহিয়াছি। জীবের প্রতি অসীম-করুণা প্রকাশ করিয়া শ্রীহরি তাঁহার নাম সুলভ করিয়াছেন,—কি বিপ্র, কি চণ্ডাল, কি নর, কি নারী, মূর্খ, ক্ষুদ্র সকলকেই শ্রীনাম-গ্রহণের অধিকার দিয়াছেন, তথাপি আমরা নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিতেছি না। জাগতিক বিষয়েই আমাদের হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি ঢালিয়া দিয়াছি। কিন্তু শ্রীনামে একরতি অনুরাগও জন্মিতেছে না।

এখন উপায় কি? আমাদের কি করিতে হইবে? সর্ব্বদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনামের চরণে নিজ অন্তরের ভাব নিবেদন করতঃ কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে। দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের অবিদ্যাপীড়ায় পীড়িত দুষ্ট রসনায় শ্রীকৃষ্ণনাম-সুধা ভাল লাগে না, বিষয়কথারূপ বিষ-বটিকার লোভে রসনা সর্ব্বক্ষণ ধাবিত হইতেছে। পরমকৃপাময় শ্রীনামের চরণে অকপটে দুর্দ্দৈব নিবেদন করিলে শ্রীনামের কৃপাপ্রভাবেই অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইব। পিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বা এ প্রকার তিক্ত হয় যে, পরম সুমধুর সিতামিশ্রিও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সেই রুগ্ন ব্যক্তি যদি মিশ্রি-সেবনে বিরত না হইয়া নিয়ত উহা ব্যবহার করিতে থাকেন তবে মিশ্রির পিত্তরোগনাশক গুণপ্রভাবে জিহ্বার তিক্ততা দূরীভূত হয় এবং সুমিষ্ট মিশ্রির প্রকৃত স্বাদগ্রহণের শক্তি জন্মে। আমরাও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-চরিতাদি-রূপ মিশ্রি নিয়ত সেবন করি, তবে আমাদের অবিদ্যা পিত্ত-পীড়া প্রশমিত হইয়া উত্তরোত্তর তাহার আস্বাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণ-বিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিরও উপশম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান সাতটী ফল। শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে জীবের বিষয়মলিন চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ লাভ করে, জীবের পরমশ্রেয়ঃ-রূপ কুমুদের শুভ্রবিকাশক কল্যাণকিরণ বিতরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দের বর্দ্ধনকারী তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা বিধান করেন। এমন যে সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন।

আনন্দের কাঙ্গাল মানবজাতি আনন্দলাভের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির মোহে পতিত হইয়া সে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দেরই আবাহন করিতেছে।

ভগবন্নামাশ্রয়েই অতুল অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হইতে পারা যায়, নামাশ্রয় ব্যতীত আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টা মরুভূমিতে সলিলান্বেষণের ন্যায়ই ব্যর্থ হয়।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ চিন্ময় আনন্দধনের একমাত্র অধিকারী। তাই তাঁহারা মরলোকে থাকিয়াও অমর, নিরানন্দময় জগতে থাকিয়াও নিত্যানন্দময়। মৃত্যুর দেশে অমৃতের সন্ধান তাঁহারাই, কারণ তাঁহারা চেতন-মনোমন্দিরে নিরন্তর নামযজ্ঞে কৃষ্ণার্চ্চন করিতেছেন।

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের পবিত্র প্রচার-প্রভাব

সর্ব্বজীবের কল্যাণ-কামনায় শাস্ত্র-সম্মত সত্য-ধর্ম্মের প্রচার-প্রভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে সমগ্র ভারতের এবং সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের সুশিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী মনীষি-মণ্ডলী-দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইতেছেন, তাহা সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছেন। ধর্ম্মালোচনার পুণ্যক্ষেত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা অশেষ শাস্ত্রবিশারদ পরমপূজ্যপাদ পুণ্যশ্লোক পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্‌-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আচারময় প্রচারপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যে বহু সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবকমণ্ডলী অকাতরে গৃহবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মঠ আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীগুরু-মহারাজের শরণাগত হইয়া সত্যধর্ম্মের প্রচারকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজের কৃপাকটাক্ষ-লাভে সমর্থ হইয়া বহু সংসারাবদ্ধ, স্বার্থসর্ব্বস্ব, মায়ামুগ্ধ, মোহান্ধ মানব আজ ধর্ম্মানুগত-প্রাণে সংসারের অনিত্য-সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভজন-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বহু উচ্ছৃঙ্খল, বিপরীতবুদ্ধি, অনাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, আত্ম-প্রতিষ্ঠালোভী, স্বার্থান্ধ, ধনবান্ ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের পবিত্র সংস্রবে আসিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার ইহ-পরকালে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু অগ্রে পরিলক্ষিত হইয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সহযোগে পতিতাধম জগাই-মাধাই বহু পতিত বদ্ধজীবের উদ্ধার সাধন করিয়া স্বীয় অপার করুণায় দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রভাবে জাতি-ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যতার ভীষণ যুগে বহু ধর্ম্মবিদ্বেষী, উচ্ছৃঙ্খল, পতিত জীবকে ধর্ম্মপথের পথিক করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে প্রেমাবতার পতিতপাবন মহাপ্রভুর মহচ্ছক্তি-ধারের পরিচয় প্রদান করিতেছেন—তাহা হৃদয়বান সুধীমাত্রেই উপলব্ধি করিয়া শ্রীমঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সংসারকূপ-নিমগ্ন মায়াভিভূত বহির্ম্মুখ নরনারীর হৃদয় আকৃষ্ট করিবার জন্য সাময়িক নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ উৎসবানন্দের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই উৎসবানন্দদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সহর ও মফঃস্বলের লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বানীয় শ্রীমঠে আগমন করিয়া—শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন এবং হরি-গুণানুকীর্ত্তন-শ্রবণে পবিত্র আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা কি আনন্দের বিষয় নহে?

কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, বহু ধর্ম্মবিদ্বেষী, অহং-অভিমানী বদ্ধজীব তাঁহাদের হীন-বুদ্ধি-বশতঃ গৌড়ীয়মঠের এই বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ উৎসবানন্দের প্রতি নিতান্ত হীন-কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার আলোচনা দ্বারা নিজ মূর্খতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই অতি হীন অনভিজ্ঞতার প্রতিবাদে দু একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

সমগ্র ভারতের লক্ষপ্রতিষ্ঠ অসংখ্য মঠ ও দেবালয়-সমূহে সর্ব্বসাধারণের চিত্ত ধর্ম্মপ্রাণতায় আকৃষ্ট করিবার জন্য এই প্রকার বহুব্যয়সাধ্য বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ আনন্দোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। সংসারাবদ্ধ লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে ধর্ম্মানুরাগী করিবার জন্য সমগ্র ভারতে মহাজন-প্রদর্শিত ইহা একটী সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র প্রথা। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই চিরপ্রচলিত সনাতন প্রথা অকুণ্ঠিত-চিত্তে অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদাই নিন্দিত-অন্তর, যে সময়ে পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিষময় ফলে নারীপ্রগতির নামে স্বেচ্ছাচারিতা চলিতেছে সেই ভীষণ-যুগেও যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই পবিত্র আনন্দোৎসব দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত গৃহের বহু সম্মানীয়া মহিলা আগমন করিয়া শ্রীমঠের সংসার-ত্যাগী ভক্তগণের বিনয়পূর্ণ পবিত্র ব্যবহারে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, মহাপ্রসাদগ্রহণ এবং হরি-সংকীর্ত্তন ও পাঠাদিশ্রবণে পবিত্রভাবাপন্ন হইয়া নির্ম্মল আনন্দ লাভ করেন, ইহা কি ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয় নহে? পাশ্চাত্য শিক্ষার তামসিক প্রভাবে যে ক্ষেত্রে ধর্ম্মের লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রবলযুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে সনাতন সত্য-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারের বিরাট প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা কি ঐশ্বরিক শক্তির পবিত্র প্রেরণার পূর্ণ পরিচয় নহে?

বর্ত্তমান সময়ে ভক্তি, শুদ্ধজ্ঞান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র তত্ত্ব প্রচারের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংসারত্যাগী, ধর্ম্মপ্রাণ,

নিষ্কিঞ্চন, শাস্ত্রদর্শী, সুধী আচার্য্যগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীভগবানের লীলাকথা-শ্রবণে শত শত স্বার্থান্ধ জীব কি সর্ব্বপ্রকারে অনুগত হইতেছেন না? এই গৌড়ীয়-মঠের পবিত্র-সংশ্রবে আসিয়া মঠের পবিত্র-ভাব-দর্শনে কত শত বর্ত্তমান যুগের "জগাই মাধাই" যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া আদর্শচরিত্র [illegible] ভক্তের সুমধুর নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তন [illegible] আত্মসমর্পণ করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন তাহা [illegible] মহাপুরুষগণের [illegible] ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন একটী পল্লীতে অনেক উপাধিভূষিত ধনবান্ ব্যক্তি নিজ অবস্থান [illegible] বহু সময় হইতে পরিচিত হইয়া আসিতেছিলেন। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি অসৎসঙ্গ-প্রভাবে সুরাপানাসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। নিজ কর্ম্মদক্ষতায় অসাধারণ-বুদ্ধি-প্রকাশে কর্ম্মস্থানে সাহেবদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া আশাতীত অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হন। কতকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। স্বোপার্জ্জিত [illegible] প্রতি তখন তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অর্থাভাব জানাইলেই তিনি তাহাকে অর্থ-প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সুরাপানের সঙ্গিগণ কোন প্রকার দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতেন। বদান্যতায় এবং উদারতায় তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইলেও কখন কখন অতিরিক্ত সুরাপানে উন্মত্ততা-প্রকাশে পল্লীবাসীর অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেন। পল্লীর সদাশয় সুধী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে দুঃখের সহিত বলিতেন, "এমন সদাশয় সরল প্রকৃতির অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অসৎসঙ্গের প্রভাবে সুরাপানাসক্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেন। সুরাপান আর অসৎসঙ্গের প্রভাবে মানবের যাহা কিছু অনর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহার কিছুই বাকী ছিল না। পাড়ার সকলেই যদিও তাঁহাকে ভয় করিতেন, কিন্তু আবার নানা প্রকার সাধারণ কার্য্যে অর্থসাহায্যের প্রলোভনে সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটী করিতেন না। এইরূপ অবস্থায় যখন ঐ ব্যক্তির গৃহে সুরাপানের স্রোত বহিতেছিল, সেই সময়ে একদিন ঐ পল্লীর কোন এক ভক্তের [illegible] হরিনাম-সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ঐ দিন ঐ ব্যক্তির গৃহে বহু মদ্যপের আগমনে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বহিতেছিল। সকলেই পানাসক্ত হইয়া নানাপ্রকার তামসিক আনন্দের বেগ প্রকাশ করিতেছিল। এই সময়ে কিন্তু ঐ পল্লীর ভক্তগৃহ হইতে উত্থিত খোল-করতাল-সংযোগে নামসংকীর্ত্তনের উচ্চরোল যখন ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তখন ঐ সুরাপানাসক্ত ব্যক্তির প্রাণ যেন নাচিয়া উঠিল। তিনি তখন ঐ কীর্ত্তন-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গগণের অজ্ঞাতসারে ঐ কীর্ত্তনানন্দের গৃহে গমন করিয়া, কীর্ত্তন-শ্রবণে বিভোর হইয়া ঐ গৃহের বহির্দ্দেশে এক পার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি সুরাপান করিয়া কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে, এই ধারণায় ঐ কীর্ত্তনের গৃহে প্রবেশ না করিয়া গৃহস্বামীর পদধূলি ও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কাতরপ্রাণে বলিলেন,—"আমি মহাপাপী, নরাধম, আমি কি ঐ স্থানে যাইবার যোগ্য। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারি।" এই বলিয়া কাতর-প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ গৃহে গমন করিলেন। শুনিতে পাই, সেইদিন হইতেই তিনি তাঁহার অসৎসঙ্গগণের সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া সুরাপান একেবারে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর সুরাপানে মত্ত হইয়া থাকিতেন, জানি না শ্রীভগবানের কোন অযাচিত কৃপাগুণে তিনি সকল প্রকার তামসিক প্রভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া একেবারে সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি যেন একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ভাবাপন্ন হইয়া নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি হরিনাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া নানাস্থানের কীর্ত্তন-সম্প্রদায়কে নিজগৃহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের নিয়মিতভাবে পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও যেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে মিটিতেছিল না। আরও কিছু মধুরতর উচ্চতর আস্বাদনের জন্য যেন তিনি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইলেন। প্রতিবাসিগণ সকলেই তাঁহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তাঁহাকে ধর্ম্মানুরাগী হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট গমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের পবিত্র-ধর্ম্মালোচনার বিষয় জ্ঞাপন করেন, তাহাতে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের পবিত্রভাব দর্শনে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দর্শন-লাভে যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। (সেই সময়ে "গৌড়ীয়মঠ" ১নং উল্টাডিঙ্গিতে অবস্থিত ছিল)। ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার নবনির্ম্মিত প্রাসাদতুল্য ভবনে শুভাগমন করিয়া গৌড়ীয়মঠের নির্ম্মল-চরিত্র, ধর্ম্ম-প্রাণ, নিষ্কিঞ্চন, ধর্ম্মোপদেষ্টা সন্ন্যাসিগণের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ নিজ পরিবারবর্গ এবং প্রতিবাসিগণকে শ্রবণ করাইবার জন্য প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁহাদের সাদর আহ্বান করিতেন। এই সময়ে তিনি একেবারে পূর্ণ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হইয়া তুলসীমালা ও তিলক ধারণ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক সকল বিষয়েই উদাসীনতা-প্রকাশে হরিনামামৃত-পানে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারীর আগ্রহে তিনি ক্রমে ক্রমে গৌড়ীয়মঠের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া নিরন্তর হরিনাম-সংকীর্ত্তন এবং পাঠাদি শ্রবণে সর্ব্বদাই ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গিগণ তাঁহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শনে একেবারে বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিতে লাগিলেন। [illegible] সময়ে তিনি গৌড়ীয়মঠের উন্নতি-কল্পে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া নানাপ্রকারে মঠের সৎকার্য্যসমূহে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংস্থাপিত পুরীধামস্থ মঠের পূর্ণ-সংস্কারের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পুণ্যপ্রতিষ্ঠান—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলাভূমি শ্রীমায়াপুরের শ্রীমন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অযাচিতভাবে ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবাদিতে সাময়িক সাহায্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। ইদানীং তাঁহার সেই কান্তিপূর্ণ দেহে বৈষ্ণববেষ-দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মানু-রাগী পুত্রত্রয় সদাশয়তায় ও বদান্যতায় তাঁহাদের পিতৃগুণ অনুসরণ করিলেই আমরা বিশেষভাবে আনন্দলাভ করিতে পারি। তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট প্রার্থী হইয়া কেহ কখন নিরাশ হইতেন না। এই অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন, স্বধর্ম্মনিরত, স্বর্গীয় মহাপুরুষের সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী লিখিতে মাদৃশ ব্যক্তি সমর্থ নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশিত 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার চতুর্দ্দশ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। আগ্রহান্বিত পাঠক ঐ গৌড়ীয়-পত্রিকা-পাঠে ঐ মহাপুরুষের সবিশেষ পরিচয় অবগত হইতে পারেন।

পরিশেষে নিবেদন—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশ্রবে আসিয়া যদি এরূপ এক ব্যক্তি বদ্ধ-জীবনের মহাভ্রম বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মানুরাগী ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন, তাহা কি ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের শ্লাঘনীয় নহে?

শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

আদর্শ পিতার পত্র

——::•::——

কনিষ্ঠা কন্যার নিকট লিখিত

কটক ৮।৮।৩৫

কল্যাণীয়বরাসু—

* * আজকাল ওখানে বৃষ্টি ও বর্ষা কিরূপ? তোমরা ২৪ ঘণ্টা কখন কি সেবা কর তাহা বিস্তারিত লিখিবা। হরিনাম কতবার করিয়া থাক? শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি প্রত্যহ পাঠ করিলে ভাল হয়। ঐ গ্রন্থখানি আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত। দিনের বেলা প্রসাদ পাইবার পরে প্রত্যহ শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ করিবা। তাহার পরে হরিনাম জপ করিলে তাহাতে মনোযোগ অধিক হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী সকলে একত্রে পাঠ করিবা।

প্রত্যহ শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ করা আবশ্যক। যাহা পাঠ করিবা তাহা পুনরাবৃত্তি করিলে স্মরণ থাকিবে। প্রত্যহ দৈনিক সেবার বিষয় লিখিয়া রাখিবা এবং যখন যেরূপ সেবা করিবার ইচ্ছা হয় তাহাও লিখিয়া রাখা উচিত।

বাজে কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট করিও না। বাজে চিন্তা করিও না। সর্ব্বদাই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবা। শ্রীধামের সেবাই শ্রীধামবাসের উদ্দেশ্য। সেবাপরাধ-বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবা।

তোমার মাতাঠাকুরাণীর বাধা হইয়া চলিবা। আশা করি, তোমরা সকলে শারীরিক ভাল আছ। এখানে শ্রীমদ্ বোনায়ন মহারাজ প্রত্যহই ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা দিতেছেন। অনেক লোক হইতেছে। এখানে বৃষ্টি কয়েকদিন হইতে কম পড়িয়াছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ লইবে।

আঃ—তোমার বাবা

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর এম্-এ)

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸৹ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸৹
৪র্থ ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবৃৎ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। দ্বাদশ-আল্‌বর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
২৭। সূক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸৹
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৯
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥
৪৩। সাধনকণ ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মাণমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌররুষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীধ্রুব নম্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৭০। নামভজন ।৹
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶৹
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ ল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।৹
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

।ধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার { ...০৩ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

একাদশ দিবস—৩০-৮-৩৫

নিদ্ধস্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোদ্দণ্ডীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং
গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং ভজে॥

যাঁর পুলকাঞ্চিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে মুহুর্মুহু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁহার অনর্গল অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্ত্তনকালে সকল ভাব-সমন্বিত হ'য়ে জগতের নিকট নিজের কথা জানিয়েছিলেন, যিনি বার্ষভানবীর রসের সহিত রসময়ের ভজনের কথা জগতে সাত্ত্বিক ভাবগণে জানিয়েছিলেন, সেই স্ব-পার্ষদ-গায়কবেষ্টিত গৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

আমরা গত কল্য প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষ কথা—ভাব ও প্রেমভক্তিতে যে রসের বিচার, সেই কথা—যা' ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে, সেটি আলোচনা ক'রেছি। রস অর্থাৎ যেটি আস্বাদন করা যায়। সেই রস আস্বাদন যিনি করেন, তিনি বাস্তবিক রসিক, তাঁকে যাঁরা আস্বাদন করেন, তাঁ'রাও সেই রসের প্রার্থী। ইহজগতে আমরা সকলেই জড়রসের কথা জানি। বর্ত্তমানে আমরা যে জগতের অধিবাসী, সেই অচিদ্রাজ্যে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হয়—আস্বাদনসৌখ্য হয় জড়রসে; কিন্তু ভাগবত যে ভক্তিরসের কথা বলেন, তা'র কথা অনেকে জানি না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান যে রস আস্বাদন করেন, সেই রসের সাদৃশ্য আমাদের রসে থাকলেও আস্বাদকসূত্রে ক্ষুদ্রতা ও নানাবাধা লাভ করার যোগ্যতা থাকায় রসিকগণাগ্রগণ্য ভগবানের সঙ্গে তুলনা হয় না। তিনি-রসের পূর্ণ অধিকারী। তাঁ'র কাছ থেকে যদি সেই রস প্রার্থনা করি, তা'হ'লে ভক্তিদ্বারা তাঁর সেবায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে সেব্য বস্তু কি প্রকার রস আস্বাদন করেন, তা' জেনে রসময়ী লীলার সেবার যোগ্যতা লাভ হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে মন ও দেহ আত্মজগতের ক্রীড়ার কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদর্শন ক'রছে। ক্ষুদ্রতা, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা সমস্ত ও সর্ব্বরসের আশ্রয় হ'তে পারে না ব'লে ভগবানের রসের বিস্তারযোগ্যতা হ'চ্ছে না। অনর্থনিবৃত্ত হ'লে সেই রসে অধিকারলাভের যোগ্যতা হয়। অনর্থনিবৃত্ত হ'বার পর অগ্রসর হ'তে হ'তে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব সম্বর্দ্ধিত হ'লে স্থায়িভাব রতিকে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। তাহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, অভ্যাগত প্রভৃতি সামগ্রীর সম্মেলনে যে রসের উৎপত্তি হয়, তা'তে অধিকার পেয়ে ভগবৎপ্রীতি সংগ্রহ ক'রব। ভাগবতে রসময়ের যে লীলা বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে কিছু অভিজ্ঞান থাকলে অগ্রসর হ'তে পারবো। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি ও লীলা প্রদর্শন করেন। যেমন জয়দেব ব'লেছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ ক'রে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনিই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁ' হ'তে আংশিক ভাবযুক্ত বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। যেমন হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণরসটি বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকলরসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে মাত্র। তাঁরা করুণা-পরবশ হ'য়ে কিছু লীলাপ্রকাশ ক'রেছেন। বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহেন, জীববিশেষ; তাঁতে ভগবানের করুণাংশ নিহিত হ'য়েছে। বিষ্ণুর আবেশাবতারে বুদ্ধদেবের যে করুণা, সেই পূর্ণ করুণা বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁ'রা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন নাই, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করেন নাই। তাঁরা জানেন, বুদ্ধদেব কোন তাপস, সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন, জগতে করুণা-বিতরণের লীলামাত্র প্রদর্শন ক'রেছেন। তাঁর দ্বারা বৈদিক আলম্ভনবিধি—যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ, সেইটি নিবৃত্ত হ'য়েছে। দুর্ব্বল পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবানের দুর্ব্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁর দ্বারা প্রচারিত হ'য়েছে। তাঁ'র তপস্যা প্রভৃতির যে বিচার, সে বিষয়ে আমরা জানি,—

'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

এই ভগবদ্বিষয়ে লোকগণ আলোচনা করেন না ব'লে তাঁ'রা তপস্যায় ব্যস্ত। কিন্তু নারদঋষি নারায়ণঋষি হ'তে যে তথ্য পেয়েছিলেন, যাহা ব্যাসের লিখিতগ্রন্থে প্রকাশিত, যে কথার ভাগবত-নামে পরে প্রসিদ্ধি হ'য়েছে, তা'তে ভগবানের ভক্তির কথা—দশাবতারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্যাসের পরবর্ত্তিসময়ে বুদ্ধ আবেশাবতার হ'লেও তাঁর অনুগত জনগণ তাঁকে বিষ্ণু না জেনে, ইহজগতের লোক—একজন তাপস মাত্র জানেন। তিনি পরদ্রোহ ক'রতে দেন নাই—পশুজাতিকে, মানবজাতিকে আক্রমণ ক'রতে দেন নাই। পশুদের প্রতি দয়া ক'রেছেন, পশুবধ থেকে অবসর দিয়েছেন। নিম্নসৃষ্টির প্রতি দয়া-বিধানের যে ব্যবস্থা, তা' নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ ক'রতে হ'লে বেদবিধি—যজ্ঞবিধিতে করা কর্ত্তব্য, তা'র যে অপব্যবহার হ'চ্ছিল সেটি নিবারণ ক'রেছেন। বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে এ কথা প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন—

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য সেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"
"যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥"
(ভাঃ ১১।৫।১১-১৪)

[জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত থাকিলেও উহা বিধানের অপেক্ষা নহে, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষ-ভক্ষণ এবং সৌত্রামণীনামক যজ্ঞের দ্বারা মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।]

[ঈদৃশ মর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে-সকল অসাধু, জড়বুদ্ধি, সাধুম্মানী দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হইয়া পশুমাংস-ভোজিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।]

তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন, তা' পুরাকালেও ছিল, শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখতে পাচ্ছি। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া—শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। যা'রা উদ্বেগ দেয়, তা'দেরও উদ্বেগ পেতে হয়। এইজন্য ভাগবতে "যে ত্বনেবংবিদঃ" শ্লোকে দেখি—যারা এপ্রকার জানে না, অথচ দাম্ভিকতা করে, 'আমি সব বুঝি, সব জানি' বিচারে পশুবধে ব্যস্ত, তা'রা স্তব্ধ; তাদের বিচারে এমন দক্ষতা যে, "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও সম্যক্ জ্ঞ হ'য়েছি"—এই বিচারে সাহসের সহিত ধর্ম্মের নাম ক'রে পশুবধ করে। "শাস্ত্র যখন একথা ব'লছেন—শাস্ত্রীয়বিচারে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়া দরকার, বৃথা মাংস খেতে হ'বে না, তা' হ'লে সাধু ব'লে অভিমান ক'রতে পারা যা'বে"—অবশ্য রজস্তমোধর্ম্ম প্রবল না হ'লে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু তা'রা (রজস্তমোধর্ম্মী) মনে করে, তা'রাও সাধু। ধর্ম্মের নামে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে চালান' ঠিক নয়। যেমন ভার্গবীয় মনু ব'লেছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ স্বভাব হ'তে পরহিংসা করে। কিন্তু—

"দ্বিষতঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।১৫)

—এই শ্লোকটির বিচার তা'রা জানে না। সকল ঘটেই হরি আছেন। উপাস্য-উপাসক তফাৎ হ'বার যো নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁর সেবা করেন, তাঁরা দুইজন পৃথক্ নন। ভক্তের কার্য্য ভুলে গিয়ে যদি ভগবানের কথাটা বলা হয়, তা' হ'লে বিচার শুদ্ধ হ'ল না। ভোগে চালিত হ'য়ে ভোগ-কার্য্যে ব্যস্ত হ'লে পরকায়ে বিদ্বেষ প্রবল হয়। 'অন্যের মাংস খেয়ে ফেলব', এবুদ্ধি ভাল নয়। ভগবানেরই সব মাংস, তিনি সব খেয়ে ফেলে দিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা; কিন্তু তাঁ'র অনুগত লোক খেতে পারেন না, তাঁরা ভোক্তা নন। সকাম নিয়ে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে। এটা ভুলে গেলেই অসুবিধা। যেমন উপনিষদ্ ব'লেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

একটি বৃক্ষের দুটি জিনিষ—সেব্য-সেবক-ভাবপূর্ণ। যেমন দুটি দল নিয়ে একটি শস্য, দুটি অর্দ্ধেক নিয়ে একটা পূর্ণ। একজন সেব্য, একজন সেবক আছেন। তাঁদের পক্ষী বলা হ'য়েছে। তাঁরা উড়তে পারেন, তাঁদের ভাল পক্ষ বা ডানা আছে। তবে তাঁ'রা যে উভয়ে জড়জগতের কার্য্য সমাধা করার জন্য উড়েন তা' নয়। তাঁ'রা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

একজন পূজা গ্রহণ করেন, অন্যজন পূজা করেন। তাঁর পূজা নিয়ে অর্থাৎ তাঁ'কে পূজক সাজিয়ে নিজে তাঁ'র সেবা কার্য্য অনুমোদন ক'রে নিজেকে সেব্যের সেবানুকূল ক'রতে হয়। এই দু'টি নিয়ে একটি কার্য্য। সেব্য-সেবকভাবটি লীলা-বিকাশের পূর্ণতার কারণ। আমি ভোগ ক'রব, ভগবান যোগানদার (Order-supplier) হ'বেন—ভোগের যোগান দেবেন, এ বুদ্ধি হ'লে ভোগী হ'তে হয়। কর্ম্মিজ্ঞানীরা ভোগী, তাদের আত্মসুখবাঞ্ছা প্রবল, ভগবৎসুখবাঞ্ছা নাই। ভগবান্ সেবকের সেবা করুন, আমরা প্রভু হ'য়ে থাকি, এটা উল্টো বিচার। ভগবান্ এই বুদ্ধিটা নিরাস ক'রেছেন—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' শ্লোকে। সাধুরা আমার সেবা করেন, আমি তাঁদের সেবা ক'রে থাকি। সাধু ২৪ ঘণ্টা আমার সেবা করেন, তাঁ'রা কুকুর, গরু, ছাগী, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির সেবা করেন না, কেবল ভগবানের সেবা করেন। অপূর্ণ বস্তুর সেবার নামে যদি নিজে সেবাগ্রহণের ফিকির করি, আমার সেবা অন্য লোকে ক'রবে তা'র একটা দাদন দিয়ে রাখি, তা' হ'লে ভগবানের সেবায় উদাসীন্য এসে গেল; ভগবানের সেবকগণই গুণবান্।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

যারা যতক্ষণ ভগবানের সেবা করে না, ততক্ষণ তাদের কোন গুণ স্বীকার্য্য নয়—কোনগুণই থাকতে পারে না। অনেকে বলেন, সুনীতিপরায়ণ লোক ভাল। কে ব'লে? —যারা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ চায় তা'রা। কিন্তু জগতের ধনাগারে এমন ধন নাই, যাতে সকলের সন্তোষ হ'তে পারে। কেউ পূর্ণ-জিনিষ দিতে পারে না, এটা আমরা ভগবানের বামনাবতারে বলি-বামনসংবাদে জানতে পারি। দাতার কাছে তত জিনিষ নাই, গ্রহীতা যত চায়। তা' হ'লে আমি দয়া ক'রতে পারি, পরার্থিতাধর্ম্মে দীক্ষিত (altruist) আমি, এ প্রকার দম্ভ আমার ভাল নয়। ভগবান বামনলীলায় এই শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রুতির বাক্য যেটি পাঠ ক'রলাম, তাতে ব'লেছেন, একটি গাছে দু'টি পাখী আছে, একটি খায় আর একটি খাওয়ায়। ভোগী পাখী যখন খায় যখন প্রভু হ'বার আকাঙ্ক্ষা করে, যখন ভোগে ডুবে যায়, তার মনে যদি এই কথাটা উদয় হয়,—তিনি আমার প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারের সব জিনিষ আমাকে দিচ্ছেন, যিনি ভোগ করাচ্ছেন, আমি তাঁর কি সেবা ক'র'ছি, তখন তা'র সেবা করবার বিচার আসে। "অনীশ"—যে ভোগরাজ্যে ডুবে গেছে, ব'লছে "খানেওয়ালা আমি, সেবা করনেওয়ালা তিনি; ভোগকর্ত্তা আমি, ভোগদাতা তিনি; আমার প্রভু কেউ নাই'—এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে তখন কেবল 'দেহি' 'দেহি' রব। "ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দিশো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্" ইত্যাদি বাক্যে সপ্তশতী পাঠকালে আবেদন ক'র। তিনি যোগান দেন আর আমি ভোগ ক'রতে থাকি। "আমি শালগ্রামের উপর ব'সে গেছি, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাচ্ছি, শালগ্রাম আমার চাকরী করুক"—এই বিচার-প্রণালীটাকে 'ধর্ম্ম' ব'লে চালান' কি ভীষণ সেবা-বিরোধিতা বা মূঢ়তা! যেহেতু প্রভু-সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে প্রভুকে আমার ঘোড়া ক'রে ফেলেছি, সে আমাকে চিরদিন চড়াবে, ভক্তদের চাকর ক'রে ফেলবো—এই বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা আসে। কারো আশ্রয়ে না থাকায় প্রাপ্ত দ্রব্য হারাবার সময় শোক—অভাব এসে উপস্থিত হয়, মূঢ়তা লাভ হয়। প্রভুর সেবা না ক'রে ভক্তিহীন হ'য়েছি, ভজনীয় বস্তুর প্রতীতি নষ্ট হ'য়েছে। অথচ দুইটি একসঙ্গে না থাকলে পূর্ণ হয় না। যখনই মাথায় ঢুকবে যে আমি সেবা নিচ্ছি, আমি ক্ষুদ্র, বৃহতের সেবা করা আমার কর্ত্তব্য, তিনি আমার প্রভু, তখন তাঁর মহিমা জানতে পারলে শোক থাকবে না। শোক হয় প্রাপ্তবস্তুর অভাবে, যখন প্রাপ্ত বস্তু ধ্বংস হয়। ভোক্তৃভোগ্য-বিচারহীনতাই দুর্ব্বুদ্ধি। 'বীতশোক' কখন হয়? যখন জানে, সব ভোগ তাঁরই, তিনি সেবা নেবেন, আমি তাঁর ভোগ্য। এই মহিমা-জ্ঞান আগে হ'চ্ছিল না। দু'জনে বন্ধু—সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত (reciprocated) হ'লেও, একের জন্যে অন্যে ব্যস্ত হ'লেও তিনি খাওয়াচ্ছেন, আমি খাচ্ছি—এই বিচার ছিল না। যখন বুঝতে পারি তখন বলি—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

আপনি দাতা, আপনি কৃপা ক'রে খেয়ে উচ্ছিষ্ট দিন—এই বিচার হ'লে তখন আমরা ভক্তি লাভ ক'রতে পারি।

আমি আমার জন্যে কাজ ক'রে সুবিধা সঞ্চয় ক'রবো, এটা পুণ্য, এর বিপরীত পাপ। যখন দেখতে পাই, মূলবস্তু তিনি, কর্ত্তা তিনি আর আমি কর্ম্ম, কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার অভীষ্ট সাধন ক'রবো, তিনি ব্রহ্মযোনি, বৃহদ্বস্তুর মূল আকর-বস্তু, সর্ব্বকারণকারণ, তখন ভগবৎদিক্-জ্ঞান হ'য়ে, মুক্ত হ'য়ে, ভগবদ্দর্শনকার্য্য সমাধা ক'রে পাপপুণ্যের বোঝা ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন—নিষ্পাপ হয়। পরম সমতা এসে যায়, বাস্তবিক পণ্ডিত হ'য়ে যায়। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। স্বরূপের অভিব্যক্তি হ'লে সেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে যাবে। তখন অন্যের সেবা, কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের সেবা ক'রবে না। তবে ভক্তের সেবা ক'রবে কেন? এ প্রশ্ন এলে ব'লতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেবা পান। তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে প'ড়েছেন তাঁর সেবার জন্য। তাঁর (সেবকের) সেবা না ক'রে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হ'বে না।

মানুষকে পুণ্যবান্ ব'লে প্রশংসা বা পাপী ব'লে ঘৃণা ক'রতে হ'বে না, ক'রলে অসুবিধা আছে।

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।"

সমতা লাভ না ক'রলে সুবিধা হ'বে না।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

পাণ্ডিত্য হ'বে সমদর্শী হ'লে। সকলের উপকার ক'রবো—এ বুদ্ধি হ'লে হিংসার অবকাশ থাকে না। 'আমি বড়' এটা অনর্থপ্রণোদিত বুদ্ধি। 'অন্যলোক তাঁবেদার, আমি প্রভু'—এটা অধঃপতনের কারণ। যে মঙ্গল চায়, সে তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে সকলকে সম্মান ক'রবে। ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'বার ইচ্ছা থাকলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" বিচার অনুধাবন ক'রতে হ'বে।

Ellipse-এর দু'টো focus একটা নিকটের আর একটা দূরের blind focus. যে focusটা বৃত্তাভাসের পরিধির নিকট পৌঁছায় সেটা ঢের দূর। মানুষ empiricism-এর দ্বারা অনেক দূরে পৌঁছাবে মনে করে; কিন্তু যে পরিধিটি নিকটে থাকে, একটু ছেড়ে দিলেই সেটা পাবে—যেটুকু

মানুষের আছে, সেটা ছেড়ে দিলেই পারে। কতকগুলি মানুষ মনে করে, খুব বেড়ে গিয়ে পারিপার্শ্বিক পৌঁছাবে—ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে, কিন্তু বেড়ে গিয়ে ব্রহ্ম হ'বার পিপাসা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র। মানুষের কতটুকু আছে? ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু অভাব পূর্ণ ক'রতে গিয়ে কলাবটি ক'রে জগতে বুদ্ধপ্রাপ্ত হ'বার জন্য ব্যস্ততা অবিবেচনার কার্য্য।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্ব্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্ম্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

এই বিচারে অভাব পূরণ ক'রে নেন—জ্ঞানের অভাব, শক্তির অভাব, অর্থের অভাব দূর ক'রে প্রচুর জ্ঞান, অর্থ, শক্তি সঞ্চয় ক'রে বড় হ'ন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, তোমার কতটুকু আছে? আর কতটা অভাবই বা পূর্ণ ক'রবে। তার থেকে তোমার যা বিন্দুমাত্র আছে, সেটুকু ছেড়ে দাও না কেন? ভোগীর চেহারায় বিশ্বদর্শন-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছেড়ে দাও—অভিমান-শূন্য হও। যে যা চায়, তা'কে তা' দিয়ে অমানী হ'য়ে যাও। তা'হ'লে অল্প প্রয়াসেই কার্য্য হ'বে। যদি সহ্য ক'রতে পার, কে তোমার কতটুকু অন্যায় ক'রতে পারবে? সহতা লাভ ক'রে ঝগড়া ক'রলে বড় হ'বার চেষ্টা আছে জানতে হ'বে। বাকীটুকু পুরিয়ে নেবার চেষ্টা না করাই ভাল। অনেকটা সুবিধা হ'বে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা হয়। যোগসিদ্ধি, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গসুখাদির চেষ্টা প্রভৃতির নিরর্থকতা সহজেই জানা যায়।

একটা বৃক্ষে দু'টা জিনিষ, সেবকের রস একপ্রকার, সেব্যের রস অন্য প্রকার। সেব্য সেবা গ্রহণ ক'রে সেবককে সেবার সুযোগ দেন; ভগবান্ সেবকের সেবা করেন, সেবক ভগবানের সেবা করেন। একটা কথা আছে—'শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব' 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু শ্রেষ্ঠ, তাঁ'র আরাধ্য রামচন্দ্র। যেমন কথা আছে 'রামেশ্বর'। রাম ঈশ্বর যাঁর অথবা রামের ঈশ্বর যিনি। 'মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি'—অভক্ত-সম্প্রদায় এর তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে কুব্যাখ্যা ক'রে অবানপর্যায় করে। তা'রা চৈতন্যদেবের উপদেশ হ'তে পৃথক্ থাকে। তিনি কৃষ্ণভজনের কথাই ব'লেছেন, তাঁর উপদেশ না বুঝলে বিপথগামীই হ'ব। রসময়ের রসবৃদ্ধির যত্ন করা কর্ত্তব্য। রস শুকা'লে, জড়রস বৃদ্ধি ক'রলে সর্ব্বনাশ।

রস-বিচারটী স্পষ্টভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিক-শেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ ক'রে রসাস্বাদন ক'রছেন এ'টা বিচার ক'রলে আমরা জানব—'রসোনোৎ-কৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ' সব রস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তা'র কতক অংশগণে আছে, এঁ'দের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁ'রা কোন্ কোন্ রস কি ভাবে আস্বাদন ক'রেছেন তাহা জানা দরকার। করুণাবতারের কথা বুঝতে না পেরে যে অমঙ্গল তা' হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধতে ভাল গুণ। ভোগীর ভোগ তা'দের জন্য রেখে দিয়ে তিনি নিজে নির্ভোগ হ'য়েছেন। এটা ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে গাছতলায় ব'সে তপস্যা ক'রেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হ'য়ে নিজ বহু কামনার তৃপ্তি ক'রেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আসামীদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধকেই রায় দিলাম। তাঁ'র উত্তর নারদপঞ্চ'য় দিয়েছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

কৃষ্ণের লীলা বুঝতে না পে'রে বুদ্ধকে তপস্বিমাত্র বুঝলে—কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না ক'রলে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ার বিচারটারই বহুমানন হয়। অন্য সব নিষ্ক্রিয় হ'লে ভোগী সব মজা লুটবে। এ'দের পাষণ্ডতা কত বেশী। সাধুরা জঙ্গলে থাকুক, আমরা ঘরে বাস ক'রে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করব, তাদের সাধুতার কথা আমাদের কাছে না আসুক। ভোগ ক'রে কৌশলে লোক ঠকান। অনেকে বলেন, গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদন বড় হ'ল কেন? তা' থেকে আমাদের বেশ্যালয় বড় হ'ল না কেন? মোটরগাড়ীতে আমরা চ'ড়ব—কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে এঁ'দের চড়ে কাজ নাই, তিনি নিরাকার বৃক্ষ হ'য়ে জঙ্গলে যা'ন; কিন্তু বুদ্ধিমান নারদ ব'লেছেন হরি আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হউক, নচেৎ তপস্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম, সবই শয়তানের প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য সব জিনিষ ভগবান ও ভক্তের সেবায় লাগান। ভক্ত ভোগ করেন না, ত্যাগও করেন না, ভগবানের ভোগ দেন, কিন্তু বোকা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্ত্তে 'আমি ভোগ ক'রব' বুদ্ধি হয় তখনই ভক্তি থেকে পরিভ্রষ্ট হ'য়ে ব্যভিচাররত অসৎ হ'য়ে পড়ে। ভোগের দ্রব্য মাঝ পথে মেরে নেবার বুদ্ধি হ'লে সর্ব্বনাশ। রসের একমাত্র ভোক্তা—ভগবান্, সুতরাং আমার তপস্বী জীবন হওয়াই ভাল। 'অন্যান্য সকলের জীবন নিয়ে ভগবানের সেবা করব' এই বিচারই ভাল। শুধু তপস্যা করার কোন মূল্য নাই। যেমন—এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসা'লে দশ দশ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাদ দিলে সব শূন্য; তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা' কিছু করা যায় সবই নিরর্থক হ'য়ে যায়, সুতরাং বৌদ্ধদিগের বিচারের সহিত ভক্তসম্প্রদায়ের বিচার পৃথক্।

যেমন বরাহ-উপাসকগণ 'বারাহী', নৃসিংহ-উপাসকগণ 'নারসিংহী', রামোপাসক 'রামাৎ', কৃষ্ণ-উপাসক 'কাষ্ণ' ব'লে উক্ত হন, কিন্তু তাঁ'রা সকলেই বৈষ্ণব, কিন্তু বুদ্ধের উপাসক বৌদ্ধগণকে কেন বৈষ্ণব বলা হয় না? তা'র উত্তর এই যে—বুদ্ধকে তা'রা বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করে না, তিনি একজন সাধক, তপস্যা ক'রে সংযত হ'য়ে কষ্টমুক্ত হ'য়েছেন—এই প্রকার বিচার করেন। তা'রা জানে না যে তা'রা নিজে বৈষ্ণব। সুতরাং তা'দের কর্ম্মের সফলতার বদলে নিষ্ফলতা আসে। তপস্যা ত' ভগবৎ-সেবার জন্যই ক'রতে হ'বে।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অচেতনের সেবা কি ফল। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কৃষ্ণ-লীলা বুঝতে না। বুদ্ধদেবে যে কারুণ্যরস আছে তা'র বহুমানন করে। বুদ্ধের করুণা বিস্তার ভাল কথা, কিন্তু তুমি করুণা গ্রহণ ক'রছ না কেন? বুদ্ধকে তপস্বী মাত্র দাঁড় করাও কেন? তিনি যে তপস্যা ক'রে জগতে করুণা বিতরণ ক'রেছেন সেটা মূল বস্তুর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক'রবার জন্য। বুদ্ধের বিচারপ্রণালীতে হরিভজনই আছে, কিন্তু অবুঝ বৌদ্ধগণ তপস্যার নিরর্থকতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান ক'রেছেন, তা'তে সবই বিফল।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
সৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

এই প্রকার প্রত্যেক অবতারের যে যে রস আছে তা' বিচার ক'রলে জানতে পারব, সব রস অপেক্ষা কৃষ্ণের রসের উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণে ১২টী রস পরিপূর্ণভাবে আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সেই রস পান করা দরকার, এটা ভাগবতে-তত্ত্বে বিচার করা হ'য়েছে। মায়িকরস, জড়রস আংশিক বা অপূর্ণ, সেটা ফলপ্রদ নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

৯ম দিবস— ১লা ভাদ্র, রবিবার। প্রাতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যা ও ষষ্ঠ স্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ। এই দিবস শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুষ্ঠি-বিচার-প্রসঙ্গে যে মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়াছে তাহা সংশোধন ক'রিয়া নিম্নলিখিতভাবে শুদ্ধি-পত্র দিতে বলেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ-সংশোধন— শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০ পৃষ্ঠার গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্বিতীয়-স্তম্ভের ৩য় পংক্তিতে লিখিত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২৫২ পৃষ্ঠার অমৃতপ্রবাহভাষ্যের ১২শ ও ১৩শ পংক্তিতে লিখিত **"মেষ লগ্ন। নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ"** না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে **"নবম মেষ-লগ্নাধিপতি মঙ্গল উচ্চ"** হইবে।

এই দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। তৎপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাঠক মহাশয়ের নিকট অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দের চিদ্বিলাস লীলার মাহাত্ম্য ও নির্ব্বিশেষবাদের অপস্বার্থতা প্রদর্শন করিয়া বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পরেও শ্রীল প্রভুপাদ দর্শনার্থী কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দশম দিবস—২রা ভাদ্র, সোমবার। প্রাতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ভাগবত পাঠ ও শ্রীপাদ ভক্তিকমল প্রভু ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। (মঙ্গল ১৬৯ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে দ্রষ্টব্য) এই দিবস 'অধোক্ষজ' ও 'উরুক্রম' এই দুইটি কথার বিশেষ আলোচনা হয়। নির্ব্বিশেষবাদ নিরসন-জন্য এই দুইটি শব্দ তথা অনেকবার আছে। ভগবদ্বস্তু যে অচেতন প্রায় নহেন, ইন্দ্রিয়ের অ-গোচর ... বিষয়ে কীর্ত্তিত

কৃষ্ণকীর্ত্তনই সকল সাধনশ্রেষ্ঠ, এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ 'চেতো-দর্পণমার্জ্জনম্' শ্লোকটি বিশদব্যাখ্যা করেন। নামকীর্ত্তনকে ত্যাগ ক'রিয়া রূপাদির কীর্ত্তন আদৌ মঙ্গলপ্রদ নহে, ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়। প্রভুপাদের ব্যাখ্যার পর শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু "শ্রীরূপবর্ণন" ... কীর্ত্তন করেন। ... মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কৃপা-বিজয়-তিলক-ভূষিত সন্ন্যাসিবরের

সম্বর্দ্ধনার্থ আহ্বান

আপনারা অবগত আছেন, কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অক্লান্ত প্রচারক এবং বিশ্ব-বিশ্রুত ধর্ম্মাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুপ্রাণিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত আড়াই বৎসর যাবৎ ইংলণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া ভারতীয় কৃষ্টি, বিশেষতঃ দর্শন ও ধর্ম্মের প্রতি পাশ্চাত্য জগৎ ও মনীষিজনগণের বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ভারতবাসীর মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

উক্ত স্বামিজী দুইজন জার্ম্মাণ-দেশীয় মনীষিসহ আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন ঐ জার্ম্মাণদ্বয়ের মধ্যে একজন জার্ম্মাণীর ব্যারণ [illegible]। স্বামিজী আগন্তুক অতিথিদ্বয়-সহ আগামী রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ৪০ মিনিটের সময়ে বোম্বাইমেলে হাওড়া ষ্টেশনে ১নং প্ল্যাটফর্ম্মে অবতরণ করিবেন। ঐ সময়ে স্বামিজী ও অতিথিদ্বয়কে শোভাযাত্রা করিয়া ষ্টেশন হইতে হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যাওয়া হইবে। উক্ত স্বামিজী ও নবাগত অতিথিদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত ঐ দিন (৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে (নাটমন্দিরে) একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হইবে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্, এল এল-ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই সকল সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্য পালন এবং অনুষ্ঠানটিকে সফল করিবার নিমিত্ত এতদ্দ্বারা আমরা সর্ব্বসাধারণকে সাদর আহ্বান করিতেছি।

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (মহারাজা বাহাদুর স্যর)
যোগীন্দ্রনাথ রায় (মহারাজা, নাটোর)
শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (মহারাজ, ময়মনসিংহ)
শ্রীশচন্দ্র নন্দী (মহারাজা, কাশিমবাজার)
গুরু মহাদেব আশ্রম প্রসাদ সাহি (মহারাজা, হাতোয়া)
ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ (রাজাবাহাদুর, নশীপুর)
মন্মথনাথ রায়চৌধুরী (অনারেবল্ রাজা স্যর, সন্তোষ)
প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (রাজা)
এ, কে, ফজলুল হক্ (মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন)
আক্রাম হুসেন (দি অনারেবল প্রিন্স)
মন্মথনাথ মুখার্জ্জী (অনারেবল জষ্টিস স্যর)
বি, এল, মিত্র (অনারেবল স্যর)
দ্বারকানাথ মিত্র (অনারেবল্ জষ্টিস্)
রূপেন্দ্রকুমার মিত্র (অনারেবল্ জষ্টিস্)
বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় (অনারেবল্ স্যর)
হাসান সুরাবর্দী (স্যর)
বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা (স্যর)
নলিনীরঞ্জন সরকার (স্যর)
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (ভাইস চ্যান্সেলার)
যতীন্দ্রনাথ বসু
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এস্, এম্ বসু (ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল)
নেলি সেন গুপ্তা (মিসেস্ জে, এম, সেন গুপ্ত)
বিধানচন্দ্র রায়
নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র
জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
মুটুকলাল তাপুরিয়া (রায়বাহাদুর)
ডি, পি, খৈতান্
এন্, কে, বসু
গণনাথ সেন (মহামহোপাধ্যায়, সরস্বতী)
রামদেও চোখানী (রায় বাহাদুর)
দেবীপ্রসাদ খৈতান
মৃণালকান্তি ঘোষ
জে, সি, গুপ্ত
জে, এন, মৈত্র
আনন্দমোহন পোদ্দার (এম্-এল-সি)
এইচ, কে, মিত্র (কুমার)
শরদিন্দু নারায়ণ রায় (রাজর্ষি, প্রাক্তন, ভুবনমঙ্গল)
তুষারকান্তি ঘোষ
জে, সি, মুখার্জ্জী (চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার)
কে, কে, চ্যাটার্জ্জী (লেপ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল)
জলধর সেন (রায় বাহাদুর)
অনাথ নাথ বসু
মৃণালকান্তি বসু
মন্মথ মোহন বসু
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (রায়বাহাদুর)
রাজেন্দ্র নারায়ণ ব্যানার্জ্জী
পুলিনবিহারী সাউ
আশুতোষ ঘোষ (রায় বাহাদুর)
কিরণচন্দ্র দত্ত
মদনমোহন বর্ম্মণ
এইচ, কে, রায় (ভাগ্যকুল)
ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী
পঞ্চানন নিয়োগী
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
রামতারণ ব্যানার্জ্জী (রায় বাহাদুর)
পি, কে, মুখার্জ্জি
তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায়
হরিদাস নন্দী
কেশবচন্দ্র গুপ্ত (য়্যাডভোকেট)
কে, এম, মুখার্জ্জী
কে, বিদ্যাভূষণ,জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা

(১৫১ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

আপনারা এখানে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" কথাটি মনে রাখিবেন। কলিহত জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায় সদা হরিকীর্ত্তন। তজ্জন্য তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইতে হইবে। যদি কেহ এই চারিটীকে মুখ্য অঙ্গ মনে করিয়া হরিকীর্ত্তনকে বাদ দিয়া ফেলেন তবে তাঁহার আসল কাজে ফাঁকি পড়িল। হরিকীর্ত্তনই মুখ্য, হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অপর চারিটী বিষয়কে অন্যত্র ব্যবহার করিলে জাগতিক প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইল না, মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা হইল।

তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট জানাইয়াছেন—

> এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
> চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
> তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
> জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর বিভেদ॥
> তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
> তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
> বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
> বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
> ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
> কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
> কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
> কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
> কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
> ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

জীবগণ কিরূপে জগতে অবস্থান করিতেছে, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদের উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
> মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
> শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
> উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
> বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
> তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
> কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
> তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
> ইঁহা মালী সেবে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল॥
> প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
> লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
> তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
> সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥
> এই ত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
> যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

সাপ্তাহিক-মহোৎসব

আগামী ২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-তিথি পূজোপলক্ষে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। এই দিবস সমাগত সকল ব্যক্তিকে এবং সমস্ত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C. 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে ভাদ্র, ১৩৪২, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, শুক্রবার [১৬১তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া-সমস্যা—ইটালী ও আবিসিনিয়ার সমস্যা লইয়া গত পরশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইটালীর যে-প্রকার মনোভাব, তাহাতে কোন প্রকার মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এদিকে অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। আবিসিনিয়া-সম্রাট্ আমেরিকার কোন এক তৈলের কারবারের সহিত চুক্তি করিয়া বেশ এক রাজনীতির চাল দিয়াছেন। ঐ চুক্তির ফলে আবিসিনিয়া আমেরিকা হইতে দশ লক্ষ ডলার পাইবেন। আসন্ন বিপদে আবিসিনিয়া ঐ টাকা দিয়া রণসম্ভার ক্রয় করিয়া ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারিবে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকা ঐ চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিত জহরলালের জার্ম্মাণ-যাত্রা—জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পণ্ডিত জহরলাল গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে এলাহাবাদে পৌছেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ষ্টেশন হইতে তিনি বরাবর আনন্দভবনে তাঁহার রুগ্ন মাতার নিকট গমন করেন। পণ্ডিতজী ঐ দিনই বৈকাল ৪-৫৫ মিনিটের সময় বামরুলি বিমান ঘাঁটি হইতে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের ডাকবাহী বিমানযোগে বৃন্দিসী রওনা হইয়া গিয়াছেন। তথা হইতে তিনি ট্রেণ ও বিমানযোগে জার্ম্মাণীতে পৌছিবেন। পূর্ব্বে কথা ছিল, তিনি অদ্য শুক্রবার ওলন্দাজ ডাকবাহী বিমানযোগে য়ুরোপ রওনা হইবেন; কিন্তু ঐ বিমানে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারায় ও বুধবার দিন ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের ডাকবাহী বিমান আশাতীত ভাবে একদিন বিলম্বে এলাহাবাদে আসিয়া যাওয়ায়, তিনি ঐ বিমানে রওনা হইতে সমর্থ হন। সোমবার রাত্রিতেই তিনি তাঁহার পত্নীর নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের দাবী—সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্যবস্থা পরিষদের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে সীমান্তে বোমা-নিক্ষেপের প্রতিবাদ করা হয় ও ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাচলম্ চেট্টি, "ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে সরকারী রেল কোম্পানীর কারখানাসমূহে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক"—এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত চেট্টি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সময়েই উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে—এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন নাই।

স্যার এ. এইচ, গজনভি বলেন যে, ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কারণ এখন রেল কোম্পানীর আয় কমিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বিদেশ হইতে ইঞ্জিন ক্রয় করিতে যে টাকার প্রয়োজন হয়, এদেশে প্রস্তুত হইলে তাহা হইতে অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে। এই জন্যই টাটা কোম্পানী ঐ ব্যবসায়ে হাত দেয় নাই, কারণ তাহাতে তাহারা পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না।

সর্দ্দার সন্তসিং ও কৃষ্ণকান্ত মালব্য বলেন যে, ভারতে ইঞ্জিন-নির্ম্মাণের ব্যয় বেশী হইলেও ভারতেই উহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা উচিত, উহার জন্য বেশী দিন বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে।

বাণিজ্য-সচিব স্যার চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ বলেন যে, এদেশে ইঞ্জিন তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করা উচিত যে, এদেশে ইঞ্জিন বিক্রি হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে কিনা। বৎসরে ৫০—৬০ খানা ইঞ্জিন প্রস্তুত হইলে ব্যবসায় চলিতে পারে। কিন্তু ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার মত উপযুক্ত কারখানা বর্ত্তমানে এদেশে নাই। ঐ উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপনের জন্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইতো মধ্যে ইঞ্জিনের দাম কমিয়া গেলে ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা। এ প্রকার অনিশ্চিতের মধ্যে এদেশে ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব স্থগিত রাখা দরকার।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চেট্টির প্রস্তাবটী ৬২—৪৫ ভোটে গৃহীত হয়।

নোয়াখালিতে সশস্ত্র ডাকাতি—গত শনিবার নোয়াখালি বেগমগঞ্জ থানার চৌধুরীপাড়া বাজারের তিনজন ব্যবসায়ীর দোকানে একই সময়ে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা ২ টাকার অলঙ্কারপত্র ও নগদ টাকা সহ সরিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি মূল্যবান্ দলিল এবং তাহারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে।

বিক্রমপুরে বন্যা—পদ্মার জলে বিক্রমপুর ভাসিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ লোকের বাড়ীতে জল উঠিয়াছে। জল আর একটু বৃদ্ধি পাইলে বিক্রমপুর প্লাবিত হইয়া যাইবে। গবাদিপশুগুলি জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। শাকসব্জীর গাছ মরিয়া গিয়াছে। গৃহস্থের ধান্য শুকাইবার স্থান নাই। লোকের দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

যুবকের আত্মহত্যা—জ্যাকবাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, জ্যালকের সম্মুখে তিরস্কৃত হওয়ায় ২০ বৎসর বয়স্ক একটী হিন্দু যুবক ক্ষোভে ও দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ যে, যুবকটি এক দোকানে কিছু জিনিষ খরিদ করিতে গিয়াছিল। সে বাড়ীতে আসিবার কিছু পরেই দোকানদার আসিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং যুবকের পিতার নিকট বলে যে, তাহার দোকান হইতে একটি টাকা চুরি গিয়াছে। এ ব্যাপারে সে যুবককে সন্দেহ করিতেছে। যুবকের পিতা যুবককে ডাকিয়া তিরস্কার করে। সে-সময় যুবকের শ্যালক তথায় উপস্থিত ছিল। যুবক ইহাতে বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করে।

লক্ষ্ণৌয়ে হাঙ্গামা—[illegible] ১২ মাইল দূরে মোহনলালগঞ্জের নিকটে এক [illegible] লইয়া বে-পরোয়া হাঙ্গামার ফলে এক ব্যক্তি [illegible] ও [illegible] জখম হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রকাশ, এক গ্রামের দুই দলে মধ্যে একখণ্ড জমি লইয়া বিবাদ হয় এবং তাহারা এতদূর উত্তেজিত হয় যে, উভয় দলই লাঠি লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে। ইহাতে উল্লিখিতরূপ ফল হয়। এই সম্পর্কে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। **শ্রীচৈতন্যমঠ**—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতনন্দস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) **শ্রীগৌড়ীয়মঠ**—১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৮১১।

শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যে নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্তারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠ-রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

(৩) **যোগপীঠ শ্রীমন্দির**—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) **শ্রীবাস অঙ্গন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রীমদ্দশরথ দাসাধিকারী।

(৫) **অদ্বৈত-ভবন**—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) **মুরারিগুপ্তের পাট** (৭) **কাজীর সমাধি-পাঠ**—অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

(৮) **স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ**—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

৯। **শ্রীগৌরগদাধর-মঠ**—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)। গোপাল দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরসেবা।

(১০) **মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"**—মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১১) **জেতিয়া কুঞ্জকানন**—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১২) **কুঞ্জকুটীর**—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) **ভাগবত-আসন**—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৪) **একায়নমঠ**—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি,

(১৫) **মহেশ পণ্ডিতের পাট**—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) **মাধ্বগৌড়ীয় মঠ**—৩০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) **গোপালজীর মঠ**—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৮) **গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ**—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৯) **ভক্ত স্নাথ-গৌড়ীয়মঠ**—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) **ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ**—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

(২১) **আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ**—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) **চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ**—ঢুরুকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) **ভাগবতজনানন্দমঠ**—চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) **গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম** রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) **সচ্চিদানন্দ মঠ**—বাদলপি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) **ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ**—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) **পুরুষোত্তম মঠ**—চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) **ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ**—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) **রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) **সনাতন-গৌড়ীয় মঠ** ৩২ নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) **শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ**

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

(৩২) **পরমহংস মঠ**, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) **কৃষ্ণচৈতন্য মঠ** পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) **শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ**—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) **ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ**—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণরজ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) **কুঞ্জবিহারী মঠ**—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) **গোষ্ঠবিহারী মঠ**—শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) **দিল্লী গৌড়ীয় মঠ**—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূগানন্দী।

(৩৯) **ব্যাসগৌড়ীয় মঠ**—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) **সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ**—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) **মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ**—পোঃ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

(৪২) **সরভোগ গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৩) **অমরসি গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ—অমরসি, মেদিনীপুর।

(৪৪) **বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ**—বালেশ্বর।

(৪৫) **পাটনা-গৌড়ীয়মঠ**—১০০ মিঠাপুরা, পাটনা

(৪৬) **গয়া-গৌড়ীয়মঠ**—চিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া। রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, বাগরত্ন।

(৪৭) **বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়**—প্রোক্টার রোড, হোটানি বিল্ডিং, ব্লাক নং ১, বোম্বে—৭

(৪৮) **রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়**—লুইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৪৯)-**লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়**—৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৫০) **বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়**—Berlin W 30 Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। ভক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (২য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাংনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। [illegible] (বাঁ[illegible]
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৶
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৴১০
[illegible] ধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অপরাধক ৴০
৪৭। সদাচার স্মৃতিঃ ৴০
৪৮। বল্লাদশকম্লাক্ষক (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মানঃশিক্ষা (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ নখ্দর
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সংস্কৃত দিগ্দর্শনঃ ।০
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পো বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিংএর চারদিক খোলা শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ অসচ্ছল বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বেঙ্গলের পাচন
সর্ব্বরোগে মহৌষধ

রবিনসনের "পেটেন্ট" বার্লি সময়ের রুচি রক্ষা করে

একশত বৎসরের অধিক দিন ধরিয়া ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্লি জল এবং বার্লি কাঞ্জি রূপে পরিগণিত হইয়াছে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে ভাদ্র, ১৩৪২, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, শনিবার [১৬২তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আসন্ন সমরের জন্য আবিসিনিয়ার আয়োজন

আসন্ন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আবিসিনিয়া সরকার সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। বিমান আক্রমণের ফলে যাহাতে সামরিক উপাদানের কোন ক্ষতি না হইতে পারে, তজ্জন্য আদ্দিস আবাবার নিকটবর্ত্তী নগর সমূহ হইতে সকল প্রকার সমরোপকরণ সমূহ নিরাপদ স্থানে অন্যত্র সরান হইতেছে। সান্ধ্য আইন প্রয়োগ করার ফলে কোথায় ঐ সমস্ত সমরসম্ভার রাখা হইয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। ইথিওপিয়ান্ জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী বলেন যে, ইটালীতে বিমান আক্রমণের ফলে সামরিক বিভাগের কোনও ক্ষতি হইবে না; এ আক্রমণদ্বারা কেবল মাত্র বে-সামরিক লোকজন, বাড়ীঘর গির্জ্জা প্রভৃতির ক্ষতি সাধিত হইতে পারে।

সীমান্তে গুলীবর্ষণ—কিছুদিন হইতে একদল মোমন্দ লস্কর হালিমজাই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পেশোয়ারের সৈন্যদল রাত্রিতে মার্চ্চ করিয়া যাইয়া গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভোরের দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং প্রভাতে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কিন্তু পরে লস্কর বাহিনী পুনরায় অগ্রসর হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে মেশিনগান চার্জ্জ করা হয়। ফলে ১ জন নিহত ও ৫৯ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অর্থনৈতিক সম্মিলন—আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায়, নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মিলনের উনবিংশতি অধিবেশন হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর ঢাকা ইউনিভারসিটি ক্লাবে ঢাকার বিশিষ্ট জনসাধারণের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের এক সভায় এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ ডি বানার্জ্জি সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার এ, রহমান ও মিঃ কে, জাহাবুদ্দিন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরলোকগত মতিলাল ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—পরলোকগত মতিলাল ঘোষের এয়োদশ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য গত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা এলবার্টহলে কলিকাতা নগরীর বিশিষ্ট নাগরিকগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতের নানাস্থান হইতে জনগণের শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রেরিত চিঠি সমূহ সভায় পঠিত হয় ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরলোকগত মতিলালের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা—গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী বলেন যে ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৪-৩৫ সালে সৈন্য ও অফিসারগণকে প্রেরণ বাবদ যথাক্রমে ৪৯৩৬০৮০, ৫৪৬৭২৯৭, এবং ৫৯৮৪০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐ টাকার অধিকাংশই ভারতকে সমর আফিসের মারফত প্রদান করিতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার গ্রীগ জানান যে, কয়েকটী দেশে নূতন করিয়া মুদ্রার মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত দেশ, রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য এপ্রকার ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যান্য দেশে মুদ্রার মূল্য বদল করায় উহার প্রতিক্রিয়া-প্রতিরোধকল্পে ভারত সরকার প্রচলিত মুদ্রার মূল্য নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন না।

সমর-সচিবের পদত্যাগ—জাপানের প্রধান মন্ত্রী সমরসচিব জেনারেল সেনজুরো হায়াশীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ সমর পরিষদের অন্যতম সদস্য জেনারেল কাওয়া শীমা সমর সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লেঃ কর্ণেল নাগাটার হত্যাই জেনারেল হায়াশীর পদত্যাগের কারণ।

নৌকা ভস্মীভূত—গত ১লা সেপ্টেম্বর ফরিদপুর বিলরুট ক্যানালের মধ্যে পাট-বোঝাই একখানা নৌকা আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এ নৌকার মাঝিরা নৌকায় প্রদীপ জ্বালিবার সময় একগাছি পাটে আগুন ধরে। পরে সমস্ত নৌকায় আগুন ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা আগুন নিভাইতে অক্ষম হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ রক্ষা করে। ক্ষতির পরিমাণ তিন হাজার টাকা বলিয়া প্রকাশ।

কয়েদীর আত্মহত্যা—গত ৩০শে আগষ্ট ভোর জেলার শ্রীহট্ট জেলে জনৈক মুসলমান কয়েদী পিঞ্জরার উপরের লৌহদণ্ডের সঙ্গে গামছার সাহায্যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার ১৪ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে সে ১১ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল।

বিষাক্ত বাষ্পে দুইজনের মৃত্যু—জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় তাহেয়ায় বিষাক্ত গ্যাসের ফলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ যে, একটি শস্যের গোলা অনেক দিন বন্ধ থাকিবার পর খোলা হয়। একজন লোক শস্য বাহির করিবার জন্য গোলায় প্রবেশ করামাত্র বিষাক্ত বাষ্পে তাহার শ্বাসরোধ হয়। সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ঘটনা তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানান হয়। পুলিশ তথায় উপস্থিত হয়। তাহাদের অনুরোধে একজন চাষার প্রেরোক্ত ব্যক্তির মৃতদেহ বাহির করিবার জন্য গোলায় প্রবেশ করে; কিন্তু সেও ফিরিয়া না আসায় তখন পুলিশ সমস্ত গোলাটি ভাঙ্গিয়া সে চাষাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেও বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমেরিকায় প্রবল ঝটিকা—প্রবল ঝটিকার ফলে ফ্লোরিডা প্রদেশে শতাধিক লোক নিহত এবং সহস্র সহস্র লোকের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ ঝড় বহুদিন দেখা যায় নাই। কিবপেই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঝটিকার প্রচণ্ডতা এত অধিক হইয়াছিল যে, অট্টালিকাগুলি দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মত চূর্ণবিচূর্ণ এবং পরস্পর পরিচ্ছন্ন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যাঘাত ঘটে নাই। ক্ষতির পরিমাণ ঠিক জানা যায় নাই।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-পীঠ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভক্তমণ্ডলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্ট তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসংঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ-জিউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠ-রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমনোমোহন দাসাধিকারী

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—শ্রীপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

(৮) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরসেবা

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ ভালুকা (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১১) তেঁতুলিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি,

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাবড়া)

এখানে ষড়্ভুজ ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—সুন্দরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকিটিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগাড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক— শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক-শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক-শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী, পোঃ কোতোল জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক-ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ ভূধরাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

(৪২) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ—পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৩) আমরাস গৌড়ীয়মঠ—পোঃ—আমরাস, মেদিনীপুর।

(৪৪) বালেশ্বর গৌড়ীয় মঠ—বালেশ্বর।

(৪৫) পাটনা-গৌড়ীয়মঠ—১০০ মিঠাপুরা, পাটনা

(৪৬) গয়া-গৌড়ীয়মঠ—চিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, রাগরত্ন।

(৪৭) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়—প্রোক্টার রোড, কোটাল বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে—৭

(৪৮) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—লুইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৪৯)-লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—৩ গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৫০) বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—Berlin W 30 Eisenacher strasse 29 I.

ল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

দ্বাদশ দিবস— ৩-৯-৩০, মঙ্গলবার

যস্যালোড়িত ... জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিজপত্যাশীঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

সেই কোন এক পুরুষোত্তম বস্তুকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয়-লীলা-বৈচিত্র্য-প্রদর্শন বক্ষে জলধিকে স্বীয় শুভ্র সীমায় লীন করিয়াছিলেন (মৎস্যাবতার), যাঁহার পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডল সংগ্রথিত হয় (কূর্ম্মাবতার), যাঁ'র দন্তে পৃথিবী (বরাহাবতার), যাঁর নখে হিরণ্যকশিপু বিলীন হ'য়েছেন (নৃসিংহাবতার), যাঁর পাদপদ্মে আর পৃথিবী বিলীন আছে, 'ত্রেধা নিদধে পদম্' বিচারে বামনদেব, যাঁর ক্রোধে ক্ষত্রপ্রকৃতি ব্যক্তিসকল বিনষ্ট হ'য়েছেন (পরশুরামাবতার), যাঁর শরে দশানন রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়েছেন (রামাবতার); যাঁর পাণিতে প্রলম্বাসুর নিহত হ'য়েছেন (শ্রীবলদেব) বিশ্ব যাঁর ধ্যানে বিলীন (বুদ্ধাবতার), আর যাঁর আগমনে অধার্ম্মিককুল বিনষ্ট হ'বে (কল্কি)। সেই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। এই শ্লোকটি শ্রীজয়দেবের "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোকের সঙ্গে একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

কপটতা করার দরুন বলদেবের দ্বারা প্রলম্বাসুর বধ হ'য়েছিল। যেমন বুদ্ধ তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি ক'রে সমগ্র বিশ্বের সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণা-মূর্ত্তির প্রকাশবিশেষ হইয়া শোকরহিত সাম্যযোগে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হ'য়ে পশুহিংসাদি বাধা দিয়েছিলেন, সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রলম্বাসুরকে ধ্বংস ক'রেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ধ্বংস ক'রেছিলেন, বরাহদেব পৃথিবী ধারণ ক'রেছিলেন, কূর্ম্মদেব মন্থনদণ্ড মন্দারপর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে কণ্ডূয়ন জন্য সুখানুভূতিক্রমে নিদ্রালু হন। নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার ক'রেছিলেন। সেই দেবতাটি কৃষ্ণ; নিমিত্ত উপলক্ষে বিভিন্ন রূপ প্রকট ক'রে ভিন্ন ভিন্ন নৈমিত্তিক অবস্থোচিত দৈত্যবধলীলা প্রকাশ ক'রেছেন। হয়গ্রীবাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত বেদ জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন, মাছের আঁশে জলধির জল শুকিয়ে গেল, তা'তে বেদ উদ্ধার হ'ল। সত্যব্রত রাজার সময়ে কৃতমালা নদীর ধারে দাক্ষিণ দেশে মৎস্যাবতারের প্রকট-লীলা রাজাকে ওষধি ও নৌকা-দানে প্রলয় হ'তে রক্ষা করেন। অর্থাৎ স্বর্গ প্রমুখ বিশ্ব জড়রসে নিমগ্ন ছিল, তা'কে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে দেবপ্রাপ্য দ্রব্যাদি দান ক'রেছেন।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥
(ভাঃ ১২।১৩।২)

পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত-সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ বেলাচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হয়তেছে না।

ভাগবত ১২ স্কন্ধে সেই বিচারে মন্দারক্ষেপ জগন্মণ্ডলকে পৃষ্ঠে ধারণ ক'রেছিলেন। জগৎ আলাদা ছিল না, ভগবৎ-পৃষ্ঠে লীন হ'য়েছিল, বামনদেব দানবাধিপতিকে পদদ্বারা আক্রমণ, রামচন্দ্র রাবণকে শরদ্বারা আঘাত ক'রেছিলেন; আর কল্কি অধার্ম্মিককুলকে অসিদ্বারা বিনাশ করবেন। চা'র যুগে এই দশ অবতার। অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

এই বিচারে সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা পাই। তাঁ'তে বিশেষ রস মধুররসের বিচার পাই। তদন্তর্গত সকল রস। অন্য কোন লীলায় এক রসটী পাই না। বৎসল রসের বিচার কিছু কিছু পাই রামচন্দ্রে। যেমন দশরথ রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হ'লেও তিনি কৈকেয়ীর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বাৎসল্য-রসসেবা হ'তেও ন্যূনাধিক বঞ্চিত হ'লেন; এখানে আপনারা বেশ বিচার ক'রে দেখ্‌বেন, নন্দের বাৎসল্য কি প্রকার। নন্দ স্বায়ম্ভুব কৃষ্ণে কিরূপ আসক্তি ও সেবাপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। দশরথের রামসেবা আর যশোদা-নন্দের কৃষ্ণসেবা এই দুইটীর তুলনা করলে দেখা যায়, দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাহার্থে 'প্রাণপুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামকে রাজ্য হ'তে অরণ্যে নিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন—

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ॥

কিন্তু নন্দ তা' করেন নাই। যখন অক্রূর কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন, সেই সময় নন্দ কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কত না যত্ন ক'রেছিলেন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন (পরবর্ত্তী সময়ে স্যমন্তকপঞ্চক হ'তে আগমন বা ... আর একে ... সেন নাই)। নন্দ কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়া আনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু দশরথ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হ'য়ে কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য দশরথ রামের জন্য নিজ প্রাণ ত্যাগ ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু বৎসল-রসের কি পরিমাণ ক্ষতি হ'ল, সাধুগণ বিচার করুন। নন্দের ও দশরথের বাৎসল্য আলোচনা করলে দেখা যায়—দশরথ বিধিবাধ্য হ'য়ে রামকে সিংহাসন হ'তে অবতরণ করিয়ে বনে পাঠা'লেন, আর নন্দ ব্রজে বাৎসল্যরসের সর্ব্বতোভাবে পুত্র-সেবার যত্ন ক'রলেন। তা'হ'লে রামচন্দ্রের উপাসনাকারী দশরথ রামসেবায় বিচ্যুত হন, কিন্তু নন্দের কৃষ্ণসেবায় আদৌ বিচ্যুতি দেখা যায় না। অনেকে মনে করেন, বৎসল-রসের ব্যাপার ত' রামচন্দ্রেও আছে, এখানে রসের বিচার আলোচ্য।

কৃষ্ণ দ্বাদশরসের একমাত্র আশ্রয়। কেউ বলেন, রামই ত' কৃষ্ণ, তখন রামের উপাসনাতেই কাজ মিটবে, কিন্তু দেখুন, দণ্ডকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষি বহুকাল তপস্যা ক'রে রামের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও অগণিত গুণগণ দর্শনে প্রোৎসাহান্বিত হ'য়ে যখন বিচার ক'রলেন, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আলিঙ্গন করাই কর্ত্তব্য—মধুররতি-বিশিষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে পেতে পারলেই ভাল, তদুত্তরে সর্ব্বরসাশ্রয় রামরূপী কৃষ্ণ বললেন—'আমি একপত্নীধর, আমার দ্বিতীয়পত্নী গ্রহণের উপায় নাই, কেননা সীতা একপতিব্রতা।' সাতা রাবণের যত্ন-মধ্যে প্রবিষ্ট হন নাই। শূর্পনখা প্রভৃতি যখন রামের নিকট সেই রকম বিচারে আগ্রহান্বিত হ'য়েছিল, তখন রামচন্দ্র তা'কে স্বীকার করেন নাই, কেননা তাঁ'র (রামচন্দ্রের) একমাত্র পত্নী সীতা, সুতরাং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণকে তাঁ'র প্রত্যাখ্যান ক'রতে হ'য়েছিল। তখন পুরুষশরীর তপস্বিগণ জন্মান্তরে স্ত্রীদেহ—গোপীগর্ভে জন্মলাভ ক'রে কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ ক'রেছিলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যদি কোন আত্মা ঐ প্রকার বিচারে ভগবানের সঙ্গে মধুররতিতে আগ্রহান্বিত হন, তাঁ'র নিত্যা সুপ্ত-প্রকৃতি উদিত হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, তাঁ'কেই পাওয়া দরকার, তবে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া গোপীগর্ভে নিত্য জন্মলাভ ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হ'বে,—তাপসদেহ বা অন্য কোন অনিত্য দেহে তাঁ'কে পাবার উপায় নাই। রামচন্দ্র সেই তাপসদেহকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। মধুর রতিতে এই যে চিত্র, সেই প্রকার বৎসলরতি-বিচারে যদি কেউ বলেন যে, দশরথ রামকে সেবা ক'রে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন—তা'তে বিচার এই,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

কতকগুলি লোক বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যস্ত, কেউ স্মৃতি-শাস্ত্র আলোচনায়, কেউ মহাভারত-শ্রবণে ব্যস্ত, এঁ'দের সকলেরই বিচার—'আমরা ভবার্ণবে ডুবে যাচ্ছি, এ হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার, শুদ্ধবাৎসল্যরসরসিকের বিচার এই যে,—আমি সেই নন্দেরই বন্দন করি, যাঁ'র অলিন্দে স্বয়ং পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি (ভবভয়ে ভীত হ'য়ে) বেদ, স্মৃতি, মহাভারতাদি শুন্‌তে যা'ব না। সংসারকষ্ট থেকে নিবৃত্তির জন্য কেউ স্বাধ্যায়নিরত হ'ন কেউ বা স্মৃত্যাদির অনুশীলন করেন তাঁ'রা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে ভাগবতকথা ভোগময়কর্ণে বিকৃতভাবে শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁ'দের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পর্য্যন্ত, পঞ্চমবর্গের কথা—একমাত্র ভগবান্‌ই প্রীত হউন, এই বিচারে তাঁ'দের চেষ্টা নাই। আমার সুবিধা হউক, আর ভগবানের কেবলমাত্র সুখ হউক এই বিচারদ্বয়ে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। একজন ভক্ত, আর একজন অভক্ত। অভক্ত সর্ব্বদা 'নিজের' সুবিধা খুঁজেন, 'আমি ধার্ম্মিক সাধু হই, আমার কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হউক'—এই সমস্ত বিচার করেন। সূর্য্যের নিকট থেকে ধর্ম্ম, গণেশের পূজা ক'রে অর্থ, শক্তির নিকট হ'তে কামনাপূর্ত্তি এবং রুদ্রের নিকট হ'তে মোক্ষ আদায় করাই তাঁ'দের বিচার। চা'র জনের নিকট থেকে আদায় ক'রব, কিন্তু তাঁ'দের দেব কি? না, কপটতা, যদি আমাদের ব্যাঘাত কর তবে পূজা ছাড়্‌ব; কিন্তু বিষ্ণুপূজা সে রকম নয়, আমরা আদায় নেবার পরিবর্ত্তে তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব আদায় ক'রে নিবেন, তিনি কামদেব। অন্য দেবতার কাছে কেবল আদায় নেবার জন্য পূজার নামে কপটতা করা কামকামীর কার্য্য, কিন্তু ভক্তের কৃত্য কামদেব বিষ্ণুর কামনাই পরিতৃপ্ত করা। একজন সেব্যের সেবা কিসে হয় তা'র জন্য ব্যস্ত, আর অপরে সেবক নাম নিয়ে তাঁ'দের কল্পিত সেব্যের পকেটে হাত দেবার জন্য ব্যস্ত। শিবাদি-পূজার ছলনা ক'রে কিছু আদায়ের চেষ্টামাত্র, কিন্তু "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ"—শ্লোকে ভগবান্ বল্‌ছেন—এঁ'রা অবিধি অর্থাৎ অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে চাকর ক'রে নিজেরা প্রভু হ'বেন, আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবেন, কিন্তু আমি সেয়ানা, আমি আদায় নে'ন, তাঁদের দিয়ে সেবা করিয়ে নে'ব। আমার ভক্ত আবার আমা অপেক্ষাও চতুর, তাঁ'রা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমি অভক্তকে আমার মূর্ত্তি দেখাই না, অন্য মূর্ত্তি প্রকট করি। ভক্তসকল প্রভুকে সেবা করেন ব'লে প্রভু নিজের মূর্ত্তি বদল করেন না, কিন্তু

অভক্তের নিকট ভগবান্‌কে যাত্রাদলের সাজ পরার মত কাপড়-চোপড় প'রে অন্য দেবতার চেহারা করতে হয়।

নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, নৃসিংহাদি সবই বিষ্ণুদেবতা। অন্যদেবতা—বিষ্ণু নহেন যাঁহারা তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু চাই,—যেন খাজাঞ্চী ক'রে ফেলি, যেমন ব্যাঙ্কে টাকা রেখে চেক্ কেটে টাকা বে'র ক'রে নেই, টাকা দাদন দিয়ে তা' আবার সুদ সমেত আদায় করি—সেই রকম আমাদের যে ভগবান্‌কে নমস্কারাদি দাদন দেওয়া তা'ও তা' থেকে কিছু আদায় ক'রে নেওয়ার ফন্দি। 'ধনং দেহি, মনং দেহি' প্রভৃতি 'দেহি' 'দেহি' ক'রে কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে নেই, তাঁর (ভগবানের) ভক্তবাৎসল্যবিচারে অনুমোদিত যা' আকাঙ্ক্ষা তাই পূরণ করাই ভক্তের বিচার। অভক্তেরা বলছেন গণদেবতা ঈশ্বর। গতকল্য গণেশ-চতুর্থী গেল, বাংলাদেশে গণেশের পূজা খুবই কম, এখানে কেবল দোকান ঘরে অর্থসাধনের জন্য গণেশমূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু উৎকল দেশে ও বোম্বাই প্রভৃতি পাশ্চাত্য অঞ্চলে গণেশের পূজা খুব বেশী।

চা'র প্রকার দেবতার পূজার বিনিময়ে সেবককে সেব্যের জন্য নিত্যকাল সেবাই দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের অন্তরূপ সেবা সেবকের ইন্দ্রিয়তোষণ মাত্র। অন্য-দেবতা-পূজকের সেবা-চেষ্টা-প্রদর্শন কেবল ছলনামাত্র, বণিকের দোকানে জিনিষ কিনতে গেলে যেমন 'ফেল কড়ি মাখ তেল' বিচার—সেইরকম। যথাদি চতুর্ব্বর্গকামী যখন মহাদেবের পূজা করেন, তখন মুক্তিকামী হ'য়ে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' বলেন, তাঁ'র সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যা'ব এই রকম বিচার করেন, তা'কেই তাঁ'রা মঙ্গলপ্রাপ্তি ব'লে মনে করেন। মোক্ষকামীর—মুমুক্ষুর এই প্রকার চিন্তাস্রোত। বুভুক্ষা হ'তে আর তিন প্রকার (গণেশ, শক্তি, সূর্য্য) দেবতার পূজা। প্রার্থনার পালা আমাদের, তাঁ'রা (দেবতারা) আমাদের সেবা ক'রতে নারাজ। আমরা যেমন ব'লে থাকি 'আপনার কি সেবা করতে পারি? আমার প্রতি কি আদেশ হয়? বলুন'—এই প্রকারে তাঁ'রা যেন আমাদের (প্রার্থীর) আদেশ প্রতীক্ষায় থাকেন। ভগবদ্ভক্তের ঐ রকম কৈতবময়ী প্রার্থনা নাই। ভগবান্ বাসুদেবের প্রীতিই তাঁ'দের একমাত্র প্রার্থনার বিষয়। পঞ্চোপাসনার প্রণালী ভাগবতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হ'য়েছে। পূর্ব্বে একমাত্র একল বিষ্ণু নারায়ণই ছিলেন—

একো বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ—ব্রহ্মরুদ্রাদি ছিলেন না। তাঁ' থেকেই (ভগবান্) এক দুই মূর্ত্তি প্রকট হ'য়েছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে জগৎ প্রকাশ এবং মহাদেবের দ্বারা বিনাশ হয়।

অন্যদেবতার পূজা করতে হ'লে শালগ্রাম এনে তাঁ'দের প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠার সাহায্য-বিধান ক'রে থাকেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব না হ'লে ভক্তিরসাস্বাদের সম্ভাবনা থাকে না, সেই রসবিচারে দেখতে পাওয়া যায় কৃষ্ণ একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, একমাত্র আকর্ষক। অন্যান্য অবতারগণ তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ ক'রে থাকেন, যাঁ'রা অন্যায় ভোগে ও ত্যাগে প্রবৃত্ত থাকেন না, তাঁ'দের তিনি আকর্ষণ করেন।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন ভগবান্ আমার পতি হউন, রামের উপাসনা দ্বারা তাহা হয় না, কৃষ্ণের উপাসনা করতে হয়। যেমন অনূঢ়া গোপীগণ ব'লেছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।

—দেবীর কাছে ইতর কামনা না ক'রে কৃষ্ণকামনার বিচার আমরা অনূঢ়া গোপীগণের চিত্তবৃত্তিতে লক্ষ্য করি। আমরা ঐরকম মহাদেবের পূজার সময় ব'লে থাকি।

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥

হে গোপেশ্বর, তুমি বৃন্দাবন নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত বর্ত্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্রাঙ্কিত তিলক, সনক, সনন্দন, নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা ক'রে থাকেন। ('বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে) তিনি একমাত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক ব'লে সনকাদি সাতজন তাঁর পূজা ক'রে থাকেন—(সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি সপ্তমূর্ত্তি) ভগবানের পূজা ক'রতে হ'লে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বিচারে সর্ব্বাগ্রে মহাদেবের পূজা ক'রতে হয়। বদ্ধজীবগণ মহাদেবের পূজা ক'রতে পারে না, একমাত্র মুক্তপুরুষই শুদ্ধভাবে ভগবানের পূজা ক'রতে পারেন। সেই মহাদেব সর্ব্বক্ষণ রামনামগানে মত্ত, ভগবান্ ও মহাদেবের পূজা পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধিতে করতে হয় না। সকল দেবতা তাঁ'রই আশ্রিত, তাঁ'র পূজা ক'রলেই সকল দেবতার পূজা হ'য়ে যায়। জীব যখন উপাধিশূন্য হ'বে, গুণ সুখ সবার ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তখন তাঁর দ্বারা নিত্য-কাল কৃষ্ণ-উপাসনা হ'বে।

তা'হ'লে লোকে ব'লতে পারে যে, তবে কি কেবল বিষ্ণুর উপাসনাই হ'বে, অন্যান্য দেবতাগণ কি নষ্ট হ'য়ে যাবে? তা' নয়, সব দেবতা ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রেই রয়েছেন, সকলই ভগবানের আশ্রিত এবং সকলেই ভগবানের পাদপদ্মেরই উপাসনা করেন।

যথা—'অনুদিনমিহ ... মনঃ পঙ্ক্তিরস্মাকম্' [illegible] দিবার ... বিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবা না করা পর্য্যন্ত আমাদের অপবিত্রতা থাকে, ভোগের ভাব আসে, সেটা ধর্ম্মাদিকামী লোকের কামনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তাঁ'রা কেবল কৃষ্ণসেবাই ক'রতে চান্, তার বিনিময়ে কিছু চা'ন না—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভক্তের পদবী সামান্য নয়, তাঁ'রা খুব প্রকাণ্ড ব্যক্তি। তাঁ'রা এখানকার কোন লোভে লুব্ধ হন না, অভক্তগণ ভক্ত হ'বার ছলনায় যে বিটলেমি করে, সেটা ভক্তি নয়। চাব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ-সেবা করার বুদ্ধি যাঁ'দের, তাঁ'রাই সেবক।

পরমানন্দস্বরূপ হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবার সহায়তা করাই নিত্যা ভক্তি। অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষবাসনা থাকা কাল পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। ভক্তির চেষ্টা বটে, কিন্তু ভক্তির বিরুদ্ধ বিচার। তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে সর্ব্বদা বিষয়-ভোগে দিন কাটাচ্ছে, তাদের ভক্তির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, তা'হ'লে শরীর থাকার দরুণ কি ভজনে অযোগ্যতা আছে? তা' নয়, ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অপব্যবহার হ'চ্ছে তা' না ক'রে তা'র নিত্য পরিবর্ত্তন ক'রতে হ'বে। নাস্তিকই বলুন, অন্য দেবপূজকই বলুন, সকলেরই দর্শন ভিন্ন, চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর দর্শন অন্যরূপ। তাঁ'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কামের জন্য সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির পূজা এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বুদ্ধি অন্য প্রকার। পঞ্চোপাসনার মধ্যে সেবার নামে যে চাতুর্য্য তা'দের—গীতার গীতে 'যজ্ঞার্থে অর্পিত পুরুষকর্ম্ম' বিষয়টা জানা থাকলে ঐ প্রকার বিচার হ'ত না। সেবার নাম ক'রে চতুরতা ঠিক নয়। যেমন ঠাকুরঘরে চোর বিষ্ণুপূজা করতে না ঢু'কে বিষ্ণুপূজার উপকরণগুলি নিয়ে স'রে পড়ে, সেই প্রকার ভোগপরায়ণদের বিচার। ভোগের জন্য ভগবানের পূজা হয় না, ভগবান্ কেবল সেবা নেন। প্রহ্লাদ ব'লেছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

যাঁ'রা মায়া-দ্বারা আবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণকে কেবল মেপে নেওয়া ধর্ম্মে নিযুক্ত রেখেছে, তাঁ'রা বিষ্ণুকে স্বার্থগতি ব'লে জানে না। যা' কৃষ্ণ নয় সেইসকল বস্তু ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না ক'রে তা'রা দুরাশাযুক্ত। উচ্চ আশা, অসৎ বুদ্ধি অন্যায়রূপে ভোগে নিযুক্ত। চক্ষু দিয়ে ছবি, সিনেমা দেখবে, রঙ্গালয়ে যাবে। কাণ দিয়ে গান শুনবে, কিংবা রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল্ নিয়ে লালসার কথায় ব্যস্ত থাকবে—এরকম ক'রে সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়, বাহিরের দিকে অর্থচেষ্টা প্রয়োজন নয়; এটা ভবপুরের ব্যাপার। পৃথিবীতে যা' আছে সেটার জন্য ব্যস্ত হওয়া দিল্লীর লাড্ডুর মত, 'যো খায়া সো পস্তায়া, যো নাহি খায়া সোভি পস্তায়া'। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার ঠিক নয়, দু'য়েরই অসুবিধা আছে। দুরাশয় ছেড়ে সদাশয় হ'তে হ'বে, সৎ—বিষ্ণু, তা'তে আশাযুক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার কামনা, তা' না হ'লে দুরাশয়—বিষ্ণুর প্রভু হ'বার চেষ্টা। আমরা বাহিরের প্রয়োজনকে অধীন করার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি, কেন হ'য়েছি,—অন্ধকে গুরু করেছি ব'লে। একজন অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের হাত ধ'রে নিয়ে গে'লে দু'জনেই খানায় পড়ে, সেইরূপ কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু প্রভৃতি বাস্তবিকই অন্ধ, কোন জিনিষটা দেখবে, কে দেখবে এ সমস্ত বিচার হয় না ব'লে অন্ধ।

তা'রা ঈশতন্ত্রীতে বদ্ধ। ঈশতন্ত্রী—ঈশ্বরের তন্ত্রী—টানা ও পড়েন, দু'টো সূতা দিয়ে কাপড় বুনা হয়, এ রকম বেদরূপ দড়ি দিয়ে মানুষ বেশ ক'রে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অন্ধকারে ... [illegible] দরকার। কৃষ্ণকে ভজন না ক'রে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, গৃহপতির সেবা না ক'রে গৃহপতি হ'য়ে প'ড়ে গৃহব্রত হ'চ্ছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"

—গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়, যাতে সংসারটা হয়। সমাবর্ত্তন ক'রে তা'তে বদ্ধ হ'য়ে প'ড়ছে। কিন্তু তিনদণ্ডী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন—

শ্রীমূর্ত্তি-কথায় ... [illegible]
[illegible]

[illegible]

ক'রে দিন কাটাচ্ছেন। ... শ্রীমূর্ত্তির কথায় বড় আনন্দলাভ ক'রেছেন। ... [illegible] বিচার হ'য়েছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এই প্রকার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। ... শ্রীচৈতন্য-দেব ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার ক'রলেন, ... [illegible] অন্ধকার থেকে গেল। তা ... [illegible]

রাক্যকে কাব্য বলে। বাক্যের সংজ্ঞা—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি—এই সকল সংযুক্ত হ'য়ে যে পদসমূহ তা'কে বাক্য বলে। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। সেই কাব্য-বিষয়ে ব্রহ্মা রসিক ছিলেন। তাঁ'র হৃদয়ে রসিকবর ভগবান্ বেদ-জ্ঞান বিস্তার ক'রেছেন; তাঁকে রসাত্মক কাব্য ব'লেছিলেন। তা'তে ব্রহ্মার যোগ্যতা আছে। 'যোগ্যতা' মানে পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপণে বাধার অভাব। 'আকাঙ্ক্ষা' অর্থে উদ্দিষ্ট ব্যাপার, আর 'আসক্তি'—বুদ্ধির ব্যবচ্ছেদরাহিত্য। পদের সমুচ্চয়ে যে-সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাতে ঐ তিনটি লক্ষ্য করা যায়। যোগ্যতা অযোগ্যের সহিত একীভূত হ'লে কোন অর্থ হয় না, ছন্দের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। বাক্য বল্‌তে গিয়ে নামরূপগুণক্রিয়াদি না বললে জ্ঞেয় পদার্থ বলা হয় না। রসযুক্ত বাক্যে তিনটি বিষয় থাকা চাই—আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন। অনেকেই বলেন যে, দর্শনশাস্ত্র নীরস; কিন্তু তা নয়, এটি বিশেষ কাব্য। যাতে নানাপ্রকার ক্ষণভঙ্গুরতা নিরস্ত হ'য়েছে, যাতে বিজ্ঞতার অভাব নাই—সর্ব্বজ্ঞতা, অধিষ্ঠানগত পূর্ণত্ব ও আনন্দময়তা সংশ্লিষ্ট।

অনেকের উপনিষৎপাঠে আংশিকদর্শনে রসরাহিত্য-শিক্ষার বিচার হয়। কিন্তু উপনিষদ্ বলেন—"রসো বৈ সঃ।" "সঃ"টী—ক্লীবের পদ নয়, সর্ব্বনাম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু,—যাঁ'তে চেতনতা, আনন্দ ও নিত্য অবস্থান আছে। 'তৎ' পদার্থই সঃ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। 'সঃ'কে 'সা' বল্‌লে অধীন বা বশ্য স্ত্রীবিচার আসে। কিন্তু 'সঃ' পুরুষোত্তম বস্তু, তিনিই রসময়। শক্তিপর ব্যাখ্যার নিষেধার্থে 'রসো বৈ সঃ' ব্যবহৃত হ'য়েছে। সেই জ্ঞেয়, পূর্ণজ্ঞানের পদার্থই রস। অনেকের বিচার—রসরাহিত্যই জ্ঞান। জড়রসের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য জড়রস-রাহিত্য হওয়া দরকার—এবিষয়ে সন্দেহ নাই, উহাতে আমাদেরও আপত্তি নাই। কিন্তু সেই বস্তুটি জড় নীরস নয়। তা'তে রসটি সার হয়েছে। তাঁ'র বাক্য বলার ক্ষমতা নাই, তা'নয়। তিনি অভিজ্ঞ, স্বরাট্, initiative নিতে পারেন—স্বতঃকর্ত্তৃত্ব করতে পারেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের বাধাপ্রাপ্ত তাৎকালিক কর্ত্তৃত্ব নয়। Paralysis হ'লে, মরে গেলে আমাদের কর্ত্তৃত্ব চলে যায়, কিন্তু তিনি নিত্যকাল স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট, খানিক পরে জীবন বা চেতন-রহিত হয়ে যান না। রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য—কেবল জড়াশ্রয়ে কাব্যের জীবন—এরূপ নহে। আদিকবি ব্রহ্মা সেই চিন্ময় কাব্যবিৎ ছিলেন। তিনি কবি—রসজ্ঞ অর্থাৎ রসিক ছিলেন ব'লেই ভাগবতের তথ্য পেয়েছিলেন। সেইটি রসাত্মক-বাক্য-বিকাশরূপ শ্রুতিতাৎপর্য্য। তা যাঁরা শ্রবণ করতে পেরেছেন, তাঁরা আনন্দ লাভের অধিকারী হয়েছেন। সেই জন্য "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারে এই কথাটি বলা হয়েছে।

সেই রসটি তিনি—আস্বাদকের আস্বাদন তাঁহা হ'তে পৃথক্ নহে। তিনি হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—ত্রিশক্তিযুক্ত। তাঁরই একদেশে জগৎ অবস্থিত।

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"

একদেশ হ'তে রশ্মি নির্গত হয়ে স্থানটি আলো করেছে, তাঁর শক্তি এদেশে—অচিৎ-শক্তি পরিণত জগতে আলো দান করছে। চেতনরাজ্যে অবস্থিত হয়ে অচেতনরাজ্যে রশ্মি প্রসার করছে। জীবশক্তিতেও চেতনধর্ম্ম, আনন্দ-ধর্ম্ম ও সন্ধিনীর ধর্ম্ম এসে উপস্থিত হচ্ছে। 'আমি মরে যাব—একথাটি ঠিক হয় না, আমার শরীর থাকবে না। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতের সহিত যে মিশ্রচেতনভাব এটা থাকবে না। জড়বস্তুতে যে অভিজ্ঞান পেয়েছি, শরীরপতনে সেটা থাকবে না, যেমন বৃক্ষ—তার স্থূল আকার ও ধারণা জড় থেকে এসেছে, অচিন্মিশ্রভাব চেতনে প্রবেশ করেছে, দ্রষ্টার দর্শনের মান—gradation অনুসারে বস্তুর জ্ঞান হয়েছে, যেমন পাঁচ বৎসরের শিশুর ও চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির কাব্য প'ড়ে যে জ্ঞান, তাদের উভয়ের সাহিত্যবোধ একরকম নয়। আংশিকতা-ধর্ম্ম জ্ঞাপক হ'লে তৎসঙ্গে সঙ্গে উহা প্রসারিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়, অনেক বিচার আসে, সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তা হ'লে সকলের জ্ঞান সমান নয়। যে যতটা কৃষ্ণানুশীলন ক'রবে, সে ততটা নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বা পারিপার্শ্বিকতা জানতে পারবে। কৃষ্ণেতর পদার্থ আলোচনা করলে—আমার ভোগ্য, গাধার ভোগ্য, আমার বন্ধুবান্ধবের ভোগ্য-বিচারে অচিন্মিশ্র জ্ঞান আসে। ভোগ্যভাব-সংশ্লিষ্ট যে জ্ঞেয়পদার্থ, তাতে পূজ্যের দর্শন হয় না, কাব্যের পার্থক্য বুঝ্‌তে পারা যায় না।

কাব্য দুই প্রকার,—চেতনের কাব্য ও অচেতনের কাব্য। অচেতনের কাব্যে যে বাক্য বর্ণিত, তাতে যে রস, সেটা সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী বা পারাবত-দম্পতির রসে আবদ্ধ মাত্র। যারা প্রকৃতি দর্শন করছে, তাদের যেরকম কাব্য, তাতে জড়রসই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেইটুকুকে তা'রা রস ব'লে বিচার করে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ বস্তুটি রস, এ বিচার তাদের আসে না। "রসো বৈ সঃ" এই রসকে বেদপাঠরত ব্যক্তি জড়নিরসনার্থ বলছেন—নীরস, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব'লে বিচার হচ্ছে। "কেন কং বিজানীয়াৎ", "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র প'ড়ে নির্ব্বিশেষবিচারে চিত্ত ধাবিত হ'লে ক্লীববস্তুর ধারণা হয়। কিন্তু 'সঃ' বললে ক্লীব নহে। তিনি নিজে রস; তাঁকে লাভ ক'রলেই আনন্দ পাওয়া যায়। আত্মারামগণও সেই রসে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরিকে অনাত্মপদার্থনিষেধ-বিচারে আবদ্ধ ক'রলে বিশেষ অমঙ্গল। কিন্তু তাঁ'তে সব রস আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। আপনারা যে শ্লোকটি পূর্ব্বে শুনেছেন,—

যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

—সেই রসময় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রস ভিন্ন ভিন্ন অবতার সকলে প্রদান ক'রেছেন। শ্রীজয়দেবও ঐ কথা ব'লেছেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

সেই রসময় কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ-বিগ্রহেও রসবিলাস ক'রেছেন। কিন্তু তাতে কোন হেয়তা, অসুপাদেয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা আরোপ ক'রতে হ'বে না। তাঁরা বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁদের স্বতন্ত্র নিত্যবৈকুণ্ঠ আছে। নৈমিত্তিকলীলার জন্য এখানে এসে অনিত্যশরীর গ্রহণ ক'রেছেন—এরূপ বিচার ঠিক নয়। তাঁর মায়া-দ্বারা রচিত দেহ জ্ঞান ক'রতে হ'বে না। তা' হ'লে অবজ্ঞা করা হ'বে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥

সেই পরমভাবে যে পরমরসোদয়, সেই রসটির ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-বিশেষে যে বিকাশ, তা'তে আমরা জানি যে, তাঁরা পূর্ণ রসময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ মূর্ত্তি। যেমন মৎস্যাবতারে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—শল্কসীম্নি জলধি অলীয়ত। 'শল্ক' মানে আঁইস। তাতে জলধি লয় প্রাপ্ত হ'য়েছে। মৎস্যাবতারে ভগবান জুগুপ্সারতি প্রদান ক'রেছেন। সত্যব্রতরাজা কৃতমালা নদীতে তর্পণ ক'রছিলেন। তাঁর হাতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য এসে উপস্থিত হ'ল। তাতে অপবিত্রবোধে জুগুপ্সারতির উদয় হ'ল। 'আমিষস্পর্শ হ'ল,' এই বিচারে সেটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বিষ্ণু ব'ল্লেন, আমি ক্ষুদ্র নই, বৃহদ্বস্তু—মৎস্য নই। সুতরাং সত্যব্রত তাঁকে নিজের কমণ্ডলুতে রাখ্‌লেন। তখন বিষ্ণু তাঁর ব্যাপকত্ব-ধর্ম্ম দেখা'বার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হ'তে থাকলেন। তখন সত্যব্রত তাঁকে রাখ্‌তে না পেরে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, ক্রমে বৃহৎসমুদ্রেও কুলায় না। তখন সত্যব্রত রাজা তাঁর প্রভাব দেখে তাঁকে নারায়ণ জেনে স্তব ক'রতে থাকলেন। সত্যব্রতের হিতকামনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁকে ব'ল্লেন,—"অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে লোকত্রয় প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন হ'বে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হ'বে। তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হ'য়ে ঐ নৌকায় আরোহণ ক'রে প্রলয়সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ ক'রবে। যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হ'বে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বেঁধে দেবে। আমি ব্রাহ্মী নিশা অবসান পর্য্যন্ত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ ক'রবো।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাঁকে বিনাশ ক'রে বেদ উদ্ধার ক'রে 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ ক'রেছিলেন। এটি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হ'য়েছিল। আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে।

মৎস্যাবতারে জুগুপ্সারতির পরিচয় পাওয়া যায়। জুগুপ্সা-রতি দুই প্রকার,—একটী প্রাতিকী আর একটি [illegible]। বহু জীবাত্মা [illegible] মৎস্যযোনি [illegible], যারা তাকে খায়, তারাও তমোগুণবিশিষ্ট, ভার্গবীয় মনু বলেন—

"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ"

উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, অখাদ্য। যারা মাছ খায়, মাছগুলো আবার পরজন্মে মানুষ হয়ে তাদের খায়। যারা খাবে, তারা তখন মৎস্য হবে। এরূপ আদান প্রদান চলতে থাকে। সত্য-ব্রতের যে ঘৃণা হয়েছিল, সেটি [illegible] জুগুপ্সা [illegible] কিন্তু মৎস্যদেব পাপজনিত তমোগুণ হন নাই, তিনি বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ; অধোক্ষজ বস্তু মৎস্যরূপে এসেছেন। [illegible] ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বুঝতে পারা যায় না। [illegible] মিলিত হন। মৎস্যরূপে তিনি নিত্য [illegible], সেখানে সত্যব্রত রাজা আছেন। যারা ভগবদ্‌বস্তুকে অবজ্ঞা করে, মাছ জাতীয় মাত্র বিচার করে, তাদের নরকে গমন হয়।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ

পাথরে শালগ্রাম বিচার নরকগমনের হেতু।

পাথর রাস্তায় পড়ে আছে, মানুষ, গরু, ঘোড়া যার উপর চলে যাচ্ছে শালগ্রাম সেই রকম একটা বিচার করলে দর্শনে ত্রুটি হল। তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করতে হবে। চেতন অংশ সঙ্কুচিত হলে আমরা পাথর হই। কিন্তু ভগবান পাথর নন। পাথরে জীবনীশক্তি নাই। তারচেয়ে কিছু চেতনের বিকাশ বৃক্ষে, তদপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানব এবং তদপেক্ষা দেবতায় চেতনের বিকাশ অধিক। Phytomorphic growth হ'লে জীবনীশক্তি আছে জানতে পারা যায়। দেবতা হতে মানব, পশু, বৃক্ষ ও পাথরে চেতন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়েছে। দেবতারা জানেন, তাদের উপাস্য বিষ্ণু, কিন্তু সকল মানুষ সকল সময় এই সত্য জানেন না। কতকগুলি নাস্তিক, কতক ব্যক্তি অজ্ঞেয়তা-বাদী (Agnostic) আবার কতক লোক সন্দেহবাদী (Sceptic) নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাদের বিচার—জড় থেকে চেতনধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু চিন্মাত্র-বাদ চেতনকেই মূল বস্তু বলে স্বীকার করেন— 'Tabularasa' ... অচিতের দ্বারা আবৃত হয় মাত্র। বিষম আবরণে জগতে নিত্যের বিনিময় বিচার। সমকালীয়ের সংযোগে চিদ্বৈচিত্র্যের বিলয় প্রকাশ।

মৎস্যদেব জুগুপ্সারতির বিষয়। জুগুপ্সারতিতে সামগ্রী সম্মেলনে বীভৎস রসের উদয় হয়েছে। রস দ্বাদশপ্রকার, —হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য। আগে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি, প্রেমভক্তিতে রস—তিনটি শব্দ পর পর আছে। সাধনের ক্রমপন্থায় এই গুলি জানতে পারা যায়। প্রেমভক্তিপর্য্যায়ে ভক্তিরস। "শ্রদ্ধারতিভক্তিরসক্রমিষ্যতি"। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর প্রথম শ্লোকে এই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির কথা দেখতে পাই—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।

কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান বিধুর্জয়তি॥

ভক্তিরস ভাগবতের অভিধেয় বিচার। ভাগবত পড়া হলে আর পঙ্ক থাকবে না জড়রস থাকবে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হবে। পাঁচ প্রকার রসের নমুনা জগতে কিছু পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের দ্বারা জড়রসমল হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন না শুনে কীর্ত্তন করলে অসুবিধা। জড়ভোগপর প্রাকৃত সহজিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-রসভেদ বুঝতে পারে না। অপ্রাকৃত রসে শত সহস্র—অখিল সদ্গুণ আছে। তাতে জড়ের বিগুণভাব আরোপ করতে হবে না। এটা প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝতে না পেরে জড়রসে অভ্যাসবিশিষ্ট হ'য়ে যায়। সেইজন্য শ্রীমৎ তীর্থমহারাজ কর্ত্তৃক 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী' ঢাকায় প্রচারকালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে। ফল্গু-বৈরাগ্য হয়ে গেলে গোষ্ঠানন্দী না হয়ে জড়রসে বিবিক্তা-নন্দী হবার বিচার হলে অসুবিধা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের কথা তাদের কানে ঢোকে না। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবত রস পান কর ভাবুক রসিকের সঙ্গে। তা না করলেই অসুবিধা।

আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ভাগবতরস পান করেছিলেন। ভাড়াটিয়া পাঠকদিগের নিকট জড়রস অধ্যয়ন বাদ দিয়েছিলেন। তিনি জেনে-ছিলেন তাদের মুখে ভাগবত-পাঠ শুনতে নাই। তাঁদের অন্তর্নিহিত ভোগই ভাগবত পড়তে দেয় না। বেশ্যার মুখে গান শুনতে নাই—তাতে দোষযুক্ত বীজাণুর সংক্রামকতা প্রবেশ করে।

শত বৎসর পূর্ব্বের কথা বলছি, তখন বৃন্দাবনে অনেক অকপট উদাসীন বৈষ্ণব ছিলেন। শিরোমণি পাঠক উদর ভরণের উদ্দেশ্য সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বৈষ্ণবদের নিকট ভাগবত পাঠ করতে পারলে তাঁদের নিকট পয়সা না পাওয়া গেলেও অন্যের কাছে আদায় করতে পারা যাবে। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাগবত শুনতে স্বীকৃত হ'লেন না। ভাগবত পাঠ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন—শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙ্গার ন্যায় বিচার। প্রয়োজন—নিজেন্দ্রিয়তোষণ; কিন্তু ভাগবত পাঠ ক'রলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-বিচার আসে। আপনারা জানেন—পাঁচের অন্যতম হতে ভক্তি জন্মে, তার মধ্যে ভাগবত-পাঠ একটি। রসিকের সঙ্গে পাঠ শুনতে হবে, জড়রস-রসিকের সঙ্গে নয়, অপ্রাকৃত-রসরসিকের নিকট। জড়রসে প্রমত্ত হলে প্রলম্বাসুর হতে হবে, তাকে বলদেব আঘাতে বিনাশ করবেন, কপটতা ধ্বংস করে দিবেন।

রসবিচারটি জড়রস নয়। কাব্য প্রকাশ বা সাহিত্য-দর্পণ প'ড়ে রসজ্ঞ হব ... ভরতমুনি-রচিত নাট্যশাস্ত্র কাজ চলবে না। আদিকবির রস স্বতন্ত্র। সেটা উদিত না হলে "আছাড় বিছাড় বিলাপ" বিচার আসে।

গুরুদেবে মনুষ্যজ্ঞান হলে নরকে গমন করতে হবে। গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি এই যে, আমি তাঁর থেকে বুদ্ধিমান অথবা আমাপেক্ষা তিনি কিছু অধিক বুদ্ধিমান, তাঁর বুদ্ধি বাড়িয়ে দেব, তাঁর আর্থিক উন্নতি করে দেব ইত্যাদি। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করতে হবে না। এই বৈষ্ণবটি জার্ম্মাণ দেশের, এটি ভারতবর্ষের, ইনি বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নন ইত্যাদি বিচার হলে সর্ব্বনাশ। তা'হলে অহংমমভাব নামাপরাধ প্রবল হয়ে বৈষ্ণবতা হতে বিচ্যুতি ঘটাবে। যদি কেউ বলেন, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই, ওদের হরিভক্তি হবে না, (মাধ্ব তত্ত্ববাদিশাখার যে প্রকার মত, তারা বেশী conservative) কিন্তু তাতে মহাপ্রভু বলেন—মধ্বের মতে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই, "কৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং। স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ॥ গীতায়ও বলেছেন—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

শ্রীরামানুজ আচার্য্য শ্রীশঠকোপদাস প্রভৃতি আলোয়ার গণকে নিজগুরুপাদপদ্মের অভিন্নতত্ত্ব ব'লে জানেন। তাঁ'রা লৌকিক বিচারে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। অবরকুলে উদ্ভূত শঠকোপ দাস দ্রাবিড় আম্নায়ের রচয়িতা। তাঁকে আলবন্দার মুনি স্তোত্রে বিভিন্নরসের উপাদান ব'লে বর্ণন করেছেন—

"মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ

সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।

আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং

শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

শ্রীসম্প্রদায়ে আলোয়ারগণকে 'দিব্যসূরি' ব'লে থাকেন। কাসারমুনি, ভূতযোগী, মহাযোগী, ভক্তিসার, শঠারি বা শঠকোপ, কুলশেখর, বিষ্ণুচিত্ত, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, মুনিবাহ, চতুষ্কবি—এই দশজন সর্ব্ববাদিসম্মত দিব্যসূরি। কেউ কেউ গোদাদেবী ও রামানুজ—এই দুইজনকে ধরে দ্বাদশ জন আল্বর বা দিব্যসূরি বিচার ক'রে থাকেন। এঁ'রা সকলে ভক্তাবতার। বৈকুণ্ঠ হ'তে আগত হ'য়েছেন।

স্বাধ্যায়নিরত নন ব'লে, বেদে অধিকার নাই ব'লে গুরু স্বীকার যাবে না, তা নয়। গুরু সর্ব্বপূজ্য। গুরুর অপর নাম বৈষ্ণব। তাঁর নিকট নম্র হতে হবে

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে

অমানী না হব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয়ে দূষিবে

হইব নিরয়গামী॥"

—এই বিচার বুঝতে পারলে গলায় মালা, নাকে তিলক দেওয়াকে বৈষ্ণবতা অভিমানকারী প্রাকৃত সহজিয়াগণের সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যাবে। তাদের ক্রিয়াকলাপ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ, তদ্দ্বারা নরক গমন অবশ্যম্ভাবী।

বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে জলবুদ্ধি করতে হবে না। বিষ্ণুর চরণামৃত মহাদেব শিরে ধারণ করেছেন। চিন্ময়ী গঙ্গায় সাধারণ বারি মনে না ক'রে সম্মান করলে বিষ্ণুভক্তি হবে। বৈষ্ণবের পাদোদকও তদ্রূপ।

বিষ্ণুনামে বা মন্ত্রে শব্দবিশেষ বিচার করলে অমঙ্গল। "বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"—বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে অশেষ পাপ ধ্বংস হয়, মায়িকনামগ্রহণে হবে না।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

বিচার না থাকলে মায়িক নাম হবে। তদ্দ্বারা তুচ্ছ-ফলপ্রদ ধর্ম্মার্থকাম প্রাপ্তি অথবা তার অপ্রাপ্তি ঘটবে। বিষ্ণুমন্ত্র ব্যাকরণনিষ্পন্ন শব্দবিশেষ, তাতে স্বাহা, স্বধা, নমঃ সংযোগে চতুর্থ্যন্ত পদের প্রয়োগ হয়েছে; আর নাম সম্বোধনের পদ—হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বলে চেঁচাচ্ছে, তাতে কি সুবিধা হবে? চিত্তশুদ্ধি হবে মাত্র, একথা যারা বলে, তাদের নরকগমন অনিবার্য্য। বিষয় না বুঝে নাম নিলে নামের তুচ্ছফল প্রাপ্তি হয়। ওলাউঠা, বেরিবেরি ভাল করা মোকদ্দমাজয়, ছেলের স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির জন্য যে চিত্তবৃত্তি, তা'তে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ হয় না। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে সকল অঘ বে—সকল পাপ বিনষ্ট হ'বে। বিষ্ণু সর্ব্বদেবতার উপাস্য। মনুষ্য পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ গাছ পাথর কা'রও কোন কাজ নাই বিষ্ণুসেবা ছাড়া। মৎস্যাবতারের সেবা ক'রতে হ'বে তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ থেকে যে ছয়প্রকার বিচার আসছে, তা' হ'তে শাস্ত্র সাবধান ক'রে দিয়েছেন। ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণকে বিষ্ণুর সঙ্গে সমান জ্ঞান করায় তাদের অমঙ্গল। বিষ্ণুরই আরাধনা কর্ত্তব্য। রসজ্ঞগণ এটা বুঝতে পারেন। মৎস্যদেব জুগুপ্সারতিতে আবির্ভূত হলেও তাঁতে অনুপাদেয়তা বা তামসধর্ম্ম নাই। তাঁ'কে হীন বিচার ক'রে তজ্জাতীয় সেবকসম্প্রদায়কে ঘৃণা করলে বিষ্ণুকে আক্রমণ করা হ'ল। চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি হলে নাই, কেবল কৃষ্ণেতরই পদার্থে জুগুপ্সারতি নিযুক্ত— এই প্রকার বিচার নিরাস ক'রে বুদ্ধি শোধন ক'রবার জন্য মৎস্যাবতারে বীভৎসরস। তিনি হয়গ্রীবকে বধ ক'রে বেদ উদ্ধার ক'রেছিলেন।

বেদ প'ড়ে অপরা বিদ্যার অনুশীলন করলে ভগবদ্বস্তুর জ্ঞান হয় না। আপনারা মুণ্ডকোপনিষদে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি" পড়েছেন; বেদাঙ্গষট্ক ও বেদচতুষ্টয় ভোগবুদ্ধিতে পড়লে অপরা বিদ্যা হবে, তা প্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"— যদ্দ্বারা ভগবানের অনুশীলন হবে। অপরা—যা সাধারণ ভোগী সম্প্রদায়ের স্কুল কলেজে শিক্ষা হচ্ছে, তা মনুষ্যের ভোগে, নিজেন্দ্রিয়তর্পণে লাগবে। ঐগুলি কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগলেই মঙ্গল।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা অনুধাবন ক'রলে যথার্থ ভাগবতার্থবোধ বা মঙ্গল লাভ হ'বে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ হৃষীকেশ, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

দর্শন হয় না কেন ?

আমরা যাঁহার,—যিনি আমাদের নিত্য উপাস্য, একমাত্র বন্ধু, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, সেই পরম-করুণাময় ভগবানের দর্শন লাভ না হইলে আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইবার সৌভাগ্য পাই না—জগদ্দর্শন আমাদের ঘুচে না, ভোগ্য-দর্শনের বা কুদর্শনের প্রাবল্যহেতু সেবা-দর্শন বা সুদর্শন আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। আমাদের সেব্য বস্তু এজগতের কোন বস্তু না হইলেও, পতিত ও কারারুদ্ধ আমাদিগকে আমাদের নিত্য বাসস্থানে ফিরাইয়া লইবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অনিত্য নশ্বর জগতে অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে অর্চ্চাবতার বা শ্রীবিগ্রহরূপে আগমন করিয়াছেন। সেই পূর্ণচেতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমশ্রেষ্ঠ সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবও তাঁহার পার্ষদবৃন্দসহ জীবমঙ্গলার্থ এজগতে বিচরণ করিতেছেন। আমরা সৌভাগ্যবশে তাঁহাদের সঙ্গ-সুযোগ লাভ করিয়াও—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্চ্চাবতার শ্রীভগবানের প্রকৃত সন্ধান পাইয়াও, অর্চ্চাবতারের পূজা এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত আলাপ ও বাস করিয়াও তাঁহাদের বিষয় অবগত হইতে পারিতেছি না। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"—গীতার এই শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, পরতত্ত্বের সৌন্দর্য্য-দর্শনের সৌভাগ্য হইলে বিষয়-রাগ বা বিষয়তৃষ্ণা চিরতরে বিদূরিত হয়। শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব আমাদের সম্মুখে সতত বিরাজমান এবং আমরাও তাঁহাদের দর্শন করিতেছি ! কিন্তু আমাদের বিষয়তৃষ্ণা যাইতেছে কই ? ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা দ্রষ্টার অভিমানে যে ভগবদ্দর্শন করিতেছি, তাহাতে আমাদের দর্শন হইতেছে না ; উপরন্তু জড়েন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাঁহার চরণে আমাদের অপরাধ সঞ্চিত হইতেছে। মেপে নেওয়া ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়া আমরা ইন্দ্রিয়ের অতীত শ্রীভগবানের সেবা বা কৃপা-ভিক্ষা না করিয়া তাঁহাকে মাপিয়া লইতে যাইতেছি ; তজ্জন্যই আমাদের অসুবিধা হইতেছে, আমাদের চিত্তে নিজের স্বরূপ ও ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে না, সুতরাং ভগবদ্দর্শন ও হরিগুরুবৈষ্ণব-দর্শন কিরূপে সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইবে ?

আমাদের চক্ষু আছে এবং দর্শনের শক্তিও আমাদের আছে। আমরা যদি অন্ধকারে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের দর্শন-শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা বস্তু দেখিতে পাই না—তথায় বস্তু আছে, ইহা অনুমানিত হইলেও বস্তুর লাভ বা বস্তু দর্শনের সুযোগ আমাদের হয় না, কিন্তু আলো জ্বলিলে আমরা বস্তু দেখিতে পাই। ভগবদ্দর্শন-সম্বন্ধে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সেব্য বস্তু আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকিলেও তাঁহার গৃহে বাস বা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াও আমরা তাঁহাকে দেখিতে, চিনিতে বা উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীগুরুদেবের কৃপালোকাভাবই ইহার প্রধান কারণ। ভগবান্ দৃশ্য নহেন—দ্রষ্টা, তাই দ্রষ্টাভিমানী আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। গুরুকৃপালোক লাভ হইলে—গুরুকৃপা উপলব্ধির বিষয় হইলে জীব ভোক্তাভিমান ছাড়িয়া ভোগ্যাভিমানে প্রমত্ত হয়। তখন নিজ ভোক্তা কৃষ্ণকে সেবা-চক্ষে দেখিতে পাইয়া গুরুকৃপায় অজ্ঞান-নির্ম্মুক্ত হইয়া সেবা-জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত হয়। তখনই জীবের জাগ্রতাবস্থা, পূর্ণবিকচিত অবস্থা বা সেবাধর্ম্মের পূর্ণ-প্রাপ্তি।

শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত সুদর্শনের বা সুষ্ঠু দর্শনের সম্ভাবনা যখন নাই, তখন তৎকৃপালাভের জন্য যত্নপর হওয়া যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভ কিরূপে করা যায় ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, জীবমাত্রেরই গুর্ব্বানুগত্যে সতত ভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য। যখন গুরুবৈষ্ণবগণ জানিতে পারেন যে, জীব সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা-লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, আনুগত্য-সহকারে তাঁহাদের আদেশ পালনে ব্যস্ত আছেন, তখন সেই জীবকে আপন বলিয়া মনে করেন এবং তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন। ইহাতে জীবের পূর্ণ মঙ্গললাভ হয়—জীব সেব্যের সেবা পাইয়া কৃতার্থ হয়।

আমার দুর্দ্দৈব

[শ্রীগঙ্গানন্দ দাসাধিকারী]

"কাম-ক্রোধের দাস হইয়া মায়ার বহু লাথিঝাঁটা খাইতে খাইতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সাধুবৈদ্যের দর্শনলাভের সুযোগ ঘটায়, চৈতন্যোদয়ে ভাবিয়াছিলাম "আর নারে বাপ"—আর মায়ার সেবা করিব না—ভক্তিমার্গাবলম্বনে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াই বাকী দিন কয়টা কাটাইব। কিন্তু এ দৈবী মায়া যে দুরত্যয়া ! ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়ার ত' কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এখনও হরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রপন্ন হইতে শিখিলাম না—তবে কিসে উদ্ধার পাইব ? এখনও ত ইন্দ্রিয়গণ সমভাবেই "বহ্বঃ সপত্ন্যঃ গেহপতিমিব" আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে। একে ত' বিবদমান যুগ কলির পূর্ণাধিপত্য—তাহাতে আবার আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আমার প্রধান বৈরী। কাজেই দেখিতেছি—ভক্তিমার্গ কণ্টককোটীরুদ্ধ। হায় ! আমি কবে অকৈতবে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত হইব ? আমি ত' এখন অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া আমাকেই কর্ত্তা মনে করিতেছি ! "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের সত্যতার উপলব্ধি আমার কিছুমাত্রও হইল না ! হরি-ভজনে "অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি ও আর্জ্জব বা সরলতার" প্রয়োজনীয়তায় ত' আমার এখনও বিশ্বাস হইল না ! "পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ॥"—এ উপদেশ ত' কেবল শুনিয়াই গেলাম ! "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসয়েৎ ন গর্হয়েৎ"—এই উপদেশবাণী কেবল অমান্য করিয়াই চলিলাম !

> "বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র না শুনয়ে কাণে।
> সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে॥"

—এই আদর্শ ত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার মঙ্গলের জন্য কেহ আমাকে তিরস্কার করিলে "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" বাক্য স্মরণ করিয়া কিম্বা আত্মকৃত বিপাককে "তত্তেঽনুকম্পা" মনে করিয়া ভগবচ্চরণে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিলাম না। বৈষ্ণব-অপরাধ ত আমি প্রতিনিয়তই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করিয়াই ফেলিতেছি। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছারূপ পিশাচীদ্বয় ত এখনও আমার উপর পূর্ণাধিপত্যই বিস্তার করিয়া আছে। সাধু গুরুর আচরিত সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিয়া তাহার অনুকরণ করার প্রবৃত্তি ত আমার কিছুমাত্র গেল না। নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদিতেও আমার এখনও পূর্ণ প্রীতি বিদ্যমান। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগঃ ভয়-ক্রোধ"—এই আদর্শ ত আমার পক্ষে কল্পনাতীত হইয়াই রহিল। "অদ্বেষ্টা সর্ব্ব-ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" হওয়া ত আমার পক্ষে আকাশ-কুসুমবৎই প্রতীয়মান হইতেছে। তবে আর কি আশা আছে ? তাই বলি "হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি। যদি চৈতন্যচন্দ্র নাদ্য কৃপাং করোতি।" আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলি :—

> "অনেক যতনে   রিপুর দমনে
> ছাড়িয়াছি আশা আমি।
> অনাথের নাথ   ডাকি তব নাম
> এখন ভরসা তুমি।"

আর

> "নিবেদন করি প্রভো ! তোমার চরণে।
> পতিত অধম আমি, জানে ত্রিভুবনে।
> আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে।
> মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥
> তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
> তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
> জগৎ তোমার নাথ তুমি সর্ব্বময়।
> তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয়॥
> তুমিত স্খলিত-পদ জনের আশ্রয়।
> তুমি বিনা আর কেবা আছে দয়াময়॥"
> "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
> ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

ত্রয়োদশ দিবস—৫-৯-৩৫, বৃহস্পতিবার

> "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
> তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটি পাই, তা'তে একটি কথা পাওয়া যাচ্ছে,—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" যে বস্তুকে সকলে ধ্যান করি, সেই বস্তুটি আদিকবির হৃদয়ে বেদজ্ঞান বিস্তার ক'রে-ছিলেন। যাঁ'দের কাব্যে অধিকার আছে, তাঁ'রা কবি।

> একোত্ত্বন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ
> তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবঃ তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।

বিষ্ণুকে নলিন-নাভ বলে, তাঁর নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি। সেই কবি কাব্যরসে পণ্ডিত ছিলেন। সে শক্তি না থাকলে বেদজ্ঞান বিস্তার হ'বে কেমন ক'রে ? 'ব্রহ্ম'-শব্দে তপস্যা, বেদজ্ঞান, বৃহদ্বস্তু, 'তৎ সৎ' নিত্যবস্তুকে বুঝায়; তেনে 'শব্দে বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই বস্তু' (বেদ-জ্ঞান) মধ্যে মধ্যে বদ্ধজীবহৃদয়ে অপ্রাকট্য লাভ করে।

> "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
> ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

সেই কথা প্রলয়ে ক্ষণভঙ্গুরাভিমানিগণের নিকট পরি-বর্দ্ধিত হ'য়ে যায়, আবার নূতন ক'রে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার প্রাতিদিবসে যে প্রলয় হয়, তা'তে বেদবাণীগুলি স্মৃতিপথে থাকে না। ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বেদজ্ঞান প্রকাশিত হ'য়েছিল, তাতে জানা যায়, তিনি কাব্যবিশারদ ছিলেন। এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন হ'তে পারে—কাব্য কা'কে বলে ? ব্রহ্মা কোন্ ধনে ধনী ছিলেন ? তা'র উত্তর এই যে, রসাত্মক

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
। সৎজিজ্ঞাসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ।১০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
২৬। শ্রীল কেবল মাধব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ মায়াবাদ ২৲
২৮। বেদান্তভক্তসার মায়াবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ)
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাসঃ) (বাঁ ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৵
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণা ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মাধমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ।৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵
৬৭। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টোলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড অ্যানেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভক্তবৃন্দ। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠ-রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমন্মথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামুনপুকুর (নদীয়া)

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরসেবা।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১১) ভৌভিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি,

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ভুনরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকণিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগড়, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলনর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রোতী মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখবাড়ী, পোঃ কোভোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

(৪২) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ—পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ—পোঃ—অমরসি, মেদিনীপুর।

(৪৪) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ—বালেশ্বর।

(৪৫) পাটনা-গৌড়ীয়মঠ—১০০ মিঠাপুর, পাটনা

(৪৬) গয়া-গৌড়ীয়মঠ—দিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া।

রক্ষক—উপদেশক শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, বাগরত্ন।

(৪৭) বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়—প্রোক্টার, রোড, হোটেন বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে—৭

(৪৮) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—স্পার্ক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় গিরি মহারাজ

(৪৯)-লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৫০) বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—Berlin 30 Eisenacher strasse 29 I.

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ভাদ্র, ১৩৪২, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, বুধবার [১৬৫তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

খোর্দ্দ গোবিন্দপুর মামলা—রাজসাহীর খোদ্দ-গোবিন্দপুরের একটা হিন্দু পরিবারের উপর মুসলমানগণ দলবদ্ধভাবে অত্যাচার করায় তথায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪২ জন মুসলমান দলবদ্ধভাবে অত্যাচার করিবার ও বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্যকর মামলা চলিতেছিল গত ৮ই সেপ্টেম্বর সেই মামলার জুরিগণ ৪০জন আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং বিচারক জুরীদের সহিত একমত হইয়া দুইজনকে নিরপরাধ বিবেচনায় মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর রায় দানের তারিখ ধার্য্য হইয়াছে।

ফৌজদারী আইন সংশোধক বিল—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফৌজদারী আইন সংশোধক বিলটির আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত একটী কমিটি বিপ্লববাদ দমন করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারিত করিবেন। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কমিটিকে প্রথম রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইবে—হোম মেম্বার, আইন সচিব, মিঃ এস, ই, জেমস্, মিঃ গ্রিফিথ, ডাঃ দেশমুখ, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মৌলানা শৌকত আলী, সর্দ্দার সন্ত সিং, অখিল দত্ত, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিঃ আনে, মিঃ সত্যমূর্ত্তি, ডাঃ খাঁ সাহেব, মিঃ বি, দাস ও কৃষ্ণকান্ত মালব্য।

সহিদগঞ্জ সমিতির সিদ্ধান্ত—গত ১লা সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে যে সাহিদগঞ্জ সম্মেলন শেষ হইয়াছে, তাহার সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, সম্মেলন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা স্বরূপ আইন অমান্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ তারিখ হইতে উহা আরম্ভ হইবে, তাহাই একণে শুধু ডিক্টেটার কর্ত্তৃক শীঘ্রই ঘোষিত হইবে।

দ্বারভাঙ্গার বোমার মামলা—গত ৬ই সেপ্টেম্বর দ্বারভাঙ্গার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের ভিতরে গান্ধোয়ার বোমার মামলার শুনানী শেষ করিয়াছেন। ঐ মামলার আসামী—ভাগলপুরের কংগ্রেস কমিটির দয়ানন্দ ঝাঁ, বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির লক্ষ্মণ ঠাকুর, দ্বারভাঙ্গার কংগ্রেস কমিটির শিবকান্তি মিশির, গান্ধোয়ার নিবাসী চন্দ্রকান্ত মিশির এবং পাণ্ডৌল হাইস্কুলের ছাত্র কামেশ্বর ঝাঁ। শেষোক্ত আসামী রাজসাক্ষী হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ যে, গত ৬ই জুলাই রাত্রিতে শিবকান্ত মিশিরের আমের বাগানে ভীষণ শব্দে এক বিস্ফোরণ হয়। তৎপরদিন সকালে এক মাইল দূরে এক রাস্তার উপরে এক মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরে উহা পাণ্ডৌল হাইস্কুলের ছাত্র অসরফি ঠাকুরের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করা হয়। আসামীদের মধ্যে তিনজনকে গান্ধোয়ার গ্রামে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের গায়ে আগুনে পোড়ার দাগ থাকায় তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরদিন আসামী শিবকান্ত পুলিশের নিকট ধরা দেয়। অপর দুই আসামী প্রায় একমাস পলাতক থাকিবার পর দ্বারভাঙ্গায় ধরা পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে কিছু মাটি সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠায়। পরীক্ষায় ঐ মাটীতে গন্ধক, পটাসিয়াম ক্লোরেট, আর্সেনিক সালফাইট প্রভৃতির কণা পাওয়া যায়।

রাজসাক্ষী কামেশ্বর ঝাঁ বলেন যে, শিবকান্ত তাহাকে বিপ্লববাদে ঢুকায়। আসামী দয়ানন্দ ঘটনার একমাস পূর্ব্ব হইতে শিবকান্তের বাগানে বাস করিতেছিল। ঘটনার পূর্ব্বদিন কামেশ্বরকে বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি সাইকেল বল সংগ্রহ করিতে বলা হয়। ৬ই জুলাই সমস্ত আসামী বাগানে সমবেত হইয়া নারিকেল খোলের একটি বোমা তৈয়ার করে। অতঃপর তাহারা যখন আর একটী বোমা প্রস্তুত করিতেছিল, তখন প্রথমটি বিদীর্ণ হয়। উহার ফলে সমস্ত আসামী জখম হয় এবং ৫ সংজ্ঞাহীন হয়

গোরা-ব্যারাকে গুলী দুর্ঘটনা—মাদ্রাজ, সেণ্ট জর্জ্জ কেল্লায় এক ব্যারাকে ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে এক গুলী দুর্ঘটনার ফলে প্রাইভেট রাসটার নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, বেলা আন্দাজ সাড়ে ৭টার সময় সৈনিকগণ একটী উচ্চ আওয়াজ শুনিতে পায়। উক্ত আওয়াজ ব্যাপার কি জানিবার জন্য যখন তাহারা ঐ দিকে অগ্রসর হয়, তখন দেখিতে পায় যে, প্রাইভেট রাসটার রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া আছে এবং তাহার তলপেটে রিভলভারের গুলীর আঘাত রহিয়াছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাহাকে জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন। হাসপাতালে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন।

গবেষণা কার্য্যে ১৯ হাজার টাকা—জমির সার রূপে গুড় ব্যবহার করিলে কিরূপ ফল হইতে পারে, এই সম্বন্ধে অধ্যাপক এন, আর, ধর গবেষণা করিতেছেন। এই গবেষণার সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পক্ষ হইতে তিন বৎসরে ১৯ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে।

চুচুড়ায় বৈদ্যুতিক—স্থানীয় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১লা অক্টোবর হইতে তাহারা রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা বন্ধ করিয়া দিবে। উক্ত ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এবং মিউনিসি-প্যালিটির মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে যে চুক্তি ছিল, তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে পুনরায় নূতন করিয়া করা হয় নাই। চুক্তির মেয়াদ গত ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া চুক্তি করার জন্য ৬ মাস সময় দেওয়া হইয়াছিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর ৬ মাস পূর্ণ হইবে। অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর মিউনিসিপ্যালিটির এক সভা হইবে।

সাপ্তাহিক স্বর্ণ রপ্তানি—গত ৭ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ৪০,৭১,২২৯৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বে হইতে 'রাভী' নামক জাহাজ যোগে য়ুরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেটবৃটেনে স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর এ পর্য্যন্ত ২৪৪,১৮,৭৫,৪৯১৲ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
পরঃ

১০ম বর্ষ } ২৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ বুধবার { ১৬৭তম সংখ্যা

জনসাধারণকর্ত্তৃক স্বামী বনের সম্বর্দ্ধনা

:*:-

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

পাঠকগণ অবগত আছেন, জেব্ আর্ণষ্ট ফন্ স্কুল্ৎজে ও ব্যারন্ এইচ্, ই, ভন্ কোয়েথ্ নামক দুইজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় জার্ম্মাণ ভদ্রলোকসহ প্রত্যাগত, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে অভিনন্দন-প্রদানার্থ কলিকাতার নাগরিকগণ-কর্ত্তৃক বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় দশ সহস্রেরও অধিক ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। উদ্বোধন-সঙ্গীতাদির পর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী একটী বাগ্মিতাপূর্ণ-বক্তৃতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে স্বামীজিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক বন মহারাজের, ফন্ স্কুল্ৎজের ও ব্যারন্ কোয়েথের ললাটে চন্দন লেপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং বন মহারাজকে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক-দ্বারা গৌরাশীর্ব্বাদে মণ্ডিত করেন,—

> পাশ্চাত্ত্যান্ হরিনামপ্রেমসুধয়া সম্প্য যৎ সজ্জনান্
> শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ সুবচসঃ সার্থক্যমুদ্ঘোষয়ন্।
> অস্মন্মানসবাঞ্ছিতং চিরতরং সংনীতবান্ পূর্ণতাং
> তস্মাৎ কৃষ্ণপদে ত্রিদণ্ডিবর তে নিত্যা মতিঃ কাম্যতে॥

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতার জন-সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীপাদ বনমহারাজকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন (অভিনন্দন পত্রটী ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) এবং গৌড়ীয়মঠের স্বামীজির শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ভারতে ও পাশ্চাত্ত্যে প্রচারের সাফল্যের জন্য আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় বন মহারাজের পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারের কৃতিত্ব, আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমানব-ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা, গৌড়ীয়মঠের মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারের অক্লান্ত প্রয়াস প্রভৃতি বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জার্ম্মাণ মনীষিদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, জার্ম্মাণী জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনে পাশ্চাত্ত্যদেশে উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও ভারতবর্ষের নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ে তাহার অনেক শিক্ষা করিবার আছে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তাঁহারা উভয়ে লাভবানই হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া, ওজস্বিনী, সারগর্ভ ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায়, কলিকাতাবাসীর এই বিপুল অভিনন্দনের জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপাবলেই যে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণীপ্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যদেশসমূহে মহাপ্রভুর বাণীর প্রচার সম্ভব হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। স্বামীজি বলেন, অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে ধর্ম্মই ভারতের অধঃপতনের হেতু। কিন্তু তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্ম্মই জাতির ও ব্যক্তির উন্নতির মূলকারণ এবং তাঁহার পাশ্চাত্ত্য-দেশের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝিয়াছেন যে, আজও ভারত-বর্ষ ধর্ম্ম-বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে এবং এখনও পাশ্চাত্ত্যের বহু মনীষী ভারতের দিকে ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাকাইয়া আছে। ধর্ম্মবিষয়ে জনমত বা গণমতের সংখ্যাধিক্য দ্বারা সত্য-নির্ণয় হয় না, পরন্তু মুষ্টিমেয় সত্যদ্রষ্টা এমন কি একজনমাত্র সত্যদর্শী আচার্য্যের শিক্ষায়ই সত্যবস্তু লভ্য হইতে পারে। তিনি আশা করেন, বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম পাশ্চাত্ত্যদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি মহোদয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলেন কলিকাতার ইতিহাসে তিনি একটী ধর্ম্মপ্রচারকের সম্বর্দ্ধনার প্রতিনিধিমূলক এত বড় বিরাট জনসভা আর দর্শন করেন নাই। ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বন মহারাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যদেশসমূহে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রাথমিক প্রচারে সাফল্যলাভ করিতে পারিয়াছেন এবং তৎফলস্বরূপ দুইজন সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় জার্ম্মাণ ভদ্রলোককে শিষ্যরূপে আনয়ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের এই সুযোগ্য সন্তানের এইরূপ অসাধারণ সাফল্যের জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ আজ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

অতঃপর ফন্ স্কুল্ৎজে প্রথমে জার্ম্মাণ ভাষায় ও পরে ইংরেজী ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া বলেন যে, তিনি বৃথা দেশভ্রমণোদ্দেশ্যে ভারতে আসেন নাই, পরন্তু বন মহারাজের ধর্ম্মজীবন ও প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম লাভ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। এত দেশের আচার-ব্যবহার জার্ম্মাণী হইতে পৃথক্ হইলেও তিনি বাস্তবসত্য লাভ করিবার জন্য তজ্জনিত অসুবিধা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না এবং এইজন্য সকল বৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় নিম্নলিখিত স্বাগত-সঙ্গীতটী গান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সভান্তে বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বাগত-সঙ্গীত

জগদ্বাসী ভুলিয়া রয়েছে আপন স্বরূপ কথা।
কৃষ্ণনিত্যদাস হ'য়ে সে এখন সেজেছে জড়-ভোক্তা॥
অবিদ্যার ঘোরে মোহ-নিদ্রাগত, মুখে বলে উত্থিত জাগ্রত
সর্ব্বদা প্রমত্ত কদর্থ-নিরত বৃথা যত বেদগাথা॥
এহেন জীবনে প্রভু গৌরহরি, মায়াবদ্ধজীবে উরুকৃপা করি'
পাঠাল মরতে পার্ষদপ্রবরে শুনাতে চেতন-বারতা॥
(ওহে) তাঁর অপ্রাকৃত পাশ্চাত্ত্য ভুবনে, শুনালে সে বাণী
আত্মজনের চিতে,
গৌরকৃষ্ণ নাম সমগ্র জগতে ঘোষিলে সফলে গাথা॥
আজি কি আনন্দ, কাজের উল্লাস, ফন্-স্কুল্ৎজে সুধীর দাস,
বন মহারাজ, প্রভু মান তাই স্থাপিলে যে জয়॥
অপরূপ তব শ্রীগুরু-দক্ষিণা, আনিলে সেবক সুজনা,
সুদূর জার্ম্মাণী হইতে দু'জনা, (মোরা) তাই গেয়ে তব
কীর্ত্তিগাথা॥

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকবৃন্দ

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

To

Revered Tridandi Swami
Bhakti Hriday Bon Maharaj
of Sree Gaudiya Math.

REVEREND SIR,

WE, citizens of Calcutta, are glad to have this opportunity of extending to you our cordial welcome on your return to this city after successfully preaching in the West the glory and sublimity of the true culture and religion of India, for the last two years and a half. We have heard with pleasure and thankfulness that by the zeal and eloquence of your preaching, you have succeeded in arousing high admiration and active appreciation among the intelligentsia of Great Britain, Germany, Austria and Czechoslovakia.

SWAMIJI, your most illustrious spiritual Master PARAMAHAMSA SREEMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI MAHARAJ, President-Acharyya of the Gaudiya Math, was pleased to select you as an able representative of the Mission, and you have abundantly justified your trust. You have distinguished yourself by your profound learning and eloquent exposition of the unique Message of Absolute Truth with which you were entrusted and thereby you have greatly advanced the cause of our country by helping to establish a better understanding and wider sympathy between India and the West.

WE are proud of our unrivalled spiritual heritage which, we believe, can sufficiently enrich the West, in spite of its superiority in science and prosperity in material civilization, and we record with pleasure that your lucid voice has been able to penetrate into the very stronghold of that cultural conservatism which hitherto has defied the efforts of many a preacher from the East.

SWAMIJI, we are glad to learn that your learned lectures in prominent thought-centres and the leading Universities of Great Britain and Central Europe, have evoked high appreciation and enlightened interest from all sections of the people in the West, and we are proud to think that these spiritual messages have since been conveyed through you to the Imperial Court of Britain and such high church dignitaries as the Archbishops of Canterbury and York.

WE learn with delight that you have established, as a standing organization of your Mission in London, the Gaudiya Mission Society with the Most Hon'ble the Marquess of Zetland as the President, besides anothor in Berlin and that you have secured a good number of following of your Mission in the West including the two German pupils who are here today in our midst.

WE fervently pray that the Mission you represent may meet with greater success in future through the able services of preachers like yourself under the distinguished lead of your great spiritual Master and that you may be blessed with long life to broadcast the sublime message of your Preceptor all the world over.

CALCUTTA.
8th September, 1935.

We beg to subscribe ourselves
THE CITIZENS OF CALCUTTA.

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভক্তদহৃদী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠ-রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্বানন্দ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামনপুকুর (নদীয়া)

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

৯) শ্রীগৌরগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরসেবা।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১১) তেঁতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১২) —পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি,

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ভুবরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত

(২৪) গোরাজপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—ছাতিয়া, পোঃ বড়ম্বাবাসা, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ পক্ষিগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালিবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিমোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৬১ নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক-শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ— শেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

(৪২) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ—পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ—পোঃ—আমরাসি, মেদিনীপুর।

(৪৪) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ—বালেশ্বর।

(৪৫) পাটনা-গৌড়ীয়মঠ— ১০০ মিঠাপুর, পাটনা

(৪৬) গয়া-গৌড়ীয়মঠ—সিম সাইড, চাদ রোড, গয়া রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, কাব্যতীর্থ।

(৪৭) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়—গ্রোসির রোড, চোপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ২, বোম্বে— ৭

(৪৮) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—৫২ষ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গিরি মহারাজ

(৪৯)-লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৫০) বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—Berlin 3c Eisenacher strasse

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে ভাদ্র, ১৩৪২, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, শুক্রবার [১৬৬তম সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

অন্তরীণ হত্যার মামলার রায়

গত ১০ই সেপ্টেম্বর স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল ঢাকার অন্তরীণ হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী পরেশচন্দ্র সেন (২২ বৎসর) এবং অমূল্য কুমার রায় (১৮ বৎসর) উভয়েই ৩০২ ধারা (নরহত্যা) অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ট্রাইবিউন্যাল আসামী পরেশকে ৩২৪ ধারা (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করা) অনুসারেও দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই অপরাধে পৃথক দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় নাই।

মামলায় প্রকাশ, হীরালাল চক্রবর্ত্তী এবং আসামীদ্বয় অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিল। দলে থাকিয়াই হীরালাল গোয়েন্দাগিরি করিত। ধনেশ ভট্টাচার্য্যের মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া সে ১৩৩৪ সালের অক্টোবর হইতে গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত হাজতে ছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া স্বামীবাগ রোডে তাহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। প্রত্যেক বুধবার বেলা ১টার সময় তাহার সূত্রাপুর থানায় হাজিরা দিতে হইত এবং তৎপর বেলা আড়াইটার সময় গোয়েন্দা আফিসে হাজিরা দিতে হইত। তাহার বাড়ী হইতে উক্ত থানা দুই মাইলের বেশী দূর। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে আসামী পরেশের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

৩রা জুলাই তারিখে হীরালাল বেলা ১টার সময় থানায় হাজিরা দেয়। থানা হইতে যখন সে গোয়েন্দা অফিসে যাইতেছিল, এমন সময় পরেশ ও অমূল্য তাহাকে কোম্পানী বাগিচায় লইয়া গিয়া তথায় এক জাম গাছের নীচে তাহাকে ছোরা মারিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করে। উভয় আসামীরই পশ্চাদ্ধাবন করা হয়, এবং ধাবমান অবস্থায় পরেশ গ্রেপ্তার হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে হীরালাল মারা যায়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সে বলে যে, তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করা হইত এবং এই জন্য পরেশ ও অমূল্য তাহাকে ছোরা মারিয়াছে। গবর্ণরের ঢাকা আগমন উপলক্ষে অনেক যুবককে তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে আদেশ লইবার জন্য থানায় ডাকা হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যে অমূল্যকেও থানায় আনিতে তাহার পিতাকে বলা হয়। তদনুসারে তিনি অমূল্যকে রাত্রি ৯টার সময় থানায় লইয়া গেলে তথায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার শুনানী প্রসঙ্গে কোনও কোনও সাক্ষী পরেশ ও অমূল্যকে সনাক্ত করিয়া বলে, তাহারা তাহাদিগকে হীরালালের সঙ্গে আম গাছের নীচে দেখিয়াছে এবং ঘটনার পর দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছে।

শোভাযাত্রা মুসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, কোটপুটলীর হিন্দু জনসাধারণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার পাইয়াছেন'—

"মুসলমানগণ তরবারি, লাঠি প্রভৃতি লইয়া 'বাদশুলসী দোলা' আক্রমণ করে এবং শোভাযাত্রা চড়াও করে। মুসলমানদের ভয়ে রাজকর্ত্তৃপক্ষ অন্যায়রূপে হিন্দুগণকে পাড়াপীড়ি করিতেছেন। দয়া করিয়া সর্দারজীকে আজমীঢ় হইতে প্রেরণ করিবেন, না হয়, আপনি আসিবেন। হিন্দুরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনুরোধটী অবশ্য রক্ষা করিবেন।"

উক্ত তার পাইবার পর রাজপুতনা প্রাদেশিক হিন্দু সভার সম্পাদক শ্রীযুত চাঁদকরণ সর্দ্দারকে অবিলম্বে কোটপুটলীতে যাইবার জন্য তার করা হয়। সর্দ্দারজী অবিলম্বে কোটপুটলীতে যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

কৃষি-গবেষণার জন্য ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

—:০:—

কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের গবেষণা এবং উহাদের উন্নতিকল্পে কৃষি গবেষণা পরিষদের এক সভায় ১৩ লক্ষের অধিক টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। শিক্ষাসচিব কুনোয়ার স্যার জগদীশ প্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যান দেওয়ান বাহাদুর স্যার টি বিজয়রাঘবাচারী, পরিষদের সেক্রেটারী, কৃষি-বিশেষজ্ঞ মিঃ বি সি বার্ট এবং ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে গাছের রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ৮০৬৭৪ টাকা, ইক্ষুর পোকা নিবারণ সম্পর্কে গবেষণার জন্য পাঁচ বৎসরে ১৪৯৩৬৭ টাকা, সাহজাহানপুরে ইক্ষুর বীজোৎপন্ন চারা গাছের গবেষণার জন্য পাঁচ বৎসরে ৯৯২৪ টাকা এবং ঢাকা ইক্ষু পরীক্ষার জন্য পাঁচ বৎসরে ১১৮০০ টাকা ও গুজরাটে ইক্ষু সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য বরদা গবর্ণমেন্টকে ৫ বৎসরে ২০ হাজার টাকা; বোম্বাইতে ছাগ পালন সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১০ বৎসরে ১২২৩১০ টাকা, কাটপদী কৃষি বিদ্যালয়ে ছাগ পালন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১০ বৎসরে ৮৯১৭২ টাকা, দেশী ভেড়া পালন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঞ্জাবে ১০ বৎসরে ৪২৮২০ টাকা, তৈলবীজ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য মধ্য প্রদেশে ৫ বৎসরে ৫২২৮০ টাকা ও তিসি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বাঙ্গলায় পাঁচ বৎসরে ২০৮৮০ টাকা, তৈলবীজ সম্পর্কে গবেষণার জন্য পাঞ্জাব সরকারকে ৫ বৎসরে ৩৬৩৭০ টাকা, তুলার বীজ পেষণ এবং উহার খৈল সরবরাহের জন্য যুক্তপ্রদেশে ৩ বৎসরে ১০ হাজার টাকা, দক্ষিণ ভারতে নারিকেল গাছের শিকড়ের রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পাঁচ বৎসরে ৯২৮৭০ টাকা, এলাহাবাদে ডাঃ বার্চ এইচ শ্রিডার কর্ত্তৃক খাদ্য দ্রব্যে প্রোটিনের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ৫ বৎসরে ৩৭৮৪৭ টাকা, বিহার ও উড়িষ্যায় গো-মহিষাদিকে খনিজ পদার্থ খাওয়ান সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য ৫ বৎসরে ৭৭৫৪০ টাকা, গো-মহিষাদিকে খাওয়ান সম্পর্কে গবেষণার জন্য যুক্ত প্রদেশে সরকারকে ৫ বৎসরে ১৩৬৭০০ টাকা সাহায্য দান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষার জন্যও টাকা প্রদান করা হইবে।

কৃষ্ণনগরে চ্যারিটি ম্যাচ

গত রবিবার ভিক্টোরিয়া দলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের কলেজ-মাঠে এক ফুটবল ম্যাচ হয়। দেবেন্দ্রনাথ এম, ই, স্কুলের সাহায্যার্থে এই ম্যাচটি খেলা হয়। খেলায় ভিক্টোরিয়া দল টাউন ক্লাবকে তিন গোলে পরাজিত করে। খেলা বেশ ভালই হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশস্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৮৲
৩। ভাষ্য-অনুসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ঐ
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টিকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টিকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। সূক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (৩য়-সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাসধা) (বাঁ ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৯
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমাল ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। শ্রীনবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মানমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ॥৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ।০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্‌ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২ কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিঙের চারিদিক খোলা, শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ শুক্রবার { ১৬৩তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

চতুর্দ্দশ-দিবস—৭-৯-৩৫, শনিবার

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবধর্ম্মের উপদেষ্টা। ইহাতে বাস্তব বস্তু বেদ্য এবং কৈতব-রহিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম্ম কথিত হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা-দ্বারা কৈতবরহিত ধর্ম্ম লাভ করা সম্ভব নয়। সংসারে ত্রিতাপের হস্ত থেকে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধনা ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। ভাগবতের অধ্যয়নকারী, শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী এবং বিচারণপর-ব্যক্তিই অর্থাৎ স্মরণকারি-ব্যক্তিই সদ্য সদ্য ভগবদ্বস্তুকে লাভ করেন। সেই ভগবদ্বস্তুর প্রকাশমূর্ত্তিদের কথাও ভাগবতে বর্ণিত আছে।

ভগবান্ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি আর তাঁর অবতারসকল বিভিন্নরসের প্রকাশমূর্ত্তি। সেই পূর্ণ-মূর্ত্তি—যাঁ' হ'তে যাবতীয় প্রকাশসকল নির্ম্মল জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হন, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বাস্তব বেদ্য-বস্তুর কথা সর্ব্বতো-ভাবে আলোচনা হওয়া উচিত।

আমরা পূর্ব্বদিবস মৎস্যাবতারের কথা আলোচনা ক'রেছি। তিনি চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি হ'তে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয় স্বরূপ, আর কূর্ম্মদেব বিস্ময়রতি হ'তে জাত অদ্ভুতরসের আশ্রয়। আপনারা জানেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতি-ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধনভক্তির ক্রমবর্ণনে 'শ্রদ্ধা' শব্দের উল্লেখ পাই। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।" ইতর ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন ক'রলে ভগবৎপদার্থে ঔদাসীন্য হয়। আর বাস্তব-বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা হ'লে যে-সকল তাৎকালিক বস্তুর প্রতীতি আমাদের হৃদেশ অধিকার ক'রে আছে, সেগুলি অপসারিত হয়।

কূর্ম্মের কথা আপনারা বোধ হয় জানেন। এক সময় দুর্ব্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মান ক'রে একটি মালা প্রদান করেন, তিনি সেটি ঐরাবতের কুম্ভে স্থাপন করেন। ঐরাবত মদমত্ততা-হেতু সেই মালাটি নিয়ে পদদলিত ক'রে ফেলে। তা' দেখে দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হ'য়ে ইন্দ্রকে অভিসম্পাত প্রদান ক'রে বলেন—তোমার স্বারাজ্যলক্ষ্মী "বর্জ্জিত হ'ক"। তখন দেবগণ শ্রীভ্রষ্ট হ'য়ে পরমেষ্ঠীর নিকট সকল বৃত্তান্ত জানালেন। ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন ক'রে সমাহিতচিত্তে বিবিধ বৈদিক বাক্য-দ্বারা ভগবানের স্তব ক'রতে থাকলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁদের সমক্ষে আবির্ভূত হ'লেন এবং দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন ক'রে মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু ক'রে ক্ষীর-সাগর মন্থন ক'রবার উপদেশ দিলেন। দেবগণ ভগবানের উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রে দেবদানব মিলিত হ'য়ে মন্দরপর্ব্বত নিয়ে সমুদ্রের দিকে চ'ললেন। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভার-বশতঃ পর্ব্বত বহন ক'রতে না পেরে পথিমধ্যেই সেটি পরিত্যাগ ক'রলেন। তা'তে অনেক দেবদানবের প্রাণ বিনষ্ট হ'ল। তখন পরম করুণ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেখানে আবির্ভূত হ'য়ে কৃপাদৃষ্টি দ্বারা মৃতব্যক্তিগণকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে একহাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মন্দরপর্ব্বত তুলে নিয়ে সমুদ্রে স্থাপন ক'রলেন। তখন বাসুকীকে মন্থনরজ্জু ক'রে মন্দরপর্ব্বতের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করা হ'ল। শ্রীহরির কৌশলে মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকীর অগ্রভাগ এবং দেবগণ পুচ্ছদেশ ধারণ ক'রলেন। মহা উদ্যমে মন্থনকার্য্য আরম্ভ হ'ল, কিন্তু পর্ব্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিম্নগামী হ'য়ে সমুদ্র-মগ্ন হ'য়ে গেল। তখন কূর্ম্মদেব নিজপৃষ্ঠে মন্দরকে ধারণ ক'রলেন। পুনরায় মন্থন চ'লতে থাকলে প্রথমে হলাহল বিষ উঠ্‌লো। তখন সকলে মিলে সদাশিবের শরণাপন্ন হ'লেন। আশুতোষ লোকপাবনার্থ সেই হলাহল পান ক'রে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ ক'রলেন। তাঁর কথায় আছে—

"নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

বিষটি তিনি গ্রহণ ক'রলেন, তা'তে তাঁ'র কোন অসুবিধা বা কোন অমঙ্গল হয় নাই। বিষপান যেমন নীলকণ্ঠেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা—কৃষ্ণচরিত্র যদি অসমর্থ অবিবেচক-সম্প্রদায় আলোচনা করেন, তবে তাঁ'দের অসুবিধা হ'বে। প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায় ঐরকম ভোগবুদ্ধি ক'রলে সর্ব্ব-নাশের মধ্যে [illegible] হ'বে। অরুদ্র হ'লে—হরিভক্তি-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন না ক'রে ভক্তি পেয়েছি বিচার ক'রলে দুর্দ্দৈব আনতে হ'বে। অনেকে বিচার করেন, মহাদেব যখন ভবানীভর্ত্তা, তখন তিনি ভোগী—সেরূপ বিচার চিত্রকেতু ক'রেছিলেন। মহাদেবের ক্রোড়ে দেবীকে ব'সে থাকতে দেখে চিত্রকেতু উপহাস ক'রেছিলেন। তাঁর বিচারে ভুল হওয়াতে অপরাধ হ'য়েছিল। মহাদেব ভোগী ন'ন। কিন্তু যাঁরা অরুদ্র—ঈশ্বর ন'ন, তাঁ'রা রুদ্রের অনুকরণ ক'রলে অসুবিধা হ'বে। মহাদেবের ন্যায় সংযত না হ'লে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ মনে [illegible] মন যদি সেবা করা ছেড়ে দেয়, [illegible] ক'রে [illegible] হ'লে সর্ব্বনাশ। এজন্য ব'লেছেন যে, মনের দ্বারাও কদাপি ওরূপ কথায় প্রবিষ্ট হ'বে না। কেন না, অরুদ্রের মন দুর্ব্বল—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। এজন্য রাধাগোবিন্দের কথা ভাগবতে আবরণ ক'রে রেখেছেন। রাধিকার নাম বা গোপীর নাম বর্ণন করেন নাই, কেবল ক্রিয়াকলাপ ব'লেছেন মাত্র—লোভিসম্প্রদায়ের ওটা জানা হ'লে, তা'রা অসুবিধায় প'ড়বে এই জন্য।

মহাদেব যে বিষ পান ক'রেছিলেন, সেটা এক তীব্র [illegible], তাঁর পানকালে হাত থেকে কিঞ্চিৎ বিষ প'ড়ে [illegible]। সেইটা গ্রহণ [illegible] বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি এবং তারা বিষধর হ'য়েছে। [illegible] পর সমুদ্র থেকে কতক-[illegible] উঠ্‌লো। সুরভি-গাভী উঠলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ ক'রলেন। তা'র পর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠলে ভগবানের শিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা বলিকে প্রদান ক'রলেন। ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্-গজ, অভ্রমু প্রভৃতি অষ্টদিগ্ হস্তিনী, কৌস্তুভমণি,

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়

পারিজাত, অপ্সরাসকল এবং রমাদেবী আবির্ভূত হ'লেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ ক'রলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা উঠ্‌লে অসুরেরা উহা গ্রহণ ক'রলো। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতিকে ইন্দ্র গ্রহণ ক'রলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরী অমৃতকলস হাতে নিয়ে উঠ্‌লেন। দেব-দানব-মধ্যে অমৃত নিয়ে কলহ উপস্থিত হ'লে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে অসুরগণকে বঞ্চনা ক'রে দেবগণকে অমৃত বণ্টন ক'রে দিলেন। তা'তে বিস্ময় রতি ও অদ্ভুত-রসোদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি বিস্ময়রতির কারণ। কেবল রাহু দেবচিহ্ন ধারণ ক'রে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে অমৃত পান ক'রছিল। ভগবান উহা জান্‌তে পেরে চক্র-দ্বারা তা'র শিরশ্ছেদন ক'রলেন। কিন্তু অমৃত-পান-হেতু তা'র মস্তক অমরত্ব-প্রাপ্ত হ'ল। শরীর মস্তক থেকে ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে গেল। কোন কোন পুরাণের মতে ঐ শরীরটি 'কেতু' হ'ল।

ভাগবতের শেষাংশে কূর্ম্মদেবের একটি প্রণাম-মন্ত্র আছে—

> পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়ন-
> নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
> যৎ সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
> যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

[পৃষ্ঠদেশে ঘূর্ণমান গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ জোয়ারছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াতে নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে, কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।]

সেই কূর্ম্মদেব যে নিঃশ্বাস ফেলেন, তা'তে সমুদ্রের রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরে যায়। কূর্ম্মদেবের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমুদ্রের আসমাপায়ী স্রোত অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই। তা'তে সমুদ্রস্থ রত্নসকল তীরস্থ হয় আবার ফিরে যায়। এই রত্নসকল ভোগ কর্‌বার বাসনা হ'লে অমঙ্গল। নারায়ণ-ভোগ্য বিষয় জীব-ভোগ্য হ'লে অসুবিধা। জগতে আমরা জাগতিক ব্যাপারকে 'অধন' ব'লে বুঝ্‌তে না পেরে ধন জ্ঞান ক'রে তা'তে আবদ্ধ হ'য়ে যাই। লক্ষ্মীর নিকট বর প্রার্থনা করি জাগতিক সৌভাগ্যান্বিত হ'বার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যের জন্য যত্ন করি না। কূর্ম্মদেবের শ্বাসপ্রশ্বাস নিত্যকাল আমাদের মঙ্গল বিধান ক'রছেন। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের অভাব কোন্ জিনিষটা, কা'র-দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ পেতে পারি, এসকল বিষয় বুঝ্‌বার চেষ্টা করি না। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হই। জাগতিক দ্রব্যগুলিরও অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং ঐগুলি প্রয়োজনীয় নয়—না বুঝ্‌লে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদনুগ্রহ কেবল জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, জীবের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তা' হ'লে জাগতিক ভোগ নিয়ে ব্যস্ত থেকে সেবা-বিমুখ হ'য়ে যায়। ভগবদ্‌বোধ-বিচার উপস্থিত হ'লে কেবলমাত্র স্বর্গসুখভোগ বা পার্থিব সুখপ্রাপ্তিতে আবদ্ধ থাকি না। যাতে ভগবানের সুখবিধান হয়, সেইরূপ কার্য্য করার চেষ্টা হয়। আমাদের কিছু লাভ হ'য়ে সেবা-বিমুখ হ'লে নিত্য দুর্ভাগ্যের কথা। বিষ্ণু কামদেব, তাঁ'রই সব। তাঁ'র থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটি পত্নী গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হ'তে লক্ষ্মীহরণ-পিপাসা আসে। কূর্ম্মের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না ক'রলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ ক'রে সেবা-বিমুখ হ'য়ে যাই। সেটি অমঙ্গলের কথা।

এই কূর্ম্মদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কূর্ম্মদেব দেবতাদিগের ভোগের ইন্ধন জোগাচ্ছেন; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী দেব-পূজ্যা, তা'ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা'লেন। তিনি সাহায্য না ক'রলে সমুদ্র থেকে জিনিষ পাওয়া যেত না। "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" বিচারে যখন মন্দর নেমে যাচ্ছিল, তখন তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশ দিয়ে উহাকে রক্ষা ক'রলেন। তাঁ'র পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত কঠিন।

> অস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য
> নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ

কূর্ম্মদেবের নিঃশ্বাস হ'তে বেদ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হ'লে কূর্ম্মদেব তা' থেকে রক্ষা করেন। কূর্ম্মদেবের বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন। অসুরগণ বুঝ্‌তে পা'রে না। তাঁ'রা ভোগরত। দেবতারা যা' ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্যজ্ঞান ক'রে। লক্ষ্মীকে তাঁ'রা নারায়ণভোগ্যজ্ঞানে নারায়ণকেই দান ক'রেছিলেন।

বরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হ'তে উদ্ভূত। তিনি ভয় রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশ-মূর্ত্তি। স্বায়ম্ভুব মনু নিজ-ভার্য্যা শতরূপার সঙ্গে জন্মগ্রহণ ক'রে জন্মদাতা ব্রহ্মাকে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলে ব্রহ্মা মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদনের আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রলয়জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে চিন্তা ক'রেছিলেন। এমন সময় তাঁ'র নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটি বরাহমূর্ত্তি প্রকাশিত হ'য়ে ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ ক'রে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে জলমধ্যে প্রবেশ ক'রে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হ'তে উদ্ধার ক'রলেন। ইনি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ ক'রেছেন। 'হিরণ্য'-মানে স্বর্ণ; যারা সর্ব্বদা ধন সংগ্রহে ব্যস্ত—lucre hunter তা'রা হিরণ্যাক্ষ। আর 'হিরণ্যকশিপু' কনক-কামিনী দুটিই সংগ্রহে ব্যস্ত। তা'কে বধ করবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। ইনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। যাঁরা ভগবদ্‌ভজনে প্রয়াসবিশিষ্ট, তাঁদের বিঘ্ন উৎপাদন-কারী শুভাশুভ কর্ম্মসকল নৃসিংহদেব বিনাশ ক'রে দেন। গণদেব সাংসারিক অসুবিধা বিনাশ করেন। তিনি জগতের বিঘ্ন বিনাশ ক'রে মানুষকে সেবাবিমুখ ক'রে দেন। গণদেবতার নিকট থেকে তা'দের প্রাপ্তি অতি সামান্য। ইন্দ্রিয়জসুখ—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশামাত্র লাভ। কিন্তু নৃসিংহদেবের বাৎসল্য এরূপ নয়। তাঁর স্নেহ এঁ'র থেকে ঢের বেশী। জাগতিক সুখান্বেষী ব্যক্তি যেটুকু নিয়ে ঘোরে, গণেশ তা'র সাহায্য ক'রে, তাকে ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ করেন। চিত্তটা একটা কার্য্যে থাকলে অন্যত্র যায় না। অন্ধকারে থাক্‌লে আলোক-বঞ্চিত হয় আর আলোকে থাক্‌লে অন্ধকার আস্‌তে পারে না। ভগবৎসেবা-বিমুখ থাক্‌লে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা প্রবল থাকে আর ভগবৎসেবা-বিশিষ্ট হ'লে ওগুলি আস্‌তে পারে না। আধ্যক্ষিক বিচারে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু নৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তিনি প্রহ্লাদের যাবতীয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ ক'রে সর্ব্বদা রক্ষা ক'রে থাকেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবজগতে গুরুর কার্য্য করেন।

আলম্বন-বিচারে বিষয় ও আশ্রয়—দু'টি কথা আছে। সেবক প্রহ্লাদ—আশ্রয়, আর নৃসিংহদে—বিষয়। মান্দ্রাজে পার্থসারথীর মন্দিরে পার্থসারথীর আশ্রয় গরুড়কে, রামচন্দ্রের আশ্রয় মারুতিকে এবং নৃসিংহদেবের আশ্রয় প্রহ্লাদকে অনেকটা দূরে স্থাপন ক'রেছে। তথায় বিষয়-আশ্রয়ে অনেক ব্যবধান আছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—আশ্রয়-বিবেক। ভগবান্ বিষয় ও ভক্ত আশ্রয়। তাঁ'রা সমান আশ্রয়যুক্ত। যেমন বার্ষভানবী কৃষ্ণের সঙ্গে একসিংহাসনে অবস্থান ক'রছেন, কিন্তু গৌরববিচারে বিষয়ের স্থান পরমোচ্চ। অন্যত্র বিষয়াশ্রয় সম্ভ্রমজন্য দূরে (respectable distanceএ) অবস্থিত। মান্দ্রাজে লক্ষ্য ক'রেছি, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী—বাহিরে আশ্রয়জাতীয় বিচার, প্রকৃতপ্রস্তাবে উপদেষ্টা কৃষ্ণ—বিষয়, উপদিষ্ট অর্জ্জুন—আশ্রিত কিন্তু এটা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে লোক-ভ্রান্তির জন্য; দারুক কৃষ্ণের সারথী। অহঙ্কারপ্রণোদিত ব্যক্তিরা বিষয় না বুঝে ভক্তি-গ্রহণের বদলে জাগতিক অমঙ্গল বরণ ক'রে থাকে, ভগবৎসেবায় রসবিপর্য্যয় ঘটায়। বিশুদ্ধ সখ্যবিচার বা বাৎসল্য-মধুর-বিচার এবং গৌরববিচারে অনেক পার্থক্য আছে। নৃসিংহ-দেবের যে বাৎসল্যবিচার, তা'তে ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্য থাক্‌লেও বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে এনেছিলেন। প্রহ্লাদের নির্ভরশীল সেবায় স্বীয় সেবনযোগ্যতার অভাব নাই। তা' হ'লেও এটি গৌরববিচারযুক্ত। কিন্তু শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন ক'রে তাল পেড়ে থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার ক'র্‌তে গিয়ে সেবার বৈক্লব্য-সাধন কর্ত্তব্য নয়। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রমবিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর আর সখ্য মুখ্য। এই গুলিতে বিপ্রলম্ভের বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্যে গৌরবভাব মিশ্রিত। সেবক যদি বেশী স্বতন্ত্রতা (latitude) না পান তবে সেব্যের পূর্ণসেবা ক'রতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাক্‌লে সব রকম সেবার যোগ্যতা হয় না।

নৃসিংহদেবে বৎসলরতিতে বাৎসল্যরস; প্রহ্লাদের বাৎসল্যরসে নৃসিংহাবির্ভাব; উহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহের রস গৌণ। কিন্তু গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ভুজষট্‌ক গ্রহণ ক'রেছিলেন। গৌররাম, গৌরকৃষ্ণ ও গৌরনৃসিংহ হ'য়েছিলেন। অন্যপ্রকারবিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষট্‌ক প্রকাশ। দু'বার দেখিয়েছেন। এর বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস।

শ্রীবলদেবের হাসরতিতে হাস্যরস। বামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। অবশ্য তা'র গল্প আপনারা জানেন। বামনদেব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা ক'রে-ছিলেন। তিনি জগতের প্রতি বন্ধুত্ব ক'রবার জন্য এসেছিলেন। এক সখা অপর সখার কিছু উপকার করেন। কিন্তু কামদেব স্বয়ং সখ্য স্থাপনে আস্‌ছেন। এটা বলি আগে বুঝ্‌তে পারেন নাই, তিনি দান ক'রতে ব'সেছেন; কিন্তু তাঁ'র মন্ত্রী শুক্রাচার্য্য, যিনি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন, যাঁ'র নাম কবি, তিনি দান ক'রতে নিষেধ ক'রলেন—

> "সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্"

বলির দানের অভিমান ছিল। উহা তপস্যাপ্রধান-বিচার। আমার জিনিষ অন্যের কাজে দিব, ইহা altruistic idea; যে দান চাইবে, তাকে দেওয়া যাবে,

তাতে অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু ভগবানের দয়া—পরিপূর্ণ বস্তু।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥

বলিরাজা সাধারণ লোকের ন্যায় বিচারসম্পন্ন, আর পরামর্শদাতা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুভক্তির জন্যই যত্ন ক'রে থাকেন। তিনি ব'লছেন—

ত্রিবিক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥

তিনি বলিকে ব'লছেন, ভগবান্‌কে তুমি ছোট মনে ক'রছ; তিনি ভিক্ষুক-সজ্জায় এসেছেন ব'লে তাঁ'কে বুঝতে পারছ না। কিন্তু তাবা পৃথিবী—তোমার যা' সম্পত্তি আছে, তাতে কুলোবে না, সব চ'লে গেলে বেকার হ'বে। যখন পা বিস্তার ক'রবেন, তখন দুই পায়ে সব গ্রহণ ক'রে নেবেন, তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারবে না। তোমার সব গেলে থাকবে কোথায় অর্থাৎ বলির সব গেলে শুক্রাচার্য্যকেও বেকার হ'তে হ'বে। এজন্য ব'লছেন —দান ক'রে কাজ নাই, তোমার ভাণ্ডে এত জিনিষ নাই। বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি, এখানে মাত্র একপাদ। চারপোয়াতে পূর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশে আনতে পারা যায় না। জগৎকে ত্রিপাদবিভূতি দেখতে দেওয়া হ'চ্ছে না, তা'দের বামন-দর্শন-ক্ষমতা হয় নাই। আমাদের দৃষ্টি একপাদযুক্ত। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশ থেকে জানতে পারা যায় না। বামনদেব—সখ্যরসযুক্ত। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখিয়ে উপকার ক'রছেন না, বৈকুণ্ঠপর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন। সেখানকার যা' কৃত্য, তাও করাবেন। অনাত্মপ্রতীতিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দু'টি মাত্র বিচার। আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত ব্যতীত জগতের লোক আর কিছু বোঝে না। তদ্দ্বারা কেউ অজ্ঞ, কেউ নাস্তিক, কেউ সন্দেহবাদী, কেউ বা অপরোক্ষানুভূতিতে যত্নবিশিষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সেবা ক'রতে হয়, সেবকের আত্মদান ক'রতে হয়। সেটি আর একটী পা দিয়ে ভগবান্ গ্রহণ করেন—

"ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংসুলে"

এখানে একটী স্থূলশরীর আর একটী সূক্ষ্মশরীর, এ'দুটীর যে ব্যোম, তা' অতিক্রম ক'রে তৃতীয় ব্যোম পরব্যোম—চেতনের ব্যোম। সেখানে সব চেতনপদার্থ, উপাধিমাত্র নয়। সূক্ষ্মশরীর (Astral body) যে ব্যোমে থাকে, সেটা চিদাভাসাকাশ। ভূতাকাশ ও সূক্ষ্মাকাশ হ'তে পরব্যোম স্বতন্ত্র। সেখানে আত্মপ্রতীতি, অনাত্ম-বিচার সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহজগতের ভোগ ও ত্যাগ—স্থূল-সূক্ষ্ম-বিচার নিয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। তাহা 'সদসদ্ভ্যাং পরম্'

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

'সৎ'শব্দে স্থূল অস্তিত্ব, 'অসৎ' শব্দে সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। স্থূল-সূক্ষ্মভাররহিত আত্মজগৎ। সেখানে জাগতিক বস্তু নাই।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রঃ তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

'আত্মবিৎ'এর অবস্থিতিক্ষেত্র স্থূল বা সূক্ষ্ম আকাশ নয়, এটা ছাড়িয়ে অধোক্ষজপদার্থে অবস্থান। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, অসতো সতোঽজায়ত"—এটা ঔপাধিক বিচার। তা' হ'তে সৎ ও অসৎ এসেছে।

বলি দুই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—পার্থিব ও আমুষ্মিক সম্পত্তি, যা'তে ভোগময়ী চিন্তা প্রবল—সব দিয়ে দিলেন। তখন ভগবান্ তৃতীয় পদ দেখালেন। সেখানে উপাধি নাই। নিরুপাধিক হ'য়ে হরিসেবা কর। কামদেব সেবা নিতে বক্ষে তৃতীয়পদ দিলেন। অনাত্মবস্তুতে যে অধিকার, যাতে ষষ্ঠী ও প্রথমার প্রয়োগ—সব নিলেন। তিনি কিরূপ সখা? প্রপঞ্চবন্ধু বা স্বজনাখ্য দস্যু ন'ন। ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য পার্থিবমিত্রতার বিচার। তা'র থেকে পরিণামে বঞ্চিত হ'তে হয়। ভগবান্ দু'টি পা দিয়ে ঐগুলি চাপা দিয়ে তৃতীয় অবস্থার নিত্য—আত্মা পর্য্যন্ত নিয়ে পদসেবায় নিযুক্ত ক'রলেন। এখানে সখ্য-রসের সুনির্ম্মলতা। এ রকম সখার ভাব অন্য জায়গায় নাই, এখানেও মুখ্যরসাশ্রয়।

পরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্ত্তি। দশটি অবতারের মধ্যে সাতটিতে গৌণরস আর তিনটী অবতারের মুখ্যরস। নৃসিংহদেব বৎসল, বামনদেব সখ্য আর বুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ ক'রেছেন। বুদ্ধের শান্তরস জড়ে ভোগবুদ্ধিরহিত হ'য়ে যাওয়া। এটীও মুখ্যরসের অন্তর্গত, তবে রসের মূর্ত্তি নাই। নিজের চেষ্টায় সেবা না ক'রে অজ্ঞতা-মুখে সেবা। ভৃত্য বেশ বুঝতে পারে—সেবা ক'রছি। কিন্তু শান্ত-রতির সেবক বুঝতে পারে না, অথচ সেবা করে। জড়রসরহিত হ'লে সেবনযোগ্যতা আসে। যোগ্যতার আকার নাই। আমি সেবক—এ উপলব্ধি অস্ফুট। এ জন্য শান্তকে রসশ্রেণীর মাঝামাঝি বলা হয়। দুঃখের আদিম অবস্থা শান্তের দিকে ধাবিত হ'চ্ছে, গমনপথে এই শান্তরস। বুদ্ধ করুণার অবতার। শোকরতি থেকে যে কারুণ্য, সেটা রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শান্তরতিতে জগতের সাংসার শান্ত করুণাপ্রকাশ, তা'তে শোকরতির আমেজ সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। যেমন শাক্য-সিংহ তিন পা ওয়ালা (একটা মাথা ও দু'টি পা—এই তিনটী) একটি বৃদ্ধকে দেখলেন। বৃদ্ধটা চ'লতে পারে না, তাকে একটু শোক হ'ল—আমি পৃথিবীতে থাকতে পারবো না, এ অভাব দূর হয় কিসে? পার্থিবভোগ ত্যাগ ক'রে অহিংস হ'য়ে তপস্যা ক'রলে শোকরহিত অবস্থা হয়। এখানে অহিংস-নীতির প্রচার ক'রলেন। কেউ কেউ এখানে জুগুপ্সারতিতে জাত বীভৎস-রসও বিচার করেন।

পরশুরামের ক্রোধরতিতে রৌদ্ররস! গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বলেছিলেন—ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত, Politics জিনিষটা intelligence এর উপরে উঠুক। যা'দের জড়জগতের জ্ঞানে বীতস্পৃহ হ'বার চেষ্টা, তা'দের জব্দ ক'রে দিতে হ'বে, দরিদ্রতা দেখিয়ে বড় হ'বে। ক্ষাত্রধর্ম ব্রহ্মণ্যধর্মের উপর থাকবে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—মাথা —বুদ্ধি। তাঁদের বুদ্ধি না নিলে বাহুর (ক্ষাত্রের) দুর্গতি হয়।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আরা জেলার সাসারাম নামক স্থানে রাজ্য ক'রতেন। তা'র হাজার বাহু ছিল। সহস্ররাম (হাজার রকমের ভোগবুদ্ধি) হ'তে 'সাসারাম' হ'য়েছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির কামধেনু কেড়ে নিয়েছিল। তাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হ'য়ে একুশবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস ক'রেছিলেন। তখন বিচার হ'য়েছিল—

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্"

এক ধার থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস ক'রেছিলেন। চন্দ্রসেনকে পর্য্যন্ত বিনাশ ক'রেছিলেন। তাঁর পত্নীর গর্ভে একটী সন্তান ছিল। তিনি পরে মসীজীবী হ'য়েছিলেন।

রামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। বলদেবের হাস্য-রস। প্রলম্বাসুর মনে মনে অহঙ্কার ক'রেছিল, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মেরে ফেলবে। সে গোপরূপ ধারণ ক'রে রামকৃষ্ণের গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তা'র উদ্দেশ্য জানতে পেরেও তাকে বধ করবার ইচ্ছায় বন্ধু ব'লে স্বীকার ক'রে ক্রীড়া আরম্ভ ক'রলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ ক'রতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ক্রীড়ায় পরাজিত হ'য়ে শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন ক'রতে থাকলেন। প্রলম্বাসুরের মতলব হ'য়েছিল, বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে নিয়ে গিয়ে সংহার ক'রবে, কিন্তু বলদেব বামুষ্টিতে তা'র মস্তকে আঘাত ক'রে তা'র প্রাণ সংহার ক'রলেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা। ধর্ম্মের নামে গোপনে ব্যভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্বপ্রচার প্রলম্বাসুরের কৃত্য। বলদেব সেটা বিনাশ ক'রে থাকেন। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাকে প্রবল করবার জন্য আমাদের যত্ন; কিন্তু বলদেবের কৃপা সেগুলি বিনাশ ক'রে থাকে। সুতরাং এখানে হাসির কথাই বটে। যাঁর রূপবৈভব হ'তে মৎস্যাদি অবতারসকল উদ্ভূত, তাঁকে ক্ষুদ্রজীব মনে করে মারবে! অভক্ত প্রলম্বা-সুর ভক্তের সজ্জা নিয়ে বলদেবকে সংহার ক'রে কংসের উপকার ক'রবে মনে ক'রেছিল। তাতে হাস্যরসের উদয় হয়। যা'র যা ক্ষমতা নাই, সেটা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্য উদিত হয়।

কল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্ম্মিককুলকে ধ্বংস ক'রেছিলেন। অধার্ম্মিকগণের বিচার—ধর্ম্ম নাশ ক'রবে, ধর্ম্মের প্রসাদ ধ্বংস ক'রবে—খাবে দাবে নরকে যাবে। তখন উৎসাহরতির দরকার হয়।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥

উৎসাহরতিযুক্ত হ'য়ে কল্কিদেব অধার্ম্মিককুল বিনাশ করেন। উৎসাহরতির দ্বারা বীররসের আবাহন ক'রে থাকেন। অন্যকে ধ্বংস করতে উৎসাহ প্রয়োজন। যা'রা বলে,—ব'সে ব'সে মালা জপলে, হরিকথা কীর্ত্তন করবে না, কীর্ত্তন করতে গেলে লোক বলবে—দলে লোক, সুতরাং ভগবৎকথা প্রচার না ক'রে সয়তানীর কথা প্রচার হ'তে দেব, তা'রা বাস্তবিকই সয়তান। নিজে ভোগ ক'রবো, খাবো দাবো নরকে যাব—এই বিচার তা'দের। বহুপত্নীগণের পুরুষগণ এক সময়ে মনে ক'রেছিল, রামকৃষ্ণকে খেতে দেবে না, তা'রাই ভোগ ক'রবে, কিন্তু যজ্ঞপত্নীগণ রামকৃষ্ণকে খাওয়ালেন। অনেক সময় এরকম বিচার আসে। সত্য নষ্ট ক'রতে অসংখ্য লোকের চেষ্টা। বিষ্ণুভক্তি-দ্বারাই সমস্ত অমঙ্গল [illegible] হ'চ্ছে, লোকের [illegible] চায়। মধ্যে উৎকলদেশে একটি লোক প্রচার ক'রেছিল, [illegible] ডাক্তারবেশটিকে মাটি করেছেন। কিন্তু তিনি সকলের মঙ্গল করেন। এ লোকটা বিচারে ভুল করলো; কিন্তু কতকগুলি লোক বলে —তাই হ'বে, তেজোবৃদ্ধি হচ্ছে না। ছাগলের কাঁঠাল না খেলে উদ্দাম প্রবৃত্তি থেমে যাবে। বিষ্ণুভক্তগণ বলেন—ওটা করতে পারবে না, জীবে দয়া কর। কিছুদিন আগে বিচার হয়েছিল—লাঠি খেলা শিখতে হবে, তা' হ'লে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হ'বে। কিন্তু তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে নিজেকে দণ্ড দেওয়া—ত্রিদণ্ড গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড গ্রহণ করলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হ'বে, নতুবা অসুবিধা হ'বে। সেইজন্য রূপগোস্বামী প্রভু প্রবুদ্ধ জগতের মুক্তা নিরাসের জন্য "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের অবতারণা করেছেন।

ভজনের দ্বারা সব মঙ্গল। নিজে বাঁচতে—এই অহঙ্কার-মুক্তি-দ্বারা সর্ব্বনাশ হ'বে। প্রবল উৎসাহে হরিকথা বল। Trade বন্ধ কর। পরিগ্রহীতারা মনে করেন, ব্যবসা করলে তাঁদের সুবিধা। তাঁদের কাছেই যা কিছু থাকবে। অপরকে ব্যবসা করতে দিব না। তাদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু সকলকে বলে দিতে হবে—জগদ্ভক্তি ছেড়ে দিলেই ঝগড়া —Nationalism থাকবে। হে মনুষ্য জাতি, তোমরা সকলে হরিকীর্ত্তন কর। আবিসিনিয়াবাসী, ইটালীবাসী সকলে মিলিয়া হরিভজন কর। তা' হ'লে আর কোন মতভেদ থাকবে না। হরিকীর্ত্তন হ'লে ঐরূপ বিচার-প্রণালীর প্রয়োজন হ'বে না, ভজনের প্রবৃত্তি বাড়বে। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-ব্যতীত আর মঙ্গলের কথা নাই, এটা না বুঝা পর্য্যন্ত রাবণের সীতা-হরণ চেষ্টা। ভক্তির ভিত্ত হ'য়ে যে সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা, সে সব ঘুচে যাবে বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাতেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া দরকার।

কোনরসবিশেষের প্রকাশের উপাসনায় জড়রস দূর হয়। গৌণজগতে মুখ্যরসের কথাগুলি ক্রিয়াবিশিষ্ট হলে ফলপ্রদ হবে না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের কথা আলোচনা ক'রলে ক্ষুদ্রচিন্তা হ'তে নিরুৎসাহ হ'য়ে হরিকীর্ত্তনে পূর্ণ উৎসাহ আসবে। পূর্ণরসের আশ্রয় হরিকে আশ্রয় করলে ঝগড়া, মৎসরতা থাকবে না।

BACK FROM EUROPE WITH TWO GERMAN DEVOTEES

Tridandi Swami B. H. BON

CROWDED MEETING AT GAUDIYA MATH FOR RECEPTION

[*From Forward, dated September 9, Cal. Edition*]

In spite of the inclement weather, Calcutta witnessed a historic gathering of more than ten thousand people in the Saraswat Sraban Sadan assembly hall where a public reception was held under the presidency of the Maharajadhiraj Sir B. C. Mahtab Bahadur, G. C. I. E., K. C. S. I., I. O. M., L. L. D. of Burdwan, to present an address on behalf of the citizens of Calcutta to Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj, who, with the two German devotees, Herr Baron H. E. Von Koeth and Herr Ernst George Schulze, returned from his preaching tour in Europe. Swamiji was sent on a mission tour on behalf of the Gaudiya Math by His Divine Grace Paramahansa Srimad B. S. Saraswati Goswami Maharaj to represent the culture of devotional cult of Sree Chaitanya amongst the Western savants.

The Hon'ble Prince Akram Hossain in proposing the Maharajadhiraj Bahadur to the chair, appealed to his co-religionists to sink their differences and to live as brothers of the Hindus as sons of the common motherland. Mr. Santosh Kumar Bose, ex-Mayor of Calcutta in course of his speech appealed to his countrymen to hear the message of great Chaitanya as expounded by the Gaudiya Math which is doing yeoman's service since its foundation in the city of Calcutta for the propagation of the religion of Love of Lord Chaitanya.

Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj while replying to the address said, "You can well understand how deeply touched I am by the great honour you have shown me by this gathering. As you know, I was sent by my Master to represent to the people of the West the excellence of India so that there can be a greater possibility of mutual understanding between India and the West. It is often said that religion has been the cause of misfortunes of present India but from my personal experience I feel, may be am wrong, that it is not religion which has brought degradation to any country or people, but it is religion which really upholds the supremacy and, as a matter of fact, the life of any nation. In Europe it is true that about half a century before we could see a greater number of people filling the benches in the church which were often found to be left vacant when the bishop was giving his sermon from the pulpit. But it did not convince me that there could be no genuine seeker after truth with a greater amount of sincerity. In the spiritual life, it is not the number that counts much, but it is the genuineness and earnestness of the individual souls that is of greater importance. In India also, I feel that it is not religion, but a misconception of religion, which might have been an indirect cause of her material degradatian. On the other hand I feel pride to call myself an Indian and with that honest pride I say that India can really to-day stand before the whole to speak of her superiority in the domain of religion, although she may be lacking in other spheres of life. The speaker added that he had high hopes about the immense possibilities of the great message of Lord Chaitanya with which he was entrusted by his Mission."

Herr Ernst Georg Schulze, while acknowledging the cordial reception said that in Germany people are not accustomed to have overcrowded religious meetings but big gatherings only for social and political purposes. The speaker added that Germany had a great interest in India's philosophy and religion, and they have not come to India, for a sight-seeing trip but to pick up some idea about what India may be. There are many differences in habits and customs between the two countries, but still they hope that they will be helped by their Bengali brothers in rendering services.

PUBLIC WELCOME for SWAMI BON

CALCUTTA ARRIVAL

[*From Statesman 9. 9 35*]

Members, associates and disciples of the Gaudiya Math, Calcutta, assembled in large numbers at Howrah station to welcome Tridandiswami Bhakti Hridoy Bon on his return from Europe by the Bombay mail yesterday morning.

For the past two and a half years the Swami has been preaching the *Vaishnava* religion in England and in Central European countries, and his propaganda is stated to have made a deep impression on the minds of many leaders of thought and religion in the West. The Swami has established in London a branch of the Mission, called the London Gaudiya Mission Society, which has the backing of many influential people, including the Marquess of Zetland, Secretary of State for India.

On arrival in Calcutta yesterday, Swami Bon was received by the Maharaja Bahadur of Huthwa who garlanded him. Introductions were then performed by Mahamahopadhaya Pundit K. Vidyabhusan, general secretary of the Gaudiya Math, after which the Swami was taken in procession to the headquarters of the Gaudiya Math in Baghbazar.

Swami Bon is accompanied by two German disciples, who were dressed in the garb of *sannyasins*.

In the evening there was a large gathering at the Saraswata-Shrabana-sadan of Sree Gaudiya Math, Baghbazar, when a public reception was accorded to Swami Bon. The Maharajadhiraja of Burdwan presided.

An address of welcome was presented to the Swami by Mr. Santosh Kumar Basu on behalf of of the citizens of Calcutta.

Among those present were the Consul-General for Germany, the Mahanta Maharaj of Emar Math, Prince Akram Hossain and Mr. J. N. Basu.

Mr. J. M. Basu, M. L. C. in proposing the vote of thanks to the chair, said that never in the annals of the city of Calcutta he has witnessed such a vast gathering as has been assembled in this occasion to do honour to him, who has well established the excellence of the doctrine of Divine Love of Sree Chaitanya in the West within so

(অতঃপর ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

(৪র্থ কলমের শেষাংশ)

short a time. Every Indian should be proud of the great services done by the great son of Bengal and Europe has acknowledged it the manifestation of which is demonstracted by the presence of the two scions of notable German houses viz. Baron Koeth, representative of a historic house of Bavaria, and Herr Schulze a distinguished graduate of the Leipzig University, who also has become disciple to the great religion of Sree Chaitanya.

After the chanting of a religious hymn by Pandit Haripada Vidyaratna, M. A., B. L., the meeting terminated.

Among those present were Hon. Prince Akram Hossain, Raja Bahadur of Nashipur, Mr. J. N. Basu, M.L.C., Mr. Santosh K. Basu; M.M. Gananath Sen; Mahant Maharaj of Emar Math, German Consul and Vice Consul; Dr. P. Neogi; Rai Bahadur Tarakeswar Bhattacharjya Raja Kshitindra Nath Roy Mahasai; Rai Bahadur J. N. Banerjee; Mr. T. P. [illegible]se, Kaviraj Anath Nath Roy, Rai Bahadur A. T. Ghose, J. M. Mookerjee and others.

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠ-রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্দীক্ষিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামুনপুকুর (নদীয়া)

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

৯) শ্রীগৌরাগদাধর-মঠ—চাপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরসেবা।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"—মাউগাছি, পোঃ জাম্নগর, (বৰ্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১১) ভেভিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৪) একায়নমঠ—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি,

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীর মঠ—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ—পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ—পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ—ডুমরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দমঠ—চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ—বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ—চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ—আলবর, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ—পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদেব শ্রৌতী মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ—বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ—পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

(৪২) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ—পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ—পোঃ—অমিরসি, মেদিনীপুর।

(৪৪) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ—বালেশ্বর।

(৪৫) পাটনা-গৌড়ীয়মঠ—১০০ মিঠাপুর, পাটনা

(৪৬) গয়া-গৌড়ীয়মঠ—সিভিল লাইন্‌স, চার্চ রোড, গয়া।

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, রাগরত্ন।

(৪৭) বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়—প্রোক্টার রোড, হোটান বিল্ডিং, বাংলা নং ১, বোম্বে—৭

(৪৮) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—[illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৪৯)-লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৫০) বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়—Berlin 30 Eisenacher strasse 29 I.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

REG. NO. C. 1544

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার { ১৬৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-তিথি-পূজা

গত পরশ্ব শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের ভগীরথ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-তিথি-পূজা মহতী সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রতিষ্ঠিত, কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উষঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত সময় পাঠ, কীর্ত্তন ও জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই মহাপ্রসাদ-বিতরণ করা হইয়াছে। প্রাসাদবাসী হইতে 'ফুটপাথ' বা বৃক্ষতলাশয়কারী পর্য্যন্ত—মহাপ্রসাদে বিশ্বাসসম্পন্ন সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন। প্রসাদ-সম্মান-সময়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের জয়ধ্বনিতে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়াছিল। এই আনন্দধ্বনির নিকট স্বর্গসুখ নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ। স্বর্গসুখ প্রপঞ্চে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, তাহা দুঃখ-শোকাদির অপ্রাকৃত ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু "মহাপ্রসাদ-সেবনে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়॥" অপরাহ্নে রাজপথে বসিয়া সহস্র সহস্র কাঙ্গালী আকণ্ঠ পূরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ পাইয়া আনন্দভরে মুহুর্মুহুঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য-বর্য্যের জয়ধ্বনি করিয়াছে। অপরাহ্ণ ২-১৫ মিনিটের সময় রেডিও-যোগে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য-জীবনী-সম্বন্ধে বক্তৃতা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনাম-সাধনের প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া বহু শুশ্রূষু ব্যক্তিকে মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। এই শুভ বাসরেই জার্ম্মাণীর সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যারন্ হের্ এইচ, ই, ভন্ কোয়েথ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে বসিয়া শ্রীনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। হের্ ই, জি, স্থুল্ৎজে, মিঃ কয়ন্থ, মিসেস্ কয়বেলা প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্যমনীষীর ও মহিলার শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম-প্রাপ্তির বিষয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। বিশ্ববাসি ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যে দেশে যে অবস্থায়ই অবস্থান কর না কেন—হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টান হও, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী, ব্রাহ্ম, ইহুদী যাহাই

শ্রীশ্রী প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

পঞ্চদশদিবস—৮-৭-৩১, সোমবার

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভাবুক বা রসিক শব্দে কথিত হন। যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে উত্তরোত্তর মঙ্গললাভে অগ্রসর হন, তাঁরা সাধনভক্তি আশ্রয় ক'রে থাকেন, তাতে আটটি অবস্থা আছে। আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি—এই চার প্রকার, আর অনর্থ-নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সুযোগ হ'বার জন্য আর চারপ্রকার অবস্থা—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও

হও না কেন, একবার উন্মীলন ক'রে দেখ—আবির্ভাব-বাসরে ঠাকুরের অভিলাষ—

"আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় বক্তৃেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যেদিন বিজাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে "জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়"—এরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব ক'রবেন, সে দিন কবে হবে। যে দিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে সেদিন কবে হইবে!"

—আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে অচৈতন্য-মোহ-মদিরা পরিত্যাগ ও তদীয় শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর পাদপদ্মাশ্রয়ের নিমিত্ত কেমন স্নেহভরে আহ্বান করিতেছেন।

ভাব। অনর্থনিবৃত্তির পরে এগুলি স্বাভাবিক হ'লে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ হয়। তাতে রতির কথা আছে। রতির সহিত সামগ্রী চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উদয় হয়। সেটি প্রেমভক্তিরাজ্যের কথা। জাতরতি ব্যক্তিদিগের সামগ্রী সম্মেলনে যে অবস্থা, সেটা ভাবুকের পরে রসিক-অবস্থা। অনর্থনিবৃত্ত পুরুষের ভাবের অবস্থা।, সাধন, ভাব ও প্রেম-ভক্তিতে সেবা আছে।

নিজমঙ্গল-জন্য অগ্রসর হ'তে যে বুদ্ধি, তা' শ্রদ্ধা। সেটি সাধনের প্রথম অবস্থা। যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা ক'রতে হ'বে না, তা'র থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সেগুলি কি জিনিষ? একটি নিজের ভোগবাসনা, কর্ম্মপ্রবৃত্তি আর অপরভাগে অবস্থিত ভোগত্যাগ—দু'টিই সমজাতীয়। একটির বিচার—জড়জগৎ ভোগ্য আর আমি ভোক্তা, অপরটির বিচার আমি ভোগ না ক'রে সুবিধা পাব, ইহা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের বিচার-প্রণালী। কর্ম্মপরের চিন্তাস্রোতে ভোগবাসনা প্রবল। আর ত্যাগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাধা, দুঃখ অধিক, যেমন গীতায়

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাঁরা বলেন, ব্যক্ত জগতে ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত হ'য়ে অব্যক্তে প্রবেশ করা দরকার, তাঁ'দিগকে গীতা বল্‌ছেন যে—সেটায় অধিক ক্লেশের কথা। দেহীর বিচার ভোগ বা ত্যাগ নয়। দেহবিশিষ্ট-ব্যক্তি ত্যাগ ক'রে সুখে না পড়ে। সেখানে (ত্যাগে) কিছুই নাই। এখানে (ভোগে) কিছু আছে মনে করায় অপ্রমনোরথবৎ অল্পকালস্থায়ী। এগুলির বদলে ভগবদ্-ভক্তি আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ভাগ্যশয় যাঁ'রা ক'রেন না, যাঁ'দের বাস্তব স্থির হ'ল না, নিজে ভোগ ক আনন্দ পাবে ত্যাগ ক রে আনন্দরহিত হ'য়ে যাবে, এ বিচারটি আমাদের নয়। মুমুক্ষুদিগের ভোগ-দেওয়া কথার মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণত্ব বর্ণন থাক্‌লেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃত্বের গাঢ়িকা হ'য়ে সব আমিতে পর্য্যবসিত হ'লে, এটাই তাদের প্রধান বিচার! 'আমি' ব'লে জিনিষ নির্দ্দেশ করা দরকার। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে তটস্থশক্তি ব'লে

বিচার ক'রেছেন। ভোগময় কর্ম্ম ও ত্যাগময় জ্ঞানরাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে ভগবদ্‌ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। তা'তে সেব্যের সুখানুসন্ধান-বিচার প্রবল, নিজের ভোগ বা ত্যাগে শান্তির কথা নাই। তখন বিচার হ'বে, "তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ ক'রতে প্রস্তুত আছি, আমি অসুখী হ'লেও যদি তোমার সুখ হয়, তা'তে আমার দুঃখ নাই, সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।"

ভাগবত ভগবৎসম্বন্ধনীয়—ভগবানের স্বরূপবর্ণন ও ও যাঁদের নিয়ে ভগবত্তা, তাঁদের কথা অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের কথা ব'লেছেন। আলম্বন, উদ্দীপন, সঞ্চারী ও অভ্যাগত বিচারে সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। ভাবুক রসিকসহ ভাগবত প'ড়তে হ'বে, নতুবা জড়রস আলোচনা ক'রতে ক'রতে রসরাহিত্য ব্যাপার আসবে। কিন্তু প্রকৃত রসের উদয় কখন হ'বে?

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

কর্ম্ম-জ্ঞানের উদ্দেশ্য নিজস্বার্থপোষণ। নিজের সুবিধা স্বাগ্রহিতা, তা'কে ছেড়ে দেওয়া জ্ঞানাগ্রহিতা, দু'টোতেই অপস্বার্থপরতা। নিজেন্দ্রিয়তর্পণের দুই প্রকার রাস্তা। কামনার পরিতৃপ্তি 'ধর্ম্ম' বলে উল্লিখিত হয়, সেটা ভাবুকের হওয়া উচিত নয়। রস আস্বাদন ক'রতে হ'বে, কিন্তু সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয় না হ'লে তা' সম্ভব হ'বে না। তামসিক রাজসিক ব্যক্তির আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত সাত্ত্বিকরসাস্বাদন ভাল মন্দের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে ভাবনাবিশিষ্ট হ'য়ে যে রসাস্বাদন, সে'টিই প্রয়োজন—তাহাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। আমরা রূপগোস্বামি-প্রভুর অনুগ্রহে মহাপ্রভুর বিচারপ্রণালী মধ্যে এই বিষয় লক্ষ্য ক'রে থাকি।

রসিক কা'কে বলে? যিনি সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে রস আস্বাদন ক'রতে পারেন। আপেক্ষিকতাধর্ম্মপূর্ণ সত্ত্ব নয়, সাত্ত্বিক গুণে অবস্থান হ'লে যে ভাল'র বিচার, সেটাও ছেড়ে দিতে হ'বে। উজ্জ্বলসত্ত্ব না হ'লে মিশ্রসত্ত্বে অসুবিধা আসবে। অতিশয় আস্বাদন সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে হ'য়ে থাকে। রজোদ্বারা তমঃ ও সত্ত্বদ্বারা রজঃ বিনাশ ক'রলেই হ'বে না, সত্ত্বটাকেও বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বিনাশ ক'রতে হ'বে। ঐগুলিতে ভোগ-বাসনা বা ত্যাগ-বাসনা বর্ত্তমান। এজন্য পতিবঞ্চনা ব'লে মধুর রতিতে একটি কথা আছে। পারকীয় বিচার শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। সেটি প্রাকৃত সহজিয়া ব্যক্তি বুঝ্‌তে না পারায় যে অমঙ্গল ঘটে, তা' আমরা পদে পদে লক্ষ্য করি।

ভাবনাবর্ত্ম—মনোধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রে যে অবস্থা, তা'তে যে রসের উদয়, সেইটি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্বাদ্য। গুণজাত জগৎকে অতিক্রম ক'রে যে আস্বাদন, তা'কেই রস বলে। তা'তে পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা রসিক বা ভাবুক। নির্গুণ জগতের যে আংশিক ভাব সেটি নয়। রসিকগণের কৃত্য ভাগবত আলোচনা করা। ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম না করায় মনোধর্ম্ম-জীবীর চিন্তাস্রোতে রজস্তমোগুণের মিশ্র ক্রিয়া প্রবল থাকে। তাতে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হয় না। ভগবানের রস আস্বাদন ভাগবত না হ'লে হয় না, ভূতশুদ্ধি না হ'লে দেবপূজা—ভগবৎপূজা হয় না। ভগবান্ রসময়, এটা উপলব্ধি না হ'লে নীরস বিরস ব্যাপারকেই প্রাপ্যজ্ঞানে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। এটা অতি-ক্রম করা প্রধান প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ভাষায়—Transcend করা, যেটাকে Transcendence বলা হয় অর্থাৎ বাস্তব বস্তুর কথা, অবস্তুর তাৎকালিক প্রতীতিকে লক্ষ্য করা হয় না। গুণজাত জগতের কথায় যে ভাব, সেটা বলা হ'চ্ছে না; বাস্তববস্তু সম্বন্ধীয় ভাব ভাগবতরস আলো-চনা করা দরকার। ভাগবতকে অভিধেয়-বিচারে গ্রহণ ক'রলে অমৃত হয়। অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীচরণ আশ্রয় ক'রলে ভাগবতরস আস্বাদিত হয়। নতুবা জড়-রসজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা আক্রমণ করে। এজন্য পাঁচের অগ্রসঙ্গের কথা ব'লেছেন। তা' হ'তেই ভক্তি লাভ হয়। রসিকগণের সঙ্গেই ভাগবত আস্বাদ্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
আস্বাদো রসিকৈঃ সার্দ্ধং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্॥

অরসজ্ঞ বা জড়রসজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ভাগবত আস্বাদিত হ' নয়। সেখানকার সকল কথা ভগবানের পাদপদ্মে সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ ব'লতে গিয়ে জড়-জগতের স্রষ্টা বা ভঞ্জনীভর্ত্তা—যিনি সংহার করেন, তাঁর কথা নয়। নিত্যকাল অবস্থিত যিনি, তাঁর কথা। জড়জগতে জন্ম ও ভঙ্গে যে রস-সমাগম, সে দুইটা নিকৃষ্ট। তাৎকালিকতায় যে রসোদয়—ব্রহ্মার রস বা রুদ্রের রস, সেকথা নয়। কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রণেতা rhetorician যে কথা ব'লছেন, সব মানবভোগতাৎপর্য্যপর, তাতে কৃষ্ণভোগ-তাৎপর্য্যপরতা নাই। দেখ্‌তে এক হ'লেও কৃষ্ণ ও তদাশ্রিত জীব রস ভিন্ন—অচিদ্‌রাজ্যে প্রভুত্ব করার আসামীদের রস বিভিন্ন তাৎপর্য্যপর। ভোগ বা ত্যাগরাজ্যের রস ভাগবতরস নয়। ভোগেন্দ্রিয়ের অনুকূল-ব্যাপারে ভোগ ও ত্যাগজাতীয় ভাব সংশ্লিষ্ট। সুতরাং রসিক ও ভাবুকের সঙ্গে ভাগবত আলোচনা ক'রতে হ'বে।

আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকমাত্র সংক্ষেপে আলোচনা হ'য়েছে, আর কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব-প্রভুর অবতারসমূহের রসের কথা মাত্র আলোচনা হ'য়েছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—বার্ষভানবীর কুণ্ড-তটে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হ'বে।

অবতারসকলের মধ্যে সাতটি গৌণরস ও তিনটি মুখ্যরসের আশ্রয়। ঐ তিনটি যদিও নিত্যরসের অন্তর্গত, কিন্তু গৌণরসের বিচার-প্রণালী তা'তে এমন প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, যাতে লোকের ভ্রান্তি হ'তে পারে। যেমন নৃসিংহদেব বিষয়জাতীয় বস্তু, তিনি বৎসল-রসের আশ্রয়বিগ্রহের বিষয় না হ'য়ে বাহ্য আপাত-দর্শনে আশ্রয়প্রতিম হ'লেন কেন? নৃসিংহদেব অবতার। অবতারী কৃষ্ণে এরূপ বিষয়-আশ্রয়ের সুষ্ঠু বিচারের বাধা হ'তে পারে না। তিনি প্রভু, আর আশ্রয়-জাতীয় ভক্ত সেবক তদধীন। এজন্য নারসিংহী, বামনভক্ত ও শাক্যসিংহভক্তগণের মধ্যে আপাতদর্শনে রসবৈষম্য দৃষ্ট হয়। তাতে লক্ষ্য করি, ভগবান্ বিষয়। সুতরাং পিতৃত্ব-মাতৃত্বের বৎসলরসে সেবকের অধিকার আছে। প্রহ্লাদের রসের বিচার আশ্রয়জাতীয় হ'লেও ভগবত্তার কৃপা তাঁর উপর এল কেন? ভগবানের সুখটুকু আশ্রয় লাভ ক'রতে পারে না। আশ্রয়জাতীয় ব্যক্তি বিষয়রূপে জগৎ ভোগ ক'রছে। কিন্তু আশ্রয়জাতীয়ের যে ভোগ, সেটার সুষ্ঠুতা ভক্তিরসে। অভক্তির দ্বারা ভোগে আশ্রয়াভিমানের অভাব। কিন্তু প্রহ্লাদ আশ্রয়াভিমানপূর্ণ আর নৃসিংহ-দেবের বিষয়াভিমান পূর্ণ। এখানে আশ্রয়াভিমান বিরোধি-সত্তাদ্বারা আক্রান্ত হ'চ্ছে। স্ব-পর-বিরোধিতত্ত্ববিশারদ যাঁ'রা, অর্থপঞ্চকের পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চার বিচারে স্ব-পর-বিরোধী প্রভৃতি বিচার তাঁ'রা জানেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে এইগুলি আলোচ্য হয়।

বৎসলরতিতে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের অমঙ্গল-নিরসন-সেবা ক'রছেন। ভক্তিপথের বাধা নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন। আশ্রয়জাতীয় বিচারে যে সন্দেহ, সেটা নিরাকরণ ক'রছেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের উপাসনা ক'রছেন, তাঁর থেকে নিজসেবাগ্রহণের উদ্দেশে কিছু কামনা ক'রছেন না। যেমন গোপীর অঙ্গমার্জ্জন, সেটা কিসের জন্য? কৃষ্ণসুখের জন্য। ভোগ্যা জড়বিচারপরা ভোগিনীর নিজসুখপরা অঙ্গ-মার্জ্জন তা' হ'তে তফাৎ। বৎসলরসের বিষয় নৃসিংহদেবের সম্বন্ধে ভাল ক'রে বিচার ক'রলে লক্ষ্য করা যায়, প্রহ্লাদের রাজ্য বা নিজভোগবাসনা ছিল না। সেবকাভিমান প্রবল ছিল। নিজে নৃসিংহ হ'য়ে যাব, এ বাসনা ছিল না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ" বিচার তাঁ'তে পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং রসটি পূর্ণ করার জন্য ভগবানের যে অনুগ্রহ, সেটা জড়-জগতের ভোগ-ত্যাগ-বিচারের মত নয়। গণেশের উপাসকগণের এখানে ভ্রম উৎপন্ন হ'তে পারে। তাঁ'রা ভুল ক'রে বলেন—ভগবদ্‌ভক্তগণ ভক্তিরত্ন, ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন কেন? এটা ত' আমাদেরই মত অর্থাৎ জড়ের রায়সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির মত বিচার হ'য়ে প'ড়ছে? কিন্তু ব্যাপার তা' নয়। উপদেশক, মহোপদেশক, মহামহোপদেশক প্রভৃতি ভক্তি-রাজ্যের উপাধিগুলি ঐরূপ কোন জড়ীয় বিষয় নহে। তাঁ'রা অজ্ঞের তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তোষণজন্য উপদেশ করেন না। জগতের নিত্যমঙ্গলকর কথা উপদেশ ক'রে থাকেন। আর জড়ের উপাধি নিজের জড়তোষণ বুদ্ধি ক'রে কৃষ্ণসেবাপর নহে। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের কাছে কিছু প্রার্থনা ক'রছেন না। তিনি বলেন না, আমার পিতার দেহটিকে নখ দিয়ে চিরে নষ্ট ক'রে ফেলুন। তিনি প্রার্থনার ভার প্রভুকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জড়-কামনা—আত্মতোষণ-কামনা নাই। কিন্তু ভক্তের পরমাত্মতোষণ ব্যতীত কামনা নাই, শুদ্ধজীবাত্মার দ্বারা আত্মতোষণ অর্থে পরমাত্মার সেবা। বিষয়-আশ্রয়ে ভেদ নাই। মধুররতিতে গোপীর অঙ্গ-মার্জ্জনে কোন দোষ নাই। কিন্তু রমার অঙ্গমার্জ্জনে ঐশ্বরী-বিচার প্রবল, এখানে তা নাই। বৎসল-রসের যে-বিচার, তা'তে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, ভক্ত সেবার জন্য প্রচুর অগ্রসর হ'য়েছেন। এঁর উদ্দেশ্য কি আত্মতোষণ বা বদ্ধজীবতোষণ? তা' নয়। ভগবানের সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁদের কেউ বাধা দিতে পারে না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ভক্ত জানেন, ভগবান তাঁর উপাস্য আর গণেশ মহাশয় জড়জগতের ব্যক্তিগণের সিদ্ধিদাতা—যাঁ'রা ভগবানের উপাসনা করে না, তা'দের ছেলে-ভুলানো কাজে আটক ক'রে রেখেছেন। গণেশের উপাসনায় জড়সবিশেষ বিচার, পরিশেষে নির্ব্বিশেষতত্ত্বে প্রবেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষ-তত্ত্বের প্রকাশবিগ্রহ নৃসিংহদেব পৃথক্ বস্তু। গণাধিপ—leader, জগতের যতরকম leadership আছে, সকলের শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন গণাধিপ,—গণেশ; আর নৃসিংহদেব হ'চ্ছেন সেই গণাধিপাধিপ। জগতের কামনাপ্রিয় জনগণের শ্রেষ্ঠ হ'বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—নারায়ণ বা ব্রহ্ম হ'য়ে যা'ব, এসকল ক্ষুদ্র পিপাসায় যাঁ'রা ব্যতিব্যস্ত, তাদের সুবিধা দেন গণেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষবিচারপর প্রহ্লাদ মহাশয়ের

ঐরূপ কুবাসনার উদয় হয় নাই। যে দুশ্চিন্তা (mental speculation) মানবকে আক্রমণ ক'রে ভোগতাৎপর্য্য-পরতায় বিলীন ক'রেছে, সে রকম কথা ভাগবতে নাই। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় মাধুর্য্য, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত বিচারের বিষয়গুলি আর জড়-জগতের বিষয়-আশ্রয়-জনিত প্রেরণা একরকম মনে ক'রতে হবে না। সব সমানজাতীয় নয়। তা' হ'লে জড়ভোগী, ত্যাগ-অভিমানপর অন্ধবাদী ব'লবে, ভক্তেরও বাসনা ভগবানের সেবা করা। সুতরাং এখানেও কামনা আছে। কিন্তু তা' নয়। আশ্রয়-জাতীয়ের নিত্যবৃত্তির যে স্বরূপগত চেষ্টা, তা'তে বাসনা-জাতীয় imperfection—অযোগ্যতা আরোপ ক'রতে হ'বে না। যিনি আরোপ করেন তিনি অভক্ত জড়বস্তুর সেবক মাত্র, অবিবেচক, তাঁর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যত্ন নাই। ভক্ত বা ভগবানকে dockএর আসামী ক'রে cross examination করার যোগ্যতা তাদের নাই। তারা বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে সত্য-প্রতিম ব্যাপারে উন্মুখ থাকায় ঐ প্রকার অসুবিধা হ'য়েছে।

'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ইত্যাদি।

বাস্তবিক আলয়—আশ্রয়—রসময় আত্মা। 'রসিক' 'ভাবুক' কথাটা লক্ষ্যের বিষয়। আমরা এরকম মনে ক'রবো না যে, জড়রসপরায়ণ সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের কাণে হরিকথা ঢুকেছে। যেদিন ঢুকবে, সেদিন তাদের জড়রস-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে। নচেৎ উহাই একমাত্র ধ্যেয় থাকবে। তাদের ধ্যানের বিষয়—ভোগ্য জড়জগৎ। কুদ্বৈতবাদ যাঁ'দের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, তাঁ'রা শুদ্ধ অদ্বৈতের কথা শুনবে না, বিদ্ধাদ্বৈতেই থাকবে। জড়-রসের জন্য ধাবমান হ'য়ে তা' থেকেও বঞ্চিত। তাদের ক্লেশ অত্যন্ত অধিক। এজন্যই গীতায় "ক্লেশোঽধিকতর-স্তেষাম্" অবতারণা। এরকম স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে জড়রস আস্বাদিত হ'লে "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি" বিচারে চিদ্রস আস্বাদন ক'রতে পারবে না—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" বিচার বুঝ্‌তে পারবে না। যদি সব বিচিত্রতা ব্রহ্ম হ'তে আসে, তা' হ'লে তাঁকে খণ্ড করার চেষ্টা কেন? এখানে illusory energy dissuade করছে; conception of truth হ'চ্ছে না; কিন্তু why should the persuasive manifestation of transcendence be ignored? I give jerk to the impersonalists, intelligentsiaকে প্রশ্ন ক'রছি—নির্বিশেষবাদ কি ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে? ভগবান্ নিত্য সত্য বস্তু, বিমুখগণের চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী, স্বপ্ন-মনোরথের প্রায়। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম" এটা না বুঝ্‌লে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা উপলব্ধি হ'বে না। আধ্যক্ষিকতাকে গ্রহণ ক'রে বড় হ'বার চেষ্টা, ত্রিপুটীবিনাশে একীভূত হওয়ার বিচার ঠিক নয়। সুতরাং আশ্রয়জাতীয়ের কামনা ও বিষয় জাতীয়ের কামনা যেখানে পৃথক্ নয়, তার নাম অবরজ্ঞান।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের একথাগুলি ভাল ক'রে আলোচনা করা দরকার। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশেষে আর একটী বেশ ভাল কথা ব'লেছেন—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

মূর্খ নির্ব্বোধ ব্যক্তিসকল শব্দের বাহ্য অর্থ ক'রতে গিয়ে পরবিদ্যার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করেছেন, অপরবিদ্যায় প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ায় তাঁ'দের প্রকৃত অর্থ বিকৃত হ'য়েছে। তজ্জন্যই ভাগবত শেষাশেষি এশ্লোক ব'লে দিয়েছেন। কেবলা-দ্বৈতবাদীর বিচারপ্রণালী আধ্যক্ষিক দোষযুক্ত। তা'দের দৌড় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অর্দ্ধাংশ—নির্ব্বিশেষ পর্য্যন্ত। উহাতে কিছু অধোক্ষজের বিচার আছে, অপরোক্ষ-বিচারের নিম্নস্তরের ন্যায় কেবল ভোগ্যজ্ঞানলাভ-মাত্রে (epistemological merit) আবদ্ধ নয়। তাঁরা [illegible] বিবদমান [illegible] সেইসকল অনুগৃহীত ব্যক্তি নানা প্রস্তাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। উহা অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্টের বিচার না ক'রে mental speculationist (মনোধর্ম্মী) হ'য়ে দার্শনিক রাজ্যে আলোচনা ক'রতে গিয়ে জড়দ্বৈতবাদ আশ্রয় করে। কিন্তু তারা জানে না—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥

অদ্বৈতবাদের বিতণ্ডা মানবজাতিকে বিপন্ন ক'রছে। কতকগুলি লোক, যেমন অনলহক, অহংব্রহ্মবাদী, হেগেল প্রভৃতি Transcendenceএর কথা ব'ললেও তাঁদের চিন্তাস্রোত more or less pantheistic; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ঐ সকলের অনুমোদন করেন না। mysticism, ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়; ভোগ্য জড়ের অলৌকিকতা-বিচারই mysticism, সেটা ভোগের অন্তর্গত। পরমমুক্তপুরুষের বিচার বিচিত্রতা-যুক্ত লীলার কথার সহিত এক নয়। তাঁরা খণ্ডকালে জগতের ব্যাখ্যাতেই ব্যস্ত। এই সকলের হাত থেকে অবসর লাভের জন্য অহরহঃ ভাগবত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে একমাত্র ভাগবতই সেবা হউন। Agnosticism, Scepticism, Atheism, Pantheism, Henotheism, Cathenitheism সবই আধ্যক্ষিকতা—অধোক্ষজ-সেবা-বিরোধী। সেজন্য ভাগবত বলেছেন :—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
(ভাঃ ১।৭।৬)

'ঈশ্বর' শব্দ ভোগ্যজাতীয় পদার্থ নয়। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানপূর্ব্বক কুরসে, কুপথে, অপথে এমন নেশাখোর হ'য়ে পড়েছে যে তা'রা অপবিদ্যার কথাগুলিকে ভাগবত-প্রতিপাদ্য ব্যাপার বলতে বসেছে। তাই এবার ভাগবতের কথা বলবার প্রয়োজন হ'লো। কৃষ্ণের লীলারসকে জড়-জগতের সাধারণ কুরসে আচ্ছন্ন করবার জন্য দার্শনিকাভিমানী কতকগুলি আধ্যক্ষিকের যে প্রয়াস, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হওয়া আবশ্যক। সেজন্য ভাগবত কি ক'রে পড়তে হবে এবং ভাগবত কি বলতে বসেছেন তার আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে। ইহসবও পরিসমাপ্ত হচ্ছে। আমরা এখানে আলোচনা করবার আর একদিন সময় পাব।

শ্রীযুক্ত ভুবনমঙ্গল মহাশয় রাসলীলার কথার আলোচনা প্রয়োজন মনে ক'রেছিলেন। তাতে আমরা আধ্যক্ষিকের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের বিচার-ভেদ প্রদর্শন ক'রেছিলাম। তৎপ্রসঙ্গে সপ্ত-গৌণ ও পঞ্চ মুখ্যরসের বিষয় ও আশ্রয়ের কথা কিছু কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। মুখ্যরসের বিচারে এখানে আপাত বিষমধর্ম্ম উদিত হচ্ছে। বৎসলরসের আশ্রয়—বাবা মা হবেন, ছেলে কেন হয়? এ জগৎ পরজগতের বিপরীত প্রতিফলন (Perverted reflection); গণেশ এজগতের বিঘ্নবিনাশক হ'লেও ভাব-পথের বিঘ্নবিনাশন কার্য্যটী তাঁ'র দ্বারা সম্পন্ন হয় না। Henotheistic thought impersonalist schoolএর fabrication ছাড়া অন্য কথা নয়।

অন্য Schoolএর লোকের বিচার হয়, আপনাদের এত বড় Hall, তাতে ভাগবতের কথা আলোচনা না ক'রে floodreliefএর কথা আলোচনা করলে হয়। কিন্তু Relief ক'রলে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হ'য়ে ক্রম ভোগী না হয় জানা হবে। এপ্রকার নশ্বর অনিত্য অধ্যাভিমানীকে বহুমানন ও সমৃদ্ধ করতে দেওয়া কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর উচিত নয়। আমরা [illegible] নিরাশ্রিতাকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়েছি—বাস্তবসত্য প্রদর্শন করাতে প্রস্তুত হ'য়েছি। বাস্তবসত্যের বিরোধী জগৎ আমাদের বাস্তব সত্যের প্রবেশ [illegible] করতে পারবে না—ভাগবতকে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। ভাগবত বাস্তববস্তু—নিত্যকাল বিরাজিত।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
ভাঃ ১১।১৪।৩

ভগবানকে আশ্রয় ক'রে যে ধর্ম্ম নাই, সে সবই মানুষের খেয়াল,—মনোধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অসৎ পন্থীদিগের বিচারে দ্বৈতবাদ ছেড়ে দিতে হ'বে। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্য সেরূপ দ্বৈতবাদী ছিলেন না। আধ্যক্ষিকগণ যে Rationalism নিয়ে দ্বৈতবাদী করবার জন্য যত্ন করেন আমরা তাঁদের যুক্তির প্রশংসা করতে পারি না। তাঁদের চিন্তাস্রোতের মূল্য অকিঞ্চিৎকরও নয়। তাঁরা ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করলে জানবেন—ভগবান্ রসময়।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবুক হউন, রসিক হউন, কিন্তু চতুর্ব্বর্গাভিলাষী কপট ভাবুক জড়রস রসিক হবেন না—কর্ম্মি-জ্ঞানি-কুলের কথায় প্রমত্ত হবেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের মতে ভাল হ'তে পারে কিন্তু পরিণামে তাঁদের বিফলমনোরথ হ'তে হবে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

মনোধর্ম্মদ্বারা তারতম্য বিচার হ'তে পারে না। উহাতে আধ্যক্ষিকতাই প্রবল হয়। শিশুর দৃষ্টি কখনই প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। নৈমিষারণ্য স্কুলের কথা প্রচারিত হউক। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হউক। বাস্তববস্তু হেয়। ভাগবতকে নিয়ে উদরভরণের যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের হয়েছে, তা থামুক। অবাস্তব বস্তুর বিচার আর প্রয়োজনীয় নয়। জগতের সব পুঁথি ধ্বংস হয়ে যাক। বিবিধভোগপর গ্রন্থের Library পুড়ে যাক, তাতে ক্ষতি নাই। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় করলে মঙ্গল হবে, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে, বুদ্ধিমত্তার চরমফল লাভ হবে। ভগবান্ তাঁর সব অবতারে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। যখন ভগবান্ কল্কিদেব অধার্ম্মিকগণকে বিনাশ করবেন, তখন আবার শুদ্ধজীবহৃদয়ে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হবে।

যারা ভগবানকে বিশ্বের অন্যতম পদার্থ মানিক জ্ঞান করে—তাদের জন্য ভগবান্ গীতায় বলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১

ভগবান্ (Personality of Godhead) বল্‌ছেন—বাস্তবিক আমি মহেশ্বর। গীতার কুব্যাখ্যা আজ প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধ'রে যে অসুবিধা করছে, তা কি থাম্‌বে না?—"অদ্বিতীয়ং" বিচার কি মানুষ বুঝ্‌বে না।

আগামীকল্য ভাগবতের এই চরম শ্লোকের বিচার করব।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

কেন ঘুর?

ওহে ভাই প্রত্যক্ষদর্শি! তোমার অভিযোগ যে, তুমি স্বচক্ষে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ, কিন্তু তোমার প্রতি আমার অনুযোগ যে—দেখা কি, তুমি ঠকিলেও স্বীকার করিতে চাহ না।

শাস্ত্রবাক্য তোমার নিকট বলা বৃথা, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কল্পতরু। যাহা অনুসন্ধান করি, তাহাই দেখি শাস্ত্রে আছে; এমন কি, তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা পর্য্যন্ত। যথা—

নূনং নানামদোন্নদ্ধা শান্তিং নেচ্ছন্তঃ সাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥

যদি বল সভ্যসমাজে আজকাল লগুড়ের বড় প্রচলন নাই, তদুত্তরে বলিব লগুড়ের প্রচলন না থাকিলেও দণ্ডের প্রচলন বিশেষ ভাবেই আছে। আর লগুড়-শব্দে তুমি কেবলমাত্র বংশ দণ্ড কেন মনে কর। ঐ যে হাউটজার কামান, যাহা সভ্য-সমাজে আজকাল খুব প্রচলিত, তাহাও যে ঐ লগুড়েরই প্রকারভেদমাত্র সুতরাং বংশদণ্ডের পরিবর্ত্তে হাউটজার বাহির করিলে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

যাহা হউক, তোমার দণ্ডার্থে ঐরূপ কোন অস্ত্র আমি ব্যবহার করিব না। করিব, আর একটী; সেটীর নাম বাক্যদণ্ড। কারণ সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে বুঝিয়াছি—লগুড় অপেক্ষা বাক্যেরই প্রভাব অধিক। তজ্জন্য সাধুগণ লগুড়ের পরিবর্ত্তে বাক্যকেই অবলম্বন করিয়াছেন যথা শাস্ত্রে:—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

এবং আমরা গ্রাম্যকথায়ও বলি— বাক্যবাণের ম[illegible] নাই।

তোমার যে সাধু-শাস্ত্র-বাক্য প্রতি অনাদর এবং প্রত্যক্ষ দর্শন প্রতি সমাদর, ইহার কারণ কি জান? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলিব—তুমি [illegible] সেই [illegible] এই [illegible] আরও অধিক-কাল [illegible] করিবার জন্য তোমার জন্য, পদ্ম [illegible] দিয়াছে। তাই, তুমি [illegible] নিজ ভুলের সমালোচনায় অক্ষম।

কথাটী সত্য কিনা একটু স্থির হইয়া চিন্তা কর। দেখিবে, যে অতমিকাভাবকে সর্ব্বশাস্ত্র এবং সর্ব্বকালীন মনীষিবৃন্দ একবাক্যে গর্হণ করিয়াছেন, তাহার উপরেই তোমার বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তুমি বঞ্চিত।

শ্রীভগবান নিজমুখে বলিতেছেন—তাঁহাতে প্রপত্তিই এই ত্রিতাপতাড়িত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। তিনি আবার বলিতেছেন—কিন্তু এই সহজ ও সরল কথাটী মূঢ়, নরাধম, মায়াহারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুরভাবাশ্রিত এই চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

তোমার স্বরূপ ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী খুঁজিয়া পাইলে কি? যদি না পাও তাহা হইলে বলি শুন, তুমি একটি ছোট খাট অসুর সুতরাং ঐ আসুর-ভাবাশ্রিতের অন্তর্ভুক্ত। তজ্জন্য তুমি দম্ভ, অহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জাগতিক সুখে মত্ত থাক এবং সাধুশাস্ত্রবাক্য প্রতি অবজ্ঞা কর। যেমন করেছিল তোমাদের সেই আদিগুরু হিরণ্যকশিপু।

সেই হিরণ্যকশিপুর অনুগ্রহে কত অসুর—কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে দোষ আর কিছুরই নহে, দোষ ঐ প্রত্যক্ষ দর্শনের। যাহার দ্বারা তুমি দেখ—ভক্ত-ভগবান্ মানুষমাত্র, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথরপ্রভৃতি, শাস্ত্রবাক্য ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি।

জানি, তুমি দৈবী মায়ার বিমোহিত বলিয়া কোন কথা শুনিবে [illegible] আমার ভরসা— আমিও ঠিক আগে তোমার মত ছিলাম। সাধুগণকে যথাসম্ভব অতি নিকৃষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিসকল মনে করিতাম। ঠাকুর-পূজায় বৃথা সময় নষ্ট, তুলসী বৃক্ষে জল সেচন অপেক্ষা লাউ কুমড়া প্রভৃতির বৃক্ষে জল-সেচনের অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কি জানি কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে সাধুর "সেবা কর" এই ক্ষুদ্র কথাটী কর্ণে প্রবিষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ভাব পরিবর্ত্তন করাইয়া "প্রত্যক্ষ দর্শনের" অসারতা এবং "সেবার" সার্থকতা দেখাইয়া দিল।

তাই তোমার কাছে তাই ঘুরিয়া বেড়াই, তোমারও যদি কোন অজ্ঞাত সুকৃতিফলে সাধুগণের সেই কথাটী তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তাহা হইলে তখন দেখিবে, প্রত্যক্ষ-দর্শনের প্রতি আস্থা করিয়া সেব্যভাবে বিমোহিত হওয়া অপেক্ষা সেবকভাবে বিভাবিত হওয়া কত উচ্চ।

শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী

হিতবাণী

(২)

শুন ওরে মন করি নিবেদন
নানাতীর্থ স্নানে যে'য়ো না যে'য়ো না।
ত্যজি' গৌরবাণী-সুধাসুরধুনী
তীর্থ-স্নান-রঙ্গে ম'জো না ম'জো না॥
তীর্থস্নানে যদি মিলে কৃষ্ণধন,
তীর্থজলে তবে মগ্ন মীনগণ,
পায় কি তাহারা তীর্থপদধন,
স্নানে মত্ত তাই হ'য়ো না হ'য়ো না॥
জাহ্নবী, কালিন্দী, সিন্ধু, গোদাবরী,
ব্রহ্মপুত্র আদি নর্ম্মদা, কাবেরী,
সর্ব্বতীর্থ গৌর-বাণী-পদবারি,
পরিহরি' ভোগে ধে'য়ো না ধে'য়ো না॥
অবগাহি' ভক্তিসিদ্ধান্ত-সলিলে,
কর্ম্ম-জ্ঞান-মল দাও দূরে ফেলে,
নিরানন্দ সব যাবে অবহেলে,
পাবে প্রেমানন্দ ভে'বো না ভে'বো না॥

(৩)

রে-মন চঞ্চল কেন অবিরল
ভোগে ত্যাগে মত্ত হয় বার বার।
ভোগের দহনে দহি নিশিদিনে
ত্যাগে জীবনে ব্রত নিরাহার॥
অনশনে যদি মিলিত সে ধন,
বায়ুভুক্ যত ভুজঙ্গের গণ,
তা'হলে লভিত সে কাল-বরণ,
সর্ব্বকালাতীত সর্ব্বকালাধার॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়জিত হয় অনশনে,
তাতে জিহ্বা-বেগ বাড়ে শত গুণে,
জিহ্বাজয়ী হও প্রসাদ-সেবনে
জিহ্বাবেগ জয়ী শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় কাল-ফণীগণ
বিষদন্ত তার কর উৎপাটন,
বহির্ম্মুখ ভাব করহ শোধন,
গাহি অনুক্ষণ গৌরবাণী সার॥

মন্দারের শ্রীমধুসূদন

"মন্দার" ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদধূলিও বক্ষে ধারণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। এই স্থানে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

১। **শ্রীচৈতন্যমঠ**—(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পর্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচূড়ামণি। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়াপ্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) **শ্রীগৌড়ীয়মঠ**—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের মধ্যপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। মঠ-রক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন।

(৩) **যোগপীঠ শ্রীমন্দির**—এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীদামোদরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) **শ্রীবাস অঙ্গন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমদ্বাদ্বৈত দাসাধিকারী।

(৫) **অদ্বৈত-ভবন**—এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) **মুরারিগুপ্তের পাট (৭) কাজীর সমাধি-পাঠ**—সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর' বামুনপুকুর (নদীয়া)

(৮) **স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ**—শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহ শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

৯) **শ্রীগৌরগদাধর-মঠ**— চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরসেবা।

(১০) **মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"**—মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীনারায়ণী ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১১) **তোতয়া কুঞ্জকানন**—শ্রীমুকুন্দে পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১২) **কুঞ্জকুটীর**—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ।

(১৩) **ভাগবত-আসন**—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়।

(১৪) **একায়নমঠ**—গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি,

(১৫) **মহেশ পণ্ডিতের পাট**—কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া) রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) **মাধবগৌড়ীয় মঠ**—৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) **গোপালজীর মঠ**—কমলাপুর, (ঢাকা) গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান।

(১৮) **গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ**—পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা। এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান।

(১৯) **জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ**—বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ রক্ষক—মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) **ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ**—ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান।

(২১) **আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ**—পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) **চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ**—ডুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) **ভাগবতজনানন্দমঠ**—চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) **গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম** রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) **সচ্চিদানন্দ মঠ**—বাঁশগাড়া, পোঃ [illegible] (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর।

(২৬) **ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ**—পোঃ [illegible] শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible]

(২৭) **পুরুষোত্তম মঠ**—চটক পর্ব্বত [illegible]

এখানে [illegible] বর্ত্তমান রক্ষক—শ্রী[illegible]

(২৮) **ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ**—আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী [illegible] শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রী[illegible] দাসাধিকারী।

(২৯) **রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) **সনাতন-গৌড়ীয় মঠ** ৪২ নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) **শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ**, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রোতী মহারাজ

(৩২) **পরমহংস মঠ**, পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) **কৃষ্ণচৈতন্য মঠ** পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) **শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ**—বিশ্রামঘাট মথুরা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক।

(৩৫) **ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ**—শ্রীরাধাকুণ্ড। রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী।

(৩৬) **কুঞ্জবিহারী মঠ**—শ্রীরাধাকুণ্ড।

(৩৭) **গোষ্ঠবিহারী মঠ**—শেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) **দিল্লী গৌড়ীয় মঠ**—৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৯) **ব্যাসগৌড়ীয় মঠ**—কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) **সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ**—হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগম্ভীর গিরি

(৪১) **মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ**—পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা।

(৪২) **সরভোগ গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ

(৪৩) **অমরাজ গৌড়ীয়মঠ**—পোঃ—অমরাজ, মেদিনীপুর।

(৪৪) **বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ**—বালেশ্বর।

(৪৫) **পাটনা গৌড়ীয়মঠ**—১০০ মিঠাপুর, পাটনা

(৪৬) **গয়া-গৌড়ীয়মঠ**—[illegible] চার্চ রোড, গয়া।

রক্ষক—উপদেশক শ্রীনরেশ্বর ব্রহ্মচারী, ভাগবত।

(৪৭) **ঢাকে-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়**—[illegible]

(৪৮) **রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়**—[illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(৪৯) **লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়**—৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লু ৭, লণ্ডন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৫০) **বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়**—Berlin 30 Eisenacher strasse 29 I.

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে ভাদ্র, ১৩৪২. ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সোমবার। ১৬৮তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৃটিশের চেষ্টা

গত ১২ই জুন স্যার স্যামুয়েল হোর জেনেভায় একটি বেতার-বক্তৃতায় সাম্রাজ্যের গুরু-দায়িত্বের কথা সকলকে বিশেষ-ভাবে স্মরণ করিতে বলেন—তিনি আরও বলেন, "বৃটিশ তাহার দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত যাহাই ঘটুক না কেন, একথা কেহই বলিতে পারিবে না যে বৃটিশ সরকার ও তাহার প্রতিনিধিগণ ভয়াবহ পরিণামকে এড়াইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করে নাই।" মিঃ লয়েড জর্জ প্লিমাথের এক সভায় স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার প্রশংসা করেন এবং সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে সরকারী নীতি সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব যাহাতে যুদ্ধ না বাধে তজ্জন্য এক আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। ইটালীর প্রতিনিধি ব্যারন্ এলয়সির রাষ্ট্রসঙ্ঘ-গঠিত সাব-কমিটির রিপোর্টের আলোচনায় যোগ দানের সম্ভাবনা আছে। ইটালীর সোমালীল্যাণ্ড ও এরিত্রিয়ার হাই কমিশনার জেনারেল ডু বোনো পূর্ব্ব আফ্রিকার নৌ-বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, একদল ফরাসী সৈন্য জাবুতী অভিমুখে রওনা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, মঃ লাভাল রাষ্ট্রসঙ্ঘ-পরিষদে স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতার সমর্থন ও ব্রিটিশ উদার-নীতির প্রশংসা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। পরিশেষে মাননীয় আগা খাঁ একটী বক্তৃতায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতি ভারতের মনোভাব বর্ণন করিয়াছেন।

আমেরিকা ও বাণিজ্য-সন্ধি

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই অক্টোবর হইতে জার্ম্মাণীকে বাণিজ্য-শুল্ক-বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। তাহার কারণ, পারস্পরিক সহযোগতামূলক বাণিজ্যচুক্তি উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণী বারবার আমেরিকার পণ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধেই ১৫ই অক্টোবর হইতে জার্ম্মাণ মার্কিণ বাণিজ্য-সন্ধি নাকচ করা হইতেছে, এবং সেই দিন হইতে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা স্থির হইয়াছে। প্রকাশ, অতঃপর মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ যে নূতন বাণিজ্য নীতি অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা দুইটী পৃথক্ শুল্ক তালিকা তৈয়ারী করিবেন। তন্মধ্যে একটী সেইসকল রাষ্ট্রের প্রতি প্রয়োগ করা হইবে—যাহারা আমেরিকার পণ্যকে স্বাভাবিক সুবিধা প্রদান করিবেন। অপরটীতে উচ্চহারে শুল্কের বিধান থাকিবে এবং তাহা সেই সকল রাষ্ট্রের প্রতি প্রযুক্ত হইবে—যাহারা মার্কিণ পণ্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ কর্ডেল হাল পণ্যের সমানাধিকার ও সমান সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে আর একটি নূতন চুক্তির প্রস্তাব দিয়াছেন।

মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ-সম্বন্ধে কংগ্রেস

বোম্বাইএর সংবাদে প্রকাশ, খ্যাতি-কোবিদ্ রাজনৈতিক মহলে শ্রীযুত রামলিজম চেট্টি কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিত্বগ্রহণ সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। অপরদিকে সর্দ্দার শার্দ্দুল সিংহ মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রশ্নটি যে গুরুতর তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন যে, মন্ত্রিত্বগ্রহণ-বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মাদ্রাজ অধিবেশনের হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ এ বিষয়ের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের দ্বারাই হইবে। মন্ত্রিগ্রহণ কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির বিরোধী; সুতরাং এরূপ গুরুতর প্রশ্ন নিয়মানুসারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে আলোচিত হইতে পারে না। ওয়ার্কিং কমিটি বিষয়টি মীমাংসার ভার কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের উপর দিয়াছেন; সর্দ্দারজী উহাই ঠিক মনে করেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও ঐ প্রকার কথাই বলিয়াছেন।

পটকা তৈয়ারীতে বিস্ফোরণ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ভাগলপুরের এক সার্কাস দলের দুইজন লোক খেলা দেখাইবার সময়ে ব্যবহারের জন্য যখন পটকা তৈয়ার করিতেছিল, তখন কোন সহজ দাহ্য পদার্থে বিস্ফোরণ হওয়ায় তাহারা গুরুতরভাবে জখম হয়। উহার ফলে গত ১২ই প্রাতে একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা নদীর জল বণ্টন

গত ১০ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ রঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ডি জি মিচেল বলেন, তুঙ্গভদ্রা নদীর জলের উপর দাবী সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটী তদন্ত কোর্ট গঠনের প্রস্তাব বোম্বাই, মহীশূর ও হায়দারাবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তদন্ত কোর্ট গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ের সহিত রাজনীতি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অর্থনীতি-ঘটিত জটিল সমস্যা জড়িত।

ডাকাতি ও নরহত্যা

সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হবিবর রহমান খাঁ নরহত্যা ও ডাকাতি করিবার অভিযোগে ১১ জন লোককে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, গত ২৮শে জুন রাত্রিতে ১৫জন লোক দেওয়াল টপকাইয়া শকুরপুরা গ্রামের ফুলচাঁদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা লুটপাট শেষ করিয়া তাহাদের দ্বারা আনীত ছোরা ও বর্শা দ্বারা শোভী ও লালজী নামক দুই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। মুসম্মৎ কুন্দন নাম্নী এক নারী তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করায় হাতে ছোরার আঘাত প্রাপ্ত হয়। লালজী ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাকাতগণ শোভীকে ধরিয়া রাখিয়া ছোরা দেখাইয়া চুপ থাকিতে বলে। সেবারাম নামক এক ব্যক্তি বাড়ীর বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলে ডাকাতগণ গুলী করিয়া তাহাকে হত্যা করে। ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই পুলিশ আসামী যামানকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রকাশ, সে স্বীকারোক্তি করে। তদন্তের সময়ে পুলিশ এক কূপের ভিতরে একটি বন্দুক এবং ১৪টি টোটা প্রাপ্ত হয়।

বিস্ফোরণ-ফলে ১৫ জন নিহত

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ [illegible] নিকটে কয়লার খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ১৫জন নিহত এবং [illegible] জন আহত [illegible]ছে। মাপেলওয়েলের নথ [illegible] ৪৫০ ফুট নীচে যে বিস্ফোরণ হয় [illegible] সেখানে ভীষণ আগুন [illegible] হয়। খনির গহ্বরে মোট ৮৫ [illegible] কাজ করিতেছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম মায়াপুর

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ } ৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ সোমবার { ১৬৮তম সং

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৬শে ভাদ্র প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যারত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ এবং ভাগবত-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে য্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার ভবনে যাইয়া বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, হের্ ওর্ণ্ড আর্ণষ্ট স্থল্‌ৎজে, ব্যারন্ এইচ হ ভন্ কোয়েথ্ প্রমুখ তদীয় সেবকগণও তথায় গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কোনও ঘটনায় মনুষ্যজীবন যে অনিত্য, নিশ্বাসের যে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, ভগবদ্ভজনকারিগণকে যে নৃসিংহদেব সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন এবং নিষ্কপট সেবকগণের ভজনবিঘ্ন বিদূরিত করেন তাহা শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বিজ্ঞাপিত করেন। 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং' শ্লোকের মর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই যে বিন্দুমাত্র কালও বৃথা ব্যয় না করিয়া সর্ব্বসময়েই ভগবদ্ভজনে নিরত থাকা কর্ত্তব্য তাহাও প্রদর্শন করেন।

* * *

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মাণ মনীষিবৃন্দকে বলিয়াছেন,—"ইনি বাল্যকাল হইতেই বড় পণ্ডিত। ইঁহার সহিত আমার দাদার বন্ধুতা ছিল। সেই সূত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য প্রভুপাদের কথা তখন কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কারণ তাহা আমাদের চিন্তাস্রোতের অতীত। এখন প্রভুপাদেরই কৃপায় উচ্চ বিচারের কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারি।

ঐদিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রমুখ কতিপয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারক পরলোকগত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের কলিকাতা ২০ নং সুরিলেনস্থিত ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথমে প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সুগায়কণ্ঠে সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ বন মহারাজ পরলোকগত সর্ব্বাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের য়ুরোপে প্রচারের যে ভাবে প্রাণপণে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আবেগময়ী ভাষায় বর্ণন করেন। স্বামীজীর কথা শ্রবণ করিয়া স্যার দেবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের ইচ্ছাক্রমে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বে বাস্তবসত্যের প্রচার যে-ভাবে করিতেছেন তাহার বিশেষ প্রসংশা করিয়া বলেন যে, ঐপ্রকার শুদ্ধ-প্রচারের জন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদার্হ। তৎপরে শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ 'যৎপাদপদ্মপলাশবিলাসভক্ত্যা', 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্', 'তদ্বং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং তিনি বিলাতে যে-ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণন করেন। গৃহমেধী ও আদর্শ গৃহস্থের মধ্যে পার্থক্যও স্বামীজী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ সেবাবান্ধব গত ২৭শে ভাদ্র শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও সেবাবান্ধব মহাশয় গতকল্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ অদ্য ইঁদবাড়ি গোবিন্দপুরস্থ শ্রীএকায়নমঠে গমন করিতেছেন, তথা হইতে আগামীকল্য কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে যাইবেন। স্বামীজী গত শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীমোদদ্রুমমঠ-দর্শনে গিয়াছিলেন।

উপদেশক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাণ্ডতজী গত ২৪শে ভাদ্র বামন-দ্বাদশী তিথিতে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাবের কারণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ করিয়া বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ২৫শে ভাদ্র শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-বাসরে ঠাকুরের মধুময় জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের সেবকগণ গত পার্শ্বৈকাদশী ও বামন-দ্বাদশী তিথিদ্বয় উপবাসমুখে নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ কীর্ত্তনদ্বারা ব্রতের সাতত পালন করিয়াছেন। দ্বাদশী দিবস শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকশ্যপ ও অদিতির পূত চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-কারণ সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীবামনদেব যে প্রকারে বলিকে কৃপা করিয়াছেন তাহাও ব্রহ্মচারীজী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ২০শে ভাদ্র সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই বিবিধ মহাজন-পদাবলী এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "শ্রীশ্রীরাধাষ্টক" কীর্ত্তন হইয়াছে। তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় হইতে 'শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমাগত প্রায় চুইশত সজ্জনকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গত ২১ ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১২টার সময়, শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ চারি জন ব্রহ্মচারীসহ যাত্রা করিয়া, বাজাইগাঁও ষ্টেশনে অবতরণ করেন। তথা হইতে প্রায় দ্বাদশ মাইল পদব্রজে হাঁটিয়া রাত্রি ৯টার সময় বৈঠামারীর অন্তর্গত মলীগ্রামে পরম ভাগবত শ্রীদেবীচরণ দাসাধিকারীর গৃহে শুভ বিজয় করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীদেবী বাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস সোমবার একাদশী তিথি শ্রীঠাকুরবাড়ীতে সমাগত সজ্জন মণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরিষ ও শ্রীদুর্ব্বাসার উপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠের আদিতে শ্রীগুরুবন্দনা- শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও বিবিধ মহাজন পদাবলী এবং অন্তে শ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ পদ্মনাভ, সর্ব্বাণিব সঙ্কর্ষণ, ৪৪৯

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[১]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

সেবকগণের নিকট শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অধিক পূজ্য ও কৃপাময়, বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুপাদস্বরূপ তদীয় জনগণ অধিক করুণাময় এবং অনর্থগ্রস্ত জীবগণেরও আশ্রয়ণীয়। বিষ্ণুপাদপদ্মের সেবকগণ বঞ্চিত হন না। গয়াধামে দীক্ষা-গ্রহণছলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের কৃপা যে বিষ্ণুপাদস্বরূপ মহান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিলেই লভ্য হয় তাহাও সুষ্ঠুভাবে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং গুরুপূজা অপেক্ষা তাঁহার পাদপদ্ম-পূজার মাহাত্ম্য অধিক আছে। যাহারা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মই একান্ত আশ্রয় না করিয়া অন্য অন্যের সেবা করিতে যায় তাহারা গুরু-সেবার পরিবর্ত্তে গুরুভোগ করিয়া বসে। এইজন্য ভোগিগণ বিষ্ণুপাদস্বরূপ ভাগবত গুরুর পদাশ্রয় না করিয়া জড়রস-সামান্য-বুদ্ধিতে ব্রজরস আস্বাদনে প্রধাবিত হইয়া গৌড়ীয় জগতে শ্রী বর্জ্জিত অপসাম্প্রদায়িক সহজিয়া হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিরোধ করতঃ নরকে পতিত হয়। অতএব আমরা রূপানুগ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি গুরুবর্গের আনুগত্যে কেবলভক্তিজনক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে সাবধানমস্ত বক্তামুখে আশ্রয় করিব।

আবহমান কাল হইতে পরমার্থ লাভেচ্ছু জীবগণের মধ্যে গুরুবরণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, জড় জগতের জ্ঞান, দৈহিক মানসিক জ্ঞান, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞান, এক কথায় ত্রিকালের জ্ঞান অথবা বহু মস্তিষ্কের জ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ তত্ত্বের নিকট কোনমতেই পৌঁছিতে পারে না তখন জীব এই জগতে থাকিয়া এমন একটী আশ্রয়ের অনুসন্ধান করে যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত রাজ্য হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যে অধোক্ষজ ভগবানের নিকট পৌঁছা যায়। জীব নিতান্ত মন্দভাগা এবং চর্ম্মচক্ষু না হইলে সম্যক্ বুঝিতে পারে যে সূর্য্যকিরণকেই আশ্রয় করিয়া সূর্য্যের জ্ঞান লাভ করা যায়। ত্রিতলের গৃহের সহিত সংশ্লিষ্ট সোপানাবলীর সাহায্যে স্বচ্ছন্দে ত্রিতল প্রকোষ্ঠে আরোহণ করা যায়, কূপে পতিত মানুষ উপরিভাগে অবস্থিত সাহায্যকারীর হস্ত-সংশ্লিষ্ট লম্বমান রজ্জুকে আশ্রয় করিলে কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। অতএব কৃষ্ণই অভিন্ন-মূর্ত্তিতে যখন গুরুরূপে জগতে প্রকটিত হন তখন কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই ভূলোক হইতে গোলোকে চলিয়া যাইতে পারা যায়। ইহ জগতের কোন বস্তু আমাদিগকে গোলোকে নিতে পারে না। মায়ার রাজ্যের—অচেতনের রাজ্যের—জড় ভোগের রাজ্যের কোন বস্তু চেতন রাজ্যে যাইতে পারে না। সচ্চিদানন্দময় বস্তু জগতে অবতরণ করিলে আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন জীবগণকে বিকচিত চেতন অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ স্বরূপ এবং সমধর্ম্মী করিয়া কুণ্ঠাধর্ম্মে অবস্থিত জীবকে স্বভাবসিদ্ধ বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত করায়। ইহজগতের প্রত্যেক বস্তু কুণ্ঠ ও মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত। ব্রজরাজনন্দন অথবা তাঁহারই অভিন্ন ব্রজজনগণ প্রকৃত সৎ এবং নির্ম্মৎসর। শ্রীগুরুদেব পূর্ণ বস্তু; অতএব অপূর্ণ অভাবগ্রস্ত জীবের ন্যায় অশান্ত ও মৎসর নহেন। জগৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে জগতের প্রত্যেক বস্তুই নশ্বর ও নিরানন্দময়, অর্থাৎ অসৎ সুতরাং ইহ জগতের কোন্ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া জীব নিশ্চিন্ত হইতে পারে? অসৎ বস্তু মাত্রই শোকমোহভয় উৎপাদন করে। সাধুগণের বুদ্ধি হরিভক্তি শোকমোহভয়াপহা; হরিভক্তি বা দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মও শোকমোহভয়াপহা। যদি জীব আত্মগত বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া পঞ্চরস-বিষয়-বিগ্রহ ভগবানের প্রতি প্রয়োগ না করে তাহা হইলে চিজ্জগতের প্রতিফলন অচিজ্জগতে মায়িক বস্তুর সহিত সেই সেই রসে আবদ্ধ হইবেই হইবে। নিত্য গুরুর আশ্রয় না করিতে পারিলে জীব গুরুত্রয়ের সঙ্গ করিবে।

জীব যেমন যেমন সুকৃতি অর্জ্জন করে তেমন তেমন গুরুর সন্ধান পায়। যদি কোন ব্যক্তি কপটতা করিয়া বলে—আমি সদ্গুরুর জন্য ত্রিভুবন ঘুরিলাম কিন্তু সদ্গুরু ত' মিলিল না? আমি ত' অনেক দম্ভ আচরণ করিলাম, অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, অনেক সাধুসঙ্গ করিলাম, অনেক শাস্ত্র পড়িলাম, অনেক প্রবন্ধ লিখিলাম ভগবান্ ত' নিষ্ঠুর (?) হইয়া আমাকে সদ্গুরু মিলাইয়া দিলেন না। আমরা তাঁহাকে ভগবান্‌কে অন্তর্য্যামী বলি অথচ তিনি আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না; ভগবান্‌কে দয়াময় বলি, অথচ মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃত হইয়া ভগবৎ সেবার জন্য দিনরাত অশ্রুপাত করি, তজ্জন্য তাহার এক বিন্দুও চোখের জল পড়ে না। ভগবান্‌কে আমরা যাহা কল্পতরু বলি, অথচ তিনি আমাদের গুরু-পাদপদ্ম-লাভেচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন না।' তাহা হইলে মূঢ়তা প্রকাশ করা ও অপরাধের আবাহন করা হয় মাত্র। নীতি শাস্ত্রও বলেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" আমি বর্ত্তমানে যাহা লাভ করিতেছি তাহা কি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবনার ফল নহে? যে ব্যবসায়ী, তাহার নিকট যায় ব্যবসায়িগুরুরূপে উপস্থিত হয়। যে কর্ম্মী তাহার নিকট যায় কর্ম্মিগুরুরূপে উপস্থিত হয়। যে মায়াবাদী তাহার নিকট যায় মায়াবাদিগুরুরূপে উপস্থিত হয়। যে তস্কর তাহার নিকট যায় তস্করগুরুরূপে উপস্থিত হয়। অতএব অন্তর্য্যামী ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়াই বঞ্চনাভিলাষী আমাদিগকে নানাপ্রকার বঞ্চনা করেন। যেমন কোন দোকানদারের নিকট কোন গ্রাহক গমন করিলে দোকানদার গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ করে. সেইরূপ বহু পরীক্ষার ও পুঞ্জীকৃত সুকৃতি অর্জ্জনের পর জীবের ভাগ্যে ভগবানই সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন

আমরা যেমন যেমন মুখভঙ্গী করি দর্পণেতে তেমন তেমন প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। সেই প্রকার দর্পণরূপী অন্তর্য্যামী ভগবানের প্রতি আমাদের যেমন যেমন ভাব হয় দর্পণরূপী অন্তর্য্যামী ভগবান্ আমাদের সম্মুখে তেমন, তেমন প্রতিকৃতি উপস্থিত করেন। যদি আমি সত্য সত্যই সদ্গুরুর সন্ধান না পাই তবে নিশ্চয়ই আমার কপটতা আছে। সেই প্রচ্ছন্ন কপটতাকে ধরিয়া হৃদয় গুহা হইতে নিষ্কাশিত না করিলে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভাবযোগ্য বস্তু আবির্ভূত হন না।

তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত, প্রেয়ঃপথের আপাতঃ প্রলোভনে মুগ্ধ, মায়ার মোহিনী-মূর্ত্তিতে বিমূঢ়মতি, জড়ৈকসম্বল, প্রত্যক্ষ ও অনুমানকারী, সন্দেহবাদী জীবগণের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। জীবের স্বরূপ তুদবস্থায় মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া ভগবান্ হইতে জাত হইলেও ভগবানের সন্ধান করে না। শ্রুতি বলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি; যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম"। শ্রীনারায়ণের নাভিনাল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা অহঙ্কারাচ্ছন্ন হওয়ার দরুণ বহুচেষ্টা করিয়াও তাঁহার মূল পুরুষকে জানিতে ও দেখিতে পারেন নাই। পদ্মনালের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাঁহার মূলানুসন্ধান করিতে যাইয়াও মূল খুঁজিয়া পান নাই। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির গরিমা, অহমিকা যখন সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ হইল, যখন বহু বৎসর তপস্যা করিয়াও মূলপুরুষের সন্ধান পাইলেন না, তখন একান্তভাবে "অবাঙ্মনসোগোচরঃ" ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ স্বীয় ভক্ত ব্রহ্মার ঐপ্রকার শরণাগতির সহিত কাতর আহ্বান শুনিতে পাইলেন। দৈববাণী হইল,—"তপ তপ" তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিত শুদ্ধসত্ত্বময় নির্ম্মল ব্রহ্মহৃদয়ে ভগবানের তত্ত্বস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা তখন তাঁহার মূলাশ্রয় শ্রীনারায়ণের দর্শন পাইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আধিকারিক-সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যেমন ভগবান্‌কে বাদ দিয়া জীবের অস্তিত্ব থাকে না, যেমন সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ বলদেবকে অস্বীকার করিয়া জীবের কোনপ্রকার অবস্থানই সম্ভবপর নহে, ভগবান্ যেরূপ অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান, সেরূপ ভগবানের আশ্রয়স্থল, বিশ্রামস্থল, শ্রীতিস্থল ও প্রেমসম্পুটের আধারস্থল শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতি-জীব-হৃদয়ে বিরাজমান। শক্তিমানের সঙ্গেই শক্তি যুগপৎ বিরাজিতা, একে অন্যের আশ্রয়। যখন সৌভাগ্যবন্ত জীবগণ নিষ্কপট-ভাবে ভগবান্‌কে পাইতে চান্ তখন চৈত্ত্যগুরুই বাহিরে মহান্তগুরুরূপে প্রকাশিত হন। চৈত্ত্যগুরুর কথা আমরা শুনিয়াও শুনিনা। ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, বুঝিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ, অসদাচরণ, বিদ্রোহাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইনা। এই জন্যই জীবকে সাক্ষাদ্ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য মহান্তগুরুর আবির্ভাব। সেবিকা শিরোমণি শ্রীমতী বার্ষভানবী বহুকায় বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রাণপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বতোভাবে সুখ-বিধান করেন। তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপিণী কোন সখী বা মঞ্জরী কৃষ্ণাভিলাষ-পূরণের জন্য ইহজগতে প্রকটিত হইয়া যখন আচার্য্যলীলা করেন অর্থাৎ জীবের চোখের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেবাপ্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দেন, তখনই ভাগ্যবান্ জীব তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, গোলোক-সেবার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া জড় ভোগরাজ্যের সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় চৈত্ত্যগুরু অপেক্ষা মহান্তগুরু আমাদের নিকট মহাঔদার্য্য-বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হন। মহান্তগুরু জীবোদ্ধারের জন্য অশেষ কৌশল-জাল বিস্তার করেন। অহৈতুক অমন্দোদয়দয়াময় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বহু অনিচ্ছুক জীবকেও অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া দেন। আবার বহু সুকৃতিবান্ ব্যক্তি আচার্য্যের সেবাকৌশল-জালে আবদ্ধ হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত হন। গর্ব্বিতজ্ঞকারী অপরাধী জীবগণই সংসারজালে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা দুস্তর-সংসারসমুদ্রমধ্যে নিরাশ্রয় হতভাগ্য

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

জীব। আচার্য্যদেব আমাদিগকে সংসার জলধি হইতে উদ্ধার করুন।

> সংসারসমুদ্রজলমধ্যে পতিতস্য
> কামক্রোধাদিনক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য
> দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য।
> আচার্য্যদেবঃ মোহিনিশপদাবলম্বনম্।

প্রাপ্য কত উচ্চে ?

[শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী]

'শুদ্ধ-ভক্তি' বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাই ; তাহা শুনিয়া শুনিয়া আমারও সে বিষয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। 'ভক্তি' বলিতেই ভজন (সেবা) ও ভজনীয় (সেবা) এই দুইটী কথা মনে পড়ে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন :—

> "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ
> পরমাং গতিম্।
> যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
> পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"

যে অক্ষর-স্বরূপ ভগবান্ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও যাঁহাকে পাইলে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তিনিই পরমধাম শ্রী পরম গতি এবং অনন্যা ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারাই তিনি প্রাপ্য। অব্যক্তাক্ষরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম, কামে স্বরূপতঃ অভেদ। সেই অনাদির আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ, গোবিন্দের ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের অবস্থিতি কত উচ্চে তাহার ধারণা করা অসম্ভব হইলেও সাধু-শাস্ত্র-বাক্যমূলে তাহার একটা দিঙ্‌নির্ণয় করিতে যাইয়া আমরা প্রথমেই আমাদের বর্ত্তমান আবাস ভূলোকের কথা স্মরণ করি। গোলোক বা কৃষ্ণধাম-প্রার্থী আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টী কত উচ্চে ও ভূর্ আদি কতগুলি লোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত আলোচনায় শুনিতে পাই, ভূলোক বা মর্ত্ত্যলোকের উপরে ভুবর্লোক —তাহা আমাদের কাম্য নহে। তদুপরি স্বর্গলোক—তাহাও আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় নহে ; কারণ তাহা অনিত্য। "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকবিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি। সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলেই, অংশুক্ষ্ণ বিদেশগত পথিকের ন্যায় পুনরায় মর্ত্ত্যলোকের ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবে এ অনিত্য স্বর্গলোকদ্বারা আমাদের কি লাভ হইবে ? দেখা যা'ক, ইহার উপরে কি আছে। স্বঃ বা স্বর্গ-লোকের উপরে ক্রমান্বয়ে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক প্রভৃতি যাহা আছে তাহাদ্বারাই বা আমাদের কি প্রয়োজন সাধিত হইবে ? চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সেগুলিও ত অনিত্য বলিয়া তদ্দ্বারা আমাদের পরম প্রয়োজন সাধিত হইবে না—কাজেই সে-সমস্ত লোকেও আমাদের রুচি নাই। কাজেই তাহা ছাড়িয়া আরও ঊর্দ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু পথিমধ্যে বিরজা-নাম্নী নদী অবস্থিতা। ইহাতে স্নাত হইয়া ওপারে গেলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক পাওয়া যায়। হায় ! ইহা কি সেই লোক—যাহাকে সাধু ও শাস্ত্র তেজঃপুঞ্জ বা জ্যোতির্রাশি মাত্র বলেন এবং যাহার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—

> "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রঃ তারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

এ নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্মলোকরূপ সমুদ্রে, জ্ঞানযোগীদের ন্যায়, নিজের অস্তিত্ব চিরতরে ডুবাইয়া আত্মঘাতী হওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। আর এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রাপ্তিই বা কিরূপে সম্ভবপর ? সম্পূর্ণরূপে ভেদরহিত না হইলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তু মিশিয়া লীন হইয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? শাস্ত্র বলেন যে, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বা সাদৃশ্য যেরূপ বর্ত্তমান, ভেদ বা পার্থক্যও তদ্রূপ সমভাবে বিদ্যমান। জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারেনা। সমুদ্রে অগণিত তরঙ্গ থাকিলেও তরঙ্গ কখনও সমুদ্র নহে :—

> "যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি
> ভূরি জীবাঃ।
> ভবেত্তরঙ্গাঃ কদাচিদব্ধিঃ ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্-
> ভবিতাসি জীবঃ॥"

বিশেষতঃ ভক্তি বা সেবা-সৌভাগ্যকামী আমাদের পক্ষে সাযুজ্য-মুক্তি ত নরকাপেক্ষাও ঘৃণ্য হওয়া উচিত।

> "সাযুজ্য বলিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
> নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥"
> "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য সামীপ্যৈ-
> কত্বমপ্যুত।
> দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

তবেই এ ব্রহ্মলোকেও আমাদের প্রয়োজন নাই। কাজেই ইহাকে পেছনে ফেলিয়া কৃষ্ণ-কৃপা-মূলে আরও ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে। এখানে ঊর্দ্ধে যাওয়া অর্থে যোগি-জ্ঞানিদের মত নিজ চেষ্টায় আরোহমার্গ-অবলম্বন নহে, কিন্তু অবরোহ-পথে কৃষ্ণ-কৃপা সম্বলমাত্র করিয়া তদীয় চরণ-সেবার উদ্দেশ্যে তদীয়-লোক-প্রাপ্তির প্রার্থনাসূচক চেষ্টা মাত্র বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে, পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-লোকের সন্ধান লাভ হইবে। সেখানেও শুদ্ধ ভক্তের আশা মিটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সেখানে শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য এই আড়াই প্রকার মাত্র রসে সসম্ভ্রমে শ্রীনারায়ণের সেবা মাত্র লাভ হইবে ; সেখানে বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে মাধুর্য্যময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ভজন নাই বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে একমাত্র শ্রীগোলোক বৃন্দাবনেই পূর্ণ পঞ্চরসে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, পরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্ভবপর। কৃষ্ণকৃপায় সে অধিকার প্রাপ্ত হইলে মনের সাধে পঞ্চরসে তথায় শ্রীকৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে এবং শুদ্ধ ভক্তের তাহাই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু (Goal)। তবেই দেখিতেছি, কাঙ্গাল হইলেও আমি পর্ণকুটীরে শয়ান থাকিয়া রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখিতেছি এবং ওয়াসিংটনের মত Log Cabin হইতে একেবারে White houseএ যাইতে চাহি। কিন্তু তাহা কি সাধন সাপেক্ষ নহে ? যাইতে চাওয়া বা ইচ্ছা করা ত অতি সহজ। মনের গতি ত এক সেকেণ্ডে বহু কোটী মাইলেরও উপর। প্রাকৃত মন কি ইন্দ্রিয়ের অতীত অবাঙ্‌মনসগোচর বা অপ্রাকৃত-ধামে সত্য সত্যই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে ? তাহাত কখনও পারিবে না। সাধন-ভক্তি-মূলে লুপ্ত আত্মবৃত্তির উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অধোক্ষজ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ অসম্ভব। তবে ত বড় মুস্কিল। সাধন ভক্তির ক্রম ত বড় সহজ নহে।

> "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-
> ক্রিয়া।
> ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা
> রুচিস্ততঃ॥
> অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
> সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ
> ক্রমঃ"

আবার—

> "সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
> রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম কয়॥
> প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়।
> রাগ, অনুরাগ, ভাব, ক্রমে মহাভাব হয়॥

এই সমস্ত স্তর আমি কি করিয়া উত্তীর্ণ হইব ?

> "শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
> কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
> সাধুসঙ্গে, কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
> ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥"

সেই প্রাথমিক কৃত্য শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলেও ত সিদ্ধান্ত-শ্রবণের প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্র বলেন—

> "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
> ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

সেই সিদ্ধান্ত কোথায় শোনা যাইবে ? তজ্জন্য সিদ্ধান্তবিৎ সাধু-গুরুর পদাশ্রয় করিতে হইবে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃষ্টরূপে সেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। সাধুগুরুর সহিত ষড়্‌বিধসঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে করিতে হইবে। তবে ত' প্রথমস্তর শ্রদ্ধা লাভ হইবে। তৎপরে ত' রুচি, মতি,-ভক্তি লাভ হ'বে। কারণ শাস্ত্রে আছে :—

> "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো-
> ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
> শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

ভক্তির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা লাভই যদি অনায়াসলভ্য না হইল তবে ত দেখিতেছি —ভক্তিমার্গ বড়ই কঠিন ও দুর্গম। আমি কিরূপে এ দুর্গম পথে অগ্রসর হইব ? আমি কি সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিয়া কূলেই নৌকা ডুবাইয়া দিব। কিন্তু এ অবস্থায় সাধু,শাস্ত্র ও মহাজন'যাইঃ' বাণীতে আশ্বস্ত করিয়া আশার বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন—বর্ত্তমানযুগ কলহ-বিবাদময় এবং ভক্তিপথ কণ্টককোটীরুদ্ধ হইলেও একমাত্র গৌরহরির কৃপায় সমস্ত অসুবিধাই অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। কাজেই কৃষ্ণ-কৃপাই বলবান্। সে কৃপায় নির্ভর করিলে কঠিন বিষয়ও অতি সহজ হইয়া পড়িবে।

"গৌরবাণী-নিষ্ঠা"

[শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

> সপ্তশিখা লেলিহান তীব্র দাবানলে,
> অথবা বাড়ব-মাঝে বারিধির তলে,
> যদ্যপি পশিতে হয় স্বকর্ম্মের ফলে,
> তাহাও জীবের শ্রেয় শ্রুতিগণ বলে॥
>
> গর্ব্বিত ফণীর শিরে হস্ত প্রসারিয়া,
> স্বেচ্ছায় মরণ ভাল দংশনে তাহার,
> ক্ষুধার্ত্ত-কেশরী-মুখ-বিবরে পশিয়া,
> গহনে মরণ ভাল শুন মন আমার॥
>
> তথাপি তথাপি মন করি নিবেদন,
> না যাও নিষেধ কাল সে দুর্জ্জন স্থান,
> গৌরবাণীপাদপদ্মবিমুখ যে জন,
> নাহি কর কর্ম্মী জ্ঞানী বকী-স্তন পান॥
>
> ভব-বিরিঞ্চির নিত্য কামনার স্থান,
> অসাধনে পাও যদি বৈকুণ্ঠাদি পদ,
> পরিহরি' গৌরবাণী সেবা-মধু-পান,
> না লও বৈকুণ্ঠধামে গোলোক-সম্পদ॥
>
> ত্রিভঙ্গ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন,
> যদি কৃষ্ণ আসি' তোমা কহে সঙ্গোপনে,
> গৌরবাণী-পদ-সেবা করি' বিবর্জ্জন,
> এস তোমা লয়ে যাই ব্রজের কাননে॥
>
> জানিবে ছলনা তাহা শুন বলি মন,
> আসিয়াছে কৃষ্ণমায়া তোমা বিমোহিতে,
> একপ্রাণে সেব গৌরবাণীর চরণ,
> তবে সে ব্রজের প্রেমে পারিবে মজিতে॥
>
> গৌরবাণী-পাদপদ্ম-পরাগ মাখিয়া,
> গৌরবাণী কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন,
> গৌরবাণীদ্বারে দ্বারে বিশ্বে বিলাইয়া,
> গৌরবাণীপদে কর আত্মসমর্পণ॥

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

৪ পদ্মনাভ, ৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর, সোম, সদাশিব সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণচতুর্থী, কপিলা দিশে ৫।২৮ অশ্বিনী, দণ্ড দি ১০।৪১, ধ্রুবযোগ প্রাতঃ ৬.৫৮ পরে ব্যাঘাতযোগ রা ৪।২১ ববকরণ। প্রাতে নষ্টচন্দ্র

৫ পদ্মনাভ, ৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গল, স্থাণু প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণপঞ্চমী, শ্রীধর দি ৩।৪৫ ভরণী দণ্ড দি ১।৩৮ হর্ষণযোগ রা ২।১ তৈতিলকরণ, শ্রীবিশ্বকর্ম্মা পূজা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতগুরুস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিতূণীর।

(১১) ভৌতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাদখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধার যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ জোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কাছারী সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মহার ক্রিস্‌, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

ব্যক্তির পাঠ্য। আমরা ভাগবত আলোচনার অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বারা তাঁ'র আলোচনা হ'বে। নচেৎ ভোগীর অনুভূতিতে আমাদের বিপন্ন করবে। আমি দুটী কথা মাত্র আজ বলেছি। প্রথম বলেছি—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করলে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। আর তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—দ্বাদশরসে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁ'র অবতারগণ পূর্ণরসের সেবা নন। যিনি তাঁ'র সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—তিলিঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাদশ-আলবর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷৹
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০ দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵৹
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫ গীতমালা ⁄১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৪০ শরণাগতি ⁄৹
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৪৬। আর্য্যশতক ⁄৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ।
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্ডস ।৵৹
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। হয়েটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড অ্যাবেলয়েড ডিভোসন ।
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১০।
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544 ।

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে ভাদ্র, ১৩৪২. ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ মঙ্গলবার ৷ ১৬৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

বিদেশে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজা

যে সকল ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে অথবা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ দত্ত পালিওয়ালের প্রশ্নের উত্তরে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন, গত দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র দুই জন ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা ভারতবর্ষে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া অনুমতি পান নাই; একজন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং দ্বিতীয় জন শ্রীযুত বিনয় রায় চৌধুরী। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী ছিলেন—মুক্তিলাভের পর তিনি চিকিৎসার জন্য এই সর্ত্তে ইউরোপ যাত্রা করেন যে, বিনা অনুমতিতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে পুনরায় ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি মিঃ আসফ আলি, ডাঃ খাঁ সাহেব ও শ্রীযুত পালিওয়াল কয়েকটি অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে স্যার হেনরী বলেন, তিনি যতদূর জানেন, শ্রীযুক্ত বসু অনায়াসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে পারেন এবং শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও পারেন। স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে নোটিশ দিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন।

———

আসামে আফিম চালান

গত সোমবার তেজপুর সিনিয়র এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের আদালতে সিন্ধু দেশ হইতে আগত লেখারাম ক্ষাত্র নামক এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, এই লোকটি হায়দ্রাবাদ হইতে আসিয়া তেজপুরে নামিয়াছিল। তাহার সঙ্গে টীনের মধ্যে শীলমোহর করা অবস্থায় ২৮৷৹ সের পরিমিত আফিম ছিল। সে তেজপুর পর্য্যন্ত এই টিনগুলি বুক করিয়াছিল। তেজপুরে নামিয়া সে এগুলির ডেলিভারী লয় এবং পুনরায় ষ্টীমারযোগে বাদাতিঘাট নামক স্থানে (নদীয়ার সীমান্তে) প্রেরণের জন্য এগুলি বুক করে। তেজপুরে সে এইগুলি ষ্টীমারে তুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব পি সি রায় সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সন্দেহবশে সমস্ত তল্লাস করিয়া উপরোক্ত আফিম হস্তগত করে বাহির করেন।

———

মাছধরা লইয়া দাঙ্গা

গত ৯ই সেপ্টেম্বর যশোহর জেলার পাঙ্গারচরে সামান্য মাছ ধরা লইয়া নদীর পাড়ে মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বাধে। ঐ সময় ঘটনাচক্রে নদীর অপর পারেই তারাইলের মাঠে গোপালগঞ্জের মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার এবং দারোগা উপস্থিত ছিলেন। দাঙ্গা বাধিতে দেখিয়া মহকুমা হাকিম ও দারোগা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সাতজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাদের নড়াইল চালান দেন।

হত্যাপরাধে দণ্ড

লক্ষরের গহর সেখের একটি গরু তাহার ভ্রাতা রিজাম সেখের ক্ষেতে ঢুকিয়া পাট নষ্ট করে। গহর তাহার গরু আনিতে গেলে রিজামের স্ত্রী তাহার চুল টানিয়া ধরে এবং রিজাম তাহাকে প্রহার করে। ঐদিন রাত্রেই গহরের মৃত্যু হয়।

রিজাম ও তাহার স্ত্রী উভয়েরই দায়রা আদালতে বিচার হয়। গহরের প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহার ফুসফুস খারাপ ছিল। আসামীদিগকে আঘাত করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আসামীরা অপরাধ স্বীকার করে। নসিরাম বিবি (রিজামের স্ত্রী) ২০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে সাতদিন কারাদণ্ড এবং রিজাম ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

———

সন্তরণে বিপদ

শিবসাগরের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইউ এন গোহাইনের ২২ বৎসর বয়স্ক ভৃত্য কালীরাম গত ১০ই সেপ্টেম্বর যমুনা নদীতে সাঁতার দিতেছিল। এমন সময় সে জলীয় জঙ্গলের মধ্যে আটকা পড়িয়া তলাইয়া যাইতে থাকে। ভীত হইয়া কালীরাম ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করে। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের অপর ভৃত্য বোগারাম (বয়স ২০ বৎসর) জলে ঝাপাইয়া পড়ে এবং একটি বংশদণ্ডের সাহায্যে কালীরামের নিকটে পৌঁছিয়া অতিকষ্টে তাহাকে উদ্ধার করে। ইতোমধ্যে কালীরামের সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ যে, চিকিৎসার ফলে সে সারিয়া উঠিতেছে।

———

গঙ্গায় প্রবল বান

গত শুক্রবার বেলা ১১টার সময় কলিকাতার গঙ্গায় প্রবল বান হয়। ঐ সময় নিমতলা শ্মশান ঘাটে সীতারাম সিং ও অপর এক বোবা ব্যক্তি নদীর ধারে বসিয়াছিল। বানের বেগে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। ফলে সীতারাম মাথায় আঘাত পাইয়াছে ও বোবা ব্যক্তির পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিদ্বয়কে মেয়ো হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় ব্যক্তিরই অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দাঙ্গার জের

জয়পুর থানার এলাকায় টিনখণ্ডে ভীষণ এক দাঙ্গার ফলে একজন নিহত ও চারজন গুরুতর আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

প্রকাশ, দুইদল কুলীর মধ্যে একখণ্ড জমি লইয়া বহু দিনধরিয়া মামলা চলিতেছিল। একদিন শঙ্কর নামে এক ব্যক্তি ঐ জমিতে চাষ করিতেছিল, এমন সময় তাহার বিরুদ্ধ পক্ষের লোকজন আসিয়া বাধা দেয়। ক্রমে দুই দলের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে: তাহাতে দা' লাঠি প্রভৃতি বে-পরোয়াভাবে চালানো হয়। হাঙ্গামার সময় শঙ্কর ও অপর চারজন গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে শঙ্করের মৃত্যু হয়। অপর চারজনের অবস্থাও শঙ্কাজনক।

এই সম্পর্কে পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ডিব্রুগড় জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

———

বিহার ও উড়িষ্যা বেকার সমিতি

শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস লালের সভাপতিত্বে বিহার ও উড়িষ্যা বেকার কমিটির প্রাথমিক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডিসেম্বর মাসে কমিটির অধিবেশন হইবে। ইতোমধ্যে কমিটির পক্ষ হইতে বেকারদের সংখ্যা, গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কর্ম্মখালি এবং বিভিন্ন শিল্পে বেকারদিগকে নিযুক্ত করিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

নমো ভগবতে নারায়ণায়

৩১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার ১৩৪২

কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য এবং কৃষি-বিভাগের উন্নতির জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যথাক্রমে ৪৫০০০৲ টাকা ও সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে গত বৎসর ঐ দুই কার্য্যের জন্য যথাক্রমে ৩২৫০৲ টাকা ও ৩১০০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। দুঃস্থ লোকদের সাহায্যার্থ ১৯৩৪-৩৫ সালে ১৩/৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। গত বৎসর ঐ বাবদ ১০০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। গরীব লোকদের সাহায্য করিবার জন্য এবং যাহাতে তাহারা গো-মহিষাদি ও বীজ ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে কৃষিঋণ প্রদান করা হইয়াছিল। অনাবৃষ্টির ফলে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় অভাব উপস্থিত হওয়ায় তথায় বিশেষভাবে সাহায্য দান করিতে হইয়াছে। কৃষি উন্নতির জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় তাহা হইতে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩৫৪০০৲ টাকা ও বাঁকুড়া জেলায় ১০০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ৯১০৬০৲ টাকা অন্যান্য সাহায্য কাজে ব্যয় করা হইয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সমূহ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঐসকল জেলায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করিবার জন্য দেড়লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন এবং মুর্শিদাবাদ বীরভূম জেলায় অভাব খুব বেশী হওয়ায় তথায় যথাক্রমে ৮০০০০৲ ও ৬০০০০৲ টাকা ব্যয় করা হয়। ঐসকল জেলায় যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা পুরাণ রাস্তা সমূহ মেরামত ও নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং বহু কূপাদি খনন করা হইয়াছে।

পথ্য

রোগ মাত্রেই চিকিৎসা যেমন প্রয়োজন পথ্য ঠিক তদ্রূপই প্রয়োজন। এমন অনেক পথ্য আছে যাহা এক রোগে অপকারী কিন্তু ঠিক সেই পথ্যই অন্য রোগে বিশেষ উপকারী এবং কি চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা হিসাবেও পথ্যের বিচার প্রয়োজন। শীত প্রধান দেশে যে সমস্ত পথ্য ব্যবহার হয় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তাহা সহ্য হয় না হইতেও পারে এবং সেই জন্যই বিদেশী পুস্তক হইতে পথ্য সম্বন্ধে আমরা কোন সাহায্য পাইনা সেই প্রকার জাতি হিসাবে, সহ্য করিবার ক্ষমতানুসারে পথ্যের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে অতএব দেখা যাইতেছে যে পথ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার না করিলে পরে তাহা চিকিৎসকের ক্ষোভের কারণ হইতে পারে।

আমরা সাধারণতঃ পথ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি।

সাধারণ ও বিশেষ পথ্য।

সাধারণ পথ্য এই শীর্ষে পথ্যের সাধারণ নিয়মাদি তরুণ ও পুরাতন রোগের পথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

পথ্যের নিয়ম - রোগীর খাদ্য হস্ত দ্বারা যত কম স্পর্শ করা যায় ততই ভাল। ফলের রস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে স্পর্শ করা অনিবার্য্য সেই সব স্থলে যিনি প্রস্তুত করিবেন তিনি যেন বেশ করিয়া কার্ব্বলিক বা অন্য কোন ভাল সাবানে হাত ও নখের ভিতর পরিষ্কার করিয়া লন। হাতের নখ পূর্ব্বেই কাটিয়া ফেলা দরকার। ছাঁকিবার সময় ধোপা কাচা কাপড় আধঘণ্টা গরম জলে ফুটাইয়া ও শুকাইয়া একটি পরিষ্কার হাড়ির মধ্যে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত লইতে হইবে। ব্যবহারের পর তাহা আবার ফুটাইয়া হাড়ির মধ্যে রাখিবেন।

খাবার সকল সময় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঢাকা না থাকে তবে ঐরূপ পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া পাত্রের মুখ বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

এই নিয়মগুলি সকলের জানা থাকিলেও রোগীর বাটীতে অধিকাংশ সময় পালিত হয় না—সেজন্য চিকিৎসকগণকে প্রত্যেকবার প্রত্যেক বাড়ীতে ইহা বলিয়া দিতে হইবে এবং পালিত হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে।

সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকারক—এই পদার্থই আদর্শ কারণ রোগমাত্রেই দেখা যায় পাকস্থলীর গ্রন্থি সমূহ হইতে নিয়মিতভাবে রস নিঃসরণ হয় না এবং এজন্য অসুস্থাবস্থায় অর্দ্ধ জীর্ণ বা জীর্ণ পথ্যই আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু সব সময় এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে রোগীকে উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টি না দিলে কোন রোগই সারিতে চায় না অথবা রোগীর রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি না থাকায় সে সহজেই ক্লান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সমস্ত কারণে দুগ্ধ একা সুপাচ্য নহে কারণ উহা পেটে যাইবার পর মোটা ছানায় পরিণত হয়। দুগ্ধের সহিত বার্লি বা সাগু মিশাইলে সহজে হজম হইতে পারে এবং সেইজন্য দুগ্ধ বার্লি দুধ মাত্র আমাদের দেশে প্রায় রোগেই রোগীর আদর্শ পথ্য।

পরিমাণ—বারে বেশী ও মাপেকম—ইহাই একমাত্র রোগের শ্রেষ্ঠ বিধি। কখনও এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ খাদ্য দিয়া রোগীর পেট ভার করিতে নাই। বারে বারে ২।৪ চামচ করিয়া রকমারি খাদ্য অর্থাৎ হর্লিকস্ মিল্ক, গ্লুকোজ জল, কমলার রস মিছরির জল প্রভৃতি এক একবার দিতে হইবে ইহাতে রোগীরও খাইতে ভাল লাগে; কিন্তু রোগী চাহিলেও এক সঙ্গে যেন কিছুতেই বেশী দেওয়া না হয়।

সময়—রোগীর পথ্যের সময় অসময় বলিয়া নাই সকল সময়েই অল্প মাত্রায় পথ্য দেওয়া ভাল—তবে শেষ রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য পথ্য বন্ধ রাখা ভাল। কোন কারণেই রোগীর নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া পথ্য দিতে নাই তাহাতে যদি এখনও হয় যে রোগীকে সারারাত্রি বিনা পথ্যে কাটাইতে হইবে সেও ভাল তথাপি রোগীর নিদ্রা ভাঙ্গাইতে নাই। কিন্তু অজ্ঞান রোগীকে উঠাইয়া খাওয়াতে হয়। পেট ফাঁপা থাকিলে অল্প করিয়া পথ্য দিতে হয়।

পথ্য দুই প্রকার—(১) তরল বা জলীয় এবং (২) কঠিন। রোগীর পেটে জলীয় পদার্থ যতই যায় ততই ভাল কারণ প্রথমতঃ তাহা সহজে পচ্য, দ্বিতীয়তঃ বেশী থাকিলে রোগীর প্রস্রাব বেশী হয় এবং তাহাতে রোগ বিষও অনেকটা মিশ্রিত হইয়া মন্দীভূত হওয়ায় শরীরের উপর বিষ ক্রিয়া কম করে।

জলীয় পথ্য—যথা সোডা লিমোনেড প্রভৃতি গ্যাসযুক্ত জল ছানার জল, গ্লুকোজ, ও মিছরির জল। এইগুলি প্রায় সকল রোগেই ব্যবস্থা করা যায়। পেট ফাঁপা থাকিলে মিছরির জল না দেওয়াই ভাল।

এরারুট, সাগু, বার্লি প্রভৃতি জলে ফুটাইয়া পাতি বা কাগজি লেবুর রস মিশাইয়া সমস্ত রোগেই দেওয়া যায়।

সাগু—বাজারে সাগু বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রকৃত সাগু নহে। উহা কেসুর দানা উহাতে সাগুর মত উপকার হয়না সেজন্য Pearl সাগু ব্যবহার করা উচিত। জ্বরের প্রকোপ অবস্থায় ইহা সুপথ্য।

বার্লি—যেখানে উদরাময় বেশী থাকে, যেমন কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে পাতলা জলের মত বার্লি সুপথ্য। Robinsons patent বার্লি খুব উপকারী জিনিষ তবে ইহাকে খুব ধবধবে করিবার জন্য বার্লির উপরের ছালটি তুলিয়া ফেলা হয় সেজন্য ইহাতেই ভাইটামিন কিছু কম থাকে যাহা হউক অন্যান্য ফলের রস খাওয়াইলে সে ত্রুটী পূরণ হইয়া যায়। পার্ল বার্লি এবিষয়ে অনেকটা নিরাপদ। আজকাল অনেক দেশী পার্ল বার্লি ও সাগু পাওয়া যায় তন্মধ্যে বি, এল, দেব জিনিষ কি ভাল ১আউন্স বার্লি ১ পাইণ্ট জলে ২০ মিনিট সিদ্ধ করিতে হয়।

এরারুট—সাধারণ এরারুট অপেক্ষা বি, কে পালের এডওয়ার্ডস্ এরারুট ব্যবহার করা ভাল। প্রাচীন এরারুট চিকিৎসকগণ বহুকাল হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এরারুটের একটা অসুবিধা এই যে ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে। এরারুট বার্লি অপেক্ষা ইহা বেশীক্ষণ ফুটাইতে হয়।

ছানার জল—দুধ যখন বেশ ফুটিতে থাকে তখন উহাতে পাতি লেবুর রস গালিয়া দিলে দুধটি ছানা হইয়া যায়। পরিষ্কার ফুটান কাপড় দিয়া ছানাটী ছাঁকিয়া ফেলিলে ছানার জল পাওয়া যায়। কখনও কখনও লেবুর রসের বদলে ফুটন্ত দুধে একটী পরিষ্কার ফটকিরী একবার মাত্র ডোবাইয়া লইলেই দুধ ছানা হইয়া যায়। যদি লেবুর রসে কাটান রোগীর গলা জ্বালা করে তবে এই ভাবে প্রস্তুত ছানার জল দেওয়া হয়। সাধারণতঃ লেবুর রসই ভাল।

কতকগুলি ফলের রস অসুস্থ অবস্থায় দেওয়া যায়, যথা কচি ডাবের জল, কমলা লেবুর রস, বেদানা, আঙ্গুর, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতির রস। এইগুলির প্রত্যেকটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকারক এবং প্রায় সকল রোগেই ইহা নিরাপদে দেওয়া যায়। যদি রোগীর পেট ফাঁপা বেশী থাকে তবে আঙ্গুর বন্ধ রাখা ভাল। ডাবের জল—কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন রোগীর ডাবের জল খাইলে তরল দাস্ত বা অম্বলের ঢেকুর উঠে কিন্তু তাহা সকল ক্ষেত্রে হয় না। এরূপ হইলে অবশ্য অল্পমাত্রায় দেওয়া বা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

কৃত্রিম দুগ্ধও একটী বিশেষ জলীয় পথ্য কারণ ইহা সহজপাচ্য অথচ বিশেষ বলকারক এবং নিতান্ত আপত্তি না থাকিলে ইহাও প্রায় সকল রোগীকেই নিরাপদে দেওয়া যায়। প্রস্তুত করিবার সময় দুধটী যাহাতে বেশী ঘন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কৃষিঋণ সম্পর্কে তদন্ত

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষি-ঋণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ সাথীয়ানাথনের রিপোর্ট গত ১২ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, এই প্রেসিডেন্সির কৃষিঋণের পরিমাণ মোট ২০৪ কোটি টাকা। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে মাদ্রাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তৎসঙ্গে কৃষিকার্য্যের দ্বারা আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। তাঁহার মতে এই উদ্বৃত্ত জনগণের কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া অন্য উপজীবিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার দ্বারাই এই আর্থিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। তিনি আইন দ্বারা ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেন। ঋণ পরিশোধে অপারগ হওয়ার দরুণ ঋণগ্রস্তদের কারাবাসের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই নীতির রদ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ { ৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ১৬৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ গত ৩০শে আগষ্ট পাটনা নিউ ক্যাপিটেল গর্দানিবাগস্থ শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবচরিত্রের কিয়দংশ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদ্যন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়াছে। বহু শিক্ষিত বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা পাঠ ও কীর্ত্তন-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠের কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ধ্রুবের মাতা সুনীতি পিতাকর্ত্তৃক অনাদৃত ও বিমাতার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত বদন দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বালক ধ্রুবকে কহিলেন—“বৎস, অন্যে তোমার অপকার করিল, এরূপ মনে করিও না। কারণ জীব পূর্ব্বজন্মে অপরকে যে দুঃখ দান করে, পরজন্মে সে আবার নিজেই সেই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং ধৈর্য্যহারা হইও না। ‘স্বকৃতফলভুক্ পুমান্’।

“বাপ ধ্রুব, যদি তুমি উত্তমের ন্যায় রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, তোমার বিমাতা হইলেও তিনি তোমাকে যে, অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর, এই অকপট বাস্তবসত্যবাক্য বলিয়াছেন, কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান কর। বিমাতাকে শত্রুজ্ঞান করিও না

গত ৮। ৯। ৩৫ তারিখে পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গল-নিরাজনান্তে সেবকগণ অভিন্ন-বার্ষভানবীদেবী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বানমুখে বিবিধ মহাজন-পদাবলী আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। তদন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে পূজা, পাঠ, ভোগরাগ, এবং শতাধিক বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। উক্ত উৎসবে শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিগত ২৫শে শ্রাবণ হইতে ২৯শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবল্লভ জিউর ঝুলন উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠগৃহটী বিচিত্রবর্ণের বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক আলো ও সুচারু পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল; প্রত্যহ নগরের ও মফঃস্বলের বহু সংখ্যক নরনারী দলেদলে গভীর রজনী পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা দর্শনার্থ মঠে আগমন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের মনোহর রাম শৃঙ্গারাদি করা বিষয়ে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ চিদানন্দজীর শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে শ্রীমঠের বৈদ্যুতিক আলোক সজ্জায় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে দীপপ্রদানের নিত্যসুকৃতি বরণ করিয়াছেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বেও শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীশ্রীগৌর-কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধারার্থ অর্থানুকূল্য করিয়া ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ উত্তরোত্তর তাঁহার সেবাবুদ্ধি বর্দ্ধিত করুন।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অচিন্ত্য আবির্ভাব প্রকটোৎসব ও শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্শি শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক পণ্ডিত শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য গত ১৫ ভাদ্র বালীসীতানিবাসী শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ের আহ্বানে অন্যান্য কতিপয় মঠসেবকসহ তদীয় গৃহে যাইয়া ‘শ্রীহরিনামের কৃপা’ সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা হরিকথা বলিয়াছেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় হইতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র সম্বন্ধে পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। উক্ত স্থানে বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্তও যোগদান করিয়াছিলেন

“বিফল-প্রয়াস”

অমৃত রসেতে সিক্ত করিলে পাষাণ,
তাহাতে সম্ভবে কিগো অঙ্কুর উদ্গম?
সারমেয়-পুচ্ছ বলে হ’লে লম্বমান,
হয় কি সরল কভু ধনুঃশর সম?
ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় নিজ ঊর্দ্ধেতে তুলিয়া
চন্দ্রমা স্পর্শিতে কভু পারে কি বামন?
বিলাস বসন রত্নে সজ্জিত হইয়া
পুঙ্গু কি করিতে পারে গিরি উল্লঙ্ঘন?
লোপামুদ্রা অঙ্ক গুণ লক্ষ্মী দন্ত ও
নৃপতি মাতঙ্গ কিগো পারে বাঁধিবারে?
দীর্ঘ শ্মশ্রু লয়ে অজা ত্যজি’ লোকপুর,
কেশরী বিক্রমে বনে পারে ভ্রমিবারে?
সেইরূপ সর্ব্বগুণী হ’লেও মানব,
অনন্ত সাধনে দিতে নারে প্রেমধন,
যাবৎ হরেন গৌরবাণী কৃপা-লব,
প্রেমানন্দ লাভ সুলভ তখন॥
তাই বলি শুন মন ত্যজি’ অন্য ধ্যান,
গৌরবাণী-প্রীতিকণা কর অন্বেষণ।
সকল সাধন ত্যজ কর্ম্ম যোগ জ্ঞান,
গৌরবাণী কৃপা লভ হ’য়ে অকিঞ্চন॥

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৫ পদ্মনাভ, ৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গল, স্বাপু প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণপঞ্চমী, শ্রীধর দি ৩।৯৫ ভরণী ঋক্ষ দি ৯।৩৮ হর্ষণযোগ রা ২।১ তৈতলকরণ, শ্রীবিশ্বকর্ম্মা পূজা।

পদ্মনাভ ১ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর বুধ ভূত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণষষ্ঠী প্রভু দি ২।৬ কৃত্তিকা ঋ দি ৮।৫৬ বজ্রযোগ রা ১১।৫৯ বণিজকরণ দি ২।২৬ গতে বিষ্টিকরণ রা ১।৫৯ গতে ববকরণ।

৭ পদ্মনাভ ২ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি অদি কারগোবিন্দ রহস্যমা দামোদর দি ১।৩২ রোহিণী বিষ্ণু দি ৮।৩৮ কন্দ্র্ক গ রা ১০।১৯ ববকরণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অদ্য শ্রীবিশ্বকর্ম্মা-পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামীকল্য নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে’ জান সর্ব্বকাল আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুচুক ত্রিভুবন॥

দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সহিত দুই চারি দিনের সম্বন্ধ নহে। জন্মে জন্মে—তিনি আমাদের প্রভু। ভগবানের সহিত জীবের যে প্রকার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ আছে, সে-প্রকার জীবের সহিত ভগবানেরই দ্বিতীয় দেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সম্বন্ধ আছে। তিনি জড়-দেশ-কাল-পাত্রের অধীন কোন বস্তু নহেন। ভগবানের অবতারাবলীর ন্যায় তিনি ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট হন না। মায়াধীশ ভগবানের স্বরূপশক্তি ও তদেকাত্ম-শক্তিগণও মায়াধীশ্বরী। আচার্য্য যে কোন দেশে, যে কোন কুলে, যে কোন সময়ে বা যে কোন যুগে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি নিত্যকাল অখিল জীববৃন্দের পূজ্য বস্তু। তাঁহার পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত জীবের নিস্তার নাই।

কৃতঘ্নের ভ্রান্তদৃষ্টি

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

(১)

ঐশ্বর্য্য-ষট্কের নিত্যাধীশ্বর অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অদ্বিতীয় মালিক, প্রভু ও ভোক্তা শ্রীভগবানের কৃপাপ্রদত্ত নিখিল বস্তুসমূহকে স্বভোগ্যাবিচারে মায়াপঙ্কমগ্ন মানব আপনাকেই অনিত্য জীবনস্বপ্নে উহার ভোক্তৃরূপে দর্শন করে।

আপনাকে শ্রেষ্ঠ বা ভোক্তা মনে করিয়া বিশ্বের যে কোনও কিছুকে ভোগ করিতে যাওয়া ক্ষুদ্র মানবের বিফল প্রয়াস মাত্র। উহা চন্দ্রের রৌপ্যমুদ্রা জ্ঞানে করনিগ্রহের চেষ্টা ভিন্ন হইলেও অনন্তগুণে অসম্ভব ও হাস্যোদ্দীপক; যেহেতু এই জগৎ বিরাট্ ও অসীম ভগবানের এক অংশ মাত্র। সুতরাং মায়ানিগৃহীত, সসীম ও ক্ষুদ্র মানব কিরূপে মায়াতীত অনন্তস্বরূপের ভোগ চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবে? বিশ্বরূপ ভগবান্ ক্ষুদ্র মানবের বিশ্বভোগ বা প্রকারান্তরে বিরাট্স্বরূপের ব্যর্থভোগচেষ্টার অসম্ভবত্ব প্রতিপাদক স্বীয় বিরাট্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ॥
—শ্রীগীতা ১০।৪২

—অথবা হে অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমিই আমার একাংশ দ্বারা এই নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছি।

শ্রীভগবানের বিরাট্ত্ব, জগদ্ভোক্তৃত্ব ও একমাত্র প্রভুত্ব প্রভৃতি যাঁহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কদাপি ভোক্তৃভাব জাগরিত হইতে পারে না। যদৃচ্ছালাভে তাঁহাদের সন্তুষ্টি, তাই তাঁহারা নিত্যশান্তির অধিকারী। ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দুঃসহ দহনভোগে ব্যথিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিক্ত তাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুস্থিত শান্তিবারি-বিন্দুরূপ এই উপদেশবাণী কীর্ত্তন করেন—

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥"

—নিত্যশান্তিলোলুপ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধসামগ্রী যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেও ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবেন। কারণ উহাই শান্তিলাভের পরমোপায়।

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিতপ্রাণ হওয়ায় লাভালাভে অথবা যদৃচ্ছালাভে সতত সন্তুষ্ট, যাঁহাদের দৃষ্টিতে 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' দর্শন, যাঁহাদের লাভ হইতে এহিক, পারত্রিক কোন লাভই প্রকৃষ্টতর নহে "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" প্রভৃতি বাক্য যাঁহাদের লাভের উৎকর্ষনির্ণয়ে কথিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যাহারা অন্নবস্ত্র, দগ্ধোদরপূরণার্থে সামান্য তণ্ডুলকণার ভিক্ষুকরূপে দর্শন করে, তাহারা যে পূর্ণ বাতুল বা ভ্রান্ত নহে এবং তাহাদের সেই দুষ্টদৃষ্টি যে সুদর্শনের বিরোধী নহে তাহা কি ধীরজনস্বীকার্য্য? শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহারা 'বিষয়মদান্ধ' বলিয়া বর্ণিত এবং শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে 'ধনদুর্মদান্ধ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সাধুগণ ভোগলোলুপ হতভাগ্যমানবের স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কাঙ্গাল হইয়া তল্লাভার্থ উৎকট পাপপ্রবৃত্তি দর্শন করতঃ বিস্ময়ভরে বলিয়া থাকেন—

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং
মহৎ॥

অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকের দ্বারা যে পোড়া উদরের পূর্ত্তি সম্ভব, সেই দগ্ধোদর-পূরণার্থে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বা মহৎ পাতকানুষ্ঠান করে? সাধুগণ কখনও উদরচিন্তার প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা দেহযাত্রানির্ব্বাহকল্পে এই ভাগবতবাণীর অনুসরণ করেন—

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ॥
—ভাঃ ২।২।৩

—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নামমাত্র ভোগ্য-বস্তুতে যত্ন করিবেন না। যাবন্মাত্র গ্রহণ করিলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাবন্মাত্রই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহাতেও আসক্ত হইবেন না এবং উহা যে নিত্যসুখ দিতে অসমর্থ, এ বিষয়ে নিশ্চয়বান্ থাকিবেন। আর দেহযাত্রা নির্ব্বাহের বস্তু যদি অন্য কোনও প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় তদর্থে যত্ন করিবেন না।

দৈবী মায়ার এমনই অপূর্ব্ব ও বিস্ময়করী শক্তি যে, এইরূপ পরম নিষ্কিঞ্চন আত্মারাম সাধুগণকেও পাপপ্রবৃত্ত উদরভরণচিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিরা তাহাদের দ্বারে মুষ্টি অন্নের ভিখারী বা তাহাদের ন্যায় উদর-চিন্তাপরায়ণের অন্যতম বলিয়া মনে করে। ভগবান্ অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্য্যা-ধীশ্বরের প্রিয় বলিয়া যাঁহারা 'ভাগবত'-আখ্যাপ্রাপ্ত, তাঁহারাই কিনা ভগবদ্বিমুখ চিরনিঃস্বগণকর্ত্তৃক ভিখারী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত! ভাগবতগণের এবম্বিধ অনাদর দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ধনদুর্মদান্ধগণকে তিরস্কারপূর্ব্বক আক্ষেপভরে বলিয়াছেন—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥
—ভাঃ ২।২।৫

—পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া নাই, বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা দান করে না, সকল নদীই কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সমুদয় পর্ব্বতগুহাগুলিই কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভগবান্ কি শরণাগত ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন না? বিবেকী ব্যক্তি কি জন্য ধনদুর্মদে অন্ধ ব্যক্তিগণের ভজনা করিবেন অর্থাৎ ধনীর দ্বারস্থ হইবেন?

শ্রীচৈতন্যভাগবতে সেই সমস্ত বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তিগণের দুষ্টদৃষ্টিকে প্রতিহত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে॥
বিদ্যাকুলধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্থিরমতি ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। যাহারা উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের পরিবর্ত্তে লগুড়োত্তোলনকারী, তাহাদের সেই বিচার সুধীসমাজে সতত গর্হণীয়। আমার চরণাশ্রয়ে যাহাতে লাভ হইবে, তাহারই বাধাকারী কিনা আমারই যষ্টি-প্রহারে ভূতলপতিত! ইহা অপূর্ব্ব কৃতিত্বের কথা বটে!!

ধনদুর্মদান্ধ মনঃকুল ভজুর সুখের স্বপ্ন দেখাটাকেই তাহার জীবনসাফল্য বলিয়া মনে করে। প্রতিপদে পতনোত্থানে তাহারা চির অশান্ত হইয়া পড়ে, কিঞ্চিৎ শান্তিনিলয় ভগবৎপাদপদ্মলাভ তাহাদের পক্ষে বড়ই দুর্লভ। কিন্তু যিনি এইরূপ জন্মমরণক্লেশ, ভোগত্যাগাদির কুবেশা ভাগ্যক্রমে পরিত্যাগ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া অমৃতাধার ভগবৎপাদপদ্মের সন্ধান লাভ করেন, তিনি অন্য কোন কিছুতেই বিমুগ্ধ হন না; ভগবৎপাদপদ্ম ব্যতীত ইতরাভিনিবেশ তাহার পক্ষে উৎকট যন্ত্রণা-দায়ক প্রতিভাত হয়। শাস্ত্রেও দেখা যায়—

সৌভাগ্যা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্ব-পরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহার অন্তঃকরণ ইতরাবর্জ্জনামুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তিনি সুখনিলয় কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগে সমর্থ নহেন, যেমন কোনও পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজ-গৃহে আগমন করিলে, তখন তাহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজগৃহশান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না।

ধনদুর্মদান্ধ বলিতে শুধু অর্থাদির মালিককে বুঝায় না। 'অহংমম'ভাবই কুধন স্বরূপ; তজ্জনিত কৃষ্ণবিস্মৃতিই অন্ধত্ব। সুতরাং ধনদুর্মদান্ধ বলিতে কৃষ্ণাভক্ত মাত্রকেই বুঝায়। যেহেতু কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই 'অহংমম'ভাবের কবলমুক্ত নহেন, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত এ জগতের সমস্তের প্রতিই প্রকৃতির ক্রিয়া বলবতী বলিয়া তাহারা ন্যূনাধিক 'কর্ত্তাহং'ভাব বা 'অহংমম'ভাবে আচ্ছাদিত। তাই তাহাদের 'ধনদুর্মদান্ধ' আখ্যা।

নিত্যসুখের সন্ধানপ্রদাতা সাধুগণ অযাচিতভাবে অদোষদর্শী দরদীর বেশে ঐসকল ধনদুর্মদান্ধের দ্বারে কৃপাপূর্ব্বক পদার্পণ করিলে উহারা তাহাদের ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী সাধুগণকে তাহাদের 'অহংমম' ভাণ্ডারের যে কোন কিছুর ভিখারী বলিয়া তাহাদের কৈতবদুষ্ট দৃষ্টিতে দর্শন করে। হায়! যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেই জীব নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস বা নিজজন, তাঁহাদের আর কিই বা অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে যে অভাব পূরণের জন্য তাঁহারা অন্যের দ্বারস্থ হইবেন?

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

—যে ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ, যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকেও পবিত্র করিতে সমর্থ, সেই কৃপালু নিত্যশুদ্ধিপ্রদ সাধুগণের পদাম্বুজে যাহারা নিজদিগকে কৃতার্থজ্ঞান না করে, তাহাদের দুর্দ্দৈবসীমা কে নির্ণয় করিবে?

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাঙ্গ বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্দয়িত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিতূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্দু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিবকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কাশ্মিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রোতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধার বাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ হয়গ্রীব ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মহার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৩০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় - মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-২৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড – ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। বাদন-আল্‌বর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
দীপ-দান দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। সাম্রাজ্যবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ভিউ ওয়ার্কস্ অন্ বেদান্ত ॥৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্‌ফলজি এ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵৹
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড অ্যাবেলয়েড ডিভোসন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C.1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা আশ্বিন, ১৩৪২. ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [১৭০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::o::—

ঢাকায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব

ঢাকায় এক সংবাদে প্রকাশ, গত চারি মাস যাবত ঢাকা সহরে মারাত্মক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহু লোকের এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহেও এই রোগে ১০জন মারা গিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত ৩০জন রোগী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত ১০ই তারিখে ঢাকা মিউনিসিপালিটির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে হেলথ অফিসার বলেন যে, এত পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার লোককে বসন্তের টীকা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আর অধিক লোককে টীকা দেওয়া কষ্টসাধ্য। কারণ পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট টীকার বীজ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন; মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সত্বর আরও টীকার বীজ পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট টীকার বীজ পাঠান নাই। গত ১০ই তারিখে প্রাতঃকালে ইষ্ট-বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউশন এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মিউনিসিপ্যালিটির টীকাদারগণ টীকা দিবেন এইরূপ কথা ছিল। তদানুসারে ঐদিন প্রাতঃকালে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়; কিন্তু টীকার বীজের অভাবে তাহাদিগকে টীকা দেওয়া যাইতে পারে নাই।

মিউনিসিপ্যালিটির এই সভায় সিভিল সার্জনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, তিনি স্বয়ং সত্বর টীকার বীজ পাঠাইবার জন্য পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেণ্টকে তার করিবেন।

বিজেতা দলের নিকট হইতে শীল্ড চুরি।

মহারাজ গোবিন্দলাল মেমোরিয়াল শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় জয়লাভ করিয়া উক্ত শীল্ডসহ ধুবড়ী টাউন ক্লাবের খেলোয়াড় দল রংপুর হইতে গোলকগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলে উক্ত শীল্ড, চলপটল সেখ নামক এক ব্যক্তি চুপি চুপি অপসারিত করে। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত উহা ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে চলপটল সেখ ক্রোধান্বিত হইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রস্তর ও ইষ্টক বর্ষণ করিতে থাকে, ফলে ট্রেণের দরজা জানালার কয়েকখানি কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়া কয়েকজন যাত্রী আহত হয়।

রেলওয়ে আইন অনুযায়ী তাহাকে বিচারের জন্য দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। কিন্তু সিভিল সার্জ্জনের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, প্রস্তর ও ইষ্টক বর্ষণের সময় ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কবিকৃত ছিল। সহকারী দায়রা জজ আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত পাহারাধীনে রাখিবার জন্য তাহাকে জেলে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন ও ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৪৭১ ধারা অনুসারে এই বিষয় সম্বন্ধে তিনি প্রাদেশিক সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

রাহাজানির দায়ে গ্রেপ্তার

কানপুর হইতে প্রকাশ ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে দুইজন কনেষ্টবল তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে রত থাকিবার সময়ে দুইজন পথিকের টাকা পয়সা কাড়িয়া লওয়ায় এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দুইজন লোক যখন গঙ্গায় ভগবত দাস ঘাটের দিকে যাইতেছিল তখন ঘোড়ার জিনের কারখানার নিকট মোতায়েন ভগবানচরণ ও জগন্নাথপ্রসাদ নামক দুইজন কনেষ্টবল তাহাদের নিকট হইতে ২০ টাকা কাড়িয়া লয়। পুলিশে এজাহার দেওয়া হয়। পুলিশ কনেষ্টবলদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারা অনুযায়ী চালান দেওয়া হইয়াছে।

সন্তরণে রেকর্ড ভঙ্গ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ অবিরত সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরবীন চাটুজ্যে সেদিন প্রাতে ৯—১৬ মিনিটের সময় সন্তরণ আরম্ভ করিয়াছেন। সন্তরণ আরম্ভের সময়ে কালেক্টার, কমিশনার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে ক্রল

বাঙ্গালোরের এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ও উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ পল ক্রল পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল

প্রথমতঃ এক দল ভ্রমণকারীর সঙ্গে জার্ম্মাণী হইতে ডাঃ ক্রল কলিকাতায় আগমন করেন। রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট কলেজে তিনি উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রকৃতি বিদ্যার অধ্যাপক হইয়া আসেন। কিছু দিনের জন্য তিনি ঐই কলেজের অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন।

ভাষাতত্ত্ববিদ বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৯০৪ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো ছিলেন। ১৯ ৩ সাল হইতে চারি বৎসর কাল তিনি সুনামের সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের কার্য্য সম্পাদন করেন। ১৯১৮ সালে তাঁহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯২৮ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার সময় পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মোটের উপর তিনি প্রায় ২৮ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

বন্য শূকরের উপদ্রব

ধুবড়ীর ঝাগড়া গ্রামের অধিবাসী পেদর সেখ যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সে পথিমধ্যে এক বন্য শূকর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উভয়ের মধ্যে পুরাদস্তুর লড়াই চলিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শূকরের আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আর একটি লোক বন্য শূকরের আক্রমণে জখম হইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে একটি শূকর ধুবড়ী সহরে প্রবেশ করে। ষ্টীমার কোম্পানীর কর্ম্মচারী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাড়ুয্যে মিউনিসিপ্যালিটির বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন। শূকর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি প্রাণরক্ষার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ফলে বন্য শূকরটি ব্যর্থ মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়

পুলিশের উপর গুলীবর্ষণ

ছিদ্দা নামক এক ব্যক্তি নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে পিলিভিটের অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ হ্যারিস ও বিচারপতি মিঃ কলিষ্টার তাহার দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন। তাহার প্রতি অস্ত্র আইনের ১৯ (চ ধারার দণ্ড ও বহাল রাখা হইয়াছে।

অভিযোগের প্রকাশ যে, ১৯৩৪ সালের ১০ই জুলাই রাত্রিতে একদল পুলিশ তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে গমন করিলে সে গুলী বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে এবং ঠাকুর ভরত সিংহকে আহত করে। অতঃপর আরও একদল পুলিশ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে গুলী বর্ষণের পর সে ধৃত হয়।

আপীলকারী আপনাকে নির্দোষ বলে। সে বলে যে, ভরত সিংহ তাহার কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলে সে তাহাকে চোর মনে করিয়া ধরে এবং তাহাদের ধস্তাধস্তির সময়ে বাহিরের কোন লোক ভরত সিংহকে গুলী করিয়াছিল। বিচারপতিদ্বয় আপীলকারীর প্রদত্ত বিবরণ অসম্ভব মনে করেন।

ডাকাতির অপরাধে চার জনের দণ্ড

যশোহর হইতে প্রকাশ, যশোহরের দায়রা জজ মিঃ কে সি দাসগুপ্তের এজলাসে জব্বারি সেখ, দানেশ মণ্ডল, নিতাই মণ্ডল, মানিক মণ্ডল ও রব্বানীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছিল, তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারক জুরীদের সহিত একমত হইয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন এবং অপর কয়জনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। আসামী দানেশ মণ্ডলকে ৭ বৎসর এবং অপর কয়েকজন পাঁচ বৎসর করিয়া দণ্ড দিয়াছেন। দানেশ মণ্ডল ইতোপূর্ব্বে আরও তিনবার ডাকাতির অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—বনগ্রামের অটলবিহারী সাহার বাড়ীতে আসামীগণ হানা দেয়। বলপূর্ব্বক গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া এক ছড়া সোনার হার ও কিছু টাকা লুন্ঠন করে। ডাক চীৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসে। একজন গুলী করিয়া আক্রমণকারীদের আহত করে।

অন্তরীণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

চুচুড়ার সংবাদে প্রকাশ হুগলী জিলার দীপাড়া থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে স্বগৃহে অন্তরীণ অজিত মজুমদারের বিরুদ্ধে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ (-) ধারা মতে স্থানীয় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ, অজিত অন্তরীণ বিধি ভঙ্গ করিয়া গত ১৭ই জানুয়ারী নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। ১৮ই এপ্রিল তারিখে সে গ্রেপ্তার হয়।

সরকার পক্ষে পাঁচজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর অজিতের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে, তাহার উপর যে সকল অসঙ্গ বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল তাহাতে বাধ্য হইয়া সে পলায়ন করিয়াছিল।

বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাই হইতে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫৮৪ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেটবৃটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ২৮৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৮২ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইল।

পাখীর গুণে চুরি বন্ধ

একটা তোতাপাখীর চেষ্টায় কিরূপে তাহার প্রভুর বাড়ীতে চুরি হইতে পারে নাই, সেই সংবাদ লক্ষ্ণৌর সহরতলী কিল্লা মোহাম্মদী হইতে পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ; একদল চোর এক ধনী রুটিওয়ালার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং যে ঘরে টাকা পয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকিত নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। বাড়ীর লোকজন তখন বাহিরে ঘুমাইতেছিল। কিন্তু তোতাপাখীটি চোর দেখিয়াই চীৎকার করিতে থাকে। চোরেরা তোতাটিকে চুপ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল হয়। তোতাটী চীৎকার করিতেই থাকে এবং তাহার চীৎকারে বাড়ীর লোকজন জাগিয়া যায়। তখন বেগতিক দেখিয়া চোরেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়

বালিকার সলিল সমাধি

ময়মনসিং হইতে প্রকাশ, সেদিন আখরাঘাটে সাঁতার কাটবার কালে অনুমান ছয় বৎসর বয়স্কা দুইটি বালিকা ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ভাসিয়া যায়। একটি বালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে, অপরটি জলমগ্ন হয়। মৃতদেহের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পুলিশে ধীবরে দাঙ্গা

বরিশাল হইতে প্রকাশ নলছিটি থানার পুলিশ সম্প্রতি ১২ জন ধীবরের নামে এক চাঞ্চল্যকর মামলা উপস্থিত করিয়াছে। অভিযোগ এই যে, সরকারী পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্ত দুই জন কনেষ্টবলসহ যখন নৌকায় চড়িয়া নলছিটি নদী দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা আলোবিহীন অবস্থায় চারিখানি জেলে নৌকা দেখিতে পান। ইহাতে তাঁহাদের সন্দেহ হয়। তাঁহারা ধীবরদিগকে নানা প্রশ্ন করেন। উভয় পক্ষে নরম গরম কথাবার্ত্তার পর ধীবরগণ নাকি পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। জেলেরা চীৎকার করিয়াছিল। ইহাতে বহু লোক আসিয়া সমবেত হয়। তাহারা পুলিশ দলকে ঘেরাও করিয়া ভীতি প্রদর্শন করে। এই অবস্থায় পুলিশের গুলী চালায়। সৌভাগ্যবশতঃ ইহাতে কেহই হতাহত হয় নাই।

এদিকে ধীবরেরাও একটি পাল্টা মামলা রুজু করিয়াছে। তাহাদের অভিযোগ এই যে, তাহারা নদীতে জাল ফেলিয়া পাহারা দিতেছিল। এমন সময় পুলিশ দল তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনামূল্যে মাছ লইতে চায়। ধীবরেরা বলে যে, তখন তাহাদের হাতে মাছ নাই, অতএব তাহারা দিতে পারিবে না। ইহাতে ঝগড়া আরম্ভ হয়। জনৈক কনেষ্টবল তখন বাঁশের লাঠি দ্বারা জনৈক ধীবরকে আঘাত করে। ধীবরগণ চীৎকার করিলে সেখানে বহু জনসমাগম হয়। পুলিশ তাহাদের উপর গুলী চালায় এই ঘটনার পর ধীবরগণ স্বয়ং নলছিটি থানায় এজাহার দিতে যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে ১২ জনকে তথায় আটক করিয়া রাখিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধি

গত ৭ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশে কলেরায় ১৬৭১ জন আক্রান্ত এবং ৭৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বসন্ত রোগে ১২৭ জন আক্রান্ত ও ৪৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১১৬ জন আক্রান্ত ও ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং মেনিঞ্জাইটিস রোগে ২২ জন আক্রান্ত ও ১৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে সংক্রামক ব্যাধিতে কোন জেলায় কতজনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কলেরা :—বর্দ্ধমানে ৫৫ জন, বীরভূমে ৩১ জন, বাঁকুড়ায় ৩২ জন, মেদিনীপুরে ৭১ জন, হুগলীতে ৬ জন, হাওড়ায় ১৭ জন, চব্বিশ পরগণায় ৩৮ জন, কলিকাতায় ৫ জন, নদীয়ায় ৮জন, মুর্শিদাবাদে ৩৪ জন, যশোহরে ৭জন, খুলনায় ১২ জন, জলপাইগুড়িতে ১০ জন রংপুরে ২২ জন, পাবনায় ৮জন, মালদহে ৫জন, ঢাকায় ২জন ময়মনসিংহে ৫০ জন, ফরিদপুরে ৩জন, বাখরগঞ্জে ৪জন, চট্টগ্রামে ১৭ জন, ত্রিপুরায় ৪৬ জন ও নোয়াখালিতে ২৫৭ জন।

বসন্ত :—বর্দ্ধমানে ১জন, বীরভূমে ১ জন, হাওড়ায় ২ জন, চব্বিশ পরগণায় ২ জন কলিকাতায় ৫জন, দিনাজপুরে ১জন জলপাইগুড়িতে ১জন, মালদহে ১জন কোচবিহারে ৪জন, ঢাকায় ১৩ জন, ময়মনসিংহে ১৫ জন এবং নোয়াখালিতে ২জন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা :—কলিকাতায় ৪জন অন্য কোন জেলা হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মেনিঞ্জাইটীস :—হাওড়ায় ২জন ও কলিকাতায় ১১ জন অন্য কোন স্থান হইতে মৃত্যুর সংবাদ আসে নাই।

শিলচরে হত্যাকাণ্ড

শিলচর সহর সংলগ্ন তারাপুর গ্রামের মাসাদ আলি তাহার এক আত্মীয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, আততায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাত্রিকালে মাসাদ দেখিতে পায় জনৈক আত্মীয় তাহার জমি বে-দখল করিবার কুমতলবে জমির আইল কাটিয়া দিতেছে। মাসাদ আত্মীয়ের কার্য্যে প্রতিবাদ করিলে আত্মীয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাসাদকে 'হুকা' দিয়া আঘাত করে। আঘাতের ফলে তৎক্ষণাৎ মাসাদের মৃত্যু হইয়াছে।

রেল দুর্ঘটনা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদ জংসন ষ্টেশনে একটি রেল দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জি আই পির, ৪০৩ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি জব্বলপুর হইতে আসিতেছিল। গাড়ীখানি ৬নং প্লাটফর্ম্মে না গিয়া ৫নং প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করে। তথায় ই আই আরএর কয়েকখানি খালি বগি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সঙ্ঘর্ষের ফলে এই গাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রকাশ, দুই জন স্ত্রীলোক এবং এক জন পুরুষ আহত হইয়াছেন। ক্ষতির পরিমাণ দশ হাজার টাকা হইবে।

উকিলের আকস্মিক মৃত্যু

পাটনা হইতে প্রকাশ সেদিন প্রাতে কুমরুম্রায় এক স্থানীয় উকিল বাবু রূপবিহারী কিশোর তাঁহার বাড়ীর আঙ্গিনায় পাতকুয়ায় স্নান করিতে যান। তাঁহার পায়ে ভাঙ্গেল ছিল। দৈবক্রমে তিনি পা পিছলাইয়া কুয়ায় ভিতর পড়িয়া যান অনেক কষ্টে তাঁহাকে কুয়া হইতে তোলা হয়। কিন্তু তুলিবার সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। তাঁহাকে জেনারেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

ইতালীর শক্তি

সিনর মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, ইতালীর স্থলসৈন্য, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী যে কোন ক্ষেত্র হইতেই হুকুমী প্রদর্শিত হউক না কেন, তাহা প্রতিরোধ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ পদ্মনাভ, আদি কারণোদশায়ী, ৪৪৯

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[৩]

আচার্য্য—অন্বয়তত্ত্ব। এতৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানের উক্তি—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভগবানই যে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, শাস্ত্রে তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে; গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত বা মনুষ্যে গুরুবুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ দূরীভূত হয় না এবং নিরপরাধ না হইলে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না। আচার্য্যরূপী শ্রীভগবান্‌কে ভগবান্ হইতে অভিন্নজ্ঞানে ঐকান্তিকতার সহিত সেবা না করিতে পারিলে—নিত্য সত্য বস্তুকে পরমার্থ-প্রদাতা বলিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া প্রীতিবিধান করিতে না পারিলে কৃষ্ণসেবা কোন জন্মেও লাভ হইবে না এবং মায়ার দাসত্বও ঘুচিবে না। কৃষ্ণ তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত বিলাস করেন এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ষড়তত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

শিক্ষা ও দীক্ষাভেদে শ্রীগুরুদেবের দ্বিবিধ প্রকটতা লক্ষ্য করা যায়। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা, মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব মাত্র একজন। শিক্ষাগুরু একও হইতে পারেন, বহুও হইতে পারেন। দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরুও হইতে পারেন। শিক্ষাগুরুগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই অভিন্নস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিবে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

কৃষ্ণভজন করিতে গেলে কৃষ্ণ আমাদিগকে ভুক্তি মুক্তি বা নানাপ্রকার মায়ার ছলনায় ফেলিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। শক্তিমান্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তি ও স্বাংশ শক্তিগণের সহিত বিলাস করেন। বিভিন্নাংশ জীব চিন্ময়-ভূমিকায় আরোহণ করিলেও স্বাংশ শক্তিগণের আশ্রিত হইলেও তাঁহাদের প্রকটকৃপা না পাইলে তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারেন না। এমন কি, জগন্মাতা নারায়ণ-বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও গোপীগণের আনুগত্য না করায় বহু তপস্যা করিয়াও কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগুরুদেব সখীরূপে ব্রজে রাধাকৃষ্ণের নিত্য-সেবা করেন সেই সখীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীমতী বার্ষভানবীর কৃপা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ষভানবীর নিকট অর্পণ করিয়াছেন; তাঁহার নিকট তিনি বিক্রীত হইয়াছেন। শ্রীরাধাই নারীরূপী কৃষ্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক হইয়াও লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত দুইরূপে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। কৃষ্ণ হইলেন পুরুষরূপী কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা নারীরূপী কৃষ্ণ। শ্রীমতী রাধা ভুবনমোহনমনোমোহিনী, হরিহৃদ্‌ভৃঙ্গমঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণিস্বরূপা ও অংশিনী কৃষ্ণ—সর্ব্বাকর্ষক, শ্রীরাধা সর্ব্বাকর্ষকেরও আকর্ষিণী। তিনি আশ্রয় ও পরাশক্তি-তত্ত্বের সর্ব্বোচ্চতমশিখরের সর্ব্বোচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত। যিনি সেব্য হইতে অভিন্ন হইয়াও সেব্যকে অধিকতররূপে আকৃষ্ট করেন, এমন সেবিকাশিরোমণি শ্রীরাধার গুণগরিমা একমাত্র সেব্য ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ সম্যগ্‌রূপে বর্ণন করিতে পারেন না। সেবকের গুণ বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ, তিনি বৃষভানুসুতার সাক্ষাৎ সেবা করেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন। তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি সমর্থ নহেন। যাবতীয় সুনীতি মূলতত্ত্ব বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ। শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা। তিনি যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধার কায়ব্যূহ হইলেও সখ্যরসে পুরুষাভিমানে বলদেবরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। আবার তিনিই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঔদার্য্যলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট পূরণ করেন। সেই নিত্যানন্দ গুরুদেবের পদকমলদ্বয়ের আশ্রয় ব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় লাভ হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূরীভূত হয়। তখন জীব আর 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া বহুমানন করে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—

নিতাইয়ের করুণা হবে,
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্ন-বিগ্রহ; তিনি—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব-প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ও ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর বলিয়া তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ মধুর রতিতে শ্রীরাধার প্রিয়সখী।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ", "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি বহু শ্লোকে কৃষ্ণাশ্রিত ভাগবত গৌড়ীয়গণের ভজনক্রমপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'আদৌ গুরুপূজা', 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ','আরাধনানাং সর্ব্বেষাং','মন্ত্রগুরু-পূজাদিকা' ইত্যাদি অসংখ্য সাধু-গুরু শাস্ত্র-বাক্যে সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম ও পরমপরাৎপর গুরুবর্গের ভজন, তৎপর চতুর্যুগে উদ্ভূত ভাগবত বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে পঞ্চতত্ত্বের ভজন, তৎপরে কৃষ্ণশক্তিগণের ভজন কথিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজনই অখিল শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবেরই তোষণই সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ। তিনি তুষ্ট হইলেই ভগবান্ তুষ্ট হ'ন। তিনি রুষ্ট হইলে আর কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান্ রুষ্ট হইলেও গুরুদেব তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই, যিনি রক্ষা করিতে পারে। স্বয়ং ভগবান্‌ও গুর্ব্বপরাধীকে যমদণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। যথা বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্,
যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।"

অপি চ—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

অন্যত্র ভগবদ্বাক্য—

প্রথমন্তু গুরূন্ পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অতএব সাধক নিজের বল-ভরসা সমস্ত তুচ্ছ ভাবিয়া, এমন কি নিজে নিজে কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়া, অবিচারে বিক্রীত পশুর ন্যায় শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য করিবেন। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ গুরুসেবানিষ্ঠাই অখিল-কল্যাণ-লাভের মূল। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থে এই বুঝায় যে, আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরূপদিষ্ট ভগবানের কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণপরিচর্য্যা প্রভৃতি একমাত্র সাধ্যতত্ত্ব। সাধক ও সিদ্ধ অবস্থাতেই শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভক্তিই সাধ্য ও সাধন। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যই আমার কাম্য, উহাই আমার চিন্তার বিষয়, উহাই আমার জীবনের জীবন, গুরুসেবার জন্যই জীবন-ধারণ, স্বপ্নেও সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। আমার দুঃখ হউক, কি সুখ হউক—সংসার নষ্ট হউক বা থাকুক—মুক্ত হই কি বদ্ধ থাকি—তাহাতে আমার ক্ষতি নাই—অকৈতব ভক্তিতে এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা ভক্তি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই ঐকান্তিক সাধুর লক্ষণ। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণভজন করিবার জন্য জীবকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পাছে স্থূলবুদ্ধি স্বল্পপুণ্যবান্ জীব মনুষ্যে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া নরকে যায়, সেইজন্য কপট মানুষ ভক্তরূপী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে ভজন করিতে না বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্যবন্ত জনগণ কৃষ্ণভজনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে গৌরকৃপাকে কৃষ্ণকৃপা বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বলদেবাভিন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীআচার্য্যদেবও পাছে জীব বঞ্চিত হয়—ঈশ্বরে মানুষবুদ্ধি বা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া নরকে যায়—অজ্ঞান কপ্সপন্থগণের পাছে বুদ্ধিভেদ হয়, সেইজন্য গৌরকৃষ্ণের ভজন উপদেশ করেন। সুবুদ্ধি ভাগ্যবান্ নিষ্কপট জীবগণ নিজে নিজে গৌরকৃষ্ণ-ভজনের জন্য প্রধাবিত না হইয়া শ্রীগুরুসেবাকেই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ জানিয়া, গুরুকৃপাকেই গৌরকৃপা, গুরুকৃপাকেই কৃষ্ণকৃপা জানিয়া নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানের জন্য সতত যত্নপরায়ণ হন। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উপদেশে দেখিতে পাই—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বুদ্ধি না থাকিলে শ্রীহরিনাম উদিত হন না। শ্রীহরিনাম শ্রীহরিসেবাপরায়ণের জিহ্বায় স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ স্বচ্ছবস্তুর মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের কৃপা সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলেন, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণার্চ্চন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণকৃপা—সকলই মায়ার কৃপাব্যতীত কিছু নহে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত যখনই আমি কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণগুণশ্রবণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে প্রধাবিত হইব, তখনই আমার 'কৃষ্ণকে পিছনে করি' মায়া প্রতি ধায়'—ইত্যাদি দুর্দ্দশা লাভ ঘটিবে। যখনই আমরা প্রতিপদবিক্ষেপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা স্মরণ না করিব, তখনই আমরা 'কর্ত্তাহম্' হইয়া স্বেচ্ছায় কর্ম্মফাঁস গলে পরিধান

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

করিব। "সর্ব্বৎ গুরবে দদ্যাৎ"—ইহার যখনই ব্যতিক্রম ঘটিবে, তখনই আমি পুণ্য অথবা পাপকর্ম্মী হইয়া যাইব। তৎফলে আমাকে বহু জন্ম স্বর্গ ও নরকে আসা-যাওয়া করিতে হইবে। শ্রীগুরুর আপন হইয়া তাঁহার মনে'র চৌইপূরণের কাঠ-বিড়ালীও না হইতে পারিলে—তাঁহার হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে না পারিলে—তাঁহার প্রীত্যর্থে আত্মপ্রীতি-বাঞ্ছাকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে না পারিলে শ্রীগুরুসেবা হইবে না—কর্ম্ম হইয়া যাইবে, নিজে বহু চেষ্টা করিলেও শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত অনর্থ কিছুতেই হ্রাস পাইবে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের অনর্থোপশমের জন্য বেশী ব্যস্ত হন না, কারণ তিনি মুকুন্দের একমাত্র আরাধ্য বস্তু—তিনি গোপীজনবল্লভ। সুতরাং সর্ব্বদা আনন্দময়, প্রেমরসমত্ত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অল্পাভিলাষীকে বঞ্চনা করেন, কিন্তু সর্ব্বদা জীবদুঃখদুঃখী পরমকৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বক্ষণ উপদেশাদি প্রদান করিয়া এবং হৃদ্গত অনর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তদ্দূরীকরণে প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগের চক্ষে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক একটি একটি অনর্থ ধরিয়া ধরিয়া তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন এবং করিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ অনেক অসুর বধ করিয়া কৃষ্ণ-সেবকগণের অনর্থ দূর করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর প্রভৃতি অসুরগণকে বলদেব নিজের হাতে বিনাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বলদেব প্রভুর আশ্রয়ে প্রথমে উক্ত অসুর নিহত হইলে, তবে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয় নতুবা কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইবে না এবং কৃষ্ণও অন্যান্য অসুরগণকে বধ করিবেন না। সাধক যে সকল অনর্থ নিজে বহু চেষ্টা ও কৃষ্ণকৃপার্থ কাতর ক্রন্দন করিয়াও দূর করিতে পারে না, তাহা একমাত্র শ্রীগুরুকৃপাবলে অনায়াসে দূর হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে মহান্ আশ্বাস প্রদান করতঃ বলিতেছেন—

> রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
> এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

অর্থাৎ সত্ত্বগুণদ্বারা রজস্তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা কাম-ক্রোধাদি সমস্ত অনর্থরাশি সত্বর জয় করিতে সমর্থ হন।

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে দেখিতে পাই না এবং পরস্পর আদান প্রদান, ভাবের বিনিময় করিতে পারি না। কিন্তু শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ প্রদান করেন এবং আমাদিগকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেন। সুতরাং তাঁহার সংস্পর্শে আমরা যতদূর উপকৃত হই, অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে তত উপকৃত হইতে পারি না। সিদ্ধরস-সংস্পর্শে তাম্র যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর সান্নিধ্য বশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন। যথা আগমে—

> যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং
> ভবতি কাঞ্চনম্।
> সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো
> বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

তবে শ্রীগুরুদেবের চিদ্দেহকে যেন আমরা জড়বুদ্ধি না করি। তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার বপুর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া না পড়ি। তাঁহার বপু আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারেন কিন্তু বাণী কখনও আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন না। কারণ আমাদের ভবব্যাধি-নিরাময়ের একমাত্র আশ্রয়ই তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী। আমরা যেন সুবুদ্ধিযুক্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবের বাণীময় বপুর সেবা করি। যেমন ইহ জগতের কোন ইন্দ্রিয়ই অধোক্ষজ শ্রীভগবানকে ধরিতে পারে না, তেমন আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই অধোক্ষজ-বস্তু শ্রীগুরুদেবকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যখন তাঁহার স্বরূপ আমাদিগকে জানাইবেন, কেবল তখন আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব। যেহেতু—'কে তাঁ'রে জানিতে পারে, যদি না জানায়।' আমাদের ন্যায় সংসারসাগর-নিমজ্জিত দুর্ব্বল সাধক-জীবের একমাত্র শ্রীগুরুকৃপার অপেক্ষায় ধৈর্য্যের সহিত শ্রীগুরুসেবা বরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

কৃতঘ্নের

(২)

শাস্ত্র বলেন—

> ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
> তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

ভগবান্ যাঁহাদের জন্য বিশ্বকে বহুভাবে সজ্জিত রাখিয়াছেন, নবদূর্ব্বাদলশোভিত ভূমি যাঁহাদের প্রশস্তশয্যারূপে ভগবান্ কর্ত্তৃক সতত সুসজ্জিত, শ্রীভগবান্ যাঁহাদের ইহজগতে জীবোদ্ধারকল্পে থাকাকালীন কোনও প্রকারে উপবর্হণাদির অভাব না হয়, তজ্জন্য নিজ বাহুযুগল প্রদান করিয়াছেন, নক্ষত্ররাজি-পরিশোভিত সুনীল নভোমণ্ডল যাঁহাদের চন্দ্রাতপের স্থান অধিকার করতঃ কৃতার্থম্মন্য, অঞ্জলি যাঁহাদের প্রশস্ত পানপাত্র, দুকূলের মর্য্যাদা ম্লান করিয়া দিক্‌সকল ও বৃক্ষবল্কল যাঁহাদের চীরখণ্ডের কার্য্য করে, অধিক কি যাঁহাদের সুখবিধানের নিমিত্ত ভগবান্ সর্ব্বদাই ব্যস্ত-সমস্ত থাকেন, এবংবিধ পরধনে ধনী সাধুগণ তাঁহাদের কিছু অভাবের পরিপূরণার্থে পরমুখাপেক্ষী, এরূপ অদূরদর্শীর ভ্রমপূর্ণ বাক্য কি বস্তুতঃই সর্ব্বতোভাবে হাস্যাস্পদ নহে? উহা কি বিষয়ভ্রান্তের অজ্ঞানতাদুষ্ট দৃষ্টির ভ্রান্ত দর্শন নহে?

মানবকুল পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা বা যে কোন সুখৈষণাচালিত হইয়া দেবার্চ্চনাদিতে অভিনিবিষ্ট হয়। যেমন ও যতটুকু উপাসনা, ঠিক তেমন ও ততটুকু লাভ—ইহাই দেবার্চ্চনের ফলাধ্যায়ে অকাট্য নিয়ম। উপাসনার তারতম্যানুযায়ী দেবতাকর্ত্তৃক ফললাভ করিয়াই মানবকুল দেবতাদিগকে দয়াময় দেব বলিয়া থাকেন। কিন্তু দেবতাগণ যদি এইরূপ পরিমিত উপাসনা-মূল্য গ্রহণ করতঃ তৎপরিমিত কিছু দান করিয়াই মানবসমাজ হইতে 'দয়াময়' বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে বণিক্‌কুলই বা ন্যূনাধিক 'কৃপাময়' আখ্যা মানবসমাজ হইতে দাবীর সুযোগ ত্যাগ করিবেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মসচিব দেবগণের দীনবৎসলতা এবং সাধুগণের দীনের প্রতি কৃপাপ্রবণতার ভেদ-প্রদর্শনকল্পে বলিয়াছেন—

> ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি
> তথৈব তান্।
> ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

—যে ব্যক্তি যেরূপে দেবতাদিগকে ভজনা করে, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ কর্ম্মবাধ্য নহেন, বস্তুতঃ তাঁহারা স্বভাবতঃই দীন-বৎসল।

সাধুগণ সর্ব্বদা পূর্ণ আত্মারাম হইয়াও এইরূপ দীনবৎসলতা-গুণবশতঃ বিত্তাকুলধন-মদমত্ত জনগণের দ্বারে ভিক্ষুকের সজ্জায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের মঙ্গলবিধানার্থ চেষ্টা করেন। অমলপুরাণ গাহিয়াছেন—

> মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
> নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

—হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহিলোক-দিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে পদার্পণ করেন, অন্য কিছুর জন্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ অধর্ম্মনিরত এবং অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তগণ মর্ত্ত্যে পরিভ্রমণ করেন। তাই সাত্বতসংহিতায় পুনরুক্তি—

> জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
> দধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
> অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
> ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
>
> —ভাঃ ৩।৫।৩

শ্রীভগবৎপ্রদত্ত বিষয়ের গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া যাহারা ভগবান্‌কে বাদ দিয়াই তদ্দত্ত বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকে, তাহারা চোর ও কৃতঘ্ন নহে কি? নিষ্কিঞ্চন হরিজন ভিক্ষাদিচ্ছলে ঐ সমস্ত কৃতঘ্নের দ্বারে উপস্থিত হইয়া যে তাহাদের কৃষ্ণাস্মৃতিদুষ্ট দৃষ্টিতে ভিক্ষুক বলিয়া দৃষ্ট হন, উহাই 'কৃতঘ্নের দুষ্ট দৃষ্টি।' হরিজনগণ যে তাহাদের মঙ্গলপ্রয়াসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের দ্বারে শুভাগমন করিয়াছেন, তাহা তাহাদের ঐ ভোগদুষ্ট দৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় না। কৃতঘ্নের দুষ্টদৃষ্টির পরতত্ত্বদর্শনে অক্ষমতার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন—

> তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
> পরাহৃতান্তর্ম্মনসঃ পরেশ।
> অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
> যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥
>
> —ভাঃ ৩।৫।৪৫

—বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (আপনা হইতে) সুদূরে অপহৃত, হে বিপুলকীর্ত্তে! তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলাকথাবিশ্বাসস্মরণ-কীর্ত্তনাদি-সম্পত্তিদ্বারা পরম কৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না।

পক্ষান্তরে ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণ যদি কখনও দুষ্টদৃষ্টি হারাইয়া সৌভাগ্যক্রমে ঐসকল অহৈতুককৃপাময় সাধুগণের প্রদত্ত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিলাভের অধিকারী হন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পান যে, ঐসমস্ত সাধুগণ সামান্য তণ্ডুলকণার ভিখারী নহেন, পরন্তু তাঁহারাই পরদুঃখদুঃখী ও পরম-পাবন। তাহাদের দর্শনই চক্ষুর সার্থকতা, তাঁহাদের গাত্রস্পর্শ করাই শরীরের ফল, তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তন করাই জিহ্বার পরম সদ্ব্যবহার।

> "অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
> তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ
> জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
> সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"
>
> —হরিভক্তিসুধোদয়

তাই দুষ্টদৃষ্টিবর্জ্জিত সুদৃষ্টি সুকৃতিগণ সাধুগণের গুণমহিমাকীর্ত্তনমুখে এই বলিয়া প্রণত হন—

> বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
> পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
> নমো নমঃ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত ফিট দূরে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্গ শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজননগরী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তবৃন্দসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা; টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনন্তশ্রিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভোঁতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী.

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা) ।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, (কাঙড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান) ।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসোমনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী, পোঃ চোতোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারবাগ সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ডিল সাহেব, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদল-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬ গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭ মুক্তাফলটীকা ও লসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩ সাধনকণা
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা আশ্বিন, ১৩৪২, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ শুক্রবার [১৭১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::०::—

ছয়মাস কারাদণ্ড

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি সি মজুমদার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্গীয় বিপ্লবাত্মক অনাচার দমন আইন অনুযায়ী মহেন্দ্রলাল দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্তের বিচার করিয়াছেন। মহেন্দ্রের প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; কিন্তু কিরণকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। কিরণ আদালত হইতে বাহির হওয়ামাত্র তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর তাহাকে তাহার পল্লী-ভবনে অন্তরীণ করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, পুলিশ এক রিভলবার চুরি মামলা সম্পর্কে মাদারীপুর মহকুমার দত্তকেন্দুয়া গ্রামে আসামীদের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকটি আপত্তিকর পুস্তক প্রাপ্ত হয়। যে আলমারীতে ঐ সমস্ত পুস্তক ছিল উহার চাবী মহেন্দ্রের নিকট ছিল।

তিনজন যুবক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ডাঃ প্রিয়নাথ গুহের পুত্র রবীন্দ্রনাথ গুহ, শ্রীযুত হীরালাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ও মাদ্রাজের ত্রিচিনাপল্লীতে রাজবন্দী শ্রীযুত রমেশচন্দ্র আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ আচার্য্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে আদেশ জারী করিয়াছিলেন। সেই আদেশ অমান্য করার অভিযোগে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা এখন ঢাকা জেলে আছে।

নারায়ণগঞ্জে উক্ত যুবকগণের উপর সান্ধ্য আইন জারী ছিল। প্রকাশ, তাহাদিগকে পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে দেখা গিয়াছে। অদ্য মামলার শুনানী হইবে।

ডাকাতি

নোয়াখালির সংবাদে প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত কেদারমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন মহাজনের ছাতারপাড়া বাজারের ছয়খানি দোকানে যুগপৎ প্রায় একশত সশস্ত্র দস্যু মধ্য রাত্রিতে হানা দেয়। ঐ সকল দোকানে লগ্নী কারবার করা হয়। দুর্বৃত্তগণের সহিত কয়েকটী বন্দুকও ছিল। লোকজনকে ভয় দেখাইবার জন্য উহারা বে-পরোয়াভাবে গুলী চালাইতে থাকে এবং বন্দুকসহ ৪টী প্রবেশপথে পাহারায় নিযুক্ত থাকে। উহারা অতঃপর ৭টী লোহার সিন্দুক, ৬টী কাঠের বড় বাক্স ও আলমারী এবং ৮টি কাঠের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া প্রায় ৩০ হাজার টাকার ধনসম্পত্তি লইয়া চম্পট দেয়। সন্দেহক্রমে ২৮জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এপর্য্যন্ত এই সম্পর্কে ২৮জনকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে। সনাক্তকরণের প্যারেড হইয়াছিল।

এই ডাকাতি সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :—"সম্প্রতি ছাতারপাড়া হাট লুটের মামলায় আসামীদের সন্ধান ও সাজার উপযোগী সংবাদ যে ব্যক্তি দিতে পারিবে, নোয়াখালির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে পুলিশে এই সংবাদ দিতে হইবে।"

বড়লাটের ঘড়ির সময়

সিমলার একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী ১২ অক্টোবর মধ্য রাত্রি হইতে ১৯৩৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নয়াদিল্লীর ভাইসরয় হাউসের ঘড়িগুলি আধ ঘণ্টা বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া বড়লাট দম্পতি স্থির করিয়াছেন। গত বৎসরও এইরূপ করা হইয়াছিল। বড়লাট দম্পতি আশা করেন যে, পুরাণ ও নয়াদিল্লীর অধিবাসিগণ সুবিধাজনক মনে করিলে, এই নিয়ম অনুসরণ করিবেন।

শরৎ বসুর স্মৃতিরক্ষা কল্পে টাইফয়েড রোগীদের জন্য ওয়ার্ড

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে "শরৎচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল ওয়ার্ড" এর উদ্বোধন-কার্য্য স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র বসুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার পিতা চব্বিশ পরগণার সরকারী উকিল রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর ও তাঁহার মাতা ৪০,০০০৲ টাকা দিয়া একটী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার আয় হইতে দশ জন টায়ফয়েড ও মেনিনজাইটিস রোগীর চিকিৎসা করা হইবে। এই বিভাগটি "শরৎচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল ওয়ার্ড" নামে অভিহিত হইবে। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত কৈলাস বসুর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি গত ১৯৩৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মাত্র ২৯ বৎসর সময় টায়ফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রথম স্যার নীলরতন সরকার শরৎচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতা মাতাকে এই মহৎ কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে স্যার বিজয়প্রসাদ ওয়ার্ডের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বলেন যে, রায়বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী এই মহৎ কার্য্যের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিলেন এবং তিনি আশা করেন যে, আরও অনেকে এইরূপ কার্য্যের দ্বারা দুঃস্থ এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের দুঃখকষ্ট মোচনে অগ্রসর হইবেন।

স্যার নীলরতন সরকার, স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, জে সি মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কর্ণেল কে কে চ্যাটার্জ্জি, রায়বাহাদুর মন্মথনাথ রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ সুনীল দত্ত, ডাঃ সুরেশ দত্ত, মৌলবী মহম্মদ সাদাতুল্লা, মিঃ পি এইচ মাইকেল প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল।

বিরাট তৈলখনির আবিষ্কার

বোম্বাইর 'সেন্টিনেল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতে একটি বিরাট তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তৈলের খনি হইতে যে তৈল উঠিবে তাহা ৭শত বৎসর ভারতের তৈলের অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে। প্রকাশ, উক্ত তৈলের খনি ইজারা লইয়া তাহাতে তৈল উত্তোলন কার্য্য আরম্ভের জন্য একটী যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। ইহার ফলে আর বিদেশ হইতে ভারতে তৈল আমদানী করার প্রয়োজন হইবে না এবং তাহার ফলে বাৎসরিক ৫ কোটী টাকা ভারতের রক্ষা পাইবে।

এই খনিটার অবস্থানের বিষয় অত্যন্ত গোপন রাখা হইতেছে। ভারতের জনৈক বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ কর্তৃক গবেষণার ফলে এই তৈলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এককোটী টাকা মূলধনে একটী কোম্পানী গঠন করা হইবে। একদল ধনকুবের নাকি উক্ত পরিকল্পনা সমর্থন করিতেছেন। খনি হইতে ৩০ কোটী গ্যালন করিয়া তৈল উঠিবার সম্ভাবনা।

মিথ্যা সাক্ষীর ফল

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এস কে সিংহ আই-সি এস মহোদয় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে এইচ ওয়েষ্টকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্য প্রকাশ, অস্থায়ী প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সেন আই-সি-এস্ মহোদয় এজলাসে ফৌজদারী আইন অনুসারে কোন উকীলের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল ; ওয়েষ্ট ঐ মকদ্দমায় ছিল সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছিল—"কর্ণেল টেনেন্টের বিরুদ্ধে আমি যে মামলা দায়ের করি, তাহা আমার স্মরণ আছে। ইহা একটী মিথ্যা মামলা ছিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহা মিথ্যা মামলা ছিল।" তাহার দরখাস্তের অন্যান্য প্যারা-গ্রাফ ওয়েষ্টকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে প্রত্যেকটী প্যারা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছে তাহাতে চাতুর্য্যের পরিচয় আছে বটে, কিন্তু উহা যে মিথ্যা তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই মামলায় তাহার বক্তব্য এই যে, সে এত মদ্য পান করিয়াছিল যে, গত ২৩শে জুলাই রাত্রিতে কি ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে তাহার কিছুই জ্ঞান ছিল না। ঐদিনই সে কর্ণেল টেনেন্টের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগে মামলা আনয়ন করে। উপসংহারে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, আসামী ওয়েষ্ট একজন অতিশয় হীন চরিত্রের লোক। সে একজন কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত লোক অতিশয় অসাধু এবং জনসাধারণের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক লোক যে বেশী টাকা হাঁকিবে সাময়িকভাবে সে তাহার দলেই যাইবে। চোরের মধ্যে যতটুকু সাধুতা আছে, ওয়েষ্টের মধ্যে ততটুকু সাধুতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহাকে যাহাতে সে যেন আর কখনও আইনের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে প্রধাবিত না হয়।

ভারতীয় বৈমানিক মনোমোহন সিংয়ের অটল উত্তম

লাহোর হইতে প্রকাশ পাঞ্জাবী বিমান-চালক মনোমোহন সিং ইংলণ্ড হইতে কেপ-টাউন পর্য্যন্ত বিমান চালনা করিয়া রেকর্ড স্থাপনের উচ্চ আশা লইয়া ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন সম্প্রতি তিনি রোডেশিয়াতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

মনোমোহন সিং রাওয়ালপিণ্ডির লোক বিমান চালনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জনের অভিলাষ প্রথম জীবনেই তাঁহার মনে জাগে। পাঞ্জাবী বৈমানিক মিঃ চাওলা ও পার্শী বৈমানিক মিঃ ইঞ্জিনিয়ার দুইজনে একসঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে বিমানযোগে গিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে সর্ব্বপ্রথম মনোমোহন সিংই একাকী ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ আসেন।

বর্ত্তমান বিমান যাত্রার পূর্ব্বে তিনি দুইবার ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একাকী বিমান চালনা করিয়া আগা খাঁ পুরস্কার (৫০০ পাউণ্ড) লাভের চেষ্টা করেন। দুর্ঘটনার ফলে দুইবারের প্রচেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয়। তৃতীয় বারের চেষ্টায় তিনি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একাকী বিমান চালনা করিয়া আসিতে সমর্থ হন। এই সকল প্রচেষ্টায় তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের ও পরিবারের অর্থের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহাকে ১৬০০০৲ টাকার একটী থলি প্রদান করেন।

ইহার পরে বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে মনোমোহন সিং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ইংলণ্ড হইতে কেপটাউন পর্য্যন্ত বিমান চালনা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তৈলের পাইপ ভাঙ্গিয়া বিমান দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার একটি পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকিতে হয়।

এই ব্যর্থতায়ও হতোদ্যম না হইয়া ইংলণ্ড হইতে কেপটাউন পর্য্যন্ত বিমান চালনায় রেকর্ড স্থাপনের আশা লইয়া তিনি যাত্রা করেন। তিন দিনের মধ্যেই তিনি খারটুমে পৌঁছেন। কিন্তু ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যাওয়াতে তিনি এক জঙ্গলের ভিতরে অবতরণ করেন। ব্রোকেনহিল বিমান ঘাটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে দুই দিন জঙ্গলেই তাঁহাকে কাটাইতে হয়। তাঁহার বিমান-পোতখানা মেরামত করিবার জন্য তিনি বর্ত্তমানে উক্ত বিমান ঘাটিতে অবস্থান করিতেছেন।

এখানে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট জানা গেল যে, তিনি কেপটাউন পর্য্যন্ত বিমান পরিচালনার আশা পরিত্যাগ করেন নাই ; করিবেন না। অটল উত্তম হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন।

গুরুতর দাঙ্গা

ডিব্রুগড়ে জয়পুর থানার অধীন দেওহাল গ্রামে এক গুরুতর দাঙ্গার ফলে একব্যক্তি হত এবং আটজন আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ অঞ্চলের কুলী গৃহস্থগণ এক সরকারী বিলে বাঁধ দিয়া মাছ ধরিতেছিল। আসামী অধিবাসিগণ উহাতে আপত্তি করায় উভয় পক্ষে বাদানুবাদ হয় এবং পরে উহা মারামারিতে পরিণত হয়। উহাতে লাঠি, দা ও তীরধনুক ব্যবহৃত হয়। মারামারির ফলে এক কুলী হত এবং ৮ জন আহত হয়। এপর্য্যন্ত ঐ সম্পর্কে ১৫ জন ধৃত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে তিনজন স্কুলের ছাত্র। ধৃত ব্যক্তিদিগকে ডিব্রুগড়ে হাজতে রাখা হইয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

মৃদু ভূমিকম্প

বোম্বাই হইতে প্রকাশ রাত্রি এক ঘটিকার সময় কোলাবা মাণমন্দিরে ভূ-কম্প-জ্ঞাপক যন্ত্রে সামান্য অনুভূত হইয়াছিল। উহার উৎপত্তিস্থল বোম্বাই হইতে ৩০ মাইল দূরে—পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা বলিয়া অনুমিত হয়।

বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠ কল্যাণ হইতেও মৃদু ভূ-কম্পনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহা ঐ সময়েই অনুভূত হইয়াছিল এবং প্রায় ২ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৫জন গ্রেপ্তার

তিনশত আসামী নরনারী ডিব্রুগড়ে দেওহাল চা-বাগানের নিকটস্থ দীঘলী বিলে মাছ ধরিতে যায়। তাহারা যখন ডিংগাই নদীর পার্শ্ববর্ত্তী এক বাঁধ কাটিতেছিল তখন দেওহাল চা-বাগানের দুইজন কুলী ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া আপত্তি করায় মারামারি আরম্ভ হয়। উহার ফলে কুলীদ্বয়ের মধ্যে একজন হত এবং অপরজন আহত হয়। এক কুলী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরে আসামীদের মধ্যেও এক ব্যক্তি আহত হয়। ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপন করেন। ১৫ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খাদি প্রদর্শনী

বরিশাল সংবাদে জানা যায় আচার্য্য কৃপালনী এখানে পৌঁছিয়া খাদি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। খাদির প্রয়োজনীয়তা। ও খাদি কিভাবে বুভুক্ষু জনসাধারণের অন্ন সংস্থানে সহায়তা করে, আচার্য্য কৃপালনী তাহার উদ্বোধন বক্তৃতায় তাহা সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

মৌলবী মুজাফর আমেদের স্বগৃহে অন্তরীণ

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত সন্দ্বীপবাসী কমিউনিষ্ট নেতা মৌলবী মুজাফর আমেদ ফরিদপুর জেলা হইতে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ জারি হয়। তিনি কড়া পুলিশ পাহারায় এখানে আসিয়া সন্দ্বীপে তাঁহার নিজ গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন।

জমিদার দণ্ডিত

মেদিনীপুরের সংবাদে প্রকাশ এক খাজনার মামলা সম্পর্কে স্বর্গীয় রাজা হৃষীকেশ লাহার অনুরোধে মেদিনীপুরের জেলা জজ মিঃ টি জে ওয়াই রক্সবার্গ কৃষ্ণগোপাল সিংহ নামক স্থানীয় একজন জমিদারকে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার আদেশ দেন। বিচারে জমিদার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। জমিদার সেসন কোর্টে আপীল করিলে সেসন জজ আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আফ্রিকা অভিমুখে ইতালীয় সৈন্য

পোর্ট সৈয়দ হইতে প্রকাশ ইতালীয় সাবমেরিণসমূহ সুয়েজ খালে প্রবেশ করিয়াছে রোমের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, সৈন্য প্রেরণ কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতেছে। গত সপ্তাহ শেষে ষোল হাজার সৈন্য নেপলস্ হইতে আফ্রিকায় রওনা হইয়াছে। জাহাজ রওনা না হওয়া পর্য্যন্ত জাহাজ কোথায় যাইবে তাহা জানানো হয় নাই। ফাসিষ্ট দলের সম্পাদক সিনর ষ্টারাস ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইতালীতে পরীক্ষামূলক সৈন্য সমাবেশের যে আয়োজন করা হইয়াছে সমর শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-গণ তাহাতে যোগদান করিবে না। কারণ এক্ষণে সমরোপকরণ নির্ম্মাণ বন্ধ করা চলিবে না।

জ্বালানি কাঠের ভিতর হইতে ৪টি বোমা প্রাপ্ত

গুজরানওয়ালা গ্রামে একটী গুলী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। জনৈক শিখ চিকিৎসক কিছুদিন হইল স্থানীয় গুরুদ্বারের গ্রন্থীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। এই চিকিৎসকটী বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া আসিয়া এখানে অবস্থান করেন। সম্প্রতি ঐ গ্রামের একটী রমণী নিরুদ্দেশ হয় এবং উক্ত গ্রন্থীরও কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। প্রকাশ উক্ত রমণীকে বাহির করিয়া না দিলে উক্ত রমণীর স্বামী এবং তাহার বন্ধুবান্ধবরা তাহাকে মারপিটের ভয় প্রদর্শন করে। তাহাতে নাকি উক্ত ডাক্তারটী হঠাৎ একটী ছয়ঘরা রিভলভার বাহির করিয়া ৪ বার গুলী চালায় ও উক্ত রমণীর স্বামী সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই হাসপাতালে লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। গুলী করার পর লোকটী এক ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া থাকে। সংবাদ পাইয়া পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিশসহ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও গুলী বর্ষণের ভয় প্রদর্শন করেন। তাহাতে ঐ লোকটি শেষ পর্য্যন্ত আত্ম সমর্পণ করে। পরে গুরুদ্বারে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি জ্বালানী কাঠের নিচে ৪টা বোমা পাওয়া গিয়াছে। অদ্য শিখ ডাক্তারটিকে আদালতে হাজির করা হইলে তাহার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট দশ দিনের জন্য হাজতে থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ শুক্রবার | ১৭১তম সংখ্যা

ভাদ্রপূর্ণিমায় শ্রীমদ্ ভাগবত-দান

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাগবত-প্রকাশ-সমাপ্তি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

[গত ২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-পূর্ণিমা) তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা]

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকটি পাই, যা'তে বলা হ'য়েছে—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুতাদি দেবগণ দিব্যস্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁ'র স্তব করেন। সামগানকারিগণ তাঁ'র মাহাত্ম্য গান করেন। সেই বস্তুটি অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। কাল তাঁ' হ'তে সৃষ্ট হ'য়েছে। তিনি কালের অধীন ন'ন বা ইহজগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থবিশেষ ন'ন। তাঁর তত্ত্ব ব'লবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হ'য়েছে।

"লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে
সাত্বতসংহিতাম্"

সেই সাত্বতসংহিতা বেদব্যাস রচনা ক'রেছেন; এর অপর নাম পারমহংসী সংহিতা বা একায়ন পারমহংস পঞ্চরাত্র। বেদব্যাস ভক্তিযোগে অবস্থিত হ'য়ে সেই অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন ক'রে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা ক'রেছেন। এই গ্রন্থখানি গৌড়ীয়-মঠের কার্য্যারম্ভ সময় থেকে প্রকাশ আরম্ভ হ'য়েছিল। সেটি এইবার সমাপ্ত হ'ল। এই গ্রন্থের শেষে কএকটী শ্লোক আছে—

"ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ
সম্প্রকাশিতম্॥
আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান-সংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥"

[ভগবান নারায়ণ সর্ব্বাগ্রে নাভি-পঙ্কজস্থিত ভবভীত ব্রহ্মা'র প্রতি করুণাবশতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যভাগে বৈরাগ্যজনক আখ্যানসমূহে সংযুক্ত হইয়া হরিলীলাকথামৃত-বিতরণে সজ্জন ও দেবগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইহাতে নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব ভগবৎস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক; একমাত্র প্রেমভক্তি-রূপ কৈবল্য-ফল ইহাতে বর্ণিত]

এর আদি, মধ্য এবং শেষে জগতের সহিত আসক্ত হ'বার কথা নাই। বৈরাগ্যাখ্যানযুক্ত হরিলীলাকথাসমূহ এতে বর্ণিত হ'য়েছে। আর একটী কথা এতে পাই—

"প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং
হেমসিংহ-সমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং
স যাতি পরমাং গতিম্॥"

গৌড়ীয়মঠ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রলেন কেন, এর তাৎপর্য্য আছে। তাঁ'রা প্রথমে 'গৌড়ীয়' ব'লে একটী কাগজ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ আরম্ভ করেন। সকলের শুভানুধ্যানের ফলে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হ'য়েছেন। যিনি ভাদ্রপূর্ণিমাতে হেমসিংহাসনারূঢ় ভাগবত দান করেন, যিনি ভাগবতকথা দান করেন, তাঁ'র পরমা গতি লাভ হয়। প্রোষ্ঠপদী—ভাদ্রমাস; পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা-তিথি। এই দিবস বিশ্বরূপ ক্ষৌর এবং গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব সমাপ্তি। 'হেম'—সোনা, দ্রবিণশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ; সিংহ—পশুশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। সেই অতি মূল্যবান্ বস্তু ভাদ্র-পূর্ণিমায় যিনি প্রচার করেন, তাঁ'র পরমা গতি লাভ হয়। যাঁ'রা যাঁ'রা ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁ'দের পরমা গতি লাভ হয়। (প্রচারকগণকে লক্ষ্য করিয়া) আপনারা ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন; সুতরাং আপনাদের পরমা গতি লাভ হ'য়েছে।

হেমসিংহ কই? আপনারা ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, কামিনীকাঞ্চনাশা ত্যাগ ক'রেছেন। বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড স্বীকার ক'রেছেন, সেজন্য আপনাদের বাহ্য সুবর্ণ নাই। কিন্তু ভগবৎকথা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। সেই কথা বলবান্ সিংহের বলযুক্ত হ'য়ে প্রচার করা দরকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি যে-সব চেষ্টায় ব্যস্ত সেগুলি আমাদের সম্বল নয়। কৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। তিনিই আমাদের একমাত্র ধন। আমরা সেই ধনে ধনী হ'য়ে তাঁ'কে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছি। হেমসিংহ সমন্বিত-ভাগবত-দানকার্য্য আপনারা ক'রলেন। এর সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন ক'রে আপনারা জগৎকে দিলেন। সোনার সিংহ ক'রলে সেটা প্রাণহীন হয়; কিন্তু সিংহবিক্রমে ভাগবত-কথা জগতে আপনারা প্রচার ক'রেছেন। আজ তাঁ'র ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হ'ল। এই ত্রয়োদশবর্ষ যাঁ'রা যাঁ'রা যোগদান ক'রেছেন এবং জগৎকে ভাগবত দান ক'রেছেন, তাঁ'দের পরমা গতি লাভ হ'য়েছে।

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্॥

ভাগবতকথা না শুনলে জীবন বৃথা। এই পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং অমৃত-সাগর। অন্যান্য পুরাণ বা মহাভারতাদি কখন সম্মানিত হয়? যখন ভাগবত না থাকে।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

ভাগবতে তৃপ্ত হ'লে অন্যকথাতে রতি হয় না। সব শ্রুতির সার—চরমবস্তু ভাগবতরস পান করলে অন্য রসে আসক্তি হয় না।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

এই পুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বৈষ্ণব-গণের মধ্যে শম্ভু, দেবতাগণের মধ্যে অচ্যুত এবং নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তেমনি সকল পুরাণমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ।

ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥

সকল ক্ষেত্র অপেক্ষা ভগবৎকথাকীর্ত্তন-ক্ষেত্র কাশী যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণ-সমূহের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং
যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং
জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং
নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা
বিমুচ্যেন্নরঃ॥

ভাগবত অমলপুরাণ। জগতে যে-সকল অবৈষ্ণব আছেন, যাঁ'রা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ক'রবেন, তাঁ'দের এটি প্রিয় নয়—যাঁ'দের

বিচার অন্যাভিলাষ, কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড, তাঁ'দের প্রিয় নয়—যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত, তাঁ'দেরই প্রিয়। এই গ্রন্থমধ্যে পরমহংসদিগের ধর্ম্ম—মলিনতারহিতজ্ঞান গীত হ'য়েছে। জগতে চারিপ্রকার আশ্রমী—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও যতি। যতিগণের মধ্যে কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস—এই চারপ্রকার বিভাগ। মনুষ্য যেকোন আশ্রমে থাকুন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম যতি। যতিমধ্যে সর্ব্বোত্তম শিরোমণি পরমহংস। তাঁ'রা বৈষ্ণব। অবৈষ্ণব অত্র সেবপূজক 'পরমহংস' শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। ত্রিদণ্ডিগণের গন্তব্যস্থান পারমহংস্য। সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডিত্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার শীর্ষস্থান পারমহংস্য।

ভাগবতে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। ফলপিপাসারহিত সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত যা', তাই নৈষ্কর্ম্ম্য; চুপ ক'রে ব'সে থাকা নয়। কৃষ্ণেতর-পিপাসারাহিত্যই বৈরাগ্য। ভক্তির সহিত ভাগবত শ্রবণ ক'রলে, পাঠ ক'রলে বা বিচার ক'রলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয়, মুক্তি হ'তে মুক্তিলাভ হয়। সেবোন্মুখ না হ'লে ভগবৎকথা বুঝতে পারা যায় না কিম্বা ভগবন্নাম উদিত হন না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আর একটি শ্লোক দেখতে পাই—

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো
জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায়
তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং
পরং ধীমহি॥

[যিনি কল্পপ্রারম্ভে ব্রহ্মার নিকট এই জ্ঞানপ্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মরূপে মহর্ষি নারদের নিকট, নারদরূপে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে করুণাপূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ইহার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ, বিমল, শোকরহিত, অমৃত, পরমসত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণতত্ত্বের ধ্যান করিতেছি।]

প্রথমে যেমন "সত্যং পরং ধীমহি" ব'লে ভাগবত আরম্ভ হ'য়েছে, শেষেও তদ্রূপ 'সত্যং পরং ধীমহি' ব'লে উপসংহার ক'রলেন।

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে॥
যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ॥

যে পরীক্ষিৎ মহারাজ ভারতের সম্রাট্ ছিলেন, তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হ'য়ে ভাগবত

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[৪]

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলাকে যিনি কলিহত জীবের পক্ষেও আশ্রয়যোগ্য করিবার এবং শ্রীচৈতন্যকৃপাকে গ্রহণ করাইবার জন্য যিনি শত সহস্র কেন, অসংখ্য অভাবনীয় অপূর্ব্ব কৌশল সৃষ্টি করিয়া জীবের ভাগ্যোদয় করাইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয়া, চিত্তোন্মাদিনী, ভক্তিবিনোদা, বিবাদ-প্রশমনকারিণী, যশদা, দয়াকে বিস্তার করিতেছেন তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি বর্ত্তমান যুগের যাবতীয়, যান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ শ্রীগোবিন্দের সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত করেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন এবং কৃষ্ণসেবায় অসংখ্য কৌশল সুচতুর ভাগ্যবান্ অনুগতজনগণকে শিক্ষা দিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নখচন্দ্রের কিরণ-শোভায় আকৃষ্ট করেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যাবতীয়-ভাগবতবিরোধি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তজাল-বিনাশে প্রোজ্জ্বলভাস্করস্বরূপ, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাঁহার সিংহগর্জ্জনে ব্যভিচারী, কপটাচারী, গুরুদ্রুব, ধর্ম্মধ্বজী অঘ-বক-পুতনার প্রতীক—মায়াবাদী, তার্কিক, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অসংখ্য কৃষ্ণমায়া-মৃগগণের হৃদয়ে সতত ত্রাস উদিত হয় এবং যাঁহার নাম-শ্রবণ-মাত্রে অন্ধ উলূকগণের বিবাদ এবং সরল সত্যানুসন্ধিৎসু সুকৃতিশালী জনগণের হৃদয়ে অপরিমিত বল ও আনন্দের সঞ্চার হয়, তিনিই আমাদের জগত্রাতা শ্রীগুরুদেব। যাঁহার গুণ অনন্ত বৎসর ধরিয়া অনন্তমুখে বলিলেও শেষ হয় না, তিনিই আমাদের সর্ব্বগুণখনি—গুণমণি শ্রীগুরুদেব। যাঁহার অবিদ্যাবিধ্বংসিনী বাণী জীবের অনন্ত-সংশয়গিরি চূর্ণ-বিচূর্ণ, দৃঢ়-বদ্ধমূল অনর্থমহীরুহ নিমেষে উৎপাটিত এবং জ্যোৎস্নালোকবিশিষ্ট ক্ষীণকায় শিশুসদৃশ

শ্রবণ ক'রে পরমমুক্তি পেয়েছিলেন। আমরা যে কথাগুলি আলোচনা ক'রছি, সেগুলি সূত-শৌনকাদির নিকট ব'লেছিলেন।

ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো
যতঃ প্রভো॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

সেই হরিকে আমরা সকলে নমস্কার করি। ভাদ্রপূর্ণিমাতে এবৎসরের মত ভাগবত পাঠ শেষ হ'ল। আবার নূতন উদ্যমে ভাগবতকথা প্রচার ক'রতে হ'বে।

জীবকেও অত্যল্পকাল মধ্যে বলিষ্ঠ মহাবীরে পরিণত করেন, তিনিই আমাদের কল্যাণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। যাঁহার কৃপাকটাক্ষে সাধন-ভজন-শূন্য ব্যক্তিও যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রাদিরও দুর্লভ কৃষ্ণদাস-পদবী অনায়াসে লাভ করেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাহা এযাবৎ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যচতুষ্টয় অথবা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কেহই সম্যগ ব্যক্ত করেন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের স্থান বিশেষের তাৎপর্য্য যাহা এযাবৎ কোন আচার্য্য প্রকাশ করেন নাই তাহাও আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মপরমাত্ম ও ঈশ্বরোপাসকগণের এবং বিভিন্ন বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসকগণের অনুভব-তারতম্য বিশেষভাবে জানাইয়াছেন; যিনি ক্লীবব্রহ্ম, একল বাসুদেব, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীরাম-সীতা, শ্রীদ্বারকেশ, শ্রীমথুরেশ ও শ্রীনন্দনন্দনের এবং শ্রীমতীবার্ষভানবীর ভজনের তারতম্য ও রস চমৎকারিতার কথা অনন্তভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীরূপাভিন্ন-বিগ্রহ হইয়া প্রীতি পরাকাষ্ঠার সহিত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

স্বয়ং—শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তির বসতিনগরী, মদনমোহনমনোমোহিনী, বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তি-স্বরূপিণী, শ্রীমতী বার্ষভানবীর অসমোর্দ্ধ মহিমা বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্য রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতভাবে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত শেষ লীলার দ্বাদশবর্ষকাল দিব্যোন্মাদ-লীলায় অতিবাহিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজপ্রিয় ভক্তগণের মহিমা নিজেই জগৎকে জানাইয়াছেন। তদ্দ্বারাই আমরা তদ্ভক্তদিগের ভজনাধিকারের কথা জানিতে পারি। ভগবানই তাঁহার ভক্তের মহিমা সম্যগ্ বর্ণন করিতে পারেন। স্বয়ং ভগবান্ এবং ভক্তশ্রেষ্ঠগণ ব্যতীত শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অন্য কোন ক্ষুদ্রজীব জানিতেও পারে না এবং জানাইতেও পারে না। ক্ষুদ্রপক্ষীর সামর্থ্যানুসারে আকাশে যতখানি উড়িতে পারে, সে আকাশের ততখানি মাহাত্ম্য অবগত হয়। অগাধ সমুদ্র হইতে যা'র যতটুকু পাত্র সে ততটুকু জল সংগ্রহ করে। সুতরাং গুরুমহিমা-বারিধির বিন্দুমাত্রও যেন জন্মজন্মান্তরে লাভ করিয়া নিত্যকালের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসানুদাসগণের

জয়শ্রী-বন্দনা

—:০:—

[শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে লিখিত]

জয় জয় জয়শ্রী তোমার;
পদাম্বুজে নমি বারবার!
জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণময় তব হিয়া,
সেবাব্রতে তুমি সর্ব্বাধিকা!
নমোনমঃ আরাধ্যা রাধিকা!
কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি, মহাভাবস্বরূপিণী,
শ্রীহরির প্রধানা সেবিকা।
প্রণমি গো উপাস্যা রাধিকা!
আনন্দ-আকর কৃষ্ণ, তোমা লাগি' সতৃষ্ণ,
তুমি তাঁ'র সন্তোষ-সাধিকা।
জয় জয় শ্রেষ্ঠা আরাধিকা!
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, কেহ নহে তোমা সমা,
প্রেমরাগে সতত রঞ্জিতা।
নমো নমঃ ভকত-বন্দিতা!
কৃষ্ণের নিগূঢ় মন, নাহি জানে কোন জন,
তুমিমাত্র জান মর্ম্মসার।
জয় জয় জয়শ্রী তোমার।
শ্রীহরির প্রিয়সেবা, তুমি বিনে জানে কেবা,
কৃষ্ণচিত্ত-প্রীতি-বিধায়িকা!
জয় জয় শ্রীমতী রাধিকা!
শ্যামের মুরলী স্বরে, ত্রিজগত চিত্ত হরে,
তাঁর মন হরিয়াছ রাণি!
জয় জয় কৃষ্ণবিমোহিনি!

কৃপাকটাক্ষ লাভে ধন্য হইতে পারি, তাই আমাদের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা। শ্রীগুরুদেবের দয়ার কথা বর্ণনাতীত, তিনি আমার ন্যায় ঘৃণ্য কপট জীবকেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীনামমন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ধান দিয়াছেন, ব্রজভজনের সর্ব্বচমৎকারিতা জানাইয়াছেন এবং তিনি শ্রীরাধামাধবের কৈঙ্কর্য্যে কোন না কোন দিন তাঁহার আনুগত্যে অধিকার দিবেন, এমন আশাবন্ধও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রগাথা, গুণগাথা, জীবহিতৈষণার কথা জীবদুঃখ-দুঃখিততার কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ ত' দূরে থাকুক, এমন কি, পশুপক্ষী এবং চিত্তহীন পাষাণ পর্য্যন্ত ভক্তিরসে গলিয়া যায়। তাই বলি "পশুপাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি' যাঁর গুণগাথা"। অতএব আমরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ সেই সর্ব্বজীববন্ধু করুণৈকসিন্ধু শ্রীগৌরমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবর শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপাকণা প্রার্থনা করিতেছি।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি॥"

—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী
(কাব্যপুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী)

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

নিখিল সদ্‌গুণ রাজি, নিতি নব বেশে সাজি'
কৃষ্ণপদে লয়েছে আশ্রয় ;
অয়ি সর্ব্ব-মনোরমে! তোমার বিচিত্রগুণে,
তাঁরও নিতি লোভ উপজয় ॥

নবীন কিশোরবর, যেন নব-জলধর,
(কোটি) ইন্দু জিনি' উজল আনন।
মথিয়া সুধার নিধি, ওদেহ গড়িল বিধি,
রূপ যার মদনমোহন ॥

(সেই) ভুবনমোহন শ্যাম, তব প্রতি তাঁর কাম
রূপগুণে নিত্য বিমোহিত।
ধন্য দেবি! তোমার চরিত ॥

প্রেমময়ী কৃষ্ণপ্রাণা, ষোল হাজার ব্রজরামা
রাসস্থলে নিযুক্তা সেবায়।
অচিন্ত্য শকতি বলে, (দুই)দুই-গোপী-মধ্যস্থলে
যোগেশ্বর বিহরে লীলায় ॥

হেরি তাহা শ্রীমতীর, অভিমান সুগভীর—
আমি তবে কেমন সেবিকা?
সর্ব্বোত্তমা নহি সর্ব্বাধিকা?

ষোড়শ সহস্র গোপী যদি তাঁ'রে করে সুখী,
করে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ।
আমা বিনে যদি তাঁ'র, মর্ম্মে নহে ক্লেশ ভার,
মোরে তবে কোন্ প্রয়োজন?

ইঁহাদের পরিহরি' আমায় চাহেন হরি,
বুঝি তবে আমি সর্ব্বাধিকা।
মনে চিন্তি' এত সব, ত্যাগ করি' রাসোৎসব
যান চলে' মানিনী রাধিকা ॥

গোবিন্দানন্দিনী রাধা, কৃষ্ণ তাঁরি প্রেমবাঁধা,
রাধা বিনা বৃথা রাসোৎসব।
বন্ধ হ'ল মহারাস, শ্রীহরির মনে ত্রাস,
ক্ষিপ্রমনে অন্বেষণ সব ॥

তখন গোপিকাগণ, করে মনে আলোচন,
কৃষ্ণ চলি' গেলা যাঁর তরে।
সেইতো সেবিকাশ্রেষ্ঠা, শ্যামের একান্তপ্রেষ্ঠা,
সেই সত্য আরাধনা করে।
শতধিক্ আমা সবাকারে ॥

কৃষ্ণসেবাপরায়ণা, শত সহস্র ব্রজাঙ্গনা,
বৃন্দাবন প্রেমনাট্যভূমি।
নায়ক রসিক শ্যাম, সকলের প্রাণারাম,
কিন্তু দেবি, মূলাধার তুমি ॥
শ্রীহরির প্রেমনাট্যে প্রধানা নায়িকা!
নমো নমঃ শ্রেষ্ঠা আরাধিকা!

সর্ব্বকান্তাশিরোমণি, শ্রীগোবিন্দ-আহ্লাদিনী
জয় জয় সুন্দরী রাধিকা!
অপ্রাকৃত সর্ব্ব অঙ্গে, সেবা করি' প্রেমরঙ্গে,
শ্রীহরির সুখ-বিধায়িকা!
জয় জয় সবার অধিকা!

দাস্যরসে রসিক, রক্তক, পত্রক, চিত্রক ;
সখ্যরসে যত সখাগণ ;—
বৎসল-রস-কল্পতরু, নন্দযশোদাদি গুরু
যে রসের না পায় আস্বাদন।
উদ্ধবাদি ভক্ত যত, যাহা লাগি' লালায়িত,
রসমধ্যে মুখ্য মধুর-রস ;
সেই রসে সুরসিকা, গোপীগণ সর্ব্বাধিকা,
শ্রীরাধিকা,— কৃষ্ণ যাঁ'র বশ।

শ্রীকৃষ্ণভজনে গুরু, ও'চরণ কল্পতরু,
আশ্রিতের সর্ব্বার্থসাধিকা!
জয় জয় জয়শ্রী রাধিকা!

শ্যামের পূজায় যাঁ'র চিত্ত ধায় অনিবার,
ভজুক সে তোমার চরণ।
তোমার করুণা ছাড়া, হবে মূল লক্ষ্যহারা,
বস্তুরাশি ব্যর্থ অকারণ ॥

মাধুর্য্যের নিকেতন, কুসুমিত বৃন্দাবন,
মধুব্রতা সেথা মূর্ত্তিমান্।
মধুর রসের সার, প্রেমময়ী শ্রীরাধার,
মধুগীতে যমুনা উজান ॥

মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য তাঁ'র শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার,
লজ্জা তাঁ'র রঞ্জিত বসন ;
পীরিতি-কুসুম-হারে, বক্ষদেশ শোভা করে,
(শ্যাম) অনুরাগে রঞ্জিত বদন।

প্রেমে গড়া তনুখানি, ব্রজের কাননরাণী,
নবনীত জিনি' সুকোমল।
প্রতি অঙ্গে মনোলোভা, তরুণ লাবণ্যশোভা,
দশদিক্ প্রভায় উজল ॥

মাধুরীর সারভূতা, জয় বৃষভানুসুতা,
শ্রীহরির চিত্তবিমোহিনি!
জয় জয় কান্তা-শিরোমণি!

বচন সুমনোহর, সদা কৃষ্ণ-প্রীতিপর,
কৃষ্ণসুখে উল্লাস রাধার।
না মানে আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছে তাঁ'র সুখ,
শ্যাম-সুখ জীবনের সার ॥

শ্রীরাধাচিত্ত বিরাধিয়া, সুখী যদি কৃষ্ণপ্রিয়া
সেই দুঃখ মাথার মাণিক।
নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, করুন্ যা মনে লয়,
শ্রীগোবিন্দ মম প্রাণাধিক ॥

প্রাণনাথ-সুখতরে, সদা শত মূর্ত্তি ধ'রে
করে রাধা অভীষ্টপূরণ।
তাঁহার প্রীতির আশে, প্রতিক্ষণে অনায়াসে,
দিতে পারে প্রাণ-বিসর্জ্জন ॥

(যবে) সমীরণ সুচঞ্চল, ছুঁয়ে রাধা-বস্ত্রাঞ্চল,
পরশিল কৃষ্ণের শরীর।
পেয়ে সে' বাঞ্ছিত স্পর্শ, শ্রীহরি মহাহর্ষ,
কৃতার্থ মানিলা কৃষ্ণধীর ॥

এমন যে সর্ব্বোত্তমা, শ্রীগোবিন্দপ্রিয়তমা,
তাঁ'র পদে করি নমস্কার।
সে চরণ আশ্রয় সবার ॥

জলদবরণ কৃষ্ণ, রাধাপ্রেমে সতৃষ্ণ,
প্রেমসুধা আস্বাদিতে হরি।
কলিযুগ ধন্য ক'রে, অবতীর্ণ ধরা'পরে,
নিজরূপ আচ্ছাদন করি' ॥

ধরিয়া কনক কান্তি,—শ্রীরাধার ভাবকান্তি
কৃষ্ণ বলি' ঝরে প্রেমধার।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে হায়, রাধাভাব ব্যক্ত করি'
নিস্তারিলা সকল সংসার।

শ্রীরাধার প্রেমসীমা, কিবা তাঁর মধুরিমা,
কিবা সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ;
রাধাবিভাবিত হরি, আপনি আচার করি'
বহালেন প্রেম-মন্দাকিনী ॥

জয়শ্রীর মর্ম্মখানি, জানে মাত্র "গৌরবাণী"
তাঁ'রে সেবি' পাবো রাধাসেবা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিকাংশ প্রচারক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎসব-সময়ে আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত নিত্য-নব-রাজ্যের নব নব বার্ত্তা, নব উৎসাহ ও নব উদ্যমসহ তাঁহারা উৎসবান্তে পুনরায় বিভিন্ন স্থানে প্রচারে বহির্গত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের সঙ্কেত-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ যে ষোড়শ-সংখ্যক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অনুসরণে বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ নূতন আলোক পাইবেন, সন্দেহ নাই। পঞ্চদশটী বক্তৃতা ইতো-মধ্যেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্টটীও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সজ্জনগণের আগ্রহে যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা হওয়ায় কোন কোন স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ স্থান পাইয়াছে ; তাহাতে মূল-বস্তু বুঝিতে বিশেষ কোনও অসুবিধা বোধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি শীঘ্রই আমরা শ্রীপত্রিকার সংশোধন-তালিকা প্রকাশ করিব। এই বক্তৃতাসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে পর-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এই বক্তৃতামালা সাধারণ ভোগ বা ত্যাগপর চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিবে। কিন্তু যখনই বাস্তবসত্যের আলোক আমাদিগকে কৃপা করেন, তখন ঐ বিপ্লবের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশ বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদ আমা-দিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জাব্রত-কালে তিনি বিশদভাবে শ্রীমদ্-ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন। উক্ত ষোড়শ-সংখ্যক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক-ত্রয়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে পুনরায় শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ বরণ করিবেন, তাহাদের জীবন ধন্যাতিধন্য।

শ্রীগুরু-করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
তুমি বিনে আর আছে কেবা ॥
জয়শ্রীর সেবাধন, বিলাইতে অনুক্ষণ,
কত মতে করিছ উপায়।
এ' রাধা-প্রকটদিনে, কৃপা করি' দীনহীনে
অমায়ায় রাখ রাঙ্গা পায় ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উপদেশামৃতে দেখিতে পাই, অজ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-রহস্য বক্ষে ধারণ করিয়া মধুপুরী বা মথুরা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব-স্থলী বলিয়া বৃন্দাবন মথুরা হইতেও শ্রেষ্ঠ, আবার উদারপাণির রমণ-স্থলী বলিয়া বৃন্দারণ্য অপেক্ষাও গোবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতা, গোকুলপতির প্রেমামৃত-প্লাবনহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড আবার গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রীশ্রীরাধা-কুণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ভজনস্থলী।

ঊর্জ্জাব্রত বা দামোদরব্রত শ্রীকৃষ্ণের যত প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে, অপর কোনও ব্রত তাহা পারে না। আবার এহেন ব্রত যদি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে উদ্‌যাপনের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহাও যদি আবার কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। জগতে এমন কোনও জিনিষ থাকিতে পারে না, যাহা এই সুযোগ বরণের পক্ষে যথেষ্ট মূল্যযুক্ত। সুতরাং যথাসর্ব্বস্বদ্বারাও যদি এই সুযোগ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও মানব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ই হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই অবকাশ নাই।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার দুইটী মঠ আছে—(১) শ্রীব্রজ স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, (২) শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস মহোদয় তথাকার সেবাসৌষ্ঠব-সম্পাদনার্থ কয়েক সপ্তাহ হয় তথায় গিয়াছেন। উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাধাকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ক্রমশঃ অন্যান্য আরও অনেক প্রচারক তথায় যাইবেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

——:০:——

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৮ পদ্মনাভ ৩ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ দি ১।৬ মৃগশিরা নবটকার দি ৮।৪৭ ব্যতীপাতযোগ রা ৯।২ কৌলবকরণ।

৯ পদ্মনাভ ৪ আশ্বিন ২১ সেপ্টেম্বর শনি অবার ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি ১।১১ আর্দ্রা ভূতভবানবৎপ্রভু দি ৯।২৭ বরীয়ান্‌যোগ রা ৮।৯ গরকরণ দি ১০।১১ গতে বণিজকরণ রা ১।২৯ গতে বিষ্টিকরণ।

১০ পদ্মনাভ ৫ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর রবি সর্ব্ব বাসুদেব কৃষ্ণদশমী মধুসূদন দি ১।৪৭ পুনর্ব্বসু ভূতভৃৎ দি ০।৩৬ পরিঘযোগ রা ৭।৪ বিষ্টিকরণ দি ১।৪৭ গতে ববকরণ

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঞারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) **কুঞ্জকুটীর**—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) **ভাগবত-আসন**—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) **গোপালজীউমঠ**—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন শ্রোতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হায়দ্রাবাদ নারায়ণপুরা, ডেঃ. দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবান ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউড্, চার্চ্চ রোড্, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacner strasse 20

(৫০) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩১০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আল বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵
৩১। সাধনপথ ([illegible]-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ১/১
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ১০
৪১ গীতাবলী ১০
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ২॥০
৪৩ সাধনকণ ১০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ১০
৪৬। অর্থপঞ্চক ১০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ১০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ১১০
৪৯। অর্চনকণ ৫১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ১০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ১০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাত্বতার শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ১০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্‌ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স্ ।৶০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। রোমাট্ গৌড়ীয়মঠ উপ্ ক্লুইং ১০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আবেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ১১০
৮২। গীতাবলী ১০
৮৩। শরণাগতি ১০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ১০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ শনিবার ; ১৭২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

নদীয়ায় কলেরা

চেহট্ট (নদীয়া) সংবাদে প্রকাশ বন্যার জল নামিবার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে এবার কলেরা রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চাঁদের ঘাটের দুইজন, শিবপুরের চারজন ও ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের তিনজন কলেরা রোগে মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রোগের বিস্তৃতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও বিভিন্ন গ্রামের আক্রান্ত কয়েকজন ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন এ অঞ্চলের পল্লী গৃহস্থগণের প্রায় সকলেই জলঙ্গী নদীর জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ষায় জলঙ্গীর জল ভীষণ কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে—কলেরা রোগের এইরূপ প্রাদুর্ভাবের সময় কলেরার 'টিকা' দেওয়ার ব্যবস্থা ও তৎসঙ্গে নদীর জল পানীয়রূপে ব্যবহার বন্ধ করাইতে পারিলে রোগের আক্রমণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় চুরি

টাঙ্গাইলে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় চুরি হইয়াছে। চোর তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া আলমারী খুলিয়া অনেক টাকা লইয়া গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে তাঁহার ভৃত্য ও অপর সাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের বয়সের বাধা অপসারিত

শনিবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় অধিবেশনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দানে বর্ত্তমানে বয়সের যে বাধা আছে, তাহা তুলিয়া দিবার জন্য একটী প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। এই প্রস্তাব পাশের ফলে এখন হইতে ১৫ বৎসরের কম বয়সের ছাত্রগণও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবে।

৫০ জন রাজবন্দীকে পরীক্ষার আদেশ

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে আটক ৫০জন রাজবন্দীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিয়া উক্ত সভায় আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পিতৃহত্যার ফলে অভিযুক্ত

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, স্থানীয় দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেন আই সি এসএর এজলাসে পিতৃহত্যার অভিযোগে বলাগড় বাগিমপুরের অমূল্য ডলের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী আরম্ভের প্রাক্কালে আসামী পক্ষের উকীল শ্রীযুত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে নিবেদন করেন যে, আসামী বিকৃতমস্তিষ্ক বিধায়, তাহার পক্ষে মামলা পরিচালনা সম্ভব নহে।

হুগলীর সিভিল সার্জ্জন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মিঃ গডসন বলেন, আসামীর সামান্য উন্মাদের লক্ষণ থাকিলেও আত্মপক্ষ সমর্থনের মত কার্য্যক্ষমতা তাহার আছে।

কিন্তু জুরীরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীকে বিকৃতমস্তিষ্ক, অক্ষম সাব্যস্ত রাখিলে দায়রা জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া মামলার শুনানী স্থগিত করিয়া আসামীকে রাঁচী পাগলাগারদে প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

ফরিদপুর জেলার নটাখোলার চরের সতনী বারুরী নামক জনৈক পঞ্চাশোর্দ্ধ ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী শাকচর গ্রামে তাহার শ্বশুরালয়ে আসিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত ব্যক্তি কয়েক বৎসর যাবৎ পেটের ব্যথায় ভুগিতেছিল। মাঝে রোগের যন্ত্রণায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। ইহাতে তাহার শ্বশুর তাহাকে চিকিৎসার্থ নিজের গৃহে লইয়া আসে। হঠাৎ একদিন মধ্য রাত্রিতে সহসা সে তাহার বিছানা হইতে উধাও হয়। অনেক খোঁজ করার পর তাহাকে একটী নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে একটী গাছের সঙ্গে ফাঁসী লটকান অবস্থায় পাওয়া যায়।

সাইকেলের নূতন নিয়ম

প্রকাশ, কলিকাতার রাজপথে সাইকেল চালনা সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশ যানবাহন আইনের প্রথমভাগে বর্ণিত ৩নং নিয়ম সংশোধন অনুমোদন করিয়া বাঙ্গলা সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। নূতন নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক সাইকেল ও ট্রাইসাইকেলের সম্মুখভাগে নিয়মিত সময়ে উজ্জ্বল শ্বেত আভাযুক্ত এরূপ আলো রাখিতে হইবে যাহা বেশ দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত সর্ব্ব সময়ের জন্য সাইকেলের পশ্চাদ্দিকের 'মাড-গার্ডে' নিম্নপ্রান্ত পর্য্যন্ত একফুট দীর্ঘ ও মাডগার্ডের সামনে চওড়া সাদা রং লাগাইয়া তাহাতে প্রতিচ্ছায়া উৎপাদক লালরংয়ের কাচখণ্ড সংযুক্ত রাখিতে হইবে।

গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি

চট্টগ্রামের মিরেরশরাই থানার এলাকায় গৌরীয়াইল গ্রামের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং দুর্গাপুর গ্রামের শ্রীনলিনী কান্ত মজুমদার ও হেমকুমার চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে অন্তরীণের আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এখন হইতে তাঁহারা চট্টগ্রাম জেলার ভিতর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারিবেন। জেলার বাহিরে যাইতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ লইতে হইবে। গত মে মাসে তাঁহাদিগকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্গাপুর গ্রাম নিবাসী ডাক্তার যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার এবং রাজাপুর গ্রামের শ্রীহরিমোহন চক্রবর্ত্তীকে একমাসকাল বাড়ীতে আটক থাকার আদেশ দিয়াছেন।

ট্রেণ চাপা পড়িয়া মৃত্যু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ কল্যাণ ষ্টেশন হইতে এক ভীষণ রেল দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত শনিবার ৫ ব্যক্তি (তন্মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিল) রেলওয়ে লাইন পার হইবার সময় একখানি সুবার্ব্বণ ইলেকট্রিক ট্রেণ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। চারিব্যক্তি ঘটনাস্থলেই এবং আর এক ব্যক্তি কল্যাণ ষ্টেশন প্লাটফরমে মারা যায়।

সৈনিক দণ্ডিত

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ নেশা করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করার অপরাধে কিংস রেজিমেণ্টের প্রাইভেট ম্যালাচ সুহনা নামক কোনও বৃটিশ সৈনিক জিলা সামরিক আদালত কর্ত্তৃক ১৮ মাস কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে অফিসার কম্যাণ্ডিং উক্ত দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া ৫৬ দিন করিয়াছেন।

লাঙ্গলকোট ডাকাতির মামলায় ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের এজলাসে লাকসাম থানার লাঙ্গলকোট ষ্টেশনের নিকট কোদালিয়া গ্রামের ডাকাতির মামলার শুনানী আরম্ভ হয়।

কৃষক নেতা মৌলবী মোকলেশ্বর রহমান রফিজার রহমান টেপু ওরফে শ্রীরাধাবল্লভ দাস এই তিনজন আসামীর বিরুদ্ধে ৩৯৫ ধারায় ডাকাতির অভিযোগ ও মাইমোল্লা, ইসব আলী ও আলিমিএদের বিরুদ্ধে ৩৯৫ ১২০ ধারায় ডাকাতি ও ডাকাতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

সরকার পক্ষের এডভোকেট রায় ভূধর দাস বাহাদুর মামলার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন একদল সশস্ত্র লোক বৈদ্যুতিক মশাল প্রভৃতি লইয়া শ্রীভুবননাথের বাড়ীতে গত ১১৩৮ সনের ১২ই আগষ্ট রাত্রিতে ডাকাতি করিয়াছিল। জিনিষপত্র লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং তমসুক ভুলে কতগুলি কোষ্ঠি ও অন্যান্য কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ও তাহারা করিয়াছিল। বাড়ীর লোকজন প্রথম তিনজন আসামীকে চিনিতে পারে, ১৩ই আগষ্ট জনৈক দফাদার ডাকাতদলের নৌকা অনুসরণ করিয়া মাথের পট্টিয়া ষ্টেশনের নিকট বন্দুকসহ মোকলেশ্বর এবং অপর ৩জন আসামীকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে বন্দুক হস্তে কৃষকনেতা কৃষকগণকে তাহাদের "রক্তশোষণকারী মহাজনদের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যুঝিতেছেন" এই বলিয়া পুলিশকে সাহায্য না করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রাপ্ত বন্দুক চান্দিনা থানার জগপাও ডাকাতিতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আসামী ৪ জনের পূর্ব্বেই বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামী ছয়জনের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ডাকাতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ গঠনের জন্য তিনি বলেন।

সরকার পক্ষের এডভোকেটের উদ্বোধন বক্তৃতার পর শ্রীভুবননাথ ও অপর চারজন আসামীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

যশোহর জিলার কোটচাঁদপুর থানার অধীন সালেমনপুর গ্রামের অজিতকুমার সেন ওরফে নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস ও কোটচাঁদপুর গ্রামের সুজিৎ কুমার সেন ওরফে নিরাপদ মোদক ছাড়পত্র না লইয়া আসায় বঙ্গীয় বিপ্লবাত্মক অনাচার দমন আইনের ১৮ ধারা এবং দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনারের গত ১৫ই আগষ্টের আদেশ অনুযায়ী শিলিগুড়িতে স্পেশাল পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। তাহারা উভয়ে নাকি চাকুরীর অনুসন্ধানে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়িতে আসিয়াছিল। তাহারা মুসলমানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল।

বিজ্ঞান কলেজের জন্য ৮৫ হাজার টাকা মঞ্জুর

প্রধানতঃ ফলিত রসায়ন শাস্ত্র বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ ভবনের সম্প্রসারণের জন্য সিনেট সভা ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মজুত তহবিল হইতে ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে।

আরও দুইটি ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান সায়ান্স নিউজ এসোসিয়েসনে ও বাগেরহাটে প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে যথাক্রমে ২ হাজার ও ৫ হাজার টাকা করিয়া দান সিনেটসভা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই দুইটী দান স্যার পি. সি. রায় অনুমোদন করিয়াছেন এবং স্যার পি. সি. রায় ফেলোসিপ ফণ্ড হইতে ঐ টাকা প্রদান করা হইবে।

অতল জলে দুই ভগ্নী

গত মঙ্গলবার মাণিকতলায় দুইটী মুসলমান বালিকা জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ, বালিকা দুইটীর বয়স যথাক্রমে ৯ ও ৭ বৎসর। তাহারা দুই-ভগ্নী মায়ের অনুমতি লইয়া তাহাদের বাড়ীর নিকটে পিতামহীর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছিল। প্রকাশ, পথে একটী পুকুরের ধার দিয়া যাইবারকালে বালিকাদের মধ্যে একজন পদস্খলিতা হইয়া জলে পড়িয়া যায়। অপরজন ভগ্নীর জীবন রক্ষা করিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেই গভীর জলে তলাইয়া যায়।

'দা' দিয়া নরহত্যা

ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশ স্বগ্রামবাসী কুতী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ জে এন বড়ুয়া জুরিদিগের সহিত একমত হইয়া চাংলিজান গ্রামে মুহিনাথকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, কুতীর গরু মুহিনাথের ফসল নষ্ট করে এবং ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। মুহিনাথ হঠাৎ একখানি 'দা' লইয়া কুতীর মস্তকে বহু আঘাত করে। কুতী গুরুতরভাবে আহত হয় এবং কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

রাজবন্দীর কারাদণ্ড

চুচুড়ার সংবাদে প্রকাশ রাজবন্দী অজিত মজুমদার অন্তরীণ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি অপরাধ স্বীকার করায় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সৈন্য প্রহারের মামলা

নোয়াখালীর এক সংবাদে প্রকাশ ১৭ই সেপ্টেম্বর কুমিল্লার সেসন জজের এজলাসে দত্তপাড়া সৈন্য প্রহারের মামলায় দণ্ডিত আলীপুরের উকীল মৌলবী আমেদুল হক প্রভৃতির আপীলের শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। নোয়াখালীর সেসন জজ মিঃ কে কে হাজরা যখন নোয়াখালীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন দত্ত পাড়ায় হাঙ্গামা হয়; তিনি ঐ সম্পর্কে তদন্তও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপীলের বিচার করিতে সম্মত না হওয়ায় হাইকোর্ট কুমিল্লার সেসন জজের উপর বিচারের ভার দিয়াছেন।

মুসলমানদের শিখশিবির আক্রমণের চেষ্টা

লাহোর হইতে প্রকাশ, রাওয়ালপিণ্ডি হইতে টেলিফোন যোগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আটকে জেলার কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করাতে কোটচাঁদ থানাসিংহের বার্ষিক মেলা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। যে দুইদিবস 'দেওয়ান' হইতেছিল, সেই দুইদিন কয়েকবার দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। মেলায় অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক সর্দ্দার বলবন্ত সিংহ ওকারখানি ইউনাইটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, একদল মুসলমান লাঠি ও কুঠার সহ দামামা বাজাইয়া শিখ শিবিরে, যেখানে 'দেওয়ান' হইতেছিল, সেইদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের চেষ্টায় তাহারা কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। প্রদেশের নানা স্থান হইতে 'দেওয়ানে' প্রায় ৬০০০ শিখ সমবেত হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে যে সমস্ত মুসলমান জড় হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা শিখদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশী।

প্রকাশ, সরকারী কর্ম্মচারিগণের সম্মুখে 'দেওয়ানের' অধিবেশন সম্পর্কে আপোষ মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও কোর্টের নবাবের (?) আদেশে শুক্রবারে জল সরবরাহ বন্ধ করা হইয়াছিল। দেবির কূপও ভরাট করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ইহাতে যাত্রিগণের খুব কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। গুরুদ্বার কমিটি গুরুদ্বার হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র নদী হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। সেখানেও সেবাদার প্রহারের ফলে আহত হয়। পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগের কমিশনার, আটকের ডেপুটি কমিশনার এবং জেলার অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ বহুসংখ্যক পুলিশসহ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত মেলাতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রবল বৃষ্টির ফলে ট্রেণ লাইনচ্যুত

যোধপুর রেলওয়ের চীফ ট্রাফিক ম্যানেজার নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, মুষলধারে বৃষ্টির ফলে দিদওয়ানা ও মুন্-ঝুনির মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেলপথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ৭০নং ডাউন মিক্সড ট্রেণের ইঞ্জিন ও ৬ খানি কামরা লাইনচ্যুত হইয়া উল্টাইয়া যায়। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, একজন খালাসী, ২জন গ্যাংম্যান আহত হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য আহত ব্যক্তিদিগকে দিদওয়ানা হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহ আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় না।

দারোগা ও কনেষ্টবল গ্রেপ্তার

করাচী হইতে প্রকাশ বে-আইনী কাজ করিবার অভিযোগে ফুলালী থানায় একজন দারোগা ও দুইজন কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, কোন চুরির মামলা সম্পর্কে একজন মুসলমানের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আসামীগণ তাহাকে মারপিট প্রভৃতি উৎপীড়ন করে। উপরস্থ কর্ম্মচারী বিশেষ তদন্তের পর গ্রেপ্তারের আদেশ দেন।

ওঝার মৃত্যু (!)

ধানবাদ মহকুমার অধীন নবাগড় গ্রামে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিষধর সর্পের দংশনে জনৈক ওঝার মৃত্যু ঘটিয়াছে। দুর্ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে উক্ত ব্যক্তি বড় রকমের একটী গোক্ষুরা সাপ ধরে। উক্ত সাপটী গ্রামবাসীদিগকে দেখান হয়। অধিকাংশ গ্রামবাসীই যে ঝুড়ির মধ্যে সাপটী ছিল সেই ঝুড়ির মধ্যে পয়সা প্রদান করে। ঝুড়ির ভিতর হইতে উক্ত পয়সা বাহির করার সময় লোকটির হস্তে সর্পদংশন করিয়াছিল। সে ঐ দংশনের প্রতি তেমন মনোযোগী হয় না এবং ঐ সম্পর্কে তাহার বাড় বিস্তার প্রভাব এবং ঔষধি প্রয়োগ করে না। যাহা হউক দংশনের এক ঘণ্টা পরে উক্ত ওঝা অচৈতন্য হইয়া পড়ে। স্থানীয় অধিকাংশ ওঝাই ঐ ওঝাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহাদের শ্রম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

মাঝেরহাট ষ্টেশনে ইঞ্জিন চাপা পাড়ুয়া শ্রমিক আহত

গত মঙ্গলবার মাঝের হাট ব্রেলব্রিজের নিকট এক দুর্ঘটনা ঘটে। মুশাই নামক ২২ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দু শ্রমিক সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় রেল লাইনের উপর কাজ করিতেছিল, এমন সময় পোর্ট কমিশনারের ইঞ্জিনের নীচে সে চাপা পড়ে। তাহার ডান পা শরীর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শম্ভুনাথ পাণ্ডিত হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

[illegible]ম বর্ষ ৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ শনিবার ১৭২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জাব্রত

জাগতিক ধনসম্পত্তি সর্ব্বদাই উদ্বেগের ভিতর নিক্ষেপ করে, তদ্ব্যতীত জীবগণ তস্কর হইয়া দস্যু আক্রমণপূর্ব্বক প্রাণ নাশ করিতেও পারে। তাঁহারাই বুদ্ধিমান্, যাঁহারা এই অর্থ ভগবৎ-ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত করিয়া পরমার্থপথের পথিক হন। তাঁহারা সাপুড়িয়ার কাল-সর্প-ক্রীড়া-প্রদর্শন-দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের ন্যায় ঐ প্রকার ভীষণ অর্থদ্বারাও পরমার্থলাভের কৌশল জানেন। যাহার কবল হইতে মানব-মনীষা অনন্তপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াও নিষ্কৃতি পায় না, পরমার্থ সম্পত্তি সেই ভীষণদর্শন ত্রিতাপ মুহূর্ত্তমধ্যে [illegible] নিক্ষেপ করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পরমার্থ ত্রিতাপ-ব্যাধি হইতে আমাদিগকে চিরতরে মুক্ত করিয়া অখিলরসামৃত মূর্ত্তির পদ-সেবাসমুদ্রের পরানন্দজলতরঙ্গে নিরন্তর সন্তরণের সৌভাগ্য প্রদান করে। ঐ সেবাসমুদ্রই শ্রীমদ্ভাগবত; ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের অপ্রাকৃত সেবাচমৎকারিতাই ঝলমল করিতেছে। তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন গোপীজনবল্লভের শ্রেষ্ঠ সেবক। তাঁহার কৃপাতেই আমরা জানিতে পারি,—অবতারগণ দ্বাদশরসের কোনও কোনটীতে উপাস্য কিন্তু যাবতীয় অবতারের আকর শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি এবং সমস্ত রসের (মুখ্য পাঁচ রস এবং গৌণ সাত রস) উপাস্য। অন্যাভিলাষিগুরু, কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু, জড়নাস্তিক গুরু, এমন কি বৈষ্ণবব্রুব আউল বাউল-গৌরনাগরী-প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়সমূহ পর্য্যন্ত অখিলরসামৃতমূর্ত্তির সন্ধান কিছুমাত্র দিতে পারে না। তাহাদের কেহ কেহ পররসের চমৎকারিতা বুঝিতে না পারিয়া ভাগবত-আলোচনায় অপরাধের আবাহন করে, কেহ কেহ বা পররসকে জড়রস জ্ঞানে ব্যভিচারগ্রস্ত হয়। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের আনুগত্যে ঠিক ঠিক ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলন সহকারে অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডে দামোদর ব্রত-পালন বড়ই ভাগ্যের কথা। গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় এবার সেই সৌভাগ্য বরণের সুবর্ণ সুযোগ আসিতেছে। আশা করি, আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করিবেন। বিস্তৃত সংবাদ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্পাদকের নিকট পাওয়া যাইবে।

দার্জ্জিলিংএ গৌড়ীয়মঠ

স্বামী বনের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

দার্জ্জিলিংএর তারের সংবাদে প্রকাশ, য়ুরোপে সাফল্যের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাবৃত্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া দার্জ্জিলিংএ শুভবিজয় করিয়াছেন। দার্জ্জিলিংএর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশক্রমে তিনি দার্জ্জিলিংএর অগণ্য [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখা স্থাপন করিয়াছেন। অদ্য স্বামীজী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিবেন। আগামী কল্য স্বামীজীর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। তৎপরে তিনি মাদ্রাজ যাইবেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারক গত ১৭ই সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিংএ প্রচারার্থ উপস্থিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় গিরি মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ছয় মাসেরও অধিককাল রেঙ্গুণে এবং ব্রহ্মদেশের অন্যান্য কয়েকটী স্থানে মহাপ্রভুর কথিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। স্বামীজীর বিনয়-নম্র ব্যবহার, সুমিষ্ট ভাষণ এবং চেতনাপূর্ণ বাণীর বিষয় যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—এমন কি, বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণরগণ [illegible] স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই মঠটী পশ্চিম গোদাবরী জেলার যেখানে মহাপ্রভুর সহিত গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের আলাপ হইয়াছিল সেই স্থানেই অবস্থিত। স্থানটী কভুর নামে পরিচিত এবং রাজমহেন্দ্রীর অপর পারে অবস্থিত। ব্রহ্মচারীজী সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিবেন।

কভুরে এক সময়ে মহাপ্রভু-রামানন্দ-সংবাদে ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু কালের কুটিলগতিতে পরবর্ত্তিকালে স্থানীয় অধিবাসিগণ তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিতে পারেন নাই; এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের পরমপূত [illegible] পর্য্যন্ত কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। সুখের বিষয়, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারফলে তথায় শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ সংস্থাপিত হওয়ায় এবং এই মঠের সেবা-[illegible] বৈষ্ণবগণ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক বাণীতে আকৃষ্ট হইবার সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

গত ১২ই অক্টোবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা হয়, তৎপর দিবস সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া গোবিন্দপাড়া, শেঠের [illegible] ও শ্রীশ্রীজগন্নাথজীর মন্দিরের সম্মুখ দিয়া শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরে গমন করেন। তথায় কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নূতন মন্দিরে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল-দর্শন করিয়া শ্রীপাদ [illegible] সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় 'অভিধেয়-বিগ্রহ ও শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-বাস'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

[illegible] বহু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ঐস্থান হইতে সঙ্কীর্ত্তন শ্রীমঠে আগমন করেন। বহু সজ্জন কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রায় ২ ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন হইয়াছিল।

"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

-:০:-

[শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সারস্বত শ্রবণসদন, ১৩-৯-৩৫]

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥

[দীক্ষা, শিক্ষা ও চৈত্তাভেদে গুরুত্রয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনের বিচারে প্রথমমুখে ব'লেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞাটি কোন একটী নশ্বর লোকের সম্বন্ধে কথা-মাত্র নয়; ইহা ব্যাপকতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট। গুরূন্—গুরুদিগকে, বহুবচনের পদ; ঈশভক্তান্—ভাগবতপরমহংস বা বৈষ্ণবদিগকে; ঈশম্ ঈশ্বরকে, এখানে একবচন; আর ঈশাবতারকান্—ঈশ্বরের অবতারসমূহকে তৎপ্রকাশান্—তাঁ'র প্রকাশদিগকে; তচ্ছক্তীঃ তাঁ'র শক্তিদিগকে;—এদের সকলেই কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁ'দের পরস্পরের সেই পার্থক্য আলোচনা আবশ্যক। যাঁ'রা বলেন, ভগবদ্বস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁ'দের চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিশেষের আলোচনা আবশ্যক হয় না। কিন্তু সবিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণের বিচারমধ্যে ভগবান্ এবং তাঁ'র যে বিশেষ অর্থাৎ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য, তাহা ওতপ্রোতনিবিষ্ট আছে। অনেকে বিচার করেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ
একমেবাদ্বিতীয়ম্"

—শ্রুতি এ কথা ব'লেছেন। বেদানুগ-সম্প্রদায় কিপ্রকারে এক অদ্বিতীয়বস্তুতে ভেদ কল্পনা করেন? "একং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" বিচারে, দ্বিতীয় বিচার যদি হয় অর্থাৎ একবস্তু ব্যতীত অন্যবস্তু অভ্যুদিত হয় ব'লে একটা বুদ্ধি এসে উপস্থিত হয় সেই ক্ষেত্রে একবস্তুর সবিশেষ বিচারপরগণের বস্তুর বিশেষ বাহুল্যকল্পনাকারীর সহিত সংঘর্ষ হ'চ্ছে। বস্তুটি যদি নির্ব্বিশেষ হয় অর্থাৎ জ্ঞেয়পদার্থের মধ্যে যদি বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে জগতের বিশেষ বা বিচিত্রতা একের ব্যাঘাতকারক হয়। তাতে দু'টি বিচার এসে উপস্থিত হয় জগতে কতকগুলি সংখ্যাকারী আছেন, তাঁ'রা বিচার করেন—২৪টি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আছে, তাতে বস্তু ত' এক হ'ল না, ২৪টি হ'য়ে গেল। আবার ভাগবতে আঠাশটি তত্ত্বের কথা বলেন; তবে কি ভাগবতের বিচারপ্রণালীও বেদ হ'তে পৃথক্? তা' নয়।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য।—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

যে-সকল বেদমন্ত্র নির্ব্বিশেষের বিচার করেন, নির্ব্বিশেষ বিচার ক'রতে গিয়ে সেসকলে শেষে বিশেষের বিচারই লক্ষিত হয়। প্রাকৃতরাজ্যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের বিচার প্রণালী আছে। সেজন্য সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাকৃত জগতের ধারণা নিয়ে অতিরিক্ত ধারণা করতে গেলে জড়সবিশেষ-বিচারকে বাহিত ক'রে নির্ব্বিশেষ-বিচারকে আদর করে। এখানে দেখুন, এই যে 'নির্ব্বিশেষ' শব্দটী ব্যবহার হ'চ্ছে—যে বিশেষরহিত তিনি, বিশেষযুক্ত নন, এতে বুঝতে হ'বে—এই বিশেষটি প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতির অন্তর্গত বিশেষে তিনি বিশিষ্ট নন, তাঁ'র ব্যতিরেকভাব তাঁ'তে। এখানে প্রত্যেক বস্তু সসীম—সীমাবিশিষ্ট; তিনি অসীম—বৈকুণ্ঠবস্তু। এখানে প্রত্যেক বস্তু পরস্পরে বিরোধধর্ম্মী, তাঁ'তে যে বিশেষ, তা'তে সেরূপ বিরোধধর্ম্ম নাই, সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের সামঞ্জস্য রয়েছে তাঁ'তে। এখানকার বস্তু কালক্ষোভ্য ও পরিবর্ত্তনশীল; সেখানে তাদৃশ কোন কথা নাই। এখানকার প্রত্যেক বস্তু বিকারযোগ্য, সেখানে তা নয়। এখানে বহুত্ব, সেখানে একত্ব।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

[সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়সাধ্য কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃতদেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্য পরা শক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা।]

এখানে যেমন কারণরূপ মৃত্তিকা হ'তে ঘটাদি বহুপ্রকার মৃন্ময় পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং তাহারা বিশেষ ধর্ম্ম বা ভেদধর্ম্মে অবস্থিত হয়, সেরূপ সেখানে সেই একটী জিনিষ—তিনিই মূল নিমিত্ত কারণ, তা হ'তেই সকল বিশেষধর্ম্ম উদ্ভূত। সেখানে (অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে) নিত্যত্ব, এখানে (প্রাকৃত-জগতে) তা'র অভাব; সেখানে পূর্ণজ্ঞান, এখানে অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হ'বার যোগ্যতা বর্ত্তমান, সেখানে পূর্ণানন্দ, এখানে আনন্দ বাধ হ'চ্ছে—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। কালের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত—পরিমাণযুক্ত ব্যক্তিসকল এখানে, সেখানে তাহা নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, বিশেষধর্ম্ম তাঁ'তে অবস্থিত। জড়জগতের বিশেষধর্ম্মে যে অভাব ও আংশিকতা, তাঁতে সেরূপ নাই। তিনি চিৎ-সবিশেষ; জড়সবিশেষধর্ম্ম তাঁতে নাই। অজড়সবিশেষ তাঁতে ও জড়সবিশেষ আমাদের বিচারে পার্থক্য এই যে, জড়সবিশেষ আমাদের জড়েন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য আর চিৎসবিশেষ তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়ের ভোগ্য ব্যাপার নয়, পরন্তু আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তিনি সেব্য। এই বিচারটা দেখাবার জন্য শ্রীল রূপপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব'লেছেন—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

[সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই (স্বরূপ-লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হওয়া অর্থাৎ নির্ম্মলা থাকিবে।]

আমরা হৃষীকের দ্বারা বস্তুর সেবা করি না, বস্তু থেকে সেবা গ্রহণ করি। এখানে যে বস্তু আছে, তা' থেকে সেবা গ্রহণ করি, হৃষীকেশের ভোগবিবর্দ্ধনের যত্ন না ক'রে নিজের ভোগ-চেষ্টায় প্রমত্ত হ'য়ে পড়ি। কিন্তু জগৎকে ভোগ্য ব'লে বিচার ক'রে ব'সলেও, ভগবদ্বস্তু আমাদের সে বিচারের অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি ভোগ্য নন। সেজন্য বেদ ব'লেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, কার্য্য থেকে কারণ নয়। তিনি (ভগবান্) কারণজাতীয় সত্ত্ব, কার্য্যজাতীয় নন। জগতের কার্য্য ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তন-যোগ্য; তাঁ'র কার্য্য সেরূপ নয়, তা' অপরিবর্ত্তনীয়। এখানকার তা'র (ধ্বংসশীল) কার্য্যের (ধ্বংসশীল) কর্ত্তা তিনি নন। সেখানকার কার্য্যের সহিত অনুভূতি এখানকার কার্য্যের একতাৎপর্য্যাপর নহে। এখানকার কার্য্য কিরূপ?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি
গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

যে-সকল ভগবৎসেবাপর জীব তাঁর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সেই সেবাকার্য্যের ফলভোক্তা নন; ভগবানের সেবা-কার্য্য তাঁর সেবক-দ্বারা সাধিত হ'চ্ছে, কার্য্যের ফল গ্রহণ ক'চ্ছেন—ভোগ ক'চ্ছেন সেই ভগবানই। প্রাকৃত লোক যেমন বিবর্ত্তবুদ্ধিতে কার্য্যের কর্ত্তা অভিমানে কার্য্য করে, সেরূপ অভিমান তাঁতে নাই। এখানে যেমন আমরা আমাদের করণের সাহায্য নিয়ে কার্য্য করি, তিনি তদ্রূপ কোন সত্ত্বর সাহায্য নিয়ে কর্ম্ম করেন না। তিনি শক্তিমদ্ বস্তু, শক্তিজাতীয় নন। তাঁহা হইতে জাত শক্তি। জনকের সহিত জাত একতাৎপর্য্যাপর নহে। একের অধিক পদার্থসকলের মধ্যে সমান, ঊর্দ্ধ ও অধঃ বিচার আছে; কিন্তু তিনি অতুলনীয়, অসমোর্দ্ধ; তাঁহার তুলনা নাই, তিনি একটিই জিনিষ, 'অস্য' শব্দ একবচনের পদ; তিনি একজন, তাঁর শক্তি অনেক প্রকার। শক্তির জাতা তিনি। শক্তিতে তিনি যে জাতৃত্বের বিধান করেন, তদ্দ্বারা শক্তিরাও শক্তিমৎএর অনুভবে সমর্থ হয়। যাঁরা শক্তির বিচারে শক্তিমদ্-বস্তুর আরোপ করেন, তাঁদের বিচারে ভুল হয়।

'পরাস্য শক্তিঃ'—তাঁ'র পরাশক্তি—নিজশক্তি, তা' হ'তে জাত অন্যান্য শক্তি। অপরার সহিত পরা এক নয়। যেমন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং
বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

পরা শক্তি কি? না যাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিশক্তির বিশুদ্ধ ও অণুদ্ধ ক্রিয়া লক্ষিত হ'চ্ছে। অণুচিৎপদার্থেও এসব আছে। অণুসম্বিতে অণুসন্ধিনী ও অণুহ্লাদিনী আছে। কিন্তু এঁ'রা পরাশক্তিরই অংশবিশেষ, পৃথক্ শক্তিমৎতত্ত্ব নহেন। এজন্য জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়। পরা শক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব মুক্ত আর অপরা শক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব বদ্ধ। জীব যখন পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিচারে প্রবিষ্ট হন, তখন অপরা শক্তির অন্তর্ভুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গুরু হ'য়ে জগতে মানবজাতির চেতনতা সম্পাদন ক'রলেন। অচেতন জীব জড়তা বা অপরা অচেতন-শক্তির অন্তর্ভুক্ত ব'লে আপনাকে মনে করে। পরা শক্তির কথা তাদের নিকট অপূর্ব্ব ব'লে মনে হয়। অপরা শক্তি মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হ'য়ে জীব নিজ বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তাতে সে পরবশ হয়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক ব'লে মনে করে—"যয়া (ম.যয়া) সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥" মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে অহঙ্কার ধর্ম্ম প্রবল হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' এবুদ্ধি প্রবল হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীচৈতন্যদেব

মূর্ত্তিতে শুরুর বেষ নিজে নিত্যকাল ধারণ ক'রে—গুরুসকল হ'য়ে জীবের চেতন সম্পাদন ক'রলেন—প্রকৃত মঙ্গলবিধান ক'রলেন।

গুরুকে লঘুজাতীয়জ্ঞানে কৃষ্ণচৈতন্য হ'তে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। গুরু তিন প্রকার—(১) দীক্ষাগুরু—যিনি দিব্যজ্ঞান—পূর্ণবস্তুর জ্ঞান লাভ করান, (২) শিক্ষাগুরু—কি রীতি অবলম্বন ক'রে দিব্যজ্ঞানের বিচার লাভ করা যায়, তার ব্যবস্থা যিনি করেন, আর (৩) চৈত্ত্যগুরু-রূপে উপস্থিত হ'য়ে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু-রূপে তিনি যে কথা বলেন, তা ধারণার সুবিধা দেন—ধারণা করবার শক্তির জন্য প্রেরণা দেন। চৈত্ত্যগুরু হৃদয়ে উপস্থিত হ'য়ে অদ্বয়-জ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হ'বার জন্য যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, অনর্থ-নিবৃত্তির শিক্ষক-সূত্রে তা' যিনি বলেন সেই শিক্ষাগুরু—এতদুভয়েরই কথা-গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত মহান্ত (শিক্ষাগুরুই হউন আর দীক্ষাগুরুই হউন) গুরুর কথা বুঝা যায় না, তাঁর কৃপা লাভ হয় না—চিত্তের মলিনতা দূর হয় না—শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুর কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং দীক্ষাগুরু সূত্রে দিব্যজ্ঞান—অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করেন নিত্যসিদ্ধ শিক্ষাগুরু সকলকে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ মুক্তজীবহৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করবার শক্তি দেন।

"ঈশভক্তান্"—ঈশ্বরের সেবাকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত যাঁরা, তাঁরাও চৈতন্যদেবের সেবক-বিগ্রহ। আশ্রয়-জাতীয় সেবকরূপে চৈতন্যদেব গুরুর অধীন লঘুপরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের দ্বারা গুরুর আনুগত্যের আদর্শ শিক্ষা দেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা লঘু নন, গুরুরও গুরু। যাঁরা তাঁদের গুরু স্থানীয় জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভ্রমে পতিত। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা না হ'লে এই সকল উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ঈশ্বরের ভক্ত পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। চৈতন্যদেব স্বয়ং তাঁদের উপাস্য। তাঁরা অন্য কা'কেও জানেন না। চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণই চৈতন্যদেবের উপাসনা করেন। অচেতন ধর্ম্ম আর কিছুই নহে—যেখানে চেতনের ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। ভক্তিহীন ব্যক্তি অচেতন জড়প্রায় অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানিব্রুব।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

জীবন আছে বলছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনশূন্য অচেতন। ভগবৎসেবা না করায় তা'দের মধ্যে গুণাধীনতায় ভোগবিচারের জড়তা প্রবেশ করে এবং তা'রা অন্যচিন্তাস্রোতে ধাবিত হয়। মানুষের সর্ব্বক্ষণ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎসেবার বিচার না থাকলে জড় অচিৎ এসে গ্রাস ক'রবে—অচেতন হ'য়ে প'ড়বে। অচিৎএর কবলে কবলীকৃত জীব হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হ'য়ে পড়ে, সকল বস্তুতে ভগবৎসম্বন্ধ না দেখার দরুণ সেই সকল বস্তুর ভোক্তা বা কর্ত্তা অভিমানে বিপথগামী হয়। ঈশ্বরের ভক্তগণ অন্যাভিলাষী, ভোগপর-কর্ম্মী বা ভোগরহিত অভক্ত নন; তাঁ'রা জড়ের সেবা করেন না। অভক্তই জড়ের সেবা ক'রে প্রভু হ'বার বাসনা করে। ভক্তিই ভক্তের সম্পত্তি। ভক্তের সেবা-প্রবৃত্তিটি কিরূপ? তিনি কাঁ'র সেবা করেন? তা'তে ব'লেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।"

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে কোন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সেবা তাঁ'রা করেন না। অব্যভিচারিণী কেবলা অহৈতুকী ভক্তি—আত্মারামারাধ্য ভক্তি—নিত্য কালের আত্মার বৃত্তি ভক্তিদ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাতেই তাঁ'রা নিযুক্ত হন।

"ঈশাবতারকান্" ঈশ্বরের অবতার সকল যেমন মৎস্য কূর্ম্ম-বরাহাদি; অর্চ্চা অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এঁরা সবই অবতার। অবতারী পরতত্ত্ব স্বতন্ত্র।

"তৎপ্রকাশান্"—তাঁহার প্রকাশসমূহ বিভিন্ন প্রকার—যেমন অর্চ্চা প্রকাশ, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর-প্রকাশ। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

"তচ্ছক্তীঃ"—তাঁর শক্তিসমূহ; যাঁরা শক্তিমানের পূজা করেন, শক্তিতত্ত্বীয় যাঁরা।

শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে পৃথগ্ দৃষ্টিতে যে বিবর্ত্তগ্রস্ত বিচার, তা'তে ভেদের অধিষ্ঠানের আরোপ করলে পূর্ণতম শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ব্যলীক হ'য়ে আশ্রয় করা হয় না।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥"

স্বরূপভ্রান্ত জড়ভোগী বা জড়ত্যাগী জীব শ্রীচৈতন্যবিমুখ হওয়ায় তাহার নানাবিধ ঔপন্যাসিক রচনা ভবজঞ্জালের সহায়তা করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত নিষ্কপট জনগণের অত্যুত্ক্রম পরায়ণশীল শিক্ষা লাভ করিলে পাপী জীব সকলের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রতিবিম্বগা ধারণা শক্তি লাভ ঘটিবে। বক্রী বিচারভ্রষ্ট চৈতন্য-বিরোধিগণের অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মতাই সিদ্ধ হয়

সাধুসঙ্গ সাতদিন

[শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী]

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাদ্বারা শাস্ত্রবাক্যের সত্যতার অনুভূতি-লাভের সৌভাগ্য সর্ব্বদা ঘটে না। কদাচিৎ ঘটিলে উহা নিশ্চল আনন্দ ও চিত্তপ্রসাদ বিধানপূর্ব্বক, জীব-হৃদয়ে ভক্ত্যুন্মুখি-চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া থাকে। অনর্থযুক্ত, বদ্ধজীব মুক্ত-কুলের সংস্পর্শে, আদর্শে ও হৃৎসঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে, স্বীয় হীন অবস্থার উপলব্ধি-ক্রমে আত্মোন্নতিকল্পে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বরণে প্রচেষ্ট হয়। জীবহিত-সাধনে মহোৎসব বা ভক্ত সম্মিলনের ইহাই সার্থকতা। গৌড়ীয়মঠ সে-বিষয়ে চিরদিনই সিদ্ধহস্ত।

বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে মাসাধিককালব্যাপী সাম্বৎসরিক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান বিপুল-আড়ম্বর-সহকারে সুসম্পন্ন হইয়া গেল তাহার আংশিক দর্শনও যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাঁহারাও বিস্ময়োৎফুল্লতাসহকারে একবাক্যে উৎসবসৌষ্ঠবের প্রশংসা না করিয়া শান্ত থাকিতে পারেন নাই। ভৌম বৈকুণ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখনিগলিত পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধোজ্জ্বলালোকপূর্ণ হৃদয়স্পর্শি-ভক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায়, গৈরিক-বসন-পরিহিত বিষ্ণুপূত-প্রতিম ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিবর্গ, ব্রহ্মচারী, বান-প্রস্থ ও অগণিত শুদ্ধ গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সমাবেশে ও ঐকান্তিক সেবাপ্রচেষ্টায় বিষয়-কলরব-মুখরিত, জড়-সম্ভোগসর্ব্বস্ব রাজধানী কলিকাতায় বৈষয়িক কোলাহলও যেন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহোৎসব-সংসৃষ্ট সভাদিতে, ভক্তৈশ্বর্য্য-প্রসূত-শ্রীসম্পন্ন, কলিকাতা মহানগরীর ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠিকুলভূষণ ধন-কুবের, কবি, সাহিত্যিক, ব্যবহারজীবি প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিতে কুণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই। পাশ্চাত্যদেশে জড়ীয় ভোগবিলাসের ক্রোড়ে আজন্ম লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত কিন্তু অধুনা সৌভাগ্যক্রমে গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত জাম্মাণ-মনীষিদ্বয়ের (ব্যারণ কোয়েথ ও ডের আর্ণষ্ট সুলৎজে মহোদয়ের) প্রভুপাদচরণে সর্ব্বাত্মসমর্পণের দৃশ্য মহোৎসবের এক অভাবনীয় ব্যাপার। মঠস্থ ভক্তগণের সহিত তাঁহাদের সংগ, অমায়িক, নিরহঙ্কার ও মধুর ব্যবহার এবং ভক্তিপূর্ণ সদাচার মহোৎসবে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত উৎসবকালে, মধুমক্ষিকার ন্যায়, সেবারত ব্রহ্মচারিগণের প্রত্যূষকাল হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত, মহোৎসবের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনে সসন্তোষ, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, গুর্ব্বানুগত্য ও বৈষ্ণবানুগত্য দর্শকমাত্রেরই বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল কিন্তু এই যে সর্ব্বাঙ্গীন সেবাপ্রচেষ্টা, সেবাশৃঙ্খলা, সেবৈক-প্রাণতা, বিনয়, শিষ্টাচার, অমানি-মানদ-ভাব—ইহার মূল উৎস কোথায়? কাঁহার আদেশে, কাঁহার উপদেশে, কাঁহার আদর্শে, কাঁহার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া, একমাত্র কাঁহার প্রীতি বিধানার্থ ও কাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই অসংখ্য সেবকবৃন্দ যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়, নীরবে এই মহাযজ্ঞের ইন্ধন সরবরাহে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা কি কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? কলিপাবন, অতি-মর্ত্ত্য যে মহাপুরুষ জীবোদ্ধারকল্পে কখনও নিভৃতকক্ষে পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে, কখনও বা বিপুলজনতামধ্যে উপস্থিত হইয়া মহাসমরে সেনাপতির ন্যায় এই মহাসমারোহ-পূর্ণ উৎসবের পরিচালনা করিতেছেন, আর্ত্ত জনদুর্গাসীর দুঃখ-নিবারণ-কল্পে অমিতবলে, অদম্য-উৎসাহ, অটল-প্রতিজ্ঞা-সহকারে মহাবিঘ্নসমূহকেও তৃণগুচ্ছবৎ অগ্রাহ্য করিয়া, বিপুল আয়োজনে পতিতোদ্ধার কার্য্যে কঠোর পরিশ্রমেও কিছুমাত্র ক্লান্তি-বোধ করিতেছেন না, বরং দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ উৎসাহে নব নব চেষ্টায় চেষ্টান্বিত রহিয়াছেন, দীনজন আমরা কিরূপে সেই সর্ব্ববরেণ্য জগদ্গুরু গৌড়ীয়-মধ্যাহ্নভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের চরণে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব? যাঁহার তেজঃকান্তিপূর্ণ অথচ সৌম্যদর্শন, চেতন সঞ্চারিণী স্নেহময়ী বাণী, সকরুণদৃষ্টি ও অমায়িক ব্যবহারের কথা স্মরণ করামাত্র আমাদের প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয়েও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়, আমাদের সেরূপ ভাষা নাই যাহাদ্বারা আমরা আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার একাংশও প্রকাশ করিয়া ধন্য হইতে পারি। একমাত্র ভরসা, অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব—সকলই জানেন। ভাষাবিন্যাস তাঁহার কাছে নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। হৃদয়ের দেবতা তিনি অবশ্যই হৃদয়ের ভাব গ্রহণ ক'রবেন। আমাদের দৈহিক, মানসিক ও বাচনিক অপটুতা এবং সেবাবিমুখতা দর্শনেও তিনি আমাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃপালু। দয়ার্দ্রহৃদয় এমন শ্রীগুরুদেবের চরণে গভীর-শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

জয় শ্রীগুরুদেবের জয়!

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৬০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক– শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনন্তানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

"বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোডোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরাজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক —উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক —শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস. ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৫৪	১৮-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্ড্স ৷৶০
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। রেশোটিক প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আবেলয়েড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C.1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই আশ্বিন, ১৩৪২. ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সোমবার ১৭৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

দুইদল মেষপালকদের মধ্যে মারামারি

আমেদাবাদ জিলার মানকোণ ও মুগল নামক দুই গ্রামের মেষপালকদের মধ্যে দাঙ্গার ফলে পাঁচ ব্যক্তি জখম হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে দুইজনের আঘাত গুরুতর; ঐ দুইজনের অন্তিম জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতায় খানাতল্লাসী ও ৫ জন গ্রেপ্তার

গত মঙ্গলবার কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সহরের কয়েক স্থানে হানা দিয়া ৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঐ সব স্থানে খানাতল্লাসীর কারণ এখনও জানা যায় নাই। পুলিশ কতকগুলি আপত্তিজনক পুস্তক হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অস্ত্র আইনের মামলা

হবিগঞ্জের সংবাদে জানা যায় গত জুলাই মাসে সিতাংশুমোহন রায় (১৯) বন্দুকের দাগ সরঞ্জাম ভরা একটী প্যাকেট সহ ধৃত হয়। সিলেটের ওভার্ড এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের এজলাসে তাহার বিচার চলিতেছে। শুনানীর সময় আদালত গৃহে বিশেষভাবে পাহারার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ১৯৩২ সালে ডাটেরা গ্রামের একটী দোনলা বন্দুক অপহৃত হয়। উক্ত বন্দুকের কোন কোন অংশ আসামীর নিকট পাওয়া যায়।

উক্ত বন্দুকের মালিক আসামীর নিকট প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সনাক্ত করেন। তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন অনুসারে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। আসামী আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে

অপহৃত বস্তুর সন্ধান

১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নদীয়া জিলার কৃষ্ণনগরের জমীদার শ্রীযুত বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরীর একটী রিভলবার ও কয়েকটি কার্তুজ চুরি যায়। গত মঙ্গলবারে ই বি রেলওয়ের কৃষ্ণনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি ঝোপের মধ্যে উক্ত রিভলবার ও কার্তুজগুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এরূপ প্রকাশ যে, শ্রীযুত পাল চৌধুরী ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় একটী ব্যাগ চুরি যায়। উক্ত ব্যাগে উক্ত রিভলবার ও কার্তুজগুলি ছিল। পুলিশে চুরির সংবাদ দেওয়া হয়। ব্যাগটী একটী ঝোপের মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যাগটী খুলিয়া উহার মধ্যে রিভলবার ও কার্তুজগুলি পাওয়া যায় কিন্তু নগদ টাকা কড়ির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাঁকুড়ায় আর একটি দুর্ঘটনা

বাঁকুড়া সহরের ৪ মাইল দূরবর্ত্তী গোবিন্দ গ্রামের হারাধন ঘোষ জাতিতে গোয়ালা বয়স ২৬ বৎসর। জাত সাপের ওঝা বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সে অনেক স্থানের অনেক লোকের নিকট হইতে মন্ত্র তন্ত্র শিক্ষা করে এবং অনেক সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করে। ক্রমে সে বীর্য্য-শক্তি সম্বন্ধে অতি মাত্রায় আস্থাবান হইয়া পড়ে এবং বিষধর সাপকেও সে গ্রাহ্য করিত না। জনৈক প্রতিবেশীর বাড়ীতে কার্য্য উপলক্ষে যাইবার সময় বাড়ীর সদর দরজায় তাহাকে সর্প দংশন করে। কিন্তু সে উহা গ্রাহ্য করে নাই বা দংশন সম্বন্ধেও কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া সে নিজের মন্ত্র বলে নিজকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করে এবং কয়েক ঘণ্টার পর সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। পরে ওঝা আনাইয়া তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা সত্ত্বেও সে মারা যায়। তাহার ৯ বৎসরের পত্নী বর্ত্তমান।

তহবিল তছরুপ

বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি কে সেন অন্নপূর্ণা কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপ মামলার রায় দিয়াছেন। মামলায় ঐ ব্যাঙ্কের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী উকীল সুধাংশুকুমার গুহ, সেক্রেটারী যদুনাথ দাস. ডিরেক্টার সতীশ চন্দ্র দাস এবং কেরাণী যামিনীরঞ্জন মজুমদার ব্যাঙ্কের প্রায় ১১ হাজার টাকা তছরুপ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী যদুনাথ দাসকে খালাস দিয়া অবশিষ্ট আসামীদের প্রতি নিম্নলিখিতরূপ দণ্ডাদেশ দিয়াছেন:—

সুধাংশুকুমার গুহ—মোট চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং চারি হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড জরিমানা আদায় হইলে ঐ অর্থ ব্যাঙ্ককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে।

যামিনীরঞ্জন মজুমদার—মোট সাড়ে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সাড়ে দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড।

সতীশ চন্দ্র দাস—দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড।

মিঃ এস কে সেন, মিঃ এন আর দাশগুপ্ত এবং মিঃ ডি আর মুখার্জ্জি আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

জাল পেয়াদা

পাটগ্রাম (ঢাকা). হইতে প্রকাশ হরিরামপুর থানার অধীন মধুপুর গ্রামের এক দরিদ্র স্ত্রীলোকের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাহার জিনিষপত্র বে-আইনীভাবে আটক করা ও সরাইবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪২৬ এবং ৪৪৮ ধারামতে হরেকৃষ্ণ কুণ্ড. কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড, সুধাকুমার রায় ও অপর তিন ব্যক্তিকে মানিকগঞ্জ মহকুমা হাকিমের আদালতের অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে. প্রথম দুইজন আসামী উক্ত রমণীর নিকট কিছু টাকা পাইত। ঘটনার দিন টাকা আদায় করিবার জন্য আসামীদের মধ্যে কেহ কেহ জাল নাজির ও আদালতের পেয়াদা সাজিয়া তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার ফন্দি করে এবং এই উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ী চড়াও করে। অতঃপর আসামীরা ঘর দরজা সমস্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে এবং জিনিষপত্র সরানোর বন্দোবস্ত করে। ইহাতে রমণীটি ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহার সাহায্যার্থ কয়েকজন লোক অগ্রসর হয়। লোকজন আসিতে দেখিয়া আসামীগণ জাল নাজির ও পেয়াদাসহ চারিদিকে ছুটিতে থাকে এবং আত্মরক্ষার জন্য একটি খালে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া পালাইয়া যায়।

মোকদ্দমা বর্ত্তমানে মহকুমা হাকিমের আদালতে চলিতেছে।

তিন বৎসরের বালকের মৃত্যু

গোপালগঞ্জের সন্নিকট চর নারায়ণ দীয়া গ্রামে বিধুভূষণ বিশ্বাসের ৩ বৎসর বয়স্ক ছেলের সেদিন বিষধর সর্প দংশনে মৃত্যু হইয়াছে।

বোটানিকাল গার্ডেন

কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং বোটানিকাল গার্ডেন্স ক্রমেই দর্শকদের আধিক্য হইতেছে এবং গার্ডেন্স আরও বেশীক্ষণ খোলা রাখিবার জন্য দর্শকদের নিকট হইতে প্রায়ই অনুরোধ পাওয়া যাইতেছে। দার্জ্জিলিং লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন্সে গত বৎসর ৪২০০ দর্শক হইয়াছিল ইহা হইতে গার্ডেন্স সম্বন্ধে যে বিশেষ জনপ্রিয় তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শিবপুর রয়াল বোটানিকাল গার্ডেন্সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী জমিতে ফুলের চাষ করা হইয়াছে। কলিকাতার আবহাওয়ায় যে সমস্ত ফুল হওয়া সম্ভব তাহার প্রত্যেকটিই বোটানিকাল গার্ডেন্সে আছে। এবং বাগানের মধ্যস্থলে সকল প্রকার ফুলের নমুনাসহ একটী 'বেড্' স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা বাগানের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবে এবং বাগানে যে সমস্ত ফুল আছে তাহার একটী সূচীপত্রেরও কাজ করিবে।

গত বৎসরে অনেক বেশী গাছ সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রায় ১৪০০০ চারাগাছ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ২০০০ চারাগাছ পাওয়া গিয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশ সমূহে ৬৫ পাউণ্ড ও ৩২৫ প্যাকেট বীজ প্রেরণ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশ-সমূহ হইতে প্রতিদানে কিঞ্চিদধিক ১০০০ প্যাকেট বীজ পাওয়া গিয়াছে।

শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন্সে গত বৎসর ১১২ জনের নিকট হইতে ২৫০০টি গাছের নমুনা পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষায় ঐ সমস্ত গাছের বিবরণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বোটানিকাল গার্ডেন্স হইতে পত্র লেখক-দিগকে ফুল গাছ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ সমস্ত খবর প্রদান করা হইয়াছে।

রয়াল বোটানিকাল গার্ডেন্স সমূহের মোট ব্যয় এক লক্ষ টাকার উপর হইয়াছে। তন্মধ্যে শিবপুরে ৩০০০৲ টাকা ও দার্জ্জিলিং লয়েড গার্ডেন্সে ১৫০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক নৌ বৈঠক

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের উদ্যোগে জেনেভায় যে নৌ-বৈঠক হইবে আগামী ২৫শে নবেম্বর হইতে তাহার প্রাথমিক কার্য্যাদি আরম্ভ হইবে। স্যার বি এল মিত্র ভারত সরকারের পক্ষে, মিঃ এরুলকর ভারতের বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষে এবং মিঃ এন এম যোশী ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। মিঃ এন এম যোশী ৫ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবেন। ২৪শে অক্টোবর জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের পরিচালক সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগ দিবেন। উহাতে গত জুন মাসের সম্মেলনে যে সমস্ত হইয়াছিল তাহার পুনরালোচনা হইবে।

কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট

৪খানা তাঁত পিছু একজন করিয়া লোক নিযুক্ত করার নিয়ম প্রবর্ত্তন করায় সিউরি মুন মিলে যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে তাহা স্থানীয় আরও কয়েকটি মিলেও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। মিল মালিক-গণ মজুরী হ্রাসের নূতন আন্দোলন চালাইতে-ছেন বলিয়া মনে হইতেছে। কালাচৌকী রোডের আগাখানী মিলেও উক্ত প্রকার নিয়ম বিশেষভাবে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রকাশ, সিউরিস্থ চীনামিল ও জুবলীমিলে মজুরী হ্রাসের নোটিশ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশে ও ডাকাতে সংঘর্ষ

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মুকুরে, ফলের বাজারে দুইজন নামজাদা দস্যু পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আসে। এই সময় অনুমান ৩০ জন পুলিশের একটিদল তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তথায় চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে লড়াই সুরু হয়। এই সময় মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ফলে কয়েকজন জখম হয়। বহু লোকের দৃষ্টি ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশকে সাহায্য করে। দস্যুদের শরীর তল্লাসীর সময় তাহাদের নিকট হইতে দুইটি রিভলবার ও কুঠার পাওয়া যায়।

আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন,—স্যার বোল্টন আয়রেস মনসেল লর্ড হ্যালিফাক্স, স্যার ফিলিপ কানালিফ লিষ্টার, স্যার স্যামুয়েল হোর, মিঃ ওয়াল্টার রান্সিম্যান প্রভৃতি মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্যগণের সহিত প্রায় ৯০ মিনিট কাল গভীর আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। অতঃপর তিনি চেকার্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সপ্তাহের অবশিষ্ট কয়েক দিন চেকার্সেই অতিবাহিত করিবেন।

পররাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর নরফকে যাইতেছেন। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। খুব সম্ভব বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করিবার জন্য আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের একটী বৈঠক হইবে।

যুবরাজ অসুস্থ

ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ছুটির আমোদ উপভোগের জন্য মধ্য ইউরোপে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুরাতন অসুখ—কাণের পীড়ায় ভুগিতেছেন। কর্ণরোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নিউম্যানকে ডাকা হইয়াছিল। তিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, কাণের মধ্যস্থলে কিছুটা জায়গা ফুলিয়াছে। অসুখ তেমন মারাত্মক কিছুই নহে; তবে কয়েক দিন চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে।

বাঙ্গলায় ডাকাতি

৭ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় মোট ১৭টি ডাকাতি হইয়াছে। নোয়াখালি ও মুর্শিদাবাদে ৩টি হিসাবে, পাবনা ও মেদিনী-পুরে দুইটি হিসাবে এবং ত্রিপুরা, ঢাকা, মালদহ, নদীয়া, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ও হাওড়ায় একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। একটি ডাকাতি সম্পর্কে অভিযোগ যে, কিষাণ সমিতির প্রায় একশত সদস্য আক্রোশ বশতঃ জনৈক অবস্থাপন্ন গ্রাম-বাসীর বাড়ী লুট করিয়াছে। আক্রমণ-কারীরা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

ভিক্ষুক রমণীর সঞ্চয়

পাতিয়ালা সাইফাবাদী গেটের নিকট সম্প্রতি গংগী নাম্নী এক ভিক্ষুক রমণীর মৃত্যু হইয়াছে। দৃশ্যতঃ সে জনসাধারণের দানেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর পাতিয়ালার নাজিম সাহেব ও পুলিশ তাহার গৃহে অনুসন্ধান করিয়া ৫০,০০০৲ টাকার সম্পত্তি পাইয়াছে; তন্মধ্যে ২৫০টী মোহর ও একমণ দশ সেরের বিশুদ্ধ রৌপ্য।

জাহাজে চুরি

কলিকাতার কোনও জেটিতে সম্প্রতি 'ব্যারণ ভার্ণন' নামে একটী জাহাজ রহিয়াছে, প্রকাশ উক্ত জাহাজের জনৈক কর্ম্মচারীর স্বর্ণ ও রৌপ্য ঘড়ি, নগদ টাকা ও অন্যান্য কিছু মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ সোমবার | ১৭৩৩ম সংখ্যা

গৌড়ীয়মিশন সোসাইটী

-:•:-

লণ্ডনে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

উদ্দেশ্য—পরমার্থ প্রচার

ভারতের পরমার্থ-সিদ্ধান্তের প্রকৃত আলোক পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রবেশ না করায় তৎসম্বন্ধে তদ্দেশীয় জনগণের যে বিকৃত ধারণা আছে, তাহা নিরসনপূর্ব্বক পাশ্চাত্য মনীষিগণকে ঐ আলোকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীপাদ সম্বিদানন্দ দাস এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী নামক তাঁহার শিষ্যত্রয়কে গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ভারত হইতে ইউরোপে পাঠান। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ এই কার্য্যে অল্পসময়ের মধ্যে কি-প্রকার সফলকাম হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ নদীয়াপ্রকাশে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে অবগত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতিক্রমে শ্রীপাদ বন মহারাজের মহতী প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যে ঐ প্রচারকার্য্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে "গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী" স্থাপিত হইয়াছে। পরমার্থ-ভারতের বাস্তব-সত্যের বার্ত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশিষ্ট জনগণ যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন তাহা ইঁহার নিম্নলিখিত পরিচয় হইতেই বেশ বুঝা যায়।

সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট

মহামান্য ভারতসচিব দি মার্কুয়েস্ অব্ জেটল্যাণ্ড, পি-সি, জি-সি-এস্ আই, জি-সি-আই-ই, মহোদয়।

ভাইস্ প্রেসিডেণ্টগণ

(১) বিষম-সমর বিজয়ী পঞ্চশ্রী স্বাধীন-ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমদ্ বীর বিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, ধর্ম্মধুরন্ধর, কে সি-এস্-আই মহোদয়।

(২) দি লেডী কারমাইকেল অব্ স্কার্লিং

(৩) দি রাইট্ অনারেবল দি ভাইকাউণ্ট গোসেন (Viscount Goschen) পি-সি, জি-সি এস্ আই, জি সি-আই-ই, সি-বি-ই

(৪) স্যার অতুলচন্দ্র চাটার্জ্জি জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্ আই।

(৫) দি অনারেবল লেডী ষ্টান্লি জ্যাকসন্ কে-ই (হিন্দ)।

(৬) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহ্তাব্ বাহাদুর জি সি আই ই, কে-সি-এস্ আই, আই-ও-এম্।

(৭) দি রাইট্ অনারেবল লর্ড ল্যামিংটন জি সি-এম্-জি, জি-সি-আই-ই।

(৮) লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড কে-সি-এস্ আই, কে-সি-আই-ই।

(৯) দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ স্যার কামেশ্বর সিংহ কে-সি-আই-ই বাহাদুর

কাউন্সিল

চেয়ারম্যান—

দি রাইট্ অনারেবল স্যার সাদিলাল পি-সি।

ভাইস্ চেয়ারম্যান—

স্যার এড ওয়ার্ড ডেনিসনরস্ সি-আই-ই, পি-এইচ্-ডি (Director of the London School of Oriental Languages)

সদস্যগণ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ (ইউরোপস্থ গৌড়ীয়-মিশনের প্রচার-ভারপ্রাপ্ত)

(২) এফ্, এইচ, ব্রাউন সি-আই-ই

(৩) পি, কে, দত্ত এম্-এ, এম্-এস্সি

(৪) মিসেস্ ডি, এন্, দত্ত

(৫) এফ্ জি, প্রোট সি-এস্ আই

(৬) এফ্, জে, পি, রিচ্টার এম্-এ,

(৭) মিস্ সারা ডি লরেডো

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ্, বন

অবৈতনিক জয়েণ্ট সেক্রেটারী

(১) পি, কে, দত্ত এম্-এ, এম্ এস্সি

(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ্ বন

অফিস

৩নং গ্লষ্টার হাউস্, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন এস্, ডব্লিউ ৭

টেলিগ্রামের ঠিকানা—"গৌড়ীয়", লণ্ডন

ফোন নং—ওয়েষ্ট ৩৮৪৭

———

সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় মহামান্য 'মারকোয়েস অব্ জেটল্যাণ্ড'এর সভাপতিত্বে ইংলণ্ডের ক্যাক্স্টন হলে আহূত জনসাধারণের এক মহতী সভায় লণ্ডনের "গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিবস তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

দি লেডি কারমাইকেল অব্ স্কার্লিং; লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল্ স্যার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড; দি অনারেবল্ লেডি ষ্টান্লি জ্যাকসন্; বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; মিঃ ও মিসেস্ এইচ, এস্, এল্ পোলাক, মিঃ ও মিসেস্ আর্ এম্ গ্রে, মিঃ এফ্, জি, প্রোট্; মিঃ এফ্, এইচ, ব্রাউন্, মিঃ এফ্, জে, পি, রিচ্টার; মিঃ পি, কে দত্ত; মিঃ এন, কে, সি; মিস্ মেরি লিঙ্কন্; মিসেস্ মেটা, এম্, বি-ই, ডক্টর ও মিসেস্ ডি-এন্ দত্ত; মিসেস্ ওয়াডেন, মিঃ এস্ এ ওয়াডেন্; মিস্ সারা ডি লরেডো; লোড আব্বাস আলি বেগ; মিঃ ও, এম্, পেইজ; মিঃ ই, জি, গুলস্বে; স্বামী বি, পি, তীর্থ; মিঃ এস্, দাস; মিঃ আর, বি, দাস; মিঃ এইচ, মিউর; মিসেস এইচ করবেল ইত্যাদি।

সভাপতি মারকোয়েস্ অব্ জেটল্যাণ্ড সভায় আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ই বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া একটী মনোরম-বক্তৃতাতে সমিতির মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

স্বামী বি, এইচ বন প্রথমতঃ সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি জানান যে সমিতির কার্য্য-কলাপের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই এবং ইহা কেবলমাত্র ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পাশ্চাত্য জগতে প্রকাশ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা পরস্পর [illegible] স্থাপিত হইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজ এই প্রকার একটী সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা একবাক্যে স্বীকার করেন।

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহামহোপদেশক আচার্য্য-ত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণসহ গত শুক্রবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন; তৎপর দিবস অপরাহ্ণে তথা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ পদ্মনাভ, সম্বর্শিন সঙ্কর্ষণ ৪৪১

"উপাসনা"

অভাবের রাজ্য এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আমরা সকলেই ন্যূনাধিক অভাবগ্রস্ত। অভাবনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদাই আমরা নানা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি। অভাবও আমাদের অসংখ্য; যখন যেটী প্রবল হয়, তখনই সেটীর নিবারণকল্পে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের শরণাপন্ন হই। যেমন—ধনাভাবে ধনাধিষ্ঠাত্রী কমলালয়া কমলার, বিদ্যার অভাবে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর, জাগতিক সাফল্যলাভে বাঞ্ছিত হইয়া সিদ্ধিপ্রদাতা গণদেবতা গণেশের এবং নানা ইতরকামনায় বিমোহিত হইয়া অভাবচ্ছেদনজন্যে কামদা মহামায়ার উপাসনা করিয়া থাকি। প্রয়োজন-পূর্ত্তির জন্য ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণাদি বহু দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। অভাবনিবৃত্তির নিমিত্তই আমরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শনি, ষষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার উপাসকের সজ্জায় সজ্জিত হই। শুধু ইতর দেবদেবীর উপাসনা কেন, বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণার্থে আমরা সংসারে নিয়ত বহু বিষয়ের উপাসনায় ব্যস্ত রহিয়াছি। বিষয়সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মনোহর সজ্জায় মোহিত হইয়া ঐসব বিষয়কে উপাস্যের আসনে স্থাপনপূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে কামনার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আবার আমাদের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে নিরাকার, একেশ্বরবাদী বা ব্রহ্মবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেছি, তাহারাও অভিসন্ধিমূলে কুবিষয়কামনাকেই বহুমানপূর্ব্বক উপাস্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। মুক্তি বা মোক্ষরূপ প্রয়োজনলাভার্থে ত্যাগীর বেষে আমাদের যে ব্রহ্মোপাসনা, তাহা ত' পরমসেব্য শ্রীভগবানের সুখবিধানের জন্য নহে; কাজেই উহাও ত্যাগের আবরণে কু-ভোগবাদ মাত্র।

আমরা অণুচেতন জীব; সংখ্যায় আমরা কম নহি। কোটি কোটি বহির্ম্মুখ জীবে এই জগৎ পরিপূর্ণ। শত সহস্র বাসনায় চিত্ত আমাদের চঞ্চল। কামনার শেষ নাই, অভাবের নিবৃত্তি নাই। আবার বিভিন্ন ভাবে চালিত হইয়া, আমরা অস্থির মনের দ্বারা উপাস্য স্থির করিয়া লইয়াছি। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল মন,—সেই মন কি কখনও নিত্যারাধ্য পরম উপাস্যতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে? সে কি প্রবঞ্চনা করিতেছে না? যাহা নিজেই অসৎ, যাহার চঞ্চলতা চির প্রসিদ্ধ, সে কি প্রকৃত পরমসত্য শাশ্বত সনাতন আরাধ্য দেবতার সন্ধান দিতে পারে?

আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার উপাস্যতত্ত্ব-দর্শনে বাল্যকালাবধি কত কথাই মনে হইয়াছে; ভাবিয়াছি,—আমরা যেমন অসংখ্য, ঈশ্বরও কি তবে বহু? বহু ঈশ্বর বলিয়াই কি মানুষ এত দেবতার উপাসনা করে? তবে কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যিনি দেবতাগণেরও উপাস্য দেবতা? দেবগণের স্রষ্টা কে? যদি সর্ব্বোত্তম সর্ব্বারাধ্য কোনও উপাস্যতত্ত্ব না থাকে, তবে বহু ঈশ্বর কল্পনা করা ভিন্ন উপায় কি?

এই বহুঈশ্বরবাদের কথা, অনেক সময়েই ভাবিয়াছি,—আর ভাবিয়াছি, এক ভৃত্য যেমন বহু প্রভুর মনস্তুষ্টিবিধান করিতে পারে না, সেইপ্রকার আমরাও ত' এই উপাস্যবৃন্দের তুষ্টিবিধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কেবল সংসারের জ্বালায়, দায়ে পড়িয়াই কিছু লাভের আশায়, উপাসক সাজিয়া দেবতাদের 'খোসামোদে' সময় কাটাই মাত্র। আন্তরিকতা অর্থাৎ উপাস্যের প্রতি সহজপ্রীতি ইহাতে কোথায়? কেবল সামান্য কিছু বেতনের আশায় যেন ভৃত্যের প্রভুসেবার অভিনয়। এই কি যথার্থ উপাসনা? ইহা কি এক প্রকার বণিগ্‌বৃত্তি নহে?

এই মায়ার আগারে সকলেই মায়ামিশ্রিত কথা বলে, কে প্রাকৃত সত্যের সন্ধান দিবে? আর অসত্য লিপ্সু মনও ত' মায়ার চাতুরীভরা বাণীই ভালবাসে। খাঁটি সত্যের পরমকল্যাণময়ী বাণী সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চায় না। উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক—এই ত্রিবিধ বিচারের বিশুদ্ধ কথা এখানে কিছুতেই পাওয়া যাবে না। নিখিল জীবের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব কে? অনাদির আদি, সর্ব্বকারণের কারণই বা কে? তাঁহার উপাসনার প্রণালীই বা কি? আর উপাসকের স্বরূপই বা কি-প্রকার? এ'সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব আমরা মনোধর্ম্মী জীবের নিকট জানিতে চাহিলে বঞ্চিত হইব। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে আমাদিগকে ভগবদ্ভক্ত সাধু ও সৎ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ধর্ম্মের নামে এই যে বহু দেবতার উপাসনা, ইহা কখনও আত্মার নিত্যবৃত্তি ভগবদ্ভক্তি নহে। ভগবান্ এক, তিনি স্বরাট্‌পুরুষ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী প্রাচুর্য্য গুণ যাঁহাতে অচিন্ত্যভাবে যুক্ত, তিনিই ভগবান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।

নিখিল দেবতাবৃন্দ শ্রীভগবানের নিকট হইতেই ভগবত্তা লাভ করিয়াছেন, এইজন্য স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যতত্ত্ব। দেববৃন্দও সেই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরিরই উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁ'র চরণানুচর॥"
"সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ
দশদেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ
গুণাবতার তেঁহো—সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব,—'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥"

সৎ, চিৎ ও আনন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রভু, অন্যান্য উপাস্যতত্ত্ব তাঁহার ভৃত্যমাত্র।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যাঁ'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"

সাত্বতশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত গাহিয়াছেন:

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" অর্থাৎ যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে (ভোজন করিলে) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেবপিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দই যখন পরদেবতা, তখন আর তদধীন তত্ত্বসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূজা করিবার আবশ্যকতা কি? শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনার দ্বারাই ত' সকলের তৃপ্তি হইবে। আমরা নিতান্ত বদ্ধজীব, শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রণালী জানি না, মনোধর্ম্মের বশে চালিত হইয়া অভক্তিকেই ভক্তি বলিয়া মনে করি; স্বকপোলকল্পিত অসৎ প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার (?) অভিনয় করি। আমাদের এই দুর্দ্দশা-দর্শনে করুণার্দ্র হইয়াই কলিযুগপাবনাবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি স্বীকারপূর্ব্বক জগজ্জীবের দ্বারে দ্বারে অমন্দোদয়া করুণার পসরা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নিজ সুখান্বেষণ পরিহার পূর্ব্বক উপাস্যের সুখবিধানের জন্য যে চেষ্টা, তাহাই উপাসনা। উপাস্যের তৃপ্তিবিধানে নিজজড়স্বার্থের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকিলে, উপাসনা হইবে না; কামনামূলে অনুষ্ঠিত একটী ক্রিয়া হইবে মাত্র। তদ্দ্বারা উপাস্য সুখী হইবেন না। এই সমস্ত বিষয় আমরা করুণাময় শ্রীগৌরহরির শিক্ষায় জানিতে পারি। আর তিনি ইহাও বিশেষভাবে জানাইয়াছেন যে, নির্ম্মল আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তিব্যতীত শ্রীহরি উপাসিত হ'ন না, ভক্তিভিন্ন অন্য উপায়ে তাঁহার তুষ্টিবিধান হয় না। এইজন্যই হরিতোষিণী ভক্তির কামনা ছাড়া উপাসকের কোন ইতর কামনা নাই। উপাসকের কামনার বিষয় শিক্ষা প্রদানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সুমধুরস্বরে গাহিয়াছেন:—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্-
ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

আহা, কি চমৎকার কথা! আমরা ধনজনাদির কামনায় নিয়ত চঞ্চল, অসার বিষয়ের প্রার্থনায় অমূল্য মনুষ্যজীবনটীকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছি; কিন্তু এই পার্থিব জগতের বিষয়সমূহ কি আমাদিগকে সুখী করিতে পারিয়াছে? অভাবের আগুনে কি দিবারাত্র দগ্ধীভূত হইতেছি না? কে এমন দয়ালু মনীষী আছেন, যিনি মানবকে এই অসার বিষয়ের মধ্যেই সুখী হইবার সুবিজ্ঞান প্রদান করিতে পারেন? বিষয়-কামনায় বিষয়-যাতনাই বর্দ্ধিত হয়, তদ্দ্বারা পরমউপাস্য শ্রীহরির সুখবিধান হয় না। তাই শিক্ষাগুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীশচীনন্দন পরমোপাস্য-সমীপে অন্য কোন কামনার কথা নিবেদন করিতে নিষেধ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তি প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

বিষয়ের প্রতি বিষয়ী আমাদের যে প্রকার প্রীতি রহিয়াছে, শ্রীভগবানের সেবায় সেইপ্রকার প্রীতি স্থাপনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবদ্বস্তুতে প্রীতি হইলে অসার বিষয়ে আর আসক্তি থাকিবে না।

"যাহা রাম তাহা নাহি কাম।"

আমরা সকলেই জাগতিক বিষয়ের প্রার্থী; আর সেই জন্য যাহা কিছু সেবার অভিনয়। আমাদের কাজের বেতন কড়ায় গণ্ডায়, শুধু কড়ায় গণ্ডায় নহে, যেন চক্রবৃদ্ধি-সুদের হারে উপাস্যের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে চাই! সব সময়েই কেবল "দেহি দেহি" রব, কিন্তু এই 'দেহি দেহি' ভাবটা মোটেই উপাসকের স্বভাব-ধর্ম্ম নহে।

পরমোপাস্যের নিকট কি চাহিতে হইবে? প্রার্থিত ধনটী যে কি, তাহা আমরা জানিনা। জানিনা বলিয়াই কত কি 'ছাই মাটি' প্রার্থিত ধন বলিয়া গণ্য করিতেছি, আর সেইজন্যই অভাবেরও পরিপূরণ হইতেছে না। উপাস্যশিরোমণি শ্রীহরি, উপাসক-শিরোমণি সাজিয়া প্রেমাকুলচিত্তে গাহিলেন—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

শ্রীভগবদ্ভক্তিব্যতীত জীবন-যাপন একান্ত ব্যর্থতার বিষয়মাত্র। যাহার ভক্তিধন নাই সে-ই প্রকৃতপক্ষে সু-দরিদ্র, দীনাতিদীন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেমধনরূপ

বেতন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষামৃতে আমরা জড়সুখ কামনার সন্ধান পাই না; পক্ষান্তরে পরিপূর্ণ নিত্যানন্দ, অফুরন্ত আনন্দের স্বতঃ উৎসারিত অনাবিল-সুখ-প্রবাহিণীর মূল উৎস-মুখে অনুসন্ধান লাভে ধন্য হই। যে আনন্দের এক কণিকা লাভ করিলে ব্রহ্মানন্দও অত্যন্ত হেয় ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয়, সেই কৃষ্ণসেবানন্দের কল্যাণবার্ত্তা একমাত্র শ্রীগৌরহরিই জানাইয়াছেন।

কোন সম্প্রদায় নাকি বলেন—অসৎ বস্তুতে প্রীতি স্থাপিত হইলেও ভাল, তদ্দ্বারাও উপাস্যেরই সেবা হয়; পত্নীর প্রতি একান্ত ভালবাসা থাকিলে, সেই জড়ীয় ভালবাসা বা কামের দ্বারাই তাহার ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ হয়। আবার ইহাও শুনিতে পাই, পুত্রস্নেহে অত্যাসক্ত গৃহমেধী ব্যক্তির সেই পুত্রাসক্তিই নাকি তাহার সাধন (?) পথের সহায়। সেই পুত্রোপাসনার দ্বারাই নাকি তথাকথিত মনোধর্ম্মীদের মনঃকল্পিত ঈশ্বরোপাসনা হইবে!

ঐ সকল অসার উক্তি কখনই সংযুক্তি-যুক্ত নহে। বহির্ম্মুখতাচারবিশিষ্ট জনগণ এই প্রকার ভ্রম-প্রমাদাদিপূর্ণ অসদ্বাণীতে বিমোহিত হইয়া অকল্যাণের পথে চলিয়া যাইতেছে।

প্রকৃত উপাসক জানেন—"আরাধ্য-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই প্রাণনাথ। সুখে রাখুন আর দুঃখেই রাখুন, পদদলিতই করুন আর করুণার্দ্র হইয়া ক্রোড়েই ধারণ করুন, তিনি ভিন্ন আর কেহই তাঁহার প্রভু হইতে পারেন না। তিনি যে আরাধ্যের শ্রীচরণে নিত্যকালের জন্য বিক্রীত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার ত' কিছুই আত্মকর্ত্তৃত্ব নাই; পালক, রক্ষক, শরণ্য সেই মুকুন্দপদারবিন্দভিন্ন তাঁহার আর আশ্রয়স্থল নাই। তাঁহাকে দুঃখ প্রদান করিয়া যদি চতুরচূড়ামণি হরি সুখী হন, সেই দুঃখই যে ভক্তের প্রার্থিত নিধি—

"মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হয় মহা সুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।"

ভক্ত যে তাঁহার উপাস্যের আনন্দেই আত্মহারা, নিজের স্বতন্ত্র সত্তা তাঁহার কোথায়? ভক্তগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরায়ণ আর আমরা আত্মেন্দ্রিয়তোষণে তৎপর: আমরা করি 'ধন-জন-দেহ-গেহে'র উপাসনা, আর ভক্ত করেন, ভক্তি-বিভাবিত অন্তরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের অন্তর-বাঞ্ছা পূরণরূপ শুদ্ধ উপাসনা। আমরা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-পরায়ণ বলিয়া 'কামুক' আর তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা-পরায়ণ বলিয়া 'প্রেমিক।'

প্রকৃত প্রেমিকের শরণাগত হইলেই প্রকৃত সাধন-পথে গমন করিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম "সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম"। উহা জীবমাত্রেরই অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী আত্ম-প্রসন্নতার আত্মবৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম। অতএব সনাতন ভাগবত ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। যাবতীয় বস্তুর আকর বস্তু বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য-চরণানুগ শুদ্ধভক্তগণের নিকট সুষ্ঠুভাবে শ্রবণাভাবে মনুষ্য জাতি অভিলাষী হইয়া নৈমিত্তিক অনিত্য ধর্ম্মে বা অধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করতঃ পুনঃ পুনঃ গর্ভকারাগারে বাস ও নরক পথে গমন করিয়া থাকে।

সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

১। ইহাতে মৎসরতার কোন আবরণ বা কপটতা নাই।

২। গৌরভক্তগণের চরিত্রে—অন্তরে বা বাহিরে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি কোন প্রকার দোষ নাই।

৩। নিরপেক্ষভাব-সংরক্ষণই সনাতন-ভাগবত ধর্ম্ম।

৪। ভোগ ও ত্যাগ-পন্থী না হইয়া শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অখিল-চেষ্টাদ্বারা অনাসক্ত-ভাবে যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণই সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম।

৫। নিরাকার বা জড়-সাকারবাদী না হইয়া ভগবান্ ও ভক্তের চিদাকার স্বীকারই সনাতন-ভাগবত ধর্ম্ম।

৬। এই বিমলধর্ম্মে ব্যভিচারাদি কোন অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭। গ্রন্থভাগবত ও শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। ইহাদের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-কার্য্য।

৮। গৃহমেধীর গৃহব্রতধর্ম্ম সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম নহে।

৯। যাঁহারা দ্যূত, পান, স্ত্রী, সুবর্ণ, অবৈধ উপায়ে ধনার্জ্জন এবং ব্যয় করেন তাঁহারাই সনাতন ভাগবতধর্ম্মের পরিপন্থী।

১০। শুদ্ধভক্তির বিচারে অনিপুণ থাকিয়া প্রাকৃত-ভাব-প্রবণতা সনাতন ভাগবতধর্ম্ম নহে।

১১। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া স্মার্ত্তের সহিত আচার-ব্যবহার রাখিতে বাধ্য হওয়া সনাতনধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ।

১২। বৈষ্ণবে জাতি-সামান্য-বুদ্ধি আরোপ করা এবং মহাপ্রসাদে ডালভাত-বুদ্ধি সনাতন-ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধা---

১৩। স্বেচ্ছাচারী উন্মার্গগামী গুরু-ব্রুবের শিষ্যত্ব গ্রহণ সনাতন ভাগবত-পন্থা নহে।

১৪। দৈব-বর্ণাশ্রম স্বীকার না করিয়া অদৈব বর্ণাশ্রম প্রথাকে বহুমানন করা সনাতন ভাগবত নীতি নহে।

১৫। অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবতা শৌক্রগত প্রাকৃত-ব্যাপারে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মানুসরণ নহে।

১৬। দীক্ষিত হইয়া অভিমানভরে অদীক্ষিত অবস্থার জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর পরিচয় দিলে মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম পালিত হয় না।

১৭। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত মত-বাদ—মায়াবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষ বিচারের নাম-গন্ধও সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম নহে।

১৮। বিষ্ণুই জগৎকারণ, সর্ব্বকারণের কারণ; প্রকৃতি জড়রূপা অজাগল-স্তন-স্বরূপা; বিষ্ণুই সর্ব্বশক্তিমান্; সনাতন-সিদ্ধান্তই সনাতন-ভাগবতধর্ম্মে আছে।

১৯। অসৎসঙ্গ-ত্যাগরূপ বৈষ্ণবাচারই সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের মূলবিধি।

২০। নিজে কৃষ্ণভজন করিয়া অপরকে তৎপ্রতি আকর্ষণ করাই সনাতন ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট "জীবে দয়া"।

২১। সর্ব্বত্র শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-প্রচারই সনাতন ভাগবতধর্ম্ম।

২২। ভাড়াটিয়া পাঠক, বক্তা ও কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে হাটে-বাজারে রসগান ও ছড়া-কীর্ত্তন শ্রবণ সনাতন ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা।

২৩। মুখে মাত্র শাস্ত্র মানিয়া নিজে আচারবর্জ্জিত হইয়া কেবল লোক-দেখান শাস্ত্র ব্যাখ্যা সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারণ নহে।

৪। জৌক, বুদ্ধ জুকীষার্থ লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশায় ভক্তসজ্জাগ্রহণ সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মাচরণ নহে।

২৫। বৃষলীপতিকে পণ্ডিতের প্রশ্রয় দিলে সনাতন ভাগবতধর্ম্ম-আচরণ হয় না।

২৬। সনাতন ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী প্রাকৃত পুরুষদেহকে গোপীদেহ কল্পনা করেন না। দেহ ও মন কখনও গোপী বা ভক্ত নহেন, ইহারা জড়বস্তু। অপ্রাকৃত মুক্তাত্মাই একমাত্র কৃষ্ণভক্ত।

২৭। কাল্পনিক অবতারবাদ সনাতন ভাগবতধর্ম্মান্তর্গত নহে

২৮। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, সাঁই, দরবেশ, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই, অতিবাড়ী, গোপীদাড়ি, চূড়াধারী, কাচাধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় সনাতন ভাগবতধর্ম্মের অন্তর্গত নহে।

২৯। দেবল ও ভূতকন্যায় অর্চ্চ-সেবারাধনা সনাতন ভাগবতধর্ম্ম নহে

— শিষ্যের নিকট অর্থাদি প্রাপ্তির লালসায় শিষ্যকে মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ, পান-তামাক-সেবন ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের বিধি দেওয়া সনাতন ধর্ম্ম-বিধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

৩১। ধামাপরাধ, নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ সনাতন ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩২। ধামে বসিয়া মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি, ব্যভিচার, কৃষ্ণকার্য্য ব্যতীত অন্য চিন্তা, সনাতন ভাগবতধর্ম্মের বিরুদ্ধা-চরণ মাত্র

৩৩। শুদ্ধভজনাপেক্ষক শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়ে শুদ্ধনামশ্রবণকীর্ত্তনই সনাতন ভাগবতধর্ম্মের মূল শিক্ষা।

৩৪। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ সনাতন ক্ষেত্র শিবধামে শ্রীচৈতন্যচরণানুগ-গণের শ্রীমুখে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার-শ্রবণে সনাতন-শিক্ষা লাভ হয়।

৩৫। জীবের পরম প্রয়োজন কৃষ্ণ-প্রেমই সনাতন ভাগবতধর্ম্মের পরমোপাদেয় অষ্টি-বল্কল বিহীন প্রেমফল

এই পরমোপাদেয় অষ্টি-বল্কল-বিহীন প্রেমফলের সন্ধান দিতে যাইয়া শ্রীগুরু-দেবাভিন্ন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ স্বকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' পরব্যোম
পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদি জল।"

এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-কালে আমার ন্যায় বদ্ধ জীবের বদ্ধ ভূমিকায় বহু প্রকারের বাধা বিঘ্ন সম্ভব। তন্মধ্যে অপক্কাবস্থায় বৈষ্ণবাপ-রাধই সাধন-পথে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন। বৈষ্ণবাপরাধ মুক্ত না হইলে সনাতন-ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলন হয় না। এবং বৈষ্ণবাপরাধ-রূপ অধর্ম্মানুশীলনে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অধঃপতনমুখে যাইতে যাইতে অবশেষে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতফল লাভের পরিবর্ত্তে বিষম বিষময় ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান শারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভ্যারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীসন্নাথিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। গৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিতুঙ্গ।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযজ্ঞেশ্বর তর্কশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়মাধবের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসন্তোষ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোড়োল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হারদার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

৩৫০ নং ডালহাউসী ষ্ট্রীট রেঙ্গুণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অস্থায়ীন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১০-১০	১১-৩৪	১৫-২৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৩	৯-৫৩	১২-১০	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫০	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭৲
৪। সজ্জনতোষণী ৭৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড – ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদল আলবর
১৯। ভক্তাভবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা
২৭। মুক্তাফলিকা ভগবৎসেবা সাহুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার সাহুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৷০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রলীলাক্রম দর্পণ ।০
৪০। কল্যাণ ৴০
৪১। গীতাবলী ০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৪৩। মাহাত্ম্য ০
৪৪। প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা ০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৻১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। গুরুস্তবম্
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ টিচ্ ফ্রেইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আবেন্ডেড ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪ শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷৹ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড } শ্রীমায়াপুর—৭ই আশ্বিন, ১৩৪২, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ মঙ্গলবার ১৭৪ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

শান্তিপুর সংবাদ

স্মৃতি সভা

শান্তিপুর মহিলা সমিতির উদ্যোগে আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে রামনগর বালিকা বিদ্যালয়ে স্মৃতি সভার আয়োজন হইবে।

আরোগ্য লাভ।

প্রবীন হেড্ মাষ্টার ও ভক্ত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় বহুমূত্র রোগে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এজন্য তাঁহার অনুগত বন্ধুগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নিরাময় করিয়াছিলেন। এবং তিনি এখন ঘুরে স্বচ্ছন্দে, বেড়াইতে পারিতেছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

সেবা-সমিতি

আশানন্দ পল্লীতে বঙ্গবার আশানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর সেবার সুব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি সেবা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। রামনগর পল্লীর সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য

এখানকার সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল। যদি দেহে কোনও রকম রোগ-বালাই নাই। তবে স্থানে স্থানে নূতন ডাক্তারের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

জঙ্গল পরিষ্কার

রাস্তা, লোকের বাড়ী বা জলাশয়ের উপর যে সকল গাছ বা বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়া আলো ও বাতাস প্রতিহত করিয়াছে তাহা এবং কাঁটা ঝোপ ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা হইলে গ্রামের মঙ্গল হইবে। সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

বালিকা বিদ্যালয়

হরিপুরের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা ১০।১২টী দাঁড়াইয়াছে শুনা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব পাকা গৃহ আছে। লক্ষ্মীতলাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। পল্লীর শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিদের দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

বাঙ্গলার শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে সরকারের যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ফরিদপুর অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে শ্রীযুত মন্মথনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাপতি প্রকাশ করেন যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেশী পরিমাণ কমাইয়া দিলে বাঙ্গলায় শিক্ষাবিস্তারের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে।

নিউগিনিগামী বিমানপোতত্রয়

যে তিনখানি বৃটিশ ডি হ্যাভিলাণ্ড বিমানপোত ওলন্দাজ নিউগিনি অভিমুখে রওনা হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইখানি গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪ ঘটিকার কিছু পরেই রেঙ্গুণে পৌছিয়াছে। মিঃ পুলফোর্ড পরিচালিত তৃতীয় বিমানপোতখানিও অপর দুইখানির সহিত একত্রেই আকায়াব হইতে রওনা হয়। কিন্তু অতঃপর আর উহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

যে দুইখানি বিমানপোত রেঙ্গুণে পৌছিয়াছে, তাহার চালকদ্বয় বলেন যে, বেসিনের নিকট হইতে তাঁহারা আর মিঃ পুলফোর্ডকে দেখিতে পান নাই। কাজেই বেসিনের নিকটে কোনস্থানে হয়ত উক্ত বিমানপোতখানি অবতরণে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এদিকে মিঙ্গলডন বিমানবন্দর এই বিমানপোতগুলি এখন কোথায় তাহা জানিতে বেতারে সংবাদ লইতেছে

উড়িষ্যার গবর্ণর

বিহার উড়িষ্যার গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ জে এ হবাককে নূতন উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণর নিয়োগ করা হইবে। আগামী মাসের মধ্যভাগে মি. হবাক ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন ভারত গবর্ণমেণ্টের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ হোয়াইটস্ এক সময় বিহারে ছিলেন। মিঃ হবাকের স্থলে তিনি গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া আসিবেন।

ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধে প্রচার

বোম্বাইয়ের বস্ত্রব্যবসায়ী মহলে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, টেরিফ বোর্ডের আসন্ন তদন্ত সম্পর্কে কটন ট্রেড লীগ ভারতীয় মিল মালিকদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জোর প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন।

প্রকাশ যে, কটন ট্রেড লীগের (ম্যাঞ্চেষ্টার) সেক্রেটারী মিঃ সিডান উইলকিস ল্যাঙ্কাসায়ারের ও ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এক ইস্তাহার জারী করিয়া এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, ল্যাঙ্কাসায়ার হইতে যে সব প্রতিনিধি টেরিফ বোর্ডে সাক্ষ্য দিবার জন্য ভারতে আসিবেন তাঁহারা যেন রক্ষণ শুল্কের উচ্চহার হ্রাস করিবার জন্য চাপ দেন মিঃ উইলকিস ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন ভারতীয় প্রকাশক ফাঁকা কথায় এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সুযোগ সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতিতে না ভুলেন তাঁহারা নিজেদের কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলে ভারতীয় মিল মালিকেরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জয়যুক্ত হইবে

তৎপর মিঃ উইলকিস [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাদের ব্যবসায় উপনিবেশসমূহেও প্রসারিত হইয়াছে। এবং তাহারা ব্রহ্মদেশে প্রচুর মাল রপ্তানী করিয়া থাকে। তৎপর তাহারা নিজেদের কলকারখানারও উন্নতি সাধন করিয়াছে। ফলে বোম্বাইয়ের শেয়ারের বাজারে ভারতীয় মিলসমূহের শেয়ারের দর শতকরা একশত টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মিঃ উইলকিস বলিয়াছেন [illegible] বৈদেশিক আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করার দরুণই ভারতীয় মিলসমূহের উন্নতি হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারতকে বলিতে হইবে যে, অনুরূপ সুবিধা না দেয় তাহা হইলে [illegible] যে সব সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

এই সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট [illegible] ইউনাইটেড প্রেসকে বলিয়াছেন যে [illegible] চুক্তি দ্বারা ভারত ও বৃটেন [illegible] প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে [illegible] প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে কতকগুলি চরমপন্থী লোক এইরূপ প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে।

দেশ আবিষ্কারের বিরাট্ আয়োজন

ওলন্দাজ নিউগিনি যাইবার পথে তিনখানি বিমানপোত বর্ত্তমানে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে। যে কার্য্যের জন্য উক্ত বিমানপোতের আরোহীরা যাইতেছে তাহা অতীব দুঃসাহসিক।

নিউগিনি দ্বীপের পশ্চিমাংশে ওলন্দাজ অধিকৃত প্রায় আড়াই কোটি একর পরিমিত এক ভূখণ্ডের আবিষ্কার, জরিপ ও নক্সা প্রণয়নের জন্যই ইঁহারা তথায় যাইতেছেন। উক্ত দ্বীপের ঐ অংশে এতকাল একরূপ সভ্যতার আলোক সম্পাত হয় নাই। উক্ত অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে ক পেট্রোল, তৈল ও খনিজ সম্পদ আছে বলিয়া সকলের ধারণা। বিমান হইতেই নক্সা তৈয়ারের জন্য বিশেষ ক্যামেরা উক্ত বিমানপোতে বসান হইয়াছে।

উক্ত বিমানপোত ৩ খানির চালকদের মধ্যে দুই জন ইংরাজ। ইঁহাদের নাম মিঃ জি এম কক্স ও ই ফুলফোর্ড। অপর চালকটীর নাম ক্যাপটেন্ জি এ কোপেন এই ব্যক্তি জাতিতে ওলন্দাজ। ইনি গত ১৯২৯ সালে প্রাচ্যে বিমান চালনায় রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিমানপোতে একজন করিয়া অতিরিক্ত চালকও আছেন। ইহাব্যতীত ঐ যাত্রীদের আর সকলেই বেতারবার্ত্তা অপারেটার। ২জন মেকানিকও ইঁহাদের সহিত আছেন বেটেভিয়ায় পৌঁছিয়া বৃটিশ চালকগণ বিমানপোতগুলির ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিবে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে উক্ত প্রতিনিধিকে ক্যাপটেন মিঃ কোপেন বলেন যে তাঁহারা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে দেশে যাইতেছেন, তাহা একরূপ অজ্ঞাত। কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিতে তাঁহাদিগকে দেড় বৎসর দুই বৎসর তথায় অবস্থান করিতে হইবে।

তবে ক্যাপটেন্ মিঃ কোপেন উল্লেখ করেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সুখ-সুবিধার জন্য বিপুলভাবে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই অভিযানের জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত বিমান-ঘাটির পার্শ্বেই বৈদ্যুতিক আলো সংযুক্ত বাংলো ক্লাব, টেনিস খেলার কোর্ট প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই অভিযানকারী দলের নেতা হইবেন মিঃ আর এন ডি ক্যুয়েটার ষ্টনিক্। অভিযান-কারীদের সংখ্যা ২৫ জন হইবে। হাসপাতাল, কারখানা, ল্যাবরেটরী ও বেতারবার্ত্তার ষ্টেশন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় ব্যবস্থা ইহার জন্য করা হইবে।

এই অভিযানকারীদল গত ১১ই সেপ্টেম্বর আমষ্টার্ডাম হইতে রওনা হন ও পথিমধ্যে তৈল গ্রহণের বা মেরামতের জন্য ভিয়েনা, বেলগ্রেড, এথেন্স, কাইরো, রুটবার্ড, বাগদাদ, বাসরা, করাচী, যোধপুর এবং এলাহাবাদে অবতরণ করিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ইহারা তৈল লইবার জন্য আকিয়াবে অবতরণ করিবেন।

আগামী ২২শে ২৩শে সেপ্টেম্বর নাগাদ তাঁহারা বেটেভিয়ায় পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

সীমান্ত সৈন্যদলের অভিযান

উপজাতীয় যে সমস্ত লোক টোরাটিগা উপত্যকায় আসিয়া চোরা গুলী বর্ষণ করে, তাহাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে পেশোয়ার ও নৌসেরা ব্রিগেড এই সপ্তাহে ঐ উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হয়। জনৈক প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ উদ্দেশ্যে বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট লুইস গান, একটি মেসিন গান এবং ৩৫০০ গুলী লইয়া রাত্রি ৬॥ ঘণ্টায় প্রায় ৬ মাইল দুর্গম ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া ৩৫০০ ফুটের অধিক উচ্চ এক পাহাড়ের উপর আরোহণ করে। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে যে, উপজাতীয় লোকগণ ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। ঐ উচ্চস্থান অধিকার করায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে নৌসেরা ব্রিগেড টোরাটিগা উপত্যকার গ্রামসমূহে, ৫।১২ সংখ্যক এক এক রেজিমেণ্ট মুলতান খেলে এবং ৩।২ সংখ্যক পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট বাদিসিগার তল্লাসী করিতে থাকে। ঐ দিন মধ্যে মধ্যে পথ প্রদর্শকের উপর গুলীবর্ষিত হয়। উহার ফলে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের আতবর সিংহ নামক এক সিপাহী আহত হয়। গ্রামসমূহে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করা হয়; কিন্তু উপজাতীয় কোনও লোককে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল কতকগুলি অপহৃত পাইপ পাওয়া যায়।

পেশোয়ার ব্রিগেড অতর্কিতভাবে উপস্থিত হওয়ায় উপজাতীয়গণ প্রস্তুত হইবার অবসর পায় নাই; সেইজন্য তাহারা বাধা দিতে পারে নাই। রাজকীয় বিমান বাহিনী সৈন্যদের সহিত সহযোগিতা করায় সেনাদলের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইয়াছে।

দুই আসামীর ৭ বৎসর কারাদণ্ড

নোয়াখালীর দায়রা জজ জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আবদুল হালিম ও সৈয়দুর রহমান ওরফে সৈয়াকে ডাকাতির অভিযোগে সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপর দুই আসামী খালাস পাইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী-গণ অপর ১১ জন লোকের সহিত মাতুয়ার মনোমোহন দেবনাথের বাড়ীতে ডাকাতি করে। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে প্রহার করিয়া নগদ অর্থ ও গহনাপত্রে প্রায় ১২০০৲ মূল্যের জিনিষ পত্র লইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতগণ দুই নারীর অলঙ্কারও কাড়িয়া লইয়াছিল তদন্তে প্রকাশ পায় যে, আসামী সৈয়দুর রহমান পূর্ব্বে আরও কয়েকবার দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রবল ভূমিকম্প

২০শে সেপ্টেম্বর বেলা ৭-২৭ মিনিটের সময় আলিপুরের মানমন্দিরে ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রে প্রবল ভূকম্পন অনুভূত হয়। উৎপত্তিস্থল কলিকাতা হইতে প্রায় ৪ হাজার ২৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ দিবস বেলা ১১ টা ৩ মিনিটের সময় পুনরায় আর একবার ভূকম্পন আলিপুরের ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রে অনুভূত হয়। এই কম্পনের বেগও নিতান্ত কম নহে। এই শেষোক্ত কম্পনের উৎপত্তি-স্থানও কলিকাতা হইতে প্রায় হাজার ২শত মাইল দূরে অবস্থিত।

ব্যবস্থা-পরিষদের পাশ

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মিঃ শ্রীকৃষ্ণ দত্ত পালিওয়াল মিঃ ও মিসেস্ চন্দ্রধর জোরীর জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ দর্শকদিগের আসনের দুইখানি পাশের জন্য দরখাস্ত করেন। প্রথমে পাশ দেওয়া হয়; কিন্তু পরে ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতির আদেশানুসারে উক্ত পাশ বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। মিঃ পালিওয়াল অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, পুলিশের রিপোর্ট অনুসারেই উক্ত পাশ বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। পুলিশ রিপোর্ট দেয় যে, মিঃ জোরী মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিল। মিঃ পালিওয়াল মিঃ জোরীর শাস্তির কথা স্বীকার করিয়া সভাপতির নিকট এক পত্র লেখেন। পত্রে বলা হয় যে, পূর্ণ দণ্ডভোগ করিয়া মিঃ জোরী ১৯২৫ সালে মুক্তিলাভ করেন। মিঃ জোরীর সহিত বিপ্লবীদিগের কোন সম্পর্কের কথা মিঃ পালিওয়াল অস্বীকার করেন। ঐ সম্পর্কে ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য মিঃ পালিওয়াল সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। গত ১০শে সেপ্টেম্বর স্যার আবদার রহিম ঘোষণা করেন যে, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে এবং দায়িত্বে পাশ বাতিল করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট পরিষদে ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেন নাই।

কুটীর ভাঙ্গার দাঙ্গা

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন এন রায়ের এজলাসে শীলবাগান মামলায় ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদিগকে জেরা করা হইয়াছে। ঐ মামলায় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মস্জিদ বলিয়া কথিত এক কুটীর ভাঙ্গা সম্পর্কে পুলিশ ও বহু মুসলমানের মধ্যে এক সঙ্ঘর্ষের পর ১৪ জন মুসলমান দাঙ্গার অভিযোগে এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আবদুল রেজাক তাহাদিগকে ঐ কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রথমে দাঙ্গায় আহত দুইজন কনেষ্টবলকে জেরা করিবার পর হাফেজ হাসমত-আলি খাঁকে জেরা করা হয়। সে বলে যে, সে একদিন প্রাতে শীলবাগানে উপস্থিত হইলে আসামী রেজাক প্রমুখ আটজন লোক তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে ঐ কুটীরে ৩০ বৎসর যাবৎ নমাজ পড়িতেছে সাক্ষী জুতা বাহিরে রাখিয়া ঐ কুটীরে প্রবেশ করিয়া একটি 'মেম্বর' (বেদী) ও কোরাণ দেখিতে পায় কিন্তু ইমামকে দেখে নাই। সাক্ষী তথায় বহুলোক সমবেত দেখে তাহাদের সম্মুখে সে বক্তৃতা করে। সাক্ষী আসামী আবদুল রেজাকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না।

সাক্ষী ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য জমিদার বাড়ীতে গিয়াছিল। রেজাক ও সাক্ষী জমিদারের নিকট এক মস্জিদ নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করে কিন্তু ঐ কুটীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐ ব্যাপারের মীমাংসার চেষ্টা হয়। তাহারা উহাতে অসম্মত হওয়ায় মীমাংসার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

বিদ্যালয়সমূহ কবলায়িত করার ব্যবস্থা

বেগমগঞ্জ হাইস্কুল ভবনে নোয়াখালি সদর মহকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের এক সভা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি ডি মার্টিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই জেলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান কার্য্যের উন্নতি বিধানের প্রস্তাব সম্পর্কে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হয়। সভা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত-সমূহে উপনীত হন:—

এই জেলাকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, প্রত্যেক ভাগে চারিটী কি পাঁচটী স্কুল থাকিবে। প্রত্যেক ভাগের স্কুলসমূহে কোনও বিষয় বিশেষের শিক্ষকদের মধ্যে সেই বিষয় শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইবে। প্রত্যেক স্কুল শিক্ষাতিরিক্ত কার্য্যকলাপের বন্দোবস্ত করিবেন। বিশেষ কোনও গুরুতর কারণ ব্যতীত কেনও ছাত্র যাহাতে এক স্কুল ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী কোনও স্কুলে যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রয়োজন ও স্কুল পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সমস্ত স্কুল একই নিয়মে কাজ করিবেন। স্কুলে ব্লক সিষ্টেম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ পদ্মনাভ, [illegible] গৌরাব্দ ৪৬৯

সেবাই পরমশোভা

ভগবৎসেবাই পরম শোভা—সেবাই পরম রূপ। এ শোভা—এ রূপ প্রাকৃত নহে। প্রাকৃত রূপে হেয়তা ও অনিত্যতা রহিয়াছে। প্রাকৃত রূপ মানুষকে পশু হইতেও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। প্রাকৃত শোভায় মত্ত হইয়া জীব পতঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত হুতাশনে ক্ষণিক ভোগের জন্য অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দেয়। জগতের কোনও বস্তুর সঙ্গে সেবকের রূপ-মাধুরীর তুলনা হয় না। যিনি অপ্রাকৃত সেবালাভ করিয়াছেন তিনিই সেবকের রূপশোভা দর্শন করিতে পারেন। প্রাকৃত চক্ষে অপ্রাকৃত রূপ-শোভা দর্শনের সৌভাগ্য নাই। প্রাকৃতরূপে কামের পূতিগন্ধ বর্ত্তমান। অপ্রাকৃত সেবাই যেমন রূপ, তদ্রূপ উহারই হেয় প্রতিফলন স্বরূপ প্রাকৃতরূপ বা কাম। অপ্রাকৃত রূপে কপটতা নাই। অপ্রাকৃতরূপ বা সেবা সেবককে প্রাকৃতরূপ বা কামের ন্যায় কখনও ছলনা করে না। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত

'[illegible] সেবা বৈকুণ্ঠ[illegible]'।
'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-
রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

অপ্রাকৃত সেবা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা; তাহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। সুরধুনী যেমন সাগর-সঙ্গমের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ছুটিতে থাকে, কাহারও অপেক্ষা রাখে না, প্রলোভিত বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিহত হয় না, তদ্রূপ সেবকও সেব্যের প্রতি তাঁহার নিত্য স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অদম্য উৎসাহ লইয়া সেবা করিতে ছুটেন। এ সেবা কাহারও বলে নহে—এ সেবার কখনও [illegible] নাই।

সেবকের প্রতি অঙ্গ, প্রতি প্রত্যঙ্গ, প্রতি চলন, প্রতি বাণী, প্রতি চিন্তা সেব্যের সুখ বিধানের জন্য। সেবক আত্ম-সুখদুঃখের বিচার করেন না। কৃষ্ণসুখ-হেতু তাঁহার সব ব্যবহার।

অপ্রাকৃত সেবার উদাহরণ জগতে নাই, বিদ্যাসাগরের মাতৃসেবা, ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃসেবা, সাবিত্রীর পতিসেবা এমন কি লক্ষ্মীদেবীর নারায়ণ-সেবার সহিত অপ্রাকৃত শুদ্ধ মাধুর্য্যময় সেবার তুলনা হয় না।

"'সেবাই শোভা বা রূপ'—বলিলেন, একমাত্র অপ্রাকৃত সেবকই এই কথার মর্ম্ম বুঝিবেন। সেবকের রূপ কৃষ্ণের ভোগ্য। স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। আর সকলেই তাঁহার আশ্রয় বা ভোগ্যতত্ত্ব। ভোগ্য ভোক্তার অধীন। আশ্রয় বিষয়ের চির আশ্রিত। সুতরাং সেবকের যথা-সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই ভোগ্য। সেবক যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া অপ্রাকৃত নবীন-মদনের সেবা করেন, তখন তাঁহার সেবাকে শোভা বা রূপ না বলিয়া আর কি বলিব? সেবকের রূপের কাছে অমরাবতীর রূপ অতি তুচ্ছ। কারণ, অমরাবতীর রূপে ভোগের—কামের পূতিগন্ধ বিরাজিত। শ্রীনারায়ণের সেবিকা কমলার এক নাম 'শ্রী' বা 'শোভা'; আবার ব্রজললনাগণের অপ্রাকৃত রূপ-যৌবন মদনমোহনেরই ভোগ্য। গোপীগণের যে রূপ, তাহা গোপীনাথেরই সেবার জন্য॥

আপনাকে দর্শনে স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এত লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

*   *   *

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ পর্য্যবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যা'র নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর পড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁ'র সুখে সুখবৃদ্ধি হ'য়ে গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

অতএব সেবকের সেবা শুধু যে কেবল তাঁহাদের রূপ-প্রকাশক তাহা নহে। উহা দ্বারা সেব্যেরও রূপমাধুর্য্যের পুষ্টি, তুষ্টি হইয়া থাকে।

"গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহা তুষ্টি॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উজ্জ্বলনীলমণিতে যে রূপের সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই—

'অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥'
(উঃ নীঃ উদ্দীপনপ্রকরণম্ ১৫শ)

অভূষিত থাকিলেও যদ্দ্বারা অঙ্গসকলকে ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিমান্ দেখায় তাহাই রূপ। অঙ্গসকল ভূষণরূপে ব্যক্ত হইলেই রূপ হয়। শ্রীরূপপাদ বিদগ্ধমাধবে যে রূপের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, একদিন রাধানাথ বৃষভানুনন্দিনীকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়তমে, তুমি যে ললাটদেশে কস্তুরি দ্বারা তিলক রচনা করিয়াছ, তাহা তোমার ললাটস্থ চূর্ণ কুন্তলদ্বারা পৌনরুক্ত অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যেমন গ্রন্থের কোনও স্থানে অশুদ্ধলিপি থাকিলে তাহাকে বলয়াকৃতি রেখাদ্বারা বেষ্টন করেন তদ্রূপ ব্যর্থীকৃত হইল।

"তোমার কর্ণার্পিত কুবলয় নয়নযুগলের দ্বারা, তোমার গলদেশ তোমার হাস্য-চন্দ্রিকার লক্ষিত হারের তরল মনোহারিত্ব দ্বারা পিষ্ট পেষিত হইল। ফলকথা এই যে, সেবাই—রূপ। সেই সেবাবৃত্তি বা রূপ আত্মার স্বাভাবিক-বৃত্তি। উহা বাহির হইতে ধার করিয়া বা যোগাড় করিয়া লইতে হয় না। যে কৃষ্ণ অখিল আনন্দের ধাম—পরম রসের নিধান, তিনিও সেবকের রূপে অর্থাৎ সেবায় ও প্রেমে মুগ্ধ। তাই শ্রীমতী রাধিকার রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ। তাই রাধিকার অপর নাম—

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তাশিরোমণি॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যা'র বাহিরে ভিতরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তা'র শক্তি তা'র সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

তাই শ্রীমতী রাধিকার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি বেশবিন্যাস, প্রতি হাবভাব কৃষ্ণ-সেবাময়। তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, বসন সকলই কৃষ্ণসেবার উপকরণ। তাঁহার কায়ব্যূহ, তাঁহার বিভিন্ন সখী—সকলেই কৃষ্ণসেবার নব নব ভাব চমৎকারিতা পরিপাটী, পরিপুষ্টি, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য। এক কথায় সচ্চিদ্-বিগ্রহ অদ্বিতীয় শোভা ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বেচ্ছাময় নিরঙ্কুশ আনন্দই শ্রীমতীর রূপ ও তাঁহার রূপালঙ্কার।

সেবকের সবই শোভাময়। যমুনাতট, কালিন্দী, কেলিকদম্ব, গোধন, বেত্র, বেণু, বিষাণ—ইঁহারা এত সুন্দর কেন? সেবাই ইঁহাদের সৌন্দর্য্যের কারণ। ইঁহারা অজ্ঞাতভাবে সেবক হইলেও সেবাই ইঁহাদিগকে শোভিত করিয়াছে। ইঁহারা শান্তরসের সেবক। আবার রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল—ইহাদের শোভা এত অপরূপ কেন? আবার বলি, সেবাই ইহার কারণ। ইঁহারা দাস্যরসের সেবক। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতির সেবামাধুরী বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে কেন? শুধু বিশ্রম্ভসেবাই ইহার কারণ। নন্দ-যশোমতীর এত স্নেহ শোভা কোথা হইতে আসিল? সেবাই একমাত্র ইহার কারণ। গোপীগণের কথা আর কি বলিব! সেকথা বলিবার ভাষা নাই। উদ্ধব পর্য্যন্ত যাঁহাদের শোভা পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্ম্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
(উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ। ১৮।)

আমি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপললনাগণের চরণরেণুসেবী বৃন্দারণ্যের গুল্মলতা প্রভৃতি ঔষধি মধ্যেও যেন কোন একটি হইতে পারি। অহো! গোপরামাগণের কথা আর কি বলিব! ইঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন এমন কি আর্য্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রুতিবিমৃগ্য মুকুন্দপদবীর সেবায় মজিয়াছেন।

সেবকের এত শোভার—এত রূপের বিষয় কে? একমাত্র অপ্রাকৃত মদনমোহন। মধুময়ী বাসন্তী যামিনী, বসন বিভূষণ,—সেবার এত উপকরণ ইহাদ্বারা যদি সেব্যের সেবা না হইল তবে সেবকের নিকট সব অনন্ত অনল সদৃশ।

"মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুর মধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥
কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥"
(শ্রীগীতগোবিন্দ সপ্তমসর্গ)

অধিকারী ব্যক্তি লীলাশুকের কর্ণামৃত আস্বাদন করিয়াও এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। অনধিকারী ব্যক্তির এসব কথায় অধিকার নাই। অনর্থ থাকিতে, দ্বিতীয় অভিনিবেশ থাকিতে জীব কখনও সেবার শোভা উপলব্ধি করিতে পারে না। অনর্থযুক্ত জীব প্রাকৃতজ্ঞানে অপরাধ মলিন চিত্তে সেবার কথা, রূপের কথা বুঝিতে যাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন—অপ্রাকৃত সহজ রূপ-মাধুরী বুঝিতে পারেন না।

সেবাই যে রূপ, সেবাই যে শোভা তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৃষভানু-নন্দিনীর ভাবকান্তি লইয়া মূর্ত্তিমান্ সেবা-বিগ্রহরূপে লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, প্রাকৃত-ভোগোন্মুখী চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া কেহ কেহ তাঁহার অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-স্বভজন-বিভজন রূপ মহাবদান্যতা গ্রহণ করিতে পারিলেন না; তাঁহাকেই 'নাগর' সাজাইয়া কৃষ্ণের সেবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিয়া বসিলেন। কেহ বা প্রাকৃতসহজিয়া

হইয়া অপ্রাকৃত সেবা-মাধুরী হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাই বলি, শ্রীরূপের পাদপদ্ম আশ্রয় ভিন্ন কাহারও সেবার অধিকার নাই। শ্রীরূপই সেবা দানের একমাত্র অধিকারী। অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের অভীষ্টের প্রচারক শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে সেবারূপ অপ্রাকৃত স্পর্শমণিসমূহ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, শ্রীরূপের অনুগত না হইলে তাহা কিরূপে মিলিবে? শ্রীরূপ ব্যতীত উজ্জ্বলনীলমণির প্রভা আর কে ই বা দেখাইবেন? শ্রীরূপ গোবিন্দসেবার আচার্য্য। আবার রূপপ্রিয় মহাজন শ্রীজীবপাদের চরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীরূপের গোবিন্দ-সেবার অপ্রাকৃতত্ব ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে পারেন না। প্রাকৃতসহজিয়া নিজদিগকে জাতরুচি অভিমান করিয়া শ্রীজীবের বিচার ও তত্ত্বের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করাতে জীবের চরণে যে অপরাধ করিতেছেন সেই অপরাধযুক্ত চিত্ত লইয়া শ্রীরূপের সেবার কথা বুঝা যায় না।

কবে আমাদের সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যেদিন আমরা নিষ্কপটে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারিব —

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যা'র সেই মহাশয়॥
শ্রীদয়িতদাস কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত এ অধমে করিবে শাসনে॥

অতবার ও বঞ্চক

সাত্বত-শাস্ত্রে ষড়বিধ অবতারের কথাই পাওয়া যায়। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রাকট্য —

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তর অবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং
মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহঃ।
নৃসিংহো বামনো রামো রামো বুদ্ধঃ
কল্কিরেবমিতি॥

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমি বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম এবং আমি কল্কি, আমি বুদ্ধ। এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের জ্ঞান বদ্ধ বা মুক্ত হয় না। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দস্বরূপ।

ইঁহারা সকলেই প্রপঞ্চাতীত বস্তু। পরব্যোমে সকলেরই প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশোদ্দেশ্যে ইহজগতে অবতরণ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অবতার বলে,—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে অবতার নাম॥

ষড়্‌বিধ অবতারের মধ্যে সমস্তই অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রত্যেক অবতারের এক একটি কার্য্য আছে। তাঁহারা সেই সেই কার্য্য প্রতিপালন করিবার জন্য যথাসময়ে অবতীর্ণ হন। উক্ত ষড়্‌বিধ অবতারের মধ্যে আমরা শক্ত্যাবেশ অবতারের কথা পাইয়া থাকি। কোন যোগ্য জীবাদিতে যদি শ্রীভগবানের শক্তির আবেশ হয় তাহাকে আবেশরূপ বলে। এবম্বিধ ভগবদবতার সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের অবতরণ করিবার সময় আসিলে অবতারীর ইচ্ছা অনুসারে অবতার সকল স্বগণসহ এই প্রপঞ্চে শুভবিজয় করেন। এবম্বিধ ভগবদ্-অবতারের শ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া তৎসেবায় নিয়োজিত হইতে পারিলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কলির প্রাবল্যে মায়ার কারাগারের কতকগুলি আসামীও প্রতিষ্ঠার আশায় আপনাদিগকে 'অবতার' বলিয়া পরিচয় দিয়া ভক্তিলচিত্ত জনগণের সর্ব্বনাশ করে ঐসকল অবতারক্রুব ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীবসমূহের নিকট হইতে ভগবানের ন্যায় পূজা অর্চনাদি লাভের জন্য ব্যবসায়িকর হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম বুজরুগি শিখিয়া রাখে। তাহার ফলে তাহারা হয়ত ছাইকে চিনি বলিয়া, পারদকে জলকে মদ্য অথবা বিভিন্ন রঙের জল বলিয়া দেখাইতে পারে। যে কোনও জায়গায় যে কোনও ফুলের ঘ্রাণ ছড়াইতে পারে। এই সকল দেখাইয়া হঠযোগীদের কেহ কেহ নিজদিগকে ভগবদবতার বলিয়া বিজ্ঞাপিত করে। তাহাদের অসৎ বঞ্চনাপূর্ণ বাক্যগুলি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে তাহারা মেকি জিনিষ ধরিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বহু অবতার (?) বহু স্থানে ভূঁইফোড়ভাবে উঠিতেছেন। কেহ নিজকে শিবের অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, কেহ বা শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বহু প্রকারে প্রচার করিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াই মনুষ্যগণকে নিত্য মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া চিরতরে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে।

এইসকল অবতার (?) ও তাঁহাদের অনুচরগণের স্মরণ থাকা উচিত যে—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি প্রদান করা যায় ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ঘৃতপ্রদানে অগ্নি কখনই নির্ব্বাপিত হয় না। সেই প্রকার কামাগ্নিতে যতই ইন্ধন যোগান যাইবে ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ স্মরণ রাখিবেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্
বর্ণকানি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ
পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরে॥
প্রাপ্তঃ শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং
পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং
মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনঃ সদা॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র এবং কলিযুগে জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারক-ব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা "কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে" পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রৌতপরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য কল্পিত পদকে মহানাম বলিয়া গান করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জন মত (দুঃসঙ্গজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীআরতি-পঞ্চক

[গত জন্মাষ্টমী বাসরে লিখিত]

"নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

১। হে দিব্যজ্ঞানদাতঃ শ্রীগৌরবাণীমূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব! আজ শুভ 'জয়ন্তী'—কৃষ্ণাষ্টমী তিথি; আজ মঙ্গলারতি দর্শনের কথা মনে আসিয়া পড়িতেছে, সুতরাং আমার মনচক্ষুতে অন্তরে অনুভব করিলাম, কর্ম্ম ও জ্ঞান ত্যাগ হওয়ায়, অপরাধ মুক্ত ও বাক্যাদ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনের জন্য, কৃষ্ণাশ্রয়রূপ সর্ব্বদা শ্রীচরণে আত্মনিবেদনরূপ প্রণিপাত পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতেছি।

২। প্রভো! তুমি আত্মন্ অর্থাৎ শরণাগত-রক্ষক। শরণাগতের পুনঃ পুনঃ প্রণাম-বন্দে, তাহার হৃদয়ে জাগ্রত ও তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, তাহার কাম, ক্রোধাদি সমস্ত রিপুগুলিকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া থাক। অতএব তোমার শ্রীরাজীবপদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

৩। হে অন্তর্যামিন্ গুরুদেব! তুমি হৃদয়ে সম্যক্ জাগ্রত হইয়া কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করা মাত্রেই, জীব বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হয় এবং তখন তাঁহার ক্ষান্তি-অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি নবলক্ষণ, অশ্রু-পুলকাদি অষ্ট শুদ্ধ সাত্ত্বিক বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তখন সেইক্ষেত্রে তোমার প্রেমাস্পদ শ্রীশ্রীবাসুদেব তাঁহার নিত্য-প্রকটলীলা প্রকাশ করেন এবং জীব তখন আপনার আনুগত্যে আপনার সহিত সেই লীলা-পুরুষোত্তমের নিত্য-আরাধনায় যুক্ত হয়। অতএব হে গুরুদেব! তোমার আশ্রয় ব্যতীত জীবের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব নিত্য-আশ্রয়দাতা দাস শ্রীচরণে বার বার প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

৪। হে শরণাগত পালক, গুরুদেব! আমি সেই সর্ব্বোপাস্য শ্রীশ্রীবাসুদেবের 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' (গীঃ ১০।৪২) 'মদ্-যাজিনোঽপি মাম্' (গীঃ ৯।২৫) 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (গীঃ ৯।৩১), 'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে' (গীঃ ১৫।৬) প্রভৃতি বাক্যে একান্ত লুব্ধ হইয়া, "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্" (গীঃ ৯।১৪) বাক্যে দৃঢ় অবলম্বন মানসে, আপনার শ্রীযুক্ত অভয়পাদপদ্মে বার বার প্রণতি করিয়া, অদ্য 'শ্রীজয়ন্তী উপবাসব্রত' পালনে শক্তি ও অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

৫। হে পরমদয়ালু গুরুদেব! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' অতএব আমি নিত্য তোমার কৃপাবল প্রার্থনা করিতেছি। ঐ বল লাভ করিয়া 'সঙ্গে আসেন সঙ্গে যাবেন' বাক্যানুসারে, পুনঃ পুনঃ আমরা তোমার প্রিয়তম শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের শ্রীনাম, শ্রীধাম ও এই শ্রীশ্রীজয়ন্তীলীলা প্রভৃতির নিত্য সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভের জন্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ॥

শ্রীচরণে নিত্য প্রণত—

দীন মদনমোহন রায়

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তন আখ্যবিশিষ্ট শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধাম। এই পরাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রেসকেন্দ্রে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীর জীবন-প্রাতিমস্থ মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমনস্বিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসপালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে সড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান. রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ [illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) নরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

.০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমহেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

খগড়িখোলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

				শনিবার	অন্যান্যদিন		
নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
৩। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আলবন্দ ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতামৃতঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশদর্পণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড অ্যাপ্রোচড ডিরেকশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই আশ্বিন, ১৩৪২, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ বুধবার [১৭৫ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ব্রহ্মপুত্রের বিরাট ধ্বংসলীলা

ডিব্রুগড়ের সংবাদে প্রকাশ গত ৪।৫ দিন যাবৎ অবিশ্রান্ত মুষলধারায় বৃষ্টিপাতের ফলে নদের জল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এবং স্রোতের আধিক্য হেতু মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার টাপাপাল হইতে অমলাপাট্টি ষ্টেশন পর্য্যন্ত অনুমান ২ মাইল স্থানে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। প্রায় ২ দিনের মধ্যে অমলাপাট্টি ষ্টেশন এবং তৎসন্নিহিত জায়গা প্রায় ১৫০ হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অমলাপাট্টি ষ্টেশন নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ২ দিনের মধ্যে রেলওয়ে গুদাম ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া, আশঙ্কা করা যাইতেছে।

গত শীতকালের ভাঙ্গনের ফলে ১০০টী বাড়ী বিপন্ন হয়। যাহারা গরীব, তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ যায়গায় আশ্রয় লয়—এখানে নদের ভাঙ্গনের ফলে তাহারাও বিপন্ন ও আশ্রয়হীন হইয়াছে। মোট আশ্রয়হীন ও বিপন্নের সংখ্যা প্রায় ২৬০ জন। ইহারা বেশীর ভাগই ডোম জাতি. তাহাদের মধ্যে কয়েকজন রাস্তার উপরে এবং খাদে চালা বাঁধিয়া বাস করিতেছে। আর অনেকেই রেলওয়ে ওয়াগনে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেছে।

প্রত্যহ অসংখ্য নরনারী ভাঙ্গন দেখিবার জন্য বিকালে নদীতীরে যাইতেছে।

ডেপুটীকমিশনার সাহেব স্থানটী পরিদর্শন করেন। ডোমদের মধ্যে বিপন্ন একজন তাহাদের বাসোপযোগী একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রার্থনা করে।

অমলাপাট্টি রেল ষ্টেশনের আফিস ঘর ভাঙ্গিতে যাইয়া দুইটী লোক গুরুতর জখম হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার্থ নীত হইয়াছে। জানাগেল. উহাদের একজন সম্প্রতি চট্টগ্রামের কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছিল। এতদ্দেশে বেশীর ভাগ সিলিং চটের উপর চূণকাম করা থাকে, তাহা তাহার জানা ছিল না। টিন খসাইবার সময় সে নিঃসন্দেহে ও নির্ভাবনায় ছাদের উপর পা দেয় এবং সিলিং ছাড়িয়া মেঝে পড়ে এবং জখম হয় তাহার চোয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে।

২০ হাজার টাকা তহরূপ

তহবিল তছরূপের অভিযোগে পাটনা বি. এন, কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার ও স্থানীয় ট্রেডার্স কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজার বাবু বৃজনন্দন সহায়, ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্ক ও একাউন্টান্ট বাবু অনন্তপ্রসাদের সহিত ৩রা সেপ্টেম্বর পীরবহর থানার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। মহকুমা হাকিম দশহাজার টাকার ৩টী জামিনে প্রথম আসামীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের এজলাসে মামলা উঠিলে হাকিম ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্তের বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া বৃজনন্দন সহায়ের জামীনে মুক্তির আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। বৃজনন্দনের পক্ষ পুনরায় জামিনে মুক্তি প্রার্থনা করিয়া দায়রা জজের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। দায়রা জজ আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রকাশ, কো-অপারেটিভ বিভাগের প্রধান হিসাব পরীক্ষক ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষাকালে হিসাবে গড়মিল আবিষ্কার করিয়া বিহার ও উড়িষ্যার সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার মিঃ গড়বোলের গোচরীভূত করেন। রেজিষ্ট্রার ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীকে অবিলম্বে খাতাপত্র আটক করিয়া ম্যানেজারকে বরখাস্ত করিতে লিখেন সেক্রেটারী পুলিশের নিকট উক্ত প্রেরণ করিলে পুলিশ ম্যানেজার বৃজনন্দন ও ব্যাঙ্কের অপর দুইজন কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। একাউন্টান্ট অনন্তপ্রসাদ স্বীকারোক্তি করিয়াছে প্রকাশ, বৃজনন্দন সহায় ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর গত পাঁচ বৎসরে আলোচ্য তহবিলের আনুমানিক বিশ হাজারের অধিক টাকা তছরূপ হইয়াছে।

বৈমানিক নিখোঁজ

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, 'ড অ্যাফিলাও' বিমানপোত আরোহী কাপ্তেন ফুলফোর্ডের এখনও কোন সন্ধান মিলে নাই তাঁহার খোঁজে রেঙ্গুন হইতে একখানা বিমানপোত বাহির হইয়াছে। নিরুদ্দিষ্ট বিমানে কাপ্তেন ফুলফোর্ড ব্যতীত 'সেকেণ্ড পাইলট' কাপ্তেন উড ও একজন মেকানিক আছে। বেতারে চতুর্দিকে খোঁজ খবর লওয়া হইতেছে।

কাপ্তেন ফুলফোর্ডের কোন সন্ধান না পাইয়া অনুসন্ধানকারী বিমানপোত রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে দুইজন বিমান চালক এখানে পৌছিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাপ্তেন কষ্ণ ও রেঙ্গুন ফ্লাইং স্কুলের শিক্ষক কাপ্তেন আথার মিঃ ফুলফোর্ডের সন্ধানে গিয়াছিলেন তাঁহারা বিমানযোগে খোসনের পথে, উপকূল অঞ্চলে, স্যাণ্ডোয়ে অবধি তল্লাস করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগবশতঃ তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী ভূপৃষ্ঠ হইতে যথাসম্ভব অল্প উর্দ্ধে বিমান পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের

কাণপুরের দায়রা জজ মিঃ ডি সি হাণ্টার আবদুল লতিফ নামক এক ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ৪৩৬ ধারা অনুসারে (ডাকাতি ও গৃহে অগ্নিপ্রদান) অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেক ধারার জন্য তাহাকে ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দুইটি দণ্ডই একসঙ্গে চলিবে।

প্রকাশ, আবদুল লতিফ ১৯৩১ সনে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় যোগদান করিয়াছিল। সে হিন্দুদের গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিল ও হিন্দুদের-সম্পত্তি লুঠ করিয়াছিল। সে প্রায় ৪ বৎসর ফেরার ছিল। পাঁচ মাস পূর্ব্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাহাড় ধ্বসিয়া যানবাহন চলাচল বন্ধ

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইবার ফলে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর গেলখোলা ষ্টেশন এবং তিস্তা পুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রকাণ্ড পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ায় লোক ও যানবাহন গেলখোলার পরে কালিম্পং সহরের দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

প্রকাশ, পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কর্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে, ঐ রাস্তা মেরামত হইতে সপ্তাহাধিক সময় লাগিবে।

বাস চাপায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

তমলুকের একজন দফাদারের পুত্র যখন সাইকেল করিয়া দেউলিয়া ও খাড়ি সংক্রান্তি মেলার দিকে যাইতেছিল, তখন সে একটি মোটর বাসের নীচে চাপা পড়ে। তাহাকে তমলুক-হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পরেই সে মারা যায়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন

গত ১২শে সেপ্টেম্বর ১৭ মিনিট কাল রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয় এই স্বল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিষদে ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ৪টি বিল এবং দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিল চটি হইতেছে—সৈন্য-বিভাগ সংক্রান্ত আইন-সংশোধন বিল, মধ্য [illegible] সংক্রান্ত আইন সংশোধন [illegible] প্রাদেশিক ছোট আদালত [illegible] আইন-সংশোধন বিল এবং [illegible] ইন্ডিয়া আইন সংশোধন বিল [illegible] হইতেছে- পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ [illegible] ও কাষ্টমস এবং সেন্ট্রাল [illegible] ও রেলওয়ে প্রত্যেক-টিতে একজন করিয়া সদস্য নির্বাচন করা হয়। সোমবার পুনরায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হইবে। ঐ সময় বড়লাটের সার্টিফিকেটযুক্ত সংশোধিত আইন বিল [illegible]

ব্যাঘ্রের ভয়ানক উপদ্রব

[illegible] সহর হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী [illegible] অঞ্চলে রয়াল বেঙ্গল জাতীয় এক ব্যাঘ্র আসিয়া বহু গরু-বাছুর মারিয়াছে। উহা জনসাধারণের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্থানীয় শিকারীদের মধ্যে কেহই উহার নিধনের চেষ্টা করে নাই।

আহত হাবিলদারের মৃত্যু

এক মুসলমান হাবিলদার রাত্রে [illegible] [illegible] সময়ে এক ব্যক্তিকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহার পেটে ছোরা মারিয়া পলায়ন করে হাবিলদার দীর্ঘকাল ভুগিয়া স্থানীয় হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

রুগ্ন ব্যক্তিকে প্রহার

এ বি রেলের মোহনগঞ্জ—ময়মনসিংহ শাখায় [illegible] ষ্টেশনে কোনও রুগ্ন ব্যক্তি এক গাড়ীর কলসী [illegible] ফেলায় ষ্টেশন মাষ্টার কর্তৃক প্রহৃত হয়। উহার ফলে কিছুকাল পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহাকে প্রহার করিবার অভিযোগে উক্ত ষ্টেশন মাষ্টার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। আপীলে ময়মনসিংহের দায়রা জজ তাঁহার দণ্ড হ্রাস করিয়া ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন।

বিহারে প্রবল বন্যা

গত কয়েকদিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টির ফলে গোপালগঞ্জ, সিবন এবং সদর মহকুমার কতকাংশ প্লাবিত হইয়াছে। গোপালগঞ্জ এবং সিবন সহর জলমগ্ন হইয়াছে এবং মাটির ঘরগুলি পড়িয়া যাইতেছে। গোপালগঞ্জের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়। জেলা বোর্ডের সকল রাস্তা জলে ডুবাইয়া গিয়াছে, যান-বাহন চলাচল বন্ধ, টেলিগ্রাফের লাইন নষ্ট হইয়াছে। পাকা ভাদুই শস্য একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। কতিপয় পরিবার নিরাশ্রয় হইয়া অতিকষ্টে জীবনধারণ করিতেছে।

গণ্ডক ও সরযুর জল আর বৃদ্ধি হয় নাই। হাতুয়া, শাসমুসা, গোপালগঞ্জ এবং সিবনের চিনির কলগুলি জলমগ্ন।

ডাঃ সৈয়দ মামুদ সিবনের প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া পণ্ডিত গিরীশ তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত গোপালগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে লইয়া জোর সেবাকার্য্য চালাইতেছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারও সিবন সহরে উপস্থিত হইয়া বন্যা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইতেছেন।

রেলওয়ে কনেষ্টবলের টাকা অপহরণের চেষ্টা

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আপ দেরাডুন এক্সপ্রেস যখন গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের প্রধানখাণ্টা ও গোটঘোনা নামক স্থানের মধ্যে আসে, তখন উহা হঠাৎ থামিয়া যায় এবং তৃতীয়দের গাড়ীতে চীৎকার শুনা যায়। দেখা যায় যে, দুইজন লোক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে, তন্মধ্যে একজন অপরকে ছোরা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতেছে। যে লোকটির হাতে ছোরা ছিল সে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। প্রকাশ, লোকটি একজন পুরাতন অপরাধী। বর্দ্ধমানে নিযুক্ত একজন রেলওয়ে পুলিশ কনেষ্টবল ছুটিতে যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ৪০০৲ টাকা ছিল। সে ঐ টাকা অপহরণের চেষ্টা করিয়াছিল। ধৃত লোকটির নিকট হইতে পরে সমস্ত টাকাই পাওয়া গিয়াছে। ধানবাদে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহার বিচার হইতেছে।

শিখ ও মুসলমানে দাঙ্গা

কেলার গ্রামে মুসলমানদের জমিতে শিখদের গরু চরিতে গিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া শিখ ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়। উভয় পক্ষের ছয় জন আহত হইয়াছে। এখন অবস্থা স্বাভাবিক হইয়াছে। স্থানীয় নেতাদের চেষ্টায় একটা আপোষ-মীমাংসা সম্ভবপর হইয়াছে।

রমণীর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় তালতার ১৩ ১নং উমাদাস লেনে লপি নামক ৩০ বৎসর বয়স্কা এক মুসলমান রমণীর কাপড়ে দৈবাৎ আগুন লাগিয়া যায়। তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে পুলিশে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

ছেলে-ধরা কাবুলী গ্রেপ্তার

শেখপুরার সংবাদে প্রকাশ, কাবুলবাসী একজন পাঠানের নিকট দুইটি সুন্দর হিন্দু শিশু পাওয়া যায়। তাহাদের মুখ বন্ধ করা ছিল এবং তাহাদের হাত পা পাগড়ী দ্বারা বাঁধা ছিল। এই অবস্থায় তাহাদিগকে ছালার ভিতরে পুরিয়া রাখা হইয়াছিল। নানকানাসাহেবের রেলওয়ে পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ঐ ছালাগুলির ভিতরে বাতাস ঢুকিবার জন্য ছিদ্র করা ছিল ঐ শিশুদের একজন পুরুষ। পাঠানটি উহাদিগকে গোজরা হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সে উহাদিগকে সীমান্তে লইয়া যাইতেছিল। একজন তৃতীয় শ্রেণীর রেলের যাত্রী মালের বস্তা মনে করিয়া একটা ছালার উপর বসিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে ঐ ছালার ভিতরের শিশুটি চীৎকার করিয়া উঠে। ইহাতে ঐ ব্যাপার ধরা পড়ে। ফলে ঐ পাঠানকে গ্রেপ্তার করা হয়। শিশু দুইটীকে ট্রেণে করিয়া তাহাদের পিতামাতার নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ময়মনসিংহে বিরাট্ দেওয়ানী মামলা

ময়মনসিংহের প্রথম সব জজের আদালতে ১২,৩৮০০০৲ টাকার দাবীতে এক বিরাট দেওয়ানী মামলা রুজু করা হইয়াছে। এই জেলায় সম্ভবতঃ এত বড় মামলা আর হয় নাই।

গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এই মামলার বাদী এবং কালীপুর মধ্যম তরফের চারিজন জমিদার বিবাদী।

দোকানে সশস্ত্র ডাকাতি

ধলকা তালুক হইতে একটি সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা বন্দুকগুলী সঙ্গে করিয়া তাহাদের আগমন সংবাদ জানায়। তাহারা একজন বানিয়ার দোকানে ঢুকিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া যায়। যখন তাহারা চলিয়া যাইতেছিল, তখন গ্রামের লোকেরা ও পাহারাদারেরা জাগিয়া উঠে। তাহাদের সহিত ডাকাতদের সংঘর্ষ হয়। তাহারা একজন ডাকাতকে ধরিয়া ফেলে। অন্যান্য সকলে গুলী করিতে করিতে পলাইয়া যায়।

অপহৃত দ্রব্যের মূল্য জানা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

পানীয় পানে পাঁচব্যক্তি সংজ্ঞাহীন

গত শনিবার অপরাহ্ণে কাশীর মোহাদিয়া থানার এলাকাধীন কোনও গ্রামের এক পরিবারের সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচজন লোককে কিং এডোয়ার্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন নারী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, অপর কোনও গ্রামের এক আহির ঐ পরিবারের বন্ধু ছিল। সে গত শুক্রবার অপরাহ্ণে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে কিছু পানীয় দেয়; উহাতে নাকি তীব্র মাদকদ্রব্য মিশ্রিত ছিল। উহা পান করিবার ফলে তাহারা অর্দ্ধ উন্মত্ত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। নারীদ্বয়ের মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিল। ডাক্তারগণ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, গর্ভস্থ সন্তান মরিয়া গিয়াছে এক ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কট-জনক।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহের মস্তক পতন

কটক হইতে প্রকাশ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে একটি পাথরের সিংহ আছে। এই সিংহের মাথাটি অনেক দিন যাবৎ কাটা অবস্থায় ছিল মাথাটির ওজন দশ মণ হইবে। এক হনুমান এই সিংহের মাথার উপর লাফ দিয়া বসে। তাহাতে মাথাটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। সে সময় একদল ব্রাহ্মণ নীচে বসিয়া গীতা পাঠ শুনিতেছিলেন। সিংহের মাথাটি তাঁহাদের একজনের উপরে পড়ে। ফলে ব্রাহ্মণ সাংঘাতিক আহত হন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; এক ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

নং ৩০০২২ এম—১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ফেনী থানার বারাহিপুর গ্রামের বাবু চিত্তরঞ্জন পালের পুত্র বাবু নিরঞ্জন পালের উপর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী আইনের এমেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্টের ২ ধারা অনুসারে এক নোটিশ জারি করা যাইতে পারে বলিয়া মনে করেন এবং বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট উক্ত নিয়মের ৩২ ধারানুসারে বিশেষ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাবু নিরঞ্জন পালকে যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী দ্বারা গ্রেপ্তার করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত নিরঞ্জন পাল উক্ত নিয়মের ২ ধারানুসারে গ্রেপ্তার হয় নাই।

অতএব গভর্ণমেণ্ট এখন বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের ৩ ধারার ২ উপধারানুযায়ী উক্ত বাবু চিত্তরঞ্জন পালের পুত্র বাবু নিরঞ্জন পালকে এই নোটীশের ১৫ দিনের মধ্যে নোয়াখালী জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তাঁহার অফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করা যাইতেছে।

এস্ এন্ রায়

এডিসনাল সেক্রেটারী বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ পদ্মনাভ, শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৯

অমৃত যোগের সন্ধান

রোগ হইলেই ভোগ আরম্ভ হয়। শেষে যোগ হয়। এই যোগ দুই প্রকার (১) অমৃতযোগ, (২) মৃতযোগ। কাহারো ভাগ্যে আরোগ্য-যোগ ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ; ইহাই অমৃতযোগ। আবার কাহারো ভাগ্যে মৃত্যু ও দেহত্যাগ; এইটী মৃত-যোগ। রোগের যখন ভোগ হইতে থাকে তখন যদি সদ্বৈদ্যের শরণ লইয়া সিদ্ধ ঔষধ সেবন এবং কুপথ্য ভোজন ত্যাগ করা না হয়, তবে রোগী কখনই আরোগ্য হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না।

দেখা যায়, অনেক সময় সামান্য ব্যাধি বিনা চিকিৎসায় আপনিই নিরাময় হয়। স্বভাবই সেখানে রোগীকে আরোগ্য করে। সেখানে স্বভাবের সুনির্ম্মল জল-বায়ুই রোগীর রোগ-বিনাশের সহায় হয়। কিন্তু সবল দেহে ও স্বাস্থ্যশীল দেহেই তাহা হয়। দুর্ব্বল দেহে ও অস্বাস্থ্যকর কুস্থানে তাহা হয় না। সেখানে রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়;

এক রোগ জীবদেহে বহুরূপে আধিপত্য বিস্তার করে, সুতরাং ভোগও নানারূপ হয়। এই যে রোগের কথা আজ আমরা তুলিয়াছি, এই রোগ এই দৃশ্যমান জড়দেহগত বা স্থূলদেহগত নহে; এ রোগ সূক্ষ্মদেহগত বা লিঙ্গদেহগত। এই রোগই জীবের দুরারোগ্য ব্যাধি। একটি জড়দেহ লইয়াই ইহা শেষ হয় না। ইহা একের পর অন্যদেহে অনুগমন করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া জীবকে ভোগ দেয়। এই কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"
(শ্রীগীতা ১৫।৮)

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র বহিয়া যায়; তেমনই জীবাত্মাও একটী জড়দেহ হইতে যখন অন্য জড়দেহ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বদেহের মনোবুদ্ধি চিত্তগত সংস্কার পরদেহে লইয়া যায়। এই যে সংস্কার বা অভ্যাস ইহাই বিকারগ্রস্ত হইয়া ব্যাধির মত জীবকে আশ্রয় করে এবং জন্ম জন্ম ভোগ দেয়। ইহার নাম মায়াব্যাধি বা ভবব্যাধি।

এই রোগ বা ব্যাধির ত্রিবিধ অবস্থা। সেই তিন অবস্থাকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন নাম দেওয়া হয়। তিন অবস্থায় তিনভাবে রোগীর বিবিধ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় মোহ ও প্রমাদ, দ্বিতীয় অবস্থায় ঐরূপ ভাব লইয়া নানারূপ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় রোগী বেশ থাকে; আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। কি ভীষণ ব্যাধি তাহার বক্ষে বসিয়া ধীরে ধীরে কি আগুন জ্বালিতেছে, তাহার কোন সংবাদই সে রাখে না। হাসিয়া খেলিয়াই কাল কাটায়। দ্বিতীয় অবস্থায়, কাম্য কর্ম্মময় জীবনে সদা ব্যস্ত, সুখ দুঃখ আশা নিরাশার উত্থান পতনে সদা চঞ্চল হইয়া থাকিলেও রোগ ধরা পড়ে। তাহার জন্য কখনও চিন্তা ও ক্লেশ-বোধও হয়; প্রতিকার ইচ্ছাও জাগে। যিনি ভাগ্যবান্ তিনি তখন সদ্বৈদ্য পাইয়া, সিদ্ধ ঔষধ লাভ করেন এবং রোগের ভীষণ পরিণাম বুঝিয়া ঐ ঔষধ যথাবিধি সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। অপরে, রোগটা, যে কি ভীষণ, তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ; তাহা না জানিয়া অবহেলা করে। কি অজ্ঞান! স্থলতঃ হাতুড়েদের কাছে অথবা পাগলা মূর্খদের যা' হউক কিছু 'লেকোড়' 'মাকোড়' কিম্বা একটু লাল-জল লইয়া তাহাই সেবন করে। তাহাতেই আরোগ্য-লাভের আশা করে। আবার কেহ তাহা সেবন করিতেও অবকাশ পায় না। হয়ত হারাইয়া ফেলে। ফেলিয়া দেয়। ফলে উভয়েরই [illegible] সমান দশা ঘটে। রোগ কাটে না। তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। কাহারও বা ঔষধই আবার বিষক্রিয়া বিকাশ করিয়া রোগজ্বালার উপর নূতনজ্বালা জ্বালিয়া দেয়। সেই জ্বালায় জীব যে কত জন্ম জ্বলিয়া মরে, কোথা হইতে কোথায় যে যায় তাহার ইয়ত্তা করিবে কে?

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

তৃতীয় অবস্থায় জীব সাধারণ যে ঔষধ পাইয়া পরম যত্নে সেবন করিয়া আপনাকে ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়াই মনে করে, তাহাও সিদ্ধৌষধ নহে বলিয়া তাহাতে রোগের উপসর্গ কাচিৎ দূর হইলেও, মূলোৎপাটন হয় না। তাহাতে জীবের মায়াবৃত্তি শাসিত হইয়া থাকে মাত্র এবং তাহাতেই তুষ্টি হয়। মুমুক্ষুজন ইহাকেই আরোগ্য বা মুক্তি বলে, কালাতীত অবস্থা মনে করে। কিন্তু তাহা ভ্রম।

"উভয়ে বুঝিলে আছে কৃষ্ণ অন্তরে।
যম নাহি পারে, বুঝিতে শিখিবে মরারে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

এরূপ আরোগ্য বা অস্বাস্থ্য অবস্থাকেও জীব কালাতীত হইতে পারে না। অতই যাহা শ্রীভগবান্ জীবের এই অবস্থাকেও 'কালবিপ্লুত' বলিয়াছেন। সেকথা শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানে বর্ণিত—

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ
কালবিপ্লুতম্॥"

এই শ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। যথার্থ আরোগ্য বা বিমুক্তি উক্ত তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থাতেই সম্যক্ লব্ধ হয়। সেই অবস্থার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। ইহাকেই নিত্য সত্ত্বাবস্থা বা শুদ্ধ সত্ত্বাবস্থাও বলে। এই অবস্থাতেই জীব স্বরূপপ্রাপ্ত বা একান্ত নিরাময় হয়। অমৃত-যোগে অমর হয়।

শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রতি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা,—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম
আত্মবান্॥"
(গীঃ ২।৪৫)

তাহার উপায় কি? জীব রোগ ও ভোগনাশে এই পরম যোগ লাভ করিতে কাহার শরণ লইয়া কোন্ সিদ্ধৌষধ, অমোঘ, ভেষজ সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে? এবার তাহাই বলিতেছি শুন।

এই দুরারোগ্য দারুণ রোগ (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ) এবং জন্মজন্মান্তরের বিষয়-ভোগ (আত্মেন্দ্রিয়সুখ-দুঃখ) হইতে [illegible] সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন) লাভের জন্য আমাদিগকে সাধুবৈদ্যের শরণ লইতে হইবে, তাঁহারই পতিতপাবন পাদপদ্মে একান্ত-আশ্রয় লইয়া তাঁহারই উপদেশমত বিহিত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা কালাতীত হইয়া অনাময় পদে প্রবেশ লাভ করিতে পারিব, ইহাই জীবের যথার্থ অমৃত-যোগ; ইহাই জীবের একান্ত প্রয়োজন। ইহার তুলনায় অপর সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। ঐ শুন সর্ব্ববিৎ সাধুবাক্য,—

"নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হ'য়ে তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তার উপদেশমন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২)

এ কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন-
স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥"
(গীঃ ৪।৩৪-৩৫)

আর সন্দেহ কি? এস এখন, আমরা আর কেন রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া, কুবৈদ্যের হাতে বিষ খাইয়া, পথ্য বলিয়া কুপথ্যের ব্যবস্থা লইয়া জন্ম জন্ম জ্বলিয়া মরি? এস, শ্রীগৌরজন সাধুবৈদ্যের শরণ লই, আর তাঁহার কৃপাদত্ত মায়া-ব্যাধি-হর অমোঘ মহৌষধ তারকব্রহ্ম নাম সেবন করি। তাহা হইলেই আমরা আরোগ্য, কৃষ্ণভক্তি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করিব এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইব; শুদ্ধ স্বভাবে সকল সাধনায়, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের নিত্য সেবার অধিকার অর্জ্জন করিব এবং তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আত্মার পূর্ণ-স্বাস্থ্য-লাভ-রূপ অমৃতযোগ প্রাপ্ত হইব।

আমি কি অত কথা বলতে পারি?

কোন এক গ্রামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটীর কোনটিরই অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গ প্রভাবে চিত্ত কুৎসিত হওয়ায়, সৎসঙ্গ তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ অসদ্বার্ত্তাতেই তাঁহার জীবনাতিপাত করিতেন। বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানা-প্রকার কলঙ্কও তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে যৌবনকালে বিবাহাদি করিয়া যথেষ্ট পুত্র-কন্যা লাভ করিলেন। তখন উপরি-উক্ত চারিটী মদে মত্ত হইয়া, পঞ্চমকার-সাধনকে জীবনের চরম কর্ত্তব্য-জ্ঞানে, ভোগানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করতঃ কাষ্ঠকে ইক্ষুদণ্ড ভাবিয়া তাহার কুস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তাঁহার অমূল্য-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধি হইলে, পিতার ঐ প্রকার আচরণ তাঁহাদের নিকট মোটেই ভাল লাগিত না, তাঁহারা পিতাকে অনেক সময় ভগবৎ-সেবা ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই হবে, পুত্রগণের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল, তাই একদিনের জন্যও দুঃসঙ্গে পড়েন নাই। পিতার ঐসকল ব্যবহার তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিত। তাঁহারা পিতার মঙ্গলের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহাদের পিতার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত পুত্রগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! একবার হরি বলুন ত'; কিন্তু যাঁহার জিহ্বা বাল্যকাল হইতে অসদ্বার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার জিহ্বায় কিরূপভাবে

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়!

মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবে, তখন নিজ পুত্রগণকে কম্পিত ও জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি-অন্ত-কথা-বল্‌তে পারি ?"

এই আখ্যায়িকাটীর মধ্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। 'হরি' এই কথাটি মাত্র দুইটী অক্ষর, আর "আমি কি অন্ত কথা বল্‌তে পারি" এই কথাগুলি বারটী অক্ষর, তিনি এক নিমিষের মধ্যে বারটী অক্ষর বলিয়া ফেলিলেন কিন্তু হরি এই দুইটী অক্ষর তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা কিন্তু মতি সর্ব্বস্বহরণীঃ"

"কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আর, অসদ্বার্ত্তা বলি তার,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥"

কৃষ্ণবিষয় ছাড়া যে সমস্তবার্ত্তা ব্যবহৃত হয় তাহাই অসদ্বার্ত্তা, তাই শাস্ত্র অসদ্বার্ত্তাকে বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া বেশ্যা যে প্রকার পর-পুরুষের মন হরণ করে, সেই প্রকার অসদ্বার্ত্তারূপ ভয়ঙ্করী বেশ্যাও জীবের সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-বিষয়িণী মতি নিমিষের মধ্যে হরণ করিয়া লয়। তখন 'হ'-'রি' এই শব্দ-দ্বয় তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না।

যিনি জীবমাত্রকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া দেন, গেহ যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তিনিই হরি, এই প্রকার যথাসর্ব্বস্ব হরণকারী হরি, পাছে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্বহরণ করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণবিমুখিনী মায়া তাহার জিহ্বা-জড়িত করিয়া হরিনাম-গ্রহণে তাঁহাকে বিমুখ করিল।

অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি আসন্ন-মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম বিস্মৃত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-
বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি
দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে
তমঃ ॥
(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

হায়! আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা-বিনা অনাথা ও দুঃখিতা হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে। এই প্রকার গৃহাভিনিবেশে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক তামস-যোনিতে প্রবেশ করে।

মানবগণ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে গর্ব্ব করেন, একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মানবের ঐপ্রকার অভিমানের কানাকড়িও মূল্য নাই। কেননা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও যদি হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হইল, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ সুবর্ণ-কঙ্কণের দ্বারা ভূষিত করিলেও যে-প্রকার তাহার শোভা হয় না, হৃষীক-পতির সেবাহীন ইন্দ্রিয়সকলও ঠিক সেই প্রকার।

"সর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ, বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ"

বিষ্ণুর কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত হইলে হইবে না। যখনই জীব বিষ্ণুর স্মরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর মায়ার কীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, তখন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহার সর্ব্বনাশ করে, ছদ্মবেশী মায়ার সুসজ্জিত সংসার-কারাগৃহে গৃহিণীর মৃদুহাসিমাখা নিজ্জর্ন আলাপ, বালকের সুললিত কোমল কণ্ঠে আধ, আধ বুলি, কনকের প্রতি-মধুকর শব্দ তাহার নিকট মধুবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বাণীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, জড়-বাণীর সেবাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

বাণীনাথের স্মৃতির ফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ-কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। অনুক্ষণ অর্থাৎ "কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে"। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের গুণকীর্ত্তন ছাড়া ইতরবাক্যে যেন জীবন ব্যাপৃত না হয়। যদি অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি না হয় তাহা হইলে অমঙ্গল অর্থাৎ প্রভুর, অসদ্বার্ত্তারূপ যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। জ্ঞান, বিজ্ঞানযুক্ত যে প্রেমভক্তি তাহা লাভ হইবে না।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥

(ভাঃ ২।৩।২০)

যে ব্যক্তির কর্ণ ভূমিকম্পন্দন শ্রীভগ-বানের কথা শ্রবণ করেন না, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন করে না, সে জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ, আষাঢ়ের বারিবর্ষণে যখন নদ, নদী, পুষ্করিণীসমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন গহ্বরস্থিত অবোধ ভেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'গেঁঙর' 'গেঁঙর' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে করিতে তাহার শমনরূপ কালসর্পকে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয়, তখন সর্প সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভেকের গহ্বরে প্রবেশ করতঃ তাহাকে গ্রাস করিয়া নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেইপ্রকার ভেকের ন্যায়, যেসকল ব্যক্তি বিষয়-কোলাহলে মত্ত থাকেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় কালরূপ মহানাগকে আহ্বান করিয়া মহামূল্য জীবনকে বিসর্জ্জন করেন।

"কৃষ্ণের মধুরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার আস্বাদবিহীন।
তার শ্রম যেন জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥"

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমরাজ যমদূতগণকে বলিলেন, যাঁহার জিহ্বা ভগবদ্‌গুণগান করেন না, যে-ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করে না যাহার মস্তক ভগবানের পাদপদ্মে নত হয় না, সেইপ্রকার অসৎ ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন কর তাহারাই আমার দণ্ড্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের বাণী-কীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ রত, তাঁহাকে স্বয়ং যমও ভয় করেন।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

এই ইতর-ব্যোমের শব্দসমূহদ্বারা কোন প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। ইহ জগতের শব্দ আর শব্দীতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু পরব্যোমের যে শব্দ, সে শব্দ এপ্রকার সামান্য শব্দ নহে, তাহা শব্দ-ব্রহ্ম।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ ॥

পরব্যোমের শব্দ আর শব্দীতে কোন পার্থক্য নাই। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥" ইহ জগতে শব্দের আদান প্রদানেতেই যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, দ্বেষ, হিংসা, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে হইয়া থাকে। শব্দ মানুষকে বাতুল করিয়া তোলে। শব্দহীন ব্যক্তিকে মৃত বলে। অতএব শব্দই মূল। মন্দ-বায় গৃহের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যেমন ইঙ্গিত কোন কার্য্য করিতে পারে না; এক-মাত্র শব্দের সাহায্যেই তাহাকে জাগান যাইতে পারে তদ্রূপ বিষয়কূপে কলুষিত-চিত্ত অসদ্বার্ত্তার শ্লোকে নিদ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সম্বল। তাহা ব্যতীত আর কোন প্রত্যবায় নাই। সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির বার্ত্তা বহুবেগবতী মুকুন্দশ্রেষ্ঠ ভগবানের নিজজন সাধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর নিকট হইতে বাণীনাথের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিলে অসৎসঙ্গ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহাকে মোহন করিতে সমর্থ হয় না। লজ্জিতাবস্থায় অপ্রতিভভাবে অব-স্থান করে মাত্র। তখন নামগ্রহণের জন্য এই প্রকার আর্ত্তি হয়।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিঃ বিতনুতে তুণ্ডাবলী-
লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং
কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি
বর্ণদ্বয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানিনা। দেখ যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করে তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বিজয় করে। বহু কথার সেবা করা অর্থে বেশ্যার সেবা করা। বেশ্যার সেবাবর্জ্জন করিয়া 'এক কথা' গ্রহণ করিলে অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরির কথা সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ নাম উচ্চারণ করিলে কালরূপ সর্প গ্রাস করিতে পারে না। কিন্তু হায়! কুকুরের লেজ যেমন সোজা করা যায় না, সেইপ্রকার সাধুগণ আমাকে যতই উপদেশ করুন না কেন, আমি উপরি-উক্ত পঞ্চমকার সাধনে রত হইয়া বলিয়া বসি—"আমি কি অন্ত কথা ব'লতে পারি ?"

—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পঞ্জী]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা-সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অস্থায়ীদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৩-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৭৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ৷০
৯। জৈবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। দশোপনিষদ ৷০
১৮। বাদশ-আলবর ৷০
১৯। অর্চ্চনাবৈদকে কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফল্লিকা অলঙ্কার-সহ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীল-রূপ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। প্রজল্প ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গোবিন্দকর্ণামৃতঃ
৫৪। পুরুষার্থবিনির্ণয় ৷০
৫৫। বিশ্বকোষ না মায়াবাদ-জল্পনা ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। আনন্দনিবন্ধ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীমন্মানসরস ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্তসরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সদাচারদর্পণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্ল্ড'স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। রেস্যুট্ গৌড়ীয়মঠ টিল্ ডেট ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম সংহিতা
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভল্যুম)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই আশ্বিন, ১৩৪২, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [১৭৬ তম সংখ্যা

পুনর্যৌবন প্রাপ্তির নবীন পন্থা

রাসায়নিক ডাঃ ঘোষের গবেষণা

"বানরের-গ্রন্থি না লাগাইয়াও পুনর্যৌবন লাভ সম্পূর্ণ সম্ভবপর।" আলিপুরের সরকারী পরীক্ষাগারের ভূতপূর্ব রাসায়নিক ডাঃ বি এন ঘোষ "এসোসিয়েটেড প্রেসের" প্রতিনিধির নিকট এই অভিমত প্রকাশ করেন। ডাঃ ঘোষ এখন কলিকাতায় কোন কেমিষ্টের ফার্মের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাঃ ঘোষ বলেন, "হিন্দু রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম হইতেই পারদকে মহাদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত শক্তিরূপে গণ্য করা হইয়াছে।" সকলেই জানেন, পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে প্রস্তুত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ মকরধ্বজের কণা মাত্র সেবনে মরণোন্মুখ ব্যক্তির মধ্যেও জীবনী শক্তির সঞ্চার হয় কিন্তু পারদ সংমিশ্রণে কোনও কোনও দ্রবণীয় পদার্থ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রাচীন কালের হিন্দু রাসায়নিকগণের কোনও ধারণা ছিল না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে পারদ হইতে দ্রবণীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা বিন্দুমাত্রও কঠিন নয়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এরূপ রাসায়নিক দ্রব্য মানুষের দেহে সহ্য হয় না। ইহা যাহাতে মানুষের দেহে সহ্য হয় তজ্জন্য ডাঃ ঘোষ কিছুকাল যাবৎ গবেষণা করিতেছিলেন এবং তিনি নাকি পারদ হইতে একরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা মানুষকে পুনর্যৌবন প্রদান করিবে এবং তজ্জন্য বানর-গ্রন্থির প্রয়োজন হইবে না।

ডাঃ ঘোষ ম্যালেরিয়া, ম্যানিঞ্জাইটিস, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগসম্পর্কেও গবেষণা চালাইতেছেন।

রাজার বিরুদ্ধে প্রজার ষড়যন্ত্র

সিউড়ীর (বীরভূম) স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী নামক একজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে দঃ বিঃ ১২১ ধারা অনুসারে সাড়ে চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ গুহ ও মিঃ ম্যাকনায়ার আপীলের মামলার রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে অপর ২০ জন ১৯৩০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৩৪ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এই ৪ বৎসরের মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ঐ ষড়যন্ত্র অনুসারে তাহারা লোক, অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে; লোক সংগ্রহের জন্য তাহারা রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করে, উত্তেজনাপূর্ণ ইস্তাহার বিলি করে এবং নানাস্থানে চুরি ডাকাতি, দস্যুতা প্রভৃতি অনাচারমূলক কাজ করে। দরখাস্তকারী ঐসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। ট্রাইবুন্যাল সাব্যস্ত করেন যে, দরখাস্তকারী ষড়যন্ত্রকারীদের একজন বিশিষ্ট সদস্য।

দরখাস্তকারী জেল হইতে আপীল করেন। তিনি বলেন যে, তিনি বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটীর একজন সদস্য। ঐ কংগ্রেস-কমিটী কোন হিংসামূলক প্রতিষ্ঠান নহে; শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনসেবা করাই উহার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি জানেন। কয়েকজন অসৎপ্রকৃতির লোক যদিও বীরভূম জিলায় কয়েকটী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটীর কোন সদস্যকে তাহারা কলুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ দরখাস্তকারীর সহিত সাধারণভাবে ঐরূপ একজন লোকের পরিচয় ঘটে এবং এইজন্যই তাহাকে এইরূপ কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। ঐরূপ পরিচয়ের জন্য তিনি দুঃখিত। ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, তাহার জন্য তিনি একটা সুযোগ চান।

দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন কৌঁসুলী ছিলেন না। মিঃ অনিলকুমার চৌধুরী, তৎসঙ্গে মিঃ নির্ম্মলকুমার দাসগুপ্ত সরকার পক্ষে ছিলেন।

খনি-দুর্ঘটনা মামলা

প্রত্যেক আসামীদের প্রতি ৫০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ

ঝরিয়া হইতে প্রকাশ, ধানবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত নারায়ণ সিংহের এজলাসে সদলবাদ খনি-দুর্ঘটনা মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে।

ফরিয়াদী সরকার পক্ষের অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৬ই জানুয়ারীর দুর্ঘটনার পূর্ব্বে সদলবাদ খনির যে প্ল্যান প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক স্থানে পূর্ব্বে যে কাজ করা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ ছিল না। খনির ম্যানেজার কোন কিছু সন্দেহ না করিয়া কয়লা উত্তোলনের জন্য একটী 'গ্যালারী' বা সুড়ঙ্গ-পথ প্রস্তুতের আদেশ দেন। উক্ত আদেশ দিবার সময়পর্য্যন্ত উহাতে কখনও কাজ হয় নাই বলিয়াই জানা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পূর্ব্বে উক্ত স্থানে কাজ হওয়ার ফলে উহাতে জল জমিয়া ছিল। উক্ত আদেশ অনুসারে কাজ চালাইবার সময় যেইমাত্র পূর্ব্বে যে স্থানে কাজ চলিয়াছিল, সেই স্থানের সহিত সংযোগ সাধিত হয়, সেইমাত্র সুড়ঙ্গ পথে প্রবলবেগে জল বাহির হইতে থাকে। ফলে যে ১৮ জন লোক তখন উক্ত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের কাজ করিতেছিল, তন্মধ্যে ১২জন জলমগ্ন হয়। ইহার পর পুনরায় খনিটি জরিপ করা হয় এবং তাহাতে প্রকাশ পায় যে, যে প্ল্যানের উপর ভিত্তি করিয়া ম্যানেজার কাজ চালান, ঠিক নহে।

তদনুসারে সঠিক এবং অতি আধুনিক প্ল্যান প্রস্তুত না করায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সদলবাদ খনির সিন্ডিকেট আফিসের প্রধান সার্ভেয়ার শ্রীযুত এ ভট্টাচার্য্যের ও সার্ভেয়ার শ্রীযুত আর চাটার্জ্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। কিন্তু আসামীরা অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেন এবং এই কারণ প্রদর্শন করেন যে, তাহারা নিযুক্ত হইবার বহু পূর্ব্বে ঐ প্ল্যান প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ প্ল্যানে তাহাদের কোনই হাত ছিল না।

সাক্ষ্য প্রমাণ সমালোচনা করিয়া আদালত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে [illegible] বিষয়ে-খনি সম্পর্কীয় বিধানাবলী অমান্যের অপরাধে অপরাধী এবং উক্ত বিধানাবলী অমান্যের ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু আদালত দণ্ডদানে তেমন কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই। হাকিম সরকারী উকীলের সহিত একমত হইয়া প্রত্যেক আসামীর প্রতি ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা কিম্বা তদভাবে ২ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৭৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-যুগসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	৫৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। বাদশ-আল্‌বর	।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
২২। ভজন-রহস্য	॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২৭। দ্বাদশমল্লিকা ভগবোৎসবঃ সানুবাদ	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ	।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	✓১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	✓০
৪১। গীতাবলী	✓০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	।॥০
৪৩। সাধনকণ	✓০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	✓০
৪৫। নবদ্বীপশতক	✓০
৪৬। অর্চ্চনকণ	✓০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	✓০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	✓১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	✓০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সাংখ্যবাণী	✓০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম	।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ	✓০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	॥০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত	॥০
৬৯। নামভজন	।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি	॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৶০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্	।০
৭৪। কোবাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	✓০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। তরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আবেনডেড ডিভোসন	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফলুম ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	✓১০
৮২। গীতাবলী	✓০
৮৩। শরণাগতি	✓০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	✓০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৬শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ১৭৬তম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ

গত ৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীর হইতে কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ বেলা ১০টার ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে গমন করেন। গৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া মটোরযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যা'ন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণার্থ শিক্ষিত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ প্রত্যহই শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাঠকালে বলেন, — শ্রৌতপথে অধোক্ষজসেবাই পরম মুখ্য। যাঁহারা অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে শুক্রাভিমানে শ্রৌত বলিয়া পরিচয় দিয়াও হরিভজনে উদাসীন হ'ন, তাঁহারা এই অনিত্য সংসারে আপনাদিগকে অন্তরে প্রকৃতিভোক্তা প্রাকৃত জানিয়া মূঢ়তা লাভ করেন। যদিও শ্রৌতজন্মে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবা-সৌভাগ্য তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তথাপি সেবা-বৈমুখ্য তাঁহাদিগকে শ্রুতিপথ হইতে বিপথে লইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করেন এবং ঐ দেবগণই তাঁহাদের সেবাধর্ম্মের উন্নতির বিঘ্ন উৎপাদন করেন।

অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে শ্রৌতপথ অপেক্ষা প্রাধান্য দিতে গিয়া এই বিপৎপাত আবাহন করেন। কিন্তু যাঁহারা তর্কপথ পরিহার করিয়া কেবল শ্রৌতপথে বিচরণ করিবার মানস করেন, তাঁহারা "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোক-তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করিতে হইবে। তথা হইতে ফিরিয়া — সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠকে মনুষ্যজ্ঞান করিয়া লঘুকে পুনরায় গুরুজ্ঞান করিতে হইবে না। যেহেতু সদ্‌গুরুই শ্রৌতপথের উপদেষ্টা। এই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা সদ্‌গুরুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি না করিয়া মরণশীল মানববুদ্ধি করিলে শ্রীগুরুদেব কোনদিন তাহাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। কিন্তু হৃদয়ে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যে অন্তর্যামী গুরুদেব জানিয়া শুনিয়াও আমাদিগকে শ্রীচরণে স্থান দেন তাহা তাঁহার অহৈতুকী কৃপা মাত্র। অযোগ্য ও সেবাবঞ্চিত জীবকে যোগ্য করিয়া সেবাধিকার প্রদানার্থই তাঁহার এই খল-দমনী ও জীবোদ্ধারিণী লীলা।

লঘুতে গুরুবুদ্ধি হইলে সেবাবিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বিষ্ণুভক্তিরহিত মায়াবাদীকে গুরুর আসন প্রদেয় নহে। তাদৃশ দুঃসঙ্গ ও অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিলে জীবের গুরুপাদাশ্রয়ে উত্তমাধিকার পর্যান্ত লাভ হইতে পারে — সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চিন্ময়দেহে সেবা করিয়া প্রকৃত শিষ্য হইবার সৌভাগ্য হয়। গুরুর শিষ্য হইবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিদেবী স্বারাজ্য বিস্তার করায় ভোগ বা ত্যাগ-স্পৃহা নাই, নিত্যানবদ্যবাধ্যমান সেবাবৈচিত্র্য সেই হৃদয়ে সতত প্রকাশিত হইতেছে। আর অহংগ্রহোপাসনা ও ফলভোগ-স্পৃহা দ্বারা চালিত হইলে প্রাকৃত অহংমম-ভাবযুক্ত নামাপরাধ প্রবল হইয়া ভগবৎসেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে জড়-জগতে প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস হইয়া থাকে। উহা আত্মবিস্মৃতি-জনিত মূঢ়তা মাত্র। এইজন্যই ভক্তিপথের পথিকগণ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃত কৃষ্ণানুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলিয়া থাকেন উহাই আত্মধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম।

ত্রিদণ্ডীর ভিক্ষা

দন্তে তৃণ ধরি'
ত্রিদণ্ডী ফুকারি'
কহিছে মানব-কুলে।
হে মানবকুল,
জড়ে মসগুল
কেন বা আপনা ভুলে
শতেক কাকুতি
মোর সবা প্রতি
আমি মূঢ় দীনচেতা।
তবু শোন ভাই
গোপনে জানাই
এক সুগোপন কথা॥
গৌর-পদযুগে
যে নত সরাগে
ধনী-শিরোমণি সেই।
আছয়ে তাঁহার
রতন-ভাণ্ডার
জেনো সুবারতা এই॥
করিতে লুণ্ঠন
সে দিব্য-রতন
সবে অচিরায় চল।
সবে মিলে সুখে
রক্ষামন্ত্র মুখে
গৌরহরি-নাম বল॥
স্বরগের ধনে
পুরীষ গেয়ানে
নিষ্ঠীবন কর ত্যাগ।
অণিমা ল'ঘিমা
জড়ের মহিমা
খেতবাসে মসী-দাগ॥
কোটিচন্দ্র জিনি'
অতি স্নিগ্ধ যিনি
রূপে বিনি কোটিকাম।
স্নেহ-গরিমায়
কোটি মাতা হয়
ধীর কোটি নিধি সম॥
উদার-লীলায়
যেই দাতা হয়
কোটি কল্পতরু সীমা।
কোটি মধুসারে
পরাজয় করে
যার প্রেম-মধুরিমা॥
সকল ত্যজিয়া
সে-পদে মজিয়া
আপনারে ভুলে যাও।
ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর
এ ভিক্ষা প্রচুর
দিয়ে মোরে কিনে লও॥
সুখের স্বপন
দুঃখের রোদন
হে মানব, ভুলে যাও।
সকল হারায়ে
পূঁজি গোরারায়ে
প্রাণভ'রে গুণ গাও॥

— শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ পদ্মনাভ, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

পুরশ্চরণ

'পুরশ্চরণ' কথাটী বৈষ্ণবের সমাজেও প্রচলিত আছে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের আবশ্যক। হরিনাম মহামন্ত্রের পুরশ্চরণাপেক্ষা নাই, শুদ্ধনাম নিরপরাধে একবার উচ্চারিত হইলেই পুরশ্চর্য্যার যাবতীয় ফল অনায়াসে লভ্য হয়; কিন্তু শুদ্ধনাম আমাদের অনর্থযুক্ত জড়জিহ্বায় উচ্চারিত হন না, এইজন্য মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধনাম সেবায় যোগ্যতালাভের উদ্দেশ্যে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মন্ত্রসিদ্ধ শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্রপুরশ্চরণাদির ব্যবস্থা। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় বলিয়াছেন, 'দেহাদি সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির দেহাভিনিবেশ সঙ্কোচকরণার্থ নারদাদিঋষিবৃন্দ পাঞ্চরাত্রিকমার্গে মন্ত্রদীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন।' শ্রীল রূপসনাতন নিত্যসিদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও জীবশিক্ষার্থে রঙ্গমঞ্চে দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় করিয়া বিধিমার্গে মন্ত্রপুরশ্চর্য্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মন্ত্রসিদ্ধির ফলে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম কিম্বা আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়তর্পণাদি দেহধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, সেইসকল ব্যক্তির জড়জিহ্বায় উচ্চারিত নামাক্ষরধ্বনি কখনই গৌরবিহিত শুদ্ধ কৃষ্ণনাম নহে, শুদ্ধ কৃষ্ণনামাশ্রিত মন্ত্রসিদ্ধ পরমভাগবতই গুরু হইবার যোগ্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, আমার গুরুদেব যদি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া শুদ্ধনাম-গ্রহণে সমর্থ না হইবেন, তাহা হইলে নাম-গ্রহণকালে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারায় অশ্রুপাত হয় কেন? অঙ্গে পুলকাদির বা দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তর লোকবঞ্চকের চক্ষে অশ্রু, অঙ্গে পুলকাদি দেখা যায়, কিন্তু যেখানে অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয়, সেই স্থানেই প্রেমের অনুমান করিতে হইবে, এরূপ নহে। কারণ, বাহ্য অশ্রুপুলকাদি প্রেমের চিহ্ন নহে।

পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্যপূজা জপ, হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন,—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। হরিভক্তিবিলাস ১৭।১৩০ শ্লোকে পুরশ্চরণের প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে:—গুরুদেবকে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনে যত্নবান্ হইবে এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কৃত্যই শ্রীগুরুমূলক, সুতরাং নিত্য সাবহিত-চিত্তে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর হইয়া মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধ-রস-সংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিষ্যও গুরুসমীপে থাকিয়া বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

গুরুদেবের শিষ্যপরিচয়ে পরিচিত দুই শ্রেণীর লোক আমরা দেখিতে পাই। প্রথমশ্রেণীর ব্যক্তিগণ খুব কর্ম্মঠ, কিন্তু হরি-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সেরূপ আগ্রহ নাই, আর দ্বিতীয়শ্রেণীর ব্যক্তিগণের আলস্য-প্রধান ধাতু। তাঁহারা গুরুসন্নিধানে থাকিয়া তত্ত্বকথায়পারদর্শী হইয়া জগতে নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতে ব্যস্ত। এই উভয়-শ্রেণীর শিষ্যদিগের মধ্যে আমিও একজন। আমরা একবার ভাবিয়া দেখি না, আজ সারাদিনে কতটুকু সময় হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় অতিবাহিত করিয়াছি। যদি আমরা গুরুদেবের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া সত্য সত্যই সিদ্ধান্তবিদ্ হইয়া থাকি, তাহা হইলে গুরুদেবের প্রতি আমার টান বা মমতা কই? শ্রীগুরুদেবের আদেশপালনে যত্ন কই? শ্রীগুরুদেবের—কার্য্যে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ বলিয়া জ্ঞান হয় না কেন? তাঁহার কার্য্যকে আমার ইহপরকালের কার্য্য বলিয়া মনে ক'র না কেন? তত্ত্বকথা-শ্রবণফলে আমার সম্বন্ধজ্ঞানোদয় হয় নাই বলিয়াই ত'? সেবার মূলে টান বা প্রীতি, তাহাই যখন নাই, তখন আমার বাহ্য সেবা-চেষ্টা প্রাণহীন দেহের চেষ্টা নয় কি?

শ্রীগুরুদেব জন্ম মরণশীল জীবমাত্র নহেন, তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান, তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে স্বয়ং রাধাগোবিন্দ আকৃষ্ট। তিনি আমাদিগকে দুঃখের আকর-ভূমি শোকময়সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ সেবানন্দ প্রদান করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেবাশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীগুরুদেবই ভগবানের আদর্শ-সেবক। ভগবানের সেবায় মুখ্য অধিকার একমাত্র মুকুন্দপ্রেষ্ঠ গুরুদেবেরই আছে। তিনি কৃপা করিয়া যদি আমাদিগকে সেবায় অধিকার দেন, তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় অযোগ্য জীব ও কিয়ৎপরিমাণে সেবা করিতে সমর্থ হয়, নতুবা নিজকে আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করিয়া গুরুদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে গৌরকৃষ্ণ—সেবাচেষ্টা দেখাইতে গেলে আমাদের অনর্থই বাড়িয়া যাইবে, এসকল কথা আমরা সকলেই জানি, তথাপি নির্জ্জন-ভজন-চেষ্টা, কৃত্রিমভাবে রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ-চেষ্টা সময় সময় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে কেন? আমরা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করি নাই বলিয়াই ত' মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ ও প্রকৃত ভজনে অধিকার লাভ করিতে পারিতেছি না? আদর্শ গুরুসেবকের আচরণ কিপ্রকার তাহা এই মহাজন বাক্যটীতে বিবৃত হইয়াছে,—

গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্ অপি ভোগান্ ভুক্তান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তত্তচ্চিত্তবিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত; শ্রীগুরু-সেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্য-সিদ্ধার্থামতৃপ্তদেশো ব্যাপ্তিতঃ—শ্রীগুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আত্ম-প্রসাদ বা তজ্জন্য প্রেমানন্দ বা নির্জ্জন-ভজনানন্দ, নির্জ্জনবাসাদিকে অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুসেবারূপ সুখের দ্বারা সর্ব্বসাধ্য অনায়াসে লভ্য হয়।

যিনি চক্ষে অশ্রু, অঙ্গে পুলকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যের নিকট 'আমি খুব প্রেমে ডগমগ' এই ভাব প্রকাশ করেন তিনিই কি প্রকৃত গুরু? না যিনি স্মার্ত্তবিচারে সদাচার-নিপুণ হবিষ্যান্নভোজী সংখ্যানাম গ্রহণকারী স্মার্ত্তানুগত ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত গুরু? না যিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কোন নির্জ্জনপ্রদেশে কৃত্রিম রূপ-গুণ-লীলা স্মরণে প্রমত্ত আছেন তিনিই গুরু? শাস্ত্র বিচার করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজনরূপ শ্রীরূপপ্রমুখ গোস্বামি দগের বিচার ভাল করিয়া আলোচনা করিলে আমরা অনায়াসে জানিতে পারিব যে, ইঁহাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত গুরু নহেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতি শ্রীরূপের আশ্রয়-বিগ্রহ। তিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা কনককামিনী-সংগ্রহের চেষ্টায় উদাসীন থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার ও আচার যুগপৎ করিয়া থাকেন। ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-যুক্ত নিরীশ্বরবাদ, মায়াবাদ, প্রাকৃতসহজিয়াবাদ, ভাগবতপাঠ বা প্রীতিসন্দর্ভপাঠকের ছলে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ, লৌকিকবিচারালম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, তৃণাদপি সুনীচতার নামে কপট দৈন্য, মন্ত্রব্যবসায়, শ্রীবিগ্রহব্যবসায়, কৃত্রিম রসভজন, নামাপরাধকে নাম বলিয়া ভ্রমরূপ বিবর্ত্তবাদ, জাতিগোস্বামিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য সিদ্ধান্ত-বিরোধিমত নিরসন করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরু-দেবের আচরণ বা শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট প্রচার। নবদ্বীপে ধামনির্ণয়কারী কতিপয় মনোধর্ম্মী স্বার্থান্ধ কপটের ন্যায় যদি আমরা বাস্তবসত্য বিচার না করি, বাস্তবসত্য দেখিয়াও না দেখি, তাহা হইলে উহা আমাদের প্রাক্তন ও আধুনিক পুঞ্জ পুঞ্জ দুষ্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক মাত্র।

মন ও আত্মা—এই দুইটীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিক গণও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দু-শাস্ত্রে চিরকালই মনকে সূক্ষ্মজড় এবং আত্মা হইতে পৃথক্তত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ বিষয়বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিলে তাহাই প্রতীত হয়, কারণ মন সর্ব্বদা জড়বিষয়েই অনুশীলন করিয়া থাকে। জড়াতীত কোন বস্তু আছে চতুর্থ বা পঞ্চম মানের কোন বস্তু থাকিতে পারে, মন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মনের বিশুদ্ধ জ্ঞানাকারতা নাই সে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহাকে ভাল বলিয়া স্থির করে, তৎপর-দিবস আবার তাহাকেই মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করে। আজ যাহাকে সদ্গুরু বা সাধু বলিয়া স্থির করিল, কিছুদিন পরে আবার সেই সদ্গুরু বা সাধুকে অগুরু বা অসাধু বলিয়া ধারণা করিয়া বসে। শ্রীভগবান্ বা বৈষ্ণবগুরু অথবা ভগবৎসম্বন্ধে বস্তু জড় মানের বিচার্য্য বা জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তৃতীয় মানের অন্তর্গত জড়বস্তুর অন্যতম নহেন। মন যখন প্রত্যক্ষ অনুমানের অন্তর্গত বস্তু সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হয়, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে সে যে ভ্রম করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? তজ্জন্য আমরা সাধারণের নিকট জিজ্ঞাসা করি—যাঁহারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ভগবান্ ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা কি সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক পুরশ্চরণ বলে মন্ত্রসিদ্ধ ও তৎফলে মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন? না কি, স্বার্থের বশীভূত হইয়া, মাৎসর্য্যান্বিত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বিষ্ণু ও তৎসম্বন্ধি বস্তুর বিচার করিতে হইলে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া চাই।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

-:•:-

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৪ পদ্মনাভ ৯ আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দণ্ড রা ৮।১৯ পূর্ব্বফল্গুনী ভুক্তভাবন রা ৭।১৪ শুভযোগ রা ৮.৪৬ বিষ্টিকরণ দি ৭.১৮ গতে শকুনিকরণ। নিশিপালন।

১৫ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী অমাবস্যা চক্রী রা ১০।২৪ উত্তরফল্গুনী অব্যক্ত বা ৯।৫১ শুক্রযোগ রা ৯।২৩ চতুষ্পাদকরণ। মহালয়া।

১৬ পদ্মনাভ ১১ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরপ্রতিপদ ব্রহ্মা রা ১২।১৯ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ রা ১২।১৮ ব্রহ্মযোগ রা ৯।৫২ কিন্তুঘ্নকরণ।

শ্রীজন্মাষ্টমী

[শ্রীস্বরূপ দামোদর অধিকারী]

মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসংপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিরসাম্বুধি-স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি, তাঁহার স্ব-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। সমস্ত বিলাস, স্বাংশ, ব্যূহ,কলাদি, শ্রীনারায়ণ, বাসুদেব, পুরুষাবতার লীলাবতার গুণাবতার মন্বন্তরাবতার যুগাবতার প্রভৃতি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ স্বরূপবৈশিষ্ট্য শাস্ত্র যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার নামরূপ গুণ-লীলার অসমোর্দ্ধবৈশিষ্টও সেইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যরূপা তেজাদি মূখ্যশক্তি-সকল সর্ব্বদা সম্পূর্ণা অন্যনিরপেক্ষা ও স্বেচ্ছায় নিত্য-প্রকাশশীলা; কিন্তু তাঁহার তদেকাত্মস্বরূপে শক্তিসমূহের পূর্ণতম অভিব্যক্তি নাই। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নামরূপগুণলীলাদিও তদ্রূপ শক্তিপূর্ণ, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বেচ্ছায় নিত্য-প্রকাশ-শীলা। তদ্বিভিন্ন হেতু তাঁহার নামাদি স্বয়ং নাম, স্বয়ংরূপ, স্বয়ংগুণ ও স্বয়ংলীলা। স্বয়ং ভগবানের স্বয়ংরূপ নাম "শ্রীকৃষ্ণ" নামের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ।

"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরং তপঃ"

ইতি-পাদ্মে।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

(ব্রহ্মাণ্ডে ধৃত ব্রঃ সং ১।১)

স্বয়ংরূপ-রূপ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং।
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্॥"

(ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো" ইত্যাদি

(ভাঃ ১০।১৬।৩৬)

'স্বয়ংরূপ'-গুণবৈশিষ্টও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

"লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৮)

স্বয়ংরূপলীলা মহিমাও শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতি-মনোহরা॥"

(পাদ্মে ধৃত লঘু ভাঃ)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারচরিত্রই বিস্ময়কর, তন্মধ্যে আবার শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলা অতিশয় মনোহারিণী। ব্রজলীলাই পূর্ণতমা। লীলাশব্দের পর্য্যায়-"লীলা-বিলাস-ক্রিয়া" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্রেচ্ছায় প্রকাশিতা যে সচ্চিদানন্দময়ী ক্রিয়া—তাহার নাম 'লীলা'। জীবগণ সর্ব্বদা পরতন্ত্র হেতু তাহাদের ক্রিয়া বা চেষ্টা লীলা-শব্দবাচ্য নহে। জীবগণের বদ্ধভাবময়চেষ্টার নাম কর্ম, মুক্তভাবময় চেষ্টার নাম জ্ঞান এবং হরিগুরুবৈষ্ণব পরতন্ত্র হইলে সেবা-ভাবময় চেষ্টার নাম সাধনভক্তি। তদেকাত্মগণ কৃষ্ণাভিন্নতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের লীলা পূর্ণতমলীলা নহে, পূর্ণ কিম্বা পূর্ণতর। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্রনন্দনলীলাই পূর্ণতম, মাথুর দ্বারাবতী-লীলাও পূর্ণ, পূর্ণতর। শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের সেই পূর্ণতম স্বয়ংরূপা লীলা ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতেই প্রথম প্রাকট্য-লাভ করিয়াছেন। শ্রীগোকুলে "স্বয়ংজন্ম স্বরূপে।" স্বয়ংজন্মলীলাই সমস্ত গোপাল-লীলার দ্বার। অতএব সর্ব্বশ্রেয়স্করা এই কৃষ্ণাষ্টমী-তিথির আরাধনা সমস্ত গোপাললীলার স্মৃতি-প্রদায়িনী। তজ্জন্যই আমাদের পূর্ব্ব-গুরু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু সমস্তজীব-জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

"অদ্ভুতা বহবঃ সন্তু ভগবৎ পর্ব্ববাসরাঃ।
আমোদয়তি মাং ধন্যা কৃষ্ণভাদ্রপদাষ্টমী॥"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ২।১২৬)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের বহু বহু আশ্চর্য্য এবং জীবকে কৃতার্থকারী পর্ব্ববাসর আছেন, কিন্তু কৃষ্ণভাদ্রপদের অষ্টমীতিথিই আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমোদিত করিতেছেন।

জন্মশব্দের দ্বারা আমরা যেন, পাপ-পুণ্যময় কর্ম্মফলবাধ্য জীবের সংসারের দ্বারকে না মনে করি। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র লীলা-বিগ্রহের স্বেচ্ছায় স্বয়ং জন্মরূপে প্রাকট্য-লাভ বা স্বয়ংভগবানের "স্বয়ংরূপ-জন্ম" স্বয়ং স্বরূপেরই আদি কার্য্যোন্মুখা-প্রবৃত্তি বলিয়া যেন জানিতে পারি।

'জন্ম' শব্দের—জনুঃ-জনি-উৎপত্তি-উদ্ভব ইত্যাদি পর্য্যায় জড়জগতের সংস্কার হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। জীবজগতে জীবাত্মার অপূর্ব্ব দেহযোগ বা গ্রহণই জন্ম। চিজ্জগতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রকাশ, ব্যক্তি আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি শব্দও শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়। কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বয়ংজন্ম ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে স্বেচ্ছায় পরমমুখ্যা বৃত্তিতে স্বয়ং প্রাকট্যলাভ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন জগতের বৃত্তিকে অপেক্ষাই করেন না।

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে

(লঘু ভাঃ ১২)

শব্দের পরম্মুখ্যা বৃত্ত্যাবলম্বন জীব, সাধু গুরুর কৃপাব্যতীত বুঝিতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্র ক্রমপন্থায় মুখ্য প্রবৃত্তি দ্বারা অন্তর্বৃত্তির ধারণা নিবৃত্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন—

"ন দেহযোগজনিস্থ স্থিত্যোঃ প্রকৃতিজন্মতাঃ॥"

(আগ্নে ধৃত ভাগ-মধ্বভাষ্য ৩।২।৪৫)

"উৎপত্ত্যাদি-রূপাণাং ব্যক্তিরেব ন সংশয়ঃ।
উৎপত্তিরেব জীবানাং দেহোৎ-পত্তিরিতীর্য্যতে॥"

(তন্ত্রনির্ণয়ধৃতভাগঃ মধ্বভাষ্য ৮।২৭।২৮)

শ্রীমদ্ভাগবতও জীবকে ভগবৎপ্রাকট্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।"

(ভাঃ ৩।২।১৫)

"আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।"

(১০।৩।৮)

স্বয়ংরূপের 'স্বয়ংজন্ম' তাঁহার তদেকাত্ম-রূপের আবির্ভাবের সহিত পার্থক্যলাভ করিয়াছেন। স্বয়ংজন্ম স্বয়ংরূপের নিত্য "জন্ম"-কেই নির্দ্দেশ করে, অতএব স্বয়ং ভগবানের প্রাকট্যের পরিচয় 'জন্ম' শব্দ-দ্বারাই নিত্য স্বয়ং-প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাহার অন্য পরিচয়কে আর অপেক্ষা করেন না। যথা শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবতিথিকে 'রামনবমী' শব্দে, শ্রীনৃসিংহদেবের নৃসিংহ চতুর্দ্দশী শব্দে ও শ্রীবামনদেবের-বামনদ্বাদশী নামে পরিচিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী-তিথি-'জন্মাষ্টমী' নামেই সর্ব্বজনবিদিত থাকিয়া, স্বকীয় স্বয়ংস্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতেছেন।

যদি বলা যায় যে, জন্মশব্দ যখন "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি"—প্রভৃতি ষড়্‌বিকারের অন্তর্গত হইতেছে, তখন ইহাদ্বারা বিকারই স্বীকার করা যাউক? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন যে না, এই পরিভাষা বৈকারিক বস্তুতে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু ভগবদ্বস্তু-নির্ব্বিকার "অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং"—(ভাঃ ৮।৫।২৬) অগুণায়াবিকারায়—

(ভাঃ ১০।২৬।৪০)

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।

(ভাঃ ১০ ২৭।১১)

প্রত্যক্ষঞ্চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন।"

(পাদ্ম ধৃ ব্রঃ মাধ্বভাষ্য ২।৩।৯)

ইত্যাদি শাস্ত্রে বহু প্রমাণ আছে। এবিষয়ে যুক্তি এই যে-"ষড়্‌বিকারের অন্তর্গত 'অস্তি' শব্দও ত, রহিয়াছে তাহা হইতে কি নাস্তি শব্দই নির্ব্বিকার বলিয়া ধরা যাইবে? কিন্তু শ্রীভগবানের অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহ না হইয়া তাহা যথা নিত্য-স্থিতিকেই বোধ করাইয়া থাকে তদ্রূপ ভগবানের জন্ম ও নিত্যজন্মকেই বোধ করায়।

দেহদেহী ভেদবশতঃ জীবের দেহজন্মই বৈকারিক জন্ম, সেই জন্যই শাস্ত্রবলেন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" (গীঃ ২।২৭)

এই ভেদধারণাকে নিবারণ করিবার জন্যই শাস্ত্র বলেন—

"জন্ম-জরাভ্যাং ভিন্ন"-

(গোঃ তাঃ উ ২৬)

"গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি"

(গোঃ তাঃ পূ ১৬)

অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন যে শ্রীগোবিন্দের বিকারাখ্য জন্ম বা জরা নাই, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন; শ্রীগোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীগোবিন্দের দেহদেহী ভেদ নাই বলিয়াই বৈকারিক জন্মও নাই। "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"—

(মহাবারাহ-ধৃতা ভাঃ মধ্বভাষ্য)

স্বয়ংরূপের প্রাকট্যের দ্বার বলিয়া এই জন্মশব্দটীই ভূষিত হইয়াছেন, দোষের লেশও তাহাতে নাই। এই জন্যই ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

(গীঃ ৪।৯)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম কর্ম্ম যিনি সাধুগুরুর কৃপায় অধোক্ষজতত্ত্ব-স্বরূপ যে আমি,—আমার স্বয়ংরূপকেই জানেন তিনি মুক্তি ও আমাকে লাভ করেন।

এই মোচকত্ব ও ভগবৎপ্রাপকত্ব চিহ্ন, স্বয়ং ভগবানের জন্ম কর্ম্মকে স্বয়ংভগবৎ স্বরূপেই পরিচয় করাইয়া দিতেছে। শ্রুতি বলেন—(কঠ ২।৩।৮)

"যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি"

অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তমকে জানিলে জীব মুক্তি লাভ করে ও ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করে। পরব্রহ্মজ্ঞানেই জীব মুক্তি লাভ করে এবং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেও মুক্তি লাভ করে, ইহাই মোচকত্ব চিহ্ন। তজ্জন্য এই 'স্বয়ং জন্ম' পরম ব্রহ্মস্বরূপ! তদ্ব্যতীত স্বয়ং ভগবদ্ভজনে ও তদাখ্য শ্রীনামভজনে জীব প্রেমভক্তি লাভ করে। যথা—

"সন্ত্বতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥"

(ধৃত লঘু ভাঃ)

ভগবজ্জন্ম-কর্ম্মেরও তদ্রূপ প্রেমদত্ব-গুণ আছে।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। ইত্যাদি

(ভাঃ ১১।২।৩৯-৪০)

এই প্রেমদত্ব গুণ অনন্যসাধারণ। ইহা স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত কেহ প্রদান করিতে পারেন না।

"কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্র-প্রমাণে।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৫)

এই প্রেমদত্বগুণে স্বয়ংজন্ম কর্ম্মের স্বয়ং ভগবদ্স্বরূপেই অবরোধ হয়। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবৎপ্রাকট্যের পরিচয় "জন্ম" শব্দ দ্বারা স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন, শ্রীরামনবমী আদির মত শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী শব্দে পরিচিত না হইয়া জন্মাষ্টমীরূপেই পরিচিত রহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে,একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বশিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্দু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিতাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কড়িজপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হারধার নারায়ণপুর, হটু, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরজি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরজি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, ক্যাথওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাবলিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

দুর্গাতলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৮৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৩	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আচারকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায়

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্‌ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ১৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই আশ্বিন সন ১৩৪২, ২৭শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ শুক্রবার ১৭৭তম সংখ্যা

সামরিক প্রসঙ্গ

কলিকাতা ২৪।৯।৩৫

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্ভবতঃ আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় পার্ষদসহ নিম্না শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-যাত্রা করিবেন। তথা হইতে সেবশাহীর শ্রীগোবিন্দজীমঠ হইয়া মথুরায় শুভবিজয় করিবার কথা। তৎপরে শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জে অবস্থানপূর্ব্বক ঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন এবং সকলকে দামোদরব্রতসেবার সুযোগ প্রদান করিবেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে যাত্রিগণের অবস্থানের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। শ্রীব্রজ-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শীঘ্রই শ্রীশ্রীরাধারাণীর মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে।

গত রবিবার ৫ই আশ্বিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ছায়া-চিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে প্রণবাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রণব, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা, তীর্থমাহাত্ম্য, গয়াসুরের কথা, দাধুমহিমা, জগাই-মাধাই-উদ্ধার, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছা-প্রকাশে শচী মাতার শোকলীলা ও তাঁহাকে সান্ত্বনা-দান, শ্রীকৃষ্ণের গজ-উদ্ধার, দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ, বলির যজ্ঞে বামনদেবের আগমন, প্রহ্লাদের প্রতি নৃসিংহদেবের কৃপা, ধ্রুবের তপস্যা ও শ্রীহরির কৃপালাভ, যম ও নচিকেতা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে বক্তৃতা করিয়াছেন। বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মহারাজ অদ্য ১৫ আশ্বিন গয়াযাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি মথুরায় যাইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ৬ই আশ্বিন প্রাতে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে কটক যাত্রা করিয়াছেন। তথায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। কটকের বিশিষ্ট জনগণ স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। স্বামীজী শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আগামী কল্য ২৮শে সেপ্টেম্বর পাটনায় প্রচারে যাইতেছেন। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ মহোদয় গত পরশ্ব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন। তিনি অদ্য ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে যাইতেছেন। পাটনাবাসী বিশিষ্ট জনগণ শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং আরও কতিপয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক আগামী কল্য ২৫শে মথুরায় যাত্রা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; তাঁহারাও শীঘ্রই বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারে বহির্গত হইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বঙ্গদেশ হইতে প্রচার করিতে করিতে এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্ত্তমানে ডেহরীতে (শোন নদের তীরে) অবস্থান করিতেছেন। তথায় বিশিষ্ট জনগণ স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

১৫ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্র তিথি দণ্ডে দশমী অবস্থা চত্রা বা ১০।২৪ উত্তরফল্গুনী অবাক বা ৯।৫১ শুক্রযোগ রা ৯।২৩ চতুষ্পদকরণ। মহালয়া।

১৬ পদ্মনাভ ১১ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর শনি অবায় শ্রীরোদশায়ী গৌরপ্রাতঃপদ ব্রহ্মা রা ১১।১৯ হস্তা পুত্রীকাক্ষ রা ১২।১৮ ব্রহ্মযোগ রা ৯।৫২ কিন্তুঘ্নকরণ।

আমার আরাধ্য

স্বর্গাদি ভোগের আশে যদি কোন জন,
ধর্ম্মতরে পূজে সদা দেব বিকর্ত্তন,
সে ধর্ম্মে তোমার মন নাহি প্রয়োজন,
নিত্যধর্ম্ম তব গৌরবাণীর-সেবন।
নিখিলাদে যদি কেহ অর্থলাভ তরে,
পূজে শৈলসুতাসুত নানা উপচারে,
সে অর্থ অনর্থ মন দেখ বিচারিয়া,
পরমার্থ লভ গৌর-বাণীরে সেবিয়া।
যদি কেহ কামদাত্রী চণ্ডিকা পূজিয়া,
লভে ভুক্তি [illegible] প্রেম তেয়াগিয়া,
সেই কামদ প্রাপণে নাহি যাও মন,
গৌরবাণী-কামে কর আত্মনিবেদন।
মোক্ষসুখ লাভ তরে যদি কোন জন,
প্রণয়ে যতনে সেবে ধূর্জ্জটি-চরণ,
সে মোক্ষে চরমে হয় নির্ব্বাণ বিনাশ,
গৌরবাণী ভক্তিপদ নিত্য কর আশ।
অথবা যদ্যপি কেহ সকল ত্যজিয়া,
চ'লেছে পরম এক নির্জ্জনে বসিয়া,
তুমি [illegible] শোন মন বাণীর কিঙ্কর,
গৌরবাণী পাদপদ্ম সেব নিরন্তর।
[illegible] গূঢ় প্রেমসুধা,
তার আস্বাদনে চিত্ত তৃপ্ত কর ক্ষুধা,
[illegible] করিবারে পার,
গৌরবাণী পদমূলে লভ নিজ স্থান।
বিশুদ্ধ গৌরবাণী চরণ সেবন,
[illegible] কেহ মুরারি চরণ,
শ্রবণ-কীর্ত্তন আর ভক্ত্যঙ্গ সাধনে,
[illegible] পরমার্থ ধনে
সে পথে তোমার মন নাহি প্রয়োজন,
গৌরবাণী-পদে তব নিত্য নিকেতন।
গৌরবাণী-পদাশ্রয় করিল যে জনে,
সেই বাণী-নাম-ধাম সেবয়ে যতনে।
বাণী-সেবা জীবনের একমাত্র সার,
সেবায় পীযূষ সিন্ধু অগাধ অপার,
গৌরবাণী-সেবাতে যে নিযুক্ত মন,
সেই মোর জীবনের আরাধ্য-রতন!

— শ্রীভক্তিসৌরভ [illegible]

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ পদ্মনাভ, তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

শারদীয়া পূজা

বঙ্গের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে যে বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে, সেই ভবভয়-নাশন-করা বাজনা যে পূজার জন্য বর্তমানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই দুর্গাপূজাই শারদীয়া পূজা। বঙ্গদেশে এই পূজার ন্যায় কোন পর্ব্বই এত আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণ শারদীয় উৎসব সমাগমে আজ নাচিয়া উঠিতেছে। তাই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার কোমলপ্রাণ সকলেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে গা ঢালিয়া দিয়াছে ও দিতেছে। মায়ের কোলে শিশু নাচিয়া উঠিতেছে—পূজায় নূতন পোষাক পাইবে বলিয়া, কুলবধূ আনন্দে বিভোরা হইয়া অন্যমনা হইয়াছেন—বহুদিন পরে প্রবাস হইতে কত রমণীর বেশভূষার লইয়া পতি গৃহে ফিরিবেন বলিয়া, আর ছাত্রগণ কিছুদিনের জন্য পাঠের ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে, নূতন বসন-ভূষণ পাইবে, কত রং তামাসা দেখিতে পাইবে বলিয়া আনন্দে আত্মহারা। একদিকে যেমন আনন্দোল্লাস অপরদিকে তেমনি বিচ্ছেদ বেদনা দুঃখান্বিত হইয়া আকুল প্রাণকে মথিত করিতেছে, সুখের দিনেও দুঃখের কালিমা আমার পুত্রবিরহা জননীর পুরাতন শোক উথলিয়া উঠিতেছে, স্বামিহীনা নির্জ্জনে শুষ্ক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, দরিদ্র ধনীর ধনের আস্ফালন দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে মহামায়ার নিকট ধনের জন্য সকাতর প্রার্থনা করিতেছে—ইত্যাদি নানা প্রকার সুখ দুঃখের চিত্র নানাভাবে চিত্রিত হইয়া জগৎকে আপ্লুত করিতেছে। তাই বলি, এই সুখের দিনে দুঃখ কেন? সেবা বা পূজায় ত' দুঃখ নাই শুনিয়াছি, তাহা ত' নিত্য-নবনবায়মান আনন্দবর্দ্ধিনী, তবে দুঃখ আসিতেছে কেন? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা সেবা বা পূজা নহে—ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণ নহে; পরন্তু পূজার নামে ছলনা—স্বেন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধিৎসা।

ধনবান্ মহামায়ার আরাধনায় বহু অর্থব্যয় করিতেছে—পাছে মহামায়া কুপিতা হন। পুরোহিতগণ পূজাতে বহু দ্রব্যলাভের আশায় এবং পূজা-নির্ব্বাহের চিন্তায় যুগপৎ আনন্দিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; পাঠকগণ চণ্ডীপাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া স্তবপাঠ অভ্যাস করিতেছেন,—

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

এই পূজোপলক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে বিল্বশাখায় মহামায়ার বোধন হয় এবং দশমীতে তাঁহার বিসর্জ্জন হয়। 'দুর্গে দেবী জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সংবৎসরং ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় বৈ॥ বিসর্জ্জয়ামি দেবি চণ্ডিকা প্রতিমা শুভা। পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥'—এই মন্ত্রের দ্বারা পূজকগণ ক্রীড়াকৌতুক মঙ্গলাদির সহিত দেবীকে স্রোতজলে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রতি বৎসর সাধকের কামনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত মূর্ত্তিতে দেবীর আবাহন করা হয় এবং কামনাসিদ্ধি হইলে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর এইরূপ কল্পিত মূর্ত্তির আরাধনায় বঙ্গের সহস্র সহস্র নরনারী গতানুগতিকের ন্যায় ধাবিত হইতেছেন। কিন্তু কেহ কি একবারও আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করেন বা সারগ্রাহী হইয়া সদ্বিচার করিয়া দেখেন,—এই ব্রহ্মাণ্ডজননী মহামায়া কে? এই দশভুজা জগন্মোহিনী দুর্গা কে? যাঁহাকে আরাধনা করা যায়, যাঁহাকে ভালবাসা যায় বা শ্রদ্ধাভক্তি করা হয় তাঁহার স্বরূপ সম্যগ্রূপে না জানিতে পারিলে কিপ্রকারে সম্বন্ধ স্থাপিত বা ভালবাসা সৃষ্টি হইতে পারে? অজ্ঞাতকুলশীলে আবার আত্মীয়তা কোথায়? তবে তাহাতে পাত্র-পরিচয়ের ন্যায় মুখের আলাপ হয় মাত্র কিন্তু তাহাতে প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ কিরূপে হইবে? কাল্পনিক দ্রব্য কাঠপাথর মাটির সহিত চেতনের সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? পুতুল-খেলায় প্রকৃত ভালবাসা কৈ? কুমারীগণ পুতুল লইয়া খেলা করে, কত আদর যত্ন করে, কিন্তু বিবাহ হইলে সব দূরে ফেলিয়া দিয়া স্বামীর কাছে ছুটিয়া যায়। তাই বলি, অনিত্য বস্তুতে চিরস্থায়ী ভালবাসা হইতে পারে না বা হয় না, তাহাতে কেবল মিথ্যা কপট কামসম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেখানে আবাহন ও বিসর্জ্জন, সেখানে কামসম্বন্ধ ছাড়া—কামের তাড়না বা স্বেন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু যেখানে সেবার কথা, যেখানে নিত্যপূজ্য বস্তুকে হৃদয়ে নিত্য আসন দিয়া নিত্যকাল পূজা করিবার কথা সেখানে কামসিদ্ধির জন্য বা স্বার্থের জন্য আবাহন এবং কামনা পূর্ণ হইলে বিসর্জ্জনের কোন কথা নাই। কিন্তু দেবীর পূজায় বা দেবতাগণের পূজায় পূজার নামে কেবল খাটাইয়া লইবার চেষ্টা আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে মুখে প্রভু স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য অন্তরে অন্তর্নিহিত থাকায় সেখানে এইরূপ আবাহন বিসর্জ্জনের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। ভগবানের সেবকগণের হৃদয়ে কিন্তু এরূপ স্বার্থের কোন গন্ধ[illegible] না থাকায় তাঁহারা আবাহন-বিসর্জ্জনের কথা ভুলিয়া সতত পূজ্যের প্রীতির জন্য—শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের সুখের জন্য ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

ভগবৎসেবকগণের নিত্যপূজ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবপূজকগণের উপাস্য দেবতাগণের ন্যায় কল্পিত মূর্ত্তিবিশেষ নহেন, কামার কুম্ভকারের গড়া জিনিষ নহেন। তিনি গোলোকাবতীর্ণ নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাই বেদ বলেন, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ বিষ্ণুর যেই পরমপদকে ভক্তগণ সর্ব্বদা দিব্যলোকে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সন্দর্শন করেন। সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ অনিত্য বা কল্পিত নহে, কল্পিত হইলে ভক্তগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারিতেন না। এই বিষ্ণুপাদপদ্ম সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ বস্তু। দিব্যসূরিগণ দিব্যচক্ষে যে স্বতঃপ্রকাশ চিন্ময় পরমপদ নিয়ত দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা সেই বস্তুকে অবতারস্বরূপ অর্চ্চাবিগ্রহকে জগতে প্রকটিত করেন। সুতরাং সেই অর্চ্চাবিগ্রহ পরমপদ হইতে অভিন্ন, পরমপুরুষের অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রাকৃত জগতে বিরাজিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত—পূর্ণচেতনবস্তু। সুতরাং তাহা নিত্য; কাঠ পাথর মাটিকাদির বস্তু নহে। তবে তাহা অধোক্ষজ—ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর এবং সেবোন্মুখের নিকট—উপাসনাপ্রবৃত্তের নিকট স্বতঃপ্রকাশিত। সেই নিত্যবিগ্রহের আবাহন বিসর্জ্জন নাই সেই বিগ্রহ কাল্পনিক বা মিথ্যা নহে, পূজকের কোন প্রাকৃত কামনার দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয় না এবং কামনা পরিপূর্ণ হইলে তাঁহাকে ধ্বংসও করা যায় না। তাহা ভক্তের হৃদয়ের নিত্য ধন—ভালবাসার একমাত্র বিষয়।

ভক্তি আত্মার বৃত্তি। ভগবানে আত্মার স্বাভাবিক ও সহজ অনুরাগই শ্রেষ্ঠ জিনিষ। ভক্তিতে নিজের কামগন্ধের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র প্রকাশিত ও অপ্রকাশিতভাবে বর্ত্তমান সেখানে ভক্তির গন্ধমাত্রও নাই—সেখানে পূজার নামে কিছু আদায়ের চেষ্টা বা শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার কুচেষ্টা আছে মাত্র। ভগবৎসুখেচ্ছাই ভক্তি এবং প্রেম তাহার সুপক্ব ফল। গঙ্গার স্বাভাবিক গতি যেমন সাগরের দিকে, আত্মার গতিও সেইরূপ ভগবানের দিকে—ভগবানের দিকে সুখ হয় তাহার দিকে। কিন্তু যেখানে 'দেহি দেহি' রব সেখানে ভক্তির পরিবর্ত্তে—ভগবৎসুখের পরিবর্ত্তে কেবল নিজ কামচরিতার্থতার তাণ্ডব বিরাজমান। ভক্তগণের এইরূপ স্বার্থের 'দাও দাও' প্রার্থনা নাই, 'নাও নাও' প্রার্থনা তাঁহাদের হৃদয়ে সতত নিনাদিত হইতেছে। ভক্ত চায় বিকাইয়া দিতে, বিক্রীত পশু হইতে—সে কিছু দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কিছু নিতে চায় না, দেবপূজকগণের ন্যায় বেনিয়ার বৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, বণিক্ নহেন। তাঁহারা ধন, জন, দেহসুখ, বিদ্যা, সুন্দরী স্ত্রী, স্বর্গ বা মোক্ষসুখ কিছুই চান না, চান কেবল প্রভুর নিত্য পাদপদ্ম-সেবা। তাঁহাদের কপটতা নাই। বাহিরে সেবকের বেশ, পূজকের সজ্জা ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা আর ভিতরে বণিকের বেশ অথবা তস্করবৃত্তের মত সংহার-প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই।

শ্রীচণ্ডী, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই তিন গ্রন্থই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত গ্রন্থ। শ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত ও শ্রীগীতা মহাভারতের অন্তর্গত। শ্রীচণ্ডীর উপদেশও যুদ্ধক্ষেত্রের সময়ের উপদেশ এবং গীতার উপদেশও তাহাই। তবে শ্রীচণ্ডীতে সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের বা শক্তির মুখনিঃসৃত নিঃশ্রেয়সের উপদেশ নাই কিন্তু শ্রীগীতা ভগবৎ-মুখনিঃসৃতবাণী বলিয়া তাহাতে উপনিষদ্লক্ষণ বর্ত্তমান। শ্রীগীতায় প্রথম হইতে আত্মার কথা। দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল, আত্মাই নিত্য ও সনাতন বস্তু। সুরথনামা রাজ্যভ্রষ্ট ও সমাধি নামক বৈশ্য ধনলোলুপজনকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াও যখন রাজ্য ও পুত্রাদির চিন্তা করিতেছিলেন তখন তাঁহারা মেধসমুনির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন মুনি বলিলেন, বিষয়গোচরজ্ঞানে মানুষ এবং পশুপক্ষী উভয়েই তুল্য। মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষিগণ নিজেরা ক্ষুধাতে পীড়িত থাকিয়াও স্ব স্ব শাবককে চঞ্চুতে ধান্যকণাদি প্রদান করিতে কতই আগ্রহযুক্ত। হে রাজন্, মনুষ্যগণ নিজের পুত্রগণের প্রতি প্রত্যুপকারের অভিলাষী হইয়াই যে তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেছে ইহা কি দেখিতেছ না? মহামায়া জগৎপতির যোগনিদ্রা-স্বরূপা, তিনিই এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন। সেই মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তকেও আকর্ষণ পূর্ব্বক মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি প্রসন্না হইয়া বর দান করিলে মানুষের মুক্তি হইতে পারে, এই উপদেশে নিঃশ্রেয়সের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথায় সম্বন্ধকারণরূপ স্বরূপ উপলব্ধির কোন কথাই নহে। গীতোপনিষদে দুস্তরা মায়া হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

সুতরাং তাঁহার নিজস্বরূপে শরণাগতি ব্যতীত মায়া উত্তীর্ণ হইবার আর দ্বিতীয়

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

উপায় নাই। যাবতীয় ধর্ম ও আশ্রমধর্ম-রূপ অনাত্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর, ইহাই গীতায় চরমোপদেশ। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, মহামায়া দ্বার খুলিয়া না দিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না, তাঁহারা মহামায়ার মায়ায় মোহিত। কারণ সর্ব্বদা ভগবানের সম্মুখের কপাট অধিকতর বলবতী, মহামায়ার কপট কৃপায় জ্ঞানিগণও মোহিত। মনু, জৈমিনী বিভা-ণ্ডীক, পরাশর আদি ঋষিবর্গও দৈবী মায়ায় মোহিত, অন্যের কা কথা। এইজন্য ভগবানের সাক্ষাৎ উপদেশ এবং ভক্তিপরায়ণ সাধুর উপদেশই গ্রহণীয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যখন সমস্ত পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না তখন নারদের আদেশে সমাধিযোগে যে বেদের পরিপক্ক ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের সূত্র প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে দেখা যায় ভগবানের শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপের প্রাপ্তি ব্যতিরেকে বিজ্ঞান লাভ করিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেবতাগণের স্তুতিতে দেখা যায় তাঁহারা কেবল অভ্যুদয়-প্রয়াসী জড়ীয় ভোগলাভই তাঁহাদের কামনা, অতএব মহামায়া সেই কামনা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে আরও মোহিত করেন। শ্রীচণ্ডীতে দেবতাগণের বর-প্রার্থনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ মহাশয়ের নৃসিংহদেবের নিকট বরপ্রার্থনা তুলনা করিলে আকাশপাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। শ্রীগীতা ভুক্তি-মুক্তি-কামনাকে নিরাস করিয়া অব্যভিচারিণী শরণাগতি-লক্ষণা ভক্তিই জৈবধর্ম বা আত্মধর্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে বলিতেছেন—

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি
বীতশোকঃ।"

যখন জীবাত্মা পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত হয় একমাত্র তখনই বিগতশোক হইয়া মহিমা লাভ করে।

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥"

যিনি আত্মারাম হইয়াও চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য বা চিন্ময়ধামে ভগবানের নবনবায়মান সেবায় নিযুক্ত হ'ন তিনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেনোপনিষদে দেবরাজের প্রতি উমা-দেবীর বাক্যেও জানা যায়—'ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি' ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানেরই অধীন তত্ত্ব। সুতরাং সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীগীতার বাণী আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকাই কর্ত্তব্য।—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'

আমরা জানি সেবায় নিত্যানন্দ বিরাজমান। কিন্তু এক পূজার দিনে মুখে আনন্দের ঢোল বাজিলেও বাস্তবিক হৃদয়ে আনন্দ আছে কি? যদি আনন্দ থাকিত তাহা হইলে এই আনন্দের দিনে কেহ অর্থাভাবে, কেহ শারীরিক যন্ত্রণায় আবার কেহ বা মনঃকষ্টে ক্লিষ্ট হইতেছে কেন? এই পূজকগণের শতকরা প্রায় শতজনই উপরে হাসি দিয়ে মলিনতা বা গ্লানি আবরণের চেষ্টা করিতেছে কেন? পূজকগণ নিজ নিজ অন্তঃকরণ চিন্তা করিলে এই গুরুবাণীর কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন মনে হয়। তাই বলি, ইহা পূজা নহে, পূজার নামে ছলনা, দুঃখাবরণের বা দুঃখ নিবারণের একটা চেষ্টা, দুঃখময় হৃদয়ে আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত করিবার একটা প্রয়াস। সুতরাং এই পূজার কালে—এই পূজার দিনে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত না হইয়া পূজা অর্থাৎ ভগবৎসুখের জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে কি? পূজার দিনে ভগবৎ-পূজা না করিয়া স্ত্রী-পূজা, পুত্রপূজা, পতিপূজা এবং বন্ধু-রিপু-পূজার আয়োজন করা উচিত কি? সুতরাং আসুন, আজ আমরা পূজার দিনে পূজা ছাড়া আর কিছু করিব না—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, যাঁহার পূজার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়াছি সেই দেবী যাঁহার দাসী এবং দেবীপতি মহেশ্বর যাঁহার দাস সেই সর্ব্বপূজ্যপূজ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের উপাসনা করিবার জন্য কৃষ্ণসেবাধিকারদাতা কৃষ্ণার্পিত ভক্তজনের সেবার জন্য চেষ্টিত হই। তাহা হইলে আমাদের পূজার সার্থকতা হইবে, পূজা ও সেবার কৌশল উপলব্ধ হইবে এবং পূজার প্রকৃতার্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হইবে।

শ্রীজন্মাষ্টমী

(২)

অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসরাজ্যের ছায়ারূপ এই প্রাকৃত বিকারময় জগৎ। চিজ্জগতে নির্দ্দোষ নির্বিকার ক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য এই জড়জগতের ক্রিয়াতে আছে। ছায়াতে যাহা বিপরীত ও হেয়, স্বরূপে তাহা বাস্তব ও উপাদেয়। মাধুর্য্যময়ী লীলার উপাসকগণের ভাবাসক্তির জন্য যোগমায়া 'স্বয়ংজন্ম'-লীলার সংস্কার শুদ্ধোপাসকের চিত্তে বিভাবিত করিয়াছেন। নতুবা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সাধনাসিদ্ধগণের তত্তৎ ভাবের গাঢ়ত্ব সিদ্ধ হয় না।

"তাসাং তে গাঢ়সংস্কারৈস্তচ্চেষ্টে ভাবঃ স কথ্যতে"

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫.৭৯)

মাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত ভাবই অচিন্ত্য। অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ, সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুগ্ধ প্রভৃতি অসংখ্য বিরুদ্ধ-ভাবের সামঞ্জস্য ভগবত্তত্ত্বে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। স্বয়ংজন্মতত্ত্বও অপ্রাকৃত নির্বিকারাদি হইয়া প্রাকৃতবৎ, সবিকারবৎ প্রতীতির সমাধান হইয়া রহিয়াছে।

ঠাকুর বলেন,—সুকৃত-বলে সাধুসঙ্গে ভজন-প্রক্রিয়াদ্বারা যে সংস্কার হইতেছে, তদ্দ্বারা বিকৃত সংস্কার দূর হইলে প্রকৃত সংস্কার উদয় হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয় ততই অচিন্ত্যতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়। তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বলা যায়।

(জৈবধর্ম্ম ২৮ অধ্যায়)

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।" (ভাঃ ৩।২।১২)

এই শ্লোকে লীলামাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অনুবাদে তাহা আরও আস্বাদনীয় হইয়াছে।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
এই লীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
সেইরূপ রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১ ও ১০৩)

"অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর নটবর।" (ঐ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) যোগমায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। তিনি সেই 'গোপনীয় স্বরূপ' নিত্যলীলা হইতে, ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে স্বয়ংজন্মরূপে প্রকট করিলেন। এই মাধুর্য্যময়ী লীলায় কৃষ্ণ-স্বরূপের সংস্কার 'নরবপু' 'গোপবেশ' 'বেণুকর' ইত্যাদি। সংস্কারের গাঢ়তাই সিদ্ধি। সংস্কারের আরম্ভ—এই "লীলৌপয়িকং" স্বয়ংজন্মে। তাহার নরজন্মের সহিত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্যই পরমোপযোগী। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত ভাগবতীয় পদ্যের টীকায় বলিতেছেন—

"মনুষ্যচেষ্টিতচ্ছন্নাঃ পারমৈশ্বর্য্যগর্ভা লীলাঃ।
অভ্রকাচচ্ছন্নমুকুরবৎ অতিচারুতাঃ"॥

মনুষ্যভাব-চেষ্টাদ্বারা আবৃত পারমৈশ্বর্য্য-গর্ভলীলা কাচাবৃত চিত্রের ন্যায় নিশ্চয়ই অতিমনোহরা। ইহাই লীলার মাধুর্য্য। অন্যত্র "ঐশ্বর্য্যসম্পুটিতং বস্তু মাধুর্য্যমতিচারু, দর্পণ পিহিত 'চিত্রবৎ'। মাধুর্য্য সংযুক্তৈশ্বর্য্যকান্তি-সুখকরং,—রজঃপারদলিপ্তাধারক-দর্পণবৎ"—

(লঘু ভাগবতামৃত)

অর্থাৎ অভ্রকাচাবৃত চিত্রের মত ঐশ্বর্য্য সম্পুটিত মাধুর্য্য অতিমনোহর এবং রজঃ-পারদলিপ্ত আধারযুক্ত দর্পণের মত মাধুর্য্যসংযুক্ত ঐশ্বর্য্যও অতিশয় সুখকর। মাধুর্য্যের নিরুক্তি এইরূপ—

"পরমৈশ্বর্য্যং প্রকাশে চাপ্রকাশে চ
নরলীলানতিক্রমণ্—মাধুর্য্যম্।"

(সিদ্ধান্তরত্ন ২।১)

পারমৈশ্বর্য্যের প্রকাশে কিম্বা অপ্রকাশে যে লীলা নরভাবচেষ্টাকে অতিক্রম করে না তাহাই মাধুর্য্যলীলা।

এই মাধুর্য্যময়ী স্বয়ংজন্মলীলাতেও পারমৈশ্বর্য্যের প্রকাশেও নরলীলাকে অতিক্রম করেন নাই। বিপ্রলম্ভরস-সংযোগে ঐ পিহিত ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হয়। রাসে ব্রজ-ললনাললামভূতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরিহাসে কৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরহাতুরা গোপীগণ সঙ্গীতপ্রিয় প্রিয়তমকে আকর্ষণ করিবার জন্য যে গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত আছে।

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।"

(ভাঃ ১০।৩১।১)

অর্থাৎ হে দয়িত, আপনার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমণ্ডল পরম ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার কারণ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী এই স্থানে নিরন্তর বাস করিতেছেন।

স্বয়ংজন্মের সহিত এই ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে নরলীলাকে অতিক্রম করেন নাই। যোগৈশ্বর্য্য-শক্তিও কৃষ্ণাবির্ভাবের কিয়ৎকাল পরেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যাধিপতি শ্রীবাসুদেবও নন্দনন্দনে ঐ সময়েই প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বয়ংজন্ম-মাধুর্য্যের ইহাই পারমৈশ্বর্য্য-প্রকাশ। শ্রীনন্দনন্দন অনাদি-কাল হইতে শ্রীযশোদাদেবীর নিত্য পুত্ররূপে নিত্যধামে বিরাজিত থাকিয়া, লীলা-প্রকট-কালে শ্রীযশোদা-মাতাকেই দ্বার করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হ'য়েন। স্বয়ং বসুদেব শ্রীনন্দ মহারাজ হইতে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা যশোদা-দেবীর গর্ভে প্রকট হইয়া, তাঁহার শুদ্ধ-বাৎসল্যামৃতধারা লাল্যমান হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে স্ববৃদ্ধি আবিষ্কারের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মাতার বাৎসল্যসিন্ধু প্রবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে মহানিশায় যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন অতীব রমণীয় কাল উপস্থিত হইল, নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র সমাগত হইল, সর্ব্ব দিক্, দেশ, কাল শুভলক্ষণে ভূষিত হইল, মেঘমণ্ডল মন্দমধুর গর্জ্জন করিতে লাগিল, তখন কৃষ্ণ পূর্ব্বদিকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় সচ্চিদানন্দ-রূপিণী শ্রীযশোদাদেবীর বিশুদ্ধসত্ত্বগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন।

"নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদা-গর্ভসম্ভবঃ"

(আদিপুরাণ-বৃঃ লঘু ভাঃ)

ঠিক সেই শুভমুহূর্ত্তেই কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবাসুদেবও দেবকী-দেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি
তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥"

(হরিবংশে বিঃ ৪।১১)

(ক্রমশঃ)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎপণ্ডিত দাসাধিকারী।

(৫)

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশবর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবনমালীদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রমনাবাজার, পোঃ মৈমনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোতা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহংসেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন শ্রোত্রী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারী, পোঃ কোডোল, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কভিবাড় সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসরল ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

পঙ্কাজভিলা, দ র্জ্জিলিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যভাগবত
বহু আদর্শে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধান
ভিক্ষা ৩৸০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই আশ্বিন, ১৩৪২. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ শনিবার [১৭৮ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

নরহত্যার ফলে নদীয়ার এক ব্যক্তির দ্বীপান্তর

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ এস, কে গুপ্ত জুরীদের সহিত একমত হইয়া কুষ্টিয়া মহকুমার পোটোকান্দীর সুধন্য প্রামাণিককে ভারতীয় দণ্ড আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে হত্যার দায়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী কৃষ্ণজীবন জেড়ামারা মিস্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিতে চায় এবং এই সম্পর্কে কৃষ্ণজীবনের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করে। কিন্তু গত বৈশাখ মাসে অপর এক জনের সহিত বালিকার বিবাহ হয়। ইহার প্রায় এক মাস পরে আসামী এক দিন মিস্ত্রীর বাড়ীতে যায় এবং রাত্রিতে থাকিবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করে। গভীর রাত্রে মিস্ত্রীর পত্নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে দেখিতে পায়, আসামী কৃষ্ণজীবনকে একখানি দা' দ্বারা আক্রমণ করিতেছে। আসামী পরে কৃষ্ণজীবনের পত্নীকেও আক্রমণ করে; গোলযোগ শুনিয়া যে সমস্ত গ্রামবাসী তথায় আসিয়াছিল তাহাদের অনেকেও আহত হয়। আঘাতের ফলে কৃষ্ণজীবন মিস্ত্রী ও অপর একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু ঘটে। এই ব্যাপারের পর আসামী পলায়ন করে। পশুপতিদাস নামক এক যুবক তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

যুবকের আত্মহত্যা

গত ৫ই আশ্বিন রাত্রে ১০টা ১৫ মিনিটের সময় গাইবান্ধা ডাউন হোম এণ্ড আউট সিগনালের মাঝখানে ফুলছড়ির আলীকুমার চৌধুরী নামক এক যুবক চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের সম্মুখে লাফাইয়া পড়ে, ফলে তাহার ২টি পা একেবারেই কাটিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান হয় কিন্তু পরের রাত্রেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, মৃত্যুকালে যুবকটী বলিয়াছে যে, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এজন্য অপর কেহ দায়ী নহে।

গ্রেপ্তার

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, আল্লাদাদপুরের গণ ওস্তাদ ওরফে আবদুল গণি নামক এক ব্যক্তি গত ১৯৩৫ সাল হইতে ফেরার ছিল। বেগমগঞ্জ পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, নোয়াখালীর একজন খ্যাতনামা মোক্তারের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্র আইস ওরফে রাখাল আচের্যের হত্যার ঠিক পরেই উক্ত লোকটি নিখোঁজ হয়। তাহাকে পুলিশ পাহারায় নোয়াখালীতে আনা হইয়াছে। সে এখন হাজতে আছে।

বলপূর্ব্বক স্বপত্নীকে আনয়নের চেষ্টা

কাণপুর হইতে প্রকাশ, এটাবা জিলার পণ্ডিত বন্দীলাল নামক এক ব্যক্তি কাণপুর জিলার মঙ্গলপুর থানার এক গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক আনিতে গিয়া পর চরজন লোকের সহিত ধৃত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তাহার বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইত না বলিয়া সে তাহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক আনিবার জন্য ১৪।১৫ জন লোকসহ শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়, তথায় উভয় পক্ষে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া বন্দীলাল ও তাহার দলের ছয়জন লোককে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫১।২৪৭ ধারা অনুযায়ী মামলা দেওয়া হইয়াছে।

বিজয় স্মৃতি-বার্ষিকী

গত ৪ঠা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টায় ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজিয়েট স্কুলগৃহে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সভা ও বিজয় চতুষ্পাঠীর উদ্যোগে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় বিজয় রত্ন সেন মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিক উপলক্ষে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১০০০০৲ চেক জালের অভিযোগ

১০ হাজার টাকার চেক সম্পর্কে জালিয়াতী, জাল দলিল খাটি বলিয়া ব্যবহার চুরি এবং প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সচ্চিদানন্দ দীক্ষিত ও বেচুনারায়ণ কাহারকে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ, প্রথম আসামী মেসার্স জীবন লাল এণ্ড কোংর প্রতিনিধি বলিয়া ১০ হাজার টাকার একখানা বেয়ারার চেক ভাঙ্গাইবার জন্য ন্যাশন্যাল সিটী ব্যাঙ্কে উপস্থিত করে। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের সন্দেহ হওয়ায় উক্ত ফার্ম্মের নিকট ফোন করে এবং জানিতে পারে ঐ কোম্পানী কোন চেক দেয় নাই। প্রথম আসামীকে তৎক্ষণাৎ পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। দ্বিতীয় আসামী মেসার্স জীবন লাল এণ্ড কোংর দারোয়ান। তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, দারোয়ান চেক বহি হইতে চেক চুরি করে এবং কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ পাঠকের স্বাক্ষর জাল করে। উভয় আসামী হাজতে আছে। শুনানী স্থগিত আছে।

সভায় সভাপতি মহাশয়ের সুদীর্ঘ অভিভাষণের পর রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সভার সভাপতি শ্রীযুত যদুনাথ গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ বাচস্পতি, ডাক্তার শ্রীযুত নলিনীভূষণ ব্রহ্ম এম এ পি এইচ, ডি, কবিরাজ শিবনাথ সেন ও কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন প্রভৃতি স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের গুণাবলী ও কীর্ত্তি-কলাপ অতীব হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভা অনেক রাত্রে ভঙ্গ হয়।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নে-বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখ করা গেল। রায়বাহাদুর শ্রীযুত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত কিরণ চন্দ্র দত্ত, ডাঃ ডি, পি, ঘোষ, ডাঃ নলিনীভূষণ ব্রহ্ম এম, এ পিএইচ, ডি, কবিরাজ শ্রীযুত যদুনাথ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুত শিবনাথ সেন এম, বি, রায়বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র সেন, বিশুদ্ধানন্দ সাড়োয়ারী, হাসপাতালের সেক্রেটারী শ্রীযুত রঘুপ্রসাদ সরূপ, শ্রীযুত বৈদ্যনাথ রুইয়া, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, ডাঃ এইচ, ডি ব্যানার্জ্জী, ডাঃ জয়গোপাল মজুমদার শ্রীযুত সতীচরণ রায় কবিরাজ, শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন রায় কবিরাজ শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র সেন, কবিরাজ জ্যোতিষ চন্দ্র সেন, কবিরাজ মণীন্দ্রলাল দাস এম, এ. এম বি. কবিরাজ শ্রীযুত কালীভূষণ সেন, কবিরাজ শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস এ, এম, বি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীযুত বগলাচরণ মজুমদার কবিরাজ অখিল চন্দ্র সেন প্রভৃতি।

চেরাপুঞ্জিতে মোটর দুর্ঘটনা

শিলং হইতে প্রকাশ, চেরাপুঞ্জিতে এক গুরুতর মোটর দুর্ঘটনার ফলে [illegible] ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৸০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১— ৬,	১৪— •	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

রবিবার অতিরিক্ত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫১	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪৩	১৫-৪৩	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৮	১০-৬	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	১০৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹	
৪র্থ খণ্ড—৸৹	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।৹
১৮। বাদল-আলবর্	।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶৹
২২। ভজন-রহস্য	॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
২৭। বৃত্তিমালিকা অপসোহংঃ সানুবাদ	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ	।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীপ-নির্দেশন	৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
৩৫। গীতমালা	৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।৹
৪০। শরণাগতি	৴৹
৪১। গীতাবলী	৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১।৹
৪৩। সাধনকণ	৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক	৴৹
৪৬। অর্চ্চনকণ	৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১৹
৪৯। আত্মবিকাশ	৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)	।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৬০। সংখ্যাবাণী	৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	॥৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিরঃ	।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচঃ	৴৹
৬৬। সারাংশদর্শনম্	

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	॥৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	॥৹
৬৯। নামভজন	
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি	॥৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম	।৹
৭৪। শোলাট গৌড়ীয়মঠ ইন ডুইং	৶৹
৭৫। দি ভাগবত	।৹
৭৬। থরোটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপলায়েড ডিকোশন	।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	১৹
৮০। সাধন-পথ	।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১৹
৮২। গীতাবলী	৴৹
৮৩। শরণাগতি	৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	৴৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ।

১০ম বর্ষ | ১৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ১৭৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কটকবাসিগণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া তৎপর দিবস বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় কটক ষ্টেশনে পৌঁছেন। ঐ দিবস প্রাতেই পুরী এক্স্প্রেসে স্বামীজীর তথায় পৌঁছিবার কথা ছিল; কিন্তু হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিকদার ও সংস্কৃতের অধ্যাপক প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহে হরিকথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীকে তথায় কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাই পুরী এক্স্প্রেস ধরিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তারযোগে সংবাদ পাইয়া কটকের নাগরিকগণ স্বামীজীকে বেলা দেড় ঘটিকার সময়ই কটক ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

ঐ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময় কটক টাউন-হলে নাগরিকগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জনগণের অধিকাংশ ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজকে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের জাপান-নিবাসীকে দেখিবার জন্য এবং স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটা সাড়া দেখা গিয়াছিল। টাউন-হল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সভান্তে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে যাইয়া স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়াছেন।

ঐ সভায় শ্রীপাদ বন মহারাজ "পারমার্থিক ভারতের বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা এত চিত্তাকর্ষিণী হইয়াছিল যে, সভায় সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী তাঁহার ইউরোপের প্রচার-অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধেও কিছু বলিয়াছেন। রসবিচারে দিব্যাষ্টসূত্রের চিন্তাস্রোত অপেক্ষা ভারতের বাস্তবসত্যের বাণীর উৎকর্ষ কোন্ কোন্ বিষয়ে, তাহা তুলনামূলক বিচারে প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের প্রদর্শিত বার্ষভানবীদেবীর বিপ্রলম্ভ-ভাবে সেবাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা স্বামীজী অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। জাপান-দেশীয় নিবাসীর শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ কটকে যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া জনসাধারণ প্রথমতঃ একটু হতাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। ভারতের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ-সংরক্ষণকারী এইসকল বাণী যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক ইউরোপে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচার হয়, তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠই বস্তুতঃপক্ষে সত্যাভিমানী পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণের নিকট ভারতের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অধ্যাপকগণ পরদিবস র‍্যাভেন্‌শ কলেজে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে শ্রীপাদ বন মহারাজকে সেইদিনই পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসার মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রেঙ্গুনের নানা-স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট শিক্ষাষ্টকবাণী-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ হরিকথা শ্রবণের জন্য তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অবিস্তাহরণ নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রগণ নাটমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমস্বরে গুরুবন্দনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়; অনন্তর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে সুকোমলমতি ছাত্রগণকে বহু উপদেশপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ মনোযোগ সহকারে স্বামীজীর সদুপদেশপূর্ণ চিত্তাকর্ষী পাঠ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

বন্যার জলবৃদ্ধি

বন্যার জল হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় যাত্রিগণের মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। নৌকা শ্রীচৈতন্যমঠের 'গেটে' আসিতেছে। এই সুযোগ পাইয়া বহু যাত্রী শ্রীধামে আগমন করিতেছেন।

RECEPTION TO SWAMI BON

DARJEELING, SEPT 22.

Several hundred people gathered at the Nripendra Narayan Hindu Public Hall yesterday evening when a public reception was given to Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj of the Gaudiya Mission, the Maharaj Kumar of Burdwan presiding.

Addressing the gathering, which included some European ladies, the Swamiji gave an account of the Mission's success in western countries where several branches of the mission had been established by the Swamiji for the propagation of Hindu culture, particularly the ideals of Hindu philosophy.

Pandit Atul Chandra Banerjee, Secretary, Sri Vishwa Vaishnaba Raj Shava also spoke on Hindu culture and religion and paid compliments to the Burdwan Raj family for their traditional sympathy with the preachers of Hindu religion.

Thanking the Reception Committee for electing him to the chair, the Maharaj Kumar assured the audiance that he would try his best to live up to the high traditions of the family to which he belonged.

On Friday a branch of the Gaudiya Mission was opened by the Swamiji at "Augustha villa". He left for Cuttack this afternoon.—(Amritabazar, 24th Sept.)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ পদ্মনাভ, অব্দঃ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

সাধুসঙ্গ

সাধুর সঙ্গীও সাধু। অসাধু কখনও সাধুর সঙ্গ লাভ করিতে পারে না। সাধু যে স্থানে বাস করেন, অসাধু সেখানে যাবে কিরূপে? অসাধু তাহার কল্পনাজ্ঞ, জ্ঞানাপন্ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াভিলাষ লইয়া প্রমত্ত। এই সব উপাধিকৃত্তি লইয়া নিরুপাধিক সাধুর সামীপ্য লাভ অসম্ভব। যাহারা বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার পুতুলখেলায় মশগুল্ তাহাদের সহিত নিষ্কিঞ্চন সেবাবিভোর সাধুর কোনও কথা নাই। তিনি তাঁহার সজাতীয় সেবকের সাহচর্যে তাঁহার সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করেন। সাধু সাধুদ্বারাই থাকেন—অসাধুর সেখানে [illegible]

আর অসাধু হইয়াও সাধুর সঙ্গ করিতে চাই—কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে। সমকালীন ব্যক্তির সহিতই সমকালীন ব্যক্তির সঙ্গ সম্ভব। আমার যেরূপ চিত্তবৃত্তি আমার সঙ্গও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমার যোগ্যতা ও অধিকারানুযায়ী আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উদয় হয়। আমি যতই উন্নত সাধুসঙ্গে থাকিতে চাই না কেন, আমার চিত্তবৃত্তি আমাকে সেখানে থাকিতে দিবে না [illegible] পলাইয়া আনিবে। আমার নিজের অসাধুতাই আমাকে সাধুদর্শনে বঞ্চিত করিবে। সাধু নিকটে উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আর নিজের অযোগ্যতার দৃষ্টিদ্বারা সাধুকেও আমারই মত অসাধু দেখিব। যে যেরূপ অধিকারী, তাহার সেরূপ দর্শনই লাভ হইয়া থাকে। আমি যতদিন অনর্থগ্রস্ত ও চঞ্চল থাকিব ততদিন সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ হইবে না। আমার অনর্থ আমাকে মায়ার সংসারেই আবদ্ধ রাখিবে।

সাধু কৃপণ নয়। তিনি নিজে সেবক এবং জীবের সেবাধর্মের উদ্বোধক। তিনি কৃপণ নহেন—উদার। অজ্ঞজীবের চক্ষু খুলিয়া দেওয়া তাঁহার কাজ। অযোগ্যকে যোগ্য করা, পরমার্থে দীনজনকে প্রেমধনে ধনী করা, পতিতকে উত্তোলন করা তাঁহার স্বভাব। যে সঙ্গ চাহে না তাহাকেও আলিঙ্গন করিতে তিনি ছুটিয়া যান। তিনি যাহাকে দর্শন দিবেন সে আর বঞ্চিত থাকিবে কিরূপে? যাহার ভাগ্যে সাধুর এই অহৈতুকী কৃপা লাভ হইয়াছে, তাহার সাধুদর্শনে আর কোনও বাধা নাই। সাধু যাহাকে কৃপা করেন নিজের নিকট টানিয়া লয়েন তাহার সকল অযোগ্যতা ঘুচিয়া যায়। তাহার সকল অনর্থ দূর করিয়া তিনি তাহাকে মুক্ত-সঙ্গ করিয়া সেবাধিকার দেন। তাহার অসাধুতা ঘুচাইয়া তাহাকে সাধু করিয়া তোলেন। সাধু অসাধুকে সঙ্গদান করিতে পারেন—কিন্তু অসাধু নিজে সাধুর সঙ্গলাভ করিতে পারে না।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব

[গৌড়ীয়-সম্পাদকের এই বক্তৃতাটী গত ভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিতে রেডিওযোগে প্রচারিত হইয়াছিল]

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

বর্ত্তমান যুগে আপনারা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত শুদ্ধ নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের যে এত বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বজয়ী আন্দোলন দেখ্ছেন ও শুন্ছেন, তা'র মূলে যে মহাপুরুষের শক্তিসঞ্চার ও প্রেরণা র'য়েছে আজ তাঁরই আবির্ভাব-তিথি। এই মহাপুরুষের নাম—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর—নবদ্বীপ হ'তে প্রায় দশক্রোশ দূরে উলা বা বীরনগর পল্লীতে এই মহাপুরুষ বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র বা ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি রবিবার প্রাতঃকালে আবির্ভূত হন। ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের প্রতিষ্ঠা সব দিক্ থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। ভক্তিবিনোদের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ রাজা কৃষ্ণানন্দের সভায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে পদার্পণ ক'রে কৃষ্ণানন্দকে কৃপা ক'রেছিলেন। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর যে তিনটি গ্রাম নিয়ে প্রাচীন কল্‌কাতা সহর স্থাপিত হ'য়েছিল সেই গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন ক'রেছিলেন রাজা কৃষ্ণানন্দের তৃতীয় অধস্তন গোবিন্দশরণ। গোবিন্দশরণের পৌত্র রামচন্দ্রের সময় ইংরাজগণ গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রকে সুতানুটির অন্তর্গত হাটখোলা প্রদান ক'রেছিলেন। রামচন্দ্রের পৌত্র মদনমোহন ইংরাজদের নিকট কল্‌কাতার 'ব্ল্যাক মার্চেন্ট' ব'লে পরিচিত ছিলেন। মদনমোহনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রবাদের মত প্রচারিত ছিল। কল্‌কাতার অনেক বড়লোক মদনমোহনের অনুগ্রহেই সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন হ'য়েছিলেন এবং তাঁ'র সুপারিশে [illegible] অধীনে অনেক উচ্চপদ পেয়েছিলেন। মদনমোহন চন্দ্রনাথতীর্থে ও গয়ার প্রেতশিলায় যাত্রিগণের পাহাড়ে উঠিবার সুবিধার জন্য অনেক টাকা ব্যয় ক'রে সিঁড়ি নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। চন্দ্রনাথ ও গয়ায় গেলে এখনও তাঁ'র সেই কীর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায়, মদনমোহন কল্‌কাতার হেদুয়া পুষ্করিণীটিকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য কল্‌কাতার কর্পোরেশনকে দান করেন এবং সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কল্‌কাতার দক্ষিণে কতকগুলি পুকুর খনন ক'রে দেন। মদনমোহনের প্রপৌত্র—ধর্ম্মনিষ্ঠ সুপুরুষ আনন্দচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী—পূজনীয়া জগন্মোহিনী। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন সরলা। এই আনন্দচন্দ্র ও জগন্মোহিনীর তৃতীয় পুত্রই ছিলেন কেদারনাথ। কেদারনাথই পরবর্ত্তিকালে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদঠাকুর নামে শুদ্ধভক্তসমাজে পরিচিত হ'য়েছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র মাতামহের বাসস্থান উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী উলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে-সময়ে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সে সময়ের বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা গৌরাঙ্গের আবির্ভাবকালের মতই খুব বহির্ম্মুখ ছিল। লোকে পুতুলের বে', কুকুর-বিড়ালের বে' ও ছেলেপিলের বে'তে অজস্র টাকা খরচ ক'রত, কোথায়ও পরমার্থের নামগন্ধও ছিল না। ভূতাবিষ্টি, বশীকরণ, পঞ্চপক্ষিসাধন, পঞ্চদেবাবাহন, হাতী ও মহিষের লড়াই, ভেড়া ও বাইনাচ, কবিওয়ালাদের বাগ্‌যুদ্ধ, গ্রামদেবতার পূজায় পশুবলি, মদ্যপান, বাজে গল্পগুজবে সময়ক্ষেপ, ব্যবহারকর্তার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ভোগচেষ্টাগুলি সমাজের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ ছিল। আবার অন্যদিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া প্রভৃতি মতবাদ মহাপ্রভুর দোহাই দিয়ে শুদ্ধ, নিত্য, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট দুর্নৈতিক ও অশিক্ষিত নীচজাতির ধর্ম্ম ব'লে প্রতিপন্ন ক'রেছিল। কোথায়ও স্মার্ত্তধর্ম্মের অনুকরণে [illegible] হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল উপজীবিকার সামগ্রী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা, এমন কি, শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে লোকের বিকৃত ধারণা ও উদাসীনতা সর্ব্বব্যাপকতা লাভ ক'রেছিল। বাঙ্গালার কি এক অজ্ঞাত অসামান্য ভাগ্যে যে গোলোকের ঠাকুর ভূলোকে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, সেই গৌরাঙ্গের প্রকৃত কথা লোকে জানত না। গোস্বামিগণ কত অমূল্য গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন—যা' এক একটি কৌস্তুভমণিহার; কিন্তু তা'র প্রচার ছিল না; বটতলায় ছাপানো কএকখানা পুঁথির অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ সংস্করণমাত্র দেখতে পাওয়া যেত। তখন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাঙ্গালার এই দুইখানি আদি ও অমূল্য সাহিত্যসম্পদও খুঁজে পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। যাঁদের ঘরে পুরাতন পুঁথি ছিল, তাঁ'দের অধিকাংশই সেই পুঁথিগুলিকে পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি মনে ক'রে চিরদিনের জন্য পেটিকার মধ্যে এরূপভাবে সমাহিত ক'রে রাখতেন যে, শেষে পোকায় কাটা কতকগুলি জীর্ণ খণ্ডছাড়া আর কোন অস্তিত্বই পাওয়া যেত না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উলাগ্রামে তান্ত্রিক সাধনায় অনেক দৃশ্য অতি বাল্যকাল হ'তেই দেখেছিলেন। উলাগ্রামে কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলেচাঁদ মহাদেব বারুইর ঘরে প্রাদুর্ভূত হ'য়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই ভক্তিবিনোদের নিকট নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ঘরোয়া গুপ্ত খবর এসে পৌঁছেছিল।

অতি বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের সাহিত্যে সহজ প্রতিভা ছিল। ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্র, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি। ঠাকুরের সাহিত্যপ্রতিভা হিন্দুকলেজের সমসাময়িক কেশবচন্দ্র সেনকে বিশেষ আকৃষ্ট ক'রেছিল। মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ভক্তিবিনোদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। যাবতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ঠাকুর বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা ক'রেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণই ঠাকুরের এইসকল বিষয় আলোচনা হ'ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভক্তিবিনোদের বিচারে মুগ্ধ হ'য়ে কেশববাবুর 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী'তে ঠাকুরকে দিয়ে পাশ্চাত্যদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক বক্তৃতা করিয়েছিলেন। মনীষী কালীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদিত প্রসিদ্ধ "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" পত্রিকায় ভক্তিবিনোদ পূর্ব্বথেকেই ইংরেজীতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহী বিদ্রোহের ধূমকেতু ভারতের রাজনৈতিক-গগন বিকম্পিত ও সামাজিকগণের হৃদয়ে প্রতিক্ষণই আতঙ্কের ভূমিকম্প উৎপাদন ক'রছিল, সেই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রায় ১৯।২০ বছরের যুবক। কিন্তু সেরূপ সঙ্কীন সময়েও সাহিত্যসেবী ঠাকুর নানাদেশ পর্য্যটনে বেড়িয়েছিলেন এবং ১৮৫৮ সালের গ্রীষ্মকালে জগন্নাথ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে হাঁটাপথে পুরীতে এসেছিলেন। তখন কল্‌কাতা হ'তে পুরীর রেলপথ খোলা হয় নাই। প্রায় এই সময় তিনি 'শ্রীচৈতন্যগীতা' ও 'মহস্ অব উড়িষ্যা' বই লেখেন। সার্ উইলিয়ম্ হাণ্টার তাঁ'র 'উড়িষ্যা' পুস্তকে ঠাকুরের ঐ গ্রন্থের বিবরণ উদ্ধার ক'রেছেন। ঠাকুর ভক্তিহীন সাহিত্য বা আচারহীন বাগাড়ম্বর কিম্বা 'মতাবাং বৈষ্ণবো মতঃ'

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

নীতিকে কোনও দিনই আদর করেন নাই। মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত হ'য়েছিলেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ও বন্ধুরূপে নানাভাবে ঠাকুরকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি রুচিবিশিষ্ট করবার চেষ্টা ক'রলেও ঠাকুর সত্যবিচারে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বিগণের আবেষ্টনের মধ্যে বাল্যকাল হ'তে প্রতিপালিত হ'য়েছেন বা যে ধর্ম্মপুরুষগণের পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর ছাত্রজীবন ও আপাতঃপ্রতীয়মান কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত হ'য়েছে তাতে তিনি অভিভূত না হ'য়ে বাস্তব-সত্যের বিচার ক'রেছিলেন। তিনি চেতনের যা নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম সেই ভক্তিধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস সেই সেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক ব্যক্তিগণের বিচার অনুসরণ ক'রে আলোচনা ক'রেছিলেন এবং সেই আলোচনার ফল তিনি অভিজ্ঞের কথায় ব'লেছেন—"একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রকৃত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম; কেননা তা' প্রত্যেক চেতনের নিত্যস্বভাব। অন্যান্য ধর্ম্ম সেই নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মেরই সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে আদরণীয় ও বিকৃতিস্থলে দূর হইতে প্রণম্য।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর 'প্রেমপ্রদীপ' নামক একখানি ধর্ম্মমূলক উপন্যাস গ্রন্থে তদানীন্তন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মের সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা ক'রেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আজীবন নিজের আদর্শ দেখিয়ে দুর্নীতি ও দুঃসঙ্গ হ'তে সকলকে দূরে থাকবার উপদেশ দিতেন। মনে ও মুখে, আচারে ও প্রচারে সর্ব্বতোভাবে ঐক্য রক্ষা করাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ব'লতেন,—"যা'র জীবন সুনীতিদ্বারা পরিচালিত নয়, তাকে মানুষই বলা যে'তে পারে না, বৈষ্ণব ত' বহু দূরের কথা।" তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শজীবন ভিতরে ও বাহিরে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল। তিনি কখনও পান, সুপারী, তামাক, সিগারেট, চা, কিংবা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন নাই; তিনি ব'লতেন ঐ সকল জিনিষ কখনও সুনিয়মিত মানবজীবনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তু হ'তে পারে না। যারা ঐসকল জিনিষে যতটা বেশী আসক্ত, তা'দের ভগবানে আসক্তি ততটা কম। [illegible] জীবনে কোনদিন কা'রও নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণী ছিলেন না বা উৎকোচ গ্রহণ ক'রে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন কিংবা কোন পাপ বা অপরাধের প্রশ্রয় প্রদান স্বপ্নেও করেন নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, তিনি নিরীশ্বর-নীতি বা ঈশ্বর-সেবাশূন্যনীতি মাদকদ্রব্যনিবারণী চেষ্টা বা অহিংসানীতির প্রচারক ছিলেন না। সে সকল চেষ্টাও যে বিষয়ভোগেরই প্রচ্ছন্ন রূপ, তা' তিনি তাঁর অধ্যাপক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গে নির্ভীকভাবে ব'লেছিলেন। তিনি যখন পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পর্য্যবেক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বৈষ্ণবনামধারী এবং তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অর্থলোলুপ একদল লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত এক সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সে-বিষয়ে সহায়তা ক'রবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই নানাপ্রকার লোকগঞ্জনা ও অত্যাচার সহ্য ক'রেও এই ভক্তিবিরোধী চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন।

ভক্তিবিনোদের জীবনচরিত এক অপূর্ব্ব বিরাট্ ব্যাপার। কএক মিনিটে সেকথা বলা অসম্ভব। ঠাকুর পরমার্থের মর্য্যাদাহানি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে যখন 'ভক্তিমণ্ডপ' প্রতিষ্ঠা ক'রে হরিকথার নিত্য আলোচনা ক'রতেন, তখন তদানীন্তন পুরীর মাননীয় মহারাজের দ্বারা অজ্ঞাতসারে ভক্তিমণ্ডপের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হওয়ায় মাননীয় মহারাজ ভাগবতবরের নিকট নিজের ত্রুটী স্বীকার ক'রেছিলেন। কি পুরীর গজপতি মহারাজ, কি স্বাধীন বিষমসমরবিজয়ী ত্রিপুরাধিপতি প্রভৃতি সকলেই ভক্তিবিনোদের আদর্শ আচার ও প্রচারে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। তিনি অকৈতব-সত্যের নির্ভীক প্রচারক ছিলেন, কারো তোষামোদকারী ছিলেন না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার ও প্রচার চিরদিনই আনুকরণিক অবতারবাদের নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ ক'রছে। ঠাকুরের একমাত্র কষ্টিপাথর ছিল—শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ও তাঁরই দ্বিতীয়রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। বর্ষাকালের বেঙ্গাচীর মত বাঙ্গলা দেশের উর্ব্বরক্ষেত্রে—যেরূপ অসংখ্য তথাকথিত অবতার গজিয়ে উ'ঠেছিল, উড়িষ্যায়ও সেরূপ অনেক অনুকরণ হ'চ্ছিল। ইংরাজী ১৮৭১ সালে বিষ্কিষণ নামে এক যোগী নানাপ্রকার বিভূতি দেখিয়ে সাধারণ লোককে মুগ্ধ ক'রে নিজেকে 'মহাবিষ্ণু' ব'লে প্রচার ক'রছিল। ক্রমে ক্রমে সে রাসলীলার নায়ক হ'য়ে দাঁড়াল। উড়িষ্যার তদানীন্তন কমিশনার র্যাভেন্সা সাহেব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে ঐ কুযোগীর গতিবিধি তদন্ত ক'রবার ভার দিলেন। ঐ যোগী নানাপ্রকার যোগ-বিভূতি প্রকাশ ক'রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁর পরিবারবর্গের দৈহিক উৎপীড়ন ও অমঙ্গল কর্‌বার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু ঠাকুর সে সকল অগ্রাহ্য ক'রে বিষ কিষণের বিচার ও উপযুক্ত দণ্ডবিধান ক'রেছিলেন

শ্রীজন্মাষ্টমী

(৩)

অর্থাৎ গর্ভের অসম্পূর্ণকালে অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা উভয়েই যুগপৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেবের উপদেশে শ্রীবসুদেব যখন তাঁহাকে কংসকারাগার হইতে নন্দগোকুলে লইয়া যাইবার জন্য বাহির হইতেছিলেন ঠিক সেই সময় যোগমায়া দেবীও শ্রীযশোদার গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হইলেন—

"যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা।
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥"

(ভাঃ ১০।৩।৪৭)

তজ্জন্যই শ্রীযোগমায়া দেবীকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলিয়াছেন।

"অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা।"

(ভাঃ ১০।৪।৯)

অতঃপর বসুদেব শ্রীবাসুদেবকে লইয়া গিয়া নন্দগোকুলে যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যোগমায়াপ্রভাবে সকলকে নিদ্রাভিভূত দর্শন করিয়া নিজ শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন পূর্ব্বক যশোদার কন্যারূপিণী যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় কংসকারাগারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীবাসুদেব শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে প্রবিষ্ট হইলেন।

এইস্থলেও পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও শ্রীগোবিন্দ নরলীলাকে অতিক্রম করেন নাই। শ্রীবাসুদেবকে স্বান্তর্গত করিয়া স্বাভাবিক নরশিশুর মত লীলাময়রূপেই স্থিত রহিলেন। শ্রীযশোদাদেবী কেবলমাত্র পুত্র প্রসব হইয়াছে ইহাই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু যশোদাদেবী অপর প্রসবের সময় অর্থাৎ যোগমায়া আবির্ভাবের সময়, পরিশ্রান্তা হওয়া অপগতস্মৃতি হওয়ায়, পুত্র কি কন্যা প্রসব হইল তাহা অনুমানও করিতে পারিলেন না। বসুদেব মথুরাগমনের পর কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার আবির্ভাব সকলে জ্ঞাত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজকে জ্ঞাত করাইলেন। নন্দমহারাজ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

তথাকথিত সমন্বয়বাদ—যা আজকাল অনেকেই বিশ্বপ্রেমের জনক এবং নিরপেক্ষতা ও মহা উদারতার আদর্শ ব'লে সাদরে লুফে নিচ্ছে, সে সমন্বয়বাদ কৃষ্ণপ্রেমের কতটা পরিপন্থী তা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছিলেন। গণগড্ডলিকার সমবেত উচ্চ কণ্ঠরব পারমার্থিক সত্যবাণীকে ধ্বংস করতে পারে না—ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর আচার ও প্রচারে প্রদর্শন ক'রেছেন।

(ক্রমশঃ)

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা॥"

(ভাঃ ১০।৫।১-২)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মজরূপে আবির্ভূত হইলে উদারচেতা নন্দমহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নাড়িচ্ছেদনের পূর্ব্বেই স্নাত, শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া যথাবিধি জাতক্রিয়া পিতৃদেবার্চ্চনাদি করাইলেন। শুদ্ধবাৎসল্যরসের বিগ্রহ শ্রীনন্দ যশোদার বাৎসল্যরস স্বাভাবিক হইলেও সমস্ত প্রকটমাধুর্য্যলীলায় চাতুর্য্যতা স্বয়ংজন্মলীলাতে মহালীলার উপযুক্তরীতিই গৃহীত হইল। "যশোদাগর্ভসম্ভূত" শব্দে-যশোদাগর্ভসম্বন্ধ হেতু কৃষ্ণের বা জন্মলীলার পুরুষার্থশূন্যতাও বলা যায় না। কারণ পরাশক্তিস্বরূপা শ্রীযশোদাদেবীর গর্ভে স্বেচ্ছায় শ্রীপুরুষোত্তমের স্থিতি কি অপুরুষার্থতাদ্যোতক হইতে পারে? মণিমাণিক্যখচিত রত্নমন্দিরে স্থিত কোন রাজরাজেশ্বরকে কি দরিদ্র বলা যাইতে পারে? না। পুনরায় যদি বলা যায় যে, শ্রীভগবানের গর্ভাবস্থান ও জন্মলীলা—জনমনোনিবেশের জন্য লোক-বিড়ম্বনাকারী অনুকরণমাত্রই তাৎপর্য্য কিন্তু প্রকৃত নহে। তাহাও বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে "জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যং" ইত্যাদি বহু বহু নিরবকাশ্য শ্রুতির কোন সার্থকতাই থাকে না এবং শ্রুতহানি ও অশ্রুত কল্পনা দোষ হয়। যদি বলা যায় যে, বাস্তব হইলে শাস্ত্র মুখ্যভাবে বর্ণন না করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের জন্মলীলার গৌণভাবে কেন বর্ণন করিলেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সত্য সংকল্প স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের ইহাই নিরঙ্কুশ ইচ্ছা। শ্রীশুকদেব ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন—

"গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্"

(ভাঃ ৭।১৫।৭৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মর্ত্ত্যলীলায় উপযুক্তভাব-বেশাদিজ্ঞাপক রীতিদ্বারা স্বীয় পরব্রহ্মতাকে বা মহৈশ্বর্য্যস্বরূপকে আবৃত রাখিয়াছেন। এইরূপে পরমৈশ্বর্য্যকে নরলীলাদ্বারা আবরণই যে মহামাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা তাহার পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। তাঁহার কৃপা হইলে ভাগ্যবান্ জনই তাহা অনুভব করেন; অসুর পক্ষে তাহা কাচপাত্রাবৃত মক্ষিকাকর্ত্তৃক অনাস্বাদিত সুমধুর মধুর মতই দুর্লভ। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।"

(গীঃ ৭।২৫)

সর্ব্বশেষে প্রার্থনা এই যে, স্বয়ংরূপের 'স্বয়ংজন্ম-লীলা'তিথি-শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী আমাদের হৃদয়ে শ্রীহরির মধুরলীলা-স্মৃতি প্রদান করুন।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিরসামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীনবদ্বীপ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভারগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅনুভবানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিপ্রভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমহাবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাক্, (হাওড়া)

এখানে বড় ভূজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগড়ি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদমদনজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ভজনানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ ডোডোন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভারথার সাতারণপুর, ওউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

ফ্রেঞ্চ ব্রীজ রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীমনোহরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

লেবংতলা, দার্জ্জিলিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই আশ্বিন, ১৩৪২, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সোমবার [১৭৯ তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

নদীয়ায় আবার বন্যা

প্রথমবারের বন্যায় ধান্যাদি বিনষ্ট হওয়ায় দরিদ্র কৃষককুল আকুল-ক্রন্দনে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে। বন্যার জল যখন নামিয়া গেল, তখন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা কলাই, মুগ প্রভৃতি রবিশস্য বপন করিল কিন্তু অকস্মাৎ "বিনা মেঘে বজ্রপাত!" কোথা হইতে আবার বন্যা আসিয়া শস্যাদি পুনরায় বিনষ্ট করিল। আশ্বিন মাসে এই প্রকার বন্যা হইবে, কেহ ইহা আশা করিতে পারেন নাই। উপর্যুপরি বন্যার প্রকোপে দরিদ্র কৃষকদের যে ক্ষতি হইল, তাহাতে দুর্ভিক্ষের রাক্ষসী মূর্তি দেখা দিয়াছে। আশা করি সরকার এবং বিভিন্ন জনহিতকর কর্মী প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে সাহায্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিবেন।

নিজের গুলীতে কনেষ্টবলের মৃত্যু

হাওড়া অস্ত্রধারী পুলিশের একজন কনেষ্টবল গত ৮ই আশ্বিন বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া মারা গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মৃত কনেষ্টবলটী অপর আরেকজন কনেষ্টবলসহ কয়েদী লইয়া আলিপুর গিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া সে যখন শিবপুর বিভাগ লাইনের অস্ত্রাগারে জমা দিবার জন্য গুলি লইতে গুলী হইতে বাহির করিতেছিল তখন তাহার নিজের বন্দুক হইতে গুলী ছুটিয়া তাহাকে আহত করে। সে তখনই মারা যায়। স্থানীয় পুলিশ এসম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

কূপ হইতে রিভলবার প্রাপ্তি

পাটনা হইতে প্রকাশ, খসরুপুর দরগার প্রাঙ্গণে একটী কূপের মধ্যে একটা পাঁচ ঘরা রিভলবার পাওয়া গিয়াছে। একটী লোক পুলিশের নিকট এইরূপ সংবাদ দেয় যে, সে যখন জল তুলিতেছিল তখন রিভলবারটী বালতির সহিত উঠে; কিন্তু পুনরায় উহা কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়। দারোগা আর এল সিংহ দরগায় যাইয়া একজন স্থানীয় ডুবুরীর সাহায্যে রিভলবার কূপ হইতে উদ্ধার করেন। ঐ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

বাঙ্গলায় রজ্জুপথ

দার্জ্জিলিং ও বিজনবাড়ীর মধ্যে মাল ও প্রাণী বহনের জন্য শীঘ্রই রজ্জু পথ খোলা হইবে। প্রকাশ যে, উহার জন্য কালিম্পংয়ের কোনও ভারতীয় ফার্ম বাঙ্গলা সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ এক বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের আশা করেন। ঐ দুই স্থানের ব্যবধান প্রায় ৫ মাইল। প্রতি ঘণ্টায় উভয় দিকে প্রায় চারি টন মাল বহন করা হইবে।

— — —

শিশুদগ্ধ

গত মঙ্গলবার বেলেঘাটা ১৩নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের মহাদেব নামক ৬ই বৎসর বয়স্ক একটী শিশু খেলা করিবার সময় হঠাৎ আগুনের মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহার শরীরের অনেক স্থান দগ্ধ হইয়াছে। এম্বুলেন্সে সংবাদ দিলে পর তাহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করা হয়। তাহার অবস্থা শঙ্কাজনক।

বাঙ্গালার লবণ শিল্প

ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন :—

(১) ১৯৩৩ সালের আর্থিক বৎসরের প্রথম হইতে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত লবণশুল্ক (অতিরিক্ত) আইন মোট কত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট জানাইবেন কি; (২) বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্টকে বাঙ্গলার লবণ-শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য কত টাকা দেওয়া হইয়াছে? উত্তরে অর্থসচিব বলেন যে, লবণ-শুল্ক আইনে মোট ২৫,৯২৫১৮ টাকা আদায় হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বাঙ্গালা সরকারকে ১০,৫২৭০০ দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ ব্যানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করেন যে, যে উদ্দেশ্যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে কেন ঐ টাকা ব্যয় করা হয় নাই, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার সরকারকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন কি? ইহা কি জনসাধারণের টাকার অপব্যবহার নহে।

উত্তরে স্যার জেমস গ্রিগ বলেন নিশ্চয়ই নহে; আমি এস সি মিত্রের প্রশ্নোত্তরে যাহা বলিয়াছি মাননীয় সদস্য মহাশয় যদি তাহা পাঠ করেন তাহা হইলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকার অপব্যবহার করেন নাই।

———

ইটালী ও আবিসিনিয়া সম্বন্ধে আলোচনা

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার সম্রাট অবিলম্বে ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিয়াছেন। সম্রাট ডেল সেন্সী নামক আবিসিনিয়ার প্রধান মন্ত্রীকেও উক্ত আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। চিটচরিত প্রথানুযায়ী অস্ত্রধারণক্ষম প্রত্যেক ইথিওপিয়ানকে অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে।

প্যারিসের সংবাদে জানা যায়, জেনেভা হইতে নৈরাশ্যজনক সংবাদ আসিবার ফলে আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে ফরাসী জনমত দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। সকলেই মনে করিতেছেন, আপোষমীমাংসার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও মুসোলিনী যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। তবে আশাবাদীগণ বলেন যে, কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সিনর মুসোলিনী মীমাংসার সর্ত্ত মানিয়া লইতে রাজী হইবেন। বৃটিশ ও ইতালীয় মন্ত্রিসভা এবং পাঁচজনের কমিটির আলোচনার ফলাফল যাহাতে প্রতিনিধিগণ ভালভাবে বুঝিয়া লইতে পারেন, তজ্জন্য বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সভা মুলতুবী রাখা হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে ফরাসী সরকার বৃটিশ সরকারের নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য মঃ লাভাল ঐ সময় সুযোগ পাইবেন। ফরাসী সরকারের নিকট যে উত্তর প্রেরণ করা হইবে, বৃটিশ সরকার তাহা ২৮শে সেপ্টেম্বর অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

— —

স্ত্রীলোকের জলমগ্ন

[illegible]রের একটী গ্রাম হইতে একটী স্ত্রীলোকের জলে ডুবিয়া মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের একজন একটী পুকুরে স্নান করার সময় হঠাৎ পিছলাইয়া গভীর জলে পড়িয়া যায়। উহার সঙ্গিনীও তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া জলমগ্ন হয়। উহাদের দেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৭৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৫	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১৪	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৬৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। প্রাকৃত-আলয় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা
২৭। মুক্তাফলটীকা হরিলীলামৃত সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৸০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্চ্চনপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। কৃষ্ণমঙ্গল ২॥০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৬৬। সারাৎসারদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোথাট গৌড়ীয়মঠ টিচ্ ভুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। বয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আবেদনেড ডিকোসর ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ২৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৫ | সোমবার | ১৭৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিনাজপুরের জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ মহোদয় গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পরে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্ত-সম্পর্ক-শূন্য ব্যক্তিগণ রাম ও শিবের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা না জানিয়া বিশ্বের ভাবে অজ্ঞতা-সাগরে সকল বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সব একাকার করিবার পক্ষপাতী। রাজর্ষি মহোদয় তাঁহাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ব্যাখ্যার কথা উত্থাপন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবান্ ও ভক্তের সহিত যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাহা বর্ণন করেন। ভক্তের হৃদয়ের ধন ভগবান্। আবার ভগবানের হৃদয়ের ধন ভক্ত। ভক্ত ভগবান্ ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝেন না, ভগবানও ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। শ্রীভগবান্ নিজাপেক্ষাও ভক্তের সম্মান অধিক দিয়া থাকেন। ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য-রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদের চিন্তাস্রোত বহুমানন মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। "যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" মৎসর ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়া যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের সেবোন্মুখচিত্তেই ভাগবতসিদ্ধান্ত স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া অর্থাৎ আত্মদর্শী বৈষ্ণবের আদেশ একান্তভাবে পালন না করিয়া যদি আমরা মনোধর্ম্মবলে শাস্ত্র জানিতে চাই তাহা হইলে শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া অসুবিধায় পতিত হইব। শস্যের ক্ষেত্রে ভাল বেড়া না থাকিলে বা বেড়ার স্থানে স্থানে ফাঁদা থাকিলে যে-প্রকার গবাদি আসিয়া সমস্ত শস্য নষ্ট করে, সেই প্রকার শরণাগতি-বেষ্টনীদ্বারা নিজকে রক্ষা না করিয়া বিদ্যা-প্রতিভাদি অন্বেষণে বিভিন্ন প্রকার মনোধর্ম্মিগণের সঙ্গ করিলে শ্রৌতসিদ্ধান্ত সঙ্কোচ আসিয়া সর্ব্বদাই আমাদের ভজনপথের পরিপন্থী হইবে। সুতরাং একান্তভাবে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন আত্ম-কল্যাণকামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণকারি-জ্ঞানে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়ার প্রতি আপাতদর্শনে যে ভক্তের নিষ্ঠা তাহা মোটেই ভক্তি নহে, অভক্তি মাত্র। ঐ অভক্তির বহুমানন কখনও বাস্তবসত্যের অনুসরণকারিগণ করেন না। তাহা হইতে দূরে থাকাই ভক্তের কর্ত্তব্য। অবশ্য জড়-শাক্তেয়বাদীর বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রসঙ্গ শ্রবণের সুযোগ লাভ কখনও সম্ভবপর নয়। তাহারা এমনই দুর্ভাগা যে, সেই সুযোগ কেহ প্রদান করিতে চাহিলেও তাহারা তদ্‌গ্রহণে পরাঙ্মুখ। কিন্তু প্রকৃত সাধুর সঙ্গ হইলে অবিদ্যাপিত্ত অবশ্যই কাটিয়া যাইবে, তখন জড়শাক্তেয়বাদের স্থানে চিচ্ছক্তির করুণা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব অজ্ঞতার জন্য অনুশোচনারই সৃষ্টি করিবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গ-ক্রমে রাজর্ষি মহোদয়ের নিকট এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় পূজাবকাশে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহমেধিগণ এই সময় গৃহে আর তাহাদের মধ্যে বিশেষ আরামপ্রিয় জনগণ উপভোগের আশায় বিভিন্ন প্রাকৃত-সৌন্দর্য্য-শোভিত স্থানের প্রতি প্রধাবিত হন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থগণ অবসরসময় আচার্য্যানুগমনে নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। "ক্ষণেন পরিচীয়তে"।

শ্রীল প্রভুপাদের গত শনিবার দিল্লী যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার অদ্য যাত্রা করিবার কথা। তাঁহার সহিত কতিপয় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিও যাইবেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জাব্রত পালনের সুবন্দোবস্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে বহু যাত্রী তথায় চলিয়া গিয়াছেন এবং ক্রমশঃ আরও যাইতেছেন। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত সংবাদ কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকের নিকট লিখিলেই জানিতে পারা যাইবে। যাঁহারা কষ্ট-সহিষ্ণু নহেন তাঁহারাও শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জাব্রত-পালনের যে সুযোগ পাইবেন তাহা আর কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গৌড়ীয়সম্পাদক মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। গত ২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে বিরাট আয়োজনে যে মাসদ্বয়েরও অধিককালব্যাপী চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইলে বৈষ্ণব-জগতের যে কত সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বহু চিত্র মানচিত্রও ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইতেছে।

সদলে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে (নৈঠমারি) মলীগ্রাম হইতে ৫ জন ভক্তসহ যাত্রা করিয়া ২০ মাইল পার্ব্বত্য-প্রদেশ পদব্রজে অতিক্রমপূর্ব্বক সন্ধ্যার সময় ফেনীঘোলা ষ্টীমার ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথা হইতে ষ্টীমার-যোগে রাত্রি ৮টার সময় গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়,

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাত অত্র গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ ১৫ আশ্বিন বুধবার দিনে প্রতিষ্ঠিত হব। উক্ত প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসবে সবান্ধবে আপনার সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছি; সেবা-সুখের পরা বঞ্চিত না করেন ইতি।

উৎসব-বিবরণ—

পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আরম্ভ।

দিনের ১২ ঘটিকার পর, প্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পর, কীর্ত্তন আর বক্তৃতা।

শ্রীপ্রপন্নাশ্রমমঠ গোয়ালপাড়া

তাং ৬ই আশ্বিন, ১৩৪২।

বশংবদ

শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

শ্রীনিত্যানন্দ দাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ পদ্মনাভ, সর্বশিব সম্বৎ ৪৪৯

শ্রীভগবানের স্বরূপ

পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের রূপ ও আকারের সম্বন্ধে নানা বিতর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহাদের ধারণা—শ্রীভগবানের [illegible] এবং তিনি গম্ভীর-প্রকৃতির [illegible] ব্যক্তি। প্রাকৃত জগতের [illegible] কল্পনামূলে যে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে অবিশ্বাসী যে সকল ব্যক্তি নিজেদের মস্তিষ্কের উর্বর ধারণা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিষয় মীমাংসা [illegible] তাঁহাদের লক্ষ্য করা দরকার যে, [illegible] চিন্তাশীলতা যে সিদ্ধান্তের উৎপাদন [illegible] তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট [illegible] দ্বারা খণ্ডিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। [illegible] মস্তিষ্কের চালনায় যে সকল দার্শনিক-সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা [illegible] পরিবর্তনশীল। [illegible]

* * *

যাঁহারা নিজেদের [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] হইলে, ভগবান সম্বন্ধে [illegible] উচ্চ [illegible] কর্তৃক [illegible] হয়। [illegible]

[illegible]

[illegible] অধ্যাপক [illegible] জড়-ধারণার [illegible] প্রতীতি [illegible] সেবা করিবার সুযোগ [illegible] অপেক্ষা করিতে হইবে [illegible] ভোগ্য [illegible] শ্রেণীর ছাত্র মুকুন্দমঘোষ এম্-এ

"শ্রীধাম"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ]

শ্রীধাম এই মর্ত্য পৃথিবীর অন্তর্গত কোনও প্রাকৃত ভূখণ্ড-বিশেষ নহেন। মায়িক জগতের অন্তর্গত দ্রব্যসমষ্টি তাঁহার স্বরূপ নহে—পরন্তু তিনি ত্রিগুণাতীত অযোনি অপ্রাকৃত তত্ত্ব। অপ্রাকৃত বলিয়াই শ্রীধাম অধোক্ষজ, তাই তিনি প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণের অগোচর। জড় ইন্দ্রিয় ও প্রাকৃত দেহ লইয়া যাহারা শ্রীধামকে মাপিতে বা ভোগ করিতে চাহে, তাহারা শ্রীধামদর্শনে বঞ্চিত হয়। শ্রীধামের শোভা আদৌ প্রাকৃতিক নহে, তাঁহার জলবায়ুর নৈসর্গিক স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যের বিচারের বহির্ভূত। যাহারা এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলবায়ু উপভোগের বুদ্ধি লইয়া শ্রীধামকে দর্শন বা সম্ভোগ করিতে আসে, তাহারা জানে না যে শ্রীধাম বদ্ধজীবের ভোগ্য-সামগ্রী নহেন, তিনি চিন্ময়তত্ত্ব ও একমাত্র আত্মীয় ভোক্তা পরমপুরুষের লীলানিকেতন বা ভোগভূমি। যেখানে পুরুষোত্তমের বিহার, সেখানে প্রাকৃত জীব তাহার প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি লইয়া কিরূপে প্রবেশ করিবে? বা এরূপ [illegible] কিরূপে তাঁহার [illegible] উপলব্ধি করিবে? শ্রীধাম পরমপুরুষের লীলাভূমি, তাহাতেই সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিয়া বিহারে উন্মুখ। তাঁহার সেবকগণ শ্রীধামের অধিবাসী বা শ্রীধামসেবক।

শ্রীধামকে দর্শন বা সম্ভোগ করা যায় না,—যোগ্য অধিকারী তাঁহার সেবা করিতে পারেন। শ্রীধামে 'বাস' করা যায় না—শ্রীধামের সেবা করা যায়। 'ধামবাস' অর্থে যাঁহারা ধামসেবা বুঝেন না, তাঁহারা ধাম

পরীক্ষার জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে [illegible] তাহার চঞ্চলতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পায় মাত্র, সেবাবুদ্ধিবিহীন হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভোগের সামগ্রীরূপে [illegible] জ্ঞানলাভে চেষ্টার লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] বিগ্রহ শ্রীনন্দের প্রভু। [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] অপ্রাকৃতভাবে লীলাবিলাস—এই উভয়ই তাঁহার কার্য। [illegible] জন্য তিনি [illegible] তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীবলদেবের শ্রীগুরুর [illegible]-দর্শনের সুযোগ হইলে স্বরাট্-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবার পাইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান-লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। প্রাকৃত চিন্তাস্রোত হইতে সেবা রাজ্যে প্রবেশলাভের সুযোগ হইলে দেখা যায়, শ্রীধাম রূপক (Allegoric) বা সাঙ্কেতিক (Symbolic) চিহ্নযুক্ত নহেন। "শ্রীধামের পরং রূপম্"

ভোগী হইয়া ধামাপরাধী বা শ্রীধাম হইতে বহুশত যোজন দূরে অবস্থিত। শ্রীধাম ধামেশ্বরেরই বৈভব এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন। লীলাময় পুরুষের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তিনিই জানেন লীলাময়ের লীলাস্থল ধাম তদভিন্নতত্ত্ব সুতরাং তিনিই। সুতরাং শ্রীধামকে ধামেশ্বরের সহিত অভিন্নজ্ঞানে তিনি ধামসেবায় যত্নবান্ হন। শ্রীধামের সেবাবুদ্ধি যাঁহার নাই, তিনি ধামেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পরমপুরুষ সবিশেষতত্ত্ব—সাবলীল ও বিচিত্র চিদ্ধামে বিলাসী। তাঁহার এই বিলাসস্থলই শ্রীধাম। ধামের এই স্বরূপটী যাঁহার উপলব্ধিতে আসিয়াছে, তিনি ধামমাহাত্ম্য অবগত আছেন এবং তিনি কখনও শ্রীধামসেবায় উদাসীন থাকেন না। ধামসেবায় উদাসীনতার অর্থ ধামেশ্বরে অবজ্ঞা বা তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। লীলাময় পুরুষের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই শ্রীধামের সেবাতত্ত্ব ও স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তৎসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

বহুভাগ্যের ফলে শ্রীধাম-সেবার অধিকার জন্মে। ধামেশ্বরের সেবকগণই শ্রীধামসেবক। যাঁহারা সেবক নহেন, তাঁহারা শ্রীধামের বৈভব উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেবাবুদ্ধি লইয়া শরণাগত ও অকপটচিত্তে শ্রীধামের সম্মুখীন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার সেবায় অধিকার দিতে পারেন। অনভিজ্ঞ অনধিকারী অভক্ত কদাপি শ্রীধামমাহাত্ম্য বুঝে না, সুতরাং তাহারা ধামসেবার অযোগ্য। ঐরূপ জীব শ্রীধামে আসিয়া ধামাপরাধী ও ধামভোগী হইয়া পড়ে।

শ্রীধাম ধামেশ্বরের ন্যায় উদার ও কৃপাময়। তাই তিনি বৈকুণ্ঠস্থ হইয়াও প্রপঞ্চে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকটধাম অপ্রকট ধামেরই ন্যায় চিন্ময়, যেরূপ অপ্রকটলীলা প্রকটলীলার সহিত অভিন্ন। প্রকট শ্রীধামও চিদ্বৈচিত্র্যময়। শ্রীধামের বিচিত্রতা সকলই চিন্ময়। তাঁহার জলবায়ু, তরুলতা, পশুপক্ষী, সকলই চিন্ময় ও ধামেশ্বরের সেবক। ধামপতির সেবার জন্যই তাঁহারা তথায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা কেহই জড় নহেন বা ধামভোগী নহেন পরন্তু শ্রীধাম-সেবক। সকলেই তাঁহার তত্তৎ অধিকারে বিভিন্নরূপে ধামেশ্বরের তৃপ্তিবিধানের জন্য বিভিন্ন সেবা নিবেদন করিতেছেন। ধামেশ্বরের সুকোমল চরণকে কঠিন আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীধামের তৃণগণ বুক পাতিয়া দিয়াছেন, বৃক্ষরাজি ধামেশ্বরকে ছায়া ও ফল দ্বারা সেবা করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে শাখা ও ফল উৎপন্ন করিতেছেন। শ্রীধামের জলপ্রবাহ তাঁহারই শ্রীচরণধৌত করিবার সৌভাগ্য পাইয়া আনন্দে সঞ্জীবিত আছেন। শ্রীধামের ধেনুগণ অজস্র ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া ধামপতির তৃপ্তিবিধান করিতেছেন। শ্রীধামের সকল বস্তুই, সকল অধিবাসীই এইরূপে শ্রীধামসেবায় ব্যস্ত আছেন। তাঁহাদের শ্রীধামে অবস্থানের আর কোনও হেতু নাই শুধু ধামপতির বিচিত্রলীলার পরিচর্যা করাই তাঁহাদের কৃত্য। সেবাই তাঁহাদের জীবাতু, সেব্য ধামেশ্বরই তাঁহাদের একমাত্র প্রাণনাথ সেই প্রাণদেবতার প্রতি পদক্ষেপ, প্রতি বিহারের মর্ম অবগত হইয়া তাঁহারা তদনুযায়ী সেবাবিধান করিয়া থাকেন। সেখানকার ধূলিকণাটী পর্যন্ত সেবারত্নবিৎ পরমসেবক। শ্রীধামে ধামেশ্বর ব্যতীত নায়ক নাই এবং সেবক ব্যতীত অন্য কোনও আশ্রয় নাই। ধামেশ্বর বিচিত্র লীলায় বিলাসী আর সেবকগণ বিচিত্র সেবাসম্ভার লইয়া সেই লীলার পরিকর।

শ্রীধামকে মাটিয়া-বুদ্ধি লইয়া দেখাও যা শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃতবুদ্ধি লইয়া দর্শনও তাই। স্থূল দৃষ্টি বা মাংসদৃক্ যেরূপ বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না, তাহার জড়দর্শনে শুধু প্রাকৃতরূপ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অসংস্কৃতবুদ্ধি, মলিনচিত্ত ভোগী শ্রীধামকে প্রাকৃত বস্তু মনে করিয়া, তাঁহার চিন্ময়তা হইতে বঞ্চিত থাকে। শ্রীধামে আসিয়াও তাহারা শ্রীধামের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীধাম যে কত কৃপা করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা সেবাবুদ্ধিহীন মদান্ধ জীব বুঝিতে পারে না। শ্রীধামের ঔদার্য তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। ধামপতির ন্যায় পরম উদার শ্রীধাম যে অজস্র ঔদার্য বা কৃপাবর্ষণ করিতেছেন—বদ্ধজীবের জন্য ভৌমপ্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া যে করুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া জীব তাহার ভাগ্যহীনতার পরিচয় দেয়।

ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি যেরূপ ভাগবতের কৃপাসাপেক্ষ, শ্রীধামের স্বরূপজ্ঞান ও সেইরূপ ধামসেবকের প্রসাদে লভ্য। ভাগবতের অনুগ্রহ ব্যতীত—শ্রীগুরুদেবের কৃপাছাড়া শ্রীধামের স্বরূপবোধ বা শ্রীধামসেবার অধিকার হয় না। পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া চক্ষুদান করিলে শ্রীধামদর্শন হইতে পারে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া অধিকার দিলে শ্রীধামসেবায় প্রবেশ লাভ হইতে পারে। শ্রীধামের চাবিকাঠি শ্রীগুরুদেবের শ্রীহস্তেই রহিয়াছে—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণসেবার অধিকার লাভ হইলে শ্রীধামেশ্বরের বা শ্রীধামের সেবার অধিকার হইতে পারে। শ্রীধামেশ্বর ও শ্রীধাম শ্রীগুরুদেবেরই সম্পত্তি—তাঁহারই হৃদয়ের ধন, সুতরাং তাঁহার কৃপাকটাক্ষ-লাভ হইলেই এই অপ্রাকৃত সম্পদ্ জীবের ভাগ্যে উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। শ্রীগুরুদেবের কৃপাভিক্ষা ব্যতীত শ্রীধামতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর বা শ্রীধাম-সেবোন্মুখের আর কিছু করিবার নাই।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব

(২)

বর্ণাশ্রম, সমন্বয়বাদ, বিশ্বপ্রেম, পরার্থিতা ও প্রস্তাবিত নানাপ্রকার অহিংসানীতি যা বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'র অতি সুন্দর সমাধান শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ অনুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীতে আমরা দেখ্‌তে পাই। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে ঠাকুর ব'লেছেন —"বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই সর্কোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম দূর হ'লে, মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। তবে কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না। বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞানসংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায় সেই স্বভাবানুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ-নির্ণয় করা উচিত।" শ্রীমদ্ভাগবত—'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্' শ্লোকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এরূপ বিশ্বমঙ্গল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথাই ব'লেছেন।

তথাকথিত সমন্বয়বাদের সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন —"অমুক ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে নিতান্ত বিরোধ এবং সমস্ত সম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়াই আনন্দ লাভ করেন।" এই পরিচয়ে আমরা মনে করি যে * * * তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার ভক্তির বিশেষ কোন পরিচয় নাই। জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে, ভক্তির ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে ভক্তসঙ্গলিপ্সা ও ইষ্ট বস্তুতে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। উভয় মধ্যে কোনটী ভাল—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাদিগকে এই বলেন যে, নৈষ্ঠিকী মতি ও ভক্তসঙ্গলিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা হ'তে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। 'যে যাহাতে নিষ্ঠা করে তাহার ভাল'। ভাল মন্দের বিচার কি—এরূপ বলিলে মুড়ি-মিশ্রি একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধন-ভজনের কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যা ও [illegible] ও তৎসঙ্গনিস্পৃহ পরমহংসে—ভেদ কি? * * * আমরা ক'য়েকটি অন্যকে বলিতেছি, হে সাধুগণ, নিরপেক্ষতা বিষয় সম্বন্ধে এই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হ'তে দূর কর। নিরপেক্ষতায় স্বীকার করিলে স্ত্রীলোকের বেশ্যা উপাধি হয়, আর পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠা [illegible]। (সজ্জনতোষণী, ২য় খণ্ড, সমালোচনা। ১১১—১১৩ পৃষ্ঠা।)

প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও প্রকৃত সার্ব্বজনীনতা বা জাতীয়তার যে [illegible] ভক্তিবিনোদ জানিয়েছেন তা' [illegible]র এক অপূর্ব্ব সমাধান। ঠাকুর ব'লেছেন,—পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্বস্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়দিগের ভজন-ভেদ ও সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সতত্তেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য', 'হা নিত্যানন্দ' বলিয়া সহজে নৃত্য করিবেন। এই অদ্ভুত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বে জগতে প্রচারিত হইবে। * * "আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুসিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান, মৃদঙ্গ, খোল, করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে। আহা! যেদিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃত্ব করিবেন, সেদিন কবে হইবে। যেদিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি। এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে, যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্র নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে" (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা) ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই অভীষ্টবাণী কেবল স্বপ্ন পর্য্যবসিত হয় নাই—শ্রীচৈতন্যের ও তাঁ'র নিজজন ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট-পরিপূরণকারী গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় আজ সেই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের বিজয়কেতন উড্ডীন হ'চ্ছে। গত রবিবার গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্‌ বন মহারাজের সঙ্গে জার্ম্মাণ দেশের যে দুই জন মনীষী শ্রীচৈতন্যপীঠে আগমন ক'রেছেন, বাঙ্গালার রাজধানীতে তাঁ'রা যেভাবে অভিনন্দিত হ'য়েছেন তা' আপনারা অনেকেই জানেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁ'র অন্তরঙ্গ আচার্য্য গোস্বামিগণের প্রণালী অনুসারে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর পুনরাবিষ্কার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমগ্র জগতের প্রতি একটী পরমকরুণা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কেবল গৌরধাম আবিষ্কার মাত্র ক'রে ক্ষান্ত হন নাই, কি ক'রে শ্রীধামের নৈষ্ঠিকী সেবা, শ্রীধামে নিরপরাধে বাস কর্‌তে হয়, তারও প্রকৃত প্রণালী ও আদর্শ নিজে আচরণ ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা বা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের ধামে বাস ধাম-ভোগ, তা' ধামের সেবা নয়, একথা তিনি তাঁর আচারে ও প্রচারে জানাইয়াছেন। তাঁর রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' এবং বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এবং সর্ব্বোপরি তাঁ'র আদর্শজীবন শ্রীগৌরধামের অপ্রাকৃতত্ব শিক্ষা দি'য়েছেন। তিনি ব'লেছেন,—"জগতের যে কয়েকটী মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সমস্ত কার্য্যের প্রধান কর্ম্ম এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান ভাবিভক্তগণের উপকারার্থে জগতে প্রচারিত রাখা। * * * জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে যাঁহারা ভক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রবেন, তাঁহারা একদিন বহু বহু দূরদেশ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসা ক'রবেন। যাঁহারা এই মায়াপুরের সেবাস্রোত প্রবল রাখিবার যত্ন পাইতেছেন, তাঁহারা ভাবি-বৈষ্ণব-জগতের প্রধান উপকারিগণের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। (শ্রীসজ্জনতোষণী ১২শ বর্ষ ১ম সং ২য় পৃঃ)। বর্ত্তমান বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব নবদ্বীপ গৌড়পুরের সেবাস্রোত যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রবল রেখেছেন, সেই মহাপুরুষই বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে পরার্থিতার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন, তা' একান্ত সর্ব্বপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিবার বিষয়। বর্ত্তমানে হরিকথা বা হরিনাম-প্রচার অপেক্ষা তাৎকালিক দৈহিক ও মানসিক উপকারকে অনেকে বড় মনে করেন। হরিকথা-কীর্ত্তনোৎসবকে অনর্থক কার্য্য ব'লে মনে করে। কেবল যে সোভিয়েট রাশিয়ার ধর্ম্মমন্দিরকে কামানের মুখে ধ্বংস কর্‌বার চেষ্টা উদিত হ'য়েছে, তা' নয়, সেই চিন্তাস্রোত আবহাওয়া এদেশেও যেন ন্যূনাধিক এ'সে প'ড়েছে। ধর্ম্মধ্বজিতায় যে সকল আদর্শ আমরা সকল সময় দেখ্‌তে পাই এবং যা'কে আমরা ধর্ম্ম ব'লে কল্পনা বা ধারণা করি, তা'দের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদিগকে ঐরূপ মতে দীক্ষিত না ক'রে থাক্‌তে পারে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি সুন্দর বিচারের দ্বারা প্রকৃত পরার্থিতা বা পরোপকারের কথা জানিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন,—"দয়াহীন ভক্ত হইতে পারে না, তবে ভক্তিহীন দয়ালুতা যাহা দেখা যায় তাহা কেবল চিত্তের আর্দ্রতার কুণ্ঠভাব মাত্র। কুণ্ঠভাব দূর হইলেই ভক্তি ও জীবে দয়া এক হইয়া প্রতীত হয়, সুতরাং মহাপ্রভুর উপদেশ চৈতন্যভাগবতে এই যে,—

প্রভু বলে,—বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'॥

* * কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল তত্ত্বদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধীয় ও মনঃ-সম্বন্ধীয় দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধীয় দয়াকে অধিক আদর করেন। শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচারদ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গলসাধনের যত্ন করেন। দয়া কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্‌ নয়। মূলবস্তু প্রেম। সেই প্রেম কৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে ভক্তি, সৎজীবে প্রযুক্ত হইলে মৈত্রী, অনুগ্রহপাত্র জীবে প্রযুক্ত হইলে দয়া এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ অসৎ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে উপেক্ষারূপে লক্ষিত হয়।"—(সজ্জনতোষণী ৯ম খঃ ১মঃ সং ৭-৮ পৃঃ)

তাই শ্রীচৈতন্যের নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধনামপ্রচারই প্রকৃত পরার্থিতার প্রকৃষ্ট আদর্শ ব'লে আচার প্রচার ক'রেছেন। শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তসম্প্রদায় ও তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে সংক্রামক ও ব্যাপক সাধারণ ভ্রম প্রবেশ ক'রেছে ঠাকুর তা' নিরাস ক'রে চৈতন্যদেবের অদত্তপূর্ব্বা দয়াকে জীবের পক্ষে সুলভ ক'রে দিয়েছেন। ঠাকুরের এ দয়া না হ'লে চৈতন্যদেবের মহাদানও আজ আমাদের নিকট ব্যর্থ হ'ত ও হ'চ্ছিল। ঠাকুর পরমার্থসাহিত্য-ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পদ দান ক'রে গেছেন, শব্দব্রহ্মের যে অভূতপূর্ব্ব ভাণ্ডার খুলে গেছেন, গোলোকের সেই শব্দসম্পৎ অক্ষয় ও অব্যয় হ'য়ে বর্ত্তমান ও অনন্ত ভাবী সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণের পরমার্থপথের ধ্রুবতারা হ'য়ে থাক্‌বে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৮ পদ্মনাভ ১৭ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর সোম [illegible] গৌরকৃষ্ণ [illegible] দণ্ড [illegible] বেধৃতিযোগ [illegible] তৈতিলকরণ।

অক্টোবর ১৯৩?

১৯ পদ্মনাভ ১৪ আশ্বিন ১ অক্টোবর মঙ্গল [illegible] বিষ্কম্ভযোগ দ [illegible] বণিজকরণ দিবা [illegible] বিষ্টিকরণ রা [illegible] ববকরণ।

২০ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ২ অক্টোবর বুধ [illegible] গৌরপক্ষ্মী শ্রীধর [illegible] অহোরাত্র দিবারাত্র প্রীতিযোগ [illegible] ববকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতশুক্রনস্থলী। এই মঠ-তীর্থে শ্রীহরিনামযুক্ত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনমালি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ কাম্‌গর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) স্বেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসম্ভার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (কাওড়া)

এখানে মড় ভুজমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মাগার, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন (?) শ্রোত্রী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (?)

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোবর্দ্ধনবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ তোতোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোবর্দ্ধনধারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ভরদ্বাজ নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ওঁ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ক্রোফোর্ড রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাসরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মরার রাউন, কণওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

লপচাজিলা, দ (?) জিলিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C.1844

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ একত্রে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷৹ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই আশ্বিন, ১৩৪২. ১লা অক্টোবর ১৯৩৫ মঙ্গলবার [১৮০তম সংখ্যা

বাঙ্গলা লাইনো টাইপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বিপ্রহর সময়ে লাইনো টাইপ কোম্পানীর শো-রুমে বাঙ্গলা লাইনো টাইপ যন্ত্রের উদ্বোধন-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ডাঃ পঞ্চানন মিত্র, সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, প্রফুল্ল কুমার সরকার, মাখনলাল সেন, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ রমেশনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুকুমার সেন, ডাঃ এস কে সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন, অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

লাইনো টাইপ যোসনারী কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এ কে দে ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয়কে উক্ত উদ্বোধন কার্য্যের জন্য অনুরোধ জানাইবার সময় প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় তাহাদের কোম্পানী লাইনো টাইপে বাঙ্গলা অক্ষর প্রবিষ্ট করিবার উপায় নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছে তজ্জন্য কোম্পানী শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

তারপর উদ্বোধন কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরি গোবিন্দ বলেন,—পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমত টাইপ সৃষ্টি হয়। তাহার পর হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিস্তারে প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ওটমার মার্গেনথেলার সর্ব্বপ্রথম লাইনো টাইপ উদ্ভাবন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উহা নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় ব্যবহৃত হয়। তাহার পর হইতে নূতন নূতন চেষ্টার ফলে লাইনো টাইপের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র লাইনো মেসিন প্রচলিত হইয়াছে। প্রায় ৩০ পূর্ব্বে যন্ত্র সাহায্যে ইংরেজী অক্ষর গাথিবার জন্য ভারতবর্ষে লাইনো মেসিন প্রদর্শিত হয়। আজ বাঙ্গলা ভাষায় লাইনো টাইপ প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই কার্য্যে বিভিন্ন ভাবে সহায়কারী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন শ্রীযুক্ত এস কে ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই ধন্যবাদার্হ।

ভাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতা

ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলা লাইনো টাইপ মেসিন উদ্বোধন প্রসঙ্গে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টার ফলেই ঐকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ঐ চেষ্টাকে আন্তর্জ্জাতিক না বলিলেও অন্ততঃ জাতীয় চেষ্টা বলিতে হইবে। তবে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই 'আন্তর্জ্জাতিক' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। লাইনো টাইপে বাঙ্গলা অক্ষর গাথা হওয়ার ফলে বাঙ্গলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলা অক্ষরের অসুবিধার জন্য বিদেশীয়েরা উহা সহজে শিক্ষা করিতে পারিত না। লাইনো টাইপের আবিষ্কারে সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে। যাঁহাদের চেষ্টায় ঐ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ভাইসচ্যান্সেলার মহোদয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের চেষ্টা ও সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পুস্তক সমূহ লাইনো টাইপে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। অতঃপর ভাইসচ্যান্সেলার মহোদয় বলেন যে বাঙ্গলায় লাইনোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারায় তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন।

মানুষের দংশনে সাপের মৃত্যু

বাঁকুড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন সাঁওতাল চৌকীদারকে জঙ্গলের মধ্যে একটী কেউটে সাপ দংশন করে। সাঁওতাল চৌকীদারটি কোন ওঝার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজেই সাপটীকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার ফণার উপর দণ্ডায়মান হইয়া সর্পটির দেহের কয়েক স্থানে দংশন করে। চৌকীদারের দংশনের ফলে সাপটী তৎক্ষণাৎ মারিয়া যায় এবং উহার পর চৌকীদারের অঙ্গে সর্প বিষের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। চৌকীদারটী কোনও ঔষধ খায় নাই এবং ঝাড়ফুঁক করে নাই। বর্ত্তমানে সে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় আছে।

চরভৈরব ডাকাতির মামলায় ৬ জনের কঠোর কারাদণ্ড

কুমিল্লার স্থানীয় সরকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে চাঁদপুর থানার চরভৈরব বাজারের ডাকাতির মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। বিচারক অধিকাংশ জুরীদের সহিত একমত হইয়া হজরত আলি মিঞ, আবদুল সরদার, তাজু, কালু সর্দ্দার, কাল হাওলাদার ও মুধুসরকার নামক ছয়জন আসামীকে ৩৯৫ ধারায় ডাকাতির অপরাধে পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং তিন জন আসামীকে মুক্তি প্রদান করেন। হামিদ্ আলি ও ওয়াজেদ আলি নামক দুইজন আসামী এখনও পলাতক আছে।

অভিযোগের বিবরণে জানা যায়, বিগত ১লা এপ্রিল চরভৈরব বাজারের শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র পাল ও শ্রীলালমোহন পালের দোকানে আসামীগণ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মশাল প্রভৃতি সহ রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকার সময় আক্রমণ করে এবং নগদ টাকা ও অলঙ্কার লুণ্ঠন করিয়া সরিয়া পড়ে। কিন্তু দোকানের লোকজন কতিপয় আসামীকে চিনিতে পারায় তাহাদের কথানুসারে পুলিশ আসামী-দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান

বেজীর জন্য নরহত্যা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, রেসিটারকে বিজ-ভার প্রাইভেট দারা গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রাইভেট ফ্রেডরিক হুয়েলী চ্যাণ্ডলারের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজি-ষ্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে প্রাইভেট রসিটারের কুকুর আসামীর একটি পোষা বেজী মারিয়া ফেলায় আসামী প্রাইভেট রসিটারকে গুলী করে। শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

স্বর্ণ রপ্তানি

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র পরিষদে শ্রীযুক্ত পি এন সপ্রুর প্রশ্নের উত্তরে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, গত ১৯৩১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে গত ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারত হইতে ২৫৪ কোটী পরিমিত টাকার স্বর্ণ বিদেশে চালান হইয়াছে। এই স্বর্ণের বেশীর ভাগই বোম্বাই বন্দর হইতে রপ্তানি হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অল্লাক্রান্ত

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৫	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৩-১২	১৯-১১

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-ভৎসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৳০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৳
৪র্থ খণ্ড—৳০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৳০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৳০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৳০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আল্‌বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। দ্বাদশমালিকা ভগবোরচ্ছ: সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৳
৩০। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৳০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৳০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। ভজ্যস্তবম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়: /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স ।৵০
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আদ্যাদেব শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-ভক্তস্থলী। এই মঠাশ্রয়ে শ্রীচৈতন্য নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য পূজিত হইতেছেন। এই মঠাশ্রয়ে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রধান ও অন্যান্য ভক্তিগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সংপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসভারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদান-চতুষ্টয় বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রঙ্গস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) শ্রীশ্রীভক্তিকুঞ্জ: কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-

নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থা-বলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীগিরিশকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, (কাছাড়)

এখানে বড় ভুজযুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিবাসচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ —শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী, পোঃ কোটবন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর মনোমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারঘাট সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌপাটি বিজ্ঞ, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ভিল সাহেব, চাচ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক শ্রীমনোহরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মরার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

পগ্‌লাঝোরা, দ জিলিং

যখন ব্যাধির প্রকোপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে তখন প্রচুর পরিমানে

রবিনসনের

'পেটেন্ট'

বার্লি

সেবন করুন

ইহাতে আপনি সুস্থ থাকিবেন এবং আপনার ডাক্তারের খরচ বাঁচিয়া যাইবে

B.6

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C.1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই আশ্বিন, ১৩৪২. ২রা অক্টোবর ১৯৩৫ বুধবার [১৮১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

— ::০:: —

আলোয়ার রাজ্যের কথা

মহামান্য গভর্ণর জেনারেলের রাজপুতনার এজেন্ট লেফটেনান্ট কর্ণেল সার অগিলভি ভারত সরকারের আদেশক্রমে এক দরবারে এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলোয়ার মহারাজার মনে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া হয়, তজ্জন্য সরকার উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যাহারা মহারাজার প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কে আন্দোলন চালাইতেছেন এবং বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, এই ঘোষণার দায়িত্ব তাঁহাদের উপরই বর্ত্তিবে। এরূপ প্রচেষ্টা যদি এখনও চলিতে থাকে তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা করিবেন না। এজেন্ট বাহাদুর আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাজ্যের ঋণভার মোচনের জন্য অন্ততঃ ১৫ বৎসর সরকারের কর্তৃত্বের প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে মহারাজার আলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা ভারত সরকার দেখিতে পাইতেছেন না।

তরবারি-সম্বন্ধে পাঞ্জাব সরকারের ইস্তাহার

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব সরকারের প্রকাশিত এক ইস্তাহারে জানা যায়, পাঞ্জাব সরকারের সুপারিশে তরবারি সম্পর্কে পাঞ্জাবের সমস্ত ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৩ ও ১৪ ধারার প্রয়োগ রহিত করিয়া ভারতীয় অস্ত্র আইন অনুসারে সম্প্রতি ভারত সরকার এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন। তরবারি প্রস্তুত করণ ও বিক্রয় সম্পর্কে লোকের কোন কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। ঘোষণায় উল্লিখিত ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৩ এবং ১৪ ধারা দুইটিতে কেবলমাত্র অস্ত্র রাখা ও ধারণের নিয়মই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন পাঞ্জাবের যে কোন অংশে তরবারি রাখার বা ধারণের জন্য আর পাশ আবশ্যক হইবে না। এই নূতন ঘোষণায় পক্ষান্তরে তরবারি প্রস্তুত করণ ও বিক্রয় সম্বন্ধে অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। উক্ত ভারতীয় অস্ত্র আইনের ৫ম ধারা ও গত ১৯২৪ সালের ভারতীয় অস্ত্র সম্পর্কীয় বিধানাবলীর ২৮তম বিধান অনুসারে নির্দ্ধারিত ফরমে তরবারী প্রস্তুত করিতে ও বিক্রয় করিতে এখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতীয় বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ

বোম্বায়ের ২৮শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত স্পেশাল টেরিফ বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার আলেকজাণ্ডার মুরে ১০ই অক্টোবর তথায় পৌঁছিবেন। ১০ই অক্টোবর হইতে কমিটি তদন্ত আরম্ভ করিবেন। বোম্বাই কিম্বা সিমলাতে কমিটীর প্রথম বৈঠক বসিবে কি না তাহা ঠিক হয় নাই। ইতোমধ্যে বোম্বাইয়ের মিল মালিক সমিতির সদস্যগণ ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া কমিটীর নিকট তাঁহারা কি কি বিষয় উপস্থিত করিবেন, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। মিল-মালিক সমিতির বৈঠকে দুইটী প্রস্তাব করা হইয়াছে প্রথমতঃ এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ভারতের বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণের দাবী উপস্থিত করিয়া ভারতের সমস্ত মিলমালিকদিগের পক্ষ হইতে যুক্তভাবে একটি মেমোরেণ্ডাম পেশ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মিল মালিকদের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একটা আপোষ রফার ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে মেমোরেণ্ডাম পেশ করা উচিত। এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইটালী

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার ব্যাপারে সিনর মুসোলিনী যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা লইয়া ইটালীর মন্ত্রিসভায় মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মঙ্গলবার দিন মন্ত্রিসভার অধিবেশনে ইটালীয়ান সিনেটের সভাপতি সিনর ফেডারজনি এই নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইটালীর বাহিনীর জেনারেল ষ্টাফের চীফ মার্শেল বেডোগ্লিও রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট আবিসিনিয়া অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অপর দিকে ইটালীর পক্ষ হইতে নানা দিক দিয়াই কঠোর ব্যবস্থা করা হইতেছে। বৃটিশ মনোভাব সমর্থন করার ফলে রোডস দ্বীপে বহুলোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরামর্শ সমিতির সভায় "পাঁচজনের ক[illegible] রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। [illegible] সভাপতি সিনর মাদারিয়াগার প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইয়াছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তির ১৫ নং আর্টিকেলের ৪নং প্যারাগ্রাফের বিধান অনুসারে একখানি রিপোর্ট রচনা করা হইবে। ইহার মধ্যে ইতালী আবিসিনিয়া বিরোধের তথ্যাবলীর বিবৃতি এবং ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত সুপারিশগুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে। বৃটেন, ফ্রান্স, রুশিয়া, আর্জেন্টিনা, স্পেন, অষ্ট্রেলিয়া, তুরস্ক রুমানিয়া, পোলাণ্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, ইকোয়াডর ও চিলি—এই ১৩টী রাষ্ট্রের ১৩ জন প্রতিনিধিকে লইয়া গঠিত কমিটির উপর উপরিউক্ত রিপোর্ট রচনার ভার দেওয়া হইয়াছে।

১০৲ টাকা প্রতারণায় ৬ মাস কারাদণ্ড

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় মিথ্যা উক্তি করিয়া লালবাজারে ডেপুটী পুলিশ কমিশনার রায় বাহাদুর বি এন ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে ১৫ টাকা আদায় করার অপরাধে পি এম ও রিলি নামক একজন এংলো ইণ্ডিয়ান যুবককে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী দোষ স্বীকার করে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী লালবাজারে রায় বাহাদুরের নিকট যাইয়া বলে যে, সে আসামে একটী চাকুরী পাইয়াছে, নূতন সুট ক্রয় করিবার জন্য সে রায় বাহাদুরের নিকট ১৫৲ টাকা চাহে। তাহাকে টাকা দেওয়া হইলে সে এলাহাবাদে পলায়ন করে। এলাহাবাদ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে এখানে আনা হয়।

গুলীর আঘাতে সাধুর মৃত্যু

বেরিলির এক সংবাদে প্রকাশ, আলমোরাতে গুলীর আঘাতে একজন সাধুর শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছে। সর্দ্দার সিংহ নামক [illegible] একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবাদার নাকি একজন সাধুকে গুলী করিয়া ফেলিয়াছে। সুবাদারটি একজন ও, বি, ই, তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২রা অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ১৮১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত শুক্রবার প্রাতে "শ্রীভগবানের রূপ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থাপিত করিলে, তিনি উপদেশ করেন,—শ্রীভগবানের ব্রহ্মাকে প্রদত্ত নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাদটীর শুধু আলোচনা করিলে কল্পনামূলে ভগবানের রূপ নির্ণয় করিবার দুষ্প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

"মদনুগ্রহাৎ" পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহার রূপ স্বরূপ বা লীলাদি অবগত হইতে পারে না। ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মা যে পর্য্যন্ত না ভগবানের কৃপা হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভগবানের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধিবলে ভগবান্‌কে জানিতে গেলে 'অবাঙ্ মনসোগোচরঃ' তত্ত্বের কূলকিনারা না পাইয়া কল্পনাজাত সাঙ্কেতিক চিহ্নের (Symbolical Expression এর) সৃষ্টি হয়, প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয় না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে রূপক বা সাঙ্কেতিক বিবেচনা করেন তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ—কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত। ভগবান্‌কে জানিতে হইলে ধৈর্য্যহারা না হইয়া কায়মনোবাক্যে সততযুক্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ভগবান্ অন্তর্যামী ও কৃপাময়। আমাদের অন্তরের নিষ্ঠা ঠিক হইলে তিনি কৃপা করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া স্ব-রূপ প্রদর্শন করেন। সেই রূপ-দর্শনের সৌভাগ্য হইলে ভগবান্ 'শ্বেত' কি 'শ্যাম' তাহা লইয়া আর বিবাদ উপস্থিত হইবে না।

গত ৮ই ভাদ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার মিত্র মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য কথা বলিয়াছেন। পাঠকগণ তাহা গত ১১ই ভাদ্র তারিখের নদীয়া-প্রকাশে পাঠ করিয়াছেন। ঐ অভিভাষণের এক স্থানে আছে,—"গৌড়ীয়মঠ অন্ধকের যুগে অমৃতের দূত" এই কথাটী উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সভা হইতে করতালিধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সভার সজ্জনগণ যে কথাটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইহ জগতে ভোগবিলাসের যে প্রগতি তাহা ধ্বংসেরই আর একটা দিক্ মাত্র। অপর কথায়, এই প্রগতির গতি ধ্বংসের দিকে। ইহার নিদর্শন আমরা ইউরোপের বিগত মহাযুদ্ধের সময় লক্ষ্য করিয়াছি। ভগবান্ না করুন, আবিসিনিয়া ও ইটালীর মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া উঠিলে প্রগতির গতি যে ধ্বংসলীলা, তাহা পুনরায় প্রদর্শিত হইবে। ঐ সমরাগ্নি কত দূর বিস্তৃত হইবে, কত জনপদ শ্মশানে পরিণত হইবে, কে জানে! সত্য বটে, কলির বর্ত্তমান অবস্থায় জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তৎসমুদয় মরণ-মুখোচিত। ভগবৎ-সেবাবিস্মৃত অবস্থাই প্রকৃতপক্ষে মৃতাবস্থা। এই মৃতাবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, সংসারের দাবানল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যেস্থানে গেলে জন্মমরণের পূতিগন্ধযুক্ত মৃত সর্প গলায় আর না দিতে হয় সেই অশোক, অভয়, অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অমৃতের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ অমৃতের দূতরূপে ইহ জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার্থিব দয়ার বিচারের সৌভাগ্য পান, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেন মরণের যুগে অমৃতের দূত। রোগনির্ণয় করিতে না পারিয়া বহু ঔষধ প্রয়োগ করিলেও সুফলের আশা অল্প; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা অনিষ্ট করিয়া থাকে কিন্তু রোগ নির্ণয় করিয়া ঠিক [illegible] ঔষধ একটী প্রয়োগ করিলেও রোগ সমূলে দূরীভূত হইয়া থাকে। পরিস্থিতি ও অবস্থার স্বরূপ না বুঝিয়া কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডী পণ্ডিতের যে বিবিধ প্রয়াস, তাহাতে ভগবৎ-সেবা-বিমুখতা-রোগ দূরীভূত হইবে না সুতরাং অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, অমৃতদূতের "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্" কথাটী বা 'যথা তরোর্মূল' উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম হইলে ঐ রোগ চিরতরে চলিয়া যাইবে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ, মহোদয় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণকান্তি নাগ মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত সুশান্তরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের ঢাকা পুরাণপল্টনস্থিত বাসভবনে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গবিজয়লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পদ্মাতীরবর্ত্তী 'মগডুবা' নামক স্থানে মহাপ্রভুর অধ্যাপনাকালে তপনমিশ্র নামক কোন সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্নমধ্যে কলিযুগপাবনাবতারী ছদ্মবেশী শ্রীনিমাই পণ্ডিত সমীপে গমন করিয়া সাধ্য-সাধন-নির্ণয় [illegible] সম্মুখে অবগত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপর তপনমিশ্র প্রভু সমীপে উপনীত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই যে একমাত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বপাত্রের পালনীয় তাহা উপদেশ করেন এবং তাঁহাকে একান্ত হইয়া অনুক্ষণ ষোল নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উপদেশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আগামীকল্য তাঁর কথা বিশেষভাবে আলোচনা হ'বে। আজ এখানকার শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ ব্যাখ্যার দিনে তাঁর কথা আংশিকভাবে কিছু আলোচনা হ'লো। তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তাঁর কথা জগতের সর্ব্বত্র আলোচনা হউক, এটাই আমার প্রার্থনা। জগৎ তাঁর কথা বুঝুক শ্রীরাধাগোবিন্দগোপীনাথের উপাসক হউক, শ্রীগোপীনাথের উপাসনা হ'লে কামাদি যাবে। আপনারা জানেন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ব'লেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

যেহেতু আমাদের গৌড়ীয়মঠের প্রভুজন, সেই গোপীনাথের সেবা—[illegible], বৈভব, অনুযায়ী, [illegible] জগৎকে আমরা শুদ্ধভাবে দিতে পারি না, জগৎ নিজেও প্রস্তুত নয়। (অর্চ্চার দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাদের সম্মুখে যে অর্চ্চা-বিগ্রহ, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্, আপনারা তাঁর দর্শন করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ পদ্মনাভ, ভুক্ত অনিরুদ্ধ ৪৪৯

আমার প্রভু কে ?

আমার প্রভু কে ?—এ কথা জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় না, যদি প্রভু কৃপা করিয়া নিজেকে নিজে না জানান। প্রভু যখন অহৈতুকী কৃপাবশতঃ ভৃত্যগণকে সেবাধিকার প্রদান করেন এবং যখন ভৃত্য প্রভুকৃপায় উল্লাসযুক্ত হইয়া তৎসেবালাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'ন, তখনি প্রভুভৃত্যের শুদ্ধ পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। প্রভু-বস্তুটী এ জগতের মায়া প্রভুগণের ন্যায় অনিত্য বস্তু ন'ন, তিনি নিত্যসেব্য-বিগ্রহ, করুণাময়—পতিতপাবন এবং আমাদের ন্যায় পতিত ভৃত্যগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার আচার্য্যলীলা-স্বীকার। সূর্য্য উদিত না হইলে বা সূর্য্য-কিরণ আমাদের চক্ষুর্গোলকের মধ্যে আসিয়া পতিত না হইলে যেমন আমরা সূর্য্যের বিষয় অবগত হইতে পারি না—সূর্য্যের পরিচয় পাই না, সেইরূপ স্বতঃ প্রকাশ প্রভুবস্তুর কৃপাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত—প্রভুকৃপালোক ব্যতীত আমরা প্রভুর পরিচয় পাইতে পারি না। যখন প্রভুকৃপালোক ব্যতীত আমরা প্রভুর পরিচয় পাইতে পারি না, যখন প্রভু-কৃপাই প্রভুকে জানিবার একমাত্র উপায়, তখন আমার ন্যায় কৃপাবঞ্চিত অযোগ্য অথচ কৃপালাভাশা-পোষণকারী নরাধমের পক্ষে এই প্রশ্নের সমাধান করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও বামন হইয়া চাঁদ ধরার চেষ্টার ন্যায় তাহা বোধ হয় আমার বন্ধুবর্গ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পঙ্গু আমি এই প্রশ্নের কিছু দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের চরণে ক্ষমাভিক্ষা-পূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

আমার প্রাণের নিত্যবন্ধু আমার প্রভু-সেবকগণের উপদেশক্রমে যখন মৃতসঞ্জীবনী-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁহাদের আনুগত্যে আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই প্রশ্নের সমাধান-কল্পে লিখিয়াছেন,—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥"

আমার প্রভু কে ?—না, আমার প্রভু তিনি—যাঁহার প্রভু মহাপ্রভু অর্থাৎ যিনি সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর সেবায় ব্যস্ত—মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, এক কথায় ভুবনমোহন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহার সেবায় মুগ্ধ—বশীভূত, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সব চেয়ে বেশী প্রিয়, মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদ, নিত্য সখা, খেলার সাথী বা প্রাণের বন্ধু। জগজ্জনমন বা সর্ব্বজন-মন পাগল করিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণ এবং সেই ভুবনমোহন কৃষ্ণকেও পাগল করিতে পারেন যিনি, অর্থাৎ যাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ নিজেকে নিজে দিয়াও যাঁহার ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে করেন, তিনিই আমার প্রভু। আমার প্রভু যাঁহার, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুই আমাকে আমার প্রভুর সন্ধান দিতে পারেন বা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন। এ সামর্থ্য মহাপ্রভু বা প্রভুশ্রেষ্ঠ প্রভুসেবকগণ ব্যতীত অপর কাহারও নাই—মনুষ্য-দেবতায় নাই। তাই আমি আজ নিরুপায় হইয়া গৌরহরি ও গৌরভক্তগণের কৃপাশা—বলদাতের মুষ্টিভিক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ আমার অনন্ত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

জগতের লোক যে যাহা ব'লে বলুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাহারা যখন আমার প্রভুকে চেনে না, তখন সেই মুখর জগৎ আমার প্রভুকে মানুষ বলিতে পারে, বন্ধু, পুত্র, ভ্রাতা, সহাধ্যায়ী, ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি আখ্যা দিতে পারে। কৃষ্ণ যখন কংসসভায় আসিয়াছিলেন তখন কংস তাঁহাকে মৃত্যুস্বরূপ, মল্লগণ মল্লস্বরূপ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ভোগ-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান বস্তুটী নন্দের নন্দন, যশোদার বাছাধন, গোপীগণের নাথ, শ্রীদামের সখা বা শ্রীরাধার কৃষ্ণ নহেন। সুতরাং আমার প্রভুকে যে যাহা ব'লে বলুক, আমি কিন্তু প্রভুকৃপায় প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, কাহারও পতি, কাহারও বন্ধু, কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা আমার প্রভু নহেন, আমার প্রভু জগতের প্রভু। শুধু মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত কেন, সমস্ত দেবতাগণেরও প্রভু তিনি। তাই এই কথা আলোচনা করিতে গিয়া মনে পড়ে আমাদের পূর্ব্বগুরু গৌরগতপ্রাণ আমার প্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুপাদের কথা—

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥

[এই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ কারণরহিত সর্ব্বাদিকারী স্বয়ং ভগবানই হউন অথবা সাদি অর্থাৎ কারণ-যুক্ত অবতারই হউন, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণই হউন অথবা অনিপুণই হউন, প্রতিক্ষণ প্রকাশমান কারুণ্যশালীই হউন অথবা প্রকৃষ্ট গুণ-হেতুক করুণারহিতই হউন, পরব্যোমাধিপতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হউন অথবা নরমাত্রই হউন, আমার এসমস্ত বিচারের আবশ্যক নাই; পরন্তু তিনিই প্রতি জন্মে আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন।]

মুখর জগতের মুখে হাত দেওয়া যাইবে না, আমার মত দীন হীনের কথা তাহারা শুনিবে না। ভগবদ্দাস ভগবদীয় আমাকেই যখন তাহাদের মধ্যে কেহ পুত্র, কেহ পতি, কেহ বন্ধু, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মানুষ, কেহ পুরুষ প্রভৃতি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে চাহে তখন তাহারা যে আমার সর্ব্বগুণময় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বপূজ্য প্রভুকে ঐরূপ বলিয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু গুরুর উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইতে অভিলাষী আমি তাহাদের ঐ সকল বাজে কথা শুনিতে প্রস্তুত নহি। তাই তাহাদিগকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া তফাৎ থাকিতে চাই এবং যিনি আমাকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন এবং পূর্ণ-দিব্যালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং সেবালাভের সুবর্ণ সুযোগ দিতেছেন, আমার ন্যায় অযোগ্য পতিতাধমকে যোগ্য করিবার জন্য যিনি অযাচিত কৃপা করিয়া নরকের দ্বারস্বরূপ স্থূল সংসার হইতে—সংসারজালরূপ বা হরিবিমুখতারূপ ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনিই আমার জন্মে জন্মে প্রভু। আমি যেন নিত্যকাল কাহারও কথা না শুনিয়া সেই হৃদয়দেবতাকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতে পারি, নিত্যকাল তাঁহার কুক্কুর হইয়া—উচ্ছিষ্টভোজী দাস হইয়া থাকিতে পারি। হতভাগ্য আমি—প্রভুকৃপালাভে বঞ্চিত আমি তাই আজ প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং যাহাতে মহাজনানুগত্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী গাহিতে পারি তজ্জন্য বল চাহিতেছি।

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠামঃ নটামঃ নির্বিশামঃ ॥"

প্রভুর কথা বলিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই আমি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। জানিনা, কবে প্রভু আমার ন্যায় অযোগ্যকে তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া এবং কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার অনন্তগুণের কোটাংশের এক অংশও বর্ণন করিবার সৌভাগ্য দিবেন। প্রভুগুণ-গান এবং প্রভুসেবকগণের গুণগান করিবার সৌভাগ্য-লাভের আশা করিয়া নরাধম আমি আজ বিদায় লইতেছি।

আদদানঃ তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

——•::•::•——

ষোড়শ দিবস—১০।৯।৩৫

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮০তম সংখ্যার পর)

দৃষ্ট লৌকিক বিনাশী পদার্থ ভোগ ক'র্‌তে গিয়ে অসুবিধা হয় ব'লে মানুষ অদৃষ্ট পদার্থের স্তাবক হ'তে যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ দৃষ্ট ও ভোগকল্পিত অদৃষ্ট উভয়কেই নশ্বর ব'লে বিচার করেন। অদৃষ্ট—যা দেখে নাই অথচ গল্প ক'রছে অর্থাৎ ভোগ বা ভোগের বিপরীত ভাবটা, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষার তাৎকালিকতা বা অনিত্যতারূপ নশ্বরতা দেখে থাকেন। ইহাতে সচ্চিদানন্দ কখনই প্রযুক্ত হ'তে পারে না। ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্তও পতিত হ'বার—অবনত বরণ ক'রবার যোগ্যতা থাক্‌বে। উহা নিত্য নহে, নশ্বর। আমরা Realist, Idealist নই, বিশ্বকে মিথ্যা বলি না, উহা সত্য কিন্তু নিত্যসত্য নহে, নশ্বর—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-
বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ
তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য
হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥

এইরূপ বিচার।

যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা:—যখন আমাদের রজঃ-সত্ত্বতমোগুণের স্ফুটবল হ'তে ইচ্ছা থাক্‌বে না, তখনই তাতে অমৃষা হ'বে; কিন্তু যখন বল্‌বো রজোগুণের দ্বারা তমঃকে বিনাশ করতে হ'বে অমনই রজঃ-সত্ত্বতমো তিন ভাই এসে মারামারি কর্‌বে, যেহেতু তোমরা বল্‌ছো রজো দ্বারা তমো ধ্বংস কর্‌বে; অথচ সত্ত্বগুণের monopolise করাবে, তাকে ধ্বংস কর্‌বে না; এ কিরূপ কথা ? আমরা বল্‌বো সত্ত্বকে ধ্বংস ক'র্‌তে হ'বে। বিশুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিনাশ কর্‌তে হ'বে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

অধোক্ষজ 'বাসুদেব' বস্তুই আমাদের সেব্য হউন। আমরা যেন বল্‌তে পারি—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

আমাদের শত সহস্র চেষ্টা যায়! heaven and earth move কর্‌লেও সেই uncon-

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

querable জিনিষটী পাব না। As an Empericist আমরা অনন্তকোটিকাল ধরে' জ্ঞানসংগ্রহ করলেও শেষে to infinity ব'লে গোঁজামিল দেবো। Series Develope করবার সময় নাই বলবো। গণিতশাস্ত্রে যেপ্রকার গোঁজামিল দিয়ে থাকি সেই বস্তুতে সেরূপ গোঁজামিল চলবে না। ভক্তি ব্যতীত অন্য গতি নাই। ভগবানকে ইন্দ্রিয়জাত পদার্থবিশেষ জ্ঞান করতে হবে না। প্রাকৃত পদার্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বিচার আছে। এই প্রকৃতিজাত উপাধিদ্বয়ের অতীত বস্তুই অপ্রাকৃত। আমরা 'অধোক্ষজ' শব্দে Transcendental ব'লে Hegalian school এর একটা শব্দ বলি, কিন্তু এ দ্বারা অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃতের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হ'চ্চে না। যেখানে বৈচিত্র্য বলা হ'চ্চে না সেখানে Transcendental অতি ক্ষুদ্র কথা। আমরা বাস্তবিকই খুব বড় কথা বলতে বসেছি। পরমমুক্ত পুরুষের বিচারই ভক্তি। ভক্তিযোগই কৈবল্যসম্মত পথ।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্

গুণাতীত বস্তু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ কর। তাঁর ভজন কর। তিনি আপেক্ষিক সত্ত্বগুণের অন্তর্গত বস্তু মাত্র নহেন। তাঁ' হ'তে গুণসকল নির্গত হয়েছে, অতএব সম্প্রদায়কে দূরস্থ করবার জন্য। তা থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে যাতে শোধন হ'তে পারেন, সে রকম বিচার হ'চ্চে। অরণং-শরণং, একমাত্র গতি তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত সেই অধোক্ষজ বাসুদেবের শরণগ্রহণ করতে বলছেন। সন্তঃ—সাধুসকল, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী এরা সব অনিত্যবিচারপর অসাধু, সৎকর্ম্মপরায়ণতা বা এদের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার বিচার সবই অসৎ, অর্থাৎ এরা চিরদিন একরকম থাকে না, মুক্তিলাভেও এদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভক্তের তাদৃশ পরিবর্তন বা পতন নাই। ভোগত্যাগাদি বদ্ধবিচারযুক্ত ভক্ত কখনই ভক্তজনহ সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারেন না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ইত্যাদি শ্লোকে বিমুক্তমানী ও ভক্তের কি সুন্দর বিচার প্রদত্ত হ'য়েছে; যার বিরুদ্ধ কথা মনুষ্যজাতি বলতে পারে না। যদি বলে, Balance loose করে বসবে নিজের ভজন না জেনে। বাস্তবসত্যের কথা আলোচনা হ'লে অন্যান্য সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক বিচার থেমে যায়। অনর্থযুক্ত জীব বেদান্তের যে অর্থ করছেন, অনর্থমুক্তেরা সে অর্থ স্বীকার করেন না। সেজন্য মুক্তানর্থ ব্যক্তির দ্বারাই উপনিষদের ব্যাখ্যা দরকার। যেমন রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তের ব্যাখ্যা ক'রেছেন। অনর্থযুক্তেরা ভগবানকে অধোক্ষজ বিচার না ক'রে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা পার্থিব নিজ ভোগ্য পদার্থবিশেষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন পদার্থ বিচার করছেন। যেমন দ্বারকায় কৃষ্ণ এলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দ্বারদেশে গিয়ে দ্বারীকে কৃষ্ণকে খবর দিতে বললেন। ব্রহ্মা মনে করলেন, তিনি ত' একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, কৃষ্ণ, দ্বারকা সবই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত। কৃষ্ণ বুঝলেন, ব্রহ্মার অহঙ্কার হয়েছে, তাঁকে (কৃষ্ণকে) তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে ক'রেছেন। তখন কৃষ্ণ দ্বারীকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন জিজ্ঞাসা ক'রে এস। ব্রহ্মা দ্বারীর নিকট সে কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবলেন এ আবার কি, আমিই ত' ব্রহ্মা। আর ব্রহ্মা কে? নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির অত্যাবর্তনে ভগবানের কারুণ্যের উদয় হ'লো। কৃষ্ণ ব্রহ্মার মনোভাব জেনে, তখনই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের স্মরণ করলেন। তাঁর স্মরণ মাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মা এসে তাঁদের মস্তকস্থ কিরীট দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে ডাকিয়ে এই ব্যাপার দেখাতে ব্রহ্মা নির্বাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে গেলেন।

শুনি হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে॥
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটীবদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটীনয়ন॥
দেখি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।

সনকাদিপিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রজ্ঞানে এক কোণে ব'সে থাকলেন। ব্রহ্মা নিজের ভ্রম বুঝে তখন বলছেন,—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্॥

[যাঁহারা বলেন 'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি' তাঁহারা জানুক, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি এই মাত্র বলি যে, তোমার বৈভব সকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর॥]

ব্রহ্মা বললেন অন্যে যা ব'লে বলুক, আমি আর ঐরূপ অবিবেচনার কথার মধ্যে ঢুকবো না। তখন থেকে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হ'লো। পদ্মপুরাণে ব'লেছেন—

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

আমরা আমাদের গুরুপরম্পরায়ও দেখছি—

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ইত্যাদি। এখনও পর্য্যন্ত সত্যকথা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করলে জানতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকে ধ্বংস (?) করার জন্য প্রচুর চেষ্টা চলেছে, কিন্তু তা' সফল হয় নাই—ভাগবতসম্প্রদায়কে বিনাশ করতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদীদের কেহই এই গ্রন্থখানির টীকা করতে সাহসী হ'ন নাই। কেন না, প্রতিবাদ করলেই নিজেদের বিচার-দৌর্ব্বল্য ধরা পড়বে। কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী শ্লোকের টীকা ক'রেছেন; কিন্তু করলেও তাহা মায়াবাদ-হলাহলপূর্ণ। কেবলাদ্বৈত-বাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত—সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। মানুষ মনুষ্যোর রচিত গ্রন্থ প'ড়ে দুর্গতি বরণ করছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের আলোচনা না ক'রে ভ্রমে পড়ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় না করাই দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয়। এইজন্য বলছিলাম—

সর্ব্ববেদান্তসারং...কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।

আমি বলছিলাম যে, ভাগবতের কৈবল্য, পাতঞ্জলির ঈশ্বরসাযুজ্য বা আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসাযুজ্য নয়, ভগবৎসাযুজ্যও নয়। "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"—বিচারে হরি যাদের বধ করেন, তারা যে ভগবৎসাযুজ্য লাভ করে, 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' বলতে তা নয়। সুরসকল ভগবদ্ভক্ত। তাঁ'দের কার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য; মনুষ্যজাতির সেবার ভার দেবতারা নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলিয়া Polytheistic theory আমাদের অনুসরণীয় নয়। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' এ বিচার যা'দের উদিত হয় নাই তা'রা বিষ্ণুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য জীবমাত্রই যে নিত্যবৈষ্ণব এটা বুঝতে পারেন না। নিত্য আত্মার অনুভূতিতে সনাতন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কথা নাই। ভক্তিই আত্মার নিত্য অবস্থা, তা' না বুঝে তার সঙ্গে অনিত্য অবস্থার ধর্ম্মকে এক ক'রে বসে। তা'রা ভক্তিটা অন্যত্র ব্যবহার ক'রে গুরু দেশাত্ম, সমাজাত্ম, গুণাত্মবোধে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। 'ভক্তি'শব্দটী দেশ-সমাজাদিতে প্রযুক্ত হ'তে পারে না। সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। একমাত্র ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ, তাঁ'তেই সকল জীবাত্মার সর্ব্বতোভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হ'তে পারে। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁর অন্যান্য অবতারে রসের অপূর্ণতা ও খণ্ডতা, কিন্তু পূর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁতেই আছে। Dr. Macnical Kennedy এবং তাঁ'দের অনুগতিজনগণ বিষয়টা ভাল ক'রে বুঝতে পারেন নাই। তাঁদের প্রকৃত ভাগবতালোচকের সঙ্গে দেখা হয় নাই। কেবল Benares school এর কয়েকটী ও বিশিষ্টাদ্বৈতধারার কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য্যবোধ ভাগবতীয় ভগবন্মায়াদ্বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইজন্য ভাগবত ব'লছেন—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।

আপনারা জানবেন অতি সহজ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয়টী—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। ইদানীন্তন ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্ব-শক্তিং রসাব্ধিং
তদ্বিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

এই দশমূলশিক্ষা শ্লোকে বর্ণন ক'রেছেন। এইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা দরকার অথচ আমাদের আর সময় নাই। আজ শেষ দিবস ব'লে আপনাদের অনেকটা সময়কে আক্রমণ করা হ'লো। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শেষে তাঁহার প্রচারকার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন আর ভাগবতগণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়া শ্রবণ ক'রেছিলেন। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম (শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যোক্তি) যা কিছু অস্ফুটভাবে আমাদের কর্ণকুহরেও তা' এসে পৌছাইয়াছিল। আমরা তোতাপাখীর মত তা' বলবার কিছু প্রয়াস করছি। আপনারা সুষ্ঠুভাবে সকল কথা শ্রবণ করুন, পাঠ করুন, বিচার করুন—

শৃণ্বন্ সুষ্ঠু বিচারপরোঃ ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিস্রোতের প্রবর্ত্তক যিনি, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আগামী-কল্য আবির্ভাব-তিথি। আজ অধিবাস।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই আশ্বিন, ১৩৪২, ৩রা অক্টোবর ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [১৮২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

আবিসিনিয়াও মীমাংসার আশা ছাড়িল

৩০শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার রাজধানী আদিস আবাবার যে কয়েকজন লোক আপোষ মীমাংসার আশা করিতেছিলেন তাঁহারাও আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। আবিসিনিয়ার সর্ব্বত্র সাধারণভাবে সৈন্য সমাবেশের আদেশপত্রে সম্রাট স্বাক্ষর করিয়াছেন, কিন্তু আদেশ এখনও জারী করা হয় নাই। তিনি ইতিপূর্ব্বে জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের সভাপতির নিকট এক তার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন,—"আবিসিনিয়ার সর্ব্বত্র সাধারণভাবে সৈন্য সমাবেশ করিবার সময় আসিয়াছে; ইটালী যেভাবে সমরসজ্জা করিতেছে, তাহাতে আর বিলম্ব করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে।"

ইটালীর কোন সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়াছেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ না বাধিতে পারে, কিন্তু আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা মনে করিতেছেন,—১০ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই রণদামামা বাজিয়া উঠিবে অবস্থা যে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, আবিসিনিয়ার হারার নামক স্থানের দূতাবাস বন্ধ করিবার আদেশ জারি করা হইয়াছে। তথাকার ইটালীর দূতকে জিবুতিতে চলিয়া আসিতে বলা হইয়াছে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ইটালীর নেপলস বন্দর হইতে পাঁচ হাজার তাহাকে ছাড়িয়া আরও দশ হাজার সৈন্য পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাত্রা করিয়াছে। আয়োজন উদ্যোগের কোনই ত্রুটি হইতেছে না।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিন্তু এখনও আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি, নীতি ও আদর্শের কথাই বলিতেছেন রোম হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে গ্রেট বৃটেনের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার উপর ইটালীর দাবী সমর্থন করা বৃটেনের কর্ত্তব্য; এইরূপ ভিত্তিতে বৃটেন ও ইটালীর মধ্যে একটি চুক্তি করিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। লণ্ডনের রাজনৈতিক মহল মনে করেন, এরূপ কথাই উঠিতে পারে না। বৃটেন রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্যরূপে সকলের সঙ্গে একযোগে তাহার কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইয়াছে। এই অবস্থায় ইটালী ও বৃটেনের মধ্যে কোনও পৃথক চুক্তি সম্ভবপর নহে।

চীন জাপানে আবার সংঘর্ষ

চীন সরকার জাপানী পণ্যের উপর কর ধার্য্য করিয়াছেন। সোয়াটো অবস্থিত জাপানীরা কিন্তু তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। কারণ জাপানীরা বলেন যে, সম্পূর্ণ খামখেয়ালীভাবে ঐরূপ কর ধার্য্য করা হইয়াছে। জাপানীদিগকে রক্ষার জন্য জাপানী ডেষ্ট্রয়ার সোয়াটো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

হংকংস্থিত জাপানী কন্সাল চীনা সৈন্যদলের প্রথম বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চিং-সেং চেনের নিকট দৃঢ়তা সহকারে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই দাবী করিয়াছেন যে সোয়াটোস্থিত কর্ত্তৃপক্ষ যেন, 'জাপানীরা ঐরূপ কর না দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে অবৈধ ব্যবস্থা (যথা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করা অথবা তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক করা) অবলম্বন করিতে' বিরত থাকেন।

নীলাম ইস্তাহার

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

(৩)

১৪২৭ মনিজারী ৩৫ দাবী ১৪৪৮৵৬

ডিঃ কুসুম কামিনী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ রোহিনী দাস মহান্ত বৈরাগ্য সাং ঐ পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল নবদ্বীপ মৌজায় ৭৫০ নং তৌজি ১নং জমি ১৷৵৩ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ ঘর ৭ খানা পাকা ঘর ৩ খানা বৃক্ষাদি সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৯২৫৲

২। ঐ থানার সামিল ঐ গ্রামে বাকচন্দ্র পোদ্দারের অধীন ৭৩৯ খতিয়ানে ১১নং জমির মধ্যে ৪নং জমি ১৶ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ তদুপরিস্থিত পাকা ঘর ২ খানা বৃক্ষাদি সাজ সরঞ্জাম দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৭৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৩০।১০।৩৫

(১)

৬৩৫ মনিজারী ৩৫ দাবী ১০৬৲

ডিঃ সুধাকান্ত দত্ত সাং বড়আন্দুলিয়া

দেঃ লকাই সেখ দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাজারাজ

১। থানা চাপড়ার সামিল মৌজে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ের অধীন ৭১৯।৭২০ খং ভুক্ত ৫৯নং জমি ২৷৶ ভায়গা স্থিতিবান মাঃ আকর আওলাত দরদস্তু মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা ঐ সামিল ঐ গ্রামে ঐ মালীক সেরেস্তার ৭৬৪ খংভুক্ত ৬২৭নং জমি প্রতিবিঘা ১৫ হিঃ জমা মায় তদুপরিস্থিত আকর আওলাত ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৭৬৫ দেঃজারী ৩৫ দাবী ৩০৬।৯ পাই

ডিঃ এব্রাহিম মল্লিক সাং ডোমপুকুরিয়া

দেঃ রহমান মণ্ডল দিং সাং ভাতগাছি পোঃ বাজারাজ

থানা চাপড়ার অধীন ভাতগাছি গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীন ১৩৮ নাং খংভুক্ত ৭-৬ দাঃ জমি ১৩৷৵৭ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৷০ অংশ মায় আকর আওলাত দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানা অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালীক অধীন ১৪১।৩৭৩।৪১০।৬৯৭ খংভুক্ত ৩-২৮ দাঃ জমি প্রতিবিঘা ১৵০ নিরিখে উটবন্দী দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট ষোল আনা দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ১০৲

৫৯১ মনিজারী ৩৫ দাবী ৬৯১৵০

ডিঃ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল দক্ষিণ বহিরগাছী গ্রামে যদুনাথ ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৮৫৬ ও ৪৬০।৭ খংভুক্ত ৬৪-৪২ দাঃ জমি দেঃ ।/৩॥= অংশ মায় প্রজা ও আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাধিকা নাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ৪০৫ খং ভুক্ত ৮নং জমি ১৲ জমা মায় দরদস্তু আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩২৬।৩৪৭ খং ১-৮৯ ব্রহ্মোত্তর জমি দেঃ ৩৭৮৫ তিন মায় প্রজা ও আকর আওলাত দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৮৪।৩৮৭ খতিয়ানে ৪৪ দাঃ লাখেরাজ জমি দেঃ ৫৶= ২ তিন অংশ দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৩৫৯।৩৬০ খতিয়ানে ১০৭ জমি দেঃ ৵৪।=৩ তিন অংশে ৯৲ খাজনা মায় আকর আওলাত দরদস্তু হুকুক মূল্য আঃ ৫৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বৃহৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনশতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী-বনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৪। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠক্রমঃ ৴০
৬৬। সারসংদর্শনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্ক্‌স ৷৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থেরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আবেনলেড ডিক্টেশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার { ১৮২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, প্রমুখ কতিপয় সেবকসহ গত ১৩ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার ৭নং আপ্ ট্রেণে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ মহাশয় পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরসহ দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। তিনি দিল্লীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ গত পরশ্ব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে দিল্লী ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী হইতে আগামী ৫ই অক্টোবর রাধাকুণ্ডে পৌঁছিবেন, এইপ্রকার কথা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় মহোদয় এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। তথায় তিনি শ্রীমঠের শ্রবণ-সদনের নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। স্থপতি-কার্য্য-পরিদর্শন-ব্যাপারে তিনি সর্ব্বত্রই যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠস্থ সু-উচ্চ মন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটের মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গনের শ্রীমন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দির, শ্রীমোদদ্রুমমঠের শ্রীমন্দির, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ মন্দির প্রমুখ ভগবন্মন্দির-নির্ম্মাণকালে তিনি স্বীয়-কার্য্যের যে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

স্থপতি কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে আরও এক ব্যক্তি পারদর্শিতার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিষয় পাঠকগণ বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশে পাঠ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার নাম শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় পারদর্শিতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা হইতে 'সেবাবিশারদ' উপাধি পাইয়াছেন। নানাবিধ সেবাকার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা আছে। যেসকল যাত্রী শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন তাঁহাদের জন্য বাসস্থানাদির সংস্থানার্থ বর্ত্তমানে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণকে দামোদর-ব্রতকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সুযোগ প্রদানার্থ যে মহতী চেষ্টা, তাহার তুলনা হয় না।

উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর মহোদয় স্থপতি কার্য্যাদিতে উক্ত সেবা-প্রাণ মহোদয়দ্বয়ের অগ্রণী। তিনিও বর্ত্তমানে শ্রীরাধাকুণ্ডে যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী আচার্য্যত্রিক প্রভুও শীঘ্রই শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইতেছেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় যাবতীয় কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আসাম গোয়ালপাড়াস্থ শ্রীভক্তিসভায় একটী মহতী সভার অধি-বেশন হইয়াছিল। সেই সভায় শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও সম্বন্ধজ্ঞান" সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী রাগরত্ন মহোদয় কিছু-দিনের জন্য পাটনায় আসিয়াছেন। পাটনার বিশিষ্ট জনগণ ও ভদ্রমহিলাগণ প্রত্যহই শ্রীমঠে আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

* * *

গত ৯ই আশ্বিন রাগরত্ন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের নবম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মাতা যশোদার দধি-মন্থনকালে কৃষ্ণের স্তন্যপানেচ্ছা, দধিভাণ্ড-ভঞ্জনাদিলীলা, কৃষ্ণকৃত ভাণ্ডভঞ্জনাদি-দর্শনে যশোদার কৃষ্ণকে বন্ধনোদ্যোগ, বন্ধনরজ্জুর দ্ব্যঙ্গুলাপূর্ত্তি প্রভৃতি লীলা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

গত ১১ই আশ্বিন শনিবার বেলা ১২টার সময় শ্রীপাদ রাগরত্ন মহোদয় শ্রীযুক্ত হৃষী-কেশ দাসাধিকারী মহাশয়ের পিসিমাতার শ্রাদ্ধকার্য্য বৈষ্ণব-স্মৃতি বিধানানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐদিন তাঁহার গয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ২য় বর্ষে ইউরোপে যে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটী সচিত্র। এই গ্রন্থের প্রথমে গৌড়ীয়মিশনের প্রেসিডেণ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের চাতুর্ম্মাস্য-কালীন আলেখ্য শোভা পাইতেছেন। যে-সকল মনীষী শ্রীগৌড়ীয়মঠে ইউরোপে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট জনগণের চিত্রও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মহামান্য ভারতসচিব মার্কুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড, বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর, মহামান্যা লেডী (হ্যানলী) জ্যাকসন, দি লেডী কারমাইকেল অব্ স্কার্লিং, এফ্ এইচ ব্রাউন সি আই-ই, পি কে দত্ত এম-এ, এম্ এস্, এফ জে পি রিচার্ড এম্-এ, এফ্ কি প্রাট সি-এস্ আই, মহামান্য লর্ড ল্যামিংটন, মিস্ মার্গারেট ডি লরেডো, দি রাইট্ অনারেবল সার স্যামুয়েল হোর, মিঃ আর এ বাট্‌লার, অধ্যাপক ডাঃ এ জিন্ আর্‌মিন, ডাঃ জে গোয়েবেল্‌স্, জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম, অধ্যাপক ডাঃ এডওয়ার্ড স্প্রেঙ্গার, Dr Grutzmacher, ডাঃ মার্টিন উইষ্ঠার্ট পি-এইচ ডি, এল্ এল্-ডি প্রমুখ মহোদয়গণের চিত্র উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের অনেকেই "গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি"'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের এবং তাঁহাদের অনুগত বের আর্ল অব্ জেটল্যাণ্ড ও হের্ ব্যারণ এইচ্ ই ফন্ কোয়েথ মহোদয়দ্বয়ের চিত্রও ঐ গ্রন্থে আছে।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ পদ্মনাভ, আদি কায়স্থোদশাব্দী ৪৪৯

ত্রিদণ্ডীর পরাত্মনিষ্ঠা

যাহা 'প্রয়োজন'-সিদ্ধি করায় তাহা অর্থ-সংজ্ঞায় অভিহিত। 'অর্থ'-প্রাপ্তির অন্তরায়রূপে যাহা বর্ত্তমান তাহাই 'অনর্থ'। অর্থ ও পরমার্থের ভেদ-বিচারে লক্ষ্য করা যায় যে, 'অর্থ'—তাৎকালিক প্রয়োজন-সাধক, আর 'পরমার্থ'—সার্ব্বকালিক প্রয়োজন-প্রদ। তাৎকালিক-প্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে আমাদের চেষ্টায় যথেচ্ছাচার আবদ্ধ। তাৎকালিক ফললাভের আশায় আমাদের যে আচরণ বা চেষ্টা, তাহা নিত্য ফল প্রসব করে না বলিয়া আমরা অর্থ বা প্রয়োজন-বিষয়ে তারতম্য নির্দ্দেশ করি। যাহা অধিককাল ধরিয়া আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধি করায় তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আবার প্রয়োজনের অপূর্ণতা ও আধিক্য-বিচারে তারতম্য আসিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতার দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা পারমার্থিক প্রয়োজনসিদ্ধিকে তারতম্যবিচারে আদরের সুনির্ব্বাচিতবিচারে প্রবিষ্ট হই। যথেচ্ছাচার আমাদিগকে নানা স্তরে নানা-প্রকারে নৃত্য করাইয়া অবশেষে অন্যতর বিচারের ফলভুক উপলব্ধি করাইয়া প্রয়োজন-বিশেষকে প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায়। অনেক সময়ে আমাদের বিচারের তুচ্ছতা লক্ষ্য করিয়া আমাদের অপেক্ষা যে বিচারক শ্রেষ্ঠ তাঁহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হই। নিত্যানিত্যবিবেক 'অর্থ' ও 'পরমার্থে'র বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। সেইকালে যথেচ্ছাচারকে 'অর্থ' বলিবার পরিবর্ত্তে আমরা উহাকে 'অনর্থ' বলি। যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, সেই বস্তু-বিষয়ক বিচারে আমাদিগের কৃত্য-সমূহের আলোচনা উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রয়োজন আমাদিগকে অনেক সময় হিতাহিতবিবেকরহিত করায়। তখন নিত্যাস্বরোধের প্রারম্ভ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রকাশের ন্যায় দৃক্পথে উদিত হইলেও নৈশ তিমিরের অবস্থান বিচার করিয়া আমাদের অযোগ্যতার অধ্যাবৃত্তি সর্ব্বকালিকী, এরূপ অসমীচীন সিদ্ধান্ত আমরা উপাস্থিত হয়। উহাই আমাদের ভাগ্যহীনতার পরিচয়। লৌকিক অর্থ ও অনর্থের বিচার মাত্র করিয়াই আমরা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হই। আবার যখন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথেচ্ছা-চারের মুক্তপ্রগ্রহ-সঞ্চালনে বাধাপ্রাপ্ত হই, তখন পরমার্থ-বিচারের প্রাথমিক অবসর হয়। উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য নামক রিপুষট্ক আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাহাদের প্রবল উত্তেজনায় আমরা দিশা-হারা পথিকের ন্যায় স্বেচ্ছাচারে দশদিকে ভ্রমণ করিতে থাকি। এই ভ্রমণ যখন আমাদিগের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারক বলিয়াই উপলব্ধি হয়, তখন অপরের উপদেশ-প্রাপ্তির লালসা সমৃদ্ধি লাভ করে। তখন আমরা নিত্য অর্থ কোথায় এবং কিরূপভাবে পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানকালে যদি সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের অমোঘবাণী নিনাদিত হয়, তাহা হইলে আমরা নানা অমঙ্গলময় বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। সেই বাণী ভবরোগযন্ত্রণায় অস্থিরচিত্ত, যথেচ্ছা-চারী, বিপথগত জীবের একমাত্র ঔষধস্থানে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় একদিন লাভ করিয়াছিলেন। ঔষধটী এই—

> তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
> ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
> হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
> জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

প্রাপঞ্চিক বিচারে প্রমত্ত জনগণ নিজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহায়তায় তাত্ত্বনুভোগ অভিনয়কে পরম সমাদরে বরণ করেন। সেইকালে যদি নিত্য চিদানন্দময় বস্তু স্বীয় দয়া-শক্তির সুধাসেচনে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আর যথেচ্ছাচারী জীবের কোনপ্রকার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা থাকে না। তজ্জন্য পরমকরুণাময় ভগবান্ ইহজগতে যথেচ্ছাচরণে প্রলুব্ধ জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াই নানাবিধ দুঃখ-দায়ক দণ্ড সাজাইয়া রাখিয়াছেন। উহাতে নিত্যকাল যন্ত্রণা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যন্ত্রণার ভীষণ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া যথেচ্ছাচার-নিবারণ-কল্পেই এইরূপ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অভাবসমূহ প্রপঞ্চে সজ্জিত আছে। মূঢ় যথেচ্ছাচারী মানব ভাগ্যক্রমে উপাস্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে বিহিত চেষ্টা করিবার রুচিলাভ করিলেই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেইকালে তাহার সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। উপাস্য-বিচারে ভগবান্ জগৎ ভগবৎ-স্থান অধিকার করিলে জীব কর্ম্মফলভোগীর কর্ত্তৃত্বে স্থাপিত হন। এতাদৃশ সিদ্ধান্ত আপাত-মধুর এ ইহার পরিণাম বিষময় লক্ষ্য করিতে পারিলে বদ্ধজীবের ফলভোগ আকাঙ্ক্ষার অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধিক্রমে ফলভোগের তুচ্ছতা প্রবল হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান তাঁহার মুক্তিপথের ব্যাঘাত করে। কোন সময়ে উহাকেই মুক্তিপথ বলিয়া তাঁহার বিবেক উপস্থিত হয়। তাদৃশ জ্ঞানের প্রয়াস পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎকরুণার কথা হৃদয়ে উদিত হইলে তিনি কর্ম্ম ও জ্ঞান-আবরণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মবৃত্তি নিত্যা ভক্তিতে অবস্থিত হন। ভগবানের দয়াশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া মন্দপ্রসবিনী দয়াকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া জানিতে পারেন। তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের ব্যাখ্যায় এই শ্লোকার্থ তাঁহাকে বৈষ্ণবের দাস্যে নিযুক্ত করাইয়া বিষ্ণুসেবার সাক্ষাৎ অধিকার প্রদান করে। তিনি তখন যথেচ্ছাচার-মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবায় তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্ব সমর্পণপূর্ব্বক শরণাগত হন। পরমকরুণ শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে আহ্লাদ প্রদান করিবার জন্যই জগতে ইন্দ্রিয়পর ভোগি-সম্প্রদায়ের সমক্ষে উদিত হইয়া তাহাদের চিত্তাগ্রে ভোগরূপ বক্ষের বিদারণ করেন। যে বক্ষ সর্ব্বদা হিরণ্য-লাভ ও ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষী হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়ভাবে স্বীয় অস্মিতা-সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিল, যে বক্ষ কাল্পনিক মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মায়াবাদ-বিচারে প্রমত্ত ছিল, সেই বক্ষের বিদারণ-লীলা দর্শন করিয়া প্রহ্লাদের বিষ্ণুসেবা-অধিকারে বৈমুখ্য উপস্থিত হয় নাই। প্রহ্লাদ জানিয়াছিলেন যে, নিত্যকাল বিষ্ণুসেবাবঞ্চিত জীবকুলই নির্ভেদব্রহ্মানু-সন্ধানরত ও তাৎকালিক বিষ্ণুসেবা-বিমুখ-জনগণ নশ্বর-কর্ম্মফল-লাভের যাত্রী মাত্র। তজ্জন্য বহিঃপ্রজ্ঞাবশে বাহ্যজগতে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ বিচারে অভিভূত না হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্ব-কারণ-কারণ পরমেশ্বর গোবিন্দ কৃষ্ণের সেবকাভিমানে স্বীয় নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুও ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়মল পরিহারপূর্ব্বক "তৃণাদপি সুনীচ" "তরুর ন্যায় সহগুণ-সম্পন্ন" "অমানী" ও "মানদ" হইয়া তারস্বরে গান করিতেছেন,—

> "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
> মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
> অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
> তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

উক্ত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে অবন্তিনগরের অধিবাসী কৃষিবাণিজ্যজীবী কৃপণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কোপন স্বভাব-ফলে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বান্ধব, ভৃত্য সকলেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিল। কালক্রমে দস্যু, দৈব ও জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক তাঁহার সমুদয় ধন অপহৃত হইল। এখন স্ত্রী-পুত্রাদিও তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। একেত অর্থনাশে তাঁহার অন্তর দুর্ব্বিষহ তাপে দগ্ধ হইতেছিল, তদুপরি স্বজনগণের পরুষ-বাক্য, যাহা বাণ অপেক্ষাও তীব্রতরভাবে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে। সৌভাগ্য-ফলে ঐপ্রকার অবস্থায় পড়িয়া তাঁহার অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় হইল যে অর্থের উপার্জ্জন ও রক্ষণাদিতে পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা ও ভ্রম উদিত হইয়া মানবকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করে। অর্থ হইতে চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্যাসক্তি—এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থের উদয় হয়। জানিয়া শুনিয়া এই সকলের প্রশ্রয় দেওয়া বুদ্ধিমান্ মানবের কিছুতেই উচিত নহে। নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর গ্রাসযোগ্য তাহার ধন, ধনপ্রদ বস্তু, কাম, কামপ্রদ বস্তু অথবা জন্মপ্রদ ইন্দ্রিয়সুখের প্রয়োজন কি? এই সকল বিচার করিয়া ভগবানের অনুগ্রহ স্মরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ নিজে নিজে বিচার করিতে লাগিলেন।

> নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
> যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥

—যাঁহার অনুগ্রহে আমার এই দশা উপস্থিত এবং আত্মার সংসার-সিন্ধু-উদ্ধারের উপায়স্বরূপ বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ শ্রীহরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ঐপ্রকার চিন্তা করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল হরিভজনপূর্ব্বক অতিবাহিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন ভিক্ষার নিমিত্ত নগরাদিতে প্রবেশ করিতেন তখন তাঁহার পূর্ব্ব কোপনস্বভাবের উল্লেখ করিয়া জনগণ তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিত। কিন্তু তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচল, অটলভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া নিজ অভীষ্টসাধনে অবিচলিত রহিলেন এবং বিচার করিলেন যে, মানব, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল—ইহারা কেহই সুখদুঃখের হেতু নহে। পরন্তু মনই ইহার কারণ, মনই জীবকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করায়। মনোনিগ্রহই দানধর্ম্মাদি সকলের লক্ষ্য। সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির ঐসকলে কোনও প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃপক্ষে অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেও উহারা নিষ্ফল। অহং-মম-ভাবই অপ্রাকৃত আত্মাকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুষ্ঠিত পরমাত্ম-নিষ্ঠা বা ভগবন্নিষ্ঠার অনুসরণক্রমে মুকুন্দ-চরণ-সেবার দ্বারাই দুষ্পার সংসারসমুদ্র পার হইব। ভগবচ্চরণে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া মনকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করাই বুদ্ধি-মানের কার্য্য। ভগবৎসেবাই সর্ব্বসাধন-সার।

গোকুলচন্দ্র

উথলিয়া আজি ভকতের হিয়া
সুখ-প্রবাহিনী বহিয়া যায়।
সেবা-সাধনার সাধনীয় ধন
ভকত-কেতন উজলি' রয়॥
বিশুদ্ধ সত্বের প্রসব ভূমিতে
এ ভব-কারার তিমির নাশি'।
উদিত গোপাল আজিকে পূজিত
পুলকিত আজি ব্রজবাসী॥
মহাযোগপীঠে— মাথুর-কারার
দেবকীদেবীর হৃদয়-পুরে।
শ্যাম-সুধাকর নিশিথে উদয়
ভকত-হৃদয় সুখেতে ঝুরে॥
শ্যাম রসনিধি রসের পাথার
কৃপায় প্রকটি' অবনীতলে।
আপনার প্রিয় ভকতে বিলায়
পরমুখরস প্রকট-ছলে॥
বৎসলরস-সীমা মাধুরিমা
আজিকে প্রকট নন্দপুরে।
হয়েছে গায় প্রকট-গীতিকা
গোকুলনিবাসী মধুর সুরে॥
শ্রীগোকুলে লীলা যত প্রকাশিলা
প্রেমের অঞ্জন নয়নে লেপি'।
আজি তাহা হেরে ভকত-চকোরে
পাপী চায় নিতে স্মরণে মাপি॥'
(হেরে) "চোরে নবনীত, জগদেকনাথ
কেশব গোকুল-কান।
উদুখল হ'তে যশোদা ভয়েতে
লম্ফ দিয়ে ধাবমান॥
শ্রীনন্দ-বনিতা পেছনে ধাবিতা
শাসিতে অখিলপ্রাণ।
যষ্টি করে হেরি' হরি থরহরি
শিহরি' পলায়মান॥
সচকিতে হেরে কুপিতা মায়েরে
মাকে করে দু'নয়ন।
ঘন শ্বাসভারে মুক্তাহার হেলে
কম্পিত—সুশোভন॥
শ্রীগণ্ডযুগলে দোলিত কুণ্ডলে
বাহিছে শোভার বান।
ভক্তি-বশীভূত দেব শ্রীঅচ্যুত
ভীত-লীলা-পরায়ণ॥"
হেন লীলাময় যশোদা তনয়
না পূজে যে নরপশু।
ভক্ত কুগোচরে ভগবানে মানে
সাধারণ গোপশিশু॥
বিশেষত্বহীন নিরাকারে লীন
হ'তে করে হেয় আশা।
অজের জনম নহে ত' কখন
বলে হেন অপভাষা॥
'রসো বৈ সঃ' বেদে রসহীন ভবে
বলে যেই দুরাশয়।
তা'দের গরব বৃথা ভেঙ্গেছ
জানাইতে লীলাময়॥
অজের জনম- লীলাপ্রকটন
কারণ: এদিনে অজ।
নীচবি' সে সব মণ্ডুকের ব্রজ
দেখাইলা লীলা নিজ॥
বিরুদ্ধ ধরম তাঁহাতে শোভন
যুগপৎ—জানাইতে।
পরবেশ' ব্রজে 'গোপবেশ'
বিরাজে নিখিল ভূতে॥
'অশোক অভয়' অথচ লীলায়
'ভয়ে চোখে বহে নীর।'
'দেব বিশ্বম্ভর' কিবা চমৎকার,
'ব্রজে চুরি করে ক্ষীর॥'
'ভুবনপালক' সাজিয়া বালক
'যশোদা-পালিত সুখে।'
ত্রিলোক 'পূজিত' ধরেন তবু ত
'ভৃগুপদচিহ্ন বুকে।'
'অমৃত অজিত' "হরি পরাজিত
ভক্ত হ'তে" চিরকাল।
'সম সর্ব্বভূতে' কিন্তু ভক্তসাথে
লীলারত নন্দলাল॥
দিব্য 'বিশ্বমূর্ত্তি' 'বামন' আকৃতি
দুই-ই তাঁহার রূপ।
'চির কৃপানিধি' 'নিরমম হৃদি'
কুজনের কালরূপ॥
'সত্ব সুবিশুদ্ধ' কিন্তু 'মহাক্রুদ্ধ
হিরণ্যকশিপু বধে।'
'করে ভিক্ষা-লীলা' অসংখ্য কমলা
নিপতিতা যুগপদে॥
প্রেমের ঠাকুর 'সাক্ষে ভরপুর'
'তবু চায় সেবা-লাভ।'
ভকতে সেবিলে তাঁহার উথলে
কতই সাধের ভাব॥
"হে যাদব পদে তব
কোটি পরণতি।
আজি করি পরিহরি'
নিজের শকতি॥
যশোমতী ভাগ্যবতী
বৎসল-রসে।
যে বদনে চুম্বদানে
সুখনীরে ভাসে॥
নন্দ রায় যেই কায়
ধুলায় শ্রীকর।
তুমি যাঁর ক্রীত তাঁর
পদে নমস্কার॥
সেবা তোমা ব্রজরামা
পূজে যেই ভাবে।
আমি দীন হে আমিন্
মাগি সে বৈভবে॥
পিতৃদেব যিনি তব
নন্দ—নিত্যানন্দময়।
তাঁর পদে মম হৃদে
যেন ভক্তি রও॥
নন্দদাস হ'তে আশ
সে আশা পুরাও।
ভক্ত-নন্দ- পদদ্বন্দ্ব
সেবিতে শিখাও।"
"জয়শ্রীজীবন জয় ব্রজরাজসুত।
নন্দোৎসব দিনে নাম 'জয়শ্রী'সংযুত॥
প্রাণোপম তব 'জয়শ্রীর'সেবাগারে।
চিরবন্দী কর দেব সুদীন দাসেরে॥
(যেন) মত্ত শুদ্ধ হৃদি লভি তব করুণায়।
উদিত তাহাতে তব শ্রীচরণদ্বয়॥
তোমার জনমলীলা কি মাধুর্য্যসার।
স্ফুরুক হে বাসুদেব ভবেত আমার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সঙ্গবিচার

[শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল.]

লৌকিকনীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি", "ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি যেরূপ সংসর্গে পরিবৃত থাকে, তাহার চরিত্র তদনুকরণে গঠিত হয়। প্রাকৃতিক জগৎ হইতেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত সংকলন করা যাইতে পারে। অতি শীতল তুষার সহযোগে সলিল তুষার-ধর্ম্মাক্রান্ত চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহে তদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত, অগ্নির সাহচর্য্যে সলিলাদি অগ্নকবস্তুর তাপ বৃদ্ধি হয়, তড়িৎ-সংযুক্ত বস্তুর সংস্পর্শে ধাতব পদার্থে সমজাতীয় তড়িৎ সংশ্লিষ্ট হয় ইত্যাদি। জৈবজগতেও উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে, গৃহ-পালিত মার্জ্জারের স্বাভাবিক হিংসা-প্রবৃত্তির কথঞ্চিৎ হ্রাস সংঘটিত হয়, শৃগাল-সহবাসে প্রতিপালিত সিংহশাবক অসঙ্কোচিত ভীরুতা প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। মানব-সংসারে পরিদৃষ্ট হয়, হীনচরিত্র ব্যক্তির সাধুসঙ্গী বিরল, সজ্জন-সভাতে সাধারণতঃ সাধুপ্রকৃতি শান্তচিত্ত ব্যক্তিই লক্ষিত হয়। জীবমাত্রই বিশেষতঃ মানব অনুকরণ-প্রিয়। চতুর্দ্দিকে যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় স্বীয় জীবনেও সেইগুলিই প্রতিফলিত হইতে থাকে এবং কালক্রমে তাহা নিজ চরিত্রের অপরিহার্য্য উপাদানে পরিণত হয়। "যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।" (হরিভক্তি-সুধোদয় ৮।৫১)। অর্থাৎ স্ফটিকমণি যে বর্ণের নিকটে থাকে, তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে তাহাতে সেই সেই গুণগণ প্রতিভাত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে মহাভারতোক্ত সহযাত্রীশুক সহজাত শুকদ্বয়ের ইতিবৃত্ত পাঠকমাত্রেরই স্মরণ-পথারূঢ় বলিয়া আশা করা যায়। একটি ঋষিগণের নিকট পালিত ও অপরটি দুর্ভাগ্যবশতঃ নৃশংস চণ্ডাল দস্যু-পুষ্ট হইতেছিল। অরণ্যমধ্যে পথভ্রান্ত ক্ষুৎ-পিপাসাক্লিষ্ট পথিক উক্ত চণ্ডাল-কুটীরে আশ্রয় পাইবার আশায় যেমন অগ্রসর হইতেছিল, অমনি তদ্দ্বারস্থ পক্ষীটী "ধর ধর, মার, মার, শিকার পালায়" ইত্যাদি বিধায় চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিল। পথিক প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে বহুদূরে আর একটী কুটীর দেখিয়া আশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইতে যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট শুকের ন্যায় আর একটি শুককে দাঁড়ে দেখিলেন অমনি অপর দস্যুর স্থানভ্রমে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় শুকটী সাধুভাষায় গৃহস্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভো, দ্বারে সম্মানভাজন অতিথি উপস্থিত, আপনি শীঘ্র আসিয়া ইহার যথাবিহিত সৎকার করুন।" পথিক শুনিয়াই ত' অবাক্ ও নিস্পন্দ। ইত্যবসরে গৃহমধ্য হইতে সৌম্য-মূর্ত্তি এক ঋষি বহির্গত হইয়া পান্থকে সুমিষ্ট বচন ও পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া যথাসময়ে আহৃত বন্য ফলমূল ও সুপরিষ্কৃত পেয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন। পথিক বিগতক্লম হইয়া ঋষিবরকে তাঁহার সেই দিবসের অভিজ্ঞাত আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করিয়া পক্ষিদ্বয়ের এরূপ আচরণ-ভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিপ্রবর প্রত্যুত্তরে সঙ্গের অসীম শক্তি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। সঙ্গের এরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তজ্জন্য সুধী ব্যক্তিমাত্রই সাধুসঙ্গের পক্ষ-পাতী এবং স্বীয় আত্মীয়জনকে, বিশেষতঃ লালা পালনাই স্নেহভাজনজনকে সাধুসঙ্গে রাখিতেই প্রযত্ন করেন। সাধুসঙ্গের সুফল-প্রসূত্বে কাহারও অমত দৃষ্ট হয় না। তবে সাধুত্বের নির্ণায়ক গুণবিচারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা।

মানবসম্প্রদায় প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর সাধুত্ব বিষয়ে আদর্শ স্বতন্ত্র। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ বা গ্রীসদেশীয় দার্শনিক এপিকিউরাসের শিষ্য-গণের অনুবর্ত্তিগণ ইহজীবনে স্বীয় ভোগ-তৎপরতাকেই চরমফল বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষী বলে। অন্যাভিলাষী বলিলেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে বুঝিবার প্রয়োজন নাই, অন্যাভিলাষীকেও নৈতিকজীবন অতিবাহিত করিতে দেখা যায়। সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে আপনাকে তাহার মন্দফলভাগী হইতে হইবে, সুতরাং সে সমাজ নিয়ম প্রতিপালন করে। দৈহিক নিয়ম অতিক্রম করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত কষ্ট পাইতে হইবে, তান্নিমিত্ত সে মাদকত্যাগ, যথেচ্ছাচারাদি বর্জ্জন করিয়া চলে। তাহার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি এই সকল দিক্ দেখিয়া সংযতভাবে জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করে সেই সাধু। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানবের স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তে তিনি নিজ সুখভোগকে ইহজীবনের পরেও বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহার স্বর্গসুখভোগের স্পৃহা বলবতী। সুতরাং তিনি অন্যাভিলাষি-গণের শাসন জন্য বিধিবদ্ধ পরোপকার-নির্দ্দেশক শাস্ত্রবাক্য পালন করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে যত্ন করেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতগুরুস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীধনাপ্তত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেণ্ডিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীবংশীদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌নিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীমদন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ লোডোদ, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূধর্ম্মী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার মায়াপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

টিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কস্‌ওয়েল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বঙ্গসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। স্মরণমঙ্গল ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় [illegible]
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। লোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যাবেলজেড ডিকোসন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ | ২২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৭ই আশ্বিন সনাব্দ ১৩৪২, ৪ঠা অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ১৮৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা হইতে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর দিল্লী এক্সপ্রেসে অপরাহ্ণ ৪-২৫ মিনিটের সময় প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সহিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীও যাত্রা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সকলেই দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবেন না, কেহ কেহ বিহারে, কেহ কেহ বা যুক্তপ্রদেশে প্রচার করিবেন।

দিল্লীর ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, দিল্লীর বহু উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের সহিত দিল্লী ষ্টেশনে আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। এই মঠ বর্ত্তমানে একটী নূতন ও বৃহৎ অট্টালিকায় অবস্থিত। পথিমধ্যে আসানসোল, ধানবাদ, গয়া, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, কানপুর ও হাতরস ষ্টেশনে বহু সজ্জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়বারের বন্যার ফলে পুনরায় বহু যাত্রী সপরিবারে নৌকাযোগে শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিতেছেন। বৈদ্যুতিক আলোতে শ্রীধামের দৃশ্য দর্শনের জন্য অনেকে সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন। জল ক্রমশঃ কমিতেছে। সুতরাং নৌকাযোগে আসিবার সুযোগ আর বেশী দিন থাকিবে না।

"সেকেণ্ড ইয়ার অব্ দি গৌড়ীয় মিশন ইন ইউরোপ" পুস্তিকায় দেখা যায়, বার্লিনের যে সকল সজ্জন হিন্দুধর্ম্মের বাস্তব-সত্যের বিষয় জানিতে উৎসুক তাঁহাদের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ২৯নং 'ইসেনাচের ষ্ট্রাসি'স্থ বার্লিন-গৌড়ীয়-মঠকার্য্যালয়ে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে যে পর্য্যন্ত মাস-চতুষ্টয় সাপ্তাহিক আলোচনা-সভা (weekly classes) উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। কোন্ সপ্তাহে কি আলোচনা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

• • •

১৩ই ফেব্রুয়ারী—পারমার্থিক ভারতের সাধারণ বিবরণ। ২০শে ফেব্রুয়ারী—হিন্দু-ধর্ম্মের সাধারণ অর্থ। ২৭শে ফেব্রুয়ারী—হিন্দুশাস্ত্রের ধারণা-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা। ৬ই মার্চ্চ—হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়-সম্বন্ধে সাধারণ-আলোচনা। ১৩ই মার্চ্চ—উপনিষদ্‌মালা। ২০শে মার্চ্চ—বৌদ্ধধর্ম্ম। ২৭শে মার্চ্চ—অর্হৎ ধর্ম্ম। ৩রা এপ্রিল—শাঙ্কর-দর্শন। ১০ই এপ্রিল—শাঙ্কর-দর্শনের সমালোচনা। ১৭ই এপ্রিল—রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন। ২৪শে এপ্রিল—বিষ্ণু স্বামিসম্প্রদায়। ১লা মে—মধ্ব-সম্প্রদায়; ৮ই মে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শন (অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ)। ১৫ই মে—ঐ। ২২শে মে—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রাথমিক বিচার। ২৯শে মে—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

বিবৃতি ও প্রার্থনা

[শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ দাসাধিকারী]

(১)

পিতৃপাশে মূর্খ পুত্র নিজ দুঃখ ভাষে।
গোপনেতে তাহা শুনি অন্যে যদি হাসে॥
উপায় কি আছে তার, নিরুপায় হ'য়ে।
অবশ্য জানাবে দুঃখ লজ্জা তেয়াগিয়ে॥

(২)

সেই ভাব ল'য়ে আজি সাহসী হইয়া।
বলি মনের কথা সব বিস্তারিয়া॥
ইথে যত অপরাধ হইবে আমার।
পিতা ভিন্ন ক্ষমিবার কার অধিকার॥

(৩)

ব্যাখ্যা আমি শুনিয়াছি "বিশ্রম্ভ সেবার"।
কাছে থাকি অন্তরঙ্গ সেবা অধিকার॥
দূর হ'তে সম্ভ্রমে সেবা নহে কভু।
তাহা হ'তে প্রীত নহে কভু গুরু প্রভু॥

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-মঠে কয়েকদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর বিশ্লেষণ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তিনি গত বুধবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে গিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচার করিতেছেন।

(৪)

"জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

(৫)

জীবন না অন্ত হ'তে যদি হই দীন।
করিতে পারিত তাঁর সেবা কিছুদিন॥
সার্থক হইত তার মানবজনম।
সৌভাগ্য কোথাও নাহি আছে এর সম॥

(৬)

"স্বল্পো হি কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ" একথা।
ভাবিয়া হৃদয়ে পাই নিদারুণ ব্যথা॥
যোগ্যতা তাহাতে মোর কিছুমাত্র নাই।
কি গুণ আমাতে আছে যাতে সেবা পাই।

(৭)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের বা যোগ্যতা শূদ্রের।
কিছুমাত্র নাহি আছে এই অধমের॥
তবে কিসে প্রভু সেবা লভিবারে চাই।
সেবাকার্য্যে অজ্ঞানের অধিকার নাই॥

(৮)

ইহা ছাড়া অন্য বিঘ্ন আছে বহুতর।
নিবেদিব তাহা আমি নিম্নে এর পর॥
পরিব্রাজকের বেশে প্রভু যান দেশে দেশে।
তাঁ'র অন্তরঙ্গ-সেবা মিলিবে বা কিসে॥

(৯)

অলসের, কপটের, এই চিন্তা-ধারা।
গৃহব্রত মূল বিঘ্ন হয় ইহা ছাড়া॥
সেই গৃহকূপ হ'তে উদ্ধার কি মতে।
বদ্ধজীব আমি পাব, না পারি বুঝিতে॥

(১০)

নিরুপায় হ'য়ে প্রভু তোমা ডাকি তাই।
অহৈতুকী কৃপা ছাড়া অন্য গতি নাই॥
হৃদয়ের এই কথা সজ্জনানন্দের।
আকাশকুসুম এ কি মূঢ় ভাবুকের॥

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ পদ্মনাভ, নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

আনন্দময়ীর পূজা

বৎসরান্তে বঙ্গদেশে আজ আবার পূজার বাজনা বাজিতেছে। শিশুগণ মনের উল্লাসে উৎসবে মাতিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। তাহাদেরই বেশী আনন্দ। কেন না তাহারা এখনও সংসারের তিক্ত আস্বাদ ভাল করিয়া পায় নাই। বরং তাহাদের উচ্ছ্বাস স্থানে স্থানে নূতন-বয়োগণের প্রফুল্লতাকে পরাভূত করিয়াছে তবে সৌভাগ্যরশ্মির ন্যূনাধিক্যে আনন্দের তারতম্য কোথায়ও কোথায়ও লক্ষিত হয়। এই ভাব আবার যুবক-যুবতীগণের মধ্যে আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের মধ্যেও কেহ কেহ পুত্রপৌত্রাদিসহ সুখ সন্ধানের চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু একদিকে যেমন আনন্দে মাতিবার অদম্য উদ্যম, অপরদিকে হতাশার নিদারুণ হাহাকারও কোন অংশে কম নহে। শিশুর খাদ্যাভাব, তরুণের সজ্জাভাব, মাতার পুত্রশোক, বিধবার পতিশোক এবং মাতাপিতৃহীন বালকের নিঃসহায় ক্রন্দন জগতের চিত্ত আকুল করিয়া ভাবনামগ্ন করিতেছে।

স্বার্থান্বেষিগণ অন্যকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখসমৃদ্ধি করিতেছে। পরার্থিগণ অপরের সুখানুসন্ধানে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। রাজপুরুষগণ প্রজার উৎসবে বিবাদ-নিবারণের প্রয়োজনে সজাগ থাকিতেছেন। সংবাদসেবিগণের কেহ কেহ স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবের গান গাহিতে গাহিতে পরের ঘাড়ে বিশ্ববেদনার কারণমালা পরাইবার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু হায়! রোগের নিদানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ কয়জনের হইতেছে?

দুঃখ ত' কেহ চায় না। তবে উহা কেন আসে? সুখ ত' সকলেই চায়। কিন্তু তাহা পায় না কেন? যাহা একজনের দুঃখ, তাহা অন্যজনের সুখদায়ক। আবার পরের সুখে দুঃখবোধকারীরও অভাব নাই। গাঢ় অভিনিবেশ করিলে দেখা যায় যে, এখানে অন্যজনকে দুঃখ না দিয়া কেহ সুখ পায় না। ছাগশিশুর বলিদানে ভক্তের পূজা। আবিসিনিয়ার দলনে ইটালির আনন্দ। মানবের যৌবন ফিরাইবার আশায় বানরের সংহার। জাপানের প্রতিযোগিতায় ও ম্যানচেষ্টারের দীর্ঘশ্বাস—এই বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট জগতে শান্তির সন্ধান কোথায়?

সুখের সন্ধানে ভোগ-সংগ্রহ। কিন্তু "ভোগে রোগভয়ম্" ত্যাগে শান্তিসন্ধান, চরমে আত্মলোপ। তবে সামঞ্জস্য কোথায়? ভোগ ও ত্যাগ ছাড়া আর কি আছে? বেদ বলেন—'উপাসনা'।

এই উপাসনা কি? উহা কোথা হইতে আসিল এবং উহা কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করে তাহাই জানিবার বিষয়।

এই উপাসনা বা সেবাসান্নিধ্য বদ্ধজীবের নিজভূমিকার সীমার মধ্যে পাওয়া যায় না। উহা তদতীত প্রদেশ হইতে বেদরূপে প্রদত্ত হয়। বেদজ্ঞানে শ্রদ্ধালু জনগণ বেদজ্ঞ ও বেদজ্ঞানদাতা আচার্য্যের নিকট হইতে উপাসনা-বিচার লাভ করিয়া জাগতিক সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

বিশ্বের সঙ্গে আমার ভোগপর সম্বন্ধ, এইরূপ বিচার বিকৃত জ্ঞানেরই পরিচায়ক। বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার বা বিশ্বের সত্তা অস্বীকারপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ বা অতি চাতুর্য্য অভিজ্ঞানরূপ আত্মবঞ্চনা। আর নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সেবাসম্বন্ধরূপ পরমজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায় এবং সেই পরম সেবাবিজ্ঞান—সমস্ত বিশ্বের অজ্ঞতাজ অভিনিবেশের জন্য যে চেষ্টা তাহাই বিশ্বের পরম স্বাস্থ্য বিধান করে।

বিশ্ব নির্ব্বিশেষ চৈতন্য পিণ্ডমাত্র নহে। ভোগরোগমুক্ত উপাসনার নয়নে চিৎসবিশেষ-দর্শনের যোগ্যতা হয় এবং তারতম্য-বিচারে সমগ্র বিশ্বের একায়ন উপাসনা-দর্শনের ভাগ্যোদয়কালে অদ্বয়জ্ঞান নিরঙ্কুশ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-শোভায় আকৃষ্ট জীব পরমভাগ্যের পরাকাষ্ঠার সন্ধান পান।

বস্তুর আত্মসাৎ চেষ্টাই ভোগ। অসুবিধায় অসন্তুষ্ট হইয়া তৎপ্রতি যে উপেক্ষা তাহাই ত্যাগ। আর তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহারই উপাসনা। বস্তুর উপাসনার্থ বস্তুর সান্নিধ্য-লাভ ভোগের জন্য না হইয়া বস্তুর সেবার জন্য হইতে পারে। বস্তুর ভোগব্যতীত বস্তুর সান্নিধ্য-লাভ করিতে পারে না যাহারা, তাহারা বদ্ধজীব। পরমমুক্তগণ বস্তুর সেবার জন্য সমস্ত বস্তুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের ঐ চেষ্টাই উপাসনা নামে পরিচিত।

অধিকারভেদে এই উপাসনা-বিচার প্রদান করিবার জন্য কল্পকাণ্ডের দেবতা-পূজার ব্যবস্থা। ইহাতে ভোগের আবরণে উপাসনা-বিচার প্রদত্ত হইলেও যাহারা প্রকৃত উদ্দেশ্যে উদাসীন, তাহারা আবরণে আটকাইয়া যায় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ বস্তুর সহিত প্রতিযোগিতার প্রয়াস করে। যে-কালে এবং যে পরিমাণে জীবের আত্মবঞ্চনা-বৃত্তি কম হইতে থাকে, সে সেই কালে সেই পরিমাণে বাস্তববস্তু লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়।

সমস্ত উপনিষদের সার শ্রীভগবদ্গীতা এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, ভগবান্ বাসুদেব ব্যতীত অন্য দেবতায় যে উপাসনা, তাহা অবিধিপূর্ব্বক পূজা। তবে, এত লোক বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করেন কেন? আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তবে কি বিষ্ণু ব্যতীত শিবাদি দেবতার স্বতন্ত্র উপাসনাকারী বড় বড় ভক্তগণ সকলেই স্বার্থপর? হাঁ, সকলেই স্বার্থ-প্রণোদিত। অন্যথা স্বভাবে বিষ্ণুর উপাসনা অনিবার্য্য। প্রমাণ কোথায়? শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ই। কেবল নিষ্কপট অনুসন্ধিৎসা প্রয়োজন।

জাগতিক কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে প্রভাব-বিশিষ্ট শক্তিতত্ত্বের উপাসনা ইন্দ্রিয়-ভোগ সরবরাহের জন্য এবং পরিণামে শক্তির প্রভু হইবার জন্য। গণপতির উপাসনা লোক-মতের প্রতীকরূপে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি দান করে। সূর্য্যের উপাসনা—ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র-স্বরূপে অন্যান্য পিণ্ডের আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতির সামঞ্জস্য-বিধানদ্বারা জাগতিক স্বার্থের আদান-প্রদানে ধর্ম্মসংগ্রহ। বিনাশের দ্বারা জাগতিক দুঃখহরণরূপ মঙ্গলকারী শিবের উপাসনা—আত্মলয়রূপ মুক্তির প্রদানকারী। কিন্তু জড়প্রভাব-নির্ম্মুক্ত স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব চেতনরাজ্যে ক্রমোন্নতিশীল নিত্য-নূতন সেবানন্দলাভ-কালে অতীতদেবের উপাসনায় ভগবান্ বাসুদেব ও চরমে তাঁহার স্বয়ংরূপ নন্দনন্দনের পরম চিদ্বিলাস-দর্শনে ধন্যাতিধন্য বোধ করেন।

উপাস্যতত্ত্বের অনুভূতির অদ্বৈতবত্তার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার ভঙ্গিও বাধিত হইয়া থাকে। তখন দশভুজার পূজায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-কল্পিত সঙ্কল্প-মন্ত্রে "শ্রীচণ্ডীপ্রীতি-কামঃ" ঘোষণা দিয়া নিজ নশ্বর কামনাপূর্ণ সুদীর্ঘ স্তুতি উপস্থিত করিবার প্রহসন করিতে হয় না। অথবা ক্রিয়াশেষে "কুবৈতৎ কর্ম্ম-ফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু" এবং মধ্যে মধ্যে বৈগুণ্য-নিবারণের জন্য পুণ্ডরীকাক্ষের নাম-গ্রহণ প্রভৃতির দ্বারা অবস্তুর বাস্তবতা প্রতিপাদনের হাস্যকর কাপট্যের প্রয়োজন চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

জড়ানুভূতি ও চিদ্বিলাসে প্রবেশ লাভ হইলে ভাগ্যবান্ জীব জড়ানন্দের কাষ্ঠপ্রতীক চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া পরমসেব্য বৈকুণ্ঠপতি-সেবা-বিলাসিনী রমাকে এবং তদুপরি স্বয়ংরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বকাম-পূরণ-কারিণী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কেবলা মধুর-সেবা-চমৎকারিতার আনন্দময়ীর স্বরূপশক্তি দর্শনে জীব পরম প্রয়োজন লাভ করেন। কৃত্তিবাস জড়-শক্তিপূজার প্রাধান্যপ্রদর্শনকল্পে মূল-রামায়ণ উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের শক্তি-পূজার যে কাল্পনিক বিষয় তাঁহার পয়ারী পুঁথিতে লিখিয়াছেন, ভাগ্যবান্ জীব তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্ম-গীতি কীর্ত্তন করেন—

"সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

পরশক্তির অনুসরণকারিসূত্রে পরানন্দের সন্ধান প্রদান করিয়া তিনি আরও কীর্ত্তন করেন—

"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

সঙ্গবিচার

(২)

সেই বিধি-প্রবর্ত্তিত হইয়া কেহ গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধন করিতেছেন, কেহ পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি-রোপণ, দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র, বৈধকার্য্যানুরূপ পুণ্যময় ব্রত পালন করিতেছেন। ইঁহারা যাঁহাকে সাধুনামে অভিহিত করেন, তিনি অন্য অকর্ম্মিদিগণের লক্ষীভূত সাধু হইতে পৃথক্, ইহা বুদ্ধিমান্ জনকে বলিয়া দিতে হইবে না। আবার তৃতীয় শ্রেণী নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষ মানবদ্বারা সংগঠিত। ইঁহারা জ্ঞানিসম্প্রদায়-ভুক্ত। ইঁহারা সাধনাবস্থায় "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই চিন্তা-স্রোতের অনুগামী হইয়া পঞ্চোপাসনা করেন ও পরিশেষে এ সকল ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাবস্থায় নির্ব্বিশেষব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন হইবার আশা পোষণ করেন। ইঁহাদের নিকট ত্যাগী কর্ম্মসন্ন্যাসী ভোগবিহীন নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুই সাধুপদবাচ্য। এরূপ "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ" সাধুগণ অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মীর সাধুর ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চতুর্থ শ্রেণীতে নিজ ভোগত্যাগপথবিহীন সবিশেষ বা চিদ্বিচিত্রতা-বাদী ভক্তগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা চিদ্বিলাসময় ভগবদ্বিগ্রহ (Personal Godhead) স্বীকার করেন ও তাঁহারই নিজ সেবায় আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিয়া বিশ্বস্থ যাবতীয় জীব ও পদার্থকে ঈশ্বরের ভোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি" সাযুজ্য-মুক্তির জন্য লালায়িত নহেন এবং জানেন একান্তিক ভক্তযোগের ফলে মুক্তি ক্রীতদাসীর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করে, কেননা [illegible] বুঝিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণকেবল 'মুক্তকুলৈরুপাস্যমানঃ' এরূপ ভগবদ্ভজনতৎপর জনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক প্রীতি-

বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ সাধুনামধেয় হইতে পারেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি অধ্যয়ন করিয়াছেন —

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(৫।১৮।১২)

যাঁহার কৃষ্ণে অকিঞ্চনা (কৃষ্ণেতর সকল বস্তুতেই স্পৃহাশূন্যা) ভক্তি হয়, সকল সদ্গুণ ও দেববর্গ তাঁহাতে সমাশ্রিত হয়েন। মনোরথ দ্বারা বাহ্যা বহির্বিষয়ে ধাবমান তাহাদের বহুচেষ্টা সত্ত্বেও সদ্গুণসমূহ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা
তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥"

আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম্ম, সত্য ইত্যাদি বা তপসান্বিতা বিদ্যা সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না। কৃষ্ণৈকশরণত্বই সাধুর একমাত্র স্বরূপলক্ষণ। এমন কি, ভগবৎপ্রপন্ন ব্যক্তিতে যদি অন্যান্য তটস্থলক্ষণসমূহের অসদ্ভাবও পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তিনিই সাধু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে
মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো
হি সঃ॥"
(গীতা ৯।৩০)

এস্থলে "অনন্যভাক্" ও "সম্যগ্-ব্যবসিতঃ" এই দুইটি বাক্যাংশের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাতেই স্বরূপলক্ষণ পরিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার অসদ্ভাব হইলে সাধুত্ব থাকিতে পারে না। তবে সাধারণ লোকের মধ্যে সদাচার ও অসদাচার পরীক্ষণীয়।

একণে বিচার করা যাউক কোন্ প্রকার সাধুর সঙ্গ নিত্য মঙ্গলেচ্ছু মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সনাতনশিক্ষায় উল্লিখিত হইয়াছে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

অন্যত্র—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণদাস, চিদণু। বিভু-চৈতন্যের সহিত অণুচিৎ স্বরূপতঃ এক হইলেও বস্তুতঃ অণুত্ব-প্রযুক্ত ভেদময়। জীবের স্বরূপে এই ভেদাভেদত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। জীব বেদান্তসূত্রের শারীরকভাষ্য স্থাপিত ব্রহ্মৈকত্ব স্বরূপ নহে। শ্রীমধ্বাচার্য্য, [illegible]মুনি প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীশঙ্করানুবর্ত্তকগণের এই বিবর্ত্তবাদ সমূলে খণ্ডন করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য-ভারতী প্রভৃতি শাঙ্কর পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া যে মত জগতে প্রচলন করিয়াছেন তাহা দ্বারা জগতে বিপুল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে আমরা অহংগ্রহোপাসকদলের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিব। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে আমরা শ্রীমদ্ বেদব্যাসপ্রথিত বেদান্ত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য, মধ্বভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আবশ্যক হইলে দুর্জ্জনমুখচপেটিকা প্রমুখ বাদপ্রতিবাদময় গ্রন্থের তালিকাও দিতে পারিব। একণে স্বরূপতঃ জীব হইলেন চিদ্বস্তু, কিন্তু অণুচিৎ। বেদের শ্বেতাশ্বতর মন্ত্র যথা—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায়
কল্পতে॥"
(৫।৯)

কেশাগ্রের শতভাগকে বহু শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, সেইরূপ জীব সূক্ষ্ম, এবং সেই জীব অনন্তদেবের সেবার যোগ্য হয়। সুতরাং জীব চিদণু। জড়জগতে যেরূপ বৃহদ্বস্তু (যথা পৃথ্বী) ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ চিজ্জগতেও বৃহচ্চিৎ অণুচিৎকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছেন, বিভুচিৎ কৃষ্ণ ও জীব দুই। সুতরাং জীবের কৃষ্ণানুগত্য স্বাভাবিক, জীব 'কৃষ্ণের নিত্যদাস'। তটস্থশক্তিপ্রভাবে ও অণুত্ব-প্রযুক্ত জীবে মায়াবশ-যোগ্যতা থাকাতে যে সকল জীব নিত্যমুক্ত নহে তাহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

জীব জড়জগতে নিজেকে ভোক্তা বুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মায়ার দাসত্ব করিতেছে। জীবের স্বরূপবিভ্রম ঘটিয়াছে, তাহার মহানর্থ সাধিত হইয়াছে। একণে জীবের নিত্যমঙ্গল বলিলে বুঝিতে হইবে তাহার এই স্বরূপ-বিভ্রম-নাশ ও স্ব-স্বরূপ কৃষ্ণদাস্যপ্রাপ্তি। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আবার বলিয়াছেন—

"সাধুশাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে
ছাড়য়॥"

সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফলভোগবাসনা ও অহংগ্রহোপাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে জীব ভোগবাসনা বা মুক্তিকামনা হইতে নিস্তার লাভ করেন। অতএব নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবের কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব সাধুসঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার পক্ষে ভুক্তিকামী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর লক্ষ্যানিত অনিত্য সাধু (?) আদরের পাত্র ও সঙ্গযোগ্য নহেন।

বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়।

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন॥"

শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ, প্রাপ্য কৃষ্ণের সেবাসাধনই অভিধেয়, ভোগপর ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম ও ভোগরহিত অপবর্গ বা মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ। প্রেমের উদয় নয়টি ক্রমপর্য্যায়ে পরিলক্ষিত। ভগবদ্দাস্যই জীবের নিত্যা বৃত্তি এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

জীবের শ্রদ্ধা নানারূপে সঞ্জাত হয়, শ্রদ্ধা উদয়ের কোন বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তিলতার বীজস্বরূপে এই শ্রদ্ধা ভাগ্যবান্ জীবেরই উদিত হয়।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

কর্ম্মাধিকার সমাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধার উদয় ঘটিয়া থাকে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৯)

প্রেমপ্রাপ্তির প্রথম সোপান এই শ্রদ্ধা, তৎপরে নিসর্গজ অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য বিগতানর্থ সাধুর সঙ্গলাভার্থ ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় তল্লাভ ও সঙ্গে সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন, শ্রীনামাদিভজনক্রিয়াসমূহে প্রবৃত্তি—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥

আবার সময়ে সময়ে এই সাধুসঙ্গের ফলেই শ্রদ্ধার উদয় হয়—গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে। গুরুই সাধু। অনর্থনিবৃত্তির পরে তবে ভগবন্নিষ্ঠা, নামরূপে রুচি, আসক্তি এইগুলি সাধনের ক্রম। সাধন সম্পূর্ণ হইলে ভাব বা অঙ্কুর হয় ভাব গাঢ় হইলে প্রেমে পরিণত হয়।

অনর্থনিবৃত্ত হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে প্রীতির
অঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রেমোদয়ের ক্রম এইরূপ বর্ণিত আছে—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥"

এই সকল অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবমাত্রের অবশ্য অবশ্য শুদ্ধভক্তসঙ্গই কার্য্য।

"সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥"

সাধুসঙ্গে সর্ব্বদা কৃষ্ণকথালোচনা, গ্রাম্যবার্ত্তাত্যাগ ও ভজনপ্রকর্ষ সাধিত হয়। ভরত রাজা রহূগণকে বলিতেছেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া
নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎ
পাদরজোঽভিষেকম্॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে
গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং
যচ্ছতি বাসুদেবে॥
(ভাঃ ৫।১২।১২-১৩)

অর্থাৎ হে রহূগণ! তপস্যাদ্বারা, গার্হস্থ্য ধর্ম্মদ্বারা, পূজনদ্বারা, সন্ন্যাসদ্বারা এবং জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা সংসারের ধ্বংস হয় না। কেবল ভক্তপদরজোঽভিষেক দ্বারা তাহা ঘটে। যেস্থলে গ্রাম্যকথা হয় না, কেবল কৃষ্ণকথা হয়, সেস্থলে নিরন্তর সেই কথা শুনিতে শুনিতে মায়াধীনতা-ত্যাগেচ্ছু ব্যক্তির কৃষ্ণে শুদ্ধা মতি অর্পিত হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং
ন বৃণীত যাবৎ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

"যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পাদরজে অভিষিক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতশ্রুতকস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীপ্রণয়ী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের বৈদিব

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিবান্ধব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) আদ্যগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ্, (ঢাকা)

এখানে বহু মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কতিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেবখালী, পোঃ কোড়োল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তূর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীনবীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদাস সাধারণপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

খোত্তাচী রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

মিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসপ্রভু

(৪৭) ঢাকেশ্বর গৌড়ীয়মঠ ঢাকেশ্বর

রক্ষক - শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 1

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

লেবংকার্ট রোড, দার্জ্জিলিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C.1544

ভারতের সার্ব্বত্রে মহত্ব প্রচারক-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই আশ্বিন, ১৩৪২. ৫ই অক্টোবর ১৯৩৫ শনিবার [১৮৪তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল

আবিসিনিয়ার রাজধানী আদিস আবাবার ৩রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর সৈন্যগণ সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া মুসালী পর্ব্বতের পশ্চিম দিক দিয়া আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। মুসালী পর্ব্বতের নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; কয়েক জন নিহতও হইয়াছেন। ইটালীর সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য আবিসিনিয়ার যুবরাজ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। রোমের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীতে ব্যাপকভাবে সৈন্য-সমাবেশ হইতেছে। আবিসিনিয়া, ইটালী, বৃটেন ও মিশর বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে বৃটিশের রণতরী ও বিমানপোত সুসজ্জিত আছে। কামানের গর্জন ও বিমানপোতের ঘর্ঘর শব্দে ঐ অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে।

—

বাঘেরচক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মামলা

শিবসাগরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইউ এম গোহেইন শিবসাগর মহকুমার জোয়ারপুর মৌজার অধীন বাঘেরচক গ্রামের কতিপয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দিয়াছেন। উক্ত সংঘর্ষের ফলে সদর হাসপাতালে হাকিমত আলি নামে জনৈক মুসলমান যুবক পায়ে গুরুতর আঘাতের ফলে মারা যায়। উক্ত আঘাতের জন্য ঐ যুবকের পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। যে চারিজন হিন্দুকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহারা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে আর ২১ জন মুসলমানকে পুলিশ বিচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে ১১ জন মুসলমানকে ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৭ জনের প্রতি ২৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। অবশিষ্ট কয়েকজনের প্রতি সদ্ভাবে থাকিবার জন্য মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার আদেশ ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়াছেন।

যে দুইজন হিন্দু হাকিমতকে গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহারাও অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

—

৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

চাটগাঁবাদের অতিরিক্ত দায়রা জজ কোলহি ওাঁস্তর চাক নামক একব্যক্তিকে একটিন উদ্ভিজ্জ ঘৃত চুরি করার অপরাধে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন কারা ভোগের পর তিন বৎসর তাহার গতি-বিধির সংবাদ পুলিশে জানাইবার নির্দ্দেশও তিনি দিয়াছেন।

অভিযোগ প্রকাশ, আসামী পূর্ব্বের কোন একটি মামলায় দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্ত হইয়াই সে চাটগাঁবাদ রেল ষ্টেশনে উক্ত অপরাধ করে; সে যখন ঐ অপহৃত দ্রব্য বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন ধরা পড়ে। পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির আরও আটবার সাজা হইয়াছে। তজ্জন্য জজ এবার তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন

জামিনে প্রফেসারের মুক্তি

দিল্লীবাড় চুরির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যুক্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জামিনের জন্য স্থানীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্রের এজলাসে দরখাস্ত করা হয়। মাদারীপুর মহকুমার তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে বিপ্লবী বলিয়া কথিত এক যুবককে আশ্রয় দানের অভিযোগে বিপ্লবী দমন আইন অনুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে গ্রেপ্তারের পর হইতে তিনি হাজতে আছেন। সরকারী উকিল তাঁহার জামিনের দরখাস্তের বিরোধিতা করেন

জজ তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা করিয়া মোট ১০০০৲ টাকার দুইটি জামিনে মুক্তি দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে যাইতে পারিবেন না এবং জামিনে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই বরিশাল চলিয়া যাইবেন।

কবি রজনী কান্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সিরাজগঞ্জ সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে স্বর্গীয় কবি রজনী সেনের স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব সেদিন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কান্ত কবির জীবনী ও ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে একটী নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন. শ্রীযুক্ত রামচরণ চৌধুরী লিখিত কবির কাব্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ সংসদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত পাঠ করেন। কুমারী ও কমুফুল দত্ত ও কুমারী মায়া সরকার ও বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য কবির রচিত কয়েকখানি গান করেন। সভাপতি মহোদয় কবির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন. তিনি কবির কাব্য প্রতিভা ও সাহিত্যিক জীবনের কয়েকটী ঘটনা বিবৃতি করেন।

কোয়েটায় আবার ভূমিকম্প

কোয়েটার সংবাদে প্রকাশ, গত ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটের সময় পর পর দুইবার ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে। প্রথম বারের কম্পন জোরেই হইয়াছিল। উহা প্রায় মিনিটকাল স্থায়ী হয়। লোকজন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে। কোথাও কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

পায়খানাতে মুক্তারিত ভাবে কয়েদী মৃত

চন্দননগর হইতে প্রকাশ, গত ১লা অক্টোবর পুলিশের হেপাজতে কয়েকজন কয়েদীকে কলেজের মাঠে কাজ করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। উহাদের মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালী কয়েদী নিখোঁজ হয়। ফলে চন্দননগরের হোয়াইট টাউন নামক স্থানে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা অনুসন্ধানের পরে কলেজের একটী পায়খানাতে লোকটিকে মুক্তারো অবস্থায় পাওয়া যায়। লোকটির বাড়ী চট্টগ্রামে। প্রকাশ, উক্তগণ ভারতে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর সে চন্দননগরে বাড়ী বাস করে। কিছুদিন বাসের পর এক দিন বেশ্যা মারকে প্রহার করার অপরাধে সে ফরাসী আদালত কর্ত্তৃক দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বজ্জায় ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বৈকাল ... চারিটা ৩০ মিনিটের সময় বজ্জায় ষ্টেশনে ... শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। জনৈক শ্রমিক ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপস্থিত জলের চৌবাচ্চা খুলিতেছিল। এমন সময় সে চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোনও প্রকার চিকিৎসার অবসর মিলে নাই।

বিশল্যকরণীর গুণ

বিশল্যকরণী—এই উদ্ভিদ আমাদিগের বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সাধারণে আয়াপান বলিয়া পরিচিত। ইহার ফল-পুষ্প হয় না। শাখা ছেদন করিয়া মৃত্তিকায় রোপন করিলে বর্দ্ধিত হয়। ইহা সাধারণতঃ দুই তিন হাত লম্বা হইয়া থাকে, এবং তাহা অপেক্ষা অধিক লম্বা হইলেই মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া লতার আকার ধারণ করে। একটী শাখা রোপন করিলে তাহার পার্শ্ব হইতে দুই তিনটী বা বা ততোধিক শাখা নির্গত হইয়া ঝোপের আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখার উভয় পার্শ্বে দুইটী দুইটী করিয়া পত্রশ্রেণী বহির্গত হয়। পত্রগুলি দীর্ঘে পাঁচ অঙ্গুল; প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া দৈর্ঘ্যের চতুর্থাঙ্গুলি পরিমিত স্থানে, মধ্যমাঙ্গুলির পরিসরের ন্যায় প্রসারিত। পত্রগুলি কোমল, মসৃণ ও দেখিতে সুন্দর, গাঢ় হরিৎ বর্ণ নহে, কচি বাঁশপাতার বর্ণ, মধ্যস্থলে একটি শিরা পত্রগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ঐ শিরার কিয়দ্দূরে আর দুইটী শিরা বহির্গত হইয়া লম্বা ভাবে পত্রের একের তিন অংশ পর্য্যন্ত প্রসারিত; ঐ শিরার শেষভাগে তিনের আট অংশ থাকিতে আর দুইটী শিরা প্রধান শিরা হইতে নির্গত হইয়া অগ্রভাগে অপর দুই শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে। শিরাগুলি পৃষ্ঠদেশে পরিস্ফুট ও উন্নত। পত্রগুলি পেষণ করিলে, প্রথমতঃ উহার কিয়দংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়, এবং অধিক পিষ্ট হইলে তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া থাকে।

এই রসের অসাধারণ গুণ। ইহার দীর্ঘকাল স্থায়ী এক প্রকার সুগন্ধ আছে। শাণিত লৌহাস্ত্র অস্ত্রাঘাত-জনিত ক্ষত-স্থানে এই রস ও পেষিত পত্র কিছু পরিমাণে বাঁধিয়া দিবামাত্র, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব ও বেদনা বন্ধ হয়। এইরূপে একদিন রাখিলে, ক্ষত-স্থান জোড়া লাগিয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত আছে, শক্তি শেল বিদ্ধ লক্ষ্মণের জীবন রক্ষার প্রধান সহায় এই বিশল্যকরণী। এত দিন আমরা এই উক্তিকে কবি-কল্পনা-সম্ভূত মনে করিতাম, বাস্তবিক তাহা নহে। আমি স্বয়ং ইহার অসাধারণ গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দুইটি বালক, এক বৎসরের অধিক কাল হইল, ছাগ ছেদনের অনুকরণে এক খণ্ড ইষ্টকে বলির স্তম্ভ রচনা করিয়া তাহাতে কচু ডাঁটা কাটিতেছিল। একটি বালক কাটিতেছিল, অপরটি স্তম্ভোপরি কচু ডাঁটা স্থাপন করিয়া দিতেছিল। একটি ডাঁটা স্তম্ভে আরোপ করিবা মাত্র, অপর বালক অস্ত্র উত্তোলন করে। ডাঁটাটী স্তম্ভচ্যুত হইয়াছে দেখিয়া, তাহা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবার জন্য, সহযোগী বালক হস্তপ্রসারিত করিবা মাত্র, ছেদক বালক বেমন অস্ত্রপাত করিল, অমনি অপর বালকের তর্জনির পর্ব্ব ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। যে বাড়ীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই বাড়ীতে বিশল্যকরণী সযত্নে রক্ষিত হইত। তৎক্ষণাৎ উহার পাতার রস ও কতকগুলি পাতা পেষিত করিয়া নেকড়া দ্বারা বাঁধিয়া দিবা মাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হইল, এবং ক্রমশঃ উহাতেই ক্ষতস্থান শুকাইয়া গেল। পাশ্চাত্য অস্ত্র-চিকিৎসকগণ, এরূপ অবস্থায় ছিন্ন শিরার অগ্রভাগ বন্ধনাদি বা তপ্ত অস্ত্র কোন উপায়ে রক্তপাত বন্ধ করিতে সমর্থ হইতেন না। অন্যান্য অনেক স্থলে পরীক্ষা হইয়াছে, অস্ত্র-ছিন্ন ক্ষত হইতে শোণিত-স্রাবের এরূপ ঔষধ আর নাই।

এতদ্ব্যতীত চক্ষু কর্ণ নাসাদি স্থান হইতে, রোগ জন্য যে রক্তস্রাব হয়, তাহাও ইহাতে নিবারিত হয়। রক্তপিত্ত ও অর্শরোগে যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাও ইহার দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে নিবারিত হইতে দেখা গিয়াছে। আমাশয় রোগে যে মলের সহিত রক্তস্রাব হয়, ইহাতে তাহাও উপশম করে। এরূপ স্থলে সিকি তোলা পরিমিত রস ১ ঘণ্টা অন্তর দুইবার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে ফললাভ করা যায়।

এলোপ্যাথিকে Hemamilis হেমামিলিস নামক ঔষধ, রক্ত রোধের অমোঘ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া শতমুখে সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। "হেমামিলিস ভার্জিনিকা" নামক বৃক্ষ মার্কিন দেশে জন্মে, সুতরাং উহা সংগ্রহ করিতে আয়াস ও ব্যয় সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বিশল্যকরণীর এই অসাধারণ গুণ প্রত্যক্ষ করিলে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের নিকট হেমামিলিসের গৌরব যে লোপ পাইবে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

হোষ্টেল হইতে ছাত্র উধাও

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মামুদাবাদ হোষ্টেল হইতে শ্রীনিবাস নারায়ণ নামক লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র অকস্মাৎ অদৃশ্য হওয়ায় স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। অদৃশ্য হওয়ার পর উক্ত ছাত্রের টেবিলের উপর এক কঙ্কালের ছবি আঁকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পিতামাতা বাড়ীতে আছেন। কিন্তু তথায় তার করিয়া জানা গিয়াছে যে, সে সেখানে যায় নাই। ছাত্রটী আত্মহত্যা করিতেও পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছে। যাহারা আত্মহত্যার সন্দেহ করিতেছেন তাহারা শ্রীনিবাসের স্মৃতিশক্তি লোপ রোগ হইয়াছে এমন বলেন।

কার্য্যত প্রাপ্তির মামলা

রাজসাহীর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত এস সি উপাধ্যায় কার্য্যত প্রাপ্তি মামলার রায় দিয়াছেন। আগ্নেয়াস্ত্র গুলিবারুদ ও আপত্তিজনক পুস্তক রাখা এবং ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আসামীগণ অভিযুক্ত হইয়াছিল।

স্থানীয় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী হরি-গোপালকে ষড়যন্ত্রের নেতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ১০ বৎসর বয়স্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিওন গয়ানাথের প্রতি এক বৎসর, হিমাদ্রির প্রতি আড়াই বৎসর এবং সুধীর ও বিভূতির প্রতি ১৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। রজনী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের প্রতি আদালত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখার আদেশ হয়।

ব্যাঙ্কের কেশিয়ার সুরেন্দ্র ও পিওন মাধব রাজসাক্ষী হওয়ায় মামলা চলিবার সময়েই তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

আবিসিনিয়া সংবাদ

আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা সৈন্য সমাবেশের আদেশে সন্তুষ্ট হইয়াছে। নারীরা পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বিভিন্ন উপজাতীর নেতারা ইতিমধ্যেই সৈন্য সজ্জা করিয়াছেন। সম্রাট্ রাসতাফারীর আদেশের ফলে আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য সজ্জিত হইবে। মোটের উপর আবিসিনিয়ায় দশ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের বিরুদ্ধে ইতালী এখন আড়াই লক্ষ সৈন্যকে দাঁড় করাইতে পারিবে কারণ পূর্ব্ব আফ্রিকায় বর্ত্তমানে ইতালীর যেসকল সৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক নহে।

ইতালীর কর্তৃপক্ষ নাকি এবার একটু চিন্তিত হইয়াছেন। এতদিন তাঁহারা আবিসিনিয়ার সমরায়োজনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই; কিন্তু এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আবিসিনিয়াও একান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। এদিকে ত্রিপোলীর অধিবাসী আরবেরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা নাকি আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পক্ষপাতী নহে। ইতালী আবিসিনিয়া সংগ্রামের সুযোগে ত্রিপোলীর আরবগণের মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এইরূপ সংবাদও প্রকাশ পাইয়াছে।

সং কে ঃ আইনে গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর যে তিনজন সঙ্গতরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে দুইজনকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ফৌজ-দারী আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিলে, আদালত হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফরিদপুর লীগের যুগ্ম সম্পাদক সর্দ্দার পূর্ণসিংকে প্রেস আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে ১০০০৲ জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুর সম্মেলনে প্রজাদের উন্নতকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সাব ইনস্পেক্টারকে প্রহারের ফল

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, রাজবন্দী বীরেন্দ্রনাথ দাস মান্দা থানার আফিসে অনধিকার প্রবেশ করিয়া সাব ইনস্পেক্টার যাদবচন্দ্র রাউতকে প্রহার করিবার অভিযোগে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সি উপাধ্যায় কর্ত্তৃক আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি মামলায় নিজে সওয়াল করিয়াছিলেন।

১৭ জন কয়েদীর পলায়ন

থালুই গ্রামে তাতরী সেনাবাহিনীর অধীনে ১৪৪ জন কয়েদীকে কাজে লাগান হইয়াছিল, উহাদের মধ্য হইতে ১৭ জন কয়েদী বহু সংখ্যক বন্দুক ও গুলীবারুদ সহ পলায়ন করিয়াছে। একদল সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীসহ ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন।

ভূসম্পত্তি নীলাম

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত সন কিস্তীর বাকী রাজস্বের জন্য ২৭টি ভূসম্পত্তি এবং খাস মহলের ১৩০টি জোত নীলাম করিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২টি ভূসম্পত্তি এবং খাস মহলের ৩৭টি জোত নীলামের বিক্রীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক টাকা করিয়া ৯টি জোত ক্রয় করিয়াছেন।

পরলোকে রায় বাহাদুর আর কে ঘোষ

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভায় আকিয়াবের ভারতীয়দের প্রতিনিধি রায় বাহাদুর আর কে ঘোষ ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁহার চট্টগ্রামস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাণ্ডার রেড্ ক্রস সোসাইটীর ব্রহ্ম শাখার সদস্য ছিলেন এবং একবার উহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২ বৎসর পর মুক্ত

বাঁকুড়া থানার অন্তঃপাতী আছারী গ্রামের ব্রজধন বাবুর কানিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী কমলাবালা দেবী একটি রাজনৈতিক মামলা সম্পর্কে দুই বৎসর কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহাকে ২৭শে তারিখে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ১৮৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজোপলক্ষে নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিংওয়ার্কস্ ৮ দিন বন্ধ থাকিবে বলিয়া আগামী ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর সোমবার হইতে ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীনদীয়া প্রকাশ আমাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়সমূহ পুনরালোচনা করিবার সুযোগ দিয়া বন্ধ থাকিবেন। ২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর সোমবার হইতে আমরা পুনরায় তাঁহার নিয়মিত প্রকাশ দেখিতে পাইব।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশকে কেহ কেহ সাময়িক পত্র মনে করিলেও বস্তুতঃপক্ষে তিনি নিত্য-পত্র। পারমার্থিক নদীয়া-প্রকাশে যাহা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা নিত্যপাঠ্য—নিত্য আলোচ্য। তাই সুধীগণ এই শ্রীপত্র প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের ন্যায় পাঠান্তে নিক্ষেপ না করিয়া যত্নের সহিত বাঁধাইয়া রাখেন। বাঁধাইবার সুবিধার জন্যই শ্রীপত্রের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আকার আর বৃহৎ করা হয় না। একই সঙ্গে বাঁধাইবার সুবিধা বলিয়া বৎসরে যে-সকল বিশেষ-সংখ্যা বাহির হয়, তাহাদের আকারও একই প্রকার থাকে।

যে কয়দিন শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না, সেই সময়ের বিশেষ পঞ্জীতে আমরা ২০শে আশ্বিন ৭ই অক্টোবর সোমবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি, ২১শে আশ্বিন ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার পাশা একাদশীর উপবাস, ২২শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর বুধবার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি এবং দ্বাদশীপক্ষে ঊর্জ্জব্রতারম্ভ, ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর শনিবার শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব-তিথি, শ্রীমায়াপুরে শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে মহোৎসব এবং পূর্ণিমাপক্ষে ঊর্জ্জাব্রত আরম্ভ লক্ষ্য করি।

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়ে আমরা বিষ্ণুবক্ষ-বিলাসিনীর প্রতি ভোগবুদ্ধিকারীর শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করি। বস্তুতঃপক্ষে যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীনারায়ণের; কামিনীগণের মালিকও তিনিই। শ্রীনারায়ণকে বাদ দিয়া ভোগ করিবার চেষ্টায় যাহারা তাঁহার ভোগ্যবস্তুগ্রহণের নিমিত্ত হিরণ্যকশিপুর বা রাবণের আনুগত্য স্বীকার করে, তাহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। নাসাবদ্ধ বলদের ন্যায় তাহাদিগকে কর্ম্মচক্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে হয় মাত্র। পক্ষান্তরে যাহারা রাবণাদি-দস্যুগণের কথায় বা ভ্রূকুটীতে বিচলিত না হইয়া বিভীষণের ন্যায় একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা নিত্য-সেবানন্দে মগ্ন হন, তাঁহাদের বিনাশ নাই। তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যেই শ্রীভগবানের বিজয় লক্ষ্য করেন।

অষ্টমী পূজা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

লোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-দর্শনান্তে ও বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্যপ্রযুক্ত যে সম্ভ্রম-জ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মহামায়া বা জড়মায়াকর্ত্তৃক মোহনক্রিয়া নহে, উহা প্রেমেরই স্বভাব বা রসপুষ্টির জন্য ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে দৃষ্ট হয়—

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যৎপরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে
দেহাভিমানিনঃ॥"

সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটী পরা শক্তি আছে, তাঁহার স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরা শক্তির বিজ্ঞান-মাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইঁহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মহামায়া নামে একটী আবরিকা শক্তি ইঁহার আছে, তাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানিগণ মুগ্ধ হইতেছে। সুতরাং দেহাভিমানী কর্ম্মিগণ ও যাহারা দেহে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তিকামী উভয়ে প্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত থাকায় তাহাদের দ্বারা পরা শক্তির আবরিকা ছায়াস্বরূপা দুর্গারই আরাধনা হইয়া থাকে। রাবণ যে-প্রকার মায়া-সীতা হরণ করিয়া চিন্ময়ী বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি মনে করিয়াছিল তদ্রূপ জগতের বদ্ধজীব সকল ছায়াশক্তির আরাধনা করিয়া প্রকৃত দুর্গার আরাধনা করিয়াছি মনে করিলেও তাহা দ্বারা প্রেমফল লাভ করে না—অধিকন্তু মহামায়াদ্বারা আরও মোহিত হয়। মহামায়া এইরূপ জীবকে মোহিত করিয়া বাস্তবিক-ভাবে ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্তা।

সারকথা এই যে, ভট্টস্বপক্ষ-প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে কয়েকটী দেশ—মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ সূক্ষ্ম এবং পাঞ্চভৌতিক স্থূল আবরণ পরিধান করিয়া যে প্রাপঞ্চিক দুর্গে অবরুদ্ধ হয় তাহার রক্ষয়িত্রী স্বরূপশক্তির ছায়া দুর্গাদেবী। কর্ম্মচক্রই এই স্থানে 'দণ্ড'। শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় তিনি ঐ বহির্ম্মুখ-জীবগণের শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কারাগার ভার পাইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবগণের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছায়ই সেই দুর্গাদেবী তাহাদের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখতার দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত; তাহাতেই দুর্গাপূজা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়। "ধনং দেহি, জনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" ইত্যাদি প্রার্থনায় কপট-কৃপার আহ্বান হয় মাত্র। দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিকজগতে দুর্গাদেবীর বহির্ম্মুখ জনগণের জন্য যে "জড়ীয় আধ্যাত্মিকলীলা" বিস্তার, তাহাতেও তাঁহার কপট কৃপারই প্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার উক্তিতে বহির্ম্মুখজনগণের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—শ্লোকে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া 'অহং-মম'-বুদ্ধিজাত কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বরূপশক্তির আনুগত্যে যখন ভাগ্যবান্ জীব সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তখন তিনি আশ্বিন শুক্লাষ্টমীর পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে রসময়-বিগ্রহের মূল-স্বরূপশক্তি বৃষভানুসুতার পূজা বিশেষযত্নের সহিত করিয়া থাকেন। সেই অষ্টমীর পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপূজা আর কিছুই হইতে পারে না; যাঁহারা শ্রীভগবানের নিষ্কপট কৃপা চাহেন, তাঁহারা ঐ অষ্টমীর পূজাই সর্ব্বতোভাবে বরণ করিবেন। আত্ম-বল বা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হইলে সেই পূজার চমৎকারিতা আমাদিগকে অভিভূত করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ পদ্মনাভ, ৺অবার ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

আগামী ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর বুধবার হইতে ঐকান্তিকভাবে উর্জ্জব্রত আরম্ভ হইবে। এই তারিখ যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বৈষ্ণবগণের হৃদয় যতই অধিকতরভাবে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দ সর্ব্বাধিক। কারণ তাঁহারা তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সুযোগ পাইবেন।

উর্জ্জব্রতের অপর নাম কার্ত্তিকব্রত বা দামোদরব্রত। আশ্বিনী পূর্ণিমার পর হইতে 'দামোদর'-মাস আরম্ভ। পূর্ণিমাপক্ষে যাঁহারা উক্তব্রত আরম্ভ করিবেন, তাঁহাদের আরম্ভের তারিখ আগামী ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, শনিবার। যাঁহারা সৌরমাস হিসাবে ব্রত করিবেন, তাঁহাদের আরম্ভের তারিখ আগামী ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার।

দামোদরব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য দামোদরের আনন্দ-বিধান। সর্ব্বক্ষণ দামোদর-সেবা শুদ্ধ জীবাত্মার কৃত্য হইলেও, বদ্ধদশায় জীব যখন সেই সেবা-বিস্মৃত হয়, তখন তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই শ্রীদামোদরব্রত সম্পাদনের নিমিত্ত আগ্রহ-পূর্ব্বক দামোদর মাস আবির্ভূত হন। এইজন্যই কার্ত্তিকব্রতের কৃত্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস সর্ব্বপ্রথম বলিতেছেন যে, দামোদর মাসে শ্রীশ্রীরাধারমণের নিত্য অর্চ্চন ও পূজনাদি যত্নের সহিত করিতে হইবে।

কার্ত্তিকব্রত না করিলে কি পাতক হয় তৎসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন,—

দুর্লভাং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্নহি।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও দামোদরব্রত পালন না করে সে পিতৃমাতৃহত্যার পাপে পতিত হয়। স্কন্দপুরাণ আরও বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি কার্ত্তিকব্রত পালন না করে সে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ব্রহ্মঘ্ন, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিতে হইবে। আর বিধবা যদি দামোদরব্রত না করে তাহা হইলে তাহার পাতক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গৃহস্থ দামোদর-ব্রত না করিলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে। ব্রাহ্মণ এই ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ হইলে সকল দেবতা তাহার প্রতি বিমুখ হন। কার্ত্তিকব্রত না করিয়া যাগ-যজ্ঞ যাহাই করা যাক্ না কেন সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবব্রত না করিলে বেদপাঠ বা পুরাণ-পাঠে কোনই ফলোদয় হয় না। পদ্মপুরাণেও এই প্রকার বহু বাক্য রহিয়াছে।

দামোদরব্রত না করিলে যে বিষময় ফল লাভ হয় তাহার দিগ্‌দর্শনমাত্র উপরে করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই ব্রতপালনের যে মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে তাহাকে জানা যায়, দামোদরমাস সকল মাসের মধ্যে উত্তম, সকল পুণ্যের মধ্যে পরমপুণ্য, সকল পবিত্রের মধ্যে পরম পবিত্র। বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া এই মাসে যাহা করা যায় তাহার ফল অক্ষয়। একদিকে সকল তীর্থ, দক্ষিণার সহিত সমুদয় যজ্ঞ, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হিমাচলাদিতে বাস এবং মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান আর অপরদিকে কেশবপ্রিয় দামোদরব্রত; এতদুভয়ের মধ্যে দামোদর-ব্রতের মাহাত্ম্যই অধিক। যে-ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দামোদরের প্রীতিবিধানদ্বারা কার্ত্তিকব্রত পালন করেন তিনি নরকস্থ সমুদয় পিতৃগণকে অনায়াসে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

উপরিউক্ত ফলশ্রুতিতে কেহ অত্যুক্তি বিবেচনা করিবেন না। কারণ যাঁহারা শ্রীদামোদরের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ভগবান্ নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্ত-পক্ষপাতযুক্ত। এই স্থানেই তাঁহার স্বতন্ত্রতার অভিব্যক্তি এবং ভক্তবৎসলতার পরিচয় প্রকাশিত। শ্রীদামোদর যেমন ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তের অল্প দ্রব্যকেও বহুমানন করেন তদ্রূপ তাঁহার প্রিয় কার্ত্তিকমাস অল্পকেও অধিক করিয়া থাকেন। দেহধারিগণের মধ্যে মনুষ্যদেহ সুদুর্লভ, তাহা আবার ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে শ্রীহরিপ্রিয় কার্ত্তিকমাস অতিশয় দুর্লভ। এই মাসে প্রদীপ মাত্র দান করিলেও ভগবান্ শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন এবং পরদীপ প্রবোধন করিলে মুক্তি বা সেবামতি প্রদান করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিকব্রতের বহুবিধ ফল স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল ভোগেচ্ছা ও ত্যাগেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক দামোদর সেবা লাভ। এই সেবালাভে যাঁহারা ধন্য তাঁহারা মুক্ত্যাদির প্রার্থী না হইলেও ত্রিতাপগ্রস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য গোলোক ব্রজপুরের সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

পক্কভোজন, পলাশপত্রে ভোজন, তিলদান, নদীস্নান, কৃষ্ণকীর্ত্তনপূর্ব্বক জাগরণ, তুলসীসেবন, দীপ-দান, তুলসীবন-পালন, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও বৈষ্ণবসেবন কার্ত্তিকব্রতকারীর অবশ্য পালনীয়। অরুণোদয়ে শয্যাত্যাগ ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ, বিষ্ণুর অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গীত, বাদ্য ও নৃত্য, বিষ্ণুকে বরনৈবেদ্য দান, বিষ্ণুর অগ্রে সকর্পূর অগুরুদান, বিষ্ণুর মন্দির সম্মুখে শাস্ত্রাবতরণ-শ্রবণ, সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণ প্রভৃতিতে শ্রীদামোদর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্য পালন, হবিষ্যান্ন গ্রহণপূর্ব্বক দামোদরের অর্চ্চন করিতে হইবে। বিষ্ণুমন্দিরে অথবা তুলসীকাননে হরিজাগরণ করিতে হইবে। বিষ্ণুগৃহে ঘৃতপ্রদীপ বা তিলতৈল প্রদীপ প্রদান করিতে হইবে। কর্পূরদ্বারা দীপদান করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কার্ত্তিকমাসে দিবারাত্র দীপদানই প্রশস্ত।

উপরে যে প্রাতঃস্নান, তুলসী-সেবন, দীপ-দান, হরিজাগরণ, ভাগবতশ্রবণ ও কীর্ত্তনের কথা লিখিত হইল তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। হরিকথায় স্নানই সর্ব্বোত্তম স্নান, স্নানের উদ্দেশ্য পবিত্র হওয়া, হরিকথার ন্যায় পবিত্রকারী আর কিছুই নহে। প্রাতঃস্নান অর্থে হরিকথায় সর্ব্বপ্রথম পবিত্র হইয়া হরির প্রীত্যর্থে ব্রত করিতে হইবে। মৈদুশী ধর্ম্মে শ্রীহরির প্রসঙ্গ হয় না; সর্ব্বপ্রথমেই তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তুলসী—ভক্তিদেবী; অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া অনন্যচিত্তে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই তুলসীদেবীর প্রকৃত-সেবা। দীপের কার্য্য আলোকিত করা; ভক্তের হৃদয়-মন্দিরই ভগবানের বসতিস্থল বিষ্ণু-মন্দির; শুদ্ধভক্তির আলোকেই এই মন্দির সুষ্ঠুভাবে আলোকিত হয়। ভগবৎসেবাবিমুখতাই নিদ্রিতাবস্থা; শ্রীহরিপ্রসঙ্গ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই হরি-জাগরণ। এক কথায় ভক্তিদেবীর আশ্রয়েই কার্ত্তিকব্রতের যাবতীয় কার্য্য করিতে হইবে।

স্থান-বিচারে শাস্ত্রে দেখা যায়, যে-কোনও স্থানে কার্ত্তিকব্রতে ফল লাভ হয়, কিন্তু সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গায় কোটিগুণ, আবার তদপেক্ষা পুষ্করে ও দ্বারকায় অধিক ফল হয়। অযোধ্যা প্রভৃতি পুরীতেও ঐপ্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল মথুরায়, কারণ এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল রূপ-পাদের "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" শ্লোক আলোচনা করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ জানেন, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থলী; কারণ ইঁহাই শ্রীশ্রীরাধারমণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় স্থান। এইজন্যই গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধারমণের প্রীতিবিধানার্থ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রত-পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ দ্রব্যের বিচারে দেখিতে পাই—বরবটী, শিম, কলমী শাক, লাউ, পটল, বেগুন, তৈলমর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন কাংস্যপাত্রে ভোজন, তৈল, মধু প্রভৃতি কার্ত্তিকমাসে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য—সর্ব্বপ্রকার ভজনের মধ্যে ব্রজরামাগণের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই মাধবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়া। শ্রীরাধিকার পূজাতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাই শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের পূজা-বিধি বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাস পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বলিতেছেন যে, কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরের সন্নিধানে শ্রীরাধার পূজা করিবে। রাধাদাস্য ভজনই গৌড়ীয়গণের শুদ্ধভজন।

শ্রীচৈতন্যমঠে দামোদরব্রত

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে দামোদরব্রতকালে প্রত্যহ উষঃকালে 'ভক্তিরত্নাকর', পাঠ, দ্বিপ্রহরকালে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা-সম্বলিত বক্তৃতা-আলোচনা, অপরাহ্ণে সদাচার-সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

অষ্টমী পূজা

আজ অষ্টমী পূজা; তাই বাদ্যের নিনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত। পুরোহিত মহাশয়ের বিন্দুমাত্রও বিশ্রাম নাই, কারণ আজই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাণের ইতি করিতে হইবে। বলির সংখ্যা সম্ভবতঃ আজই সর্ব্বাধিক। খাওয়ান দাওয়ান'র সংখ্যাও সেই অনুপাতে।

পূজায় বলি দিতে হয়, একথা মহামায়ার পূজার আবাহনকারিগণ সকলেই জানেন। কিন্তু 'বলি'-শব্দের অর্থ কি এবং কেনই বা তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার সন্ধান কয়জন রাখেন? 'দুর্গা'র "তত্ত্বই বা পূজকগণের মধ্যে কয়জন জানেন? যাঁহারা পূজের হিত করিবেন বলিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ? প্রকৃত-তত্ত্বের অভাবেই তামসিক-বৃত্তিসম্পন্ন জনগণ যখন পূজার সময়ে শুভাবশিষ্ট-চক্ষুর রাখিতে লক্ষ বিধোত করেন, তখন চতোগুণদৃপ্ত বীরগণ শতমুখে তাহার নিন্দা করিয়া বলেন—মহিষমর্দ্দিনীর পূজায় চক্ষুর জল! আবার সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উভয়ের কাণ্ড দেখিয়া গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন। বিশুদ্ধসত্ত্বের ভূমিকায় যাঁহাদের অবস্থান, তাঁহারা আনন্দের সন্তানগণকে ঐ গুণত্রয়ের ক্রীড়াপুত্তলিরূপে দর্শন করিয়া ব্যথিত হন।

'বল্' ধাতু হইতে 'বলি'-শব্দের উৎপত্তি। 'বল্' ধাতুর অর্থ দান করা, বধ করা। দান করা অর্থে পূজার সামগ্রী 'বলি'-সংজ্ঞায় অভিহিত। বঙ্গের সাধারণ জনগণ বধ করা অর্থেই বঙ্গভাষায় 'বলি'-শব্দের প্রয়োগ জানেন। মহামায়ার পূজায় বলির সামগ্রী প্রধানতঃ ছাগ ও মহিষ। ছাগ—কামের প্রতীক আর মহিষ ক্রোধের প্রতীক। ছাগ ও মহিষ-বলি বলিতে কাম ও ক্রোধের দমনই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু কামের বশীভূত হইয়া কামের দেবতাকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার প্রার্থনায় নিরীহ প্রাণিগণের প্রাণবিনাশপূর্ব্বক যে হিংসাধর্ম্মের আবাহন করা হয়, তাহাতে কি বলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? ঐ কার্য্যে ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, না উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা কি লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে? কামক্রোধাদি দমন করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা সুধীগণকে এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটীও আলোচনা করিতে নিবেদন করিতেছি—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

এখন 'দুর্গাতত্ত্ব' সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। 'দুর্গা' শব্দের অর্থ বহু প্রকার দৃষ্ট হয়। দ্+উ+র্+গ্+আ [illegible]। দৈত্যনাশার্থ বাচক বলিয়া 'দ্'কার, বিঘ্ননাশার্থে 'উ'কার, রোগঘ্ন বাচক 'র্'কার, পাপঘ্ন বাচক 'গ'-কার, ভয়শত্রুবিনাশ-বাচক 'আ'কারের প্রয়োগ। আবার অন্যত্র—"দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা।" "বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।" পুনরায় চণ্ডীতে দেবস্তুতি,—দুর্গাসি "দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।"—অর্থাৎ তোমার নাম দুর্গা, কারণ তুমি দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। পুনরায়—'দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ'—দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কট হইতে যিনি ত্রাণ করেন। পুনরায় চণ্ডীতে দেবীবাক্য—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥

—'দুর্গ' নামক অসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হইব।

আবার অন্যত্র দেখা যায়, 'দুর্গ' শব্দের অর্থ কারাগৃহ বা জীবের সংশোধনক্ষেত্র—চৌদ্দ ভুবনাত্মক দেবীধাম। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা' নামে অভিহিতা। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীপাঠে জানা যায় যে, দেবতাবৃন্দের স্থানচ্যুতি বিজ্ঞাপিত হইলে মধুসূদন ও শম্ভু কুপিত হইলেন; তখন তাঁহাদের বদন হইতে একটী মহৎ তেজঃ নির্গত হইল। অন্যান্য দেবতাগণের শরীরের তেজঃপুঞ্জ একত্রে মিলিত হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুযুগল এবং শম্ভুর বদননিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমণ্ডল হইল। সেই দুর্গাদেবী দেবীধাম চৌদ্দভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে দশকর্ম্মরূপা দশভুজা, বীর-প্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপ-দমনরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী, শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী, ষড়ৈশ্বর্য্য ও ষড়্বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী, পাপদমনে বিশ্বাত-ধর্ম্মশাস্ত্রস্বরূপ বিংশতি-অস্ত্রধারিণী, কালশোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী।

সিদ্ধান্তগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতা দুর্গাদেবীর তত্ত্ব-নিরূপণে বলেন,—

"সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ভগবানের স্বরূপশক্তি একটী। তাঁহাকেই উপনিষদে পরা শক্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবনপালিনী দুর্গা। সেই দুর্গাদেবী যে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছাবিধায়িনী, সেই মূলপুরুষ গোবিন্দকে আমরা ভজনা করি।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত রাজর্ষি সুরথ রাজা ও স্বজনপরিত্যক্ত সমাধি নামক বৈশ্যের সময় হইতে দুর্গাদেবীর পূজার প্রথা ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা দেবীর আরাধনায় পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নির্ব্বিণ্ণচিত্তে বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। শোভাশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধার্থে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া যে পূজার প্রথা বঙ্গে প্রচলিত আছে তাহা বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণের কোনও স্থানেই পাওয়া যায় না। কথকতা শুনিয়া কবি কৃত্তিবাস যে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ঐবিষয় দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের স্থান বাঙ্গালাসাহিত্যিকতাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার কল্পিত সিদ্ধান্ত দেখিয়া সারগ্রাহিগণ পরমার্থজগতে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে পারেন না। শক্তিমত্তত্ত্ব, স্বরূপশক্তি ও ছায়াশক্তির জ্ঞানাভাবেই তাঁহার লেখনী হইতে ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কাল্পনিক বাক্য প্রকাশিত হইয়াছে।

এই জড়জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন। চিদ্বিলাসের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া এই জড়জগতেও বর্ত্তমান কিন্তু অপ্রাকৃত চিদ্ধামের প্রেম-চেষ্টার সহিত প্রাকৃত জগতের কাম-চেষ্টা এক হইতে পারে না। ইহজগতে দেখা যায়, পত্নী স্বামিসেবা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মহামায়ার আরাধনা করে, তদ্দ্বারা পত্নীর স্বামীর প্রতি ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহ জড়জগৎ হেয়তা ও অবরতাপূর্ণ; এখানে বদ্ধজীবের যত চেষ্টা সবই কেবল নিজভোগমূলা। অপ্রাকৃত জগতে সেরূপ হেয়তা বা অবরতা নাই। সেখানে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান, সুতরাং সকলেই একমাত্র ভগবৎপ্রীতিই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণপ্রীতির চরম উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেহাভিমানী জীব কি ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের দুর্গা-আরাধনা সেইরূপ? ছায়াশক্তির কার্য্যই বিমুখমোহন। সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেও তিনি ভগবৎপ্রেম দান করিতে পারেন না। যাহার কাছে ধন নাই তাহার নিকট ধনভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। অনূঢ়া গোপীগণের প্রার্থনা—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে
কুরু তে নমঃ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দেখাইয়াছেন—"ইয়ং চাত্র স্বরূপা সা [illegible] যোগমায়ৈব নতু বহিরঙ্গা মায়া।" "অতঃ সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ কৃষ্ণস্বরূপাংশাভিধানা যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী। নৈব ধর্ম্মাতিরূপাসিতা দুর্গামহামায়েত্যাদি নামাদিসাম্যেন লোকানাং ভ্রমঃ ভবতীতি।" অর্থাৎ কুমারীগণ যে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা স্বরূপাংশভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নহে। সকল কৃষ্ণমন্ত্রে দুর্গাই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই যে আগমবাক্য ইহার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবানের চিচ্ছক্তিবৃত্তি স্বরূপাংশশক্তি যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। তিনিই ব্রজকুমারীগণ কর্ত্তৃক উপাসিতা। মহামায়া ইত্যাদি নামসাম্যে ভারবাহী লোকগণের ভ্রম হইয়া থাকে। তোষিণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন,—"কাত্যায়নী পরমবৈষ্ণবী শ্রীশিবপ্রিয়া পার্ব্বতী।" ব্রহ্মসংহিতা ৩য় শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় যে গৌতমীয় কল্পবচন "যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।" তাহা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তাহা মায়াংশভূতা দেবীধামের দুর্গা নহে; কারণ গৌতমীয়কল্পেই লিখিত আছে—বহিরঙ্গা দুর্গার আরাধনা বহু স্থানে সাধিত হয় কিন্তু স্বরূপশক্তির আরাধনার প্রমাণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১।২৫ শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন—"বিমুখমোহনং মায়য়া উন্মুখমোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ। দেবকী কন্যারূপেণ কংসবঞ্চনং তন্মায়য়া এব কার্য্যং ন তু যোগমায়য়া তাদৃশতল্লোকেষু ইচ্ছা অনুপযোগাদেব। ধুন্ধুবাদমোহনং মায়য়ৈব ন তু যোগমায়য়া। দেবকীগর্ভসপ্তমগর্ভ-কর্ষণ-যশোদাস্তনপানাদি তু যোগমায়য়া এব কার্য্যং ন তু মায়য়া। তাদৃশাসন্তুষ্টেষু মায়ায়াঃ প্রভাবিতুমশক্যত্বাৎ। কেবল বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদাদীনাং বিশ্বরূপ-বক্ত্রলোকাদিদর্শনাস্তে বাৎসল্যাদিপরাধিকাং যদৈশ্বর্য্যজ্ঞানেন সম্ভ্রম-দৈন্যৈশ্বর্য্যানুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া নাপি মায়য়া কিন্তু প্রেম্ণ এব স্বভাবঃ।" অর্থাৎ বিমুখমোহন মায়ার কার্য্য যেমন দেবকী-কন্যারূপে কংসবঞ্চন বা দুষ্ট মদমোহন। এতাদৃশ দুষ্ট লোককে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন, গোকুলে নন্দপত্নীর যশোদাকে স্তনপানার্থে দুগ্ধ দেওয়া যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ ভক্তকে জড়মায়ার প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব উন্মুখমোহন যোগমায়ার কার্য্য। আর চিন্ময় ধামের বাৎসল্যাদিরসের পরম রসিকগণের (যথা নন্দ-যশোদার) [illegible]-

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীযদুপতি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

স্বদেশীবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মান)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ভজনানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ দোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মনোহরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোষ্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) নরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসভদ্র

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যাশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠভূষণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর সুলভ।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষাসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী-
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিগ্রহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ॥০
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডল-পরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অব বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ॥০
৭১। [illegible] ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিইস্টিক প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি .০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগ

১৯৩৪-৩৫ সালের রিপোর্ট

বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের ১৯৩৪-৩৫ সালের সরকারী রিপোর্টের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গালার অধিকাংশ অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল; সুতরাং সন্তোষজনক ফসল হইয়াছে। কিন্তু খুলনা জেলার সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট মহকুমায়, নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর মহকুমায় ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় এবং মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, যশোহর, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার কোনও কোনও অংশে বন্যায় ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। এদিকে বৃষ্টির অভাবে মেদিনীপুর, রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও কোনও অংশে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে এবং ঐ কারণে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় ফসলের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, ফলে কৃষকদের [illegible] হইয়াছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের সাহায্য করিয়াছেন, আলোচ্য বৎসরে সমস্ত বাঙ্গলা দেশে কৃষকদিগকে মোট ৭৯৭৩২৪ টাকা কৃষিঋণ ও ভূমির উন্নতি বাবদ ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

অধিকাংশ জেলায় ধান ও চাউলের দাম কিছু কিছু বাড়িয়াছে কাজেই কৃষকদের অবস্থাও কিছু উন্নত হইয়াছে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচারকার্য্য করায় পাটের মূল্যও কিছু বাড়িয়াছে কিন্তু বৃদ্ধি এত সামান্য যে, পাট বেচিয়া কৃষকেরা মহাজনের ঋণও শোধ করিতে পারে নাই এবং জমিদারের খাজনাও দিতে পারে নাই, একটী সুলক্ষণ এই যে, আলোচ্য বৎসর কৃষকেরা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা কম টাকা ঋণ করিয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা বেশী ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে চাঁদপুর মহকুমায় ঋণ সালিশী বোর্ডের ৯ লক্ষ টাকা ঋণ আপোষে ৫ লক্ষ টাকায় কমাইয়া আনা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ভূমি-রাজস্ব বাবদ মোট ৩০৯৪৩২৪১ টাকা পাওনা দাঁড়াইয়াছিল এবং পূর্ব্ব বৎসরের বাকী পাওনা ও আলোচ্য বৎসরের পাওনার শতকরা ৭১'৩৪ টাকা আদায় হইয়াছে। ভূমিরাজস্ব বাবদ আলোচ্য বৎসরে যত টাকা আদায় হইয়াছে, তাহা আলোচ্য বৎসরের প্রাপ্য ভূমি রাজস্বের শতকরা ১০১'১৮ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ভূমি-রাজস্ব বাবদ আলোচ্য বৎসর অপেক্ষা ১৫১৫১৩ টাকা কম প্রাপ্য দাঁড়াইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৩০[illegible]৬টী মহালের খাজনা বাকী পড়িলেও মাত্র ১৯০০টী নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের মতে ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই বিষয়ে আইন খুব মৃদুভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সরকারী মহালগুলি পরিচালনা বাবদ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ২৬৯০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতে উহার শতকরা ৮'৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর শতকরা ৮'৭৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ভূমি-রাজস্ব হইতে ৯১৪১৯ টাকা অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরের ভূমি-রাজস্বের শতকরা ১'৪৩ টাকা কৃষি শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হইয়াছে এবং সরকারী মহালগুলির খাস খাটি ৭ সংকারী [illegible] ঘাটের [illegible] ঐ সকল মহালের [illegible] ১৭০ টাকা অর্থাৎ শতকরা ১'৫ টাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিকে দেওয়া হইয়াছে।

যশোহর, চট্টগ্রাম [illegible] জলপাইগুড়ী [illegible], দার্জ্জিলিং জেলার কৃষকদিগকে কৃষির উন্নতিকর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক যুবকদের এক দলকে জমি দেওয়া হইয়াছে বাখরগঞ্জ জেলায় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর যে ২০ জন ভদ্রলোক যুবক চরকাসেম বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছিল, আলোচ্য বৎসরে তাহারা বাড়ী নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। নোয়াখালীতে ভদ্রলোকদিগের চাষবাসের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ তাহারা সর্ত্ত পালন করে নাই। রংপুর জেলায় মহাদেবপুর খাসমহলে প্রায় ১০০ বিঘা জমি ৯টি শিক্ষিত যুবককে চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে খাসমহলে স্কুলের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ১৭৩ কম এবং ছাত্র সংখ্যা ২৫৯৬১ কম ছিল।

বাখরগঞ্জ জেলার খাসমহলে প্রজা স্থাপনের পরিকল্পনা অনুসারে ১৭৮ বর্গ মাইল পরিমিত ২২টী গ্রামে বসতি স্থাপন করা হইয়াছে। ২৮ বৎসর যাবৎ এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হইতেছে। ৭২৪৯০১ একর পরিমিত চৌধাগিরি চকচকে সংরক্ষিত বনে পরিণত করা হইয়াছে। ২৪ পরগণায় সুন্দরবন অঞ্চলে আলোচ্য বৎসরে কোনও নূতন জায়গা আবাদ আরম্ভ করা হয় নাই। চব্বিশ পরগণার এবং বাখরগঞ্জের সুন্দরবন আবাদের জন্য আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সরকার হইতে ৩১০০১৩৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং উহা হইতে ৪২৩১৮৯২ টাকা আয় হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের সুন্দরবন অঞ্চলের স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং ফসলও ভালই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ধানের দাম কম থাকায় কৃষকদের আর্থিক অবস্থায় বিশেষ কোনও উন্নতি নাই, সুতরাং তাহাদের অনেকেই গবর্ণমেণ্ট ও কো-অপারেটিভ সোসাইটীর নিকট বহু ঋণ ছিল। ২৪পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায় ফসলও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা কম হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্পর্ক পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চেয়ে খারাপ কিছু দেখা যায় নাই এবং খাসমহলগুলিতে প্রজা গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক [illegible] ছিল।

রেভিনিউ বোর্ডের দক্ষতার জন্য সপারিষদ গবর্ণর বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

পার্শেলে খণ্ডিত দেহ

খাদেমাবাদ এক সংবাদে প্রকাশ অ ক্রমীট হইতে গন্দোয়ায় আগত ৩৩ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মালিকহীন একটি পার্শেল খুলিয়া উহার মধ্যে [illegible]বয়স্কা একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বস্তার মধ্যে প্যাক করা হইয়াছিল উহার মুখটি সম্পূর্ণ পোড়া পুলিশ এ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

বিজ্ঞাপন

দেওয়ানীজারী মোকদ্দমা নং ১০২৬/৩৪ সাল

ডিঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাত্র সাং কৃষ্ণনগর থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

বনাম

দেঃ শ্রীপ্রেমময়ী দাসী ওওয়ে ৺রামচন্দ্র হালদার সাং কৃষ্ণনগর চকেরপাড়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া

এতদ্বারা দেনাদারকে ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া যে উপরোক্ত মোকদ্দমার নাজির বাবু কর্ত্তৃক দখল দেওয়া কালীন ৬।১।৩৫ তারিখে দেনাদারের বাটীতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি অত্র জজ আদালতের মালখানায় নাজির বাবুর হেপাজতে আছে। উক্ত মালাদি দেনদার আগামী ২৩।১১।৩৫ তারিখের মধ্যে খালাস না লইলে তাহা আদালতের প্রকাশ্য নিলামে উক্ত তারিখে নিলামবিক্রয় হইবে, এবং তৎলব্ধ টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। ইতি

প্রথম মুন্সেফবাহাদুর

কৃষ্ণনগর

৯ ৯।৩৫

মালের তালিকা:—

১। খাটের ২টা পায়া
২। খাটের পাটাম ১ খানা ও বাতা ৪ খানা
৩। মশারী খাটান ছতরী ৩টা আরা ৩ খানা
৪। কাঠের টুল ১ খানা
৫। কাঠের ছোটবাক্স ১টা
৬। টিনের তালাবন্ধ বাক্স ১টা ছোট
৭। ঐ ছোট তালাবাক্স ১টা
৮। টিনের মগ ২টা।
৯। পাথর ছোটবড় ৪খানা
১০। ছোটবড় থেলের বাটী ৩টা
১১। খিলপ টা
১২। রুটীবেলা পিড়ী ১খানা
১৩। ঐ বেলনা টা
১৪। বটী ২খানা
১৫। তাড়া হ রিকেন
১৬। ফটো ১খানা
১৭। ছোটবড় শিশি ৩টা
১৮। ছেঁড়া বস্তা ২খানা
১৯। লক্ষ্মীর আনী কাঠা মালসা
২০। ওজনের /১ সের ১টা
২১। ঐ /॥০ সের ১টা
২২। লোহার কড়াই টা
২৩। ঐ তাওয়া ১টা
২৪। ঐ খুন্তী ১টা
২৫। ঐ সাঁড়াশী ১টা
২৬। কম্বলের আসন ১খানা।

কলিকাতার বাজার দর

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫৷৵০
বরগা টী আয়রণ)	৬৷৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোন)	৬৲—৬।০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ ৯৸০ ২৪ গেজ	৯৷৵০
২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি,	১০৸০
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ফি ।৵৫-।৵/১০শীট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲, ২৬ গেজ	১০৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭৷৵০
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫৷৵০ হন্দর
রড কাটিং	৫।৵০-৫৸০
টীন পাটী	৬৲-৬৷৵০
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	৵১০, ।১৯ ফুট
কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট	১৲-১।৵০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | সোমবার | ১৮০তম সংখ্যা

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ্ প্রমুখ সেবকগণসহ মোটর-যোগে দিল্লী গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্রীব্রজস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শুভবিজয় করিয়াছেন। তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষতঃ বঙ্গের শত শত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য তথায় সমবেত হইয়াছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু গত ৫ই অক্টোবর দিল্লীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পৌঁছিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় স্বামী বন

ত্রিপুরার মাননীয় মহারাজ বিষমসমরবিজয়ী চন্দ্রবংশাবতংস ক্ষৌহার-কুলতিলক 'ধর্ম্ম-ধুরন্ধর' পঞ্চশ্রীক শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর কে-সি-এস্-আই মহামহোদয়ের নিকট তাঁহার আগরতলাস্থিত রাজপ্রাসাদে মহাপ্রভুর বাণীর প্রচার-বাঞ্ছা কীর্ত্তন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ৩রা অক্টোবর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। স্বামীজী তৎপর দিবস শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনোদ্দেশে দিল্লী যাত্রা করেন। তথা হইতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠ হইয়া স্বামীজী গত ১০ই অক্টোবর লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর

ত্রিপুরাধিপতি বিশেষ রাজকীয় অতিথিরূপে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম যে, মাননীয় মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীর ইউরোপে প্রচার-সাফল্য অবগত হইয়া লণ্ডনে মহাপ্রভুর মন্দির-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। ত্রিপুরার মহারাজগণ গৌরভক্ত, তাঁহারা বংশানুক্রমে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি। ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর যে গত গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নব-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৌর-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। মহাপ্রভুর বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারের সহায়ক-রূপে ত্রিপুরার এই বৈষ্ণবরাজের নাম পরমার্থ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল অঙ্কিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

থাকিবে। তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতীয় হিন্দুদের, তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়ে চিরকাল দেদীপ্যমান রহিবে। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে আমরা মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের নিরাপদ্ দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজের গৌরভক্তি, মহারাজের বদান্যতা অভূতপূর্ব্ব ও অসামান্য, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচার-নিমিত্ত ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের কতটা চেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয়-বিষয়ে কে না অবগত আছেন? স্বাধীন ত্রিপুরার রাজবংশ বৈষ্ণবগণের বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গৌরবস্থল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ দামোদর, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৯

বিজয়া

সপ্তাহান্তে প্রভাত-পত্রে বিজয়ার সন্দেশ লইয়া পাঠক, পাঠিকা, ও অনুগ্রাহক, অনুগ্রাহিকাগণের নিকট উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে সর্ব্বপ্রথমে যাঁহার কৃপায় কৃষ্ণকথা-বহির্ম্মুখতারূপ মুকত্ব অপসারিত হইয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-বাণীর বাচালতা বা নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনপরতা লাভ হয়, যাঁহার অহৈতুকী করুণায় সংসারাবদ্ধ দশারূপ পঙ্গুতা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হইয়া অপ্রাকৃতনাম-রূপ জ্ঞান-গিরির উল্লঙ্ঘন হইয়া থাকে, যাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানশলাকার ফলে অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট হয় এবং আমরা দেখিতে পাই যে তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, মথুরা নগরী, গোষ্ঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার আশা প্রদান করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম সেই জগদ্গুরুবরের পাদপদ্মে আমাদের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি—

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

বিজয়ায় গুরুবর্গকে প্রণাম ও কনিষ্ঠগণকে আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনের সৌভাগ্য হইতেছে যে, 'সকলেই কৃষ্ণভজন করেন' এই দৃষ্টিতে সকলকে দেখিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'একমাত্র আমিই সেই ভজন হইতে বঞ্চিত' এই অনুভূতিলাভ হওয়া দরকার। ভজনবিহীন জনের পক্ষে ভজনকারিগণ নিশ্চয়ই গুরুস্থানীয়, সুতরাং দেখিতে পাইতেছি আমার কনিষ্ঠ কেহ নহেন, সংসারের সকলেই—আমার বিকৃত দর্শনে যাঁহারা গো, খর, চণ্ডাল প্রভৃতি তাঁহারাও আমার পূজ্য। অতএব আজ বিজয়ার স্মৃতিতে আমি সকলেরই শ্রীচরণে প্রণত হইতেছি। আমি সকলেরই আশীর্ব্বাদ-পাত্র; সকলেই কৃপা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ-পালনই আমার জন্মজন্মান্তরে—সর্ব্বসময়ে একমাত্র ব্রত হয়।

সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ সবজান্তা হইয়া সকলের উপর শিক্ষকতা করিবার অভিমান রাখেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের দীন সেবকরূপে আমি সরল প্রাণে নিষ্কপটে পাঠক-পাঠিকাগণের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যে, আমাকে যাবতীয় সেবাকার্য্যে পরাঙ্মুখ দেখিয়া বৈষ্ণব পাঠকগণের নিকট হইতে সেবা-প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুক-করুণার পরিচয় দিয়াছেন। অলসভাবে বসিয়া থাকিলে ভিতরের গলদ ধরা পড়ে না, মুখ খুলিলেই অন্তরের অবস্থা ব্যক্ত হয়। আমার লেখনীতে আমার গলদ প্রকাশিত হইলে শ্রীগুরুবর্গ অনায়াসে আমাকে সংশোধিত করিবার সুযোগ পাইবেন। আমি নিতান্ত মূঢ় ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সাদোষে আচ্ছন্ন। পদে পদে ভ্রম; তাই আমি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হই সংশোধিত হইতে। আশা করি কৃপাময় পাঠক আমাকে সংশোধিত করিতে মুক্তহস্ত হইবেন। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে যে-সকল অধোক্ষজ-সেবা-সমৃদ্ধ লেখক শ্রীনদীয়া-প্রকাশে লেখেন, তাঁহারা ঐ দোষ চতুষ্টয় মুক্ত; যদি মুদ্রাকর-প্রমাদাদি দৃষ্ট হয়, তাহা আমার অযোগ্যতারই প্রমাণ করে।

বিজয়াতে শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গনের প্রথা আছে। এই দিবস শত্রুতার কথা বিস্মৃত হইয়া সকলকেই মিত্রভাবে দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে বিজয়া-রহস্য অবগত হইলে শত্রুতা আপনিই পলায়ন করে। শ্রীরামচন্দ্রের জয়শ্রীই বিজয়ার আনন্দ-সাগরে মানবকে নিমজ্জিত করে। শ্রীরামচন্দ্রের করে স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবার আধিপত্যই প্রমাণিত। পুরুষোত্তমের সেবা বরণ করিলে অন্তঃকরণ হইতে ভোগবুদ্ধিরূপ রাবণ ও সেবাসম্বন্ধবিহীন ভাবরূপ কুম্ভকর্ণ আপনই বিনষ্ট হইয়া ভোগবুদ্ধি ও ফল্গুত্যাগ-বিচার বিনষ্ট হইলে ভগবৎসেবাসম্বন্ধে একে অপরকে আত্ম বলিয়াই জানেন, সুতরাং শত্রুতার আর স্থান কোথায়? শ্রীভগবান্ আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ। তাঁহার নামে আনন্দ, রূপে আনন্দ, গুণে আনন্দ, পরিকরে আনন্দ ও লীলায় আনন্দ, এই সকলেরই সেবায় আনন্দ। জগতের মনীষিগণ সকলে মস্তিষ্ক একত্রিত করিয়াও যে শান্তি ও আনন্দ লাভের কিছুমাত্র ব্যবস্থা করিতে পারেন না, শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়-রহস্য অবগত হইলে তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হয়।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে জানিয়াছি, আমাদের শত্রু নাই। যাঁহাদের আচরণ শত্রুতার ন্যায় প্রতিভাত হয় তাঁহারাও বাহিরেকভাবে আমাদিগকে সেবার সাহায্যই করিয়া থাকেন। আমরা যদি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নির্ভীকভাবে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় ঘোষণা করিতে পারি, যথাপ্রভুর পদাশ্রয়ের আমাদের সহিত তাঁহার বাণী-প্রচারে একনিষ্ঠ হই, তাহা হইলে যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবা-রহস্য অনবগতির নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রুতার চক্ষে দেখেন, সময় আসিবে যখন তাঁহারাও আপনিই শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিবেন।

আজ বিজয়ার দিনে আমাদের লেখকগণের মহিমা কিছু কীর্ত্তন না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটীই লক্ষিত হইবে। সাময়িক পত্রাদিতে সাধারণতঃ অর্থ বা প্রতিষ্ঠা অথবা উভয়ের জন্যই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ লিখিয়া থাকেন, অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে নিজ জ্ঞানদ্বারা অপরকে সমৃদ্ধ করিবার বাসনা লইয়াও কেহ কেহ যে না লেখেন তাহা নহে। কিন্তু শ্রীনদীয়া-প্রকাশের লেখকগণ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শুধু শ্রীপত্রের সেবার নিমিত্তই লিখিয়া থাকেন। অর্থের আশার পরিবর্ত্তে যথাসাধ্য অর্থদ্বারা সেবার সহায়তা করিতে যত্ন করেন। প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে দিয়াও অর্থদানে প্রার্থক হইতে কুণ্ঠিত হন না। প্রবন্ধাদি বিলম্বে প্রকাশিত হইলে ধৈর্য্যহারা হন না; প্রকাশিত না হইলেও নিরুৎসাহ না হইয়া 'উহা সেবার যোগ্য হয় নাই' বিবেচনা করিয়া পুনরায় উৎসাহভরে লিখিতে থাকেন। শ্রীপত্রে লিখিবার চেষ্টায় যে সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাণী আলোচিত হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ঐ সেবা-সম্পাদনে বিশেষ যত্নপর। এই সকল বিষয়ে অপরমার্থ রাজ্যের লেখকগণের সহিত পরমার্থরাজ্যের লেখকগণের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

বিজয়ায় সন্দেশ বিতরণের প্রথা আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রসাদ রূপে যে-সকল সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠকগণকে তাহাদেরই দুইটী করিয়া বিতরণ করিতেছি—

(১)

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

(২)

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো
মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥

শ্রীল দাসগোস্বামী

আশ্বিনীতে দামোদরব্রত আরম্ভের দিবস শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই তিনজন নিত্যসিদ্ধ গৌর-পার্ষদ অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকটলীলায় তাঁহারা তিনজনেই এক সঙ্গে গোষ্ঠব্রজে ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। অপ্রকট-লীলার পরও যে অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে 'কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরীর'র আনুগত্যে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রকট-তিথিই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে। দামোদরব্রত বা কার্ত্তিকব্রত কোনও অনিত্য অনুষ্ঠান নহে। যদিও বদ্ধাবস্থায় মানবগণ বৎসরে মাত্র একমাস এই ব্রতকাল বলিয়া জানেন, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ নিত্যকাল প্রতি মুহূর্ত্তে এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন। 'কার্ত্তিকদেবতা' বা কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরের আনন্দবিধান সেই শুদ্ধভজন এবং তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কার্ত্তিকব্রত। নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিমেষার্দ্ধকালও ভজন হইতে বিচ্যুত নহেন। তাঁহারা নিরন্তর ভজনপর। অপর কথায় ভজনই তাঁহাদের প্রাণ। ভজনই তাঁহাদের অগ্র কৃতার্থ্যতা। ভজনশূন্য ভাগবত আর আকাশকুসুম একই কথা। এই নিত্যব্রতে আত্মোৎসর্গ করিবার উপদেশ উল্লিখিত গোস্বামীবর্গের তিরোভাব-রহস্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যাঁহার প্রাণ ভগবদ্ভক্তিরসে সিক্ত, জাগতিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংসারশৃঙ্খল সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়াও তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীপ্রভুর ঐ তিনটীর কোনটীরই অভাব ছিল না। তিনি সপ্তগ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীগোবর্দ্ধন-দাসের একমাত্র তনয়রূপে সপ্তগ্রাম হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণপুরগ্রামে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপুর শ্রীব্রজমণ্ডলই যে শুদ্ধ আত্মার নিবাসস্থলী শ্রীল দাসগোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাব স্থান তাহা আমাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক জানাইয়া দিতেছেন। তাঁহার পিতা ছোটখাট জমিদার ছিলেন না, তাঁহাদের বার্ষিক আয় ছিল ১২ লক্ষ টাকারও অধিক। শ্রীল রঘুনাথই ছিলেন তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি যে কিছু কম ছিল তাহা নহে। স্বীয় বুদ্ধিবলে তিনি পিতা ও পিতৃব্যকে বাদশাহের কোপানল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ছিলেন - পরম - রূপবতী। কিন্তু ঐ

পিতা, মাতা ও পিতৃব্যের কড়া ... তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়াই তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে।"

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীপ্রভু শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা যখন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া ইহাঁকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন, তখন একটী কৌশল আবিষ্কার করিয়া ইনি গৃহত্যাগ করেন। একদিন যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহের পূজারী পালাইয়া যায়। শেষ রাত্রিতে আচার্য্য মহোদয় রঘুনাথের নিকট আগমন করিলে পূজারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অছিলায় তিনি স্বীয় গুরুদেবের সহিত বহির্গত হন এবং তিনি একাকীই পূজারীকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া আসিবেন, এই আশ্বাস দিয়া আচার্য্য মহোদয়কে গৃহে পাঠাইয়া দেন এবং সুযোগ বুঝিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশে নীলাচলে যাত্রা করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভুর এই আচরণে কেহ কেহ হয়ত গুরুর সহিত প্রতারণা করিবার অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাহাতে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়। শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবায় নিযুক্ত করাই সদ্গুরুর একমাত্র কৃত্য। শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের সেই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে পৌঁছেন তাহা হইলে শিষ্যের সাৎগ্রাহিতাই প্রকাশিত হয়। শিষ্যকে সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত দেখিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ। অধিক আনন্দ। সংসার-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রীলরঘুনাথ দাস গুরুদেবের সহিত প্রতারণা করেন নাই, পক্ষান্তরে শ্রীগুরুভক্তের জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৃহে বিলাসবক্ষে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় লালিত পালিত হইয়াও শ্রীমান্ রঘুনাথ নীলাচলে ও বৃন্দাবনে যে কঠোর বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা জনসাধারণ কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা॥"

তিনি নীলাচলে পৌঁছিলে তাঁহার পিতামাতা আহারাদি বিষয়ে যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য অর্থাদি সহ লোক নীলাচলে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ নিজের জন্য তাহার এক কড়িও গ্রহণ না করিয়া "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" এই শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষ অনুরোধে তিনি মাসে মাত্র ৮ পণ কড়ি গ্রহণ করিয়া দুই দিন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং মহাপ্রভুর সেবায় ঐ অর্থ ব্যয় করিতেন। এই প্রকারে দুই বৎসর নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রাকৃত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। না করিবার বিচার এই যে, মহাপ্রভু যদিও অনুরোধে ঐ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেন, তাহাতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইতেন না। সুতরাং মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধানের পরিবর্ত্তে নিমন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র। এই প্রতিষ্ঠা শৌকরী বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাজ্য। রঘুনাথের এই বিচার দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের বিষয় শ্রবণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ত্যক্ত গৃহগণের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ,—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

শ্রীল রঘুনাথ এই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছেন। স্বরূপগোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ-বিষয় উপস্থাপিত করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর, ভাল না পরিবে॥
অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

শ্রীল রঘুনাথের আচরণে উক্ত উপদেশের যে অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় তাহা অতুলনীয়। তিনি নীলাচলে পৌঁছিলে প্রথমতঃ মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁহাকে প্রসাদ দিতেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই রঘুনাথ গোবিন্দের নিকট হইতে আর প্রসাদ লইতেন না। সমস্ত দিন নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অযাচিতাবস্থায় কেহ কিছু দিলে তাহাই গ্রহণ করিতেন মাত্র। তৎপরে রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া ছত্রে যাইয়া মাগিয়া প্রসাদ লইতেন. তাহা ছাড়িয়া দিবার কারণ এই যে, কখন কোন ব্যক্তি আসিয়া কি দিবে না দিবে তজ্জন্য একটা উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়। তাহাতে ভজনের বিঘ্ন হইয়া থাকে। তৎপরে রঘুনাথ ছত্রের ভিক্ষাও ছাড়িয়া দিলেন এবং পথে পরিত্যক্ত সড়া-প্রসাদ যাহা তৈলঙ্গী গাভী পর্য্যন্ত খাইতে পারে না তাহা পরম যত্নের সহিত জল দিয়া ধুইয়া ধুইয়া ভিতরের শাঁস গ্রহণ করিতেন। রঘুনাথের এই প্রকার বৈরাগ্য দেখিয়া একদিন স্বরূপ গোস্বামী এবং আর একদিন স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার হস্ত হইতে আনন্দভরে ঐ প্রসাদ লইয়া ভক্ষণ করিয়াছেন। ঐ প্রসাদ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

ইহা হইতে ভক্তের বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা মহাপ্রভুর কত আদরের বস্তু তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রীল শিবানন্দ সেন শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভুর ভজনপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন —

"* * তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে
পরম বিখ্যাত তেঁহো কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণ সম॥
রাত্রিদিন করে তেঁহো নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
* * *
কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বণ।"

রঘুনাথ নীলাচলে পৌঁছিলেই মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার এক পরিচয় স্বরূপের রঘু, স্বরূপ গোস্বামীকেই তিনি শিক্ষাগুরু পদে বরণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট কিছু জানিবার ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইলেও তিনি কখনও গুরুদেবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া একাকী যাইতেন না। যখন কিছু জানিবার ইচ্ছা হইত স্বরূপ গোস্বামীর দ্বারাই তাহা মহাপ্রভুর নিকট উপস্থাপিত করিতেন। স্বরূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-লীলার পর তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ভজন করিয়াছেন। নীলাচলে রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়াছিলেন।

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা চরণে'॥"

মহাপ্রভু ঐ প্রকারে রাধামাধবের সেবা প্রদান করিয়া শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবে সেবা প্রণালীও বলিয়া দিয়াছিলেন। সেইভাবে নিষ্ঠার সহিত সেবা কালে তিনি শিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই দর্শন করিতেন।

"এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

ব্রজমণ্ডলে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও ধারণার অতীত। তিনি ক্ষীণকলেবরেও প্রত্যহ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন এবং কয়েকপল মাঠা মাত্র গ্রহণ করিতেন

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটকাল ১৪১৬ শকাব্দা। ২৩ বৎসর বয়সে ১৪৩৯ শকাব্দায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। ষোড়শ বর্ষকাল তিনি অন্তরঙ্গভাবে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সেবা করেন। তাঁহার অপ্রকটে ব্রজমণ্ডলে গমন করেন এবং তথায় রূপ ও সনাতন প্রভুর দর্শনান্তে স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর বিরহে ভৃগুপাত করিয়া গোবর্দ্ধনে দেহত্যাগ করিবেন, এই প্রকার ইচ্ছা করেন, কিন্তু শ্রীল রূপপাদ ও সনাতন গোস্বামী প্রভু তৃতীয় ভ্রাতৃরূপে শ্রীল রঘুনাথকে নিজেদের নিকটে রাখিয়া তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রবণ করিতেন। ব্রজে তাঁহার প্রকট-লীলায় অবশিষ্ট প্রায় ষষ্টিবর্ষ অতিবাহিত হয়। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রজের অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু লিখিয়াছেন —

"অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবের আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার
সেই রূপ রঘুনাথ প্রভু যে আমার॥"

কি নীলাচলে, কি ব্রজমণ্ডলে সর্ব্বত্রই তাঁহার ভজনের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনারে করেন নিবেদন॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর বন্দনাচ্ছলে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন,—

'দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।
ভানুমত্যাখ্যয়া বা কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ॥

প্রয়োজন-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত স্তবসমূহে অপ্রাকৃত-রাজ্যের যে প্রেম-সম্পত্তি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়াছেন, তাহা কণ্ঠহাররূপে ধারণের সৌভাগ্য হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে,—

শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্, শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ, মনঃশিক্ষা, প্রার্থনা, গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্, শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্, শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ, প্রেমপূরাভিধস্তোত্রম্, স্বনিয়মদশকম্, প্রার্থনামৃতম্ [illegible], শ্রীরাধিকাষ্টকম্, প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজঃ, স্বসঙ্কল্পপ্রকাশস্তোত্রম্, শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ, শ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্, শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্, উৎকণ্ঠাদশকম্, নবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্, অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্, [illegible], প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্, অভীষ্টসূচনম্, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে আশ্বিন, ১৩৪২, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৫ মঙ্গলবার [১৮৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

সর্পের উপদ্রব

এবৎসর জেলার মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সর্পের বড়ই উপদ্রব দেখা দিয়াছে। খাসপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান পরিবারে একই ঘরে কয়েক দিনের মধ্যে ২জন লোককে সাপে কামড়ায়। ফলে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। চাঁদের ঘাট গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়ায়। ঘুম ভাঙ্গিবার কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

বাহাদুরী দেখাইতে বিপদ

বিষাক্ত সর্প ধরিবার বাহাদুরী দেখাইবার জন্য একটা ওঝা কিরূপে মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছিল তাহার এক মর্ম্মন্তুদ সংবাদ আমরা পাইয়াছি।

বিবরণে প্রকাশ, নদীয়াজেলার এক গ্রামে বিষধর সর্পের উৎপাত হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী নাতিপোতা গ্রামের এক ওঝা সেই বিষাক্ত সর্পকে ধরিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য উক্ত গ্রামে যাইতেছিল। সে নিজের কোঁচরের মধ্যে করিয়া বিষদাঁত না ভাঙ্গা একটী সাপ লুকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পথমধ্যে সাপটী কোন সুযোগে ওঝার তলপেটে দংশন করে ফলে আধঘণ্টার মধ্যে উক্ত সাপুড়িয়ার মৃত্যু হয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যে দুঃসাহসিক ডাকাতি

গোয়ালিয়র রাজ্যের মন্দসুর তহশিলের কিরামপুর গ্রামের একধনী মহাজনের বাটীতে দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতির ফলে নগদ টাকাকড়ি ও গহনাপত্রে প্রায় ২০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে।

ঘটনার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, একদল ডাকাত কুঠার, বন্দুক, বৈদ্যুতিক টর্চ্চ প্রভৃতি লইয়া সন্ধ্যা ৭টার সময় গ্রামে হানা দেয় এবং গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত করিবার জন্য বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। ইহাতে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, বিনা বাধায় তাহারা এক ধনী মহাজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া ২টী তালা ভাঙ্গিয়া বিস্তর জিনিষপত্র লুঠ করে। অতঃপর তাহারা আর এক মহাজনের বাড়ী চড়াও হইয়া ১৬টী তালা ভাঙ্গিয়া বহু টাকা ও অলঙ্কার পত্র লুট করে। লুটতরাজ শেষ হইলে তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া একটী মোটর গাড়ীতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয় পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপনীত হয় এবং তদন্ত আরম্ভ করে। ডাকাতগণ এখনও ধরা পড়ে নাই।

লাইব্রেরীতে খানাতল্লাস

গত ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে আমলাপাড়ায় অবস্থিত সবুজ সমিতির লাইব্রেরীতে পুলিশ হানা দিয়াছিল। স্থানীয় গোয়েন্দা অফিসার একজন দারোগা ও এক পুলিশ সমভিব্যাহারে যাইয়া তথায় লাইব্রেরীতে খানাতল্লাস করে। পুলিশ লাইব্রেরীতে রবার ষ্ট্যাম্প, কয়টি খাতা, ও পুস্তক তালিকা লইয়া গিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

দিন দুপুরে দস্যুতা

গত মঙ্গলবার ৫নং ধর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে রাণীবালা দাসী নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের ঘরে যে দস্যুতা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, কালীপদ হাজরা নামক একজন বাঙ্গালী বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় রাণীবালার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সোনার বালা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। ইহাতে স্ত্রীলোকটী জাগিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলে আসামী কালীপদ তাহার শরীরের নানাস্থানে কাটারী দ্বারা আঘাত করিলে স্ত্রীলোকটী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যায়। আসামী স্ত্রীলোকটীর সমস্ত অলঙ্কারপত্র লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, আসামী ঐ বাড়ীর বাহির হইলে দুইজন কনেষ্টবল তাহাকে বাধা দেয়। আসামীর সহিত কনেষ্টবলের বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তাহাকে ধরিয়া ফেলে ও বড়বাজার থানায় লইয়া যায়। আহত স্ত্রীলোকটীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সংবাদ পাইয়া উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিশ কমিশনার মিঃ পি এন জোনস, অস্থায়ী সহকারী কমিশনার মিঃ বি [illegible] ব্যানার্জ্জি ঘটনাস্থলে যান। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, আসামী একজন পুরাতন পাপী, বড়বাজার থানায় দাগী বলিয়া তাহার নাম রেজিষ্ট্রী [illegible] আছে। প্রকাশ, সহর ও সহরতলীতে সে বহু চুরি ডাকাতি করিয়াছে।

গুর্খার অত্যাচার

গত ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে শিলং গুর্খা সৈন্যদলের কয়েকজন গুর্খা ভোজালী লইয়া বড়বাজার অঞ্চলে পুলিশকে আক্রমন করিলে জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। পুলিশ দল তখন ডিউটীতে ছিল। গুর্খারা এমন অতর্কিতে ও এমন ভীষণভাবে আক্রমন করিয়াছিল যে, কনেষ্টবলেরা ও জনসাধারণ গুর্খাদিগকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই কয়েকজন কনেষ্টবল ও অন্যান্য কয়েকজন লোক আহত হয় দুইজন কনেষ্টবল ও অন্য চারিজন লোক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে গুর্খারা অন্ধকারে পলাইয়া যায়। তাহাদের ক্রোধের কারণ জানা যায় নাই। এখনও আহত কমে নাই।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় আক্রমন ৭৪৪ ও মৃত্যু ৪১৯ এবং গত সপ্তাহে আক্রমন ১০২১ ও মৃত্যু ৪৮৬ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমন ২০৩ ও মৃত্যু ১২৪।

আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তে আক্রমন ৯৮ ও মৃত্যু ২৩ এবং গত সপ্তাহে আক্রমন ৬৮ ও মৃত্যু ২২ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমন ৪৬ ও মৃত্যু ১৬।

আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমন ৮২ ও মৃত্যু ৬ এবং গত সপ্তাহে আক্রমন ৯৬ ও মৃত্যু ২১ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমন ৯৫ ও মৃত্যু ৮।

আলোচ্য সপ্তাহে মেনিঞ্জাইটিসে আক্রমন

১৭ ও মৃত্যু ১২ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমন ১৫ ও মৃত্যু ১১।

জিলা সমূহে মৃত্যু সংখ্যা

কলেরা—বর্দ্ধমান ১৭, বীরভূম ৩৪, বাঁকুড়া ১৭, মেদিনীপুর ৩৬, হুগলী ২, হাওড়া ১৪, চব্বিশ পরগণা ৩৭, কলিকাতা ৩, নদীয়া ১২, মুর্শিদাবাদ ৫, যশোহর ১, খুলনা ৯, জলপাইগুড়ি ২, রংপুর ৩৮, বগুড়া ৭, পাবনা ৯, মালদহ ২, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ৬৭, ফরিদপুর ৩, বাখরগঞ্জ ২, চট্টগ্রাম ৫, ত্রিপুরা ১৩ ও নোয়াখালী ৯২।

বসন্ত—বীরভূম ১, মেদিনীপুর ৪, হাওড়া ৫, কলিকাতা ৩, মুর্শিদাবাদ ৩, দিনাজপুর ১, ঢাকা ৫ ও ত্রিপুরা ২।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ৬।

মেনিঞ্জাইটিস—হাওড়া ১ ও কলিকাতা ৯।

নিয়োগ ও বদলী

কলিকাতা গত ১০ই অক্টোবরের গেজেটে প্রকাশ, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ বি এন চক্রবর্ত্তী আই-সি এস মহোদয় সাময়িকভাবে ত্রিপুরা জিলার সদরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ জিলা [illegible]মালপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী সাময়িক ভাবে উক্ত মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাময়িক ভাবে উক্ত [illegible]র সদর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদায়ভোগী [illegible]র ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্র[illegible] [illegible] সতীশচন্দ্র মিশ্র চট্টগ্রাম বিভাগে [illegible] [illegible]য়াছেন।

বিদায়ভোগী [illegible] কালেক্টর মৌঃ আমি আহমদ [illegible] [illegible]ন্দ্রিয় মুখার্জ্জী ঢাকা বিভাগে [illegible] হইয়াছেন।

বিদায়ভোগী [illegible] ডেপুটি কালেক্টর মিঃ সন্তোষকুমার সরকার রাজসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌঃ ফৈজুল হককে ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় বদলী করিয়া গত [illegible]শে সেপ্টেম্বর যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করা হইল।

চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জ্ঞানাচরণ চাটার্জ্জী ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় বদলী হইয়াছেন।

গত ২০শে সেপ্টেম্বরের আদেশ নাকচ করিয়া বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ আলেকজাণ্ডার জিতেন্দ্রলাল মিত্র ২৪ পরগণা জিলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় [illegible] হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌঃ সিরাজুল করিম সাময়িকভাবে উক্ত জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বাখরগঞ্জের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ এইচ টাফনেল ব্যারেট আই-সি-এসকে ত্রিপুরায় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োগ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করা হইল।

বিদায়ভোগী মিঃ এস এন রায় (২) আই-সি এস ত্রিপুরার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত পদে নিয়োগ থাকাকালীন ঐ জিলার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ত্রিপুরার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল হাসনৎ মহম্মদ আবদুল হাই বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত পদে নিয়োগ থাকাকালীন তিনি ঐ জিলার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুলিশ

বিদায়ভোগী সরকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে এম জি কুক আই-পি মেদিনীপুরের খড়্গপুরে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার সদর মহকুমার 'বি' সার্কেলের পুলিশ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের খড়্গপুরের সহঃ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডি এস ম্যাক্লেটেড আই পি ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমায় বদলী হইয়াছেন এবং তিনি ঐ মহকুমার পুলিশের কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদায়ভোগী সহঃ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবুল[illegible] প্রবেজ আই-পি ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং মহকুমার পুলিশ-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেসে খানাতল্লাস

গত সোমবার সন্ধ্যায় ভাগলপুর কাছারী ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে ঠাকুর যুগলকিশোর নামিবামাত্র পুলিশ তাঁহার তৈজসপত্র এবং [illegible] তল্লাসী করে এবং নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতি ও [illegible]র প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সমিতি হইতে প্রাপ্ত দুইখানা পত্র, একখানা পুস্তক ও পত্রিকা হইতে কাটা কিছু সংবাদ হস্তগত করে।

ঠাকুর যুগলকিশোর সহিত বাবু শুকদেব চৌধুরী ও কর্ম্মীদের একটি সভায় যোগদান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীরও খানাতল্লাস করা হয়।

অতঃপর পুলিশ তাঁহাদের সহিত কংগ্রেস আফিসে যায় এবং তথায় খানাতল্লাস করে। যুগল বাবুর ঘরে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকখানি পুস্তক লইয়া গিয়াছে।

কুষ্টিয়ায় জলস্তম্ভ

গত সপ্তমীর দিন বৈকাল প্রায় ৩টায় কুষ্টিয়ার উত্তরে কয় মাইল দূরে একটা জলস্তম্ভ দেখা যায়। জলস্তম্ভটি পদ্মার উপরে উঠিয়া আকাশস্থিত একখানা ঘন মেঘের সহিত যেন উহার সংযোগ ঘটাইতেছিল। উহা দেখিতে ঠিক হাতীর শুড়ের মত ছিল ও প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দেখা যায়।

জেলপলাতককে ধৃত

করাচী হইতে প্রকাশ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর হাকিকাম্প হইতে যে দশজন আসামী (নারাজেলের) পলায়ন করে তাহাদের সন্ধানে একজন সশস্ত্র পুলিশ বাহির হইয়াছিল। প্রকাশ, করাচী হইতে ৩৩ মাইল দূরে হালার নিকট সাইদাবাদে একজন পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া ঐ পুলিশ বাহিনী ৬ই অক্টোবর ফিরিয়া আসিয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে যে, অবশিষ্ট আসামীগণ ঐ জেলার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইজন্য পার্শ্ববর্ত্তী জিলার পুলিশ তাহাদের খোঁজ করিতেছে।

পদব্রজে ২৭ হাজার মাইল

গত সপ্তাহে আলাসাতে শ্রীসুশীল কুমার দে নামে একজন বাঙ্গালী যুবক আসিয়া পৌছিয়াছেন। এই যুবক পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৯৩০ সালের ১৮ই অক্টোবর এই যুবক নিজ জন্মস্থান যশোহর হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া এই পর্য্যন্ত ২৭ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতের বাহিরে বেলুচীস্থান মেকরাণ, মালার, ইরাণ পারস্য এবং আরব প্রভৃতি স্থানও তিনি ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸৹
মাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৷৹
কাটারীভোগ	৬৷৹-৬৷৹
বাঁকতুলসী	৫৴৹
নাগরা নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৷৹
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৴৹

আতপ—

নূতন আতপ	৫৸৹
পেশোয়ারী	১০৷৹-১০৷৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৹-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷৷৹-৪৷৷৴৹
পাটনাই আতপ	৪৷৷৹-৪৸৹
কাটারীভোগ	৬৷৹
ঐ রেঙ্গুণ	৩৷৹

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭৷৷৹
পতিরাম	৪৯৲

চিনির দর

সাদা জাভা বেডি	৯৸৹
দেশী সাদা দানা	৯৴৹ ৯৷৴৹
,, লাল ,,	৮৷৷৴৹ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৴৹-৫৷৹
উৎকৃষ্ট	৪৸৴৹-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷৷৹-৪৷৷৴৹
আটা (বি)	৪৷৷৴৹-৪৸৹
সুজী	৪৸৴৹-৫৲
আটা (এস)	৪৴৹-৪৷৹
আটা (২)	৪৴৹-৪৷৴৹
আটা (কে)	৫৸৹-৩৸৴৹
আটা (৩)	৩৴৹ ৩৷৹
পোলার্ড ভূষি	১৸৴৹-২৲
ভূষি	১৸৴৹-১৸৴৹

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸৹-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷৹-১৭৷৷৹
নারিকেল তৈল	১১৷৹—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸৹

সোনা-রূপা

		প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,,	৩৪৷৷৴১০
বড়ালের বার	,,	৩৪৷৷/১০
গিনি	,,	২২৷৷/৹
চাঁদির বার	প্রতি ভরি	৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,,	৭১৷৹

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২২শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬৷৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৴৹-৫৷৷৴৹
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৷৴৹—৬৸৴৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷৹

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৴৹ ২৪ গেজ ৯৷/৹

২৬ গেজ ১১৴৷৹ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸৹

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ইঞ্চি ।/৫৷৷৴১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৴৹

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭৷৹-৭৷৷৴৹
লোগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸৹-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫৷৴৹ হন্দর
রড কাটিং	৫৷৴৹-৫৸৹
ষ্টীল পাটী	৬৲-৬৴৹

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৴১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।/৹

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | মঙ্গলবার | ১৮৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ বোম্বে গৌড়ীয়মঠ হইতে গত ২রা অক্টোবর শ্রীব্রহ্মানন্দসুখদকুঞ্জে পৌঁছিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রজবাসী ভক্তিকমল বহুবাণিষ্ট যাত্রিসহ গত ১লা অক্টোবর মথুরাগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহোদয় মথুরার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ অপরাহ্ন ৪-৪৫ মিনিটের সময় মথুরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে স্বামীজীগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা গত ২রা অক্টোবর শ্রীব্রহ্মানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু কয়েক সপ্তাহ দার্জ্জিলিংএ হরিকথা প্রচার করিয়া গত ৩রা অক্টোবর প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন। তিনি সেই দিনই দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ব্রহ্মচারী সঙ্কর্ষণদাস সহ গত ১লা অক্টোবর পাটনা গৌড়ীয়মঠে রওনা হইয়াছেন। স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পাটনার অধিবাসিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১৮ই আশ্বিন শনিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া তৎপর দিবস প্রাতঃকালে নীলাচল চটক পর্ব্বতস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে পৌঁছিয়াছেন। পথে কটক ও ভুবনেশ্বর ষ্টেশন-দ্বয়ে যথাক্রমে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের ও শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ গত ৯ই অক্টোবর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্যসহ প্রচারার্থ তথায় গত ১০ই অক্টোবর উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী গত ৪ঠা অক্টোবর মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে গয়া গৌড়ীয়মঠে যান। তথা হইতে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় গয়াগৌড়ীয়মঠ ও এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ হইয়া কয়েক দিন হয় শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাসাধিকারী বর্ত্তমানে গয়াগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান-শিক্ষক মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, মহোদয় পূজার ছুটিতে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর উপদেশ কীর্ত্তন করিতেছেন।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

আমরা তাঁদেরকে কথায়ও ভাবে কাজে তাঁদের মন রাখ্‌বার জন্য nationalityর ছাঁচে ঢেলে। একজন ভাল লোক হ'য়ে গেলে —

"ব্রহ্মাণ্ড ভারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"

মুসোলিনী, হিট্‌লার একটা লোক হ'য়েছে তাঁদের কথা সকল জাত শুনছে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব সেরূপ নন; তাঁদের উপকার চেষ্টা প্রস্তাবিত কথা মাত্র নয়। বাস্তব-নিত্য সমগ্র উপকার। গৌড়ীয়মঠ ছাড়া অন্য কোথায়ও বাস্তবসত্যের কথা আছে কি না, তাহা জানি না। যদি থাকে, তবে গৌড়ীয়মঠের সঙ্গে নিশ্চয়ই incorporated হ'বে। জগতে সত্যের মত দেখ্‌তে অনেক ছবি আছে, কিন্তু বাস্তব-সত্য নয়। একমাত্র বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণের দ্বারাই অশেষ সুবিধা হ'বে।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

ত্রিপুরারাজ্যে হিন্দু প্রচারক

লণ্ডনে হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প

('কেশরী' পত্র হইতে উদ্ধৃত)

অসহযোগ, ৩রা অক্টোবর

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের লণ্ডনস্থ শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গতকল্য তাঁহার জার্ম্মাণ শিষ্য ডাঃ আর্নেষ্ট জর্জ্জ সুলজ সহ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা এখানে রাজ অতিথির সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হয়ত বলা যাইতে পারে যে, মাননীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরও গৌড়ীয়মঠের একজন সহ সভাপতি।

"ইউনাইটেড" প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বামীজী ও ডাঃ সুলজ যথাসম্ভব শীঘ্র লণ্ডন নগরীতে হিন্দুমন্দির স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সম্পর্কে গৌড়ীয়মঠ দেশবাসীর নিকট সাহায্যের আবেদন করিবার চিন্তা করিতেছেন। স্বামীজী ও তাঁহার জার্ম্মাণ শিষ্যের সম্বর্দ্ধনার জন্য মহারাজা বাহাদুরের চীফ্ সেক্রেটারী মিষ্টার রায় বাহাদুর বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভায় ডাঃ সুলজ উক্ত বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তাঁহার আগমন বেড়াইবার জন্য নহে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনাদির তত্ত্বাদি জানিবার জন্য তিনি ভারতে আসিয়াছেন।

ইউ, পি

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ দামোদর, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

গত শুক্লাদশী তিথিতে দামোদরব্রত আরম্ভের দিনে যে তিন জন গৌড়ীয়-আচার্য্য-চন্দ্রমা ভৌমব্রজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রকটিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু। তিনি ভাগবত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভুর পরম স্নেহের পাত্র এবং ব্রজের সুপ্রসিদ্ধ ষড়্‌ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশে ইনি মদন-মোহনের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল রূপপাদের সভায় ভট্ট গোস্বামী প্রভু স্বীয় পিকবিনিন্দিত-স্বরে তিন গ্রামের রাগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। তিনি স্বীয় শিষ্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দের মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন। একনিষ্ঠ ভজনকার্য্যে ইনি এরূপ সুনিপুণ ছিলেন যে, স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত তাঁহার পাকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মহাপ্রভু যখন পদ্মাতীরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 'মগডোবা' নামক স্থানে বিদ্যাবিলাস-লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় তপনমিশ্র নামক একজন সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য আর্ত্তি প্রকাশ করিলে, তিনি স্বপ্নযোগে, মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহা অবগত এবং তাঁহার নিকট হইতে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অন্তর্য্যামীর প্রেরণা লাভ করেন। পরে মহাপ্রভুর কৃপায় ঐ তত্ত্ব অবগত হইয়া মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীতপন-মিশ্র কাশীতে যাইয়া ভজন করিতে থাকেন। এই মিশ্রবরের তনয়রূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন আমাদের শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী। ইঁহার আবির্ভাব-কাল আনুমানিক ১৪২৫ শকাব্দ। রঘুনাথ শৈশব হইতেই স্বীয়-চরিত্র গুণে বৈষ্ণব-পিতামাতার ও অন্যান্য সকলের স্নেহ আকর্ষণ করেন। ইঁহার সরল ও স্নিগ্ধ ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে ব্রজমণ্ডলে যাইবার সময় এবং ব্রজমণ্ডল হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে—এই উভয় সময়েই পথিমধ্যে কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। সেই সময় শ্রীরঘুনাথ তাঁহার পাদসম্বাহন-সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। যোগি-ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যে পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন নাই, ব্রহ্মা শিবাদির পক্ষেও যে শ্রীপাদপদ্ম দুর্লভ, তাহা যিনি বাল্যকালেই সম্বাহনের সৌভাগ্য পান, তিনি যে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান-কালে রঘুনাথ সেবার বহু সামগ্রীসহ কাশী হইতে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে পথিমধ্যে রামদাস বিশ্বাস নামক একজন রামভক্ত শ্রীরঘুনাথের অনিচ্ছা ও নিষেধ সত্ত্বেও বিবিধ প্রকারে রঘুনাথের সেবার জন্য যত্ন করেন এবং দ্রব্যাদি পূর্ণ ঝালিটী বহন করিয়া লইয়া যান। নীলাচলে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু রঘুনাথকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন কিন্তু উক্ত রামদাস বিশ্বাস সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নিরন্তর রাম-নাম-জপ-পরায়ণ থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কৈতব বিরাজিত ছিল বলিয়া মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এইবার রঘুনাথ ৮ মাস নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। তৎপরে মহাপ্রভু তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বৈষ্ণব-পিতামাতা-সেবনের নিমিত্ত কাশীতে পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাদের শ্রীধামপ্রাপ্তির পর পুনরায় নীলাচলে যাইতে নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে রঘুনাথ কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনে বৈষ্ণব-পিতামাতার সেবা করিতে থাকেন। চারি বৎসর পর তাঁহার পিতামাতার অপ্রকট হওয়ার পর শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী নীলাচলে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কিছুকাল নিজের নিকট রাখিয়া বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের নিকট পাঠান।

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভুর ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ পাশাপাশি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভুর পিতা বিষয়ী ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে নীলাচল হইতে জনকজননীর সেবার জন্য ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন নাই। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথকে ঐ বিষয়ী সঙ্গ ছাড়াইয়া আনিয়াছেন বলিয়া আনন্দভরে বলিয়াছেন "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে" কিন্তু রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুর পিতা ও মাতা উভয়েই বৈষ্ণবতাগুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ভট্টগোস্বামী প্রভুকে তাঁহাদের সেবার জন্য নীলাচল হইতে কাশীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই চিত্র দুইটী পাশাপাশি দেখিলে আমরা যুক্ত-বৈরাগ্যের আদর্শ লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুযোগ পাই।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ

২রা অক্টোবরের হরিকথা

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ২রা অক্টোবর দিল্লীগৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় পড় ?" উত্তরে ব্রহ্মচারী বলেন,—যখন সময় পাই ও অন্যান্য গ্রন্থ প'ড়ে অবসর থাকে, তখন 'গৌড়ীয়' কিছু কিছু দেখি। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—সময় ত' ভগবদ্ভজনে আমরা অনেকেই পাই না। তামসিক ও রাজসিক কার্য্যে নিজের দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের হুকুম তামিল করিতেই আমাদের সমস্ত সময় চলিয়া যায়। নিদ্রা আলস্যে আমরা আহত ও নিহত হই। "গৌড়ীয়" না প'ড়লে ভাগবত, চরিতামৃত বা অন্যান্য গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে লোকাচারের অধীনতাকে উপায়স্বরূপ, বিরোধীস্বরূপ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেন এবং প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে ১৬শ দিবসের ভাগবত ব্যাখ্যায় যে "সকলবেদান্তসারং হি" শ্লোকে "ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং" শ্লোক শ্রীজীব প্রভুর বিচারানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীযুক্ত * * * মুখোপাধ্যায় বি এ, নামক একটী যুবক বলেন যে, পরমার্থবিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস উপস্থিত হইতেছে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, হরিকথা শ্রবণের অভাবই উহার একমাত্র কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। জাগতিক কথায় ভরপূর থাকিলে পরমার্থ কথায় রুচি হয় না সুতরাং পরমার্থ শ্রবণও হয় না। পরমার্থ-বাণী ঠিক ঠিক শ্রবণ হইলে উহাতে বিশ্বাস না হইয়া পারে না। ১৭৯ ডিগ্রি, ৫৯ মিনিট, ৫৯ সেকেণ্ড, ৫৯ থার্ড (third) পর্য্যন্ত কোণক দোষ (angular defect) আছে; কিন্তু ১৮০ ডিগ্রিতে তাহা নাই—তাহা সম্পূর্ণ সরল। জাগতিক কথার কোনও ভাব হৃদয়ে না থাকিলে, হৃদয় সরল হইলে পরমার্থে বিশ্বাস না হইয়া পারে না।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ কে, কে, সেন আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বলেন, দিল্লীতে হ—কে চুক্তি করিয়া বক্তৃতা দিতে আনা হইয়াছিল। তাহাতে বহু লোক জমিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন—আমাদের কথা শুন্‌তে হ'লে সময় দিতে হ'বে—"আবার শুন্‌তে শুন্‌তে মনোধর্ম্ম যখন আক্রান্ত হ'তে থাক্‌বে, হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হ'তে থাক্‌বে, অমনি নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি ও অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হ'বে। র—কথা, ভা—র কথা লোকে ধর্‌তে পার্‌বে; কেননা লোকের ইন্দ্রিয় যা চায়, তারা তার যোগান দিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণবস্তু কাহারও ইন্দ্রিয় তর্পণ করে না। র—র কথায় এত লোক হ'লো বা একটা বাইজী নাচেও হয় না। যা'রা ভাল ভাল শব্দ শুনে হরিণের মত প্রাণ হারাবে, যা'রা ভাল ভাল ঘ্রাণ শুঁক্‌বে, যা'রা জিহ্বা লাম্পট্য, ইন্দ্রিয়লাম্পট্য কর্‌বে, তা'রা ভাগবত কথার নাম ক'রে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা শুনতে শুন্‌তে মৃত্যু বরণ কর্‌বে। ঐ সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কিঙ্কর। তা'রা ভাগবতের পাতা খোলে নাই—ভাগবত দেখে নাই, অনুস্বার বিসর্গ মাত্র দেখেছে। এরা খায় দায় কাশী বাজায়। এদের প্রকৃত পরমার্থ বিষয়ে কিছু শিক্ষা নাই। অথচ ভাণ কচ্ছে যে এবিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দীক্ষা আছে। এরা পঞ্চোপাসক বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। কোথায় আস্তিকতা ব্যাঘাত হচ্ছে, তা' বুঝ্‌তে পারে না। বাস্তব বস্তুর কথা কে বল্‌বে আর কেই বা শুন্‌বে? যে পেটপূজো, ধনাকাঙ্ক্ষার পূজো বা কামিনীর পূজোর জন্য ছুটাছুটি কর্‌ছে, তারা? 'কানা গরুর ভিন্ন গোঠ' মনে ক'রে তা'রা একান্ত পারমার্থিকগণের সঙ্গ হ'তে আপনাদিগকে পৃথক্‌ ক'রে ফেল্‌বে। বহুভাষাবিদ্‌গণ (Linguists) বলেন যে, বাস্তব-সত্যের কথা বল্‌তে গিয়ে ভাষার বাক্যগুলি ঠিক বজায় থাক্‌ছে না। বাস্তব-সত্যের ভাষা স্বতন্ত্র। সে কোন linguist এর ধার ধারে না। হৃদয়-গ্রন্থি ছেদনের ভাষায় যখন সে-সকল কথা আরম্ভ হয়, তখন তা'রা মনে করে এ বুঝি 'দোলো কথা' হচ্ছে!

* * *

মানুষের রোগ রকম রকম। এদের পৃথক্‌ ক'রে ক'রে চিকিৎসা দরকার। বক্তৃতামঞ্চের বক্তাগণ (Platform speaker) এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগীর কতটা উপকার কর্‌তে পারেন? আমার জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর ত' একটা লোকও পাই নাই। তারপরে যে সকল লোক পাচ্ছি, তা'রা খানিকটা কথা শুন্‌ছে, খানিকটা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব ছাড়তে চাচ্ছে না।

* * *

জগতের লোক লোকপ্রিয়তার অনু-সন্ধিৎসু, বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধিৎসু নহে বলেই হয়। যারা ধর্ম্মের প্রচারক ব'লে জাহির কচ্ছেন, তাঁ'রা মানুষকে না চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। তাই সত্যের প্রচার হচ্ছে না। সত্য কথা বল্‌লেও সত্যকথা

অন্যে লোকের মনোরঞ্জন কার্য্যটার popularityর পরিচর্য্যা করা যায় না।

*　*　*

একশ্রেণীর লোক মনে কচ্ছে, যখন এদের কিছু টাকা দিচ্ছি, তখন এরা বুঝি আমাদের কথায় সায় দিবে। আমাদের কথায় সায় না দিলে আমরা এদের রসদ বন্ধ ক'রে দিব। সমগ্র পৃথিবীর বস্তু এনে দিলেও সে-সকল বিসর্জ্জনীয় বস্তুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হ'বে যদি বাস্তব-সত্যের যোল আনা মর্য্যাদা রক্ষিত না হয়। আমরা ঐ রকম বহির্ম্মুখ সম্প্রদায়ের সমর্থন চাই না।

*　*　*

মলাশয় ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বাসুদেবের ভজন কত্তে পারে না। অমলাশয় ব্যক্তি-গণেরও বিচার প্রণালী অন্য প্রকারের। মল হ'চ্ছে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-বাসনা। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষ বাসনার ষ্টেশনের—টিকেট কিনেছে, যা'রা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির বা প্রেমের ষ্টেশনের—টিকেট কিনে নাই তা'রা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করবে, না হয় আত্ম-হত্যাকেই চরম প্রাপ্য ব'লে বরণ করবে। কিন্তু প্রেমার ষ্টেশনের টিকেট কিনলে, তা' মাঝ ষ্টেশনে অবস্থান (Journey break) ক'রে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষকামনার প্রাপ্য বস্তুগুলি সব দেখ্‌তে পারবে। ঐ সকল জিনিষ তা'দের আকর্ষণ ক'রে রাখ্‌তে পারবে না। প্রেমাই তা'দের সব চেয়ে বেশী আকর্ষক হ'বে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" ও "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতোবরা মধুপুরী" এই বাক্য দুইটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

*　*　*

সর্ব্বোত্তম স্থান—acme of theistic education হ'চ্ছে কুণ্ডতীর। তাঁ'র নীচে গোবর্দ্ধন তাঁর নীচে বৃন্দাবন, তাঁর নীচে মথুরা, তাঁর নীচে বৈকুণ্ঠ—যেখান হ'তে কৃষ্ণধর্ম্ম বিগত হ'য়েছে; তাঁর পরে বিরজা নদী, তার নীচে সত্য,মহঃ,জন,তপো-লোক ইত্যাদি।

*　*　*

বাস্তব (Transcendental) ন্যায়, বাস্তব-সাংখ্য, বাস্তব-যোগ,বাস্তব-বৈশেষিক, বাস্তব-বেদান্ত ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে স্বভাবতঃই বিরাজিত। অভক্ত লোকের দর্শনের শেষ সীমা হ'চ্ছে নিজের বিশেষত্ব (Significance) লোপ ক'রে নিশ্চিন্তে বসে থাকা।

২।১০।৩৪ রাত্রে শ্রী……মুখোপাধ্যায় নামক যুবকের "গৌড়ীয়মঠ ছাড়া অন্য বিচারের সহিত যুক্ত থাকলে কি হরিসেবা হয় না?" এই কথার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ২ ঘণ্টা কাল অনর্গল বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদ বলেন, যা'রা সেবা করেন, পরমেশ্বর যা'দিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁ'দের সঙ্গ ছাড়া, অন্যের সঙ্গে কিরূপে সেবা হ'বে? যা'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চাহেন, তা'রা ত' সেবক নন, বা যা'রা সেবার অভিনয় মাত্র করেন, সেবার অভিনয় ক'রে সেব্য-বস্তুকে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নফর করবার জন্য প্রস্তুত, তা'রা ত' সেবক নন, তা'দের সঙ্গে কিরূপে সেবা হ'বে?

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভি-
পদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ
পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"

ঐরূপ লোকের নিজে নিজে, বা ঐ জাতীয় অপর লোকের উপদেশে বা পরস্পর আলোচনায় কিছুতেই কৃষ্ণে মতি হ'বে না। তা'রা গৃহব্রত। গৃহব্রত তা'রাই যা'রা Phenomena নিয়ে ব্যস্ত। তাই ভাগবত বলেছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধুর কাজ হ'চ্ছে বাস্তব-সত্যের সংস্পর্শে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক লোককে হরিকীর্ত্তনের জন্য subscribe করবার জন্য আহ্বান করছেন। তাঁ'রা চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, কাণ দিয়ে, সমস্ত দিয়ে যে কিছু উপার্জ্জন করছেন, তা' ভোগ বা ত্যাগের কার্য্যে নিযুক্ত না ক'রে হরিকীর্ত্তনের সেবায় সম্পূর্ণভাবে subscribe করবার কথা বলছেন।

অদ্বৈত প্রবৃত্তির লোকেদের চিত্তবৃত্তি—ভগবানের প্রতিযোগী আরও দেবতা আছে। আর ভাগবত বলেন, 'ভগবান্' এক অদ্বিতীয় নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ আর বাদবাকী সকল দেবতা ভগবানের অধীন।

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়,সে তৈছে করে নৃত্য॥"

ঈশ্বরের সেবা না করার দরুণ অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র সেবা ব'লে অহঙ্কার হ'চ্ছে। কেনোপনিষদে বৈষ্ণবী উমাদেবী এর সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিয়েছেন।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য-
বিধিপূর্ব্বকম্॥"

*　*

সাধু তাঁ'কেই বলে যাঁ'র সংস্পর্শে আস্‌লে তিনি তাঁ'র বাক্যাস্ত্রের দ্বারা আমার সব 'ব্যারামী' ছাড়িয়ে দিতে পারেন, non-Absoluteএ আসক্তি, মনোধর্ম্ম সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন।

*　*

সঙ্গ কিসে হয়? কাণ দিয়ে। অজ্ঞাতে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে। কাণ দি'য়েও দুঃসঙ্গ হ'য়ে যেতে পারে যদি শব্দব্রহ্মকে আড়াল ক'রে নিজের অহমিকা প্রবল করি। দুঃসঙ্গের সংজ্ঞা শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ বলেছেন্—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"
(চৈঃ চঃ)

*　*

বিষ্ণু—কামদেব। আর অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুত্বের আবরক ভাবমাত্র, আমাদের খাজাঞ্চী, bank or order supplier. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কামনাসিদ্ধি চান—মোক্ষ চান, তখন তা'রা বিষ্ণুকেও দেবতাপর্য্যায়ের অন্তর্গত ক'রে ফেলেন। তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে।

সঙ্কর্ষণসূত্রে দু'টি সূত্র আছে তা'র মূল কথা এই—

১। শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নহে।

২। শব্দমাত্রই শব্দী। অর্থাৎ শব্দ-মাত্রই বিষ্ণুবোধক। শব্দকে মাপা যা'বে না। যেখানে মাপা যায়, সেখানেই বহির্জ্জগৎ, ইন্দ্রিয়ব্যোম—পরব্যোম নয়।

*　*

আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই যখন নিযুক্ত, তখনই তাহা সেবায় উন্মুখ আর যাহা অপরের নিকট হইতে সেবা আদায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কামনার তৃপ্তির আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতা বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে—Altruism, utilitarianism, Positivism, Pantheisms, নানা আকারে উপস্থিত হয়। এ সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ কত্তে হ'বে। গৌড়ীয়মঠ সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে ঐ সকল দুঃসঙ্গ, সৎসঙ্গের বা মঙ্গলের মুখোস পরে বঞ্চনা করছে, তা'দের কবল হ'তে relief দিচ্ছে। এখন থেকে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত তা'দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র relief করবার সময় নাই। earth quake or floodএর relief করা বা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ দি'য়ে দেওয়ার সময় তা'দের নাই। কারণ তা'রা বুঝতে পেরেছেন, এ জগৎ স্থায়ী জায়গা নয়। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ জগতের কএক বছরের থাকা খাওয়া পরার জন্য কয়টা সময় দেওয়া যেতে পারে, তা' তাঁ'রা rule of three কষে দেখেছেন। তা'তে বুঝেছেন যে মানবজাতির অনন্ত জীবনের পথে যে সকল বিঘ্ন এসে উপস্থিত হ'য়েছে, তা'র relief দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

*　*

প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুর চিত্তবৃত্তি এই যে একটা মানুষও যেন পালিয়ে না যায় সেবার রাজ্য হ'তে। veterinary surgeon যেমন ঘোড়ার মুখ ফাঁক ক'রে মুখে ঔষধ ঢুকিয়ে দেয়, গৌড়ীয়মঠ সেরূপ মনুষ্যজাতির হরিসেবাবিমুখিনী পাপবুদ্ধির ফাঁক ক'রে হরিকথা-ঔষধ প্রবেশ করবার চেষ্টা করছেন।

"বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈর-
পায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

সনাতনধর্ম্ম হ'চ্ছে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি-রসবিতরণ কার্য্য। আজকাল যে সকল সনাতনধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে—সেগুলি সব অবৈদিক ধর্ম্ম—কর্ম্মকাণ্ডীয় জ্ঞানকাণ্ডীয় দেহধর্ম্ম—মনোধর্ম্ম।

*　*

পরদুঃখদুঃখী হওয়া দরকার। জগৎ-ভরা আত্মীয় স্বজনদের ফেলে নিজের ব্যক্তি-গত সুবিধা করব তা' নয়। গৌড়ীয়মঠ ১টা institutions এর মত অপস্বার্থপর institution নয়। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বা ভক্তির অভিনয়কারী institution নয়। সমাজের কোনও একটা আংশিক বিষয়ের আংশিক ও সাময়িক উপকার করবার জন্য গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব হয় নি। সমস্ত জগতের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের অভ্যুদয়। এ জন্য গৌড়ীয়মঠ নিজেদের কথায় এত দৃঢ়তার সহিত stick কচ্ছেন, অন্য লোকের দলে যোগদান করতে পারছেন না—পাঁচমিশালী বা বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম হ'য়ে লোকের মনোরঞ্জন কত্তে পাচ্ছেন না।

*　*

মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রৌঢ়শিক্ষা—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হরিনামগ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন প্রকার alternative নাই। alternative কল্পনা করলেই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। হরিনাম গ্রহণ-কারিগণকে একটা party মনে করছে যা'রা, আর হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয় যা'রা মনে করছে তা'রা অপ্রাকৃতকে মাপতে যাচ্ছে, তারা মাপার দল বা মাত্রার দল, অভক্ত সম্প্রদায়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা সকল জাতি জানুক। আমরা যদি overpowered হ'য়ে যাই তা'দের চিন্তাস্রোতে, তা'হ'লে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-সরস্বতী। এই মঠবীথিতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর নবদ্বীপ-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত শুদ্ধগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় মহামহোৎসবাদি উক্তস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীপ্রণয়িত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) শ্রীভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর -পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তামখাল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীনদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, (কাঁথি)

এখানে সভুজমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণা, পোঃ চিংড়ি (রোঃ) ?

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিগুপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ. এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধার যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোহোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তূর্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হাবড়ার সাতারণপুর, চট্ট, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

পোদ্দার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাঘবভব

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিন সাহড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

আসহাওলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলম্ বা গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভূবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারার্থদর্শনম ৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি এ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২. ১৬ই অক্টোবর ১৯৩৫ বুধবার [১৮৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

কৃষ্ণনগরে চ্যারিটি ম্যাচ

কলিকাতার কালীঘাট ২৯শে সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরে চ্যারিটি ম্যাচ খেলিতে গিয়াছিল। কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের সহিত উল্লিখিত টিমের খেলা ছিল। তাহাতে কালীঘাট ক্লাব ২—০ গোলে জয়ী হইয়াছে। পূজার ছুটীতে স্কুল, কলেজ, আদালত প্রভৃতি বন্ধ থাকায় খেলার মাঠে বিশেষ জনসমাগম হয়। কালীঘাট দলের 'সর্ট' পাসিং খুবই ভাল হইয়াছিল। তাহারা স্থানীয় দল অপেক্ষা অনেক ভাল খেলিয়াছিল বলিয়াই জয়ী হইতে সক্ষম হইয়াছে।

৬ হাত ব্যাঘ্র শিকার

সোড়িষার এক সংবাদে প্রকাশ, চুইজন খানসামা প্রায় ৬ হাত লম্বা একটা ব্যাঘ্রকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একটা বাঘ একটা গাভীকে আক্রমণ ও হত্যা করে। গাভীটী সেই সময়ে খৃষ্টান পল্লীর নিকটবর্ত্তী একটা মাঠে চরিতেছিল। ঐ ব্যাপারের প্রতি কয়েকজন লোকের দৃষ্টি পড়িলে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠে। ফলে বাঘটা তাহার শিকার ছাড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। পরদিন প্রাতে ঘটনাস্থলের নিকট একটা মাচান প্রস্তুত করা হয় এবং সন্ধ্যার সময়ে বাঘটা পুনরায় ঐ স্থানে আগমন করিলে লতিফ ও ধনবর নামে চুইজন খানসামা ঐ মাচান হইতে বাঘটাকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের আশঙ্কা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, দুর্গাপূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু কাজ্রাসগড়ে প্রতিমা বিসর্জ্জন ও শোভাযাত্রা সম্পর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কর্ত্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক বিরোধের আশঙ্কায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া একদল সৈন্য সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। তিনজন হিন্দু এবং তিনজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সাঁওতাল বাড়ীতে ডাকাতি

ক্যান্দ থানার অন্তর্গত ভিয়াতাগা গ্রামের [illegible]

একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে প্রকাশ, ৭।৮ জন সশস্ত্র ডাকাত ইন্দ্র মাঝির বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বাক্স ভাঙ্গে এবং গৃহের লুক্কায়িত ধনরত্ন অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহারা ইন্দ্র ও তাহার স্ত্রীকে মারপিটও করে। ইন্দ্র এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ এই সম্পর্কে বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আত্রাইয়ে আচার্য্য প্রফুল্ল রায়

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় গত বৃহস্পতিবার এখানে আসিয়াছেন। আত্রাইয়ে বঙ্গীয় সাহায্য সমিতি কৃষি ও খদ্দরের উন্নতির জন্য যে সকল কাজ করিতেছেন আচার্য্য রায় তাহাতে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই অঞ্চলে প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান করিবেন এবং সাহায্য সমিতির ভালোড়া ও সাড়িয়া কান্দির কেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন।

প্রাণদণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ঘরোয়া ঝগড়ার ফলে শাশুড়ী, ১০ বৎসরের স্ত্রী ও তাহার তিন ভগ্নীকে হত্যা করার অভিযোগে লক্ষণ চামার নামে এক ব্যক্তিকে অকোলা আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মিঃ এফ এল গ্রীণ এবং মিঃ আর ই পোলক আপীলে উক্ত দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

আসামী দোষ স্বীকার করিয়া বলে যে, বিশেষ উত্তেজনার কারণ থাকাতেই সে স্ত্রীলোক কয়েকটীকে হত্যা করিয়াছিল। বিচারপতিগণ বলেন যে, উত্তেজনার কারণ হয়ত থাকিতে পারে; কিন্তু আসামীর দণ্ডহ্রাস করার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নয়।

নৃশংস ডাকাতি

[illegible] সম্মুখ পণ্ডিমন নামক কোন ব্যক্তির বাটীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত ডাকাতিতে ডাকাতগণ বোমা নিক্ষেপ করতঃ গৃহস্বামীকে নিহত করে। রমনাদের দায়রা জজ মিঃ ঙ ভি বাটারের এজলাসে এই ডাকাতি সম্পর্কে ৬জন অভিযুক্ত হয়; তন্মধ্যে ১জন ফেরার আছে বলিয়া প্রকাশ এবং অপর একজন রাজসাক্ষী হওয়ায় নিম্ন আদালতে মুক্তিলাভ করে। দায়রা জজ জুরিদিগের সহিত একমত হইয়া বাকী ৪জন আসামীর একজনকে বে-কসুর খালাস দেন এবং অপর ৩জন আসামীকে হত্যা ও ডাকাতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিয়া হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ৩৯৫ ধারা মতে ১০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন।

রিভলবার প্রাপ্তি

গয়া পাওয়ার হাউসে ও তৎসংলগ্ন বাসাবাড়ীতে ব্যাপক খানাতল্লাসীর ফলে একটী রিভলবার পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ, এই সম্পর্কে সুইচ বোর্ডের কর্ম্মচারী শুকদেব প্রসাদ, শ্রীবাস্তব ও মিটার রিডারকে হাজতে নিয়া রাখা হইয়াছে।

খুন করিয়া আত্মহত্যা

গত ১০ই অক্টোবর লাহোর রাত্রিতে মুসলমান ব্যারিষ্টার মিঃ মুন্সার বাটীতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মিঃ মুন্সার পুত্র মহম্মদ ইয়াকুব প্রথমতঃ মিঃ মুন্সার শ্যালিকাকে ছুরিকাঘাত করে এবং পরে নিজের তলপেটে উহা বসাইয়া দেয়। উভয়কেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মহম্মদ ইয়াকুব হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং মহিলাটী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে। ছুরিকাঘাতের কারণ

ব্রহ্মপুত্রের এখনও রুদ্রমূর্ত্তি

ব্রহ্মপুত্র নদ এখনও ডিব্রুগড় সহরের আমোলাপট্টি অঞ্চল ক্ষয় করিতেছে। ডিব্রুগড় টাউন ষ্টেশনের পরবর্ত্তী আমোলাপটি ষ্টেশনটি সহরের মিউনিসিপ্যাল সীমার অধীন। তাহার কোনও চিহ্ন নাই। এই ষ্টেশন ডিব্রুসাদিয়া রেলওয়ের শেষ প্রান্ত। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ তথাকার ক্যারেজ শেড ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। লোকো শেডটিও ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে।

প্রকাশ, ডিব্রুগড় টাউন ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে রেলওয়ে প্রাঙ্গনে নূতন শেড নির্ম্মাণ করা হইবে। বহু বৎসর ধরিয়া ঐ প্রাঙ্গণটি খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

কেন ক্যারেজ শেড না থাকায় পাণ্ডু হইতে আমোলাপটি পর্য্যন্ত অল্প ও ডাউন মেল ট্রেণগুলির সাধারণ গমনাগমন বন্ধ রাখা হইয়াছে এবং [illegible] রেলওয়ের যাত্রীদিগকে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শেষ প্রান্ত তিনসুকিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে।

গুর্খা ও পুলিশে সঙ্ঘর্ষ

গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দিবস শিলংয়ের পুলিশ ও কতিপয় গুর্খা সৈনিকের মধ্যে একাধিকবার সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন আবার গত ৭ই তারিখে একজন গুর্খা সৈন্ত বড়বাজারের একটী দোকানে যাইয়া গোলযোগের সূত্রপাত করে [illegible] একজন রাস্তার লোককে আক্রমণ করে পুলিশ কনেষ্টবল সৈন্তকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিলে উহার সঙ্গীগণ উহাতে বাধা দেয়। পরে ১০ই অক্টোবর তারিখ রাত্রে কয়েকজন সৈন্তকে রাস্তায় ঘোরা ফেরা করিতে দেখিয়া পুলিশ উহাদিগকে থানাতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে উভয়পক্ষে সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া উঠে [illegible] পরিণামে কয়েকজন লোক আহত হয়। পরদিন কতিপয় সৈন্ত আবার রাস্তায় জমায়েত হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে প্রথমে একজন [illegible] করে এবং পরে অপর [illegible] থানাতে বাধা দিতে আসিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ যে, বিবৃত [illegible] উক্ত সৈন্তদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দিনই বৈকালে পুনরায় অনুমান ৬০ জন সৈন্ত কাউন্সিল ভবনের সম্মুখে গৌহাটি রোডের উপর সমবেত হইলে ঐ স্থানে পাহারায় নিযুক্ত কনেষ্টবলেরা সৈন্তদিগকে [illegible] গুলি বর্ষণ হইয়া চালয়া যায়।

কর্তৃপক্ষ বড়বাজারে পাহারা মোতায়েন করিয়াছেন এবং যাহাতে পুনরায় কোনরূপ গোলযোগ না বাধে তজ্জন্য বিভিন্নরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমানে আর কোন অশান্তি নাই।

থানা ও পুলিশ লাইনে গুর্খাদের হানা

সংবে গুর্খার [illegible] আসন্ন—এইমর্মে গুজব রটার ফলে বাত্রে সহরে আবার বিষম ত্রাসের সঞ্চার হয়। খাসিয়া দোকানদারগণ (উহাদের অধিকাংশ [illegible]) তাড়াতাড়ি দোকানপাট ফেলিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। মাছ ও তরীতরকারীর দোকানই উহাদের বেশী; একজন গুর্খা সেনাকে আহত অবস্থায় বাজারের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, উহাকে তখনই থানায় লইয়া যাওয়া হয়। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর তাহাকে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাওলা করিয়া দেওয়া হয়। [illegible] এবং সাদা পোষাক পরিহিত গুর্খা সৈন্তেরা দলে দলে আসিয়া থানা ও পুলিশ লাইন ঘিরিয়া ফেলে। বিপদের আশঙ্কা করিয়া দিকে দিকে বিউগল বাজান হয় এবং সমস্ত [illegible] [illegible] মোতায়েন করা হয়। সহরের বাসস্থ প্রধান প্রধান পুলিশ বাজারের মোড়ে পাহারায় নিযুক্ত কনেষ্টবলটীকে গুর্খাসৈন্তেরা তাড়া করে। গুর্খারা খাসিয়া ও মুসলমানদের ছদ্মবেশে পুনরায় বাজারে হানা দিবে, এই মর্ম্মে এক গুজব রটার ফলে সমস্ত রাস্তাঘাট জনশূন্য হইয়া পড়ে, জনসাধারণের মধ্যে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং ট্যাক্সি চালকেরা ট্যাক্সিসহ ষ্ট্যাণ্ডসমূহ হইতে সরিয়া পড়ে।

ট্রেনের তলায় পড়িয়া মৃত্যু

সন্ধ্যার পর ভাগলপুর মেন্দার ছিল লাইনে ধোলী ও ববহাট ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কারু মাহার নামক একটি যুবকের ট্রেনের তলায় পড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যুবকের বাড়ী ভাগলপুর জিলার রাজোল থানার অন্তর্গত কাতিয়া গ্রামে। গত সেপ্টেম্বর মাসে তাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতের দল ডাকাতগণ তাহাকে ও তাহার পিতা [illegible]কে নির্দ্দয়ভাবে মারপিট করে ফলে কারুর মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সে তথা হইতে চলিয়া আসে। ঘটনার দিন সে বাড়ী হইতে চলিয়া যায় এবং খুব সম্ভব উদ্দেশ্য বিহীন অবস্থায় [illegible] ঘুরিতে ঘুরিতে চলন্ত ট্রেনের তলায় চাপা পড়ে।

বিনা টিকিটের যাত্রী দরায়

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, প্রায় ২৫ জন গ্রামবাসী লাঠি ও সড়কী লইয়া বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে রামনাথপুর ষ্টেশন চড়াও করিয়া পয়েণ্টসম্যানকে আহত করিয়াছে। একজন গ্রামবাসী নাকি বিনা টিকেটে গাড়ীতে যাইতেছিল; পয়েণ্টসম্যান তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে এবং গ্রামবাসীরা প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করে। তাহারা ষ্টেশনের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

আটক আসামীর নিয়ম ভঙ্গ

মেদিনীপুরের শশীভূষণ ভট্টাচার্য্যকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ধরিদপুরের ভূষণা থানার এলাকাধীন কোন [illegible] করিয়া রাখা হইয়াছিল। [illegible] তাহাকে স্থানীয় জেলে বিচারাধীন আসামী রূপে আনা হইয়াছে। তাহাকে আটক আসামীর নিয়ম ভঙ্গ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ট্রেন চাপায় গোরার মৃত্যু

বর্দ্ধমানে মঙ্গলপুরে অবস্থিত ইষ্ট [illegible] ফার্কদায়ার রোজিমেণ্টের প্রাইভেট রিংলে সওইহাজিপুরের নিকট রেললাইনের পাশাপাশি এক পথ দিয়া যাইবার সময় একখানি ট্রেণ চাপা পড়ে। অবিলম্বে ট্রেণখানি থামান হয়। এবং প্রাইভেট রিংলেকে শোণপুরে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু চিকিৎসাধীন থাকা সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার শব মজঃফরপুরে আনা হয় এখান হইতে উক্ত শব দানাপুরে প্রেরিত হয়। তথায় পূর্ণ সামরিক সম্মানে শবদেহ গোর দেওয়া হইয়াছে।

লরী দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডে কিংজর্জেস ডকের সন্নিকটে এক দুর্ঘটনা হয়। সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায় নামক ২০ বৎসর বয়স্ক মেটিয়াবুরুজ হাই স্কুলের একটি ছাত্র এবং অপর দুইজন সাইকেলে চড়িয়া মেটিয়াবুরুজের দিকে যাইতেছিল; এমন সময় এক লরী আসিয়া উক্ত সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের গায়ের উপর পড়ে তাহার ডান পায়ের হাঁটুতে, কাঁধে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে আঘাত লাগে। তাহাকে এম্বুলেন্সে করিয়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

গুলিতে ডাকাত নিহত

ঝান্সি হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি দুইজন [illegible] মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উক্ত ডাকাত দল রাত্রিকালে কোনও গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল।

জি-আই-পি রেল পথের বীণাকোটা অঞ্চলের কাথয়াই ষ্টেশন হইতে এই সঙ্ঘর্ষের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা নিকটস্থ কোন গ্রামে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় জনৈক রেলওয়ে ইন্সপেক্টর তাহাদের বাধা দেন। তাহার সঙ্গে একজন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ও একজন ভৃত্য ছিল শেষোক্ত দুইজনেই সশস্ত্র অবস্থায় আসিয়াছিল। কিন্তু ডাকাতেরা গুলি ছুড়িয়া ভৃত্যটীকে আহত করে।

তখন রেলকর্ম্মচারীদ্বয় একটি গাছের পশ্চাতে গিয়া আত্মগোপন করেন। এবং তথা হইতে গুলী করিতে থাকেন। ফলে কয়েকজন ডাকাত আহত হয় এবং একজন নিহত হয়।

প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া দুই দলে সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতেরা তাহাদের নিহত সঙ্গীকে লইয়া নিকটস্থ এক জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে। আহত ভৃত্যকে বীণাকোটা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৶০-৫।০
উৎকৃষ্ট		৪৸৶০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪॥৶
আটা (বি)		৪॥৶০-৪৸০
সুজী		৪৸৶০-৫৲
আটা (এস)		৪৶০-৪।০
আটা (২)		৪৴০-৪।৴০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৶০
আটা (৩)		৩৶০ ৩।০
পোলার্ড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৶০-১৸৶০

তৈল দর

আম্বালিম মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ [illegible] তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	,,	,,	৩৪॥৶১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪॥৴১০
গিনি	,,	,,	২২॥৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,,	,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

[illegible] কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বার) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে মার্কা [illegible]	৫৶০-৫॥৶০
বরগা টী-আয়রণ)	৬॥৶০—৬৸৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬।০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ১৸৶০ ২৪ গেজ ৯৸০

২৬ গেজ ১১৶।০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৮

গ্যাঃ রিভিং (মটকা) [illegible] ৫॥৶১০ শীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৶০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭॥৶০
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫।৶০ হন্দর
রড কাটিং	৫।৶০-৫৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲-৬৶০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৶১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।৴০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ২ | ১৮৭তম সংখ্যা

ত্রিপুরায় বন মহারাজের প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ফের আর্ণেষ্ট্ জর্জ্জ শুল্‌ৎজের সহিত ইউরোপে গৌড়ীয়মঠের প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্য উপলক্ষে তিন দিনের জন্য আগরতলায় গিয়াছিলেন। মাননীয় রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, ত্রিপুরাষ্টেটের চীফ্ সেক্রেটারী এবং ক্যাপ্টেন কুমার ব্রজকুমার দেব বর্ম্মণ বাহাদুর এবং মিলিটারী সেক্রেটারী প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বামীজী ও ফের শুল্‌ৎজকে সম্মানিত রাজ-অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া রাজ-প্রাসাদের শ্বেতাবাস নামক অতিথি শালায় তাঁহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন।

সন্ধ্যায় ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় দুর্গাবাড়ীতে মাননীয় রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরের সভাপতিত্বে জনসাধারণের এক অভ্যর্থনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে রায় সাহেব অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় সভাপতির অনুরোধে বন মহারাজ এবং ফের শুল্‌ৎজের পরিচয় মুখে গৌড়ীয়মঠের পৃথিবীব্যাপী প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ফের শুল্‌ৎজে ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তাঁহার গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ভাস্করের শ্রীচরণ-আশ্রয়ের কারণ বিবৃত করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ বাংলা ভাষায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং শ্রীল প্রভুপাদের সত্যধর্ম্ম-প্রচারের বিপুল চেষ্টা এবং পরমার্থের সহিত তথাকথিত ধর্ম্মের পার্থক্য বিষয় বক্তৃতা করেন। রাজ-পুরোহিত এবং সদর ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর ললিতমোহন দেব বর্ম্মণ এম-এ, বি-এল, মহোদয় বক্তাদ্বয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতা মহারাজ কুমার দুর্জ্জয়কিশোর দেব বাহাদুর এবং মহারাজার এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন রাণা নেপাল জঙ্গ বাহাদুর স্বামীজীর সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয়ে আলাপ করেন।

১১।৪৫ মিনিটের সময় মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম-এ, বি-এল এবং মিলিটারী সেক্রেটারী মহোদয় স্বামীজী এবং ফের শুল্‌ৎজকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যান। তথায় চীফ্ সেক্রেটারী মহোদয় তাঁহাদিগকে মহারাজার নিকট উপস্থিত করেন। মহারাজা স্বামীজীকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী মহারাজের লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য উক্ত সোসাইটী সভাপতি মাননীয় মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ডের পক্ষ মহারাজাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর স্বামীজী গৌড়ীয়মঠের ইংলণ্ড ও মধ্য ইউরোপে প্রচারকার্য্যাবলী বিবৃত করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের লণ্ডনে প্রথম হিন্দুমন্দির নির্ম্মাণ ও পাশ্চাত্যদেশে ভারতবর্ষের পরমার্থসম্পদ প্রচার করিবার জন্য কেন্দ্র সংস্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীর উক্ত প্রস্তাব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া [illegible] সন্তুষ্টচিত্তে লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের মন্দির নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। মহারাজ বাহাদুর আরও জানান যে, লণ্ডনমঠের স্থান সংগ্রহের জন্য এবং স্থায়ী কেন্দ্রস্থাপনের অন্যান্য ব্যয়ভার যাহাতে সংগৃহীত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে তিনি চেষ্টা করিবেন। মহারাজা বাহাদুর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রেষ্ঠাখ্য জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন (জে, বি, ডি,) মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভার সভাপতিত্ব করিতে কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ষ্টেটের রাজপরিবারের বিশিষ্ট জনগণের, উচ্চকর্ম্মচারিবৃন্দের এবং দরবারিগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হয়; এই সভায় মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের

ভাষায় জার্ম্মাণ দেশীয় দর্শন বিশেষতঃ নাৎসিদিগের মতবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বাংলা ভাষায় প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের নীতিগুলি আলোচনা করেন। মহারাজের পক্ষ হইতে রাজপুরোহিত রেবতীরমণ কাব্যতীর্থ সংস্কৃত ভাষায় এবং অন্য একটী ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় বক্তৃদ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুর মণিপুরী কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন নৃত্য সহকারে আধঘণ্টাব্যাপী হইয়াছিল। অতঃপর বন মহারাজ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সহিত প্রস্তাবিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিপুরাধিপতির খুল্লতাত মহারাজ কুমার নরেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ বাহাদুর বন মহারাজ ও ফের শুল্‌ৎজকে তাঁহার নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আগরতলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে মহারাজ বাহাদুরের পক্ষ হইতে তাঁহার সেক্রেটারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী এবং চীফ্ মেডিকেল অফিসার স্বামীজী ও ফের শুল্‌ৎজকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৪ই আশ্বিন বোধায়ন মহারাজ পাবনা-জেলার অন্তর্গত আ[illegible] নামক স্থানে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহাদিগের বাগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল। তথাকার শ্রোতৃবৃন্দ মহারাজের বক্তৃতায়

শ্রীমুখ হইতে পাঠ-কীর্ত্তন শুনিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তথা হইতে মহারাজ গত ১৬ই আশ্বিন মথুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল আচার্য্য মহোদয় গয়ায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র লাল দত্ত মহাশয়ের প্রার্থনায় তাঁহার বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। মনুষ্যজীবনের দুর্ল্লভতা, কৃষ্ণভক্তি এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ফণীবাবুর হরিকথা শ্রবণের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি আমাদের প্রচারের বিভিন্নপ্রকারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

রায় বাগেশ্বরী প্রসাদের বাটীতেও ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজও

প্রভু প[illegible] ন আশ্বিন কা[illegible] গিয়াছেন। শ্রৌতী মহারাজ [illegible] আশ্বিন কাশী গিয়াছেন। তথা হইতে মথুরা যাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ দামোদর, ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৯

আনাড়িত্ব কাহার ?

পারমার্থিক নদীয়া প্রকাশের সম্পাদক সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। সেদিন জনৈক বন্ধু গত আশ্বিন-সংখ্যার 'প্রবাসী' একখানা আনিয়া উক্ত পত্রের সম্পাদকের বাহাদুরীর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। আমরা তৎপ্রতি উদাসীন থাকিব বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম, কারণ কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্ত্য সর্ব্বস্থানেই বার্ত্তাবহসমূহে বিভিন্নপ্রকারের প্রাকৃত বা জড়-ভোগ চিন্তাস্রোতের যে তরঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর প্রতিরোধের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট না হইয়া অপ্রাকৃতভাবে পরমার্থের বাণী প্রচার করিলে জনসাধারণ প্রাকৃত ভাবের হেয়ত্ব সহজেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু আমাদের বন্ধুবর বলিলেন যে, 'প্রবাসী' সম্পাদক প্রবীণ হইয়াও শ্রীপাদ বন মহারাজের বিলাতের 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে' প্রদত্ত একটী বক্তৃতার সমস্ত বিষয়টী আলোচনা না করিয়া মধ্য হইতে [illegible] ঠিক ঠিক ভাবে বিচার না করিয়া শ্রদ্ধেয় স্বামীজীকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দ্বারা যে অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার সহিত আলোচনা হইবার পর দেখিলাম যে, শ্রদ্ধেয় গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় ঐ বিষয়ে গত ১১ই আশ্বিনের গৌড়ীয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। উহা অতিশয় সংক্ষেপভাবে হইলেও আমাদের মনে হয়, ঐ আলোচনা লক্ষ্য করিলেই পাঠকগণ সত্য তত্ত্ববিষয়ে যথেষ্ট আলোক পাইবেন। তজ্জন্য আমরা নিম্নে শ্রীগৌড়ীয় হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"উক্ত (গত আশ্বিন) সংখ্যা 'প্রবাসীতে' তৎপত্রিকার সম্পাদক ভারত-হিত-চেষ্টার আত্মকৃত্য ও প্রগতি-সাধন-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ববাদিসম্মত ও সজ্জন-সম্মতরূপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। আধ্যাত্মিকতার ভারতীয় গণ্ডীর বহির্ভূত পরমার্থের প্রচার ও অনুশীলনের দ্বারাই ভারতের প্রকৃত হিত ও প্রগতি-সাধন সম্ভব। ইহাই গৌড়ীয়মঠের ঊর্দ্ধগামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গৌড়ীয়মঠের একজন সেবকসূত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-দেশে প্রচার করিতেছেন। প্রবাসীর সম্পাদক ভারতের প্রগতিকে বা হিন্দুধর্ম্মকে যেরূপভাবে বোঝেন, শ্রৌত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ সেরূপভাবে বুঝিতে প্রস্তুত নহেন। খৃষ্টধর্ম্মের তাড়াহুড়া দ্বিতীয়সংস্করণরূপে যে ধর্ম্মবিশ্বাস বিদেশের প্রচার পাশ্চাত্ত্যজাতির নিকট ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মকে 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া বদ্ধমূল ধারণার বশবর্ত্তী করাইয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্ত্যজাতি সনাতনী শ্রুতির মধ্যে যে অপ্রাকৃত পরমার্থ-সম্পদ্ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরমার্থকেও প্রাকৃত রাজনীতির কবলে কবলিত করিবার ইচ্ছা পোষণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আশ্বিনের 'প্রবাসীতে' আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ-সারথি ও শিক্ষাগুরু' প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে একজন ন্যূনাধিক শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ও দুর্নৈতিক ধর্ম্মোপদেশকরূপে এবং ভগবদ্গীতার বাণীর অধিকাংশকে কৌশলে গ্রহণ করা হইয়াছে। সনাতন শ্রৌতধর্ম্মের অনধিকার চর্চ্চা ও বহুভ্রম হইতেই এই সকল আধ্যাত্মিকতা উত্থিত। সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা প্রচারের দ্বারা এই কুফল হইয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্যজাতি ভারতীয় ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে অসভ্যজাতিসুলভ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ বন মহারাজ পাশ্চাত্ত্যদেশে ভারতীয় আদর্শ ঐ বিকৃত [illegible] অপরাধের জন্য বিচলিত হইয়া সত্যসত্যই তাহাদেরই হিতচেষ্টার আত্মকৃত্য ও পরম-প্রগতি সাধন করিয়াছেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-সোসাইটীর প্রচার বিভাগে দুইটী অঙ্গ আছে। যেখানে সাধারণের সহিত ব্যবহার, সেখানে সাধারণের আকর্ষক কোন উচ্চপদবী ও ব্যক্তিত্বে যে বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই ব্যক্তিত্বে কোন বিদেশীয় ধর্ম্ম বা বিধর্ম্মের ভাব বা অভাব দেখিবার প্রয়োজন আমাদের নাই, কেননা একান্ত পারমার্থিকগণ তজ্জন্য নিযুক্ত নহেন। দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ অঙ্গটীর মধ্যে গণগড্ডালিকার কোন প্রভাব বা সম্পর্ক নাই। সেখানে একমাত্র সজাতীয় পারমার্থিক নিয়ামকের নিয়ামকত্বে গৌড়ীয়-মিশন পরিচালিত। পারমার্থিকগণের পক্ষ হইতে অমানি-মানদ হইয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে মান দান-পূর্ব্বক শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করাও [illegible] নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার, বিশেষতঃ গৌড়ীয়মঠের প্রচারক সূত্রে পাশ্চাত্ত্যদেশে শ্রীমদ্ বন মহারাজের প্রচার অধিকাংশ দেশীয় ও বিদেশীয় প্রসিদ্ধ ও জনসাধারণ সংবাদপত্র-সমূহে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং আজ সাংবাদিক প্রবাসী সম্পাদকের নিজের দেশের ধর্ম্মপ্রচারকের প্রচারের খবর না রাখা গৌরবের বিষয় কি? বিলাতের East India Associationএর সভায় শ্রীমদ্ বন মহারাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভার কোন অধিবেশনে ভারত-গবর্ণমেণ্ট-বিল সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর 'Of the departments of foreign politics and Ecclesiastics the Viceroy will have Reserved Powers."—এই বাক্যটি অবলম্বনে আলোচনা উত্থাপিত হইলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "রাজনীতি সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে 'ভাইসরয়ের সংরক্ষিত ক্ষমতা থাকিবে' এই বাক্যে 'ধর্ম্ম' বলিতে কোন্ ধর্ম্ম বুঝাইতেছে? তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য?" তিনি বলিয়াছিলেন, "সামাজিক ধর্ম্ম বা অন্যান্য ধর্ম্মের নায়কগণ কি বলিবেন, তাহা জানি না; কিন্তু সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম বা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের একজন ক্ষুদ্রসেবকতাসূত্রে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রৌত পারমার্থিক ধর্ম্মের নিয়ামক একমাত্র পরমার্থরাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই হইবেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে বন মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে রাজনীতি পরমার্থের অধীন। সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অধীনে চিরকালই ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি অবস্থিত। যখন রাজনীতি ধনবাদ ও বাহুবলের অপব্যবহারের দ্বারা নিয়ামক ব্রাহ্মণগণের বা বিষ্ণুসেবকগণের নিয়ামকত্বের বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, তখনই পরস্পরের অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে যে সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়াছে, তাহারই প্রকৃত সমাধান বন মহারাজের বাক্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বড় চাকরী করিবার পর মোটা পেন্সনভোগী আরামপ্রিয় ব্যক্তিগণই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সভ্য হন, উহা উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যের তালিকা বা প্রত্যক্ষদর্শিগণের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে না। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, সাধারণ জননায়ক, ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব্যক্তিগণ এই সভার বিশিষ্ট সভ্য। সকলক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জনপ্রতিনিধি সমষ্টির রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধিতা করাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য এরূপ বিচার একদেশী বিচার মাত্র। স্বামীজীর বাক্যের কদর্থ না করিয়া সত্য অর্থ করিলে এই বুঝা যায় যে, স্বামীজী আপনাকে রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যে অংশটুকুতে রাজনীতি ধর্ম্মের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে, সেই অংশটুকুর সমালোচনা করিবার প্রসঙ্গেই তিনি মোটামুটিভাবে সাধারণ ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তির সাধারণ ও বাহ্য পরিচয় (out look of the people in general) দিয়াছেন। "The common people think little differently from the great politicians who give so much of their time and brain to think out the best good of the country." এই উক্তির দ্বারা স্বামীজী রাজনৈতিকগণের উচ্চ প্রশংসাই করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভ্যুদয়ের অনুধাবন করেন। কিন্তু সাধারণ লোক অনেক সময় তত্ত্ব সেরূপভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করিতে পারেন না। সম্পাদক মহাশয় স্বামীজীর বাক্যের যে অংশের জোর দিয়াছেন, তৎসঙ্গে "Provided there is genuineness and sincerity on both sides" এবং "Provided the ministers show their willingness to rise above party politics and really look on all the people of the country as their brothers and seek their real good"—এই কথাগুলিকে আরও অধিক জোরের সহিত রাখিলে স্বামীজীর কথার তাৎপর্য্যটি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বুঝা যাইত। "অর্দ্ধ-কুক্কুটী জরতী" ন্যায় অবলম্বন করিলে মূল বিষয়টির তাৎপর্য্যকে হনন করিবার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হয়।

আধুনিক যে সকল সাংবাদিক পাশ্চাত্ত্যের উচ্ছিষ্ট ও আনুকরণিক রাজনীতির আলোচনা এবং স্বদেশে তাহার প্রবর্ত্তন করিয়া সাংবাদিকতার বড়াই করিয়া থাকেন, তাহা রাজনীতি-সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনধিকারচর্চ্চা ও 'আনাড়িত্ব'; কিন্তু শ্রীমদ্ বন মহারাজ তাহা করেন নাই। তিনি পাশ্চাত্ত্য হইতে কিছু অনুকরণ বা পাশ্চাত্ত্যধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া কোন—নূতন ধর্ম্মের ভাণ দ্বারা সংস্করণগঠন করিবার আদর্শে দীক্ষিত হন নাই। তিনি ঐরূপ রাজনৈতিক বা ঐরূপ রাজনীতিতে অভিনিবিষ্ট নহেন, ইহাই সকল জানাইয়াছেন। পরীক্ষিত, প্রহ্লাদ, পৃথু, অম্বরীষ, ধ্রুব প্রভৃতি সার্ব্বভৌম রাজন্যগণের যে রাজনীতি অর্থাৎ ভগবৎসেবানীতি তাহাই স্বামীজীর অনুসরণীয় আদর্শ। সেখানে সাধারণ সম্মত অপেক্ষা হরিজনমত বা সম্রাট পুরুষোত্তমেরই নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য। আমরা অনেক সময় কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না পাইয়া 'আঙ্গুর ফল অম্ল' এর নীতি অবলম্বনে মাৎসর্য্যের বশীভূত হই। আবার নিজেরাই সেই সকল ব্যক্তি হইতে একটু অনুগ্রহ পাইলে কথার সুর বদলাইয়া ফেলি। রাজনীতি বা সমাজনীতি—কোন ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য যে পরমার্থ, যিনি তাহার সম্বল লইয়া কোন মহাজনের আনুগত্যে জগতের যত্র তত্র অকাতরভাবে পর্যটন করেন তিনি যে ব্যক্তিই হউন না কেন, প্রত্যেকেরই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যিনি না করিবেন, তাঁহার সাংবাদিকত্ব অবশ হইয়াছে জানিতে হইবে। সেই ব্যক্তিগত সাংবাদিকের গণ্ডীতে সমষ্টিকে

আহ্বান করিয়া মাৎসর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার উপদেশ কোন মতেই সুজনতা নহে। ইহা সকলেই জানেন এবং সর্ব্বোপরি বলিতে বিশেষ সত্য যে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ একমাত্র পরমার্থ ব্যতীত কোন দিনই অন্য কোন পার্থিব বিষয়ের ভাল বা মন্দ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন না। তবে যখন কোন পার্থিব বিষয় তাঁহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পরমার্থকে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হয়, তখনই যতটা পারমার্থিকতার সহিত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ লইয়া তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়া থাকেন, অন্য উদ্দেশ্য নহে। ভোগপর রাজনীতি বা সমাজনীতি তাহাদের আলোচ্য বিষয় নয়।"

প্রবাসীর প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় ভারতের গৌরব-রশ্মি পাশ্চাত্যে প্রদর্শনকারী শ্রীপাদ বন মহারাজের স্কন্ধে আনাড়িদের বোঝা চাপাইতে চাহেন। নিরপেক্ষ পাঠকগণ এখন বিচার করুন, ইহা কাহার উপর থাকা উচিত।

প্রথম প্রতিবন্ধক

(শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাধিকারী সম্প্রদায়ের বৈভব ছায়া)

একদা কংসের অনুচরগণ মন্ত্রণা করিয়া বালকঘ্নী পূতনাকে দেশে দেশে অনির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ দশাহের অনধিক ও দশদিনের অধিক বয়স্ক শিশুদিগকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিল। শ্যেন-পক্ষিণী যেরূপ বকশাবকদিগকে বধ করে, কংসের আদেশে সেই পূতনা রাক্ষসীও তদ্রূপ শিশুদিগকে বধ করিতে করিতে সেই রাত্রিতে ব্রজভূমির নিকটে আগমন করিল। তাহার বিকটাকৃতি দর্শনে লোকসকল ভয়ে কম্পিত হইত। তাহার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধক্ষরণচ্ছলে কালকূট বিষ নির্গত হইত; তদ্দ্বারা ঐ বালঘাতিনী অনায়াসে শিশুগণের প্রাণ সমাধা করিত এবং কখন কখনও বা বালকগণকে পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিত।

অনন্তর সে মায়াবিনী পূতনা ব্রজবাসী-বর্গের নিকট আগমনে গোপগণের নিকট হইতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে জানিয়া নিজরূপ আচ্ছাদন করতঃ যোষিন্মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সেই রমণীর যথার্থ পূতনার অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া এবং বর্ত্তমান কাব-দর্শনে রক্ষক পুরুষগণ ও রক্ষাকর্ত্রী ধাত্রী প্রভৃতি রমণীগণ তাহাকে বাধাপ্রদানে সাহস করেন নাই। যোগমায়া-প্রভাবেই পূতনা অন্য কোন স্থলে নেত্র সমর্পণ না করিয়া সকলকে অতিক্রম করতঃ শ্রীনন্দালয়ে অন্তঃপুরে বালককে প্রাকৃত শিশুরূপে দর্শন করিয়াছিল। তৎপরে মূষিক বুদ্ধিতে নিজের গর্ত্তমধ্যে কুণ্ডলী যেরূপ নিকটে যায়, পূতনাও সেইরূপ বালককে পরাভব করিতে পারিব বলিয়া ক্রোড়ে লইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের জননীদ্বয় যশোদা ও রোহিণী যোগমায়ামুগ্ধ হইয়া সেই অপরিচিতা রমণীকে বালগোপালকে লইতে নিষেধ করিলেন না।

পূতনা গদ্গদবাক্যে বলিল,—"অয়ি যশোদে! তুমি অতি অবিবেচনার কার্য্য দ্বারা কঠিনা হইয়াছ এবং নিজ পুত্রের প্রতি স্থিরচিত্তা রোহিণীও হিংসাকারিণী হইয়াছে। যেহেতু তোমরা শয্যাতলেই এরূপ সুকুমার পুত্রকে রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে কার্য্যান্তরে অবস্থান করিতেছ এবং পুত্রকে ভুলিয়া আছ। প্রাণকে যখন হৃদয়ে রাখিতে হয়, তখন প্রাণাধিক পুত্রকে যে কোথায় রাখা কর্ত্তব্য তাহা আর কি বলিব? অতএব রাক্ষসীঅপেক্ষাও কঠিন হৃদয়া মানবীদিগকে ধিক্! আর দেখ, আমি সর্ব্ব-সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (লক্ষ্মী) হইয়া এবং তোমার পুত্রের বিশ্ববিলক্ষণ লক্ষণাদি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেখিতে আসিয়াছি। বসন্তঋতুর আগমনে মাধবীলতা যেরূপ আনন্দিত হয়, সেইরূপ এই বালককে দর্শন করিয়া আমি আমার চক্ষুকে আনন্দিত করিয়াছি।

আমার স্তনযুগল ও লোকসকলের মঙ্গল বিধানকারী হইয়া নিত্যই অমৃতক্ষরণ করিতেছে। এই অমৃত পান করিলে তোমার বালক নিশ্চয়ই দিব্যদেহ লাভ করিবে। অতএব আমি এই শিশুর ধাত্রী হইয়া সর্ব্বসুখ বিধান করিব।

এই প্রকার ছলনা করিয়া সেই বিষস্তনা পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে সহর্ষে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে স্তনের অগ্রভাগ তাঁহার মুখপদ্মে স্থাপিত করিল। বালকরূপী কৃষ্ণ বকভগিনী পূতনার কাপট্য ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার স্তনদ্বয় তীব্রভাবে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক পান করিলে রাক্ষসরূপিণী পাপিনী পূতনা "আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও" বলিয়া ভীষণ যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে শেষে প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু সংস্কার বশতঃ কৃষ্ণকে বক্ষে লইয়াই পদচালনা পূর্ব্বক ব্রজভূমির বাহিরে আসিয়া পড়িয়া গেল। এ স্থানে পূতনা নিজের স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তাহার শরীর দৈর্ঘ্যে ছয়ক্রোশ ব্যাপিয়া পতিত হইয়াছিল বিস্তার দুই ক্রোশ এবং উচ্চ প্রায় এক ক্রোশ ছিল।

কৃষ্ণ মৃত পূতনার বক্ষে নির্ভয়ে খেলা করিতেছিল। গোপীগণ ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শীঘ্র নিকটে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া মাতৃগণের নিকট প্রদান করিলেন। মাতা যশোদা ও রোহিণী কৃষ্ণ পাইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়া অন্যান্য গোপীগণের সহিত গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ব বিঘ্ন হইতে বালকের রক্ষা বিধান করিলেন। কারণ ব্রজবাসীর জীবনধন রামকৃষ্ণ। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ লীলার গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমাদিগকে নিম্নবর্ণিত রহস্য জানাইয়াছেন—

"ধাত্রীচ্ছলে পূতনার ব্রজে আগমন যালোচনাপূর্ব্বক রাগমার্গগত মহাশয়গণ দুষ্টগুরুরূপ প্রথম প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। গুরু দুই প্রকার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। যিনি যুক্তিকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্টগুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়।

রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায় তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন তিনি সদ্গুরু। যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন তিনি দুষ্ট গুরু; তাঁহাকে অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

"আদৌ দুষ্টগুরুপ্রাপ্তিঃ পূতনা

স্তন্যদায়িনী।"

প্রথমেই আর্থিকগুরু, তর্কজানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, স্মার্ত্তগুরু, কৌলিকগুরু, যোগিগুরু ইত্যাদি অভক্তিবাদী বা অসদ্গুরু পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাভাগবত চরণাশ্রয় করিলে আমরা চিরদিন বা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট সপ্তদশ প্রকার প্রতিবন্ধক বা উৎপাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব, নচেৎ সাধকের এইস্থানেই ইতি।

শাস্ত্রে অসদ্গুরু প্রদত্ত মন্ত্র বা শ্রীনাম গ্রহণে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রাদেশ যাঁহারা না শুনিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষপানে চেতনের ধ্বংস সাধন করিবেন।

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

প্রথম প্রতিবন্ধক হইতে সাধক সাবধান না হইলে ভজনমার্গে প্রবেশাধিকারই হয় না জানা যাইবে। আমাদিগকে শ্রীভগবানের চরণে নিষ্কপটে সদ্গুরু লাভের জন্য আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-

দ্বাদশ দিবস—২১শে আগষ্ট, বুধবার, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস। অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ-মুখে অহোরাত্র ব্রত উদ্‌যাপিত হইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং সেই কৃষ্ণজ্ঞানপ্রদাতা স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত জীবহৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাবোৎপাদনের সম্ভাবনা কোথায়? এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপারায়ণ-মুখে কৃষ্ণাবির্ভাবোৎসব-সম্পাদন গৌড়ীয়মঠের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রভুপাদ আজ—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"।

প্রাতে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কৃত্য সম্বন্ধে 'নাহং বিপ্রো' প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এবং অপরাহ্ণেও 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং', 'বহুভূতগুণ-পরায়ণ', 'যৎপাদপঙ্কজ', 'তে বৈ বিদন্তি', 'ন তে বিদুঃ', 'কামাদীনাং', 'নাহমাত্মা', 'লক্ষ্য শুদ্ধ সত্ত্বং', 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র' প্রভৃতি শ্লোক প্রাগ্‌বৈদিকযুগের হংস ও পরমহংসের ইতিহাস আলোচনামুখে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা বলেন। পাটনার হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ, পাবলিক্ প্রোসিকিউটর শ্রীযুক্ত নরসিংহ সহায় পাণ্ডে প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেড্‌মাষ্টার কিশোরী বাবু ও শ্রীযুক্ত অবধ্যানন্দ দাসাধিকারী বি-এ উহার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিতেছিলেন। মঠসেবকগণ মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ভোর ৫টা হইতে পরদিবস বেলা ১২টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময় বিভাগানুসারে পর্য্যায়ক্রমে নিরন্তর পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করেন। মধ্যে মধ্যে আরাত্রিককীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইতেছিল। প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এবং অপরাহ্ণ ৫টা হইতে যথাক্রমে ব্যাখ্যানদেশক শ্রীমদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ ব্যাখ্যামুখে পারায়ণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সেবকগণ কেবল আবৃত্তিমুখে পারায়ণ করেন। মধ্যরাত্রিতে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে গর্ভস্তোত্র ও কৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই সময়ও অন্যত্র পূর্ব্বক্রমানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ হইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।৷৹।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে আশ্বিন, ১৩৪২. ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [১৮৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

আবিসিনিয়া সংবাদ

হাবসী সেনাপতি রাস সেয়ুম পুনরায় আদোয়ার পূর্ব্ব পার্শ্বে ইতালীয় ব্যূহ আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার আক্রমণে ইতালীয় সৈন্যেরা অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছে। এরিত্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত আসাবও হাবসী সৈন্যদল আক্রমণ করিয়াছিল।

সম্রাট রাস তাফারি আদ্দিস আবাবায় ইতালীয় দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। রোমের সংবাদে প্রকাশ, ইতালী এখনও জিবুতী আদ্দিস আবাবা রেলপথ কাটিয়া দিয়া আবিসিনীয়ার রাজধানীকে বিপন্ন করিবার মতলব করিয়াছে এবং প্রলোভন দেখাইয়া আবিসিনিয়ার উপজাতীয় সর্দ্দারগণকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, দুইজন সর্দ্দার তাহাদের পক্ষে আসিয়াছে। আবিসিনিয়ার উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালীর আক্রমণের কোন সংবাদ নাই। অপরপক্ষে দক্ষিণভাগে সোমালিল্যাণ্ডে ইতালীয় সৈন্যেরা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত আছে।

ইতালীয় দূত কাউণ্ট ভিঞ্চি কিছুতেই দূতাবাস ত্যাগ করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে, সমস্ত ইতালীয় কন্সাল নিরাপদে আবিসিনিয়া ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তিনি দূতাবাস পরিত্যাগ করিবেন না। ইঁহাকে বহিষ্কারের জন্য সম্ভবতঃ বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে।

লুকোচুরি খেলিতে গিয়া বিপদ

নৈনীতালের সংবাদে প্রকাশ, লুকোচুরি খেলিতে গিয়া দুইটী বালিকার মৃত্যু হইয়াছে এবং আর একটী মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তিনটী পাহাড়ী মেয়ে লুকোচুরি খেলিবার সময় একটী বাক্সে লুকায়। এদিকে বাক্সের ডালাটিও পড়িয়া যায়। কয়েক ঘণ্টা পর তাহাদের খোঁজ করিতে করিতে বাক্সের ডালা খোলা হইলে দেখা যায়, দুইটী মেয়ে দম বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

রুমালের জন্য দুইবৎসর

দিল্লী হইতে প্রকাশ, মহম্মদ সিদ্দিক ও ইয়াকুব নামে দুই দাগী আসামীকে যথাক্রমে দুই বৎসর ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন দোকান হইতে একখানি রুমাল চুরির অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

ত্রিবাঙ্কুর-বোম্বাই বিমান পথ

প্রকাশ, ২৯শে অক্টোবর ত্রিবাঙ্কুর-বোম্বাই বিমানপথ খোলা হইবে। ঐ দিন সকালবেলা একখানা বিমান বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাবেলা ত্রিবান্দ্রমে পৌছিবে। এই পথে যাহাতে ডাক প্রেরণ করা হয়, তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের ডাক বিভাগের সহিত লেখালেখি চলিতেছে।

বাজি তৈরী করিতে যাইয়া মৃত্যু

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, একটী ভীষণ দুর্ঘটনার ফলে রাত্রির দশহরা উৎসব পণ্ড হইয়া যায়।

প্রকাশ একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী উৎসব উপলক্ষে বাজি তৈরী করিতেছিল, এমন সময় ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়া তৎক্ষণাৎ লোকটীর মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণের শব্দ এত ভীষণ হয় যে, লোকের বিশ্বাস হয় যে নিশ্চয়ই ছাদের একটি অংশের পতন হইয়াছে ঐ লোকটীর দুইটী হাতই উড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুখ এত বিকৃত হইয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে চিনা যায় না।

গ্রামবাসীতে সঙ্ঘর্ষ

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ, গত ৯ই অক্টোবর প্রভুরচত্রম গ্রামের কোন পাড়ায় দুইদল নাদারের মধ্যে বিরোধের ফলে দুই ব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে। প্রকাশ, দুইদল নাদারের সুদীর্ঘকাল বিবাদের ফলেই এই দাঙ্গা ঘটে। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হইয়াছিল।

নদীতে ডাকাতি

মুন্সিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ধলেশ্বরী নদীতে প্রায়ই ডাকাতি হইতেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই চারখানা নৌকার যাত্রীরা আক্রান্ত ও তাহাদের জিনিষপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, এই সমস্ত ডাকাতি একই দলের কীর্ত্তি ডাকাতদের সঙ্গে নাকি লাঠি, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল।

সার্কেল ইন্সপেক্টর মিঃ এন এল্ ঘোষের অধীনে নদীতে জোর পাহারা চলিতেছে।

পত্নী হত্যার মামলা

শিলচর হইতে প্রকাশ, সিনিয়র এক্সট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ ই খাঁ চৌধুরী কুদিনাং নাগাকে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী রান্না খারাপ হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পত্নীকে একখণ্ড কাঠদ্বারা আঘাত করে উহার ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার পত্নীর আত্মীয়গণ এক পঞ্চায়েৎ বসায় উহার বিচারে আসামী নরহত্যার অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয় জরিমানার টাকা আসামীর পত্নীর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হইলে পর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। আত্মীয়দের মধ্যে দুইজন তাহাদের প্রাপ্য অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ ডেপুটী কমিশনারের অনুমতি লইয়া মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। উহাতে প্রকাশ পায় যে, মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

৪ জনের প্রাণদণ্ড ও ২১ জনের দ্বীপান্তর

বীরসিংহমপেট মন্দির দাঙ্গার মামলায় বিশেষ দায়রা জজ ৪জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ড ও ২১ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ১১ জন আসামীর প্রতি ১৮ মাস হইতে ৯ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ও ১৯ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে। ৯জন আসামীর প্রতি ৩ হাজার টাকা, ২ জনের প্রতি ২ হাজার টাকা ও এক জনের প্রতি এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯৩৪ সালের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে তিরুত্তানীর নিকটবর্ত্তী বীরসিংহমপেটে মরিয়াম্মন উৎসবের সময় গবর্ণমেণ্ট এক হুকুম জারী করিয়া জনসাধারণের দেহে লৌহ শলাকা প্রবেশ বা দেহের উপর অন্য প্রকারের অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহার ফলে ভীষণ দাঙ্গা হয় এবং দাঙ্গার সময় তিরুত্তানীর সাব-ম্যাজিষ্ট্রেট মাঙ্কর রাওগণের মধ্যে নিহত হন এবং একজন সাবইনস্পেক্টার ও একজন হেড কনেষ্টবল আহত হইয়া মারা যায়।

সাপ্তাহিক স্বর্ণ রপ্তানি

এই সপ্তাহে "ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া" এবং "ভারেলা" জাহাজে ১৫২৮৪৪৯ টাকার সোনা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে ২৪৭৫১-৪৮৬৪৪ টাকার সোনা রপ্তানি হইয়াছে।

কাণপুরের লেডী ডাক্তারের মৃত্যু

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায়, কানপুরের বিশিষ্ট লেডী ডাক্তার মিসেস গঙ্গাবাঈ কাম্বলে গত রাত্রিতে ৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

কারোঁণ্ডি দাঙ্গা মামলা

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ বারহাওয়ের এজলাসে করোঁণ্ডি দাঙ্গা মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে ফরিয়াদী পক্ষের শেষ সাক্ষী রামভজনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। এ মামলায় করোঁণ্ড গ্রামের প্রেমলাল এবং অপর ৬ ব্যক্তি গত ১৭ই জুলাই রাত্রিতে কিংস রেজিমেণ্টের প্রাইভেট কেনেডীকে প্রহার করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। উহার পরদিন সৈন্যগণ বেন্দা গ্রামে হানা দেয়।

সাক্ষী বলে যে, সে গত ১৭ই জুলাই রাত্রিতে বন্দুকের কারখানার কাজে নিযুক্ত ছিল। সে যখন বেন্দা গ্রামে তাহার বাড়ীতে আহার করিতেছিল, তখন সে "চোর চোর" চীৎকার শুনিয়া পরমাই ও শুকের সহিত বাহিরে আসিয়া দেখে যে, লাঠি হাতে একজন গোরা সৈন্য তাহাদের দিকে আসিতেছে এবং কয়েক ব্যক্তি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। সে তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তদনুসারে সাক্ষী আসামী প্রেমলালকে উক্ত সৈনিককে প্রহার করিতে বিরত হইতে অনুরোধ করে। প্রেমলাল তৎক্ষণাৎ তাহার অনুরোধ রক্ষা করে। অল্পক্ষণ পরে আরও কয়েক ব্যক্তি আসিয়া কেনেডীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। পরমাই তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া জখম হইয়া চলিয়া যায়। অতঃপর সাক্ষী কেনেডীকে পথ দেখাইয়া গ্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত লইয়া যায়। সাক্ষী বলে যে, যাহারা কেনেডীকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাদের একজনও আসামীদের মধ্যে নাই।

আগামী ১৮ই অক্টোবর মামলার সওয়াল হইবে।

দুর্দ্দান্ত রমণী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে চরবাগ ষ্টেশনে একজন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির রমণী অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটী কিছু মালপত্র লইয়া একটি আপ ট্রেনে চরবাগ ষ্টেশনে নামে। গেটে টিকেট কালেক্টর তাহার মালপত্র ওজন করিতে চাহে; কারণ গাড়ীতে যে টিকেট পরীক্ষক ছিলেন তিনি ঐ মাল দেখিয়া রিপোর্ট করিয়াছিলেন প্রকাশ স্ত্রীলোকটী মাল ওজন করিতে দিতে অস্বীকার করে। টিকেট কালেক্টর রাস্তা আটক করিলে সে তাহাকে পুনঃ পুনঃ ছাতা দ্বারা আঘাত করিতে থাকে।

ষ্টেশনে এইরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যে, ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সত্বর ঘটনাস্থলে আসিয়া গেট বন্ধ করিয়া দেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে মারপিট করিবার অভিযোগে স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রেলওয়ে পুলিশ ডাকা হয়।

রেলকর্ত্তৃপক্ষ যখন ওজন করিবার জন্য তাহার মাল বুকিং আফিসে লইয়া যাইতেছিল তখন আরও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে স্ত্রীলোকটি ঐ সময় দৌড়াইয়া তাহার মালের উপর যাইয়া বসে এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও একটুও নড়িতে চাহে না। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিলেও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। রেলওয়ে পুলিশ এইভাবে ব্যর্থকাম হইলে রেলকর্ত্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হন এবং তাহাদের সাহায্যে ঐ দুর্দ্দান্ত রমণীকে ভ্যানে নিয়া উঠান হয়। এইভাবে ছয়ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর দুর্দ্ধর্ষ এংলোইণ্ডিয়ান রমণীকে পুলিশ হাজতে নিয়া রাখা হয়।

হুগলী জিলায় ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, ১৪ জন লোক লাঠি টর্চ্চ প্রভৃতি লইয়া হুগলী জিলার হরিপালের নিকটবর্ত্তী শ্রীপতিপুর গ্রামের এক বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা সদর দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে। অতঃপর তাহারা বাড়ীর লোকজনকে প্রহার করিয়া এবং বাক্স ও সিন্দুক ভাঙ্গিয়া কিছু অর্থ ও অলঙ্কার সংগ্রহ করে। অবশেষে তাহারা বাড়ীর লোকের চীৎকারে আকৃষ্ট কতিপয় গ্রামবাসীকে আসিতে দেখিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি-সহ পলায়ন করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

৪০ হাজার টাকার জহরত চুরি

কিছুকাল পূর্ব্বে নাহনের মহারাজার কাউলাগড় চা বাগান হইতে প্রিন্স নরেন্দ্র সমসেরের ভার্য্যার প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের জড়োয়া গহনা চুরি হইয়াছিল; ঐ সম্পর্কে কয়েক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। অপহৃত অলঙ্কারের মধ্যে যাহা উদ্ধার করিয়া আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা স্থানীয় একজন জহুরী তাহার মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশ, বে-আইনী-ভাবে একটী পাঁচঘরা রিভলভার ও ৫টী কার্ত্তুজ রাখিবার অপরাধে ডিব্রুগড়ের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এল মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক সৈয়েদুর রহমান নামক চট্টগ্রামের একজন মুসলমান ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, সৈয়েদুর রহমান ও অপর ৪ ব্যক্তি তিনসুকিয়ার নিকটে একটি চা বাগানে এক মাড়োয়াড়ী দোকানে ডাকাতি করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু তখন ডাকাতগণ চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর পুলিশ মোটরে করিয়া তাহাদিগকে অনুসরণ করে এবং মাকুম জংসনে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। ডাকাতগণ গাড়ীতে করিয়া ডিব্রুগড়ের দিকে যাইতেছিল। পুলিশ সৈয়েদুর রহমানের শরীর খানাতল্লাসী করিয়া একটী রিভলভার ও ৫টী তাজা কার্ত্তুজ পায়।

সৈয়েদুর ও অপর ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগে এখনও মামলা দায়ের আছে। সমগ্র আসামীদের বাড়ীই চট্টগ্রামে।

শিশুর মৃত্যু

ভাগলপুর হইতে প্রকাশ, পশ্চিম ভাগলপুরে নাথনগর রোডে খেলা করিবার সময় দুইটী শিশু রোলারের নীচে চাপা পড়ে, ফলে একজনের মৃত্যু হইয়াছে, অপর শিশুটী হাসপাতালে শঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। রোলারটী অকস্মাৎ স্থানচ্যুত হইয়া তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৷০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০৷০-১০৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷৷০-৭৷৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৬৷০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫৷০
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷৷০-৪৸৵০
আটা (বি)		৪৷৷৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এ1)		৪৵০-৪৷০
আটা (২)		৪৶০-৪৷৵০
আটা (কে)		৫৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০-৩৷০
পোলার্ড ভুষি		১৸৶০-২৲
ভুষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

			প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,,	,,	৩৪৷৷৵১০
বড়ালের বার	,,	,,	৫৪৷৷৴১০
গিনি	,,	,,	২২৷৷৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	..	.. ..	৭১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২২শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫৷৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯৷৴০

২৬ গেজ ১১৵৷০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ইঞ্চি ।৴৫-৷৵১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৵০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭৷০-৭৷৷৵০
প্লেণ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫৷৵০ হন্দর
রড কাটিং	৫৷৵০-৫৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲-৬৵০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১৷৴০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ১৮৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর শনিবার দিবস শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীশ্রীল মুরারিগুপ্তের অপ্রকটতিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ তদীয় শ্রীপাটের মন্দির-প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ-কীর্ত্তন-পরিক্রমণাদি ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে একটী সংকীর্ত্তনবাহিনী শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর প্রভুর মূলগায়কত্বে শ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে শুভাগমন করেন। বন্দনান্তে শ্রীপাদ ভক্তিমধুর প্রভু "শ্রীগুরু-চরণপদ্ম" এই গীতিটী কীর্ত্তন করেন, তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল মুরারিগুপ্তের প্রসঙ্গ একঘণ্টাকাল পাঠ করেন। পুনরায় কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ প্রায় একঘণ্টা শ্রীমুরারিগুপ্তের ভজনানিষ্ঠা, তাঁহার ঐকান্তিকতা, তাঁহার শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট স্থাপনচেষ্টা ও আদর্শ, সর্ব্বপ্রদানে শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা এবং তাঁহার শ্রীপাটের মহিমা, অধিকন্তু জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম ও শ্রীপাট প্রকট করিয়া জগজ্জীবের কল্যাণসাধন তথা সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণের শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার ধাম ও ভক্তগণের প্রতি অকপট ভক্তি আকর্ষণ করিবার কৌশল ও গৌরভক্ত-গণের আদর্শ গ্রহণে ইঙ্গিত প্রভৃতি অশেষ নিত্যকল্যাণ বিধানের বিষয় অতি আবেগ ও ওজস্বিতার সহিত কীর্ত্তন করেন। পুনরায় শ্রীপাদ ভক্তিমধুর প্রভুর অধিনায়কতায় শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। উপস্থিত ভক্তগণকে কিছু কিছু প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। উৎসবে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীপাটরক্ষক শ্রীপাদ দর্পেশ্বর ব্রহ্মচারীর যত্ন প্রশংসনীয়।

গত ৫ই আশ্বিন স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত অমরুসি গ্রামের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথ এম্, ই, স্কুলে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্তবাবু বিজেন্দ্র নাথ চন্দ্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় অমরুসি গৌড়ীয়মঠের রক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রায় আধঘণ্টাকাল শ্রীমঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও মানব জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃবৃন্দকে প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদের আয়ুষ্কালের অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল সময় ভিক্ষা চাহেন।

* * *

অনন্তর সভাপতি মহাশয় প্রতি রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগদান করিতে সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করেন।

* * *

১২ই আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাটমন্দিরে শ্রীগুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল (হেড্ মাষ্টার রঘুনাথ এম্, ই, স্কুল) মহাশয় সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীহরি কীর্ত্তনের আবেদন করিলে শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমঠের প্রচার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে সাধু, ভক্ত, মহাজন, মহাত্মা, প্রেম শব্দগুলির অক্ষজরূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থ এবং অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজজ্ঞান, পরা ও অপরা বিদ্যার তারতম্য, ব্যাখ্যা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন।

HINDU HOME IN LONDON

Its Aim

—:o:—

MAHARAJA OF TIPPERA'S DONATION

New Delhi Oct. 9

Swami Bon Maharaj of the Gaudiya Mission came here on his way to London. He sails from Bombay on the 10th instant. His present object is to secure a site in London for building a Vishnu Mandir and a Home for the Hindus where they may live on Hindu style. Many students and seamen are stranded in London and it is the aim of the Gaudiya Mission to find home for them where they may live and mess together on Hindu style at less cost.

The Mahomedans have got two mosques in London through the grace of H.H. the Aga Khan and the Sikhs have got a Gurdwara through the graceof H H the Maharaj of Patiala. The Hindus all over India will be glad to learn that H H the Maharaja of Tripura has been pleased to make an offer to Swami Bon Maharaj to bear the entire cost of erecting a temple for the Hindus in London where the image of Sree Bhagwan Vishnu will be installed with due religious rites by the Gaudiya Mission so that the Hindus may meet and worship their God in due orthodox fashion with all religious solemnities. The monks of the Mission will live there in orthodox Hindu style so that the Westerners by association with them may be familiar with the Hindu mode of living and culture as in the present day the Hindus, who go there adopt the style of living of the Westerners and develop in them the spirit of inferiority complex.

H. H. the Maharaja of Tripura will earn the deepest esteem and gratitude of the Hindu community when the building of a Vishnu Mandir in London becomes an accomplished fact The Swamiji is expected to return to India by the first week of December next after enlisting the sympathy of distinguished Englishmen and Indians in London on his project and after selecting a site and settling preliminaries. The Raja of Sontosh, Mr. B. K. Basu and Mr. H. N. Dutta and other prominent citizens of Calcutta have mooted this proposal and have promised their support to raise funds for the Hindu Home in London.

—*A. B. Patrika* (11.10 35)

শ্রৌতী মহারাজ নন্দোৎসব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। "অহমিহ নন্দং বন্দে" বাক্যটির তাৎপর্য্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়। স্বামীজীর বক্তৃতার পর শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল মহোদয় অনেকক্ষণ যাবৎ সদেশে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ যশোমতীনন্দন', 'নন্দের নন্দন' ও অনাদি 'কংসকলে' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী-প্রসাদ ও পাবলিকপ্রোসিকিউটর শ্রীযুক্ত নরসিং সহায় পাণ্ডেজীর নিকট আত্মা কি, তাহার সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ, আত্মা-দশের বিভিন্ন অর্থ প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণন করেন। সন্ধ্যায় ঢাকার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী বি-এল মহোদয় মঠে আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মবন্দন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং তাঁহার পরিচিত মঠসেবকগণের সহিত আলাপপরিচয় এবং কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। মেসার্স ও, এন, মুখার্জ্জী এণ্ড এন্স্ কোম্পানীর বাড়ীর অনেকেই আসেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী মহাশয় আমার প্রত্যাগমনার্থ বিদায়গ্রহণকালে প্রভুপাদের সমীপে শ্রীধামে কিছু স্থানলাভের জন্য আবেদন জ্ঞাপন করিলে প্রভুপাদ তাঁহার বিচারের প্রশংসা করিয়া ধাম-সেবা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। শ্রীধামে যাহাতে আমরা কোনপ্রকারে ভোগবুদ্ধি না করি, শ্রীধাম আমাদিগকে তাঁহার যেরূপ সেবার সুযোগ দিয়েছেন, তাহা সেবানুকূলবিচারে বরণ করিয়া লই, ইহাতেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নতুবা আমাদের ভজ সহরের সব রকম সুবিধা থাকিবে, কিছুমাত্র অসুবিধা সহ্য করিতে পারিব না, ইহা ধাম-সেবার বিচার নহে। যাহার চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে শ্রীধামে বাসবাসের সহিত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে কালযাপন বাঞ্ছিত তাঁহাদের বিচার আর কি থাকিতে পারে? উপস্থিত অনেক কথা হয়। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত মঠে প্রায় ৭ হাজার লোক প্রসাদ পান। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র (পোঃ বাবুগঞ্জ, গ্রাম আগলকাটি, টিপারা) মহাশয়ের পুত্র রমেশচন্দ্র মিশ্র আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

চতুর্দ্দশ দিবস—২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার। প্রাতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীনরোত্তমানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ 'ধ্যেয়ং সদা' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। 'স্বরাট্' পাঠে সত্ত্বগুণাতীত: —ত্রিগুণ, ক্ষরাক্ষরোত্তম প্রভৃতি যাহাতে স্থান পায় না; আর 'অমৃত' পাঠে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিত্রয়, গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা ধামত্রয়, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই অদ্বয়জ্ঞানের প্রতীতিত্রয়, ত্রিবিধ পুরুষাবতার যাহাতে সত্য—এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত কলিতে নামের শ্রেষ্ঠতা, এক নামসঙ্কীর্ত্তনের সত্যের ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরের অর্চ্চনাদি সম্পন্ন হয় ইত্যাদি আলোচনা করেন ব্যাখ্যার পরও আসনঘরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, অর্চ্চন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল প্রভৃতি বিশিষ্ট শ্রোতৃসমীপে অনেকক্ষণ হরিকথা বলেন। এই সময় মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ও মহানন্দ ব্রহ্মচারী এবং পাটনা হইতে শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী আসেন। পাণ্ডে নরসিং সহায় অদ্য পাটনা রওনা হন। প্রভুপাদের ভাগবত ব্যাখ্যার পর শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন

অদ্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ভক্তিকুটীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী নামক জনৈক প্রিয়ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিতে করিতে ক্ষেত্রবাস প্রাপ্ত হন। এই ভক্তবর তাঁহার ধামপ্রাপ্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে "প্রভুপাদ আমার ব্যবস্থা করিয়াছেন" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইঁনি প্রায় দশ বৎসর যাবৎ প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে প্রভুপাদের মনোভীষ্ট-সেবা করিয়াছেন। ইঁহার আদর্শ সেবা-প্রাণতায় ও হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী প্রভুপাদের চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইঁহার ন্যায় একজন অকৃত্রিম অনন্য গুরুসেবকের অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

পঞ্চদশ দিবস—২৪শে আগষ্ট, শনিবার। প্রাতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধ ২২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বতশ্রবণসদন হইতে এক বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা বাগবাজার, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, রাজা নবকৃষ্ণষ্ট্রীট, গ্রেষ্ট্রীট, হারিসন ষ্ট্রীট, নন্দ-চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, বীডন ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদও শোভাযাত্রার নিয়মপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণের জন্য মোটরযোগে গিয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছু পরে সন্ধ্যা প্রায় ৭টা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। অদ্য 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের পূর্ব্ব-দিবসের আরব্ধ ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ মনোযোগসহকারে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর সংটুরাম কাপুরিয়া (প্রেসিডেন্ট কলিকাতা মাড়োয়ারী এ্যাসোসিয়েশন) মহাশয় আসিয়া প্রভুপাদের দর্শনলাভ করেন। ঢাকা হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন।

ষোড়শ দিবস—২৫শে আগষ্ট—রবিবার। প্রাতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় 'বিরাগ ও ভক্তি' সম্বন্ধে একটী সুন্দর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সভাপতি কুমার বাহাদুর যে অভিভাষণটি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও অতীব সুন্দর হইয়াছিল। তিনি যে "শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংশয়ের যুগে অমৃতের দূত" প্রভৃতি কএকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। বক্তৃতার পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসেন। প্রভুপাদ আসনঘরে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

৫ দামোদর ৩০ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতি আদি পঞ্চ গোদশায়ী কৃষ্ণষষ্ঠী প্রহ দ: ২।৩১ মৃগশিরা দণ্ড ৪।২২ পরিঘ দণ্ড ৪।৩ গরকরণ দ ২।৪৩ গতে বণিজকরণ রা ১।৩০ গতে বিষ্টিকরণ।

কার্ত্তিক ১০৪২

৬ দামোদর ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর শুক্র নিদি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণসপ্তমী দামোদর রা ১।৩০ আর্দ্রা ভূতভবাৎসব প্রভৃতি দিবা শিবযোগ রা ৩।২ বিষ্টিকরণ দি ২।১৫ গতে ববকরণ।

৭ দামোদর ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর শনি অমায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ রা ৩।১৭ পুনর্ব্বসু ভূতভূৎ দি শেষ ৫।৫৭ সিদ্ধযোগ রা ২।২৫ বালবকরণ।

অষ্টমীর ভিখারী

ভাদরের এ দুপুরে, অষ্টমীর ভিখারীরে,
　　পায়ে পড়ি ওগো মহীয়ান্।
উত্তম অধম দিয়ে, দিও না বিদায় দিয়ে
　　যাচে দীন কৃপা অবদান॥
যে ধনীর দারোয়ান, তোমা হেন মহাজন,
　　হের আনি ত্রিদিবের ধন
সে ধনীর দ্বারে আসি,চাহি'না ত' কিছু বেশী
　　করিয়াছি ক্ষুদ্র নিবেদন॥
যে ধনীর দুয়ারেতে, কমলেশ যোড়হাতে,
　　মাগে শুধু করুণা-ঈক্ষণ।
পেলে যাঁর কৃপাদেশ, হরবিধি মহেশেশ,
　　শীশ-পদ্ম ফুলে প্রোক্ষণ
(যাঁর) বসন-অঞ্চল হ'তে, ধন্য বায়ু পরশেতে
　　ধন্য মানে আপনে মাধব।
ব্রজ-ধনি-শিরোমণি, যিনি শ্রীব্রজের প্রাণী,
　　যাঁর দাস্য পদে বৈভব॥
সে ধনীর জন্মদিনে,দান ত' লভিবে দীনে,
　　তুমি এসো বিলাবে রতন
তাঁর জন্মোৎসবে আজ,দীনজনে দান-কাজ,
　　তবোপরি হ'য়েছে অর্পণ॥
দয়ার সাগর তুমি, হে বৈষ্ণব, তাই আমি,
　　তব পদে এসেছি আশাতে।
যদি তব কৃপা হয়, দারিদ্র্য ঘুচিবে ত্বরা,
　　রাধাষ্টমী তবে পূজি সুখে॥
রতন, কাঞ্চন, ধন, চাই নাক জন-জন,
　　মাগি শুধু তব পদযুগে।
বেকারের দাও কাজ, দিয়ে গলে দাস্যসাজ,
　　চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-যোগে॥
সেবা-ধন বিনা বাধ, দরিদ্র জীবন সদা,
　　আমি ত' বেকার হৃত-আশ।
দাস ভাবি' সেবা-ধন, দেহ মোরে হে সুজন,
　　ব্যর্থ, করি' অন্য-অভিলাষ॥
ভুবন-মোহন-মন, হরিতে নিপুণ জন,
　　তাঁর দাস তুমি অনুরক্ত;
নিহিত অন্ধ-হিয়ে, হর' মোর দুষ্ট মনে,
　　হরা-দাসো কর নিযুক্ত॥
সদা তব অধীনেতে সব বারে প্রকাশিতে,
　　তব পাদ্য কুকুর জানিয়া।
তোমার ভোজন-শেষ, দিও মোরে তবে ক্লেশ,
　　দূর হ'বে প্রসাদ সেবিয়া॥
মোর ভাগ্যে ঝাড়েলেশ, ধনী যদ বন্ধু আসে,
　　মোর প্রতি করুণা বিথারি'।
তুমি জানাইও তাঁরে, সুখ না এ দুরাচারে,
　　রাখিয়াছি চিরদাস করি'॥
সেবা-অবহেলা হেরি', শোধনে করুণা করি
　　ক'রো মাগে শ্রীপদ প্রহার।
পদধূলি দেবে মাগে, লুটাইব ধরাতে,
　　ধূলি হবে ভূষণের সার॥
তুমি ত' ব্রজের জন, ব্রজেশ-দুহিতার গণ,
　　ব্রজবাসী শুদ্ধ নন্দ-বাসি;
(তাই) অবমায় তব পাশে, বধব না　　আশে
　　আমি রাধা-অষ্টমী।
　　　　　　　　শ্রীরাম[illegible]

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামাত্মক ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা[illegible] ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচার[illegible] মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদ্বারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সৎপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমৎস্বরূপ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেঁতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাড়ু, (কাওড়া)

এখানে বড় ভুজমার্ত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুণ্টুর গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং হরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ [illegible]

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ রোহতোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হায়দার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল স্যাণ্ড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমন্মেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

অপরচিত্রা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ — ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী — ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা — ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব — ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ — ।৹
১৮। বাদশ-আল বর — ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য — ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) — ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) — ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥৹
২৭। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ — ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ — ॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) — ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন — ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) — ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶৹
৩৫। গীতমালা — ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ — ।৹
৪০। শরণাগতি — ৴৹
৪১। গীতাবলী — ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥৹
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক — ৴৹
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠক — ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১৹
৪৯। অচ্চনকণ — ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) — ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় — ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) — ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী — ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ — ॥৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ — ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম — ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ — ৴৹
৬৬। সারাংশবর্ণনম — ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ — ॥৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত — ॥৹
৬৯। নাম ভজন — ।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি — ॥৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস — ৷৵৹
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম — ।৹
৭৪। কোথাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — ৴৹
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আবেনডেন্স ডিকোসন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ।৹
৮০। সাধন-পথ — ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১৹
৮২। গীতাবলী — ৴৹
৮৩। শরণাগতি — ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি — ৴৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C44.15

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা কার্ত্তিক, ১৩৪২, ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৫ শুক্রবার [১৮৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

::০::—

আবিসিনিয়া সংবাদ

আবিসিনিয়ার উত্তরভাগের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খবর আসিতেছে না। প্রকাশ, ইতালীরা ঐ অঞ্চলে রাস্তা নির্ম্মাণ লইয়া ব্যস্ত আছে এবং ব্যূহ রচনা করিতেছে। দক্ষিণ দিকে সংঘর্ষ চলিতেছে। ওগাডেনে হাতাহাতি লড়াই হইতেছে। দানাকিলে ইতালীয় বিমানপোত বোমাবর্ষণ করিতেছে। হারারে হাবসী সৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ইতালীর রাজদূত আদ্দিস আবাবা ত্যাগ করিতে রাজী না হওয়ায়, কার্য্যতঃ তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। গুপ্তচর সন্দেহে সাতজন সোমালী সর্দ্দারকে আদ্দিস আবাবায় গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। এরিত্রিয়ায় ইতালীর অধীন উপজাতিগণের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

উভয় পক্ষই বলিতেছে যে, প্রতিপক্ষের লোক দলত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইতালী অবশ্য একথা খুব প্রচার করিতেছে। গত ১৫ দিনের মধ্যে বহু ফরাসী জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আবিসিনিয়ায় রওনা হইয়াছে।

আদ্দিস আবাবাস্থিত বৃটিশ দূতাবাস হইতে বৃটিশ প্রজাগণকে সম্ভবপর হইলে অনতিবিলম্বে আবিসিনিয়া ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন জিবুতী হইতে ১১৯ জন ও এডেন হইতে ৬২১ জন ভারতীয় লইয়া 'ইসলামী' জাহাজ এডেন হইতে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছে।

আদ্দিস আবাবা ও দিরেদাওয়া সহর খোলা জায়গায় অবস্থিত এবং তথায় বহু সংখ্যক বিদেশী বাস করে, এই তথ্যের প্রতি রোমস্থিত বৃটিশ রাজদূত ইতালী সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব জানাইয়াছেন যে, তিনি ঐ বিষয়টী 'নোট' করিয়া লইবেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষগণকে জানাইবেন।

ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য বোর্ড আবিসিনিয়ায় অস্ত্রাদি রপ্তানি সম্পর্কে বিলাতী রপ্তানিকারদের দরখাস্ত সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বাস দুর্ঘটনা

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রে এক বাস দুর্ঘটনার ফলে ছয়জন সৈনিক আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, কিংস রেজিমেণ্ট ও লিসেষ্টার রেজিমেণ্টের ১২ জন সৈনিক সহ একখানি বাস সদর 'সিভিল লাইনের দিকে যাইতেছিল বাসখানি পথিমধ্যে একটী ইলেকট্রিক থামের সহিত ধাক্কা খাওয়ার ফলে ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। ছয়জন সৈনিক আহত হইয়াছে, তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ভারতীয় পুলিশ মেডাল লাভ

সিমলা হইতে প্রকাশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কনেষ্টবল আবদুল করিম খাঁবাজ খাঁকে অসীম সাহসের পুরস্কার স্বরূপ ভারতীয় পুলিশ মেডাল দেওয়া হইয়াছে। সে নিরস্ত্র অবস্থায় একাকী দুইজন সশস্ত্র পাঠান আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনজন পাঠান আমেদাবাদে সিটী রোড দিয়া রেল ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল; এমন সময় দুই জন ছোরাধারী পাঠান তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুই জনকে ছোরা মারে। একজন তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং অপর জন তিন ঘণ্টা পর সিভিল হাসপাতালে মারা যায়। প্রথমোক্ত পাঠান তিন জনের উপর আততায়ীদের আক্রোশ ছিল।

দিন দুপুরে হত্যাকাণ্ডে রাস্তায় তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং এই অবসরে আততায়ীরা সরিয়া পড়ে। কনেষ্টবল আবদুল করিম ঘটনাস্থলের নিকটেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল সে তৎক্ষণাৎ একখানা বাসে আরোহণ করিয়া পলায়নপর পাঠানদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুদূর গিয়া ড্রাইভার বাস ঘুরাইয়া রাস্তা রুদ্ধ করিলে আবদুল করিম বাস হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একাকী পাঠান দুইজনকে ধরিয়া ফেলে। তাহাদের একজনের হাতে তখনও একখানা রক্তমাখা ছোরা ছিল।

বিচারে পাঠান দুই জনের একজন দশ বৎসর ও একজন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং জজ ও জুরীরা আবদুল করিমের উচ্চ প্রশংসা করেন

রমণীর ছদ্মবেশে ১০ বৎসর

ডিব্রুগড়ের সংবাদে প্রকাশ, তিনসুকিয়ার ২৫ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে অবস্থিত কোন এক চা-বাগানের মধ্যে কুলিদের বাসস্থানে একজন পুরুষ দশ বৎসর রমণীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছে বলিয়া উক্ত চা-বাগানের ডাক্তার ধরিয়া ফেলিয়াছেন, স্থানীয় হাসপাতালে একটী এবং স্থানীয় জেলে আর একটী এই শ্রেণীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন ধরা পড়িয়াছিল ছদ্মবেশে অবস্থান প্রকাশের বর্ত্তমান সংবাদে প্রকাশ, নবনিযুক্ত ডাক্তারের নিকট একটী কুলিকে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহার ছদ্মবেশে অবস্থান ধরিয়া ফেলেন। রোগীর নড়ন-চড়ন দেখিয়া ডাক্তারের সন্দেহ উপস্থিত হয় কারণ ঐরূপ নড়ন-চড়ন কেবলমাত্র পুরুষেরই বৈশিষ্ট্য। ডাক্তার রোগীকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিতে চাহিলে রোগী উহাতে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করে। তখন হাসপাতালের চৌকীদারের সাহায্য প্রদান করা হয় এবং তথাকথিত "রমণী কুলি" পুরুষ বলিয়া জানা যায়। অন্যান্য শ্রমিকগণ ঐ ব্যক্তিকে কুমারী বলিয়া মনে করিত।

সংবাদে আরও প্রকাশ, ডাক্তার ঐ বিষয় বাগানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিলে, তিনি (ম্যানেজার) ঐ ব্যক্তিকে এতদিন যে ভাবে থাকিয়া আসিয়াছে সেই ভাবে থাকিতে আদেশ দেন। কারণ, রমণীর ছদ্মবেশে অবস্থানের অপরাধে কুলিগণ তাহাকে নির্য্যাতন করিবে বলিয়া আশঙ্কা করেন।

ইক্ষু বিক্রয়ের স্থান লইয়া বিরোধ

রাউৎভোগ (ঢাকা,) হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই অক্টোবর বাধিয়া বাজারে স্থানীয় দুই দল মুসলমান—মৃধার দল এবং খাঁয়ের দল—ইক্ষু বিক্রয়ের স্থান লইয়া গোলমাল করে। এক দিন সামান্য হাতাহাতি হয়। প্রকাশ, মৃধার দল নাকি খাঁয়ের দলকে অপমান করে পরদিন বাজারের সময়ে খাঁয়ের উভয় [illegible] হয়। [illegible] মারামারি চলে। [illegible] পায়, তাহাদ্বারাই দাঙ্গা করে [illegible] কি, জেলেদের মাছকাটা 'বটি' [illegible] নাকি খুনাখুনি চেষ্টা হয়। [illegible] কেহ খুন হয় নাই। তবে প্রকাশ যে খাঁ পক্ষের তিনজনের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব-বন্দনা ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমামৃত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। রূপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।০০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণা ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণা ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়াডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১লা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | শুক্রবার | ১৮৯৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে পুরীস্থিত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমঠের সেবকবৃন্দের এবং সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তথায় গত পৌর্ণমাসী হইতে উর্জ্জব্রত আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয়, শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এবং আরও কয়েকজন গৌড়ীয়মঠ-সেবক গত ৬ই অক্টোবর রবিবার মহাপ্রভুর-বাণী প্রচারার্থ ভদ্রকে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যহ বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন। পাঠকীর্ত্তনের জন্য বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি প্রচারকগণকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভদ্রকের অন্তর্গত কুমার-নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর মহান্তি মহোদয় অন্যতম। তিনি প্রচারকগণকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং গৃহে গৃহে যাহাতে তাঁহাদের প্রচারবার্ত্তা বিঘোষিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এই সজ্জনের সচ্চেষ্টার প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ন্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠেও উর্জ্জব্রত উপলক্ষে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিভিন্ন ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। তদ্ব্যতীত বহুবার প্রচলিত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। তথায় সন্ধ্যার পরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয় একাধারে ভাণ্ডাররক্ষণকার্য্যে ও পাঠকীর্ত্তনাদি ব্যাপারে যে উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় গতবার উর্জ্জব্রত-পালনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এইবারও তদনুসারে কার্য্যাদি চলিতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে দামোদর-ব্রতকালে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-প্রয়াসী জনগণের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সৌজন্যে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম পাইব বলিয়া আশা করিতেছি।

আমরা কতিপয় সজ্জনের পত্রে অবগত হইলাম, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণ হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতি বৎসর শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি বিজয়া দশমী হইতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হয়। কিন্তু এবার প্রচারকগণের অনেকেই কার্ত্তিকব্রতোপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের সমীপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঢাকার উৎসবকাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উর্জ্জব্রত অবসানে প্রচারকগণের কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারে যাইবেন, এরূপ কথা হইয়াছে।

গত ১৫ই আশ্বিন বুধবার আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠাকার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকর্ত্তৃক মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অধিবাস-বাসরে স্বামীজী সমাগত প্রায় ৩০০ শত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশে প্রচার, বৌদ্ধাচার্য্যের বিচার খণ্ডন, সিদ্ধবটে রাম-উপাসকের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্র শ্রীরামনামের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণনামের উচ্চারণ, মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন এবং ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যলীলার উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বর্ণন করেন। রামদাসবিপ্রের দুঃখ, শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ, জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী অপ্রাকৃত বস্তু, ভোগের প্রতিমূর্ত্তি—বিংশতি প্রাকৃত বস্তু জড়পিণ্ড লোচন, রাবণ কখনই অধোক্ষজ সীতাঠাকুরাণীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক দর্শন করিবারও সামর্থ্য নাই, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের বিচার, তত্ত্ববাদিগণের প্রতি কৃপা, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের হেয়তা, শাস্ত্রযুক্তিমতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির সাধন, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামক দুইটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আনয়ন, মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা প্রভৃতি বিষয়সমূহও স্বামীজী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* *

গত ১৫ই আশ্বিন বুধবার প্রাতঃকালে উষঃকীর্ত্তন হয়। প্রাতঃকালে ৭টার সময় একটি নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হয়। খাড়া, উপরভেলা, কালাবাড়ি, নিচভেলা, বালিজানা, বক্সামারা, বড়ভিটা, আনিয়া, করেয়া, বিষ্ণুপুর, মলীগ্রাম, চেরকেড়া, হাসিকপুর, নড়খোলা, তাতিপাড়া, চকচক, চকাবড়ী, কলাকে, বামুনদি প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় ৬০০ ব্যক্তি এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রায় ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য নানাবিধ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া শিবিকায় বহন করিতে থাকেন।

* * *

প্রায় ১১টার সময় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহরে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি, বি-টি মহোদয় নানাবিধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা কুঞ্জমণ্ডপ সজ্জিত ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার বেশ রচনা করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর সমবেত প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। স্থানীয় উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, মহাজন, প্রতিবেশী ও বহু সজ্জনবৃন্দ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১২ই অক্টোবর ২৫শে আশ্বিন শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুত কৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার পরলোকগত পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবামুখে যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাদ্বারা সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাই বিধেয়

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতভক্তমণ্ডলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও পুরাতন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমঙ্গলনিলয় দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) শ্রীভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশেখর

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রত্নবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (কাওড়া)

এখানে বহু ভুক্তমাক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, তটে গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের শিষ্য

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—ইন্দুপদ ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ যাচক

(৩৫) শ্রীআনন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারী, পোঃ ভোগোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূষণগিরি

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরাসের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তারিখাত সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কৃপানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গোয়ালিয়া রোড, চৌটালি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরুসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরুসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30
Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

মঙ্গলভিলা, দার্জ্জিলিং,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমঠ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C44.15

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা কার্ত্তিক, ১৩৪২, ১৯ই অক্টোবর ১৯৩৫ শনিবার [১৯০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ইটালীয়-সম্বন্ধে ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস

গত ১৩ই অক্টোবর, অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার ২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অফিসে "নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের" বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার এক জরুরী সভায় ইটালীর কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) এই সভা আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীর ডিক্টেটর মুসোলিনির বলদর্পিত ও সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিতে ঘোরতর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে এবং লীগ সভাকে অবজ্ঞা করিয়া কার্য্যতঃ ইটালীর আবিসিনিয়াকে আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এই সভা শ্রমিকবর্গকে ইটালীর বিরুদ্ধে বাধামূলক কার্য্য অবলম্বন করিতে আহ্বান করিতেছে।

(২) আবিসিনিয়ার দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ রাজনৈতিক চালবাজি দ্বারা যে, অন্যায় সুবিধা প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে এই সভা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। এই আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিরোচিত ও বিপুল সংগ্রাম সমর্থন করিতেছে। বর্ত্তমানকালে জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের যে দুরভিসন্ধি চলিতেছে, তাহার দিকে এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনসমূহের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

আবিসিনিয়ার বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদমূলক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি প্রধান অংশস্বরূপ পরিগণিত করিয়া এই সভা আবিসিনিয়ার প্রতি ভারতের জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে।

———

আত্মহত্যার হিড়িক

লায়ালপুর জিলায় গত সপ্তাহে ৩টি আত্মহত্যা এবং একটি আত্মহত্যার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম ঘটনায় এক মুসলমান যুবক কতকটা কাজে অবহেলার জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। দ্বিতীয় ঘটনায় এক শিখ তরুণী তাহার পিতা ও পিতৃব্য জমি লইয়া দাঙ্গায় গুরুতর জখম হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা করে।

তৃতীয় ঘটনায় এক হিন্দু যুবক তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর বিবাহ হইবে আশঙ্কায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে; কিন্তু যথাসময়ে উহা ধরা পড়ায় তাহার জীবন রক্ষা হয় তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী চালান দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

গত সোমবার রাত্রি অনুমান ৯॥ ঘটিকার সময় উল্টাডাঙ্গাস্থিত মেসার্স দত্ত এণ্ড কোম্পানী ও ভারত রোপ ওয়ার্কসের দড়ির গুদাম এবং এক কাঠের কারখানায় অগ্নি লাগে, ফলে দড়ির গুদাম দুইটী ও [illegible] কারখানা ভস্মীভূত হইয়াছে। ভারত রোপ ওয়ার্কসের দড়ির গুদামে বহু পরিমাণ আলকাতরাও ছিল।

দমকলের ঘাটিতে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছিলে সাতখানি দমকল ত্বরিত গতিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অগ্নিনির্ব্বাপণে প্রবৃত্ত হয় এবং অনুমান দুই ঘণ্টাকাল পরিশ্রমের পর অগ্নি-শিখা আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অজ্ঞাত। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

চারি হাজার টাকার অলঙ্কার অপসারিত

বড়তলা ষ্ট্রীটের জানকী দাস আগর-ওয়ালা নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে এক কুলী সাড়ে চার হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

প্রকাশ, জানকীদাস হাওড়া ষ্টেশনে একজন কুলী নিযুক্ত করিয়া তাহার জিম্মায় একটী সুটকেস দেন। এই সুটকেস বড়-বাজার বড়তলা ষ্ট্রীটে লইয়া যাইবার কথা ছিল। সুটকেসে ৪ হাজার টাকা মূল্যের পাথর, মুক্তা ও অন্যান্য অলঙ্কার ছিল।

কুলী, জানকীদাসের সঙ্গে হাওড়া পুলের উপর দিয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ও হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত আসে। এই সময় সে ভিড়ের মধ্যে সুটকেস লইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। জানকীদাস কুলীকে দেখিতে না পাইয়া অনেক খোঁজ করে কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অবশেষে সে পুলিশে সংবাদ দেয়। অনুমান করা হইতেছে যে, কোন প্রতারক কুলীর ছদ্মবেশে এই কাজ করিয়াছে এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ষ্টীমারে নৌকায় ধাক্কা

পাবনা হইতে প্রকাশ, বিগত ২১শে আশ্বিন সকাল ৯টায় দুবলী গ্রামের শ্রীমান সুধাংশু গুপ্ত (২২) বি-এ, ও তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান বিশ্বনাথ গুপ্ত (১৪) কৌয়ার গ্রাম হইতে নৌকাযোগে স্বগৃহে আসিতেছিল। তাহারা ডোমসার হইতে কোটাপাড়া অভিমুখে নদী পাড়ি দিতেছে, এমন সময় একখানা মালবাহী ষ্টীমার তিনখানা গাধাবোটসহ আসিয়া নৌকার উপরে পড়ে এবং নৌকাখানা সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া যায় সুধাংশুর বাম বক্ষপঞ্জরে ভয়ানক চোট লাগিয়াছে এবং দিন দিনই বেদনা বাড়িতেছে বিশ্বনাথের মাথায় আঘাত লাগিয়াছে মাঝি ও অন্য দুই জন আরোহীর কিছুই হয় নাই প্রকাশ যে ষ্টীমারের সারেং মাঝিকে ১৫৲ টাকা খেসারত দিয়াছে তাহার নৌকাখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

———

৭৫ বৎসর বয়সে উদ্যম

৭৫ বৎসর বয়সের এক মার্কিণ ভদ্রলোক পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাহার পায়ে জুতা নাই, মাথায় টুপি নাই। তিনি প্রত্যহ দশ মাইল হিসাবে হাঁটেন। ৩০০০ তিন হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন নিউইয়র্কে কাহারো গৃহে তিনি আতিথ্য লন না।

কিছুকাল পূর্ব্বে ডিপোলাইট মার্টিনেট নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক পদব্রজে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছিলেন। সম্বল একটি কপর্দকও সঙ্গে ছিল না। আমেরিকা হইতে তিনি যান ইংলণ্ডে, তার পর নৌকাযোগে ফ্রান্সে, ফ্রান্স হইতে [illegible] ইতিয়া য়ুরোপ পার হইয়া তিনি এশিয়ায় পৌঁছেন। ভারতবর্ষে ভ্রমণ কালে অনেকে তাঁকে সাধু মহাত্মা বলিয়া ভুল করেন। তাঁর পায়ে জুতা ছিল না। যেখানে গিয়াছিলেন, সেইখানেই চরিত্র গুণে সকলে তাঁকে আদর করিয়াছিল

রোহতকে রামলীলা-মিছিল দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত

রোহতক শ্রীরামলীলা-মিছিল প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

"গত ৮ই অক্টোবর তারিখে রামলীলা মিছিলে শ্রীরামচন্দ্রের দোলা যখন অস্থায়ী-কালের স্থান মহল্লা কাদেস্থান হইতে ফিরিতেছিল তখন বাহিরের লোকদের প্ররোচনায় স্থানীয় মুসলমানেরা উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। তাহারা বাড়ীর ছাদ হইতে ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে এবং লাঠি লইয়া আক্রমণ করে। শোভাযাত্রার যে অংশ শ্রীরামচন্দ্রের দোলার জন্য বাজারের নিকটে অপেক্ষা করিতেছিল মুসলমানেরা উহার উপরও ইট পাটকেল ছোড়ে এবং লাঠি লইয়া উহা আক্রমণ করে। অবস্থা এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে, কর্ত্তৃপক্ষ গুলী চালাইতে বাধ্য হন। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সহরের অবস্থা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত। উত্তেজনা গুরুতর থাকা সত্ত্বেও শোভাযাত্রীরা শান্তিপূর্ণ ছিল। যথাসময়ে রামলীলা মেলা-ক্ষেত্রে গিয়া মিছিল শেষ হয়। পুলিশ সহরে পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। মিথ্যা গুজবে কেহ বিশ্বাস করিবেন না।"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, হিন্দুদের একদল প্রতিনিধি গত ১১ই অক্টোবর কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, গুণ্ডামি দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। আর যাহাতে উপদ্রব না হয় কর্ত্তৃপক্ষ তৎকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লাল ইকবালবাহাদুরকে কোতোয়ালীতে মোতায়েন করা হইয়াছে। প্রকাশ, রোহতকে বহুদিন কোনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় নাই, এবং এই হাঙ্গামায় রাজপুত মুসলমানেরা যোগ দেয় নাই। হিন্দুদের বিশ্বাস, বাহিরের কুচক্রীদের চক্রান্তে হাঙ্গামা হইয়াছে। সোনাপাটের মহকুমা হাকিম হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। তিনি রামলীলা-কমিটির কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানদের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, সাক্ষীরা সকলেই নাকি বলিয়াছেন যে মুসলমান জনতার মনোবৃত্তি এবং মুসলমান পাড়ায় দুইটী মসজিদের ছাদ হইতে মুসলমান গুণ্ডাগণকর্ত্তৃক রামলীলা মিছিলে ইষ্টক বৃষ্টি প্রভৃতির ফলে গুরুতর পরিণতি ঘটিতে পারিত, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে রোহতকের অবস্থাও হয়ত ফিরোজাবাদের ন্যায় ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত।

---

৭ জনের সশ্রম দণ্ড

মীরাটের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ আর এল ইয়র্ক বাহিংগ্রাম ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। পাঁচজন আসামীর মধ্যে চারজনকে দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং একজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ৩০শে মে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আসামী আরও কয়েকজন লোকসহ বাহিংগ্রামের ভাগন নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করে। ডাকাতদলের মধ্যে একজন বন্দুকসহ বাড়ীর ছাদের উপর যায় এবং তথা হইতে তিন চারবার গুলী ছোড়ে। আক্রমণকারীরা দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে

কোন মে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া বাহিরে যায়; তাহার সোরগোল শুনিয়া গ্রামবাসীরা তথায় একত্রিত হয় এবং ডাকাতদের উপর ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে কিন্তু ডাকাতেরা লুঠতরাজ করিয়া সরিয়া পড়িবার প্রয়াস পায়। দুইজন ডাকাত গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে এবং অন্য সকলেই পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। ঘটনাস্থলে কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছিল।

প্রাণদণ্ড

গোলাম রসুল নামক এক মুসলমান যুবক মুলতানের সেসন জজ কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। অতঃপর সে হাইকোর্টে আপীল করে। মাননীয় বিচারপতি মিঃ ডগলাস ইয়ং ও মিঃ মনরো তাহার আপীল অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

গোলাম রসুল ৩০ বৎসর বয়স্ক বলিষ্ঠ যুবক। মামলায় প্রকাশ, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গুল্লু নামক এক ব্যক্তি কারোরপাক্কা থানার লাল খাঁ নামক একজন কনেষ্টবলের পাশে বসিয়াছিল। এমন সময় গোলাম রসুল একখানা কুঠার হস্তে তথায় গিয়া গুল্লুকে আঘাত করে। গুল্লু তৎক্ষণাৎ মারা যায় কনেষ্টবল লাল খাঁ গোলাম রসুলকে বাধা দিতে গেলে, সে কনেষ্টবলকেও আঘাত করে। কনেষ্টবলের চীৎকারে থানার মোহরার তথায় দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে, সে মোহরারকেও আক্রমণ করে; মোহরার থানা হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। এই সুযোগে গোলাম রসুল থানার প্রধান কক্ষটি দখল করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। থানার দারোগা নিকটেই কোয়ার্টারে ছিলেন। হাঙ্গামা শুনিয়া তিনিও থানায় দৌড়াইয়া আসেন। ততক্ষণে জন ত্রিশেক পুলিশ থানায় জড় হইয়াছিল। সাব-ইন্সপেক্টর গোলাম রসুলকে দরজা খুলিয়া আত্মসমর্পণ করিতে উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করেন। সে অসম্মত হইলে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। গোলাম রসুল 'ইয়া আলী' ধ্বনি সহকারে কুঠার হস্তে কনেষ্টবলদের দিকে ধাওয়া করে। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর পুলিশ তাহাকে কাবু করিয়া তাহার কুঠার ছিনাইয়া লয়।

ট্রেণ ও লরীতে সঙ্ঘর্ষ

ডিব্রু সোদিয়া রেলওয়ের শিংলকাটীর নিকটস্থ গুমটিতে একখানি ট্রেণের সহিত একটী লরীর সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন যাত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। লরীখানি চুর্ মার হইয়াছে। উহাতে আটজন যাত্রী ছিল। নিকটস্থ কোন চা বাগানের জনৈক ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ঐ লরীতে যাইতেছিলেন। তিনি লরী হইতে লাফাইয়া পড়েন। লরীর অন্যান্য যাত্রীরাও রক্ষা পাইয়াছে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০-৬॥০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৶০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭॥০
পতিরাম		৪৯৲

চিনির দর

সাদা জাভা বেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯॥৵০
,, লাল ,,	৮॥৶০ ৯৲

আতপ—

নূতন আতপ	৭৸০
পেশোয়ারী	১০।০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪॥০-৪॥৶০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩।০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫।০
উৎকৃষ্ট		৪৸৶০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪॥৶০
আটা (বি)		৪॥৶০-৪৸০
সুজী		৪৸৶০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪।০
আটা (২)		৪৵০-৪।৵০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৶০
আটা (৩)		৩৶০-৩।০
পোলার্ড ভূষি		১৸৵০-২৲
ভূষি		১৸৶০-১৸৶০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

	প্রতি ভরি		
টাকশালের বার	,,	,,	৩৪॥৶/১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪॥/১০
গিনি	,,	,,	২২॥/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,,	,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫॥৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬॥৶০—৬৸৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৶০ ২৪ গেজ ৯।/০

২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি. ১০৸০

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ইঞ্চি ।/৫-॥৶/১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৶০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭॥৶০
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫।৵০ হন্দর
রড কাটিং	৫।৶০-৫৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲-৬৵০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৶১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।/০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯ | ২রা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২ | ১৯শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫ | শনিবার | ১৯০তম সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডে-ঊর্জ্জব্রত

শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ ১৭।১০।৩৫

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ ঊর্জ্জব্রতের যে বিধি ও আনুষ্ঠানিক সেবার বিধান কৃপাপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন, ভক্তগণ তাহা যত্নের সহিত পালন করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ ও আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণকে অগ্রণী করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনবার শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া থাকেন। পরিক্রমান্তে সকলে পুনঃ শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের সভামণ্ডপে সমবেত হন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ প্রাতে যথোচিত কীর্ত্তনাদির উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও যথোপযোগী কীর্ত্তন হইয়া থাকে। অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ যথোপযোগী কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন এবং সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সকলকেই কার্ত্তিক-ব্রতের বিধানানুযায়ী আচার-বিচারে সংযম ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শ্রীব্রজস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ প্রকট করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তথায় ভাবসেবা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুষ্পসমাধি প্রকাশ করিতেছেন। স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জের কার্য্য সমাপ্ত প্রায়। পটমণ্ডপ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই তথায় শুভ প্রবেশ করিবেন।

কুঞ্জবিহারী মঠের মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ১০ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ ঐ কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন।

গত ৮ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে আসিবার সময় শেষশায়ী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, শেষশায়ীর সুপ্রাচীন মন্দিরের স্থানে স্থানে সংস্কারকার্য্য এবং গোষ্ঠবিহারী মঠের নির্ম্মাণকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারক শ্রীরূপ সনাতনের প্রবর্ত্তিত শ্রীব্রজধাম প্রচারিণী সভার বিবিধ সেবাকার্য্যের জন্য নানাভাবে প্রেরণা দান করিতেছেন।

গত ১২ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ মঃ মঃ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ভক্তগণের সহিত কাম্যবনে গমন করিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভজনস্থলী দর্শন ও তাহা পুনঃপ্রকাশের জন্য প্রেরণাদান করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধা নিকুঞ্জের বাণীবন্যা প্রবাহিত হওয়ায় সকলেরই শ্রীরাধাকুণ্ডস্নানের সৌভাগ্যলাভ হইতেছে। প্রাকৃত বুদ্ধিতে কুণ্ডস্নান ও স্পর্শ করিবার চেষ্টায় যে-সকল অসুবিধা আছে, তাহা অচিরে কুণ্ডপ্রবাহরূপিণী হরিভজনবাণীতে অপসারিত হইতেছে।

উৎকল প্রদেশে প্রচার

ভদ্রক ১৪।১০।৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় প্রচারক ভদ্রকে কয়েক দিন প্রচার করিয়া ভদ্রকের নিকটবর্ত্তী কোরণ্ট নামক গ্রামে উপস্থিত হন। ১১।১০।৩৫ তারিখে প্রচারকগণ ভদ্রকের সুপ্রসিদ্ধ উকীল কোরণ্ট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবানন্দ মহাপাত্র মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হন। উকীলবাবু প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করেন।

১২।১০।৩৫ তারিখে বৈকালে ৩॥০টার সময়, আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উক্ত উকীলবাবু ও শ্রীযুক্ত লালমোহন মহাপাত্র প্রভৃতি মহোদয়গণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে তিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা, চিদ্বদ্ধ ও চিন্মুক্ত—দুই শ্রেণীর জীবের অবস্থা, চির-মায়াবদ্ধ জীবের সংসার বদ্ধদশা এবং বদ্ধদশা হইতে মুক্তদশায় উপস্থিত হইবার উপায় প্রভৃতি বহুবিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রায় ২ঘণ্টা পাঠ হওয়ার পর হরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তৎপর দিবস তাঁহাদের আগ্রহে পুনরায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ আরম্ভ হয়। এইদিন তিনি পাঠকালে বলেন যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবলম্বন না করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইতে পারে না। গুরু কাহাকে বলে, গুরুর স্বরূপ কি, ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-ক্রমে কিরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ করিতে হয়, শ্রীগুরুদেব হইতে প্রাপ্ত বীজমন্ত্র সাধক কি-প্রকারে সাধন করিবেন এবং কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ কি ইত্যাদি বহু বিষয়ে প্রায় ২ঘণ্টা যাবৎ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। পাঠান্তে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহার পর সভা ভঙ্গ হয়। কোরণ্ট গ্রামে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া প্রচারকগণ অন্যত্র প্রচারে যাইবেন।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

যশোহর-জেলার অন্তর্গত পাটনা-গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাশাধিকারী মহাশয় গত ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর বুধবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বত-বিধানানুসারে স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কোনোপ্রকার ব্যক্তি মনে করিতে পারে যে, সে রাধাকুণ্ডে আসিয়াছে, রাধাকুণ্ড দেখিয়াছে, তাহার জল স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে স্নান করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু তাহার কার্য্যের মধ্যেও অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান রহিয়াছে। রাবণ যে-প্রকার মায়া সীতাকে স্পর্শ করিয়া মনে করিয়াছিল যে অপ্রাকৃত লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সেই প্রকার ধারণা। যাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডের স্মৃতি অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে। তাঁহাদেরই প্রকৃত রাধাকুণ্ডে বাস ও স্নান হয়। বৃষভানুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ। তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড রূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু। জীবের চরমপ্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—উপদেশামৃতের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান। অষ্টসখীর কুণ্ডে এক এক প্রকার ভাব পাই, কিন্তু শ্রীরাধাকুণ্ড স্নানে যুগপৎ আট প্রকার ভাব লাভ হয়; শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্যাদির সকল কথা বৃষভানুনন্দিনীতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-ঘটসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আদবর ।০
১৯। ভক্তাবধেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
২৭। [illegible] গুণগোবিন্দঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৴০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি এ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স ৷৵০
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭৭ ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C445.

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪২, ২১শে অক্টোবর ১৯৩৫ সোমবার [১৯১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইতালী ও আবিসিনিয়া সংবাদ

দক্ষিণ-পূর্ব্ব আবিসিনিয়ায় ইতালীয় ও সোমালিদের মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের উপজাতিরা বৃটিশ আদেশ অমান্য করিয়া আবিসিনিয়ার পক্ষে যোগদান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। উভয় পক্ষে বহু হতাহত হইয়াছে।

মুষলধারে বারিপতনের ফলে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ইতালীয় গেংলোগুবি অভিযানের অগ্রগতি বন্ধ হইয়াছে।

জেনারেল দেল বোনো আদোয়ায় পৌঁছিয়া ১৮৯৬ সালের যুদ্ধে নিহত ইতালীয়গণের স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার ৭-১৫ মিঃ সময় ইতালীয়বাহিনী আকসামে প্রবেশ করিয়াছে। বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী লইয়া ইতালীয় বাহিনী আদোয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। আদ্দিস আবাবায় সহস্র সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছে।

মঃ লাভাল বৃটিশ ও ইতালী রাজদূতের সহিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া যে খবর প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই, ফরাসী রাজনৈতিক মহল স্বীকার করিয়াছেন যে, মঃ লাভাল কূটনৈতিক আলোচনার দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করিবার পক্ষপাতী। মঃ লাভাল সিনর মুসোলিনীর নূনতম দাবীর সর্ত্ত জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। বিরোধ মীমাংসার জন্য মঃ লাভাল উদ্যোগী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নাকি ইতালী সরকার খুসী হইয়াছেন। প্রধান সেনাপতি মার্শাল বাদোগলিও মাসাওয়ায় পৌঁছিয়াছেন।

বারুদের গোলায় আগুন

রাজমাহেন্দ্রী হইতে প্রকাশ, একটি গোলায় আগুন লাগায় দুইজন স্ত্রীলোকসহ তিনজন নিহত এবং আরও তিনজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, পাঁচজন স্ত্রীলোক এবং তিনজন পুরুষ পটকা তৈয়ার করিতেছিল। এমন সময় পাশের ঘরের বারুদের গোলায় আগুন লাগে দীপালি উৎসবের জন্য ঐ গোলায় অনেক বারুদ রাখা হইয়াছিল। বাড়ীটি পুড়িয়া গিয়াছে।

আত্মহত্যার চেষ্টা

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী মাখনলাল দত্ত আহিরীটোলায় বাস করিত। গলায় জখম অবস্থায় তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

প্রকাশ, সম্প্রতি লোকটি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্গতি সহ্য করিতে না পারিয়া সে গত সোমবার দিন প্রাতঃকালে চুপে চুপে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিজের ক্ষুর দ্বারা গলা কাটিতে আরম্ভ করে দৈবক্রমে তাহার ভাই এই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার হাত হইতে ক্ষুর কাড়িয়া লয়। লোকটী ঘরের মেঝেতে পড়িয়া যায় এবং তাহার জখম হইতে প্রচুর রক্ত পড়িতে থাকে সংবাদ পাইয়া বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অবিলম্বে তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আহত লোকটী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে। জোড়াবাগান পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

ব্রাহ্মণের মৃতদেহ প্রাপ্তি

ফৌজবাদের রাম দাস ও গরীব নামক দুইজন ব্রাহ্মণকে একটী ঘরের মধ্যে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। শব হইতে নির্গত দুর্গন্ধে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাহারা পুলিশে সংবাদ দেয়। যে ঘরে উহারা ছিল, তাহা বাহির হইতে তালা দেওয়া ছিল। পুলিশ আসিয়া তালা ভাঙ্গিয়া গলিত অবস্থায় ঐ শব বাহির করে। শব দুইটী পরে সনাক্ত করা হয়। তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মুখ ধুইতে যাইয়া মহিলার মৃত্যু

ভৈরব (ঢাকা) হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই আশ্বিন অষ্টমী পূজার দিন ভোরে কলমা গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে দক্ষিণা বাবুর একটি সন্তানবতী মেয়ে খুব ভোরে গৃহ সংলগ্ন পুকুরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল। দক্ষিণাবাবুর মেয়ের মূর্চ্ছা রোগ ছিল। সঙ্গে ছোট একটি মেয়ে ছিল। ঘাটে যাইয়া বসিবা মাত্র দক্ষিণাবাবুর মেয়ের মূর্চ্ছা রোগ উপস্থিত হয় এবং জলে পড়িয়া যায়। সঙ্গীয় ছোট মেয়েটি মাকে জলে পড়িতে দেখিয়া দৌড়াইয়া খবর দিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যায়; লোকজন আসিয়া মৃত অবস্থায় দক্ষিণা বাবুর মেয়েকে উদ্ধার করে। পূজার আমোদ আহ্লাদ নিরানন্দে পর্য্যবসিত হয়। হায় কি দুর্দ্দৈব!

নদীতে সাঁতার কাটিতে গিয়া যুবকের মৃত্যু

কটক হইতে প্রকাশ, খুর্দ্দা রোডের ফণীন্দ্রনাথ রায় নামে ১৬ বৎসর বয়স্ক এক বাঙ্গালী যুবক কটকের কাটজুরী নদীতে সাঁতার কাটিবার সময় জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

শিশুর গলায় মাছ আটকাইয়া বিপত্তি

ডোমার (রংপুর) হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন হয় ডোমার থানার অন্তর্গত আমিরবাড়ী গ্রামে জনৈক পল্লীমহিলা তাহার একটী ৪ বৎসর বয়স্ক সন্তানকে কাছে বসাইয়া মাছ কুটিতেছিলেন। এমন সময় শিশুটি মাতার অগোচরে একটি খলিসা মাছ মুখের মধ্যে দিয়া গিলিতে থাকে। ফলে মাছটী গলায় আটকাইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য তাহাকে ডোমার হাসপাতালে আনা হয়; কিন্তু পথিমধ্যেই সন্তানটী মারা যায়।

শত্রুতার পরিণাম

হাওড়া, বসন্তপুর গ্রামে (আমতা) বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট একটী নরমুণ্ডদেহ পাওয়া যায়। প্রকাশ, গত ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে একজন বাঙ্গালী যুবক ডাক্তারকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না এবং ঐ মৃতদেহ তাহারই বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশ, ডাঃ এ চক্রবর্ত্তী ২৯শে সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে এজাহার করেন যে, তাহার জীবন বিপদাপন্ন। ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তাহাকে পাওয়া যায় নাই। বসন্তপুর গ্রামের এক মাঠে তাহার শিরচ্ছিন্ন দেহ পাওয়া যায়। ডাক্তারের বন্ধু বান্ধব তাহাকে সনাক্ত করে।

প্রকাশ, ব্যবসায় সম্পর্কে তাহার সহিত যাহাদের শত্রুতা ছিল খুব সম্ভবতঃ তাহারাই তাহাকে মারাত্মক অস্ত্রদ্বারা হত্যা করে। এই সম্পর্কে ৫ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সাইকেল যোগে সিঙ্গাপুর হইতে লণ্ডন

শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বাস আড়াই বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর হইতে সাইকেল যোগে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাহির হন। তিনি প্রথমে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসামের পথে পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে পৌঁছেন। অতঃপর বাঙ্গলা দেশের ভিতর দিয়া পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। পেশোয়ার হইতে কাবুলে পৌঁছেন; তথা হইতে কান্দাহার ও হেরাতের ভিতর দিয়া তেহেরাণে পৌঁছেন; ইহার পর বাগদাদের ভিতর দিয়া সিরিয়াতে পৌঁছেন। সিরিয়াতে একদল দস্যুর হস্তে তিনি প্রায় প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছেন; ইহার পর বুডাপেষ্ট, বেলগ্রেড, ভিয়েনা, ড্রেসডেন, বার্লিন প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া তিনি হামবার্গে পৌঁছেন। বলকান পর্ব্বতের মধ্যে তাঁহার জীবন একবার বিপদাপন্ন হইয়াছিল। হামবার্গ হইতে তিনি জাহাজ যোগে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হামবার্গের পূর্ব্বে তিনি সাইকেল ছাড়া অন্য কোন যানের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি শীঘ্রই লণ্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমেরিকার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাইকেল যোগে অতিক্রম করিবেন বলিয়া বিশ্বাস মহাশয়ের ইচ্ছা আছে। লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহ ইতিমধ্যেই বিশ্বাস মহাশয়ের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। শীঘ্রই বিশ্বাস মহাশয় বেতার যোগে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার ১৩৮ নং ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীটে এক বাজীর দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩ জন গুরুতর আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ দিন বেলা অনুমান দশ ঘটিকার সময় সহসা উক্ত দোকানের মধ্যে একটি ভীষণ শব্দ হয়, এবং আগুন জ্বলিয়া উঠে। দমকল প্রায় একঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া আগুন নিবায়। দোকানটি যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক এণ্ড কোম্পানীর। সমস্ত জিনিষপত্র, দরজা ও বারান্দার ছাদ পুড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিকের (বয়স অনুমান ৩৫) সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ মল্লিক ও তাঁহার একটি ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র ও সামান্য আহত হইয়াছেন। দোকানের ক্ষতির পরিমাণ অনুমান পাঁচ হাজার টাকা হইবে। দোকানটির উত্তর পার্শ্বে একটি মনোহারী দোকান ও দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডুর দোকান ছিল। উত্তর পার্শ্বের দোকানের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ দিকের কিছুই হয় নাই। ঐ দোকানটি একটি খোপের মত হওয়ায় আগুন বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

—

ডাইন সন্দেহে প্রহার

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, দুইজন সাপুড়িয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গোখুরা সাপ ধরিতে চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় কয়েকজন শিখ গ্রামবাসী লোক তাহা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে মারপিট করে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বাহিরে পুষ্করের ধারে বসিয়া দুইজন সাপুড়িয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া গোখুরা সাপ ধরিতে চেষ্টা করে। এই সময় একজন শিখ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল; সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, এত রাত্রিতে তাহারা ঐ স্থানে কি করিতেছে। তাহারা বলে যে, গোখুরা সাপ ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শিখটী মনে করে যে, তাহারা হয়ত ভূত ডাকিতেছে—যাহার ফলে গ্রামে বিপদ ঘটিতে পারে। ফলে অনুমান ২০ জন শিখ যুবক লাঠি ইত্যাদি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। লাঠির আঘাতের ফলে তাহারা গুরুতরভাবে আহত হয়।

চিত্রগুপ্তের খাতয়ান

গত ৫ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ৬০১ ও মৃত্যু ২৯৯; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৭৪৪ ও মৃত্যু ৪১৯ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ৩৪৮ ও মৃত্যু ১৬১। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তে মোট আক্রমণ ৬৫ ও মৃত্যু ২৮; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৯৮ ও মৃত্যু ২৩ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ৭৫ ও মৃত্যু ২২। আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মোট আক্রমণ ৬৩ ও মৃত্যু ১৪; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৮১ ও মৃত্যু ৬ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ৯৭ ও মৃত্যু ১৬। আলোচ্য সপ্তাহে মেনিঞ্জাইটিস রোগে আক্রমণ ১১ ও মৃত্যু ১০; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১২ ও মৃত্যু ১০ এবং গত বৎসরের এই আক্রমণ ১২ ও মৃত্যু ১১।

জিলাসমূহের মৃত্যুসংখ্যা

কলেরা—বৰ্দ্ধমান ১০, বীরভূম ১১, বাঁকুড়া ৩, মেদিনীপুর ৩১, হুগলী ১, হাওড়া ৫, চব্বিশপরগণা ২২, কলিকাতা ৩, মুর্শিদাবাদ ২০, খুলনা ৯, জলপাইগুড়ি ৪, রঙ্গপুর ৩০, বগুড়া ৩, পাবনা ৯, ঢাকা ৪, ময়মনসিংহ ২৪, ফরিদপুর ১, চট্টগ্রাম ৩, ত্রিপুরা ২৫ ও নোয়াখালী ৮১।

বসন্ত—বৰ্দ্ধমান ১, মেদিনীপুর ১, হাওড়া ৩, কলিকাতা ২; মুর্শিদাবাদ ২, রাজসাহী ১, দিনাজপুর ৫, [illegible] ১, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ৩ ফরিদপুর ১ ও নোয়াখালী ৫।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—চব্বিশ পরগণা ১ ও কলিকাতা ১৩।

মেনিঞ্জাইটিস—হাওড়া ২ ও কলিকাতা ৮।

—

মেথরের ধর্ম্মঘট

দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর মেথরগণ বেতন বৃদ্ধি করা হয় নাই বলিয়া কাজ বন্ধ রাখে। অনেক বলা কহার পর পুনরায় কাজ আরম্ভ করিবার জন্য রাজী হইয়াছে।

বারুদের বাক্স পড়িয়া বিস্ফোরণ

বারোদা এক সংবাদে প্রকাশ যে, এক কুলী যখন একবাক্স বারুদ লইয়া যাইতেছিল তখন উহা হঠাৎ তাহার মাথার উপর হইতে পড়িয়া যাওয়ায় বিস্ফোরণ হয়। উহার ফলে তিন ব্যক্তি হত এবং দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

পুকুর কাটা লইয়া মারামারি

ধানবাদ হইতে প্রকাশ, অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষেত্রে জল দিবার উদ্দেশ্যে পুকুর কাটা লইয়া সাহবাদ গ্রামে দুই বিরোধী দলের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে; ফলে তিনজন লোক গুরুতর জখম হয়, উহার মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামের সিংহ চৌধুরীরা যখন বাঁধ কাটিয়া দিতেছিল, সেই সময় বহুসংখ্যক মুসলমান লাঠি ও সড়কী প্রভৃতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। লোকদিগকে পর দিন হাসপাতালে লইয়া আসা হয় এবং হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার পর একজন মারা যায়, অপর দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অলঙ্কার অপহরণের উদ্দেশ্যে খুন

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ৭ই অক্টোবর শ্রীমতী দুনিয়া নাম্নী জনৈকা বয়স্কা স্ত্রীলোককে তাহার বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি তাহার মৃতদেহ একটী কূপের মধ্যে গলিত অবস্থায় ভাসিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, শ্রীমতী দুনিয়া একটি সাজি লইয়া বেলপাতা সংগ্রহ করিতে বাহির হয়। তাহার গায়ে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। ঐ অলঙ্কার চুরির উদ্দেশ্যেই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। পুলিশ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

—

চায়ের সহিত মিশ্রিত বিষ

লাহোরের সেসন জজ কর্ত্তৃক রাওলপিণ্ডি জেলার ১৮ বৎসর বয়স্কা একটি পাঠান বালিকার উপর প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ লাহোর হাইকোর্ট সম্প্রতি অনুমোদন করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, স্ত্রীলোকটী তাহার স্বামীর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে চায়ের সহিত আর্সেনিক বিষ মিশাইয়া উহা তাহার স্বামীকে, একজন অভ্যাগতকে ও একটী শিশুকে খাইতে দেয়। চা পান করিয়া তিন জনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ত্রীলোকটী অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল।

কলিকাতার বাজার দর

সোনা রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	,,	,,	৩৪৷৵১০
গুড়ার বার	,,	,,	৩৪৷/১০
গিনি	,,	,,	২২৷/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,,	,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

১০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা ৬৲-৬।০

ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন ৫৵০-৫৷৵০

বরগা (টী আয়রণ) ৬৷৵০—৬৸৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৬৲—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯।/০

২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ২২ঞ্চি ।/৫-৷৵১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৵০

বাগান ঘেরা কাঁটা তার বাণ্ডিল ৭।০-৭৷৵০

গোল কাটিং বা ছিট কাটা ১৸০-৩৲ মণ

পাটী কাটিং ৫৲-৫।৵০ হন্দর

রড কাটিং ৫।৵০-৫৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲-৬৵০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।/০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯ ৪ঠা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২১শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, সোমবার ১৯১তম সংখ্যা

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

১ম দিবসের হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া যে নিত্য মঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে।

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে নামের শ্রেষ্ঠতা মন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীশচীনন্দনের বিষয়-জাতীয়তা হইতে আশ্রয়জাতীয়তার আনয়ন, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন গোস্বামী মহোদয়গণ ও মাথুরমণ্ডলের অসমোর্দ্ধত্ব প্রদর্শন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনমহিমা ইত্যাদি প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর উপরিউক্ত শ্লোক দ্বারা গুরুর নমস্কার করেন, এবং বলেন—যে গুরুদেবের সুবিখ্যাত করুণাবলে পূর্ব্বোক্ত অনুকম্পাবলীর সহিত শ্রীরাধামাধবের চরণ-যুগলের সেবার আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত পাইয়াছেন, সেই গুরুদেবের প্রতি শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু নমস্কার বিধান করিয়াছেন। আজ আমরা সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়াছি। শ্রীগৌর-সুন্দর একসময়ে তদীয় অধ্যাপনা-লীলায় শ্রীরাধার নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন। তিনি "গোপী, গোপী" জপ করিতে থাকিলে একজন পড়ুয়া তাঁহাকে বলিল—গোপীনাম জপ কোন্ শাস্ত্রে আছে? কৃষ্ণনাম জপে মুক্তি হইবে। এই কথা শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীভাগবতীয় দশম স্কন্ধের ৬৮তম অধ্যায়ের একটী শ্লোক মনে পড়িল। "নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥" যাহারা পশুপ্রকৃতির মানব, যাদের শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য-অবধারণে অসমর্থতা এবং সর্ব্বদা আহার-নিদ্রাদি ইন্দ্রিয়তর্পণে আসক্তি, তা'রা নানাপ্রকার মদে মত্ত হয় বলে অনুক্ষণ সুনির্ম্মল শান্তির অনুসন্ধান পায় নাই। তদুপসর্গ সম্বন্ধে যেরূপ লগুড়াঘাতের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, অন্য কোন উপায়ে বশের সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ ঐপ্রকার অসাধুগণের প্রতি লগুড়ের প্রহারই সংযমের উপায়। শ্রীগৌরসুন্দর তাই লগুড় হস্তে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। শ্রীরাধা সম্বাং কৃষ্ণ—আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ। আশ্রয় ব্যতীত বিষয়ের পূর্ণতা নাই। সেই জন্য যাঁরা কেবল কৃষ্ণনাম জপ করেন, তাঁদের আংশিক নাম হয়। শ্রীহীন কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নহেন। আশ্রয়ের কৃপা ব্যতীত বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য আদৌ গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়ের শ্রেষ্ঠবিগ্রহরূপ; তদানুগত্যে আমাদের বিষয়ের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিতি লাভ শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ হইলে ভগ-বানের সেবার সম্ভাবনা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষাষ্টকের প্রথমশ্লোকে শ্রীনামের শক্তির বৈভব-প্রকাশকালে বলেন, —"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥" তিনি শ্রীহীন বিশ্রীক কৃষ্ণের নাম করিতে উপদেশ করেন রাধাকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন হইতেই পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার ফল লাভ হয়। শ্রীহীন কেবল কৃষ্ণ-নাম জপে তাহা হয় না।

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং
প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"
(পাদ্মবাক্য)

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার কুণ্ড তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণ তদীয় উপদেশামৃতে বলিয়া-ছেন—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং
যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ
কঃ কৃতী॥

সুকৃতিশালী মানবই এই কুণ্ডতীর আশ্রয় করেন। ইহার আশ্রয়ের অযোগ্য ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ভাগা বলিতে হইবে। পৃথিবীতে মানবাকার জীবগুলির মধ্যে অধিকাংশই অসৎকর্ম্মী, নিষ্কর্ম্মী বা অকর্ম্মী। তাঁহারা আসুরধর্ম্মী, এজন্য হরির অপ্রিয়। তদপেক্ষা চিদচিৎসংকৎপাপরোরণ জ্ঞানী অধিক প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা কেবল ভক্তিমান প্রিয়তর। ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত অতীব প্রিয়। তাঁহাদের অপেক্ষা ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব-গোপীর মধ্যে রাধা অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীরাধিকার তুল্য তদীয় কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডতীরে আমরা এখানে আজ পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এখন আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা দরকার, কিরূপ যোগ্যতা থাকিলে কুণ্ডে আসা যায়। আমরা তাহার কতদূর যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি। এখানে প্রত্যহ অষ্টকালীয়-লীলাপাঠ, সন্ধ্যায় হরিকীর্ত্তন, শ্রুতি, শ্রীমদ্-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিয়মিত রূপে পাঠ হওয়া আবশ্যক।

এখানে প্রত্যহ উষঃকাল হইতে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শ্রীকুণ্ড-তীরস্থ শ্রীপাদ গোস্বামিগণের বেড়া পরিক্রমা হইতেছে। প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপনিষদ্ ব্যাখ্যা ও অপরাহ্ণ কালে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, এবং সায়ংকালে শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা ৭টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা

অজ ভগবানের জন্মস্থলী বলিয়া শ্রীমথুরা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। আবার শ্রীবৃন্দাবন অধঃক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রাসস্থলী শ্রীমথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ। তদীয় রমণস্থলী বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতা আরও অধিক। প্রেমামৃতপ্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মহাজন গাহিয়াছেন—"গৌর ব্রজবনে ভেদ না হেরিব।" গৌরবন ও ব্রজবন অভেদ। গৌরবন শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগ-পীঠ অভিন্ন-মথুরা; শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন—রাসস্থলী; শ্রীব্রজপত্তনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডের অবস্থিত। শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের পাদপদ্ম অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধা-কুণ্ডের প্রকট-তিথি কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি... মহারাজকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ দামোদর, মঙ্গলবার সম্বৎসর ৪৪৯

অর্চ্চনাধিকার

অর্চ্চার (অর্চ্চা-বিগ্রহের) প্রসন্নতা-সম্পাদনের নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক পূজন 'অর্চ্চন' নামে অভিহিত। অর্চ্চা ভগবান্ চক্ষিষ্মের বালয়া মানব কাষ্ঠ, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি-দ্বারা তাঁহার যে কাল্পনিক-মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন তাহাই অর্চ্চা, ইহা যাহাদের ধারণা তাহাদের অর্চ্চনানুষ্ঠান বস্তুতঃপক্ষে পৌত্তলিকতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবগণের অর্চ্চা-বিগ্রহ কাল্পনিক নহে। স্থূল এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকেও কৃপা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অর্চ্চারূপে প্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। অর্চ্চাকে সম্বোধন করিয়া অপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পন্ন, অর্চ্চার স্বরূপাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণই দৃঢ়ভাবে ব'লতে পারেন—"প্রাণনাথ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা অন্যায় হইবে না যে, মানবের কল্পিত স্থূল আকার যে-প্রকার পুতুল, তাহার কল্পিত মানসিক চিন্তাস্রোতে গঠিত মূর্ত্তিও, তাহার স্থূল আকার প্রদর্শিত হউক আর না হউক, পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃপা-বিতরণের জন্য শ্রীভগবানের প্রাপঞ্চে শুভ-বিজয় পৌত্তলিকতারূপ অন্ধকার নিরসন করিয়া থাকে। আর ভগবানের অবতার তত্ত্ব না বুঝিয়া অল্পজ্ঞানের বাহাদুরী প্রদর্শনপূর্ব্বক উন্নত-অবস্থার ভাণে অর্চ্চা-পূজাকে পৌত্তলিকতা মনে করিয়া মানসিক বিকারের যে দুষ্টতা অর্থাত্রুব 'সিমাইটস্' প্রভৃতি প্রদর্শন করেন, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহাদের অনাথত্বই প্রতিপাদন করে; তাঁহাদের কার্য্যাবলী পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মে পরমার্থের কোন কথাই নাই। তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মধর্ম্মে প্রবেশ লাভ হইলে অর্চ্চার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়।

এক্ষণে অর্চ্চার অর্চ্চনের অধিকার কাহার, তাহাই বিবেচ্য। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বলেন, শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না হইলে শালগ্রামের পূজায় অধিকার হয় না। এই কথার অযৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। শালগ্রামকে যাহারা সামান্য পাথর বুদ্ধি করে, তাহারা পৌত্তলিক। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা নাই। যাঁহারা শ্রীশালগ্রামকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে জানেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, "নাদেবং দেবমর্চ্চয়েৎ"। জড় শৌক্রাদির গর্ব্ব আত্মধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তির নাই। তাহা অবেদের বা অসুরের কার্য্য। ব্রাহ্মণতা কখনও শুক্র-শোণিতে আবদ্ধ নহে। একথা ঠিক যে, ব্রাহ্মণতা লাভ না হইলে অর্চ্চনাধিকার হয় না। যিনি ভগবদ্-অর্চ্চনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবানের চরণে আর্ত্তিজ্ঞাপন করেন, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সেই বুদ্ধিযোগের প্রথম প্রকাশ 'ব্রাহ্মণতায়' তাহার পূর্ণবিকাশ 'বৈষ্ণবতায়'। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই যে, ভগবদ্ভজনে রুচি হইবে তাহা নহে। ইহার উদাহরণ কলির মাহাত্ম্যে আমরা প্রায় ঘরে ঘরেই দেখিতে পাই। শুদ্ধ আচার-সম্পন্ন বিপ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণতা লাভের সুযোগ হয় বটে, কিন্তু সেই সুযোগ পদদলনকারীর দৃষ্টান্তও যে না আছে তাহা নহে। কেহ কেহ সর্ব্ব-নিকৃষ্ট বর্ণী শূদ্রের গৃহে, এমন কি অন্ত্যজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্-ভজনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ব্রাহ্মণতার যে স্বাভাবিক-বৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাহার উদাহরণ আমরা যথেষ্ট পাইয়া থাকি। তাঁহারা সদ্গুরুর পাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব লাভান্তর যে শ্রীশালগ্রামের পূজনাধিকার লাভ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বৃত্ত-ব্রাহ্মণতাই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা। বৃত্ত-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। ভণ্ডক বৃত্তিতে শূদ্রের গর্ব্ব করিয়া শালগ্রাম পূজার অভিনয় করিলেও তাহাকে শালগ্রাম পূজা হয় না—'শালগ্রাম দ্বারা বাদামভাঙ্গা'ই হইয়া থাকে

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক

(১)

যেই শ্রীরাধিকাকুণ্ড মাথুর-মণ্ডলে।
প্রকাশিত কৈলা কৃষ্ণ প্রমোদের ছলে॥
অরিষ্ট বিনাশে নন্দ্য ধর্ম্মোক্তি শুনিয়া।
ব্রজে সখীগণানীত দিব্য বারি দিয়া॥
পরিপূর্ণ কৈলা কুণ্ড অতি শোভাময়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(২)

শ্রীবার্ষভানবী কুণ্ড স্নাত-জন হৃদে।
প্রদানে অচিরে কৃষ্ণপ্রেম সসম্পদে॥
যেই প্রেম ব্রজভূমে কৃষ্ণকান্তাগণে।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ বলি' ভাবে মনে মনে॥
যেই রাধাকুণ্ড কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৩)

অঙ্গের কি কব কথা অঘরিপু হরি।
প্রিয়ার কটাক্ষ লাভ আশা হৃদে ধরি'॥
পরম আনন্দে স্নান সেবানুবন্ধনে।
অনুদিনে যে কুণ্ডের শোভা দরশনে॥
যেই শ্রীরাধিকাকুণ্ড নিত্য-শোভাময়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৪)

মধুর কিশোরী ব্রজে গোপাঙ্গনাগণ।
শিরে ধরে মনোরম রত্ন আভরণ॥
সে চারু ভূষণ তুল্য রাধাকুণ্ড ব্রজে।
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাস্পদ হ'য়ে নিত্য রাজে॥
রাধানামে সঙ্কেতিত যেই কুণ্ড হয়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৫)

সংসারে বিবেকহীন যে কোন মানব।
কৃষ্ণপ্রেম লভে পেয়ে কুণ্ড কৃপা লব॥
সেই প্রেম লতা ধরে রাধাদাস্য ফুল।
সদা সেবান্বিত হ'য়ে শোভয়ে অতুল॥
সর্ব্ব-শোভা-গুণান্বিত শ্রীকুণ্ড যে হয়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৬)

স্বীয় পরিজন-বর্গ নামেতে চিহ্নিত।
বিভক্ত করিয়া সখী সহ সমাশ্রিত॥
কমনীয় রাধাকুণ্ড ভ্রমরগুঞ্জনে।
মধুর নিকুঞ্জ শোভে তটস্থ কাননে॥
হেন দিব্য রমাস্থান যেই কুণ্ড হয়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৭)

যে কুণ্ডের তটভূমে রত্নবেদী পরে।
রাধারাণী প্রাণসখী লয়ে প্রেমভরে॥
গোষ্ঠচন্দ্রবিষয়ক-বার্ত্তা সুমধুর।
আলাপিছে ভাজিয়ার কৌতুকে প্রচুর॥
সর্ব্বজন মনোহর সেই কুণ্ড হয়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৮)

নিত্যক্রীড়ারত প্রেম-মত্ত অলি দল।
চারু-পদ্ম গন্ধযুক্ত বারি সুনির্ম্মল॥
পরিপূর্ণ শ্রীকুণ্ডেতে অতি মনোরম।
যে কুণ্ডে বিহরে রঙ্গে সুখে রাধাশ্যাম॥
ব্রজভূমে সর্ব্বসার যেই কুণ্ড হয়।
সেই রাধাকুণ্ড মোর হউন আশ্রয়॥

(৯)

শ্রীরাধার প্রীতিপ্রদ দাস্য কর্ম্মে যত।
আত্মসমর্পিয়া যেবা ধরে সেবাব্রত॥
অব্যাকুল চিত্তে পঠে নিত্য কুণ্ডাষ্টক।
তাঁর প্রতি তুষ্ট হন মধুহন্তারক॥
দেখান শ্রীহরি সেই সাধক জনারে।
পরম-হরষ-ভরা-আনন প্রিয়ারে॥

অক্ষয় কুমার

পিতার নাম করণে দোষারোপ

"একি অন্যায় কথা! আমার নাম রাখা হ'বে, আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে! যে নামে বিশ্বময় নরনারী আমাকে ডাকবে, যে নাম আমাকে কত শত বার লিখ্তে হ'বে, যে নামে কত নরনারী মূর্চ্ছা যাবে—সেই নামকরণ করবার সময় আমার অনুমতি নে'য়া হয়নি কেন? এ কি অন্যায় কথা!

"আচ্ছা না হয় অনুমতি না-ই নে'য়া হ'লো, অত ভাল নাম থাকতে অমন একটা বিছ্রি নাম বেছেওছে রাখা হ'লো কেন? পিতামাতা বড় আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন "অক্ষয়কুমার"। এখন ত' আমার প্রাণান্ত—নানা দিক্ দিয়ে; কেউ ত' পুরো নামটা উচ্চারণ করেই না—যার যা খুশি তাই ব'লে ডাকে—পীরিত করে বলে 'অখু'—রেগে বলে 'অক্থা'—আর যদি কেহ শুদ্ধ ক'রে উচ্চারণ করেন তবে আমি দাঁড়াই 'অক্কয়'। জ্বালাতন আর কি? অফিসে ছোট সাহেব বলেন,—'য়্যাক্শয়', বড় সাহেব বলেন 'উক্খোয়' বল আমি আর যাই কোথায়?

"আচ্ছা, না হয় ডাকাডাকিতেই লোকে এইপ্রকার দৌরাত্ম্য করে করুক, কিন্তু বাবা মা কোন্ আক্কেলে আমার এই নাম রেখেছিলেন? আমি 'অক্ষয়'-'কুমার' অর্থাৎ আমার ক্ষয় নাই, আর আমি চিরকাল বিবাহ না ক'রে থাকব! যদি আমাকে অত সাধ ক'রে অক্ষয়-কুমার করবার ইচ্ছা ছিল, তবে যৌবনের রেখাপাত হ'তে না হ'তেই আমাকে কুমারীগণের হাটে পাঠিয়ে দে'য়া হয়েছিল কেন?—সেই হাটে আমাকে নিলামে চড়িয়ে উচ্চতম ডাকে বিক্রয় করা হয়েছিল কেন? আর আজ যে আমার ক্ষয়রোগ বন্যায় ধরেছে, তা'র ব্যবস্থা বোধ আনা করেছিলেন কেন?—হায়রে আমার 'অক্ষয়কুমারে'র ক্ষয়হীনতা ও কৌমার কোথায়? তা' হ'লে কি ক্ষয়যুক্ত অকুমারের নামই 'অক্ষয়কুমার'? আজ মাতাপিতার সাধের 'অক্ষয়কুমার'এর এই দশা কে দেখ্বে! ওগো পিতা! ওগো মাতা! "তোমরা আজ তোমাদের অক্ষয়কুমারের এই ক্ষয়ের সময়ে কোথায় রইলে? একবার এসে দেখে যাও; তোমাদের বোকামটা কতদূর।"

আশায় আঘাত

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত 'ভিজাগ' বা ভিজাগাপট্টম্ স্থানটি বঙ্গোপ-সাগরের কূলে অবস্থিত। ইহার একাংশে পাহাড় সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া নীলাম্বুরাশি এই পাহাড়ের গাত্রে ক্রোধভরে আঘাত করিতেছে, আর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পাহাড়ের পাদদেশে পরাজিত ক্লান্ত শত্রুর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শরতের নীলাকাশ 'তরল' ও 'কঠিনে'র পরস্পর এই অবিরাম আক্রোশ ও উপক্রোশ খেলা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া নীল জলের নীলিমায় মিশিয়া গিয়া-ছিল। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অক্ষয়কুমার চিকিৎ-সকের উপদেশে সেই পাহাড়ের উপরে বসিয়া অনন্ত বারিধির পানে চাহিয়া রহিয়া পিতামাতার শ্রাদ্ধনিয়মনের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কত কি ভাবিতেছিল। রোগে মেজাজ খিটখিটে হইলেও সময় সময় আশার আলোক যে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ না করিত,

তাহা নহে। এই আলোকে সে ভাবিল- "কাল আর জ্বর হ'বে না, কাসি হবে না।'

কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! আশার ঐ আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না করিতেই তাহার কাসির জোর এত বাড়িল যে, অক্ষয়কুমার একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

দিব্য-বাণীর কৃপা

অক্ষয়কুমারের একপত্নী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা চতুস্পার্শ্বে উপবিষ্ট। সকলে ভীতত্রস্ত হইয়া প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত। অক্ষয়কুমারের চক্ষু নিমীলিত—দেহ অচেতনপ্রায়; বহির্জ্জগতের কোন উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে না। পত্নীর সেবা, পুত্রের শুশ্রূষা বুঝিবার সামর্থ্য আর অক্ষয়কুমারের নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দে'খতে পাইল (কোন্ নেত্রে তাহা অক্ষয়কুমারই জানে) তাহার সম্মুখে এক দিব্যকান্তি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। গৈরিক বসন, হস্তে ত্রিদণ্ড, মস্তক মুণ্ডিত, দ্বাদশতিলকে দেহ সুশোভিত, সঙ্গে কতিপয় ব্রহ্মচারী। সকলের বদনে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইতেছেন সন্ন্যাসী মহারাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অক্ষয়কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ব্রহ্মচারিগণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ অক্ষয়কুমারের উত্তপ্ত কপোলদেশ তাঁহার সুশীতল করকমলদ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিলেন,—

"তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।"
"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে চাহিলেন—যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়। যেন ইহজগতে নাই—শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল—আর কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি যেন উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট হইয়া উঠিল চক্ষুকোণ হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ দেখিয়া অবাক্! এমন সময়ে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জনভেদ করিয়া কক্ষস্থিত সকলের সকল চিন্তা স্তব্ধ করিয়া কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অক্ষয়কুমার দেখিলেন—সেই সন্ন্যাসী, সেই ব্রহ্মচারিগণ। তাহার আত্মীয়গণ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যথোচিত-সম্ভ্রম ও আদরে তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিল।

নিত্য আত্মীয়ের সন্ধান

অক্ষয়ের কর্ণে সেই শ্লোক ধ্বনিত হইতেছিল। যেন সেই শ্লোক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার সামনে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল অক্ষয়কুমার অত্যন্ত দুর্ব্বল। উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু সে সেই সময়ে কি এক অদ্ভুত শক্তি-প্রভাবে উঠিয়া বসিল এবং ভিক্ষুকগণকে প্রণাম করিল। তখন সন্ন্যাসী মহারাজ আবার সেই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "অক্ষয়কুমার! তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্। তোমার বড় শুভদিন উপস্থিত। এমন সৌভাগ্য অতি অল্প জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কেন না, জীব আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিবার কালে নিজের ভোগপ্রবৃত্তির কথা ভুলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা না করিয়া, ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিয়া অপরাধী হইয়া পড়ে। তুমি আজ বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার এই ব্যাধি বা তজ্জাত ক্লেশ তোমার নিজের কৃত। ইহার ফলভোগ তোমাকেই করিতে হইবে। ঈশ্বর তোমার কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন—তোমার মঙ্গলের জন্য—তোমায় ত্রিতাপমুক্ত করিবার জন্য—তোমার ভোগবুদ্ধির সম্যক্ বিনাশের জন্য। আজ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ইত্যাদি সকল প্রিয়জন ও বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ইঁহাদের সহিত তোমার নিত্য সম্বন্ধ নহে। ইঁহারা তোমার ব্যাধির ক্লেশের বিন্দুমাত্র অংশী নহে—কেহ তোমার মৃত্যু রোধ করিতে পারে না। সুতরাং যদি নিত্যকালের জন্য সুখী হইতে চাও—যদি নিত্য বাসস্থানে নিত্যকাল ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নিত্য আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে চা'ও, তবে নিত্য সুহৃৎ, নিত্যবান্ধব, নিত্যআত্মীয়ের সন্ধান লও—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর।

স্বজনাখ্য দস্যুগণের অশ্রুতে প্রীতি

একই কথা অক্ষয়কুমারের তৃষিত কর্ণে সুধা ও তাহার স্ত্রী, কন্যাগণের ভোগের বাঞ্ছাপূর্ণ কর্ণ-কুহরে বিষের তীব্রধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। অক্ষয়ের অপ্রাকৃত চক্ষু উন্মীলিত হইবার উপক্রম হইল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত চক্ষুর দর্শনরাশি ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে লাগিল। পূর্ব্বগগনে অরুণোদয়ে যেমন দস্যুতস্করের বিষাদ, সজ্জনের আনন্দ, সন্ন্যাসীর উপদেশরাশি তদ্রূপ অক্ষয়কুমারের নিকট প্রীতিকর ও তাহার পুত্রকন্যাদির নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

অক্ষয়ের অনুশোচনা

অক্ষয় বুঝিয়াছে মৃত্যু কি? যে কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার প্রিয়জনকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহাদের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? "হায়! হায়! জীবন ভরিয়া এ কি করিলাম? বালুকারাশিতে জলসিঞ্চন করিলাম! অনিত্য অপ্রিয় বস্তুকে নিত্য ও প্রিয়জ্ঞানে বৃথা অমূল্য জীবনপাত করিয়াছি! তবে উপায় কি? যমরাজ যে আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন!" এই ভাবিয়া অক্ষয়কুমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের দিকে প্রণত হইয়া শয্যার উপরে উপুড় হইয়া পড়িল এবং কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর, আমার উপায় করুন। দেহ ত' আর থাকিল না! যে কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকি, সেই সময়টুকু যাহাতে এই ভুলে না কাটাই কৃপা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।"

সন্ন্যাসীর উপদেশ

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন,—"অক্ষয়কুমার! ভগবানের অশেষ কৃপায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, বাঁচা ও মরা কি? তুমি বাস্তবিকই বাঁচিয়া নও; তুমি মৃত। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে জান, তুমি যক্ষায় দেহত্যাগ করিয়া তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। তুমি অক্ষয়কুমাররূপে ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির পতি, ঐ পুরুষমূর্ত্তির পিতা—এই জাতীয় অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। আজ তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তাঁহারা তোমাকে মৃতজ্ঞানে ব্যবহার করুক। তুমি এই দেহত্যাগ করিলে তোমার সহিত ইঁহাদের যে সম্বন্ধ, আজ তোমার দেহ থাকিতেও তোমার সহিত সেই সম্বন্ধ। সুতরাং তুমি নিজে জান, তুমি বাঁচিয়াও মৃত।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

উনবিংশ দিবস—২৮শে আগষ্ট, বুধবার। প্রাতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৫৮ তম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। অদ্য সন্ধ্যায় পাবনা, ময়মনসিং, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ত্তমানে সেক্রেটারী, বোর্ড অফ্ রেভিনিউ, বেঙ্গল—মিঃ এস্, এন, ব্যানার্জ্জী আই-সি-এস্ মহোদয় তাঁহার বিদুষী পত্নী, শ্যালিকা, শ্বশ্রূমাতা ও কন্যা-সমভিব্যাহারে মঠদর্শনে আসেন। মঠরক্ষক মহোদয় তাঁহাদিগকে মঠমন্দির দর্শন করাইয়া কিছু ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করেন। তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে প্রসাদ সম্মান ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কিছুক্ষণ হরি[illegible] করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ ক[illegible]মীর দুই ছইটি দর্শন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শিক্ষা শ্রবণেও তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন। অদ্য প্রভুপাদের ব্যাখ্যা হয় নাই। শ্রীপাদ ভৌথ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী শ্রীপাদ সাগর মহারাজ সহ পূর্ব্বদিবসের ন্যায় বীডনষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ বাবুর গৃহে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। চাকদহ হইতে শ্রীমহেশপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটরক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর একদাসীজী শ্রীমৎ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারীজীকে সঙ্গে লইয়া আসেন।

বিংশদিবস—২৯শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার। প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিকুসুমপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনরোত্তমানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের ৬৩তম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। প্রভুপাদ অদ্য অপরাহ্ণে কিছু সময়ের জন্য থিয়েটারোডে যান। তথা হইতে আসিয়া সন্ধ্যায় ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অদ্য 'ভক্তিস্তুয়ি স্থিরতরা' শ্লোকের ব্যাখ্যাতে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' শ্লোকমুখে প্রয়োজনতত্ত্বের উপদেশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবিধ বৈষ্ণবাধিকারের বিষয় আলোচিত হয়। প্রভুপাদের ব্যাখ্যার পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। প্রভুপাদ আসনঘরে আসিয়া উপস্থিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ সমীপে বলিতে থাকেন -"মৎস্যাদির রস, ব্যাখ্যা করা দরকার "বেদমুদ্ধরতে" শ্লোকে সর্ব্বশেষে কৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার, আছে কৃষ্ণই সর্ব্বাবতারাবতারী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত একই বস্তু। আমাদের ১২ মাসই ভাগবত পাঠ করা দরকার, নতুবা লোকে ভুলিয়া যায়। ১৮০০০ শ্লোকের মধ্যে সহস্র শ্লোক ভাগবতার্ক-মরীচিমালা-গ্রন্থে ধরা হইয়াছে, ভাগবতসন্দর্ভে প্রায় ৪০০০ শ্লোকের বিচার আছে। শুক ৭ দিনে ভাগবতপারায়ণ করেন, কেহ কেহ ৮ ঘণ্টা করিয়া পড়িয়া ৩ দিনে ২৪ ঘণ্টায় সমগ্র ভাগবত পারায়ণ করিতে পারেন, [illegible] ১ দিনে ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের এখানে মাসব্যাপী ভাগবতপারায়ণ হইতেছে। বর্ষব্যাপী পারায়ণ হইতে ৩৬০ দিনে ৩৬০ অধ্যায় পারায়ণ হইতে পারে। ৩ দিন, ৭ দিন, ১ মাস, ১ বৎসর বা ১২শ বৎসরব্যাপী সকল পারায়ণেই যোগদান আবশ্যক। স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ রসিকভক্তসহই ভাগবত আস্বাদ্য"। ইত্যাদি।

শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী অদ্যও বীডনষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশবাবুর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অদ্য ১১শ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়ের "যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং" শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা হয়। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত উত্তর পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এক স্থান সারস্বত-কোট, সরস্বতীপীঠ বা শাস্ত্রভজনস্থলী। এই মঠ-বর্ত্মে শ্রীগৌর-বাণীমূর্ত্ত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তদুপরি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও আম্নায় সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি বহুবিধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅদ্বয়স্থিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ 'দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশেখর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ত্রিপুরা)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিতরুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণাশ্রয় ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোকুলবিহারী মঠ

শেখুপুরা, পোঃ ডোডোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোকুলবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তৃষ্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারিধার মাতারপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ কমলানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

ফ্রোক্টার রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরাস গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমদ্যজ্ঞেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

অগ্রভিলা, দার্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'ঈশোদ্যান' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO.C.5.44

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ২২শে অক্টোবর ১৯৩৫ মঙ্গলবার [১৯২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নৌকা ডুবিতে ১০ জন নিরুদ্দিষ্ট

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বাহরাইচের নিকটবর্ত্তী রাপ্তী নদীতে বান আসায় একটী দেশী ডিঙ্গী ডুবিয়া যায়। ফলে ১৫ জন লোক নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ রাপ্তী নদীর এই অংশ কুম্ভীর বহুল। উক্ত নৌকার মাঝি এবং একটী মাত্র স্ত্রীলোক এই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নৌকার মাঝিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মাঝি বলিয়াছে যে, ডিঙ্গীখানি পারা দেওরিয়ার দিকে যাইতেছিল। এই সময় সহসা নদীতে প্রবল বান আসে এবং নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি তীর অতিক্রম করিয়া এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ডিঙ্গীখানি তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায় এবং আরোহীরা তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীগর্ভে জীবন রক্ষার জন্য অসহায়ভাবে চেষ্টা করিতে থাকে।

কৃষ্ণানদীতে দুর্ঘটনা

সেদিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণানদীতে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সুপারিন্টেণ্ডেং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ শঙ্কর আয়ার ও তাহার স্ত্রী একখানি নৌকা করিয়া যাইতেছিল। নৌকাখানি হঠাৎ উল্টাইয়া যাইয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জলমগ্ন হয়। তাহাদের মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই। এরূপ জানা গিয়াছে যে, নৌকাখানি প্রবল স্রোতের সময় বাকিংহাম ক্যানেল দিয়া যাইতেছিল। এই সময় প্রবল বায়ু বহিতে-ছিল এবং হঠাৎ নৌকা উল্টাইয়া যায়।

স্পিরিটের মূল্য বৃদ্ধি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্পিরিটের মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বোম্বাইয়ের চিকিৎসক মহলে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার পেটেণ্ট ঔষধে স্পিরিট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিতে পারে এইরূপ আশঙ্কায় এবং যুদ্ধ বাধিলে প্রচুর লাভ হইবে। এই আশায় যথেষ্ট পরিমাণ স্পিরিট গুদামজাত করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কোন এক বিলাতী ঔষধ বিক্রেতার দোকানে খোঁজ করিয়া জানা গেল যে, সাধারণ লোকেও স্পিরিট সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে উহা ক্রয় করিতেছে। দিন কয়েক পূর্ব্বে স্পিরিটের মূল্য প্রতি ড্রাম ৫০ টাকা ছিল এবং বর্ত্তমানে স্পিরিট প্রতি ড্রাম ১৩০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

তরবারি চুরির ফলে মুসলমান গ্রেপ্তার

গত সোমবার রাত্রিতে সেণ্ট্রাল এভেনিউ রোডে একটী রিক্সাতে আবদুল সমির নামক একজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, আসামীর নিকট ৫ ফুট দীর্ঘ একটী তরবারি পাওয়া গিয়াছে। সে ঐ তরবারি হগ মার্কেটে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল। পুলিশ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, ময়দানে লর্ড রবার্টসের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, আসামী সেই প্রতিমূর্ত্তি হইতে ঐ তরবারি অপসারিত করিয়াছে।

পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

মজঃফরপুরের সংবাদে প্রকাশ, ইতালী ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ব্যবসায়িগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পরিস্থিতি লক্ষ্য করিতেছেন। লোহার জিনিষ, শস্য ও বিদেশী ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সংবাদপত্রের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদপত্রের জন্য প্রত্যহ ডাক আসিবার বেলা ষ্টেশনে বহু লোকের ভিড় হয়।

কাঁথিতে ডাকাতি

গত ১৯শে আশ্বিন রবিবার কাঁথী মহকুমার কিশোরপুর গ্রামে শ্রীমন্মথনাথ পাত্র মহাশয়ের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে রাত্রি ২ টার সময় ডাকাতেরা খিড়কীর দিক হইতে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করে এবং বহু হাতবাক্স, আলমারী, ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া নগদে ও অলঙ্কারে অনুমান পাঁচ হাজার টাকা অপহরণ করে। ডাকাতগণ শ্রীমন্থ বাবু এবং তাঁহার আত্মীয় সতীশচন্দ্র ঘোড়ইকে প্রহার করে। এই সম্পর্কে ১৩ জন ধৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে কাঁথী চালান দেওয়া হইয়াছে।

রাজবন্দী

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য প্রথমে বহরমপুর বন্দীশালায় আবদ্ধ ছিলেন এবং পরে রংপুর জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে অন্তরীণ ছিলেন। তাঁহাকে কয়েকটি সর্ত্তে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

অন্তরীণ জগন্নাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মজুমদার বক্সা বন্দীশালায় আবদ্ধ থাকিবার পর এক্ষণে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দেবীদ্বারে অন্তরীণ হইয়াছেন। গোপীনাথ বাবু এ বৎসর বক্সা হইতে ইংরাজীতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৫০টী সর্প ধৃত

ত্রিপুরা জিলার চৌদ্দগ্রামের বিখ্যাত সাপুড়িয়া মোহনলাল সর্দ্দার এবং ভাণ্ডারী নাথ সর্দ্দার দুই মাসে বিভিন্ন চর হইতে ১৫০টি বিষধর সর্প ধরিয়াছেন। তাঁহাদের আবাসস্থল হইতে তাঁহারা হাজার হাজার ডিম বাহির করে সাধারণতঃ ক্ষেতের আইল ও লোকালয় হইতেই এসব ডিম বাহির করা হয়। ডিমগুলি নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং সর্পগুলি নোয়াখালীর বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাক্ষ্য দিতে বিপদ

পেশোয়ারে একটি দেওয়ানী মামলায় এক ব্যক্তি বাহির হইতে সাক্ষ্য দিতে আসার সময় পথে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে ছুরিকাঘাতে আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহার অবস্থা ক্রমশঃ ভালোর দিকে যাইতেছে।

নিয়োগ ও বদলী

জেল বিভাগ

বাঁকুড়া বোর্ষ্টাল স্কুলের ডেপুটী সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট মৌঃ আমীর হোসেন খান অস্থায়ীভাবে উক্ত স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

চিকিৎসা বিভাগ

বিদায় হইতে প্রত্যাগমনের পর লেঃ কঃ টি সি বয়েড আই এম-এস্ পুনরায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও উক্ত হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]লের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দশম স্কন্ধ ১০৲
- ২। ভাষ্যসহ সবটি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-যুগসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
- ৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
- ১৮। বামন-আল্‌বর ।০
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
- ২২। তদ্ধন-রহস্য ॥০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- ২৭। মুক্তাফলটীকা অপ্রকাশ্যঃ সানুবাদ ২৲
- ২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
- ৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩৫। গীতমালা ৴১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৪০। শরণাগতি ৴০
- ৪১। গীতাবলী ৴০
- ৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
- ৪৩। সাধনকণ ৴০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
- ৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
- ৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
- ৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পারতন্ত্র্যঃ ৴০
- ৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
- ৬৯। নামভজন ।০
- ৭০। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্‌ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
- ৭১। রেসেপ্টিভ ওয়ার্ক্‌স ৷৵০
- ৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
- ৭৪। রোহাট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
- ৭৫। দি ভাগবত ।০
- ৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেড ডিভোশন ।০
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮০। সাধন-পথ ।০
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
- ৮২। গীতাবলী ৴০
- ৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১০ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২২শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, মঙ্গলবার | ১৯২তম সংখ্যা

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

২য় দিবসের হরিকথা

২২শে আশ্বিন—বুধবার

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভুর শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে আমরা পাই—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতি-
নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং
হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

হরিনাম কি জিনিষ, তাহার আলোচনার প্রয়োজন, নিখিল বেদের সারভাগ (উপনিষদ্) রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের নখের শেষসীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিরন্তর মুক্তকুল যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, হরিনাম সেই বস্তু। তাঁহারই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করা প্রয়োজন।

* * *

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—নামকীর্ত্তনের সহিত নামের গুণকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তন হইয়া থাকে। "নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্।" 'নীরাজিত'-শব্দের অর্থ মার্জ্জিত। আমাদের হৃদয়ে যে ধূলি (অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষের প্রতীতিরূপ আবর্জ্জনা) আসিয়া পড়িয়াছে তাহা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেই হরিনাম সুষ্ঠুভাবে স্ফুরিত হইবেন।

* * *

হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্যমান, বদ্ধকুলের নহে। আমি সম্যগ্রূপে হরিনাম আশ্রয় করিব, নামাপরাধ করিব না। আমি তোমার সেবা করিব। সেবার ফলে উত্তরোত্তর নামে রুচি বৃদ্ধি পাইবে। আমি একমাত্র কেবলা ভক্তিই আশ্রয় করি না বলিয়া আমার হরিনাম হয় না।

* * *

কেহ কেহ মনে করেন—বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবৈদিক। কিন্তু তাঁহারা বেদের বাস্তবিক তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যে হরিভজনের চেষ্টা, তাহা কেবল উৎপাতের কারণ হয়।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়
চ কেবলম্॥

সেইজন্য শ্রুতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রথম প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহা আলোচনা করিতে যাইয়া কর্ম্মযজ্ঞে বা জ্ঞানযজ্ঞে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভক্তিযজ্ঞের আশ্রয়ের প্রয়োজন। কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়েই ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে ব্যর্থ হইয়া পড়ে—বাস্তব-মঙ্গলের সন্ধান দানে নিরর্থক হয়।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ
পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

কর্ম্মসন্ন্যাস কলিযুগে নিষিদ্ধ হইলেও ভগবদ্ভক্ত পূর্ণ-সন্ন্যাস-প্রাপ্ত ব্যক্তি। সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। তাঁহার সম্যক্ আলোচনা হইলে বেদান্তের সারভাগের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥"

প্রাতঃকালে আমাদের শ্রুতির আলোচনা হইবে। তদ্দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মধ্যাহ্নে অভিধেয় বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা হইবে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং
জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্।

হে জীবগণ, তোমরা জগৎকে ভোগ্য-জ্ঞানে দর্শন করিও না। ইহা ভোগের ভূমিকা নহে। ত্যাগের ভূমিকাও নহে। অবিষ্টাঙ্কুর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের প্রতীক। ইহাদের বিনাশ ব্যতীত 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' হওয়া যায় না। প্রোজ্ঝিতকৈতব হইলেই ভগবদ্বিষয়ের অনুভূতির সম্ভাবনা।

৩য় দিবসের হরিকথা

২৩শে আশ্বিন—পূর্ব্বাহ্ণ

এই দিনেও শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত 'নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতি' ইত্যাদি শ্লোকের পুনরুল্লেখপূর্ব্বক বিশেষভাবে ব্যাখ্যার অবসরে বলেন,—শ্রুতিপাঠে আমরা জানিতে পারি ঈশ্বরে জীবে, উপাস্য উপাসক, বিভুচিৎ ও অণুচিৎ ভেদ আছে। একটী পূর্ণ, অন্যটী অংশ। "কেশাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়স্তদানন্ত্যায় কল্পতে।" চেতনের বিচিত্রতার বর্জ্জন ও জড়ভাববর্জ্জন, এই দুইটিতে পার্থক্য আছে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে উত্তরকালে অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য যেমন অস্ফুটভাবে কিয়ৎপরিমাণ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, জড়-নির্ব্বিশেষের শিক্ষাও প্রায় তদ্রূপ। চেতন জগতের বিচিত্রতায় প্রবেশলাভের পূর্ব্বে জড়ের বৈচিত্র্যের আসক্তি ধ্বংসের প্রয়োজন। যাঁরা কৃষ্ণভজন করেন না, তাঁরা অসুরের ভজন করেন—অসুর চেষ্টা করেন—বিষ্ণুর নামরূপ গুণের ধ্বংস করিয়া সমগ্র জগৎ নিজে ভোগ করিতে ব্যস্ত হন। সেইজন্য ঐ প্রকারের চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট লোক নির্ব্বিশেষবাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। জগতের ভোক্তা আর কেহ আছেন, জানিলে আমার ভোগ হয় না। সেহেতু তাঁহারা ভগবানকে নিরাকৃত করিয়া ফেলেন। ভগবানের কর্তৃত্ব নাই বলিয়া চিদিন্দ্রিয়েরও অভাব আছে, এরূপ নহে। জড়ের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা ভাল কথা, কিন্তু তাই বলিয়া চিৎ-সবিশেষের ধ্বংস করিতে হইবে না।

'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে হ স্ম পরা চৈবাপরা চ' (মুণ্ডকশ্রুতি)। অপরা বিদ্যা—ঋগাদি বেদ, ষড়ঙ্গসহিত এবং অন্যান্য জাগতিক বিজ্ঞান। 'যয়া অক্ষরম্ অধিগম্যতে সা পরা'। যাহা দ্বারা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে তাহাই পরা বিদ্যা। ভক্তিই একমাত্র পরা বিদ্যা।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥

মানুষের ভক্তি থাকিলে অপরা বিদ্যার অনুশীলনে বৃথা পৃথক্ প্রয়াসের আবশ্যকতা থাকে না। উহা অনায়াসলভ্য হইয়া পড়ে।

মুদ্রাকর-প্রমাদ-সংশোধন

গত ১৯০ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে ২৬শ লাইনে "নৈরাশ্যময় প্রকোষ্ঠ" স্থানে "ঐশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠ" হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে ২৮শ লাইনে "ধাম-তলায়" স্থানে "তমাল-তলায়" এবং ৩২ লাইনে "মহারাজের" স্থানে "মহারাজের" হইবে।

পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক ঐ কয় স্থানে সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

আগামী ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর, (১৯৩৫) কলিকাতা বাগবাজার পল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বিবিধ উপকরণ বৈচিত্র্য-সহ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত, অনুগত ও তৎপ্রতি সহানুভূতি-বিশিষ্ট যাবতীয় সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিলে মঠের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্মরণ থাকে যে, শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের পূজার উপায়ন ও ভোগরাগের উপকরণাদি যিনি যাহা দিয়া থাকেন বা দিতে চাহেন, তাহা যতশীঘ্র সম্ভব পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের নামে "শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা" ঠিকানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

আজ যেস্থলে যুযুধান কুরু-পাণ্ডবপক্ষ সমবেত। বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের রথ উভয়দলের মধ্যদেশে স্থাপিত। ভারত-বর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ যে কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, গুরু, শিষ্য, পিতামহ, পৌত্র, ভ্রাতা ও প্রত্যেকেই যেন কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তির প্রেরণায় পরস্পরের প্রাণ লইতে প্রস্তুত। এ কি ভীষণ ক্ষেত্র! এ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ কোথায়?

চেয়ে দেখ, কে ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের অপরূপ লীলা নিকেতন, অপার্থিব আনন্দের অনুপম মূর্ত্তি, অনন্তজ্ঞান-উদ্ভাসিত-আননে সব্যসাচীর সারথিরূপে উপবিষ্ট। হে ভারত! ইনি সেই—সেই 'বেদান্তবেদ্য' উপনিষদ্মূর্ত্তি অর্জ্জুন-সখা।

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বড় বিষাদগ্রস্ত ম্রিয়মাণ চিত্তে মলিনমুখে রথোপরি আসীন; নিত্য সত্য রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে মানবহৃদয়ে যে প্রশ্নের উদয় হয় সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা আজ তাঁহার অন্তর আলোড়িত করিতেছে। কে আমি? এ কি করিতেছি? আমার কর্ত্তব্য কি?

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি শ্রীভগবানের চরণে কাতরস্বরে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিলেন। হে জনার্দ্দন—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

হায়! রাজ্যসুখলোভে এ কি মহৎ পাপ করিতে আমরা কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা মনে করিলেও সমস্ত শরীর অসার হইয়া পড়ে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। পরিবার, সমাজ, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নিজের বলিতে যাহা কিছু সকলি ত' শেষ হইবে! কুল, আশ্রম ও জাতিধর্ম সমস্ত ধ্বংস হইবে। দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! তুমি আমায় এ কি ভীষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? ইহা হইতে শত্রুহস্তে আমার নিজের মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।"

শ্রেয়ঃকামীর শ্রেয়ো নির্দ্দেশ কামনায় এ বড় কঠিন সমস্যা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এরূপ কথা আজ যদি কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মুখ হইতে বাহির হইত তাহা হইলে সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিকদিগের বাহবার বহরে নিশ্চয়ই তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত। আর নৈতিক হিসাবে এতেন পবিত্র সন্দেহের পরেও যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করি তখন তাঁহাকে diabolical machinator. বলিতেও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজবদ্ধ অবস্থায় যখন কোন দেশকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বসবাস করিতে থাকে এবং সেই সমাজ ও দেশের সহিত তাহার ভোগমূলক স্বার্থ বেশ জটিল হইয়া জড়াইয়া পড়ে, তখন এহেন সত্যবিস্মৃতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণ সমাজ ও পরিচ্ছিন্ন দেশরক্ষা তাহার একমাত্র কৃত্য হইয়া উঠে এবং ইহার জন্য সে যে তথাকথিত ত্যাগের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে সকলেই তাহার খুব প্রশংসা করে; কারণ, সে ত্যাগ যে সর্ব্বৈব স্বার্থের পরিপোষক ও স্বার্থবাদমূলক। আজ রাজনীতিপর ও সমাজসংস্কারককে ঈশ্বরের আসনে বসাইতেও যেন জগৎ ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যস্ততা যে কত অন্যায়-স্বার্থময় ও বিচার শূন্য তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। কারণ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ বহু সম্মানিত নেতা যদি সাধারণের মতের বিরুদ্ধে নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত চেষ্টা কিছু করে যান, তবে তাহাকে পদদলিত ও ধূলিধূসরিত করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে না। এ উদাহরণ আজ কোন দেশেই বিরল নহে।

কিন্তু সমাজ ও দেশ বলিতে কি বুঝা উচিত? সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে এক মানুষই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং ইহার মূলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। সেই বুদ্ধির শক্তিতেই অনেক হীনবল হইয়াও জগতের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ। কিন্তু এ বুদ্ধি বস্তুটী কি? বিশেষ করে বিচার করিলে আমরা দেখি যে ক্রম-বিকাশ পথে মানুষ যখন জন্মান্তরের মধ্য দিয়া পশুত্ব হইতে মানবত্বে স্থাপিত হয়, তখন এই বুদ্ধি বৃত্তিটীই তাহার আশ্রয়। কিন্তু ইহার বিকাশ হয় আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটী সময় উপস্থিত হয়, যখন মানুষকে পশ্বাদির মত পারিপার্শ্বিকের অন্ধ অনুচর না হইয়া আত্ম-নির্দ্ধারণে হইতে উদ্যোগী হইতে হয়। "কে আমি কেন, এই ক্ষণবিধ্বংসি বাহ্য জগতের ক্রীড়নক হইয়া জীবনের ভার বহন করিব।" এই প্রশ্ন তাহার অন্তরে অন্তরে গূঢ়ভাবে জাগরিত হইতে থাকে। এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাহার বাহ্য জগতের উপর আধিপত্য করিবার প্রয়োজন এবং তাহার ফলেই যে সমাজ-সভ্যতা ও পরিবারের সৃষ্টি একথা সামান্য অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু মানবজীবনে বহু জন্ম ধরিয়া মানুষের জড়াভিনিবেশ প্রবল থাকায় আত্মার মলিন বুদ্ধি অবিদ্যাময় থাকে এই অবস্থাতে সে সমাজ-সভ্যতাদি উন্নতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিচার করে। অবস্থা বিশেষে এ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা যখন জীবনের মূল উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি আনয়ন করে তখন সত্য প্রচ্ছন্ন হয়েন; এবং তাহাতে অমঙ্গল, অশান্তি ও অনাচার বা মূঢ়াচার হয়; সে অবস্থার নিত্য সহচর। বর্ত্তমানে আত্মধর্ম্মের পরিপন্থী সমাজ ও সভ্যতার ও তথাকথিত পূজার প্রকৃতির অশান্তির আভাস বাইবেলে যীশুর একটী কথায় বড় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—"আত্মাকে হারাইয়া সমস্ত জগতের আধিপত্য লাভে কি ফল?" ভগবান্ তাহা প্রথম শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

হে অর্জ্জুন, বুদ্ধির যে নিয়ামক, সেই আত্মার স্বরূপ-বোধ হইলে তোমার আর কামনামূলক অবরধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকিবে না। তুমি কামজয়ী হইবে। কিন্তু এই আত্মেতর অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হওয়াই কি জীবনের উদ্দেশ্য? ভুল ভাঙ্গার পর যখন নিত্য সত্যের দর্শন লাভ করিলাম, তখনই কি আমার ছুটী? আত্মা ত' নিত্য-শাশ্বত বস্তু। তাহার বৃত্তিও চিরন্তন মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বৃত্তি যে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।"

তাহা হইলে আত্মার এই অমৃতলোকে অবস্থিত মানবের কর্ত্তব্য কি?

ইহাই সমস্ত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা গীতার চরম শ্লোকের মধ্যে পাইয়াছি।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে।"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ।"

হায়রে অন্ধমন, এত বড় আশার বাণী শুনিয়া কেন সংসারের পাপপুণ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাও? কেন ক্ষণিক অবরধর্ম্মের কুহকে অন্ধ হইয়া নিত্য সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ? ঐ শোন বজ্র-নির্ঘোষ শব্দে শ্রুতি কি বলিয়াছেন—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ"

আত্মাকে যে নিদ্রিতের ন্যায় অথবা তাহাকে হীন অবরধর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাহারা উভয়েই ভীষণ অন্ধকারময় মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর কেন, প্রতি মুহূর্ত্তে যে মরণের গভীর গহ্বরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

যাও, যিনি ভগবানের সেই চির আশার বাণী জগতে প্রচার করিতেছেন তাঁহার পদাশ্রয় কর, তোমার নিত্য আত্মধর্ম্ম অবগত হইবে। কহিছে সাধু,

সাধুসঙ্গ বিনা আর নাহি আর।
অহৈতুকী সাধুসেবা নরধর্ম্ম সার॥

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয় সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C. 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্
মূল অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৫ বুধবার [১৯৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

ভারত আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন
লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের উক্তি

ভারত সচিব লর্ড মহামান্য জেটল্যাণ্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কনজার্ভেটিভ দলকে সম্বোধন করিয়া "১৯০৫ সালের বঙ্গ ও তাহার পর" শীর্ষক বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর এক প্রশ্নের উত্তরে লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন যে, বৃটেনের পক্ষে যদি সামরিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ভারত হইতে কোন সৈন্যবাহিনী আনা হইবে কি না ইহা নির্ভর করিবে সেই সময়ের অবস্থার উপর। লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন, যদি সামরিক শাস্তি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ অবস্থায় নিশ্চয়ই ভারতের বৃটিশ সৈন্যদলকে আহ্বান করা হইবে। অবশ্য শ্রোতৃবর্গ যেন এ ধারণা না করেন যে তিনি সামরিক শাস্তি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি যতদূর বুঝিতে পারেন ভারতবর্ষের সমস্ত সহানুভূতি আবিসিনিয়ার দিকে এবং এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই যে ঐ দুর্ভাগা দেশের দুঃখ মোচনের সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ ইচ্ছুক।

ইটালী সম্বন্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স

ভূমধ্যসাগরে ইটালী বৃটেনকে অন্যায় আক্রমণ করিলে ফ্রান্স বৃটেনকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অধিকন্তু ফ্রান্সের উদ্যোগে তিনি গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য একটা চেষ্টা চলিয়াছে প্রকাশ, ফ্রান্স যদি সাহায্যের জন্য নৌ-বল পাঠান তবে বৃটেন ভূমধ্যসাগর হইতে কিছু নৌ-বল কমাইবেন। এবং ইটালী লিবিয়ায় সৈন্য কমাইলে মিশরের ব্যবস্থা বিবেচনা করিবেন

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইটালীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা লইয়া নানা কথা চলিতেছে। রুশিয়া ইটালীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা এক্ষণেই প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছে। ইটালীর পণ্য বয়কট প্রস্তাবে ফল না হইলে বৃটেন কর্ত্তৃক লোহিত সাগর অবরোধের প্রশ্ন উঠিবে বলিয়া অনেকের ধারণা।

ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিপদ

বসন্ত রোগের আক্রমণ সম্পর্কে লাহোরে এক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থানীয় অধিবাসীদিগের মনে এত বেশী দৃঢ় যে, উহার ফলে দুইটী শিখ স্ত্রীলোকের মধ্যে এক ভীষণ মারামারি হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মুস্তাফা সোমান নাম্নী কোন শিখ স্ত্রীলোকের পুত্র বসন্ত রোগে ভুগিতে থাকে। উক্ত স্ত্রীলোক যখন একদিন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল তখন অপর একটী স্ত্রীলোক তাহাকে তাহার পুত্রের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, তাহার পুত্র বসন্তরোগে ভুগিতেছে। এই অঞ্চলে এরূপ একটী কুসংস্কার আছে যে, বসন্তের নাম শুনিলেই ঐ রোগ হয়। উক্ত কথা রূপকুমারী নাম্নী এক শিখ মহিলা তাহার বাটী হইতে শুনিতে পাইয়া বলে যে, মুস্তাফা সোমান নিজ পুত্রের রোগ তাহার পুত্রকে দিবার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ বলিয়াছে। এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং বিবাদ পরে গুরুতর আকার ধারণ করে উভয়েই পরস্পরের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে, ফলে রূপকুমারী মস্তকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়।

বেন্দাগ্রামে গোরার হামার মামলার রায়

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শে অক্টোবর দায়রা জজ মিঃ এইচ জি ওয়ার বেন্দা গ্রামে হামার মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী কিংস রেজিমেণ্টের এগারজন সৈনিকের মধ্যে আর্ণেষ্ট থাপকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং অপর দশজনকে নিম্নলিখিতরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়াছে:—

(১) প্রাইভেট জেমস ডাউডল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত (সর্ব্বসম্মতিক্রমে হত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত)।

(২) জর্জ সেমানসন—তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

(৩) মাইকেল হেয়েস—১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) বার্ণ—দুই দফায় ১৮ মাস ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। (উভয় দণ্ড পরম্পর ভোগ করিতে হইবে)

(৫) বার্ক—দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৬) মুল্লাগ—দুই দফায় ১৮ মাস ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড (উভয় দণ্ড পরম্পর ভোগ করিতে হইবে)।

(৭) প্রাইভেট জন হ্যাঙ্কক—১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

(৮) বেট্‌স—১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড;

(৯) প্রাইভেট কিং—১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

(১০) প্রাইভেট আর্চবল্ড দুই দফায় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড (উভয় দণ্ড একযোগে ভোগ করিতে হইবে)।

রায়প্রদান প্রসঙ্গে দায়রা জজ আসামীদের লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করেন যে, নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর তাহারা পশুর মত অত্যাচার করিয়াছে এবং তাহাদের রেজিমেণ্ট ও ভারতস্থ বৃটিশ সৈন্যদলের নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে। তাহাদের বয়স ও একঘেয়ে ব্যারাক জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিয়া এবং কয়েক ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন না করার জন্য জুরীদের অনুরোধের কথা স্মরণ রাখিয়া প্রাইভেট আর্ণেষ্ট ব্যতীত অপর সকলকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তদনুসারে জজ বাহাদুর উক্ত দণ্ড দিয়াছেন।

আবিসিনিয়ায় ইতালীর বোমা

আদ্দিস-আবাবার সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয় বাহিনীর মাকালে আক্রমণকালে রাস গুগসা দেড়হাজার সৈন্যসহ তাহাদের সহিত যোগদান করিবেন। আক্রমণের জন্য ইতালীয় বাহিনী ও রাস গুগসা প্রস্তুত হইতেছে। আদ্দিস আবাবার সংবাদে প্রকাশ যে, ইতালীয়গণ দমদম বুলেটের ন্যায় এক প্রকার বুলেট প্রস্তুত করিতেছে। আদ্দিস আবাবাস্থিত ইতালীয় হাসপাতালের লাল ক্রেডক্রসের উপর অর্পিত হইয়াছে।

ইতালীয় সৈন্য সংখ্যা মোট ১২লক্ষ হইবে বলিয়া এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। ইতালীর এক সংবাদপত্রে প্রকাশ ইতালীয় বিমান বিবকুলেবের দক্ষিণ পশ্চিমে কয়েকটি গ্রামগুলির উপর বোমা বর্ষণ ও পাহাড়ে পাহাড়ে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে। হাবসী বাহিনী মাকালে ও মেনিলিকের-এর সন্নিকট প্রদেশে সমবেত হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা
৯। জৈবধর্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আল্ বয় ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। যুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবচঃ সাম্প্রদায় ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সাম্প্রদায় ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। বাল-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ টিজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ । ১১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, বুধবার । ১৯৩তম সংখ্যা

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

৪র্থ দিবসের হরিকথা

২৩শে আশ্বিন—অপরাহ্ন

শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য-বর্ণনকালে উহার শ্রবণে অধিকার বিচার, বিশুদ্ধ প্রামাণিকতা, অমলত্বহেতু অপর পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, বেদের পূরণ নিমিত্ত পুরাণতা, সুপ্রাচীনতা, বেদের বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়কতা, পাঞ্চরাত্রত্ব, সাত্বতসংহিতা নামের কারণ, বৈষ্ণবগণের প্রিয়ত্বের হেতু, মানবজাতির মধ্যে বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমত্ব এবং নিরুপাধিক বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব নানাবিধ প্রমাণমূলে প্রতিপাদিত করেন। তৎপরে বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতে গিয়া পঞ্চোপাসকের অন্তর্গত বিষ্ণু উপাসকের প্রকৃত বৈষ্ণবতা নাই, ইহার প্রমাণ করেন। আরও বলিলেন—অপর দেবতার সহিত সাম্যবুদ্ধিতে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিসর্জ্জনযোগ্য অচিরস্থায়ী বিষ্ণুর কাল্পনিক উপাসনার জন্য তাঁহারা মায়াবাদীর দলেই গণিত হয়। মূলবস্তু এক, ইহা বহু স্থানে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীতি হয়। ইহা জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ নহে। জীবের বিশুদ্ধ অবস্থায় গোলোকে অবস্থিতি, ভোগবুদ্ধিক্রমে সংসারে অবতরণ। ব্রহ্মা হইতে সমস্ত উৎপত্তিশীল বস্তুর ব্রাহ্মণশব্দবাচ্যতা, বেদ-জ্ঞানের তারতম্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদি সংজ্ঞা, মধ্বাচার্য্যের মতে অব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণনামের উচ্চারণের অযোগ্যতা, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে মানবমাত্রের যোগ্যতা থাকিলেও ত্রিবিধ জন্মের অপেক্ষা, ব্রহ্ম-জ্ঞানের আবশ্যকতা, জীবের সহিত ব্রহ্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ, সূর্য্যের স্বরূপ আলোক-রশ্মি ও ছায়ার ন্যায় ভগবচ্ছক্তির স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানের তুলনায়, বর্ত্তমানকালে বদ্ধজীবের ছায়াতুল্যত্ব, মুক্তজীবের রশ্মিস্থ নীরত্ব, স্বয়ংরূপের ভগবত্তা, সগুণোপাসনা হইতে পরিত্রাণের আবশ্যকতা, নির্গুণসর্ব্বাশ্রয় বিষ্ণুর ভজনের প্রয়োজনীয়তা, ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চদেবতার বিচারে সাত্বত প্রমাণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। লক্ষ্মী-গোবিন্দ অপেক্ষা রাধাগোবিন্দের উপাসনার তারতম্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে বিপ্রলম্ভভাবে রাধাগোবিন্দের সেবার অদ্বিতীয়ত্ব ভাগবতের সূক্ষ্ম আলোচনার অভাবে নানাবিধ উপমতের প্রচলন, আধুনিকগণের উপাস্য বিচারে 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' প্রভৃতি নারকীয় বিচারগুলি বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিলেন

২৩শে আশ্বিন—সায়াহ্নকাল

অদ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ…" শ্লোক ব্যাখ্যায় ক্রমে উজ্জ্বলরস, স্বভক্তিশ্রী, পূর্ব্বে অপ্রদানের কারণ, শ্রীরাধিকার পদনখ শোভা, ব্রহ্মা ও উদ্ধবের 'আসামহো চরণ-রেণুজুষাম্' শ্লোক, শ্রীরামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভনাটকের রাধাকুণ্ডমহিমা, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, প্রেমিক, গোপী ও শ্রীরাধিকার ক্রমপর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠতরতমত্ব বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। আরও বলেন,—"বিষ্ণুভক্তির আশ্রয়পূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে জীবন যাপন না করাই মূর্খতা। কুণ্ডতীর ইতরাভিলাষ বা প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের স্থান মনে করিলেই অপরাধ। পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষ, তন্মধ্যে মাথুরমণ্ডল এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধার কুণ্ডতটই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার সমস্ত রেণু বস্তু জীবাদি পর্য্যন্ত চিন্ময়। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বহুকাল শ্রীকুণ্ডসেবা করিয়া গৌরবন নবদ্বীপ আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীকুণ্ড গোবিন্দের প্রিয়তম বস্তু। সুতরাং গোবিন্দার্চ্চনায় প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তির তদীয় বস্তু রাধাকুণ্ডের সেবায় আগ্রহ আবশ্যক। মহাপ্রেমরসপ্রদ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধিকার সেবা-মাহাত্ম্য আপামর সাধারণকে যাচিয়া প্রদান করিয়াছেন। দ্বাদশ রসের অন্তর্গত প্রধানতম মধুররসের অপর নাম উজ্জ্বলরস। গৌণরসগুলির বিচার মীনাদি অবতারে প্রকাশিত। কিন্তু মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধুর রস একমাত্র শ্রীরাধার দাস্যে বর্ত্তমান।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক অবতার মধ্যে গৌণরসগুলির বিদ্যমানতা, শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশে গৌরবসখ্যান্ত পর্য্যন্ত রসের অবস্থিতি ও শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত গৌণ ও মুখ্যরসগুলির পূর্ণরূপে অবস্থানাদির বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামীর "আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ" ও শ্রীরূপের "যদবধি মম চেতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যামুখে বহু উপদেশ দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রত্যহ বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত আশ্রিত ভক্ত রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানের প্রধান ব্যক্তিগণ সমাগত হইয়া শ্রীহরিকথার শ্রবণে মত্ত হইতেছেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ২৬শে আশ্বিন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় মেদিনীপুর-জেলার "শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবকসম্মিলনী"র সেবকগণ ও স্থানীয় জনমণ্ডলী অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়া মঠরক্ষক মহোদয়কে অগ্রণী করিয়া বিচিত্র বর্ণের নিশান প্রভৃতি সহ নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হন।

সহর উপকণ্ঠের বাজার, পল্লী ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহ হইয়া বিবিধ পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মঙ্গলাচরণ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয় "শ্রীমঠের পরিচয়" পুস্তিকার ১ম ও ২য় প্রবন্ধ এবং শ্রীপাদ গোপাল দাস ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ ২৫ সংখ্যা হইতে কাশী-সনাতন গৌড়ীয়-মঠে আহূত একটী বিশেষ সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের স্বদত্ত অভিভাষণটি পাঠ করেন। পাঠান্তে সম্মিলনীর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসাধিকারী মহাশয় "এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব" পদটি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় কলি অর্থাৎ বিবদমান যুগে শ্রীভাক্ত-মঠের সুগোপাত্ত, কোটীকণ্টকাকীর্ণত্ব হেতু সংসার-দুঃখ-জলধিতে নিমগ্ন কাম-ক্রোধাদিরূপ মকর-কুম্ভীর দ্বারা কবলিত জীব-কোটীর একমাত্র অবলম্বন 'প্রাপ্তিক-কেতন' সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করেন এবং উপসংহারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণ-চারণগণের বাণী-পতাকাতলে আশ্রয় লইতে সদৈন্যে সকলকে আহ্বান করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস-অধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিজয়ার যথাযোগ্য সম্ভাষণ বিজ্ঞাপিত করিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁহাদের সহিষ্ণুতা ও উৎসাহাদিগুণের প্রশংসা পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান ও গত আবেদন বিবরণী পাঠ করেন। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুত জনার্দ্দন গড় এম-এ, বি-এল, শ্রীশশিভূষণ পাল হেড-মাষ্টার, শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ চন্দ্র ডাক্তার শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র পাল, জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীযুত বরেন্দ্রকুমার সিংহ, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী মাইতি প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ দামোদর, ভুত অনিরুদ্ধ ৪৪৯

ধন্য কলি তেরি তামাসা

'আজ-কাল' কলির রাজ্য। কলির স্বভাব—গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা, শান্ত-শিষ্ট-স্বভাবাপন্ন ব্যক্তির কর্ণে বিষ ঢালিয়া তাহাকে ক্রুর প্রকৃতির করিয়া তোলা। কলির চেলা-গিরিতে কত সোণার সংসার ধ্বংস হইয়াছে, কত রাজ্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অকালে কালের কবলে কবলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিক্ষণ চক্ষুর সম্মুখে এই সকল ঘটিতেছে, ইতিহাস পাতায় পাতায় কলির ঐ তাণ্ডবের পরিচয় দিতেছে কিন্তু কলি-দমনের চেষ্টা কয় জনে করিতেছেন—কয় জন কলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন? যদি করিতেন তাহা হইলে তমঃ ও রজোগুণের দাসগণ সাত্ত্বিকের বেষ পড়িয়া 'লোক-ঠকান' কার্য্যে ব্যস্ত হইতে পারিত না, সন্ন্যাসীর বেষ ধারণ করিয়া রজঃ ও তমোগুণের কাহাকে বহুমানন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে সাহসী হইত না, বেষের অমর্য্যাদা করিবার যথোচিত পুরস্কার জনসাধারণের অবজ্ঞার তাসর নিকট পাইয়া আত্মশোধনের সুযোগ পাইত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ যে কলির রাজ্য, কলি তিন পাদ ধর্ম্মকেই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। চোরকে ছেড়ে দেওয়া, সাধুকে নির্য্যাতিত করা এবং অযথা সাধকের গলায় ফাঁস লাগান—কলির কার্য্য। কলির রাজ্যে সুরা বৈঠকে বিক্রয় হয়—কর্ম্ম-সন্ন্যাস। লোভিত পিপাসাতুর হয়, অন্যের রক্তে স্নান করিতে শ্রীতিবোধ করে, ভূমি রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়া ঐ রক্তিত ভূমিকে 'কুঙ্কুম' ভ্রম করিয়া তাহাতেই আনন্দ লাভ করে। বৈষ্ণব বেষ ধারণ করিয়া বহিরঙ্গা মায়ার পূজাও কলির কার্য্য। কলির আর একটী কার্য্য—একের অন্যায় অপরের ঘাড়ে চাপান। লেখনীর উপর সদাশয় সরকার সাহায্যে ট্যাক্স বসান মাত্র বলিয়া অযোগ্য নিজের ক্ষুদ্রাশয়োচিতরূপ নীচকার্য্য মহাশয় ও মহাজন কর্ত্তৃক সমর্থিত বলিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করা। কলির কৌশলে কয়জনই বা মহাশয়গণ এর মত অবগত আছেন? সুতরাং কলিজনের ক্ষুদ্রেন্দ্রিয়-প্রসাধনকর ভাষায় ছাই মাটি যাহা কিছু লিখিয়া বাহবা পাইবারও বিঘ্ন ঘটে না। এদিকে গোরস গলি গলি ফিরি হইতেছে, কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছে না। গোরজনের করণ দিয়া মূল্যে বাস্তব-সত্যের নিত্যকল্যাণকর-সাধ্য বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু কলবাসীর কয়জন সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে? তাই তুলসীদাসের দোহা মনে পড়ে—"ধন্য কলি তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আউর হাসি।"

কলির চর ও গুপ্তচর

কলিতে কর্ম্ম-সন্ন্যাস শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্র-বাণীই যদি চলিল তবে কলির রাজত্ব কিসের? কায়, মন ও বাক্যকে ভোগপরা বা ত্যাগপরা গতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দণ্ডাবধানপূর্ব্বক নিরন্তর ভগবদ্ভজনে সংস্থাপনের জন্য যে ত্রিদণ্ড-ধারণ-বিধি নিত্যকালের জন্য ব্যবস্থা, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কলির কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত কলির চর, আর আউল-বাউল-সহজিয়া প্রভৃতি কলির গুপ্তচর। অপ্রাকৃত-তত্ত্বের সন্ধান না রাখিয়া কৃষ্ণ-কলেবর, কৃষ্ণলীলাস্থলী প্রভৃতিকে প্রাকৃত জ্ঞান, অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দ লীলা রহস্য না বুঝিয়া 'তুমি রাধা, আমি শ্যাম' প্রভৃতি কুৎসিৎ চিন্তাস্রোত-প্রচলনাদি কার্য্য গুপ্তচরগণের। আজ কাল কলির এমনই প্রভাব যে, কলির চরগণের স্বরূপ প্রকাশ করিলেও খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাহাদের কবল হইতে নিমুক্ত হইবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারে। প্রায় এক যুগ যাবৎ কপট ভাবকেলির কথা,—চার আনার, আট আনার, এক টাকার ভাবের কথা নিরপেক্ষরূপে বর্ণনের পরও যখন উহাদের অস্তিত্ব দেখা যায়, তখন কলির প্রভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় কি?

একটী গল্প

কলির এক কার্য্যে একটী গল্প মনে পড়িল। কোনও দরিদ্র ব্যক্তির এক পুত্র বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। কপাল-গুণে কলিকাতার ন্যায় প্রসিদ্ধ নগরীতে তাঁহার বেশ পসার হয়। কিন্তু বিলাতী কায়দায় দরিদ্র পিতাকে এক পয়সাও পাঠান প্রয়োজন মনে করেন নাই। একদিন তিনি তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠক খানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধবগণসহ গল্প করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার 'ছেঁড়া-ধুতি-পরিহিত' বৃদ্ধ পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্যারিষ্টার মহোদয় গম্ভীর-স্বরে বলেন—"বাড়ীর ভিতর যাও, পরে কথা হইবে।" পিতা চলিয়া গেলে বন্ধুগণ ব্যারিষ্টার সাহেবকে উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি একদমে বলিয়া ফেলিলেন, —"আমাদের দেশের বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর।" তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে একজন বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন ব্যারিষ্টার মহোদয়ের মুখের আকৃতির সহিত ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখের অবয়বের সাদৃশ্য রহিয়াছে; বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুনরায় বাহিরে আসিতেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি ব্যারিষ্টার মহোদয়ের পিতা। অবশ্য তখন বন্ধুগণ সকলেই ঐ ব্যারিষ্টারের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন।

গল্পটী কেন বলিলাম

'পিতা'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ রক্ষাকর্ত্তা। রক্ষাকর্ত্তা শ্রীভগবান্, আর রক্ষাকর্ত্তা তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ নির্ম্মৎসর সাধুগণ, যাঁহারা ইহ জগতে আসেন ভোগ-মরীচিকা ও ত্যাগ-অজগরের কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া নিত্য পিতা কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌছাইয়া দিবার জন্য। সেই নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই সংজ্ঞা 'বাবাজী'। এহেন পরমপূজ্য বাবাজীগণকে অবজ্ঞার নয়নে দর্শন বা নীচজাতি-জ্ঞান কি উক্ত ব্যারিষ্টারের পিতাকে বাড়ীর চাকর বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কার্য্য নহে? যাহারা এই প্রকার ধৃষ্টতা করে, বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ তাহাদের কার্য্যের বহুমানন করেন না—নিন্দাই করিয়া থাকেন। পরমপূজ্য বাবাজীগণের বেষ ধারণ করিয়া যাহারা কলির কবলে কবলিত হইবার দুর্ভাগ্য বরণপূর্ব্বক বাউচারী হইয়া যায় এবং বেষে অমর্য্যাদা করে, বিবেকীর কার্য্য—তাহাদিগকে শাসন ও সংশোধন করা। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বেষ ধারণ কার্য্য নিন্দনীয়, কিন্তু বেষ নিন্দনীয় নহে—পরমপূজ্য।

নারদ মুনির আত্মচরিত

নারদমুনি তাঁহার স্নেহের শিষ্য ব্যাসদেবকে আত্মচরিত বলেন। "আমি পূর্ব্বজন্মে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। মা বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের দাসী ছিলেন। একবার বর্ষাকালে বৈষ্ণবেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিয়া একসঙ্গে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে আমার মা আমাকে তাঁহাদের সেবার কাজে রাখিয়া দিলেন। আমি তখন খুব ছোট মানুষ ছিলাম। কিন্তু খেলা-ধুলার দিকে মন না দিয়া সুশীল বালকের মত তাঁহাদের অনুগত হইয়া সেবা করিতে লাগিলাম। একজন্য তাঁহারাও আমাকে খুব স্নেহ ও দয়া করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম। এইরূপ করাতে আমার চিত্তের মলিনতা যেন কাটিয়া গেল। সেইদিন হইতে রোজই তাঁহাদের পাতের অবশেষ খাইতাম। ক্রমশঃই আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল ও তাঁহাদের ধর্ম্মে রুচি হইতে লাগিল। তাঁহারা রোজই কৃষ্ণকথা বলিতেন। আমি সেই সকল শুনিতে পাইতাম। শুনিতে শুনিতে আমার ভগবানে মতি হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমিও ভগবানের নিত্যসেবক। সেবকের সেবা করাই ধর্ম্ম। আমি ভগবানেরই অংশ। ভগবান্ নিত্যবস্তু সুতরাং আমিও নিত্যবস্তু। কিন্তু আমাদের যে শরীরটা দেখিতে পাই তাহা বদলাইয়া যায়। এই শরীরটা মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটা জিনিষের তৈয়ারী। কিছুদিন পরেই নষ্ট হইয়া যায় ও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের মন বুদ্ধিগুলাও সর্ব্বদা চঞ্চল। সুতরাং আমি এই সব পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নহি। কারণ আমি নিত্যবস্তুর অংশ। আমি আত্মা বা শুদ্ধজীব। শুদ্ধজীব যখন তাহার প্রভু শ্রীভগবানকে ভুলিয়া নানা কামনা করে তখনই তাহার এই শরীর-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু যাহার সাধুসঙ্গ প্রভাবে সৌভাগ্যের উদয় হয় তিনি শরীরকে নিজভোগে না লাগাইয়া ইহাদ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবা করেন। মনকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিয়োগ করেন। বর্ষা ও শরৎকালের চারমাস বৈষ্ণবগণের মুখে ভগবানের নির্ম্মল যশঃ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি জাগিয়া উঠিল। আমি ভক্তিমান্ বিনয়ী, শ্রদ্ধাযুক্ত ও শান্ত হইয়া তাঁহাদের আদেশমত সেবা করিতে লাগিলাম। চারিমাস পরে ব্রতপালন শেষ হইলে তাঁহারা যখন চলিয়া যাইবেন তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখবিগলিত গুহ্যজ্ঞানের কথা দয়া করিয়া আমাকে বলিলেন। এই জ্ঞানের দ্বারা আমি ভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য জানিতে পারিয়াছি। এই সংসারে যাহারা দেহধারী তাহারা কতই না তাপে জর্জ্জরিত হইতেছে। কিন্তু এই তাপ দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ ভগবানের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠান। যেমন ঘি খাইয়া যদি কাহারও অসুখ হয় তখন যে ঘি খাইলে অসুখ সারে না, বরং অসুখ আরও বাড়ে, কিন্তু যদি ঐ ঘিকে অন্য জিনিষের দ্বারা ভাবনা দিয়া নেওয়া হয় এবং তাহা খাওয়া হয় তবেই অসুখ সারিয়া থাকে। সেই রকম যেসকল কাজ করিলে মানুষের বাসনা বাড়ে বা সংসার-বন্ধন হয়, আবার সেই সকল কাজই ভগবানের প্রীতির জন্য করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও ভগবানে ভক্তি হয়। ভগবানের সেবা-উদ্দেশ্যে যে কিছু কর্ম্ম তাহাই ভক্তি। ভগবানের নির্ম্মল গুণসকল মনে প্রাণে কীর্ত্তন করিলেই পণ্ডিতগণের জ্ঞান লাভের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যে সকল জীব দুঃখে বারে বারে কষ্ট পাইতেছে তাহাদের হরিকীর্ত্তন ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

আমি আমার মার একমাত্র ছেলে ছিলাম। আমার মা একে স্ত্রীজাতি, অবোধ, তাহাতে আবার অন্যের দাসী। আমাকে

ভাল করিয়া আদর করে, খাইতে পরিতে সর্ব্বদা যেন এইরূপ ইচ্ছা থাকিলেও অপরের অধীনা হইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। কাজে কাজেই অন্য গতি না দেখিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্তা ছিলেন। আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। আমার দিক্, দেশ, কাল এই সব বিষয়ে কিছু জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু মার স্নেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদাই মনে ভাবিতাম। তাঁর কবে মৃত্যু হইবে? এই আশায় ছিলাম এমন সময় একদিন রাত্রে মা দুগ্ধ দোহনের জন্য ঘর হইতে বাহিরে গেলে হঠাৎ একটা সাপের গায়ে মার পা লাগাতে সাপটা তাঁহাকে কামড়াইল ও মার মৃত্যু হইল। আমি তখন মনে ভাবিলাম যে এইটী শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। কারণ, ভগবান্ তাঁহার ভক্তের সেবার বিঘ্নসকল দূর করিয়া মঙ্গল করিয়া থাকেন।

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্॥
(ভাঃ ১।৬।১০)

আমি তখন উত্তর দিকে চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় কত বড় বড় সহর, রাজধানী, গ্রাম, পাহাড়, নদী, বৃক্ষের বন ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এইরূপ যাইতে যাইতে এক বড় বনের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। এত নিবিড়বন যে পথ পাওয়া যায় না—তার মধ্যে আবার কত সাপ, শেয়াল, প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এদিক ওদিকে। ক্ষুৎ-তৃষ্ণাও খুব লাগিয়াছিল। এক নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া কিছু বিশ্রাম করিলাম। সে বনে একটা মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। আমি একটী অশ্বত্থ গাছের নীচে বসিয়া সাধুরা আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপভাবে ভগবানের চরণকমল চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তির সহিত ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে আমার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। গায়ে পুলক হইতে লাগিল—তখন আমি শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ দেখিয়া আনন্দে বাহিরের সকলজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম—কেবল ভগবান্‌কে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেরূপ আর দেখিতে পাইলাম না। আমি পাগলের মত হইয়া [illegible] সেই মনোমোহন অধোক্ষজরূপ দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, আর দেখা গেল না। ভগবান্‌কে হাজার চেষ্টা করিয়া কেহ দেখিতে পায় না। তিনি যাকে দয়া করিয়া দেখা দেন সেই দেখিতে পায়। তখন আমাকে কে যেন খুব মধুর ও গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "নারদ! এই জন্মে তুমি আর আমার দেখা পাইবে না। যাহাদের হৃদয়ে নানা কামনা আছে, এইরূপ কুযোগীরা একবারও আমার দেখা পায় না। তুমি কুযোগী নও—আমার সেবা করাই তোমার উদ্দেশ্য, তুমি কুযোগীদের মত কেবল নিজস্বার্থসিদ্ধি চাহ না। তাই একবার মাত্র আমার দর্শন পাইলে। তোমাকে যে একবার দেখা দিলাম তাহার কারণ এই যে, ইহাতে আমার প্রতি তোমার আরও অনুরাগ বাড়িবে। জাতরতি ভক্তদিগকে সাধকদেহে আমি একবার দেখা দিয়া থাকি—ইহাতে তাহাদের অনুরাগ বাড়িতে থাকে। তুমি আরও কিছুকাল সাধুগণের সেবা করিয়া আমাতে মতি দৃঢ় কর তখন এই দেহ সংসার ছাড়িয়া আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে। আমাতে একবার শুদ্ধভক্তি জন্মিলে ও আমার সেবা-লাভ করিলে কখনও আমার সহিত বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরও আমার সেবাই পাইবে।" ভগবানের এই আদেশ মাথায় লইয়া আমিও কোন লজ্জা না করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবীতে বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার হাড়-মাংসের দেহটা ছাড়িয়া অধোক্ষজ-সেবোপযোগী শুদ্ধা ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। প্রত্যেক জীবেরই এরূপ চিন্ময় দেহ আছে। জীব যখন ভগবানের সেবা ছাড়া আর তিলমাত্রও কিছু চায় না তখন ভগবান্ তাঁহারই অংশ শুদ্ধজীবের নিকট এই চিন্ময় দেহ প্রকাশিত করিয়া নিত্য-সেবায় নিযুক্ত করেন। কল্পান্তে ভগবান্ যখন এই বিশ্ব সংহার করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার নিঃশ্বাস যোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। আবার প্রলয়ের পরে যখন তিনি যোগনিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন আমিও উৎপন্ন হইলাম। সেই সময় হইতে আমি অখণ্ডজ্ঞান-ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া কোন বাধা না পাইয়া ত্রিলোকের সব জায়গায় বিচরণ করি। শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিবামাত্র খুব ভালবাসার লোককে ডাকিলে সে যেমন অমনি সব ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসে, তিনিও সেইরকম আমার কাছে আসিয়া দেখা দেন। আমি খুব ভাল রকমে বুঝিয়াছি ও বিশেষভাবে জানিয়াছি যে হরিকীর্ত্তন ব্যতীত বিষয়ভোগে আতুর জীবগণের ভবসিন্ধু তরিবার আর অন্য কোনও উপায় নাই বা হইতে পারে না।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥
ভাঃ ১।৬।৩৬

যাহাদের চিত্ত পুনঃ পুনঃ কামলোভাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে এইরূপ ব্যক্তিদের আত্মা ভগবানের সেবাদ্বারা যে-প্রকার সুপ্রসাদ লাভ করে, যম নিয়ম প্রভৃতি যোগপথে কিংবা অন্য উপায়ে সেইরূপ শান্তি লাভ করিতে পারে না।"

শ্রীনারদের এই আত্মচরিত হইতে সুবোধ ব্যক্তি কি শিক্ষা করিবেন?

(১) ভগবানের ভক্ত বাহ্যদর্শনে নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীভগবানের অতি প্রিয়তম হইতে ও জগৎ পাবন করিতে পারে।

(২) নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অনুগত বুদ্ধিতে সেবাই ভগবানে মতি হইবার একমাত্র উপায়।

(৩) সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ভজন।

(৪) হরিসেবার অনুকূলে কার্য্যই ভক্তি ও সংসারনাশের উপায়।

(৫) জগতে জননী পূজনীয়া এবং স্বর্গ হইতেও গরীয়সী হইলেও সর্ব্বগুরু সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সেবার প্রতিবন্ধক হইলে জননীর আসক্তি পর্য্যন্ত ছেদন করা কর্ত্তব্য।

(৬) যাহাদের স্বর্গকামনা, মুক্তি-কামনা, সিদ্ধি-কামনা থাকে, এই সকল কুযোগিগণ সাক্ষাৎ ভগবানের দেখা পান না।

(৭) হরিকীর্ত্তনই সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আত্মা আর কিছুতেই শান্তি পাইতে পারে না।

গৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

একবিংশ দিবস—৩০শে আগষ্ট, শুক্রবার। প্রাতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনরোত্তমানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। অদ্য সৌরাষ্ট্র-দেশের শ্রীযুক্ত ত্রিভুবনদাস নামক জনৈক ভদ্রলোক মহামন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় ডেহরী (Dehri) সুগারমিলের রামকৃষ্ণ ডালমিয়া নামক জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। 'আম্নায়ঃ প্রাহ', 'ভক্ত্যা [illegible]', 'শ্রেয়ঃ [illegible]-পন্থা', '[illegible]ম', 'প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন', 'সতাং প্রসঙ্গাৎ', 'ব্রহ্মভূতঃ', 'সর্ব্বধর্ম্মান্', 'ভক্ত্যা মাং' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়। কবিরাজ অনাথনাথ রায় আসেন, তাঁহার সহিতও প্রভুপাদ কিছু ভাগবতকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় প্রভুপাদ শ্রীরাধারসসুধানিধির '[illegible] পদকোকনদে' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোক ব্যাখ্যামুখে বুদ্ধের কারুণ্যরসের আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধকে বৌদ্ধগণ বিষ্ণুজ্ঞান না করায় তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা হয় না, উঁহাদের বিচার স্বতন্ত্র, জীবহিংসায় অত্যন্ত অবিচারের কথা, দ্বাসুপর্ণা শ্রুতির বিচার, Ellipseএর focus দৃষ্টান্তে তৃণাদপি শ্লোকের বিচার, মৎস্যাদির এক একটি রস, কৃষ্ণে অখিল রস, 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি' 'প্রায়েণ বেদ', 'যস্যাস্তি ভক্তিঃ', 'নেহ যৎ' প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হয়। প্রভুপাদের পাঠের পর শ্রৌতী মহারাজ শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ করেন।

দ্বাবিংশ দিবস—৩১শে আগষ্ট, শনিবার প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ভাগবত দশমস্কন্ধের ৮২তম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ আগামীকল্য কটক মঠের নাটমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন জন্য অদ্য সন্ধ্যায় 'পুরী এক্সপ্রেসে' কটক যাত্রা করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিকপ্রভু, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও শ্রীসজ্জনানন্দ মহারাজ প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। প্রভুপাদ আগামীকল্যই আবার পুরীযাত্রা করিবেন, তথা হইতে সোমবার রাত্রে রওনা হইয়া মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ পাটনা যাত্রা করেন। মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন আসেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাঠ করেন এবং প্রভুপাদ কটক রওনা হইবার পর শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ পাঠ করেন। পাঠের আদি-মধ্যান্তে কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ বন-মহারাজের "Second year in England" গ্রন্থ দেখিয়া কবিরাজ অনাথনাথ রায় ও তাঁহার অনেক বন্ধু বিশেষ প্রশংসা করেন।

গতকল্য শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ, স্বাধিকারানন্দপ্রভু, কৃতিরত্ন প্রভু, গৌরবিগ্রহ প্রভুপ্রমুখ অনেক ভক্ত শ্রীধাম মায়াপুর হইতে নৌকাযোগে চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধরমঠে গমন করেন। মঠে যাওয়ার সময় তাঁহারা নগরসংকীর্ত্তন করেন। মঠে পৌঁছিয়া শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ রায় রামানন্দ মিলন সংবাদ পাঠ করেন। পাঠ খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্বাধিকারানন্দ প্রভু শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক ও শ্রীগৌরবিরুদাবলী হইতে সংস্কৃত গীতি কীর্ত্তন করেন। সকাল ৮টায় পৌঁছিয়া তথা হইতে অপরাহ্ণ ৪টায় তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে মহামহিমময় শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সাংকেত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে বড় ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ভায়া গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী, পোঃ কোসোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

কারবার সাহারানপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীলাল ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মর্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

অপারজিলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C. 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ২৪শে অক্টোবর ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [১৯৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ইটালী আবিসিনিয়ার যুদ্ধ

আবিসিনিয়ার সম্রাট ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণে জঙ্গল অঞ্চলে এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিয়াছেন; বেলজিয়ম হইতে তিনি বহু রণসম্ভার আনিবার [illegible] দিয়াছেন। উত্তরে সেনাপতি রাস সেয়ুম অ্যাডোয়া অভিমুখে অভিযানের জন্য সৈন্যসমাবেশ করিতেছেন। ইটালীয় প্রধান সেনাপতিও মনে করেন যে, আবিসিনিয়ার সৈন্যসমাবেশ শেষ করিয়াই ইটালী বাহিনী আক্রমণ করিবে। এরিথ্রিয়া হইতে এক ইটালীয় বাহিনী হাওয়াশ নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু হাবসী দল তাহাদের ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করায় ইটালীগণকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। আর একদল ইটালীয় সৈন্য হাবসীদের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে, ফলে ৬০ জন হাবসী হতাহত হইয়াছে।

———

সশস্ত্র ডাকাতি

সদর হইতে প্রকাশ, গত ৬ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কিশোরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার পাত্র নামক একজন ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতগণ লাঠি ছোরা ইত্যাদি লইয়া শ্রীমন্তবাবুর গৃহ আক্রমণ করে এবং জনসাধারণকে ভীত করিবার জন্য পটকা ও আওয়াজ করিয়া বন্দুকের ভয় দেখায়। ডাকাতির সময় ১৫০।২০০ লোক সমবেত হইলেও কেহ ডাকাতদের সম্মুখীন হয় নাই। ডাকাতগণ শ্রীমন্তবাবু তাঁহার এক আত্মীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোড়ই ও তাঁহার বাড়ীর ২।৩ জন লোককে প্রহার করে। তাহার ফলে শ্রীমন্তবাবু ও সতীশবাবু উভয়ে বেশ আঘাত পাইয়াছেন। পঞ্চানন মাইতি কিছুক্ষণ যাবৎ সংজ্ঞাহীন ছিল। ডাকাতগণ নগদ টাকা এবং সোনা রূপা গহনায় প্রায় ৫।৭ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়। একজন চৌকীদার এবং শ্রীমন্তবাবুর বাড়ীর একজন লোক ডাকাতগণের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব বলিয়া গোপনে তাহাদের অনুসরণ করে।

ডাকাতদল এগরার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ৫।৬ মাইল আসিবার পর এক চৌকীদার এবং লোকটি 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলিয়া চীৎকার করে। তাহাতে পটাশপুর থানার অন্তর্গত সর্দ্দারপুর, মাধবপুর প্রভৃতি গ্রামের লোকজন দলে দলে রাস্তার দিকে দৌড়াইতে থাকে। ডাকাতগণ ইহাতে ভীত হইয়া পড়ে। তাহাদের কেহ কেহ ডোবা সাঁতরাইয়া পলাইতে ও কেহ কেহ ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত প্রভৃতিতে লুকাইতে চেষ্টা করে এবং কেহ কেহ গ্রামবাসীদিগের বাধা না মানিয়া অগ্রসর হয়। ১৩ জন ডাকাত কিছু অপহৃত দ্রব্য, কিছু সোনারূপার গহনা এবং নগদ টাকাসহ ধৃত হয়। তৎপর দিন ৭ই অক্টোবর ভগবানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী এই সংবাদ পাইয়া বেলা ৯টার সময় ধৃত ব্যক্তিগণকে লইয়া গিয়াছেন। ডাকাতগণ অনুসন্ধানকারীদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পটকা প্রভৃতি নিক্ষেপ করে, সুখের বিষয় গ্রামবাসিগণ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে নাই। যে সব স্থানে অপহৃত দ্রব্যাদি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় সেখানে চৌকীদার মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

জেল হইতে পলায়ন

সুক্কুরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট থান্ধু নামে একজন কয়েদীকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী আরও তিনজন কয়েদীকে লইয়া শিকারপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করে। কিছুকাল ফেরার থাকার পর আসামী ধরা পড়ে; কিন্তু তাহার সঙ্গী তিনজনের এখনও সন্ধান মিলে নাই।

নরবলি

কোকনদ হইতে ৩০ মাইল দূরে অমররমে মহানবমীর দিন এক বালিকার রক্তে দেবীর পূজা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ হইয়াছে। বালিকার পিতা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ঘটনার দুইদিন পরে অপর এক বাড়ীতে গলা কাটা অবস্থায় বালিকার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

প্রকাশ, অনেক গ্রামবাসী গলিত শবের গন্ধ পাইয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। অনুসন্ধানের পর উপরোক্ত অবস্থায় বালিকার শব উদ্ধার হয়; পরে জানা যায় যে, উক্ত বাড়ীতে যে পুরোহিত পূজা করিয়াছিল সে মহানবমীর দিন বালিকার রক্তে দেবীর সম্মুখে অর্ঘ্য দেয়।

পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাও সাহেব কে পি মোনাপ্পা ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

— — —

কনেষ্টবলকে ছুরিকাঘাত

গত শুক্রবার রাত্রে ঘুঘুডাঙ্গা লেনে কোন এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকায় পাহারায় রত একজন কনেষ্টবল তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বহু চেষ্টার পর পুলিশ তাহাকে ধৃত করিতে সমর্থ হয়। তাহাকে থানায় লইয়া যাইবার কালে সে হঠাৎ একখানা ছুরিকাদ্বারা পুলিশকে আঘাত করে। অতঃপর পুলিশটী তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া তাহার নিকট হইতে উক্ত ছুরি কাড়িয়া লয় এবং তাহাকে থানায় লইয়া যায়। এই ব্যাপারের তদন্ত চলিতেছে।

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

হাইলাকান্দি হইতে প্রকাশ, বোয়ালিপাড়া হইতে দুইটী মুণ্ড বিশিষ্ট একটী গোবৎস সহরে আনয়ন করায় উহা দেখিবার জন্য সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একটি মুসলমান প্রধান গ্রামে ঐ অদ্ভুত গোবৎসটী জন্মলাভ করে। উহার দুইটি ঘাড়, দুইটী মুণ্ড, চারিটি পা, একটি পেট এবং একটি লেজ। জন্মিবার প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে উহার মৃত্যু হয়। স্থানীয় একজন মুচি উহা সহরময় ঘুরিয়া দেখায়।

বৌদ্ধমঠে ভীষণ বিস্ফোরণ

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, কোন একটি বৌদ্ধমঠে পটকা বিস্ফোরণের ফলে একজন তরুণ নিহত, নয়জন কুঙ্গী গুরুতররূপে আহত এবং অপর ১৯ জন সামান্য জখম হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, দীপালি উৎসব উপলক্ষে উক্ত মঠবাসীরা কতকগুলি পটকা প্রস্তুত করে। উক্ত তরুণ শিক্ষার্থী একটি বড় পটকা হইতে একখণ্ড পাথরের কুঁচি বাহির হইয়া আছে বলিয়া দেখিতে পায়। সে উহা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করায় সময় বিস্ফোরণ হয়।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক : কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ-বি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹	
৪র্থ খণ্ড—৸৹	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড, ৸৹	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব	।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।৹
১৮। বাদশ-আল-বর	।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶৹
২২। ভজন-রহস্য	৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা	৷৹
২৭। বৃক্তিমল্লিকা অধঃসোষ্ঠঃ সাত্ত্বত	২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সাত্ত্বতা	।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দ্বীপ-দিগ দর্শন	৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
৩৫। গীতমালা	৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমা দর্পণ	।৹
৪০। শরণাগতি	৴৹
৪১। গীতাবলী	৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৹
৪৩। সাধনকণ	৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক	৴৹
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ	৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড)	৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (মাণ্ডুক্য)	।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়	।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৵৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵৹
৬০। সাংখ্যবাণী	৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।৹
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকমূলম্	।৹
৬৩। স্তবস্রজম্	।৹
৬৪। সাম্প্রদায়িক শিক্ষাষ্টকম্	।৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴৹
৬৬। সারঃশরণম্	৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬৭। রায় রামানন্দ	৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	৷৹
৬৯। নামভজন	।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্‌ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি	৷৹
৭১। থিয়েটিক ওয়ার্ড্‌স	।৶৹
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম্	।৹
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴৹
৭৫। দি ভাগবত	।৹
৭৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আবেন্ডেড ডিকোসন	।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।৹
৮০। সাধন-পথ	।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১৹
৮২। গীতাবলী	৴৹
৮৩। শরণাগতি	৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৮৪। শরণাগতি	৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ দামোদর, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

অষ্টাদশ সিদ্ধি

শাস্ত্রে অষ্টাদশ সিদ্ধির কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা—আটটী গুণাতীত। এই আটটীর মধ্যে প্রথম তিনটী দেহের চতুর্থটী ইন্দ্রিয়ের আর অপর চারিটী স্বভাবের। অবশিষ্ট অনূর্ম্মিমত্ত, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, ইচ্ছানুরূপ মনের গতি, ইচ্ছানুরূপ আকারগ্রহণ, পরকায়ে প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়াদর্শন, সঙ্কল্পিত পদার্থ প্রাপ্তি এবং অপ্রতিহত আজ্ঞা ও গতি—এই দশটীর উৎপত্তি ইহজগতের সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে। ত্রিকালজ্ঞতা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজয়, পরচিত্তের অভিজ্ঞতা, অগ্নি-সূর্য্য জল বিষাদির শক্তিনাশ এবং সর্ব্বত্র অপরাজয়—এই পাঁচটী ক্ষুদ্র সিদ্ধি।

*   *

উপরোক্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত জনগণ জনসাধারণের নিকট সহজেই বাহাদুরী লাভ করিতে পারেন। চাক্ষুষ দর্শনে সাধারণ চিন্তার অতীত কোন ব্যাপার সহজেই মানবকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব ও ক্রীড়া লক্ষ্য করিতে পারেন এবং তাঁহার পরা শক্তির আনন্দদায়িত্ব অবগত আছেন তাঁহারা ঐসকল দেহক্রীড়াতে মোহিত হন না। পক্ষান্তরে উঁহারা নিত্য চিদ্বিলাস রাজ্যে প্রবেশের অন্তরায় বলিয়া উঁহাদের দিকে কোনরূপ দৃক্‌পাত করেন না। তাঁহারা জানেন, ভগবানের মায়াশক্তিতে গুণত্রয়ের অবস্থান আছে। ভগবান্ মায়াধীশ; তাঁহা হইতেই কালের উদয় হইয়াছে। তিনিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক ও অন্তর্যামী তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকের করতলগত মুক্তি ও যাবতীয় সিদ্ধি প্রভৃতি। ঐকান্তিক হরিভক্তগণ ঐ সকলের প্রার্থী না হইলেও উহারা তাঁহাদের করুণা প্রার্থনায় ক্রোড়হস্তে তাঁহাদের পদপার্শ্বে অপেক্ষা করেন। যাঁহারা ভগবানকে ত্রিগুণান্তর্গত ও কালাধীন ব্যাপ্তবিশ্বের অন্তর্গত জ্ঞান করেন এবং নিজকে অন্তর্যামী বিবেচনা করেন তাঁহারা কালাধীশ ও মায়াবশের বিচার কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া ঈশিত্ব-কল্পনায় বিবর্ত্তগ্রস্ত হন মাত্র।

জগতের যাবতীয় ক্রিয়মাণ বস্তুর সহিত ভগবৎসেবা-সম্বন্ধ উপলব্ধির বিষয় হইলে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও উচ্চাদির ধারণা অতিক্রম করিয়া জীব তুরীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের ফলে অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত অন্যকার্য্যে মনোনিবেশ করে না। পক্ষান্তরে তাঁহার সেবাপ্রাণতার নিকট জগৎ স্বতঃই মস্তক অবনত করে। তিনি কায়, মন ও বাক্যকে ভগবৎসেবায় বশীভূত করিয়া বশীকরণ সিদ্ধিলাভ করেন। যাঁহারা ষড়্‌বিধ বেগের ভৃত্যত্বে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মবীর অভিমানে মাদক দ্রব্যাদির ন্যায় দ্রব্যাদির বশীভূত হয়, তাহারা যে-সিদ্ধিকে বশিতা-সিদ্ধি বলে তাহার সহিত ভগবদ্ভক্তের কোন সম্বন্ধ নাই

*

ব্রহ্মাণ্ডে তিনটী গুণের অবস্থান। এই গুণত্রয়ে বদ্ধ হইলেই জীব ইহকামনাযুক্ত হয়। আর অখিলসদ্‌গুণসম্পন্ন, গুণাতীত পুরুষোত্তমের সেবাপর হইলে সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় জড়কাম তাহার অন্তঃকরণ হইতে অদৃশ্য হয়। নিত্য কামদেবের কামসেবা হৃদয়ে উদিত হইলে কামাবসায়িতা নাম্নী সিদ্ধি প্রকৃত-প্রস্তাবে করতলগত হইয়া থাকে।

*   *

শ্রীভগবান্ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির দ্বারা ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে আবরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থূল জগৎ হইতে মনকে নিয়মিত করিতে গেলে ভগবানের সূক্ষ্ম উপাধি ধারণা করিতে হয় তন্মাত্রের উপাসকগণ ভগবানের সূক্ষ্ম উপাধির সেবা করিয়া অণিমা লাভ করেন। শুদ্ধভাগবতগণ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় উপাধি হইতে পরিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মার পরমাত্মারও আকর ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করেন।

*

ভগবানের মহত্ত্ব যথাযথ বুঝিতে পারিলে জীবগণ আকাশাদি ভূতের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে। ইহাই মহিমা-নাম্নী সিদ্ধি। তাহা হইতে বঞ্চিত জীবগণ মহিমারূপিণী সিদ্ধি লাভ করেন না। তাঁহাদের বিবর্ত্ত ভগবৎস্বরূপজ্ঞানের অভাব জন্মাইয়া বিরূপে আবদ্ধ করায়।

*   *

পঞ্চভূতের স্থূল উপাধিযুক্ত সূক্ষ্ম-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ স্বয়ং জানিতে পারিলে লঘিমানাম্নী সিদ্ধির প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভগবৎসেবাপর নহে তাহাদের সূক্ষ্মতার জাড্য লঘিমাসিদ্ধির বিনষ্টে আবদ্ধ থাকে।

*   *

বৈকুণ্ঠ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয় হৃষীকেশ সেবায় নিযুক্ত হয়। বস্তুতঃপক্ষে ইহাই প্রাপ্তিনাম্নী সিদ্ধি! বুদ্ধিবৃত্ত্যবলম্বনে নির্ব্বিশেষবাদাশ্রয়ে অহঙ্কার-বিমুক্ততার যে আপেক্ষিক সত্ত্বগুণ প্রাবল্য দেখা যায় তাহাতে প্রাপ্তিনাম্নী সিদ্ধি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

*

ক্রমবশতঃ মহত্তত্ত্বকে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিলে পারমেষ্ঠ্য প্রাপ্তিরূপ প্রাকাম্য সিদ্ধি লাভ বস্তুতঃপক্ষে হয় না। ভগবৎসেবাপর বিচারে হিরণ্যগর্ভের গর্ভোদক-শায়িত্বই প্রকৃত প্রাকাম্য সিদ্ধির কারণ।

*

গুণাতীত ও ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপপতি শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলে সকল প্রকার মল দূরে পলায়ন করে এবং হৃদয়ে পরম শুভ্রতা লাভ ঘটে; ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বময় এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা। তাঁহার সেবায় চিত্ত ধাবিত হইলে জীবের নির্ম্মলতা লাভ ঘটে।

*

মুক্ত হংসগণের মধ্যে একায়ন পদ্ধতিতে শ্রীনামভজনের শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। ভূতাকাশের আত্মায় ভগবদ্বস্তু নাদব্রহ্ম অনুশীলনীয়। যখন যাবতীয় শব্দ এক তাৎপর্য্যপর হইয়া ভগবানে লক্ষিত হয় তখনই বিশ্বদূরশ্রুতি-প্রভাবে দুর্লঙ্ঘিত অপ্রদর্শিত পরম সত্তা করতলগত হয়। শ্রবণ-দর্শনের প্রাধান্য লব্ধসিদ্ধি জনের আরাধ্য।

*   *

সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীনারায়ণের প্রতি দৃষ্টি সংযোজিত করিলে ও তাঁহার শুভদৃষ্টি জীবের প্রতি পতিত হইলে এবং জীব বিশ্বকে ভোগ্য-দর্শনের পরিবর্ত্তে ভগবদ্‌ভোগ্য জানিতে পারিলে দৃষ্টি-সাফল্য ঘটে। নতুবা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত দর্শনে যে দৃষ্টি-বৈষম্য উদিত হয় তাহা ভোগ বা ফল্গুত্যাগের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ হইলেই স্বরূপসিদ্ধি ক্রমে চিত্তবৃত্তিসমূহ বায়ুর ন্যায় দৈহিক চেষ্টা-সমূহ লইয়া ভগবৎ অনুশীলনপর হয়। তখন স্থূল দ্রব্যে ভোগপিপাসা রহিত হইয়া সিদ্ধিলাভ ঘটে। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে মায়িক যোগসিদ্ধি বলিয়া যে ধারণা, তদ্দ্বারা বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান-বিমুখতাই প্রকাশ পায়।

*   *

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি।
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি

বস্তুতঃপক্ষে চিত্তের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর হইলেই নিমিত্তকারণ ভগবানের সহিত উপাদানকারণ জীবচিত্ত সান্নিধ্য লাভ করিয়া সেবা চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তখন স্বরূপসিদ্ধিক্রমে নিত্য ভগবৎ-পার্ষদদের অনুগামী হয়

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

৪র্থ দিবসের হরিকথা

২৪শে আশ্বিন—পূর্ব্বাহ্ণ

অদ্য প্রাতঃকালে শ্রুতিবিচার মুখে মহান্ "প্রভুর্বৈ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর বাণীর ব্যাখ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"সেই বস্তু মহান্। তিনি প্রভু। শক্তি তদধীন। রজস্তমোগুণ ইহজগতে প্রবল। কিন্তু রজস্তমোগুণ আবদ্ধ থাকিলে হরিবিমুখ হইয়া থাকিব। রজস্তমকে ধ্বংস করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হওয়ার প্রয়োজন এবং প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা নিরস্ত করিয়া হৃদয় নির্ম্মল করিতে হইবে। বাস্তব-বস্তুই বেদ্য। মহাপ্রভু সেই বস্তু প্রকাশ করেন। উহা প্রকাশিত হইলে জীব-হৃদয়ে অশান্তি থাকে না। শান্তি দুই প্রকার। জাগতিক অভিপ্রায়দ্বারা ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান—মঙ্গলময় শান্তি নহে। বাস্তব-শান্তি জীবের ভক্তির উদয়েই লভ্য। মহাপ্রভু মঙ্গলময়, বেদ তাঁহার গান করেন। তিনি ঈশান। মহাপ্রভুর একটী দাসও ঈশান নামিত ছিল। দাসের মহিমা আরও বেশী। কারণ দাসের সঙ্গে প্রভুকেও পাই। ঈশান অর্থে সদাশিবও লক্ষিত হয়েন। তখন মঙ্গলময় গুরুপাদপদ্মই ঈশান। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"। তিনি জগতের লোককে সুষ্ঠুভাবে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন। ভোগের শিক্ষা নহে। 'বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম মৌলে সনকসনন্দনসনাতন-নারদেড্য। গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥' ইহাই গোস্বামিপাদের বৈষ্ণবরাজ বৃন্দাবনক্ষেত্রপাল শম্ভুর প্রণামমন্ত্র। আমি যদি উপাধিশূন্য, দ্বিতীয়াভিনিবেশশূন্য হ'তে পারি, তা'হলে আমার মঙ্গল হ'বে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম গুণজাত জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু নহেন। আমাদের গুরুপাদপদ্ম বলা হয় তাহা সমাবর্ত্তন[illegible] কথা নয়। তাহা বৈকুণ্ঠবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত চেতনের জাগরণ হ'বে না, মঙ্গল আসিবে না। আমাদের [illegible] শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সুষ্ঠু [illegible] না। আবার ভগবৎকথা আলোচনা করিতে যাইয়া যদি তাঁহাকে একজন গোয়ালা মনে করিয়া কতকগুলি গোয়ালিনীর [illegible] consort এইরূপ মনে করি, [illegible] আমাদিগকে ভ্রমে পতিত হইতে [illegible]। ভগবান্ গোপেশ্বর। "গো" [illegible] বিদ্যা বুঝায়। "গোপেশ্বর" বলিলে [illegible] অধীশ্বরকে লক্ষ্য করে। তিনি [illegible] ভোক্তা। তিনি কাহারও ভোগের [illegible] নহেন। দাক্ষিণাত্যে অধুনা [illegible] পার্থ-

সারথির পূজা, পার্থীবেহারীর পূজা হইতেছে প্রপঞ্চকে গোলোকজ্ঞান অথবা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ গোলোককে ভৌমজ্ঞান উভয়ই ভ্রমাত্মক। বৈষ্ণবও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন জীব নহেন। ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব—তিনি পরম আদরের বস্তু, কৃপা করিয়া এখানে অবতরণ করিয়াছেন। গোলোক বৃন্দাবনও এখানে প্রাকট্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু যদি ইঁহাকে আমরা প্রপঞ্চান্তর্গত কোন বস্তু মনে করি, তাহা হইলে ভুল হইবে। তদ্ধাম স্বতঃপ্রকাশিত 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্...।' কৃষ্ণধামে মানবের ভোগ্য সূর্য্য নাই। শ্রীগৌরসুন্দর হ'তে নিঃসৃত তেজ আমাদিগকে আলোকিত করিতেছেন। ব্রজধামের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের প্রয়োজন। বড় বড় লোকের যে গতি বা চলা তাহাকে ব্রজ বলে। যদি চল্‌ব না, stagnant হ'য়ে থাক্‌ব, এরূপ বিচার আসে, তা'হলে সংসারে আসক্ত হ'য়ে থাক্‌ব। সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার যদি কেউ ইচ্ছা করেন তা'হলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ ক'রে তাতে প্রবিষ্ট হ'বার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হবেন। নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তাস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। নির্ব্বিশেষবাদী কোন বস্তুকে আশ্রয় না করায় সংসারেই আবদ্ধ থাকেন। 'ব্রজতি' বলিলে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়। কোন্ বস্তুর দিকে অগ্রসর হইব? এবং কাহার আশ্রয়ে বা অগ্রসর হইব? যদি নিত্যবস্তুর পরা শক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমার ক্রমশঃ সেবোন্মুখতা-বৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইবে, এবং বাস্তববস্তুর দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইব। 'যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥' যে পর্য্যন্ত না আমরা ভগবানের সেবা-মাধুর্য্যের চমৎকারিতার লোভবিশিষ্ট হই, ততদিনই সংসার আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভগবানের পরম চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে হইলে নিজের হৃদয়ের পরিমার্জ্জন আবশ্যক। আমার উপর যে সকল অজ্ঞানতারূপ ধূলি ও আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বিদূরিত না হইলে কৃষ্ণের সান্নিধ্য হইবে না, তিনি আমাকে দেখিবেন না। তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের মানস থাকিলে হৃদয়ের আবর্জ্জনা ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে। তখন তিনি তাঁহার মাধুরী আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন। তখন আর জড়জগতের কোন বস্তুই আমাদিগকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না।

অপরাহ্ণ

অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবের ত্রিবিধ অধিকারভেদনিরূপণমুখে কেবল কনিষ্ঠাধিকারের কথা নানাবিধ শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রমাণিত করেন। কনিষ্ঠাধিকারে গুরুদেব অর্চ্চনপদ্ধতি বলিয়াছেন। সুষ্ঠুভাবে অর্চ্চন করিতে করিতে ক্রমশঃ অনর্থমুক্ত হইলে গুরুর গুরুত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। তখনই শিষ্য ভাগবতের "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" বুঝিতে পারেন। যে-দেবতার পূজা করা হচ্ছে, গুরুদেব সেই দেবতাময়। বাস্তবোদ্দেশ্যে প্রচার। শ্রীগুরুর স্বরূপদর্শনে ব্যাঘাত থাকাকালে শিষ্যের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য বিধিবিচারে গুরুপূজার মন্ত্রপ্রদান। অনর্থযুক্ত অবস্থায় আমরা শ্রীপাদপদ্মের শোভা-দর্শন করিতে পারি না। গুরুর গায়ত্রী গান করিতে করিতে তাহা উপলব্ধি হয়। প্রথমমুখে গুরুর ভজনে ভারিত্ব জ্ঞান জন্মে। অনর্থযুক্ত জীব ভ্রমে পতিত না হয়, এজন্য গুরুগৃহে বাসের ব্যবস্থা। গুরুস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে নিজের লঘুত্বের উপলব্ধি হয়। জাগতিকগুরুর নিকট হইতে আমরা জাগতিক জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু পারমার্থিক বস্তুলাভ জাগতিক গুরু হইতে হয় না। অর্থ প্রয়োজন। কিসের বা কাহার প্রয়োজন তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ দৈহিকসুখ, মানস-সুখ বা আত্মসুখকে প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আত্মার আত্মা মূলবস্তু শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হয়, সে পর্য্যন্ত বাস্তব-সুখ লাভ হয় না। জড়জগতের বস্তুর প্রতি রমণ-প্রবৃত্তি হইলে অনাত্মারাম, আর আত্মায় রমণের প্রবৃত্তি হইলে আত্মারাম।" 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—মহাপ্রভু বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তিতে প্রযোজ্য ইহার নানাবিধ অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর মানব সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতির প্রাবল্যে 'মহাশ্মশানে গোবিন্দে' ইত্যাদি, 'নাহমেকঃ যস্য নাচ শ্রবণপথগতঃ' ইত্যাদি শ্লোকের বিষয় কিরূপ উপলব্ধি করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলেন। অতঃপর ভগবানের অর্চ্চা 'বগ্র, প্রকাশ, বৈভব, অবতার প্রভৃতির পৌরুষতত্ত্ব ও তাঁহাদের পূজকগণের যোগ্যতার তারতম্য-বিচার করেন। সাত্বতশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণুঃ অর্চ্চন পঞ্চোপাসকের ন্যায় নহে! পঞ্চোপাসকগণ 'বিষ্ণুকে নিত্য মানেন না। তাঁহারা বলেন—'বিষ্ণুকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে বাস্তববস্তু সচ্চিদানন্দজ্ঞানে তৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া সেবাপ্রাপ্তির প্রয়াস-বিশিষ্ট হন। শক্তিদ্বারা বহুমানব শক্তিমত্তত্ত্বকে দর্শন-যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। চিদ্‌গুণযুক্ত সবিশেষ বিষ্ণুর শক্তিচ্ছলে আমাদের বিষ্ণুর সেবালাভের যোগ্যতা আছে। শব্দাশ্রয়ে শব্দীর সান্নিধ্য। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।" বৈকুণ্ঠে গমনব্যতীত নাম-গ্রহণের যোগ্যতা হয় না। ইত্যাদি বিষয়ের শাস্ত্রপ্রমাণমূলে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

ত্রয়োবিংশ দিবস—১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার। প্রাতে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী দশম স্কন্ধে ৯০তম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

———

চতুর্ব্বিংশ দিবস—২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার। প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ১১শ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপজী মেসার্স ও, এন, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর শাঁখারী-টোলার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

পঞ্চবিংশ দিবস—৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীনরোত্তমানন্দ প্রভু একাদশ স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭-৩০ ঘটিকায় পুরী হইতে হাওড়া পৌঁছেন। মঠে প্রায় ৮টায় পৌঁছেন। কলিকাতা হইতে যাঁহারা প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছাড়া শ্রীঅনন্তানন্দ প্রভু আসেন।

[গত রবিবারে প্রাতঃ প্রায় ৯ ঘটিকায় কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের নাট্যমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে একটি বড় সভা হয়। সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ উক্ত সভায় প্রায় ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর কটকের কার্য্য সমাধান করিয়া প্রভুপাদ পুরী যান। চটক পর্ব্বতোপরি যে চটক-কুটীরটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে প্রভুপাদ অতীব প্রীতিলাভ করেন।]

সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অদ্য "যন্ত্যালীয়ত শষ্পশীর্ষ" বলিয়া একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে পাঠ আরম্ভ হয়, উহা শ্রীজয়দেবের "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোকেরই অনুরূপ। জড়রস ও চিদ্রসের পার্থক্যবর্ণনমুখে শান্তাদি রসব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীরামের বাৎসল্যরস অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যরসের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়।

ষড়্‌বিংশ দিবস—৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার। শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী একাদশ স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় এমার মঠের মহান্তমহারাজের সহিত প্রভুপাদ হরিকথা বলেন। রামানুজীয় বিচারের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবের রসবিচারবৈশিষ্ট্য আলোচনা-প্রসঙ্গে "প্রভুপাদ সিদ্ধান্ততত্ত্ব", 'সার্ষ্টি সামীপ্য', 'যস্য নারায়ণং দেবং' প্রভৃতি শ্লোক আলোচিত হয়। এখানে চক্ষু দিয়া রূপ মাপা বা কর্ণ দিয়া শব্দ মাপা ইত্যাদি মাপিয়া লওয়া ধর্ম্ম প্রবল, কিন্তু বৈকুণ্ঠে এ প্রকার ধর্ম্ম নাই। পঞ্চোপাসনায় নির্ব্বিশিষ্টবিচারে জগৎ ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে জগৎকে উদ্ধার করা আবশ্যক, ভক্তি বিচার উত্তমরূপে প্রচার হওয়া দরকার। নারায়ণ উপরের অঙ্গ দিয়া নারায়ণসেবার বিচার অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণসেবামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হওয়া দরকার। গৌরব ও বিপ্রলম্ভে বৈশিষ্ট্য আছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে বাৎসল্যরসাদির কথা আছে, তাহা সমস্তই দাস্যের কথা। এস্থানে প্রভুপাদ মুকুন্দমালা স্তোত্রের কএকটি শ্লোক কীর্ত্তন করেন 'ন ধনং ন জনং' প্রভৃতি শ্লোক কীর্ত্তন করেন। "আপনি বৈষ্ণবাচার্য্য, বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক" প্রভৃতি দৈন্যোক্তিদ্বারা প্রভুপাদ মহান্তমহারাজকে সম্মান দান করেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া মহাশয় আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

———

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রূপ, যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪২ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৫ শুক্রবার [১৯৫তম সংখ্যা

সংবাদ

—::•::—

ইটালী আবিসিনিয়া যুদ্ধ

ইটালীর দেশীয় সৈন্য ও হাবসীগণের মধ্যে উয়াল-উয়াল হইতে একশত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ইটালীর সৈন্য কোন কোন ঘাটি দখল করিয়াছে। মাকালের দিকে অগ্রসরের জন্য ইটালীয় বাহিনী চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেনাপতি রাস কাসসা মাকালে রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি এই উদ্দেশ্যে আরও অনেক সৈন্য লইয়া আসিতেছেন।

আর একটী সংবাদ এই যে, ইটালী উত্তর দিকে সৈন্য চালনা এখন স্থগিত রাখিয়া দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইবে এবং এজন্য জেনারেল দেল বোনো ওগাদেন অভিমুখে গিয়াছেন। ইটালীয় বাহিনী কর্ত্তৃক একদল বৃটিশ উষ্ট্রারোহী সৈন্য আক্রান্ত হইয়াছিল; এই আক্রমণের কারণ জানা যায় নাই।

দক্ষিণ সমরাঙ্গনে যে সংঘর্ষ হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ যে, ইটালীয় বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বহু হাবসী সৈন্য হতাহত হইয়াছে এবং হাবসী বাহিনীর গুলীর আঘাতে পাঁচটী ইটালীয় বিমান জখম হইয়াছে। দুইশত কপ্টিক গীর্জ্জার প্রতিনিধিস্বরূপে একদল ধর্ম্মযাজক এবং কুড়িজন মুসলমান ইটালীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। তিগ্রে প্রদেশের হাবসী ধর্ম্মযাজক ও সৈন্যগণকে বশ্যতা স্বীকারের জন্য দশ দিন সময় দেওয়া হইয়াছে। হাবসী সম্রাটের রক্ষীবাহিনীর নয় হাজার সৈন্য উত্তর রণাঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইটালীয় রাজদূত যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, আদ্দিস-আবাবাস্থিত ইটালীয় রাজদূতের বাসভবন লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি গুলী ছোড়া হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার নারী-বাহিনী

আবিসিনিয়ার পুরুষগণ যেমন রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছে, তেমনই সেখানকার নারীদের মধ্যেও দেশ রক্ষার্থ যুদ্ধ স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। রাজমহিষী মেনেন প্রয়োজন হইলে নিজেই রণক্ষেত্রে গমন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাজকুমারী সহায় আহতদিগের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন শ্রীমতী ওয়েজারো আবিবাথ চারকোজি নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলা যুদ্ধে যাইবার জন্য এক নারী-বাহিনীকে প্রস্তুত করিতেছেন। পুরুষদিগের ন্যায় খাকি প্যান্ট, টুপি পরিহিত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই নারী-বাহিনী আদ্দিস আবাবার সম্রাটকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছিল। ঠিক সামরিক কায়দায় এই বাহিনী যখন সহরের রাস্তা দিয়া কুচকাওয়াজ করিতে করিতে যাইতেছিল তখন সহরে বিপুল জনতা হইয়াছিল। সম্রাট এই নারী-বাহিনীকে সমরক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। অনুমতি লাভ করিয়া শ্রীমতী চারকোজী আপনাকে অত্যন্ত ধন্য মনে করিয়া গর্ব্বোৎফীত হইয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীমতী চারকোজীর নারী বাহিনীর নামকরণ হইয়াছে "ব্যাটালিয়ন অফ ডেথ" অর্থাৎ মরণপণবাহিনী। প্রকাশ, এই বাহিনী শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২১শে অক্টোবর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ফ্রন্টিয়ার মেল নয়াদিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিলে উক্ত গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরার সম্মুখে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। ঐ স্থানে দুইজন ইউরোপীয়ান দাঁড়াইয়াছিলেন বোমাটী দেশী, উহাতে কাঁচ, টিন এবং গ্রামোফনের পিন ছিল। প্রকাশ, নয়াদিল্লী পোষ্ট আফিসে সম্প্রতি যে বোমা বিস্ফোরণ হয়, ঐ বোমাটী তাহারই অনুরূপ। বিস্ফোরণের পরে কতকগুলি পুস্তিকা পাওয়া যায়। ঐ পুস্তিকায় "বন্দেমাতরম্" লেখা ছিল এবং পুলিশ ও গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছিল যে, গোয়েন্দাদের কার্য্য যত বৃদ্ধি পাইবে বোমা নিক্ষেপকারীদের কার্য্যও সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইবে।

রেলওয়ে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অন্যান্য অফিসারগণ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

লোকান্তরে মিঃ আর্থার

ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন গত ২০শে অক্টোবর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ইঁহার পরলোকগমনে বৃটিশ শ্রমিকদল ক্ষতিগ্রস্ত হইল। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ ল্যান্সবারী ও মিঃ স্নোডেন প্রভৃতি শ্রমিক নেতাগণ তাঁহাদের দীর্ঘকালের সহকর্ম্মী ও বান্ধব হারাইলেন। ইংলণ্ডের একজন বুদ্ধিমান [illegible] রাজনৈতিক হারাইল। [illegible] রক্ষণশীল ইংলণ্ডের বণিকচালিত রাষ্ট্রনীতি যাহাদের চিরদিন অবজ্ঞা করিত, সেই দীনদরিদ্র শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। গত অর্দ্ধশতাব্দীর আন্দোলনে বৃটিশ শ্রমিকেরা যে সকল অধিকার ও সুবিধা পাইয়াছে, তাহা মিঃ হেণ্ডারসন শ্রেণীর নিঃস্বার্থব্রতী শ্রমিক নেতার চেষ্টার ফল। শ্রমিকদলে তাঁহার যে অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল, বিগত শ্রমিক গবর্ণমেণ্টে তাঁহার পররাষ্ট্রসচিবের পদ প্রাপ্তিই তাহার প্রমাণ। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড চালিত শ্রমিক নেতারা যখন তাঁহাদের সোস্যালিষ্ট নীতি ব্যভিচার করিয়া, শ্রমিকদল ত্যাগ করিয়া রক্ষণশীল দলের সহিত মিলিত হইয়া 'ন্যাশনাল' হইলেন, তখন মিঃ হেণ্ডারসনই মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের পরিবর্ত্তে শ্রমিকদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু বিগত নির্ব্বাচনে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন নাই। তথাপি পররাষ্ট্রসচিবরূপে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে প্রভাব তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে পররাষ্ট্র সচিব না হইলেও তিনি জেনেভার অস্ত্রসঙ্কোচ বৈঠকে ১৯৩২-৩৪ পর্য্যন্ত সভাপতি ছিলেন। অস্ত্রসঙ্কোচ ও জাতিসঙ্ঘ নির্দ্ধারণকল্পে তিনি আন্তরিক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পররাজ্য লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের রণহিংসার চেষ্টা তিনি কিম্বা তাঁহার মতাবলম্বিগণ বিধ্বস্ত করিতে না পারিলেও তাহার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সকলকে [illegible] যে, আমি জেলা [illegible] সাং দারিয়ালছি [illegible] পুত্র মহম্মদ [illegible] আমার নাম [illegible] এবাদৎ হোসেন বিশ্বাস [illegible] করিতেছি।

এবাদৎ হোসেন বিশ্বাস
হাট চাপড়া, [illegible] স্কুল
পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ১৯৫তম সংখ্যা

দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

·•:•:•:•·

২রা অক্টোবর—রাত্রিকাল

গত ২রা অক্টোবর (১৯৩৫) রাত্রে শ্রী * * মুখোপাধ্যায় বি-এ নামক যুবকটী বলেন,—"ভগবানের বিষয় যদি আমি শুনে বিশ্বাস করি, সেরূপ বিশ্বাস 'সত্য' কিরূপে বল্তে পারি? যাহা প্রত্যক্ষ দেখ ছি না বা বুঝ ছি না, তাহা কিরূপে সত্য হইতে পারে?

ইহার উত্তরে প্রভুপাদ বলেন,—'শুনা' ছাড়া যদি বিশ্বাসঘাতক ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর জ্ঞানার্জ্জন করা যায়, সেই জ্ঞান কি অধিকতর সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হ'বে? ভগবান্ আমার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ঘোড়া—ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভগবানের পিঠে চড়্‌বে! এ যে শাক্তেয় মতবাদের কথা। অধোক্ষজে যদি সেবাযোগ বা ভক্তিযোগ হয়, তা' হ'লেই অনর্থের শেষ হ'বে। অনর্থ থাকাকালে নানাপ্রকার বৈকারিক প্রলাপ থাক্‌বে।

ভুক্তিযোগ বা মুক্তিযোগের অভিনয় ও ছলনার দ্বারা অনর্থ আস্‌বে। একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই অনর্থ যা'বে।

"জ্ঞানী-জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

'ঈশ্বর' শব্দে 'প্রভু' বুঝায়। প্রভুকে ভৃত্যরূপে পরিণত কর্‌ব না।

তিন ভাই জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলেন। এক ভাই—তামসিক ভাই, আর এক ভাই—রাজসিক ভাই, তৃতীয় ভাই—সাত্ত্বিক ভাই। তামসিক ও রাজসিক ভাই সাত্ত্বিকভাইকে বলে—"তুমি এক-তৃতীয়াংশ ভাগের মালিক। আর আমাদের দুই ভাইএর একত্রে ভাগ তোমার দ্বিগুণ। কাজেই জগন্নাথকে আমরা ২ জন যেভাবে দেখেছি, সেইরূপ দর্শনই ঠিক। সাত্ত্বিকভাই বলেন, আমি এক তৃতীয়াংশ ভাগও ছেড়ে দিচ্ছি। ঐ ভাগ ছেড়ে দিলেই আমি নির্গুণ বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে যাব। তোমরা জগতের গুণ নিয়ে থাক। তোমরা সংখ্যাধিক্য নিয়ে মারামারি কর। সংখ্যাধিক্যই তোমাদের সত্যনির্ণয়ের মাপকাঠি হউক। কিন্তু আমি জান বৈকুণ্ঠ জিনিষ জগতের সংখ্যাধিক্যের মতামতের দ্বারা ঠিক করা যায় না।—

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

৩রা — প্রাতঃকাল

৩রা অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ী নামক জনৈক দিল্লী-প্রবাসী ভদ্রলোক মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত সূত্রে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। লাহিড়ী মহাশয়ের স্বজনবর্গ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমঠে আসিতেন।

* *

কিছুক্ষণ পর শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ধীর বি-এ সহকারী ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার সপরিবারে শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া প্রণত হন। তাঁহার ইচ্ছা, হিন্দি-ভাষায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবন রাধারমণ ঘেরার শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামীজী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের হিন্দি অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত নামক গ্রন্থও হিন্দিতে 'ভাগবত'পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ধীরজীকে জ্ঞাপন করিয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হরিকথাকীর্ত্তন করেন।

* *

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্যভূমিকার বিষয় বর্ণন করিয়া ভক্তির অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যের কথা জ্ঞাপন করেন। ভক্তির প্রচারের দ্বারা কিরূপে পরার্থতা ও আত্মার্থিতার চরম তাৎপর্য্য লাভ হয়, তাহা প্রভুপাদ বিশেষ-ভাবে কীর্ত্তন করেন ও পৃথিবীর সকলের সকল চেষ্টা একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-প্রচারে নিয়োগ করিলেই সমাজ, দেশ ও জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল হইবে, তাহা বলেন।

* *

জগতে কিরূপে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বহু-রূপিণী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন,—'ঈশ্বরের উপাসনা অপেক্ষাও কেহ কেহ কুকুরের উপাসনা ভাল মনে করেন। কেন না, কুকুরের দ্বারা আমাদের বাড়ী পাহারা দেওয়া হ'তে পারে। ঈশ্বর যদি বায়ু প্রেরণ ক'রে আমাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা ক'রে দেন, যদি আমাদের চাকরগিরি করেন তবেই আমরা সে-জাতীয় ঈশ্বরকে(?) স্বীকার করি। ঈশ্বর (?) যদি আমার ভোগ-পর দর্শনের মধ্যে আসেন তবেই তিনি ঈশ্বর'।

৩রা অক্টোবর—মধ্যাহ্ন

৩রা অক্টোবর মধ্যাহ্নকালে শ্রীল প্রভু-পাদের সহিত দিল্লীর বিভিন্নস্থানে মথুরা জেলার সরকারী নূতন মানচিত্র ক্রয় করিবার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমান্ সৌম্য, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ ভক্তিশাস্ত্রী গমন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিল্লীর কোথায়ও সেই মানচিত্র পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা নয়া-দিল্লীতে একটি যাদুঘরে (Museum)এ প্রাচীন যুগের চিত্র ও কারুকার্য্যের ভগ্নাবশেষসমূহ দর্শন করেন।

৩রা অক্টোবর-অপরাহ্ণ

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ শেঠ এল্-এল্-বি এবং আরও একজন উকীল শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির-প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার কিরূপ সমাধান হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হরিকথা বলেন। স্বরূপ ও উপাধির পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

* *

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা 'বিশতে' তদনন্তরম্" শ্লোকে বিশতে শব্দের দ্বারা 'বৈকুণ্ঠে' প্রবেশ করে জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের কথিত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক জানিবার পরও যদি আমরা শরণাগতি ব্যতীত অন্যান্য দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত থাকি, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ হারাইলাম, জানিতে হইবে।

* *

কার্য্য-জ্ঞান ও কৃষ্ণজ্ঞানই ভক্তি। কৃষ্ণ-অখিলরস-সমুদ্র। সমুদ্রে রসের অভাব নাই।

জীবের 'ব্রহ্ম' হইবার স্পৃহা বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া অভিমান ভেকের নিজকে বড় দেখাইতে গিয়া আপনাকে ফাটাইয়া ফেলিবার ন্যায় চেষ্টা।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ দামোদর, নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

পরকায়ে প্রবেশ

গতকল্য আমরা অষ্টাদশ সিদ্ধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। যোগিগণের অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্যতম পরকায়-প্রবেশ। পরদেহ-প্রবেশশীলী যোগী পুরুষ পরদেহ-মধ্যে আত্মচিন্তা করিতে করিতে ভৃঙ্গ যে প্রকার পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করে সেই প্রকার প্রাণপ্রধান লিঙ্গ-শরীররূপ উপাধিযুক্ত আত্মা বাহ্য বায়ুমার্গে পর-শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাতে মায়িক রাজ্য অতিক্রমণের কোনও উপায় নাই। মৃত্যুর পরেও জীবের নিজ-কর্ম্মানুসারে স্থূলদেহ লাভ করিয়া থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনে যোগিগণের পরকায়ে প্রবেশের যে চেষ্টা, বাস্তব বিচারে তাহা অন্যে আঘাত করা মাত্র। শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়া নিত্যকাল পরকায়, শ্রেষ্ঠকায় বা নিত্য আত্মস্বরূপে ভগবৎ-সেবাই আকাঙ্ক্ষনীয় হওয়া কর্ত্তব্য। চিন্ময় বায়ু গোলক ধারণ করেন। গোলকের গোপোপকরণসমূহ পাদ্মক-ঐশ্বর্য্যরূপে নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত।

স্বেচ্ছামৃত্যু

মৃত্যুটি আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু নহে। যোগিগণ বহুকষ্টে স্বেচ্ছামৃত্যুর অবস্থা লাভ করিয়াও চিদ্বিলাস রাজ্যে গমনের বিন্দুমাত্রও অধিকারী নহেন। কখনও বা ষষ্ঠ মাসাদি দ্বারা ক্রমশঃ রাজযোগের অভ্যাসে যে শরীর পরিত্যাগ বিধি, তাহাতে ভোগময় রাজ্য

রাজ্যে সেবাকাঙ্ক্ষের আকাঙ্ক্ষী জনগণ অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ক্রিয়া মুক্তভাবে পরিচালিত করিবার যত্নে যোগিগণ প্রকৃতির ফলস্বরূপ পদ্ধতিগুলিতে উদাসীন থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। হৃদয়-দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য চেষ্টায় নিযুক্ত না হওয়া, ইহলোক ও পরলোকভোগবাসনায় নিয়োজিত হওয়া না করিয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ফলভোগ ও ভোগত্যাগাদি ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ সেবাপর হইলেই বাস্তব-যোগসিদ্ধি ঘটে।

দেবক্রীড়া-দর্শন

যোগিগণের দেবক্রীড়া-দর্শনের যে প্রয়াস, তাহা বস্তুতঃপক্ষে সুখ ভোগেরই অন্যতম। ভগবৎসেবাপর জনগণ ঐ কার্য্যকে বৈকুণ্ঠে অপ্রাকৃত দর্শন অথবা দেবতা হইতে নিম্ন প্রাণিগণের বিহারদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন না। ঐ দর্শনে যে অনুকরণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হয় তাহা কামবন্ধনে অধিকতরভাবে শৃঙ্খলিত করে মাত্র। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ স্বরূপসিদ্ধ অবস্থায় রাসরসিকবরের লীলারস-সেবায় তদীয় হ্লাদিনী শক্তির আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করিয়া পরানন্দলাভ করেন। বিষয়রুচি-বৃত্তিতে দেবক্রীড়া বলিতে দেবীধামান্তর্গত স্বর্গের কল্পফলবাধা দেব-দেবীগণের বিহারাদি না বুঝাইয়া নিত্যগোলকে গোলক-বিহারীর সহিত তাঁহার প্রীতিবাঞ্ছাকাম-শক্তিগণের বিহারাদি উদ্দিষ্ট বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধোক্ত "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" বিচারটী যোগ-সিদ্ধির উত্তরস্তরে আশ্রিত। সেখানে নিজ আত্মকরণিক ভোগচেষ্টা নাই। পরন্তু একমাত্র কৃষ্ণসেবনোদ্দেশ্যই বর্ত্তমান। ইহাই নিত্য সিদ্ধি।

যথাসঙ্কল্প বিষয়প্রাপ্তি

ইহাও অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্যতম। কিন্তু শুদ্ধ ভাগবতগণ পঞ্চপ্রকার মুখ্যরতির কোনও একটীতে অবস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবায় সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের 'সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ', শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত', শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের 'শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত' ও 'সঙ্কল্প কল্পদ্রুম', শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গল' প্রভৃতির অনুসরণে জীবের পরমমঙ্গল লাভ ঘটে। 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' 'শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ [illegible] করিয়াছেন, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত তাঁহার আলোচনায় জীবের নিত্য সিদ্ধি উদিত হয়। ক্ষণভঙ্গুর দেবগণের ভোগ-দর্শনে যে-প্রকার অনিত্য সিদ্ধিসমূহ ভোগের উদ্দেশে অধিকার করে, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থরাজগণের কৃপা হইলে তাহা হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর ঘটে।

অপ্রতিহতা গতি

যোগিগণের মানসিক সিদ্ধিসমূহের আর একটী "অপ্রতিহতা আজ্ঞা ও গতি"। এই সিদ্ধিলাভ করিলে তাহারা জড়তায় আরও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয় এবং অহঙ্কার প্রণোদিত হওয়া আরও অধিকতর অসুবিধায় পতিত হয়। ভক্তের কার্য্যসমূহ ভগবানের নির্দেশক্রমেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবৎসেবাপর জনগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন বাসনার বশীভূত হন না। সুতরাং ভগবদাজ্ঞা যেরূপ অপ্রতিহতা, শক্ত-স্বরূপ ভক্তের আজ্ঞাও তদ্রূপ

ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধচিত্ত জনগণের ত্রিকালবিষয়ে বুদ্ধির নিত্যতা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। অপ্রকট রাজ্যে যে

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

৩য় দিবসের হরিকথা
২৫শে আশ্বিন—সন্ধ্যাকাল

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভাঃ, য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভবঃ। ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" সায়াহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে,—ভগবান্ একই বস্তু; বিভিন্ন ভূমিকা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে বিভিন্ন প্রতীতি, তাহাই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান নামে অভিহিত। ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি। সমগ্র জগতে অন্তর্য্যামিসূত্রে যে তিনি ব্যাপ্ত আছেন তাহাই তাঁহার পরমাত্মস্বরূপ। স্বয়ংবস্তুর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্যলীলাময় স্বরূপে যে-অবস্থান তাহাই ভগবত্তা। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। তিনি কেবল অর্চ্চা বা বৈভবাবতার নহেন। একই ভগবান্ অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব এই পঞ্চভাবে প্রকাশিত। মূলবস্তু এক। তিনি মূলবস্তু। তিনি নারায়ণের অবতার নহেন। নারায়ণ তাঁহারই ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশ। ইনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—অদ্বিতীয়, চৈতন্য-কৃষ্ণ অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। তিনি পরতত্ত্ব, সকল কারণের কারণ। তাঁহার আবরণে জড়ের রূপরসাদির আকর্ষণের সামর্থ্য নাই। ভগবানের সেবার্থ সকল বস্তু, শক্তি ও শক্তিপরিণত জগৎ। এই কৃষ্ণ-চৈতন্য বস্তুটীকে প্রণাম করিতে যাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার মহাবদান্যতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" এই প্রণামমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, রূপ—গৌরবর্ণ, গুণ—মহাবদান্যতা, লীলা—প্রেমপ্রদ। কৃষ্ণবস্তু তিনি মহাপ্রেমপ্রদ মহাবদান্য—মাধুর্য্যের দাতা। মাধুর্য্যবিগ্রহ যে কৃষ্ণ অপ্রকাশিত, তাহা যোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন, চৈতন্যচন্দ্রের দয়ায়। তাঁহার দান শারীরিক বা ঔপাধিক উন্নতিবিধায়ক মাত্র নহে। পরমাত্মার দান জীবকে আত্মবিৎ করা। মনোধর্ম্মী অনাত্মবিৎ দেহারামী, ইন্দ্রিয়-তোষণতৎপর বহির্জীবমণ্ডলী চৈতন্যের বদান্যতা লাভে কেবল জড়ভাবমুক্ত নহেন। সামকালিক বিচারে অবস্থিত তাহা তাঁহাদের করতলগত। জাগতিক পরিবর্ত্তনশীল কালের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া নির্বিশেষে বুদ্ধি-চালিত হইলে যে সিদ্ধি উৎপত্তি হয় তাহা কখনও আদরণীয় নহে।

জড়ভাবমুক্তি তদীয় আংশিক দয়া। পরিমিত ও অপরিমিত দয়া পৃথক্-বস্তু। যে কৃষ্ণের কথা কেহ জানিত না, তদ্বিষয়ের মধুরিমা তিনি তদাশ্রিত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রেমের সীমা নাই। শ্রীউদ্ধব যে-প্রেমদর্শনে উন্মাদিত হ'য়েছিলেন, তিনি তাহা যোগ্যাযোগ্য-নির্বিশেষে দান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যে পরিমাণ নিজপ্রেম দান করিয়াছেন, ইনি তদপেক্ষা অধিক উদার হ'য়ে অকাতরে দান ক'রেছেন।

তদীয় রূপ কনকাভ, শ্যাম নহে। উদারতার বিনিময়ে যেখানে মাধুর্য্য সেখানে শ্যামসুন্দর; উদারতার প্রাচুর্য্যে শ্যামসুন্দর-রূপ কনকবর্ণে আবৃত। নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদ্বারা বস্তুর পরিচয়। শ্রীরূপ গোস্বামী অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে নমস্কার করিতে প্রস্তুত হ'য়ে এই শ্লোকে সেবকাভিমান ক'রেছিলেন। দামোদরস্বরূপও শ্রীক্ষেত্রে তদীয় পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া। শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥" হেলাক্রমে যাঁহার দয়ায় আমাদের যাবতীয় ধূলির আবরণ আপনি বাতাসে উড্ডীন হয়। ধূলিগুলি খেদের আকার। ত্রিতাপ বিনষ্ট হয়। বৈদান্তিক-প্রবর দামোদর কাশী হইতে সমস্ত বিদ্যা-লাভ করিয়া তদীয় স্বভাব হইতেই এই বাক্যগুলির অভিব্যক্তি করিয়াছেন। অন্যের দানে অমঙ্গল আনয়ন করে। ঔষধবিশেষ তাৎকালিক ব্যথা নিবৃত্ত করিয়া অন্য দোষ আনয়ন করে। তাঁহার দয়া ধন জাতীয়, ঋণজাতীয় নহে। উন্মীল-দামোদয়া—প্রস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধ-হীন মাত্র নহে, সৌগন্ধবিস্তারী। বিশদয়া নির্ম্মলা। তিনি শাস্ত্রগণের সমস্ত বিবাদ প্রশমিত ক'রেছেন। তাঁহার দয়ায় তামস, রাজস, সাত্ত্বিক শাস্ত্রগুলির পারস্পরিক বিবাদ সমতা লাভ ক'রেছে। আপাত-বিরোধী বাক্যসমূহ সমন্বয়ে গ্রথিত হ'য়েছে। ভেদবাদী ও অভেদবাদীর বিরোধ পূর্ব্বে চলিতেছিল, গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারে সে সমস্ত প্রশমিত হ'য়েছে। রসদা—তিনি রসদান করেন। বিকৃত, অসম্পূর্ণ, জাগতিক রস নহে। শাস্ত্রের বিবাদের প্রশমনে জীবমাত্রকে রসিক ও ভাবুক করিতে রসদান করিয়া চিত্তে উন্মাদনা অর্পণ করেন। সংসার ভাব তত্ত্ববিষয়ে উদাসীন হ'য়ে, পরানন্দে উল্লসিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। তাঁহার দয়া জীবকে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত রেখে, নিত্যদাস্যই তাহার স্বরূপ। জীব মুক্ত হইলে তাঁহার নিত্যদাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাগ্যের প্রতি উদাসীন হইলে (জীব ?) নিখের প্রভু হন—অন্য বস্তুর সেব্য বা ভক্ত হন। নিত্যবস্তুর সেবায় আগ্রহ জন্মিলে আবার ভক্ত হইব। তখন অন্যবস্তুর সেবাগ্রহণে উৎকণ্ঠা হইবে না। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যচেষ্টা যেন না থাকে, তখন ইহাই লক্ষ্য হইবে "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥" জীবন থাকাকালে বদ্ধাবস্থাপন্ন হইলে ভোগই কর্ত্তব্য মনে হয়। বিশ্বদর্শনে ভোগসিদ্ধি। পরব্যোমের উপরিস্থ গোলোকান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত হইলেই মঙ্গল হইবে—ভোগবুদ্ধি হ্রাস পাইবে। তদন্যথায় অমঙ্গল। 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥' পরিবর্ত্তনশীল জগৎ দর্শনে অপ্রাকৃত জগতে কর্ম্ম প্রবৃত্তি অমঙ্গলপ্রদ। বিরিঞ্চিলোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলপূর্ণ। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব যে ভূমিতে ক্রিয়মাণ তাহাই অমঙ্গলপ্রদ। নিত্যতত্ত্বের অভাবে কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি কর্ম্মে পরিণত হইয়া অমঙ্গল আনয়ন করে। অতি ভাগ্যবান্ লোকেই ভাবভক্তি লাভ করে। নতুবা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত হয়। সম্বন্ধ—ভগবদ্বিজ্ঞানদানকারী। মাধুর্য্যমর্য্যাদা—ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মধুরিমার মহিমা প্রদান করে। আত্মবৃত্তিতে অবস্থিত করান মহাপ্রভু। কৃষ্ণের লীলায় কেবল যোগ্যব্যক্তিকে কিন্তু চৈতন্যলীলায় আপামর সাধারণ সকলব্যক্তিকেই প্রেমদান করিয়াছেন।

"যারে দেখ, তারে কহ, কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার
এই দেশ॥"

কর্ম্মীরা কর্ত্তৃত্বর অভিমানে কালাতিপাত করেন। অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে ভগবদ্বস্তুলাভের জন্য প্রচেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যের বিচার 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' অহঙ্কারীর হরিকীর্ত্তন হয় না। তাহার হরিকীর্ত্তন কেহ শুনে না।

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগম্ উদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

সমগ্র জগৎ বশীভূত করা যায় যদি সংযত হই।

———

সৎক্রিয়াসারদীপিকা

তৃতীয়-সংস্করণ

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

সপ্তবিংশ দিবস—৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীললিতাসপ্তমী। প্রাতে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবত ১১শ স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ আসেন। বোম্বে হইতে শ্রীপাদ বন মহারাজের টেলিগ্রাম আসে যে, তিনি জার্ম্মাণমনীষিদ্বয়সহ লণ্ডন হইতে বোম্বে উপনীত হইয়া, বোম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে এখান হইতে ফোন করিয়া বলা হয়, তিনি ঐ দিবস ওখানে অপেক্ষা করিয়া ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রওনা হইলে ৮ই রবিবার এখানে পৌঁছিতে পারিবেন। সন্ধ্যায় প্রভুপাদ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ রায় আসেন। ইনি লণ্ডনে গিয়াছেন এবং আমাদের মঠ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বন মহারাজের সেখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছে বলিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তৃতারও প্রশংসা করিলেন। বন মহারাজ অনেক বড় বড় লোকের সহিত পরিচিত। তিনি তাঁহার চিঠি লইয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎকারলাভের সুযোগ পান।

প্রভুপাদ অদ্য 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোক বলিয়া আদি কবি ব্রহ্মার আস্বাদ্য কামারসটি কি, 'রসো বৈ সঃ' বাক্যে 'সঃ' সর্ব্বনামপদ আর 'তৎ সৎ' ক্লীব নির্দ্দেশক। 'যদ্যালীয়ত', 'বেদাসুদ্ধরতে' প্রভৃতি শ্লোকব্যাখ্যা-মুখে দশাবতার ও তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রস এবং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের রসবিশেষ, মৎস্যাবতারের কথা, মৎস্যের জুগুপ্সারতি হইতে উত্থিত বীভৎস রস, সত্যব্রত রাজার কথা, হয়গ্রীবাসুর বেদজ্ঞানাপহর্ত্তা, ভগবানের মৎস্যাবতারে বেদ-উদ্ধার, জীবের তামসভাবে মৎস্যজন্ম লাভ, মৎস্যভক্ষণাদি প্রবৃত্তি ও 'শ্রেষ্ঠা খাদন্তি তে চ তান্' প্রভৃতি বিচার, কিন্তু অবতার মৎস্যদেবের জন্ম তামসভাবোত্থ নহে। এতৎপ্রসঙ্গে 'অচ্চৌ বিষ্ণৌ' প্রভৃতি এবং পরিশেষে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনমাহাত্ম্য প্রভৃতি আলোচনা হয়।

অদ্য বেলা ২টা হইতে ২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী 'রেডিও ব্রডকাষ্টিং' অফিসে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত 'শ্রীরাধাষ্টমী' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

———

অষ্টাবিংশ দিবস—৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী। প্রাতে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী একাদশস্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। গত রাত্রি হইতেই নহবত বসিয়াছে। প্রাতের পাঠের পর অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হয়। প্রভুপাদ আসনঘরে অনেক শ্রোতার নিকট 'ভক্তিযোগেন মনসি' প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা মুখে হরিকথা বলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অনেক ভক্ত আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতেছেন। সন্ধ্যায় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের বিচার বলিয়া অধোক্ষজতত্ত্বের বিচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে নাস্তিক্য, অজ্ঞেয়তা, সন্দেহ, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি বাদ নিরসনপূর্ব্বক আস্তিকাদর্শনের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমবিচার এবং উত্তমত্রয় মধ্যে আবার সর্ব্বোত্তম বিচার প্রদর্শন করেন। ব্রহ্ম হইবার বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচ' বিচার বরণই শ্রেয়ঃ। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি ব্যাখ্যানুসারে সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি ও প্রেমে ভক্তিরসের কথা বলেন। সংসারে সুখদুঃখাদি অনিত্যবস্তুর অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস্তববস্তুর অনুসন্ধানই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অতঃপর পুনর্জন্মবাদের কথা আলোচনা করিয়া জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য কিন্তু অনিত্য, তৎপ্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানই কর্ত্তব্য প্রভৃতি কথা হয়। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, সন্ধ্যায় সারস্বতশ্রবণ-সদনে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অসংখ্য লোক-সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীপাদ বিধাসুরি দাসাধিকারী বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহরে ১২টায় পূজা ও ভোগরাগের পর প্রসাদ বিতরণ হয়, রাত্রে বহু লোক প্রসাদ পান। রাত্রি প্রায় ৮॥টায় শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভু শ্রীমতিকৃষ্ণ, শ্রীইন্দুপতি ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীযুক্ত যামিনীবাবুর গৃহে গিয়া কীর্ত্তন করেন। অদ্য প্রাতে বোম্বে হইতে বন মহারাজ ফোনে কথাবার্ত্তা বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের সূচী সহিত সর্ব্বশেষখণ্ড অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের হস্তে দেওয়া হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বহুদিন পরে শ্রীমদ্ভাগবতের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত দেখিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন।

ঊনত্রিংশ দিবস—৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। প্রাতে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনরোত্তমানন্দ প্রভু ১১শ স্কন্ধ ২৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভুর ঘরে আসিয়া প্রায় ১০ মিনিটকাল উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার সেবকবাৎসল্যলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দপ্রভু রেডিওযোগে শ্রীকুঞ্জবিহারী অষ্টক কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যায় ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অদ্য মৎস্যাদি অবতারের রস সম্বন্ধে বিচার হয়। মৎস্যের জুগুপ্সা-রতি হইতে বীভৎস-রস, কূর্ম্মের বিস্ময়-রতি হইতে অদ্ভুত-রস, বরাহের ভয়-রতি হইতে ভয়ানক-রস, নৃসিংহদেবের বৎসল রতি হইতে বৎসল রস, বামনদেবের সখ্যরতি হইতে সখ্যরস, পরশুরামের ক্রোধরতি হইতে রৌদ্র-রস, রামচন্দ্রের শোকরতি হইতে করুণ-রস, বলরামের হাস-রতি হইতে হাস্যরস, বুদ্ধের শান্তরতি হইতে শান্তরস, কল্কিদেবের উৎসাহ রতি হইতে বীর-রস। প্রত্যেক অবতারের লীলাও সংক্ষেপে বর্ণন করেন। রাত্রিতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ঢাকা হইতে আসেন।

দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—কেহ কেহ আমার কথাকে অপ্রাসঙ্গিক বা বাহুল্য কথা মনে কর্ত্তে পারে। কিন্তু যেমন গাছে জল দিতে হ'লে অনেক দূর থেকে ব্যাপার্ড নিয়ে আলবালের চক্র তৈরী করা হয়, আমিও সেরূপ বহুদূর থেকে নানাপারিপার্শ্বিক কথা নিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। ঐ সকল কৃষ্ণই আমাদের হৃদয়ে স্ফুরণ ক'রেছেন। যাঁ'রা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তাঁ'দের আর প্রশ্ন ক'রবার প্রয়োজন হ'বে না। সকল কথারই উত্তর হ'য়ে যাবে।

বাবু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে শরণাগত হওয়া যায়?

প্রভুপাদ বলিলেন,—গীতা শরণাগতির প্রাথমিক শিক্ষার ব'লেছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শরণাগতির কথা শুনি,—
তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারাই আমাদের আত্মধর্ম্ম শরণাগতি প্রকাশিত হয়।

ঐ দিবস রাত্রিতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় ডাক্তার জে, কে, সেনের [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] তথায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রেজিষ্ট্রার [illegible] শ্রীকুমুদকান্ত সেন, [illegible] সরকার, মিঃ এস, কে, সেন [illegible] এম, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল [illegible] এন চৌধুরী, রায় বাহাদুর ভোলানাথ দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান [illegible], পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনসমূহের [illegible]। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভোতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবাদেন্দ্রাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পারায়ণী ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ চৌক্লোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমনীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌটার্নি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয়মঠ

হিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মহার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস, ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

সপ্তরাভঙ্গা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅভীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

খণ্ডাকারে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দশম স্কন্ধ ১০৲
- ২। বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। " শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সজ্জনতোষণী
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
  ১ম খণ্ড ৷৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹ ৪র্থ খণ্ড—৷৹
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
  ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৹
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
- ৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।৹
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
- ১৮। বাদল-আলবর ।৹
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
- ২২। ভজন-রহস্য ৷৹
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
- ২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতোত্তমঃ সানুবাদ ২৲
- ২৮। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ ।৹
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৹
- ৩০। দীপ-রঙ্গ নগর ৵৹
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
- ৩৫। গীতমালা /১৹
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
- ৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
- ৪০। শরণাগতি /৹
- ৪১। গীতাবলী /৹
- ৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
- ৪৩। সাধনকণা
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
- ৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
- ৪৬। অর্চ্চনকল্প /৹
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১৹
- ৪৯। অর্চ্চনকল্প ৷১৹
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৬৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /৹
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶৹
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
- ৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।৹
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।৹
- ৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
- ৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /৹
- ৬৬। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।৹
- ৬৯। নামভজন ।৹
- ৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
- ৭১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ৶৹
- ৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
- ৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /৹
- ৭৫। দি ভাগবত
- ৭৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড অ্যাডজাস্টেড্ রিলেশন ।৹
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
- ৮০। সাধন-পথ ।৹
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১৹
- ৮২। গীতাবলী /৹
- ৮৩। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি /৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible] ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৬শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, শনিবার | ১৯৬৩ম সংখ্যা

দিল্লীতে শ্রীল প্র[illegible] [illegible]িকথা

৪ঠা অক্টোবর—প্রাতঃকাল

৪ঠা অক্টোবর—প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "ব্রজবিলাসস্তব" নিজে নিজে পাঠ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দিল্লী-প্রবাসী এক ভদ্রলোক আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন এবং বলেন যে, এই নয়াদিল্লীতেই এক Ridge (পাহাড়) এর উপর কয়েকটী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ বলেন। যাঁ'রা সমন্বয়বাদী ব'লে মনে করেন ও লোকের কাছে বলেন, তাঁ'রাও কতকগুলি বিষয়ে তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত কর্ত্তে চান তাহাতে জনসাধারণের কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী গ্রহণীয় তা বিচার কর্ত্তে বড়ই অসুবিধা হয়। কারণ সাধারণ লোকের সকলেই ন্যূনাধিক ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—ব্যবহারিক জগতে যেমন বিভিন্ন দোকানের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেরূপ ধর্ম্মজগতেও বিভিন্ন বিচারযুক্ত দোকান আছে। কারো যদি হোগলার দরকার আছে, তা'কে যদি চুণ-শুড়কির দোকানে নিয়ে যাওয়া যায়, তা' হ'লে তা'র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। গরীব লোক হোগলা দিয়ে কুটীর তৈরী কচ্ছে, বড় লোকের অট্টালিকার মাল মশলা দিয়ে তা'র কোন প্রয়োজন নাই।

মানুষের প্রয়োজন বিভিন্ন। কারো [illegible]দরকার, কারো উচ্চের দরকার। মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিষের দরকার। কখনও মশারি টানার পেরেকের দরকার, কখনও দুগ্ধের দরকার।

রথচাইল্ড ব'লে একজন খুব ধনী ব্যক্তি তা'র অর্থভাণ্ডারের চাবি [illegible]র নিজের কাছে রাখতেন, কাউকে বিশ্বাস কর্‌তেন না। অর্থভাণ্ডারে ঢুকে একদিন ঘটনাচক্রে চাবিটী হারিয়ে ফেলেন। সেখানে অনেক Coins ছিল, Currency note ছিল কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি বা পিপাসার জল ছিল না। রথচাইল্ড অর্থভাণ্ডারের মধ্যে একবিন্দু জল পান কর্ত্তে না পেয়ে মারা যায়।

* *

এই পৃথিবীতে বহু লোকের বহুপ্রকার দরকার। একান্ত পরমার্থের দরকার সকলের নাই। সকলেই মনে কর্‌ছেন, আপাততঃ যে অভাব, যে অসুবিধা, যে প্রয়োজন পড়েছে, আগে সেই দরকারের দিকে দৃষ্টিপাত করে। কেউ আবার মনে কর্‌ছেন, রাত্রিদিন কেন কেবল জিনিষের অনুসন্ধানে বেড়াব। এজন্য কেউ পঞ্চতপা হ'চ্ছেন, হঠযোগী হচ্ছেন। কেউ বায়ুভক্ষণ ক'রে থাক্‌ছেন। সুতরাং এজগতে যা ধর্ম্ম নামে চল্‌ছে, তা'তে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচির সরবরাহকারী দোকান মাত্র।

* *

'ধর্ম্ম' হ'চ্ছে ধারণা। নিত্যধারণা ও অনিত্য ধারণা—দু'রকমের ধারণা। 'গোলে হরিবোল দেওয়া' দলে মিশে 'সব দোকানেই পাওয়া যায়, ব'লে চীৎকার করলেই সে কথা সত্য হ'য়ে যাবে না। ধর্ম্মের যিনি মূল প্রস্রবণ (fountain head) যিনি মূল মালিক, তাঁর মনোহভীষ্টটা কি, তাঁর ধর্ম্ম কি; তা' যদি না যেনে আমার মনগড়া মত বা রুচির সামগ্রীকে 'ধর্ম্ম' মনে করি, আর সেরূপ বহির্ম্মুখ ধারণাকে সমষ্টিত বহির্ম্মুখ ধারণার সঙ্গে মিতালিপাতিয়ে নিয়ে ধর্ম্মমত ব'লে চালাই, আর বলি সকল ধর্ম্মই সমান এবং আমার বা আমাদের মনগড়া ধর্ম্মই ঠিক, তা' হ'লে প্রকৃত-ধর্ম্মের ধারণা হলো না।

*

বিভিন্নধর্ম্মসম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানের টিকেট কিনেছে। দিল্লীতে পাহাড়ের উপরের ৪ প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় কিংবা সমতলভূমির উপর আরও ২০ প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়, বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য দার্শনিক বা মনীষিগণের পুস্তকে আরও ২০০ প্রকার ধর্ম্মের কথা আছে কিংবা Parliament of Religion এ (ধর্ম্ম-মহাসভায়) বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামতের তুলনা ও আলোচনা হ'চ্ছে বলে সকল ধর্ম্মই এক বা ঐসকল মনোধর্ম্মের কোন বিশেষ ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম বিচার ক'র্‌লে প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যা'বে না

* *

কতকগুলি লোক নির্জ্জনবাদী কতকগুলি লোক স্বজনবাদী, কতকগুলি লোক সর্ব্বজনবাদী, কতকগুলি লোক সাধুজন-পক্ষপাতী। নির্জ্জনবাদ, স্বজনবাদ ও সর্ব্বজনবাদের মধ্যে যদি সাধুজনবাদ প'ড়ে যায়, তা' হ'লে সে সকলই দুঃসঙ্গ। কেউ পরমান্ন প্রস্তুত ক'রেছেন। যদি কোনও শুভানুধ্যায়ী এসে বলেন,—"আপনার গৃহে চুণ, শুড়কি, কাঁকড় আরও কত জিনিষ রয়েছে, সেগুলিকে বর্জ্জন ক'রে আপনি কেন কেবলমাত্র দুগ্ধ, অন্ন ও মিশ্রিকে উপকরণরূপে গ্রহণ করলেন, এতে আপনার অনুদারতা প্রকাশিত হ'য়েছে।" তা'হ'লে যা'কে ঐ প্রশ্ন করা হ'চ্ছে তিনি বুদ্ধিমান্ হ'লে উত্তর দিবেন, আমি চুণ, শুড়কী, কাকড় এনেছি বাড়ী গাথ্‌বার উদ্দেশ্যে, আর পায়স প্রস্তুত করেছি ভোজনের উদ্দেশ্যে, উভয় প্রয়োজন ভিন্ন।

যাঁ'দের 'ধর্ম্ম', অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার প্রয়োজন প'ড়ে গিয়েছে, কৃষ্ণ প্রেমার প্রয়োজন ত' তাঁ'দের পড়ে নাই। অধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনা এই চারপ্রকার কামনার দলের লোক অনেক—পৃথিবীর প্রায় সকলেই। এরা পঞ্চায়েতের দল। কিন্তু 'প্রেম' একটী, অসমোর্দ্ধ। পঞ্চায়েতের দলের প্রয়োজন আর প্রেমার্থ ভক্ত সাধুলোকের প্রয়োজন সম্পূর্ণ পৃথক্। পঞ্চায়েতের সঙ্গে প্রেমার যাবতীয় ব্যক্তিগণের একাকার বা সাম্য কি করে হ'তে পারে? অনর্থ ও অর্থে সমন্বয়, জড়ে ও চেতনে সমন্বয়, গোলে হরিবোল—দেওয়া চলিতে পারে কি? যে যে জিনিষের যে যে ব্যবহার তা' কর্ত্তে আমরা প্রস্তুত আছি। যে জিনিষ যে জিনিষের সঙ্গে Perfectly Dovetailed করবে (সম্পূর্ণভাবে খাপ খাবে) তা'কে গ্রহণ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। এজন্য ভগবান্ বলেছেন,—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"

শ্রীমদ্ভাগবতের unique position (অদ্বিতীয় স্থান)। তা'তে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সকলপ্রকার মতবাদের মূলনীতিগুলি আলোচিত হ'য়েছে। কিন্তু সকল লোক শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জানেন না—শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুস্বার বিসর্গ জানা শ্রীমদ্ভাগবত জানা নয়। ভগবান্ সকলের সকল অনর্থ, অসম্পূর্ণতা জানেন; কিন্তু ভগবানের কোন অনর্থ বা অসম্পূর্ণতা না থাকায় ভগবানের কথা অনর্থগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ জগদ্বাসী কেহ জানে না। কেউ বল্‌তে পারে ভাগবতের মধ্যেও কিছু অনর্থ প্রবেশ করিয়ে দাও। কিন্তু ভাগবত এমন জিনিষ যে তা'র সঙ্গে অনর্থের সমন্বয় নাই! (ক্রমশঃ)

ব্যবস্থা, অন্যের প্রতি নহে। এই অবস্থায় কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতেই ক্রমে উত্তমাধিকার। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সঃ মধ্যমঃ॥' মধ্যম ভাগবতের এই তিন প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। ঈশ্বর বস্তুতে প্রেম, তদধীন উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাগবতগণে মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। ইচ্ছাসত্ত্বে অবিরোধে সেবায় উৎসুক ব্যক্তি কৃপার ভাজন হয়। ভোগ বা ত্যাগে নিযুক্ত না হইয়া 'জীবে দয়া' প্রদর্শন করিতে হইবে। জীব অর্থে চেতনকে বুঝায়।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

হরিভজনকারীর কেবল নিজে আচরণ স্বার্থপরতা। সুতরাং কেবল আচরণে আবদ্ধ না থাকিয়া বদ্ধবাক্যদিগকেও হরিভজনে অধিকার দিতে হইবে। প্রচারের অভাবে কনিষ্ঠাধিকার।

"আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য॥
তুমি সর্ব্ব-গুরু তুমি জগতের আর্য্য।"

অন্যবিধ দয়া মনোধর্ম্ম দয়া; তাহার ফল বিপরীত অর্থাৎ হরিবিমুখতা। অপরকে হরিভজন-চেষ্টার সুযোগ না দিলে কেবল স্বার্থপরতা হইয়া যায়, তাহাতে হরিভজন হয় না।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

শ্রবণ করিয়া প্রচার না করিলে শ্রবণ হয় না। ভগবৎকথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণপথে থাকা আবশ্যক। যে-কথা অত্যন্ত দুর্ল্লভ, সেই কথা শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মানুষ সর্ব্বত্রই বিরহী, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের নিকট হ'তে ভগবানের কথা শুনতে হবে। হরিকথার দুর্ভিক্ষের জন্য হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা। দাস গোস্বামী বলেছেন—,

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

সেই সনাতন গোস্বামী প্রভুর আশ্রয় করি, যিনি আমি অনভীপ্সু হলেও আমার মুখে বলপূর্ব্বক ভক্তিরস ঢালিয়া দিয়াছেন। হরিভক্তর বিষয়ে বৈরাগ্য প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণবিষয়ে বৈরাগ্য হইলে হরিবিমুখতার অমঙ্গল আনয়ন করা হইবে। কৃষ্ণবিমুখ হইলে কামক্রোধাদি রিপুবর্গ আমাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিবে। আমরা মৎসর স্বভাবাপন্ন হইব। কামাদি রিপুষট্কের সমষ্টিই মাৎসর্য্য বা মৎসরতা।

"কাষায়ীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা স্তেষাং জাতা
ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃষ্টৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ম্
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।"

বিলাসের পারিপাট্য কোনপ্রকারে আমরা যদি গ্রহণ করি, তাহাতে ভক্তি নষ্ট হয়। আধিক্যের দরকার নাই, ন্যূনতারও প্রয়োজন নাই। যুক্তবৈরাগ্য আবশ্যক।

"আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"
"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

ভক্তিটী রস—সরস। শুষ্ক নয় তাহা তীব্র বিরাগ নহে। তীব্রবিরাগ ত্যাগ করিতে যাইয়া ভোগপরায়ণ হইতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন রাধাকুণ্ডে আসার কি আবশ্যক। আমার বাড়ী থেকেও হরিভজন হয়। দুইটী জিনিষ একই প্রকার মনে করা ভুল। ভক্তির অনুকূলবিচারে সাধুসঙ্গ এবং ভগবানের রাজ্যের আকাশ, বাতাস সকলই ভক্তির পরিপোষক। 'পবিত্রমপবিত্রং বা।' সবই যদি সমান বিচার হয়, তাহা হইলে শিক্ষালাভ হয় না। যদি বৈশিষ্ট্য-দর্শন না হয় তবে কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে।

'জীবে দয়া' বলিয়া যে কথা আছে—তাহার অর্থ, সকলকে হরিভজনের কথা বলিয়া দেওয়া। হরিভজনেই সকলের মঙ্গল হইবে। অন্যথায় দুর্গতি, এই কথা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া। সংসারে আসক্ত ব্যক্তি হরিভজনের কথা শুনিতে নারাজ, তথাপি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ সকল কথা শুনাইতেই হইবে। গৌড়ীয়মঠের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ লোক বুঝিয়া উঠে না। তাঁহাদের গাড়ী-ঘোড়ায় চড়া এবং ভদ্রলোকের গাড়ী-ঘোড়ায় চড়া সমজাতীয় নহে। একটী ভক্তির অনুকূল হরিসেবার উদ্দেশ্যে কৃত, অপরটী ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। রামানন্দের ক্রিয়াকলাপও অন্যের ক্রিয়াকলাপ সমজাতীয় মনে করিলে অমঙ্গল হবে। গৌড়ীয়মঠ বাসুদেবের ভজন করেন। সেইজন্য অন্যকে ভক্ত করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান-প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এই সকল যদি বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যপর না হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অন্ধ কপর্দ্দকমাত্র। কিন্তু গৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবসেবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন। মর্কটবৈরাগ্য কোন কাজের নয়। যেমন কুণ্ডতীরে আসিতে হইলে হাঁটিয়াও আসা যায়, আবার গাড়ীতে আসা যায়। কুণ্ডতীরে আসাই যখন প্রয়োজন, যতশীঘ্র পৌঁছান যায়, তাহাতেই লাভ। কুণ্ডতীরে আসিলে আমার হরিভজন হইবে, যদি এই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে যতশীঘ্র তথায় আসিয়া পৌঁছিতে পারি তাহাতেই আমার লাভ। কিন্তু এই বিচার ছাড়িয়া বৈরাগ্যই আমার প্রয়োজন, আমি গাড়ীতে উঠিব না কৃচ্ছ্রসাধন করিব, হাঁটাপথে চলিতে থাকিব, এইরূপ বুদ্ধি হইলে আমার কুণ্ডতীরে আসা হইবে না, আসিতে পারিলেও হরিভজন হইবে না। হরিভজনই প্রয়োজন, কৃচ্ছ্রতা নহে। কৃচ্ছ্রতায় অত্যাসক্তি হইলে কর্ম্মাগ্রহিতা ভক্তির প্রতিকূল হইবে।

আমাদের গুরুশিষ্যের বিচার অনেক সময় উল্টা পাল্টা হইয়া যায়। গুরুশিষ্যকে সেবক মনে করেন এবং শিষ্যও সেবাদ্বারা গুরুর নিকট কিছু আদায় করিয়া লয়েন। শিষ্যের বিচার যদি কেবল সেবাপর না হয়, তাহা হইলে বণিগ্‌ভাব আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে, ভক্তিলাভ তাহার পক্ষে কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না। গুরুদেবও শিষ্যকে হরির সেবক করিয়া দেন, সুতরাং তাহাকেও গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করেন। কিন্তু শিষ্য গুরুকে হরির সহিত অভিন্নজ্ঞানে তাঁহার প্রীতিবিধানে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন।

গৌড়ীয়মঠের উৎসব—

ত্রিংশ দিবস—৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। প্রাতে শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩২শ অধ্যায় সর্ব্বাঙ্গ পারায়ণ করেন। অদ্য শ্রীপাদ বন মহারাজ আসেন। তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতাসহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্ত ষ্টেশনে যান। ১ নম্বর প্লাটফর্ম্মে সতরঞ্চি ও ৫০ খানি চেয়ার পাতা হইয়াছিল। রায় বাহাদুর এ, টি, ঘোষ গার্ড অব্ অনারের জন্য বয়স্কাউটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ই-আই-আর বোম্বে মেলে বন মহারাজ, হের আর্ণষ্ট জর্জ্জ সুলৎজে ও ব্যারণ ভন এচ, ই কোয়েথ কলিকাতা সময়ের ১০-৪০ মিনিটে ষ্টেশনে পৌঁছান। পৌঁছিবামাত্র জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হয়। কাশিমবাজার মহারাজ ট্রেণ হইতে স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা অভ্যর্থনা করেন। অনন্তর স্বামীজী ও জার্ম্মাণমনীষিদ্বয়কে প্লাটফর্ম্মের উপর সজ্জিত আসনে লইয়া আসা হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম্-আর-এ এস্ মহোদয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর স্বামীজী ও সুলৎজে মহোদয় কিছু বলেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ স্বামীজীকে প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। স্বামীজী সভায় উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্ভাষণ করেন। অতঃপর এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজী ও জার্ম্মাণমনীষিদ্বয়কে মঠে আনা হয়। স্বামীজী, জার্ম্মাণদ্বয় এবং শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু এক মোটরে ছিলেন। শ্যামবাজার হইতে বাগবাজারে প্রবেশমুখে একটি দুই দ্বার বিশিষ্ট বৃহৎ তোরণ এবং বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে প্রবেশমুখে আর একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। মঠের সারস্বতশ্রবণ-সদন নাটামন্দির অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। একটী উচ্চ বেদীর উপর প্রভুপাদের আসন দেওয়া হইয়াছিল। স্বামীজী ও জার্ম্মাণ সেবকদ্বয় প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলে প্রভুপাদ আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর আসনঘরে প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে কিছু হরিকথা বলেন। বেলা প্রায় ২টায় তাঁহারা প্রসাদ সম্মান করেন। অপরাহ্ণে এক বিরাট্ সভা হয়। স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশন হইতেই অসংখ্য লোক-সমাবেশ হয়। সভায় লোক-সংখ্যা এক অভাবনীয় ব্যাপার। লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় সভার শৃঙ্খলা রাখা অসম্ভব হইয়াছিল। খাজা আক্রাম হোসেন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মঃ মঃ কবিরাজ গণনাথ সেন মহোদয়ের সমর্থনে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। ভূতপূর্ব্ব মেয়র সন্তোষকুমার বসু মহোদয় সহরবাসীর পক্ষ হইতে স্বামীজীকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ১০ম বর্ষ ১৬৩,১৬৪,১৬৫ ও ১৬৬ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ এবং বন মহারাজ ও জার্ম্মাণদ্বয় থিয়েটার রোডে থাকেন, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভু রাত্রির ট্রেণে ঢাকায় রওনা হন। শ্রীমৎ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে যান। অদ্য মঠে বহুলোক প্রসাদ পান।

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহ এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

[illegible]কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শো রুম—১৮নং [illegible] লেন, কলিকাতা।

REG. NO C.1544

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪২. ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৫ সোমবার [১৯৭তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ইটালী ও আবিসিনিয়ার ভীষণ রণ

আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবার ২৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, শীঘ্রই তথাকার সম্রাট দেসি যাইয়া স্বয়ং সৈন্য-বাহিনী পরিচালনা করিবেন। সম্রাট দক্ষিণ বাহিনীর অধিনায়ক রাস দেস্তাকে যেন তেন প্রকারেণ গোরাহাই রক্ষার জন্য আদেশ দিয়াছেন। উহার পরেই সংবাদ আসিয়াছে যে, ঐ অঞ্চলে (গোরাহাই হইতে জিজিগা) উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইটালীর পক্ষে দেড় লক্ষ ও আবিসিনিয়ার পক্ষে তিন লক্ষ সৈন্যের এই যুদ্ধে যোগদানের কথা। প্রকাশ ইতালীর বিমানপোত হইতে হাবসীগণের মধ্যে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে যে, রাস গুগসাকে টিগ্রে প্রদেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডনে আপোষের কথা

লণ্ডনের ২৩শে অক্টোবরের সংবাদ এই যে, কয়েক দিনের মধ্যেই ইটালীর সহিত আবিসিনিয়া সম্পর্কে একটা আপোষ হইয়া যাইবে। প্রধান মন্ত্রী বলডুইন পার্লামেন্টের দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের কখনও নাই। শুধু সকলের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করিয়া তাঁহারা যাইবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মিটমাট হইয়া যাইবে। এক প্রশ্নোত্তরে মিঃ ইডেন বলিয়াছেন যে, ইটালীকে বৃটেন এই আশ্বাস দিয়াছে যে, বৃটেন একক ভাবে কখনও শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগ করিবে না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙ্গলার ইতিহাস

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলার বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের সম্মিলিত চেষ্টায় বাঙ্গলার বিস্তারিত ও যথাযথ ইতিহাস প্রণয়ন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধীয় একটি পরিকল্পনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক পরিষদের নিকট পেশ করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হইলেই প্রণয়ন কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইবে।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার এইরূপ একখানি ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। উক্ত সভার সভাপতি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্যার যদুনাথের সহিত এই বিষয়ে একমত হন; তখন হইতে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রদত্ত পরিকল্পনা অনুসারে এই ইতিহাসখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১২০২ খৃষ্টাব্দ), দ্বিতীয় খণ্ডে মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ) এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল রাজত্বের শেষ (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইবে। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রথম খণ্ডের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনার জন্য স্যার যদুনাথকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রণয়নকার্য্যে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ রাধা গোবিন্দ বসাক, ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী, মিঃ সরাফুদ্দিন, হাকিম হবিবর রহমান, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এনামুল হক এবং স্যার যদুনাথ সরকার ডাঃ মজুমদারকে সাহায্য করিবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার একটি কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও ডাঃ এস এন ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে ইহার সম্পাদক ও যুক্ত-সম্পাদক। স্যার যদুনাথ, ডাঃ মজুমদার, ডাঃ কে আর কানুনগো, হাকিম হবিবর রহমান ও মিঃ সরাফুদ্দিন এই কমিটির সদস্য।

আসামের চা বাগান

১৯৩৪ সালের সরকারী বিবরণ

আসামের চা বাগান সম্পর্কে ১৯৩৪ সালের যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য বৎসরে আসামে ১০৪৩টি চা-বাগান ছিল, উহার মধ্যে ৩৩৩টি ভারত-বাসীদের। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর আসামে মোট ৯৯৯টী চা বাগান ছিল। আলোচ্য বৎসরে শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়ায় একটি করিয়া, লক্ষীমপুরে ৬টি এবং শিবসাগরে ৪০টি নূতন বাগান খোলা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার একটি বাগান দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে, গোয়াল-পাড়ায় একটী বাগান পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই বৎসর উহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর লক্ষীমপুরে একটী বাগান সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এই বৎসর উহা পুনরায় চলিতেছে। কামরূপ জেলায় যে পাঁচটি বাগান অস্থায়ী ভাবে বন্ধ করা হইয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে ও উহাতে কাজ আরম্ভ হয় নাই।

আলোচ্য বৎসরে ৪'১৭৮২ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৪৩০৪:১ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছিল। একমাত্র নওগাঁও জেলায় চা-আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে; অন্যান্য জেলায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ৪০৮৮৬০ একর জমি হইতে চা-পাতা সংগ্রহ করা হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৪০৬.৬৩ একর জমি হইতে চা পাতা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ভারতবাসীরা আলোচ্য বৎসরে ৫৩৬৯২ একর জমিতে চায়ের আবাদ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে চা-বাগানগুলির মোট পরিমাণফল ১৫৯১০-৫৬ একর ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১৬১৬০-২২ একর ছিল ভারতীয় চা করদের বাগান গুলির মোট পরিমাণফল ২৩'৮০৬ একর ছিল।

আলোচ্য বৎসর চা-বাগানগুলিতে গড়ে দৈনিক ৫৪০৪১৩ জন শ্রমিক কাজ করিয়াছে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৫১-১৫৭ জন কাজ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাগানের স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা ৪৭৯২১০ জন, বাগানের বাহিরের স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা ২৮০২৭ জন এবং বাহিরের অস্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা ৩৩১৮০ জন ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮০০৩৪ জন ২৬২১৬ জন এবং ৩০৯১৭ জন ছিল।

আলোচ্য বৎসরে সমস্ত চা-বাগান অঞ্চলেই সুবৃষ্টি হইয়াছে। কবিগঞ্জে এবং নওগাঁওয়ে বন্যায় চা-বাগানের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে মোট ২৭২'১৮৪৫৩ পাউণ্ড কাল চা ও ৫:৮৯:- পাউণ্ড সবুজ চা উৎপন্ন হইয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর যথাক্রমে ২১৮০৫৬১৪৭ পাউণ্ড ও ৮০৬৯৭ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ (১৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, সোমবার) ১৯৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডে বহুলাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীরাধাকুণ্ড ২০।১০।৩৫

গতকল্য বহুলাষ্টমীতিথিতে গৌড়ীয়াচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর সমাধির নিকট শ্রীরাধাকুণ্ড-স্তবমালা ও শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক নিজজনদ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছেন। প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিতে আনওয়ার গ্রামে যে-স্থানে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অন্নকূট মহোৎসব করিয়াছিলেন, তথায় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ কথা চলিতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসগভস্তি নেমি মহারাজ লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারিসহ গতকল্য (১৯।১০।৩৫) শ্রীরাধাকুণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীবহুলাষ্টমী উপলক্ষে গতকল্য বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যশোদানন্দনভাগবতভূষণ মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। বহুলাষ্টমীতিথিতেই শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীকুণ্ডে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি?

[১৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা'র শেষাংশ]

গৌড়ীয়মঠ দিল্লীর পাহাড়ের প্রতিষ্ঠান চতুষ্টয়ের পাংক্তেয় হবার জন্য পঞ্চম প্রতিষ্ঠান-রূপে মাথা খাড়া ক'রে নাই বা তাহার তাহার প্রতিষ্ঠানের অন্যতমও নয়। মনুষ্যজাতির শতকরা শতজনের বাস্তব-নিত্য উপকার কর্ম্মে যাঁ'দের প্রাণ কেঁদেছে, কেবল মানবজাতির নহে—এ পৃথিবীর ন্যায় অসংখ্য বিশ্ব-সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল-জীবের বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভাবিকালে সকলের আত্যন্তিক সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যাঁ'দের প্রাণ কেঁদেছে, তাঁ'রাই গৌড়ীয়মঠের নিষ্কপট সেবক হ'তে পারেন। তাঁরা প্রকৃত আত্মবিৎ।

"আমি কে?" এই কথার সম্পূর্ণ ও সমগ্র উত্তর একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম-প্রচারক বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক প্রদান করেন নাই। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা ক'রেছেন সত্য, কিন্তু তাতে প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণ কৃপা না হ'লে এ-বস্তু বাস্তবসত্য ব'লে উপলব্ধি হয় না। এই পরমসত্য কথাকে অজ্ঞান দলের 'দোলো কথা'র মতই মনে হয়। মানুষ যখন ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তখন স্বাস্থ্যলাভের পর কি অবস্থা হয়, তাহা বুঝ্‌তে পারে না।

শ্রেয়ঃপন্থা ও প্রেয়ঃপন্থা বলে দু'টি পন্থা আছে। প্রেয়ঃপন্থা খুব লোভনীয়, তা'তে জগতের সবরকম লোকের মত পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র অবিমিশ্র-চেতন-বাণী শ্রেয়সের কথা ব'লেছেন। অন্যান্য অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মমত ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষবাসনারূপ প্রেয়ঃ বা আনুকল্পিক শ্রেয়ের কথা (প্রেয়স্ক শ্রেয়ঃ) বলছে। এজন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের দোকান হ'য়েছে। গৌড়ীয়মঠ ঐসকল ধর্ম্মের দোকানের কোনটীরই প্রমাণ উদ্ধার করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতই গৌড়ীয়ের একমাত্র অমল প্রমাণ। গীতার চরম উপদেশ-

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

"অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাতে শরণাগতিরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" যাঁরা সকল অনর্থযুক্ত ধর্ম্মের সমস্ত প্রাপঞ্চিকরূপ ধর্ম্মের সমন্বয় করেন নাই।

ভদ্রক ষ্টেশনে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় প্রচারক ভদ্রক সহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে প্রচার ক'রবা গত ১৯শে অক্টোবর ভদ্রক ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছেন। তথায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস মহোদয় তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাহার নিজ ভবনে লইয়া যান। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় নিম্নস্বর শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের কথা যাহাতে সর্ব্বসাধারণ জানিবার সুযোগ পায় তাহার জন্য গোপীনাথ বাবু বিশেষ যত্নবান্। গত ২০শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনের রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুত আনন্দপীরা মহোদয়ের বাস-ভবনে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ষ্টেশন মাষ্টার, এ্যাসিষ্টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। পাঠক মহোদয় পাঠের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পরিচয় ও শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ করেন। পাঠকালে তিনি জীবতত্ত্ব, স্থূল সূক্ষ্ম-দেহগত জীবগণের অবস্থা, হরিভজনোপযোগী নরতনুলাভ, শ্রীহরির ভজনা করাই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, বদ্ধ ও মুক্ত জীবের অবস্থা এবং মুক্তজীবের শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়া বিলাস প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রায় ২ঘণ্টা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

গত ২১শে অক্টোবর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুত বিশ্বপদ মিত্র মহোদয় স্বগৃহে ব্রহ্মচারীজীর পাঠের বন্দোবস্ত করেন। প্রত্যহও সন্ধ্যাকালে পাঠ হয় এবং ব্রহ্মচারীজী শ্রীরূপশিক্ষাই ব্যাখ্যা করেন। তিনি-

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

এই পয়ারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে তিনি জীবের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ, কোন ভাগ্যবান্ জীবের গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে কৃষ্ণ-প্রসাদ, গুরুপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ লাভ প্রকৃত গুরুর স্বরূপ, ভক্তিলতা বীজের স্বরূপ, ভক্তিলতার বীজ কিরূপভাবে অঙ্কুরিত হইয়া লতায় পরিণত হইতে পারে, গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ, শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য, গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিস্তৃতরূপে সরলভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

লণ্ডনে স্বামী বন

দ্বিতীয়বার গমন
নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিতি

লণ্ডন হইতে গত ২৩শে অক্টোবরের প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সুস্থদেহে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ আফিসে পৌঁছিয়াছেন। বিশিষ্ট জনগণ স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন। পাঠকগণ অবগত আছেন, স্বামীজী লণ্ডন হইতে ভারতে গত ৫ই সেপ্টেম্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বোম্বে হইতে গত ১০ই অক্টোবর তিনি লণ্ডনাভিমুখে দ্বিতীয়বার শুভযাত্রা করিয়াছিলেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার পুনরায় ভারতে আগমনের কথা।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ দামোদর, মঙ্গলবার [illegible] ৪৫২

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা

আজ [illegible] শুভ [illegible]— শ্রীশ্রী[illegible] ব্রজবাসী গোপগণের [illegible] আনন্দের সীমা নাই। [illegible] হইতে না হইতেই তাঁহারা [illegible] পুষ্পাদি, গন্ধাদি, [illegible] মিষ্টান্ন, শত শত প্রকারের ব্যঞ্জন, [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন আর আনন্দ ভরে গোবর্দ্ধন [illegible] মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। [illegible]

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ভাবে [illegible] আর সেই [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible]

গোবর্দ্ধন পূজা [illegible] বলিয়াছেন,— [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] গোবর্দ্ধন পূজা [illegible] কার্ত্তিক [illegible] মাসের [illegible] গোবর্দ্ধনের পূজা করা [illegible] গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবেন, [illegible] হয়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার ও শ্রীগোবর্দ্ধনের পাদপদ্মের [illegible] গোবর্দ্ধনের পূজা শিক্ষা দিয়াছেন। [illegible] ভগবান্ [illegible] আর কাহাকেও জানেন না, আর ভগবানও ভক্তগণ [illegible] আর কাহাকেও জানেন না। [illegible] ভগবানের [illegible] মহাভাগবতগণ জগতে [illegible] করিয়া থাকেন। আবার ভক্তের [illegible] শ্রীভগবান্ প্রকাশ করিয়া থাকেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজবাসী গোপগণদ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিবরের পূজা সম্পাদনই ও তার সুষ্ঠু প্রমাণ।

ইন্দ্রের বারিবর্ষণে জীবন ধারণোপযোগী শস্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া ব্রজের গোপগণ কৃতজ্ঞতা পরবশে প্রতিবৎসর ইন্দ্রপূজা করিতেন। তাঁহাদের ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন দেখিয়া এবং প্রশ্নের উত্তরে ঐ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয় অবগত হইয়া বলেন যে, ইহলোকে জীবগণ কর্ম্মবশতঃই জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, সুখ, ভয় ও শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও কর্ম্মফলদাতা একজন আছেন তিনিও জীবগণকে তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। অন্যথা করিতে পারেন না। ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মানুবর্ত্তী। তাহাদের সেই প্রাক্তন সংস্কারজনিত কর্ম্মের অন্যথা করা ইন্দ্রের সাধ্যাতীত। সুতরাং ইন্দ্রের যজ্ঞ বা পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। জীব কর্ম্মবশতঃই দেবতীর্যগাদি বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মবশেই তাহা ত্যাগ করে। কর্ম্মই ইন্দ্রিয়পরবাসিগণের শত্রু, মিত্র ও উদাসীন-স্বরূপ। কর্ম্মীগণের কর্ম্মই গুরু ও ঈশ্বর। সত্ত্ব-রজঃ তমগুণদ্বারা সৃষ্টি, পালন ও লয়কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। রজোগুণচালিত হইয়াই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখের অন্যথা করিতে ইন্দ্র সমর্থ নহেন। গোপগণের জীবিকা গোরক্ষণদ্বারাই সাধিত হয় এবং তাঁহারা বনে ও পর্ব্বতে বাস করেন। অতএব তাঁহাদের গো ব্রাহ্মণ পর্ব্বতের পূজা করাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়া ইন্দ্রযাগার্থ সংগৃহীত দ্রব্যাদির দ্বারা গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের পূজা করাইয়া স্বয়ং অন্যরূপ রূপধারণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের নিবেদিত পায়স হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ সূপ শষ্কুলী এবং গোদুগ্ধজাত পিষ্টক, অন্ন, [illegible], দধি প্রভৃতি সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে জানাইলেন যে, তাঁহারা এতকাল ইন্দ্রের পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইন্দ্র কখনই প্রত্যক্ষ হন নাই। আর গোবর্দ্ধন স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া নৈবেদ্য আদি ভক্ষণ করিয়াছেন। অতএব "আসুন আমরা সকলে ইঁহাকে প্রণাম করি" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপগণ সহ স্বয়ং গৃহীত অন্যরূপ আপনাকে প্রণাম করিলেন। গোপ ও গোপীগণ গোবর্দ্ধনপূজাকালে ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐ গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রবর্ত্তন-লীলায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। নন্দ প্রমুখ গোপবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য-পরিকর। ইন্দ্রাদি দেবতাদির পূজা করিবার বুদ্ধি তাঁহাদের হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রকেই ঈশ্বর-ভ্রমে ইন্দ্র ও নানা দেব দেবীর উপাসনার নিরর্থকতা প্রদর্শনার্থই তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের উদয় করাইয়াছিলেন। ইন্দ্র-দেব-দেবী-আদির পৃথক্ পূজা নিরাস করিয়া শ্রীভগবান্ আমাদিগের স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে, তরুর মূলে জলসিঞ্চনে যে-প্রকার তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র প্রভৃতি সঞ্জীবিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার আকর-বস্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের পূজা করিলেই সকলের পূজা হইয়া থাকে।

গোবর্দ্ধন-পূজা প্রচলনকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম্মী বা স্মার্ত্তগণের মতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মের অধীন। যে-ঈশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহের সামর্থ্য নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধীন ইন্দ্রাদিদেবতার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, পরন্তু নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ স্বতন্ত্র ভগবান্ তাঁহার সেবা, পূজা ও আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত।

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] গোবর্দ্ধনের নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রদত্ত দ্রব্য যে তঁাহাদের হৃদয়স্থ ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন, অপর কথায় মহাভাগবতগণের সেবা ও পূজা করিলে যে শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা হইয়া থাকে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত এইখানে রহিয়াছে।

স্বর্গের অধিবাসী দেববৃন্দও কর্ম্মচক্রের অধীন। ভগবানের চাতুরী উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। বহির্ম্মুখিনী মায়ার ভাণ্ডারে ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসিগণ যত বুদ্ধিমানই হউন না কেন, শ্রীভগবানের ক্রিয়া কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। স্বর্গবাসিগণ ভোগ লইয়াই ব্যস্ত। ভোগের প্রতিবন্ধক হইলে তাহারা ক্রোধে আত্মহারা হন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ইন্দ্র-যজ্ঞোপকরণসমূহদ্বারা কৃষ্ণদাস গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা হইলে ইন্দ্র ক্রোধে ব্রজভূমি বিধ্বংস করিবার জন্য প্রলয়কারী সাম্বর্ত্তক মেঘগণকে বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি করিবার জন্য ব্রজে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সহায় তাঁহাদের অনিষ্ট করে কাহার সাধ্য? ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে মাত্র একহস্তে উত্তোলন করিয়া সেই গিরিগর্ত্তে গোপগণকে আশ্রয় দিলেন। সপ্তাহকাল ইন্দ্রের প্রকোপ চলিতে থাকিল। সেইকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ গিরি ধারণ করিয়া থাকিলেন। পরে মেঘগণ নিরস্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে তাঁহাদিগের স্ব-স্ব স্থানে আনয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ইন্দ্র তাঁহার মূঢ়তা বুঝিতে পারিল এবং বিবিধ স্তবে কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষমা গ্রহণ করিল।

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পঞ্জী]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৫৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

-:০:-

৪ঠা অক্টোবর—সন্ধ্যার পর

৪ঠা অক্টোবর (১৯৩৫) সন্ধ্যার পরে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় নামক এক দিল্লীপ্রবাসী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন,—"হরিনামেই কি সব হয়? আর কি কোন সাধনের দরকার নাই?"

তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"হাঁ, হরিনামেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা শুনিয়া বলেন,—"তা' হ'লে একটা কথা বলি। এই দিল্লীতেই একজন লোক ছিল। খুব হরিনাম কর্‌ত। তার পিতা একজন দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার ছিলেন। দরিদ্র পিতা খুব কষ্টে ছেলেকে মানুষ ক'রে যখন দিল্লীতে একটা সরকারী চাকরী জুটিয়ে দিলেন, তখন ছেলেটী আর বৃদ্ধ মাতা-পিতার দিকে আদৌ তাকাল না, নিজের স্ত্রী ও ছেলে পিলে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ল। আর এদিকে নানা রকম অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ক'রে বাহিরে খুব হরিনামের ঘটা দেখাতে লাগল। দিল্লীতে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গৌরাঙ্গদেবের [illegible] অবতার (?) হ'য়েছিলেন। তিনি প্রচার করলেন—ভোগের মধ্য দিয়াই ভগবান্ লাভ হয়। তাঁর ভক্তগণ বাঁশী ও নূপুরের ধ্বনি শুনতে পে'ত। তাঁর উদ্দেশে কেউ লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোগ দিলে দেখতে পাওয়া যেত যে, ঐসকল জিনিষ অদৃশ্যভাবে যেন কেউ খেয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যে'ত। গৌরাঙ্গের অবতারটীর (?) সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। পূর্ব্বের ঐ লোকটী এই অবতারের (?) শিষ্য হ'য়ে খুব হরিনাম কর্‌ত। এখন আমার জিজ্ঞাস্য,—হরিনামের ফল যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে এরূপ হরিনাম ক'রে কী লাভ হ'ল?

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন,—"আপনি ঐরূপ ব্যক্তি হরিনাম ক'রেছেন বা হরিনাম পেয়েছে মনে করেন কেন? ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়কেই প্রণামমহাগার পার করিয়ে দেওয়া ভাল। এরা ত' বুজরুক্। তাদের বুজরুকী তাদের মধ্যেই থাক্। এদের মুখে কোন দিনই হরিনাম হয় না। এদের আমরা কখনও হরিনাম বলি না। রাবণ-প্রকৃতিক ব্যক্তিগণ কিন্তু গ্রহণ ক'রে সীতা হরণ ক'রে থাকে। এরা স্বয়ংই হৃষীকেশ হ'য়ে পড়েছে। বাউল বা সহজিয়ার মুখে কখনই হরিনাম হয় না। এই সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত হরিনামের স্বরূপের

ক্রমশঃ

জড়মন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে। পার্থিব চিন্তাস্রোত নিরস্ত হইতে পারে, যদি আমরা উপদেশামৃতের 'বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্' ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ রাখিয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনে রত থাকি। ঐরূপ হইলেই গোস্বামী হইবার যোগ্যতা হয়। নতুবা গোদাস হইয়া পড়ি। শ্রুতিকে কখনই উপেক্ষা করিতে হইবে না। বরং শ্রুতিই সর্ব্বদা অনুসন্ধেয়। ভোগবারি হইতে জীবদীনের উদ্ধারের জন্য মৎস্যাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেইজন্যই তাঁহার বেদোদ্ধার। মৎস্যাবতার বীভৎসরসের জুগুপ্সারতির বিষয়।

অপরাহ্ন

'যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।' এই শ্লোক পাঠান্তে কীর্ত্তন বিবৃতির পর শ্রীল প্রভুপাদ মহাভাগবতের লক্ষণাদি বিচার মুখে বলেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

মধ্যমাধিকারে ঈশ্বর, তদধীন, বালিশ ও বিদ্বেষী এই চারিপ্রকার ব্যক্তির সহিত চারি প্রকার ব্যবহারের কথা আছে। মহাভাগবতাধিকারের ঐরূপ কথা নাই।

"বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি শুনে কানে।
সবে কৃষ্ণ সেবা করে এইমাত্র জানে॥"

তিনি দেখেন, সকলেই কর্‌ছেন হরিভজন—আমারই হ'চ্ছে না। তিনি কাহারও দোষগুণ আলোচনা করিয়াও কাহাকেও উপদেশ দেন না। তিনি উদাসীন হইয়া নিজভজনে ব্যস্ত। মধ্যমাধিকারের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উত্তমে পরিণত হয়। উত্তমাধিকারে উন্নীত হইবার প্রথমাবস্থায় মধ্যমাধিকারের বিচার কিয়ৎপরিমাণে থাকে। কিন্তু অত্যুত্তম অধিকারে অবস্থিত হইলে তাহা ক্রমশঃ চ'লে যায়। কোন খাদ্য দ্রব্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে মহাপ্রসাদ দেখেন। যদি কোন কনিষ্ঠাধিকারী তাঁহার কনিষ্ঠাধিকারের বিচার হইতে বলেন,—'কৈ, ইহা ত ভগবানের নিকট নিবেদিত হইল না।' তাহা হইলে ভুল হইবে। আবার অর্চ্চনাদি পদ্ধতির স্থানকালভেদে বিভিন্ন। পাঞ্চরাত্রিক বিধানে ৪৮টী সংস্কার। কিন্তু স্মার্ত্তমতে দশ সংস্কার। আয়েঙ্গারেরা পঞ্চদশ সংস্কার গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারতে স্থানভেদে পদ্ধতি ভেদ আছে। উত্তর ভারতেও পদ্ধতির ভেদ দৃষ্ট হয়। ত্রিবাঙ্কুরে প্রত্যেক গৃহস্থের চেহারাই এ দেশের ভক্তগৃহের মত। শ্রীতুলসী কনিষ্ঠের নিকট তদীয় অর্চ্চাবতার। মধ্যমাধিকারী সর্ব্বদা শুষ্ক তুলসীর দর্শনের অভাবে গলদেশে তুলসী-মালিকা ধারণ এবং মানসে ভগবৎ নিবেদন করিয়া থাকেন। উত্তমাধিকারী প্রদত্ত তুলসীদ্বারা কৃষ্ণগৃহীত মনে করেন। চিন্ময়ী তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া। বিষ্ণুচরণে নিবেদিত জলমাত্রই পাদোদক। সেই পবিত্র চরণামৃত শিব শিরে ধারণ করেন।

শূদ্র বা স্ত্রীজাতিরও ঐকান্তিকতা থাকিলে বিষ্ণুপূজায় অধিকার হয়। অর্চ্চনের অধিকারে কদাপি ক্ষত্রিয়াদি-সংজ্ঞা থাকে না।

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

রামচন্দ্রের সেবক গুহক ও [illegible] সংস্কৃত ব্রাহ্মণবংশে না জন্মিয়াও তদীয় সেবক। বিষ্ণুসেবাধিকারীই বৈষ্ণব। তিনিই বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ। মধ্বমুনির মতে ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অন্য কাহারও বৈষ্ণবতায় অধিকার নাই।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

শ্রৌতাদিবিচারে অসংস্কৃতজনের ৮৮ জন্মের পরে ব্রাহ্মণ্য লাভ হইতে পারে।

'শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।' (মহাভারত)

দীক্ষালাভান্তে সংস্কার গ্রহণ করিবেন। মাতৃকুক্ষিতে, সাবিত্রীদ্বারা ও দীক্ষাকর্ত্তৃক ত্রিবিধ জন্ম লাভ হয়।

উত্তমাধিকারী মধুকরী ভিক্ষা দ্বারা, মধ্যমাধিকারী পঞ্চরাত্রমতে নিবেদন করিয়া, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চাবিগ্রহের নিকট নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবেন। ভগবদগ্রহে শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নাই। ভক্তনিবেদিত বস্তুই বিষ্ণুর প্রিয়। অভক্ত বা পঞ্চোপাসকের নিবেদিত বস্তু বৈষ্ণব গ্রহণ করেন না। ভক্তের আনুকূল্যের জন্যই দেবার্চ্চন হইলে তাহাতে অসুবিধার কথা নাই। কিন্তু দেবতাকে তুচ্ছ করা অন্যায়। তাহা পূজা নহে। বিষ্ণু নৈবেদ্যদ্বারা পিতৃলোক ও দেবগণ অর্চ্চনীয়। 'বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।' মহাভাগবতই কেবল বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু তদবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই শুদ্ধাশুদ্ধবিচার ছাড়িয়া দিয়া যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করিলে মঙ্গল হইবে না।

দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

৬ই অক্টোবর

(গত সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালী দুইটী গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে—ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত। ব্রহ্মসংহিতায় সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার, কৃষ্ণকর্ণামৃতে অভিধেয় বিচারের প্রাধান্য আছে। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থটী পঞ্চোপাসনার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন ক'রেছেন। তথাকথিত হিন্দুসম্প্রদায় যে পঞ্চোপাসনায় ডুবে র'য়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থ আবিষ্কার ক'রে সেই পঞ্চোপাসনা যে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম নয় তাহা জানিয়েছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃতে ভজনযুক্তির বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণিত আছে।

* *

পূর্ব্বদিক্ হ'তে সূর্য্য উদিত হ'য়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। তদ্রূপ গৌড়ে পূর্ব্বশৈলে যে শ্রীচৈতন্যের উদয় হ'য়েছিল সেই শ্রীচৈতন্যের কথা পশ্চিমে—পাশ্চাত্যদেশে প্রকাশিত হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে। কেহ কেহ পাশ্চাত্য দেশের নিন্দা করে না। পাশ্চাত্যদেশে যে নানাপ্রকার প্রবর্ত্তিত র'য়েছে, আমরা তার অনুসরণ ক'রে কোথায় অধঃপতিত হ'য়ে যাচ্ছি, এরূপ বিচার ক'রে পাশ্চাত্যের জড়বাদের আদর্শ বর্জ্জনকেই আমরা ভাল মনে ক'চ্ছেন। পাশ্চাত্য জাতি ভোগ নিয়ে কি কাড়াকাড়ি না ক'চ্ছে! ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের অধিবাসী কি এতই দুর্ভাগা হ'য়ে গেল যে সে-দেশের চিন্তাস্রোত এ দেশে আমদানী করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। ভারতের চিরন্তন পরমার্থের কথা লুপ্ত ক'রে দিচ্ছে। এখন একমাত্র পরমার্থের প্রাচীন গৌড়ীয়মঠের কথা সর্ব্বত্র broadcast করবার আবশ্যক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

* *

ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে বুঝ্‌তে পারে না। তাদের ধারণায় চৈতন্যদেব এ জগতেরই কোন লোকমাত্র। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় 'ভক্তচৈতন্যচন্দ্রিকা'য় কবির চিত্র অঙ্কন ক'রেছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] ধর্ম্মের ভক্তি যে জাতীয় নহে। বাউল সহজিয়াদের spurious literature ভক্তি প্রেম সম্বন্ধে কিরূপ বিকৃত ধারণাই না অঙ্কিত ক'রেছে! গ্রাম্য সাহিত্যিক সম্প্রদায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল জয়দেব, রায় রামানন্দকে কিরূপ বিকৃতভাবে অঙ্কিত ক'রেছে। কেহ কেহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে মহাযান সম্প্রদায়ের, শঙ্কর নাস্তিক্য বিচারের সমান করবার চেষ্টাও দেখিয়েছেন। কিছুদিন পরে নবরসিক সম্প্রদায় জড়রসের সঙ্গে অপ্রাকৃতরসের একাকার করবার চেষ্টা ক'রেছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ হ'তে তথাকথিত হিন্দুগণের ভাগ্য চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ পৃথক্। Historic বা allegorical চৈতন্য মানবজ্ঞানের ভোগবস্তু বিশেষ, বাঙ্গালীরাও চৈতন্যচরিতামৃত প'ড়ে তার অর্থ বুঝ্‌তে পারে না। বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে বটে। কিন্তু তার অধ্যাপকেরাও এই গ্রন্থদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পারেন না। কেন না তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত আশ্রিতগণের নিকট ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করেন নি। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের দ্বারা ও প্রাকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকথা বুঝা যায় না। এক সময় আমাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ঐসকল গ্রন্থ অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ এসেছিল। কিন্তু পাঁচমিশালী দলে মিশে হরিকথা বলা যায় না। এজন্য আমরা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করি নাই।

* * *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের সর্ব্বপ্রথম কথাই হ'চ্ছে—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার"।

গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই সৎসঙ্গ গ্রহণ। যাঁরা অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ না ক'রে চৈতন্যচরিতামৃতের অধ্যাপক বা [illegible] হওয়ার চেষ্টা করেন তাঁদের কাছে চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট বিষয় প্রকাশিত হয় না। তারা অমৃত বা বিষের কোন কথাই বুঝ্‌তে পারেন না।

*

চৈতন্যদেবের কথা বাঙ্গালাদেশ নিল না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হিতকারী শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম—যাঁর পদপ্রান্তে সমগ্র জগৎ আসবে তাঁর কথা বাঙ্গালাদেশ গ্রহণ করছে না। [illegible] national spirit ও nationalism আরম্ভ হ'য়েছে। বাঙ্গালাদেশ ত' শ্রীচৈতন্যকে নিলই না, যদি অন্য দেশ নেয় সেজন্য চেষ্টা করা হ'চ্ছে। এত foreign invasion এসে উপস্থিত হ'য়েছে যে, বাঙ্গালাদেশ নিজের দেশের শ্রেষ্ঠকথা নিচ্ছে না, নিজেদের বেদান্তকেই পরম প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব'লে মনে ক'চ্ছে। [illegible] চিন্তাস্রোতের invasion হ'য়ে নাস্তিকতার প্রবেশ হয়েছে, আর [illegible], প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ আসছে এবং এতে নিজেদের দেশের শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ কথাকে বুঝ্‌তে দিচ্ছে না। [illegible] দলের ভাঙ্গাচুরা সংস্করণরূপে নানাপ্রকার অনাত্মচিন্তাযুক্ত মতবাদ প্রচার হ'তে সৃষ্টি হ'চ্ছে। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের সুবিধাবাদকে লোকে লুফে নিচ্ছে।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৫ বুধবার [১৯১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইতালী-আবিসিনিয়া প্রসঙ্গ

রোমের গত ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে যুদ্ধ চলিতেছে। ইটালীয় বাহিনী দাগনেরী অধিকার করার পর উবে সিবেলী নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং একদল সৈন্য সিবেলী অঞ্চলের প্রধান সহর কালাফো দখল করিয়াছে। ইটালীয় বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করিতে করিতে গিউবা অঞ্চলে পৌঁছিয়াছে। উত্তর রণক্ষেত্রের অবস্থা শান্ত মুসোলিনী যে সন্ধিসর্ত্ত দিয়াছেন আগামী বড়দিনের মধ্যে ফ্রান্স ও বৃটেন তাহাতে রাজী হইয়া যাইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন।

কাইরোর সংবাদে প্রকাশ, এরিত্রিয়ার ভাহার ইটালীয় সৈন্যেরা গরমে ও ব্যাধিতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে তাহার উপর যান বাহনের অসুবিধা। প্রত্যক্ষদর্শীরা নাকি বলিতেছেন যে, দিনের বেলায় রৌদ্রের তাপ এত প্রখর যে, শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা বাহিরে তিষ্ঠিতে পারে না। ইটালীয় জাহাজ যখন দিবাভাগে মাসোয়া বন্দরে আসিয়া পৌঁছে, তখন সৈন্যেরা দৌড়াইয়া গিয়া কোন আচ্ছাদনের নীচে ছায়ার আশ্রয় লইবার চেষ্টা করে; অনেক সৈনিক রাস্তার ধারের নর্দ্দমায় গড়াগড়ি যায়।

এরিত্রিয়া অত্যন্ত পর্ব্বতসঙ্কুল; মোটর চলিবার পথ একেবারে নাই বলিলেই চলে; দেশীয় অধিবাসীরা ভ্রমণ ও মালপত্র বহনের জন্য অশ্বতর ব্যবহার করে। গত্যন্তর নাই দেখিয়া ইটালীয়গণকেও ওখানে সম্পূর্ণরূপে ঐ চতুষ্পদ প্রাণীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সৈন্য প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্বতর তত বেশী পাওয়া যায় না। কাজেই ইটালীর নিকট সৈন্য অপেক্ষা অশ্বতরের মূল্য দাঁড়াইয়াছে বেশী।

দাঙ্গার শোচনীয় পরিণাম

শুক্রবার প্রাতে অনুমান ৯টার সময় তক্তাঘাটে দুই দল মাঝির মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, গত শুক্রবার প্রাতে পোর্ট কমিশনারের একদল মাঝি তক্তাঘাটের মহারাজা জেটির নিকটে একটী বয়াতে তাহাদের কয়েকখানা নৌকা বাঁধিতে যায়, কিন্তু কোনও গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরের একদল মাঝিও নাকি ঐ বয়াতেই তাহাদের কয়েকটী নৌকাও বাঁধিতে চায়। ফলে দুই দলে বচসা আরম্ভ হয় এবং ঐ বচসা দাঙ্গায় পরিণত হয়। উভয় পক্ষে ৮ জন আহত হইয়াছে। পুলিশ পোর্ট কমিশনারের পক্ষের ১০ জন ও উক্ত গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরের পক্ষের পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উভয় পক্ষই উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দাঙ্গার ফলে ঐ অঞ্চলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভারতের শুল্কনীতি

ভারত সচিব মহামান্য মার্কুয়েস অব জেটল্যাণ্ড ওল্ডহাম চেম্বার অব কমার্সে এক ভোজসভার বক্তৃতাকালে বলেন,—'ভারতের শুল্কনীতি পুনরায় হোয়াইট হল হইতে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুদূর সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এই কথা যদি আমি বলি, তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বন্ধুর মত কাজ করা হইবে না।

'বৃটিশ মালের উপর শুল্ক হ্রাসের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সেই উপায় হইতেছে ভারতীয়দিগকে এই কথা বুঝান যে, পারস্পরিক সাহায্যনীতি বাণিজ্যক্ষেত্রে উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল।

অতঃপর তিনি বলেন যে, অটোয়া সিদ্ধান্তের ফলে সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ারলাজের নেতৃত্বে যে-প্রতিনিধি দল ভারতে গমন করিয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় ও বৃটিশ শিল্পপতিরা পরস্পরের সম্পর্কে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং আশার নূতন আলোক দেখা গিয়াছে।

এক দলের ভারত গমনের ফল ইতোমধ্যেই এই হইয়াছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ার অনেক পরিমাণে ভারতের তুলা ব্যবহার করিতেছে, 'আমাদের এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা যতই অধিক পরিমাণে তুলা ব্যবহার করিব, ততই আমাদের তৈরী মাল সম্পর্কে সুবিধার দাবী করিতে পারিব

কাশ্মীরে লরী দুর্ঘটনা

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, পাটনের নিকট বড়মূলা-শ্রীনগর রোডে এক লরী দুর্ঘটনার ফলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে ঐ লরীর একটী টায়ার ফাটিয়া যাওয়ায়, উহা এক গাছের সহিত ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যায়। উহার পেট্রোলে আগুন ধরিয়া যাওয়ায়, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লরী জ্বলিয়া উঠে। ঐ লরীতে গিলগিটের একজন হাবিলদার ছুটি ভোগ করিবার পর কাজে যোগদান করিতে যাইতেছিল। তাহার এবং লরীর ড্রাইভার ও ক্লিনারের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যায় পরে প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

দুর্দ্দান্ত কয়েদী

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ফকিরশাহ পাঠান নামক এক ব্যক্তি ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় সে যখন জব্বলপুর জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল, তখন সেখান হইতে পলায়ন করে। পরে তাহাকে নাগপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে পুলিশগারদে রাখা হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে সে সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। সে যখন ঐ গারদ হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করে, তখন কয়েকজন লোক দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। লোকটী সম্ভবতঃ হাতকড়িবদ্ধ অবস্থাতেই ছাদের বর্গা ধরিয়া ফেলে এবং টালি সরাইয়া ফেলিয়া ছাদের উপর উঠে। ফকির শাহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার বুকের উপর একখানা কোরাণ ছিল। প্রকাশ, সে পুলিশকে বলিয়াছে যে, সে জেল হইতে পুনরায় পলায়ন করিবে।

হর্ষে বিষাদ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, একটী লোক তাহার কন্যা ও জামাতা সহ একখানা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় প্রবল বাতাসে একটী গাছের প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ঐ লোকটী ও তাহার জামাতা মারা গিয়াছে; কন্যাটীও আঘাত পাইয়াছে। ঐ লোকটী কন্যা ও জামাতাকে দীপালী উৎসব উপলক্ষে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতেছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ | ১৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, | বুধবার | ১১৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডের ২৪শে অক্টোবরের পত্রে প্রকাশ শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস শ্রীব্রজ স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ হইতে মথুরা বিশ্রাম ঘাট স্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন।

আগামী ১লা নভেম্বর হইতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের তথায় ৭ই নভেম্বর তারিখে শুভবিজয় করিবার কথা।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের পর গয়া গৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তৎকালে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী সহ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে আলালনাথস্থ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার মধ্যে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে কলিকাতা স্মলকজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বনমালী মুখার্জ্জি পরিবারবর্গসহ শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অনেক সেবকের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পুনরায় একদিন আগমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ঢাকা পগোজ স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন দেবশর্ম্মা কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয় কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি একরাত্রি শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। তৎপরে স্বামীজীর নিকট ২১টী পরিপ্রশ্ন করেন। স্বামীজীর দার্শনিক বিচারযুক্ত উত্তর শুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হন।

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যশরণ কাহালী মহোদয় গত ২২শে অক্টোবর প্রাতঃকালে সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেও কয়েকবার শ্রীধাম-দর্শনে আগমন করিয়াছেন। শ্রীধামের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরগদাধর মঠে গোবর্দ্ধন পূজা

চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের সেবা-চেষ্টা ও উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তাঁহারা স্বেচ্ছায় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। উৎসব যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় সেবক তথায় গিয়াছিলেন। শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ মঠে বিরহোৎসব

গত পরশ্ব শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবাসরে মামগাছি শ্রীমোদদ্রুম মঠে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি পূজা কীর্ত্তন-মুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থানে শ্রীমোদদ্রুমমঠ স্থাপিত। তথায় ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিগ্রহ এখনও পূজিত হইতেছেন। কালচক্রে ঠাকুরের জন্মভিটা ভীষণ অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাহা আবিষ্কার করিয়া তথায় পাকা মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক এ পূজার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বনবিহারী দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী পাঠ এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীঅনন্ত দাস অধিকারী শ্রীবিগ্রহের পূজায় সেবায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস অধিকারী "নদীয়া প্রকাশ" হইতে 'শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা'-শীর্ষক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গৌড়ীয়বৈষ্ণব গ্রন্থাগারের এক অমূল্য সম্পদ্। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ঐ গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন।

বন মহারাজের বক্তৃতা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের পক্ষ হইতে আপনাদের সকলকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হেড মাষ্টারের বক্তৃতার পর বিশেষ কার্য্যবশতঃ শ্রীল প্রভুপাদ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু "কেশব, তুয়া জগত বিচিত্র" গীতিটী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর রায় বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় স্বামীজী, অধ্যাপকবৃন্দ এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন-মুখে ইংরাজী ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী বক্তৃতা দেন—

"আমি রায় বাহাদুর ও শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্বামীজী ও তৎসহ আগত ভাগবত মনীষিবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা পাশ্চাত্যে বহন করিবার অগ্রদূতরূপে স্বামীজী আড়াই বৎসর য়ুরোপে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের বহু সংবাদপত্র স্বামীজীর বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা পাশ্চাত্যজগতে বিস্তার (Broad cast) করিয়া স্বামীজী "পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশগ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই বাণীর যে সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তিনি যে একজন মহান্ আত্মা (great saint) এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে একজন বড় বক্তা বা "My first year, Second year" পড়িয়া অর্থ পাশ করিয়া খুব forward হইয়াছে যে তিনি মহৎ, তাহা বলিতেছি না; তিনি মহৎ এইজন্য যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন শ্রীভগবানের ও তাঁহার নিজজনের সেবায় এবং তাঁহাদের সেবার সন্ধান প্রদান করিয়া সমগ্র জগজ্জীবের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

রসপোষিকা ও বার্ষভানবীর রসপোষিকা বিভিন্নপর্য্যায়ের গোপীগণ লীলা-পুষ্টিবিধান করিতেছেন। কতকগুলি গোপী মধুর-রসাস্বাদনকারী রাগাত্মিকা-বিগ্রহ। তদীয়ানুসরণকারিণীগণ রাগানুগা। নিত্যানন্দাদ্বৈত বিষ্ণুবিগ্রহরূপ কায়ব্যূহের অন্তর্গত। আশ্রয়-জাতীয় বস্তু বিষয়ের ভাবে অবস্থিত শ্রীনন্দ মহাশয় ও শ্রীদামাদি সখাগণ। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীবলদেব। তিনি রাধাকৃষ্ণ সেবায় মালিক। অভিমন্যু প্রভৃতির বুদ্ধির বিপর্য্যয়ে যে পতিত্বের অভিমান, তাহার বাস্তব-সত্তা চেতন রাজ্যে নাই। তথায় কেবল লীলাপুষ্টির জন্য তাহার ভাবমাত্র বর্ত্তমান। যেমন কাঠের সিংহের কোন বিক্রম নাই, কিন্তু তথাপি সিংহভাবের উদয় করায়, তদ্রূপ। ইহজগতে পারকীয়-ভাব রসের উৎকর্ষ বিধান করিলেও তাহা ঘৃণ্য জুগুপ্সারতির বিষয় হয়। কিন্তু গোলোকে ভোক্তা একমাত্র ভগবান্ হওয়ায় সেই জুগুপ্সার ভাব তথায় আদৌ নাই। বরং উহাই উন্নত উজ্জ্বলরস। মূঢ়-ব্যক্তিগণ রাধাকৃষ্ণবিষয়ের আলোচনাকালে তদীয় লীলা নীতিবিগর্হিত মনে করিয়া রামসীতার অর্চ্চনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন,—"নীতির উল্লঙ্ঘনদ্বারাই ভগবৎসেবা সম্ভব। নিশ্চয় কোন জীবের ভোগের জন্য বর্ত্তমান। ভগবৎ-সেবায় উহার কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তাঁহারা জড় চিন্তাস্রোতে চালিত হইয়াই ঐ প্রকার বিচার করেন। অল্প বলিতে জীবের চিন্ময় স্বরূপকেই লক্ষ্য করিতেছি। শুদ্ধচেতন নিত্যসেবাপর। তাহার কোন অংশ নিজভোগে চালিত হয় না, এবং তাহা পরম নির্ম্মল। সেই চিন্ময়দেহের সর্ব্বাঙ্গদ্বারাই সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসেবা সম্ভব।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচরণ ভজয়।"

শ্রীবার্ষভানবী দেবী পূর্ণ ভগবানের পূর্ণ শক্তি। তিনিই পূর্ণভাবে তাঁহার সেবাবিধানে সমর্থা। তাঁহার আনুগত্যে অনঙ্গমঞ্জরী এবং অন্য সখীগণ ভগবৎ-সেবা-বিধান করিতেছেন। জীব সেই অনঙ্গমঞ্জরীর শরণাগত হইয়া নিষ্কপটে সেবাপর হইলে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া সিদ্ধদেহ পাইতে পারেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার বিচারযোগ্যতা লাভ হয় না. এবং তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া বদ্ধজীব অধঃপতিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সেইজন্য তাহাদিগের উদ্ধারের বিধান করিয়াছেন। তিনি উদার। জীবের দুর্দ্দশা দর্শনে তাহাদিগকে অনর্থ হইতে মুক্তি প্রদানের জন্য আচার্য্যলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইলে জীবের ক্রমশঃ মঙ্গল হইবে।

বন মহারাজের বক্তৃতা

-::•::

ইউরোপে প্রচারের বিষয়ে সংক্ষেপ আলোচনা

—:•:—

[বিশেষ প্রাপ্ত]

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে কলিকাতার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে একটি বিদ্বন্মণ্ডলির শুভ সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও তৎসহ আগত ভাষ্মাণ মনীষিদ্বয় নিমন্ত্রিত হন। রায় বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার আরও কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে তথায় শুভবিজয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদকে বিতলস্থিত একটি কক্ষে সুসজ্জিত নূতন সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া রায় বাহাদুর আচার্য্যবর্য্যকে পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রভুপাদ উপবিষ্ট হইলে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় 'নারদ মুনি বাজায় বীণা' ও তৎপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ বি-এল, মহোদয় 'অনাদি করমফলে' গীতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে রায় বাহাদুর প্রভুপাদকে উক্ত কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী একটি প্রশস্ত কক্ষে সসম্মানে আসন প্রদান করিয়া তৎসঙ্গে শ্রীপাদ বন মহারাজকে উপস্থিত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন এবং তাঁহার পাশ্চাত্যে প্রচারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। হের সুলংজের বোধগম্য হইবে বলিয়া স্বামীজী প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই —"আমাদের দেশের দর্শনের ধারণা-আচার-বিচারাদি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি দেশে—যে দেশে কেবল যুক্তি ছাড়া শ্রীভগবানাদি স্বতঃসমাগমশিরোমণি শব্দ-প্রমাণের আনুগত্য স্বীকার নাই, সেই দেশে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শব্দব্রহ্মানুশীলনের পরমতা—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পরমচমৎকারিতা—পারমার্থিক ভারতের সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বশেষ চরম পরম দর্শনের কথা কিভাবে একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার বলে কীর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে ও ভারতে এতবড় পরমার্থের কথা বলিবার আছে জানিয়া য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান মনীষী ও দার্শনিক সম্প্রদায় কিরূপে ভারতের পরমার্থবৈশিষ্ট্য আদর ও সম্মান করিতে শিখিতেছেন, তাহা একটি বিশেষ আনন্দপ্রদ ও কৌতুহলোদ্দীপক আলোচ্য বিষয়। Religion is after all the brain of India—ধর্ম্মই ভারতের মস্তিষ্ক, সেই মস্তিষ্ক বাদ দিয়া ভারত কখনই তাহার আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ জগৎকে যে কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, সেই অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত—বাস্তববস্তুবিজ্ঞানের কথা বাদ দিয়া অন্য কথায় ভারত তাহার গৌরব সংরক্ষণ করিতে পারিবে না। সেখানকার বহুলোকেই আমাদের ভারত সম্বন্ধে এক-প্রকার কিছুই জানেন না— ভারতীয় দর্শনের কথা ত' দূরের কথা। যদি বিচারপূর্ণ যুক্তি দ্বারা আমাদের কথা সেখানে বলা যায়, তাহা হইলে বড় বড় পণ্ডিতেরাও সে সকল কথা মন দিয়া শুনিবেন। তবে ঐ তাদেরই কথার চর্ব্বিতচর্ব্বণকে নূতন কথা বলিয়া চালাইতে গেলে তাহা তাঁহারা শুনিতে চাহেন না। তাঁহাদের সভাগ্রহণের রীতি অবশ্য আমাদের দেশের ন্যায় নহে। তাঁহারা অধিকক্ষণব্যাপী বক্তৃতা পছন্দ না করিলেও শুনিতে চাহেন না এমন নহে। Direct method অর্থাৎ কোন কথার সোজাসুজি মীমাংসাই তাঁহাদের পছন্দ, বেশী ঘুরাণ' ফিরাণ' কথায় তাঁহারা তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করেন না। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ বিষয়ের নিজ নিজ বোধানুযায়ী বক্তাকে ১০।২০ রকম প্রশ্ন করিবার রীতি আছে, বক্তার সে সকলের উত্তর তখন তখনই দিতে হয়। অবশ্য আমরা ইংরাজদিগের দর্শনে বিজিত জাতি বা প্রজা (Subject nation) হইলেও—ইংরাজগণ আমাদিগের সহিত সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ভাবে মিশামিশি করিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেক মনীষী আছেন, যাঁহারা সত্যের আদর জানেন। আমি অবশ্য ভারতবাসী—পরমার্থিক ভারতে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নগণ্য ভৃত্যানুভৃত্য আমি, ইহা কখনও বিস্মৃত হই নাই—তদ্দেশীয় আচারবিচারের অনুকরণে (দুঃখের বিষয় যাহা আমাদের দেশের অনেকেই করিয়া থাকেন) আমার নিজকে মিশাইয়া দিবার পক্ষপাতী কোনও দিনই হই নাই, আমাকে black Indian বলিতে বলিয়া অন্য প্রকার হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাই নাই, আমি অপারমার্থিক নহে—পারমার্থিক ভারতেরই যে একটী নগণ্য ভৃত্য, ইহাই আমার গৌরবের বিষয়। তাই বলিয়া কোন সঙ্কীর্ণ দেশ, সমাজ, সম্প্র বা জাতীয়তার পক্ষপাতীও আমি নহি। আমার প্রচারের অভিজ্ঞতা অধিকাংশই ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণদেশে। আমাদের মনীষিগণের Philosophy এবং Theologyতে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, বহু শ্রবণে তদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ কৌতুহল উদ্দীপিত হয়। য়ুরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বক্তৃতা দিয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশের মত লোকসংখ্যা এত অধিক না হইলেও তদ্দেশস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আমাদের কথা অতি সমাদৃত হইয়াছেন। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটী কথা সে দেশের বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের নিকট সম্পূর্ণ নূতন আলোকপ্রদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাই বলিয়া শুধু ধর্ম্ম কিছু নয়, একথাও আমি বলিতে চাহি না, উহা হইতে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য—যে অশ্রুতপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিচারসমূহ আছে, তাহারই কিছু দিগ্দর্শনের প্রয়াস করিয়াছি। আমি ভারত হইতে গিয়াছি, আমার আচার ব্যবহারের উপর সমস্ত-ভারতের গৌরব নির্ভর করে, ইহা আমি কোন সময়েই ভুলিয়া যাই নাই। আমাদের লণ্ডনে একটী কেন্দ্র ও বার্লিনে একটী আফিস হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনার সুবিধার জন্য লণ্ডনে গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী বলিয়া একটী সমিতিও তথায় স্থাপিত হইয়াছে। মাননীয় লর্ড জেটল্যাণ্ড তাহার সভাপতি এবং আরও অনেক মনীষী তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।" স্বামীজী আরও অনেককথা বলিয়াছিলেন।

বন মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে হের সুলংজে ও তাঁহার বন্ধু ব্যারন ভন কোয়েথ মহোদয়দ্বয় কি কারণে এই মঠের আনুগত্যের বিচার বরণ করেন, তাহা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত সুলংজে মহোদয় ইংরাজী ভাষায় বলিতে থাকেন,—"আমরা কি করিয়া এই মিশনের সম্পর্কে আসিয়াছি, তাহা অল্পকথায় বলা অসম্ভব হইলেও দু'একটী কথা এখানে বলি। স্বামী বন মহারাজ যখন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে বক্তৃতা দেন, তখন তাঁহার নিকট অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা শুনিয়া আমি আকৃষ্ট হই। আমাদের পাশ্চাত্য দেশে টুরিষ্টেরা যেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া এদেশে আসেন, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন-নিমিত্ত বা শুধু দেশদর্শনের উদ্দেশ্য লইয়া আমরা এদেশে আসি নাই, আমরা যখন সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাইএ জাহাজ হইতে অবতরণ করিলাম, তখনই ভারতের পারমার্থিক ভূমিকা আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে। বন মহারাজ সেখানে অল্পদিনের মধ্যে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রচারকার্য্যে যেরূপ আশাপ্রদ সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। সেদেশে মুসলমানের মসজিদ হইয়াছে, বৌদ্ধদেরও স্থান হইয়াছে, খৃষ্টানের গীর্জ্জার ত' অভাবই নাই, সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরও স্থান তথায় হউক। এদেশের লোক পারমার্থিক ভারতের কথা জানিয়া লাভবান্ হউন, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এখানকার সকলেই সরল অন্তঃকরণ, ইহা দেখিয়া আমি খুবই প্রীত হইয়াছি। আমি জেন বারেন না।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার ২০০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::o::—

আবিসিনিয়া গমনে পাসপোর্ট

'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' বলেন, বিলাতের পররাষ্ট্রবিভাগ ভারতবর্ষ হইতে আবিসিনিয়া গমনেচ্ছুদের সম্পর্কে যে সকল বিধি-নিষেধ জারী করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা বোম্বের ও অন্যান্য স্থানের পাসপোর্ট বিভাগকে জানাইয়াছেন।

প্রকাশ, কোনও সঙ্ঘবদ্ধ সমিতির নার্স ব্যতীত সমস্ত স্ত্রীলোকের আবিসিনিয়া গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। সামরিক বিভাগে কাজ লইবার ইচ্ছায় যাহারা আবিসিনিয়ায় যাইতে চাহিবে তাহাদিগকেও পাসপোর্ট দেওয়া হইবে না। যাহারা অন্য বিভাগে কাজ লইবার জন্য যাইবে তাহাদিগকে পাসপোর্ট দেওয়া হইবে কিন্তু ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার দরকার হইলে যাহাতে তাহাদিগকে তাহাদের নিজ ব্যয়ে ফেরত পাঠান যায়, তজ্জন্য তাহাদের উপযুক্ত অর্থ জমা রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই অর্থের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

কিন্তু বার্ত্তাজীবি অনুমোদিত নিউজ এজেন্সী এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে পাসপোর্ট দেওয়া হইবে।

বিলাতী গবর্ণমেণ্টের আদেশপত্রে ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে কোনও বিধিনিষেধের উল্লেখ নাই। প্রকাশ, তাহারা যদি প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, তাঁহারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাইতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে পাসপোর্ট দেওয়া হইবে।

বৌদ্ধ মন্দিরে ৮৪ হাজার বাতি

মিসেস ভদ্রবতী ফার্ণাণ্ডো নাম্নী একটী সিংহলী মহিলা কলিকাতা আসিয়াছেন। আগামী পূর্ণিমার রাত্রিতে তিনি বুদ্ধ গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে ৮৪০০০ হাজার বাতি দিবেন ইহার জন্য তিনি সিংহল হইতে নারিকেল তৈল আনাইয়াছেন। মিসেস্ ফার্ণাণ্ডো বলেন, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে পড়িয়াছেন যে, সম্রাট অশোক এই দিন তাঁহার সাম্রাজ্যের ৮৪০০০ বৌদ্ধ স্তূপ আলোক মালায় সজ্জিত করাইতেন, এবং বর্ষার কয়মাস বিহারে অবস্থানের পর এই পবিত্র দিনে শ্রমণগণ ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইতেন।

আমদানী রপ্তানি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

লণ্ডনের ২৬শে অক্টোবর গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, প্রিভি কাউন্সিল যে আদেশ জারী করিবেন বলিয়া প্রচার করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত আদেশানুসারে ইতালীর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তদনুযায়ী নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ইতালীতে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে :—অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ, কাঁচা মাল, (নানাবিধ ধাতু, কাঁচা রবার, অশ্ব, খচ্চর, উষ্ট্র, মালবহনকারী অন্যান্য সকল পশু কাঁচা মালের অন্তর্ভুক্ত)। উক্ত আদেশে ইতালীকে ধারে জিনিষ দেওয়াও নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজস্ববিভাগ ও বাণিজ্যবোর্ড যে তারিখ ধার্য্য করিবেন সেই তারিখ হইতে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। বৃটেনের অধিকৃত এবং বৃটেনের আশ্রিত ও অভিভাবকত্বাধীন কয়েকটী দেশের উপরেও ঐ আদেশ প্রযোজ্য হইবে। উক্ত আদেশ অনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য ইতালী হইতে আমদানী করা চলিবে না

মোটর দুর্ঘটনায় কাশ্মীরের মহারাজা আহত

শ্রীনগর (কাশ্মীর) হইতে প্রকাশ, কাশ্মীরের মহারাজা মোটরে করিয়া শ্রীনগর হইতে ১৫ মাইল দূরে হিগামে শিকার করিতে বাহির হইলে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। প্রকাশ, শিকার খানার কণ্ট্রোলার কুনোয়ার ভীমসেন মোটর চালাইতেছেন এবং পিছনে মহারাজ ও তাঁহার দেহরক্ষী বসিয়াছিলেন। এই সময় পিছন হইতে কোন একটী জন্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ জন্তুটী এড়াইয়া যাইবার জন্য মোটরখানা একটু ঘুরাইয়া দিলে উহা একটী বৃক্ষের সহিত যাইয়া ধাক্কা লাগে গাড়ীখানা দ্রুতগতিতে যাইতেছিল। ফলে গাড়ীখানা একেবারে চুরমার হইয়া যায়। ভীমসেন ও মোটরচালকের মুখে ভীষণভাবে আঘাত লাগে। মহারাজা সামান্য রকম আহত হন। দেহরক্ষী রক্ষা পান। ভীম সেনকে শ্রীনগর নার্সিং হোমে লইয়া যাওয়া হয়। মহারাজাকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়

১৩ জনের জেল ও জরিমানা

হুগলী জেলার আরামা নামক স্থানের ১৩ জন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, তাহারা বে-আইনী জনতা করিয়াছে এবং দুইজন ইউরোপীয়ান পুলিশ কর্ম্মচারী ও দুইজন সশস্ত্র কনেষ্টবলকে গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে মারপিট করিয়াছে এবং তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে বাধা দিয়াছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি মুখোপাধ্যায় এই মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আসামী মোহন ও বোধনের প্রতি ছয় মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ড, দেবী এবং অপর দুই জনের প্রতি চারি মাস কঠোর কারাদণ্ড এবং অবশিষ্ট ৮জন আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ৩০্. টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত আসামীকেই এক বৎসরকাল সদ্ভাবে থাকিবার প্রতিশ্রুতিস্বরূপ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে ১০০্ টাকা করিয়া জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে।

আততায়ী কর্ত্তৃক প্রহরী হত্যা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে অক্টোবর প্রয়াগ ষ্টেশনের নিকটে প্রতাপগড়ের রাণীর বাড়ীতে রাণী সাহেবার একজন আর্দ্দালী আততায়ী কর্ত্তৃক গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, একখানা মোটরগাড়ীতে করিয়া তিনজন সশস্ত্র লোক রাণীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামে এবং আর্দ্দালীকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়া পলাইয়া যায়

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

পাটনায় ৫৫ হাজার টাকা প্রতারণার মামলা সম্পর্কে পুলিশ বিহারের কোনও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টার বলিয়া এস এম বসুকে খুঁজিতে ছিল। তাহাকে একবালপুরে গ্রেপ্তার করিয়া শুক্রবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সেনের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহাকে পাটনার আদালতে হাজির হইবার সর্ত্তে ৮০ হাজার টাকার জামীনে খালাস দিবার আদেশ দেন। জামীন দিতে না পারিলে সে পুলিশের হেফাজতে থাকিবে এবং তাহাকে পুলিশ পাহারায় পাটনা পাঠান হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০।

৪। **পরমার্থী**—ইযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া পদ্মাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সংযুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাদশ-আল বর ৷
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। মুক্তাফলিকা অণুসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনকণ /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকমূলম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরুকণি এ্যাণ্ড অণ্টনাড ৷৷০
৭১। ভিদেটিভ ওয়ার্ক্স ৷৵০
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আবেলেয়ের ডিরেকশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩১শে অক্টোবর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার | ২০০তম সংখ্যা

সামযিক প্রসঙ্গ

—:*:—

পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল রায় বি-এ, কাব্যতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর মহোদয় ঊর্জ্জব্রতের আরম্ভ হইতে গত ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শ্রীরাধাকুণ্ডে ছিলেন। বৈষ্ণব প্রকৃত পরোপকারী; তিনি নিজে যে শ্রেষ্ঠ জিনিষ আস্বাদন করেন, অপরকে তৎসমুদয় না দিয়া থাকিতে পারেন না। বৈষ্ণবের এই বদান্যতা অতুলনীয়। শ্রীপাদ বিদ্যাসাগর মহোদয় ঐ কয় দিবস শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে-সকল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বসাধারণ যাহাতে তাহা পায় তজ্জন্য ঐসকল প্রকাশার্থ আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহে পরমার্থ-ভাণ্ডারের ঐসকল মহামূল্য রত্ন বিতরণের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

*

আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আছেন। বিদ্যাসাগর প্রভুর পর হইতে তিনি আমাদিগকে প্রভুপাদের হরিকথামৃত পাঠাইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের গত বার্ষিক উৎসব-কালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত যে-সকল বক্তৃতা নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের লেখনী হইতেই আমরা পাইয়াছি। সর্ব্বসাধারণকে প্রভুপাদের হরিকথা দানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই হইতে পারেনা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দাতৃগণের দান দানমালার শিরোরত্ন।

* * *

ঐ শ্রেষ্ঠদাতৃবৃন্দের মধ্যে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের কথামৃত ও উপদেশমালা যে-চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করিয়া পরিবেশন করিতে পারেন তাহার তুলনা হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লীতে যে-সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আমরা বিদ্যাবিনোদ প্রভুর লেখনী হইতে পাইয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি। আমাদের বিশেষ সংখ্যায়ও তাঁহার প্রবন্ধ পাঠকগণ পাইয়া তাহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

গত গোবর্দ্ধন-পূজা-বাসরে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বেলা ১০-৪৫ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে গোবর্দ্ধন-পূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা পারায়ণ ব্যতীত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরম-পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে।

প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমান্ উদ্ধবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাপ্রসাদ-পরিবেশনাদি কার্য্যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে।

* * *

শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস অধিকারী চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধরমঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজোপলক্ষে কীর্ত্তন শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থানে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার নৈবেদ্য প্রায় ২০০ প্রকারের হইয়াছিল।

শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটিরে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার স্নিগ্ধস্বভাব ও সুমধুর বাণী শ্রোতৃগণের চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ঢাকাদক্ষিণে ৬ই কার্ত্তিকের পত্রে প্রকাশ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। তিনি ১লা কার্ত্তিক হইতে ৩দিন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে পাঠ করিয়াছেন। প্রথম দিন কপিল দেবহূতি-সংবাদ হইতে মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা ও মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়, দ্বিতীয় দিন পরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রহ্মশাপ ও ম্রিয়মাণ জীবের কর্ত্তব্য এবং তৃতীয় দিন বহুবিধ শিক্ষার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ দত্ত বি-এ (হেডমাষ্টার), শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ, শ্রীঅন্নদাপদ দত্ত, শ্রীসতীশ চন্দ্র দে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ ও গৌড়ীয়মঠের আর্শাপ শিষ্য দেব উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

অনারেবল জষ্টিস্ রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ ব্যানার্জ্জী, ন্যাশনাল পোষ্টেজ্যা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর কালীপদ মৈত্র, খগেন্দ্র নাথ মিত্র, অশোক কুমার মুখার্জ্জী, অনন্তকুমার রায়, মাণিকলাল মল্লিক, চৈতন্যচন্দ্র বড়াল, রূপলাল ধর, দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীলকৃষ্ণ রায় (জমিদার, ভাগ্যকুল), দুর্গা বাবু, নরেন্দ্র নারায়ণ ভাদুড়ী, প্রবোধ চন্দ্র দত্ত, হরিচরণ ঘোষ, ধনঞ্জয় শেঠ, সুদর্শন দাসাধিকারী, শৈলেন্দ্রনাথ সাহা, জগদীশচন্দ্র মিত্র, বালিয়াটীর দয়াপ্রাণ জমিদার যোড়শী মোহন রায় চৌধুরী ও মনোমোহন রায় চৌধুরী।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাঁহারা প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহামহোপ-দেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ রাধারমণ দাস বানার্জ্জী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীঅনিলকান্ত গাঙ্গুলী বি-এ, শ্রীপাদ কবিরাজ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন বি-এ প্রভৃতি সেবক-গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

আমরা নিত্য ভগবদ্দাস। ক্রমাবনতির ফলে সেবাবিমুখতায় ক্রমে পশু, বৃক্ষ, প্রস্তরাদিতে পরিণত হইয়াছি। প্রত্যাবর্ত্তনের সামর্থ্য আছে। নেমে এসেছি, আবার ইচ্ছা হইলে উঠিতেও পারি। চেতনে দুই প্রকার ইচ্ছা—উত্থান ও পতন।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

কালসৃষ্টির পূর্ব্বে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সর্ব্বদাই কৃষ্ণদাস্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়া বদ্ধ। কার্য্য লইয়াই কৃষ্ণ। সেবক-বিহীন, আকৃষ্ট-বিহীন কৃষ্ণ নহেন। স্বরূপের নিজবৃত্তি ভুলিবার ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে তখনও ছিল। উৎক্রান্তদশায়—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

কৃষ্ণবিস্মৃতিই আমাদের অপরাধ। আবার তাঁহার কথা স্মরণ-পথে আসিলেই আমাদের মঙ্গল। আমি চেতনবস্তু; আমার কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্রতা আছে। তাহার সদ্ব্যবহারেই কৃষ্ণাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। জীব নিত্যকালই বৈষ্ণব—হরিজন ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ হওয়া প্রথমে ব্রহ্মা হইয়া অনন্তর ক্রমশঃ বিভিন্ন কর্ম্মফলে অধঃপতিত হইয়া পৃথিবীতে তির্য্যগ্‌যোনি, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি পর্য্যন্ত গতি লাভ করিয়াছে। এই অবস্থা হইতে আমাদিগকে পুনরায় ফিরিতে হইবে।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি
বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽ-
পীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

কৃষ্ণকে মাধ্বে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করিত। তাঁহাকে অবতারী বলিয়া জানিত না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়া দিলেন যে, নারায়ণ যাহা হইতে প্রকাশিত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। নারায়ণ তৃতীয়স্তরে অবস্থিত। স্বয়ংরূপ—শ্রীকৃষ্ণ; স্বয়ং-প্রকাশ—বলদেব; নারায়ণ—স্বয়ংরূপের বিলাস। জীবের ক্রমাবনতিক্রমে তাহাদের উপাস্য বিচারও ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহারা তখন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া কেহ বা গাছপালার উপাসক (Phytomorphist) কেহ বা Zoomorphist-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণই আদি বস্তু। ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ-বিকাশত হইলেই সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার সেবার যোগ্যতা; তখনই কৃষ্ণভক্তি। বলদেব-ভক্তিতে চমৎকারিতা কিয়ৎপরিমাণে অল্প। তদপেক্ষা নারায়ণ ভক্তি নিম্নস্তরের কথা। রসের উৎকর্ষে কৃষ্ণ এবং অপকর্ষে নারায়ণ।

'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ'।

মর্য্যাদা অপেক্ষা বিশ্রম্ভের উৎকর্ষ অধিক হইলেও মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়া ভজনের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অনর্থাপগমে স্বাভাবিক রাগাত্মক ভাব উদয়ের পূর্ব্বে মর্য্যাদা পথই শ্রেয়ঃ। ভগবদ্-ভজন-প্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিলে সাধক বিভিন্নভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চ মুখ্যভাবে যে ভগবানের সেবার কথা আছে, সেবক যে কোন রসে ভগবৎ-সেবায় অবস্থিত, তাঁহার নিকট তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মধুর রসেই সর্ব্বোৎকর্ষ বর্ত্তমান।

"যার যেই রস তার সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর তম॥"

কিন্তু প্রত্যেকেরই স্মরণীয় যে, ইহা ভজনের উচ্চতম স্তরে চেতনরাজ্যের কথা; বদ্ধাবস্থায় সে-সকল কথায় প্রবেশাধিকার নাই।

বৈষ্ণবের পদবী জৈবজগতে সর্ব্বোত্তমোত্তম।

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরম্ হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ
বৈষ্ণবং পদং যথা বিবুধা কলাত্যয়ে॥"

বহু-ভাগ্য-ফলেই বৈষ্ণবের দাস হওয়া যায়!

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো সত্রযাজী
বিশিষ্যতে
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥"

মুক্ত জীবই বৈষ্ণব। তিনি বদ্ধজীব নহেন। মুক্ত হইবার অভিলাষ হইলে চেতনের অনুশীলনের প্রয়োজন। পূর্ণ চিন্ময়দেহ লাভ হইলেই রাধাগোবিন্দের সেবা সম্ভব।

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥"

অকিঞ্চন না হইলে সুবিধা হইবে না।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই প্রকার উপাধি রহিত না হইলে নিষ্কিঞ্চন হওয়া যায় না। নিষ্কিঞ্চন অসদাচারী বৈষ্ণব নহেন। অহং-মমতাবাপরাধীর নামগ্রহণে অধিকার নাই।

"শ্রীচৈতন্যাষ্টক"

(শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্'এর পদ্যানুবাদ)

(১)

আপন দর্পণ-গত দেহ নিরুপম।
যে হরি নিরখে তাহে শোভা মনোরম॥
"আস্বাদে মাধুর্য্য এই চিত্ত-মুগ্ধকর।
রাধিকা প্রেয়সী মোরে সেবি' নিরন্তর॥"
সে মাধুর্য্য আস্বাদিতে নদীয়া মাঝার।
প্রকটিলা প্রিয়াকান্তি করি অঙ্গীকার॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(২)

পুরীদেব হৃদিস্থিত প্রেমমধুসারে।
অবগাহি উদাসক্ত যিনি স্নেহভরে॥
গোবিন্দ ভক্তের শ্রেষ্ঠ নির্ম্মলা সেবায়।
অর্চ্চিত যাঁহার পদ অনন্ত বিধায়॥
প্রিয়-স্বরূপের প্রাণ অর্ব্বুদ কমল।
নীরাজিত করে যাঁর শ্রীমুখ-মণ্ডল।
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৩)

জীব শিক্ষাতরে যিনি করিলা ধারণ।
কৌপীনাদি বহির্ব্বাস অরুণবরণ॥
দীর্ঘ দিব্যদেহ, হেমগিরি-কান্তিহরে।
সেবিছে যতনে তাঁরে পরাজিত হ'য়ে॥
আপন মধুর নাম যে জন গাহিয়া।
ভ্রমিলা ভকত বেশে আনন্দে মাতিয়া॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৪)

ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ পূর্ব্ব মুনিগণ।
অজ্ঞাত সম্যগ্‌রূপে যাঁর বিবরণ॥
প্রেমোজ্জ্বলরসফল অতি সুললিত।
শ্রুতিগণমধ্যে যাহা গোপনে রক্ষিত॥
যিনি সেই ফলবতী ভক্তি-লতিকায়।
প্রকটিলা গৌড়দেশ-মাঝে অমায়ায়॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৫)

যে প্রভু জগতে আসি' গৌড়ীয়গণেরে।
আপন আত্মীয় জন বলি সকলেরে॥
শিক্ষা দিলা সংখ্যা রাখি' করিতে কীর্ত্তন
'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র ভুবন-পাবন॥
জনকসদৃশ দিয়া শিক্ষা-উপদেশ।
নাশিয়া জীবের সর্ব্ব কলি-ভয়-ক্লেশ॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৬)

দাঁড়ায়ে গরুড়স্তম্ভ-পশ্চাৎ-প্রদেশে।
হেরি' নীলাচলপতি মহাপ্রেমাবেশে॥
দু'নয়নে ঝরে যাঁর ধারা অবিরল।
অশ্রুনীরে সিক্ত হয় ভূমি পাদতল॥
আপন নয়ন-নীরে আপনি ভাসিলা।
আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিলা॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৭)

দশনে দংশন করি' যে পুরুষবর।
বান্ধুলীনিন্দিত নিজ চারু ওষ্ঠাধর॥
কটিতটে রাখি' সুখে স্বীয় বাম কর।
উর্দ্ধেতে দক্ষিণ ভুজ তুলি' মনোহর॥
প্রেমবেগে পুলকাঙ্কিত যাঁর কলেবর।
নর্ত্তনে কৌতুকযুক্ত যিনি নিরন্তর॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৮)

নদীতটে উপবনে বিরহে আকুল।
কোথায় গোকুলচন্দ্র বলিয়া ব্যাকুল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে যার দু'নয়ন ধার।
সৃজিল অপর নদী নাহি পারাবার॥
বারবার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ধরায়।
অচেতন কৈলা বিশ্ব মূকদের প্রায়॥
সে শচীনন্দন মোর কৃপা পারাবার।
নয়ন-পথেতে কিগো আসিবে আবার॥

(৯)

হইয়া বিশুদ্ধ চিত্ত যেই বিজ্ঞজন।
নিত্যানীর সম্পাদক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন॥
পাঠ করে দৈন্যসহ নিত্য গৌরাষ্টক।
তাঁর প্রতি তুষ্ট হন প্রেমপ্রদায়ক॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু কৃপা করি' তাঁরে।
নিমজ্জিত করে প্রেম-রস-পারাবারে॥
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা অমৃতের ধার।
আনন্দে আস্বাদে সেই ভক্ত গুণাধার॥

শ্রীভক্তিসৌভাগ্যদাসাধিকারী

গুরুতত্ত্ব

জনমেতে নর শূদ্র, সংস্কারেতে হয় বিপ্র,
যাঁর কৃপা শূদ্রে দ্বিজকরে,
মাহাত্ম্য জানিতে তাঁর, সাধ্য কোথা আছে কার
কাংস্যরে সুবর্ণ যেই করে।
অন্ধ জনে চক্ষু দেয়, বাক্‌শক্তি মূকে দেয়,
পঙ্গুরে লঙ্ঘায় গিরিবর,
দিব্যজ্ঞান জীবে দেয়, পাপ তাপ হরি' নেয়,
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সেই গুরুবর;
করুণার অবতার, পুণ্যের পারাবার
সর্ব্বজীবে উপকারী জন
সর্ব্ব সংশয়ের ছেত্তা সকল তত্ত্বের বেত্তা
স্পৃহাহীন, আর নিষ্কিঞ্চন।
সেই সাধু-মহাজনে, দেবসম মনে জেনে,
পরা ভক্তি করে যে আদরে,
গুরুদেবাশ্রিত হ'য়ে, দেহ-মন আত্মা দিয়ে
গুরুতত্ত্ব তাহাতে প্রকাশে;
বেদ, ভাগবতে কয়, গুরু কৃষ্ণরূপ হয়,
গুরু কৃষ্ণে অভেদ যে জানে,
পূজে সযতনে, একমনে একপ্রাণে,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেম-ধনে।
শব্দব্রহ্মে সুনিষ্ণাত, পরতত্ত্বে নিত্য স্নাত,
বিষ্ণুভক্ত সুধীর গম্ভীর,
জীবোদ্ধারে সদা রত, নাম যজ্ঞে দৃঢ়ব্রত
নমি তাঁরে নত করি' শির।

শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত পীঠ, গুরুবিদ্যাপীঠ বা শাস্ত্রভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীচরিতামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমদ্বিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেড়িয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমুকুন্দানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র সাংখ্যশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (কাছাড়)

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রায়ানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গুপ্তে গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) প্রদর্শনী মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণমণ্ডল, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালিঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর বাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারী, পোঃ কোঠোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪০নং ফতেপুর রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব পুষ্পাশ্রয়ী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পাঞ্জাব।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

কারখার মাচারণপুর, ডাক, সি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল গিরি

(৪১) মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরাস গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

(৪৪) শ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ডিল সাহেব, চাচ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাসভক্ত

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মহার হাউস, কনওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

৭৭,২ তলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও দাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

[illegible]

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ১লা নভেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার [২০১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

পরলোকে আনন্দ চন্দ্র রায়

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় ৯২ বৎসর বয়সে গত ২৭শে অক্টোবর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১২৫১ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ (ইং ১৮৪৪) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কাঁসুগাঁ গ্রামে আনন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মস্থান এখন পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত। পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে তিনি ঢাকায় আসিয়া পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং কৃতিত্বের সহিত তত্রত্য সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকেন।

তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গৌরসুন্দর রায় মহাশয় ঢাকার 'নীলকুঠীর' মালিক মিঃ জে পি ওয়াইজের কাজ করিতেন। আনন্দচন্দ্র যখন জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ করিয়া সিনিয়র স্কলারশিপ পড়িতেছিলেন তখন মিঃ ওয়াইজের সহিত গৌরসুন্দরবাবুর মতান্তর হয় এবং ঐ কাজ তিনি ছাড়িয়া দেন। তখন পিতার সম্মতিক্রমে আনন্দচন্দ্র ওকালতি পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ওকালতি পাশ করেন।

তিনি ঢাকায় ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বেশ পসার হয়। পরে তাঁহার প্রতিপত্তি এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকেও তৎকালীন এডভোকেট জেনারেল স্যার চার্লস্ পলের সমান 'ফী' দিতে হইত। তিনি ঢাকা জেলার বাহিরে বহু জটিল মোকর্দ্দমা কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান হন। তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তিনি তাঁহার অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করেন। ঢাকা পিপলস্ এসোসিয়েশন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ভূমাধিকারী সভার তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় তাঁহার গৃহেই অবস্থিত। তিনি জগন্নাথ কলেজের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং উহার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

১৯১২ সালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে আনন্দচন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং এই সময় সুরেন্দ্রনাথের আগ্রহে বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হইয়াছিলেন।

১৯০৮ সনে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের অধিক কাল ওকালতি করার পর অবসর গ্রহণের পরেও তিনি ঢাকার নানাবিধ জনহিতকর আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিতেন। আনন্দচন্দ্রের কর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ কর্ম্মিগণের হৃদয়ে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সশ্রম কারাদণ্ড

বেরিলীর জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এ এন পালি এক নৃশংস ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় তিনজন আসামীকে দঃ বিঃর ৩৯৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। দায়রা জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীদিগকে ১০ বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, ১১ই কি ১২ই মার্চ্চ একদল ডাকাত আঁওনলায়, নাগরিয়া গ্রামের মোহন নামক একজন কৃষকের বাড়ীতে হানা দেয়। মোহনের স্ত্রী মোহনকে জাগাইলে সে দেখিতে পায় যে, তাহার ঘরের ছাদে আগুন জ্বলিতেছে; ঘরের বাহির হইতে না পারায় তাহারা বিছানার পিছনে যাইয়া লুকাইয়া থাকে। ডাকাতগণ তাহাদিগকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। গ্রামের লোক সাহায্য করিতে না পারিয়া দূর হইতে ডাকাতদিগকে ঐ বাড়ী লুঠ করিতে দেখে। হরিরাম নামক ৮০ বৎসরের একজন বৃদ্ধ আগুন নিভাইতে গেলে ডাকাতগণ তাহাকে লাঠি দ্বারা এমন ভাবে মাথায় আঘাত করে যে, পরদিন হাসপাতালে যাইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

———

ডাকাতের সর্দ্দার নিহত

তিনেভেলীর সংবাদে প্রকাশ, গত সন্ধ্যার সময়ে জনৈক তৈল বিক্রেতার বাড়ীতে যে ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রকাশ যে, পুলিশের নামজাদা দস্যু কল্যাণ সুন্দরম তেলের তৈল ক্রয়ের ছলে একদল লোকসহ অরুণাচলম চেট্টিয়ার নামক এক তৈল বিক্রেতার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দরজা বন্ধ করে। অতঃপর তাহারা বাড়ীর লোকজনকে ছোরা দেখাইয়া তাহাদের গহনাপত্র সমর্পন করিতে বলে। ঐ বাড়ীর এক নারী খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া গ্রামবাসীদিগকে ঘটনার সংবাদ জানায়। তদনুসারে বহু গ্রামবাসী সমবেত হইয়া ঐ বাড়ী বেষ্টন করে। ডাকাতগণ বাহির হইবামাত্র উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। উহাতে ডাকাতদলের নেতা কল্যাণ সুন্দরম হত হয়। অবশিষ্ট ডাকাতগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের কতকাংশ লইয়া প্রস্থান করে। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি জখম হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ

পাটনা সহরের পিপলস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্ক বঙ্কুবিহারী মুখার্জ্জির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের ২,০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হইয়াছে। পীরবহর পুলিশ তাহার একটি মোটরলরী ও অন্যান্য জিনিষ ক্রোক করাতে তিনি পরদিন পাটনা সহরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

———

মুদ্রা জালের অভিযোগ

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, পূর্ণ পণ্ডিত ও অপর দুই ব্যক্তি মুদ্রা জালের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে যে উকিল উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদের সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু না দেওয়ায় তাহাদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১১ই নবেম্বর শুনানী আরম্ভ হইবে। প্রকাশ, আসামীরা পৌরোহিত্য করেন।

———

৪০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বোম্বাইয়ের বৈদেশিক ডাকঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে বৈদেশিক ডাকঘরের একাউণ্টাণ্ট ও-পি গোয়াইটকে ৪০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ জি ভি বিউর বোম্বাই গমন করিবেন।

অগ্নিকাণ্ডে স্কুল ভস্মীভূত

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, আগুন লাগিয়া শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের একখানা ব্লক ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দরজা জানালা বাদে সমস্ত আসবাবপত্র জোড়া ও টিনের ছিল, বেড়া পাকা ছিল। ইলেক্‌ট্রিক তার হইতে অগ্নি লাগিয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ-ভাব রত্ন ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। ধাতুসম্মিকা ভগবতোবক্তঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১৷০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মাণমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সাম্বন্ধ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম ৷৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। ডিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স্ ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

।শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ | দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯. ১৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২. ১লা নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ২০১৩ম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট

——::०::——

নৈবেদ্য সংখ্যা—প্রায় ১৩০০

—:०:—

মিষ্টান্নের অসম্পূর্ণ তালিকা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-বাসরের উষঃকাল পর্য্যন্ত যে-সকল নৈবেদ্য সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল ১২৮০। তৎপরেও বিভিন্ন স্থানের অনেক ভক্ত বহু প্রকারের মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়াছেন। শত শত প্রকারের ব্যঞ্জন, ডাল, শাক, মোরব্বা ও ফলাদি ব্যতীত শুধু বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্নের যে অসম্পূর্ণ তালিকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বুঁদে, ছানার বর্‌ফি, তালক্ষীরার পায়স, গোকুল পিঠা, ছানার পায়স, ক্ষীর মালপো, আলুর পুলি, মুগের মিঠাই, বাদাম বর্‌ফি, পাটিসাপটা, মেওয়ার পায়স, কলাবরা, রসপুলি, লালআলুর পায়স, রসবড়া, চাউলে চুবি, পেরাকি গজা, গোলোক ভোগ, গোপাল পিঠে, শুক্‌না বুঁদে ভাজা, পেপের পায়স, নারিকেল চিঁড়ে, নিমকি, ছানার মালপো, ক্ষীরের পুলি, রাইভোগ, দুধভুবি, মুগের মোহন ভোগ, কামরাঙ্গা, সটির পালোর খণ্ড, সটির পালোর পাটিসাপটা, মিষ্টপুলি, দইবড়া, বুদিএর পায়স, সাদা তিলের লাড্ডু, নারিকেলের পুলি, নারিকেলের ছাপ, পেড়াকি খাজা, বড় বালুসাই, চন্দ্রভোগ, চৌকো গজা, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, নারিকেলের জিরা, ক্ষীরপুলি, কাঁচাকলার বর্‌ফি, গোপীনাথের ক্ষীর, নিম্‌কি, নারিকেলের দম, ক্ষীর-কান্তি গজা, জগন্নাথের কলাচটকা, ঢাকাই গজা, ক্ষীরের পেড়া, গোল নিম্‌কি, ছানার মুড়কি, রাঙ্গা আলুর পিঠে, লবঙ্গলতিকা, কলার বড়া, মাসবড়া, গোপালভোগ, মুগের কচুরী, গজগজা, দরবেশ, নারিকেল চিঁড়ে, সীতাভোগ, ক্ষীরের বরফি, চপ্ সন্দেশ, নারিকেল বড়া, বালুসাই, রসকদম্ব, কলার পিঠে ঝাল গজা, মুগনামুলি, মুক্তাবলী লাড্ডু, মতিচোরের লাড্ডু, রাধাবল্লভ, অমৃত রসাবলী, ক্ষীরের কদম, রসপুলি, ক্ষীরের পিষ্টক, ইঁচরের সন্দেশ, নারিকেল ও ক্ষীরের লাড্ডু, জিভে গজা, গোলাপ পিঠা, জগন্নাথের গজা, ক্ষীরের ছাপ, মাখন তোষণী, নারিকেল চিঁড়ে, ক্ষীরের পেড়া, ক্ষীরের পদ্ম, শ্যাম-তোষণী, গোকুল লাড্ডু, সরপুরিয়া, চন্দ্রপাতক্ষীর, মোহনপুরী, আলুর বরফি, রসবড়া, ক্ষীরের সিঙ্গাড়া, নারিকেল সন্দেশ, ইঁচরের চাটনী, মোচার চাটনী, ইঁচরের গজা, চিঁড়ের পিঠে, ইঁচরের পায়স, আলুর পায়স, রসগোল্লার পায়স, অমৃতসাগর, জগন্নাথের চিঁড়েবড়া, মালপোয়া, পরমান্ন, নারিকেল লাড্ডু, আলুর চপ, রসমাধুরী, মুগের পুলি, কচুর নকুলদানা, মাসবড়া, কলাবড়া, দুগ্ধ ফেনী, কেলীকোট, পেপের মোহনভোগ, লক্ষ্মীবিলাস, ক্ষীরের ভজিয়া, দুগ্ধকর্ণিক, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, পানিফলের বরফি, সালুকের চাটনী, মনিমঞ্জরী, মধুচম্পিটিকা, মানবড়া, মধুমালতী, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, বৈকুণ্ঠভোগ, ফুলকপির চপ, অমৃতসর, মটির মুড়কি, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি, ছোলাডালের মুড়কী, নারিকেল চিঁড়ার মুড়কি, নারিকেলের জিরা, মোচাবড়া, কিসমিসের পায়স, হালুয়া, আতার পায়স, কাঠালের পায়স, কমলালেবুর পায়স, আমের পায়স, মিঠে কুমড়ার মালপোয়া, কলার অমৃতসা, মিহিদানা, মধুমালতী, কলাইশুঁটির কচুরী, ক্ষীরের ছাঁচ, ইঁচরের পায়স, বেনারস কলমা, মিঠাই মহামাধুরী, বরাকি, নারিকেল শস্য, নারিকেল খণ্ড, বোম্বাইএর সন্দেশ, বামন ভোগ, ললিতাপিষ্টক, নারিকেলের কোরা ভাজা, ছোলার ডালের পিঠা, খইএর পিষ্টক, ছানার চিঁড়া, মোহনপুরী, মানাই-পুরী, অমৃতপুলী, নবনী, মিছরি, লড্ডুকুণ্ড, সন্দেশের মুন্দির, কামাকুণ্ড, পিশটের খাজা, গোবিন্দ মোহনী, শ্যামবল্লভী, লবঙ্গলতিকা, হরিবিলাস, বালুসাই, গজা, ক্ষীরমোহন, আতা সন্দেশ, সাঁচ সন্দেশ, আমসন্দেশ, দেবভোগ সন্দেশ, বৈকুণ্ঠ বরফি, বেথলা ভোগ, বাদামতক্তি, ক্ষীরের জুটী, গোপালসন্দেশ, ক্ষীরের অর্দ্ধচন্দ্র, ছানার পুষ্পাম, পেস্তাবরফি, পদ্মখাজা, গোদ্রুমের সুরভি ছানাবড়া, পিজুর গ্রন্থি, অমৃতি, জিলাপি, পোস্তনাথ ভোগ, অমৃত বেলা, চৈতন্যভোগ, নিতাই ভোগ, অদ্বৈত ভোগ, বলরাম ভোগ, জগন্নাথের মালপো, কৃষ্ণ-নগরের রসগোল্লা, নারায়ণ ভোগ, চুসি পিঠা, রাম পিঠা, লালআলুর পিঠা, পরমান্ন, ছানার মিষ্টান্ন, মালপো, বুটের ডালের পুলী, মুগের পুলী, লাল আলুর পুলী, ক্ষীরপুলী, নারিকেলের লাড্ডু, তিলের লাড্ডু, বুটের বুঁদে, রসপুলী ছানার রসবড়া, সুজির হালুয়া মটির বরফি, চন্দ্রকান্ত বুঁদে প্রভৃতি

চাটনি

বেদের চাটনি, আদার চাটনি, আনারস চাটনি, আমরসের চাটনি, আলুবকরার চাটনি, জলপাইর চাটনি, কচুর রায়তা, লাউর রায়তা, বুঁদের রায়তা, লাউয়ের রায়তা, লোকের চাটনি, আঙ্গুরের চাটনি, টমেটো চাটনি, খেজুরের চাটনি, বিলাতীশের চাটনি, আমের চাটনি, মগরের চাটনি, পেঁপের চাটনি, মোচার চাটনি ও লালআলুর চাটনি, বেদানার চাটনি, মূলার চাটনি, কুমড়ার চাটনি, আদার চাটনি, ঢেঁড়সের চাটনি, ডালিমের চাটনি, কলমিশাকের চাটনি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পুরী হইতে গত ২৮শে অক্টোবর প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠে পৌঁছিয়াছেন, তৎপর দিবস তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক ভাগবতরত্ন প্রভুর সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে গিয়াছেন।

শ্রীধৃষ্টেশ্বর ব্রহ্মচারীর যত্নে, চেষ্টায় ও পরিশ্রমের ফলে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীমুরারি-গুপ্তের পাটে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় ৫৬ প্রকার নৈবেদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গত ৩রা কার্ত্তিক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর, মঠরক্ষক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলন-প্রসঙ্গ ও মহাপ্রভুর বর্ণিত তাপত্রয়-নিবারণের উপায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৭ই কার্ত্তিক সন্ধ্যাকালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের আলয়ে ভক্তি-শাস্ত্রী অমর্ষিগৌড়ীয়মঠের রক্ষক ভক্তবৃন্দ সহ কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা ১ম অধ্যায় হইতে মহাপ্রভুর স্থূল-বৃত্তিকালীন প্রত্যেকশব্দেই কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা এবং আগম-বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য যে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহা প্রদর্শন—প্রভৃতি বিষয়-সমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রতি ভগবানের কৃপা হয় নাই ; সুতরাং আমি এখন ভজনে প্রবৃত্তও হই নাই ; ভজন-চেষ্টা করিলে কি হইবে, যে দিন সময় হইবে, সে দিন সব আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।

"সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

তাঁহার কথাটী শুনিয়া আমি বলিলাম,—"দেখুন ভাগ্যের দোহাই দিয়া আমরা জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিব তাহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহা বলেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ কথার উদ্দেশ্য—অণুশক্তিসম্পন্ন জীব যেন নিজ ক্ষমতার ভগবানকে আনিয়া লইবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন না করে। ভগবানের কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না তাহা ঠিক, কিন্তু গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং" শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা সততযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অপ্রাকৃত বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সুতরাং ভজন-চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ভজন-চেষ্টার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, ভজনপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ভজনের ভাগ্য লাভ করিবার জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আপনি বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়েন নাই, পড়িলে এ সকল কথা আপনি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় আনন্দিত হইলেন এবং সাধুদের মুখে কিছু হরিকথা শুনিবার জন্য মঠে কয়েকদিন থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী

পৃথিবীর ভার অপহরণ

(শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য)

আমরা যখন ভগবদ্বিমুখ হইয়া ভোগ-বর্দ্ধনিচ্ছায় আত্ম-সাধারণ-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবগণকে বশীভূত করিবার বিবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকি, তখনই আমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়ি। তমোরজোগুণের বিবর্দ্ধন ও সত্ত্বগুণের বিনাশ চেষ্টায় পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রজোতমোগুণে অচ্ছাদিত জীবই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-সংরক্ষণে পরাঙ্মুখ। এইপ্রকার জীব-সমষ্টি যখন প্রবল হইয়া থাকে, তখন ভগবদিচ্ছায় পৃথিবীর ভার অপহরণের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

আমরা, ত্রেতাযুগের ঐতিহ্য বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারি, প্রবল-পরাক্রম লঙ্কাধিপতি দশানন রাবণ, আত্মস্বরূপবিস্মৃতাবস্থায় ভোগানলে আহুতি প্রদানের নিমিত্ত বিংশতিসংখ্যক লোচন বিস্ফারিত করিয়া অদম্য চেষ্টায়—ধন-লাভ, জন-লাভ, একাধিপত্য-লাভ ; এমন কি স্বর্গসুখলাভের জন্যও বিবিধ কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। আমাদিগের একমুণ্ডের চিন্তাস্রোত অপেক্ষা দশমুণ্ডের চিন্তাস্রোতের বেগ বহুগুণে প্রখর। দশেন্দ্রিয়ে ভোগলিপ্সু জীবই দশস্কন্ধ রাবণের অনুগত।

রাবণ রাজার দৌরাত্ম্যে দেব ও নরগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবতা, কাহারও স্বাস্থ্য নাই। রাবণ রাজার ভোগ-পিপাসা যখন অদম্য হইয়া উঠিল তখন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বিষ্ণু অযোধ্যা প্রদেশে রাজা দশরথের গৃহে চারি অংশে অবতীর্ণ হন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রাজর্ষি জনকের গৃহে সীতাদেবীরূপে আবির্ভূতা হন। পিতৃভক্তের আদর্শ প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শ্রীরাম পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর কোন দিকে না যাইয়া দক্ষিণ-মুখে অর্থাৎ লঙ্কার দিকে পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন।

বিষ্ণু বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝে কাহার সাধ্য ? পঞ্চবটীবনে জগল্লক্ষ্মী সীতাহরণ লীলার অভিনয় হইবে, ইহপূর্ব্বে কে জানিত ? সীতাপহরণজনিত ব্যাপারে রাবণ সবংশে ধ্বংস হইবে, ইহাই বা কে কখন কল্পনা করিত ? একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্রই সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত অবগত ছিলেন। রাবণ সবংশে নির্ব্বংশ হইল পৃথিবীর ভার অপনীত হইল।

প্রাকৃত জনগণ বিচার করিবেন, স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধীভূত হওয়ায় প্রভূত ধননষ্ট ও প্রচুর জননষ্ট হইল। ইহাতে পৃথিবীর অপরিমিত অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। এ বিচারটি ভগবানের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান-রূপ অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অতঃপর দ্বাপরযুগে, যখন কুরুরাজগণ সহোদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ প্রবঞ্চনা দ্বারা স্ব-স্ব-ভোগবর্দ্ধন পিপাসায় পিপাসিত হইয়া উঠিল, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের উপর বিদ্বেষমূলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও নিধন-প্রয়াসে বদ্ধপরিকর হইল, তখন ভগবদিচ্ছায় হস্তিনাপুরের উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধে কুরুকুল সমূলে ধ্বংস হইল। ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল ! দেশ-বিদেশের রাজন্যবর্গ সকলেই কুরুপক্ষ (শুদ্ধ বৈষ্ণববিদ্বেষী পক্ষ) অবলম্বন করিয়া, একে একে তাহারাও নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে পৃথিবীর ভার অপহৃত হইল

এদিকে দ্বারকা প্রভৃতি প্রদেশে যদুকুল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়াভিমানে গর্ব্বিত হইয়া দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের দৌরাত্ম্যে যেন ধরিত্রী সাগরগর্ভে বিলীন হইতে উদ্যত। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি যদুবংশ-ধ্বংসের এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর ভার অপহরণ করিলেন।

দ্বারকার সমীপবর্ত্তী পিণ্ডারক নামক-তীর্থে (গুজরাটের প্রান্তসীমায় সমুদ্র হইতে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনশীল জনগণের, কলিমল-বিনাশন, পুণ্যপ্রদ, সুমঙ্গল কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কালরূপে বসুদেবের গৃহে অবস্থান করিলে একদা তাঁহারই প্রেরণায় বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে কৌমারবয়স্ক যাদব-নন্দনগণ তথায় ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহারা উদ্ধত স্বভাব হেতু বাহিরে বিনয়নম্র ব্যবহার দেখাইয়া মুনিগণের পাদপদ্মবন্দনপূর্ব্বক জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অমোঘদর্শন মুনিগণ ! এই সুনীলনয়না, আসন্ন-প্রসবা, পুত্রকামা গর্ভিণী রমণী লজ্জা হেতু সাক্ষাদ্‌ভাবে আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া আমাদের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ইনি পুত্র বা কন্যা প্রসব করিবেন, তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।"

মুনিগণ তৎকালে তাঁহাদের এইরূপ উপহাস-বচনে কুপিত হইয়া বলিলেন,—"হে মূঢ়গণ ! এই রমণী তোমাদের কুল বিনাশন মুষল প্রসব করিবে" যদুকুমারগণ মুনিবাক্যশ্রবণে ভীত হইয়া সত্বর সাম্বের উদর উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে বস্তুতঃই লৌহময় মুষল দর্শন করিলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন,—"হায় মন্দভাগ্য আমরা, এ কি করিলাম ! লোকেই বা আমাদিগকে কি বলিবে" এই প্রকার ধিক্কার দিতে দিতে তাঁহারা মুষল লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। উক্ত মুষল রাজসভায় উপস্থিত করিয়া ম্লানমুখে সমস্ত যাদব সমক্ষে মহারাজ উগ্রসেনের নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। দ্বারকা-বাসিগণ ঈদৃশ অব্যর্থ বিপ্রশাপ শ্রবণ এবং মুষল দর্শনে বিস্মিত ও ভয়সন্ত্রস্ত হইলেন।

যদুরাজ উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়াই উক্ত মুষলকে চূর্ণীকৃত করিয়া উহার অবশিষ্ট কিয়দংশ লৌহ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। কোন এক মৎস্য উহা গ্রাস করিল এবং চূর্ণসমূহ তরঙ্গ সঞ্চালনে তীর সংলগ্ন হইয়া 'এরকা' নামক তৃণরূপে উৎপন্ন হইল। ঐ এরকাই যদুকুল-ধ্বংসের কারণ হইল।

ব্রাহ্মণ ও ভক্ত নারদাদি ঋষিগণের প্রতি যদুকুমারগণের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার কৃষ্ণানুগত্যের বিরুদ্ধধর্ম্ম। প্রাকৃত সহজিয়া-কুল নিজদিগকে ভগবান্ বা ভক্তের আত্মীয়-জ্ঞান করেন। ইঁহারা যদিও কপটতা করিয়া তৃণাদপি সুনীচ ভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ও সত্য-সঙ্কল্প কৃষ্ণ তাঁহাদের কোন প্রকার সেবাই গ্রহণ করেন না।

ভগবদ্বিদ্বেষী ভগবদ্বংশ্যগণ সাধারণের বিচারে লৌকিক দৃষ্টিতে পূজিত হইয়া স্ব-স্ব যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা পাছে জগতের অমঙ্গল সাধন করেন এবং আপাত দর্শনীয় জনগণ উহাতে ভ্রান্ত হইয়া সেই যথেচ্ছাচারিতাকেই কৃষ্ণভজনানুকূল আচরণ জ্ঞান করেন, এইজন্য সেই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বহির্ম্মুখ যদুকুলের সংহার কার্য্যটী স্বেচ্ছায় সম্পন্ন হইয়াছিল। এমন কি মহুর্মোহনের জন্য তিনি স্বয়ংও উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন।

আমরা ভোগপ্রমত্ত হইয়া প্রচ্ছন্ন মায়াবাদাশ্রয়ে যতই কপটতা করি না কেন, অবৈষ্ণবাচরণ রক্ষায় রাখিয়া বাহিরে বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করি না কেন, ভিতরে পুরুষাভিমান রাখিয়া বাহিরে যতই গোপী সাজি না কেন, স্মার্ত্ত-বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবাপমান করি না কেন, আমাদের দ্বারা পৃথিবীর ভার বৰ্দ্ধিতই হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পৃথিবীর ভার অপহৃত হইয়াছিল। কিন্তু আবার এই কয় শতাব্দের মধ্যেই আমরা আত্ম-কল্পিত কয়েকটী দল, কেহ অদ্বৈতবংশ, কেহ নিত্যানন্দবংশ, কেহ ভক্তবংশ, কেহ বৈষ্ণব মোহান্তবংশ ইত্যাদি পরিচয়ে সম্প্রদায়িত্ব আবার পৃথিবীর ভার বাড়াইতেছি। আমরা অনেকেই ঐ বংশ্যের ভক্তবংশ বলিয়া গর্ব্বিত থাকিয়া নিজেদের ভজন-সাধন-প্রয়োজন বোধ হারাইতেছি। এ কেবল নিন্দক-পাষণ্ডী-কপট আমরা পৃথিবীর ভার বই আর কি ?

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ২রা নভেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার [২০২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বেতারে লর্ড স্নোডেনের বক্তৃতা
উদারনীতিক দল সমর্থন

গত ২৯শে অক্টোবর উদারনৈতিক দলের ভাইকাউণ্ট স্নোডেন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক হিসাবে এক বেতার বক্তৃতা করেন। তিনি ভোটদাতাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দিতে বলেন, তাহার মতে গবর্ণমেণ্ট যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাহা ছল মাত্র। তিনি এই আবেদন জানান যে, উদারনৈতিক দলের যাঁহারা কর্ম্ম পরিষদের নীতি সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুতি দেন ভোটদাতারা যেন তাঁহাদের কাহাকেও ভোট দেন। তাহা না হইলে তাঁহারা যেন শ্রমিকদিগকে ভোট দেন। কারণ সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নির্ব্বাচনের বিচার্য্য বিষয় নহে। পরিশেষে ভাইকাউণ্ট স্নোডেন বলেন যে গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় সংখ্যাধিক্যে বলীয়ান্ করিয়া তুলিলে তাহা জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বিপদও তাহাতে যথেষ্ট হইবে

একসঙ্গে চারিপুত্র প্রসব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লণ্ডন হাসপাতালে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া হাম্ সওয়ার্থ নাম্নী এক রমণী একসঙ্গে চারিটি পুত্র প্রসব করিয়াছে। ভিক্টোরিয়ার বয়স ৩৪ বৎসর। তাহার স্বামী একটী খাদ্যদ্রব্যের কারখানায় কাজ করে। একসঙ্গে চারিপুত্রের পিতা হইতে পারিয়া মিঃ হাম্‌সওয়ার্থ নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান্ মনে করিতেছে।

শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া নিজে যমজ। তাহার তিনটী কন্যা আছে। কন্যাদের বয়স ছয় বৎসরের মধ্যে।

প্রথমটির জন্মের ৩০ মিনিট পর দ্বিতীয়টি, তার ১৪ মিনিট পর তৃতীয়টি এবং তার ১০ মিনিট পর চতুর্থটি ভূমিষ্ঠ হয়।

শিশু-চতুষ্টয় ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহাদিগকে পশমের কাপড়ে জড়াইয়া বিশেষ একপ্রকার দোলায় রাখা হয় এবং বিজলী প্রবাহ দ্বারা সেই দোলায় তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

শিশু কয়টির ওজন যথাক্রমে ৫৫॥৵, ৩৩॥৵, ৫৬॥০ এবং ৬১ আউন্স। সাধারণতঃ জন্মের সময় শিশুর ওজন কমবেশী ১১২ আউন্স থাকে।

প্রবাদ আছে যে, যমজ রমণীর গর্ভে যমজ সন্তান জন্মে না। দেখা যাইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে এই প্রবাদের ব্যতিক্রম হইল।

একসঙ্গে চারি সন্তান প্রসব খুব বিরল ঘটনা। বিলাতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি ২॥০ লক্ষ প্রসবে একবার ৪টি শিশু জন্মে।

———

অগ্নিকাণ্ডে ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে অক্টোবর রাত্রিতে আবদুল রহমান ষ্ট্রীটে একটী আতসবাজির গুদামে আগুন লাগিয়াছিল। তখন রাস্তায় বহু লোক ছিল; পট্‌কা বিস্ফোরণের তুমুল শব্দ এবং হাজার হাজার বাক্স রঙীন দিয়াসলাইয়ের বিচিত্র আলোকে তাহাদের আকৃষ্ট হয়।

অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া দশখানা দমকল ছুটিয়া আসে। দমকলের লোকেরা আগুন অগ্রাহ্য করিয়াও চৌতলা ও পাঁচ তলায় লোকদিগকে উদ্ধার করে ও অজস্র জলধারা বর্ষণ করিয়া আগুন নিভাইয়া ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে দোতালায় ও তেতলায় কেহ ছিল না। এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রাণহানি হয় নাই কিন্তু প্রায় ১৫০০০ টাকার আতসবাজি নষ্ট হইয়াছে এবং ঐ বাড়ীর ক্ষতির পরিমাণও প্রায় ১৫০০০ টাকা।

———

পুকুরে ভাসমান মৃতদেহ
বৃদ্ধা ও বালিকার রহস্যজনক মৃত্যু

বেহালা হইতে প্রকাশ, একজন বৃদ্ধা হিন্দু বিধবা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত বেহালা হইতে কালীঘাটে যাইতেছিল। কিন্তু পরে আর তাহাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না স্থানীয় পুলিশে সংবাদ দিলে পুলিশ এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে থাকে। পরে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহ বেহালা ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি পুকুরের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তদন্তকালে এইরূপ জানা যায় যে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির খোঁজ না পাইয়া বালিকাটি কাঁদিতে থাকে। পরে তাহাকেও লইয়া গিয়া হত্যা করা হয়। বালিকাটীর মৃতদেহও নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পুলিশের বিশ্বাস যে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ অপরাধ করা হইয়াছে, কারণ তাহাদের দেহে যে অলঙ্কারাদি ছিল, সম্ভবতঃ অপরাধকারীরা গিয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধি

গত ১৯শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধির খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ৬৬০ ও মৃত্যু ৩৪৪, গত সপ্তাহে আক্রমণ ৬২৫ ও মৃত্যু ৩২৩ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৫৮১ ও মৃত্যু ২৩৭।

এই সপ্তাহে বসন্তে আক্রমণ ৭৮ ও মৃত্যু ১৬; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৮৪ ও মৃত্যু ১৩ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৪৪ ও মৃত্যু ১৭। এই সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ১১৪ ও মৃত্যু ১৪; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৬৩ ও মৃত্যু ১২ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৬৭ ও মৃত্যু ১৭। মেনিঞ্জাইটীস রোগে এই সপ্তাহে আক্রমণ ১৯ ও মৃত্যু ৩; গত সপ্তাহে আক্রমণ ২১ ও মৃত্যু ৬ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৯ ও মৃত্যু ৯।

জিলাসমূহের মৃত্যুসংখ্যা

কলেরা—বর্দ্ধমান ১৬, বীরভূম ১, বাঁকুড়া ২, মেদিনীপুর ২২, হুগলী ১, হাওড়া ৯, চব্বিশপরগণা ১৩, কলিকাতা ৪, নদীয়া ১৪, মুর্শিদাবাদ ২৯, যশোহর ৬, খুলনা ১৭, রাজসাহী ৭, দিনাজপুর ১, জলপাইগুড়ি ৮, রংপুর, ৩৯ বগুড়া ৩, পাবনা ২০, মালদহ ৭, কুচবিহার ১২, ঢাকা ১, ময়মনসিংহ ৩৭, ফরিদপুর ২, চট্টগ্রাম ১২, ত্রিপুরা ১৭, ও নোয়াখালী ৪৭।

বসন্ত—বর্দ্ধমান ৭, বীরভূম ২, মেদিনীপুর ১, হুগলী ১, হাওড়া ১ কলিকাতা ১, নদীয়া ১, মুর্শিদাবাদ ১, দিনাজপুর ১, দার্জ্জিলিং ২, রংপুর ১, ও কুচবিহার ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ১৪।

মেনিঞ্জাইটিস - কলিকাতা ৩।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৯৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ।
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা
২৭। মুক্তামালিকা উপদেশামৃত সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। রূপ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী ৶০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪র্থ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৬৬। সারাঙ্গবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ধ্যাটস অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোনটি গৌড়ীয়মঠ টক ডুইং ৶০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥
৮০। সাধন পথ ।।
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৮২। গীতাবলী [illegible]০
৮৩। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৶০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ দামোদর, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

অত্যুক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে যে, কৃষ্ণেতর কথাই 'বাগ্‌বেগ'। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ যে ছয়টী বর্জ্জনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই পাই—বাক্যবেগ। বাক্যবেগ দমন করিতে হইবে বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, মূকত্ব লাভ করিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি ভ্রম পথে চলিয়াছেন। কৃষ্ণ-কার্য্য-প্রসঙ্গ ব্যতীত ইতরকথা অবশ্যই স্তব্ধ করিতে হইবে, কিন্তু নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত বাক্যবেগ দমিত হইতে পারে না। বাহ্যতঃ অতিশয় কষ্টের সহিত মুখ বন্ধ করিয়া থাকিলেও বাক্যবেগ মনকে আলোড়িত করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করে না। বদনে যদি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করা যায় এবং মানসে যদি কৃষ্ণ-বিষয়ই নিরন্তর চিন্তনীয় হন, তাহা হইলে বাক্যবেগ আপনাই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। কৃষ্ণগুণের পারাবার নাই। তিনি অনন্তগুণসম্পন্ন। অনন্তদেব অনন্তমুখে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পান না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ গুণ-পরিকর ও লীলাদি সম্বন্ধে অত্যুক্তি বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। 'অত্যুক্তি' শব্দটী মায়িক জগতের বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মায়িক সম্বন্ধ-সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে, সুতরাং অত্যুক্তির কোনও স্থান যে ভক্তহৃদয়ে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

জড় বিষয়ে যাহারা মত্ত, তাহারা জড়ের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া অত্যুক্তির সেবক হইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রকার অনর্থজালের উদয় হয়। অত্যুক্তির সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে একটী গল্প বলিতেছি,—কোনও কৃষকের একটি হৃষ্ট-পুষ্ট শিশু-পুত্র হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া একজন প্রতিবেশী স্ত্রীলোক অপর এক স্ত্রীলোককে বলিল,—"অমুকের ঘরে যে একটী ছেলে হইয়াছে, সে ছেলে নয়, যেন একটা হাতী।" পরবর্ত্তী স্ত্রীলোকটী অপর এক স্ত্রীলোককে বলিল, "শুনেছ, অমুকের স্ত্রী একটী হাতী প্রসব করিয়াছে।" সে স্ত্রীলোকটী আবার অপর এক ব্যক্তিকে বলিল,—"অমুকের ঘরে একটী হাতী জন্মিয়াছে, সে গাছপালা সব ভাঙ্গিয়া একাকার করিতেছে।" এই প্রকারে পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, 'অমুক কৃষকের ঘরে একটী হাতী হইয়াছে, সে যাহাকে নিকটে পাইতেছে তাহাকেই অত্যাচার করিতেছে।' বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরগণ তখন রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অভিযোগ নিবেদন করিল এবং প্রতিকারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজা বিষয়টীর অনুসন্ধানের জন্য মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। মন্ত্রী সেই কৃষকের বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন,—"তোমার গৃহে যে হাতীটী হইয়াছে তাহা এইখানে লইয়া আইস।" কৃষক মৃদুহাস্যের সহিত তাহার শিশু-পুত্রটীকে আনিয়া মন্ত্রী মহোদয়ের ক্রোড়ে দিলেন। এই গল্পটীতে অত্যুক্তি কি-প্রকারে জনসমষ্টিকে উত্তপ্ত করিয়া থাকে, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেহ কেহ কোন বিষয়ের গভীর রেখাপাত করিবার জন্য কখনও কখনও অত্যুক্তি প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। রেখাপাত-প্রয়াসীর যে উদ্দেশ্য, তাহা ত' সাধিত হয়ই না অধিকন্তু যাহা তাহার উদ্দেশ্য নহে ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অত্যুক্তি বিসর্জ্জন করিয়া বক্তব্য বিষয়টী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিলেই ভাল হয়।

গৃহের কোনও সামান্য ঘটনাকে গৃহিণীগণ অনেক সময় গৃহকর্ত্তাদের নিকট এমন ভাবে উপস্থাপিত করেন যে, সত্য ঘটনা তাহা হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থান করে এবং তাঁহাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপনকারী গৃহস্থ উত্তেজিত হইয়া নিজ সংসারেরই যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট করিয়া থাকে। প্রকৃত গৃহস্থ যাঁহারা হইবেন, ভগবৎসেবা ও ভগবৎসেবকগণের সেবাই হইবে তাঁহাদের মুখ্য কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তগণ ধীর, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে তাঁহাদের সেবকগণও ধীরই হইয়া থাকেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থগণ কখনও চঞ্চল-চিত্ততার পরিচয় না দিয়া ধীরভাবে কৃষ্ণ-সংসারের কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন। আবার "যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" সুতরাং কোনও প্রকার অত্যুক্তি ভক্তগৃহস্থকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না। গৃহস্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য,—'ধীর হইতে শিক্ষা কর।' গৃহের যে-সকল ব্যক্তিকে আমরা আত্মীয় জ্ঞান করি, তাহারা যে ঠিক ঠিকই আমাদের আত্মীয়, তাহা নহে। অনেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিষবাণী কর্ণবিবরে প্রবেশ করাইয়া [illegible] আচরণে নিযুক্ত। সুতরাং গৃহস্থ সাবধান না হইলে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইবেন। গৃহিণীর বেশে মায়া বিশেষ সুমধুর-বাণী অত্যুক্তি ও নিন্দার সাহচর্য্যে কত নিরীহ গৃহস্থকে গুরুবৈষ্ণব চরণে ভীষণ অপরাধ করাইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা সত্য সত্যই মানুষ হইতে চান, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনাই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল হইবে, তাঁহারা কখনও গুরুবৈষ্ণবের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া গৃহমেধী হইবেন না। গৃহমেধীর প্রবল স্রোতে একবার গা ভাসাইলে আর রক্ষা নাই।

সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখিতে হইবে, এখন কলিকাল—বিবাদের যুগ। ইন্দ্রিয়সকল বিবাদে প্রমত্ত হইবার জন্য সতত চেষ্টাপর। ঐ পাপবলকে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে অনেক সময় সংসারের আবিলতাপূর্ণ অত্যুক্তি। ভক্তিমার্গ ব্যতীত নিত্যকল্যাণ-লাভের উপায় নাই। কিন্তু এই ভক্তিমার্গও বর্ত্তমানে কোটী কণ্টক-রুদ্ধ। এমত অবস্থায় নিত্যকল্যাণের পথে চলা যে কি-প্রকার দুষ্কর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই বিপদে আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যবাণীর একনিষ্ঠ সেবকগণ। একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চোর সর্ব্বদাই 'ঐ চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে তৎপর। যখন চৈতন্য-চরণ-চারণ-গণের চরণে প্রণত হইতে যাইব, তখন আমাকে ঐকাগ্র্য হইতে বিরত করিবার জন্য কলিকালে অনেক বন্ধু (?) আসিয়া জুটিবে এবং প্রকৃত সাধুগণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত গল্পে দেখিতে পাইয়াছি, চারুদর্শন শিশুটীকে অত্যুক্তি ভীষণ ও ভয়াবহ আকারে পরিণত করিয়াছিল; আমাদের এই বান্ধবগণও (?) মিথ্যার আলিঙ্গনে আবদ্ধ অত্যুক্তির নাটই অভিনয় করিয়া থাকেন। আমাদিগকে ধীর-স্থিরভাবে দেখিতে হইবে—আমরা যাঁহাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যাইতেছি তাঁহারা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ কিনা? যদি হন, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও মৎসর জগতের কথায় কর্ণপাত করিতে হইবে না। তাহাদের সকলের কথা পদদলিত করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সাধুগণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হইবে; তাহা হইলে অত্যুক্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইব, বাক্যবেগ দমিত হইবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবানন্দে অবস্থানের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

"এই কি দয়ার পরিচয়?"

পূজার ছুটীতে পুরীতে বান্ধব-বন্ধু সেবনার্থ আসিয়াছি। চক্রতীর্থে একটী দ্বিতলগৃহ ভাড়া করিয়া আছি। একদিন আমাদের আলয়ে গৈরিকবেশধারী একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল অনেক কথা বলিলেন। কথাগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কেন নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার উপদেশ দিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারীজী তৎসম্বন্ধেও অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলেন। পরিচয়ে জানিলাম, ব্রহ্মচারীটি স্বর্গদ্বারের চটকপর্ব্বতাশ্রিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি আমাকে একদিন তাঁহাদের মঠে যাইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তদনুসারে একদিন অপরাহ্নে সমুদ্রের ধার দিয়া চক্রতীর্থ হইতে স্বর্গদ্বারের দিকে যাইতে লাগিলাম। আলোক স্তম্ভটীর নিকটে সদররাস্তা ধরিলাম। রাস্তায় উঠিতেই একটী ছোট বালক গলিতদন্ত, পলিতকেশ, একটী অন্ধের যষ্টি ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। অন্ধটী আমাকে বলিতে লাগিল,—"বাবা, আমি বৃদ্ধ, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, তদুপরি অন্ধ। অদৃষ্টের দোষে আজ তিন দিন এই বালকের ও আমার কিছুই আহার হয় নাই। যদি কৃপা করিয়া একটি পয়সা দেন তাহা হইলে অন্ততঃ একমুঠা মুড়ি খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারি।" তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে চারিটী পয়সা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আরও একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই একটি খঞ্জ লাঠি ভর করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"বাবা আমি খোঁড়া মানুষ, উপায়ের ক্ষমতা নাই, দয়া করিয়া একটি পয়সা দিন, আজ দুই দিন আমার পেটে একদানা অন্নও পড়ে নাই। এখন আর চলিতে পারিতেছি না।" এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকেও দুইটী পয়সা দিলাম।

একটু পরে দেখি একটি বাক্‌শক্তি-বিহীন বামন মনুষ্য বাবুলোকের পেছু পেছু ছুটিতেছে আর গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া কি বলিতেছে, কিছুই বুঝা যায় না। তবে অনুমানে বুঝিলাম, সেও ভিক্ষাই চাহিতেছে। আমারও কাছে আসিয়া সে ঐরূপে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। আমি তাহাকে একটি পয়সা দিলাম। সে অমনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া গোঁ গোঁ হাঁ হাঁ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া কি যেন বলিল। আমি মনে করিলাম, সেও বোধ হয় খুসী হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল। পূর্ব্বোক্ত দুইজনও সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

আবার দেখিলাম, গলিতকুষ্ঠ একটি স্ত্রীলোক; তাহার পরণে ছেঁড়া নেকড়া। ঠিক পথের উপর একখানা ছেঁড়া ক্ষুদ্র মলিন নেকড়া সম্মুখে পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহার উপর তিনটী আধলা। তাহার হস্ত-পদের অঙ্গুলি একটিও নাই। সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দুইটি পা হইতে বড় বড় পোকা পিপীলিকা সার দিয়া বাহির হইতেছে। মুখে কথা নাই, লোক দেখিলে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেছে ও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অত কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিল। চক্ষুতেও জল আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল,—'উঃ! মনুষ্যও এত কষ্ট

অপেক্ষা লক্ষাধিকগুণে শ্রেয়ঃ" তাঁহাকে একটি দুয়ানি দিয়া ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিলাম।

পথে যাইতে যাইতে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—"হে ভগবন্, তুমি না দয়াময়, এই কি তোমার দয়ার পরিচয় ঠাকুর? ইঁহাদিগকে এত কষ্ট দিলে, তোমাকে কে আর দয়াময় বলিবে।"

চিন্তাব্যাকুলচিত্তে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বপ্রথমেই সেই ব্রহ্মচারীটীর সাক্ষাৎকার পাইলাম। তিনি পরমাত্মীয়ের ন্যায় অতিশয় যত্নের সহিত আমাকে উপবেশন করাইলেন এবং আমার চিন্তাক্লিষ্ট-বদন লক্ষ্য করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। আমার কথাগুলি শুনিয়া ব্রহ্মচারীজী একটু মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"নরেন বাবু, ভগবান্ কখনও জীবগণকে কষ্ট দেন না। জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে মাত্র। ঐ যে চা'র বালককে আপনি কষ্ট পাইতে দেখিয়াছেন, উঁহারা স্ব-স্ব দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে মাত্র। প্রাণিগণ ভগবান্‌কে ভুলিয়া দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ অপরাপর প্রাণিদিগের অবস্থায় যে পাপ অর্জ্জন করে তাহারই ফলে ইহজন্মে বা পরজন্মে নানা কষ্ট পাইয়া থাকে। মনে নিজস্বরূপকে ভগবদ্দাস বুদ্ধি না করিয়া অনিত্য দেহে আত্মবুদ্ধি করে, ফলে মনঃকষ্ট উদিত হয় এবং অপর দেহধারী জীবের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া স্বার্থসাধন করে বলিয়া দেহের কষ্ট পায়। আপনি উঁহাদিগকে দুই চারিটি পয়সা দিয়া যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে উঁহাদের কতটুকু কষ্টের লাঘব হইয়াছে? এই প্রকারের দানে মন্দের হস্ত হইতে মানবগণকে উদ্ধার করা যায় না। এই জন্যই এই শ্রেণীর দয়া অমন্দোদয়দয়া নহে। যাহাতে আর কখনও কোনও প্রকার কষ্টে না পড়িতে হয় সেই প্রকার দয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—দীনদয়াদ্র নাথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। যদি সেই দয়ার রহস্য অবগত হইয়া তাহা বিতরণে যত্নশীল হন, তাহা হইলে প্রাণিজগতের বাস্তবিকই মঙ্গল সাধন করা হইবে। শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা-রহস্য জানিলে এবং অপরকে জানাইতে পারিলে ত্রিতাপের হস্ত হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। দুঃখদৈন্যের মূলকারণ না জানিয়া শুধু দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেই অপরের প্রকৃত হিত করা যায় না। সেই-প্রসঙ্গই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব। তৎকালে জানিতে পারিবেন, ভগবান্ কখনও কাহাকেও কষ্ট দেন না, কেহ কষ্ট পা'ক ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বাস্তবিকই দয়াময়। সকলকেই তাঁহার অভয়-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরাই শোক, মোহ ও ভয়পূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদপদ্মে স্মরণ লিপি

[সাত বৎসরের বালক শ্রীমান্ নীরেন্দ্র কিশোর মিত্রের লিখিত]

(১)

আঁধার কাটায়ে দিলে প্রভু তুমি তিলে তিলে
আমি যে অধম দীন দাস;
জড়চক্ষে নাহি ফল দিব্যচক্ষে জয় বল
ঘুচাইলে ত্রিতাপের আশ।

(২)

পূজিব তোমারে মোরা জীবন হলেও সারা
ভুলিবনা ওহে প্রভুবর;
দিব্যচক্ষু দেহ খুলে থাকিব কেমনে ভুলে
কৃষ্ণনাম করি নিরন্তর।

(৩)

ছোট শিশু আমি অতি কৃষ্ণনামে বাখি মতি
দিয়াছ আমারে তুমি বল;
নদীয়া-প্রকাশ খানি নিত্য যে বিকাশে বাণী
আমার সে অপূর্ব্ব সম্বল।

(৪)

দীন দয়াময় প্রভু ভুলব না আমি কভু
তোমার নিখুঁত বাণী সিধু;
বুদ্ধি বল যাহা কয় সকাল তোমার জয়
কৃষ্ণনাম বলে পাই মধু।

(৫)

জীবের মঙ্গল তরে প্রভু-বাণী ঘরে ঘরে
বুঝাইছ ভক্তকথা আজ;
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা স্পষ্ট করি' প্রকাশিলা
বুঝ সবে ফেলে বাজে কাজ।

(৬)

মধুর মঙ্গল গীত— "মায়া ছাড়, হবে হিত
বল সবে, কর কৃষ্ণনাম;
জীবের জীবন সার ইহা ছাড়া নাহি আর
চল সবে সেই নিত্যধাম।"

(৭)

মানব যাহারা হবে বৈষ্ণবের কৃপা-ভরে
দর্শন পাইব বস্তু বল;
সরস্বতী দয়াময় সন্দর্শনে নাহি ভয়
দোষগুলো ঘুচিবে হলাহল।

(৮)

দাদামণি মোরে তাই দেখায়ে দিছেন ভাই
সরস্বতী সিদ্ধান্তের সার;
উদ্ধার করিতে জীবে এসেছেন এই ভবে
কৃষ্ণনাম করিয়া বিস্তার।

(৯)

কৃষ্ণনাম নামাশ্রয় বড় আদরের হয়
রহিবে আনন্দে এই ভবে;
নতুবা রহিবে জড়ে জনমে জনমে পুড়ে
জড়িত হইবে তুমি তবে।

(১০)

ইহাই মঙ্গল কথা বিলাইতে যথা তথা
অন্য মত না করিও আর;
দেখ ভেবে তুমি তাই আর যে মঙ্গল নাই
কৃষ্ণনাম কর বার বার।

(১১)

ভকতিবিনোদ-কথা আর সব, সব বৃথা
'হরিনামচিন্তামণি' যাঁর;
দেখ জীব মুখ তুলে আর যেকোনাকো ভুলে
কৃষ্ণনামে জন্ম কর সার।

(১২)

জৈবধর্ম্ম, ধর্ম্মসার আর কিছু নাহি আর
কত আর বলি বার বার;
পড়িলে আনন্দ পাবে ইহ পরকাল হবে
কল্যাণকল্পের তরু তাঁর।

(১৩)

আমার কিছুই নাই কৃষ্ণ বলি সর্ব্বদাই
থাকি আমি 'জকপুর' গ্রামে;
যে দিন লভিব দয়া অতিক্রম ক'রে ছায়া
চলে যাব মায়াপুর-ধামে।

(১৪)

কৃষ্ণকৃপা যবে পাব সেই দিন চলে যাব
দর্শন পাইব প্রভুপাদে;
আমি শিশু অর্ব্বাচীন জগতে সম্বল হীন
তাই হাঁদি ভেবেতে প্রহ্লাদে।

(১৫)

মাতৃক্রোড়ে সেই ধামে অপূর্ব্ব গদাই বামে
দেখেছিনু প্রভু দয়াময়ে;
এখন কোথায় আজ নাহি দেখি নটরাজ
সুরভি-কুঞ্জেতে পরিচয়ে।

(১৬)

প্রভু তুমি দয়া ক'রে নিয়ে যাও শিরে ধরে
ভক্তিবিনোদ প্রভুস্থলে;
ভজনের সেই স্থান টানিছে আমার প্রাণ
রহিব তোমারি পদতলে।

ভাগবত-পরিচয়

(১)

দ্বাপরের অন্তে যবে, কৃষ্ণ ছেড়ে এই ভবে,
স্বধামেতে করিল প্রয়াণ,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, লয়ে সাথে, গ্রন্থরূপী ভাগবতে
কলিকালে কৈল অধিষ্ঠান।

(২)

যারা মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে, দিব্য চক্ষু হারাইয়ে,
অন্ধকারে নিশাহারা ছিল,
তাঁ'দেরে দেখাতে পথ, চড়িয়া ব্যাসের রথ
পুরাণ এ জগতে উদিল।

(৩)

তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য নরে, শক্তি-প্রদানের তরে,
অনর্থেরে করিতে বিনাশ,
বিজ্ঞবর ব্যাসদেব, বুঝাইতে মূর্খসব
ভাগবত করিলা প্রকাশ

(৪)

অমলপুরাণ-শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবের অতি প্রেষ্ঠ,
পারমহংস্য-জ্ঞানের আধার,
বৈরাগ্যের সদ্‌জ্ঞান, নৈষ্কর্ম্ম্যের অভিজ্ঞান
এ সবার অনন্ত ভাণ্ডার।

(৫)

কল্যাণের, কারুণ্যের, শুদ্ধাধার বান্ধবের,
সংসার-সিন্ধুর যাহা সেতু,
এ হেন অমূল্য ধন, তাহে মোর প্রাণমন,
থাকে যেন মঙ্গলের হেতু।

(৬)

কৈতবহীন, মৎসরতা যাহা হ'তে অপসৃতা
ত্রিতাপের জ্বালা যাতে ক্ষয়,
শিবদ, শুভদ যাহা, মহামুনিকৃত তাহা
যাহা হ'তে পাপ-নাশ হয়।

(৭)

সে গ্রন্থ আশ্রয় যার, প্রয়োজন কিবা তার,
অন্য দেবে করিতে পূজন,
যাঁহার শ্রবণে হয়, ভবনাশ তাপক্ষয়,
কৃষ্ণ সদা হৃদে বদ্ধ হন।

(৮)

নিগম তরুর ফল, পারিজাত পরিমল,
রসময় অমৃতের সার,
শুক মুখ-রস-স্পৃষ্ট, যাতে লাভ হয় ইষ্ট,
রসিকের রসের আগার।

(৯)

নারায়ণ-প্রত্যাদেশে, তপ করি অবশেষে,
ভক্তি-যোগ করি সমাশ্রয়,
বিরিঞ্চি হেরিল শেষে, মায়াসহ সে পুরুষে,
চতুঃশ্লোক যাতে ব্যক্ত হয়।

(১০)

সেই শ্লোক চারিটীরে, ব্যাসদেব মুনিবরে
বিস্তারিল আঠার হাজারে,
যাঁহার পঠনে হয়, নাশ ভবক্ষুধা, ভয়,
শ্রবণেতে পাপি-জন তরে।

(১১)

ব্রহ্মা, নারায়ণ হ'তে, তত্ত্বজ্ঞান লভি চিতে,
নারদেরে কৈলে উপদেশ,
নারদ হইতে তবে, ব্যাস তা' লভিল যবে
শুকদেবে ক'হল বিশেষ।

(১২)

শ্রবণ, স্মরণ আর, বিচার করিলে যার,
ভক্তি লাভ শুদ্ধ হয় নর,
সেই গ্রন্থ ভাগবত তার পদে হই নত,
শ্রদ্ধাভরে যোড় করি কর।

শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

এত পবিত্র

এত নির্ভরযোগ্য

এত সহজে পাচ্য যে

আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই

দেশ বিদেশ সকল স্থানেই

ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট

একশত বৎসর যাবৎ বিখ্যাত

B.9

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. NO C.I 844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড । শ্রীমায়াপুর—১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার ২০৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

লণ্ডনের ২৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ রণক্ষেত্রে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানির অধীন তিন দল ইতালীয় সৈন্য অগ্রসর হইয়া একত্র মিলিত হইয়াছে; বোধহয় ইহারা আবার গোরাহাই আক্রমণ করিবে; ইহাদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য রাস নাসিবুর নেতৃত্বে হাবসী সৈন্যগণ গোরাহাই সহরের চারিদিকে সমবেত হইতেছে। ইতালীয় বাহিনী বোমারু বিমানপোত ও ট্যাঙ্কের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে কয়েকটি হাবসী ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছে। ওগাদেন রণক্ষেত্রে হাবসীগণ পিছু হটিয়া ইতালীয় সৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিতেছে; বোধ হয় তাহারা পাহাড়ের উপর জমায়েৎ হইয়া শেষে প্রচণ্ড বিক্রমে ইতালীয়গণকে বাধা দিবে। মাকালে অভিমুখে অগ্রসর ইতালীয় বাহিনী সম্পর্কেও তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হাওয়াই দ্বারা ডাকাতদের সন্ধান নির্ণয়

যুক্ত প্রদেশের পুলিশ আলিগড় হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কেনও গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতের সহিত সংঘর্ষে ডাকাতদের অবস্থান জানিবার জন্য হাওয়াই ব্যবহার করিয়াছে। হাওয়াইয়ের এইরূপ ব্যবহার যুক্তপ্রদেশে এই প্রথম।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একদল সশস্ত্র ডাকাত এক ধনী মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে সংবাদ পাইয়া আলিগড়ের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস এম আলম একদল সশস্ত্র কনেষ্টবল সহ ঐ গ্রামে যাত্রা করেন। ডাকাতগণ যখন মহাজনের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল তখন তাহারা পুলিশের সম্মুখে পতিত হয়। পুলিশ দল ডাকাতগণকে তাহাদের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে ডাকাতগণ একবার গুলী-বর্ষণ করিয়া নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করে। তাহারা ঐ স্থান হইতে পুলিশ দলের প্রতি গুলী বর্ষণ করিতে থাকে। ঐ রাত্রিতে অন্ধকার থাকায় ডাকাতদের অবস্থান নির্ণয় করা পুলিশের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। ঐ অবস্থায় পুলিশ বাহিনী হাওয়াই ছাড়ে। উহাদ্বারা আকাশ আলোকিত হওয়ায় পুলিশ দল ডাকাতদিগকে শস্যক্ষেত্রে লুক্কায়িত দেখিতে পায়। উহার ফলে পুলিশের পক্ষে ডাকাতদের প্রতি গুলী বর্ষণের সুবিধা হয়। তাহাদের গুলিতে একজন ডাকাত আহত হওয়ায় অবশিষ্ট ডাকাতগণ খান্ধা নামক এক নামজাদা ডাকাতের নেতৃত্বে পলায়ন করে।

বালকের খেয়াল

মেহেরপুর গাড়োপাড়ার নিতাই চন্দ্র সাহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র গোপালের মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়াছিল। সে প্রায় সপ্তাহকাল যাবৎ লোকের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতেছিল। অনেক কষ্টে পাড়ার যুবকগণের চেষ্টায় তাহাকে ধরা হইয়াছে। সে ভোর-বেলায় উঠিয়া দিয়াশলাই দিয়া প্রত্যহ ঐরূপ আগুন লাগাইয়া দিত, টের পাইয়া লোকজন আসিয়া পড়ায় পর পর কয় দিনই আগুন নিবাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু সে গত ১৮ই অক্টোবর ভোর-বেলা পূর্ণচন্দ্র বসাকের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়া পলায়ন করে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আগুন নিবান সম্ভব হয় নাই। গোপালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। সে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করে। কয়েক ঘণ্টা আটকাইয়া রাখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গোপালের বাবা অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে তাহার (গোপালের) দাদামহাশয়ের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

কলিকাতায় অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার গার্ডেনরীচে দিলওয়ারখাঁ রোডে ক্যালকাটা ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা অনুমান ২টার সময় উক্ত ফ্যাক্টরীর একটী দোতালা গুদামে আগুন লাগে, গুদামটি খোলা দেশলাইর বাক্স ও কাঠিতে ভর্ত্তি ছিল; একবার আগুন অতি সহজেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ৫টী দমকল গাড়ি ৯টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত কাজ করিয়া আগুনের প্রকোপ প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। গুদামটি একরূপ পুড়িয়া গিয়াছে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দশ হাজার টাকা হইবে। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নাই।

বঙ্গে সাপ্তাহিক ডাকাতি

গত ১২শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলায় ৪২টী ডাকাতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে মেদিনীপুরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ডাকাতি হয়। মেদিনীপুরে ৭টী ডাকাতি হইয়াছে, বীরভূমে ৫টী খুলনা এবং বাঁকুড়ায় ৫টী করিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ২৪ পরগণায় ৩টী করিয়া, রাজসাহী ও বর্দ্ধমানে ২টী করিয়া এবং ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, রংপুর, দার্জ্জিলিং, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, এবং যশোহরে একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। ৫টী ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহার করা হয়। দুইটি ডাকাতির সময় হত্যাকাণ্ড হয়; একটী বাড়ীতে ডাকাত দলের একজন লোককে বর্শাদ্বারা বিদ্ধ করা হয় এবং ডাকাতদের গায়ে এসিড নিক্ষেপ করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে ৫৮টি ডাকাতি হয়। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ১০২টী ডাকাতি হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুর স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাডেনওয়াইলার হইতে যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকটা ভাল। গত কয়েক সপ্তাহে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। এক্ষণে নিঃসংশয়ে ভালের দিকে যাইতেছে।

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের আগামী রাসযাত্রা মেলা উপলক্ষে মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ রিটার্ণ (যাতায়াত) টিকিটের ব্যবহার-সময় বৃদ্ধি।

রাসযাত্রা মেলা উপলক্ষে যে সকল ষ্টেশনের দূরত্ব নবদ্বীপঘাট বা শান্তিপুর হইতে ১৫০ মাইলের অধিক নহে, সেই সকল ষ্টেশন হইতে মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যে-সকল সাধারণ রিটার্ণ টিকিট ৯ই নভেম্বর হইতে ১২ই নভেম্বর (১৯৩৫) তারিখের মধ্যে কাটা হইবে তাহাদের ব্যবহার-কাল টিকেট কাটার দিনের মধ্যরাত্রি হইতে ৬ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে।

নং টি ২৫৪।৩৫
কলিকাতা ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৫

এন ডি কাপাডিয়া
ট্রাফিক ম্যানেজার

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা ডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** -হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। **পরমার্থী** শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন** -মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এস্, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ গৌড়ীয় আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্ষেপসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বাদশ-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ও অনুভাষ্য ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক ও অনুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৪৩। সাধনক্রম ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সাপ্তবাহ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নাম ভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭৩। বৈকুণ্ঠম ৷০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ হ্যাণ্ড বুক ৴০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ৷০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

সপ্তম দিবসের হরিকথা

২০শে আশ্বিন, সায়াহ্ন

শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যাভিলাষ কর্ম্ম বা জ্ঞানযোগাদির কথা জগতে শিক্ষা দিতে আসেন নাই। কেবল অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। অনুশীলন 'ধন'জাতীয়, তদ্ব্যতীত অন্য কার্য্যগুলি 'ঋণ'-জাতীয়। অনুকূল অনুশীলনের ফলে উপাধিদ্বারা প্রাপ্য ফলগুলি জীবের অধিগত হয় না। অথবা তিনি জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ স্থাপন করেন নাই। জ্ঞানের আবরণে আবৃত প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদপ্রচারক ভগবদ্বিদ্বেষী ছিলেন। মুখে ভগবানের নামগ্রহণের ছলনা করিলেও রূপ, গুণ, নাম, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যাদির নিত্যতা স্বীকার করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—এখানে তার্কিক, আধ্যক্ষিক, জড়ভোগত্যাগীর আদর রহিয়াছে, ভগবদ্ভক্তের সমাদর ক্ষেত্র তথায় নাই। সুতরাং তিনি ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতে ব্যস্ত হন নাই। চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র নামে দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। অপরে ভাবুকতা প্রভৃতি মনে করিয়া হরিকীর্ত্তন পদ্ধতির উপর আক্রমণ করিতেন। তাঁহাদের স্তাবক অনেক ছিল। মহাপ্রভুকে তাঁহারা অত্যল্প বিদ্বান্ ও সামান্য বুদ্ধিযুক্ত বাজে লোকের মধ্যেই গণনা করিতেন। তাঁহাদিগকেও তিনি নিত্যদাস্যলাভ করাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি জগদ্গুরুগণের একমাত্র গতি, অন্যাভিলাষরহিত অধিক ফলদাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকল বস্তুর প্রভু। তাঁহার সেবকের অমঙ্গল থাকে না।

শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি ও স্বয়ং—এই পঞ্চতত্ত্ব। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণচৈতন্যের কায়ব্যূহ। সকলে মিলিয়া; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের আস্বাদনে ইঁহাদের সহিত কীর্ত্তন-বিলাস করিয়াছেন।

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানু-
সারতঃ॥"

যাঁরা ব্রজলোকের আনুগত্যে সেবা না করেন তাঁদের প্রাকৃত সাহজিক বিচার।

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি
ভক্তশক্তিকম্॥"

একদা কৃষ্ণ বিপ্রলম্ভরসের আস্বাদন-হেতু পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। ভক্তরূপ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তাখ্য—শ্রীবাস ও ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ একেলা ঈশ্বর—অদ্বিতীয় নন্দনন্দন, রসিকবর্য্য, রাসবিলাসী-ব্রজরামাগণের পারকীয় নাগর। অন্য সকলেই তদীয় পরিকর। মধুররসাশ্রিত গোপীগণের সহিত সম্ভোগবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের রাস। শ্রীগৌরসুন্দরের রাস নাই। গৌরসুন্দর একাকী অনেক নহেন। বিপ্রলম্ভভাবে সেবকলীলার অভিনয় করিয়াছেন। অসৎ-সম্প্রদায় তাঁহার উপর পঞ্চরসে সম্ভোগের আরোপ করিয়া গৌরভোগী হইয়াছেন। অনুশীলনকারী সেবক। যাঁহার অনুশীলন করা যায়, তিনি সেব্য। অদ্বিতীয় কৃষ্ণ মাধুর্য্য পূর্ণে প্রকাশিত হয়েন নাই। আপনার মাধুর্য্য আস্বাদন হেতু তাঁহার ভক্তভাব অঙ্গীকার। ভক্তভাব বস্তু ভক্তভাব জানেন না। ভক্তগণ কি-প্রকারে ভজন করেন, তাঁহাদের প্রণালীর উপলব্ধির জন্য তিনি স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন। ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ দাস্যভাবে তাঁহার সেবা করেন। নিজের রূপমাধুরী, নামমাধুরী, গুণমাধুরী, লীলামাধুরী ও পরিকরবৈশিষ্ট্য মাধুরীর চমৎকারিতা দেখিয়া গোবিন্দের: 'ভক্তের প্রণালীতে আমি ভোগ করিব।', এইবলিয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন। ভক্তভাবের ভাব স্বীকার করে নাই। স্বয়ং-প্রকাশ তত্ত্বরূপ বিলাস—তাঁহা হইতে অবতার; তিনি ভক্ত। নিত্যানন্দের ভক্তভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। চৈতন্যদেব ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সেবকদ্বয়। এই তিন তত্ত্ব নারায়ণ—ভক্তজাতীয়; আরাধকের সহিত এক নহেন। ভক্ততত্ত্ব শ্রীবাস। অন্তরঙ্গ ভক্তশক্তি গদাধর।

হরিনামপ্রচারের আধিক্যে প্রেমের উদয়। গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় রাজস, তামস বা সাত্ত্বিক সর্ব্বশ্রেণীর লোককে নিজপ্রেম দান করিয়াছেন। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কেহই বাদ পড়ে নাই। মূর্খ, অসজ্জন, জড়, অন্ধ প্রভৃতিকেও প্রেমবন্যায় ডুবাইলেন। সকলেই প্রেমবন্যার বেড়ার মধ্যে পড়িয়া গেল। তাঁহাদের বীজ, কূট, প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ সমস্ত কর্ম্মের ফল বিনষ্ট হইল। যাহার তাঁহার প্রতি যেরূপ প্রীতির ক্রম, তদনুসারে তাহার প্রেমলাভ ঘটিল। কিন্তু মায়াবাদীরা নিজের জড় অপটু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে মাপিতে গিয়া ভগবানের লীলা স্বীকার করিতে না পারায় এই প্রেমের প্লাবন হইতে বঞ্চিত থাকিল। কর্ম্মিগণ স্বয়ং-কর্ত্তৃত্বাভিমানী; প্রকৃতির কার্য্য গুলি নিজেতে আরোপ করিয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করে। তাহারা কুতার্কিক বিরুদ্ধ শব্দে বলে,

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো
হি সঃ॥"

কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যাদি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে কৃত না হইলে জীবমাত্রেরই জীবন্মৃত, অচেতন অবস্থা। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের
ভাণ্ড।"

যত আধ্যক্ষিক—মুমুক্ষাপর। ভবদেব, আনন্দ, ভীমভট্ট, উদায়নাচার্য্যাদি কর্ম্মনিষ্ঠ। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষবাদী। পাষণ্ডিগণও প্রেমের বন্যার এক কণাও ছুইতে পারিল না।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-
ধ্রুবম্॥"

যাহারা তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন-লীলায় যোগদান করিল না, সেই সন্ন্যাসী, তার্কিক পাষণ্ডী, পড়ুয়াসকলকে স্বয়ং সন্ন্যাস-লীলায় আকর্ষণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচারী অবস্থায় তাঁহার সহিত জুটিলেন। তাহাদের কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, যোগাবরণের মুক্তির জন্য সমস্ত অপরাধ বিদূরিত করিলেন।

গোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ

গত সোমবার ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে উষঃকীর্ত্তনের পর হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছিল। তাহাতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীহরিকথা শুনিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন ১২টার সময় শ্রীবিগ্রহ অতি সুন্দররূপে বস্ত্র এবং পুষ্পের দ্বারা শৃঙ্গার করা হইয়াছিল এবং শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার বিবিধ উপকরণ অতি সুচারুরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অন্নকূট-মহোৎসব দর্শনার্থ সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজী সমাগত ব্যক্তি-গণের নিকট সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার পর প্রায় সাড়ে তিন শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। স্বামীজীর আদেশ অনুসারে এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দের কঠোর পরিশ্রমে অন্নকূট-উৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব আয়োজনকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নন্দন মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১১ই কার্ত্তিক গোবর্দ্ধনপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগিরিধারীর ভোগসামগ্রী সুসজ্জিত হইবার পর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলা অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শনার্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিতে থাকেন। তৎকালে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে যথাক্রমে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর গোপাল সেবা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীগিরি-ধারীর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত আসন-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছিল।

* * *

বেলা ১টা হইতে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদকান্ত-জীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব পর্য্যন্ত বহু দর্শনার্থী শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীঅন্নকূট দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর রাত্রি ৭টা হইতে প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত সমাগত নানাধিক আগত নরনারীকে শ্রীশ্রীগিরিধারীর ভোগোপকরণ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত, অনুগত ও তৎপ্রতি সহানুভূতিবিশিষ্ট বহু সজ্জন-প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা এই অন্নকূট-মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দে ডাক্তার মহোদয়ের এই উৎসবের জন্য নিষ্কপট সেবাপ্রাণতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:o:—

২ দিনের

২৩ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নভেম্বর সোম সর্ব্বশিব সংস্থান গোস্বামী জলীবেশ দিঃ ১২।২৪ শ্রবণা অগ্রামের দিঃ ১১।৫৪ গণ্ডযোগ দিঃ ৩।৪৩ ববকরণ। গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয়-পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে মহোৎসব

২৪ দামোদর ১৯ কার্ত্তিক ৫ নভেম্বর মঙ্গল স্থানু পড়াঙ্গ গৌরনবমী গোবিন্দ দিঃ ১০।২৭ ধনিষ্ঠা অর্দ্ধাদেশ দিঃ ৮।৩ বৃদ্ধি-যোগ দিঃ ১২।৫৭ কৌলবকরণ। শ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C. 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৫ই নভেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার ২০৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

পুরীতে নিয়ম-সেবার যাত্রী সমাগম

নিয়ম-সেবা উপলক্ষে পুরীতে কার্ত্তিক মাসে যাত্রীর অতিশয় ভীড়। এই মাসে জগন্নাথ দেবের একটি অতিরিক্ত ভোগ দেওয়া হয়। রাত্রির তৃতীয় প্রহর অন্তে মন্দিরের দ্বার খোলা হয়, তখন হইতে জগন্নাথ দেবের উত্থান দন্তধাবন, স্নান, বেশ ও মঙ্গলআরতি সমাপনান্তে প্রায় ছয় ঘটিকার সময়ে অতিরিক্ত ভোগ হয়। প্রাতে আট ঘটিকার সময়ে বাল্যভোগ, ১২টার সময়ে ছত্রভোগ ও অপরাহ্ণে তৃতীয় মধ্যভোগ হয়। পরে বিশ্রামের বেশ-সজ্জা ও সন্ধ্যারতির পর সর্ব্বসাধারণকে মণিকোটায় প্রবেশপূর্ব্বক দর্শন করিতে দেওয়া হয়। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দর্শন চলে, পরে রাত্রির ভোগান্তে ১০টার সময়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়। এইমাসে প্রাতে মণিকোটায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, জগমোহন হইতে ঝাঁকি দর্শন হইয়া থাকে। পুরীধামে কার্ত্তিকমাসে দেবদর্শনাভিলাষী অগণিত নরনারীর সমাগম হইয়াছে।

—————

ইটালী-আবিসিনিয়া-সংবাদ

রোমের ৩১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে সেতত নদীর তীরে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। হাবসী পক্ষের অনেক ক্ষতি হইয়াছে এবং বহু লোক বন্দী হইয়াছে। ঐ স্থানে হাবসী সেনাপতি রেস্ক ৩০০০০ সৈন্য লইয়া ছাউনী করিয়াছিলেন। এরিত্রিয়ার সীমান্তে এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ আসন্ন কারণ, একদিকে ইটালীয়রা অগ্রসরের আয়োজন করিতেছে, অন্যদিকে সেনাপতি রাস কাসসা ইটালীয় বাহিনীর দক্ষিণভাগ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আবিসিনিয়ায় বিদেশ হইতে বহু নূতন মেসিনগান পৌঁছিয়াছে।

ইটালীর উত্তর-বাহিনীর অগ্রগামী রক্ষীদল মাকালের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে মাকালের উপর ইটালীয় বিমান বোমা বর্ষণও করে, কিন্তু উহাতে হাবসীদের কোন ক্ষতি হয় নাই।

—————

পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব

—•:•—

প্রতিকারের উপায়

[শ্রীমণীমোহন সিংহ, এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার]

পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলা যথা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ, বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ ও মেদিনীপুরের পূর্ব্বাংশের জমি সমতল নহে। জমিগুলিতে প্রায়ই কঙ্কর বা মুড়িং মিশ্রিত থাকায় ইহাদের উৎপাদিকাশক্তি কম, জলের প্রয়োজনও বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই স্থানগুলিতে ভগবানের দেয়-বৃষ্টির পরিমাণ বেশী না হইয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম। দেখা যায় যে, বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে নোয়াখালীতে ১২২ ইঞ্চি চট্টগ্রামে ১০৭ ইঞ্চি, ময়মনসিংহে ৯৩ ইঞ্চি, কুমিল্লাতে ইঞ্চি, ঢাকায় ৭৪ ইঞ্চি, কিন্তু বর্দ্ধমানে ৫৯ ইঞ্চি, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে ৫৭ ইঞ্চি মাত্র। যে বৎসর প্রচুর ও সময়মত বৃষ্টি হয় সেই বৎসরই শস্য ভাল উৎপন্ন হয়, অন্যান্য বৎসর শস্যের পরিমাণ খুবই কম হয়। সময়ে সময়ে একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এই সব স্থানে আউস ও আমন ধান্যই প্রধান শস্য। অন্যান্য জেলায় এক জমিতে ২।৩টি করিয়া শস্য উৎপন্ন হয়, এখানে সাধারণতঃ কেবলমাত্র ধান্য শস্য উৎপন্ন হয়। অন্যান্য শস্য জলাভাবে খুব কমই হয় এমন কি সময়ে সময়ে মনুষ্য ও পশু পক্ষীদের পানীয় জলের পর্য্যন্ত অভাব ঘটিয়া থাকে।

জলাভাবে কি পরিমাণ শস্য নষ্ট হইয়াছে ও তাহার মূল্য যে কত, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। গত ৮ বৎসরে বীরভূম বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান এই ৪ জেলায় কি পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। ১৯২৭-২৮ সাল হইতে ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যের হার কৃষিবিভাগের প্রকাশিত বাৎসরিক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ১৯৩৪ ৩৫ সালের বিবরণী বাহির না হওয়ায় ওদন্তে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রদত্ত হইল। স্বাভাবিক উৎপন্ন শস্যকে ১০০ ভাগ ধরিয়া শতে ক বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ, সেই হারে লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, এই ৮ বৎসরের মধ্যে বীরভূম জেলায় কোনও বৎসরই আউস ধান্য স্বাভাবিক পরিমাণে হয় নাই; আমন ধান্য এক বৎসর মাত্র স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছিল, বাকী সকল বৎসরই কম হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় আউস ধান্য এক বৎসর মাত্র স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল, বাকী ৭ বৎসরেই কম হইয়াছে, আমন ধান্য ৫ বৎসর স্বাভাবিক পরিমাণে হইয়াছে, ৩ বৎসর কম হইয়াছে বাঁকুড়া জেলায় [illegible] উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় আউস কি আমন ধান্য এই ৮ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরই স্বাভাবিক পরিমাণে হয় নাই। বর্দ্ধমান জেলায় কেবল আউস ধান্য এক বৎসর মাত্র স্বাভাবিক পরিমাণে হইয়াছিল, বাকী সকল বৎসরেই আউস ও আমন ধান্য কম হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণের নীচে ৮ বৎসরের গড় উৎপন্ন শস্যের হার ও অনুৎপন্ন বা নষ্ট শস্যের হারও দেওয়া হইয়াছে। স্বাভাবিক মত একর জমিতে আউস ও আমন ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাও কৃষিবিভাগের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং প্রত্যেক একর জমিতে শস্যের মূল্য (কেবল ধান ও খড়) বর্ত্তমান বাজার দর হিসাবে ৩০৲ টাকা ধরিয়া প্রতিবৎসর যে পরিমাণ শস্য জলাভাবে নষ্ট হইতেছে তাহার পরিমান দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, শুধু বর্দ্ধমান জেলায় জলাভাবে বাৎসরিক ৮৭,৮৫০০০৲ টাকার শস্য নষ্ট হইতেছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮৩,৭০,০০০৲ টাকা বীরভূম জেলায় ২০,-২৫,০০০৲ টাকা এবং বাঁকুড়া জেলায় ৩১,-৯৮,০০০৲ টাকার শস্য প্রতি বৎসর নষ্ট হইতেছে এবং এই চারিজেলায় গড়ে মোট ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার শস্য বাৎসরিক নষ্ট হইতেছে। কৃষিকার্য্যই এদেশের প্রধান জীবিকা প্রতি বৎসর এত টাকা মূল্যের শস্য নষ্ট হওয়ায় এই সব দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইতেছে। অনেক স্থলেই লোকদের এক বেলা মাত্র অন্ন জোটাও কঠিন হইতেছে। খাদ্যাভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া যাইতেছে ও অনায়াসেই ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া জনগণ মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতেছে। স্থানে স্থানে গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাইতেছে ও এক বৎসর শস্য উৎপন্ন না হইলেই দেশে অন্নের জন্য হাহাকার পড়িয়া যাইতেছে ও লোক দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৪৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২৭। মুক্তামালিকা গুণলেশ: সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তরত্নসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। হাপ-হিপ হুররে ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৪৩। সাধনপথ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়: ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ৷০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৪। কোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক ক্লুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। হরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড স্যাবেজাডে ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভ্যাল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ও কানাড়ী প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৪শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৫ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, মঙ্গলবার | ২০৪৩তম সংখ্যা

শ্রীনিবাস আচার্য্য

শ্রীনিবাস শিশুকাল হইতেই মাতৃমুখে মহাপ্রভুর ও তদীয়গণের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিতেন। বাল্যকালেই তিনি বহুবিধ শাস্ত্র আয়ত্ত করেন। ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট তাঁহার ব্যাকরণ অধ্যয়ন হইয়াছে। শ্রীনিবাস চাখন্দী হইতে মাতুলালয়ে যাজিগ্রামে গমনপূর্ব্বক বাস করেন। তথায় গৌরপরিকর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর আগমন করিলে তাঁহার নিকটও মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে অনেক কথা শ্রবণ করেন। মহাপ্রভুর দর্শনার্থ তাঁহার নীলাচল গমনের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীখণ্ড যাইয়াও তাঁহার নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। ভক্তবৎসল সরকার ঠাকুর শীঘ্রই মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপন আশঙ্কা করিয়া শ্রীনিবাসকে অতি সত্বর তথায় যাইতে অনুমোদন করেন। খণ্ডবাসী ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনিবাস পরমানন্দিত হন। তৎপরে যাজিগ্রামে আগমনান্তর মাতৃচরণে বিদায়গ্রহণ করিয়া মাঘ শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে নীলাচল যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপন-বার্ত্তা অবগত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সান্ত্বনা করেন এবং নীলাচলে যাইতে বলেন।

শ্রীনিবাস যখন মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে পৌঁছিলেন, তখন তথায় বিপ্রলম্ভ বারিধির প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত। শ্রীগৌর মহাবারিধি, বিপ্রলম্ভ রসময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি প্রকট-লীলা-সঙ্গোপন করিয়া ভক্তগণের অন্তঃকরণে অনন্তগুণ বিরহ উৎপাদনপূর্ব্বক মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ হইতে তিনি যে পৃথক্ বস্তু নহেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগদাধরাদি গৌর-পরিকরগণ কখনও একত্রিত হইয়া, কখনও বা পৃথক্ অবস্থানকালে গৌরগুণগাথা স্মরণপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করেন—অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে গৌরগুণ কীর্ত্তন করেন। গৌরহরি প্রকট-লীলা-সঙ্গোপন করিলেও ভক্তহৃদয়ের অন্তরালে যাইতে পারেন নাই। কখনও পারেন না। পক্ষান্তরে নিরন্তর তাঁহাদের ভাব-নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। শ্রীনিবাস যখন শ্রীজগদীশের মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী এবং সপরিকর শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া অনেক উপদেশ দিলেন।

তৎপরে শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত গোস্বামী, গদাধর, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, শিখি মাহিতি, বাণীনাথ, গোবিন্দ, শঙ্কর, গোপীনাথ আচার্য্য প্রমুখ গৌরপার্ষদগণের সহিত মিলিত হইলেন। সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীনিবাস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান, ভক্তগণ তথায় রায় রামানন্দ সহ গৌরগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। তথায় সকলের বাৎসল্য আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তগণ সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং মহাপ্রভুর বিরহে কাতর ভক্তবৃন্দ শ্রীনিবাসকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। স্বরূপ-গোস্বামী লীলা-সঙ্গোপন বার্ত্তা পাইয়া এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে নীলাচলে দেখিতে না পাইয়া শ্রীনিবাস অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শ্রীরঘুনাথ যে বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলেন। মহাসৌভাগ্যশালী উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যত্র বাস করিতেছিলেন, এসংবাদও অবগত হইলেন। সমুদ্রতীরে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিয়া শ্রীনিবাসের প্রেমাশ্রু যেন সহস্রধারে বর্দ্ধিত হইল। শ্রীহরিদাসের সমাধি-দর্শন মাত্রেই ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর করুণার মহাবারিধি উদিত হইয়া থাকে। শ্রীহরিদাস বক্ষে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া, নয়নে মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রানন দর্শন করিয়া, বদনে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তমণ্ডলীর সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যে প্রকারে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অলৌকিক। শ্রীহরিদাসের সমাধি-দর্শনান্তর শ্রীনিবাস পণ্ডিত গদাধর প্রভুর আদেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করেন। তৎপরে চক্রবেড় হইয়া শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে আগমনান্তর মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পণ্ডিত গোস্বামী কিছুকাল শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করান এবং তৎপরে গৌড়দেশে যাইতে আদেশ দেন।

ভক্তবৃন্দের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া তাঁহাদের আদেশে গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করেন। গৌড়ের পথে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তা-শ্রবণে বড়ই ব্যথিত হন। প্রভুদ্বয় তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। গৌড়ে আগমনের পরে খণ্ডপুরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট সংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হন। পণ্ডিত গোস্বামীও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন। গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীনিবাস নবদ্বীপে আসেন এবং শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ও তাঁহার শিষ্য শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। এখানে শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করেন। তৎপরে শান্তিপুর, খড়দহ, খানাকুল, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের গৌরপার্ষদগণের দর্শন-লাভ করিয়া যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য অতঃপর বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। তথায় তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। বৃন্দাবনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সহিত তাঁহার মিলন হয়। গোস্বামিবর্গের আদেশে শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ ভক্তিগ্রন্থসহ প্রচারার্থ গৌড়দেশে যাত্রা করেন। পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরকর্ত্তৃক গ্রন্থমালা চুরি হয়। পরে তাহা উদ্ধার হয় এবং বীরহাম্বীর শিষ্য হন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়দেশে ঠাকুর নরোত্তম ও শিষ্যবর্গসহ সঙ্কীর্ত্তন বিলাস ও ভক্তিরস বিতরণ করেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোকুলানন্দ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত তাঁহাদের ঐ পরিক্রমার বিবরণ হইতে আমরা ব্রজ-মণ্ডল ও গৌড়মণ্ডল সম্বন্ধে প্রভূত তথ্য পাই।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর পরিণাম আছে, এইগুলি তাৎকালিক। জীবের ঈশ্বর হইতে ভেদ আছে। কদাপি অভেদ নহে। জীব স্বাংশ নহে। বিভিন্নাংশ বলিয়া তটস্থা শক্তির পরিণামে জীবত্ব। বদ্ধজীব অচেতনের ভোক্তাভিমানী। অচেতনমিশ্র-চেতনকে নিজভোগ্য জ্ঞান করে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" পরমাত্মজ্ঞানই জীবকে মুক্তাবস্থায় স্থাপিত করে। মুক্তাবস্থায় মানব আত্মক্রীড় আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ হয়। তৃতীয় মুণ্ডকে বলেন,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-
ঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ঽনীশয়া
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি
বীতশোকঃ॥"

এইগুলিই জীবের ঈশ্বরের সহিত ভেদের প্রমাণ। ভগবানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া মনুষ্য আপনাকে কর্তৃত্বে স্থাপনপূর্ব্বক বদ্ধ ও পতিত হইয়াছে। ভেদ জগতের সহিত পৃথক্ হইবার জন্যই স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার। জড়ের সহিত মিশিবার চেষ্টাই মায়াবাদ। জীবে ঈশ্বরবোধ (pantheism)। ভেদ পাঁচ প্রকার—ঈশ্বরে জড়ে; জীবে জীবে; জীবে জড়ে; জড়ে জড়ে ও ঈশ্বরে জড়ে ভেদ। মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধভাব বা বিচ্ছিন্ন-ভাব। মুক্ত হইলে ভোক্তার অভিমান নাশ পায়।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি
তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥"

ভোক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর সেবা-পরতায় আবদ্ধ হওয়াই জীবের স্বভাব। মায়ার সহিত আবদ্ধ হইয়া আমরা ভোগী হইয়া যাই। মায়া বহুরূপিণী, একত্ব-নাশিনী, ভেদকারিণী। [illegible] পৃথক্ বস্তু। শ্রীজীবগোস্বামী এই তত্ত্বের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা, অজ্ঞতা ও বহির্জগতের প্রভাববাহিনী।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম
শুভাশুভম্।"

সমস্ত জীবকে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কেহই কর্ম্মফল এড়াইতে সমর্থ নহে। কিন্তু একমাত্র গোবিন্দ-ভক্তদেরই সমস্ত কর্ম্মফলের অবসান। কেবল তাঁহাকে আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন,—

'যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো
স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥'

বস্তুপ্রবৃত্তি অনুপযোগী, নিত্যধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু বিশ্বকে মিথ্যা বলা যায় না। সূর্য্য না থাকিলে কিরণ থাকে না। সূর্য্য-শক্তির কিরণ দান। ঈশ্বরশক্তিই জীবতত্ত্ব। কিরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, সূর্য্য বাধা পায় না। সূর্য্যের অপেক্ষা সমস্ত বস্তু ক্ষুদ্র বলিয়া সূর্য্য বিঘ্ন প্রাপ্ত নহে। আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে। কৃষ্ণের শক্তিজাতীয় জীব জগৎ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। তাহাদের তটস্থা শক্তিতে ভেদাভেদবিচার। "অমৃতস্য পুত্রাঃ," ইত্যাদি। "হরিচরণরেণবঃ"—জীবমাত্রেই হরিভক্ত। কিন্তু সেবাতারতম্যে তাহাদের তারতম্য।

"সুখের আশায় এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

"আশা হি পরমং দুঃখং
নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

জগতে ভোগের আশা অত্যন্ত দুঃখময়। অসুবিধার স্বল্পতাকে আমরা সুখ মনে করি। তাহা ক্ষণিক। মুক্ত না হইলে একান্তভাবে অসুবিধা যায় না। জড়জগতের ভূমিকায় থাকিয়া [illegible] বিবর্ত্তে জগতের মায়াবাদ-বিচারকে সুবিধা মনে করি। ইহা ভ্রান্তিমাত্র। মায়ার প্রভুত্বাভিমানে ভোগী হইয়া যাই। জড়বিজ্ঞান উন্নতিবিষয়ে কুবুদ্ধি জন্মাইয়া মানুষকে গ্রাস করিয়া লয়।

'জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
শ্রীভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥'

হরির পত্নী, পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, দাস, দাসী এই অপরোক্ষ নিত্যচেতন বস্তুগুলির সেবাই হরিচরণসেবা।

ঈশ্বরের আদেশেই শঙ্কর ব্রাহ্মণবেশে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন।—

'অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
মাঞ্চ গোপায় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥'

আবার পদ্মপুরাণেও শ্রীমহাদেব নিজমুখে বলেছেন,—

'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া
সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ
যুগে॥
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥'

শিবপুরাণে ভগবদ্বাক্য আছে,—

"দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং চ জনান্ মদ্বিমুখান্
কুরু॥'

কেবল অক[illegible] উত্থানপথে শঙ্করের মায়াবাদ-আশ্রয়ে কতকগুলি মানুষ নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে দৌড়াইতেছে। অসুর-মোহনের নিমিত্ত কল্পিত ব্যাখ্যা হইতে জগতে পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি ছলনাপূর্ণ পন্থার প্রচার হইয়াছে।

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি
মৃতো হি সঃ॥"

জীবন্মুক্ত অবস্থায় অনেকেই আছেন। চেতনমাত্রেই হরিভক্ত। জীবন না থাকিলেই ভোগী। চিৎ—সেবোন্মুখতাযুক্ত শক্তিবিশেষ। সেবাবিমুখ-ভোগী বা ত্যাগী অচিৎপর্য্যায়ে গণনীয়। প্রতিষ্ঠাকামুক, নিন্দুক, পাষণ্ডী, কর্ম্মনিষ্ঠগণ 'শব'-শব্দবাচ্য। কর্ম্মী ধর্ম্মের জন্য কার্য্য না করিলে শব। ধার্ম্মিক যদি বিরাগী না হয় তবে মৃত। বৈরাগ্য যদি ভগবৎসেবার জন্য সম্পাদিত না হয় তবে তদনুষ্ঠানকারী মৃত, অতএব 'শব'শব্দে অভিধেয়। [illegible] চিৎ-শব্দের অর্থ সেবোন্মুখতাযুক্ত শক্তি। তাঁহারা কেবল মুকুন্দসেবাই স্বীকার করেন। হরিচরণ প্রাকৃত বা মনুষ্যকল্পিত নহে।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

মায়াবাদীদের মত——'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' কাল্পনিক অনিত্যরূপের কল্পিত উপাসনায় অজ্ঞতাময় লাভ ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আশা কোথায়? হরিসেবাবিরোধীর নীতি প্রকৃতি; ইহাই মায়াবাদ। ইহজগতে থাকিয়া হরিসেবার অযোগ্যতা হয়, অতএব উহা ত্যাজ্য, এরূপ বিচারও অযৌক্তিক। 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥' মায়াবাদী তুলসী পত্র দিয়া ঈশ্বর নিবেদন করে না। কিন্তু কণ্ঠে তুলসীমালা [illegible], ভগবদ্বৈষ্ণবগণকে তুলসীকাষ্ঠের হার, তুলসীপত্রে ভোগের নিবেদন কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জনক। তদীয়াশ্রয় ব্যতীত ভগবৎ-সেবা হয় না। তুলসী বৃক্ষ নহেন—সখীর দাস্যে অবস্থিত। তাঁহাকে গাছ বা পাতা মনে করিবার কুবুদ্ধি মায়াবাদ। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্ম মনে করিয়া ভগবানে দণ্ডবৎ প্রণতি করেন না। শাস্ত্রে বলেন,—

'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্-
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥'

এরা সব গোখর-মূর্খ ভারবাহী নারকমাত্র। 'রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥' অবধূত জড়ভরত রহূগণকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—সাধুবৈষ্ণবের পদরজ অগ্রাহ্য, হরি পাইতে হইলে. বানপ্রস্থ, বৈদিকদেবার্চ্চনাদিকর্ম্ম, সন্ন্যাস, গৃহমেধধর্ম্ম, বেদাভ্যাস বা জল অগ্নি সূর্য্যাদির উপাসনা একান্ত নিরর্থক। কেবল মহাজনের পাদরজে অভিষিক্ত হইতে পারিলেই মুকুন্দ-সেবার অধিকার হয়।

ব্রজধামের তৃণ, গুল্ম, কীটাদি যাবতীয় বস্তুই নিত্য-চিদানন্দময় এবং লীলার অনুকূল। ব্রজ মাটী নহেন, মাটিয়া বুদ্ধিতে সর্ব্বনাশ! নামাশ্রয়ে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে উৎক্রান্ত দশায় সাধনভক্তিপ্রভাবে মেটে-বিচারের হাত হইতে মুক্তি ঘটে। তখন এই সমস্তকে চিন্ময়-জ্ঞান হইবে। ভাব-ভক্তির উদয়-কাল পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক। সাধনভক্তির প্রাবল্য চিরদিনই রক্ষা করিতে হইবে।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

মুক্তাভিমানীর অধঃপতন এবং ভক্তিপথে বিচরণে অভিলাষী হইলে ভগবদ্-রক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে আরোহণ অবশ্যম্ভাবী। সাধনভক্তি আরম্ভ করিয়া ভজনাভিমান 'আমি বৈষ্ণব' এরূপ বুদ্ধি হইলে নিপাতিত হইতে হইবে। বৈষ্ণবের কদাপি শিষ্য থাকে না। তাঁহার সকলই গুরু। গুরু না থাকিলে শাস্ত্রের শিক্ষা থাকিবে না। বৈষ্ণব কখনও গুরুর কার্য্য করেন না। সর্ব্বদা তাঁহাদের হৃদয়ে শিষ্যাভিমানই প্রবল থাকে। [illegible] শিষ্যাভিমানীর শিষ্যাভিমান। শুকদেবের অপ্রকটলীলায় [illegible] অনুরূপ। '[illegible] শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।'

গোস্বামী জগতের কর্তা। গোদাসগণ লোকের নিন্দাভয়ে আপনাদিগকে গোস্বামী পরিচয় দেন। হরিচরণ কি? [illegible] কেবল রূপক নহে। হরির প্রাকৃত চরণ নাই, হরিবিমুখের নিকট প্রাকৃত চরণ; অপ্রাকৃত চরণ আবৃত থাকে। [illegible] হরিচরণের [illegible] আছে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] বিচার। [illegible] হয়।

অপ্রাকৃতের অনুভূতি [illegible] হইতে হইবে। হরিজন নিষ্কিঞ্চন, [illegible] তা-দিগকে কিরূপে দয়া করিবেন? তাঁহারা কাহারও দয়ার প্রার্থী নহেন। তাঁহাদিগকে দয়াপাত্র জ্ঞান করা [illegible]।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪২, ৬ই নভেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার [২০৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

চীনে ভীষণ কাণ্ড
প্রধান মন্ত্রীর উপর গুলী

চীনের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ওয়াং চিং উই গত ১লা নভেম্বর আততায়ীর গুলীর আঘাতে গুরুতর আহত হইয়াছেন। আততায়ীকেও মিঃ উই'এর দেহরক্ষিগণ গুলী করিয়া গুরুতররূপে আহত করিয়াছে। তাঁহাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গুলী লাগার পরেই মিঃ ওয়াং চিং উই'কে জাতীয় কুওমিনটাং সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় লইয়া গিয়া সেখানে তাঁহার ফটো তোলা হয়; অতঃপর তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। হাসপাতালে তাঁহার ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে কান্টনন্যানকিং মিলন সম্পর্কে চীন-জাপান প্রশ্ন বিবেচনার জন্য কুওমিনটাং'এর উক্ত সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর সম্মেলন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব

—০:০—

প্রতিকারের উপায়

(২)

এই আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, এই কয়েকটী জেলার স্বাস্থ্য সম্পদের উন্নতি করিতে হইলে ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে এই স্থানগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে অন্নের সংস্থানের ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেশে জমির অভাব নাই; যাহাতে জমিতে শস্যাদি ভালরূপে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই অন্ন-সংস্থানের জন্য ভাবিতে হয় না। জমিতে ভালরূপ শস্য উৎপন্ন করিতে হইলে জলই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই কয় জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কম ও তাহাও সময়মত হয় না; সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মাননীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন ও তাহার ফলে বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদ হইতে ক্যানেল কাটিয়া প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিঘা জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা সম্পূর্ণ হইলে বর্দ্ধমান জেলার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে সন্দেহ নাই; বীরভূমজেলায় ও বক্রেশ্বর ক্যানেল ও কোপিয়ানালা ক্যানেল করিয়া অনেক জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; বাঁকুড়া জেলায়ও আমজোর ও সালবাঁধ ক্যানেল হইয়াছে। কতকগুলি ক্যানেলের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে ও লোকের আগ্রহ না থাকায় এখনও খননকার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কতকগুলি প্রস্তাবের এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে। তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান ও যদ্দ্বারা এই চারি জেলার প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে নিম্নে তাহাদেরই বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

সোনা বলিয়া পিত্তল বিক্রয়

কুমিল্লায় কয়েক ব্যক্তি জনৈক নিরীহ পথিকের নিকট সোনা বলিয়া পিত্তল বিক্রয় করিয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নোয়াপাড়া গ্রামের গাগমিঞা নিজ গ্রাম হইতে বাগড়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে আজিজ নামক এক ব্যক্তি একখণ্ড সোনা কুড়াইয়া পাইবার ভাণ করে। তাহার দলের দৌলত, বাদশা ও আব্রক ক্রমশঃ তথায় জড় হইয়া উহা সোনা বলিয়া সমর্থন করে এবং গণিকে তাহা ক্রয় করিবার জন্য প্রলুব্ধ করে। আজিজ উহার মূল্য ৭৲ টাকা চাহে, কিন্তু গণির নিকট ৩৲ টাকা থাকায় তাহাই আদায় করিয়া লয়। রাস্তায় জনৈক কনেষ্টবলকে দেখাইলে সে ইহা পিত্তল বলিয়া বুঝিতে পারে এবং আসামী চারিজনকে গ্রেপ্তার করে।

দেওয়াল ধ্বসিয়া বিপদ

ত্রিচিনাপল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গেল ষ্ট্রীটে একটী ৯ফীট উচ্চ এবং ২০ ফীট দীর্ঘ পুরাতন দেওয়াল অকস্মাৎ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ায় একখানী কুটীরের চালার উপর পতিত হওয়ায় উক্ত ধ্বংসস্তূপের গুরুভারে ঐ চালাখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে ঘুমন্ত অবস্থায় দেওয়াল চাপা পড়ায় ৪টী বালক-বালিকা তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছে। শিশু চতুষ্টয়ের মধ্যে একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা ও অপর তিনটী ৪ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক বালক ঐ শিশু চারটির সহিত তাহাদের জননী তিনজন মুসলমান মহিলাও নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহারাও গুরুতরভাবে জখম হইয়াছেন।

আহত স্ত্রীলোক তিনজনের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা হইতেছে। তাঁহারা ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। নিহত শিশু চারটি হোসেন সাহেব নামে জেলার মুন্সেফ আদালতের জনৈক কারকারক ও তাহার ভ্রাতার সন্তান।

ইঁদুরের জন্য ট্রেণ বন্ধ

নৈহাটী হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে অক্টোবর নৈহাটী ষ্টেশনে একটি ইঁদুরের জন্য নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসকে দুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ষ্টেশনে জল ভরিয়া লইবার পর ড্রাইভার ইঞ্জিন চালাইবার কল টানে; কিন্তু ইঞ্জিন চলে না। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় দেখা যায় যে, একটি ইঁদুর পড়িয়া থাকায় ইঞ্জিনের একটা অংশ বিগড়াইয়াছে। ইঁদুরটিকে সরাইবা মাত্র ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করে।

মনে হয় ইঁদুরটী ষ্টেশনের জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে কোনপ্রকারে প্রবেশ করিয়াছিল। পরে ইঞ্জিনে জল ভরিবার সময় জলের টানে উহা গিয়া পাইপের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

---

৩০ জন লোক গ্রেপ্তার

রোটক হইতে প্রকাশ, গত দশেরা উৎসব উপলক্ষে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী তৎসম্পর্কে ৩০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ সব লোকের মধ্যে অধিকাংশই কসাই। ধৃত ব্যক্তিদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দী পরীক্ষার ফল

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে হিন্দী পরীক্ষা হয়, তাহার ফল বাহির হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই, পুণা হায়দ্রাবাদ ও ব্রহ্মদেশ এই চারিটী প্রদেশের ২২৭টী কেন্দ্র হইতে ৩১৮২ জন পরীক্ষার্থীর নাম রেজিষ্ট্রী হয়। ভাষা হিসাবে ঐ সব প্রদেশকে ভাগ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ২০২৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে বাদাগাবের দায়রা জজ একজন মুসলমান যুবককে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ নিয়ামতুল্লা ও মিঃ আলসপ দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৫শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, বুধবার { ২০৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

:০:—

মেদিনীপুর জেলাস্থ শ্রীঅমরিগৌড়ীয় মঠে গত ১১ই কার্ত্তিক শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা সম্পন্ন হইয়াছেন। তৎপর দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে একটী নগর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া দেড় ঘণ্টাকাল নগর ভ্রমণান্তর ৫॥ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে মঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় "আচার্য্য-পরিচয়" পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন এবং স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চন্দ্র ও 'মজলামাড়ো একাডেমি' হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন সাহু বি-এস্-সি মহাশয় যথাক্রমে "শ্রীমঠের পরিচয়" ও "শ্রীচৈতন্যদেব" প্রবন্ধদ্বয় কিছুক্ষণ পাঠ করেন। তৎপরে মঠরক্ষক মহোদয় "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল গবেষণা-পূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত প্রায় এক সহস্র নর-নারী শ্রীমঠে বহুবিধ বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন দাসাধিকারী মহোদয় প্রাণ ও অর্থাদিদ্বারা মহোৎসবের সেবা করিয়াছেন। শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী (বড় ও ছোট), শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মণিভূষণ পাল জমিদার প্রভৃতির সেবা-চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

[অন্নকূট-উৎসবোপলক্ষে শ্রীঅমরি-গৌড়ীয়মঠে ১৫৭ প্রকার পুজোপকরণ সজ্জিত হইয়াছিল। উহার তালিকা আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু স্থানাভাব-বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। :সঃ:]

গত ১১ই কার্ত্তিক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে চক্রদিঘী শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠে ৫৬ উপকরণ-সহযোগে মহাসমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভগবান্ দাস প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দাসাধিকারী ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের বৃত্তান্ত পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। অনুমান ৭০০ লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস মহাশয় এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

— —

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি গ্রামস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ মধ্যাহ্নে ভোগরাত্রিক, অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ যোগদান করিতেছেন।

• • •

গত ২০শে আশ্বিন শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব, ২২শে আশ্বিন শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব, ২৫শে আশ্বিন শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব, ২৯শে আশ্বিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব, ৫ই কার্ত্তিক শ্রীবীরচন্দ্রাবির্ভাব, ৭ই কার্ত্তিক শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব এবং ১২ই কার্ত্তিক শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি ঐ সকল ভাগবতগণের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন।

পুরী চটকপর্ব্বতাস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতি মনোরম হইয়াছিল। বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোপাল-প্রকট উৎসব-উপলক্ষে যে মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেই-প্রসঙ্গ পাঠ হইয়াছে। উর্জ্জব্রত-উপলক্ষে পুরীতে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-উপলক্ষে শ্রীমঠে বহু যাত্রী আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

— — —

শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয় ঢাকাস্থ কাঠালপুলিস্থ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটে অবস্থানপূর্ব্বক বহু সজ্জনের বাড়ীতে পাঠ করিতেছেন। তিনি গত ৪ঠা কার্ত্তিক হইতে ৯ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৬ দিবস হেড্-মাষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এ মহোদয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। অপস্বার্থ-গ্লানি কি-প্রকারে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে, কি-প্রকারে জীবগণ ক্রমশঃ অসুবিধার পথ বরণ করে, কি-প্রকারে তাহাদের উদ্ধার হইতে পারে, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও সাধুসঙ্গ করার প্রয়োজনীয়তা কি, শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়-সমূহ তিনি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়াছেন। মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ-সংযুক্ত গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচারে কি-প্রকারে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তবাণী বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত হইতেছেন তাহাও ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুযুক্তি সহকারে বর্ণন করিয়াছেন।

—

গত পরশ্ব ও গতকল্য আমরা শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রসঙ্গ কিছু আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার প্রসঙ্গে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর ভজন-নিষ্ঠার বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইতে পারি। তিনি যখন নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীনবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে মহাপ্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন দেখিতে পান, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর বিরহে আহার-নিদ্রাদি ত্যাগ করিয়াছেন। তণ্ডুল-দ্বারা শ্রীহরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া সেই সংখ্যক তণ্ডুলের অন্ন রান্না করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদানান্তর তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করেন মাত্র। অধুনা বিষ্ণুপ্রিয়াপল্লীতে অবস্থানপূর্ব্বক যে-সকল মহিলা ভজনে নিযুক্ত আছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ঐ ভজনাদর্শ-অনুসরণই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। বিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর প্রদর্শিত ভজনপ্রণালী অনুসরণেই, বিষ্ণুপ্রিয়াপল্লীর বৈশিষ্ট্য। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বিসর্জ্জনান্তর গৌরহরির গুণ-কীর্ত্তন-মুখে নিরন্তর হরিনামে সময় অতিবাহিত করিতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আগামী কল্য আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর অপ্রকট-তিথি উপলক্ষে শ্রীউত্থান একাদশী নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বিশুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বাবাজীমহারাজের চরিত্র-সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবেন। সর্ব্ব-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ দামোদর, ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৩

‘ভেখ’-রহস্য

বর্ত্তমান সময়ে ‘ভেখধারী’ দর্শন করিলেই জনসাধারণের, বিশেষতঃ তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে যেন একটা অবজ্ঞার হাসি বাহির হয়। ইহার কারণ দুইটী (১) আউল, বাউল প্রভৃতি ভেখধারণ করিয়া ব্যভিচারে লিপ্ত, (২) সাত্বতশাস্ত্র আলোচনার অভাবে ‘ভেখ’-শব্দের অর্থ নির্ণয়ে অসমর্থতা। দ্বিতীয় কারণটী অবগত থাকিলে আদর্শ গৃহস্থগণ প্রথম কারণটীর উৎসাদনে যত্নপর হওয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারিতেন। আমরা নিম্নে ‘ভেখ’-শব্দটীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সংস্কৃত ‘বেষ’-শব্দ হইতে অপভ্রংশে ‘ভেখ’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (মূর্দ্ধণ্য) ‘ষ’কারের উচ্চারণ অনেকটা ‘খ’কারের ন্যায়। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে (মূর্দ্ধণ্য) ‘ষ’কারের উচ্চারণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ‘শেষশায়ী’কে তাঁহারা ‘শেখশায়ী’রূপেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তবে ‘বেষ’-শব্দের ‘ব’ অন্তঃস্থ হইলেও কালক্রমে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ জনগণের দ্বারা উহা ‘ভ’কারে পরিণত হইয়াছে। তাই ‘বেষ’এর প্রচলিত উচ্চারণ-গত অপভ্রংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ‘ভেখ’। বেষ-গ্রহণ প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত রহিয়াছে। ‘বেষ’বর্জ্জিতভাব শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে আদরণীয় নহে। শ্রীসনাতন গোস্বামী কাশীতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার ‘ভদ্রবেষ’-(শুদ্ধ বৈষ্ণব-বেষ) করণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় যে, সেই সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডাদি-বেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে অষ্টোত্তরশত (১০৮) ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাস-নাম এবং ঐরূপ ত্রিদণ্ডবেষগ্রহণকারী সাতশত (৭০০) আচার্য্যের নাম শ্রুত হয়। সেই-সমস্ত নাম জানিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত ‘গৌড়ীয় কণ্ঠহার’ নামক গ্রন্থ এবং ‘বৈষ্ণব-মঞ্জুষা’ ৫ম খণ্ড (অপ্রকাশিত) আলোচ্য। জাবালোপনিষদের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ত্রিদণ্ডবেষের উল্লেখ এবং সম্বর্ত্তক, ঔদ্দালক, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি বেষযুক্ত পরমহংসগণের নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার সর্ব্বলোকবরেণ্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মধ্যে বহুস্থানে ত্রিদণ্ডবেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা —“পুরাতনং ত্রিদণ্ডিবেষম্” (১০।৮৬।৩ ভাবার্থ দীপিকা) ইত্যাদি। ‘শ্রী’সম্প্রদায়েও এই ত্রিদণ্ডবেষ-গ্রহণ-প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা-সম্প্রদায়, যাহা ‘রামানন্দী’-সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাহাতেও বেষগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীরামানন্দ, শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে চতুস্ত্রিংশত্তিতম অধস্তন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়েও বেষ গ্রহণ-প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদগুরু বৃদ্ধ-বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসন্ন্যাসীদের মত একদণ্ড-বেষ গ্রহণ করিলেও তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীই ছিলেন।

শ্রীমদ্ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর শ্রীল দামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভু শিখাসূত্রত্যাগপূর্ব্বক যোগপট্ট ব্যতীত কৌপীন ধারণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের ‘স্বরূপ’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে——(১০।১০৮)—

“নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজিব ‘এই ত’ কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্রত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল ‘স্বরূপ’ ॥”

অর্থাৎ অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখা-মুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাসনাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায়, শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য সূচক ‘শ্রীদামোদরস্বরূপ’ নাম রহিয়া গেল। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া কেবলমাত্র শিখাসূত্রত্যাগরূপ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না। কেন না, বিবিক্তানন্দীলীলাভিনয়কারী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের কোন প্রকার লোক সংগ্রহ করিবার আবশ্যক ছিল না। কেবল ‘নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করিব’—এই উদ্দেশ্যেই তিনি বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, কাশীতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বৈষ্ণব বা পরমহংসের বেষ প্রদান করিয়াছিলেন,—

“তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিলা ॥”
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৮)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং রঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুকেও কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন। আবার নীলাচলে শ্রীশিখি মাহিতীর পূর্ব্বাশ্রমের ভগিনী পরমপূজ্যা শ্রীমাধবী মাতা গৃহে থাকিয়াই চীরখণ্ডের গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসলীলা করিয়াছিলেন; যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

“মাহিতির ভগিনী নাম মাধবীদেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মূল-পুরুষ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। ইনি নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্য্য-লীলায় ত্রিদণ্ডিবেষীর অভিনয় দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগদাধর প্রভুর ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন; ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ডবেশ-গ্রহণপূর্ব্বক ‘মাধবাচার্য্য’ নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের ‘মঙ্গলভাষ্য’ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দন দাস প্রভু মাধবাচার্য্য রচিত ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য-সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আঃ ৭।১৬৭) পাঠে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। বল্লভভট্ট তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। ‘বল্লভদিগ্বিজয়’ গ্রন্থে যে মাধব-সম্প্রদায়ী মাধবযতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামীয় মতানুযায়ী ত্রিদণ্ডিবেষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা যে পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গবিচারে বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, জড়াত্মনিষ্ঠানিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠা বরণ করিবার জন্যই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের অনুমোদিত বেষগ্রহণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩।৫৭ শ্লোকোক্ত ‘ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি’ যাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-প্রদর্শন করিবার অব্যবহিত পরেই রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

“পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥
এই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥”
(চৈঃ চঃ মঃ ৩।৮)

‘বেষ’ দুই প্রকার—বিদ্বৎসন্ন্যাস-বেষ ও বিবিদিষা সন্ন্যাসবেষ। (১) বিজিত ষড়্‌গুণ প্রভৃতি গুণে যাঁহারা স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্বৎসন্ন্যাসী,—তাঁহারাই পরমহংস বা নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-গুরু বৈষ্ণব। তাঁহাদের কৌপীনাদি-বেষ শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত সুলভ। তাঁহারা বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। সুতরাং বর্ণ-লিঙ্গ-উপবীতাদি বা আশ্রম-লিঙ্গ-কাষায়-বস্ত্রাদির আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বিধিবাধ্য নহেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র-ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা কখনও পরমহংস-কুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের ন্যায় সন্ন্যাসোচিত বেষ বা নিত্যসিদ্ধ-ভগবৎ-পরিকর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় ত্রিদণ্ডাদি আশ্রম বেষ ধারণ করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। রাগমার্গীয় পরমহংসগণকে যাহাতে কেহ তুর্য্যাশ্রমোচিত কাষায়-বস্ত্র-গ্রহণে বাধ্য করাইবার ধৃষ্টতা না করে তজ্জন্যই পরমহংস বৈষ্ণবলীলাভিনয়কারী নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

“রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।”

অর্থাৎ কেবলমাত্র রাগমার্গীয় পরমহংসেরই কাষায়বস্ত্র পরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

“শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যৈর্বৈষ্ণবানামেব অচ্যুতগোত্রত্বং পরমহংসত্বঞ্চ বিজ্ঞেয়ং, যতো বৈষ্ণবানাম্ ভাগবতপ্রিয়ত্বম্। তস্মাৎ পারমহংস্য-জ্ঞানঞ্চেন পরমহংসত্বমপি বৈষ্ণবানামেবাম্। যতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যানাং মধ্যে ব্রাহ্মণাস্তেষ্বপি কশ্চিদচ্যুতগোত্রোঽহমিতি ন ব্রূতে। তস্মাৎ সাম্প্রদায়িকা ভেখধারিণস্তু সর্ব্বেঽপ্যচ্যুত-গোত্রোঽহমিতি বদন্তি।”

অর্থাৎ “অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রধান প্রিয় গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে অমল-পরম জ্ঞান পারমহংস্যধর্ম্ম গীত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রে জ্ঞান-বৈরাগ্য-সেবিত নৈষ্কর্ম্ম্য-লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল ভাগবতবাক্যের দ্বারা বৈষ্ণবদিগের অচ্যুতগোত্রত্ব ও পরমহংসত্ব সিদ্ধ আছে। যেহেতু ভাগবত বৈষ্ণবদিগের নিতান্ত প্রিয়, ভাগবতোদিত পারমহংস্য-জ্ঞান দ্বারা বৈষ্ণবদিগের পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয়, বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু চাতুর্ব্বর্ণ্য-মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই ‘আমি অচ্যুতগোত্রীয়’ এ কথা স্বীকার করেন না, বৈষ্ণবদিগের যে চারিটী সম্প্রদায় তন্মধ্যে যাঁহারা ‘ভেখধারী’, তাঁহারা সকলেই ‘আমরা অচ্যুত-গোত্রী’ ইহা বলিয়া থাকেন।

মায়াকে পিছনে রাখি’ কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায় ॥

সর্ব্বনেশে নহে, উপকারী

কামিনীনগরে হিরণ্যাক্ষদত্ত নামে এক-জন ব্যবসায়ীর নিবাস ছিল। ধর্ম্মভীরু বলিয়া সেই অঞ্চলে তাঁহার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি উপদেশ পাইয়াছেন যে,—"গুরুই কর্ণধার। গুরুসেবা ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই। গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায়।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ উপদেশও পাইয়াছেন যে, যাঁহারা বংশানুক্রমে গুরুগিরি করিয়া আসিতেছেন, গুরুগিরির একচেটিয়া কারবার তাঁহাদেরই। আর কাহারও এই কারবারে প্রবেশাধিকার নাই। এই কারবারকারিগণ লোক ভাল হউক, মন্দ হউক, কেহ যেন তাহার বিচার না করে; বিচার করিলেই নরক। এই সকল শুনিয়া হিরণ্যাক্ষবাবু তাহার গুরুর (?) এক রক্ষিতা ও অর্থাদি-প্রদানদ্বারা অনেক সেবা করিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে হিরণ্যাক্ষের পাঁচ বৎসর বয়সের পুত্র একটী দধিভাণ্ডে দধি আছে মনে করিয়া খানিকটা চুন মুখে দিল। তাহাতে সে ঠোঁট, জিব্ ও সমুদয় মুখ হাজাইয়া নড়ই কষ্ট পাইতেছিল। হিরণ্যাক্ষ সংবাদ পাইয়া সকলকার্য্য ফেলিয়া আসিয়া দেখেন—সর্ব্বনাশ! বহুব্যক্তি ছেলেটীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল—কেহ তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইতেছিল, কেহ বা অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছিল। ভাগ্যক্রমে তাঁহার গুরুদেবও সেই সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত। তিনিও দুই একটি উপদেশ দিয়া একপ্রান্তে একখানা কেদারায় বসিয়া রহিলেন। বহুলোকের সমাগমে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছিল। তন্মধ্যে একটী বাচাল ছেলেও ছিল। সে হিরণ্যাক্ষের গুরুদেবের নিকট যাইয়া যোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো অনুমতি করেন ত' একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, এই দুধের বালক না জানিয়া দইয়ের ভাঁড়ে দই আছে মনে করিয়া চুণ মুখে দিয়াছে বলিয়াই ও'র এত সাজা কেন?" গুরুদেব (?) তখন গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতেছিলেন। তিনি স্নিগ্ধভাবে উত্তর করিলেন,—"তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে হইয়া ইহা বুঝিতে পারিতেছ না? দ্রব্যের ফল কি না ফলিয়া পারে? ছোটছেলে সাপ না চিনলেও সাপে কামড়াইলে সাপের বিষ হইতে কি তাহার নিস্তার আছে?" ঐ ছেলেটা আবার প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা প্রভো, আর একটী কথা—ভাললোক মনে করিয়া যদি আমরা চোরের সহিত কিছুকাল ঘুরি, তাহা হইলে কি ফল হইবে?" গুরুদেব হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"চোর হবে।" "আচ্ছা প্রভো, আর একটী কথা, যদি কেউ মাতালদের সঙ্গে মেশে সেও কি মাতাল হবে?" গুরুদেব এবার একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—'তুমি এসব বাজে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? একথা কে না জানে যে লোকে মাতালের সঙ্গে থাকিলে মাতাল হয়?" সে ছেলেটা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"প্রভো, আমরা ত' আপনাদের নিকট অবোধ শিশু। অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আপনি চটিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে? যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমার শেষ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করি।" গুরুদেব ভাবিলেন, যদি আর একটী প্রশ্নের জবাব দিয়াই আর একটী শিষ্য পাওয়া যায় তাতে মন্দ কি? তাই তিনি এবার নম্রভাবে বলিলেন,—"না হে, তোমাদের কথায় কি আমরা রাগ করিতে পারি? তোমরা আমাদের পুত্রতুল্য,তবে সময় সময় যে একটু মেজাজ দেখাই, তাহা তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। বল, তোমার শেষ প্রশ্নটী কি?" গুরুদেবের ঐ লোকটীর সহিত আলাপ শুনিতে পাইয়া হিরণ্যাক্ষ আসিয়া যোড়হস্তে গুরুদেবের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন; মনটা যদিও পুত্রের দিকে, তথাপি তাঁহাকে দেখিবার লোক আছে বলিয়া সে দিকে তাকাইতেছিলেন না। এবার সুযোগ বুঝিয়া ঠোঁটকাটা লোকটা হিরণ্যাক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—"আচ্ছা প্রভো, যদি কেহ আপনার ন্যায় রক্ষিতা-রাখা গুরুর চেলা—"গুরু দোষল, ছেলেটা শিষ্য হইবার নহে, কেবল তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মতলব, তাই উহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি চটে চাই হইলেন, আর ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড,দাম্ভিক, নাস্তিক! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হায়, হায় সংসারটা হ'ল কি? লঘু-গুরু বিচার নাই। যেখানে অপমান সেখানে এক মুহূর্ত্তও আর থাকব না। ওহে হিরণ্য, তোমার লোক লইয়া তুমি থাক। আমি চল্লুম্।" হিরণ্যের এক বিপদের উপর আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। পুত্রের চিন্তাই তাহার মন বিশেষ খারাপ ছিল, তাহার উপরে আবার গুরুদেব রুষ্ট! ঐ ঠোঁটকাটা লোকটা এই ফাঁকে গা ঢাকা দিয়াছে। হিরণ্য তখন সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো অপরাধ ক্ষমা করুন। ও লোকটা আমার আত্মীয় নয়, তথাপি যখন আমার বাড়ীতে আপনাকে বলিয়াছে, তখন অপরাধ আমারই। কিসে এই অপরাধ মোচন হইবে তাহা বলুন। আমি আপনার সেই আদেশ প্রতিপালনে যত্নপর হইব।" গুরুদেব দেখিলেন,—অপদস্থ হওয়ার পর, এবার পুরস্কার লাভের সময় আসিয়াছে। তাই মনে মনে একটু হাসিলেও গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যদি তোমার ঐ বাড়ীটা, যেটা ভাড়া দিচ্ছ, তাহা তোমার ছোটমার নামে লিখে দাও, তা' হ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌ব, নতুবা তোমার অবস্থা কি হ'বে বুঝ্‌তেই পার।" এই কথা শুনিয়া হিরণ্যাক্ষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঠোঁটকাটা লোকটা কি সর্ব্বনাশ করিল!" ইহার পরে কি হইয়াছে, সে ঘটনা আমরা জানি না। জানিবার আবশ্যকও বোধ করি না। তবে এই কথা জানি যে, 'ছোট মা' বলিতে গুরুদেব (?) তাঁহার রক্ষিতার কথাই বলিয়াছেন।

বাস্তব-সত্যের প্রচার যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশে কি-প্রকার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, উপরিউক্ত চিত্রটী তাহারই নিদর্শন। এই-প্রকার ঘটনা যদিও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে বেশী দেখা যায় না, তথাপি কোথাও কোথাও যে একেবারে না আছে তাহা মনে হয় না।

"স্বয়ং অসিদ্ধ কথং অপরান্ সাধয়েৎ"

এই কথাটী স্মরণ থাকিলে বোধ হয় লোকে সাধারণ নৈতিক-জ্ঞান পর্য্যন্ত বর্জ্জিত সংসারাসক্ত অর্থ-গৃধ্নু ব্যক্তিকে কখনও ভবপারাবারের কাণ্ডারিরূপে বরণ করিতে পারেন না। অবশ্য হিরণ্যের প্রতি অক্ষি বা ভোগরত থাকিলে পরতত্ত্বের সন্ধানের সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় না তখন 'হাড়ের জলশুদ্ধ' করিবার বিচারে অন্ধভাবে কাণে 'ফু' লইবার যে প্রযত্ন, তাহাতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাইবার পথ কণ্টকাকীর্ণই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগকে উন্নতের যুগ, শিক্ষালোকের যুগ বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তব-শিক্ষাপ্রদান করিয়া পরমার্থপথে যিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আচার ও প্রচারপরায়ণ জনগণের চরণাশ্রয়ই কর্ত্তব্য। ঐ ঠোঁটকাটা লোকটির অন্তরে যে সদুদ্দেশ্য ছিল, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। তাহা হ'লে জানা যাইবে, সে সর্ব্বনাশ করে নাই, সর্ব্বনাশ হইতে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

শ্রীউচিতরাম সেবকশর্ম্মা

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,কলিকাতা।

নামাপরাধ

(১)

যাহা হ'তে কৃষ্ণতত্ত্ব হয় প্রকাশিত।
হেন সাধুনিন্দা কভু না হয় উচিত॥
অতএব, সাধুনিন্দা কভু না করিবে।
সাধুপদে অপরাধ সতত ত্যজিবে॥

(২)

'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।'
গুরুপদে অপরাধ ত্যজিবে যতনে॥
গুরুদেব-মনোহভীষ্ট পূরণ করিলে।
লভিবে কৃষ্ণের কৃপা অতি কুতূহলে॥

(৩)

"অবতারসব শ্রীকৃষ্ণের কলা—অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥"
স্বতন্ত্রতা শিবাদির কভু না জানিবে।
কৃষ্ণাধীন না জানিলে অপরাধী হবে॥

(৪)

বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা কভু না করিবে।
ভগবদ্বাক্য জানি শিরেতে ধরিবে॥
শাস্ত্রের হেলায় হয় গুরু অপরাধ।
সতত ত্যজিবে তাহা জানি ভক্তিবাধ॥

(৫)

'স্তুতি মাত্র' কভু নহে মাহাত্ম্য নামের।
অতি সত্য নামতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নরের॥
নামের মাহাত্ম্যে আছে সন্দেহ যাহার।
ভক্তিতে তাহার নাই কভু অধিকার॥

(৬)

অন্যভাবে অন্যরূপে নামার্থ করিলে।
ভক্তিবস্তু হারাইবে অগাধ সলিলে॥
অতএব, সেই পাপ করিয়া বর্জ্জন।
অনায়াসে লও তুমি ভক্তিরত্নধন॥

(৭)

যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি শুভকর্ম্মের সনে।
নামের তুলনা কভু না করিবে মনে॥
শুভকর্ম্মে নামতত্ত্বে সমবুদ্ধি যার।
অধিকার নাই তার ভক্তি লভিবার॥

(৮)

নামের বলেতে কভু পাপ না করিবে।
সে-পাপ করিলে তুমি নিরয়ে ডুবিবে॥
নামবলে পাপ-কার্য্য অতি গুরু হয়।
সে পাপের পাপী কভু ভক্তি না লভয়॥

(৯)

শ্রদ্ধাহীন জনে কভু মাহাত্ম্য নামের।
বলিবে না,—নামতত্ত্ব অজ্ঞেয় তাদের॥
সে নিষ্ফল চেষ্টা সদা পরিহার ক'র'।
সতত ভজহ তুমি নাম-নামী হরি॥ ৯॥

(১০)

নামের মাহাত্ম্য জেনে (তায়) অপ্রীতি করিলে।
ঐকান্তিক-প্রীতিভরে নামে না সেবিলে॥
কৃষ্ণপদে ভক্তিধন কভু না মিলিবে।
অতএব, সেই দোষ কভু না করিবে॥১০॥

শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'উদ্ধার' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪২. ৭ই নভেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [২০৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধবিরতি-দিবস

ইউরোপের বিগত মহাসমরের অবসান হইয়াছিল গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর। মহামান্য ভারত সম্রাটের ইচ্ছানুসারে ঐ দিবসের স্মরণার্থ আগামী ১১ই নভেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা হইতে ২ মিনিট কাল রেলওয়ে ও মোটর সার্ভিস ব্যতীত অন্যান্য সকলে সমস্ত কার্য্য বন্ধ রাখিয়া সম্পূর্ণ নীরবে অবস্থান করিবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে শিঙ্গা, বেল প্রভৃতি বাজান নিষিদ্ধ। ধর্ম্মাদি-কার্য্যের সুবিধা প্রদানের জন্য উক্ত তারিখে সকল গবর্ণমেণ্ট অফিসই বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভা

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ নিয়াসৎ আলির এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ সচিব বলেন যে, গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে ৮লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ অর্থ যে ভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গ্রাম্য অঞ্চলের জল সরবরাহের জন্য আড়াই লক্ষ টাকার অধিক মঞ্জুর করা হইয়াছে। জমি সংযোজনের জন্য ১০৪০৫০৲। সিনেমা ফিল্ম এবং লাউড স্পীকারের জন্য ৪৮৬১৪, চামড়া পাকা করিবার উদ্দেশ্যে ৭৫৯২০৲, ফলের চাষ আরম্ভ করার জন্য ৬২০০০৲ এবং কূপ খননের জন্য ৫০০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। গুজরাট জেলার ৩১টি গ্রামের ম্যালেরিয়ার জন্য ৮৮৭৯৲, সাকরগড় তহশীলের জন্য পায়খানা নির্ম্মাণকল্পে ১০,০০০৲, রোটকে পশু-চিকিৎসালয় নের জন্য ১২০০০৲, অন্যান্য স্থানের পশু চিকিৎসালয়ের জন্য ৬০০০০, মেষ পালনের জন্য ১৫০০০৲ এবং ডেপুটি কমিশনারদের প্রয়োজনমত ব্যয় করিবার জন্য ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শ্রীমতী লেখবতী জৈনের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব বলেন, পাঞ্জাবের জেলসমূহে গত ৩০শে জুনের হিসাবে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিল একজন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিল ৬৯ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিল ২১৪০০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব

বাঁকুড়ার অবস্থা

[শ্রীরমণীমোহন সিংহ. এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগটা অত্যন্ত অসমতল। উঁচু নীচু কোথাও ডাঙ্গা বা শাল জঙ্গল, কোথাও বা কেবল গভীর নীচু, কোন কোন স্থানে পাহাড়ও আছে। ইহারই মধ্যে মধ্যে আবাদী জমি আছে কিন্তু একস্থানে বেশী জমি নাই। এখানে ছোট ছোট বাঁধ দ্বারা এই সব জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যাইতে পারে। উঁচু ডাঙ্গা, পাহাড় বা জঙ্গলের জল গড়াইয়া স্থানে স্থানে কন্দরে পরিণত হইয়াছে। এই খোঁড় বা কন্দরে উঁচু করিয়া বাঁধ দিয়া বৃষ্টির সময়ে জল ধরিয়া রাখিয়া যথাকালে জমিতে আবশ্যক মত ঐ বাঁধ হইতে ছোট ছোট ক্যানেল দ্বারা জল সরবরাহ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে এইরূপ বাঁধ অনেক ছিল, এখনও কতক আছে কিন্তু কালক্রমে এই সকল বাঁধ রীতিমত মেরামত না হওয়ায় ও বাঁধের ভিতর ভরাট হইয়া ক্রমশঃ জমিতে পরিণত হওয়ায় পূর্ব্বের মত প্রয়োজন-অনুরূপ জল জমিতে দিতে পারে না; এই সব বাঁধগুলির পুনরুদ্ধার করা এবং নূতন নূতন বাঁধ দ্বারা যাহাতে অন্যান্য আবাদোপযোগী জমিগুলিতে জল সরবরাহ করিতে পারা যায় এরূপ ব্যবস্থা করা ভিন্ন এই অঞ্চলের অন্য উপায় নাই। রায়পুর, শিমলাপাল, তালডাংরা, রাণীবাঁধ, খাতড়া প্রভৃতি থানাতে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকগুলি বাঁধ-নির্ম্মাণ বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। আমজোর ও সালবাঁধ এইরূপ ভাবেই তৈয়ারী হইয়াছে। বাঁকুড়ার পূর্ব্ব দেশ অনেকটা সমতল, ধান্যাদির জমিও অনেক বেশী, এখানে সেরূপ ছোট ছোট বাঁধের সম্ভাবনাও কম। এখানে নদী হইতে বড় ক্যানেলের দ্বারা জল সরবরাহ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বাঁকুড়া জেলায় অনেকগুলি ছোট বড় নদ আছে, তন্মধ্যে উত্তরে দামোদর নদ, দক্ষিণে কংশবতী ও শিলাবতী নদী এবং মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদই প্রধান। এই দ্বারকেশ্বর নদ বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় দুই পার্শ্বের ভূভাগে জল সরবরাহ করিবার সুবিধা আছে। এগুলি পার্ব্বত্য নদী, বারমাস জল থাকে না, একটু বৃষ্টি হইলেই প্রচুর জল নদীতে বহিয়া যায়, বৃষ্টি বন্ধ হইলেই নদীর জলও কমিয়া যায়। আজ যে নদীতে দুকূল বাহিয়া জল চলিতেছে পারাপার বন্ধ, কাল সেই নদীর জল এত কমিয়া যায় যে লোকে হাঁটিয়া পার হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে এই নদীগুলি প্রায়ই শুষ্ক, কেবল বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ থাকে। যে সময় বৃষ্টির অভাবে শস্য নষ্ট হয় সে সময়ে ক্যানেলদ্বারা এই সব নদী হইতে সমস্ত জমিতে জল সরবরাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তবে যদি এই সব নদীর বন্যার জল কতকটা আটকাইয়া রাখিয়া অভাবের সময় সরবরাহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই ক্যানেলের উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এই জেলায় নিম্নলিখিত দুইটী ক্যানেলের প্রস্তাব হইয়াছে ও জরিপাদি কার্য্য চলিতেছে।

দ্বারকেশ্বর রিজার্ভয়ের প্রজেক্ট।

দেখা গিয়াছে যে, বন্যার সময় দ্বারকেশ্বর নদের কতকটা জল আটকাইয়া রাখিতে পারিলে এই নদ হইতে বাঁকুড়া জেলার প্রায় ৪৷৷০ লক্ষ বিঘা ও বর্দ্ধমান জেলার ১৷৷০ লক্ষ বিঘা, মোট ৬ লক্ষ বিঘা জমিতে অনায়াসে জলসরবরাহ হইতে পারে। সেই জন্য বাঁকুড়ার প্রায় ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সুকনগাম নামক স্থানে এই নদের উপর একটী ৭০ ফুট উচ্চ বাঁধ দিয়া কতকটা জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। ইহার প্রায় ১৫ মাইল নীচে বাঁকুড়ার সন্নিকটে আর একটী ছোট বাঁধদ্বারা দুই পার্শ্বে ক্যানেল কাটিয়া নদীর উভয় পার্শ্বস্থ জমিতে জল দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যখনই জলের অভাব হইবে তখনই এই সঞ্চিত জল দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতে পারা যাইবে। ইহার দ্বারা শুধু ৬ লক্ষ বিঘার ধান্য শস্য রক্ষা পাইবে এমন নহে, পরন্তু প্রচুর ইক্ষু ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনায় জল সরবরাহ হইতে পারিবে; এই প্রস্তাবের জরিপাদি কার্য্য চলিতেছে। বাঁকুড়া জেলাকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা সুবিধাজনক অন্য কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৬শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার | ২০৬তম সংখ্যা

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

—:*:—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

৮ই কার্ত্তিক—২৫শে অক্টোবর

আমরা গতকল্য আলোচনা ক'রেছিলাম যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।"

বেদান্তের প্রথম দুই অধ্যায়ে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা, ৩য় অধ্যায়ে সাধন ও ৪র্থ অধ্যায়ে ফল বা প্রয়োজনের কথা আছে। বেদান্তের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন ক'রে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ৬টি সন্দর্ভ ক'রেছেন, তাতে সম্বন্ধজ্ঞান ৪টি সন্দর্ভে। (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দর্ভ)। অভিধেয় ভক্তি-সন্দর্ভে এবং প্রয়োজন প্রীতিসন্দর্ভে লিখেছেন। 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্যার্থ 'ভগবান্' বলিয়া ব্রহ্ম-সন্দর্ভ নাম লিখিয়া মুখ্যার্থ-দ্যোতক 'ভগবৎসন্দর্ভ' নামকরণ ক'রেছেন। 'ভগবৎ'-শব্দ বল্‌তে মূলবস্তু কৃষ্ণকেই বুঝায়। তাঁহ'তে অন্যান্য অবতারাদির ভগবত্তা।

"এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া॥"

সহজার্থ কি জিনিষ? ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা পঞ্চরাত্র ও পুরাণাদি সমর্থন ক'রেছেন। সেগুলি গ্রহণ না ক'রে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা বিরোধজনক। রাজস, তামস বা সাত্ত্বিক পুরাণের বিরোধ-কল্পে যে-সকল যুক্তি, তা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। তাতে লাক্ষণিক বিচার গৃহীত হ'য়েছে। সেখানে বোধবাহিত্য অবশ্যই স্বীকৃত।

"বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্ব ধাম।" ব্রহ্ম বৃহত্ত্বের বাচক। তাতে ভগবান্ উদ্দিষ্ট। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতা ব্রহ্ম বা ভগবৎ-শব্দবাচ্য নন। তাঁ'রা আংশিক বিভূতিযুক্ত দেবতা-বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবত্তা অপর দেবতার নাই। তবে মনুষ্য অপেক্ষা তাঁ'রা শ্রেষ্ঠ।

অপরপক্ষে অবিদ্যা-দ্বারা প্রকাশিত যে-ধাম, তাহা পরতত্ত্ব-ধাম নহে, কিন্তু তাঁরই পরা শক্তির সন্ধিনী প্রভাব-দ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠধাম।

"স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥"

শঙ্কর বলেন যে,—ঈশ্বর মায়াগ্রস্ত হ'য়ে জীবাত্মভূমিকাবিশিষ্ট হ'য়েছেন, তাতে মায়া ব'লে একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হওয়ায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের সঙ্গতি থাকে না। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বৃন্দের বাক্য,—

"মায়াবশ মায়াধীশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

ব্রহ্মে মায়ার ক্রিয়া নাই, জীবে আছে। যেমন ভাগবত বলেন,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

'মায়া'-শব্দ ভাগবতে স্বীকৃত হ'য়েছে। শঙ্করের বিচারে বিবর্ত্তাশ্রয়ে ব্রহ্মের জীবত্ব অঙ্গীকার করা যায় না। ঘটাকাশ কখনো মহাকাশ হ'তে পারে না। ঘটের মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ তাহা কিরূপে মহাকাশে পরিণত হবে? মায়ার বিলাস যা'রা গ্রহণ কর্‌ছে, তা'রা মায়াবদ্ধ হ'চ্ছে। মহামায়াশক্তিপ্রাপ্ত এ সকল দেবতাকে অধিকারিক কা'র্য্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। বৃকাসুর অহংগ্রহোপাসক, রুদ্রের নিকট বর প্রার্থনা ক'রে রুদ্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা ক'রে নিজেই সংহার-প্রাপ্ত হয়। আত্মঘাতীদের বিচার গ্রহণীয় নহে।

"তারে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥"

ভগবানের চিৎ ও অচিৎ-শক্তি আছে। অচিৎ শক্তি না মানলে বস্তুবাদীর কথা স্বীকার্য্য হয়। জগতের নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতা-দ্বারা তাঁকে নির্ব্বিশেষ বিচার করলে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ব্যাঘাত করা হয়।

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত
আত্মনি।"

তিনি বিশেষরূপে অপ্রাকৃত ক'রে চিচ্ছক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্য অবস্থান ক'র্‌ছেন—নিত্যলীলা-পোষণ করেন। অচিচ্ছক্তি থেকে বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি নিত্য-স্বতন্ত্ররূপে রক্ষা ক'র্‌ছেন, তাতে অচিৎ-শক্তির কথা নাই। শব্দের ব্যঞ্জনা বৃত্তি নষ্ট ক'রে আচার্য্য শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা যে দৌরাত্ম্য ক'রেছেন, সেটা মহাপ্রভু স'রে দিয়েছেন অচিৎ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া নির্ব্বিশেষ; কিন্তু বাস্তব বস্তু বিচারে বিশেষত্ব আছে; তাহা অচিদ্বিশেষ নহে—চিদ্বিশেষ। অচিৎ-শক্তির আশ্রয়ে তিনি লীলা করেন—এ বিচারটা প্রাকৃত সাহজিক। তা'রা জড়নারীর কামুকতাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে করে। কিন্তু আধ্যক্ষিকের স্বাঃ সেবা না হ'লে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম নয়। শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কথা ব'লেছেন। অভক্তগণের কখ লীলার প্রকাশ হয় নাই—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ॥"

তার সহ দেশের যোগ দূর আছে, কিন্তু এক নয়। দক্ষিণ ভারতে বারজন আচার্য আবির্ভূত হ'য়েছিলেন; তাঁরা কেহই নিরূপেরবস্ত প্রচার করেন নাই। নন্দ-যশোদা, বাধিকাদেবী, সখাগণ বা ভৃত্যগণের আনুগত্য না করলে ব্রজ-অনুভূতি হবে না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শাস্ত্রবিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১০ই কার্ত্তিক ২৭শে অক্টোবর চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত গণেশপুর-নিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ রায়াধিকারী তাঁহার পর-লোকগত পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রজবাসীর পৌরোহিত্যে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য-দ্বারা শাস্ত্রবিধান-মতে সম্পন্ন করিয়াছেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচার

গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ আলান্দুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী নাইডু মহাশয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার আলয়ে হরি-কথা কীর্ত্তনার্থ গমন করেন। সেখানে নাইডু মহাশয়ের বাটীসংলগ্ন বিষ্ণু-মন্দিরের সম্মুখে এক সভা আহুত হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনেক সেবক ইংরেজীতে এবং অপর একজন সেবক তেলেগুভাষায় নামভজন-নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এবং গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মঠ-সেবকগণের প্রচারের সহিত আচারনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় ভদ্রলোকসমূহ শ্রীমঠের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহারা শীঘ্রই বৃহতী সভা আহ্বানপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তা'হলে জড় আবরণ এ যাবে। চেতনের বৃত্তি আচ্ছাদিত হ'লে খাওয়া দাওয়া ভোগ করা, মরে যাওয়া কাজে থাক্‌বে, তখন বস্তুের আমার ইন্দ্রিয়গণের যোগান দিবেন —বিচারটা প্রবল থাকে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ দামোদর, আদি কার্ত্তিকোদশায়ী ৪৪৯

পরম গুরুদেব

অপ্রকট-তিথি — উত্থানৈকাদশী

বৎসরান্তে আবার কৃপা করিয়া আমাদের পরমগুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের নিত্যকল্যাণপ্রদা অপ্রকট তিথি— শ্রীউত্থানৈকাদশী বিশ্বমাঝে প্রকটিত হইয়াছেন। [illegible] তিথির একদিকে যেমন শ্রীহরির উত্থান-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করতঃ ভগবদ্দাসগণের সেবানন্দ উন্মীলনের জন্য প্রযত্ন-বিশেষ, অপরদিকে ভগবদ্ভক্তের ভাবসেবার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া [illegible] তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছেন। [illegible] মহাভাগবত-[illegible] শ্রীভগবানের উত্থান বা [illegible]; [illegible] অনন্যপ্রয়োজন-বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। এই রহস্য প্রদর্শনকল্পেই ভগবান্ শ্রীহরির উত্থানবাসরে শ্রীগৌরহরির প্রেষ্ঠতম গৌরকিশোর প্রভুবর আজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট।

প্রকটাপ্রকট রহস্য

আজ পরমগুরুপাদপদ্মের শিক্ষামৃত তাঁহার বিরহ-গাথার ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণে ভজনের-স্পৃহা উদ্দীপিত করুন। তাঁহার দয়ার কথা আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় হউক। তাঁহার মহাপ্রাণতার বিষয় আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় উদ্বুদ্ধ করুক। তাঁহার শিক্ষামৃত পান না করিলে তাঁহার শুদ্ধ পূজা হইবে না; সুতরাং তাঁহার তিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনও হইবে না। তিনি ইহজগতের লোক নহেন [illegible] কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই [illegible] তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ।

যেমন প্রাতঃকালে উদিত হইয়া অন্ধকার-রাশি সমূলে বিনষ্ট করিয়া সমস্ত দিবাভাগে প্রখর আলোকদ্বারা প্রাণিগণের শ্রীবিবর্দ্ধন করে, আবার কালান্তে অস্তাচলে গমন করে, সেইপ্রকার গৌরকিশোর প্রভুবর শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া স্বীয় ভজনালোকে সৌভাগ্যবন্ত জনগণের অবিদ্যা-তিমির বিনাশপূর্ব্বক সজ্জনবৃন্দের উল্লাসের সহিত নিদ্দিষ্টকাল প্রকট-বিহারান্তে অপ্রকটরাজ্যে গমন করিয়াছেন। সূর্য্যের যেমন জন্ম বা মৃত্যু লক্ষিত হয় না—উদয় ও অস্ত লক্ষিত হয় মাত্র, সেইপ্রকার নিত্য গৌর-পরিকরের জন্ম বা মৃত্যু নাই, কেবল আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর একপ্রান্তে অস্ত গেলেও অপর প্রান্তে আলোক বিকিরণ করে, সেইপ্রকার অপ্রকটের পর নিত্যগৌর-পরিকর নিত্যব্রজে নিরন্তর সেবারশ্মি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিক যেমন সূর্য্যের জনক বা জননী নহে, সেইপ্রকার ইহজগতের কোন ব্যক্তি নিত্য ভগবৎপার্ষদের জনক বা জননী হইতে পারেন না। তিনি যে-কোনও কুলকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, আবার যে কোনও ব্যক্তির সৌভাগ্যপ্রদর্শনকল্পে তাঁহার তনয়রূপেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। যে কুলে ভগবৎপার্ষদ আবির্ভূত হন, সেই কুলের জনগণ যদি তাঁহার ভজনপ্রণালী অনুসরণ করেন—তাঁহার শিক্ষামৃত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা, নতুবা সংসারাসক্তি প্রবল রাখিয়া—ভগবৎসেবার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করিয়া তিনি ঐকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া স্ব-স্ব সম্মান দাবী করিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি হরিভক্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং যাঁহার নিকট হরিভক্তি শিক্ষা করা যায় তিনি পিতা, এই যুক্তিটী প্রদর্শন করিয়া রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ মহাপ্রভুর কাছে উত্তর দিয়াছিলেন,—

> "* * রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
> আমি তাঁহার পুত্র, এই আমার নিশ্চয়।
> আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
> অতএব পিতা রঘুনন্দন আমার
> নিশ্চিতে।"

প্রভুপাদকর্ত্তৃক অসচ্চেষ্টা নিরাস

আজ শ্রীপরমগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট তিথিতে সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে লোকগণের তাঁহার অপার্থিব কলেবরকে লইয়া স্বার্থের জন্য [illegible] দের শ্রীগুরুপাদপদ্মের বজ্রনির্ঘোষে ঐ অসচ্চেষ্টা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাবাজী মহারাজের সমাধি-প্রদান ও সেবা-বিধানের কথা। পরম গুরুপাদপদ্ম শ্রীল বাবাজী মহারাজ সুরধুনীর তীরে কোলদ্বীপের চড়ায় প্রকটলীলার অবসান করেন। তখন সহর নবদ্বীপের অপস্বার্থপর জনগণ বাবাজী মহারাজের কলেবর গ্রহণপূর্ব্বক তাহা দ্বারা একটি আখড়ার পত্তন এবং ব্যবসা-রূপে ব্যবহারার্থ চেষ্টা বিশেষ হইয়াছিল; কারণ সিদ্ধ মহাপুরুষ বাবাজী মহারাজের নাম সর্ব্বত্র [illegible] সুতরাং তাঁহার সমাধি প্রদর্শন করাইয়া লোকের নিকট অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের অন্তরের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীব্রজপত্তন হইতে যখন প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ঐ সংবাদ অবগত হইয়া তথায় গেলেন, তখন তাহারা সকলেই বিপদ গণিল।

প্রভুপাদ তখনও সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া তিনি বাবাজী মহারাজের একমাত্র কৃপাপাত্র হইলেও উক্ত অপস্বার্থপর জনগণ বিতণ্ডা উঠাইল যে, তাঁহার ত্যক্তগৃহ বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদানের অধিকার নাই। অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ সকলেই যে বাবাজীর বেষ ধারণ করিয়াও বেষের অমর্য্যাদা কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহা একটী ঘটনায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঘটনাটী আমরা "সরস্বতী জয়শ্রী" গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অনেক বাদানুবাদের পর বাবাজীগণ বলিলেন,—'সরস্বতী ঠাকুর সন্ন্যাসী নহেন, সুতরাং ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিকে সমাধি দিবার তাঁহার অধিকার নাই।' প্রভুপাদ উত্তরে বজ্রনির্ঘোষস্বরে বলিলেন,—'আমি পরমহংস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য। আমি সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলেও আকুমার ব্রহ্মচারী এবং বাবাজী মহারাজের কৃপায় কোনও মর্কটবৈরাগীর ন্যায় কদাচার-পরায়ণ ও ব্যভিচারবিশিষ্ট নহি। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত নিষ্কলঙ্কচরিত্র ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। [illegible] বৎসর কাল, কিম্বা ছয় মাস, তিন মাস, এক মাস অথবা অন্ততঃ গত ৩ দিন যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করেন নাই, তিনি এই চিদানন্দ দেহ স্পর্শ করিতে পারিবেন, অপরে স্পর্শ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।' এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্র বাবু (নবদ্বীপ থানার তদানীন্তন দারোগা, পরবর্ত্তী সময়ে ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ; ইনি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন) বলিলেন,—'ইহার প্রমাণ কিরূপে পাওয়া যাইবে?' প্রভুপাদ বলিলেন,—'ইঁহাদের কথায় আমি বিশ্বাস করিয়া লইব।' আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম,—শ্রীল প্রভুপাদের এই কথার পর উপস্থিত বাবাজীবেষধারী ব্যক্তিগণ একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন, দারোগা বাবু অবাক্ হইলেন।"

সমাধি-স্থান

শ্রীল প্রভুপাদ বিচারে এবং ঐ প্রকার অভিমর্ত্ত্য বাক্যে সকলকে নির্ব্বাক করিয়া কুলিয়ার নূতন চড়ায় ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১৭ই নভেম্বর ১৯১৫, উত্থানৈকাদশীতিথিতে মহাজনকৃত 'সংস্কারদীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তিকালে সুরধুনী ঐ সমাধির পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আনিত এবং শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমঠের রাধাকুণ্ডতটে স্থাপিত হইয়াছেন। সমাধির উপর একটী সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রিগণ তাহা দর্শন ও পরিক্রমণ করিয়া থাকেন।

বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে অনেক সময় দৈন্যভরে গঙ্গামৃত্তিকাদি ভক্ষণ করিতেন; তজ্জন্য কোলদ্বীপের নূতন চড়ায় যখন বাবাজী মহারাজের সমাধি স্থাপিত হইয়াছিল তখন কাহার কাহারও বিচার হইয়াছিল,—'তাঁহাকে কাদা-ভোগ দিতে হইবে'; কিন্তু আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাহাদের ঐ মূঢ়তা নিরাস করিয়া যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপকরণদ্বারা বাবাজী মহারাজের সেবা করিবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

আবির্ভাব-স্থান

অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-স্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলার নিকটবর্ত্তী 'বাগ্‌যান'নামক স্থানে। বাক্ বা 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই শিক্ষাই বাবাজী মহারাজের যান বা জীবন, অথবা যিনি সমগ্রবিশ্বে অখিল-চেষ্টার সহিত কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেছেন, সেই গৌরবাগ্‌বিগ্রহ তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের পাত্র—এই রহস্যই বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব ভূমি বিজ্ঞাপিত করিতেছেন।

ব্রজমণ্ডলে

বাবাজী মহারাজ কিছুকাল গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন। তৎপরে জাগতিক যাবতীয় নশ্বর আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চনভাবে কৃষ্ণভজনই যে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা প্রদর্শনকল্পে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজভূমিতে গমন করেন এবং তথায় পরমহংসবেষ গ্রহণপূর্ব্বক ভজনে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে আনুমানিক দুই ক্রোশ দূরে সুর্য্যকুণ্ডে তাঁহার বেষ-গুরুদেবের সমাধি বর্ত্তমান।

গৌড়মণ্ডলে

শ্রীল গৌরকিশোর দাসগোস্বামী বাবাজী মহারাজ বহুকাল ব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিয়া,—

> "শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
> তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

—এই শিক্ষাটী প্রদর্শনকল্পে গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট ভাগবত-শ্রবণ

তিনি নয়টী দ্বীপসমন্বিত নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিতেন। অনেক সময় তিনি গোদ্রুমদ্বীপস্থ (স্বরূপগঞ্জ) শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন। তথায় তিনি যে-স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা এক্ষণেও সংরক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছেন।

"ভৃতকের নিকট পাঠ শুনিতে নাই"

ভৃতকপাঠকের পাঠ শুনিতে তিনি কখনও অনুমোদন করিতেন না। বলিতেন,—ইঁহারা (ভৃতকপাঠকগণ) ভাগবত পাঠ করেন না, কেবল টাকা টাকা করেন। তাঁহার কোলদ্বীপে অবস্থানকালে কোনও প্রসিদ্ধ ভাগবত-ব্যবসায়ী, বাবাজী মহারাজের নিকট ভাগবত পাঠ করিলে অপরের নিকট প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইবে, এবং তাহাতে অর্থোপার্জ্জনেরও সুবিধা হইবে—এই বিচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাবাজী মহারাজের নিকট যাইয়া ভাগবত পাঠ করেন। তিনি চলিয়া গেলে বাবাজী মহারাজ কোনও এক সেবকদ্বারা ঐস্থান গোময়মাহায্যে নিকানের ব্যবস্থা করেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, ভৃতকের নিকট ভাগবত কখনও শুনিতে নাই। শুনিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। বাবাজী মহারাজ ঐ লীলাদ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিলেন।

"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"

কোনও সময়ে পরলোকগত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় বাবাজী মহারাজকে তাঁহার কাশিমবাজারস্থ রাজ-প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য কোলদ্বীপে বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বাবাজী মহারাজ একটি 'ঠৈ'এর নীচে অবস্থান করিতেন। মহারাজের প্রস্তাব শুনিয়া বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"আপনার রাজপ্রাসাদে গেলে আপনার অর্থাদিতে আমার লোভ জন্মিতে পারে, তাহাতে আপনার সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমযুক্তি এই যে, আপনি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজন ও কর্ম্মচারিবৃন্দকে দান করিয়া আমার নিকট আসুন। আমারই ন্যায় আর একটি ঠৈ আপনাকে করিয়া দিব এবং আপনাকে আমারই ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব। তাহাতে আপনার ও আমার উভয়েরই ভজনোন্নতি হইবে। এই উদাহরণ দ্বারা বাবাজী মহারাজ নিষ্কিঞ্চন বাবাজী-ভজনানন্দীর ভজননিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আরও দেখিতে পাই,—

"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

"আমার প্রভু"

বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপ অবস্থান কালেও কখনও স্বরূপগঞ্জে যাইতেন, কখন কখনও বা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে আগমন করিতেন। প্রভুপাদকে তিনি সর্ব্বদাই "আমার প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের বৈরাগ্য দর্শন করিয়া বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"আমার প্রভুর বৈরাগ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি তুল্য; ইহা যেন পাষাণের রেখা।"

বাবাজী মহারাজের শুভেচ্ছা-পূর্ত্তি

বাবাজী মহারাজ কখনও কাহাকেও তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে দিতেন না। কেহ স্পর্শ করিলে তিনি অতিশয় ক্রোধপ্রকাশ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা সকল সময়েই দূর হইতে বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতাম। এক দিন তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার চরণের যাবতীয় ধূলি আমার মস্তকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—'আপনি আমার প্রভুর প্রভু গৌরহরির মনোবাসনা পূর্ণ করুন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করুন। আমি আমার যাবতীয় শক্তি আপনাকে অর্পণ করিতেছি।'" বাবাজী মহারাজের এই শুভ ইচ্ছা যে প্রভুপাদকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছে তাহা পাঠকগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের বার্ত্তা হইতেই অবগত আছেন। ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে প্রায় ৫০টি শুদ্ধভক্তি মঠ ব্যতীত ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতেও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। লণ্ডনে শীঘ্রই ত্রিপুরা মহারাজের সৌজন্যে ও অর্থানুকূল্যে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছেন। তথায়ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজরূপে শ্রীল প্রভুপাদ একদিকে যেমন স্বীয় সেবকগণদ্বারা নবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইতেছেন, অপরদিকে ব্রজধাম-প্রচারিণী সভা প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রজমণ্ডলের সেবোজ্জ্বল্য বিধানপূর্ব্বক গৌরপদাঙ্কপূত স্থানসমূহের স্মৃতি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন। একদিকে বিশেষ সমারোহে গৌরনাম প্রচার, গৌরধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া বিশ্বের জনসাধারণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণপূর্ব্বক গৌরধাম-সেবা; গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সঙ্কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমণ ব্যবস্থা এবং অপরদিকে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে মহামন্ত্র-মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক গৌরকাম পরিপূরণ—এই সর্ব্বতোমুখী সেবাকার্য্য একমাত্র প্রভুপাদের প্রচারকে সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা, শাস্ত্রসংরক্ষণ ও শাস্ত্রপ্রচার প্রভৃতি কার্য্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, প্রদর্শনীদ্বারে মহাপ্রভুর শিক্ষা—ভাগবতের উপদেশ প্রদর্শন, বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে প্রচার প্রভৃতি কার্য্যাবলী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবফলে অতিশয় সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। আজ বাবাজী মহারাজের অপ্রকটতিথিতে তাঁহার শ্রীচরণে এই সকল সন্দেশ নিবেদন ব্যতীত আমাদের আর কোনই সম্বল নাই। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস—এই সকল সন্দেশ ব্যতীত বাবাজী মহারাজের নিকটও আর অধিকপ্রিয় কোন বিষয়ই হইবে না। আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে আরও একটী আনন্দ-সন্দেশ জ্ঞাপন করিতেছি যে, বিভিন্ন টীকা ও তথ্য এবং শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি-সহ যে শ্রীমদ্-ভাগবত-প্রকাশকার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান বর্ষে শেষ হইয়াছে; গত প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসীতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জগদ্বাসীকে তাহা শ্রদ্ধামূল্যে দান করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল প্রভুপাদ এবার উর্জ্জব্রতকালে শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর ও তদীয়কুণ্ডের মাহাত্ম্য স্বয়ং নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছেন। তথায় শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠ প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুঞ্জবিহারীজীউর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল শ্রীরাধিকার প্রিয়া গুণমঞ্জরীর যে কীদৃশ প্রীতিপ্রদ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে।

বিবাহিতগণের কৃত্য

উপসংহারে বাবাজী মহারাজ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বিবাহিতগণের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 'শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী' হইতে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বেশ, শম্ভুবাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই; এখন তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে বিষ্ণু-নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া বৈষ্ণববুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, **তাঁহার প্রতি ভোগ্যবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ন্যূনাধিক সেব্য গুরুবুদ্ধি করিবেন.** তাহা হইলে শম্ভুবাবুর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু; তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন। স্ত্রীকে নিজসেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা বুদ্ধি ... করুন।"

বিরহ গীতি

যে দয়াময় প্রভু বিষকুম্ভ-পয়োমুখতুল্য প্রেয়োবাণীর প্রশ্রয় কখনও না দিয়া, বদ্ধজীবের শ্রুতিসুখকর না হইলেও নিষ্কপট নিঃশ্রেয়সের বাণী কীর্ত্তন করিতেন, যিনি বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থ প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মের বাণী নির্ভীকভাবে কীর্ত্তনের জন্য ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহকে জগদ্গুরুর আসনে স্থাপনপূর্ব্বক অহৈতুক করুণার মহাবারিধি বিস্তার করিয়াছেন, সেই পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুপাদের মহিমা আজ তাঁহার অপ্রকট তিথিতে কি ভাষায় বর্ণন করিব? ক্ষমতাই বা কোথায়? যাঁহাদের ভাষায় অধিকার আছে, তাঁহারাও বলেন,—ঐ প্রকার ভাগবতগণের মহিমা কীর্ত্তনের ভাষা দুর্ল্লভ। আমরা আজ অশ্রুসজলনয়নে কীর্ত্তন করিতেছি,—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীগৌরকিশোর॥"

মাদ্রাজে প্রচার

মাদ্রাজ ১।১১।৩৫

অদ্য পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ টার সময় কেপুরের মহারাজা মোটর যোগে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি গতকল্য মাদ্রাজে আসিয়াছেন এবং আগামী কল্য পুনরায় কেপুরাভিমুখে রওনা হইবেন। মঠে একঘণ্টা কাল থাকিয়া নানা দেশে প্রচার সাফল্যের কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী মাননীয় মহারাজের নিকট প্রচারাদির বিষয় বলিয়াছেন তৎপর মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের নিকট মহারাজের শাস্ত্রাদি বিষয়েও আলাপ হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, ইঁহার অর্থানুকূল্যে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়েছে।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মিঃ লড (Lodd) গোবিন্দদাস ... মহোদয়ের আলয়ে গত ... মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং উক্ত সেবকগণের অন্যতম শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী 'নামভজন'-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কীর্ত্তন শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রভুর ... হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপ... ছিলেন। সকলেই কীর্ত্তন ও বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন।

মিঃ লড গোবিন্দদাস কৃষ্ণদাস ... জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পরলোকগত পিতা ... কৃষ্ণদাস ... প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা ... আনন্দিত হইলাম, মিঃ লড গোবিন্দদাস কৃষ্ণদাস মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য অর্থানুকূল্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অহৈতুকভাবে কৃষ্ণসেবায়ই জীবনের সার্থকতা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২ ৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ২০৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

-:*:-

শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত সেবকবৃন্দ সকলেই তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমরা আজ আনন্দের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের ইচ্ছায়, বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হইয়া প্রায় দেড়মাস পরে গত ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

— — —

রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে, কোলদ্বীপ বা সহর নবদ্বীপে এবং শান্তিপুরে যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণ যাত্রিগণ যাহাতে অল্পব্যয়ে যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য 'ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে' মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণী সাধারণ যাতায়াতের টিকেট ব্যবহার করার মেয়াদ বাড়াইয়া ছয়দিন করিয়াছে। আগামী কল্য ৯ই নবেম্বর হইতে ১২ই নভেম্বর ঐ টিকিট পাওয়া যাইবে এবং যে সমস্ত ষ্টেশন হইতে নবদ্বীপ ঘাট বা শান্তিপুরের দূরত্ব ১৫০ মাইলের অধিক সেই সকল ষ্টেশন হইতেই ঐ টিকিট কাটা হইবে। যাত্রিগণ এই সুবিধা পাইয়া ইহার সদ্ব্যবহার করিলেই অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের সুফল প্রসব করিবে। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর সহরদ্বয়ে উপভোগকর্ত্তৃগণ অনেক 'জিনিষ বা দ্রব্য হয়ত' পাইবেন; কিন্তু আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত থাকা নবদ্বীপে বা শান্তিপুরে আগমনের ফল নহে। নবদ্বীপচন্দ্র গৌরহরির উপদেশ বাণী গ্রহণের সুযোগ না হইলে নবদ্বীপ আসিবার কিছুমাত্র সার্থকতা নাই।

শ্রীচৈতন্যবাণী কর্ণে প্রবিষ্ট না হইলে অচৈতন্যবাণীতে ভরপুর থাকিলে রাসদর্শন হওয়া সম্ভবপর নহে। রাসদর্শনের নামে অন্য কিছু দর্শন হইয়া থাকে। যাঁহারা কাম-কলুষতা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিবাণী অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান বিবর্জ্জিত গোপীজন-কৈতব ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে আসিয়াছেন, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর পাল্যা দাসীগণের আনুগত্যে তাঁহাদেরই অপ্রাকৃত কলেবরে রাসদর্শন সম্ভব। এইজন্য শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈষ্ণববৃন্দ যাত্রি-সাধারণের নিকট নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা আচার-পরায়ণ প্রচারকগণের নিকট ঐ কীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ পান তাঁহাদের জীবন ধন্য হইয়া থাকে।

—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মচারী শ্রীসত্যগোবিন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ, ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্ত শ্রীঠাকুরদাস প্রভৃতি সহ প্রচার করিতেছেন। গত ৩০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, তাঁহারা মান্দালয় প্রভৃতি স্থানে প্রচারের পর বর্ত্তমানে শোয়ে বো (Shwebo) নামক স্থানে প্রচার করিতেছেন। এই স্থানের প্রচার শেষ হইলে তাঁহারা মিচিনা সহরে যাইবেন। মিচিনা শোয়েবো হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং চীন দেশের সীমানার নিকটবর্ত্তী।

— —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গ্রীষ্মের উত্তাপ-প্রপীড়িত ভোগোন্মুখ জনগণ শৈত্যোৎপন্ন স্বচ্ছতা হইতে শারীরিক তেজ ও বলসমন্বিত নবোদ্যম-লাভের জন্য দার্জ্জিলিংএ যাইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্য্য গিরিরাজ হিমালয়ের রবিকর-শোভিত কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল শৃঙ্গ দর্শন প্রভৃতি উপভোগের স্পৃহা সর্ব্বাংসম্পন্ন জনগণকে দার্জ্জিলিংএ আকর্ষণ করে। এই সময়ে ভগবৎপাদপদ্মের পরমোৎকর্ষতা ও চিদ্‌বল-সঞ্চারের বিষয়-জ্ঞাপনার্থই উক্ত সন্ন্যাসি-গণের প্রয়াস। চিদ্‌বল-লব্ধ জনগণের উদ্যম (energy) কখনও নষ্ট হয় না, যে-কোনও অবস্থায় অবস্থিত হইলেও তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠবাণীর সৌন্দর্য্যের নিকট কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য হীনপ্রভ। সুতরাং বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য হওয়া উচিত।

—

জীবতত্ত্ব

মাংসময় স্থূল দেহ, লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম দেহ,
'জীব'-'আত্মা' অতীত সবার,
যাহা অন্তর্হিত হ'লে, দেহ যায় পচে গলে,
দারা, পুত্র কেহ নহে কা'র।

যাহা না হ'লে হায় শ্মশানেতে লয়ে যায়,
ফেলে দেয় জঙ্গলে বা জলে,
লক্ষ অংশ কেশাগ্রের, পরিমাণ সে জীবের
জন্মে, মরে নাহি কোন কালে।

সেত' হয় অবিনাশী, বলে শাস্ত্র তত্ত্বদর্শী,
তা'র নাশ কদাচ ত' নয়,
নাশশীল হয় দেহ, না পারে রাখিতে কেহ,
জীবনান্তে তাহা হয় ক্ষয়।

আত্মা হয় অজ নিত্য, সনাতন চিৎ-সত্ত্বা,
দেহ সনে তার নাহি নাশ,
জীর্ণ দেহ ছেড়ে যায়, নব দেহ পুনঃ পায়,
নর যথা ত্যজে ছিন্ন বাস।

অস্ত্র নাহি তারে মারে, অগ্নি নাহি পুড়ে তারে
জলে দ্রব যাহা নাহি হয়,
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য হয়, শোষ্য, আর্দ্র কভু নয়,
দেহ-নাশে তার নাশ নয়।

আত্মা কভু নহে বিপ্র, ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র,
কিংবা সেত' বৈশ্য কভু নয়,
গৃহী কিংবা ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা বনচারী,
বর্ণাশ্রমী আত্মা নাহি হয়।

আত্মা কৃষ্ণ শক্তি হয়, যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়,
অংশু যথা সূর্য্যের কিরণ,
আত্মা নিত্য কৃষ্ণদাস, ভোগত্যাগ-পরকাশ,
চিন্তাশীল বলে বিজ্ঞজন।

অনাদি কর্ম্মের ফলে, দেহলাভ কালে কালে,
চৌরাশী লক্ষেতে ঘুরে ফিরে
গুরু-কৃষ্ণ কৃপাবলে, কৃষ্ণ-ভক্ত তা'র হ'লে
ঘুচে পাক হ'য়ে ভবে তরে।

কৃষ্ণের অপর শক্তি, যার নাম মহামায়া
ভক্তজীবে সদা দেয় দুঃখ,
কভু কিছু সুখী করে, কভু দুঃখ দিয়া মারে
নাহি দেয় পরামাস্তি সুখ।

যদি কোন ভাগ্যফলে, সাধুকৃপা হ'য় মিলে
কৃষ্ণভক্তি সেই যবে পায়
অচৈতন্য সেবাকালে নিষ্কাম ভক্তি ফলে
সেই জীব ভবে তরে যায়।

শ্রীসত্যানন্দ দাসাধিকারী

জন্মই হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকে, তখন তাহাকে কে ঐ বিষয় শিক্ষা দেয়? তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার তাহাকে ঐ কার্য্যে চালিত করে, এইরূপ প্রতি বিষয়েই আমরা পূর্ব্ব-সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু আমরা সেটা বুঝিতে পারি না। আমাদের যে আরও জন্ম ছিল বা পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেই বিষয়েরই শিক্ষার প্রয়োজন।

আবার, আমরা স্কুল কলেজের শিক্ষা-লাভ করিয়া আজকাল নাস্তিক হইয়া পড়িতেছি। ধর্ম্মকথাগুলিকে 'কু-সংস্কার' বা 'গোঁড়ামি' বলিয়া উড়াইয়া দেই। আজকালের স্কুল-কলেজের শিক্ষা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-লাভের জন্য। কোনরূপে পাশ করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু যদি সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া কোন জ্ঞানই না হয়—অকার্য্য, কুকার্য্য না মানিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ি, তবে তাহার কোন মূল্যই নাই। তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা শিক্ষা দেন, তাঁহারা স্বয়ং তদ্রূপ আচরণ করেন না। গুরু মহাশয় ছাত্রকে পড়াইবার সময় বলেন,—'সদা সত্য কথা বলিবে; চুরি করা বড় দোষ' ইত্যাদি। আর যদি নিজে তদ্বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে ঐ শিক্ষার কি ফলোদয় হয়?

শিক্ষাদাতা কে হইতে পারেন, কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, এই বিষয় বিচার না করায় ঐ সমস্ত কুফল ফলে। তাই আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। আমরা নিজ সন্তানগণকে যে-সমস্ত শিক্ষা দেই, তাহা কেবল মায়ার সেবক হইবার জন্য। আমরা সংসারে ত্রিতাপ-পীড়িত হইয়া নিজেরা যাতনা ভোগ করিতেছি, কিন্তু যদি সংসারে দগ্ধীভূত হইয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া নিজ সন্তানগণকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি তাহা হইলে আমরা কি তাহাদের শত্রু না মিত্র? আমাদের সকলের মঙ্গল-বিধাতা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জগৎ-পিতা শ্রীহরি আমাদের একমাত্র শিক্ষক। তিনি যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাতে কোন কপটতা, বঞ্চনা বা যন্ত্রণা নাই। তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিলে আমরা সর্ব্বতোভাবে লাভবান্ হইতে পারি। তিনি আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আবার সেই সকল কথা আমাদের নিকট শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ শিক্ষকগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সাধু, শাস্ত্র এবং গুরু—এঁরাই আমাদের শিক্ষক।

আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিলে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা করুন। তিনি নিজ আদর্শ-চরিত্রে, আচার ও প্রচার দ্বারা আমাদের যে শিক্ষা দান করিয়াছেন তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর কিছুই নাই। তাঁহার শিক্ষার সার এই যে,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।"

কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে তিনি শিক্ষা দিতেছেন। মায়ার কীর্ত্তনে, বিষয়ের কীর্ত্তনে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কীর্ত্তনে কোন ফল-লাভ হয় না। তা'তে ইহকালেও তৃপ্তি নাই, পরকালেও অনন্ত নরকবাস।

'কৃষ্ণ-ভজন' করিতে তাঁহার দ্বিতীয় উপদেশ। আমরা ভোগী বলিয়া ভোগের আনুকূল্যকারী ব্যক্তিগণের ভজন করি; কিন্তু ভোগেও তৃপ্ত হইতে পারি না অথচ যাহাদের ভজন করি, তাহারাও আমাদের সত্য সত্য ভোগানলে ইন্ধনদান করিতে পারে না। কারণ জগৎ নশ্বর, অনিত্য জগতে অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না। যাহাদিগকে নিজের পরমবান্ধব মনে করিয়া তাহাদের জন্য সর্ব্বস্ব বলি দেই, তাহারা পরিণামে আমাদের অন্ততমঃ নরকবাসেরই রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দেয়।

সুতরাং কৃষ্ণভজন শিক্ষা করা প্রয়োজন—ইহাই তাঁহার তৃতীয় উপদেশ। তজ্জন্য আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। ব্যবসাদার বা অনাচারী ব্যক্তি শিক্ষক হইতে পারেন না। অথবা "আমি সিদ্ধ পরমহংস সুতরাং আমার আচরণের প্রয়োজন নাই। আমি যথেচ্ছাচারী হইতে পারি, তোমরা আমার অনুকরণ করিও না। কেবল আমি যাহা বলি তাহাই কর"—একথা কখনও আচার্য্য উপদেশ করেন না। তিনি স্বয়ং বিধির অতীত হইলেও নিজ অনুগত জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার আদর্শ আচরণ প্রয়োজন নচেৎ তদনুগামী জনগণ তাঁহারই অনুকরণ করিবে। যেহেতু ইহাই নিখিল বেদের অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের বাক্য,—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"
(গীতা)

ছোট হরিদাস সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া হইলেও মহাপ্রভু তাঁহার দোষ পাইয়া চিরতরে তাঁহার মুখ না দেখিয়া কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস এক বৎসরেও মহাপ্রভুর কৃপা না পাইয়া নীলাচল হইতে প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে আত্মহত্যা করেন। আদর্শ-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর ঐসংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

বিশ্ববৈচিত্র্য ?

জগতের সুখে আপনা বিলিয়ে,
ভগবৎস্মৃতি সাগরে মিশায়ে,
আপনারে ভাবে—
"চিরদাস ভবে
আমি যে মোহিনীর।
বেঁচে থেকে মোর যাবে চিরদিন,
ভোগ-সুখ কভু না হইবে ক্ষীণ,
মলিন বদন
না হ'বে কখন
না র'বে নয়নে নীর
সব ধনে ধনী আমি গরীয়ান্,
চিরদিন মোর কাটিবে সমান,
পূরব পুরুষে
পরম হরিষে
অর্জ্জিল যেমতি যশ।
আমিও তেমতি অর্জ্জিব সুযশ,
দেশবাসী মোর হবে সবে বশ,
প্রতাপে আমার
হৃদয়ে সবার
জাগিবে অতীব ত্রাস॥
দিনেকের তরে আমার প্রভাব,
খর্ব্ব না হ'বে, না র'বে অভাব,
মোর দ্বারদেশে
মোর পদ-পাশে
রহিবে সকলে নত।"
শমন-শমন করি অতিক্রম,
হ'বে মুঢ় প্রাপ্ত ভাবে নাক হায়,
ভাবে দুরাচার
গর্ব্ব কভু তার
না হইবে প্রতিহত॥
আজি যেই জন পথের ভিখারী,
কাল সে সাজিয়া রাজ-অধিকারী,
পূর্ব্ব পরিচয়
সব ভুলে যায়
ভাবে আমি চির রাজা।
পর্ণকুটীর-নিবাসী অনাগারে,
চক্রবৃদ্ধিতে আদায়ের তরে,
সাজিয়া শাসক
করিয়া নরক
দেয় তায় ঘোর সাজা।
'ক'কারের কভু দেখেনি আকার,
তেঁহ বিজ্ঞ। কিন্তু সে মালিক টাকার,
পারিষদে কহে
"জ্ঞান মূর্খ রহে
কেন টাকা মানে মানে।
আমি মানী জন সম্মানে কাহার,
কার না পারাও লোন ভাঁড়ার,
[illegible]
নিজ মান লয়ে
ঘরে যায় টাকা গুণে
দেখিয়া বাহারে বলিষ্ঠ আকারে,
জনগণ সবে বরিল সাদরে,—
'দেশের গৌরব
বলিয়া সকলে
ঘোষিছে সম্মান যায়।'
আজি যে দেখেন নিমতলা ঘাটে,
নীত হ'ল এক সুসজ্জিত খাটে,
বন্ধুগণ চায়
সে নিদ্রিত রয়
নিদ্রা ভাঙ্গিবে না আর॥
তাই বলি, সব ইন্দ্রজালোপম,
মায়া দুনিয়াটা ছলনা-চরম,
সেবাই পরম
জীবের ধরম
ভোগত্যাগে দুর্গতি।
জাগতিক আশা মনের ভরসা,
সকলি জগতে শুধুই নিরাশা,
আশাপাশে নরে
বেঁধে কারাগারে
দেয় দেবী মায়া অতি॥
কে আমি এসেছি কোন্ দেশ হ'তে,
হ'বে মোর পুনঃ কোন্ দেশে যেতে,
কেন বা এ বিশ্ব
এবে হয় দৃশ্য
অদৃশ্য কেন বা হ'বে?
চিরদিন সমভাবে ধরাধামে,
হ'বে কি আমার বসতি আরামে,
ভেবে দেখ ভ্রাতঃ
চিন্ত এই তত্ত্ব
ভজ হরি অকৈতবে॥
চিন্ত মনে তব প্রাণ-প্রিয়তমা,
তব প্রতি যার প্রীতি অনুপমা,
ভুলিছে তোমারে
কতই আদরে
প্রাণাধিক ভালবেসে।
যবে তুমি হ'বে প্রাণ-বায়ুহীন,
ভুলিবে তোমারে দেখি সেই দিন,
দিবা অগ্নি তব
ভেবে পাপী শব
না আসিবে কেহ পাশে॥
তাই ভাবি' মোহ-মদিরায় নেশা,
সুজনে করয়ে শ্রীপদ-বঞ্চনা,
দুঃসঙ্গীর জন
না রহে কখন
বাসনা-কুহকে র'তে।
চ'লে যায় কালে ধন জন ছেড়ে,
নিত্য বাসস্থান মনে নাহি করে,
চিরকাল ভবে
সমান না যাবে
কোন মুখে হরি ভজে॥
করুণানিধানে অহৈতুকী মনে,
পালক, পোষক, তারক জেনে
যম নিয়মাদি
আসন সমাধি
ত্যজি' করে মহা-যজ্ঞ।
মনের সহিত হৃষীকসকলে,
অভীষ্ট প্রদানে সেবা সম্ভ্রমে,
শ্রীপদকমলে
সঁপি' প্রাণ-ফুলে
ধামবাসে লভে ভাগ্য॥
—শ্রীরাম কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৩শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৯ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার } ২০৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত পরশ্ব আমাদের শ্রীপরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি শ্রীউত্থানৈকাদশী-পূজা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ-কীর্ত্তনাদি মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঊষঃ ৪ ঘটিকার সময় মঙ্গলারাত্রিকের পর শুক্লবৈষ্ণব-বন্দনানন্তর গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও পরমগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ভক্তিরত্নাকর পাঠ হয়। পাঠান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন ও সিদ্ধ শ্রীল বাবাজী মহারাজের মন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ যখন শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিতেছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ বোর্ডিং এর অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বোর্ডিং এর ছাত্রবৃন্দসহ তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। তৎপরে সকলে একত্রিত হইয়া শ্রীতুলসীমঞ্চ ও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের মন্দির পরিক্রমণ পূর্ব্বক নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হন। শ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমণ-কালে "জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন" গীতিমালা এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল দাস অধিকারী ভক্তিমধুর প্রভুর মূল-গায়কত্বে কীর্ত্তন হইয়াছে।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন-কালে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ যথাক্রমে শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও শ্রীযোগপীঠের মন্দিরসমূহ, শ্রীনৃসিংহমন্দির, শ্রীগৌরকুণ্ড ও শ্রীল মুরারিগুপ্তের শ্রীপাটের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়াছেন। তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অধিক্ষাহরণ-শ্রবণ-সদনে কিছুকাল কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ "ভজন-রহস্য" পারায়ণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী যথাক্রমে পাঠ করিয়া পারায়ণ সমাপ্ত করেন।

অপর হ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে অধিক্ষাহরণ-শ্রবণ-সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীমদ্ ঔড়ুলোমি মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্যমঠের একনিষ্ঠ [illegible] ভক্তকুসুম কানু বাবাজী মহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে বিবিধ মহাজন-পদাবলী এবং পরে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।" এই বিপ্রলম্ভাত্মক কীর্ত্তনটী হইয়াছিল। প্রায় ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাটনা গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণার্থ আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায়ই তাঁহার নিমন্ত্রণ আসে। স্বামীজী ভাগবতশিক্ষা শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা অন্যত্র খুব কমই দৃষ্ট হয়। স্বামীজীর সরল ব্যবহার ও প্রাণস্পর্শী-বক্তৃতায় শ্রোতৃগণের চিত্ত স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া আসামের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয়ও অবসরসময়ে বিভিন্ন স্থানে যাইয়া স্বামীজীর সহিত বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। আসামে শুদ্ধভক্তির বাণী যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন বিদ্ধা ভক্তির বিচারে আবদ্ধ জনগণ প্রবলভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রমশঃই সমস্ত আসাম প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

সেদিন একটী লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠে সংবাদ দেন, শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য .... অদ্বিতীয় বক্তা। তিনি ১২০০৲ টাকার চুক্তিতে সহর নবদ্বীপে বক্তৃতা প্রদান করিতে আসিয়াছেন। তিনি এখানে আসিতেছেন সুতরাং তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনয়ন করা দরকার। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সাগ্রহে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া হরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য সমুৎসুক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহারা সকলকেই সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। 'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান' শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশবাণী তাঁহাদের মস্তকভূষণ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের আনুগত্যে তাঁহারা সকলের নিকটেই নিবেদন করেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

তবে শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ ভাড়াটিয়া-গিরির সমর্থক কখনও নহেন। ভাড়াটিয়াগণ বণিগ্‌বৃত্তি বিশিষ্ট। তাঁহাদের মুখে ভাগবত বাণী কখনও কীর্ত্তিত হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সকলকে সম্মান দিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু এই শ্রেণীর বক্তা বা পাঠকগণের নিকট কিছু শ্রবণে ইচ্ছুক নহেন। শ্রীভগবান্ সুকণ্ঠ স্বর, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাঁহার সেবা করিবার জন্য, তাঁহার জনকল্প সেবোপকরণ পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিবার জন্য নহে। [illegible] ভাগবতপুস্তক ভাড়াটিয়াদিগকে নিষেধ করিয়া সজ্জনগণ উঁহাদের কার্য্য গর্হণ করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশধর বলিয়া পরিচিতগণের মধ্যে যাহারা শ্রীঅচ্যুতানন্দের অনুগামী বা অনুসরণকারী, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য কাহারও কথা গ্রাহ্য নহে। অচ্যুতানন্দ প্রভু কখনও ভাড়াটিয়াদের অনুমোদক নহেন। ভাড়াটিয়াগিরি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নামে পরিচিত হইতে লজ্জিত হওয়া উচিত।

অশ্রুপুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

এই প্রাচীন মত সঙ্গেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা আছে। তজ্জন্য সাধুসঙ্গ সাময়িক এবং সার্ব্বত্রিক—এই বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। অসাধুকে সাধু কল্পনা করিয়া নিজের ভোগসুখের প্রবাহ চালাইতে হইবে না। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

যিনি মনোধর্ম্ম—প্রাকৃতসহজিয়া-বিচার ছাড়াইতে পারিলেন না তাঁহাকে সাধু বলা যায় না। সাধু সঙ্গই সঙ্গ হইতে সকল সুবিধা আসিয়া থাকে। ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতির অভাব হয় না। বিশুদ্ধ ভক্তিদিগকে উপেক্ষা করেন না। তবে অকৈতব হইলেই বিশেষ সুবিধা আছে; নতুবা নিঃশ্রেয়স না হইয়া প্রেয়োলাভের অত্যাগ্রহ গ্রাস করিয়া ফেলে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের পথ বিচার করুন।

মহিষীর ও বৃন্দাবনলীলায় বহুগোপীর ভর্ত্তা। স্বকীয় বিচারে প্রাজাপত্য বিবাহের সর্ব্বোত্তমতা। কিন্তু গান্ধর্ব্বগণের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। গান্ধর্ব্বিকা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গীন সেবায় ব্যস্ত। সিদ্ধগণের মধ্যে অন্যের তাদৃশী সেবায় অধিকার নাই। শান্ত্যাদি চারিপ্রকার রসের উপাসকগণ শুদ্ধভক্ত। মধুররসের উপাসক অভাবযুক্ত অবস্থা হইতে মুক্ত। বিষ্ণু-বিচার না করিয়া এ দেশের কথায় বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণববিচারে পাশ্চাত্যপাণ্ডিত-গণের অবৈধ আক্রমণের ফলস্বরূপ নানাবিধ অসুবিধা পাইবেন। অধম্মাশ্রয়ে অন্য পত্নীগণের প্রচ্ছন্ন অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। পারকীয় বিচার এই জগতে অসম্ভব। অত্যন্ত আকর্ষণফলে তাদৃশ দুর্ঘটনা বিরল নহে। রাবণাদির জগন্মাতার অপহরণে কদ্দুর বিফল প্রয়াস কৃষ্ণ পরম পরমেশ্বর। রাবণের অনূঢ়া বা পরোঢ়া অপহরণের বিচার কৃষ্ণের প্রতি আরোপ করিলে নিরয়গমন হইবে। নারায়ণেরও ইচ্ছা হইল যে গোপীর কৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণসেবা দেখিব। সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রেরও ইচ্ছা হইল তিনি আশ্রয়-বিগ্রহের মাধুর্য্য আস্বাদনার্থ শ্রীনবদ্বীপে প্রাকট্য লাভ করিলেন। ব্রজগোপীগণ, নন্দযশোদা, শ্রীদাম সুদাম, চিত্রক-বকুলাদি, কালিন্দী-পুলিন, যামুন-সৈকত প্রভৃতি প্রিয়বস্তুর আকর্ষণে তাঁহার দণ্ডবিধান হইয়াছিল—দ্বীপান্তরবাস।

অরিষ্টবধান্তে কৃষ্ণ যেমন কুণ্ডে স্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তখন

"ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং
বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য
তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"
(ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শ্লোকের বিচারে তাঁহার মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠের বিচার গ্রহণীয় হইল। শ্রীল রায় রামানন্দের প্রথম দর্শনে কৃষ্ণপাঞ্চালিকা হেমবর্ণে আবৃত দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

"পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব
অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাতে কমলনয়ন॥"

রাধিকা প্রেমকান্তিদ্বারা কৃষ্ণের বর্ণ আবৃত করিলেন।

"হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গুহ্যসেবা—সর্ব্বাঙ্গীন সেবা গৌরচন্দ্র সকল জীবের লভ্য করাইয়াছেন। শ্রীরাধা যে প্রকারে সেবা করেন, তাহা সেবকগণ পান নাই।

"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ সা রাধা।"

তাঁহার সেবা উদ্ধব, নন্দযশোদাদিরও পরম দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। চন্দ্রা, শৈব্যারও তাহাতে অধিকার নাই। কেবল বার্ষভানবীর অনুগত জনেরই অধিকার।

অসুর গো-শরীর ধারণ করিয়া আসিয়া অত্যাচার করিলে কৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। অসুরের গো-রূপ ধারণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বধ মানবনীতির সম্পূর্ণ ব্যভিচার। রজক কংসের বসন মনে করিয়া কৃষ্ণবলরামকে ব্যবহার করিতে দিল না, সেজন্য রজকবধ। রজক স্মার্ত্তনীতিশাস্ত্রের পূর্ণাবতার। চাণূর ও মুষ্টিক কংসের দ্বারপাল, তাহাদের বধ বা রজকহত্যার অন্যায্যতা স্মার্ত্তবিচার। কংস অসুর, বিষ্ণুভক্ত সুর। কৃষ্ণের বধ্যকগণ অসুর। স্মার্ত্তগণ অবৈষ্ণবের শিষ্যতা হেতু অসুরপর্য্যায়ে গণিত।

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং
যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তি-
পরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥"

কুণ্ডের মহিমা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী ললিতাবিশাখাদির প্রিয়দাস্যে সেবাপ্রবৃত্তি লাভ ঘটিবে। তখন শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর ভাষায় তাঁহাদের বহুমানন অভিলাষিক বিষয় হইবে। 'আমি সখী হইবার জন্য ব্যস্ত নহি, সেবক-বিচারে পরিচিত হইতে চাই। ললিতা আমার প্রভু হইয়া যেন শ্রীমতীর প্রীতিবিধান করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাই। মঞ্জরী ভৃত্যা। কৃষ্ণের সেবায় আমি আনন্দ উপভোগ আকাঙ্ক্ষা করি না। শ্রীরাধা-গোবিন্দ সর্ব্বক্ষণ আনন্দ লাভ করুন, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ মিলিত থাকুন।'

১৯০৪।৫ সালে মাদ্রাজে গমনকালে তথায় কোন মায়াবাদী উদ্ভ্রান্ত নৈয়ায়িক বলিয়াছিল,—'কতকগুলি দাসদাসী একজনকে প্রভু সাজাইয়া কৃষ্ণলীলা কল্পনা করিয়াছে।' ভোগ্যবস্তুর ভৃত্য স্ত্রৈণ ব্যক্তি রাধাগোবিন্দের পাদসেবা বুঝিতে পারে নাই। অদ্বৈতবাদ পরিহার করিতে না পারিলে শান্তরসেও স্থাপিত হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত একাত্মতা লাভ করে।

ভক্তগণের পারকীয় ভোগের উৎকণ্ঠা নিবৃত্ত হইতে অনেক ছায়াবাদ আসিয়াছে। তাহাতে 'বিবর্ত্ত' কাৰ্য্যে অ-মান লাভ অতিপ্রেত নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে মূর্খ মায়াবাদীদিগের আত্ম স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মিক পরিচয় অনাত্ম-প্রতীতি থাকায় তাহারা ভক্তগণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডীগণ তাহাদিগকে বহুমানন করে। তাহারা মর্য্যাদাপথে নারায়ণের অর্চ্চনে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু কৃষ্ণসেবা করিতে নারাজ। আমরা যদি চতুর্দ্দশ ভুবনের পরপারে বিরজা ও নারায়ণধাম পার হইয়া অবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তখন,—

'লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা-নিত্যাস্তু জন্তো-
র্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু
নিবৃত্তিরিষ্টা॥'

শ্লোকের মর্ম্ম বিচার করিয়া মর্কট বৈরাগ্য অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হইতে শিখিব। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কেবল মনোধর্ম্মমাত্র।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥"

সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার সুদৃঢ় উৎকণ্ঠা ও যোগ্যতা না হইলে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয় না।

পৈঠাগ্রামে রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলে গোপীগণ সেবা বঞ্চিত হইয়া শ্রীরাধার পদচিহ্নদর্শনে—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

এইরূপ বাক্যদ্বারা সর্ব্বোত্তমা গোপী বার্ষভানবীর সেবার পারতম্য বিচার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সখীস্থলীতে তোষা দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

নিত্যস্বরূপে গোপীর আনুগত্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। স্বরূপের অভিব্যক্তি বাৎসল্য, সখ্য, দাস্যাদি রসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়। বিভিন্নাংশ সাধক জীবের পক্ষে বিকৃত রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

আজকাল সিদ্ধপ্রণালীদান-রূপ ব্যভিচারাবশেষ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সিদ্ধপ্রণালী-দান কপটতা, মায়াবাদ, অহংগ্রহোপাসনা। তাহার ফলে কুৎসিতভাবে এই অন্ধ স্থূলশরীরকে গোপী সাজাইয়া বেশ অহংগ্রহো-পাসনায় লোক ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। দিব্যজ্ঞানের অভাবে তাহাদের দুর্বুদ্ধি চরমসীমায় উঠিয়াছে। সখীভেকীর দল নিতান্ত নির্ব্বোধ।

"সাধনকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

প্রাকৃত অহঙ্কারযুক্ত দেহে কখনও চিদানন্দ হয় না। মন নিগ্রহ করিবার পর অনর্থমুক্ত হইলে জীবের এইরূপ সেবায় অধিকার জন্মে। জড়দেহে চক্ষু সখীর বেশ ধারণ করিলেও সখী হওয়া যায় না। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের ছদ্মনামে প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় দাসগোস্বামীর ঘাড়ে তাহাদের জড়ানুকরণস্পৃহা চাপাইয়া দিয়া শ্রীরূপের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাধসমুদ্রে নারকী হইয়াছে।

'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।'

বিবর্ত্তবুদ্ধিতে চালিত হইলেই ঘোর নরকে পতন।

গৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলায় দয়ার স্বরূপ বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিতে পারিয়া হামবড়া, অহংগ্রহোপাসক মতের মূর্ত্তপ্রতিরূপ মূর্খদল জগতে নানাবিধ ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"
"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

এরূপ বিচার ছাড়িলেই ত' সর্ব্বনাশ? ইহা ছাড়িয়া কি অধিকারে এরূপ ধর্ম্মের ব্যবসায় চলিতেছে? ধর্ম্ম ত' আচরণীয়। তাহার ব্যবসায় কেন? মন্ত্রজপে মনো-ধর্ম্মের নিরাস হয়। তাহাদের মন্ত্রপ্রাপ্তি হইল কোথায়? ফলেন কারণমনুমীয়তে। মনোবৃত্তির দমন না হইলেও বুঝিতে হইবে মন্ত্রপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এরূপ লোককে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রশ্রয় দিয়া নরকের পথ পরিষ্কৃত করা কেন? বরং ধর্ম্মাধিকরণে উহাদিগের যোগ্য দণ্ড-প্রদানই মুখ্য কর্ত্তব্য।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু
যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

কত কোটিবার চুরাশি লক্ষ যোনিভ্রমণে নিরন্তর ক্লেশ পাইয়া যে অতিদুর্লভ ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজীবন লাভ ঘটিল, তাহাতে নিজের প্রকৃত মঙ্গল রাধাগোবিন্দের সেবাচেষ্টা বাদ দিয়া পুনর্ব্বার নানাযোনি-ভ্রমণের চেষ্টায় বুদ্ধিমানের কাজ হইল কি? সর্ব্বতোভাবে রাধাগোবিন্দের সেবকের আনুগত্যে সেবালাভের চেষ্টা সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান না করিয়া তিন লক্ষ হরিনামগ্রহণে কেবল সিদ্ধবৃদ্ধিই ঘটে। এইরূপ

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

সেবোন্মুখের হৃদয়ে বাস্তবজ্ঞানে তাহাতে অজ্ঞানতা থাকিলে কি বিচার কোথায় থাকে? অর্চ্চনকে লক্ষ্য করিয়া নিরীহ আনুষ্ঠানিক রীতি-প্রণালী গ্রহণ করিলে কোন ভক্তের কি সুবিধা হয়?

'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥'

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষকলমে দ্রষ্টব্য)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভজনস্থলে শ্রীচৈতন্যমঠ বর্তমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীর ও সারস্বতগণের ভজনস্থলী। এই মঠেতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্মল ভাগবত-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধভক্ত্যাশ্রমে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্তমান, রক্ষক—শ্রীঅনন্তবিহারী দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্তমান। রক্ষক-শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভোজিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য গোস্বামী ভক্তিসার।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীনয়নানন্দদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঙ্গু, (কাওড়া)

এখানে বহু ভক্তমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কচিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেরশাহী, পোঃ কোতোল, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্যালয়

ফ্রেঞ্চ্ রোড, চৌপাটী ব্রিজ, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাসভবন

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্ড হাউস, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর ব্রাহ্মণ

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্যালয়

অকল্যাণ্ড, দার্জিলিং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REGD. NO C.1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪২, ১১ই নভেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার [২০৭তম সংখ্যা

কাজির সমাধি কলুষিত করিবার চেষ্টা

——::•::——

১৪৪ ধারা জারি

নবোৎ উপলক্ষে কাজীর বংশধরগণ হিন্দুগণের পরম পবিত্র স্থান— মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুগৃহীত ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি-স্থানে কোরবানী প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত করিবে বলিয়া আয়োজন করায় হিন্দু সাধারণ আপত্তি জানাইলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ স্থানে ১৪৪ ধার জারী করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

নদীয়া জেলায় শুয়াপোকার উপদ্রব

নদীয়া জেলার মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে শুয়াপোকার (ঝাঁচার) ভয়াবহ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে গাছপালার পাতা, কলাই মুগ, কপি ও সাকসব্জী প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বৃক্ষাদি পত্রশূন্য ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট নয়পথে রাস্তায় চলাফেরা করাও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে।

খবর পাওয়া গেল, কয়েকদিন পূর্ব্বে পলাশীপাড়া গ্রামের এক বাড়ি (শুয়াপোকার) ঝাঁচার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঝাঁচায় পরিপূর্ণ একটি সজিনাগাছে আগুন ধরাইয়া দেয়। সেই আগুন গৃহের চালে লাগিয়া গৃহখানি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও সংবাদ আসিতেছে যে, লোকে বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত ময়দানে গিয়া আশ্রয় লইতেছে।

বিনোদনগর গ্রামের একজন বালক দুধের সঙ্গে একটী ঝাঁচার (শুয়োপোকার) খাওয়ায়, তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল।

———

নৌকাডুবিতে বহু লোকের প্রাণনাশ

জাবিয়া (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ, নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর ও পূর্ব্বধলা থানার এলাকাধীন কংশনদীর জারিয়া ঝাঞ্জাইল খেয়াঘাটে গত ১৬ই কার্ত্তিক বেলা ১১ ঘটিকার সময় গ্রামগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রায় ৪৫ শত লোক দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত চিতলী ও ডৌয়ানী বিলে মাছ ধরার জন্য গিয়াছিল। তথা হইতে মাছ লইয়া ফিরিয়া আসার সময় তাহারা মাছ ধরার সরঞ্জাম সহ একত্রে নদী পার হওয়ার জন্য খেয়ার মাঝির নিষেধ সত্ত্বেও নৌকায় উঠায় নদীর মধ্যস্থলে নৌকা ডুবি হওয়া বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

১৭ই কার্ত্তিক ১১টার সময় ৮টী মৃতদেহ ঐ স্থানে ভাসিয়াছিল। তাহাদের অভিভাবকগণ আসিয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত লোক মাছ ধরার জন্য ১৫।১৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়াছিল। প্রকাশ, ইহাদের সকলেই মুসলমান।

মাকালের গরিলা যুদ্ধ

আদিস আবাবার সংবাদে প্রকাশ, মাকালের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভয়ঙ্কর গরিলা যুদ্ধ চলিতেছে। তাঁহারা বলেন যে ইতালীয়গণ মাকালে হইতে ১১ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশীর্ষে আসিয়া পৌঁছায় কিন্তু রাসকাসুসা এবং রাস সেয়ুমের সৈন্যদলভুক্ত আবিসিনীয়গণ তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করে। হাবসী সৈন্যগণ ইতালীয় বাহিনীকে বাধা না দিয়া পিছু হটিতে থাকে। রাত্রি হইলেই তাহারা ইতালীয়গণকে আক্রমণ করতঃ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে এই উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করে। আবিসিনীয়গণ সম্মুখ যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া ছোরা বেয়নেট এবং বর্শা হস্তে হামাগুড়ি দিয়া ইতালীয় শাস্ত্রীগণের নিকটে উপস্থিত হয় এবং বিকট গর্জ্জন করতঃ তাহাদের উপর আপতিত হয়।

—

আপীলে প্রাণদণ্ড বহাল

লাহোর হইতে প্রকাশ, মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ মনরো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আব্দুর রশিদের (২০ বৎসর) আপীল অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন।

আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, শহীদগঞ্জ মসজিদ ব্যাপার লইয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলিবার সময় সে একদিন আকবরী গেটে মোতায়েন করনাম সিং নামক জনৈক শিখ কনেষ্টবলকে ছোরা মারিয়া হত্যা করিয়াছিল।

হবিগঞ্জে উল্কাপাত

সোমবার রাত্রি প্রায় ৮টার সময় হবিগঞ্জে উল্কাপাত হয়। উল্কাটী প্রায় ১৫ মিনিট কাল দেখা গিয়াছিল। আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং ঐ সময় সমস্ত সহর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

———

তিন মাইল ব্যাপী দুর্গ আবিষ্কার

কিছুদিন হইল আলিপুরদুয়ারের অন্তর্গত বারবিশাহাটের নিকটবর্ত্তী নীলপাড়া বনে তোরসা নদীর পূর্ব্ব পাড়ে এক বিরাট দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ভুটান ও ইংরেজ অধিকৃত ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই দুর্গে বহু ভগ্ন অট্টালিকা আছে এবং ইহার পরিধি প্রায় তিন মাইল হইবে।

ব্রহ্মে প্রবল বৃষ্টি

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত সোম ও মঙ্গলবার অতি-বৃষ্টির ফলে মেমিওর কোনও কোনও অঞ্চল জলপ্লাবিত হইয়াছে। ম ন্দালয় মেমিও শাখায় আনিসাকান ও থাউগুাউং ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে রেলপথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গত মঙ্গলবার হইতে ঐ শাখায় ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। মোটর গাড়ীতে দুই দিনের ডাক মান্দালয় প্রেরিত হইয়াছে। থাউগুাউংয়ে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রেল লাইন অবরুদ্ধ হইয়াছিল; ডিনামাইট দ্বারা উহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইয়ামেথিন জিলায় এখনও প্রবল বৃষ্টি হইতেছে। পিনমানার চারিদিকে ১০ মাইল স্থানের ধান্যক্ষেত্রসমূহ জলমগ্ন হইয়াছে। পিনমানার নিকটে রেঙ্গুন-মান্দালয় ট্রাঙ্ক রোড ডুবিয়া গিয়াছে জলস্রোতে বহু ঘর ভাসিয়া গিয়াছে এক রমণী জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার বেলা ১ টার সময়ে সুয়েমিন ও পিন্ডের মধ্যে রেলপথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ট্রেণ চলাচল অসম্ভব হইয়াছে। পিনমানা [illegible] ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছে; ঐ শাখায় কতকগুলি ছোট ছোট পোল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং পাঁচ জায়গায় রেলপথ ভাঙ্গিয়াছে।

রেঙ্গুন-মান্দালয় মেল ন হৈবে পাওয়ে ও পুডা ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে বিমান কিংবা নৌকার সাহায্যে মেল পার করা হইতেছে।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪২. ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার। ২১০তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ইটালী আবিসিনিয়া সংবাদ

উত্তর অঞ্চলে হাবসী ও ইটালীয় সৈন্যে আর এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে; ইটালীয় পক্ষের এক সংবাদে প্রকাশ, এই সংঘর্ষে হাবসীদের বহু ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পক্ষেও দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৮জন পদস্থ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট বৃটেন, বেলজিয়ম ও জেকোশ্লোভাকিয়ায় বহু অস্ত্রশস্ত্রের অর্ডার দিয়াছেন। হাবসী সম্রাটের সঞ্চিত সম্পদ ও হাবসী রাসগণের প্রদত্ত অর্থে ঐ সব অস্ত্রশস্ত্রের নগদ মূল্য দেওয়া হইবে গোরাহাই পতনের বিবরণে প্রকাশ যে, ইতালীয় বিমানপোত হইতে বোমাবর্ষণে ভীত হইয়া হাবসীগণ ঐ সহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানে হাবসী সৈন্যাধ্যক্ষ এফি উয়াক গুরুতর আহত হইয়াছেন। জার্ম্মানী হইতে এপর্য্যন্ত ইটালীতে বহু পরিমাণ তৈল রপ্তানী করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দাঙ্গার পরিণাম

ঢাকিয়ায়ের এক সংবাদে প্রকাশ, সহর হইতে অনুমান ৬ মাইল দূরবর্ত্তী লাথাই থানার এলাকাধীন করাব গ্রামে গত রবিবারে একখণ্ড জমিতে ধান কাটা লইয়া দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন লোক নিহত এবং কয়েকজন গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হবিগঞ্জে আনা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, করাব গ্রামের আকাই মিঞা আদালত হইতে ডিক্রীজারী করাইয়া উক্ত জমিখণ্ড ডিক্রী করায় এবং নিজেই উহা ক্রয় করিয়া উহা দখল করে। ঘটনার দিন উক্ত গ্রামের হরগোবিন্দ দাস নামে জনৈক লোক অপর কয়েকজন লোকের সহিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উক্ত জমীতে ধান কাটিবার সময় বাধা দেয়। এই সময় উভয় পক্ষে দাঙ্গা হয়। আকাই মিঞার দলের একজন লোক ঘটনা স্থলে নিহত হয় এবং উভয় পক্ষের কতিপয় লোক গুরুতররূপে আহত হয়

ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নারী

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট গোরক্ষপুর জেলায় অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের বিচারার্থ এক বৎসরের জন্য মিসেস্ রাধাপেয়ারী মাথুরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং মিসেস্ এম এ উডকে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে একত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত বেঞ্চ হিসাবেও বিচার করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। মিসেস্ মাথুর ইতঃপূর্ব্বে এটা জিলায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছেন। তিনি বিচার বিভাগের মিঃ কুনোয়ার বাহাদুরের পত্নী। মিঃ কুনোয়ার বাহাদুর সম্প্রতি এটা হইতে গোরক্ষপুরে বদলী হইয়াছেন।

নদীয়ায় কলেরা

নদীয়া জেলায় নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত দাদুপুর গ্রামে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। কলেরায় এই গ্রামের দুইজন লোক মারা গিয়াছে এবং আরও কয়েকজন আক্রান্ত হইয়াছে। নাকাশীপাড়া থানার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিকটস্থ শিবপুর প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপকভাবে কলেরা দেখা দেওয়ায় সেই অঞ্চলের প্রতিষেধক কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। তদুপরি দাদুপুর গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

ব্যাঙ্কারের গৃহে চুরি

শিলচর হইতে প্রকাশ, সেদিন রাত্রিতে ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত বি সি দত্তের বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। তৎসম্পর্কে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, এসিষ্টাণ্ট ক্লার্ক শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পুরকায়স্থ সেই রাত্রিতে নগদ প্রায় ১০০০৲ টাকা মফঃস্বল হইতে আনিয়া লোহার সিন্দুকে রাখেন এবং তালা বন্ধ না করিয়াই চলিয়া যান। প্রাতঃকালে অফিস ঘরের জানালার লোহার গরাদে কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে দেখা যায় তাহার পাশেই একটি অলঙ্কারের বাক্স পড়িয়া ছিল।

পুলিশ সমস্ত দিন তদন্ত করিয়া রাত্রিতে সন্দেহক্রমে নরেন্দ্রবাবুর চাপরাশী, কুমার সিংহ ও মিস্ত্রি গোপেন্দ্র দেবকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। তাহাদিগকে জামিন দেওয়া হয় নাই। আরও কয়েকজনকে অফিসে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১ই নবেম্বর 'নরকুণ্ডা' নামক ডাকবাহী জাহাজযোগে বোম্বাই হইতে ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৭০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেটবৃটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর এপর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে মোট ২৫১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৯৮৯ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইল।

৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার দাবীতে মামলা

১৯৩১ সালে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ এইচ বৈদী নিজাম বাহাদুরের বিরুদ্ধে ৬ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার দাবীতে বলা হইয়াছে যে, নিজাম সরকার তাঁহাকে নিজামরাজ্যের দণ্ডবিধির ৩৫৫ ধারানুসারে দুইটি ফৌজদারী মামলায় জড়াইয়া গ্রেপ্তার করায়, তাঁহার মানসিক দৈহিক এবং আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।

প্রকাশ, মিঃ বৈদীর বিরুদ্ধে মামলা চলিবার সময় তাঁহাকে ৩ বৎসর জেলে আটক রাখা হইয়াছিল এবং ঐ সময় তাঁহার প্রচুর ক্ষতি ও সুনাম নষ্ট হয়। হায়দ্রাবাদের তৃতীয় সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বে-কসুর খালাস দেন।

ঘণ্টায় ১৮৫ মাইল বিমান চালনা

বোগদাদ হইতে করাচী ১৬০০ মাইল মাত্র ৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে স্যার চার্লস এই পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি ঘণ্টায় প্রায় ১৮৫ মাইল বেগে বিমান চালাইতেছিলেন। বিমানখানি অনেক উচু দিয়া গিয়াছে এবং দূরবীনের সাহায্য ছাড়া দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

আদ্দিস আবাবার উপর বিমান

আদ্দিস আবাবা হইতে প্রকাশ, রাজধানীর অনেক উপর দিয়া একটি বিমানকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। বিমানটি ইটালীয় বিমান বলিয়াই মনে হয়। এই প্রথম ইটালীয় বিমান আদ্দিস আবাবায় পৌছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—উড়িষ্যায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। ধর্ম্মিকা গলগোকঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তের সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-বিদ্রূপ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ‌/১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৶০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। ... /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। ... ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। ...দান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আবেলড্ ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৭২, ১৩ই নভেম্বর ইং ১৯৬৫, বুধবার { ২১০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ডে সন্দেশ

৫।১১।৬৫

গত ৪ঠা নভেম্বর প্রাতে মথুরার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মিশ্র মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন

* * *

গত ৫ই নভেম্বর সোমবার শ্রীরাধাকুণ্ডে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকুঞ্জবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাতঃকাল হইতে শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনাম, কালোচিত লীলা-কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম মধ্যাহ্নলীলার প্রাক্কালে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চন, ভোগরাগ সম্পাদন করান। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও স্থানীয় ব্রজবাসী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, অবসর প্রাপ্ত জজ, কলিকাতা, পণ্ডিত রমণলাল (রাধাকুণ্ড) আনন্দলাল পাণ্ডা, মদন পাণ্ডা, মথুরার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মিশ্র, অবসরপ্রাপ্ত বি-বি-সি-আই রেলওয়ে অফিসার কিষণলালজী এবং বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৭ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন। তথায় বার্ষিক-মহোৎসবাদি সম্পন্ন করাইয়া ১০ই নভেম্বর গয়া গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন। আগামী ১২ই নভেম্বর তথায় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীবিগ্রহ মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি-এল ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে মৈমনসিংহ যাত্রা করেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

বিগত ৭ই নভেম্বর বাঙ্গালোর রামানন্দী মঠের মোহান্ত মহারাজ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেক উচ্চশিক্ষিত সেবকের হরিকথা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মোহান্ত মহারাজকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা শুদ্ধা ভক্তিই বেশী আদরণীয়।

* * *

মাদ্রাজ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এস্ রামচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয় গত ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর তারিখে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কখনও শুদ্ধ ভক্তির কথা শ্রবণ করেন নাই। অপ্রাকৃত নামের বিষয়ও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল।

* * *

মাদ্রাজ ইউনিভারসিটির রিসার্চ বিভাগের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপতি শাস্ত্রী মহোদয় গত ৫ই নভেম্বর তারিখে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রভু তাঁহার নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বলেন,—গীতা-পাঠাদিতে ব্যাকরণ-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন নাই। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ দেবালয়ে গীতাপাঠ করিতেন। তাঁহার পাঠ অশুদ্ধ হইলেও গীতাপাঠে তাঁহার আনন্দ হইত

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, গীতার কোন্ অর্থ জানিয়া আপনার এত আনন্দ?" বিপ্র কহিলেন,—"গুরুর আজ্ঞায় আমি গীতাপাঠ করি, আমি শব্দার্থ জানি না। কিন্তু যখনই গীতাপাঠ করি তখনই অর্জ্জুনের রথে উপদেশ-দানপরায়ণ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন করিয়া এত আনন্দ পাই যে, আমার মন গীতাপাঠ ত্যাগ করিতে চায় না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন,—

"গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥"

পাটনায় প্রচার

গত ১লা নভেম্বর পাটনানিবাসী শ্রীযুক্ত অমরনাথ চাটার্জ্জি (হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত জজ) মহাশয়ের আলয়ে বিজ্ঞজনমণ্ডিত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর স্বামীজী ৭টা হইতে প্রায় ২ঘণ্টা ব্যাখ্যা করেন পাঠের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

* * *

শ্রীসনাতন গোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমন সময় শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিলেন,—মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন। এই পত্র পাইয়া বন্দিশালরক্ষককে মিষ্টবাক্য এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া সনাতন গঙ্গাপার হইয়া পলায়ন করিলেন। পথে দস্যুদলপতির সহ সাক্ষাৎ, ঈশানকে ভর্ৎসনা, হাজিপুরে আগমন, তথা হইতে কাশী আগমন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিতি, সনাতনকে চন্দ্রশেখরের "দরবেশ" বলিয়া সম্বোধন। সনাতন-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রভুর আগমন ও আলিঙ্গন। সনাতন গোস্বামী তথায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণদাস' বুঝাইলেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ সকলের বিচার। অতঃপর পুরুষাবতারের মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও বাল্য-পৌগণ্ড বয়স-ভেদে লীলাসকল এবং কৈশোরলীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন।

পাঠের অন্তে শ্রীমান শরৎ ব্রহ্মচারী সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত সুধাকুমার ঘোষ (স্থানীয় হরিসভার সম্পাদক), শ্রীযুক্ত নবদীপচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি উকীল এবং সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৩ কেশব ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নভেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ [illegible] সন্ধ্যা ৫।১৪ সূর্য্যাস্ত দণ্ডাদি [illegible] [illegible] ৯১।৫১ বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৫।১৪ পর্য্যন্ত ববকরণ।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব

[শ্রীরমণীমোহন সিংহ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার]

বীরভূম জেলা

এই জেলায় উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণভাগটা অনেকটা, সমতল, আবাদোপযোগী জমিও অনেক বেশী। এর সব জমিতে নদী হইতে বড় বড় ক্যানেল দ্বারা জল সরবরাহ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই জেলায়ও অনেকগুলি নদী আছে। তন্মধ্যে উত্তরে ব্রাহ্মণী ও বাঁশলোই নদী দক্ষিণে অজয় ও মধ্যে ময়ূরাক্ষী নদীই প্রধান। বাঁকুড়ার নদীর মত এই সব নদীগুলিতেও বারোমাস জল থাকে না। বেশী বৃষ্টি হইলে প্রবল বন্যায় দেশ প্লাবিত করে; বৃষ্টি কমিয়া গেলে নদীর জলও কমিয়া যায়। বাঁকুড়ায় দারকেশ্বর নদের মত বীরভূম জেলায়ও ময়ূরাক্ষী নদীতে ঐরূপ একটি অতি সুন্দর জল সরবরাহের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

মোর রিজার্ভয়ের প্রজেক্ট

ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণার পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে, দেখা গিয়াছে যে, এই নদীর বন্যার জল কতকটা ধরিয়া রাখিতে পারিলে দুইপার্শ্বে ক্যানেল দ্বারা বীরভূম জেলার সমস্ত পূর্বভাগটা ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশে প্রায় ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে জল সরবরাহ করিতে পারা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে সিউড়ী হইতে প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে মসাঞ্জোর নামক স্থানে এই নদীর উপর প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ একটি পাকা বাঁধ দ্বারা বন্যার কিয়দংশ জল আটকাইয়া রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। নদীটি এখানে দুইটী পাহাড়ের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর তলাতে ও দুইপার্শ্বে পাথর দেখিলে মনে হয়, যেন ভগবান ঐ উদ্দেশ্যেই এই স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বাঁধ দ্বারা এত জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা যাইবে যে তদ্বারা কেবল যে এই ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে শুধু ধান্য উৎপাদনের জন্য জল সরবরাহ করিতে পারা যাইবে এমত নহে, প্রচুর ইক্ষু ও রবি শস্যাদি উৎপাদনের জন্যও যথেষ্ট জল থাকিবে।

মসাঞ্জোরের ১৫ মাইল নীচে থটঙ্গা নামক স্থানে ঐ ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটী ছোট বাঁধ ও দুইপার্শ্বে ক্যানেল তৈয়ার করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বামধারে উত্তর পার্শ্বের ক্যানেল উত্তরাভিমুখে যাইয়া ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়া পাগলা নদীতে গিয়া শেষ হইবে দক্ষিণ পার্শ্বের ক্যানেল সিউড়ীর নিকট যাইবে ও বক্রেশ্বর ও কোপাই নদী অতিক্রম করিয়া বীরভূম জেলার শেষ সীমা পার হইয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় পড়িবে। এই দুই ক্যানেল ও তাহার শাখা-প্রশাখা দ্বারা বীরভূম জেলার সমস্ত পূর্বভাগে ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমভাগে সুচারুরূপে জল সরবরাহ হইবে। ফলে দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর ও কোপাই নদীগুলি ময়ূরাক্ষী নদীর সহিত ক্যানেল দ্বারা সংযুক্ত থাকায়, যখন যে নদীতে জলের অভাব হইবে তখন সেই নদীকে মসাঞ্জোরের সঞ্চিত জল হইতে সরবরাহ করিতে পারা যাইবে। এ স্কীমের [illegible] কার্য্য এখন চলিতেছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

ইহা ছাড়া অজয় নদ হইতে একটী ক্যানেল দ্বারা বীরভূমের দক্ষিণে ও বর্দ্ধমানের উত্তরে প্রায় ১৫০,০০০ দেড় লক্ষ বিঘা জমিতে জল দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বাঁশলোই ক্যানেল দ্বারা বীরভূমের উত্তরাংশে প্রায় ৫০ হাজার বিঘা জমিতে জল সরবরাহ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আরও অনেক ছোট ছোট ক্যানেলের প্রস্তাব হইয়াছে। এই সবগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, বীরভূম জেলার প্রায় সমস্ত জমিতেই জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে ও জলাভাববশতঃ ধান্য নষ্ট হইবে না এবং ফলে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এই জেলা ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চাঁদ কাজীর সমাধিতে ১৪৪ ধারা

MAGISTRATE'S ORDER TO PREVENT OBSTRUCTION, RIOT ETC.

PROCEEDINGS U/S 144 CR. P. C.
KAZI SYED AHAMED AND THE PERSONS NOTED IN THE MARGIN.

1. Kazi Syed Ahamed
2. Kazi Abdul Rasid
3. Kazi Abdul Razak
4. Refal Ostagar
5. Sarbani Mir
9. Dalu Mir
7. Mono Sheik
8. Rajubala Sheik
6. Haki Sheik
10. Asahak Sheik

All of Bamanpukur & all other Mohamedan public in general.

Whereas it has been made to appear to me from the petition filed by Bir Chandra Brahmachari of Sree Mayapur Math and from the report submitted by the Officer-in-Charge of Nabadwip P. S. dated 9-11 35 that you and the other Mohamedan public in general are about to meet and hold a meetting on 11-11-35 (the Saberat day) at Fultala Land or Chand Kazi's Samadhi Land in possession of the Proprietors of Mayapur Math at Bamanpukur P. S. Nabadwip within the local limits of my jurisdiction and to do such other act there which may wound the religious feelings of others and that such act is likely to lead to a serious breach of the Peace and whereas I am satisfied that there are sufficient grounds to proceed against you U/S 144 Cr.P.C. and that speedy remedy is desirable

I do hereby order you not to enter upon the said land known as Fultala or Chand Kazi'sSamadhi at Bamanpukur. You may show cause against this order on or before 18 11-35.

Given under my hand and seal of the court this 9th day of November 1935.

(Sd) G. R. Mukherji
Magistrate in Charge
Ist Class, Krishnagar

কোচবিহার আইন জীবীর সংখ্যা নির্দ্দেশ

জলপাইগুড়ীর সংবাদে প্রকাশ কোচবিহারের রিজেন্সী কাউন্সিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন বার এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ১২৫ এর অধিক হইতে দেওয়া হইবে না। তাঁহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা ১২৫ এর অধিক। আপাততঃ আর নূতন সনদ দেওয়া হইবে না। এখন হইতে যাহারা কোচবিহার রাজ্যে আইন ব্যবসা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন তাঁহাদিগকে এক বৎসর কাল কোন সিনিয়র উকীলের অধীনে শিক্ষানবিশ থাকিতে হইবে।

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
মাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৵০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭৷৷০
পতিরাম	৪৯৲

চিনির দর

সাদা কাশী চিনি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০ ৯৷৷৵০
.. লাল ..	৮৷৷৵০ ৯৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার } ২১১৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রত-মহোৎসব-সমাপনান্তে গত ৭ই নভেম্বর অপরাহ্নে মোটরযোগে দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। তথায় বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। ঐ সময় উক্ত মঠে মহোৎসব চলিতেছিল। সেবকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া পরমানন্দিত ও অত্যধিক উৎসাহে সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মহোৎসব সমাপনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ গত ১০ই নভেম্বর কতিপয় সেবকসহ গয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। গয়ায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও মহোৎসব করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পুনসত্বর ১৪ই নবম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করিবেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-পূজা হইয়াছে। উক্ত বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে গত রবিবার শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দকে এবং সমাগত বহু যাত্রীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতেও শ্রীধামের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত এন. জি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

টাঁসখালি শ্রীগোবিন্দপুরস্থ শ্রীএকায়নমঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসবোপলক্ষে গত শুক্রবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহোদয় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধরমঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে স্থানীয় ভক্তগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। মঠসেবক ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র কঠোর পরিশ্রমের সহিত সেবাকার্য্য করিয়াছেন।

উর্জ্জব্রতকালে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভাগবত-পাঠ, মধ্যাহ্নে গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর ৭টা হইতে ৯॥ পর্য্যন্ত চৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। তাহাতে সহরস্থ অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

* * *

গত ১১ই কার্ত্তিক শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী চৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূট মহামহোৎসব বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন।

গত ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যার পরে লক্ষ্ণৌ সহরের "বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক-সমিতির" প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখার্জ্জি এম্-এ, পি-আর-এস্ মহোদয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বি-এল্ মহোদয় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিবান্ধব মহোদয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য লাভ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অনেকে অকপটে অন্তঃকরণের কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিগণ সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৪ঠা নভেম্বর মহোপদেশক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ মহাশয় চাইবাসায় ট্রেজারী একাউন্টেণ্ট শ্রীযুক্ত আসানচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীগৌড়ীয় অবলম্বনে বেলা ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১০ই নভেম্বর কৃষ্ণনগর ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীমোহন বিশ্বাস শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়া শ্রীনদীয়া-প্রকাশের জনৈক সেবকের নিকট "কাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের উক্ত সেবক তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব ও বিশুদ্ধ সত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির জন্য যে তাহাদের অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন উপাস্য বিগ্রহের কথা বেদে বর্ণিত হইয়াছে, কর্ম্মময়ী অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া তাহাদের অধিকারে চলিতে দেওয়া যে গীতার উপদেশ এবং তারতম্য বিচারে যে বিষ্ণুর উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর উপাস্যের পরতত্ত্ব স্বরূপে যে বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহ কাম্য হইতে পারেন না তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি কপিলের বিরজা-ভূমিকা চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা বিরজা, জ্ঞানিগণের চরমস্থান নির্ব্বিশেষ-লোক এবং বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত শুদ্ধভক্তগণের সেবা-ভূমিকা গোলোক বৈকুণ্ঠের স্বরূপাদি বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

শ্রীশ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে আজ এক সপ্তাহ যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুরে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ তাঁহাদের নিকট অনবরত হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

([illegible] পৃষ্ঠার পর)

যে গোপীগণ [illegible] কি [illegible] [illegible] মধ্যে যেন আমার [illegible] ঘটে; এই আকাঙ্ক্ষাই পঞ্চম পুরুষার্থের শেষ সীমা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ কেশব, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের দার্শনিক মত

গতকল্য আমরা আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্কের আবির্ভাব, ভজন, 'নিম্বার্ক'-নামের কারণ, সনক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সদাচার এবং শ্রীপাদ নিম্বার্কের প্রচারিত সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। অদ্য তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

জীবতত্ত্ব

শ্রীপাদ নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে"—এই সূত্রের ভাষ্যে জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"অংশাংশি-ভাবাজ্জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনা জীবস্যাংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ; 'তত্ত্বমসী'-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ"—ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে" অর্থাৎ সূত্রকার জীব ও পরমাত্মার অংশাংশী ভাব দ্বারা ভেদাভেদ-ভাব প্রদর্শন করিতেছেন,—জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ 'জ্ঞ' ও 'অজ্ঞ'—'ঈশ্বর' ও 'জীব'—উভয়েই অজ এবং নিত্য—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। আবার তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ববেদিগণ দাস এবং ধূর্ত্তগণকেও 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি করেন, অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ বা অংশাংশিভাব-সম্বন্ধ। দশশ্লোকী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—জীব জ্ঞান-স্বরূপ ও অণু-স্বরূপ, অংশ-দেহব্যাপ্তিহেতু জ্ঞান-স্বরূপ, আর চৈতন্যধর্ম্মবশতঃ জ্ঞাতা-স্বরূপ। সূর্য্য যেমন স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ হইয়াও জগৎ-প্রকাশক-স্বরূপ হইয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃধর্ম্মযুক্ত। জীব অণুচৈতন্য—বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের অধীন, জীব সংখ্যায় অনন্ত। প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন, অণুত্ব-প্রযুক্ত জীব মায়িক শরীরের যোগ বিয়োগযোগ্য। জীব যখন মায়া-কবলিত থাকেন, তখন লিঙ্গ ও স্থূল শরীরে যুক্ত, মুক্তাবস্থায় জীব তাহা হইতে বিয়োগ লাভ করেন। সেই জীব ত্রিবিধ—(১) মুক্ত (২) বদ্ধমুক্ত ও (৩) বদ্ধ। যাঁহারা শ্রীহরির পদাশ্রিত, তাঁহারা 'মুক্ত', যাঁহারা পূর্ব্বে মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরু-কৃপায় ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারা 'বদ্ধমুক্ত', আর যাঁহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা স্বীকার-পূর্ব্বক মায়াভোগ করিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা বদ্ধ। মুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধজীবগণ আবার অবস্থা-ভেদে বহু প্রকার। (১) মুক্তগণ পার্ষদ ও পার্ষদানুগত ইত্যাদি অবস্থায় বিবিধ। (২) বদ্ধমুক্তগণ পার্ষদ ও সাধক-ভেদে বিবিধ। (৩) বদ্ধগণ বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষুভেদে বিবিধ। মায়া অনাদি, ভগবদ্বহির্ম্মুখতা প্রযুক্তই জীবের মায়াবন্ধন; সুতরাং একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদেই জীব অনাদি মায়া হইতে মুক্ত হন; অন্য উপায়ে অসম্ভব।

জড়তত্ত্ব

আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের মতে জড় বা অচেতন পদার্থ দ্বিবিধ—কাল ও মায়া। তন্মধ্যে কাল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কাল মায়ার অতীত চিৎস্বরূপ। ভগবদিচ্ছাক্রমে কালের ক্রিয়া। সুতরাং কাল স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, প্রকৃতির অতীত অবস্থায় চিদ্দ্রব্য-বিশেষ, নিত্য বর্ত্তমান, আর প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অন্তর্গত জড়দ্রব্য-বিশেষ। বস্তুতঃ চিৎকালের মায়িক বিকার-দর্শনই মায়িককাল। ছায়াধর্ম্মবিশিষ্টা মায়াপ্রকৃতি চিদ্বিকার মাত্র। তাহা প্রধান ও অবিদ্যাভেদে এবং নিমিত্ত ও উপাদান-ভেদে নানা পর্য্যায়। "অজামেকাং লোহিত-কৃষ্ণশুক্লাং" এই বেদমন্ত্রে মায়ার ত্রিগুণত্ব ভেদাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া তত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তাদিতরত্ব-ভেদ দূর হয়। সমস্ত জড়জগৎ এবং বদ্ধ-জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতনতত্ত্ব।

ঈশ্বরতত্ত্ব

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ,মোহ-তন্দ্রা ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎস্বরূপে নাই। অশেষ-কল্যাণ-রাশি ভগবৎস্বরূপে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। এই অশেষ কল্যাণনিলয় ভগবৎস্বরূপই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পূর্ণ। গোলোকস্থ চতুর্ব্যূহ, পরব্যোমস্থ চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মূল অঙ্গী। তিনি স্বরূপশক্তি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সহিত এবং বামভাগস্থিতা রাধিকাদেবীর কায়ব্যূহস্বরূপ সহস্র সহস্র সখীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিত হন। জীবের নিত্যারাধ্য। তিনি [illegible] অপ্রাকৃতবিগ্রহবিশিষ্ট। প্রাকৃত-রূপাদি-রহিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত চক্ষুর নিকট নিরাকার। আবার অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত চক্ষুর নিকট সাকার। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন এবং ব্রহ্মা শিবাদি দেবেন্দ্রগণের দ্বারা নিত্য বন্দিত।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী

অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মশিবাদিবন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনায় নিন্দা ও নরকপাত প্রভৃত হয়। উপাসনা বা ভক্তি দুই প্রকার—(১) সাধনরূপী অপরা ভক্তি এবং (২) প্রেমলক্ষণা উত্তমা ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি-যাজনের দ্বারা প্রেম-লক্ষণা উত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মঠাদি

উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত কৃষ্ণগড়স্থ সালেমাবাদ নামক স্থানে ইঁহাদের একটী প্রধান মঠ বিদ্যমান, আজমীর হইতে ঐস্থানে যাইতে হয়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়পুরস্থ জায়গঞ্জমঠ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সকল মঠের আদি বলিয়া কথিত হয়। মথুরাস্থিত উবরামঠ, আডেঘাটাস্থ যুগল-কিশোরমঠ, ঢেঁতুয়াস্থ বৈকুণ্ঠপুরমঠ, আসমানপুরমঠ, কেন্দুলীমঠ, লোহাগঞ্জমঠ, আজীমগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট বিনোদলালমঠ, বস্তু নগরমঠ, উলসীমঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ পরমার্থজীমঠ, পুরীতে লোকনাথের নিকট চাঁপাখাওয়ানজীমঠ, কটকে গোপালজীমঠ, বুন্দেলখণ্ডে অতিলবেহারীমঠ প্রভৃতি মঠও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত নিমকাথানায়ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে। প্রকাশ, জয়পুরের রাজার এক হাজার নিম্বার্ক-পল্টন আছে; ইঁহারা কেহই গৃহস্থ নহেন কিন্তু বেতন লইয়া রাজার পল্টনের কাজ করেন।

উপসংহার

সায়নমাধবের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের নাম ও প্রচারিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নাম বা তৎপ্রচারিত মতের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীপাদ রামানুজ ও শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের নাম ও সিদ্ধান্তের বিষয় তাঁহার সন্দর্ভ ও সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কোন নাম উহাতে উল্লিখিত নাই। ইহাতে মনে হয় শ্রীপাদ নিম্বার্ক যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-রচনার বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীবল্লভাচার্য্যের অধস্তনগণ যেপ্রকার 'বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়' বলিয়া একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের গঠন করিয়াছেন, সেইপ্রকার বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোস্বামিবর্গের লীলাসঙ্গোপনের পর বর্ত্তমান নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রচারিত সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও উপাসনাদির অনেকটা সাম্যদৃষ্টে এপ্রকার ধারণা অযৌক্তিক নহে। তবে আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক যে একজন সুপ্রাচীন সাত্বত-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের আচার্য্য তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের পুষ্টিবিধানকারী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেও প্রাচীন সাত্বতাচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্কের প্রচারিত সিদ্ধান্তের বিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের সনৎকুমারের উপদেশ হইতেই পাওয়া যায়।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

-:*:-

নবম দিবসের হরিকথা

২৯শে আশ্বিন—পূর্ব্বাহ্ণ

স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল জীবই হরিচরণ-সেবক। যাঁহারা ভগবানের চরণসেবা করেন তাঁহাদের সেবনধর্ম্ম কম হইয়া আসলে তাঁহাদের সঙ্গে প্রচুর সেবাধর্ম্মে অবস্থিত কৃষ্ণভজনানন্দীদের পার্থক্য হয়। ইঁহারা কোন সময় আধিকারিক দেবতা হন। যেমন ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন, সেই সমস্ত কার্য্য হরিভক্তির মুখ্য বিচার নহে। গৌণ-বিচারে তাঁহাদের যোগ্যতা আছে। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তাহা নিজসেবা হইতে পৃথক্। যাঁহাদের ভজন-সেবাপ্রবৃত্তি ন্যূন হইয়াছে, তাঁহাদের হরিসেবা-প্রবৃত্তি অধিক নাই। আধিকারিক দেব-গণের আলোচনায় ইহার পরিচয়। দেবতা, মনুষ্য বা পশুই হউন, সকলেই ভগবৎসেবক। তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারোচিত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। চেতনধর্ম্ম ভগবৎসেবা ন্যূনাধিক আবৃত হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে আমাদের আধান লক্ষিত হয়।

'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।'

অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণত নিত্যজগৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিতির জ্ঞানলাভই জাগরণ বা চেতনে উদ্বুদ্ধ হওয়া। শ্রুতি তার স্বরে বলিতেছেন,—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

আত্মার বৃত্তি চালনা করিতে বলিতেছেন। আত্মা জাগিলেই হরিসেবা নতুবা অন্য চিন্তা হইয়া যায়। নিত্যকাল-সেবা লাভ করিয়া সফল হও।

'হরি হচরণ' শব্দে—যাঁহা সমস্ত বস্তুকে ধারণ করেন। পূজার আয়োজনায় শ্রীচরণাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাহাতে সেবনধর্ম্ম আরম্ভ হয়। শ্রীহরির আকার, প্রকার, রূপ, গুণ, আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপাদি

আলোচ্য তাহা কিরূপে কোথায় পাওয়া যাইবে? ভগবান্ বলিতেছেন,—

"জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-
সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"

বেদান্তভাষ্য ভাগবতের মধ্যে শ্রীহরির যাবতীয় রহস্য স্পষ্টীভূত রহিয়াছে। বিশেষ-জ্ঞান লাভ না হইলে তিনি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নিষ্ক্রিয় কেবলজ্ঞানী হন। 'বিজ্ঞান' অর্থে বিশেষজ্ঞান বা অনুভূতি। ইহার অভাবে অজ্ঞান পুষ্ট হইলে সদানন্দবর্জ্জিত ভাব। তখন সদানন্দের অন্তঃস্রোত জ্ঞানের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঘেঁসে নেওয়ার কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। বাস্তববস্তুর বিরাগ দর্শন করিলে এবং তাহাতে গুণ-লীলাদি বর্ণিত না হইলে নির্ব্বিশেষ-ভাব আইসে। বিজ্ঞান—পরিকরবৈশিষ্ট্য। সন্বিদা-ভিমানে জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞেয়ের পরিচয় অগ্রাহ্য করিলে গুণময় জগতে আসিতে হয়। বিজ্ঞান, রহস্য, তদঙ্গ আলোচনা ব্যতীত শক্তি বা শক্তি-পরিণাম বুঝিতে পারা যায় না। চিচ্ছক্তিপরিণত জগতে বৈচিত্র্য নাই, এইরূপ বিচার মন্দ প্রসব করে। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থাশক্তির বিষয় চিন্তা না করিয়া বৈচিত্র্যে বাধা দিলে নির্ব্বিশেষ চিন্তা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। 'গৃহাণ গদিতং ময়া।' জ্ঞান কেবল তাঁহার অধিষ্ঠানেই রহিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে অবতরণ করিলেই আমাদের অবগতির বিষয় হয়। আমাদের চিদিন্দ্রিয়ে প্রকাশযোগ্যতা আসে। বস্তুতে বিশেষ-ধর্ম্মের আলোচনার অভাবে নির্ব্বিশেষবাদের জন্ম।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥
(ভাঃ ২।৩।১২)

হরিকথা শুনিতে শুনিতে যে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে আসক্তি প্রভৃতির তরঙ্গসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ জ্ঞান উপস্থিত হইলে আত্মপ্রসাদ আপনি আসে। তাহাতে ইহলোকে ও পরলোকের বিষয়াসক্তি বিনাশ পায়। সেই জ্ঞানের ফলস্বরূপ কৈবল্যের দ্বারা প্রাপ্ত প্রেমসংজ্ঞক ভক্তিযোগও ঐ কথাগুলির শ্রবণ ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না।

রহস্য ও অঙ্গের বিচার-গ্রহণ ব্যতীত কৈবল্য-বোধের বিকৃত ধারণা হয়। জগতে নানাভাবে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব বা বাধা উপস্থিত হয়। জ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করিয়া তদীয় প্রকৃত অবস্থা দর্শন না করিলে নিরস্তবিচারের চিত্তাদেশে অহংগ্রহো-পাসনাদিভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। যেকাল পর্য্যন্ত ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ না হয় ততকাল জাগতিক ধারণার মিশ্রণে অদ্বয়-জ্ঞানের সিদ্ধি মনে করি। নিত্য জগতের আলোচনার অভাবে নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি প্রবল হয়। সবিশেষ-বিচারে হরিচরণপ্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তরে সেবা। 'জ্ঞানং যদা-প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্রম্' গুণজাত জগতের বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অতীব হেয়, সুতরাং ত্যাজ্য; তাহাতে নির্ব্বিশেষ পর্য্যন্ত গতি। 'আত্ম-প্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ'। জ্ঞানের অনুপাদেয়তার অধিষ্ঠান উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানা-নন্দের ক্রিয়া থাকাতে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে সেই হরি-কথা পরিত্যাগ করিয়া অনাত্মপ্রতীতে ব্যস্ত হয়? ভক্তি ত্যাগপূর্ব্বক অভক্তিস্থানে আসিতে কে অগ্রসর হয়? অজ্ঞানী অভক্ত-গণই গুণোর্ম্মিচক্রে প্রতিনিবৃত্ত হইবার যোগ্য। বিজ্ঞানের সহিতই জ্ঞান সুষ্ঠুতা লাভ করে। অনুদ্ঘাটিত ব্যাপারকে উদ্ঘাটিত করাই প্রকৃত কার্য্য।

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।'

বীর্য্যসংবিৎ—যাহাতে মহিমার সম্যক্ জ্ঞাপন হইয়া থাকে অর্থাৎ বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান হয়। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গেই হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন শ্রীহরির বীর্য্যের যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। তাহাতেই শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবভক্তির চরমপর্য্যায় পর্য্যন্ত উদয় হয়। বিজ্ঞান-রহিত জ্ঞানে ভক্তির অস্তিত্ব থাকে না। বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞানেই প্রকৃত ভক্তির অবস্থান এবং তাহারই পর্য্যায়ে প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেমের উদ্ভব।

অঙ্গ—স্বরূপবৈভব। তটস্থা শক্তির পরিণতি জীবে মিশ্রভাব। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ-ভেদে জীবের অবস্থা দুইপ্রকার। পূর্ণজ্ঞানময় পরমপুরুষের রহস্য-জ্ঞানের অভাবে নিরস্ত, অব্যক্ত প্রভৃতিতে বা নিরীশ্বর সাংখ্য বা কেবলাদ্বৈত বিচারে প্রবেশ হইয়া থাকে। মায়া—প্রকৃতি। প্রকৃতিবাদী নাস্তিক। বৌদ্ধগণ মায়াবাদী এবং পঞ্চোপাসনা-প্রণালী-সৃষ্টির মূলকর্ত্তা শঙ্করের মতও মায়াবাদ। ঐ মতাবলম্বী প্রচ্ছন্ন তার্কিক, মুখে বেদমান্য সম্প্রদায়। তাহারা বেদ-প্রতিপাদ্য বিষ্ণুকে স্বীকার করে না, আধিকারিক বিষ্ণুই স্বীকার করে। বৈষম্যবিবর্জ্জিত ব্রহ্মের তারতম্য তাহাদের প্রমাণের বিষয় হয় কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, পূর্ণতম। কেবল জড়গুণ-রাহিত্য বলিলে বিরজায় অবস্থান হয় অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক লক্ষ্য করা হয়, পরব্যোমের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। বিরজায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা আছে। তাহারও স্বেতাবিচারে ভজনীয় বস্তুর সন্ধান নাই। বিরজার পরেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী-দিগের স্থান। তদতীত হইয়া পরব্যোমে নারায়ণধাম ব্যূহচতুষ্টয়যুক্ত। সেই নারায়ণ চতুর্ভুজ, ব্যূহের একত্ব বিধায় মূলবৈকুণ্ঠ-কর্ত্তা স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রভুর বিলাস। বাস্তব বস্তু—নন্দনন্দন। গুণজাত জগতের চিন্তায় যে সকল নাম আছে, তাহা অভিন্ন নহে। গৌণ ও মুখ্য নামের বিচার-গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। ভগবদ্বস্তু নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার সহিত অভিন্ন। ভেদ মায়িক জগতে। হরিচরণ-সেবকের হরি ও নির্ব্বিশেষবাদীর হরি পৃথক্ বস্তু। শেষোক্তটী কাল্পনিক মাত্র, মানবচিন্তার একটা খেয়াল। তাহা ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে তদীয় তনুতা, অঙ্গকান্তি।

হরিচরণ-সেবা রতিপর্য্যায়ে পঞ্চভাগে বিভক্ত। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারীর সম্মিলনে শান্ত্যাদি রসের উদ্ভব। মুখ্য রসপর্য্যায়ের শোভা-সম্পাদনে গৌণরসগুলির পরিপোষকতামাত্র। মুক্ত-জীবের ৫০ গুণ, দেবতার ৫৫, নারায়ণের ও কৃষ্ণের ৬৪ গুণ, শঙ্কর 'উৎপত্ত্যাসম্ভবাধিকরণে' পঞ্চরাত্র গর্হণ করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত মত। ভগবানের নিকট যাহাতে না পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়া এইরূপে ভ্রান্ত মতে মোহিত করিলেন।

'হরি' বলিলে কৃষ্ণ এবং বলদেব হইতে সমস্ত অবতারকেও বুঝায়। গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। মর্য্যাদা-পথের পথিকগণের ন্যূনাধিক জড়ভাব বা আধ্যাত্মিকতার অনুসারে অবতারাবলীর আবিষ্কার। 'হরি নির্গুণ' বলিলে জড়-জগতের গুণরাহিত্য বুঝায়। নির্ব্বিকার নিরাকার ব্রহ্মের বা কেবল জড়গুণরহিত বস্তুর চরণ নাই। ঈশ্বরে কদাপি দেহদেহী ভেদ নাই। হরিকে জড়জগতের ব্যাপার মনে করিলে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য-পর্য্যায়ে গ্রহণ করিলে গোলযোগ হয়।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা গোথরের বিষ্ণুপূজা।

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

আপনাদিগকে অত্যন্ত জ্ঞানবান্ মনে করিয়া তাহারা যোগী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী হয়। ভক্তিযোগ-ত্যাগীদের এবংবিধ দুর্গতি। আধ্যাত্মিকতা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হরিসেবা। শ্রীগৌরসুন্দর-রামানন্দ-সংবাদের বিষয় যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করেন তাঁহারা ভক্তির পর্য্যায়-গুলি বুঝিতে পারেন। হরিই আরাধ্য। হরিকে ত্যাগ করিয়া অজ্ঞান নামক বিকারে প্রবেশ করিলেই সর্ব্বনাশ। রসেই হরিসেবা; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস দ্বারাও হরিদাসগণের প্রকারভেদ।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর দুঃসঙ্গ কদাপি যেন আমাদের গ্রাস না করে। নিত্য-ব্রজবাসিগণকে আক্রমণহেতু জড়ের প্রাকৃত-জনগড্ডলিকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গুরুপদে যে সমস্ত লোক বরণ করিয়াছে, তাহাদের দৌরাত্ম্যের হাত হইতে মুক্তির প্রয়ো-জনীয়তা সর্ব্বাগ্রে। অবতারসমূহের প্রদর্শিত গৌণরস প্রাকৃত গৌণরস মনে করিলে নিতান্ত অমঙ্গলে প্রবেশ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চরণাশ্রিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলেই বিকৃত বিরোধী। হরিসেবা ব্যতীত চক্ষুদর্শনে নিজের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনে চমৎকারের বুদ্ধি প্রদর্শিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগতজনের কেবল ঐ বিচার হইতে নিষ্কৃতি দৃষ্ট হয়।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং
বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিযোগের আবিষ্কার করিলে প্রকৃত-বিষয়রসে মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিতে পারিয়া-ছিলেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের বিবাদ ছাড়িলেন। যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিবার সমস্ত প্রক্রিয়া বর্জ্জন করিলেন। তাপসেরা তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন। জ্ঞানসন্ন্যাসী নির্ভেদব্রহ্মের অনুসন্ধান ত্যাগ করিলেন। কেবল ভক্তিরসই তখন জগতে দৃষ্ট হইত, অন্য কোন রস প্রকাশিত ছিল না। হরি-চরণ-সেবকের একমাত্র আশ্রয় শ্রীচৈতন্যের মায়াবলম্বন। তাহাতেই বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষলতা-গুল্মাদির জন্ম প্রার্থনীয় হইবে। তখন শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করিতে পারা যাইবে।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

সমস্ত শ্রুতি যে মুকুন্দের চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই চরণ আশ্রয়ের জন্য

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৸০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দশম স্কন্ধ ১০৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড – ৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
- ৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
- ১৮। বাদশ-আলবর ।০
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
- ২২। ভজন-রহস্য ॥০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- ২৭। ধৃতকমল্লিকা গুণ-সারঃ সানুবাদ ২৲
- ২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ।০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
- ৩০। দ্বীপ-নির্ণয় দর্পণ ৶০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩৫। গীতমালা ৵১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৪০। শরণাগতি ৵০
- ৪১। গীতাবলী ৵০
- ৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
- ৪৩। সাধনকথা ৵০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
- ৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ০
- ৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
- ৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
- ৬৯। নামভজন ।০
- ৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
- ৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
- ৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
- ৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
- ৭৫। দি ভাগবত ।০
- ৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮০। সাধন-পথ ।০
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
- ৮২। গীতাবলী ৵০
- ৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

রেজিঃ নং সি ১৫৪৪

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪২. ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার [২১২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া রণ

ইটালীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ রণক্ষেত্রে হাবসীবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নাসিবু বিদ্রোহী সৈন্যগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। সংবাদের সত্যতা এখনও ঠিক জানা যায় নাই।

উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকেই হাবসী সৈন্যগণ দ্রুত পশ্চাদবর্ত্তন করিতেছে এবং দক্ষিণের ইটালীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রগমন করিতেছে। তাহারা গোরাহাই-এর ১১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জিজিগা অভিমুখে যাইতেছে। তবে জিজিগার দিকে বারিপাতে ভূমি অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হওয়ায় ইতালীয়দের অসুবিধা হইতেছে। উত্তরে মাকালের ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত আগুলো ইটালী দখল করিয়াছে। দক্ষিণে সাসাবেনেও ইতিমধ্যে ইটালীয়রা অধিকার করিয়াছে।

চীন-জাপান সংবাদ

সাংহাই সংবাদে প্রকাশ, গত ৯ই নবেম্বর সন্ধ্যার গুলির আঘাতে একজন জাপানী নৌ-সৈনিক নিহত হইয়াছে। ইহার ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে মনোমালিন্য আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক অঞ্চলের যে অংশে জাপানীদের বাস, তথায় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ছইশত নৌ-সৈনিককে বিশেষ কর্ত্তব্য পালনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেক পথচারীকে থামাইয়া প্রশ্ন করিয়া এবং তাহাদের শরীর তল্লাসী করিয়া দেখিতেছে।

জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটি বড়ই গুরুতর মনে করেন কারণ বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নানা প্রকার গুজব রটিতেছিল। জাপানীরা নাকি চাপেই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে চায় এবং সাংহাইয়ের নিয়ন্ত্রীকৃত অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক চীনা সৈন্য আসিয়া সমবেত হইয়াছে।

হত্যার অপরাধে দ্বীপান্তর

কালিকট হইতে প্রকাশ, বালুবনদ তালুকের থিরুবেকাপুরম গ্রামের কুনাস নামে জনৈক চেরুমা, বালিয়াকুর আমসোমের নয়াদি নামে এক স্বজাতীয়কে হত্যার অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়। দায়রা জজ মিঃ এ, সি, হায়োস, ঐ মামলার রায় দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, নয়াদি মন্ত্রজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি ছিল এবং অনেকে ভূত ছাড়াইবার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইত। কুনাসের কয়েকটী সন্তান মারা যায় অপর সন্তানগণ ও স্ত্রীর পীড়া হয়। ইহাতে কুনাসের এই ধারণা জন্মে যে তাহার পরিজনগণের মৃত্যু নয়াদির যাদু বিস্তার জন্যই হইয়াছে। ভূত তাড়াইবার জন্য নয়াদিকে সন্তুষ্ট রাখিতে কুনাস ক্রমেই তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য প্রদান করিত।

একদিন কুনাসের স্ত্রী কাতর হইলে কুনাস্ নয়াদিকে ভূত তাড়াইবার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু নয়াদি তাহার অনুরোধে রাজি না হইয়া অনেক টাকা দাবী করে। কুনাস ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। একদিন নয়াদি তাহার স্ত্রীর সহিত তাড়ির দোকান হইতে ফিরিবার সময় কুনাস তাহাকে আক্রমণ করে এবং কাস্তে দ্বারা তাহাকে হত্যা করে।

এসেসরগণের সহিত একমত হইয়া জজ কুনাসকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এবং তাহার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

নোবেল পুরস্কার

খ্যাতনামা জার্ম্মান প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক হান্স স্পেম্যান দেহতত্ত্বে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় ১৯৩৫ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি কয়েকটী নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। অধ্যাপক স্পেম্যান ফ্রেইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক, অধ্যাপক স্পেম্যান কাইজার উইলহেল্ম জীবতত্ত্ব পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর উরজবুর্গ ও রোসটোক বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপক স্পেম্যান অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি যে, পুরস্কার পাইয়াছেন। তাহার পরিমাণ হইতেছে এক লক্ষ বাট হাজার ক্রাউন অর্থাৎ প্রায় ১০৭,৬৬৬ টাকা।

লক্ষ টাকা সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত অনশন

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অর্থসংগ্রাহক কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ জি এ সুন্দরম কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। গত ১৫ দিনে ইহার শরীরের ওজন ১৫ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির উপর নিকট বিবৃতি-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, উহা অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ভঙ্গ করিবেন না।

প্রশান্ত মহাসাগরে পাহাড়ের ধাক্কায় জাহাজ বিদীর্ণ

সিলভার লাইনের "সিলভার হেজেল" নামক জাহাজটি পঞ্চাশ জনেরও বেশী যাত্রী ও মালসহ লাজোন দ্বীপের নিকট বিপন্ন হইয়াছে এক পাহাড়ের সহিত ধাক্কা লাগায় জাহাজ দুইখণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং অর্দ্ধেক অংশ জলমগ্ন হইয়াছে। কয়েকজন আরোহী জাহাজটির সামনের দিকে আশ্রয় লইয়াছে, অনেকে আবার পাহাড়ে গিয়া উঠিয়াছে।

বিপন্নগণকে বাঁচাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলি খুব চেষ্টা করিতেছে কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে জীবনতরীগুলি উক্ত জাহাজের নিকট ভিড়িতে পারিতেছে না। মোটরবোট পাঠাইবার জন্য ম্যানিলায় তার করা হইয়াছে।

সাপুড়ে বালকের অদ্ভুত শক্তি

রামপুরহাটের এক সংবাদে প্রকাশ, নলহাটির একটী দশ বৎসরের বালক সর্পগুলিকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিয়াছে। সে সাপ লইয়া যথেষ্ট নাড়াচাড়া করে। তাহার জন্ম মুসলমান বংশে হইলেও বাল্য হইতেই তাহাকে মা মনসার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। সাপ লইয়া খেলা করিবার সময় বা সাপ ধরিবার সময় বালকটী কোনও মন্ত্র আওড়ায় না, সাপ তাহাকে দংশন করিলেই বালক তাহার মুখের লালা ক্ষত স্থানে লেপন করে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে সর্প দংশনের চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু কোনও সাপের উগ্রতম বিষেও বালকের কোনও ক্ষতি হয় নাই। প্রকাশ, একবার এক গোখরো সাপ বালকটীকে দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকটীর সর্ব্বাঙ্গে বিষ সংক্রমিত হয় এবং সে মাটীতে পড়িয়া যায় বালকের আত্মীয়স্বজন অবিলম্বে বালকের লালা ক্ষতস্থানে লাগাইবামাত্র বালকটি সুস্থ হইয়া উঠে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন ;

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড—৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲ ; ২য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵
২২। ভজন-রহস্য ॥
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তিমঞ্জিকা অপসোরণঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵
৩০। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আবেলয়েড ডিভোসন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪২, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার [২১৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইটালী আবিসিনিয়া সংবাদ

এক সংবাদে প্রকাশ, দাক্ষিণ রণক্ষেত্রে ইতালীয় সৈন্যগণ ফিরিয়া অভিমুখে পলায়নপর হাবসী বাহিনীর দ্রুত পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। ইতালীয়গণ আশা করে যে, কয়েক দিনের মধ্যেই জিজিগা ও হারার হাবসীদের হস্তচ্যুত হইবে।

এদিকে উত্তর রণক্ষেত্রে ও ইতালীয় সৈন্যদল মাকালে হইতে অগ্রসর হইয়া সোকট ডগ চাকা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। খবর পাওয়া গেল, ইতালীয়গণ গোরাহাই আক্রমণে "কাঁদুনে গ্যাস" ব্যবহার করিয়াছিল।

টিগ্রে প্রদেশের অধিবাসীরা বিশ্বাসঘাতক রাস গুগসার শাসন সংক্রে যে মানিয়া লইবে না তাহাদের মনোভাবে এইরূপই মনে হইতেছে। দাক্ষিণ রণক্ষেত্রের সংবাদে দেখা যায়, সেনাপতি রাস নাসিবুর পরিচালনাতেই হাবসী সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিতেছে, সুতরাং রোম হইতে নাসিবুর যে মৃত্যু সংবাদ রটান হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। গোরাহাইতে আহত হাবসী-সেনাপতি জেনারেল আফওয়ার্ক মারা গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

স্টোভ জ্বালাইতে গিয়া মৃত্যু

১৯এ বৈঠকখানা লেন কলিকাতা লেনে মালাবতী দত্ত নাম্নী জনৈকা বিবাহিতা রমণীর স্টোভ জ্বালাইতে গিয়া কাপড়ে ও শরীরে আগুন লাগিয়া যায় তাঁহার শরীরের বহু জায়গা ভীষণভাবে পুড়িয়া যায়; বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বাঁচান যায় নাই।

বসির হাটে নূতন ব্যাধি

২৪ পরগণা জেলার এক সংবাদে প্রকাশ, বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার এলাকাধীন এব নীপুর গ্রামে অকস্মাৎ একটা অদ্ভুতপূর্ব ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই ব্যাধি সম্বন্ধে এযাবৎ কেহ বিশেষ কিছু বলিতে পারে নাই। প্রত্যহ গড়ে প্রায় ২০।৩০ জন আক্রান্ত হইতেছে। এইরূপে রোগটী ২৬।২৫ দিনের মধ্যে নিকটবর্ত্তী প্রায় ১৫ ১৬টী গ্রামে বিস্তারলাভ করিয়াছে। রোগের সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারা গিয়াছে তাহার এই বিবরণে প্রকাশ :—

রোগটী যে কোন সুস্থ ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় আক্রমণ করে। আক্রমণের পূর্ব্বে রোগী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে না. রোগ আক্রমণের পর রোগীর শরীর পায়ের দিক হইতে অবসন্ন হইতে থাকে। পরে চক্ষু অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া সমস্ত শরীর ভীষণভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কম্পনের বেগ এত বেশী যে, যদি ২,৩ জন লোক রোগীকে ধরে, তাহারাও ঐ সঙ্গে কাঁপিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে যদি বসান বা শোয়ান যায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে কতকগুলি রোগী মরিবার পর বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন হেতু রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে।

আক্রমণের পর রোগীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে মাথায় জল ঢালিতে হইবে। এই জল ঢালার পরিমাণ স্থির করা কঠিন। প্রায় ৫০০ শত বা ৫৫০ কলসী জল ঢালিবার পর রোগী কতকটা সুস্থ অনুভব করে ও তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। রোগের স্থিতিকাল প্রায় ৬ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা কাল রোগটী কখনও যে কোন্ সময় আক্রমণ করিবে কেহ বলিতে পারে না। এমন কি একই রোগী দুই তিন বার উক্ত রোগে আক্রান্ত হইতেছে। রাস্তায় চলিবার সময় যাহারা আক্রান্ত হইতেছে, তাহারা সেবা-শুশ্রূষার অভাবে, জলের অভাবে বা লোকের অভাবে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে মারা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে এই অঞ্চলের কেহ একাকী কোন স্থানে থাকিতে সাহসী হয় না। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। লোকে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল ও পাঠশালায় ছেলে আসা বন্ধ হইতেছে।

আমরা এদিকে বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ ও সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, গত দশহরার দিনে যে নয়জন কয়েদী ও আসামী জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। থানায় জেলের মহিলাওয়ার্ডে তাহাদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আসামীদিগকে হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়াসহ উপস্থিত করা হইয়াছিল। শিখ মুসলমানে দাঙ্গা হইবে আশঙ্কায় ম্যাজিষ্ট্রেট কোতোয়ালী অভিমুখে চলিয়া যাওয়ায় মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, গুরু নানকের জন্ম দিবস এবং সন্দীগঞ্জ দিবস উপলক্ষে দাঙ্গা হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

নোট জালের অভিযোগ

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, নোট জাল করা ও এতদুদ্দেশে ষড়যন্ত্র করা এবং উহা জাল করিবার যন্ত্রপাতি রাখার অভিযোগে অম্বিকা মাইতি পঞ্চানন, ভূপতি পণ্ডিত, পূর্ণ পণ্ডিত, ভূপতি মাল ও আরও দুই ব্যক্তি হুগলীর জিলা ও দায়রা জজের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। আসামী বহির দাস মামলায় রাজসাক্ষী হইয়াছে।

মামলার শুনানী উঠিলে পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ পি চক্রবর্ত্তীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, তিন আসামী পঞ্চানন (সনাক্তকরণ) ও ভোলা সামন্তের বিরুদ্ধে গত ২২শে মে তল্লাসী পরোয়ানা প্রাপ্ত হন এবং সহকারী দারোগা ও অন্যান্য কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি সাড়েচার ঘটিকায় বাদশাপুরের পঞ্চাননের বাটীতে পৌঁছান। রাস্তা হইতে ৪ জন তল্লাসীর সাক্ষী যোগাড় করিয়া লওয়া হয়। পঞ্চাননের বাটী গ্রামের একটি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। তাহারা ঐ বাটীতে প্রবেশ করিয়া আসামী কোলানাথকে এক ঘরের বারান্দায় এবং অপর এক বিছানায় একটি বালক ও অপর এক ব্যক্তিকে শুইয়া থাকিতে দেখেন। একটি বিছানা খালি ছিল। অম্বিকা (সনাক্তকরণ) ও বালক কার্ত্তিককে ডাকা মাত্র তাহারা বাহিরে আসে। অন্য একটি বিছানায় কোন স্ত্রীলোক একটি শিশুসহ শুইয়াছিল। সাক্ষী আরও বলেন যে, সাক্ষী টর্চ্চ ও বাতি জ্বালাইয়া বাটী খানাতল্লাসী করেন এবং [illegible] (সাক্ষী ঐ সকল জিনিষ সনাক্ত করেন)। তল্লাসীর সময় বাটীতে পঞ্চাননকে পাওয়া যায় না। অম্বিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অম্বিকা পরে এক বিবৃতি প্রদান করে এবং ঐ বিবৃতি অনুযায়ী পঞ্চানন, কার্ত্তিক, পূর্ণ, নীলমণি, ভূপতি পণ্ডিত, ভূপতি মাল ও বহির দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৩৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৲
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাউল-আউল বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷/০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা গুণলেশসুখদা সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসুসার সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীন-হিন দলন ৷/০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷/০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৷/০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ।॥০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। মহাচাতুর্ম্মাস্য: /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷/০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷/০
৬০। সংখ্যাবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সার: ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়: ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷/০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়: /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৷/০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোথাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাবেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি
তামিল ভাষায় প্রকাশিত
৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৬ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার ২১৩৩ম

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর—স্বীয় অনুকম্পিত মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধ-স্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দসহ গত ১১ই নভেম্বর গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। ষ্টেশনে উক্ত মঠের সেবকগণ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহ আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিলেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু ডেরাডুন এক্সপ্রেসে ১২ই নভেম্বর প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া মঠের অন্যান্য সেবক ও কলিকাতা মহানগরীর ভক্তবৃন্দসহ গত ১৪ই নভেম্বর হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩ই নভেম্বর গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তথায় এক বিরাট্ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবত্ন, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ (উকীল, পাটনা), শ্রীগৌর-চরণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের বহু সেবক উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথজী প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকগণসহ গয়াষ্টেশনে গত ১১ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ দিল্লী হইতে গত ১১ই নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ ঐ দিনই ঢাকা মেলে ঢাকা রওনা হইয়াছেন।

শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ এবার কার্ত্তিকব্রত-কালে শ্রীরাধাকুণ্ড-অবস্থান-সময়ে শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছেন। মথুরায় গত ১৩ই নভেম্বরের তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ঐ কার্য্যে বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি দিল্লীতে কয়েকদিন প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীজানকীনাথ সহ গত বুধবার মথুরায় পৌঁছিয়াছেন। এই স্থানে প্রচারকার্য্য সমাপন করে তাঁহারা আবাগড়, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় গোস্বামী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী দিল্লীতে প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ প্রচারার্থ লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন।

লণ্ডনে প্রচার

গত ১৫ নভেম্বর অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় লণ্ডনের ৪৫ নং পার্ক-লেন ডব্লিউ ওয়ানাস্থিত বিস্তৃত হলে লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "হিন্দুদর্শন" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হিজ এক্সেলেন্সী দি স্প্যানিশ য়্যাম্বাসেডার ও ম্যাডাম পার্দি ডি আয়ালা, হিজ এক্সেলেন্সী দি পর্ত্তুগীজ য়্যাম্বেসেডোর ও ম্যাডাম ডোরো ক্রেস্পেরো, হিজ্ এক্সেলেন্সী নেপালের রাজমন্ত্রী, দেবস্ (২) রাজ্যের মাননীয় মহারাজ ও মাননীয়া মহারাণী সাহেবা, দি অনারেবল্ লেডী ষ্ট্যানলী জ্যাক্সন, দি রাইট অনারেবল লেডি কারমাইকেল অব স্কার্লিং, দি রাইট্ অনারেবল লর্ড ক্লুয়েড, রাজকুমারী সুফিয়া দলীপ সিং, লেডি মার্ক্, লেডি পিন্‌হে, লেডি ডগ্ লাস্ চাম্পনিজ, লোড ব্লোমফিল্ড, স্যার ফিলিপ্, লেডি হার্টগ্, স্যার হারবার্ট্, লেডি পিয়ারসন্, স্যার এড্‌ওয়ার্ড ম্যাক্‌লেগন (পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর), স্যার জন ক্যামিং, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার ম্যালকম্ ব্যানার্জ্জী, বিশপ ও মিসেস্ চ্যাটার্টন, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল শোভাগ্ জাঙ্ থাপা, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ও মিসেস্ সি সি এণ্ডারসন, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ও মিসেস্ নিজ্, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডব্লিউ জি হ্যামিলটন, ডাঃ এস দাস, ডাঃ সীতারাম, ডাঃ ও মিসেস্ ডি এন দত্ত, মিঃ কৃষ্ণমোহন (নেপাল রাজার মন্ত্রীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী), মিঃ ও মিসেস্ ডাব্লিউ ডি ক্রফ (ভারত সচিবের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী), মিসেস্ ক্রফ্, মিঃ ও মিসেস্ জন ডি লা ভ্যালেট্, মিঃ জে সি ফ্রেঞ্চ, মিস্ এম শার্পলস্, মিঃ আর এন নেড়া, মিঃ ও মিসেস্ ডি এইচ্ বোজ্য, মিঃ এফ এচ ব্রাউন, মিসেস্ আলেক্ টুইডী, মিস্ আগাথা হ্যারিসন, মিঃ এফ্ ডাব্লিউ এচ্ স্মিথ, মিস্ অস্‌ওয়াল্ড, মিঃ এফ্ এচ্ পি রিচ্‌টার, মিঃ উইল্ কিন্‌সন্, মিঃ এফ্ মিঃ ওয়াণ্ট, মিঃ এফ্ জি প্রাট্ ও মিসেস্ এইচ এস পোলাক্, মিঃ ও মিসেস্ এইচ্ এম হুইটট্, মিঃ ল্যাম্বেল এগার্ড্, মিঃ ক্রেডাক্ ও ব্র, মিঃ সি জি হ্যানকক, মিসেস্ জ্যাক্ সোলান, মিঃ পি কে দত্ত, মিঃ ও মিসেস্ জে জি ড্রুমোণ্ড, মিস্ মারা ডি লরেডো, মিঃ জে পি ফ্রেচার, মিঃ সুন্দর কাবাডি, মিঃ টি কে রায়, মিসেস্ ভগবান্‌ধাম চাপলেন, মিস্ কার্টন, মিঃ এস্ ব এডওয়ার্ড, মিঃ ও মিসেস্ সি এইচ্ বোমপাস্, মিঃ গুরুসদয় দত্ত, মিঃ জে নেপালপট্, মিঃ ও মিসেস্ নিউহাম্, মিস হ্যামিলিন বি ওয়েলার, ডাঃ ডি পি পুরী, মেসার্স গোয়েন্ ফটোগ্রাফার, মিঃ এস্ সি লাহা, মিঃ আর বি দাস, মিস্ ডাব্লিউ বেচ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোষ্ঠাষ্টমী-তিথিপালন

বালিয়াটী হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি-এ মহোদয় জানাইয়াছেন, বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বিগত ১৮ই কার্ত্তিক শ্রীশ্রীগোষ্ঠাষ্টমী তিথি সংকীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। সায়াহ্নে শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বালিয়াটীর জনাবস্থক ভূম্যধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিজয় মহোদয় এই মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৬০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আদিগুরু শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন-শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা বাণী-ভক্তস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সহ মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) শ্রীনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) জেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশেখর

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ডাকঘর)

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুরকোণ্ডা, পোঃ চরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচাঁদ দাসাধিকারী ভক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩২নং কাশিপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রীমত্তনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুরঞ্জন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোটেশন, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরাস গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

৫০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিত সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক শ্রীমনোহরবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মর্টার হাউস, কলম্বাস গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacner strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

সপ্তকুণ্ডলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম- শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C. 844

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার ২১৪তম সংখ্যা।

ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি

আসামিগণের দণ্ড

পাঠকগণ অবগত আছেন, মহাপ্রভুর ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধিস্থানে কাজীর বংশধরগণ কোর্‌বানী প্রভৃতি করিবে বলিয়া আয়োজন করায় হঠাৎ তদন্ত হইয়া মহকুমা হাকিম উক্ত কাজীদের ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ।৮ ইং ৯।১১।৩৫ তারিখে ১৪৪ ধারা জারী করায় গত ১২।১১।৩৫ তারিখে বামনপুকুর নিবাসী জনৈক মুসলমান উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট আপিল করে। উক্ত আপিল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নাকোচ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী বহাল রাখিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুগৃহীত ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি হিন্দুগণের পরম পবিত্র স্থান বলিয়া প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনকালে এই স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া থাকেন। ইহার পবিত্রতা সংরক্ষণ মানসে শ্রীচৈতন্যমঠের (শ্রীগৌড়ীয়মঠের) ট্রাষ্টিগণ গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের উক্ত কাজির বাড়ী ও সমাধিস্থান ক্রয় করেন। তদবধি উহা তাঁহাদের দখলাধীনে আছে। কিন্তু কাজি সৈয়দ আহম্মদ, কাজি আবদুল ছামদ ও কাজি আবদুল রেজাক্ নামক তিন ব্যক্তি গত ২৭শে আষাঢ় তারিখে ঐ সমাধিস্থান হইতে চুরি করিয়া একটী কাঁঠালগাছ কাটিয়া লইয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া উক্ত সমাধির মালিকগণের পক্ষ হইতে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা ফৌজদারী মামলা গত ২১।৭।৩৫ তারিখে দায়ের করা হয়। কৃষ্ণনগরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, আর, মুখার্জী মহোদয় উক্ত মামলায় বিচার করিয়া গত ১৫ই নভেম্বর হুকুম (রায়) দিয়াছেন। বিচারে আসামীগণের প্রত্যেকের ১৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা (অনাদায়ে ১৫ দিন করিয়া কারাদণ্ড) হইয়াছে।

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

প্রকাশ, দক্ষিণ রণক্ষেত্রে দাগাবুরের নিকট হাবসী সৈন্যদল ইতালীয় বাহিনীকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া ছয়জন ইতালীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও বহু আস্কারী সৈন্যকে হত্যা করিয়াছে এবং ইতালীর ছয়টী ট্যাঙ্ক ও দুইখানি সাঁজোয়া গাড়ী হস্তগত করে। ইতালীয় মেশিনগানের অজস্র গুলীবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া হাবসী সৈন্যগণ ইতালীয় দলকে আক্রমণ করে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হাবসীদের এই আক্রমণে ইতালীয় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে হাবসীগণ ইতালীয় বাহিনীর এক হাজার দেশীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

উত্তর রণক্ষেত্রের এক স্থানে হাবসীরা ইতালীয় সৈন্যদলকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ ও সাধারণ সৈন্যকে হত্যা করিয়াছে। আদ্দিস-আবাবা-জিবুতি রেলপথ রক্ষার জন্য সেনাপতি রাস নাসিবু হারারের উত্তর-পশ্চিম সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। ইতালী সরকারী-ভাবে জানাইতেছে যে, উত্তর রণক্ষেত্রে চারিটি সৈন্যদল দোলো অভিমুখে অগ্রসর করিয়াছে, ইতালীয় দল মাকালের নিকট হাবসীগণের একখানি বিমানপোত হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চারজনের আত্মহত্যা

রাজসাহীর সংবাদে প্রকাশ, আত্রাই অন্তর্গত তেজনন্দীতে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর সরস্বতী (৪০) তাঁহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তান একই সময়ে আত্মহত্যা করিয়াছে তাঁহাদের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য নওগাঁও প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেখানে উহা পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহারা পটাসিয়াম সায়ানাইডের মতো কোন বিষ পাইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করা হয়। এই ঘটনার কারণ এখনও জানা যায় নাই। মৃত নকুলেশ্বর রায় পুঠিয়ার ৪ আনা এষ্টেটের কুমার নরেশনারায়ণ রায়ের সহোদর ভাই। কুমার নরেশনারায়ণ পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছিলেন

সাইকেলে নদীয়া হইতে পেশোয়ার

বহিরগাছি-পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষক ও সভ্য শ্রীযুক্ত বলাই মুখোপাধ্যায় (২২) গত ১৬ই অক্টোবর নদীয়া রাণাঘাট হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ছাড়পত্র লইয়া সাইকেলযোগে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছেন:— বর্দ্ধমান, আসানসোল, ঝরিয়া, কোডারমা, পাটনা, আরা, সাসারাম, বেনারস, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ। সর্ব্বসমেত তাহার প্রায় ৮২৫ মাইল ভ্রমণ হইয়াছে. তিনি পথে বিশেষ কোন বিপদে পড়েন নাই, তবে কোডারমার নিকট একটা পাহাড়ের কাছে একটী প্রকাণ্ড সর্পের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌতে দুই একদিন থাকিয়া পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিবেন। শ্রীযুক্ত বলাই মুখোপাধ্যায় গত বৎসর নদীয়া হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত সাইকেলে গিয়াছিলেন।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

দিল্লীর ২৫ মাইল দূরে দিল্লী আলোয়ার রোডে বাদ্‌সা সেতুর নিকটে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ভাণ্ডসী হইতে গুরগাঁও যাইবারকালে কতিপয় পথিক সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে দূর হইতে লক্ষ্য করে, বাদশাপুরে বাদা সেতুর কাছে একখানি টোঙ্গা দাঁড়াইয়া আছে এবং জনদশেক লোক মারাত্মক অস্ত্র লইয়া টোঙ্গা আরোহীদের আক্রমণ করিয়াছে। কিছু দূরে আরও একব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে লক্ষ্য করা গেল। ইতোমধ্যে ছয়খানি মোটর-লরী ও কতিপয় উষ্ট্রবাহিত শকট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে আক্রমণকারীরা শীঘ্র সরিয়া পড়ে। পথিকেরা সেতুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পায়, বাদশাপুরের সাউকার ও জমিদার লালচাঁদ ও তাঁহার ছয়জন অনুচর রক্তাক্ত দেহে টোঙ্গার মধ্যে পড়িয়া আছে। লালচাঁদ, তাঁহার ভৃত্য পীরু ও বাবু তিনজনেরই মৃত্যু হইয়াছে।

এই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিখনেতার ১৮ মাস কারাদণ্ড

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, বিশিষ্ট শিখ-নেতা সর্দ্দার খড়ক সিং রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিয়ালকোটের এডিসনাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার প্রতি ১৮ মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহাকে 'বি' শ্রেণীর কয়েদী করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সুপারিশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৸০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-অবতার ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
২৭। [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্থপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। [illegible] ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠক্রমঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আবেনডেণ্ড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ | কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫, সোমবার | ২১৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষা-সম্বন্ধে হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থানকালে আগ্রার রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিহারী লাল ভাটনাগর মহাশয়ের নিকট দীক্ষাসম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

পৃথিবীর কথা হইতে দিব্যজ্ঞান পৃথক্ বস্তু। দিব্যজ্ঞান লাভ হ'লে পাপসকল সমাগ্ রূপে ক্ষয় হয়।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভগবানের দাস—এই বিচার হওয়া প্রয়োজন।

শঙ্খ-চক্রাদ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণৈশ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥

—ভগবদ্দাসাত্মক কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ।

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

—মধ্যমাধিকারের লক্ষণ।

আর—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো
মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥

—উত্তমাধিকারের লক্ষণ।

ঈশ্বর-সেবা নিত্যকার্য্য, তা' ছেড়ে অন্য কাজে নিযুক্ত থাকলে সেবা হয় না। সকলে নিত্য-বৈষ্ণব কিন্তু অভিমান ত্যাগ ক'রে নিজসেবায় নিযুক্ত থাকলে সুবিধা হয় না।

মন্ত্র ত্রিবিধ—বৈদিক, পৌরাণিক ও পাঞ্চরাত্রিক।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রোতবর্ত্মনা ॥

অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য করার জন্য পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা। কলিকালে ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ভগবৎসেবায়
হ'য়েছে তার সকল কার্য্যে অধিকার।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ ॥

দুনিয়ার কথা তাৎকালিক। ঈশ্বরনাম নিত্য। তাঁহা বৈকুণ্ঠবস্তু। সংসারমুক্ত হ'বার জন্য বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করা উচিত।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।

জগতের নাম ও নামী পৃথক্ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জল, পাথর প্রভৃতি শব্দগুলি ও তদুদ্দিষ্ট পদার্থ এক নয়, কিন্তু কৃষ্ণ-নাম ও নামী একই বস্তু।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি।

আধিরোহ ও অবরোহ দুই প্রকার বিচার। সূর্য্যের রশ্মি চক্ষে এলে দর্শন হয়—ইহা অবরোহ। আর আমার চক্ষে আমি দেখে নিতে পারি—ইহা আধিরোহ-বিচার। ঈশ্বরের বিগ্রহ যারা স্বীকার ক'রে না, তারা আধিরোহবাদী। সংসারের বিশেষ নষ্ট নষ্ট ক'রে নিতে হ'বে, কিন্তু বাস্তববস্তু নির্ব্বিশেষ নহেন, চিৎসবিশেষ। ঈশ্বরের স্বরূপ নষ্ট ক'রে বিরূপ করতে হ'বে না। নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হ'লে ঈশ্বরের স্বরূপ দৃষ্ট হ'বে।

ভগবানের অবতার ও শক্ত্যাবতার জগতে আসেন। শক্ত্যাবতার গুরুর কার্য্য করেন। অনর্থযুক্তের বিচার অহংগ্রহোপাসনা।

জগতের বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি ঠিক নয়। শরীর-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গ সংসার আনয়ে। ভগবানের সংসার নিত্য—তিনি পতি, পিতা, বন্ধু, দাস ও নিরপেক্ষ—পঞ্চরসের বিষয়। উদাসীন হ'লে ঈশ্বরকে জানা যায় না।

অচেতনের স্থূল আকার, চেতনের আকার অস্বরূপ। তাহা জড়চক্ষে দৃষ্ট হয় না, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষে দৃষ্ট হয়।

পাটনায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি ৮টা হইতে ১০-৩০টা পর্য্যন্ত পাটনা কদমকুয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, উকীল মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ভট্টাচার্য্যের নিকট সপ্তাহব্যাপী মৌনভাবে বেদান্ত-শ্রবণ করিলেন। উপনিষদ্ ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় যে "সবিশেষ-বাদ" তাহা মহাপ্রভু প্রদর্শন করিলেন। তিনি কহিলেন,—মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদীদিগের এই চরটীই মহাভ্রম। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার করিয়া পরাস্ত হইয়া গেলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার নিকট "আত্মারাম" শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন প্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজ দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম শত শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। কদমকুয়া অঞ্চলের জজ, উকীল, মুন্সেফ এবং বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী তথায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

রাধাকুণ্ডতটে কুঞ্জবিহারী-মঠে শ্রীশ্রীরাধাকুঞ্জবিহারী জীউর প্রকট-উপলক্ষে মিলন-গীতি

কিবা শোভা আজি রাধাকুণ্ড-তটে
দেখ গো নয়ন ভরি'।
রাধা সঙ্গে রঙ্গে পরম আনন্দে
মিলিত ব্রজের হরি ॥
ব্রজবাসিগণ আনন্দে মগন
গাহিছে মঙ্গল গান।
তরু-শাখা-পরে গায় পিকগণ
ল'য়ে পঞ্চমে তান ॥
সন্ধানী রাধা গিয়াছে কাটিয়া
অ'ষ্ট-অস্তর-নাশে।
প্রেমময়ী রাধা মিলেছে আসিয়া
শ্রীকুঞ্জবিহারী পাশে ॥
দেবী মন্দিরে আনিয়া রাধিকা
অর্পিল শ্রীহরি-করে।
প্রকাশ করিল মাধুরী-রঞ্জিত লীলা
গুপ্ত যাহা ছিল ব্রজে।
মধুর মিলন হেরিবে নয়নে
ছুটে এস জীবগণ।
নতুবা এমন দুর্লভ জনম
বৃথায় হ'তেছে ক্ষয় ॥
গুরুকৃপা সদা আশ্রয়ে এস
ত্যজিয়া সংসার-কূপ।
শ্রীগুরুপদাশ্রিত প্রেমের নয়নে
হের গো যুগল-রূপ ॥

শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিসার

রাসোৎসবে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আগমন করিয়াছেন। শ্রীমঠ সেবকগণ তাঁহাদের নিকট ভগবৎ-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা-প্রদর্শনার্থ শ্রীমঠে একটী প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ কেশব, সচ্চিদানন্দ সম্বৎসর ৪৪৯

নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে আমাদের নিকট এই প্রকার অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, কোলদ্বীপ বা সহর নবদ্বীপের কোন কোন ব্যক্তি নাকি তাঁহাদিগকে শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিয়া তাঁহারা যাহাতে শ্রীধামে না আসেন, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। সহর নবদ্বীপের যে-সকল কর্ণধার পারঘাটের আয়-বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা ঘটনাটির সন্দেহ করিবেন কি? কেহ কেহ বলেন, মুখে পারঘাটের আয়বৃদ্ধির কথা বলিলেও তাঁহাদেরও একান্ত ইচ্ছা যে, যাত্রিগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে না যাউক। যদি যাত্রিগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইয়া বাস্তব-সত্যের বাণী কর্ণে শ্রবণের সুযোগ পায়, তাহা হইলে তুলনামূলক বিচারে তাঁহারা সহর নবদ্বীপের কৈতবাদি-পন্থার নিন্দা করিবে, এই ভয় অন্তঃকরণে থাকা কিছু অসম্ভব কথা নহে। যে যাহা বলে বলুক, সত্য সূর্য্যকে কেহ করদ্বারা আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবেন না। শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠে গগনভেদী সুউচ্চ শ্রীমন্দির নির্মিত হইবার পূর্ব্বে সহর নবদ্বীপের কোন কোন ব্যক্তি যাত্রিগণকে বলিত,—"মায়াপুর নবদ্বীপ-পারঘাট হইতে ১০।১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান।" এখন ঐ সুউচ্চ মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলো নবদ্বীপকে আলোকিত করে বলিয়া সেই কথা বলিবার আর উপায় নাই। দূরত্ব যে এক ক্রোশের বেশী নহে, যাত্রিগণ সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন।

জনৈক যাত্রী সেদিন আমাদের নিকট 'নবদ্বীপ' নামক একখানা চটি পুস্তক দেখাইয়া গ্রন্থকারের তথ্য জ্ঞানের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন,—'এত ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, নিমাইর অধ্যাপক পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোল বিদ্যানগরে।' কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে,—

"নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥"

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত পর্য্যন্ত পড়েন নাই, তাঁহারা নবদ্বীপ লিখিতে বসেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক কথা! ঐ চটি পুস্তকে আরও অনেক ভুল আছে, তদ্ব্যতীত পর শ্রীকাণ্ডরতার পরিচয়ও কোন কোন স্থানে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উক্ত যাত্রী মহোদয় আমাদিগকে জানাইলেন, এবং বলিলেন,—"যাহারা ঐ প্রকার প্রয়াস করে, তাহারা অপরের অমঙ্গল যতটা বরণ করে, নিজের অমঙ্গল তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে স্বতঃই প্রাণে ভক্তি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই স্থানের বৈষ্ণবগণ কেমন যত্নের সহিত মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাকাহিনী যাত্রিগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর নবদ্বীপ সহরে ভেটের অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না।" তিনি আরও বলিলেন,—"নবদ্বীপে দেখিতে আসিলাম রাস, কিন্তু রাসের পরিবর্ত্তে দেখিলাম ১২।১৪ হাত উচ্চ দেবী-প্রতিমার প্রদর্শনী। এই সকল কি শ্রীকৃষ্ণের রাস? এই সকল দেখিয়া মনে হয়, নবদ্বীপসহর বৈষ্ণবের স্থান নহে, শাক্তের স্থান।" উক্ত যাত্রীর ঐ ন্যায়সঙ্গত কথার আর কি উত্তর হইতে পারে? আমরা তাঁহাকে যত্নের সহিত বসাইয়া 'নবদ্বীপ' বলিতে যে নয়টী দ্বীপকে বুঝায়, গঙ্গার পূর্ব্বপারে যে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ এই চারিটী দ্বীপ এবং গঙ্গার পশ্চিমে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ নামক দ্বীপপঞ্চক আছে, তাহা বর্ণন-পূর্ব্বক প্রত্যেকটী দ্বীপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলাম। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে" মহাপ্রভুর নিজজনদ্বীপে বিবিধলীলার প্রসঙ্গ যে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতি যাত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের 'নবদ্বীপশতকম্' গ্রন্থে এবং 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিক্রমা-প্রসঙ্গে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের বিষয় সুন্দর বর্ণন রহিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "নবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে নবদ্বীপের মাহাত্ম্য সংগৃহীত হইয়াছে। রাজর্ষি শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্ এ, পাস্ত্র, বেদান্তভূষণ মহোদয় "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক যে চমৎকার গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন দ্বীপের বিবরণ ও দর্শনীয় বিষয় অতি সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি নিঃশেষিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের আর এক সংস্করণ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে যে-সকল ভ্রান্তব্যক্তি ভ্রান্তির মোহে জড়িয়ে নিজ মূলভাবে রাখিয়া যাত্রিগণকে ভ্রমপথে চালিত করিতেছে, যাত্রিগণ সহজেই তাহাদের সেই ভ্রান্তির বূহ ভেদ করিয়া প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রকট-পূর্ণিমা—শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমার ৯ দিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ ৯ দিনে ৯টী দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক দ্বীপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তখন সহস্র সহস্র যাত্রী নবদ্বীপের মাহাত্ম্য অবগত হইবার সুযোগ পান।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

-:০:-

দ্বাদশ দিবসের হরিকথা
৩০শে অক্টোবর, অপরাহ্ন

ভক্তিপথযাত্রীর অনুকূল-প্রাতিকূল-বিচার বিশেষ আবশ্যক। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।" ইহাই ভক্তিপথে শরণাগতির প্রথম সোপান। অনুকূল-গ্রহণ ও প্রাতিকূলত্যাগ করিতেই হইবে। সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ শুদ্ধ আত্মার একমাত্র কার্য্য। লিন আত্মা সেবার প্রাতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকরত্নগুলির উদ্দেশ্যবিভাগ অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালায় ১৪শ কিরণমধ্যে ভক্তির বাধক বিষয়গুলি গ্রথিত করিয়াছেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ পত্নীগণের উত্তমগতি জানিয়া নিজাদিগের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীনতা লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেছেন,—

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং
ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং
বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণবস্তুতে ভক্তিশূন্য; সুতরাং আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য, জন্ম, বংশ, বহুদর্শিতা, কুলমর্য্যাদায় ও ক্রিয়াদি-পুণ্যে ধিক্। আমরা অধোক্ষজে বিমুখ, অক্ষজে—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অত্যাসক্ত হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়গুলি অচেতন-গ্রহণে রত হইতেছে। সচেতন ও অচেতন বিচারে আমরা প্রত্যক্ষবাদে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করি। ইহাই 'বস্তুদর্শন'। পরোক্ষ—প্রবল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বাশিষ্ট মনোধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বকে যেরূপ দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা আমরা যেপ্রকার লাভবান্ হই। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কোন ক্ষুদ্রতম বস্তুকে যদি আমরা নেত্রের গোচরে আনিতে পারি, তাহা হইলে আমরা তদ্বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভে সমর্থ হই—ইহাই প্রত্যক্ষবাদ। আমাদের ভোগ ও দেবতার ভোগে পার্থক্য আছে। দেবতার আরাধনা দ্বারা পরোক্ষবাদী জ্ঞানলাভ করিতে পারে। পরোক্ষবাদ ফলাকাঙ্ক্ষা। "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।" বদ্ধজীবের স্বার্থ চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে পুষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তিপথিকগণের কোন অভাবই এখানে পূর্ণ হয় না। পরোক্ষবাদে ইন্দ্রিয়তর্পণই লাভ। ভোক্তার ভোগ্যদ্রব্য সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের যোগ্যতা পায় পরোক্ষবাদের আশ্রয়ে। পাণিনি-ব্যাকরণ বলেন—পরোক্ষে লিট্। অক্ষের ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষিত বস্তু বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তাহা কেবল কর্ণদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতিরিক্ত অপরোক্ষ। তাহা জ্ঞাত বা জ্ঞেয় বস্তুর বিপরীত। জড়বস্তুর বোধরাহিত্য অপরোক্ষ। পরোক্ষবাদীর নিকট হইতে আমরা স্বর্গাদি সুখের বিবরণ পাই। তাহাতে কালধর্ম্মবশে পরিবর্ত্তনশীলতা আছে। একজন অপরোক্ষের ধারণা। তাহার অতীত সেবাধর্ম্ম অধোক্ষজ।

পৃথিবীতে সেবার ছলনা বণিগ্ধর্ম্ম। আমার কর্ম্মত্যাগে উত্তমবস্তু পাইব, এইরূপ বিচার করি। অপরোক্ষানুভূতিতে নির্ব্বিশেষ ভাব। শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা অপরোক্ষবাদ স্থাপিত হয়। বৈষ্ণবেরা শ্রুতিসাহায্যেই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদের নিরাস-পূর্ব্বক অধোক্ষজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অনুভবকারী, অনুভূত ও অনুভবনীয় তিন বস্তুর বিচারে ইঁহাদের চিৎসবিশেষত্বই অধোক্ষজবাদের আলোচনীয়।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং
গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

এই শ্রুতিবচনগুলি দ্বারা জড়সবিশেষ-পরতা নিরস্ত হইয়াছে,—

'যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥'

জড়নির্ব্বিশেষের নিরাস হইলেও চিৎ-সবিশেষের অবিদ্যমানতা প্রতিপাদিত হয় নাই। ঐগুলি এবং আরও সহস্র শ্রুতিবাক্য ভগবত্তত্ত্বের চিৎসবিশেষত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।

অপরোক্ষবিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা একীভূত হয়। 'কেন কং বিজানীয়াৎ।' জড়-নির্ব্বিশেষ হইলে কে কাহাকে জানিবে। এই অবস্থানের উপলক্ষ্যে যে ভগবৎ-

সেবানন্দ আছে তাহা অপরোক্ষবাদীর গোচরীভূত হয় না।

'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥'

—ইহাই ভাগবতের বিচার। জীব স্বরূপতঃ নিত্যপদার্থ। নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যের দিকে—ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে ধাবমান হওয়া মুক্তি নহে। চেতনের কথায় পূর্ণজ্ঞান, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। চেতনের কথা ব্যতীত জগতে মানবজীবন ধারণ করিবার আবশ্যকতা নাই। সচ্চিদানন্দ-বস্তুর গ্রহণ ব্যতীত আমরা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের অধীন থাকিব। আমাদের চেষ্টা গুণজাত অর্থাৎ গৌণ হইবে। সমস্ত শ্রুতিই নির্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বলিয়াছেন।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির এই বচনের বিচারে জড়বিশেষ নিরাস করিয়া চিৎসবিশেষের স্থিররূপে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা আবশ্যক।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

তাঁহার জ্যোতিঃ আসিলে আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়াশক্তির হাত হইতে মুক্তি ঘটিবে। শ্রীহরি মানবের উপকার করিতে বাক্যরূপে আবির্ভূত। শ্রুতিবাক্যে তিনি ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিতেছেন। ভগবানেরই ভোগ্য সমস্ত বস্তু। পার্থিব-বস্তু অপ্রাকৃত-বস্তুর ছায়ামাত্র। ছায়াতে আত্মনিবেশ বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। তাই বলিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষপ্রতিও বরণীয় নয়। তাহার পরবর্ত্তী বিষয়ের পাইবার যত্ন চাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিচার—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে॥"

সমস্তই হরির বস্তু, তাহা ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য, মর্কটবৈরাগ্য করিলে কোনকালে মুক্তি বা স্বরূপসিদ্ধি মিলিবে না।

ব্রহ্মাণ্ডে অমঙ্গল ব্যতীত কিছুই নাই। অভক্তসম্প্রদায় কেবল অমঙ্গলই বরণ করিতেছেন। ভগবদ্ভক্তই একমাত্র চতুর। তাঁহারা অধোক্ষজের সেবাবরণ করেন, অপরোক্ষ লইয়া ব্যস্ত হন না।

"অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা"

ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ বিকৃত করিয়া অপরোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ-বিচার গৃহীত হয়, কিন্তু উহার অধোক্ষজ বিচারে নিত্য চিৎসবিশেষ প্রমাণিত করিতেছে। হরির ভক্ত সঙ্গে সুখী সর্ব্বকালীন চেষ্টা করিলে আমাদের "দিগ্ভ্রমনঃ" ইত্যাদি শ্লোকের আক্ষেপের বিষয় থাকিবে না। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার এষণা থামিয়া যাইবে ও সমস্ত এষণারই সার্থকতা অবিলম্বে ঘটিবে। অধোক্ষজ—"অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন।" যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে ধিক্কারকরিয়া ঊর্দ্ধে বর্ত্তমান। তিনিই আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্। এই সমস্ত বিচারের অভাবে লোকে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর ইত্যাদি সাজিয়া কেবল নশ্বর স্থূলপদার্থের সেবায় নিযুক্ত আছে। তাঁর প্রীতির কার্য্য বাদ দিয়া নিজের পৃথক্ কার্য্যের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে ব্যস্ত হয়। অপরোক্ষের উত্তরাদ্ধে সবিশেষ শ্রুতিবাক্যে আলোচিত হইয়াছে। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহারই অঙ্গকান্তিদ্বারা সমস্তই প্রকাশিত।

নিদ্রাপীড়িত জীব এই জগৎকে আবাসযোগ্য নহে, বিবেচনা করেন। জড়ের বিশেষধর্ম্মে অবরত্ব,হেয়ত্ব প্রভৃতি দেখিয়া ত্যাগ করিতে যান; তাহা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য নহে। তবে তৎসঙ্গে বৈকুণ্ঠের বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করিতে হইবে না। তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইয়া যাইবে।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।"

বিষ্ণুবস্তুকে জলাঞ্জলি করিলে অন্য দেবতার মূর্ত্তি তাঁহার স্থানে উপস্থিত হয়। তাঁহারা আমাদের ভোগবর্দ্ধন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-লাভের জন্য অন্য দেবতাদির উপাসনা। কিন্তু বিষ্ণু নিজে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার ভক্ত মোক্ষাদি সুলভ হইলেও, প্রদান করিতে চাহিলেও গ্রহণ করিতে চাহেন না। সেবাই তাঁহার প্রাণধারণের উপায়।

"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ॥"

অপরোক্ষ বিচারে নির্ব্বিশেষরহিত করিয়া সবিশেষ বিচারে প্রতিষ্ঠিত যে ভগবান্ তাঁহার সহিত অধোক্ষজ ভগবানের পার্থক্য রহিয়াছে। তদীয় বিগ্রহ জড়ময় নহে। তিনি চিদ্বিগ্রহ, কাঠের বা মাটির পুতুল নহেন, প্রত্যুত চেতন—মনুষ্যের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত চিদ্বিগ্রহ। লোকে ব্যাসকে ভ্রান্ত ধারণা করিবে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সম্মানরক্ষার জন্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ব্যাসকে গুরু বলিয়া সম্মান করেন, এইজন্য তাঁহার রক্ষা-কৌশলে মায়াবাদের কল্পনা। কিন্তু তিনিও আচার্য্য। ভগবদাদেশে অসুর-বুদ্ধি-মোহন করিয়া আসুরদর্শন উত্তরোত্তর প্রচলিত রাখিতে প্রেরিত।

"অত্থ্যানি বিত্থ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
মাং চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

প্রকৃত বিচার ও' ব্যাস স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যে সংরক্ষিত করিয়াছেন। তাহাই ও' অধোক্ষজ-বস্তুর বিচার। অধোক্ষজবস্তু সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের আদর্শ হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকেন।

লক্ষ্মীপতিতীর্থ হাড়োওয়ার নিকট নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাহিলে তিনি কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পরদুঃখদুঃখী। তিনি ভাবেন,জগৎ বৈষ্ণব হউক। বৈষ্ণবের বিচার—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-
ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

আপাতঃদর্শনে মাতাপিতাকে দুঃখ দিয়াও তিনি সকল জীবের সংসার-রোগ ঘুচাইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষায় লইয়া গেলেন। বৈষ্ণবের বিচার যাঁহার প্রদত্ত তিনি সরিয়ে নিলেন, আমাদের শোক কেন? ভগবান সর্ব্বদা সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। অধোক্ষজবস্তু পরদুঃখদুঃখী। অধোক্ষজ স্বচরণামৃত দিতে সর্ব্বদা উন্মুখ।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম
উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং
পরম্॥"

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি', বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণ মৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

জীব অধোক্ষজে বিমুখ হইলে অক্ষজজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবিচারে আত্মঘাত লাভ করিয়া থাকে। অতএব এস্থানে চেতনের বৃত্তি অনুসন্ধান সর্ব্বদা দরকার। "জীব জাগ, জীব জাগ" বিচার অনবরত মনে জাগরূক রাখিতে হইবে কৃষ্ণের বৈষ্ণবী হইলে মঙ্গল, জগতের বৈষ্ণবী হইয়া (যাহা জগতের লোকেরা লতোকই হইয়াছেন)—কি লাভ? অধোক্ষজ-পদার্থ নিজের সুখময় সৌন্দর্য্য দেখাইতে প্রস্তুত।

'যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥''

অর্জ্জুনের কাছে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণের গান

সুখ আসে। ইহাই অধোক্ষজ বিচার। জড়জগতের অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আবাহনে ব্রাহ্মণ, মুচি,কুলীন,মলিন বিচার। নৃসিংহদেব বামনদেবের. বামন সন্ধাবদের ও বুদ্ধ শাস্ত্রদের বিচার দেখাইয়াছিলেন। গয়া কীকট দেশ, কীটদেহল প্রদেশ। তথায় বুদ্ধের সংস্থিতিলাভ ও প্রচার। আমাদের দশা হইয়াছে, অধোক্ষজ সেবাবিমুখতাদ্বারা সংসারে বিষয়রসের আস্বাদনলাভের প্রত্যাশা। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় বাদশরস পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকায় তাহার আলোচনাফলে সচ্চিদানন্দবস্তুর আস্বাদন পাইব।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্-
ভক্তিযোগমধোক্ষজে।'

মনুষ্যজ্ঞানের অধীন বস্তুকে ভগবান ভাবিলে পৌত্তলিকতা আসিয়া নারকী করিবে।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"
"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-
পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-
মোহভয়াপহা॥"

সুতরাং সর্ব্ববেদান্তের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণদ্বারা আমাদের কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি আসিবে। তাহাতে অনর্থের উপশম হইলেই মনুষ্যজীবনের পরমপ্রাপ্য পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হইবে।

কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কতিপয় সেবকসহ গত ১৪ই নভেম্বর অপরাহ্ণে গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। তথা হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক প্রমুখ কতিপয় সেবক সহ গত ১৬ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। গতকল্য শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অত্র হইতে ৩ দিনের

৮ কেশব ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নভেম্বর সোম সর্ব্বাশর সন্তরণ কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ রা ৮।৩৭ মধ্য ভূগাদ্যা দিবারাত্র ব্রহ্মযোগ দি ৮।৮ বালবকরণ।

৯ কেশব ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নভেম্বর মঙ্গল স্বাপ্ত প্রত্যায় কৃষ্ণানবমী গোবিন্দ রা ১০।৩৩ মধ্য দি ৭।৫৮ ইন্দ্রযোগ দি ৮।২৩ তৈতিলকরণ।

১০ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর বুধ ভুক্ত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণদশমী মধুসূদন রা ১২।৪০ পূর্ব্বফল্গুনী ভুক্তভাগ দি ৯।২৮ বিষ্কুম্ভযোগ দি ৮।৫২ বণিজকরণ দি ১১।৩৭ গতে বিষ্টিকরণ রা ১২।৪০ গতে ববকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

[illegible] C,1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড } শ্রীমায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ১৯ই নভেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার ২১৫তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্ব্বাচন

গত ১৪ই নভেম্বর পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনের ভোটদান নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এক কয়জন বিশিষ্ট মিঃ ল্যান্সবারি, মিঃ এটলি, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস, মিঃ টমাস, স্যার স্যামুয়েল হোর, মিঃ নেভিল ও স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন, স্যার কিংসলি উড, স্যার জন সাইমন, মিঃ এণ্টনী ইডেন, মিঃ আর এ. বাটলার, স্যার হেনরী পেজক্রফট, মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ লয়েড জর্জ, মিঃ ম্যাক্সটন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ষ্ট্যানলী বলডুইন, মিঃ রান্সিম্যান ও কর্ণেল ওয়েজউডের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে পরাজিত হইয়াছেন মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল, মিঃ ওয়েজউড বেন, মিঃ র‍্যানডল্ফ চার্চ্চিল (চার্চ্চিল পুত্র), মিঃ অলিভার বলডুইন (বলডুইন পুত্র), মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড (ম্যাকডোনাল্ড পুত্র) মিঃ লিওনার্ড মেটাস, স্যার ম্যালকম ক্যাম্বেল ও মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে।

——

ডাক্তারের কারাদণ্ড

ডিব্রুগড়ের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ হাজারিকা নিউবাজার হলের স্বত্বাধিকারী ডাঃ ললিত চন্দ্র দেবকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং অবহেলাপূর্ণ কার্য্যের ফলে ডিব্রুগড়ের গিরীন্দ্র চন্দ্র দে নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানর জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গিরীন্দ্র কিছুদিন হইতে সিফিলিস রোগে ভুগিতেছিল এবং আসামীর চিকিৎসাধীনে ছিল। রোগ সারাইবার জন্য আসামী তাহাকে ইনজেকশন দিত। ঘটনার দিন গিরীন্দ্র আসামীর ডিসপেন্সারীতে ইনজেকশন লইবার জন্য আসে। আসামীও তাহাকে ইনজেকশন দেয় কিন্তু ইনজেকশন দিবার পরই গিরীন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে ও মারা যায়। গিরীন্দ্রের ভ্রাতা ডিসপেন্সারীতে গিয়া গিরীন্দ্রের খোঁজ করে, কিন্তু আসামী বলে যে, গিরীন্দ্র কোথায় আছে, সে তাহা জানে না। সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অপরাহ্নে গিরীন্দ্রের ভ্রাতা পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ আসিয়া ডিসপেনসারী খানাতল্লাস করে এবং ডিসপেন্সারীর প্রাঙ্গণের নিকট গিরীন্দ্রের একটি রুমাল ও একটী জুতা পায়। পর দিন প্রাতে এই সহরের শান্তিপাড়া অঞ্চলে একটি ড্রেণের মধ্যে চটের মোড়া গিরীন্দ্রের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

——

নদীতে সশস্ত্র ডাকাতি

মেঘনা নদীতে এক সুপারি ব্যবসায়ীর নৌকায় সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত ৮ই নবেম্বর রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় মেঘনা বক্ষে চড়পাতীপুর নামক স্থানে একদল সশস্ত্র লোক বড়াকুলের মহাজন শ্রীবিপিনচন্দ্র সাহার সুপারি বোঝাই নৌকা আক্রমণ করিয়া প্রায় ৪০/ মণ সুপারি লুঠ করিয়া মাঝি ভাযুমিঞা প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণকে বাধা দিতে গিয়া আহত হয়। ডাকাতদল নৌকাযোগে নদীবক্ষে অদৃশ্য হয়। রাত্রিতে চাঁদের আলো থাকায় উহাদের কয়েকজনকে নাকি মাঝিগণ চিনিতে পারিয়াছে।

১৪॥ লক্ষ টাকার দাবীতে মামলা

ধানবাদের সাব জজের এজলাসে এক বড় দেওয়ানী মামলার শুনানী হইতেছে। ঐ মামলায় বেনারস-ব্যাঙ্ক বাদী এবং অফিসিয়াল এসাইনী বিবাদী, দাবীর পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাটনার মিঃ পি আর দাশ বাদীপক্ষ এবং কলিকাতার মিঃ বি সি মুখার্জ্জি বিবাদী পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, যে ষষ্ঠীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর চারি ব্যক্তি ১৯১১ সালে কলিকাতায় মেসার্স লায়েক এণ্ড ব্যানার্জ্জি নামক কয়লার কারবার চালাইতেছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের কতক সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধ রাখেন। পরে তাঁহারা দেউলিয়া সাব্যস্ত হন এবং তাঁহাদের সম্পত্তি অফিসিয়াল এসাইনীর হস্তে ন্যস্ত হয়। অতঃপর উভয় পক্ষ এবং দেউলিয়াদের কোন কোনও আত্মীয় এক আপোষনামা সম্পাদন করেন; পরে এক অছিনামা সম্পাদিত হয় উহাতে এই মর্ম্মে সর্ত্ত থাকে যে, ঐ ফার্মের দেনা পরিশোধ করা হইবে; সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবার পর ব্যাঙ্কের প্রাপ্য পরিশোধ করা হইবে; উক্ত ব্যাঙ্ককে চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ১১ টাকা সুদ দেওয়া হইবে। ঐ সমস্ত দেনা পাওনার ফলে ১৯১৩ সাল হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা চলিতেছে। ঐ সমস্ত মামলার ফলে বর্ত্তমান মামলার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ব্যাঙ্ক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাইবার অধিকারী নহে: কারণ হাইকোর্ট অছিনামা মঞ্জুর করেন নাই এবং ব্যাঙ্কের প্রাপ্য অর্থের অধিকাংশ সুদ সহ পরিশোধ করা হইয়াছে।

গঙ্গাগর্ভে ৩ জন নিখোঁজ

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই নবেম্বর তারিখে একখানা নৌকা ২৫ জন আরোহী ও ১৫টী গরুবাছুর লইয়া গঙ্গা পাড়ি দিয়া পাটনাতে যাইতেছিল। নৌকাখানা হঠাৎ মধ্য নদীতে ডুবিয়া যায়। নৌকার মাঝি ও আরোহী অধিকাংশই রক্ষা পাইয়াছে। তিনজন আরোহীর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

১০ বৎসর পরে ফিলিপাইন স্বাধীন

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক ঘোষণা দ্বারা ফিলিপাইনে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তদনুসারে ফিলিপাইনকে আমেরিকার অধীনে থাকিয়া স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হইল। উক্ত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী নূতন শাসনতন্ত্র দশ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে এবং তৎপরে ফিলিপাইন স্বাধীনতা লাভ করিবে।

তহবিল তছরূপ

প্রকাশ, পাটনা সিটি পিপলস্ কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেকেণ্ড ক্লার্ক গুরুজির লাখু মিশ্রার সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট হইতে ১৫০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্কও কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ করে এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত নিখোঁজ থাকে। কিন্তু পরে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পন করে পাটনা সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দঃ বিঃ ৪০৯ ধারা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	ভিক্ষা
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	১০৲
২। অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড- ৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫। বৈষ্ণবসাক্ষতো বিরুদ্ধ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮। বাদশ-আলবর	।০
১৯। ভক্তাবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
২২। ভজন-রহস্য	॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২৭। মুক্তাফলটীকা শুণলেশসুখদ: সানুবাদ	২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ	॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। ধাম-নিন্দা দলন	৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	/০
৪১। গীতাবলী	/০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৪৩। সাধনকণা	/০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৫। নবদ্বীপশতক	/০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	/০
৪৭। সদাচারস্মৃতি:	/০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪৯। অষ্টকম্	৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গোবিন্দভাষ্য:	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	/০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সারস্বতবাণী	/০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	ভিক্ষা
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সার:	॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়:	।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়:	/০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	ভিক্ষা
৬৭। রায় রামানন্দ	॥০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥০
৬৯। নামভজন	।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্‌ফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি	॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম	।০
৭৪। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	/০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। এরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	ভিক্ষা
৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৮২। গীতাবলী	/০
৮৩। শরণাগতি	/০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	ভিক্ষা
৮৪। শরণাগতি	/০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	ভিক্ষা
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, মঙ্গলবার | ২১৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমার্থ-প্রদর্শনী

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীরাস-যাত্রা উপলক্ষে গত রাস-পূর্ণিমা-তিথিতে একটী পরমার্থ-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহা গত রবিবার পর্য্যন্ত ছিল। প্রত্যহ জনসাধারণের জন্য তাহা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। কংস-কারাগার, বসুদেবের যমুনাপার, শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-বধ, যশোদার বিশ্বরূপ-দর্শন, কৃষ্ণের দধিভোজন-লীলা, উদূখলে দামোদরের বন্ধন-স্বীকার, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণকর্তৃক বকাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণকর্তৃক অঘাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন, শ্রীকৃষ্ণের রাস শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার, শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনগণের আলেখ্য, বিভিন্ন শুদ্ধভক্তির গ্রন্থ প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে। শ্রীমঠের সেবকগণ এসকল বিষয় দর্শকগণকে প্রদর্শন করিতেন।

কংস-কারাগার

কংস মথুরার অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। স্বীয় ভগ্নী দেবকীর উদরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইবে জানিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেই তাঁহাকে হত্যা করিবেন। কংস নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক। নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্ব-অংশী শ্রীকৃষ্ণের পরমত্ব না জানিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবদ্বিগ্রহকে মায়াবদ্ধ জীব জ্ঞান করে; শ্রীভগবানের যে চিদ্বিগ্রহ আছেন, চিন্ময় গোলোক-বৈকুণ্ঠে যে তাঁহার চিল্লীলাদি হইয়া থাকে তাহা নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তার বাহিরে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ-বাদের প্রতীক কংস মনে করেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার (কংসের) মনোধর্ম্মের কারাগারে আবদ্ধ হইবার বস্তু; কিন্তু চতুর্জগতের যাবতীয় চাতুর্য্যের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবির্ভাবাদি-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা কংস-সদৃশ জড়-নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণার বিষয় নহে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গত শনিবার শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর যাত্রার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে কলিকাতার বহু ভক্ত ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ শ্রীকৃষ্ণকুটীরের অন্যান্য সেবক এবং কৃষ্ণনগরের ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া মোটরযানে শ্রীকৃষ্ণকুটীরে লইয়া যান।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৫ই নভেম্বর গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ তৎপর দিবসই হুগলী জেলার বেগমপুর অঞ্চলে প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজেরও শীঘ্রই পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারে যাইবার কথা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় দিবস পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ হইতে আগমন করিয়াছেন। তিনি গত ৬ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কৃষ্ণনগর কৃষ্ণকুটীরে আসিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইয়া তিনি কলিকাতা ফিরিতেছেন। তথা হইতে ব্রহ্মদেশে যাইতেছেন। প্রায় ২ মাস পূর্ব্বেও তিনি তথায় প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

শোয়েবো ৩।১১।৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ গত কতিপয় দিবস যাবৎ আপার বার্ম্মার শোয়েবো নামক স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। সহরটী বহু পুরাতন। ইহা এককালে একটী সম্রাজ্ঞীর নগর ও ব্রহ্মরাজ্যের রাজধানী ছিল।

অত্রস্থ বাঙ্গালী প্রবাসী পাব্লিক-প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দলুকদার মহাশয় একদিন শ্রীপাদ স্বামীজী ও উহাঁর ব্রহ্মচারীকে লইয়া নিজের মোটরে নিকটস্থ 'হণ্ড' নামক মহকুমায় গমন করেন, এবং পথিমধ্যে ব্রহ্মদেশের নানা পৌরাণিক ইতিহাস বলিতে থাকেন।

পর্ব্বত হইতে পতিত কয়েকটী ঝরণা একত্রে এক সহরটীর পাদদেশে পতিত হওয়ায়, যাহাতে ঐ জলসমষ্টি সহরকে প্লাবিত বা চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামসমূহকে ডুবাইয়া না দেয়, তজ্জন্য এখানকার রাজা একটী সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা গৌড়-সম্প্রদায়ী ছিলেন বলিয়া তিনি এই জল সমষ্টির নাম বুদ্ধশিষ্য মহানন্দের নামানুসারে 'মহানন্দ ট্যাঙ্ক' রাখিয়াছেন। এই রাস্তাটী আজও সম্পূর্ণ অক্ষতগাত্রে এদেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত আছে। ইহার উপর একটী মোটর স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে এবং ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ ত্রিশ মাইল। অত্রস্থ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এখন এই সেতুটীর উপর যাহাতে দুইটী মোটর বিপরীতাভিমুখে গমন করিতে পারে তজ্জন্য স্থানে স্থানে প্রশস্ত করা হইয়াছে। এই সেতুটীর একদিকে নীরব প্রদেশে গমনশীল ঝরণার জল, অপরদিকে মনোরম শস্যপূর্ণ মাঠ ক্ষেত্রাদি। অদূরে 'মোগোক' নামক পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। প্রকাশ, উক্ত পর্ব্বতে মণি, মুক্তা, জহরত ইত্যাদি পাওয়া যায়।

এখান হইতে ব্রহ্মের শেষ-সহর মিচিনা প্রায় ৩৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত সহরটী চীনসাম্রাজ্য ও ব্রহ্মপ্রদেশের শেষপ্রান্তে। গৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মপ্রচারপার্টী তথায় শীঘ্রই গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদারবাণী প্রচার করিবেন।

গত ২রা নভেম্বর তারিখে শ্রীপাদ যাচক মহারাজ অত্রস্থ সজ্জনবর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে মহাশয়ের ভবনে 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে উপস্থিত বাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। আজও নামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। অশ্বিনী বাবুর বৃদ্ধা মাতা অত্যন্ত ভক্তিমতী, অশ্বিনী বাবু ও তদীয় মধ্যম ভ্রাতা অনন্ত বাবুও অত্যন্ত সরল-প্রাণ ও সাধুগুরু-ভক্তিপরায়ণ। ইঁহাদের সেবা চেষ্টা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীমদ্ যাচক মহারাজ কায় দিনপূর্ব্বকাল শোয়েবোতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতঃ বর্ত্তমানে Katha নামক স্থানে প্রচারে গমন করিয়াছেন। এইসব অঞ্চলের পাহাড়সমূহে বহু হিংস্রজন্তু, এমন কি বন্যহস্তী পর্য্যন্ত দেখা যায়। এস্থান হইতে চীন-সাম্রাজ্য অনতিদূরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ কেশব, [illegible] ৪৪৯

পৌত্তলিকতা

'পুত্তলি'-শব্দের সহিত স্বার্থে 'কন্' প্রত্যয় যুক্ত হইলে 'পুত্তলিক' শব্দ নিষ্পন্ন হয় ও পুত্তলিকা-পূজার অর্থে 'পৌত্তলিকতা' শব্দের প্রয়োগ। জড়-নিরাকারবাদ-প্রচারক ব্রাহ্মগণ যাহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন, অথবা কোন কোন সম্প্রদায় যাহাকে 'বুৎপরস্ত' বলেন এবং অপর কোন সম্প্রদায় যাহাকে Idolatry বলেন তাহা পঞ্চোপাসকগণের মনগড়া সাকার-পূজা ব্যতীত অন্য স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রকৃত-প্রস্তাবে পৌত্তলিকতা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকে পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকটী বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া বাহ্যতঃ পৌত্তলিকতা নিরাস করিতেছেন, তাঁহারা নিজেরাও মনোধর্ম্মের ছাঁচে অবস্থিত হইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে পৌত্তলিক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। শ্রীবিগ্রহ তত্ত্ব তাঁহাদের ঐ মাটিয়া বুদ্ধির কাছে বোধগম্য না হওয়ায় তাঁহারা অসুবিধায় পতিত হইয়াছেন। একথা ঠিক যে, পঞ্চোপাসকগণ "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্" বিচারে যে সাকার উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুতুল যে-প্রকার ভঙ্গপ্রবণ, সেইপ্রকার তাঁহাদের ঐ মনগড়া উপাস্যও উপাসনান্তে অস্তিত্বহীন হইয়া যাইবে। যে-স্থানে উপাস্যতত্ত্বের এপ্রকার অস্তিত্বহীনতা, সেখানে আবার প্রকৃত উপাসনার স্থান কোথায়? ব্রহ্ম ও নিরাকারবাদিগণ এক শ্রেণীর পৌত্তলিক আর পঞ্চোপাসকগণ অপর শ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ পঞ্চোপাসকগণের পৌত্তলিকতা প্রদর্শন করিয়া "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকের "ভৌম ইজ্যধীঃ" অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"ভৌমে মৃন্ময়ে শিবলিঙ্গ দুর্গা প্রতিমাদৌ ইজ্যবুদ্ধিঃ।" মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া মূর্ত্তি-সমূহের পূজকগণ "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ" এই শ্লোকের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারিলে, নিজেরাই যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, সেই প্রকার বস্তুর উপাসনায় নিযুক্ত না হইয়া বাস্তব-বস্তুর সন্ধান করিতেন এবং জানিতে পারিতেন, শুদ্ধ নির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবাত্ম-স্বরূপে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রাকট্য হইয়া থাকে। নিষ্কপট শুদ্ধ জীবাত্মা যখন যে সেবানন্দপূর্ণ চিত্ত ভক্তিবিলোচনে স্বপ্রকাশ-অধোক্ষজ-বিগ্রহের অবতার দর্শন করিয়া জনসাধারণের হিতার্থ বহির্জ্জগতে প্রকটিত করেন, তিনিই শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহ কিন্তু পুত্তলিকা নহেন। শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবগণকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হন; এই অর্চ্চাবতার অনিত্য বস্তু নহেন পরন্তু নিত্য, পূর্ণচেতন ও সর্ব্বসেব্য। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক চঞ্চল অনিত্য মনের চিন্তা-স্রোত পুত্তলিকা ব্যতীত আর কিছুই প্রসব করে না, বা করিতে পারে না। মন অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া প্রাকৃত—সাংখ্যের "ষোড়শকস্তু বিকারঃ" এই কারিকা-বচনানুসারে মহদাদি প্রকৃতির বিকার বলিয়া প্রাকৃত বা ভৌম। সেই ভৌমবস্তু-জাত প্রতিমা-মাত্রই পুত্তলি বা পুত্তলিকা। সেই পুত্তলিকার উপাসকগণই পৌত্তলিক। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্ম্মের একাদশ অধ্যায়ে কোনও মোল্লার সহিত বিচার-প্রসঙ্গে বুৎপরস্ত বা পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহপূজার সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"পরমেশ্বর একই পদার্থ। কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে উক্ত। বিচার এই যে, যে নামটী পরমেশ্বরের সদ্ভাব ব্যক্ত করে, তাহা বিশেষ আদরণীয়। এই কারণে আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এই সকল নাম হইতে 'ভগবান্' এই নামটীর বিশেষ আদর করি। যাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই, সেই পদার্থই আল্লা। অতি বৃহৎ এই ভাবটিকেই আমরা পরমভাব বলিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর চমৎকারিতা, সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে এক প্রকার চমৎকারিতা হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাতেও একপ্রকার চমৎকারিতা আছে, অতএব আল্লা নাম দ্বারা চমৎকারিতার সীমা হইল না। 'ভগবান্' এই শব্দে মানবচিন্তায় যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সকলই অন্তর্ভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্ত্বের সীমা ও সূক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানববুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয় তাহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না, একথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমে ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যশ্রীবিগ্রহময়। আল্লা বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতা-শূন্য। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশঃপূর্ণ। অতএব তাঁহার লীলা অদ্ভুতময়ী। ভগবান্ সৌন্দর্য্যপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃত নয়নে তাঁহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান্ অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পূর্ণ, চিদ্স্বরূপ জড়াতীত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। 'বুৎ' বা ভূতসকলের অতীত। ভগবান্ সকলের কর্ত্তা হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লেপ। এই ছয়টী লক্ষণে ভগবান্ লক্ষিত। সেই ভগবানের দুইটী প্রকাশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ও মাধুর্য্য প্রকাশ। মাধুর্য্যপ্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, তাঁহাকেই আমাদের জগন্নাথ 'কৃষ্ণ' বা 'চৈতন্য'। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিপূজাকে বুৎপরস্ত বা ভূতপূজা বলিলে আমাদের মত-বিরুদ্ধ হয় না। তাঁহার নিত্য-বিগ্রহ (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পূজা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবমতে বুৎপরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে বুৎপরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে, এমন নয়। যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার হৃদয়ের ভাবের উপর সকলই নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর বুৎ বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে, ততদূরই সে শুদ্ধবিগ্রহসেবা করিতে সমর্থ হয়। আপনি মোল্লা সাহেব, পরম পণ্ডিত, আপনার হৃদয় ভূতাতীত হইতে পারে, কিন্তু আপনার যে-সকল অপণ্ডিত চেলা আছে, তাহাদের হৃদয় কি বুৎচিন্তাশূন্য হইয়াছে? যতদূর বুৎচিন্তা আছে, তাহারা ততদূর বুৎপূজা করিয়া থাকে। মুখে নিরাকার বলে, ভিতরে বুৎচিন্তায় পরিপূর্ণ। শুদ্ধবিগ্রহপূজা সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারি ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাঁহার ভূতাতীত হইবার অধিকার আছে তিনিই 'বুৎ'-চিন্তা অতিক্রম করিতে পারেন।"

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ভৌমে ইজ্যধী" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-বাক্যে ভূতপূজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। মানবসকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকার-ভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধচিন্ময়ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল চিন্ময়-বিগ্রহ-উপাসনায় সমর্থ। সে-বিষয়ে যাঁহারা যতদূর নিম্নে আছেন, তাঁহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীর চিন্ময়ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণসমষ্টির একটী মূর্ত্তি কাজে কাজেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে ঈশ্বরমূর্ত্তি মনে করা যেরূপ, মানসে জড়ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা শুভকর। বস্তুতঃ প্রতিমাপূজা না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। যে-সকল ধর্ম্মে প্রতিমা-পূজা নাই, সে ধর্ম্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ। অতএব প্রতিমাপূজা মানবধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ-জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়মূর্ত্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎ-স্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। জগৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময়-বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময়বিগ্রহ হইলেও, ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমাবিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে কোনও দোষ নাই। কেননা এই ব্যবস্থাতেও জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, যথা,—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্॥

(ভাঃ ১১।১৪।২৬)

জীবাত্মা এই জগতের জড় মলে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হন না। শ্রবণকীর্ত্তনরূপ ভক্তিবিধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়। বলবৃদ্ধি হইলে জড়-বন্ধন শিথিল হয়। জড়বন্ধন শিথিল যতদূর হয়, ততদূর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষাদ্দর্শন ও সাক্ষাৎক্রিয়া উপলব্ধ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, অহঙ্কার দূর করিয়া তত্ত্বলাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শুষ্ক আলোচনা বলা যায়। অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজীবের শক্তি কোথায়? কারাগারে যে বদ্ধ আছে, সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে হইতে পারে? যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য্য। জীবাত্মা যে ভগবানের নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে যে কোন প্রকারেই হউক, একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, লীলা-কথা-শ্রবণ ইত্যাদি ক্রমে পুষ্টস্বভাব বলবৎ করিতে থাকে। যত বল পায়, ততই চিৎসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমূর্ত্তি-সেবন এবং তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্ত্তনই অতি নিম্নাধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এইজন্য শ্রীমূর্ত্তিসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জড়বস্তুদ্বারা একটী মূর্ত্তিকল্পনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান করা ভাল কিনা, প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, "দুইই সমান। মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে তাহাই জড়। কেননা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মচিন্তা করিতেছি, একথায় কালগত ব্রহ্মের উদয় অবশ্যই হইবে। দেশ, কাল জড়বস্তু। যদি মানস-ধ্যানাদি দেশ-কালের অতীত হইল না, তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া গেল? মৃৎ-জলাদি তিরস্কার পূর্ব্বক দিগ্‌দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল। এ সমস্তই ভূতপূজা। জড়ে একটী বস্তু নাই যাহাকে অবলম্বন করিলে চিদ্বস্তু পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রাপ্ত ভাবই সেই বস্তু। সে-বস্তু কেবল জীবাত্মায় নিহিত আছে। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ, লীলাগান, প্রতিমার উদ্দীপন পাইলেই সে-ভাব ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া ভক্তি হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের চিন্ময়-স্বরূপ কেবল শুদ্ধভক্তিদ্বারা ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কল্পনাদ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে পঞ্চবিধ পৌত্তলিকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—(১) কল্পিতমূর্ত্তি ধ্যান বা পূজাকারী ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক, (২) পঞ্চোপাসকগণ পৌত্তলিক, (৩) নির্বিশেষ ও জড়-নিরাকার পৌত্তলিক, (৪) চাকচিক্য বিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধিকারিগণ পৌত্তলিক, (৫) জীবে ঈশ্বর-জ্ঞানকারিগণ পৌত্তলিক।

ঐ পঞ্চপ্রকার পৌত্তলিকতা বিচার করিলে পৌত্তলিকতাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বা মানসভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্বরূপ ও স্বপ্রকাশ-বিগ্রহবান্ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৈশিষ্ট্য ধ্বংসকারী বা নিজে ভগবদ্বিমুখ কল্পনাপ্রভাবে ভোগপর মনোধর্ম্মে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সৃষ্টি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ স্থূল-পৌত্তলিক না হইলেও মানস-পৌত্তলিক। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের শুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক বিচারে ঐসকল মানস পৌত্তলিকের পৌত্তলিকতা অনায়াসে ধরা পড়িয়া যায়।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

——:•:——

অস্ত হইতে ২ দিনের

৯ কেশব ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নভেম্বর মঙ্গল স্থাণু গৌড় ম কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দা .।৩৩ মঘা দি ৭।৫৮ ইন্দ্রযোগ দি ৮।২৩ তৈতিলকরণ।

১০ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর বুধ ধ্রুব অনিরুদ্ধ কৃষ্ণদশমী মধুসূদন রা ১২।৪০ পূর্ব্বফল্গুনী ভুক্তভাবন দি ৯।২৮ বিষ্কুম্ভযোগ দি ৮।৫২ বণিজকরণ দি ১১।৩৭ গতে বিষ্টিকরণ রা ১২।৪০ গতে ববকরণ।

ব্রজের পথে

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীনদীয়া প্রকাশ ৮৫সংখ্যায় প্রকাশিত 'মরুপথে'র পথিক সেই মরুমাঝে জ্যোতির্ম্ময় দেবের অন্তর্দ্ধানে ব্যথিতচিত্তে মরীচিকায় ন্যায় গতিশক্তিহত হইয়া চিন্তা-চঞ্চল অবস্থায় মরুপথে অবস্থান করিতেছিল। আজ আবার আমরা সেই দুর্গত পথিকের শেষ-বৃত্তান্ত বা "ভক্ত-সঙ্গে ব্রজ-পথে কাহিনী" শ্রবণের জন্য সকলকে সমবেত হইতে সাদর আহ্বান করিতেছি। পথিক সেইকাহিনী এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—,

"জ্যোতির্ম্ময় দেবের অন্তর্দ্ধানে আমি সেই মরুপ্রান্তরমধ্যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনের নিকট বারম্বার প্রশ্ন করিয়াও যথার্থতত্ত্বে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইলাম, কিন্তু তথাপি সেই অদম্য চিন্তা আমাকে ত্যাগ করিল না। অবশেষে গভীর রাত্রির ঘনান্ধকার আসিয়া সূর্য্য-প্রসাদ ব্যতীত সূর্য্যদর্শন বা আলো ব্যতীত যে অন্ধকার নাশ হয় না তাহাই ইঙ্গিতে করিতে লাগিল।

মায়ামরুর বালুকা ভোগরূপ রবিতপ্ত হইয়া যেমন দিবাভাগে চক্ষুর্দ্দগ্ধকারী, নিশা-ভাগেও যেন তেমনি শশাঙ্কালোকে নিদারুণ যন্ত্রণাপ্রদ তুষারবৎশুভ্র। সুতরাং দিবা-ভাগের প্রতপ্ত বালুরাশি ক্রমশঃ শৈত্যসম্পন্ন হইয়া আমাকে জড়বৎ করিয়া ফেলিল। অবশেষে জানি না, কোন্ অজ্ঞাতক্ষণে মূর্চ্ছার ক্রোড়ে শায়িত হইলাম।

জানি না, কতক্ষণ সেইভাবেই অতি-বাহিত হইয়াছিল। তৎপর চেতনতা লাভ করিয়া অতি দুঃখে যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলেই বাঁচিয়া রহিলাম। বুঝি বা উৎকট প্রারব্ধের তখনও অনেক জের বর্ত্তমান, তাই কৃতান্তও আমাকে আদর করিল না। আমি আবার সেই চিন্তাতেই অভিভূত হইলাম। সহসা আকাশ-মার্গে অপূর্ব্ব-মধুর অশরীরী বাণী শ্রুত হইল। এবারে আমি বুঝিলাম, ইহাও আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত জ্যোতির্ম্ময় সাধুর বীণাবন্দী বাণীর নিনাদ। অদৃশ্য হইতে ধ্বনিত হইতেছিল,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥
হে পথিক! কেন তব ব্যর্থপর আশ?
ও প্রয়াসে পাবে না সুফল।
অচিন্ত্য যে ভাব—
তর্কের যোজনা তাহে, নহে সমীচীন।
অচিন্ত্য-লক্ষণ—চির প্রকৃতি অতীত।
প্রকৃতির মায়া মরু-মাঝে—
প্রাকৃত-বিবর্ত্তে মগ্ন তুমি, হে পথিক!
অপ্রাকৃততত্ত্ব মোর না পাবে সাধিয়া।
মানসে সম্ভবে কিগো বেদান্তবিচার?
ক্ষান্ত হও, শোন মোর বাণী,
হের ওই ব্যোমমার্গে অপূর্ব্ব খোদিত
দিব্যাক্ষরে, নিত্যশান্তি-লাভের বারতা—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

শোন পুনঃ বাণী—
"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"
আজ তব সে ভাগ্য উদয়,
ভাগ্যবান্ তুমি, আমার প্রসাদে আজি—
লভ ভক্তিবীজ, মায়ের প্রভাবে দূর কর
চিরমল।
শোন, মোর প্রভু গোরা গায় জীবতরে—
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥"
জীবত্রাতা শব্দব্রহ্ম এই মহানাম
এই নামযজ্ঞে কর কৃষ্ণ-আরাধন
শ্রবণ-কীর্ত্তন বারি সিঞ্চনে যতনে
ক্রমপথে পাবে পান্থ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ মোর তবে বুঝিবে স্বরূপ,
স্ফুরিবে হৃদয়ে তব শুক-তত্ত্বসার-

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অতঃপর সেই কৃপাময় পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। আমার নিদারুণ তাপক্লেশ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। দেখিলাম—দিব্য-কান্তিবিশিষ্ট যুবকদ্বয় আমার সম্মুখীন হইতেছেন। আমার প্রতপ্ত হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—শান্তিপ্রবাহ দ্রুততর-বেগে যুবকদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মস্তকোপরি পতিত হইল। যুবকদ্বয় আমার সম্মুখস্থ হইয়া অন্য কোনও বাক্‌নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই যেন আমাকে উদ্দেশ করিয়াই গাহিতে লাগিলেন—

অবতার সার গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাঁহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি' কাঠ চুষিলি
কেমনে পাইবি মিঠ॥
(কেন) হার বলিয়া গলায় পরিলি
শমনকিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি
পাইলি বজর তাপ॥
সংসার ভজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পরকাল দু'কাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা॥

—যুবকদ্বয়ের কীর্ত্তনটী সম্পূর্ণই যেন আমার দুর্দ্দশার বিবৃতি। আমি অনুতপ্ত-হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের চরণপ্রান্তে নিপতিত হইলাম। যুবকদ্বয় আমাকে অনেক পরমার্থ উপদেশ প্রদান করিতে করিতে দুটী মানচিত্র দেখাইয়া বলিলেন,—ইহার কোনটী তোমার অবলম্বনীয় পথ? ইহা দুইটী পথের মানচিত্র; উহার একটীতে লেখা ছিল—"ভুক্তিমুক্তিমার্গ বহু কণ্টককোটি-রুদ্ধ"গন্তব্যস্থান—সেবাসুশীলনকেন্দ্র শ্রীধাম অপরটীতে লেখা ছিল,—"পুষ্পাস্তৃত পথ, নয়নমনের তৃপ্তিকর দৃশ্যসমূহ। কামাদিবৃত্তি পঞ্চক এ পথের পথিকসমূহকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সতত নিযুক্ত। গন্তব্যস্থান—বা পরিণাম—"সংসারে কামকারা কারাগৃহ"। যুবকদ্বয়ের উপদেশাবলীর মর্ম্ম আমি যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার আর দ্বিতীয় পথ গ্রহণের ইচ্ছা রহিল না। আমি কণ্টকবহুল পথেই চলিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলাম। যুবকদ্বয় উঠিবার ইঙ্গিত করিলে আমি উত্থিত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুগমন করিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহামহোপদেশক আচার্য্য-ত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক প্রমুখ কতিপয় সেবক সহ গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীধামের ভক্ত-বৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ঐ দিবসই সন্ধ্যায় কলিকাতা গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য কতিপয় সেবক সহ কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার ২১৬তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

আদ্দিস-আবাবার ১৪ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনকারী রাষ্ট্রসমূহের নিকট ইটালীর গবর্ণমেণ্ট যে পত্র দিয়াছেন, তাহার বিবরণ অবগত হইয়া আবিসিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, ইটালীয়গণ বলিয়াছেন যে, তাহারা যে স্থান দখল করিয়াছেন, এই স্থানের ১৬০০০ জন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়াছেন ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। কারণ, এখনও তাহারা তিগ্রে প্রদেশের সমস্ত স্থান দখল করেন নাই এবং সমগ্র তিগ্রে প্রদেশের মধ্যে ও ১৬০০০ জন ক্রীতদাস নাই।

উক্ত ইস্তাহারে আরও প্রকাশ যে, ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিতেছেন যে, তাহারা আবিসিনিয়ায় সভ্যতা-বিস্তারের অভিযান পাঠাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইটালীয় সৈন্যগণ বে সামরিক অধিবাসী—বিশেষ করিয়া স্ত্রী ও শিশুদের মধ্যে হত্যাকারীর কার্য্য করিয়া ফিরিতেছে।

জয়নগরে বন্দুকের কারখানা

গত ১৩ই নবেম্বর রাত্রিতে আলীপুরের গোয়েন্দা বিভাগের চব্বিশ পরগণার জয়নগর গ্রামে এক বাড়ীতে হানা দিয়া পরিক্ষিৎ সরদার ও তাহার দুইজন সহকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, এই দুই ব্যক্তির বাড়ী বামুনগাছি গ্রামে।

প্রকাশ, পুলিশ কতকগুলি বন্দুক, গুলী, বারুদ এবং বন্দুকের অংশ ও তথায় পাইয়াছে ঐ সকল বন্দুকের মধ্যে তিনটি নাকি ধৃত ব্যক্তিরা তৈয়ার করিয়াছে ও একটি বন্দুকের লাইসেন্স ছিল; এবং অপর দুইটী নাকি তাহারা অন্য কোথাও হইতে আনিয়া রাখিয়াছিল।

প্রকাশ, পরিক্ষিৎ নাকি ওস্তাদ মিস্ত্রী। সে বন্দুক তৈয়ার করিতে পারে এবং কিছুকাল যাবৎ সে বন্দুক তৈয়ার করিতেছে। সে নাকি ঐ অঞ্চলের ডাকাত বদমায়েসদের নিকট বন্দুক বিক্রয় করিত।

সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; গোয়েন্দা পুলিশ আশা করে যে, এখন হইতে ডাকাতির বহর কমিয়া যাইবে।

আরও প্রকাশ যে, জয়নগর পুলিশের সাহায্যে আলীপুরের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, এবং তাহাদের কয়েকজন স্বীকারোক্তিও করিয়াছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টরকে গুলী

মাদ্রাজের ১৬ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রাত্রিতে তিরুবান্নে কতিপয় অপরিচিত লোক তথাকার পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর মিঃ বী. স্বামী আয় মীর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত শুক্রবারে রাত্রিতে উক্ত ইন্সপেক্টর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়া আসিবামাত্র কে বা কাহারা তাঁহাকে বাহিরে আসিবার জন্য ডাকে। তিনি বাহির হইয়া আসিলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি রিভলবারের গুলী নিক্ষিপ্ত হয়, একটী গুলী তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে ও অপরটী তাঁহার বক্ষের ডান দিকে বিদ্ধ হয়। ইন্সপেক্টর চীৎকার করিয়া পড়িয়া যান। প্রতিবেশীরা শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ দুর্বৃত্তদের পশ্চাদ্ধাবন করে। দুর্বৃত্তেরা আরও দুই একবার গুলী ছুঁড়িয়া পলায়ন করে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলী কাহারও গায়ে লাগে নাই। ইন্সপেক্টরের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে, তাঁহাকে মাদ্রাজে আনিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

পথে অতর্কিত আক্রমণ

গুড়াকান্দী হইতে প্রকাশ, ফুকুরা (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রি প্রায় ১০।১১ ঘটিকার সময় আততায়ীর হস্তে ভীষণভাবে আহত হইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হীরালাল বাবু সেদিন রাত্রে তারাইল বাজার হইতে কাশীয়ানী থানায় দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন নাকি ফুকুরা নিবাসী তিন ব্যক্তি পথে তাঁহাকে আক্রমণ করে। প্রথম ২।৩ টা দায়ের আঘাত হীরালাল বাবু নাকি তাঁহার হস্তস্থিত বাঁশের লাঠি দ্বারা ঠেকাইয়াছিলেন, কিন্তু যখন লাঠিখানা হাত হইতে পড়িয়া যায়, তখন তিনি দায়ের আঘাত বাম হাত দিয়া ঠেকাইতে চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহার হাতের হাড় কাটিয়া যায় এবং তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। আততায়ীগণ তখন পুনরায় তাঁহার পিঠে দা দিয়া আঘাত করে এবং হীরালাল বাবুর মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া আততায়ীগণ সেখান হইতে সরিয়া পড়ে।

প্রকাশ, হীরালাল বাবু ইন্সপেক্টর সাহেব ও দারোগা বাবুর নিকট এই মর্ম্মে এক জবানবন্দী দিয়াছেন যে, ঐ রাত্রে ঘটনাচক্রে ইন্সপেক্টর সাহেব তারাইল বাজারে উপস্থিত ছিলেন। আর দারোগা মহাশয়ও পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানে ছিলেন। আসামী ৩ জন পলাতক অবস্থায় আছে।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

লাহোর হইতে প্রকাশ, গাড়ীর একখানা মধ্যম শ্রেণীর কামরায় একটী এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা একা ভ্রমণ করিতেছিল। ট্রেণখানা জালো এবং আত্রীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিলে একজন দীর্ঘকায় শিখ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া ছোরা দেখাইয়া তাহার অলঙ্কার পত্র এবং টাকা পয়সা চাহে মহিলাটি ভীত হইয়া অর্থ ও অলঙ্কার পত্র অর্পণ করিলে পর দুর্বৃত্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চম্পট দেয়।

চরের জমি লইয়া ভীষণ দাঙ্গা

গুড়াকান্দীর ১৪ই নবেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রাতে ৭।৮ ঘটিকার সময় যশোহর জিলার অন্তর্গত মধুমতী নদের পাঁচুরিয়া পশ্চিমচরের জমি লইয়া মুচাইল এবং পাঁচুরিয়ার মুসলমানদের মধ্যে বহু ঢাল সড়কীসহ এক ভীষণ দাঙ্গা হয়। ফলে উভয় পক্ষে নাকি বহু লোক আহত হইয়াছে। গোলযোগের আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে পূর্ব্ব হইতেই দুইজন পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছিল।

১২ জন গ্রেপ্তার

হুগলী জিলার সিঙ্গুর থানার এলাকাধীন হরিপুর-আটপাড়া গ্রামে এক খণ্ড জমি লইয়া কলহ হইতে দাঙ্গার উদ্ভব ও তাহাতে বিষ্ট বাগ্দি নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে পুলিশ এপর্য্যন্ত বারজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে আসামীদিগকে শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম-এন রায়ের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। ধৃত ব্যক্তিদিগকে অতিরিক্ত তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১০ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৪ঠা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, বুধবার | ২১৬তম সংখ্যা

যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত রবিবার বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শুভপদার্পণ করেন। তৎপরে সন্ধ্যা ৫-১৫ মিনিটের সময় সেবকবৃন্দ সহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠে শুভবিজয় করেন এবং শ্রীযোগপীঠের গগনভেদী শ্রীমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলপূর্ণ শ্রীগৌরকুণ্ড দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন। এই সময় বৈদ্যুতিক আলোকমালা প্রজ্বলিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে শ্রীযোগপীঠের সেবা করিতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ সেবকবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমন্দিরের অলিন্দে উপবেশন করেন। নবদ্বীপের রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে পাকা শ্রবণ-সদন নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় সর্ব্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কীর্ত্তন বাদ দিয়া শুধু সদনাদি রাখিলে তাহার সদ্ব্যবহার হইল না। পড়িয়া থাকিলে উহা নানাবিধ আবর্জ্জনার আলয় ও চম্চটিকাদির বাসস্থান হইবে মাত্র। তাহাতে শ্রবণ-সদন-নির্ম্মাণের কোনই সুফল হইবে না। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিচার পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই সঙ্কীর্ত্তনে আহ্বান করা কর্ত্তব্য। ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কোনও জাতি-বিশেষের জন্য সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন নাই। প্রত্যুত সর্ব্বসাধারণের জন্যই উহার ব্যবস্থা। প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে শ্রীধাম-দর্শন করিলেই শ্রীধামের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মাৎসর্য্যপরায়ণ জনগণ প্রাকৃত-বুদ্ধিতে আচ্ছাদিত থাকিয়া শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিয়া বসে মাত্র। তাহাদের বিচার আদৌ গ্রহণীয় নহে। "ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ" এই মহাজন-বাণী সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য। কত সৌভাগ্য থাকিলে—কত জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতি অর্জ্জিত থাকিলে, শ্রীধামে জন্মগ্রহণ করা যায়। শ্রীধামের তৃণ, গুল্ম লতা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই আমাদের নমস্য। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের প্রাকৃত বিচারে আবৃত হইলে অসুবিধা ব্যতীত কিছুমাত্র সুবিধা হইবে না। বৈষ্ণবের শুদ্ধবিচারই বরণীয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের যাবতীয় কথা বিসর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিলেই আমাদের নিত্যকল্যাণ হইবে। যে সকল বস্তুদ্বারা শ্রীহরির সেবা করা যাইবে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে তাহা পরিত্যাগ করিলে অসুবিধায় পতিত হইব। কৃষ্ণেতরবিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবার অনুকূল-বিষয়-গ্রহণই যুক্তবৈরাগ্য। এই যুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয় কর্ত্তব্য। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিতবিবিধ-
কর্ম্মাপ্যনুদিনম্।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ
পুণ্যখচিতাঃ॥
(ব্রজবিলাসস্তব)

[শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার উপর সৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে বৃন্দাবনে তৃণ-নিকর-গুল্মাদি-জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাবনে জন্মলাভ করত যাঁহারা বাস করিতেছেন, আমি পরমবিনয়-সহকারে ক্রমশঃ প্রতিদিন তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।]

* * *

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে
সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং
নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং
সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥
(ব্রজবিলাসস্তব)

[ব্রহ্মাদি সকলেই "বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং যাঁহারা সর্ব্বানন্দময়, মুকুন্দদয়িত ও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরম অনুকূল সেই যৎকিঞ্চিৎ তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি গোষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুকে স্পৃহার সহিত বন্দনা করিতেছি।]

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

[দুঃখ-তাপ-প্রপীড়িত কোন মনুষ্য যদি অতি দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা-কথা-সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় তরণী নাই।]

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥
(ভাঃ ৩।৯।১০)

[(যদি কেহ বলেন, অবিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে সংসারক্লেশ সম্ভব হইতে পারে—বিবেকিগণ ত' মুক্ত, তাঁহাদের আবার ভক্তির আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে) হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম অসাধুতর-বিষয়ে ব্যাপৃত হওয়ায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে; রাত্রিকালেও তাঁহাদের নিদ্রাসুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্য উদ্যম করিতে পারে না, যেহেতু উহাও দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।]

* *

তৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
(ভাঃ ৪।২২।৩৯)

[ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তি-রহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ভক্তির বিরোধিনী চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।]

* *

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কর্তে হইবে। অন্তরের ব্যাকুলতা ও ও অকপটতা থাকলে তাঁর কৃপায় সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটে। সুতরাং সমস্তই আমাদের কপালের উপর নির্ভর।

প্রকৃত সাধুর কথার তাৎপর্য্য—ভজনের সুযোগ ক'রে দেওয়া। সাধু ভগবৎসেবী, তাঁহার আদর্শ জীবন, তাঁহার সকল চেষ্টাই—সেবা। তিনি অধোক্ষজবস্তুর সেবার প্রকার প্রদর্শন করেন। সেই অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবস্তু—সেবা, আমাদের ভোগ্য নহেন—ইহাই সাধু আচরণে ও প্রচারে শিক্ষা দেন।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার জন্য, আয়ত্ত কর্‌বার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা—তাঁর উপর প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা—জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগ কর্‌তে হ'বে। জ্ঞানপ্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুর কথা শ্রবণকারী ও তদনুসারে সেবাকারী ব্যক্তি ভগবান্‌কে লাভ করে। ভোগবিচারপরায়ণগণের সঙ্গে ভগবানের দেখা কোনকালে হ'বে না। তিনি কেবল ভক্তজনেরই সেব্য ও দর্শনীয়। কারণ, তিনি অধোক্ষজ, কৃপা প্রার্থী শরণাগত সেবকের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। যে কোন ব্যক্তিকে নামমাত্র গুরু করিয়া নিজে বড় হওয়ার চেষ্টাকারী ব্যক্তি ভগবান্‌কে পায় না।

বাস্তববস্তুর সেবকই সাধু ও গুরু, বাস্তব-প্রয়োজন-জ্ঞানহীন ব্যক্তি অসাধু ও অগুরু। সাধু নিত্য অধোক্ষজপরায়ণ হইয়া নিজেও অধোক্ষজ; অধোক্ষজ ব্যতীত অপর কেহ সাধু নহে। অপর ব্যক্তিগণ "গোখর"। কারণ তাহাদের জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, তাহাদের অধোক্ষজ দর্শন নাই।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

বাস্তব সাধুর সঙ্গ করা চাই। পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সঙ্গ করা চাই। নিজের ভোগ আংশিক রক্ষা করিলে সাধুসঙ্গ হয় না। ইন্দ্রিয়াদিকে প্রলুব্ধ করে আমাদিগকে ভোগী সাজাইবার জন্য নানা বিষয় আছে। বিষয়সকল আমাদের ভোগের জন্য, সকল ইন্দ্রিয় আমাদের নিজ সুখবিধানের জন্য, ভগবানের সুখবিধানের জন্য নহে—এরূপ বিচার অজ্ঞ ভোগী ও ত্যাগী গুরুর (?)। সাধুসঙ্গে ঐরূপ বিচার লব্ধ হয় না। জগতের সমস্ত বিষয় এবং আমাদের সকল ইন্দ্রিয় একমাত্র ভগবানেরই সেবা ও সুখবিধানের জন্য—প্রকৃত সাধুসঙ্গে এই বিচারই লব্ধ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেবার বিপুল চেষ্টা কখনও হয় না।

ব্রজের পথে

(২)

গভীর নিশীথ সময়। নিবিড় জলদজালে গগন আচ্ছাদিত, দিগ্বিজয়ী অন্ধকার সদস্তে পরাজিতা ধরণীর বক্ষে নৃত্যপর, ক্ষণে ক্ষণে অশনি-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত, আবার কখনও যেন বিজেতা অন্ধকারকর্ত্তৃক আহতা ও নিষ্পেষিতা ধরণী বক্ষে শোণিতস্রাবরূপ বিজলীঝলকের কুটীল আবির্ভাব। তদুপরি রণ দামামার গর্জ্জনাশী গর্জ্জনে মুষলধারে বারিবর্ষণ। সুতরাং যুবকদ্বয়ের অবলীলাক্রমে জলপথাতর কিঞ্চিৎকাল অনুসরণে আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। যুবকদ্বয় কিন্তু এতাদৃশ দুর্যোগকে যেন মোটেই বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সমস্বরে প্রেমপুলকভরে গাহিতেছিলেন,—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥"

উঁহাদিগকে লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না, আমি শুধু উঁহাদের মুখনিঃসৃত কীর্ত্তনধ্বনি উদ্দেশ্যকরতঃ অগ্রসর হইতেছিলাম।

একি! সহসা তুমুল সমুদ্রগর্জ্জন কোথা হইতে শ্রুত হইতেছে? যুবকদ্বয়ের কীর্ত্তনধ্বনি বা যে কোনও ধ্বনি যেন কোথায় লুকাইয়াছে—শ্রুত হইতেছে কেবল সমুদ্রোত্থ কল্লোলের কল্লোল। সহসা বিদ্যুচ্চমকে যাহা দেখিলাম—তাহা বড়ই ভীষণ দৃশ্য! যুবকদ্বয় কোথায় তাহা আর লক্ষিত হইল না। সম্মুখে কেবল পারাবারশূন্য এক অনন্ত জলধর সুদুর্গম আস্ফালন। তন্মধ্যে নানাপ্রকার বিকট মূর্ত্তির বিদ্রূপসূচক অট্টঅট্ট হাসি, কখনও তাহাদের বিকট চীৎকারে কর্ণপটহ আহত হইতেছিল, কখনও বা তাহাদের অস্বাভাবিক গতিভঙ্গীতে পরমভীতির সঞ্চার হইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মুখনিঃসৃত শব্দানুসরণ আর সম্ভব নহে, তাহারা কোথায় অবস্থিত আছেন, তাহাও অজ্ঞাত। যুবকদ্বয়ের অবস্থিতি-সম্বন্ধে কাহারও নিকট প্রশ্ন করিবার মত দ্বিতীয় জনপ্রাণী তথায় দৃষ্ট হইল না। আমি তাহার নিকট জিজ্ঞাসা না করিলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহারা তখন বলিতে লাগিল, যুবকদ্বয় ঠক, তাহারা তোমাকে বঞ্চনা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তুমি আর বঞ্চকের পাছে ধাবিত হইও না, এস—ফিরে চল। আমি মনের কথার সাড়া না দিয়া কেবল করুণাময় সেই কৃপাময় পুরুষকে এবং যুবকদ্বয় ও তাঁহাদের মুখনিঃসৃত 'হরেকৃষ্ণ' নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎপরে দ্বয়নাবিকযুক্ত এক ক্ষুদ্রতরণী আমার সম্মুখস্থ হইল। আমি তরণীস্থ নাবিক দ্বয়ের ইঙ্গিত বুঝিয়া অবশভাবে তরণীতে আরোহণ করিলাম। উত্তালতরঙ্গ হেতু দোদুল্যমান তরণীখানিতে নাবিকগুলির বিকট ভঙ্গিমায় আমি অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইতেছিলাম। কখনও ভয়ঙ্কর দৃশ্যসমূহ দর্শনে আপনা হইতেই চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিলাম, কখনও বা চক্ষুরুন্মীলন করতঃ ভীতি-বিভীষিকার একমাত্র দর্শক সাজিয়া মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একি দৌর্জ্জন্য! তরণীখানি নাবিকগণ প্রায় সম্পূর্ণ জলমগ্ন করিয়াছে। তাহারা সকলেই শূন্যে দণ্ডায়মান, শুধু তরণী সহ আমি অকূল দরিয়ার তলদেশে গমনোন্মুখ। নাবিকেরা শূন্যে অবস্থান করিয়া কেবল বিকট বিদ্রূপহাস্য হাসিতেছিল আমি নিরুপায়, ... জল অপেক্ষাও যেন আমার হৃদয় তখন অনন্তগুণে আন্দোলিত হইতেছিল। কা... কেবল সেই আমার প্রতি অহৈতুক-কৃপাময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পাদপদ্ম চিন্তা এবং যুবকদ্বয়ের গীতের অনুকীর্ত্তন কম্পিতস্বরে করিতেছিলাম। নাবিকেরা আমাকে বারম্বার নামকীর্ত্তন হইতে বিরত হইবার জন্য নানা ইঙ্গিত করিতেছিল, কখনও আমাকে শাসাইতে আসিয়া আবার যেন ভীতচকিত-নয়নে কি দেখিয়া দেখিতে অপসারিত হইতেছিল। আমি কিছুতেই নামকীর্ত্তন বা সেই শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা হইতে বিরত হইলাম না। অকস্মাৎ নেপথ্যে যুবকদ্বয়ের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রুত হইল—

"মাভৈঃ মাভৈঃ"।

সকল আকস্মিক দৃশ্যের অবসান হইল। যুবকদ্বয় পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তনমুখে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। আমিও ভরসাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণে পূর্ব্ববৎ প্রবৃত্ত হইলাম। বহুক্ষণ নীরবপ্রদেশে সুমধুর কীর্ত্তনাস্বাদনায় আত্মহারা হইয়া চলিতে চলিতে আমি পুনরায় একটী নদী পার হইলাম। যুবকদ্বয়ের সঙ্গে এতাবৎ আমার কোনও বাক্যবিনিময়ের ভরসা হয় নি, এবার তাঁহারাই আমাকে বলিতে লাগিলেন,—হে পথিক! এই নদী সাধারণ নদী নয়, ইহা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা পতিতপাবনী সুরধুনী। বন্দনা কর, গঙ্গাবারি শিরে ধারণ কর। নদীর অপর পারে আসিয়া তাঁহারা আমাকে 'নিদয়ার ঘাট' বলিয়া একটী ঘাট নির্দ্দেশ করিলেন।

সঙ্কেতঘণ্টাবাদ্য শ্রুত হইল। ভীত হইয়া যুবকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, একি, এত নিশীথে কেন এরূপ ঘণ্টাবাদ্য শ্রুত হইতেছে? যুবকদ্বয় বলিলেন, হে পথিক, আর ভীতির কারণ নাই। এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এ সঙ্কেতবাদ্য শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের উপাস্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকে সর্ব্বভক্তগণকে যোগদানের জন্য সঙ্কেতঘণ্টাবাদ্য। বলিতে বলিতে চারিদিকেই নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবকদ্বয় বলিলেন, আমরা শ্রীধাম মায়াপুরের সীমামধ্যে আসিয়াছি। এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে, শ্রীবাস অঙ্গনে, শ্রীঅদ্বৈতভবনে, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমুরারিগুপ্তের অঙ্গনের মন্দিরসমূহে মঙ্গলারাত্রিক অনুষ্ঠিত হইতেছে। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিস্তব্ধ বিশ্ব। সুতরাং কীর্ত্তন স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল—

জীব জাগ জীব, জাগ গৌরাচাঁদ বলে।
(আর) কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর
কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
(কেন) ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার
ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধ মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া।
(সেই) হরিনাম-মহামন্ত্র লইল মাগিয়া॥

(ক্রমশঃ)

গোস্বামীরূপে শ্রীল প্রভুপাদ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

[শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যসূচক যে-সকল কথা আলোচিত হয়, তাহা শ্রুতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্র অবিদ্যানিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হবে।]

* *

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে॥

[নির্ব্বিশেষবাদী মুমুক্ষুগণ হরিসম্বন্ধিবস্তুকেও প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; ইহাই ফল্গু বৈরাগ্য।]

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

১০ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর বুধ শুভ অনিরুদ্ধ কৃষ্ণদশমী মধুসূদন বা ১২।৪০ পূর্ব্বফল্গুনী ভুক্তাবন দি ৯।২৮ বিষ্কুম্ভযোগ দি ৮।৫৭ বণিজকরণ দি ১১।৩৭ গতে বিষ্টিকরণ রা ১২।৪০ গতে ববকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1544

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ২১শে নভেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার ২১৭তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

২৮০০ টাকা দাবীতে নালিশ

ডেরাডুনের সাব জজ মিঃ এফ এন ক্রফটসের আদালতে একটী বিরাট দেওয়ানী মামলা চলিতেছে এই মামলায় বাদী নাভার রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজ এবং বিবাদী বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশের।

বাদীর নালিশের মর্ম্ম এই যে, বিবাদী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বাদীর নিকট হইতে ২৮ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া তমসুক লিখিয়া দেয়। ১৯৩২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিবাদী যখন লাহোর সেণ্টাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন বাদী লাহোরের এড ভোকেট মিঃ খুরসেদ লালকে তথায় প্রেরণ করেন এবং কর্জ্জের স্বীকারপত্র চাহেন। বিবাদী জেল হইতে ঐরূপ স্বীকারপত্র দেন।

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং বলেন যে, তিনি ঐরূপ স্বীকারপত্র দেন নাই; তিনি তমাদির আপত্তি তুলিয়াছেন।

আদালত মিঃ খুরসেদ লালের সাক্ষ্য গ্রহণান্তে বিবাদীর হস্তাক্ষরের নমুনা লইয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, বিবাদীর লিখিত বলিয়া যে স্বীকারপত্র দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে জেলের শীলমোহর নাই অধিকন্তু বিবাদীর জেলে থাকা কালে খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আমেদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। খাঁ বাহাদুর মারা গিয়াছেন।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

হত্যার অপরাধে হাওড়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ জে দে আই সি এস জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া নারায়ণ চন্দ্র দাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ৩রা আগষ্ট আসামী দেখিতে পায় যে, তাহার প্রায় ৪০৲ মূল্যের পোষাক-পরিচ্ছদ চুরি গিয়াছে। মৃত আশুতোষ পাত্র এইসব চুরি করিয়াছে বলিয়া আসামী সন্দেহ করে। সন্ধ্যাকালে আশুতোষ যখন বাজার হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল এই সময় আসামী খেজুর গাছ কাটা একখানি 'দা' দিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আশুতোষের শরীরে ১৩টী আঘাতের চিহ্ন ছিল। আশুতোষ মাটীতে পড়িয়া যাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার চীৎকার শুনিয়া যেসব লোকজন ঘটনাস্থলে আসে আশু তাহাদের নিকট আসামীর নাম করে আশু কিছুক্ষণ পরেই মারা যায়।

মুদ্রামান পরিবর্ত্তন

নাইরোবি হইতে প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাস হইতে জাঞ্জিবারে ভারতের টাকার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব আফ্রিকার শিলিং চালান হইবে। এতকাল ধাবৎ জাঞ্জিবার ও ভারতবর্ষের মধ্যে মুদ্রামানের মারফত যে যোগসূত্র ছিল এই পরিবর্ত্তনের ফলে তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যে বিল রচিত হইয়াছে, তাহা ভারত সচিব অনুমোদন করিয়াছেন। বিলের মর্ম্ম এই যে, ১৯২১ সালের বিধান অনুসারে যে শিলিং মুদ্রা কেনিয়া ও ইউগাণ্ডার প্রচলিত মুদ্রার মান অতঃপর উহা জাঞ্জিবারেরও মুদ্রামান বলিয়া ধার্য্য হইবে এবং শিলিং অপেক্ষা অল্প মূল্যের যে সকল মুদ্রা কেনিয়া ও ইউগাণ্ডায় চলে তাহা জাঞ্জিবারেও চলিবে। বিশ শিলিংএ এক পাউণ্ড ষ্টালিং হইবে, এবং এক টাকার পরিবর্ত্তে এক শিলিং ৫০ সেণ্ট পাওয়া যাইবে। সরকারী ঘোষণাদ্বারা নূতন মুদ্রামান প্রবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মুদ্রামানই চলিবে; কিন্তু জাঞ্জিবার কারেন্সী নোটের পরিবর্ত্তে সরকারী ট্রেজারী হইতে টাকা প্রতি এক শিলিং ৫০ সেণ্ট হারে যেকোনও সময় নূতন মুদ্রা দেওয়া হইবে।

স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, যে সপ্তাহ শেষ হইল সেই সপ্তাহে পি এণ্ড ও কোম্পানির 'কাটে' নামক ডাক জাহাজ যোগে ১০,৪১,৫,৫৫৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে মোট ২৫২৭১,৪০,৫৪৩, টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে

জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা

বীরভূম জেলা বোর্ডের সেকেণ্ড ভাইস-চেয়ারম্যান ও জমিদার বিজয়চন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ৩০০৲ টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে জেলা বোর্ডের তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনা হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল তাহা ঠিক নহে। বিজয়বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি নাগের এজলাসে হাজির হইয়াছিলেন।

আসামী পক্ষ হইতে এই প্রার্থনা জানান হয় যে, মামলার কোন সঙ্গত কারণ নাই, অতএব আসামীকে বে-কসুর খালাস দেওয়া হউক অথবা আসামীকে এজেণ্টের মারফতে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া হউক। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। তিনি আসামীকে ৫০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দিবার আদেশ দেন।

স্যার আব্বাসকে গুলী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই নবেম্বর রাত্রিতে কোহাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথিমধ্যে পেশোয়ার হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বাদ্দাবার গ্রামের নিকট ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট স্যার আব্দার রহিমের উপর ক্রমান্বয়ে তিনবার গুলী বর্ষিত হয়। প্রকাশ, গুলী মোটর গাড়ীর 'বনেট' (অর্থাৎ গাড়ীর কলের উপরিস্থিত ধাতব আবরণ) বিদ্ধ হইয়াছে। এই গাড়ীখানা স্যার আবদুল কায়ুমের।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, ঐ গাড়ীতে স্যার আব্দার রহিম এবং বাংলা-পরিষদের মার্শাল ক্যাপ্টেন হাজী সর্দ্দার ও নূর আমেদ খাঁ ছিলেন। তাঁহাদের কেহ আহত হন নাই. তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ডাক্তারের দুইমাস কারাদণ্ড

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, রামগঞ্জ থানার করাতখিলন গ্রামের ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র ভরদ্বাজকে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ অমান্য করার অপরাধে দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তাহার ইউনিয়নের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারী করেন। প্রকাশ, তিনি ঐ আদেশ অমান্য করিয়া ইউনিয়নের বাহিরে গমন করিলে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি অপরাধ স্বীকার করেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ

১০ম বর্ষ ১১ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯ ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২১শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার } ২১৭৩ম সংখ্যা

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই নভেম্বর সোমবার শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণ-বিগ্রহ এবং অস্মদ্ গুরুচূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি-পুরঃসর পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর অভিমুখে কতিপয় সেবক সহ যাত্রা করেন। শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌর-জগন্নাথমিশ্র-শচীদেবী, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগৌরধামধন শ্রীগৌর লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীঅধোক্ষজ-বিষ্ণু, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহ দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিত্য সেবাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। তথা হইতে বেলা প্রায় ১০ঘটিকার সময় রওনা হন। হুলোরঘাট হইতে নৌকাযোগে গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুভাগমন করেন। এস্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহ-দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠের বাষ্পীয়যানযোগে সুবর্ণবিহার হইয়া কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১লা অগ্রহায়ণ শ্রীযোগপীঠে হরিকথাপ্রসঙ্গে যে-সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ-সকল বিষয় ব্যতীত তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কুলীনগ্রামবাসিগণের ভাগ্য-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করিয়া সেবকগণকে অপ্রাকৃত-দর্শন-বিশিষ্ট হইতে বলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

* * কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন বহু দূর॥
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥
* * *
গুণরাজ-খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন বহু দূর॥

অন্ধ্রদেশে প্রচার

শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিদ্যুত মহাশয় গত ১০ মাস যাবৎ অন্ধ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসাহের সহিত মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসেন তাঁহাদের নিকটে ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তদ্ব্যতীত ভাগবতধর্ম্ম-নির্দ্দেশে দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচারকার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

গত ৫ই নভেম্বর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত পি. কামেশ্বর রাও গারু এম্-এ, এল্ টি (বোর্ড হাইস্কুলের শিক্ষক) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদীয় আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জি কামেসম গারু বি-এ (কভুরের তহশীলদার) অতিশয় সজ্জন। অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। গত ৮ই,৯ই ও ১০ই নভেম্বর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহার আলয়ে পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী ইংরেজীতে অনুরোধকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্থানীয় বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ই, ভি শেষাবতার গারু মহাশয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ১২ই হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয় তাঁহার আলয়ে সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে উকীল মহাশয় অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তদীয় আলয়ে উপস্থিত বিশিষ্টজনগণের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দেন। পরিচয়-প্রদানকালে তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং ভারতের পরমার্থসম্পদ, যাহার নিকট সমগ্র বিশ্ব অবনতমস্তক, সেই সম্পদের আলোক যথাযথভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে-প্রকারে ভারতের গৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন তাহা বর্ণন করেন। অতঃপর সহপাঠিগণের নিকট প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ বর্ণন করিয়া শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী সরল ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজী প্রসঙ্গক্রমে জীব আত্মার নিত্য কৃত্য, প্রাকৃত-গৃহস্থের কথা, গৃহস্থ ও গৃহমেধীর মধ্যে পার্থক্য, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, বাস্তবসত্যের স্বরূপ, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, বন্ধন হইতে জীবের মুক্তির উপায় প্রভৃতি বিষয় সকলের সুখাস্বাদনক বিচার অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষে শ্রীযুক্ত শেষাবতার গারু তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গী ব্রহ্মচারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া উক্ত বক্তৃতার প্রশংসা করেন।

ব্রজ মণ্ডলে প্রচার

মথুরা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ভরতপুর রাজ্যে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভরতপুরে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। উক্ত রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট মহোদয় প্রচারকদ্বয়কে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাডলী ওয়াটীর সিং মহোদয় শ্রীব্রজ-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিয়াছেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গত ১৮ই নভেম্বর রাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া তৎপরদিবস শেষশায়ী গমন করিয়াছেন; তথা হইতে তাঁহার ভারতী মহারাজ সহ আবালজ রাজ্যে যাইবার কথা।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে গত ৯ই নভেম্বর শেষশায়ীস্থ শ্রীগোষ্ঠবিহারীমঠে বার্ষিক-মহোৎসব হইয়াছে। স্থানীয় ব্রজবাসিগণকে (সংখ্যা আনুমানিক ৪০০) লাড্ডু, পুরী প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহারা আনন্দের সহিত ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দ পূর্ণিমা মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ কঠোর পরিশ্রম ও যত্নের সহিত উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শোরুম—১৮নং বৃন্দাবন বসাক লেন, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C. 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড । শ্রীমায়াপুর—৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার ২১৮তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ইটালী আবিসিনিয়া সংবাদ

সেনাপতি দেল বোনো'কে ইটালীতে ফিরাইয়া লওয়ায় হাবসী-পক্ষ মনে করেন যে, মুসোলিনী ইটালীর সৈন্যের অগ্রগতিতে খুসী হন নাই। মার্শাল ব্যাদোগলিওর অধীনে এখন ইটালীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসরের চেষ্টা করিবে কিন্তু হাবসীদেরই আক্রমণের সুবিধা মনে করে। গুজব এই যে, হাবসীরা উত্তরে অম্বা আলাগিতে বা আরও দক্ষিণে আবুনা যোসেফে ইটালীয়গণকে বাধা দিবে। মার্শাল ব্যাদোগলিওর ভারগ্রহণের পর ইটালীয়গণ এখন অধিকৃত অঞ্চল সুরক্ষিত করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। তাহাদের অভিযান আরও ৬ সপ্তাহ স্থগিত থাকিবে।

হারারে প্রবল বারিপাতে ও ম্যালেরিয়ায় ইটালী দল কাবু হইয়াছে। তাহাদের অনেক ট্যাঙ্ক কাদায় আটকাইয়া গিয়াছে। ফাসিস্ত গ্রাণ্ড কাউন্সিল এক বৈঠকে ১৮ই নবেম্বর অর্থাৎ যে দিন হইতে শাস্তি ব্যবস্থার প্রয়োগ হইল, সেই দিনকে পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্ক ও অবিচারের দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শাস্তিবিধান প্রয়োগ করিয়া ভারত সরকার এক অডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র, ধাতু দ্রব্য এবং ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতি ভারবাহী জীব ইটালীতে রপ্তানি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতু ও মুদ্রা ছাড়া অন্য সব ধাতু ইটালী হইতে আমদানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইটালীকে ঋণদানও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ১৫ই নবেম্বর রাত্রিতে কামরূপ জিলার হাজো থানার অন্তর্গত দিহিনা গ্রামে এক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। নিহত ব্যক্তির নাম দুর্গারাম চৌধুরী। তিনি এই জিলার সানেকুচিগ্রামের অধিবাসী। তাঁহার ভূ-সম্পত্তি ও যথেষ্ট নগদ টাকা ছিল। জমিজমা লইয়া বহুদিন যাবৎ কতকগুলি লোকের সঙ্গে তাঁহার কলহ এবং মামলা মোকদ্দমা চলিতেছিল। একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ঘটনার দিন অপরাহ্ণে দুর্গারাম হত্যাপুর্ব্বে দিহিনাগ্রামে যান এবং ঐ গ্রামের এক প্রজার বাড়ীতে যাইয়া পরদিন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে তাঁহাকে কিছু খড় কাটিয়া দিতে বলেন। তিনি পুনরায় রাত্রিতে উঠিতেছিলেন এমন সময়ে কয়েকজন লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। দুর্গারাম দৌড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু আক্রমণকারীরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার কর্ম্মচারী ও মাহুতকে তাহারা আহত করিয়াছিল। মৃতদেহটী গলাকাটা অবস্থায় শবব্যবচ্ছেদের জন্য গৌহাটীতে আনীত হইয়াছে।

—

পুলিশের বেশে ডাকাত

রাওলপিণ্ডির সংবাদে প্রকাশ, একদল ডাকাত পুলিশের ছদ্মবেশে নওশেরা তহবিলের আন্নাদার নামক গ্রামের ইমামের বাড়ীতে চড়াও হইয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে পুলিশ ঐ গ্রামে হানা দিয়া বহু লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র পাইয়াছে। সম্প্রতি ১৭।১৮ জন ডাকাত পুলিশের ছদ্মবেশে ঐ গ্রামে হানা দেয় এবং এক নাম্বারদার পাঠান বদমায়েসকে গ্রেপ্তার করিয়া ইমামের বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলে। পাঠান তাহাদিগকে ইমামের বাড়ী লইয়া গিয়া বলে, পুলিশ তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাস করিতে আসিয়াছে। অতঃপর ইন্সপেক্টরের ছদ্মবেশী ডাকাত সর্দ্দার ইমামকে বলে, তাঁহার বাড়ীতে বহু লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র লুক্কায়িত আছে; সুতরাং প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর ডাকাতেরা ইমামকে একঘরে আটকাইয়া রাখিয়া তাঁহার টাকা পয়সা ও সোনা দানা প্রভৃতি লুঠ করিয়া লয়। তাহারা যখন এই দুষ্কার্য্য করিতেছিল, তখন দলের কয়েকজন পুলিশের ছদ্মবেশে গ্রামে প্রবেশের সমস্ত রাস্তায় পাহারা দিতেছিল এ পর্য্যন্ত ডাকাতদলের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—

চুরির অভিনব কৌশল

বেরিলি হইতে প্রকাশ, সেদিন রাত্রি প্রায় ৮টার সময় একটি 'বেবি' মোটর গাড়ীতে করিয়া দুইজন ভদ্রবেশ পরিহিত লোক সব্জিমণ্ডির একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে যায়। তাহারা দামী বস্ত্রাদি দেখিতে চায়। যখন তাহারা কতকগুলি কাপড় দেখিতেছিল, তখন দোকানদার আরও বস্ত্রাদি আনিতে যায়। ইত্যবসরে ঐ লোক দুইটী অকস্মাৎ মূল্যবান বস্ত্রাদি লইয়া মোটরে চড়িয়া পলায়ন করে। দোকানদার চীৎকার করিয়া উঠিলে কয়েকজন লোক সাইকেল লইয়া লোকটির পশ্চাদ্ধাবন করে; কিন্তু তাহারা শীঘ্রই দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়।

—

দুর্দ্দান্ত ডাকাত নিহত

মুলতানের এক সংবাদে প্রকাশ, বাহাদ্রি ও ঈশ্বর সিংহ নামক দুইজন দুর্দ্দান্ত ডাকাত দীর্ঘকাল পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল। সম্প্রতি এই স্থান হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী চানিয়ট নামক গ্রামে তাহাদের সহিত একদল পুলিশের সঙ্ঘর্ষ হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা সঙ্ঘর্ষের পর তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ ডাকাতেরা গুজরাট, ঝঙ্গ, লায়ালপুর, গুজরাণওয়ালা ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহে বহু ডাকাতি ও হত্যা করিয়াছে।

৭জন অগ্নিদগ্ধ

রামনাদ জেলার অন্তর্গত শ্রীরঙ্গপট্টি গ্রামে একটী বাড়ীতে অগ্নিপ্রয়োগের ফলে ৭ জন আদি দ্রাবিড় খৃষ্টান দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ৭ জন মারা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইজন অপর এক ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিলে কতিপয় লোক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। লোক দুইটী একটী বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লয়। পশ্চাদ্ধাবনকারী লোকেরা শেষে উক্ত বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। রামনাদ জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

—

কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি

নাসিকের এক সংবাদে প্রকাশ, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের সিদ্ধান্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে সুখেনা তালুকে অস্পৃশ্য ব্যক্তিদের এক বিরাট সভায় সমাগত তিন সহস্রাধিক ব্যক্তি বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পদদলিত ও বিনষ্ট করে এবং বহু সংখ্যক হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ ভস্মীভূত করে

সভায় বক্তাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বর্ণ হিন্দুদের অমানুষিক দুর্ব্ব্যবহারের বর্ণনা দান করেন। হিন্দুধর্ম্মের সমূহ বিপদ সমুপস্থিত জানিয়াও বর্ণ হিন্দুগণ সে বিষয়ে উদাসীন থাকায় তাহাদের মনোবৃত্তিরও সভায় তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া পদ্মাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আদবর ।০
১৯। ভক্তাবধৈক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তামালিকা অণুস্তোত্রঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অষ্টকত্রয় ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচর্য্যাঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। শোবাট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপলস য়্যাণ্ড অ্যাবেলডেড ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২২শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ২১৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—:০:—

মাদ্রাজে

মাদ্রাজ ১৬।১১।৩৫

মাদ্রাজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ লিমুথিয়াপ্পেন পিলের বাটীতে গত ১৩ই নভেম্বর বুধবার হইতে সাপ্তাহিক ভাগবত-ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে। ক্লাসে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক ইংরাজীতে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা করেন এবং অবসর-প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও ভক্তিকীর্ত্তন মহাশয় শ্রোতৃবর্গের সুবিধার জন্য ঐ ব্যাখ্যা তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন করেন। গত দিবস ক্লাসে বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

আগামী রবিবার হইতে মাদ্রাজ জর্জটাউনেও সাপ্তাহিক-ক্লাস আরম্ভ হইবে। প্রচার-বিষয়ে শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারীজীর চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট মিঃ বেঙ্কট রামন আয়ার আবর্গল এম-এ, বি-এল মহাশয়ের বাটীতে গত শুক্রবার ১৫ই নভেম্বর তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দশমস্কন্ধ পাঠ ও ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হয়। পাঠের পূর্ব্বে তামিল ভাষায় অনূদিত শরণাগতি হইতে "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া" এবং পরে "মানস দেহ গেহ" গান কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পাটনায়

পাটনা ১৬।১১।৩৫

গত ৪ঠা নভেম্বর পাটনা-সিটিস্থ 'বিহারী লাইব্রেরী'তে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় "মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় ২ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা দেন। শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বামীজী কিছুক্ষণ বলেন।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

"একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ"। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুই প্রকার আবির্ভাব—"নামী"-রূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও "নাম"-রূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম—চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও চৈতন্য-রসবিগ্রহ স্বরূপ। নাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত। ইহা কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় না। শ্রীহরি-নাম কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ"। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন, তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

স্বামীজী আরও বলেন,—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অর্থাৎ বহুশাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

—হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা। তাহাই প্রকৃত আত্মা, তাহার জাগরণই প্রয়োজনীয়। স্বামীজী কথা-প্রসঙ্গে গীতাপাঠে সদ্‌গুরুগ্রহণ বা শ্রৌতপন্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" ইত্যাদি। এই পরমাত্মাকে বহু তর্ক দ্বারা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ-তনু প্রকটিত করেন। স্বামীজী সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ইংরাজীতে বুঝাইয়া দেন—কিরূপে সদ্‌গুরু পাওয়া যায়, সদ্‌গুরুর পরিচয় কি এবং সদ্‌গুরুর নিকট আমরা কি লাভবান্ হইতে পারি। তিনি আরও বলেন,—জগতে শ্রীহরিনামই একমাত্র সত্য এবং কলিকালে হরিনামই মহামন্ত্র এবং ভগবানের নাম-গ্রহণে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপ দূরীভূত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হয়।

বক্তৃতার পরে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীজীর নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া নিজেদের ভুল ধারণা সংশোধন করেন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দ-গোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিতুঙ্গ দিল্লীতে শুদ্ধ ভক্তির বাণী প্রচার করিতেছেন।

মনের প্রতি উপদেশ

ভজ মোর মন, যশোদানন্দন,
মাধব ব্রজবনচারী।
বৃন্দাবন ধন, গোকুল-রঞ্জন,
গোপাল গিরিবরধারী॥
চম্পক-চিক্কণ সুন্দর অঙ্গ,
নটন প্রবেশে ভঙ্গ ত্রিভঙ্গ,
বদনে প্রকাশ, সুমধুর হাস,
ভকত-আনন্দ-কারী॥
বক্ষে দুলিছে বন-ফুলমালা,
কণ্ঠেতে কুণ্ডল মাণিক উজালা,
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর,
নাচত বিপিনবিহারী॥
ভজ ভজ মন, শ্রীনন্দনন্দন,
মাধব ব্রজবনচারী।
ভজ অবিরত, যশোদার সুত
গোপীজন-মনোহারী॥
শয়নে স্বপনে পথ পর্য্যটনে,
প্রতি নিমেষে সর্ব্ব প্রতিটি সাধনে,
গাও অবিরাম, কৃষ্ণ-গুণগ্রাম,
চিন্তহে করুণা তাঁহারই॥
ওরে মূঢ়মন, তোমার ধরম,
সতত স্মরণে রও।
কত ছবি সব, তাঁকে তুলি তব
কখনও বিরত নও॥
শ্রীহরির নাম আঁকি চিত্রপটে,
শ্রবণ-কীর্ত্তন কর অকপটে,
অসার-চিন্তায় কাল কেটে যায়
সে মন শোধিয়া লও।
শ্রীকৃষ্ণচরণ পরম রতন,
পরাণ ভরিয়া দাও।
মন্দের মণি মন্দির মাঝে,
বসাও যতনে বৃন্দাবনরাজে,
আপনার মন, কর বৃন্দাবন,
রহিবা সেবার কাজে॥

শ্রীঅপর্ণা দেবী

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ কেশব, অব্দায় শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

একমাত্র গৌড়ীয়মঠেই শ্রীগৌরাঙ্গের আসন

সেদিন শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীব্রজ-স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীরামাচরণ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি ব'লেছিলেন, একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্যত্র সঙ্কীর্ত্তন হয় না, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ নাই, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রয় ব্যতীত শ্রীরাধা গোবিন্দের উপাসনা হইতে পারে না,—একথা কে বিশ্বাস করিবে? এই কথার সরল সহজ উত্তরে আমরা বলিতে চাই,—অগৌড়ীয়গণ ব্যতীত সকলেই উহা বিশ্বাস করিবেন। গৌড়ীয় না হইলে গৌড়ীয়মঠের তত্ত্ব বুঝা যায় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি বস্তু, তাহা বোধগম্য না হইলেই ঐ প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়। অপর কথায় শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু মনে হইলে এবং তাঁহাদের বিলাসস্থান প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলে ঐপ্রকার প্রশ্ন স্বাভাবিক। যাহারা গৌড়ীয়মঠকে জড়-ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত মনে করে তাহাদের সহিত শ্রীমঠের শুদ্ধ-সেবকগণের বিচারের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। গৌড়ীয়গণের সেবানিলয়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ সেবকগণই 'গৌড়ীয়'-সংজ্ঞায় আখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও জড় ধারণার বিষয় বা জড়-সেবার বিষয় হ'ন নাই। তিনি চিন্ময় বস্তু, মায়াবদ্ধ জীবগণের চৈতন্যসম্পাদনার্থ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতি কখনই জড় ভূমিকায় নহে। তিনি যে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তিনি চিদ্বিলাসতত্ত্বের সেবা ভাগ্যবান্ জনগণকে প্রদান করিয়াছেন। যে স্থানে সেই চেতনতার সন্ধান নাই, তথায় অর্চ্চনের বহু-প্রকার ঠাটবাট থাকুক না কেন, বহু প্রকার তাল-মান-লয়ের সহিত কীর্ত্তনই(?) অনুষ্ঠিত হউক না কেন, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের অবস্থিতি তথায় নাই; যে স্থানে অন্যাভিলাষিতা প্রবল বিক্রমে তাণ্ডব করিতেছে, যে স্থানে কর্ম্ম ও শুষ্ক-জ্ঞানের তাণ্ডব প্রচুরমাত্রায় চলিতেছে তথায় কখনই শ্রীগৌরাঙ্গের অবস্থিতি থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের বাসনা বর্ণ বা আশ্রমের অভিমান যে স্থানে বিদ্যমান, সেস্থানে গোপী-ভর্ত্তার অবস্থান কি প্রকারে সম্ভব? ঐ সকল অনর্থের কবল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যে স্থানে শুদ্ধ-সত্ত্বে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ" এই পরিচয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবীর আনুগত্যে ভজন, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-প্রাণের বিনোদন কুঞ্জ। তাহা কিছু প্রাকৃত বস্তু নহে।

আমরা কেহ গৌড়ীয়মঠের দালান কোঠা দেখিয়াছি, কেহবা মোটর-গাড়ী দেখিয়াছি, কেহবা মহামহোৎসবের খাদ্য-বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করিয়াছি, লোকজন-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সেই সকলে ভোগবুদ্ধি করিয়াছি, কেহবা অন্তরে তাহা ভোগ করিবার পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐসকল ভোগ করিতে না পারায় গৌড়ীয়-মঠের ঐ সকল প্রচার-ঐশ্বর্য্যকে রূপানুগ পথের বিপরীত মনে করিয়া বঞ্চিত হওয়াকেই—কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া কল্পনার পথকেই "রূপানুগ-পথ কল্পনা করিতে করিতে নানা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছি। সাধু সাবধান। ইহা কখনও গৌড়ীয়মঠের স্বরূপ, প্রচার, আচার বা উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়-মঠের পথ একমাত্র শ্রীরূপানুগবর্য্যের প্রদর্শিত একায়ন-পথ। তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতব সেবার ভজন চাতুরী বিদ্যমান। যাহাকে আমার ভোগ-নেত্রে ও ভোগময় মস্তিষ্কে ইট্-পাটকেল পাথর দর্শন বা বিচার করিয়া গৌড়ীয়মঠ মনে করিতেছি তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহে। শ্রীরূপ সুগ আচার্য্যবর্য্যের— অকৃত্রিম পরদুঃখদুঃখী অহৈতুককৃপাম্বুধি আচার্য্যবর্য্যের—শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টসংস্থাপক প্রভুগণের অধিষ্ঠাতা পাদপদ্মই শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তাঁহার অকৈতব-বাণীই শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সেই বাণীর অকৈতব শ্রবণ কীর্ত্তন-পীঠই—বাণীপীঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তি-বিনোদধারা দয়ার সরস্বতী-প্রবাহই শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, ভক্তিবিনোদ আসন বা সারস্বত আসন। যেস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া-সরস্বতী নাই, তথায় কি করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে পারে, তথায় কিপ্রকারে চমৎকারিতার সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণীর কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া যাহা কিছু তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনাবৃত স্বরূপ নহে, সুতরাং তথায় শুদ্ধভজন কখনই সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের মহাবদান্যতার বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নিত্যমন্দির এই মন্দিরে একমাত্র কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আরাধনা হয়। অন্য কোনও অভিলাষের পূজার স্থান এখানে নাই। এখানকার যত কিছু কার্য্য, তৎসমুদায়ই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান পুরোহিত আচার্য্যবর্য্যের অনুমোদিত, সকলই কৃষ্ণকীর্ত্তনের আনুকূল্যকারী। মায়ার কীর্ত্তনের সংসার চতুর্দ্দশভুবন, আর কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংসার শ্রীগৌড়ীয়মঠ। বাহ্যদৃষ্টে প্রতিবিম্বও যে-প্রকার অনেকটা বিম্বের মতই দৃষ্ট হয় সেই প্রকার জগতের মায়া তৎপরতার কার্য্যগুলি দেখিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণসেবা-তৎপরতার ন্যায় একই প্রকার দৃষ্ট হয় বলিয়া বাহ্যসৌসাদৃশ্য-দর্শনে ভ্রান্ত জনগণ বঞ্চিত হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন। তাহা হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, একমাত্র মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাসস্থলী শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্য কোথাও শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অবস্থান হইতে পারে না।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

——:০:——

শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা

৩১শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

গতকল্য আমরা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক চৈতন্যদেবের প্রণাম-উপলক্ষে তাঁর নাম-রূপ-গুণলীলার কথা আলোচনা ক'রেছি। তিনি কৃষ্ণকেই প্রণাম ক'রেছেন, যিনি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ ক'রে বিশ্বকে পালন করেন। শেষলীলায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ ক'রে জগজ্জীবকে কৃষ্ণবিষয় অবগত করিয়েছেন এবং কেবলা ভক্তির কথা জীব কুলকে শিখিয়েছেন। অনর্থযুক্ত জীবকে ভোগত্যাগাদির কার্য্যে নিপুণ রাখা মাত্র বিশ্বপালনকার্য্য ন'হে, তাঁ'দের স্বরূপানুভূতি-প্রদানকার্য্যের দ্বারা বিশ্বের প্রকৃত পালন করা হয়।

চৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা-কালে ভক্তির সুষ্ঠুতা রক্ষার জন্য যে বিচার দেখিয়েছেন, তা'তে পাই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কনিষ্ঠা বা মধ্যমা ভক্তির কথা নয়, উত্তমা ভক্তির বিচার। তদ্বিষয় অভিজ্ঞান ও সেবার পরমোজ্জ্বলতার কথা সুষ্ঠু আলোচনা ক'রে জীবকে জানিয়েছেন। মায়াবাদীদিগকে মায়াবাদ হ'তে রক্ষা করার জন্য প্রথমে সার্ব্বভৌম ও পরে কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে কি প্রকারে ভক্তির সঙ্গে তাঁ'দের কথার পার্থক্য হ'য়েছে সেই সকল কথা আলোচনা ক'রেছেন। সেই আলোচনাকালে কতকগুলি লোক উদ্বিগ্ন হ'লেও তাহা ভূতোদ্বেগ নয়, পরন্তু তাঁ'দের মঙ্গলার্থ।

বিশ্বম্ভর কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের দৌরাত্ম্যের কথা গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসলীলায় অপসারিত ক'রেছেন।

ভুক্তিমুক্তির কথা নিজলীলায় প্রকাশ ক'রেছেন। তিনি যখন শ্রীবাসগৃহে নাম-কীর্ত্তন করতেন তখন কর্ম্মি-সম্প্রদায় জানত যে কর্ম্মফল-ভোগটাই উন্নত। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ জ্ঞানীর আস্থায়। কতকগুলি অবুঝ ভুক্তিবাদী বিচার ক'রেছিল, মহাপ্রভু 'গোপী গোপী' জপ করেন কেন? তাঁ'রা 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করত—ভোগীপাল মহীপালের গীত আলোচনা করত আর কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষীতে মুগ্ধ ছিল। জ্ঞানীর বিচার—বিষয়াশ্রয়-বোধরাহিত্য, আর কর্ম্মীর বিচার স্বর্গাদিতে সুষ্ঠু জড়ভোগপ্রাপ্তি। তাঁ'দের রক্ষাকল্পে মহাপ্রভু জড়বিষয় ও জড় আশ্রয় অবলম্বন না ক'রে পূর্ণ জ্ঞান-বিশিষ্টের আলোচনার পদ্ধতি স্বীকার ক'রে আশ্রয়জাতীয়ের সেবা ব্যতীত বিষয়-বিগ্রহের সেবা পাওয়া যায় না—এটা প্রচার ক'রলেন। তাঁ'রা ভেবেছিল যে, কেবলমাত্র গোবিন্দাদি নাম উচ্চারণ ক'রলেই সব হ'বে, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করার দরকার নাই। পড়ুয়া সে-সকল কথা বুঝ্‌তে পারে নাই ব'লে তা'র আপত্তি ক'রেছিল যে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'-নাম করার বদলে 'গোপী গোপী' জপ কেন? সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব হেতু চিন্ময়-রস না জেনে রসরহিত অবস্থার নাম 'ব্রহ্ম'। সংসারের উন্নতি কামনায় মহাভারতাদি পাঠ ক'রে কৃষ্ণের মহিমার কথা অল্পবিস্তর জানত, কিন্তু কৃষ্ণের অসামান্যত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতার কথা জানত না।

চৈতন্যদেব জীবকে জানিয়েছিলেন প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। ভক্তির উদয় না হ'লে প্রেমের উৎপত্তি হয় না। 'সাহিত্যদর্পণ' বা 'কাব্যপ্রকাশ' প'ড়ে জড়ের নায়ক-নায়িকার কথাটুকুতে প্রেম-বিচার করতে গিয়ে গৃহস্থ-সকল অনেক সময় ভ্রান্ত পথে চালিত হওয়ায় গৃহব্রত হ'য়ে প'ড়েন। বিচিত্রতার বিলুপ্তি-সাধন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। বেশী মঙ্গলটা কাশী যাওয়া এবং সেখানে দাবাপাশা খেলে মরে শিব হ'য়ে যাব, এইটাই সাধারণের ধারণা! পুণ্যকর্ম্মে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানরাজ্যের কথা শোনাই ভাল—কর্ম্মনাশা নদীতে ডুবে কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কাশীতে বাস করাই ভাল—যাঁ'রা এই চিন্তাস্রোতে শিক্ষিত হ'য়েছিল। বিষ্ণু মায়িক-শরীর গ্রহণ ক'রে দেবতা হন, তাঁর ধ্বংস হ'লে ব্রহ্ম হয়ে যান, আমরাও জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'লে ব্রহ্ম হ'য়ে যাই—এবিচারটা যখন প্রবল ছিল তখন ভক্তির কথা ছিল না। ভক্তি, ভজনীয় ও ভজনকারীর অস্তিত্ব না জানায় চৈতন্য-লীলা-প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে কেবল পুরুষোত্তম-সেবার বিচার প্রবল ছিল; কিন্তু মহাপ্রভু যখন সকলের চমৎকারতার কথাটা বলতে ইচ্ছা ক'রে মধুররতির কথা বললেন, তখন নিজাইক কীর্ত্তন ক'রলেন। নারায়ণ বা অবতার সকলের কথাও নিজ-লীলায় জানালেন।

আপনারা মায়াপুরে দেখেন একটী প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌর-নারায়ণ; অন্য প্রকোষ্ঠে রাধামাধব সহ বিশ্বম্ভর। এখানে বিশ্বম্ভর 'গোপী গোপী'-জপকারী, কর্ম্মিসম্প্রদায় বিশ্ব ছাড়া জানত না। বিশ্বে তাঁ'দের গৃহ, তাতে আবদ্ধ থাকা মাত্র তাঁ'দের ধর্ম্ম।

গীতা প'ড়ে কেবল পুরুষোত্তম-তত্ত্বের কথা আংশিক আলোচনা হয়, কিন্তু তাহা শুদ্ধভক্তির চরমসীমা নহে, সে-কথা বিশ্বম্ভর "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশঃ" বিচারে জানালেন। অবশ্য "যার যেই রস সেই রস সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হ'য়ে বিচারে আছে তর তম॥" বিশ্বম্ভর মধুররসের পরাকাষ্ঠার কথা বিচার ক'রে সকলকে তদ্‌গ্রহণ-যোগ্যতাও দান ক'রেছেন। নচেৎ সকলে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের ঐশ্বর্য্যপ্রধান উপাসনার কথাই জানত। মধুররসে অষ্ট চার প্রকার রসও আছে।

ত্যাগ, রসরাহিত্য বা রসসাহিত্য—যে-কথা 'সাহিত্য দর্পণ' বা 'কাব্যপ্রকাশে' আছে, তা' মানবকে অবিবেচনার রাজ্যে রেখে বঞ্চনার যত্ন ক'রে। তাঁ'রা ভগবদ্‌রস আদৌ আলোচনা করেন নাই। ভগবানকে আধ্যাত্মিক-পদার্থ-বিশেষ জ্ঞান করেন; তখন যাঁ'দের বস্তু নির্ব্বিশেষবাদ নির্ণীত হয়। ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা থাকা পর্য্যন্ত ভক্তির কথা জানতে পারবে না, অনেক দূরে পড়ে যাবে। প্রাকৃতসহজিয়া অতত্ত্বসিক, তা'রা অতি তিমিরে পাপরাজ্যে ধাবিত।

শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশকসূত্রে গুরুর সজ্জা গ্রহণ ক'রেছিলেন। একথা বিশ্ববাসী জানত না। গৃহ-বাউলের দল সৃষ্টি ক'রেছে। তাঁ'র কথা না জেনে গৃহস্থ-গৌরাঙ্গের উপাসক। গৌরাঙ্গকে গৃহস্থ রাখ্‌লে আত্মবঞ্চকদলের গৃহব্রতধর্ম্মের সুবিধা হয়।

ভগবান্-প্রাপ্তি-হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥

আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি—এই চারি প্রকার সাধনভক্তির পূর্ব্বার্দ্ধ, আর পরার্দ্ধে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। সাধনভক্তিতে প্রবেশ না করলে চতুর্ব্বর্গ। সাধনভক্তিকে উপেক্ষা ক'রে প্রেমিকভক্ত হওয়া যায় না।

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অন্যত্র যদি কারো অনুরাগ হয়, তবে বুঝ্‌তে হ'বে সে এ পথের পথিক নয়। অনর্থনিবৃত্তি না হ'লে চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত বস্তুর জ্ঞান হ'বে, ভক্তি হ'বে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না। পরব্যোমে কিছু ভক্তির কথা আছে। সবিশেষ অবস্থায় ২॥০ প্রকার রস পূজ্য-বিচারে এখানে আছে। এটী গোলোকের নিম্নার্দ্ধ। গোলোকের পাঁচপ্রকার রস নিয়ে আড়াই প্রকারে অবস্থিত হ'য়ে মাধুর্য্য উপলব্ধি হ'তে দেয় না। সর্ব্বশক্তিমত্তার এত আলোকচমৎকারিতা যে, তা' দেখেই আমরা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাই। লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন—গোলার্দ্ধদর্শন, সমস্ত গোলোক-দর্শন তাতে হয় না। তাতে তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য—বিচার। ভাগবত আলোচনা না হ'বার পূর্ব্বে ভগবত্তা গৌরব-বিচারে আবদ্ধ থাকে। বিপ্রলম্ভবিচার করলে, বাস্তববস্তুর জ্ঞান প্রবল হ'লে কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

(ক্রমশঃ)

ব্রজের পথে

(৩)

প্রভাতী সুরে শুদ্ধভক্তমুখে এই জাগরণ-গীতি আমাকে এক নবনিত্যরাজ্যে আকর্ষণ করিল। ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইল। দেখিলাম, আমরা এবারে একটী পল্লীতে প্রবেশ করিতেছি। অস্পষ্টভাবে একটী সুবৃহৎ মন্দিরও যেন আমাদের সম্মুখে অনতিদূরে অবস্থিত। পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে গেলা নগর-ব্রাজে।
তাথৈ তাথৈ বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোণার অঙ্গ চরণে নূপুর বাজে॥

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বল্‌রে বল্‌রে বদন ভরি,
মিছে নিদবশে গেলরে রাতি দিবস শরীর-সাজে।'

এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদাসুত চরমে পড়িবে লাজে॥

উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি, হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই, না ভজ হৃদয়-রাজে।

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে॥

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ প্রাণ
নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দভুবন মাঝে।

জীবের কল্যাণ সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপনরূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে॥

ক্রমশঃ পল্লীমধ্যে উপস্থিত হইলে, যুবকদ্বয় আমাকে পূর্ব্বদৃষ্ট সুরম্যমন্দিরটী দর্শন করাইলেন। অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহদর্শনে আমার জীবন সার্থকতায় মধুময় বোধ হইতে লাগিল। যুবকদ্বয় ভগবৎ-স্মৃতি-জড়িত এই স্থান-মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। একটী শৈলী বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের প্রকোষ্ঠান্তরে স্থাপিত আছেন। উক্ত মূর্ত্তি দর্শনকালে তাঁহারা বলিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় এই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ অধোক্ষজের মন্দিরভিত্তিখননকালে, গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪১) বুধবার এই অপূর্ব্বদর্শন অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হে পথিক! তুমি মরুপ্রান্তরে যে মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলে, তিনিই অগোষ্ঠীতে সংকীর্ত্তন সহ যেস্থানে ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, ঠিক সেইস্থানে এই শৈলী শ্রীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা শ্রীমন্দিরে প্রণত হইয়া পুনরায় উক্ত পল্লীপথে চলিতে চলিতে শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈত-ভবন, বৈষ্ণব-পল্লী, প্রভৃতি দর্শন করিলাম।

সূর্য্যোদয় হইল। দেখিলাম—আমার অগ্রগামী যুবকদ্বয় গৈরিকবসন-পরিহিত এবং তাঁহাদের হস্তে শ্রীতুলসীমালিকা। এই তুলসী-মালিকাতেই বুঝি তাঁহারা এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে নামজপ করিতেছিলেন।

সম্মুখে এক সুরম্য ভবন। শিরোদেশে লিখিত রহিয়াছে—ভক্তিবিজয়ভবন। আমাকর্ত্তৃক ইহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া যুবকদ্বয় কহিলেন—হে পান্থ! ইহা আমাদের অভিলষিত স্থান শ্রীচৈতন্যমঠ। এই সৌধটী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ম্নায় নবমাধবনামধরবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক প্রবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা-মকরন্দ-বিতরণের প্রধান কেন্দ্রস্থল। হে সুকৃতি মন্ পান্থ! আরও একটী গুহ্য কথা শ্রবণ কর, তুমি মরুমধ্যে যে নেপথ্যে অহৈতুক-কৃপাবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলে উহা যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, এই সৌধ তাঁহারই ব্রহ্মমাধুর্য্যের নিত্যাসনগীত কীর্ত্তনের প্রধান হট্ট এবং উপরিউক্ত পরিচয় তাঁহারই অপ্রাকৃত স্বরূপের।

অগ্রসর হও—। অতঃপর আমরা শ্রীমঠ-সীমায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করিলাম। শ্রীমন্দিরে প্রণত হইয়া পঞ্চবিংশবর্ষীয় গৈরিকপরিহিত পূজারীর আদেশে শ্রীমন্দিরপরিক্রমাদি করিলাম। পরিশেষে পূজারীজী আমাকে সিদ্ধবাবাজীর মন্দির দর্শন কর বলিয়া দক্ষিণপার্শ্বস্থ একটি মন্দির অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—উক্ত মন্দিরের জগমোহনে মরুপ্রান্তরে পূর্ব্বদৃষ্ট আমার আরাধ্যদেব উপবিষ্ট এবং তাঁহার চরণপ্রান্তে বহু ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ভক্তগণ সমাসীন। আরাধ্যদেব শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন,—

"কেবল অসুবিধা থেকে ছুটী পাওয়াটাই চরম প্রয়োজন নয়। থেমে গেলেই কি Positive হ'বে? মুক্ত হ'লেই কি চ'লবে? মুক্ত হওয়ার পরে কৃত্য কি? যে মুক্তিতে ভগবৎ সেবাই চরম প্রয়োজন নয়, সেরূপ মুক্তির মূল্য কি? সেরূপ মুক্তি কতক্ষণ আপনাকে মুক্ত রাখ্‌তে পারে?

"ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব
কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥"

যাঁরা যে স্তরে আছেন, তা'তেই তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে—যদি তাঁ'রা সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা-শ্রবণ ক'রবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। যারা অভিধেয় ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে বিচার ভুল ক'রেছেন, হরিকথা শ্রবণে তাদেরও মঙ্গল লাভ হ'তে পারে—

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥"
(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১২ কেশব ৬ অগ্রহায়ণ ২২ নভেম্বর শুক্র তিথি গতোদশাদ্য কৃষ্ণাদশী গদী রা ৪।৮৮ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ দি ২।৩৯ প্রীতিযোগ দি ৯।৫৬ কৌলবকরণ। দি ৯।১১ গতে দি ৯।৫৮ মধ্যে উৎপন্না একাদশীর পারণ। শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদাসের ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ কেশব ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নভেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণ ত্রয়োদশী-লক্ষ্মী দিবারাত্র চিত্রা বিষ্ণুকথা দি ৪।৫৮ আয়ুষ্মান্ যোগ দি ১০।১৮ গরকরণ। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে অষ্টাধারবিশিষ্ট শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংকেত-তীর্থ, সর্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীবনমালি দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিদ্যমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসচ্চিদ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে সত্ত ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরেবকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রোত্রী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিনোদজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেখপাড়া, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-বিনোদবিহারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

চারধার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুর, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগরত্ন

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 - 1

(৫০) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

খগড়জলা, দার্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1844

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার [২১৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

গত মঙ্গলবার প্রাতে হাবসী সম্রাট বিমানপোতযোগে উত্তর রণক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছেন। ইটালীয় পক্ষ হইতে জানা গেল যে, আম্বা আলাগির দক্ষিণে (উত্তর রণক্ষেত্রে) ২০টী ইটালীয় বিমানপোত ভীষণ বোমাবর্ষণ করিয়াছে এবং বহু হাবসী হতাহত হইয়াছে। হাবসীরাও মেশিনগান ও কামান ছুঁড়িয়া উত্তর দেয়, কিন্তু কোন বিমানপোতই জখম হয় নাই। রাস সেয়ুমের অধীনে ২০ হইতে ৩০ হাজার সৈন্য ইটালীয় উত্তর বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য ইটালীয়দের অভিযান পথে সমবেত হইয়াছে। মার্শাল ব্যাদোগলিওর অধীনে ইটালীয় বাহিনী ধীরগতি ছাড়িয়া দ্রুতগতি অগ্রসরের নীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া মনে হয়।

"বোম্বে ক্রনিকল"এর সংবাদদাতা এক বিবরণে ইটালীর উৎকোচ দিয়া হাবসীগণকে হাত করিবার চেষ্টা-সম্পর্কে বহু রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং ইটালীর প্রচারিত বিবিধ সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের বৈঠকে মুসোলিনী প্রদত্ত রিপোর্ট-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। শাস্তিবিধান প্রয়োগের ফলে ইটালীতে নাকি ইতোমধ্যেই মাল চলাচল ও ষ্টকে এক্সচেঞ্জের কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কয়েদীর মধ্যে দাঙ্গা

নাসিক সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘদিনের মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে এইরূপ দুইদল কয়েদীর মধ্যে এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন কয়েদী মারা গিয়াছে এবং আরও অনেকে আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, জেলের কারখানা বাড়ীর মধ্যের কার্পেট ফ্যাক্টরীতে কার্য্য নিযুক্ত একদল সিন্ধি কয়েদী ও বোম্বাইয়ের একদল কয়েদীর মধ্যে অনেক দিন হয় শত্রুতা ছিল। সম্প্রতি তামাকু ঘটিত কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার অপরাধে বোম্বাইয়ের কয়েদীদলের কাহারও ইঙ্গিতক্রমে একজন সিন্ধি কয়েদীর সাজা হয়। ইহা হইতেই বর্ত্তমান হাঙ্গামার উৎপত্তি হয় এবং উভয় পক্ষ কর্তৃক তাঁতের কাঠগুলি অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মারপিটের ফলে রহিম আবদুল নামে একজন 'সিন্ধি কয়েদী গুরুতরভাবে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। গণ্ডগোল শুনিয়া কর্তৃপক্ষের লোকজনেরা ছুটিয়া আসে এবং উভয়পক্ষকে সংযত করিয়া ফেলায় ব্যাপার আর বেশীদূর গড়াইতে পারে না।

চারিজনের প্রাণদণ্ড

সোভিয়েট বিরোধী কার্য্যকলাপ ও প্রচারকার্য্যের অপরাধে চারিজন 'তালফা' বা মুসলমান ফকিরকে উজবেক গণ-তন্ত্রের (রুশ তুর্কীস্থান) সর্ব্বোচ্চ আদালত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, পীর ইশান আব্দ, মুত্তালিব নামক এক ফকির এই আন্দোলনের নেতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চারিজনের মধ্যে সে অন্যতম। কোকন্দ নামক স্থানে আদালতের অধিবেশন হয়। উক্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ছাড়া আরও চারিজনকে আদালত দশ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, অন্যান্য কয়েকজনের প্রতি কম মিয়াদের কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়।

সমস্ত আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই:—"সমষ্টিগত কৃষি পরিচালন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট বিপ্লববিরোধী কার্য্য পরিচালনা এবং উজবেক গণতন্ত্রের সীমান্তবর্ত্তী এক ধনতান্ত্রিক দেশের সোভিয়েট বিপ্লব বিরোধীগণের আদেশ অনুসারে কার্য্য করা।"

ওদিকে মস্কো সহরে আইভান নোভজ্রিন নামক একজন ইঞ্জিন-চালক একটি মালগাড়ী উল্টাইয়া দিয়া ৯০০০০ রুবল মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট করায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। নোভজ্রিনের বিরুদ্ধে আরও এই অভিযোগ ছিল যে, সে বিপ্লব-বিরোধী রুশ সৈন্যদলভুক্ত ছিল এবং ১৯১৯ সালে একটী ট্রেণ হইতে যখন রুশ শ্রমিকগণের উপর গুলী চালান হয় তখন নোভজ্রিন সেই ট্রেণ চালাইতেছিল।

১৩ বৎসরের বালকের দ্বীপান্তর

লাহোর হইতে প্রকাশ, কয়েকবার জিতিবার পর আর জুয়া খেলিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ফলে জনৈক জুয়াড়ীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ, উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ জুয়াড়ী জুয়ার আড্ডা হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিলে কয়েকজন জুয়ারী তাহার পিছু লয় এবং উহাদের মধ্যে ১৩ বৎসর বয়স্ক একজন জুয়ারী তাহাকে একখানি কুঠার দ্বারা নিহত করে, বালকটী হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মনরুর এজলাসে উক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী উঠিলে বিচারপতিদ্বয় ঐ দণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন; তবে বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহা হ্রাসপূর্ব্বক তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম দেন।

পাঞ্জাব সং ফৌঃ আইন বিল

লাহোর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় ৪৭—১৪ ভোটে পাঞ্জাব সংশোধিত ফৌজদারী আইন বিল পাশ হইয়া গিয়াছে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, বিলের কার্য্যকাল কমাইয়া ৫ বৎসর করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে এই বৎসরেই একটি সংশোধন-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

চলন্ত মোটর হইতে গুলী বর্ষণ

লাহোরের ৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটবর্ত্তী কাশ্মীরীগেটে সেদিন এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে একখানা চলন্ত মোটরকার হইতে কেহ পাঞ্জাব সরকারের লীগ্যাল রিমেম্ব্রান্সারের মুসলমান ভৃত্যকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করে। তিনটি গুলী বর্ষিত হয়। উহার একটী গুলী ভৃত্যটির পরিধেয় কোট ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার শরীরে কোনও আঘাত লাগে নাই। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে বৈকালের দিকে ঐ গাড়ীখানা হইতেই জনৈক মোটরসাইকেল আরোহীকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করা হয়, কিন্তু তাহারও কোন আঘাত লাগে নাই বলিয়া প্রকাশ, গাড়ী বা গাড়ীর আরোহীর এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

অর্থের লোভে কবর খনন

ডাকরৌর সংবাদে প্রকাশ, একটী কুলী অত্যন্ত গরীব এবং সন্তান সন্ততিগণকে ভরণ পোষণ করিবার কোনও উপায় তাহার ছিল না। সে শুনিতে পায় যে সম্প্রতি কিছু সোনা ও অর্থ দিয়া এক শব কবর দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে সে গোরস্থানে গিয়া শবটী পুনরুত্তোলনের জন্য মাটী খুঁড়িতে থাকে। পুলিশ লোকপরম্পরায় এই কথা শুনিতে পাইয়া লোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ১৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার } ২১৯তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদর্শনী

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে পারমার্থিক প্রদর্শনী হইয়াছে এবং তাহাতে যে শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে তাহার কিছু কিছু ইতঃপূর্ব্বে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অদ্য নিম্নে আরও দুই একটী প্রকাশিত করিবার সদিচ্ছা পোষণ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ-লীলা

পূতনা স্নেহময়ী জননীর কপট-বেশ ধারণ করিয়া বাহিরে খুব স্নেহ দেখাইয়া বালক-কৃষ্ণকে বিষমিশ্রিত স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন।

শিক্ষা—যে সকল কপট ব্যক্তি গুরুর ও সাধুর বেশ ও নাম ধারণ করিয়া ভোগ ও মিছাত্যাগের শিক্ষা দেয়, তাহারা পূতনা-জাতীয়। পরমার্থ বা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন-লাভ ও রক্ষা করিতে হইলে ঐসকল পূতনাসদৃশ ব্যক্তিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের বকাসুরবধ-লীলা

একদিন 'বক' নামক এক মহাদৈত্য বক-রূপ ধারণপূর্ব্বক বালক কৃষ্ণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ বকের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় এক দাহ সৃষ্টি করিলে বক কৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিল। কিন্তু বকাসুর ক্রোধে আবার কৃষ্ণকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ তখন তাহার ঠোঁট দু'খানি ধরিয়া তাহাকে তৃণের ন্যায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

শিক্ষা—অকপট হরিভজনের বিরোধী কংসতুল্য ব্যক্তিগণ কুটিনাটি, ধূর্ত্ততা, শঠতা প্রভৃতি অনর্থ-সমূহের দ্বারা অকপট হরি-ভজনকারীকে হরিভজন হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে ধ্বংস করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-বধ-লীলা

একদিন কৃষ্ণ বালকগণের সহিত বনে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে কংসের প্রেরিত অঘাসুর-নামক দৈত্য বালকগণের সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে এক বিশাল অজগরের দেহ ধারণ করিয়া আকাশ-পাতাল জুড়িয়া মুখ বিস্তার করিয়া পথে শুইয়া রহিল। বালকগণ ইহা না জানিতে পারিয়া অঘাসুরের উদরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া অসুরকে বধ করিবার জন্য বালকগণের পশ্চাৎ অসুরের উদরে প্রবেশ করিলেন, এবং নিজের দেহকে এত বিস্তার করিলেন যে, অঘাসুর তাহাতেই গতায়ুঃ হইল।

শিক্ষা—কৃষ্ণ সাধকের হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপবুদ্ধি ও অপরাধ কৃপা-পূর্ব্বক দূর করিয়া দেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ-লীলা

ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিলে কৃষ্ণ ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিয়া ঐসকল দ্রব্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনকে পূজা করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে ইন্দ্র খুব ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ বামহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উর্দ্ধে ধারণ করিয়া তাহার নীচে সকল ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলেন। ইন্দ্র পরে ভগবানের মহিমা বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন।

শিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, শরণাগত-পালক, পরমেশ্বর। তাঁহার পূজা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের ভোগসাধক অন্যান্য দেবতার পূজা কর্ত্তব্য নহে। গোবর্দ্ধন সাধারণ পর্ব্বতমাত্র নহেন; তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্দেহ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

গৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা, ১৫।১১।৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু -

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত ভক্তি-শাস্ত্রী মহোপদেশক মহাশয়ের পত্রও পাইয়াছি। তোমার শরীরে যথোপযোগী বল লাভ কর নাই জানিলাম। আরও কিছু-দিন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখ।

আমি গতকল্য গয়া হইতে কলিকাতা ফিরিয়াছি। দিল্লী ও গয়া-মঠের উৎসব ও প্রতিষ্ঠা মঙ্গলমত সমাপন হইয়াছে। তোমার সেবোন্মুখতা পাটনার ভক্তগণ শতমুখে গান করিয়াছেন। ম......র ভক্তগণ সেরূপ আদর করেন নাই, জানিলাম। ...৫... উক্ত স্থানের গৃহস্থ-ভক্তগণ হরিসেবার উদ্দেশে মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের ন্যায় উপার্জ্জনের অংশের শতকরা শতাংশ হরিসেবায় দিতে পারেন না, ইহা তাঁহারা জানেন। তজ্জন্য যদি তাঁহারা অধিকাংশ নিজ মঠসেবার পরিবর্ত্তে গৃহসেবায় ব্যয় করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসিগণের দুঃখিত হবার বিষয় নহে। উঁহারাও যখন মঠবাসী বা সন্ন্যাসী হইয়া স্ব-স্ব উপার্জ্জনের সমস্ত দিতে থাকিবেন, তখন উঁহাদিগকেও সেকালে গৃহস্থ-ভক্তগণ নিন্দা করিবেন জানিবে। অনেক গৃহস্থের মঠের উদ্দেশ্যে দিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা অকিঞ্চনগণের দোষ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারাও মঠবাসী হইলে নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাইবেন। মঠবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত মঠবাসীর দোষ দেখা, স্বাভাবিক। সহ্য করিতে শেখ। একটা মঠবাসীর প্রধান কার্য্য। গৃহস্থগণ উপার্জ্জন করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৫ই নভেম্বর পাটনা বাঁকীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বি, ডি দাওয়ান, ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের গৃহে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "হ্লাদচরিত্র" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং মহিলাদের সমাগম হইয়াছিল। দাওয়ান মহাশয় স্বামীজীকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া গৃহে একটি উচ্চ আসনে বসিতে দেন এবং মহারাজকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। গৃহটি সুগন্ধ পুষ্প ও আলোকে সজ্জিত ছিল। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী পাটনার ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

—

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাটনা হইতে গত ১৫ নভেম্বর গয়া যাত্রা করেন। স্বামীজী তথায় দিনকয়েক থাকিয়া পাটনায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য শিলিগুড়িতে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া থাকেন।

—

ভক্ত গৃহগণের উপার্জ্জিত বিত্তের সর্ব্বাংশ হরিসেবায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাহাই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বৈশিষ্ট্য। মঠের আশ্রিত গৃহস্থগণ ভগবৎসেবায় আংশিক দিয়া অধিকাংশ নিজ সেবায় ও মঠবিরোধীর সেবায় ব্যয় করিতে ভালবাসেন। সুতরাং গৃহপালগণের সুখ-স্বচ্ছন্দানুসন্ধান কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত বঞ্চনা স্বাভাবিক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ কেশব, অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাম্"

হিতোপদেশের 'পক্ষি-বানর'-কথায় লক্ষ্য করা গিয়াছে, ভুজঙ্গকে দুগ্ধপান করাইলে যে-প্রকার তাহাতে উপকারীর প্রাণঘাতকর বিষই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার মূর্খ ও খল-প্রকৃতির ব্যক্তি সকলের উপকার করিলে উপকারীর অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হয় না। খলপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ সাহায্য পাইয়া, পরিপুষ্ট হইয়া উপকারীর ধ্বংস-সাধনে যত্নপর হয়। এতৎ-প্রসঙ্গে বহু প্রকারের গল্প আছে। কোনও সময়ে কোনও অসুর তীব্র তপস্যাদ্বারা আশুতোষকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করিয়াছিল যে, সে যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবে। বরদাতার পর উক্ত বর সত্য হইবে কিনা, তাহা মহাদেবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া অসুরটী পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইল। মহাদেব তখন প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে খলপ্রকৃতির লোকের উপকার করিলে উপকারীর ঐ অবস্থায়ই পড়িতে হয়। তবে খলপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ ... চতুর হইবে না কেন, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। মহাদেব যখন ঐ অসুরকর্তৃক অনুসৃত হইতে হইতে ছুটিতে ছুটিতে অন্য কাহারও নিকট প্রতিকার না পাইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন 'বন্ধু' ভক্তদের কথা শুনিয়া অসুরকে মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—"তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শ্মশানচারী ভূতপ্রেত-সঙ্গীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল? একবার তোমার নিজের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া দেখ না?" অসুরটী তখন নিজের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পরমবৈষ্ণব আশুতোষকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ঐপ্রকারেই ফল লাভ হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, যে-সকল অপসম্প্রদায় গৌড়ীয়গণকে আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের হিতের জন্য তাহাদের গলদেশে চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। অদ্বয়-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কুসিদ্ধান্ত-পাষণ্ড-দলন পূর্ব্বক শুদ্ধসিদ্ধান্ত-প্রচার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন;

"পাষণ্ডদলন আর প্রেম-প্রচারণ।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

কিন্তু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাষণ্ড-দলন-লীলার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কত পাষণ্ড যে হিতবাণীকে অহিত মনে করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে অপরাধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যখনই মহাপুরুষগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জনসাধারণের নিত্যকল্যাণ-প্রদানে যত্নপর হন, তখনই পাষণ্ডগণ তাহাদের পাশব বৃত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাহারা না বুঝিয়া অজ্ঞতা বশতঃ অমৃত-পানে দগ্ধ হইতে হইতে মহাপুরুষগণের চরণে শরণাপন্ন হয়, মহাপুরুষগণের অহৈতুকী করুণা তাহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করেন এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা "বুঝিয়াও বুঝিব না" নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়াই খলতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। মহাজনগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ যেসকল হিতবাণী প্রয়োগ করেন, তাহা ঐ মনোধর্ম্মগণের মনের ছাঁচে মিলিয়া যায় না বলিয়া তাহারা উপকারীর অপকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যে সকল স্থানে শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান প্রকটিত হইয়াছেন, সেইসকল স্থান আসুরিক বলপ্রয়োগে ধ্বংস করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়। শুনিলাম, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্যামসুন্দর-কুঞ্জ ও শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ প্রকটিত হইলে মহাজনগণ প্রমাদ গণিয়া উৎপাতসৃষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কি এই সামান্য কথাটুকু ধারণার বিষয় হইতেছে না যে, ভগবন্নিকেতন ধ্বংস করা কাহারও আয়ত্তাধীন নয়? বিষ্ণু যে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তাঁহার শুদ্ধসেবকগণ যে তাঁহারই শক্তিতে অপরাজেয়, এই কথা বিশ্বাস না করিবার মত নাস্তিকতা যে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে তাহা আমাদের পূর্ব্বে জানা ছিল না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহের আবিষ্কার করিয়া তাহা লোকলোচনের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। যে-সকল স্থান মহাপ্রভুর পদরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তীর্থে পরিণত হইয়াছেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠের ঐসকল লুপ্ততীর্থের উদ্ধারকার্য্যে বাধা প্রদানও মহাজনগণ তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রধানতম বিবেচনা করিতেছে। শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিয়া তাহারা কিপ্রকারে নিরয়গামী হইতেছে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালব্ধ ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি হিন্দুজনসাধারণের পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। ঐ পবিত্রতা সংরক্ষণ-মানসে ২৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা ক্রয় করিয়াছেন। তদবধি ঐস্থান তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে আছে। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে সহজিয়াদলের কতিপয় পাণ্ডা অর্থাভিলাষী দলের পাণ্ডাদের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া ঐ কাজির সমাধির সংস্কারের নাম করিয়া জনসাধারণের অর্থ-লুণ্ঠনের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাদের এই কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহারা কাজির বংশধর জনৈক মুসলমানকেও তাহাদের সঙ্গী করিয়াছিল। সহজিয়াগণের ঐ সঙ্গীটী অর্থোপার্জ্জনের নূতন পন্থা পাওয়া গেল দেখিয়া সহজেই তাহাদের দলে ভিড়িয়া পড়িল। কিন্তু ধর্ম্মের ঢোল আপনিই বাজিয়া উঠে। লোকের স্বরূপ কয়দিন চাপা থাকিতে পারে? ভগবানের এমনই কৌশল যে, গোপন করিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই দেখা গেল, সহজিয়াগণের উক্ত বন্ধুটী চাঁদকাজির পরমপবিত্র সমাধিস্থানে 'সবেবরাৎ' উপলক্ষে কোরবাণী করিবার জন্য স্থানীয় মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একদিকে বৈষ্ণব সাজিয়া হিন্দুগণের নিকট অর্থ-সংগ্রহ, অপরদিকে হিন্দুগণের পরমপবিত্র স্থানে কোরবাণী করিবার চেষ্টা! সাবাইয়াছে ভাল!! তাহার সহজিয়াবন্ধুগণ তাহার এই কার্য্যের পশ্চাতে আছেন ত'! বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রা ভাঙ্গিবার চেষ্টা তাহাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ নহে। যাহা হউক, সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায় ঐ অপচেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। কাজিবংশধরের ও তাহার একার্য্যে সাহায্যকারিগণের উপর ১৪৪ ধারা জারি হওয়ায় ঐ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। স্থানীয় জনগণ ভুজঙ্গকে পয়ঃপান করাইলে কি ফল হয়, তাহা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"কৃষ্ণকারুণ্য"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

কৃপার আশায় যাঁহার হৃদয় ভরপুর, কৃষ্ণের কারুণ্যকে তিনি কত মহামহিমময়রূপে দর্শন করেন, তাঁহার চিত্তপটে কৃষ্ণের কারুণ্য কত মধুময়-মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হন, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতলোচন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-কারুণ্যকেও কত অভিনবে প্রেমময় কৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপে অবলোকন করেন, তাহা মাদৃশ করুণাবঞ্চিত জনমাত্রেই যে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যহীন—ইহা সহজবোধ্য।

"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে"

—কৃষ্ণের কারুণ্যবিগ্রহ ঔদার্য্যলীলাকালে স্বীয় কারুণ্যের এই যে অপেক্ষাহীন তাৎপর্য্য সংক্ষেপবাক্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কৃষ্ণের কারুণ্যের মহত্ত্বপ্রকাশে ইহাপেক্ষা অন্য কোনও বর্ণনা বিচারজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিবেন না। সুতরাং কৃষ্ণকারুণ্য-পারতম্যনির্ণয়ে উহাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

কৃষ্ণের কারুণ্যপারতম্য-নির্ণয়কালে আমরা আরও একটী অবলম্বন গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্যের উদাহরণ-আলোচনায়। অবশ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের করুণা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইলেও কৃষ্ণ-করুণার শেষসীমা লক্ষ্য করিবার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়—তদীয় আশ্রিতের প্রতি করুণাবর্ষণকালে এবং নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত ভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্যহেতু ভক্তপক্ষগ্রহণকালে। সকল ছাড়িয়া যিনি ভগবৎপাদপদ্মকে আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করেন, ভগবানও সকল ছাড়িয়া তখন তাঁহার সেই সর্ব্বহারা নিষ্কিঞ্চনের ভক্তি-রজ্জুতে দামোদররূপে চির আবদ্ধ হন। সকল পক্ষ ছাড়িয়া এই ভক্তপক্ষপাতিত্ব তাহাতে সুশোভিত।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

শ্রীভগবান্ বলেন,—আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই,—ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষবিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাহাতে আসক্ত থাকি। শ্রীভগবান লোকচক্ষে তাঁহার সমদর্শিতার বিপর্য্যয়-প্রদর্শন করিয়াও তাঁহার কারুণ্যের পারতম্য-স্থাপনকল্পে স্বেচ্ছায় এই বিশেষবিধির অধীন হন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

—হে দ্বিজ, আমি ভক্ত-পরাধীন, আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।

কৃষ্ণের করুণা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হয়, তিনি বস্তুতঃ জাগতিক বিধির বাধ্য বা অবাধ্য নহেন। কৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহার জন্য তিনি জাগতিক সমস্ত বিধির বিপর্য্যয় ঘটাইতেও আপত্তি করেন না।

শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য, অধর্ম্ম সুধর্ম্ম।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে হয় এই সব কর্ম্ম॥

কৃষ্ণকৃপার অধিকারীর পক্ষে জাগতিক দর্শনের শত্রু মিত্ররূপে, বিষ পথ্যরূপে, অধর্ম্ম সুধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয়।

অবশ্য কৃষ্ণের কৃপা-প্রাপ্তির সৌভাগ্য খুব কম ব্যক্তিরই লাভ হয়। কেননা, কৃষ্ণ যাহাকে কৃপা করিবেন, প্রথমতঃ তাহাকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করেন। আরও দ্বিগুণ কথা—কৃষ্ণভজনে অতীব অল্পসংখ্যক মানবই অগ্রসর হয়। তন্মধ্যেও অনেকে কৃষ্ণভজনের নামে অন্য কিছু করিয়া থাকেন এবং যাঁহারাও বা সৎপথে অগ্রসর হন, ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তাঁহাদের মধ্যেও খুব অল্পসংখ্যক মানব কৃষ্ণকৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হন। গীতা কৃষ্ণকৃপার অধিকারিগণের সংখ্যানির্ণয়কালে বলিয়াছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ॥

কৃষ্ণ স্বীয় কৃপায় অধিকারীর অধ্যবসায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যে করে আমার আশ,
তারি করি সর্ব্বনাশ।
ছাড়িয়া না ছাড়ে আশ।
শেষে করি নিজদাস॥

সুতরাং ভক্তের সুদুর্গতত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য। "কোটিষ্বপি মহামুনে" প্রভৃতিবাক্য এতৎসম্বন্ধে আলোচ্য।

শ্রীমদ্রূপপাদের উপদেশামৃতের ৩য় শ্লোকের "ধৈর্য্যাৎ" বাক্যটীও উপরিউক্ত বাক্যেরই অনুতান ধরে। কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তিকালে এইরূপ অসংখ্য বাধাবিপত্তি লক্ষিত হয়। অথচ তাঁহার কৃপা একবারও প্রাপ্ত হইলে সেই সৌভাগ্যবানের পক্ষে সমস্ত বাধাবিপত্তির অনুকূল-ক্রিয়াপর হয়।

যিনি একবার কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হন, তিনি জাগতিক সমগ্র বিধিনিষেধের বহির্দেশে অবস্থান করেন। কারণ তিনি জানেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥

কিন্তু তাহা হইলেও সেই কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রয়োজন-বিধির বহির্ভূত আচরণ করেন না।

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

কৃষ্ণের ভক্তের বিরুদ্ধে তিনি একটী পদও বুদ্ধচ্যুত করেন না। কৃষ্ণও অকিঞ্চন সেবককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন—

অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥

অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে কৃষ্ণের স্বভক্তাপরাধক্ষালন বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪২)

—যিনি অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়-ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপত্তি হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

আশ্রিতবৎসল কৃষ্ণের কারুণ্যপারতম্য আমরা বহু উদাহরণে লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ, বলি মহারাজ প্রভৃতিই তাঁহার কারুণ্যপারতম্যসম্বন্ধে অনস্ত প্রমাণ।

বস্তুতঃ কৃষ্ণের শরণাগত যিনি হন, কৃষ্ণ তাঁহার জন্য সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে তাঁহার নিকট বিকাইয়া দেন। কৃষ্ণের শরণাগত-ভক্তের সর্ব্বমুক্তত্বের বিষয় কীর্ত্তনকালে শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

—যিনি পার্থিব সর্ব্বকর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য পিতৃগণের নিকট আর ঋণী নহেন। তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য জন্মমাত্র ঐ সমস্ত ঋণে ঋণী হন এবং শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সমস্ত কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও কৃষ্ণ-কারুণ্য-স্নাত ভক্ত তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা

৩১শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

ভক্তিলতাবীজ না নিয়ে কর্ম্ম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে আবদ্ধ থাক্‌লে স্বর্গভোগ বিড়াল-বিবাহাদির বিচারে ব্যস্ত থাকতে হয়। সেটি অনর্থযুক্তাবস্থায় মথুরার পতিবিশিষ্ট হ'য়ে মর্য্যাদাপথে থাক্‌তে গিয়ে হৃদয়ে কংস-বধ হ'য়ে যায়। অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়ে কংসভাব আছে। ব্রহ্ম-পরমাত্মজ্ঞানে আবদ্ধ থাক্‌লে গোলোক-দর্শন হয় না। গৃহে ভজনীয় বস্তু না দেখ্‌লে আমরা সেই সব আমাদের ভজনে লাগাই। 'গো'-শব্দে পাণ্ডিত্য-বিদ্যা। কৃষ্ণ-সংহারে অঘাদির সাহচর্য্য করি।

চৈতন্যদেব মনুষ্যজাতিকে কৃষ্ণের রসোৎকর্ষ দেখিয়েছেন। চৈতন্যলীলার প্রথমমুখে সার্ব্বভৌম ও তাঁর দল আক্রমণ করলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। প্রেমের কথাই প্রধান।

পাতিব্রাত্যধর্ম্ম রক্ষা করা, ভূত-প্রেত হওয়া,পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করা—কর্ম্মকাণ্ডের বিচার। যা'রা সংসারে পুনশ্চ ভোগ চায় না, তা'রা জ্ঞানকাণ্ডী। ঐ গুলি বিষের ভাণ্ড। এজন্য ঠাকুর মহাশয় গে'য়েছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি ভ্রমি' মরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

কর্ম্মকাণ্ডে ভোগ, জ্ঞানকাণ্ডে ত্যাগ—সুখ ত্যাগ ক'রে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হওয়া। ঐহিক-সুখ থামিয়ে দিলেই যে আমুষ্মিক-সুখ প্রবল হ'বে, এটা বৃথা কল্পনা। সৎকর্ম্মী—সুভোগী, আর অসৎকর্ম্মী—কুভোগী। ভোগ করায় যে কষ্ট,কৃষ্ণবিমুখের যে সংসার—সাংসারিক চক্ষুকে জিনিষ দেখে ভুলে যাওয়া, এটা ভোগীর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। ত্যাগীর নির্ব্বুদ্ধিতে ঐহিক-সুখ-নাশ। কর্ম্মমিশ্র, জ্ঞানমিশ্র ভক্ত অপরাধী। কপটতা কেটে কর্ম্মজ্ঞান থেকে যাবে। এই দুই প্রকার অসুবিধার কথা ছেড়ে ভক্তির কথা আলোচিত হ'ক। ভজনীয় বস্তু নিত্য, ভক্ত নিত্য ও ভক্তি নিত্য। স্বয়ংরূপ-পরমনিত্য। কেবল জ্ঞানের বিচারে জড়-জ্ঞানভক্তি, আধ্যক্ষিকতা সেটা অধোক্ষজ-সেবা নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসগৃহে বাসুদেবের কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের দেহে অবতার সকল দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। পরে মধুররতিতে ভজনের কথা জানালেন। 'বিদগ্ধ-মাধবের' প্রথম শ্লোক "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের সার্থকতা দেখালেন। মধুররতিতে ভজন করার যোগ্যতা মনুষ্যের আছে, জানালেন। বিশ্বে অনুপাদেয়তা আছে, যদিও আমরা উপাদেয়তা চাই। হৃষীকেশের সেবায় ইন্দ্রিয়সকল নিযুক্ত হ'লেই সুবিধা। ভজনীয় বস্তু নিত্য, পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়।

বর্ত্তমানে ভাগবভক্তির কথা বল্‌ছি। উহা বুঝ্‌তে না পারায় যা'রা অমঙ্গল বরণ ক'চ্ছে তা'দের জন্য বল্‌ছি। চৈতন্যেকগতি ব্যক্তির নিকট ভাগবতশ্রবণ না করলে জীবের মঙ্গল হয় না। রূপানুগত্য হ'তে বিরত হ'লে অমঙ্গল হ'বে। 'রতি'-শব্দ আগে জানা দরকার।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।

বাস্তবিক মুক্তিলাভ করলে সাধুর সঙ্গ হ'বে। সাধুর প্রভাবই সঙ্গে কৃষ্ণশক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা শক্তির যথাযথ জ্ঞানলাভ হয়। সব সমান মনে ক'রে নিলে অসুবিধা। তা'তে অনর্থ-নিবৃত্তি হ'বে না। নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতিকে কুব্যাখ্যা করবে। ভক্ত-অভক্ত,কর্ম্ম-জ্ঞান সব সমান-বিচার—মূর্খতা মাত্র। ত্রিগুণ-বিরোধী বিচার নিয়ে 'নির্গুণ'শব্দের ব্যাখ্যায় যে ধারণা—তা' থেকে অবসর হওয়া দরকার। অনর্থ-নিবৃত্তি না হ'লে নিষ্ঠাদির জ্ঞান জানবে কেমন ক'রে? তা'হলে জড়ে আসক্ত থাক্‌বে। বিষ্ণুভক্তিরহিত হ'য়ে পাপে নিযুক্ত হ'বে। ভক্তের সঙ্গ হ'লে সাধন, ভাব ও প্রেমাবস্থার কথা জানবে। ভাব-পর্য্যায়ে রতি সঙ্গ সামগ্রীর সম্মেলন সুষ্ঠু হওয়া দরকার। বিষয়-নির্ণয় করতে গিয়ে চতুর্ব্বিধকে বিষয়-নির্ণয় করলে রসের সম্পূর্ণতা হ'বে না।

ভাবভক্তিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাব। অস্থায়ী ভাব চিরস্থায়ী নয়। স্থায়ী ভাব অপরিবর্ত্তনীয়। দাস্য পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সখ্য হ'বে না। যে রতিতে যার প্রবেশ সেটাই প্রবল থাক্‌বে। অস্থায়ী ভাব, যাকে গৌণরস ব'লে, তা' আগন্তুক বিচারে আসে, তাতে রসের উদয় হয়। কিরূপ নানা বৈচিত্রী হ'ল—দাস্য, সখ্য ইত্যাদির বিচার হয়। দ্রব্যের সংযোগে যে জিনিষ উৎপত্তি লাভ ক'রে, তা রসের পূর্ণতা লাভ ক'রে। তখন দর্শনকারীর অকল্পনা ব'লে প্রতীত হয়। আত্মা এসে যায়, অনাত্মা এসে যেতে পারে না। ব্রজভূমিকাকে জড়-ভূমিকা মনে করা মূর্খতা। নির্ব্বুদ্ধিতা ভগবদ্ভক্তি নহে।

লোকসংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাভক্তি নহে। নির্ব্বাণীকত্ব না থাক্‌লে অমঙ্গল ঘটায়। ত্রিবিধ অবস্থা আলোচনা ক'রে হঠাৎ প্রেমিক হ'য়ে উঠ্‌লে অভক্ত। সেইজন্য মহাপ্রভু গোপীর আনুগত্য-বিচারে গৃহস্থাবস্থায় গৃহস্থগণকে শিক্ষা দিতে ব'সেছেন। শুদ্ধভক্তগণ পরবর্ত্তী সময়ে যোগদান ক'রেছেন—উজ্জ্বলরসবিচারে সহায়তা ক'রেছেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৩ কেশব ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নভেম্বর শনি অবার ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণ ত্রয়োদশী-দণ্ড দিবারাত্রি চিত্রা বিশ্বকর্ম্মা দি ৪।৫৮ আয়ুষ্মান্ যোগ দি ১০।৮ পরকরণ। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ কেশব ৮ অগ্রহায়ণ ২৪ নভেম্বর রবি সঙ্ক বাসুদেব কৃষ্ণ ত্রয়োদশী প্রাতঃ ৬।২৯ স্বাতী প্রাতিষ্ঠা ৫।৫৮ সৌভাগ্যযোগ দি ১০।২৫ বণিজকরণ প্রাতঃ ৬।২৯ গতে বিষ্টিকরণ রা ৭।৭ গতে শকুনিকরণ।

১৫ কেশব ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ নভেম্বর সোম সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী পশ্চী দি ৭।৪৬ বিশাখা সপ্তার রা ৮।১২ শোভনযোগ দি ৩০।১৩ শকুনিকরণ। নিশিপালন।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার [২২০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—— ::•:: ——

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

হাবসী সম্রাট হাইলে সেলাসী দুইদিন বিমানযোগে দক্ষিণ রণক্ষেত্র পরিদর্শনের পর রাজধানী আদ্দিস-আবাবায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যখন বারার হইতে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহার কয়েক মিনিট পরে ইটালীয় সামরিক বিমান-পোত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের বিমানপোতটী দৃষ্টিপথে না পড়ায় উহা ফিরিয়া যায়। তিনি জিজিগায় সেনাপতি নাসিবুর সহিত আলোচনা করেন এবং সেখানে তাহাদের সৈন্যগণকে উৎসাহ দান করেন। তিনি শীঘ্রই নাকি উত্তর রণক্ষেত্রও পরিদর্শন করিবেন।

হাবসী গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট এক পত্রে ইটালীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইটালীয় সৈন্যগণ ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করিয়া নিরপরাধ নাগরিকগণকে বে-পরোয়া হত্যা করিয়াছে এবং বিশ্বাসঘাতকগণকে ঘুষ দিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইটালী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণের প্রতি পর্য্যন্ত অত্যাচার করা হইতেছে। এই জন্য হাবসী অধিবাসীরা বিদ্রোহ করিতেছে।

১৮ই নবেম্বর হাবসী সৈন্যেরা গোরাহেতে ইটালীয়গণকে আক্রমণ করিয়া প্রচুর ক্ষতি করিয়াছে; ইটালীর অশ্বদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছে।

ইটালীর সহিত একটা মিটমাট করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তৎসম্পর্কে বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ পিটারসন প্যারিস যাত্রা করিয়াছেন। ইটালীতে বাধা ও প্যারিস

আলো যথাসম্ভব কমাইয়া ব্যয় হ্রাসের আর এক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লোকান্তরে লর্ড জেলিকো

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, লর্ড জেলিকোর গত ২০শে নবেম্বর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জে এইচ জেলিকো বাণিজ্য নৌ বহরের একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে জন-হাসওয়ার্থ নৌ-বিভাগে যোগ দেন। ১৮৮০ সালে তিনি সাব-লেফটেন্যাণ্ট পদে উন্নীত হন এবং তিনি বৎসরের মধ্যেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। এই সময় আগ্নেয়াস্ত্র বিদ্যা আয়ত্তের জন্য তাঁহার ঝোঁক হয়; এবং তিনি গানারি লেফটন্যাণ্টের কার্য্য শিক্ষার জন্য রয়েল নাভাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৩ সালে তিনি ঐ কলেজ হইতে আশী পাউণ্ড মূল্যের পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৮৬ হইতে ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি 'মনার্ক'-জাহাজের 'গানারি লেফটেন্যাণ্ট' পদে কাজ করেন। এই সময় তিনি অনেক সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করেন। ১৮৯১ সালে তিনি কমাণ্ডার পদে উন্নীত হন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহের সময় পিকিংয়ের বৈদেশিক রাষ্ট্র দূতের সাহায্যার্থ স্যার ইসেমোরের অভিযানে তিনি নৌ সৈন্য বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সি-বি উপাধি লাভ করেন।

১৯০৭ সালে তাঁহাকে কে-সি-বি-ও উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯০৭ ৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি আটলাণ্টিক নৌ-বহরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁহাকে তৃতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া স্যার জন ফিসারের অধীনে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণাদির ভার তাঁহার উপর দেওয়া হয়। ঐ পদে তিনি ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন, ১৯১২ সালে তিনি দ্বিতীয় নৌ-সেনাধ্যক্ষ হন।

১৯১৪ সালে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে তিনি বৃটীশ নৌ বহরের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর ৩০শে অক্টোবর তারিখে এডমিরাল জেলিকো জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে নৌ-বহর প্রয়োগের এক পরিকল্পনা করেন তাঁহার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করে। সেই তুমুল সংগ্রামের সময় বিরাট নৌ বহর পরিচালনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে বহুবার বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

সাপ্তাহিক ডাকাতির সংখ্যা

৯ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় ২৫টী ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে দিনাজপুর ও ২৪ পরগণায় ৪টী করিয়া, বাখরগঞ্জে ৩টী, চট্টগ্রামে ও যশোহরে ২টী করিয়া এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, মালদহ, বগুড়া এবং নদীয়ায় ১টী করিয়া ডাকাতি হয়।

২টী ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং ২টী ডাকাতিতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চাউলের হাঁড়িতে রিভলবার

মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত দরগা খোলা গ্রামের হরিপদ পাটনীর গৃহে সেদিন খানাতল্লাসী হয় তল্লাসীর পর একটি চাউলের হাঁড়ির মধ্যে একটি পাঁচনলা রিভলবার পাওয়া গিয়াছে হরিপদ ও তাহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রূপচাঁদ পাটনী ও রাধিকা পাটনীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ১৬ নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের সংক্রামক ব্যাধির গতিবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ৮৪১ ও মৃত্যু ৮২১; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৭৯৭ ও মৃত্যু ৪১৫ এবং গত বৎসরের এই সপ্তাহে আক্রমণ ১৪৮২ ও মৃত্যু ৭৫১। এই সপ্তাহে বসন্তে আক্রমণ ১৫০ মৃত্যু ৯৮; গত সপ্তাহে আক্রমণ ৯৪ ও মৃত্যু ২৭ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৭০ ও মৃত্যু ৩০। এই সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ৮১ ও মৃত্যু ৮; গত সপ্তাহে আক্রমণ ১০৬ ও মৃত্যু ১৪ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ৮৮ ও মৃত্যু ১২। এই সপ্তাহে মেনিনজাইটিস রোগে আক্রমণ ১৮ ও মৃত্যু ১০, গত সপ্তাহে আক্রমণ ১৫ ও মৃত্যু ৮ এবং গত বৎসরের আলোচ্য সপ্তাহে আক্রমণ ১০ ও মৃত্যু ১১।

জিলা সমূহের মৃত্যু-সংখ্যা

কলেরা বর্দ্ধমান ৫, বীরভূম ৩, মেদিনীপুর ২২, হাওড়া ৭, চব্বিশপরগণা ১৫, কলিকাতা ৫, নদীয়া ৮, মুর্শিদাবাদ ১৯, যশোহর ২১, খুলনা ৮৪, দিনাজপুর ২, জলপাইগুড়ি ২৭, রংপুর ৫০, বগুড়া ৩, পাবনা ৪১, মালদহ ৩২, কুচবিহার ১০, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ৪৬, ফরিদপুর ৬, বাখরগঞ্জ ১, চট্টগ্রাম ৭, ত্রিপুরা ১২, ও নোয়াখালী ১৭ জন।

বসন্ত—বীরভূম ৪, মেদিনীপুর ৩, হুগলী ৮, হাওড়া ২, কলিকাতা ১, নদীয়া ২, মুর্শিদাবাদ ৬, দিনাজপুর ১, মালদহ ৬, ও ঢাকা ৪ জন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ৮ জন।

মেনিনজাইটিস—হাওড়া ১ ও কলিকাতা ৯ জন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প-পল্লাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আল্বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। বাক্যমঞ্জরিকা অপগৌরহঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধ ⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় [illegible]শিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। কোর্টাট্ গৌড়ীয়মঠ টক্ ভূইং ⁄০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আবেলেণ্ড ডিস্কোর্স ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮২। গীতাবলী ⁄০
৮৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, সোমবার ২২০তম সংখ্যা

কুঞ্জকুটীরে শ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণনগর ২১।১১।৩৫

গত সোমবার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীরে শুভবিজয় করিয়াছেন। এখানে ভক্তবৃন্দের নিকট এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট তিনি সর্ব্বদাই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত বুধবার সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে এখানে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আগমন করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদে জীব-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এবং মহাপ্রভুর—তটস্থ-শক্তি-পরিণত জীব, এই তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা স্থাপিত পূর্ণতম সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের জগন্মিথ্যাত্ববাদের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক গোস্বামিবর্গ যে-ভাবে ব্রজে ভজন ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রেমাবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করেন। শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের মধ্যে ৪টী দ্বীপে শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপিত হইয়াছে, অবশিষ্ট দ্বীপগুলিতেও মঠ স্থাপিত হইয়া শুদ্ধভজনের অনুষ্ঠান হউক এবং শুদ্ধভজন-পরায়ণ জনগণ তথায় অবস্থান করিয়া ভজন করুন, এই অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গোস্বামিগণের গ্রন্থের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

[হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি দণ্ডবিধানই করুন অথবা দয়া-বিতরণই করুন; আমার কিন্তু এই সংসারে আপনি ব্যতীত আর কেহ গতি নাই। শতকোটী বজ্রই পতিত হউক, অথবা নববারি বর্ষিত হউক, তথাপি চাতক কেবল জলদেরই স্তুতি করে।]

অদ্য (২১।১১।৩৫) অপরাহ্নে পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ মহাশয়ের "গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল কিনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ এক ঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে কেবলাদ্বৈতবাদীদের যে ধারণা, তাহার কত ঊর্দ্ধে যে ব্রজগোপরামাগণের স্থান, তাহা প্রভুপাদ অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ষড়্‌গোস্বামীর কৃপার কথা এবং শ্রীরূপশিক্ষা বর্ণন করিয়াছেন। জীবের নিত্য বহির্ম্মুখতা ও নিত্য কৃষ্ণদাসত্বের সামঞ্জস্যও শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা থাকিল

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২২শে নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন-সহ আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর মায়াবাদনিরাস লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ গত কল্য রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

-::•::—

প্রশংসনীয় কার্য্যসম্বন্ধে লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্র

ডেলিস্কেচ্

'ডেলি স্কেচ্' নামক লণ্ডন হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ পত্রে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত হইয়াছে,—"কলিকাতা হইতে কোন বন্ধুর এয়ার-মেল পত্রে জানা গেল যে, বর্দ্ধমানের মহারাজা যিনি ৭ বৎসর কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়াছেন, তিনি হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বনের তথায় আগমনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন

"স্বামীজীর অভ্যর্থনায় ১০,০০০ ব্যক্তি শোভাযাত্রায় যোগদান করেন উক্ত স্বামীজী নভেম্বরের প্রথম ভাগে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহাকে কেন্সিংটন গার্ডেনের সকল অধিবাসীই ভাল করিয়া চিনেন। তাঁহার বক্তৃতাসমূহ দেওয়া হইলে তিনি পুনরায় মার্কিণ দেশে যাত্রা করিবেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। তিনি গৌড়ীয়মিশনের লণ্ডনসমিতির স্থায়ী সভাপতি।

ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড

৮ই নভেম্বরের ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর লণ্ডনে ১ম হিন্দুমন্দিরস্থাপনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। কলিকাতায় ত্রিপুরা-রাজপ্রাসাদে যে সাক্ষাৎকার প্রদত্ত হয়, তাহা কলিকাতাবাসীর প্রবল বিস্ময়সূচক অন্যতম হইয়াছে। উক্ত হিন্দুমন্দিরসংক্রান্ত সৌধসমূহ ও নিকটভূমি সাধারণের নিকট সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত হইবে।

অধস্তনপরায়ণ হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মানুশাসনক্রমে এক প্রকার ভারতের বাহিরে আসা নিষিদ্ধ বলিয়াই জানেন। যখন শ্রীযুক্ত গান্ধী ইংলণ্ডে প্রথমে আইন অধ্যয়নের জন্য আসিয়াছিলেন তখন তিনি জাতিগত পদ্ধতির বিধান অতিক্রম করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অস্পৃশ্যবোধে তাঁহার জাতিবন্ধুগণ সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন।

অল্পদিন হইল, পণ্ডিত মালবীয় যখন গোলটেবিল সভায় যোগদান করেন, তখনও তাঁহাকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সাবধান হইতে হইয়াছিল। তিনি বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তাঁহার রাহাখরচা সকল খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় স্বদেশ হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। লণ্ডনে হিন্দুমন্দির হইলে ঐ সকল বৈদিক নিয়মসমূহ করিতে হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুগণ অনায়াসেই লণ্ডনে আসিয়া স্বধর্ম্মসংরক্ষণে সমর্থ হইবেন। স্বামী বি, এইচ, বন লণ্ডনে তাঁহার মিশন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ৩ বৎসর হইল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কেন্সিংটন পল্লীতে গৃহ দেখা হইতেছে। হাইড পার্ক অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে মন্দির স্থাপিত হইবে। শ্রীযুক্ত স্বামী বনের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়ের সংরক্ষক। তিনি স্বয়ং এবং ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর আগামী মে মাসে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনে যদি সম্মত হইলে লণ্ডনে আসিতে পারেন।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার [২২১তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

ইটালী আবিসিনিয়া সংবাদ

উত্তরে টেম্বিয়েন অঞ্চলে রাস সেয়ুমের অধীনস্থ কয়শত সৈন্য ইটালীয় সৈন্যগণের উপর গরিলা আক্রমণ করিয়া পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়। ইটালীয়রা বলিতেছে, তাহাদের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। ১৭ই নবেম্বর তারিখে একদল ইটালীয় সৈন্য মাকালে হইতে কোরেম অভিমুখে যাইতেছিল পাহাড় ও ঝোঁপের মধ্যে লুক্কায়িত হাবসী সৈন্যেরা অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উক্ত ইটালীয় সৈন্য দলের সেনাপতি ও বহু সৈন্যকে নিহত করে। শেষে ইটালীয় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। মাকালের দক্ষিণেও ৫০ হাজার হাবসী সৈন্য সমবেত হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাদের আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া ইতালীয়গণ মনে করিতেছেন।

সম্রাটের দক্ষিণ রণক্ষেত্র-পরিদর্শন সম্পর্কে প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সম্রাট হাবসী সৈন্যগণের দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, হাবসীদের শৌর্য্যবীর্য্য তাহাদের সমর সম্ভারের অভাব পূরণ করিবে—তাহারা ইটালীয় সৈন্যদের শুধু প্রতিরোধ করিবেই নহে, পরাজিত করিতেও সক্ষম হইবে। গোরাহাই ও গোর্লগুবি রক্ষীবাহিনীর নায়ক নিহত সেনাপতি যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। সম্রাট তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ রণক্ষেত্রে সেনাপতি নাসিবু ও সেনাপতি ওয়াহিব পাশার সহিত পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের এক নূতন প্ল্যান ঠিক করিয়াছেন।

অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার

সোনামুখী (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই নবেম্বর অধিক রাত্রে সোনামুখির দৈবক পাড়া মহল্লার শ্রীমৃত্যুঞ্জয় আচার্য্যের গোয়ালঘরে আগুন লাগায় কয়েকখানি গৃহ ভস্মীভূত ও দুইটি গরুর প্রাণ হানি ঘটিয়াছে। ঐ পল্লীর শ্রীকালী পদ মালাকার নামক একটি যুবকের অসম সাহসিকতায় কয়েকটি শিশু ও নারীর জীবন অগ্নের জন্য রক্ষা পাইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অধিক রাত্রে যখন পল্লীস্থ সকলে নিদ্রিত তখন মৃত্যুঞ্জয় বাবুর ছোট গোয়াল ঘরের ছাইয়ের আগুনে উক্ত গোয়াল ঘরটিতে আগুন লাগে। পরে তৎসংলগ্ন মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কোঠা ঘরটিতে আগুন ধরে; দুএক জন জাগ্রত ব্যক্তির চীৎকারে নিদ্রিত পল্লীর লোকজন জাগিয়া উঠে। ঐ কোঠাঘরের নীচের কুঠরীটিতে দুইজন স্ত্রীলোক, ৪।৫টী শিশু সন্তান ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। চারিদিকে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় তাহাদের বাহিরে আনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন কালীপদ বাবু নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ভিজা লেপ সহ আগুনের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়েন এবং বিপন্ন নারী ও শিশু সন্তানগুলিকে বাহিরে আনেন।

বড়লাটের প্রথম বিদায়-সভা

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, স্যার সি, পি রামস্বামী আয়ার ২১শে রাত্রিতে দিল্লীতে বড়লাট এবং বড়লাট পত্নীকে প্রথম বিদায় সভায় অভিনন্দিত করেন। জুলাইয়ের কমিটীর সদস্য হিসাবে কার্য্যোপলক্ষে তিনি বর্ত্তমানে দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। বড়লাট দম্পতীর প্রীতিকামনা করিয়া স্যার রামস্বামী আয়ার বলেন যে, গত মহাযুদ্ধের সময় লর্ড উইলিংডন বোম্বাইএর গবর্ণর হিসাবে প্রশংসনীয় ভাবে কার্য্য করিয়াছেন। পরলোকগত মিঃ মণ্টেগু এবং মিঃ ভি, জে প্যাটেল তাঁহার তারিফ করিয়াছেন। দ্বৈত শাসন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, লর্ড উইলিংডনের উদার মনোভাবের ফলেই মাদ্রাজে ঐ নীতি সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ১৯৩১ সালের আর্থিক সঙ্কটের দিনে, অটোয়া চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় এবং অন্যান্য জরুরী ব্যাপারে তিনি তৎপরতা এবং কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

ট্রেণ হইতে পতনে মৃত্যু

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, কামাল আতাতুর্কের পালিতা কন্যা কুমারী আইদিনকে আর্মিয়া রেলপথের নিকট মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কুমারী ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার জন্য লণ্ডনে ছিলেন তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে লণ্ডন ত্যাগ করেন।

কালে-প্যারিস এক্সপ্রেসের একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে তিনি আসিতেছিলেন অকস্মাৎ দরজা গলাইয়া রেল পথের পার্শ্বে পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার শরীরের বহু স্থানে জখম হয়।

তল্লাসকারী দলের চেষ্টায় তাঁহাকে কিছু পরে উদ্ধার করিয়া আমিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এক বাড়ীর ৮ জনের দণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ধাকর গ্রামের তালুকদার ও মহাজন যতীন্দ্র দত্তকে হত্যা করিবার অভিযোগে ঐ গ্রামের এক পরিবারের আট জন পুরুষ দায়রা জজ কর্ত্তৃক দুই হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ঐ পরিবারের পুরুষদের মধ্যে কেবল ৫ বৎসর বয়স্ক এক বালক দণ্ডিত হয় নাই।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, যতীন্দ্র দত্তের সহিত আসামীদের বহু দিন যাবৎ বিরোধ ছিল। একদিন আসামীদের পরিবারের নয় জন লোকে যতীন্দ্র দত্তকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে এক পুকুরে ফেলে। তথায় তাহারা তাহাকে কোচ (মাছ ধরিবার অস্ত্র) দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জলের নীচে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া মারিয়া ফেলে। যতীন্দ্র দত্তের মাতার সম্মুখে ঐ ঘটনা ঘটে। যতীন্দ্র দত্ত ও তাহার আত্মীয়দের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে আসামীদের পরিবারের এক ব্যক্তি জখম হইয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মোটর দুর্ঘটনা

শিবসাগরের ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শিবসাগরসহর হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে কাকজুর নামক স্থানে সদর ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কোন মাড়োয়াড়ী কারবারের একখানি মোটর বাস যাত্রী লইয়া জোড়হাট হইতে শিবসাগর অভিমুখে আসিবার সময় একটা গরুর গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগে। ফলে বাসখানি একটা খানায় পড়িয়া চুরমার হইয়া যায় এবং একটী বলদ ঘটনা স্থলে মারা যায়। বাসের ১২ জন ও গরুর গাড়ীর ২জন আরোহী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। জনৈক ইউরোপীয়ান ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আহত ব্যক্তিগণকে জোড়হাট হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিমল্লিকা অপসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চপঞ্চক /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৭৯, ১০ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৭২, ২৬শে নভেম্বর ইং ১৯৬৫, মঙ্গলবার | ২২১৩ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাটনায়

গত ৩রা অগ্রহায়ণ পাটনা কদমকুঁয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়, উকীল হাইকোর্ট, মহোদয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন—শ্রীপদ্মপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমঙ্গল শাব্দিক অবতার-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ এবং সারগর্ভ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তির বাধক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকল কৈতব। একমাত্র শুদ্ধপ্রেম-নেত্রেই শ্রীভগবানকে দেখা যায়।

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত পরমৈশ্বর্য্যময় নামাত্মক ও পরমরসময়। শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে ও গায়ত্রীভাষ্যে ‘জন্মাদ্যস্য’ শ্লোকে একমাত্র ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীজী প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা” ইত্যাদি—শ্লোকে দেখা যায়, যে-সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা কেবল বিষয় ভোগ করে এবং অসৎসঙ্গ করে, তাহাদের শুদ্ধ সৎসঙ্গ ব্যতীত কখনই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে”

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নবলক্ষণা ভক্তি অনুষ্ঠান করিলে উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়।

পাঠের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হইয়াছে। কদমকুঁয়ানিবাসী অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলায়

গত ১০ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা দিবস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধাকান্ত-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক উপদেশক পাঠক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য দৈনিক পারমার্থিকপত্র “শ্রীনদীয়া প্রকাশ” ২০৮ সংখ্যা হইতে “রাসযাত্রা” প্রবন্ধ পাঠ ও প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিশাস্ত্রীজী কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব, রাসলীলার সুগোপ্যত্ব ও চমৎকারিত্ব, তাহাতে অনধিকারী ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধতা এবং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যে একমাত্র পরমমুক্ত পরমহংস বৈষ্ণবকুলেরই আলোচ্য বিষয়, তাহা বিবিধ শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রায় ১।০ দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● ● ●

গত ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় উক্ত মঠের নাটমন্দিরে মঠরক্ষক মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় “কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়?” এই পয়ারের ব্যাখ্যামুখে বলেন—জীব কৃষ্ণের নিত্য অংশ, অবিনশ্বর, নিত্য, সনাতন ও চিন্ময়বস্তু। তাহার কোন দিন বিনাশ নাই কিন্তু পাঞ্চভৌতিক জড়দেহে আমি বুদ্ধিরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রযুক্ত শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতিতে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতেছে। জীবের কৃষ্ণদাস্যই নিত্য-স্বভাব, তাহা ছাড়িয়াই জীবের এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। পুনরায় যদি সাধুসঙ্গক্রমে জীব কৃষ্ণসেবাই তাহার একমাত্র স্বরূপের ধর্ম্ম তাহা জানিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয় তাহা হইলে সমস্ত দুঃখ-দ্বন্দ্ব প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

অমর্ষিতে প্রচার

স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র পাল মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র পাল মহাশয় গত ২৮শে কার্ত্তিক অমর্ষি গৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন যে প্রত্যেক জীবেরই হৃদয়ে যখন ভগবান্ আছেন তখন জীব-সেবা করিলেই ভগবানের সেবা করা হয় কিনা। তদুত্তরে মঠরক্ষক মহোদয় জীব-সেবা ও ভগবৎসেবার পার্থক্য, ভগবানের স্বরূপ ও জীবের স্বরূপ, বদ্ধজীব-সেবা ও মুক্তজীব বা বৈষ্ণবসেবার পার্থক্য, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার-ভেদ, বিষ্ণু-সেবকের সর্ব্বোত্তমতা, বৈষ্ণবসেবায়ই বিষ্ণুর সন্তুষ্টি, হরিকীর্ত্তনই জীবে দয়ার চরম আদর্শ প্রভৃতি বিষয় সকল বহুবিধ শাস্ত্র-যুক্তিমূলে প্রায় ১।০ দেড় ঘণ্টা কাল উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। উক্ত পাল মহাশয় প্রত্যহ হরিকথা-শ্রবণার্থে মঠে আসিয়া থাকেন।

আন্ধ্র দেশে

শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারী আন্ধ্র প্রদেশের শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” পাঠ ও তেলেগু ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইতেছেন এবং নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেছেন। সহরের হেলথ ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত অপর্ণাপ্রসাদ মাচারাপাত্র অনুরোধে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা হইতে তেলেগু ভাষায় ‘ভক্তিযোগ’ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

‘বেষ’ গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ বঙ্কবিহারী ব্রহ্মচারী গত ১৪ই কেশব, ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর, রবিবার শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ‘বেষ’ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণবিহারীদাস বাবাজী। এক্ষণে তিনি ‘বিহারীদাস বাবাজী’ নামে সকলের নিকট পরিচিত। এই বাবাজী মহাশয় প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের কোনও গৃহস্থ-শিষ্যের নিকট প্রভুপাদপদ্মের সন্ধান পান। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীহরিকথা সত্যের বাণীতে তিনি এরূপভাবে আকৃষ্ট হন যে, কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণভাবে অবসান করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে আশ্রয় করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তিনি যথাক্রমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও মামগাছি শ্রীমোদদ্রুমমঠে, এবং কখনও বা অন্যান্য স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল শ্রীমোদদ্রুমছত্রের সেবা করিয়াছেন। শ্রীমোদদ্রুমমঠ হইতে কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়া অর্চ্চনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তদ্ব্যতীত প্রাতে শ্রীযোগপীঠে এবং বিকালে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ কেশব, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

মায়াবাদ শিশুচিন্তা-প্রসূত

মায়াবাদিগণ যে কেবলাদ্বৈতজ্ঞান বা নির্বিশেষবাদ-স্থাপনের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শিশুকালে তাঁহাদের সেই চিন্তাস্রোত প্রকাশ করিয়া এবং জননীর উপদেশবাক্যে তাহা নিরাস করাইয়া নির্বিশেষবাদ অজ্ঞ চিন্তাস্রোতের শিশু-সুলভ চাপল্যের আমোদকর হইলেও উহা যে বিদ্বান্ অধোক্ষজজ্ঞানিগণের অন্তরে স্বতঃপ্রকাশিত শুদ্ধভক্তির আলোকের নিকট ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন সময় শিশু নিমাই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন, জননী শচীদেবী তদ্দর্শনে তিরস্কার করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

তুমি মাটি খাইতে দিলে,
মোর কিবা দোষ ?
খই, সন্দেশ, অন্ন যতেক মাটির বিকার।
ইহ মাটি সেহ মাটি, কি ভেদ বিচার ॥
মাটি দেহ—মাটি ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি ॥

নিমাইর উত্তরে শচীদেবী বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,

মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহপুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি' যায় পানি ॥

মাতার যুক্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া শিশু নিমাই বলিতে লাগিলেন,—

আগে কেন ইহা মাতা না শিখালে মোরে ॥
এবে সে জানিলাম, আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥

শিশুলীলাকালে জননীর সহিত মহাপ্রভুর যে কথোপকথন-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইল তাহাতে চিন্তা ও লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট জিনিষ আছে। শ্রীভগবান্ হইতে সকলই সৃষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সৃষ্ট পদার্থের প্রত্যেকটীর প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া সৃষ্ট বস্তুগুলি কিছুমাত্র নয়—কেবল অবিদ্যার আবৃত অবস্থায় জগৎ প্রভৃতি দর্শন, বস্তুতঃ জগতের অবস্থিতি নাই, শ্রীভগবানের লীলা-বিলাসাদি কিছুমাত্র নাই—এই যে মায়াবাদীর চিন্তা, এই চিন্তাই শচীমাতার বাক্যে নিরস্ত হইয়াছে। 'মৃত্তিকা' শব্দে ভূমি অর্থাৎ যাহা জীবপ্রাণের আশ্রয়। সকল জীব ও সকল বস্তুর আশ্রয় শ্রীভগবান্। সেই ভগবানে ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না যে সকল বস্তু তাঁহার কৃপা-প্রসাদরূপে পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। মুক্তিমিশ্র-সমন্বয়কারী নির্বিশেষবাদীর কথায় কর্ণপাত করিলে ভববাধিতে আক্রান্ত হইতে হইবে এবং চিৎ জীবাত্মার বিলোপ-সাধনের জন্য প্রয়াস হইবে মাত্র। শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার শক্তি নিত্যা, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্যা—এই সকল বিষয় শচীমাতার বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরতত্ত্ব জানিবার পিপাসা হইলে গায়ত্রীমাতার শুদ্ধভক্তিরূপ পয়ঃপান করিবার উপদেশই মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। নির্বিশেষবাদিগণ প্রাকৃত-বিষয়ের সহিত অপ্রাকৃত বিষয়কে ভ্রমক্রমে সমজাতীয় জ্ঞান করেন। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রাকৃত সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ মাত্র তৎপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাদৃশ মূঢ় নির্বিশেষচিন্তার অকর্ম্মণ্যতা মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু শচীমাতার তাড়নে বর্জ্জ্য হাণ্ডীতে উপবেশন পূর্ব্বক মাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া শুচি-অশুচি-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে একদিকে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার নিরাস করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, যেস্থানে ভগবান্ বিরাজ করেন সেই স্থান অতি পবিত্র। যাহাদের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন নাই তাহারা মনোধর্ম্মের বিচারে বঞ্চিত হয়, বিষ্ণুর নৈবেদ্যস্থলী কখনও অপবিত্র হয় না, উহা নিত্য পবিত্র; উহার স্পর্শে সমস্ত বস্তুই শুদ্ধ হয়। অপরদিকে মাতাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্নানপূর্ব্বক বিধিভক্তির অনুগত জনগণের বিধি লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্বীয় মাতাকে আলিঙ্গন প্রদানাদি কখনই যুক্তিযুক্ত নহে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্বিশেষবাদিগণ মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া উপাসনা-পদ্ধতির সৃজন পূর্ব্বক যে শুচি অশুচির বিচার করেন, তাহা যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মহাপ্রভু মাতার প্রতি স্বীয় উপদেশে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নীলাচলে শ্রীজগদীশ-মন্দিরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এবং বারাণসীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে সুযুক্তির সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মায়াবাদ বালকোচিত উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৎকালে ঐ দুই জনের ন্যায় কেবলাদ্বৈতবাদ-বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা ভারতে আর কেহই ছিল না। উঁহারা মহাপ্রভুর যুক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া উঁহার সৎসিদ্ধান্ত বরণ পূর্ব্বক ভক্ত হইয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

——::o::——

১৮ই অক্টোবর, সায়াহ্ন

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অনুশোচনা করতে করতে ব'লেছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং
ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং
বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥

অনেকে গর্ভ হ'তে জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন ও দীক্ষালাভ এই তিন প্রকার জন্মের প্রাধান্য স্থাপন ক'রে থাকেন। যদি ভগবান্ অধোক্ষজ-বস্তুর সেবায় অভিলাষ থাকে তবেই ত্রৈগুণ্য শ্রেষ্ঠ, নতুবা জন্ম, ব্রত, বহুজ্ঞতা, বংশ ও কর্ম্মনৈপুণ্যকে ধিক্। যাঁরা সেবার বদলে কিছু অভিলাষ রাখেন তাঁ'দিগকে সেবক বলা যাবে না, বণিক বলা যায় "যস্তু আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি হেতু ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু হ'য়েও ভগবান শ্রীপ্রহ্লাদের সামনে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল, করুণাময়। হিরণ্যকশিপু তাঁকে অক্ষজ করিতে চেষ্টা ক'রেছিলেন, তা'তেই তাঁর আবির্ভাব। 'অনঃকৃত্য অতিক্রম্য জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন।' নিজশক্তি-প্রদর্শনে মনুষ্যজাতির স্বচেষ্টাঃ ভোগ্য দর্শনচারে ইন্দ্রিয়গোচরের বাহিরে থাকেন। অধোক্ষজ বস্তু ভক্তবাৎসল্যবশতঃই প্রকাশিত হন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

ভগবান্ অধোক্ষজ ও পূর্ণচেতন ব'লে নিজের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে পারেন। জীবকুলের নিকট উপস্থিত হ'বার ইচ্ছার উদয় হ'লেই বিচার-যুক্তির অতীত হ'য়েও এসে থাকেন। তখন জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান কাজে লাগে না। হিরণ্যকশিপু দিনে, রাত্রিতে, মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবদ্বারা হত্যাদি রূপে অবধ্য বর প্রার্থনা ক'রে আপনাকে অমর মনে ক'রে বিষ্ণুর বিদ্বেষ করতে লেগেছিলেন। সেই অহঙ্কার দেখে বিবেকী জীবের অক্ষজজ্ঞানের কতটুকু মূল্য তাহা বুঝাইতে আবির্ভূত হন। এখানে তলবকার (কেন) উপনিষদের দেবগণের উপাখ্যান স্মরণীয়। তদীয় ইচ্ছাতেই জীব এরূপ শক্তিমান্ হয়, যা'তে ঈশ্বরদর্শনের যোগ্যতা পায়। সেবাই সেই

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে,তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

শক্তির মূল। ভক্তি থাকিলেই জীবের ইন্দ্রিয়ে ভগবানের আবির্ভাব।

পৃথিবীতে ভগবানের পরিচয় সাধারণভাবে দেখা যায় না। বরং জীব তদীয় মায়ার আবরণী শক্তির প্রভাবে অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে করে। তা'তে দুর্ব্বুদ্ধি মানব কেবল নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিতে ব্যস্ত হয়। শ্রেয়োমার্গে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই প্রার্থনা করে। ভাগবতের যে অংশগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণের অনুকূল তাহাই গ্রহণ করে, অন্য স্থানগুলি বাদ দেয়। কোন শ্লোক স্বষ্টুবিচারে বা মহাভাগবতের নিকট শ্রবণে পাছে ইন্দ্রিয়-তোষণে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেজন্য আমরা নিজের ইন্দ্রিয়ে মেপে নিয়ে ভাগবত পঠন ও শ্রবণের খেলা করি। সেবোন্মুখতা না হ'লে সমস্ত অসুবিধা ঘটে। অক্ষজ প্রভুর নিকট হ'তে সেবা গ্রহণ করা যায় তা'র সেবা হয় না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ত্যাগ করলে নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা গ্রাস ক'রে ব'সে। ভগবানের সেবাবিমুখ ব্যক্তি জন্ম, ব্রত, বহুজ্ঞতা, কুলমর্য্যাদা ও ক্রিয়ানিপুণতার জন্য ব্যস্ত হয়। আমরা অধোক্ষজের কৃপা-প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিব কেবল তাঁহার প্রদত্ত শক্তিতে চালিত হ'য়ে তাঁর সেবায় জীবন কাটাব, এই উৎকট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে যত্নবান্ থাকব। ভগবান্ ভোগ্য নহেন বা বিশ্বের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহেন।

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥'

পরব্যোমের উপরিতনাংশে গোলোক, নিম্নাংশে বৈকুণ্ঠ। অধোক্ষজ পদার্থ জড়জ্ঞান গ্রাহ্য করেন না। জ্ঞানীদিগকে সগুণ উপাসনা দেন। গুণজাত জগতে অবস্থানের অভিমানে যে উপাসনা, তাহাই সগুণ, বৈধমার্গ। ইহা ব্যতীত অবৈধ হইয়া যাইতে হইবে। হরিভজন না করলে জন্মাদি সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যা'বে। সেবাবিমুখ হ'লে তাঁ'র নিকট যাওয়া যাবে না।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

নিজের প্রয়াসে কেহই ভগবজ্জ্ঞান লাভ করতে পারে না। যখন ভক্তের মুখে তাঁর প্রভাব জানতে পারি, যখন বাস্তব কথা শুনতে উৎকর্ণ হই, তখন ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান হয়। বিমুখ সঙ্গ ত্যাগ ক'রে জড়কর্ণের পক্ষে আপাতকঠোর বোধ হ'লেও শ্রৌতকথা—ভগবৎ-কথা শ্রবণ করতে করতে শ্রেয়ঃ

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

উপস্থিত হয়। বিষয়গ্রহণে মানবজীবন বৃথা নষ্ট হয়।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

আম্নায়-পারম্পর্য্যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের নিকট শ্রবণে তাঁ'র আত্মপ্রকাশের বাসনা স্বাভাবিক হয়।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে ৫ প্রকার উপাসনা ক'রে কিছু কিছু আদায় নিয়ে আমাদের কাজে লাগিয়ে দিব। এরূপ বুদ্ধিতে তাঁ'দের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়ে উঠে। কিন্তু "জ্ঞানে প্রয়াসম্" বাণীতে তাঁ'দের অহঙ্কার ভেঙ্গে দি'য়েছেন। যদি আমরা সাধুদিগের মুখে কথিত বাক্য কায়-মনোবাক্যে গ্রহণ কর্‌তে পারি তবেই তাঁ'কে জয় কর্‌তে পারব। ভক্তির আশ্রয়ের নামে বণিগ্‌বুদ্ধি কর্‌লে অজিতকে জয় কর্ত্তে পারা যায় না। ভক্তের নিকট শ্রবণ ও তদীয় পন্থার অনুসরণের ইচ্ছায় সুবিধা হয়। অভক্তের আশ্রয়ে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ভগবদ্ভক্তের অনুশীলনের কথা না শুনে রাটকান্তর গান শুন্‌লে অমঙ্গল হ'য়ে যাবে। অভক্ত হওয়াই অমঙ্গলের পথে যাওয়া। অভক্তিতে প্রকার-ভেদ আছে। আমরা স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপযোনি লাভ কর্‌লেও ভগবদ্ভক্তের স্বভাবে শিক্ষিত হ'বার ইচ্ছা হ'লে মায়া অতিক্রম কর্‌তে পারব, যে কোন অবস্থায় বা আশ্রমে থাক্‌লেও পারব। ভক্ত কা'রও অসুবিধা করেন না। অচিৎ-শক্তির পরিণতি এই জগতে বিচরণ পরায়ণগণের ভগবদ্ভক্তের অনুসরণ দ্বারাই প্রকৃত মঙ্গলবরণে সামর্থ্য হয়। ভগবানের সঙ্গে বিনিময়-বুদ্ধি থাক্‌লে হ'বে না।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোহভি-
চাকশীতি॥"
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি
বীতশোকঃ॥"

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হ'লে শোক আছে। যে মুহূর্ত্তে আমি ভগবানের সেবক, এই বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তখন তাঁ'র মহিমা জেনে শোক হ'তে মুক্ত হয়।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

আমরা তখন বিদ্যালাভ কর্‌তে পারি। তিনি কর্ত্তা, পুরুষ, ব্রহ্মযোনি জান্‌লে সমস্ত পুণ্যপাপ পরিহার ক'রে ভগবৎপ্রবলাক কর্‌ব। এতদ্ব্যতীত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হ'তে পারি। ব্রাহ্মণ হ'য়েও যদি হরিভজনের প্রবৃত্তি না থাকে, তবে পতিত হ'তে হ'বে। হরিভজন না ক'রে নিজকর্তৃত্ব বিস্তার কর্‌লে ব্রাহ্মণ থাকা যায় না। ভগবৎসেবাই ব্রাহ্মণতার সার্থকতা। তদ্ব্যতীত প্রাকৃত বিচারের প্রবলতাহেতু পতন, জড়াভিনিবেশের আধিক্য অনুসারে পতনের তারতম্য। অপরপক্ষে অপ্রাকৃত বিচার প্রাবল্য লাভ কর্‌লে লীলাপ্রবেশ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে পরাধীন আমরা নিজস্বাস্থ্যরুচি অনুসারে যখন হরিসেবা করি তখন প্রকৃত স্বাস্থ্য আসে। তখন প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি পাই। পরম স্বরাট্ স্বাধীন পুরুষের সেবায় প্রমত্ত হ'য়ে স্বয়ং স্বাধীন হ'তে পারি। অপ্রাকৃতরাজ্যে পরাধীনতার হেয়তা থাকে না। অধোক্ষজেরই সেবা করা আমাদের প্রয়োজনীয়। তিনি গ্রহণ কর্‌লেই তবে আমরা অপ্রাকৃত ভাব লাভ কর্‌তে পারি, আমরা অপ্রাকৃত না হ'লে বিষ্ণুর অপ্রাকৃতত্ব প্রতীতি পাব না। তিনি প্রকৃতি, মায়া, পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু প্রভৃতি নহেন। বৈকুণ্ঠের মূল বিষ্ণুর কার্য্য জগৎপালন ব্যতীত বৈকুণ্ঠেরও পালন। আমরা কূপমণ্ডুক ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া জগতের দিক্‌টা দর্শন করি। এই জগৎ ব্যতীত অন্যত্র তাঁহার শক্তির অভাব —ইহা কূপমণ্ডুকতা। অচিৎ ব্যতীত চেতন-রাজ্যে বহু বিচিত্রতা আছে, যাহা অদ্যাপি জগতে প্রচারিত হয় নাই, তাহা অসংখ্য বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। অচেতন রাজ্যে তাহার কিয়দংশের আভাসমাত্র আসিতেছে। আমাদের পূর্ব্বে সৃষ্টি ছিল না, আজকাল আমরা সৃষ্টি দেখিতেছি ইত্যাদি কূপমণ্ডুকের প্রকারভেদ।

অধোক্ষজের সেবায় অপ্রাকৃতমূর্ত্তির দর্শন হয়। তিনি আসিলে অধোক্ষজ অবস্থা হইতে অপ্রাকৃত অবস্থায় আসিবেন। নতুবা নিজেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনে ব্যস্ত হইলে মৃন্ময়ী ইত্যাদি মোট দর্শন হ'বে। আমরা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, সবিশেষের দর্শনাকাঙ্ক্ষী না হইয়া অধোক্ষজের সেবক হইলে অপ্রাকৃত ভাব পাব। তখন আমাদের সেবা অপ্রাকৃত বস্তু সেবাগ্রহণে প্রস্তুত হ'বেন। সেখানে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা না থাকায় সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ-বস্তুর অনুভূতি পাব। অধোক্ষজে দ্বাদশরস পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। ইহ জগতের অসম্পূর্ণতা তাহাতে নাই। সীমাবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন অবস্থার হেয়তার অস্তিত্বের সেখানে অভাব। সেই বৈকুণ্ঠবস্তুতে সমস্ত বিশেষধর্ম্ম থাকিয়া অবরতা, অসম্পূর্ণতা নিরাকৃত ক'রেছে।

অনুযোগ ও অনুনয়

হায়! আমি মনের দুঃখ বলি কার পাশে?
মানুষমাত্রেই দেখি, পরদুঃখে হাসে॥
মনের কথা খুলে বলে, পাগল বলে তায়।
দুঃখদূর দূরে থাকুক, হেলা করে চায়॥
কেহবা অন্তরে হাসে, কেহ দেয় গালি॥
"সহানুভূতি" এ কথা শব্দে আছে খালি॥
মানুষের কাছে তাই কিছু আশা নাই।
হরি-গুরুবিনা বন্ধু কোথা নাহি পাই।
অন্তর্যামী ওহে গুরো, পিতামাতা সম।
তব কাছে কিছুমাত্র লজ্জা নাই মম॥
অবোধ শিশুরে যথা জনকজননী।
সস্তাবে আদর করে, নিজ পুত্র জানি'॥
তেমতি শুনিও মোর দুঃখের কাহিনী।
যাহা মনে লয় তব, করত আপনি॥
নিজ শিশু-দুঃখ দেখি' কাঁদিবে না কভু।
এ বড় ভরসা মোর চিত্তে আছে প্রভু॥
অনুযোগ দিব তোমা, মনের আবেগে।
বল দেখো, কেন মোরে জন্মাইলা ভবে॥
গীতা-ভাগবতে তুমি বলিয়াছ সার।
ভক্তিবিনা নরজন্ম নিতান্ত অসার॥
তবে সেই ভক্তি মোরে কেন নাহি দিলে।
পাষণ্ড, অভক্ত করি' সংসারে পাঠালে॥
স্বতন্ত্রতা দিয়া সত্য সৃজেছ আমারে।
অনুকূল-শক্তি কিন্তু দাও নাই মোরে॥
কর্ম্মফলবাধ্য জীব, তোমার বিধানে।
অনিবার্য্য সেই ফল খণ্ডাবে কেমনে॥
দেহ, মন, বাক্যদ্বারা ভজিলে শ্রীহরি।
অনায়াসে সংসার যাওয়া যায় তরি'॥
দীক্ষাগুরুরূপে সত্য ব'লেছ এ বাণী।
বলহীন ক'রে কেন সৃজিলে আপনি॥
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই কথা।
শাস্ত্রবাক্য বটে, তাই-না হবে অন্যথা॥
কিরূপেতে আমি তবে উদ্ধার পাইব
সংসারবন্ধন হ'তে কিরূপে ছুটিব॥
দুর্ব্বলের বলদাতা, ওহে দয়াময়।
এ দীনে তারত প্রভো হইয়া সদয়॥
অসাধ্য-সাধন যাঁর ইচ্ছামাত্র হয়।
তাঁর পক্ষে এই কার্য্য কঠিন ত' নয়॥
অচিন্ত্য-শক্তিবলে, অচিন্ত্য উপায়ে।
উদ্ধারহ এ অধমে সদয় হইয়ে॥
কাতর প্রার্থনা বিনা কি আছে আমার।
তুমি বিনা কেবা মোরে করিবে উদ্ধার॥
দীনের শরণ তুমি, দীনে দয়াময়।
তব ইচ্ছা মাত্র হয় সৃষ্টি, স্থিতি,লয়॥
আমার প্রার্থনা যদি অকৈতব হয়।
অবশ্য শুনিবে তুমি ইহা সুনিশ্চয়॥

শ্রীসহজানন্দ দাস দিকারী

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

১৬ কেশব ১০ অগ্রহায়ণ ২৬ নভেম্বর মঙ্গল স্বাণু প্রদ্যুম্ন অমাবস্যা চক্রী দি ৮।৫৫ অনুরাধা আবন বা ৯।৩৭ অতিগণ্ডযোগ দি ৯।২৮ নাগকরণ।

"তন্য"গ্রন্থসম্বন্ধে অভিমত

SREE KRISHNA CHAITANYA. VOL. I.

By Nisi Kanta Sanyal, M.A., published by Sree Gaudiya Math, Royapettah, Madras. Price Rs. 15/-.

The President of the Sree Viswa Vaishnava Raj Sabha, Paramahansa Paribrajakacharyya Sree Bhakti Siddhanta Saraswati contributes a learned forward to this volume which is Vol. I of an exhaustive life of Sree Krishna Chaitanya, the great leader of Bhakti movement in Bengal. The Gaudiya Math and all lovers of devotional literature would be thankful to the Swami of Royapettah Math for bringing out this authoritative biography of the Founder of the Math.

The book naturally divides itself into two sections, one covering chapters I to XXI dealing with the actual biography of the Saint interspersed with highly erudite philosophical discussions and observations and the other called Introductory Portion consisting of nine chapters and covering over 200 pages where the real significance of Sree Chaitanya, and His place in the religious evolution pointed out by Him is compared and contrasted with others.

The author's point of view is made clear in the very beginning. Ordinary historians are brushed aside as being very empirical lacking in spiritual knowledge of the Scriptures and in critical caution in the choice and use of authorities. The empiric method, according to the author, is unsuitable for the treatment of a spiritual subject The genuine Vaishnava authors on whose works the present biography is based were not empiricists. The subject of which they have used the account is the Absolute, as distinct from empiric, Truth that comes down to them in the chain of disciple succession from Godhead Himself.

Federated India. (30-11-35)

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার [২২২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

খেয়ালী মামলা-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এল কে সেন ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের নামে একটী মানহানিকর প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে খেয়ালীর সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন মুখার্জ্জীর প্রতি দেড় বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন উক্ত পত্রিকার প্রাণেশজীবন ব্যানার্জ্জী প্রতিও দুই দফা মানহানীর অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর দেড় বৎসর করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর রায়ের এক স্থানে লিখিয়াছেন।

I have had occasion to read the article that appeared in the four issues of the "Kheyali" with almost every printed page of it a reputation ideas. This sort of Journalistic Goondaism is positive menace to peace of Society (খেয়ালী পত্রিকার ঐ চারি সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করিয়াছি উহার প্রতি পত্রায় মানহানি করা হইয়াছে। সংবাদ-পত্র-সেবায় এই ধরণের গুণ্ডামী সমাজের শান্তির পক্ষে প্রত্যক্ষ পাপ স্বরূপ) সমাজ-সেবাই সংবাদ পত্রের উদ্দেশ্য। শিষ্টতার সহিত অপরের মঙ্গল-বিধান চেষ্টা থাকিলে বিশৃঙ্খলতার উদয় হইতে পারে না। এবিষয়ে সংবাদ-পত্র-সেবিগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য।

ইটালী-আবিসিনিয়া রণ

এক সংবাদে প্রকাশ, হাবসীগণ গোরাহাই পুনরধিকার করিয়াছে। সম্রাটের হাবার গমনের সংবাদ কোন গুপ্তচর ইটালীয়দের জানাইয়াছিল, এই সন্দেহে হাবসী সমর পরিষদ গুপ্তচর সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইটালীয় উত্তর বাহিনীর সঙ্গে যে সংবাদদাতা আছেন তিনি জানাইতেছেন যে, আউসার সুলতান ও তাঁহার সৈন্য সহ ইটালীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইটালীয় পক্ষের আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ওগাডেন প্রদেশের কিয়দংশ ইটালীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

রোমের "ট্রিবুনা" বলিতেছে যে, হাবসী যুবরাজ ইটালী কর্তৃক মাকালে অধিকারের ঠিক পূর্ব্বে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন কিন্তু আদ্দিস আবাবা হইতে এক সরকারী ইস্তাহারে উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যুবরাজ বেশ সুস্থ আছেন।

তাকাজে নদী অতিক্রমকালে হাবসীগণের উপর ইটালীয় বাহিনী প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষণ করে। ফলে হাবসী পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইটালীয় দেশীয় বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। উহারা অভিযোগ করিতেছে যে, উহাদিগকে সকালাই যুদ্ধক্ষেত্রে পুরোভাগে রাখা হয়। বিদ্রোহীরা ৩০ জন শ্বেতাঙ্গ সৈন্যকে নিহত করিয়াছে।

অগ্নি দগ্ধ হইয়া মৃত্যু

গত শুক্রবার শেষ রাত্রিতে মলঙ্গা লেনের জনৈক ব্রাহ্মণের মুদিখানার দোকান ঘরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে উহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই। দোকানখানি ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ ছিল। ঘরের লোকজন ঘর হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া হৎবুদ্ধি হইয়া পড়ে। দমকলে এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেওয়া হয়। দমকলের লোকজন আসিয়া দেখিতে পায় যে, ঘরের মধ্যে একব্যক্তি তৎপূর্ব্বেই মারা গিয়াছে এবং আর একজনের সর্ব্বাঙ্গ সাঙ্ঘাতিকভাবে দগ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয় তাঁহার নাম মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

দার্জ্জিলিংএ রোপ-ওয়ে নির্ম্মাণ

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, গভর্ণমেন্ট একটী ভারতীয় কোম্পানীকে দার্জ্জিলিং ও পুল বাজারের (বিজনবাড়ী) মধ্যে মালপত্র বহনের জন্য একটি রোপওয়ে নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছেন। কোম্পানী যথাসম্ভব কম ভাড়া ধার্য্য করিবেন; সুতরাং চাকর ও জমিদার প্রভৃতির বিশেষ সুবিধা হইবে এবং সিকিম ও নেপালের সহিত দার্জ্জিলিংএর ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত রাস্তায় সিংটং এ একটী ও চটিং একটী—এই দুইটী জংশন থাকিবে এবং রোপওয়ের যে কোনও ষ্টেশন হইতে ভারতবর্ষের যে কোনও ষ্টেশনে সরাসরি মাল পাঠান হইবে।

ট্রেণ হইতে চুরি

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, ডাউন ট্রেণে ভ্রমণ করিবার কালে এক ব্যক্তির একটী হিসাবের খাতাসহ একখানি একশত টাকার ও একখানি পাঁচ টাকার নোট চুরি গিয়াছে। প্রকাশ মোকামা ষ্টেশনে প্লাটফরমের বিপরীত দিকে সে এক ব্যক্তিকে নামিয়া যাইতে দেখিয়াছিল তাহার সন্দেহ, সেই ব্যক্তিই তাহার টাকা চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ট্রেণের নীচে পড়িয়া মৃত্যু

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ গত ২২শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় রেল দুর্ঘটনায় একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে জব্বলপুর এবং মদনমহলের মধ্যবর্ত্তী স্থলে প্রায় ৫০ বৎসরের একজন হিন্দু স্ত্রীলোক লাইনের ধার দিয়া যাইবার সময় অতর্কিতে বোম্বাই মেলের নীচে পড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হয়। শব দেহটীর কোন দাবীদার এখনও পাওয়া যায় নাই।

দস্যুর কঠোর দণ্ড

জব্বলপুর জেল হইতে পলাতক নাম-জাদা পাঠান দস্যু ফকির খাঁ গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় পুলিশ হাজতে আটক ছিল। হাজত হইতে আসামী বিতীয়বার পলায়ন করিতে চেষ্টা পায়। সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে ফকির খাঁর বিচার শেষ হইয়াছে। তাহার প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারা মতে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে বর্ত্তমান দণ্ড লইয়া ফকির খাঁর মোট কারাদণ্ড কাল, ১৭ বৎসর ৬ মাস পূর্ণ হইল।

স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাইয়ের ২৩শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য যে সপ্তাহ শেষ হইল, সেই সপ্তাহে পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডাক জাহাজে ৬৪ লক্ষ, ৭০ হাজার ১০৩ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে ইউরোপে এবং আমেরিকায় চালান হইয়াছে। বৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগের পর হইতে এ পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে মোট ২৫৩ কোটী ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৬৫২ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯. ১১ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৭শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, | বুধবার | ২২২তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——:•:——

যুক্তপ্রদেশে

নিউদিল্লী হইতে গত ২৪শে নভেম্বর তারিখে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদ হইয়া কাশী গিয়াছেন। তথা হইতে ডেহরীতে কএকদিন প্রচার করিয়া তাঁহার জামসেদপুরে যাইবার কথা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মথুরা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতেছেন। মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতি মথুরায় স্বামীজী সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংএ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনতিদূরবর্ত্তী 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ'-হলের সংলগ্ন হরিসভা-গৃহে ধারাবাহিকভাবে প্রায় দেড় সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মচারী, উকীল ও মোক্তার প্রভৃতি সজ্জনগণ বিশেষ আগ্রহসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নানারূপ সহায়তা করেন।

গয়াধামে

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রাগতত্ত্ব ও শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিবৈভবের ভক্তিশাস্ত্রী গয়া-ধামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৩০শে কার্ত্তিক গয়াধামের সুপ্রসিদ্ধ সেনজী মন্দিরে রাগতত্ত্ব মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের 'ব্রহ্মশাপ'-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। গত ১লা অগ্রহায়ণ শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ-মন্দিরে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করিয়া হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। ২রা অগ্রহায়ণ স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী দয়াল মহোদয়ের বাসভবনে স্বামীজী কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪ঠা অগ্রহায়ণ গয়াপ্রবাসী শ্রীযুক্ত মণি গুপ্ত মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব মহোদয় ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রত্যেক দিনই বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গয়াধামের শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তনে বহু লোক যোগদান করিতেছেন।

শিলিগুড়িতে

স্বামীজীমহারাজ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুকৃতকুমার দাসাধিকারী ও ভক্ত নারায়ণ দাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ-সমভিব্যাহারে গত ১১ই নভেম্বর শিলিগুড়িতে শুভাগমন করেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল মহোদয় বিশেষ যত্নসহকারে স্বামিজীগণের অভ্যর্থনা করেন। তিনি প্রত্যহ স্বামিজীমহারাজের নিকট সাগ্রহে হরিকথা পবিত্রমুখে শ্রবণ করেন।

তথায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার এম এ বি-এল মহোদয়ের যত্নে স্থানীয় নাট্যসমাজহলে স্বামীজী মহারাজ ৩ দিন বক্তৃতা প্রদান করেন। ১ দিবস স্থানীয় হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্-বি মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ডাক্তার বাবু ও তাঁহার পরম-ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও হরিসেবার অনেকপ্রকার সহায়তা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় সাবডিভিসনাল অফিসার, সাবডেপুটী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পুলিস ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কে, সি, মুখার্জ্জী, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখার্জ্জী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এতদ্ভিন্ন আরও শিক্ষিত বহু ব্যক্তি উক্ত পাঠ শ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ

কাশীমবাসী শ্রীযুক্ত শুদ্ধভক্তমাধব দাস অধিকারী মহাশয়ের ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী শ্রীহরিনাম করিতে করিতে গত উত্থানৈকাদশী তিথিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সঙ্কীর্ত্তন সহ তাঁহার সৎকার কার্য্যকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শুদ্ধভক্তমাধব দাস অধিকারী মহাশয় গত ৩০শে কার্ত্তিক শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে বৈষ্ণব স্মৃতির বিধানানুসারে পারলৌকিক সংস্কারীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অতিথিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই নভেম্বর য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত কে বালকৃষ্ণাচার্য্য গারু বি-এ, বি এল, ও উকীল শ্রীযুক্ত কে রামানুজাচারী গারু শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গৌড়ীয় মিশনের ভারতে ও ইউরোপের প্রচারের বিষয় বর্ণন করেন। তৎপরে মহাপ্রভুর উপদেশামৃত-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হন। বহু ধনী-সদাশয় ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণার্থ প্রত্যহ শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

ভূতপূর্ব্ব জজ বাহাদুরের প্রশংসনীয় সেবা

অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ লক্ষ্ণৌনিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি গুণে বিভূষিত। এবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষামৃতে বিশেষ অনুরাগবিশিষ্ট। শ্রীল প্রভুপাদ যখন লক্ষ্ণৌ নগরীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন উক্ত জজ বাহাদুর তাঁহার শ্রীমুখ হইতে মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া তৎপ্রচারে আকৃষ্ট এবং শ্রীগৌরবাণী-প্রচারকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্যার্থ যত্নশীল হন। ইঁহার উদ্যমে শ্রীপরমহংসমঠের সেবকবৃন্দ ও স্বামীজীগণের জন্যই উপলব্ধি করিয়া তাহা মানসে কৃপানুগ্রহের বাসস্থান করিয়াছেন। ঐ কুটীর বহু প্রকারে পারমার্থিক নিযুক্ত হওয়ায় আত্মকল্যাণকামীর পারমার্থিক মঙ্গলসাধনে সহায়ক হইয়াছে। জজ বাহাদুরের নিজ ব্যবহার, মিষ্টভাষিতা, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসনীয়।

নামাপরাধের অর্থবাদ পর্য্যন্ত আলোচিত হ'য়েছে। কোটি অশ্বমেধের সহিত নামকে যাঁ'রা সমান জ্ঞান করেন, তাঁ'দিগকে যম দণ্ড করেন। নামের এত বল নাই, বিচার করলে অর্থবাদ।

"এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"

অতএব সমস্ত দিনরাত পাপ ক'রে সকালে উঠে নাম করলে সমস্ত শুদ্ধ হ'য়ে যা'বে, ইহাই নামবলে পাপাচাররূপ নামাপরাধ। অপরাধযুক্ত নামে তুচ্ছ ফল পাওয়া যে'তে পারে। আবার তা'তে বিরুদ্ধ ফল উৎপাদন করতে পারে। নামের প্রকৃত ফল ভগবৎপ্রেমা। মুক্তি হ'লে তবে নামাভাস। ভোগীদের নাম হয় না, নামাপরাধ হয়। নামবলে পাপ নাশ ক'রে আবার পাপে প্রবৃত্ত হ'লে নামাপরাধ হয়। দৈবাৎ ঘটিলে অবশ্য নামোচ্চারকের প্রত্যবায় নাই।

সত্ত্বগুণসম্পন্ন না হ'লে বিষ্ণুসেবা হয় না। দুর্নৈতিক বা'রা কখন বিষ্ণুভক্ত হ'তে পারে না। যাহা অপরের উদ্বেগদায়ক তাহাই দুর্নীতি। বৈষ্ণব কদাপি পাপ করেন না। বৈষ্ণবে কোন পাপ দেখা গেলে বুঝতে হ'বে তা' অজ্ঞানকৃত। অজ্ঞাতসারে কোন পাপ হ'য়ে গেলে তিনি তা'র জন্য দোষী ন'ন। কিন্তু মতলব ক'রে পাপ ক'রে নাম দ্বারা নাশ করবার চেষ্টা করলে নামাপরাধ হ'ল, নাম হ'ল না।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

"যেঽন্যে স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

কুকুর-শেয়ালের খাদ্য এই দেহে 'আমি-আমার' বুদ্ধি কপটতা-প্রসূত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাসনাতেও কপটতা। দৈহিক ব্যাপারে বিশেষ আসক্তি থাকলে নাম হয় না। শরীরকে আমি ও দ্রব্যগুলিকে আমার বোধ হ'লে অহংমমাদিভাবপর অপরাধ হয়। একান্ত শরণাগত অর্থাৎ সর্ব্বস্বার্পণ না করলে নাম হয় না। কিয়দংশ রেখে দিলে কপটতা হ'ল, তা'তে নাম হয় না। রাবণ সীতার নিকট ত্রিদণ্ডিবেশে কপটতা ক'রে ভিক্ষা করলে কপটী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে গিয়ে নানাবিধ বিপদ্ লাভ ঘট্‌ল। চক্র-বিপ্র এক কপট। কালীয়-দমন-স্থানে কৃষ্ণস্মৃতিবশতঃ ঠাকুর হরিদাস বাহ্যস্মৃতি হারা'লে কোন ব্রাহ্মণ দেখে নিজের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে গিয়ে লগুড়াঘাত লাভ করল। কপটতাশ্রয়ী ব্যক্তির কদাপি অমঙ্গলের হাত হ'তে নিষ্কৃতি নাই। অনেকে মনে করেন "বৈষ্ণবেরা নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ ইহলোকে ভোগও পেলেন না, অথচ পরেও দাস্য প্রার্থনা ক'রছেন।" কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান্ ব'লে পরিচয় দিলেন, তাঁ'রা ইহজগতে ভোগবুদ্ধিতে রাক্ষস ব্যবহার ক'রলেন আবার পরলোকেও নাশ পেলেন। যাঁরা আমি বা আমার ব'লে অভিনিবেশ ক'রছেন তাঁদের হরিনাম হবে না। ভগবান্ পার্থিব মেটে বস্তু নন যে, নিজের বলে তাঁ'কে পেয়ে যা'ব। ইহলোকে বা পরলোকে সুখান্বেষী কখনও শুদ্ধ হরিনাম করতে পারেন না। নির্ব্যলীক না হ'লে ষষ্ঠ নামাপরাধ হ'বেই।

ধর্ম্মব্রতত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। পুণ্যকার্য্য উপবাসাদি যজ্ঞাদি এ জগতে সৎকর্ম্ম ব'লে প্রসিদ্ধ। এ গুলির সঙ্গে নামগ্রহণের ফলের সাম্য করলে নামাপরাধ হ'ল। নামের মহিমা-জ্ঞানের অভাব হওয়াতে এই অপরাধ।

'শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥"

"যজ্ঞাদ্যঙ্গা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা
তদা নামকীর্ত্তনসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রত্যেকটী নাম-ভজনের সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। অন্যযুগে হ'তে পারত, কলিযুগে নয়। নামভজন ব্যতীত অন্যভজন-অনুশীলনে নামাপরাধ।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

নামপ্রভু কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, পূর্ণ, শুদ্ধ। এই জ্ঞানলাভের অভাবে অপরাধ হ'য়ে যায়।

অশ্রদ্দধানে নামদান করা আর একটী অপরাধ। অপাত্রে নামদানের বিষময় ফলে দাতার নামাপরাধ হ'তে চল্‌ল। এজন্য বৈষ্ণবেরা নামে শ্রদ্ধার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্ম্মধ্যান পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

যাঁ'র থেকে নিজের ধর্ম্ম, ধ্যান, পূজাদি-চেষ্টা থেমে যায়, সেই আনন্দ-স্বরূপ শ্রীহরির নাম জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে উচ্চারিত হ'লে (এমন কি নামাভাসমাত্রেই) জীবজগতের মুক্তি দান করেন। অতএব ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার জীবন ও ভূষণ। নাম-সেবা অর্থে ভগবৎসেবা।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

অর্চ্চনা অপেক্ষা হরিনাম-গ্রহণের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদা লক্ষ্য ক'রতে হ'বে। নাম-গ্রহণকে বাদ দিয়া অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র।

'কৃষ্ণনাম হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥'

সম্বন্ধজ্ঞান লাভ ক'রে পরে নামভজন ক'রলে নামাপরাধ হ'বে না। জ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে সম্বন্ধজ্ঞানে শিক্ষিত করতে মন্ত্র-দানের ব্যবস্থা। মন্ত্রের উপাংশু জপের দ্বারা মননধর্ম্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে নামভজনে অধিকার আসে। ক্রমে উন্নত হ'লে মধ্যম ভাগবতের অধিকার পাওয়া যায়। অর্চ্চন-কারী ভক্তপ্রায়। নামভজনকারী ভক্ত। গুরুর অন্তরে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অধিকরূপে পাওয়া যায়। এইরূপ বুদ্ধিতে কনিষ্ঠাধিকার হ'তে মধ্যমাধিকার-প্রাপ্তি ঘটে। যাহাদের সংসারে আসক্তি প্রবল, তাহাদের অর্চ্চন প্রয়োজনীয়। অর্চ্চনদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত কর্ম্মশীল গৃহস্থগণের গৃহব্রতধর্ম্ম হ'তে মুক্তির পর বৈষ্ণবতা হয়। ধামবাস মানসে না করে যদি পরিক্রমা বা ধামবাস প্রাকৃতবুদ্ধিতে হয়, তবে কিছুই সুবিধা হ'বে না। স্বর্গাদি বা নরকাদি লাভ হ'তে পারে, ভগবৎ-প্রেমা জন্মাবে না।

অহংমম-ভাব নামাপরাধ—'তে দুস্তরা-মতিতরন্তি দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।' 'আমি-আমার' জ্ঞান দেহগেহাদিতে থাকা পর্য্যন্ত মায়িক-রাজ্যে অবস্থান। তখন নামাপরাধই হ'বে, কখনই নাম হ'বে না। মুক্তকুলের উপাস্যমান নাম মায়ার অভিনিবেশের কিপ্রকারে হ'তে পারে? "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" এসমস্ত অতি নিকৃষ্ট গো গর্দ্দভদিগের নাম করবার চেষ্টা বিফল হ'য়ে যায়। নাম-সাধনের জন্য অপরাধগুলির বিচার প্রতিক্ষণ মনে রাখ্‌তে হ'বে। নামের বলেই ঐগুলি বিনাশ পাবে। তখন ক্রমে বিশুদ্ধ নাম আস্‌তে পারবে। মহাপ্রভু বল্‌লেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

নামের শক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা করলে একে একে অপরাধগুলি চলে যাবে। নাম করতে করতে মহাপ্রভু মদমত্তের মত নানাক্রিয়া ক'রেছিলেন। প্রেমার লক্ষণে ঐরূপ ভাব আসে।

"কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥"

আচার্য্যপ্রভুর ভক্তিপ্রচারকালে কোন কর্ম্মকারবধূ মৎস্যাদি অন্নগ্রহণ ক'রতেছিল। তৎপূর্ব্বে এক বিড়াল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাইয়া মুখে বৈষ্ণবপ্রসাদ নিয়ে তার পাতে দিল। অজ্ঞাতসারে তা বধূর গৃহীত হ'ল। তখন হাসি, কান্না, নাচ, গান প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখা যেতে লাগ্‌ল। তাতে অসুবিধা বোধ ক'রে গৃহস্থ অদ্বৈতপ্রভুর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করলে। তখন তিনি তা'কে তার সমস্ত প্রকার সৌভাগ্যের কথা বল্‌লেন। তাতেও সে পোড়াকপালে নিবৃত্ত হ'ল না দেখে পঞ্চোপাসকের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন ব্যবস্থায় তার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটিল।

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু বয়ং ন বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥

শুদ্ধনাম জপে সংসার বিনাশ পায়, ভাব জন্মে, তখন নিজের পূর্ব্বপরিচয়গুলির বিস্মৃতি আসে। পৃথিবীর কার্য্যে অপ্রীতি জন্মে ও দাস্যাদিভাব এসে তাকে স্বরূপে অবস্থিত করায়। পুরুষ, স্ত্রী প্রভৃতি দেহ খোসামাত্র, যাত্রার সাজ। নিত্যসম্বন্ধ কৃষ্ণের সহিত। 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" ক্রমে এই মহাভাগবতলক্ষণ প্রকাশ পাবে। নির্ব্যলীক হ'য়ে হরিনাম করলে ভাবসিদ্ধি। তখন একটা সম্বন্ধ ঘটবে। কদম-গোগুঞ্জাদি পাত্ররসের আশ্রয় হ'বে। নন্দের বাটীর চাকরগুলি চিত্রক, পত্রক, বকুলাদির অনুসরণে দাসগণের আশ্রয় উদিত হ'বে।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ॥"

কৃষ্ণের সখার অনুসরণে সখ্যভাব, নন্দ-যশোদাকে গুরুজ্ঞানে ক্রমশঃ আমাদের বাৎসল্য রসের বিষয় প্রাপ্ত হ'বেন। অতঃপর মানসী সেবায় কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় প্রবেশের অধিকার জন্মালে তবে মাধুর্য্যরসে সখীর আনুগত্যের যোগ্যতা আস্‌বে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

:০:—

অদ্য হইতে ২ দিনের

১৭ কেশব ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ নভেম্বর বুধ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরপদ্মিনী একাদশী দি ৮।৪৯ জ্যেষ্ঠা সন্ধ্যা ৫। ১০।১২ সুকর্ম্মাযোগ দি ৮।৩৯ ববকরণ।

১৮ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নভেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গোবিন্দতীয়া দ্বাদশী দি ৮।৩৪ মূলা প্রহর রা ১০।১৫ ধৃতিযোগ দি ৭।১৬ পরে শূলযোগ রা শেষ ৫।২৯ তৈতিলকরণ।

রবিনসনের

"পেটেন্ট"

বার্লি

এত পবিত্র

এত নির্ভরযোগ্য

এত সহজে পাচ্য যে

আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই

দেশ বিদেশ সকল স্থানেই

ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট

একশত বৎসর যাবৎ বিখ্যাত

B 9

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই,
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার ২২৩তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

———::•::———

হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড

সুমায়ুনের দায়রা জজ ভিখারীলাল নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ নিয়ামতুল্লা ও মিঃ আলসপ উক্ত দণ্ডাদেশ অনুমোদন করিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে দাদু নামক এক স্ত্রীলোককে গত ৫ই এপ্রিল কলমকাটা ছুরি দ্বারা গলা কাটিয়া হত্যা করিয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষ বলে যে, দাদুর প্রথম স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিলে, রামসুনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। গত ৩রা এপ্রিল সে তাহার স্বামীর গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হয়। খোঁজ করিয়া তাহাকে পাওয়া যায় না। গত ৬ই এপ্রিল তাহার মৃত দেহ একটী খালের নিকট পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তখন পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্তকালে, আসামী যখন একটী নদীতে করিয়া বেরিলির দিকে যাত্রা করিতেছিল, তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, স্ত্রীলোকটি ঐ স্থানের স্বর্ণকারের বাড়ীর খোঁজ করিতেছিল ঐ স্থানে আসামীই একমাত্র স্বর্ণকার। এই সূত্র ধরিয়াই আসামীকে ধরা হয়। উক্ত স্বর্ণকারের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া শস্যের পাত্র হইতে রক্তমাখা বস্ত্রাদি, কিছু অলঙ্কার ও একখানি ছুরি পাওয়া যায়। বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার পরে মৃত স্ত্রীলোকটির বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে।

অগ্নিদগ্ধে মৃত্যু

৭ই অক্টোবর কটন ষ্ট্রীটের এক দোকানদার প্রেমকুমার বৈদকে (৩০ বৎসর) অগ্নিদগ্ধভাবে দগ্ধ অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তথায় তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সে বলিয়াছিল যে, দোকানে হিসাবের খাতা ও ক্যাশবাক্স আনিবার সময় সে অগ্নিদগ্ধ হয়। সম্ভবতঃ বিজলীর তার হইতে কোনও রূপে আগুন লাগিয়াছিল।

শনিবার করোনার মিঃ এ সি দত্ত ও জুরীরা তাহার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন জুরীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "দৈবাৎ অগ্নিদাহে মৃত্যু হইয়াছে"।

মারাত্মক আঘাত প্রভৃতির অভিযোগ

বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ নরনাথ মুখার্জ্জি জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া সৈজদ্দিনামক এক ব্যক্তিকে মারাত্মক আঘাত, অপহরণ ও অন্যান্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মোটের উপর ৫।৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপর ও গুন্দর খালাস পাইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, সৈজদ্দি প্রায় ২০ জন লোক সহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া গত ২৮শে মার্চ্চ গভীর রাত্রিতে তুরখালীর কদমালি নামক এক ব্যক্তির ছেলেকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে হানা দেয়। যখন তাহারা ঐ ছেলেটিকে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল তখন ঐ বাড়ীর কেরামত আলি নামক একজন লোক তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে তাহাকে জোরে আঘাত করা হয়। ফলে দুইদিন পরে সে মারা যায়। ঐ শিশুকে অপহরণ করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আসামী ঐ শিশুর ভগ্নীকে নিকা করিয়াছিল। সে দাবী করে যে ঐ ছেলে তাহার।

ঘসা মুদ্রা সম্পর্কে নির্দ্দেশ

পাবনার এক সংবাদে প্রকাশ, টাকা সিকি, দুয়ানী, আনি প্রভৃতি সামান্য একটু ঘসা হইলেই এতদিন 'অচল' প্রতিপন্ন হইত। ইহাতে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইত এই বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি সেদিন সহরে ঢোল সহরৎযোগে প্রচার করাইয়াছেন যে, মেকী না হইলে ঘসা টাকা আধুলী, সিকি, দুয়ানী ও একআনি গ্রহণ করিতে যিনি আপত্তি করিবেন, তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইবে।

নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গে গ্রেপ্তার

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে উত্তর মৈসুন্দির বস্ত্রবিক্রেতা বণিক নামক একজন যুবকের গতিবিধি 'নয়ন্ত্রিত' করা হয়। সম্প্রতি তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্ত আদেশ অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সূত্রাপুর থানায় হাজিরা দিয়া ফিরিবার পথে সে তাহার প্রতিবেশী স্রুপ ওরফে বসুর সহিত আলাপ করিয়াছিল তাহাকে বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনের ৬ (২) ধারা অনুসারে সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

যশোহর হইতে প্রকাশ, অভয়নগর থানার অন্তর্গত সিরাজকাটি গ্রামের যোগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস গত শুক্রবার মামলা উপলক্ষে যশোহরে আসেন। আদালতের কার্য্য সারিয়া সন্ধ্যায় বরিশাল এক্সপ্রেসে বাড়ী যান। ঐ দিন প্রথম রাত্রে বাড়ীর কাছেই এক জঙ্গলের মধ্যে তিনি আততায়ীর সড়কির আঘাতে নিহত হন। তাঁহার শবদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে আনীত হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। যোগেন্দ্রবাবু অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

স্বামী হত্যায় স্ত্রীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

বরিশাল হইতে প্রকাশ, প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ ডি খাঁ অধিকাংশ জুরীর মত গ্রহণ করিয়া কাজলাকাটী গ্রামের সৈয়দ আলির স্ত্রী আজিজুন্নেসাকে, তাহার স্বামীকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সৈয়দ আলী তাহার স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিবেশিত ভাত ও ব্যঞ্জন খাওয়ার সময় তিক্ত স্বাদ অনুভব করে। তারপরই তাহার বমি হইতে থাকে। সে ঐ ব্যাপার প্রতিবেশীদের নিকট বলে। এইরূপ সন্দেহ হয় যে, সোনামদ্দি নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় তাহার স্ত্রী তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল।

ডিক্রিজারীতে হাঙ্গামা

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, গত সোমবারে আতা জোয়াইরের জনৈক ডিক্রিদারের লোকজন দেনদারের বাড়ীতে ডিক্রিজারী করিয়া অস্থাবর ক্রোক করিতে গেলে দেনদার এবং তাহার লোকজন লাঠি বর্শা ও লাঠিসোটা লইয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে এবং ঐ সংঘর্ষে একব্যক্তি আহত হয়। আহত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল হইতে স্থানান্তরিত করার সময় ঐ আঘাতের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চুরি

চন্দননগরের ২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রিতে চন্দননগরের কোনও বাড়ীতে অভিনব পদ্ধতিতে দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ চীর পথের লৌহগরাদে ওভালী আক্সি এসিটোলিন গ্যাসের আগুনে গলাইয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক মূল্যবান দ্রব্যাদি সহ প্রস্থান করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। ...ONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেশলাই পাচন

সর্ব্বরোগের ... অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।
১৮। ভজন-আলোক ।
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিমল্লিকা অণসোদ্ধ: সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। বীস-দিগ্দর্শন ৷৴০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৴০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৴০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৷৴০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক, ৴০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অষ্টকম্ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৴০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৴০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৷৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ভিউ ওয়ার্কস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৷৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ ১৮ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯ ১২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার { ২২৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

-:০:-

দিল্লীতে

গত ১৮ই নভেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ নিউদিল্লীস্থিত সহকারী ইনকমট্যাক্স অফিসার শ্রীযুক্ত এন্. ডি, ধীর (পাঞ্জাবী) মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বামীজী পাঠারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রণাম মন্ত্রে ভাগবতের স্বরূপ-বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিতের গর্ভবাসের ইতিহাস, পাণ্ডবগণের অনন্যভক্তির কথা, ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, কুন্তীদেবীর ভগবৎ-স্তুতি ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ঐ দিবস হইতে দিবসচতুষ্টয় দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবৃন্দ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

* * *

গত ১৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় স্বামীজী দিল্লী 'সত্যনারায়ণ-মন্দিরে' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ আগরওয়ালা এম্-এ, এল্ এল্-বি মহাশয়ের আগ্রহে ও উদ্যোগে হিন্দীভাষায় গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজী প্রারম্ভে গীতার বিভিন্ন সংস্করণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, গীতা সর্ব্ববাদি-সম্মত শাস্ত্র, সমগ্র ভারতবর্ষ—এমন কি পাশ্চাত্যদেশের লোকেও গীতার সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখবাণী বলিয়া; কিন্তু কয়জন লোক তাঁহার তাৎপর্য্য অবগত আছেন, জানি না। আমরা জানি যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও ভগবচ্চরণে মোহপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল অক্ষজজ্ঞানের সাহায্যে ভগবান্ অথবা তাঁহার বাণী বুঝিতে পারা যায় না। তাই শ্রীভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শরণাগত হইতে বলিয়াছেন। আম্নায়-বাণী ব্যতীত প্রকৃত মর্ম্ম কেহই অবগত নহেন। অতএব মহাজনগণের বাক্যই অবলম্বনীয়। মনোধর্ম্মিগণের স্ব-স্ব ধারণা বা প্রকৃতি-অনুযায়ী ব্যাখ্যাদ্বারা ভ্রান্ত জীবকুল আকৃষ্ট হইয়া পরিশেষে অমঙ্গলই বরণ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ ভ্রম-প্রমাদাদি দোষরহিত বলিয়া তাঁহার বাক্যই যথেষ্ট; তাহা ত্যাগ করিয়া অপর শাস্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ অকর্ত্তব্য। তজ্জন্যই গীতা মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে উপক্রম, উপসংহারাদি ছয়টী বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে আমরা জানি যে, গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের বিচার থাকিলেও সমগ্র গীতার একমাত্র তাৎপর্য্য ভগবদ্ভক্তি। তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাই ভগবানের উদ্দিষ্ট।

উক্ত বিষয়ের যুক্তি প্রদর্শন জন্য স্বামীজী গীতার বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধার করেন। অবশেষে গীতাপাঠী বিপ্রের কথা বর্ণন করিয়া আরও দৃঢ়তররূপে বুঝাইয়া দেন যে, গীতা পাঠের চরম ফল ভগবদ্দর্শন। তাহা না হইলে ভস্মে ঘৃত হুতির ন্যায় পাঠ নিরর্থক হইয়া থাকে। গীতার সারমর্ম্ম শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা বলবান্॥"

সেই সর্ব্বশেষ ভগবদাজ্ঞা, যাহা গুহ্য ও গুহ্যতর আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া গুহ্যতমরূপে বিরাজিত, তাহা কি—তৎসম্বন্ধে শ্রীগীতায়ই দেখিতে পাই—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি
তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

———

মাদ্রাজে

গত ১৭ই নবেম্বর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ মাদ্রাজ নগরীর জর্জটাউনের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ বি, নারায়ণ স্বামী নাইডু মহাশয়ের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পাঠকীর্ত্তনাদি করেন। শ্রীপাদ সত্যবান্ধব দাস ব্রজবাসী এম্-এ মহাশয় ইংরাজীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন এবং মিঃ বেঙ্কট রামন আইয়ার এম এ, বি-এল য়্যাড্‌ভোকেট ও অপর একজন ভদ্রলোক শ্রোতৃবর্গের জন্য তামিল ভাষায় সংক্ষেপ বুঝাইয়া দেন। সভাস্থলে বহু ভদ্রলোক এবং মহিলা আগমন করিয়াছিলেন। পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই অতিশয় আনন্দিত হন। সঙ্কীর্ত্তনান্তে সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বণ্টন করা হয়। এরূপ পাঠকীর্ত্তন এই পল্লীতে এই প্রথম।

* * *

গত [illegible]শে নবেম্বর তারিখে মাইলাপুরে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক ভাগবত-ক্লাসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। মঠের সেবক শ্রীপাদ সত্যবান্ধব দাস ব্রজবাসী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে ডাঃ মধুসূদন রাও ভক্তিমাহাত্ম্য মহাশয় তাহা তামিল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া দেন। ক্লাসে স্থানীয় ভদ্রলোক এবং মহিলা অনেকে যোগদান করেন সহরের অন্যান্য পল্লীতেও ভাগবত ক্লাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টায় মাদ্রাজবাসী হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইতেছেন।

* * *

গত ২১শে নবেম্বর শ্রীপাদ সত্যবান্ধব দাস ব্রজবাসী মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির রিসার্চ-বিভাগে গমন করিয়া অধ্যাপকগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং হরিকথা-কীর্ত্তনে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রফেসার ভি, বেঙ্কট রাঘবন্ চেটিয়ার; প্রফেসার কে, [illegible], শেষগিরি আয়েঙ্গার স্বামী; প্রফেসর কৃষ্ণমাচারী প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্য্য গোস্বামীর শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করেন।

———

বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ

২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত পাঠবাড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার পরলোকগত পিতা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ গত ভাঃ [illegible] ২৫শে নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানানুসারে বৈষ্ণবীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ কেশব, আদি কামদোদশায়ী ৪৪২

অনাদি বহির্ম্মুখ ও নিত্য কৃষ্ণদাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একস্থানে বলা হইয়াছে—জীব 'অনাদি-বহির্ম্মুখ'। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—জীব 'নিত্য কৃষ্ণদাস'। যেখানে কৃষ্ণদাস্য, সেখানে বহির্ম্মুখতা থাকা সম্ভবপর নয়, সুতরাং জীবের পক্ষে অনাদিবহির্ম্মুখতা ও নিত্য-কৃষ্ণদাস্য কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা চিন্তার বিষয়।

কৃষ্ণদাস্য-অবস্থা ও বহির্ম্মুখ অবস্থা-বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক অসীম রাজ্যের একদিকে চিদ্-রাজ্য, অপর দিকে অচিদ্রাজ্য। চিদ্রাজ্যে অচিদের অধিষ্ঠান নাই। আবার অচিদে কখনও চিদের অবস্থিতি লক্ষিত হয় না। আলোতে অন্ধকার নাই। আলোর অভাবই অন্ধকার। এই আলোক ও অন্ধকারের বিষয় যদি আমরা একটু কাল করিয়া চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই—আলোর আবরণই অন্ধকার, তদ্ব্যতীত অন্ধকার বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই; আলো নিত্যকাল থাকিলে তাহার আবরণও নিত্যকাল হইতে পারে। ঠিক সেইপ্রকার চিৎ ও অচিদ্রাজ্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণসেবা যেস্থানে আবৃত, তাহাই অচিদ্রাজ্য বা অজ্ঞান-অন্ধকারাবৃত প্রদেশ। ঐ অন্ধকারে যে পর্য্যন্ত আমাদের অবস্থিতি, সে পর্য্যন্ত আমরা আত্মস্বরূপের কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যরূপ চিদালোক বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি না। ভোগবাসনাই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া বসে। ভোগ এবং ত্যাগ একই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। সুখের আশায়ই জীববৃন্দ ভোগে প্রমত্ত হয়, আবার ভোগে সুখ পাওয়া যায় না বলিয়া—ভোগ-রাজ্যে যাহা সুখ বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা সর্ব্বদাই দুঃখের অগ্রদূতরূপে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ স্থূলভোগ পরিত্যাগ করিয়া অস্বাচ্ছাদিত অবস্থায় কান্তারে কান্তারে ভ্রমণ দ্বারা আত্মদমনের জন্য যত্নশীল। বস্তুতঃ-পক্ষে তাহাতেও সূক্ষ্ম ভোগবাসনাই অন্তঃকরণে বিরাজিত। এই ভোগ বা ত্যাগ উভয়ই বহির্ম্মুখ অবস্থার জ্ঞাপক। এই অবস্থা কতদিন হইতে হইয়াছে এবং জীবের পক্ষে তাহা কতদিন থাকিবে, কাল তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। তাই বহির্ম্মুখ অবস্থাকে 'অনাদি' বলা হইয়াছে। যাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অবিদ্যার আবরণ অপসারিত হইয়াছে, তিনি নিত্য আনন্দময় 'চিদ্রাজ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবার অধিকার প্রাপ্ত হন। নিত্যরাজ্যে খণ্ডকালের অবস্থিতি নাই। তথায় ভূত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন কাল নাই। বর্ত্তমানকালই সর্ব্বসময়ে বিরাজিত। সেস্থানে গমনের সৌভাগ্য হইলে আর ভোগবুদ্ধি অন্তঃকরণে স্থান পায় না। সেবোন্মুখতা ক্রমে সেবার আশ্রয়ে নিত্যকাল অবস্থানই নিত্য আত্মার নিত্যা বৃত্তি।

ইহজগতে যে-প্রকার অপরের দাসত্ব করিতে গেলে দুঃখ-কষ্টাদির উদ্ভব সময় সময় দেখা যায়, সে-প্রকার দুঃখ-কষ্টাদির স্থান পরজগতে নাই। ইহজগতের নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতা হইতে কোন কোন অল্পজ্ঞানী বলিয়া থাকেন,—দাসত্বে আবার সুখ কোথায়? পরজগতে যাইয়াও যদি দাসত্বই করিতে হইল, তাহা হইলে পরমার্থ-চিন্তার প্রয়োজনীয়তা কি? অবশ্য চিদালোক অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের উদয় স্বাভাবিক। বস্তুতঃপক্ষে অবিদ্যা নিদূরিত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ভগবৎসেবার রাজ্যে যে আনন্দ বিরাজিত, মায়িক জগতে অবস্থান-কালে তাহা কল্পনাতেও আনা সম্ভবপর নহে। সেবক আনন্দ চাহেন না। সেবক চাহেন—সেব্যের প্রীতি। যেস্থানে সেব্যের প্রীতি-বিধানের চেষ্টা নাই, তথায় যত আনন্দের সংবাদই থাকুক না কেন, প্রকৃত সেবক তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। কিন্তু সেবক আনন্দ না চাহিলে কি হইবে? আনন্দময় রাজ্যে যে আনন্দ ব্যতীত নিরানন্দ বিন্দুমাত্রও নাই। তাই আনন্দ স্বতঃই জগৎসেবকের হৃদয়ে বিরাজিত। যেস্থানে অন্তঃকরণে আনন্দের অভাব এবং শোক-মোহাদির দ্বারা আচ্ছন্ন অবস্থা, তথায় প্রকৃত সেবা নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের সেবাপ্রাণতার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার আলয়ে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সে সময়ে একদিন গভীর রাত্রিতে তাঁহার একটী পুত্রের বিয়োগ হয়। তাঁহাতে তিনি নিজে বিন্দুমাত্র শোক ত' করেনই নাই, পক্ষান্তরে পরিবারের অন্যান্যকে বলিয়াছেন—"তোমরা যদি ক্রন্দন কর এবং সেই ক্রন্দনে যদি আমার প্রভুর কীর্ত্তন ভঙ্গ হয়, তাঁহার আনন্দের যদি বিন্দুমাত্রও হ্রাস লক্ষ্য করি, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিব।" এরূপ অবস্থায় নঃ পড়িয়া অনেকে অল্প সময়ে মুখে হয়ত' শোকে আচ্ছন্ন না হইবার স্পৃহা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যকালে ধৈর্য্য ধারণ করা একমাত্র সেবাপ্রাণ-চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব। সেবক যখন সেব্যের সেবায় নিযুক্ত, তখন আনন্দাতিশয্য যদি সেবার অন্তরায় হয়, তাহা হইলে সেবক ঐ আনন্দকে আদর না করিয়া ধিক্কারই দিয়া থাকেন। দারুকের চরিত্রে আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

দারুক যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্যজন-সেবা করিতেছিলেন, তখন একদিন আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং তাঁহার হস্ত হইতে পাখাটী ভূমিতে পড়িয়া যায়। অনুতাপ করিয়া তদর্শনে নিজের ঐ আনন্দকে তিনি ধিক্কার করিয়াছিলেন। সেবকের বিচার

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁ'র সুখ মোর তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ
তাঁর সুখ মোর সুখবর্য্য॥"

উপরে আমরা নিত্য-কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত শুদ্ধ সেবকের সেবানিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি বলিয়া দুইটী শক্তি আছে। এই দুইটী শক্তির মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে শক্তি আছে, তাহার নাম তটস্থা শক্তি। জীব এই তটস্থা শক্তির পরিণতি। তটে অবস্থিত ব্যক্তি জলাশয়ে ঝম্প প্রদান করিতে পারেন, আবার স্থল-প্রদেশেও বিচরণ করিতে পারেন। তটস্থশক্তি-পরিণত জীবের অবস্থাও ঐ প্রকার। চিদ্রাজ্য অনাদি, আর অচিদ্-রাজ্য চিদ্রাজ্যের হেয় প্রতিফলন। আদি ও অনাদি বিচার কাল-বিচার-ক্রমে। কালের সৃষ্টির পূর্ব্বেই যাঁহাদের অবস্থান, তাঁহারা যে অনাদি হইবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই কালের বিক্রম; অন্যত্র তাহার স্থান নাই। ঐ ব্রহ্মাণ্ডাতীত জীবের তটস্থাবস্থায় মায়িক কাল নাই; এই কালাতীত তটস্থ স্থানেই জীবের ভোগবাঞ্ছা-রূপ বহির্ম্মুখতার উদয় হয় বলিয়াও বহির্ম্মুখতার 'অনাদি' বিশেষণ হইতে পারে।

জীব যখন তট-অবস্থা হইতে চিদ্রাজ্যে গমন করেন, তখন তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্যে অবস্থান করেন, আর যখন অচিৎ মায়িক-রাজ্যে আসিয়া পড়েন, তখন অনাদিকাল বহির্ম্মুখতার স্রোতে ভাসমান থাকেন। এই অনাদি-বহির্ম্মুখতার অবসানও হইতে পারে, যাঁহাকে ভুলিয়া এই অবস্থা লাভ হইয়াছে—সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণে। সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম কি বস্তু, তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করা যায় প্রভৃতি বিষয় আমরা ঐকান্তিক সাধু-গণের নিকট অবগত হইতে পারি। ইহ-জগতের দাসত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা হইয়া থাকে। আমাদিগকে অনাদি বহির্ম্মুখতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যসেবা-প্রদানের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই জগতে আগমন।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ভগবৎসন্দর্ভের ১৬ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, একমাত্র পরমতত্ত্ব—স্বাভাবিক, মানবজ্ঞানাতীত শক্তির বলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চারি প্রকারে সুবস্থিত। সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ রূপ, মণ্ডলবহির্গত কিরণ ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি এই চারি রূপ। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। শক্তিও ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির প্রভাবে পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ-গোলোক প্রভৃতি স্বরূপবৈভব, তটস্থা শক্তির প্রভাবে কিরণ স্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধ জীবনিচয় এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধানরূপ এই চারি প্রকার। অতএব তদাত্মক বলিয়া জীবের তটস্থশক্তিত্ব এবং প্রধানের মায়ায় অন্তর্ভুক্তত্ব জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুপুরাণে তিনটী শক্তির গণনা দেখা যায়। যাহার অবিদ্যা কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সংজ্ঞাই মায়া। যদিও এই শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবের আবরণ করিবার ক্ষমতা এই শক্তিতেই গুপ্ত আছে। মায়াকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া জীব লঘু ও গুরু-তারতম্যে স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। গুণরহিত প্রধানের চিদ্রূপত্ব ও বিকার রাহিত্য ধর্ম্ম জড়ত্ব ও বিকার-বিশিষ্ট হয়, তাহা অচিন্ত্যমায়াদ্বারাই ঘটে, জানিতে হইবে একাত্মক অন্তরঙ্গ, তটস্থ ও বহিরঙ্গ শক্তিত্রয় সাম্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সদৃশ নহে, তত্তৎস্থানীয়ত্ব উদ্দেশে কথিত; তদ্রূপত্বে নহে। সুতরাং তটস্থত্বে ও বহিরঙ্গত্বে যে দোষসমূহ অবস্থিত, তাহা অন্তরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই। আবার বহিরঙ্গত্বের দোষ তটস্থত্বে, তটস্থের দোষ বহিরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

—:•:—

শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা

১৯শে নভেম্বর অপরাহ্ণ

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোহথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

অনেকে বলেন—'হরিভজন করতে করতে পতিত হ'লে একূল ওকূল দুকূলই গেল। হরিভজনে অনুরাগ বৃদ্ধি না হ'লে স্বধর্ম্মে থাকলে ভাল ছিল।' একথাগুলো বিবেচক যাঁ'রা, তাঁ'রা কখনও বলবেন না। ভজন না ক'রে ধর্ম্মে থাকলে সংসারতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের যাতনা থেকে নিস্তার হ'ল কোথায়? শ্রীনারদ বলছেন—ভগবৎ-সেবনে প্রবৃত্ত হ'লে নিজধর্ম্ম ত্যাগ করবার জন্য কোন অনর্থ তা'কে কখনো গ্রাস করতে পারে না। যদি সে একটু পথভ্রষ্ট হয় বা ম'রে যায়, তা'হলেও তা'র অনিষ্টাশঙ্কা নাই। কারণ ভক্তিরসিকের কর্ম্মে অধিকার থাকে না। যদিই বা কর্ম্মদোষে নীচযোনি প্রভৃতিতে থাকা ঘটে, তথাপি ভক্তিবাসনা থাকার জন্য তার কর্ম্মিগণের মত কোন প্রকার অমঙ্গল হ'তে পারে না। যাঁ'রা

ভজন করুন না, কেবল ধর্ম্ম আচরণ নিয়ে থাকুন, তাঁহারাই বা কি পেল? শ্রীকর-ভাজন মহাশয়ও বলেছেন—

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥"

যাঁ'রা ভজন-পরিপাক লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের ত' পতন হয়ই না। তা'তে অমঙ্গলের আশঙ্কা হ'বে কোথা থেকে? যাঁ'রা অন্য-ভাব অর্থাৎ দেহাদিতে মমতা বা অন্যদেবতা প্রভৃতিতে নিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমেশ্বর হরির পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছেন তাঁদের বিকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না। যদি অসাবধানতায় কদাপি বিকর্ম্ম এসে প'ড়ে তা'ও শ্রীহরি ঝেড়ে ফেলে দেন। যম ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা হ'লেও তিনি প্রভুর কাজে বাধা দিতে পারেন না। কারণ ভক্ত পুত্র প্রভৃতির মত তাঁর প্রিয়। তাঁর হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদা বাস কর্‌ছেন। অতএব প্রমাদ-বশতঃ অকর্ত্তব্য আচরণেও ভক্তের কখনো অন্য প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা নাই।

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥"

বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ কর্‌তে নিষেধ। যদি হরিভজনই বিচার্য্য হয় তবে অকিঞ্চন হওয়াই প্রয়োজনীয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান ত্যাগ ক'রে নিষ্কিঞ্চন না হ'তে পার্‌লে হরিভজন হ'লো কি ক'রে?

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"

গৃহব্রত হ'লে অমঙ্গল। গৃহস্থ হ'য়ে কৃষ্ণের সংসার কর্‌লে মঙ্গল।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-
র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয়্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি
স্থিতে ॥"

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥"

সৎকর্ম্মও ত্যাগ ক'রে ভগবানের কথায় নিবিষ্ট হওয়া দরকার।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

কর্ম্মকাণ্ডে আগ্রহ, ভোগ বা ত্যাগ প্রবৃত্তি যতকাল থাকে ততকাল কর্ম্ম করা দরকার। ব্রহ্মজ্ঞানাদি লাভ কর্‌তে হ'লে ষট্‌সম্পত্তির দ্বারা শম-দম-তিতিক্ষা প্রভৃতি অভ্যাস ক'রে যোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় কর্‌তে হ'বে। ভগবানে ভক্তিযোগ উপস্থিত হ'লে এ সমস্ত ত্যাগ কর্‌বার যোগ্যতা আপনিই হ'য়ে উঠে।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥"

মধুপুষ্পিত বেদবাক্যে মোহিত হ'য়ে মায়াদেবীর মোহিনীশক্তিতে তাঁদের বুদ্ধি জড়ভাব ধারণ করায় তাঁ'রা ভগবৎসেবার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পারেন না, সেজন্য যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিককর্ম্মের বিধান ক'রে গে'ছেন। ভক্তিতে প্রবেশ কর্‌লে এগুলি নিরর্থক জ্ঞান হ'য়ে উঠবে।

গীতা ব'লেছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

প্রকৃতির গুণেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, কেবল 'আমি কর্ত্তা' ব'লে অভিমান কর্‌তে গিয়ে নিজের অমঙ্গলটা টেনে আনা হয়। সংসারের ব্যাপারে নির্ব্বেদ এলে (ভগবানের) কথা শুন্‌তে শ্রদ্ধা আসে। এখন বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হ'লে সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতে যোগ্যতা হয়। আমাদের জড়কথায় সর্ব্বদা দৃঢ়শ্রদ্ধা আছে। সর্ব্বদা ভোগের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকায় তাতে ইঁদুরের মত জাঁতা-কলে পিষ্ট হ'চ্ছি। ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম আবাহন ক'রে বিপদে প'ড়ে যা'চ্ছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপে সর্ব্বদা দগ্ধ হ'চ্ছি। স্বজনাপত্য দস্যুদের প্রতি মমতা ক'রে সমূহ অসুবিধায় প'ড়ে যা'চ্ছি। জগতের শুভ বা অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়াটাই অজ্ঞান। সচ্চিদানন্দ বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মালেই মঙ্গল আগমন কর্‌বে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যে-সকল বস্তুর সহিত বর্ত্তমানে সংশ্লিষ্ট হ'চ্ছি, তা'তেই শ্রদ্ধা হ'য়ে যাচ্ছে। এই আধ্যক্ষিকজ্ঞানের দ্বারা জড়জগতের সঙ্গে আসক্ত হ'য়ে গেলে আমাদের সমস্ত অসুবিধা হ'য়ে যায়। নিত্যানিত্য বিবেকের অভাব হ'লে আমরা দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়ে যাই। অনেক শাস্ত্রে অভক্তির কথাও আছে, তাতে নিবিষ্ট হ'লেও সুবিধা হ'তে পার্‌বে না।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥"

কর্ম্ম কর্‌লে তার ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই নশ্বর হওয়ায় আমাদের অমঙ্গল জন্মে।

সাধারণ জ্ঞানীর সহিত হরিসেবকগণের পার্থক্য আছে। জ্ঞানীরা নিজের বিচার-দৌর্ব্বল্য স্ফীতি বশতঃ ভগবদ্ভক্তকে ক্ষুদ্র দর্শন করে। ভজনের কথায় ভজনীয় বস্তুর প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধা না জন্মিলে আমরা অসুবিধায় পড়ি। নারদ-জননী ভগবদ্ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন-কালে তাঁহাদের মুখবিগলিত হরিকথামৃত পান কর্‌বার সৌভাগ্য পে'য়েছিলেন। নারদও শৈশবে পরিচর্য্যার সুযোগে অজ্ঞান-সত্ত্বেও শ্রীহরিতে শ্রদ্ধান্বিত হ'তে পেরে-ছিলেন। তাতেই তিনি সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেন। ভগবদ্দর্শন হ'ল। তাঁ'কে দেখা দিয়ে বহুগুণে অনুসন্ধানের আশা বাড়িয়ে দিলেন। ভগবদ্ভক্ত অজিত হ'লেও তাঁ'তে ভক্তি অবলম্বন কর্‌লে—যদি আমরা সাধুমুখে তাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে কীর্ত্তন কর্‌তে পারি এবং কায়মনোবাক্যে সেবা-গ্রহণ করি তবে তিনি সদয় হ'বেন।

কর্ম্মিগণের প্রার্থনীয় পদার্থ—ভোগ; মুমুক্ষুর কাম্য—বন্ধন হ'তে মোচন। ভক্তের নিকট সেগুলি কৃতাঞ্জলিপুটে সেবা কর্‌বার জন্য অবস্থান করে।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥"

হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের দৃঢ়া ভক্তির উদয় হয়, তবে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদয় লাভ কর্‌বেন। তখন জ্ঞানীদের প্রার্থনীয় মুক্তি দাসীর মত হাতজোড় ক'রে আমাদের সেবা কর্‌তে থাক্‌বে। আর ত্রিবর্গ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তোমার চরণসেবার জন্য কেবল আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা কর্‌তে থাক্‌বে। সেবা দ্বারা তদীয় প্রীতিসংগ্রহের চেষ্টা থাক্‌লে হরিসেবা লাভ হয়। ভজনদ্বারাই মায়িক জগতের ভোগ বা ত্যাগের পিপাসা আমা-দিগকে ত্যাগ কর্‌বে এবং ক্রমে প্রেমলাভের যোগ্যতা দান কর্‌বে। বিরজা ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোন ভজনীয় পদার্থ নাই। তদুপরি কৃষ্ণের কল্পবৃক্ষ। ভজনপ্রভাবে তদুদ্দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চ
চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-
সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥"

আমাদের এই শ্লোকগুলির বিষয় প্রতি-মুহূর্ত্তে আলোচ্য হউক। আমাদের এই দেহে ত' ভজন করা চল্‌বে না। তাঁ'তে শ্রদ্ধা অচলা হ'লে যে নূতন দেহ পাব, তা' দ্বারা তিনি কৃপা ক'রে আমাদের সেবাগ্রহণ কর্‌বেন। আমরা সর্ব্বদা ভেবে থাকি— "আমি যদিও ভক্তিপথে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু গুণদোষে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হয়ে গেল।" সম্পূর্ণ শরণাগতি যতদিন না হয় ততদিন বুদ্ধি ভ্রান্ত হ'বার কথা; কিন্তু শরণাগত ঐকান্তিকগণ দেখ্‌তে পান যে, সেবাটাই সহজ নির্ম্মল আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়জ বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান কর্‌লে পৌত্তলিকতা হ'য়ে যায়। পঞ্চোপাসক বা নিরাকারবাদীকে বেদে, ভাগবতে অত্যন্ত গর্হণ করেছেন। অধোক্ষজে ভক্তি হ'লেই সুবিধা। কৃষ্ণ বিশ্বের অন্তর্গত পদার্থবিশেষ নহেন। বিষ্ণুর নিন্দক শ্রীবিগ্রহকে কাঠ-পাথর প্রভৃতি মনে করে। Henotheist পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের কথা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। ভগবান্ দয়া কর্‌লে স্বয়ং জীবের দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হ'বেন, কিন্তু আমরা এই চর্ম্মময় নেত্রে দেখ্‌তে গেলে মায়াবাদী হ'য়ে যাব—নরকগামী হব। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পরমহংস-আশ্রমে অবস্থান কর্‌তে পার্‌লে সম্পূর্ণ সুবিধা হ'য়ে যাবে।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:•:—

অদ্য হইতে ২ দিনের

১৮ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নভেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৮।৩৪ মূল প্রহর রা ১০।১৫ ধৃতিযোগ দি ৭।১৬ পরে শূলযোগ রা শেষ ৫।২৯ তৌলবকরণ।

১৯ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নভেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরতৃতীয়া বিষ্ণু দি ৭।৫০ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভু দি ৯।৫৫ গণ্ডযোগ রা ৩২২ গরকরণ দি ৭।৫০ গতে বণিজ-করণ রা ৭ ১৪ গতে বিষ্টিকরণ।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ ॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C.1844

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার [২২৪তম সংখ্যা

শান্তিপুর সংবাদ

—::•::—

রাসমেলা

শান্তিপুর ২৫।১১।৩৫

শান্তিপুরের মহামেলা রাসযাত্রা যথানিয়মে সু-সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শান্তিপুর বাসিগণ রাসযাত্রার আনন্দ উপভোগ করিলেন যে যে বাড়ী হইতে সঙ বাহির হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক বাড়ী হইতেই সঙ বাহির হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়দের শোভা-যাত্রায় নূতনত্ব ছিল। বালক-বালিকার নৃত্য খুব সুন্দর হইয়াছিল! এবার যাত্রীসংখ্যা খুববেশী হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য হেল্‌থ অফিসার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন রায় ডি, পি, এইচ মহোদয়ের সুবন্দোবস্তে এখানে কোনরূপ পীড়া দেখা দেয় নাই। যাত্রীদের পতি বিধিরও বেশ ব্যবস্থা ছিল।

রাস্তায় ধূলা

রাস্তায় এত ধূলা হইয়াছে যে, রাস্তায় যাতায়াত মানুষের কষ্টকর হইয়াছে। তার উপর গাড়ী ঘোড়া মোটর যাতায়াতে রাস্তা ধূলায় অন্ধকার হয়।

শুঁয়ার উপদ্রব

শুঁয়াপোকার ভীষণ উপদ্রব হইয়াছে। গাছপালা সব পত্রশূন্য। খালি পায়ে রাস্তায় চলা ভার।

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

দক্ষিণ রণক্ষেত্রে হাবসীবাহিনী ইটালীয়-গণকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে, ওগাদেনে ইটালীয় অধিকৃত বৃহৎ ভূখণ্ড তাহারা দখল করিয়াছে। ২৫ হাজার হাবসীযোদ্ধা উয়ালউয়ালের দিকে অভিযান করিয়াছে। ইটালীয় সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানি তাঁহার সৈন্যদিগকে হটিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন; হাবসীগণের পুনরাধিকৃত স্থান-সমূহের মধ্যে গোরাহাই, আ্যালালে, গেরো-ভেয়ার অন্যতম।

উত্তরেও কৌশলী রাস সেয়ুম ও দেদজাস-নাচ আয়লু ইটালীয় বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিতেছেন এবং রাস কাসসা ১২৫০০০ সৈন্য লইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। ইটালীয়দের অভিযান এখন ঐ অঞ্চলে স্থগিত আছে। উত্তরে ১০০ মাইল দীর্ঘ লাইনের মধ্যে মাকালের নিকট মাত্র ২০ মাইল জায়গায় ইটালীয়রা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছে মাকালের উত্তরে ৩০টী ইটালীয় সৈন্যদল হাবসীগণের অতর্কিতে আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। সেনানায়ক সহ শতাধিক ইটালীয় সৈন্য নিহত হইয়াছে হাবসীগণ এইবার পাল্টা আক্রমণের জন্য বিপুল তোড়জোড় করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতায় মোটর ডাকাতি

গত রবিবার সন্ধ্যার পর চারজন লোক বড়বাজারের এক মাড়োয়ারী দোকানদারকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রায় বারশত টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, উক্ত ডাকাতেরা মাড়োয়ারীর উপর পূর্ব্ব হইতেই নজর রাখিতেছিল। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ঐ দিন সন্ধ্যার পর মাড়োয়ারী তাহার দোকান হইতে ঐ দিনকার বিক্রয় লব্ধ টাকা লইয়া নিকটবর্ত্তী গদীতে যাইবে। সন্ধ্যার পর মাড়োয়ারী ও তাহার অংশীদার টাকা লইয়া দোকান হইতে তাহাদের গদীতে যাইতেছিল। এমন সময় একখানা মোটরগাড়ী তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া পোর্তুগীজ ষ্ট্রীটে থামে এবং গাড়ী হইতে একজন লোক নামিয়া মাড়োয়ারীকে লাঠি দিয়া আঘাত করে। এক আখ ফিরিওয়ালা রাস্তার এক মাথায় বসিয়াছিল; সেও তৎক্ষণাৎ আসিয়া মাড়োয়ারীর অংশীদারকে ধরিয়া ফেলে। ঐ ফিরিওয়ালার আচরণে বুঝা যাইতেছে সেও ডাকাতদের দলের লোক। সামান্য পরেই গাড়ী হইতে আর একজন লোক নামিয়া আসিয়া মাড়োয়ারীর অংশীদারকে ধরিয়া ফেলে তখন আখ ফিরিওয়ালা তাহাকে ছাড়িয়া মাঝপিটে যোগ দেয়। অতঃপর ডাকাতেরা মাড়োয়ারীর হাত হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া মোটর গাড়ীতে প্রস্থান করে। প্রকাশ, মোটর গাড়ীখানায় ভূয়া নম্বর ছিল।

পুলিশ আখ ফিরিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

হরিষে বিষাদ

বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে নভেম্বর এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে পাঁচব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একদল বরযাত্রী যখন মোটরে মালাড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন তাহাদের মোটর এক গাছের সহিত ধাক্কা খায় উহার ফলে মোটরের পাঁচজন আরোহীর মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অপর তিনব্যক্তি মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গুরুতর জখম হয়। অবশিষ্ট তিন ব্যক্তি আহত অবস্থায় হাস-পাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় তাহাদের মৃত্যু ঘটে। বরের পিতা ঐ মোটরের পিছনে অপর এক মোটরে আসিতেছিল। তিনি ঐ দুর্ঘটনা দর্শনে মানসিক আঘাত পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ১৬ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ১১৫৫, মৃত্যু ৬২৭, পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৮৮৭, মৃত্যু ৪০৩; গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ২০৭৮, মৃত্যু ১০৩৯। বসন্তে মোট আক্রমণ ৩২৮, মৃত্যু ৬৫, গত সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১৫৪, মৃত্যু ৩৮, গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৮১, মৃত্যু ২৬। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মোট আক্রমণ ৭৬, মৃত্যু ১০; গত সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৮৩, মৃত্যু ৮; গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল ৯০, মৃত্যু ১৪। মেনিঞ্জাইটীসে আক্রমণ ১৮, মৃত্যু ১৩, গত সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১৮, মৃত্যু ১০; গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ১৪, মৃত্যু ১২।

বিভিন্ন জিলায়

কলেরা:—বর্দ্ধমান ১, বীরভূম ১, বাঁকুড়া ৪, মেদিনীপুর ১, হুগলী ২, হাওড়া ৬, ২৪ পরগণা ২৯, কলিকাতা ৮ নদীয়া ২৯ মুর্শিদাবাদ ৩৪, যশোহর ৫১, খুলনা ১০৬, রাজসাহী ১২, জলপাইগুড়ি ১১, রংপুর ২৯, পাবনা ৩৪, মালদহ ৫৭, কুচবিহার ৪, ঢাকা ১৩, ময়মনসিংহ ৮৯, ফরিদপুর ৬, বাখরগঞ্জ ২, ত্রিপুরা ২৯, এবং নোয়াখালী ১৯।

বসন্ত:—বর্দ্ধমান ২, বীরভূম, মেদিনীপুর ১০, হুগলী ৬, হাওড়া ৩, কলিকাতা ২, মালদহ ১০ কুচবিহার ১, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ২, ফরিদপুর ৩, ত্রিপুরা ১, এবং নোয়াখালী ৪।

ইনফ্লুয়েঞ্জা:—কলিকাতা ১০।

মেনিঞ্জাইটীস:—কলিকাতা ১৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ | ১৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৩ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ২২৪তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

-::•::-

যশোহরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কয়েক দিবস কলিকাতায় প্রচার করিয়া যশোহর জেলায় গিয়াছেন। স্বামীজী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ব্যতীত ছায়াচিত্রযোগেও ভগবল্লীলাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যশোহরে প্রচারের পর তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় প্রচার করিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—১ম খণ্ড

এই খণ্ডে মথুরা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত পরিক্রমা-বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন তাঁহারাই শ্রীধামের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা-স্নেহ-সম্বর্দ্ধিত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের অপ্রাকৃত সাহিত্যসেবার চমৎকারিতা আজ ভক্তজন-সমাজে কাহারও নিকট অবিদিত নাই। এই সুলেখক শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অনুসরণক্রমে স্বয়ং বিভিন্নস্থান পরিক্রমা করিয়া প্রত্যেক স্থানের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে জনসাধারণ যে অনেক নূতন বিষয় অবগত হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রজমণ্ডলে অবস্থানকারী জনগণের মধ্যে অনেকের নিকট যে-সকল তথ্য অবিদিত, তাহাও বিদ্যাবিনোদ প্রভুর রচিত গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। আট দিনের পরিক্রমা-বিবরণ আলোচ্য-খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতেই গ্রন্থকলেবর ৩৫৫ পৃষ্ঠা হইয়াছে।

গ্রন্থখানাতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সম্বন্ধীয় কয়েকখানা দুষ্প্রাপ্য চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থের প্রারম্ভে যে উপোদ্ঘাত লিখিয়া দিয়াছেন তাহা এক অমূল্যবস্তু। পরিক্রমা কি, পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা কি, প্রভৃতি এই উপোদ্ঘাতে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে গৃহে বসিয়াই মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত বিবরণসমূহ জানা যাইবে। পাঠের পর যাঁহারা পরিক্রমণ করিবেন, তাঁহাদের আরও সহজেই সকল বিষয় দেখিবার ও জানিবার সুযোগ হইবে। পঠিত বিষয় দর্শনের সুযোগ হইলে সকলেরই বিশেষ আনন্দ হয়। "শ্রীশ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমা"র অন্যান্য খণ্ডগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ব্রহ্মে প্রচার

গত ৫।১১।৩৫ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ ব্রহ্মদেশের 'কাথা' নামক জিলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ উপস্থিত হন। কাথার স্বনামধন্য রেলওয়ে জেনারেল কন্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় স্বয়ং কাথা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া যান। স্বামীজী শ্রীরাস-পূর্ণিমা দিবস উক্ত দত্ত মহাশয়ের বাসায় গীতার প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আরম্ভে কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর দিবস স্বামীজী স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গৃহেও শ্রীভগবদ্গীতা পাঠ করেন। আরও কয়েকদিন এখানে অন্যান্য সজ্জনগণের গৃহে পাঠ ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কাথা সহরের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় অতীব সজ্জন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ভক্তিমতী। তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

পাটনায় প্রচার

(১)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৯।১১।৩৫ তারিখে সায়াহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পাটনা কদমকুয়া-নিবাসী মণিকার শ্রীযুক্ত এম্ এন্ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৫শ পরিচ্ছেদ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিলেও তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য আছে। তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুগপৎ চতুর্দ্দিকস্থানে নিত্য অবস্থান করেন। যথা—নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, শ্রীবাসের কীর্ত্তনে, শচীমাতার রন্ধনে এবং রাঘবের ভবনে। রাঘব-পণ্ডিতের সেবার পারিপাট্যের কথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবোপকরণ যেখানে পাওয়া যায়, সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ, তাহাতে বিত্তশাঠ্য না করা এবং সর্ব্বপ্রকার সেবাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক সেবা-চেষ্টার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে বাঙ্গলা ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত-গণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

২। বাসুদেব দত্ত,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥"

অধিকার-নিষ্ঠা

স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ স্বীয় ব্রত উপাদেয়,
পরধর্ম্ম নহে গ্রহণীয়।
পরব্রতে, পরধর্ম্মে মজি' যেই স্বীয় ধর্ম্মে,
স্বীয় ব্রতে ভাবে বর্জ্জনীয় ॥
স্বাধিকার-নিষ্ঠা-ধন, ত্যজি' যে অভাগা জন,
অধিকারাতীত কিছু চায়।
একূল ওকূল তার, হয় ধ্রুব ছারখার,
সব কিছু অধঃপাতে যায় ॥
বামনের চন্দ্রলাভ (?) কামুকের প্রেমভাব (?)
বাতুলের সুসিদ্ধান্ত-বাণী।
গণ্ডমূর্খ বেদপাঠী, পাথরে সোনার বাটি,
ভিখারিণী হ'বে রাজরাণী ॥
খদ্যোত মার্ত্তণ্ডজয়ী, (?) বায়সী সুস্বরময়ী, (?)
অনধিকারীর চেষ্টা সব।
অধিকারাতীত আশা সকলি মোহের নেশা,
বাড়ে তাতে সংসার-বৈভব ॥
সাত্বত-পুরাণ-মতে, স্বাধিকারে সুনিষ্ঠাতে,
লভে জীব পরম সন্তোষ।
স্বাধিকার নিষ্ঠা যাহা, গুণ-পদ-বাচ্য তাহা,
অধিকার-নিষ্ঠা-ত্যাগ দোষ ॥
স্বাধিকারানন্দে সেবা, অকৈতবে করে যেবা,
হ'য়ে নিষ্কাম অনুগত।
শ্রীচৈতন্য-ভক্ত-পদে, মানদ-নিরভিমানী,
হ'য়ে পূজে সেজন সতত ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

বাসুদেব মহাপ্রভুর চিত্ত বিগলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা সন্দর্শনে এবং তাঁহার নিজ মুখে গীতার "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত দেখিয়া উদয় সেবক কাঁচড়াপাড়ার জমিদার শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রতি বাসুদেবের কৃষ্ণসংসারের "সরখেল" সরকার হইবার আদেশ দিলেন।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ কেশব, তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

মনুষ্যে ঈশ্বরত্বারোপ

শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকটীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে আমরা জানিতে পারি, ঐ শ্লোকে প্রমাণ-শিরোমণি "মনুষ্যে ঈশ্বরত্বারোপ"-বাদ (Psilanthropy) নিরাস করিয়াছেন। যে গ্রন্থকার ঐ বাদ নিরাস করিয়াছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া "ঈশ্বরে মনুষ্যারোপ" যে দোষাবহ তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, মায়াবাদী, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি অক্ষজজ্ঞানের তুলিকায় মনোধর্ম্মের ধারণায় যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে অধোক্ষজ তত্ত্বের পরিবর্ত্তে নিরাকার-নির্ব্বিশেষ- নিরঞ্জন- নিঃশক্তিক- ভাবনাযুক্ত পৌত্তলিকতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ পৌত্তলিক চিন্তাস্রোতে লীলা পুরুষোত্তমের—আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহের কোন সন্ধান না পাইয়া ঐ সকল ব্যক্তি পরাৎপর-বস্তুর অনুকম্পা উপলব্ধির পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক অসুবিধায় পতিত হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপা করুন। তাহা হইলে ঐসকল মত-বাদী প্রকৃততত্ত্বে উপনীত হইয়া ভ্রম-সংশোধনে তৎপর হইতে পারিবেন।

চিৎসবিশেষবাদ-অস্বীকারকারী নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের বিচার বহু প্রবন্ধে নিরস্ত করা হইয়াছে। আমরা তাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা অনাবশ্যক পত্র-গ্রন্থিতার পক্ষপাতী নহি। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে অসৎ মতগুলির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে বিচার দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে শুভবিজয় করেন, তখনও পূর্ব্বোক্ত মতবাদসমূহ ঐ দেশবাসিগণকে গ্রাস করিয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স
বৈষ্ণবান্॥

উক্ত শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীগৌরসুন্দর বৌদ্ধ জৈন মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত গজেন্দ্রতুল্য দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা উদ্ধার করিয়া 'বৈষ্ণব' করিয়াছিলেন।

'বৈষ্ণব' বলিতে সাধারণ জনগণ শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির ন্যায় একটি সম্প্রদায় মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমযুক্ত। যাঁহারা বিষ্ণুসেবক তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু খণ্ড ধারণায় আবদ্ধ নহেন। পঞ্চোপাসকীয় ধারণায় বিষ্ণুর অভিজ্ঞান নাই। "ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ"। শিব, শক্তি, গণেশ, প্রভৃতি সকল দেবতাই বিষ্ণুর সেবক। বস্তুতঃপক্ষে—"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস"। বিষ্ণুকে না মানিলে বিষ্ণুর কিছু ক্ষতি হয় না। নিজের কল্যাণের পথে কুঠারাঘাত করা হয় মাত্র। বৈষ্ণব হওয়াই মনুষ্যজীবনের সাধনের চরম ফল। পঞ্চোপাসকগণ কল্পনামূলে যে সাকার-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'মনুষ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ' অপেক্ষাও হীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কাল্পনিক বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বা ভগবান্ বলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্হনী (Psilanthropy)। অণুচৈতন্য অণু চিৎ জীবকে বিভুচিৎ ব্রহ্ম বলা কি Psilanthropy নহে? বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইলে এই প্রকার Psilanthropyর কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গোলে হরিবোল দিয়া "ঐ চোর" বলিবার যে বাহাদুরী, তাহা সজ্জন-সমাজে প্রশংসনীয় নহে।

সংসারে কোন শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারাও অক্ষজজ্ঞানী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। অধোক্ষজ বস্তু হৃদয়ে আলোকিত করিলে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে না। সেই অধোক্ষজ-কৃপালোক হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহাতে অবিশুদ্ধ কথা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইহজগতে আমরা দেখিতে পাই, সুচতুর পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির ছদ্মবেশ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত সুচতুর। তাঁহার চাতুর্য্যের নিকট ভগবানের চাতুর্য্যও অনায়াসে ধরা পড়িয়া যায়। তাই মহাপ্রভু নিজেকে ভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াও তাঁহার একান্ত সেবকগণের নিকট আত্মস্বরূপ গোপন করিতে পারেন নাই। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা, নীলাচলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ষড়্ভুজবিগ্রহ প্রদর্শন, রায় রামানন্দের নিকট রসরাজ মহাভাব বিগ্রহ-প্রকাশ প্রভৃতিতে আমরা তাঁহার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাই। নাস্তিকগণ এই সকল লীলা অস্বীকার করিলেও সত্যবস্তু কখনও মিথ্যা হইয়া যাইবে না। যাঁহারা মহাপ্রভুর অবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহেন তাঁহারা "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট-দোহং", "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক অধোক্ষজতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর পাদপদ্মে অনুশীলনের সুযোগ পাইলে জানিতে পারিবেন—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ
ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং
পরমিহ॥"

নিম্নলিখিত শ্লোকমালা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অবতারিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও—

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

মহাভারতে—

সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ।
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী॥

ভগবদ্গীতায়—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

পদ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং
মহীতলে
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

গরুড় পুরাণে—

কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাম্।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥
অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ।

বায়ুপুরাণে—

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥

নারদীয় পুরাণে—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥

স্কন্দপুরাণে—

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্॥

উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

বস্তুতঃপক্ষে ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তায় যাঁহাদের সন্দেহ তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, মাধুর্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভগবত্তার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। "মনুষ্যে ভগবত্ত্বারোপ" ও "ভগবানে মনুষ্যত্বারোপ" প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যাঁহারা আত্মকল্যাণ-লাভে যত্নশীল আমরা তাঁহাদিগের নিকট শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিম্নলিখিত সাবধান-বাণী কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দাম-
নামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্।
হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে
নাশাপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ
পতেন্ন ত্বয়ি॥

হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিশালী নামাবলীই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্যমধুর রূপই ধ্যান কর,—যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলোজ্জ্বল প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

১১শে নভেম্বর অপরাহ্ণ

[২]

"সন্দীক্ষানাপুরশ্চর্য্যাং চ বেদবিধি-
গোচরঃ।"

বদ্ধজীব হরির নামগ্রহণের ইচ্ছা করিলে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির আবশ্যক।

"অস্তি ভজতি নামানন্দরূপং মুরারেঃ-
বিরচিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-
র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে॥"

"স্যাৎকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।

কিন্তু:বরাঙ্ঘ্রিদিনং খলু নৈব জহ্যাৎ
স্বাধী ক্রমাদ্ভজতি তদপদমূলভক্ত্যা ॥

আমরা বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া হরিভজনকে কটু মনে করছি। উহাই আমাদের অবিদ্যাপীড়া-নাশের একমাত্র ঔষধ। ধৈর্য্য ধ'রে আদর ক'রে সর্ব্বক্ষণ ভজন করতে করতে অবিদ্যা নাশ পাবে, তখন নামের বিক্রম প্রকাশ পেলে আর কখন ভুলব না। আমরা শারীর বা মানস যে কার্য্য করি না কেন, তাতে কেবল দুঃখই পাব, সুতরাং তাকে গর্হণযোগ্য মনের ক'রে "তত্তেহনুকম্পাং" শ্লোক আলোচনা ও হৃদয়ে ধারণ করতে থাকলে, উৎসাহের সহিত নাম করলে অনর্থ ক্রমে অপসৃত হবে।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
স্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥"

পরমোত্তম সেবক কুণ্ডতীরে বাস করবেন। কুণ্ডে স্নান দ্বারাই মঙ্গল হ'বে। প্রথম স্নানটা কারুণ্যামৃত ধারায়, মধ্যম স্নান তারুণ্যামৃত ধারায় এবং তদুপরি স্নান লাবণ্যামৃত-ধারায় হ'লে সম্পূর্ণ সুমঙ্গলটা এসে যাবে।

"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ
প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥"

শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভুর "গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু..." "নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি" শ্লোকদ্বয়ের বিচার যতকাল না আসবে ততদিন মঙ্গল হ'বে না। রাধিকা মাধবের আশা—সখীবেষ্টিত রাসলীলাদিতে উজ্জ্বল-দিব্য অপ্রাপ্য মধুরভক্তির বিষয় আমাদের সৌভাগ্য হ'লে যখন লাভ করতে পারব, তখন গোবিন্দলীলামৃত-গ্রন্থের আস্বাদন-মুখে রাধাকুণ্ডতীরে কুঞ্জসমূহে লীলার সহকারিতা লাভ করতে পারব।

"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-
র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্ ॥"

গৃহব্রতের মত আসক্ত হ'য়ে হরিভজনের ছলনাটা লোকবঞ্চনামাত্র। শ্রীল দাস-গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ ও ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগের উপদেশ অনুক্ষণ আমাদের স্মরণীয় হউক।

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥"

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

বিশ্বে বাস হরিভজনের মহান্ অন্তরায়। বহুব্যক্তির নানাদিকে আকর্ষণে বাধা ঘটে। আবার বিবিধ ত্রিতাপে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। সেজন্য পরমাত্মনিষ্ঠ হ'য়ে বিশ্বের সঙ্গ ছাড়তে হ'বে। কৃষ্ণেতরে বিরাগ, কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ হ'লেই সকল সুবিধা এসে যা'বে।

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে ॥"

ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে মনকে বৃন্দাবন করতে হ'বে।

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥"

নিষ্কপটে সর্ব্বদা আর্ত্তির সহিত এই প্রার্থনা হ'লে হৃদয়ের কামজাল দূরীভূত হ'য়ে মনকে বৃন্দাবনে পরিণত ক'রে কৃষ্ণ এসে হাজির হবেন। কপটতা থাকলেই সর্ব্বনাশ হবে। ভগবদ্দর্শন নয় পরবর্ত্তীকালে আমাদের হৃদয়ের কামগুলি অপসৃত হয়। অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্য সমুদয় নরজাতির ভগবৎসংসারে প্রবেশ না করলে কোন সুবিধা নাই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত বাস্তব-মঙ্গলালাভের সম্ভাবনা নাই।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হ'য়ে কর্ম্মসমূহের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির অভিলাষসমূহ বিদূরিত হ'য়ে যাবে। সেবা ব্যতীত, কপটতাহীন হ'য়ে সম্পূর্ণ প্রপত্তির সহিত ভজন ছাড়া ভগবদ্দর্শন হয় না।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥"

"প্রসারিত মহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥"

শ্রীচৈতন্যের কথায় কাণ না দিলে আমাদের সুবিধা হ'বে না। সাধুর মুখ থেকে নিজের কাণ দিয়ে নিষ্কপটে চৈতন্য-কথা শুনতে হ'বে।

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥'

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

এইগুলি সাধনভক্তির ক্রমপর্য্যায়। এগুলি ডিঙ্গিয়ে কপটতার আশ্রয়ে সহজিয়া হ'তে পারা যা'বে। ভক্তিলাভ দূরে চ'লে যা'বে। সাধনভক্তির পরিপাকদশায় ভাব-ভক্তি, তারপরে ক্রমে প্রেমভক্তি লাভ হ'লে রাধাকুণ্ডে বাস হ'বে।

১৯।১০।৩৫ সায়াহ্ন

(১)

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।
কৃষ্ণনামের ফল 'প্রেমা' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয়ে লোভ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদগদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার সর্ব্বজন ॥

গৌরসুন্দর প্রকাশানন্দপ্রমুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে ব'লছেন—সাধারণ লোকে মনে করে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ প্রধান প্রয়োজন, তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তারা জানে না যে এগুলি কৃষ্ণপ্রীতির নিকট তৃণতুল্য। ব্রহ্মানন্দের অর্থ—বৃহদ্বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ অথবা বৃহদ্বস্তু যে আনন্দ পান। কৃষ্ণের প্রেমে যে আনন্দ-রস তাহা সমুদ্রতুল্য। তাহার নিকট ব্রহ্মানন্দ এক বিন্দুর তুল্য নয়। অতি সৌভাগ্য বশতঃ ভগবৎকম-পূরণের নিমিত্ত কথা করায় কৃষ্ণপ্রীতি উৎপন্ন হ'য়েছে। সেই প্রেমের স্বভাবে প্রেমের অনুসন্ধানে যত্নবান্ লোকের কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইতে লোভ হয় এবং শরীরে নানাপ্রকার বিকার আসে। তখন জগতের কোন পদার্থে লোভ থাকে না। ভগবৎ-প্রেমের উদয় হ'লে লোকে আপনাকে সংযত রাখতে পারে না। নাচ, গান, উন্মাদ এসে হাজির হয়। তাঁকে অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ও ৩৩ প্রকার ব্যভিচারিভাব আক্রমণ ক'রে পাগল ক'রে তুলে। রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু, উন্মাদ, অনুতাপ, চেষ্টা-রহিত ভাব, অহঙ্কার, আনন্দ, দীনতা প্রভৃতি রসপুষ্টির জন্য আবির্ভূত হয় এবং রসাস্বাদনে এইগুলি সহায়তা করে। রতির সহিত সামগ্রীর মিলনে রস উপস্থিত হয়; ২০টী অনুভাব আসে। আলম্বনে আশ্রয় ও বিষয় বিচার। উদ্দীপনে বিষয়ের প্রিয়বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ, আশ্রয়—ভক্তসমূহ সেব্যের আনন্দ-বর্দ্ধনের চেষ্টায় সেবকেরও প্রচুর আনন্দ হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ে শিষ্য সুষ্ঠুরূপে পারদর্শী হ'লে গুরুও কৃতার্থ হন। সেবায় সাফল্যলাভ হ'য়েছে, অতএব তুমি জগতের লোককে ভক্তি দান কর। কলিযুগের তারকব্রহ্ম একমাত্র কৃষ্ণনাম বিতরণ কর। জগতের লোকে নিজেদের ভোগে ব্যস্ত থাকায় ভগবদিন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করে না। সুতরাং জীবে-দয়া প্রণোদিত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দাও। যাঁরা ভাগবত পাঠ করেন, তাঁদের নিজেদের আনন্দাদি ফল-প্রাপ্তির চেষ্টা হয়। পুরুষোত্তমের সেবা একমাত্র সম্পত্তি। তাহা না করায় বহু-বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। সাধারণ লোকের বিচার হয়—মঙ্গলপ্রাপ্তির নানা স্থান আছে, কিন্তু যেখানে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের উদ্ভব, তাহার সন্ধান রাখেন না। ভাগবতপাঠক-সম্প্রদায় পণ্যদ্রব্যজ্ঞানে নিজের কার্য্যোদ্ধার করিবার বিচার করে। তাহারা ভাগবতের সার বোঝে না। মানুষমাত্রেই বোঝে 'অধঃজ্ঞানে একাগ্র হ'লে অন্য আমাদের বহুকার্য্য সাধন হ'বে না।' এজন্য তা' থেকে মুখ ফিরাবার বিচার গ্রহণ ক'রেছে। কিন্তু সেটা তা'দের পুরা বোকামি। সাধুর সঙ্গ না করলে নিজের বোকামিগুলো মানুষ ধরতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

:০:——

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৯ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নভেম্বর শুক্র তিথি পঞ্চদশী গৌরপূর্ণিমা নিশি দি ৭।৫০ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভৃতি দি ৯।৫৫ গণ্ডযোগ রা ৩।২২ গরকরণ দি ৭।৫০ গতে বণিজ-করণ রা ৭।১৪ গতে বিষ্টিকরণ।

২০ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরচতুর্দ্দশী কাল প্রাতঃ ৬।৮৯ পরে পঞ্চমী শ্রীধর দ্বা ৪।৫ উত্তরাষাঢ়া ঈশ্বর রা ৯।৭ বৃদ্ধিযোগ রা ১২।৫৬ বিষ্টিকরণ প্রাতঃ ৬।৩১ পরে ববকরণ।

ডিসেম্বর ১৯৩৫

২১ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর রবি সর্ব্ব বাসুদেব গৌরষষ্ঠী পঞ্চমী রা ৩।০৩ শ্রবণা অপ্রমেয় রা ৮।১ ধ্রুবযোগ রা ২।১৬ কৌলবকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সপ্তবিদ্যাপীঠ বা সারস্বতকুঞ্জস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অভিন্ন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি সংস্করণে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগণাদিসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমঠমধ্যে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীললিত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (কাগুড়া)

এখানে মঠ ভক্তমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোন্দা, পোঃ চরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিমপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তদেব শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণরেণু ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রোব্রীর রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরাসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বামনদেব

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

চিল সাহেব, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগবন্ধু

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স, এস-ডাব্লু ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

লপচু ওলা, ৫ দিল্লিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার [২২৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

ইটালী আবিসিনিয়া সংবাদ

দক্ষিণ রণক্ষেত্রে রাস দেস্তার সৈন্যবাহিনী গোরাহাই ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের অভিযানের ফলে ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর মোগাদিসু বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; এই বিপদ প্রতিরোধের জন্য ইটালীয় সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানি তাঁহার সমস্ত সৈন্যদলকে ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে দ্রুত পিছাইয়া লইয়া যাইতেছেন।

উত্তরে টেম্বিয়েন অঞ্চলে রাস সেয়ুমকে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইটালীয় সেনাপতি ভিলা সান্টোস অভিযান করিয়াছেন। আদ্দিস-আবাবার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সম্রাট হাইলে সেলাসি এইবার খুব সম্ভব দেশি গমন করিবেন। সোমালিল্যাণ্ডের নিকটবর্তী রণক্ষেত্রে দুই পক্ষে এক সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের হতাহত হইয়াছে। ইটালীয়রা বলিতেছে, হাবসীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব সম্রাট বন্দী লিজ যাসুর মৃত্যু হইয়াছে। আউসার সুলতান ইটালীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ আসিয়াছিল হাবসা সরকার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নারী হরণের ফল

খুলনার এক সংবাদে প্রকাশ, বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া থানার এলাকাধীন বাধাল গ্রামের হিন্দু রমণীকে অপহরণ করিবার অপরাধে বাগেরহাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কেলাদাদ ও দালদাদ্দি সেখ নামীয় দুই ব্যক্তিকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। গত ২০শে নবেম্বর খুলনার সহকারী দায়রা জজ জুরিদের সহিত একমত হইয়া প্রত্যেক আসামীকে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কুলী দম্পতির আত্মহত্যা

জয়পুর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী নেসানি বস্তির সংবাদে প্রকাশ, একটি কুলী ও তাহার স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বস্তিতে এক 'ফালতু' কুলী ও তাহার স্ত্রী বাস করিতেছিল তাহার বয়স ক্রমান্বয়ে ৬৫ ও ৪০ হইবে। অবস্থাও তাদের বেশ স্বচ্ছল ছিল। তাহাদের একটী মাত্র মেয়ে পাঁচ ছয় বৎসরের হইল হইয়াছে। তাহাদের আর কোন সন্তানাদি ছিল না। এইজন্য তাহারা তাহাদের প্রতিবেশী কুলীদের কাছে প্রায়ই আক্ষেপ করিত।

সম্প্রতি কয়েকদিন হইল, অনেক বেলা হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা বলিয়া তাহাদের এক প্রতিবেশী ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া এক অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা দেখে যে, কুলী স্বামী গলায় দড়ি দিয়া ঘরের ছই চালার সঙ্গে ঝুলিতেছে, আর তারই কোমরে দড়ি বাঁধা তার স্ত্রীও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। কুলী স্ত্রীর পায়ের পাশে নিক্ষিপ্ত একটী ঢেঁকি। ইহাতে মনে হয় কুলী স্বামী প্রথমে দড়ি তার গলাতে লাগায় এবং কুলী স্ত্রী ঐ ঢেঁকিতে চড়িয়া তার তার সাথে এবং তারপর স্বামীর কোমরে দড়ি বাঁধিয়া নিজের গলায় ফাঁস দেয় এবং পায়ের তলা হইতে ঢেঁকি সরাইয়া দিয়া উভয়ে একসঙ্গে ঝুলিয়া পড়ে। কুলীর পরিধানে পরিষ্কার জামা কাপড় ও তাহার স্ত্রীর পরিধানে লাল পাড় পরিষ্কার সাড়ি, সেমিজ ও ব্লাউজ, কপালে বড় করে দেওয়া সিন্দুর। খবর পাইয়া জয়পুর থানার দারোগা ঘটনাস্থলে তদন্ত করিতে যান কিন্তু উক্ত ঘটনা ছাড়া সন্দেহ করিবার মত কিছুই পান না। তাহাদের উভয়ের মৃতদেহ এক সঙ্গেই পোড়ান হয় বলিয়া প্রকাশ। ঘটনাটি কুলী-বস্তীতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

লাহোরে আবার অশান্তি

লাহোর মাসাধিককাল শান্তি বিরাজমান থাকিবার পর গত ২৬শে নবেম্বর বৈকালে লাহোরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি উগ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশ যে, সহরের মুসলমান প্রধান অঞ্চল শেখুপুরিয়ান বাজারে দুইজন মুসলমান একজন শিখকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া ছোরা দ্বারা তাহার মাথা ও তলপেটে আঘাত করতঃ পলায়ন করে। আহত লোকটীকে হাসপাতালে পাঠান হয়, তথায় তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বিধায় তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হয়। পুলিশ অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায় এবং ঐ অঞ্চলে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হয়। সহরে তন্ন তন্ন করিয়া আততায়ীদের অনুসন্ধান করা হইতেছে—উহাদের কাহারও এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নানা স্থানে ভূমিকম্প

রাঁচি

রাঁচি হইতে প্রকাশ, ২৬শে নবেম্বর প্রাতে ৫টা ২২ মিনিটের সময় এখানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন প্রায় ২০ সেকেণ্ড স্থায়ী ছিল। কোথাও কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

হাজারিবাগ

২৬শে নবেম্বর প্রাতে ৫টা ২৪ মিনিটের সময় ভীষণ শব্দ সহকারে হাজারীবাগে প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল ভূমিকম্প হয়। লোকজন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কোদার্ম্মা

কোদার্ম্মা হইতে প্রকাশ, ২৬শে নবেম্বর প্রাতে ৪টা ৫৫ মিনিটের সময় এখানে সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের সময় ঘর্ঘর শব্দ হইয়া থাকে। কম্পন মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ছিল। কোথাও কোন ক্ষতি হয় নাই।

আরোহী সহ জাহাজ জলমগ্ন

দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া উপকূল হইতে অনুমান ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত সান্তাবার্বারা দ্বীপের নিকটে আরোহী সহ দিহোয়ালার নামক জাহাজ খানা জলমগ্ন হইতেছে বলিয়া প্রকাশ, উপকূলরক্ষী দুইখানা জাহাজ জাহাজখানি সাহায্যার্থ গিয়াছে।

——

নীলাম ইস্তাহার

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

৫২। ঐ মৌজায় ৪৭৯ খং ১
জমি মূল্য আঃ ৫৲

৫৩। ঐ মৌজায় ৬৯২ খং ২.
জমি মূল্য আঃ ১০৲

৫৪। ঐ মৌজায় ৪৯৩ খং ৮৪ শঃ
জমি মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৮৯৫ মনিজারী ৩৫ দাবী ২৪২৵৩

ডিঃ ব্যানার্জ্জী এণ্ড সন্স লিঃ

দেঃ মিঃ এস্ এন্ গুপ্ত সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

১। কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর মৌজায় ১৬৩৩ খতিয়ানে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দিং অধীনে ·০৪ শঃ জমির জমা ২৲ দেঃ অংশ ৵৮ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৬৩৪ খতিয়ানে ·০৮ শঃ জমির জমা ২৷০ দেঃ ৵৮ পাই অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ইত্যাদি আঃ ৫০৲

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ কোর্ট

(১)

১৯৬ দেঃজারী ৩৫ দাবী ১১০৸৴৯

ডিঃ অন্নদাপ্রসাদ পাল

দেঃ নরেশচন্দ্র বসু সাং ৩৩নং গিরিশ মুখার্জী রোড ভবানীপুর কলিকাতা

রাণাঘাট থানায় ৮৪নং দত্তপুলিয়া মৌজায় ২৩নং খতিয়ানের, ৮৮নং বড়বড়িয়া মৌজায় ৩১নং খতিয়ানের,৮১নং বংশবাড়িয়া মৌজায় ১১ নং খতিয়ানের ও ৮৬ নং কালিগামন মৌজায় ৪৫ নং খতিয়ানের জমি জমিদার বাবু ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং অধীনে দেঃ নামে মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী ২৫০।৴০ টাকার দরপত্তনী জমা ; মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৪২২ দেঃজারী ৩২ দাবী ৭৪৶৩

ডিঃ তারিণীকুমার দত্ত দিং

দেঃ অবনীকৃষ্ণ দাস সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ মৌজায় ২৪০৯ খতিয়ানে অখিলেশ্বর সাহা প্রামাণিক অধীন -১১ শঃ জমির মৌরশী জমা ১।০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় ৪৭১ খতিয়ানে -২৮শঃ জমি মোকরীর মৌরশী জমা ৩.০ জমা ।০ মূল্য আঃ ৩০৲

৩। ঐ মৌজায় ৬৫৬ ও তদধীন ৬৫৭ খতিয়ানে মোট -১৯ শঃ জমির জমা ১।৶৫ দেঃ —৶৫।।=/১২ অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

১৪৫১ একজারী ৩৫ দাবী ৫৫৬৷০

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

দেঃ সেখ মোসলেম বারি দিং সাং কুলচীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কুলচীপোতা মৌজায় রণজিৎ প.ল.চৌধুরীর অধীনে ২১৬৩ খতিয়ানে ৷৷৴১৫ খাজনায় /৪ কাঠা -৮শঃ জমি ও তদুপরিস্থিত কোঠাঘর প্রভৃতি সমেত মূল্য আঃ ১০০৲

(৪)

১৬০১ দেঃজারী ৩৫ দাবী ৫৯৫।৩ পাই

ডিঃ উষাশশী দেবী

দেঃ গোপালচন্দ্র রক্ষক দিং সাং নূতন শক্তিনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় নূতন শক্তিনগর মৌজায় ৭৭০ খতিয়ানে বদরীনারায়ণ চেং-ক্লিষ্ট সেরেস্তায় ২-২০ শঃ জমির জমা ২৲ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ অধীনে ৭৭৬ খতিয়ানে -৭০শঃ জমির জমা ৪৶৬ মূল্য ২৫৲

(৫)

২৭৫ খাংজারী ৩৫ দাবী ১১৮৸০

ডিঃ রাধারঞ্জন মল্লিক

দেঃ সুরেশ বিবি দিং সাং আড়ায়বেগে পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় আড়ায়বেগে মৌজায় ১৫ খতিয়ানে ১৪৶৫ খাজনায় ৬-৩৫ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৬৬৯ খাংজারী ৩৫ দাবী ৯০৸৶৬

ডিঃ বীরেন্দ্রলাল রায়

দেঃ রহমত সেখ সাং সেওড়াতলা থানা কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় সেওড়াতলা মৌজায় ১১৩ খতিয়ানে-৬৭শঃ জমি জমা ১।৶৬। জমিদার রাসবিহারী মণ্ডল।

২। ঐ মৌজায় ১১০ খতিয়ানে ৯-৮০ শঃ জমির জমা ১৮৷৷৯। জমিদার ঐ

৩। ঐ মৌজায় ১০৯ খতিয়ানে ৪৬ শঃ জমির জমা ৷৷৴০। জমিদার ঐ

৪। কালীগঞ্জ থানায় নওপাড়া মৌজায় ১৮১ খতিয়ানে ৩-৩১শঃ জমির জমা ৭৷৶ জমিদার ঐ

৫। ঐ মৌজায় ৪৮ খতিয়ানে ১-৬২ শঃ জমির জমা ৩৷৴৯। জমিদার চেংলাজিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেট।

(৭)

৮৮৪ খাংজারী ৩৫ দাবী ১৬৸৶

ডিঃ শ্রীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

দেঃ বলাই প্রামাণিক দিং সাং সরডাঙ্গা পোঃ শ্রীনাথপুর

নবদ্বীপ থানায় সরডাঙ্গা মৌজায় জয়দুর্গানাসী দিং অধীনে ২২৩ ও ৩৭০ খতিয়ানে ১৶৩ জমায় -৪৬ জমি মূল্য ৫

(৮)

১১৩৯ খাংজারী ৩৫ দাবী ৭৩৷৹

ডিঃ শিশুপাল প্রসাদ পাল চৌধুরী

দেঃ সতীশ মণ্ডল সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া মৌজায় ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫৫৪ খতিয়ানে মোট ৬-২৫ শঃ জমির জমা ৯৷৴০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১৩২৪ খাংজারী ৩৫ দাবী ২৯৭৷৴৯

ডিঃ রাজনন্দিনী দেবী দিং সাং তেলিনিপাড়া

দেঃ উপেন্দ্রনাথ হালদার দিং সাং শক্তিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ৫৫ নং বেবিজ মৌজায় ২ খতিয়ানে দেনাদারগণের পত্তনি স্বত্ব রকম ষোল আনা বাবদ ডিঃ গণ ও তাহাদের শরিক মহেশগঞ্জ নিবাসী রণজিৎ পাল চৌধুরী সেরেস্তায় পত্তনী বন্দোবস্ত মূলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মোট ১১৬৷৷৩ মূল্য আঃ ৭৫৲

(১০)

১৭৬ মণিজারী ৩৫ দাবী ৩০৩৩৷৴৬

ডিঃ আশুতোষ খাঁ

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ খাঁ দিং সাং ও পোঃ বীরনগর

১। রাণাঘাট থানার অন্তর্গত বীরনগর মৌজায় ৫১৬ ও তদধীন খতিয়ানে ৪৩ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ মৌজায় ৫২০ খতিয়ানে -৮২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ মৌজায় ৫২১ খতিয়ানে ২-২৫ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ মৌজায় ৫২২ খতিয়ানে ২-৫৪ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ মৌজায় ৫২৩ খং -৪১ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৬। ঐ মৌজায় ৫২৪ খং ৩-৮৬ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ মৌজায় ৫২৫ খং ১৭শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৮। ঐ মৌজায় ৫২৬ খং -৬শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৯। ঐ মৌজায় ৫২৭ খং -৩৫শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ মৌজায় ৫২৮ খং ও তদধীন ৫২৯ খং -৯ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ৯৲

১১। ঐ মৌজায় ৫৩০ খং ১৩শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

১২। ঐ মৌজায় ৫৩১ খং ১-৪৩শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৩। ঐ মৌজায় ৫৩২ খং -৯০ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৪। ঐ মৌজায় ৫৩৩ খং তদধীন ৫৩৩।১, ৫৩৪ খং ১-৭৯শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৫। ঐ মৌজায় ৫৩৫ খং -১৩শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৬। ঐ মৌজায় ৫৩৭ খং ও তদধীন খতিয়ানে ৫৩০ খং ২-০৯ শঃ মূল্য আঃ ১০৲

১৭। ঐ মৌজায় ৫৩৯, ৫৪০, ও ৫৪১ খং ১-৭৩ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

১৮। ঐ মৌজায় ৫৪২ খং ৩-৪০ শঃ জমি দেঃ অংশ।৴৬৷৷৴ মূল্য আঃ ২০৲

১৯। ঐ মৌজায় ৫৪৩ খং -২৭ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

২০। ঐ মৌজায় ৫৪৪ খং -২০ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

২১। ঐ মৌজায় ৫৪৫ খং ১৭ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি দেঃ গণের ৸৶৩//১৮ অংশ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত আকর আওয়াত ইত্যাদি আঃ ১০০৲

২২। ঐ মৌজায় ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮ ও ৫৪৯ খং ৬-২০ শঃ মূল্য আঃ ২৫৲

২৩। ঐ মৌজায় ৯৫৮—৯৬৩, ৯৬৫—৯৭২ খং ১২-৩৯ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

২৪। ঐ মৌজায় ৯৭৩ ও ৯৭৪ খং -২৮ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

২৫। ঐ মৌজায় ৯৭৫ খং ১-৩৫ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য ২০০৲

২৬। ঐ মৌজায় ৯৭৬ খং -২৬ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

২৭। ঐ মৌজায় ৯৭৭ খং ১-৫৫ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

২৮। ঐ মৌজায় ৯৭৮ খং ১-১৩ শঃ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

২৯। ঐ মৌজায় ১২৪১ খং -৪৯ শঃ মূল্য আঃ ২৲

৩০। ঐ মৌজায় ১২৯৮ খং -১৭ শঃ মূল্য আঃ ১০৲

৩১। ঐ মৌজায় ১৬৬২ খং ১৩-৬১ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

৩২। ঐ মৌজায় ৪৩৯ খং ১১৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩৩। ঐ মৌজায় ৯৯২ খং -৩৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৩৪। থানায় ১১৫৫ খং -০৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৩৫। ঐ মৌজায় ৩৬৭ খং ও তদধীন ৩৬৮—৩৭০ খং ৩০শ জমি মূল্য আঃ ২৲

৩৬। ঐ থানায় পালিতপাড়া মৌজায় ২৫৯ খং ৩ ৫৫ নিঃ ব্রঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩৭। ঐ মৌজায় ২৬০ খং ২-৩০ শঃ মূল্য আঃ ১০৲

৩৮। ঐ মৌজায় ২৬১ ও ২৬২ খং৪-২২ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

৩৯। ঐ মৌজায় ২৬৩ খং ৪-১৫ শঃ জমি মূল্য আঃ আঃ ৫০৲

৪০। ঐ মৌজায় ২৬৪ খং -৭০ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪১। ঐ মৌজায় ২৬৫ খং ৩-৪১ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৪২। ঐ মৌজায় ২৬৬ খং -৪৪ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৪৩। ঐ মৌজায় ২৬৭ খং -৩৯ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৪। ঐ মৌজায় ২৬৮ খং ৫-৭৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৫। ঐ মৌজায় ২৬৯ খং ১-৫১ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৬। ঐ মৌজায় ২৭০ খং -৯৫ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪৭। ঐ মৌজায় ২৭১ খং -৮০ শঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৪৮। ঐ মৌজায় ২৭২ খং ১-৭৬ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৪৯। ঐ মৌজায় ২৭৩ খং-৫৯ শঃ জমি মূল্য আঃ ২৲

৫০। ঐ মৌজায় ২৭৪, ২৭৫ ও ২৭৬ খং ২-১৮ শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৫১। ঐ মৌজায় ৪২৩ ও ৪২৪ খতিয়ানে ৪-৯৭শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

(অতঃপর ১ম পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ২০ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৪ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে নভেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার ২২৫তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

যুক্ত প্রদেশে

মথুরা হইতে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিসুন্দর, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় গত ২৬শে নভেম্বর মথুরা গৌড়ীয়-মঠ হইতে লক্ষ্ণৌ গমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আগ্রায় প্রচার করিয়া এবং শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া মথুরাগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তথা হইতে গত ২৭শে নভেম্বর এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। এই স্থানে একটী পারমার্থিক-প্রদর্শনী হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। প্রচারকদ্বয় শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভার সেবার সৌষ্ঠব-বিধানার্থ আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছেন। সঙ্কেত, শেষশায়ী, মথুরা, শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানের সেবার জন্য কিছু আনুকূল্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

• • •

লক্ষ্ণৌ ও বারাণসী নগরীতে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ সদলে গত ২৬শে নভেম্বর 'ডেহ্‌রিশোন' নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। ডেহ্‌রী সুগার-মিলের স্বত্বাধিকারী শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমীন্ মহাশয়ের প্রতিনিধিগণ স্বামীজীকে রেলওয়ে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া শেঠজীর আলয়ে লইয়া যান। শেঠজীর অনুরোধ-ক্রমে স্বামীজী তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়াই মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামকান্ত ত্রিপাঠী এম্-এ, শ্রীযুক্ত রাজবল্লী পাণ্ডে এম্-এ, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্ক-কুমার রায় এম-এ, বি-এল্ (পূর্ব্বোক্ত শেঠজীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী) প্রমুখ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রত্যহ স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

স্বামীজী বারাণসীতে কয়েকটী মহতী সভায় 'সনাতন-ধর্ম্ম', 'মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা' প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক দিনই সভায় সহস্র সহস্র শ্রোতার সমাবেশ হইত। তাঁহারা স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে আলোকচিত্র-যোগে বক্তৃতা করিয়াছেন। ডেরহিশোনে প্রচার সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ জামসেদপুরে যাইবেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের যোগদানের কথা। জামসেদপুরে প্রচারান্তে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ বোম্বে নগরীতে প্রচারে যাইবেন।

দিল্লীতে

গত ২৩শে নভেম্বর শনিবার ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ নিউদিল্লী গোপীভবন-নিবাসী শ্রীযুত কে এন নিগম, রেলওয়ে ক্লিয়ারিং অ্যাকাউণ্ট অফিসের এসিষ্ট্যাণ্ট অফিসার মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ভক্তগণ মনোযোগ সহকারে স্বামীজীর বিচারপূর্ণ ভাগবতবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

স্বামীজী পাঠারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, আবির্ভাবের কারণ, পরীক্ষিৎ মহারাজের অন্তিম কৃত্য, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করা জীবমাত্রেরই প্রয়োজন, কলির স্থান-পঞ্চক, তাহার সেবায় পরিণাম, বৈষ্ণবের কৃপার বৈশিষ্ট্য, অর্থের অপব্যবহার ও সদ্-ব্যবহার, সাধুসঙ্গের ফল, সাধুকৃপায় অধি-কারী কে, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণ-প্রজ্ঞজীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পাঠনায়

(২)

৩। কুলীন গ্রামবাসী গৃহস্থবৈষ্ণব রামানন্দ বসু ও তৎপিতা সত্যরাজ খান মহাশয়দ্বয় গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তর করিলেন,—"প্রত্যেক গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ত্রিবিধ—১) কৃষ্ণসেবা (২) বৈষ্ণবসেবা (৩) নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।" এতচ্ছ্রবণে সত্যরাজ খান মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো, বুঝিলাম প্রত্যেক গৃহস্থবৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বৈষ্ণব-সেবা বিষয়ে যে কর্ত্তব্যতা তাহা বৈষ্ণব না চিনিয়া অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে সেবা করিলে যে বিষম বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ হয়, এই ভীষণ সঙ্কট হইতে নিস্তারের উপায় কি? অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কাহাকে বলে এবং তাঁহার সাধারণ লক্ষণ কি, কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। ভবিষ্যতে এত সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ কিংবা বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের কবলে কবলিত হইয়া জীব বিপথগামী না হয় তৎপ্রতি সতর্ক হইয়াই আপনার শ্রীমুখে এই প্রশ্নের সমাধান শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করি।" উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—"যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায় তিঁহই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব, তিনি সকলের পূজ্য, তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সম্মান করিও। 'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত।' এক কৃষ্ণনামা-ভাসে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, নববিধা ভক্তি সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণে সাধিত হয়। দীক্ষা অর্থাৎ ত্রিবিধ পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় ও দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, কোন প্রকার পুরশ্চরণের অর্থাৎ গুরু-প্রসাদক্রমে প্রাপ্তমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য ত্রিকাল নিত্যপূজা, নিত্যহোম ও নিত্যতর্পণ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের আবশ্যক করে না। এক কৃষ্ণ-নামাভাসে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, কিরাত, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি যে কোন কুলে উৎপন্ন মানব-মাত্রের চিত্তশুদ্ধি করে এবং অনুষঙ্গক্রমে কৃষ্ণনামাভাসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" এক নামাভাসের ফলেই যখন এতগুলি সিদ্ধিলাভ হয়, তখন এক শুদ্ধনাম-উচ্চারণে যে শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধান্তঃকরণ জীব স্বরূপকে আকর্ষণ করিয়া নামী কৃষ্ণে প্রেমোদয় করাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাই শুদ্ধ কৃষ্ণনাম উচ্চারণের এক-মাত্র ফল 'মন্ত্রেতঃ রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।' সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে এক কৃষ্ণ-নামপরায়ণ বৈষ্ণবের সেবা করিলেই সেবাকার্য্য সিদ্ধ হয়। মন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণবকে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই। যেহেতু বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকে ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানশূন্যতাবশতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা মায়াবাদাদি-দোষে দূষিতচিত্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু দশবিধ নামাপরাধশূন্য শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম উচ্চারণকারী বৈষ্ণবের ঐ সব দোষ আদৌ নাই। মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব প্রায়, কিন্তু নিরপরাধে যিনি—একবার কৃষ্ণনাম করিতে পারিয়াছেন তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণব। গৃহস্থবৈষ্ণব ঐপ্রকার বৈষ্ণবের সেবা করিবেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ কেশব, অব্দায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

পুরাণ

পৌরাণিক কাহিনীকে উচ্চ মস্তিষ্কগণের কেহ কেহ 'ছেলেভুলান' গল্প মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কি উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত তাঁহারা ভ্রমক্রমেও করেন না। যেস্থানে নাসিকা কুঞ্চনের ভাব, তথায় শিক্ষাগ্রহণের প্রবৃত্তি থাকা সম্ভবপর নহে। উপনিষদাদিতে মস্তিষ্কচালনার খাদ্য পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা তৎপাঠেরই বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু বিজ্ঞাবুদ্ধি যতই হউক না কেন, তাহাতে উপনিষদের মর্ম্ম বোধগম্য হয় না। অক্ষজজ্ঞানিগণের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবের চশমায় বেদান্ত পড়িতে যাইয়া বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতি কামধেনু। যে যে-প্রকারে পারে, দোহন করিয়া লয়। কিন্তু কামধেনু হইতে শুদ্ধ দুগ্ধ কি প্রকারে ভিন্ন হইবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গোময় ও গোচনাকে যদি কেহ দুগ্ধ জ্ঞান করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত না হইতে পারিয়া দুঃখিত। বেদ-বেদান্ত পড়িয়া যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড বাছিয়া লন, অপর কথায় ঐ গ্রন্থমালাকে যাঁহারা ভুক্তিমুক্তি ভোগের সহায়কারী জ্ঞান করেন, তাঁহারা বস্তুতঃপক্ষে কামধেনুর দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হইয়া অপর তুচ্ছ বস্তু লাভ করিয়াছেন মাত্র।

পুরাণসমূহের কতকগুলি তামসিক প্রবৃত্তির জনগণের, কতকগুলি রাজসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আর কতকগুলি সাত্ত্বিকগণের জন্য লিখিত। সকল পুরাণের শিরোরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত। যে সকল মনীষী উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবত উভয় আলোচনা করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জানা যায়—উপনিষদ্ পরমার্থশাস্ত্রের অঙ্কুর ও শিশুপাঠ। তাঁহার বিস্তার শ্রীমদ্ভাগবত। প্রণবে যে তত্ত্ব অদৃশ্যপ্রসারিত অবস্থান আছেন, নাম রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাপুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া সেই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে সম্প্রকাশিত। এই সম্প্রকাশিত তত্ত্ব কাঁহারা অবগত হইবেন তৎসম্বন্ধে মহাজন বলিয়াছেন—

"বুঝিবে রসিক জন, না বুঝিবে মূঢ়"।

রসিক কে? জড় ভাবা বা অলঙ্কারে পারদর্শী ব্যক্তি রসিক নহেন। ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারাদিগণের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস। এই রস যে শুদ্ধসত্ত্বে আছে তিনি রসিক। অক্ষজজ্ঞানের চিন্তাস্রোতকে যাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম। অজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞের দোষ ধরিতে যাইয়া যেপ্রকার হাস্যাস্পদ হয়, সেইপ্রকার উক্ত প্রকারের অপ্রাকৃত রসলাভে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহারা গ্রন্থরাজের বিরুদ্ধে যাহা বলেন তাহাতে মূঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বাসনা যেপর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকিবে, সেপর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। ঐ কৈতব-চতুষ্টয়ের কবল হইতে মুক্ত হইলে তাপত্রয়নাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তুস্বরূপ জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশাধিকার হয়। অপর কথায়, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপালোক হৃদয়ে পতিত হইলে চতুর্ব্বর্গের আত্মভোগপর বাঞ্ছা আপনা অন্তর্হিত হয়, এবং তৎস্থানে ভগবৎসেবা আসন গ্রহণ করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, মহাভারতের তাৎপর্য্য, গায়ত্রীভাষ্য ও সমগ্র বেদের মর্ম্ম সংরক্ষণ করিতেছেন।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে বেদ-বেদান্ত সকলই পাঠ হইয়া থাকে। যিনি কোটিপতি, তাঁহার যে ২।৪টী টাকা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সন্দেহ করাটাই অজ্ঞতার পরিচয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

"চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন॥
অত এব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত-শ্লোকে উপনিষদ্ কহে একমত॥"
সেই সূত্র-কর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥

*　*　*

সর্ব্ব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত॥

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা সকলই চিন্ময়। সংসারে আসক্ত অবস্থায় তাহা বোধগম্য হয় না। মর্কট-বৈরাগ্য বা ফল্গুত্যাগেও পরবস্তুর উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু স্বরাট্ পুরুষোত্তম। সেই স্বরাটের লীলাবিষয়ে সন্দিহান হওয়া অজ্ঞতারই পরিচয়। তিনি সনাতন ও পুরাণ বস্তু, আধুনিক চিন্তাস্রোতজাত কোন বস্তু নহেন।

সংশয়ী

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

অজ্ঞানতা সংশয়ের জননী এবং কৃষ্ণেতর অভিলাষজাত। যাহা সর্ব্বতোভাবে ঘৃণ্য, তৎ ত্যাগকারীর অজ্ঞানতা সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। যখনই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ একমাত্র প্রয়োজনরূপে গৃহীত হন না, সেই সময়কেই অজ্ঞানতার উৎপত্তিকাল বলিয়া জানিতে হইবে। যাহা আমার একমাত্র প্রয়োজন তাহা যখন আমি ত্যাগ করি, তখন আমি হিতৈষিগণের নিকট আত্মবঞ্চক বলিয়া কথিত হইব না কি? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ-কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥

*　*

তুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা।

সৎ অর্থাৎ যাহাতে নিত্যাস্তিত্বধর্ম্ম বিদ্যমান—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। সুতরাং 'সৎসঙ্গ' বলিতে সৎ অস্তিত্ববান্ বস্তুর সঙ্গকে বুঝায়। নিত্যাস্তিত্ববান্ বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণস্বকীয় অর্থাৎ কার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে পাই না, সুতরাং 'সৎসঙ্গ' বলিতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসঙ্গকে বুঝায় এবং সৎসঙ্গে বিপরীত সঙ্গের স্বরূপ যে দুঃসঙ্গ, তাহাও সহজেই নির্ণীত হয়। তাই, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্যকামনা অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাঞ্ছা নিশ্চয়ই দুঃসঙ্গ। তাহা হইলে এস্থলে দেখা যাইতেছে, সংশয়যুক্ত ব্যক্তির নিকট অজ্ঞানতা নিশ্চয়ই আছে এবং অজ্ঞানতা থাকিলে তথায় কৈতবের অর্থাৎ আত্মবঞ্চনার অবস্থিতি অনিবার্য্য। সুতরাং দুঃসঙ্গ ও আত্মবঞ্চনা যে একতাৎপর্য্যপর তাহা সহজেই অনুমেয়।

অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা ধারণায় তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলে কোনই সুফল হইবে না। যদি সত্যসত্যই কুণ্ঠধর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার বাসনা থাকে—যদি বৈকুণ্ঠেশ্বরের পাদপদ্মলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে রক্ষক ও পালক জানিয়া তাঁহার শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সতত যুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা করেন, শ্রীভগবানের কৃপালোক তাঁহাদের হৃদ্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। সেই দিব্যজ্ঞানের দর্শন ও অদর্শনে আকাশপাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান। বিজ্ঞগণ ভগবানের কৃপালাভপূর্ব্বক সুবিজ্ঞ হউন। তাহা হইলে উদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

সর্ব্বানর্থের মূলে আমরা এস্থলে সংশয়কে লক্ষ্য করি। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতায় ফল অজ্ঞানতা সংশয়ের জননী। সেই বহির্ম্মুখতা—"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।"

সংশয়াত্মা অজ্ঞানতার তাড়নায় তর্কপন্থায় ধাবিত হয়। তর্কপন্থার শেষ নাই, সুতরাং অজ্ঞানতার তাড়নায় তর্কপথে ধাবিত ব্যক্তি শেষে কিছু না পাইয়া মনঃপীড়া ভোগ করে এবং শ্রান্তি ও ক্লান্তি লাভ করে। তাই কথায় বলে—"তর্কে বহু দূর।" সাধুরা বলেন—

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

কেন না, তর্কপন্থায় কেবল পণ্ডশ্রম। কৃষ্ণই ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও সর্ব্বকারণ-কারণ। সুতরাং তদাশ্রয় ত্যাগ করিয়া তর্কপন্থার আশ্রয় আত্মবঞ্চনা মাত্র। তাই বুদ্ধিমানের বিচার—

"'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।'"
এবং অন্যত্র
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

তর্কের কবলে পতিত ব্যক্তির মহাজন-বাক্যে বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ তর্ক বা সংশয়ের আশ্রয়রূপ অজ্ঞানতাকে দূর করিতে হইবে। তজ্জন্য আমাদের জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় শ্রদ্ধাদেবীর উপাসনা। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

'সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে।'

শ্রদ্ধাদেবীর প্রভাব অপূর্ব্ব বা তিনিই সংশয়হরণে পটু। শ্রদ্ধা হইলেই জীব সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করে এবং সাধুসঙ্গবলে জ্ঞানবর্জ্জিত অজ্ঞানতা বা সংশয় বিদূরিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥' এইরূপ সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলেন,—

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।'

সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করতঃ অজ্ঞানতা বা সংশয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। সেই নিষ্কৃতিই দুঃসঙ্গত্যাগের লক্ষণ। দুঃসঙ্গত্যাগের উপায় সম্বন্ধে আরও কথিত হইয়াছে—

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥

শ্রীনারদ তৎকৃত ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—

"মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা"

অমানিশায় নিশীথে অনুচ্চকণ্ঠীর আত্মাণ চেষ্টায় কিঞ্চিন্মাত্র অন্ধকার অপসারিত না হইলেও যেমন একটীমাত্র আলোকশিখায় তাহাকে অনায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তদ্রূপ দুঃসঙ্গত্যাগের জন্য কৃত্রিমচেষ্টা অর্থাৎ যমনিয়মাদি, কনককামিনী-ত্যাগ প্রভৃতি কোটিচেষ্টা যাহাও সম্যগ্ভাবে দুঃসঙ্গের

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

কবল হইতে মুক্তি না ঘটিলেও লবমাত্র সাধুসঙ্গে তৎসিদ্ধি অতীব সুলভ।

তর্কপথ আশ্রয় অর্থে অনধিকার-চর্চ্চা বলা যায়। যাহা আমার জ্ঞানের বহির্ভূত, তাহা বুঝিবার চেষ্টা অথবা তৎসম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অনধিকার-চর্চ্চা ব্যতীত আর কি? তাই শাস্ত্র বলেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

ভক্ত্যাচার্য্য শ্রীনারদ স্বকৃত ভক্তিসূত্রে অন্যত্র আদেশ করিয়াছেন—

"বাদো নাবলম্ব্যঃ"

কঠে উক্ত হইয়াছে—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"

বিশ্বাসের আশ্রয় ব্যতীত সংশয়াশ্রয়ে তর্কপন্থার অনুসরণ সর্ব্বানর্থদায়ক। সংশয়যুক্ত ব্যক্তির ইহলোকে, পরলোকে কুত্রাপি সুখের লেশমাত্র লাভ হয় না। সংশয়াত্মা পরসুখ ত' দূরের কথা, জড়সুখ হইতেও বঞ্চিত। সে যাহা তাহার সুখপদ বলিয়া মনে করে, সংশয়বশতঃ সেই সম্বন্ধেই দুঃখভোগ করে। কেহ তাহাকে আদর করিলে, তাহা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে করায় সেই আদর তাহার সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। তাই সংশয়াত্মার ইহলোকেও উন্নতি বা ঐহিক সুখ-সাফল্য লাভ সম্ভব হয় না। কারণ কোন একটী আদর্শ, বা বিশ্বাসের বস্তু দৃঢ়রূপে না ধরিয়া থাকিলে অর্থাৎ কোন কিছুতে অটল বিশ্বাস না করিতে পারিলে ইহজীবনের সাফল্যলাভ আশা বালির বাঁধ সদৃশ বিফলতা-গ্রস্ত। যাহার চিত্ত সংশয়াকুল, সংশয়-দোলায় যাহার চিত্ত নিয়ত দোদুল্যমান, তাহার আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়। সুতরাং ক্রমশঃ সে নিজেকেও বিশ্বাস করিতে না পারায় অবিরত সংশয়াকুলচিত্তে সুখাশাকে প্রতিহত করে। তাহার প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ফলতা লাভ হয়। তাই সে অধঃপতিত, আশাহত—জীবন্মৃত। গীতায় তাহাদের দুর্গতির বর্ণনা—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

—অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা ব্যক্তির মঙ্গল হয় না। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কিম্বা সুখলাভ হয় না। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার অভাবে আমাদের এইরূপ দুর্গতি লাভ। তাই পরদুঃখদুঃখী মহাজন সংশয়াত্মার দুর্গতিতে দুঃখিত হইয়া গাহিয়াছেন—

(কেন) সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পরকাল   দু'কাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

১৯শে অক্টোবর, সায়াহ্ন

[২]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন—গুরু আমাকে ভাগবতের সার ব'লে একটী শ্লোক শিখিয়ে দিলেন। সেটী বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ 'কবি ও নিমির প্রসঙ্গ' বর্ণনকালে নিমির প্রতি কবির উপদেশ ব'লেছিলেন—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ-বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

যাঁ'রা কৃষ্ণসেবা-ব্রত শ্রেষ্ঠবিচারে গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'দের নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণের নামাদির কীর্ত্তনে উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়। এর ফলে তাঁ'রা উন্মত্তের মত লোকের অপেক্ষাশূন্য হ'য়ে কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও চেঁচান, আবার কখনও বা গান নাচ জুড়ে দেন।

"এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি।
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।"

গুরুদেব যে উপদেশ দিয়েছিলেন আমি তা'তেই দৃঢ়বিশ্বাস ক'রে সেই কৃষ্ণনাম কর্ত্তে কর্ত্তে আমার এই দশা হ'য়ে প'ড়েছে। যখনই সেই নাম করি, তখনই কোথা থেকে হাসি, কান্না, নাচ, গান এসে পড়ে। আমি নিজের মনের উপর একটুও শাসন রাখ্‌তে পারি না। গুরুদেবের কথার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না হ'লে জড়জগতের প্রতি আসক্তি বাড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত রসিকের সঙ্গে আলোচ্য।

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥"

একা আমি সর্ব্বদা অনেকের সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রছি।

"বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

আমি এগুলি নিজের ইচ্ছায় বশে করি নাই। কৃষ্ণনামই আমায় নাচাচ্ছে।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ ॥"

নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় রসবিগ্রহ। ভগবন্নামে চৈতন্য, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব—এই চারিটি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। নামীতে যে গুণ আছে, নামের সহিত সাম্য হওয়ায় তাহাতেও ঐ ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। তা'তেই উন্মাদ এসে আমায় নাচায়। পূর্ণবস্তুর আনন্দ পূর্ণ নয়। সমুদ্রের জলের সঙ্গে যেমন খাতোদক—ক্ষুদ্রজলের তুলনা, কৃষ্ণানন্দের সহিত সেরূপ ব্রহ্মানন্দের তুলনা। গোষ্পদের জল যে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে, সমুদ্রের জল তার পক্ষে অনেকগুণে বৃহত্তম। মায়াবাদীরা ব্রহ্মানন্দকে অতিবৃহৎ আনন্দ মনে করে, সেইজন্য মহাপ্রভু ঐরূপ তুলনা দিলেন।

প্রভুর এই সকল ন্যায়সঙ্গত তেজঃপূর্ণ মিষ্ট বাক্যগুলি শুনে সন্ন্যাসীদের মন নরম হইয়া গেল। তারা ইহার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের ব্যবহারের যে বিপরীত লক্ষ্য ক'রেছিল, তা' তখন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল।

"বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি।"
"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ ॥"

বৈষ্ণবই সারগ্রাহী [illegible] মর্ম্ম জানেন। অন্য লোকে যতই পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করুক না কেন [illegible] অক্ষম হয়।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

বহু লক্ষ যোনিভ্রমণের পর মানবজীবন লাভ। তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণমঙ্গলের জন্য যত্ন করতে হ'বে। কবে মরণ আসবে তার ত' স্থিরতা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত' আর পরমার্থ পাবার উপায় নাই। দেহের লালনটা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার লক্ষ লক্ষ যোনিভ্রমণ ত' অনিবার্য্য। যা'তে ঐ পাক এড়িয়ে যেতে পারা যায়, তার যত্ন না করলে মানুষকে বুদ্ধিমান্ বল্‌বে কে?

"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হ'বে তা'তে অনুরক্ত।"

পরকাল বা ইহলোকে ভোগ বা ত্যাগ ইচ্ছা ক'রে ভক্তির ছলনাটা ভক্তিবিদ্বেষ বা মিছাভক্তি। সাধারণলোকে যে প্রকার নরকে যায় বৈষ্ণববিদ্বেষীরা তদপেক্ষা ঘোরতর অন্ধতামসাদি নরকে পড়ে। পাপী ও অপরাধীর শাস্তির তফাৎ আছে। ফলভোগদ্বারা পাপীর পাপ কালক্রমে নাশ পায়, কিন্তু অপরাধীকে বিশেষতঃ বৈষ্ণবাপরাধীকে অত্যন্ত অধিক দণ্ড ভোগ করতে হয়। সেই দুর্গতি মনুষ্যের ভাষায় বর্ণনীয় নহে। অপরাধ করতে করতে শেষে তা'রা ভগবৎকর্ত্তৃক নিহত হন। অন্যদিকে, বাস্তবিক বৈষ্ণবগুণযুক্ত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব মনে করলে ভক্তির বিশেষ বৃদ্ধি হয়। ভগবানের বিদ্বেষী কংস অপরাধী, কিন্তু ভক্তের অপরাধী তদপেক্ষা বিষম নারকী। নামাপরাধী কৃষ্ণেতর কথাকে কৃষ্ণকথা ব'লে চালিয়ে দেয়।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

কৃষ্ণের প্রেমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ হয়। দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের অনুসন্ধান করে। অতি সৌভাগ্যবান্ না হ'লে কৃষ্ণপ্রেমা পায় না। কৃষ্ণভক্তি করলে সকলেই ভালবাসে।

এ সমস্ত বড় ভালকথা শুনে সন্ন্যাসীরা বল্লে—তোমার চেহারা দেখে সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে মনে হয়, আবার তোমার কথা শুনলে আমাদের কাণ তৃপ্ত হ'য়ে যায়। তোমার কি চমৎকার মাধুর্য্য! আমরা সকলে তোমার প্রভাবে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছি। তোমার কোন কথাই অসঙ্গত নয়। তথাপি তোমায় জিজ্ঞাসা করি 'তুমি বেদান্ত পড় না কেন?' 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' সুতরাং ভাগবত মান্‌লে বেদান্ত মানা উচিত। মহাপ্রভু বিচার কর্‌লেন—'সাধুসঙ্গের মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' সেজন্য তিনি তাঁদের কথার উত্তরে বল্লেন 'আমি সত্য বল্‌লে হয় ত' তোমাদের গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি দোষারোপ হ'চ্ছে মনে ক'রে তোমরা ক্রোধ করবে। বেদান্তের সূত্রগুলি স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপে ব'লেছেন। তিনি ঈশ্বর, তাঁর বাক্যে মনুষ্যের মত ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব, এই চার দোষ নাই। মুখ্যাবৃত্তিতে অতিসুন্দর সিদ্ধান্তগুলি তা'তে আছে। আচার্য্য শঙ্করের গুরু ব্যাস। তিনি গুরুর কথা না ধরে গুরুকে ত্যাগ ক'রেছেন। গুরু স্বয়ং যে মুখ্য অর্থ ব'লেছেন, তা'কে ঢেকে তিনি কষ্ট করে গৌণ অর্থ ক'রেছেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥"

অতএব গুরু-কৃপাতে ভক্তির বীজই পাওয়া যায়। কিন্তু অনর্থযুক্তকে গুরুজ্ঞান করলে নরকে যেতে হয়।

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥"

দুগ্ধ পুষ্টিকারক হ'লেও বিষযুক্ত হ'লে প্রাণহানি করে। একজনা শাস্ত্রে ব'লেছেন—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥
যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥"

কয়েকদিনের জন্য মনুষ্যজীবন পেয়েছি, খুব সাবধানে চল্‌তে হবে। নিশ্চিতশ্রেয়ঃ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণকে বাদ দিয়ে যদি কেউ জগতের সুবিধার জন্য গুরু ক'রে থাকেন, তবে সেই বঞ্চককে আশ্রয় ক'রে অমঙ্গলকে বরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷৹।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷৹
১৮। দ্বাদশ-আল্‌বর ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷৹
২৭। যুক্তিমল্লিকা ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। [illegible] ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি /৹
৪১। গীতাবলী /৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধন-[illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। অর্থপঞ্চক /৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /৹
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৶৹
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /৹
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স এ্যাণ্ড আক্নোলেজড ডিক্টাম ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /৹
৮৩। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1844

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার ২২৬তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ইটালী আবিসিনিয়া সংবাদ

হাবসী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইটালীয়রা মাকালে ছাড়িয়া আদিগ্রাতে পলায়ন করিতেছে; শুধু দেশীয় সৈন্যদল এখন মাকালে সংরে রহিয়াছে। হাবসীগণের গরিলা যুদ্ধের ফলে ইটালীয় ব্যূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ায় ইটালীয়রা সরিয়া যাইতেছে।

দক্ষিণেও ইটালীয় বাহিনী আনালে, গরলোগুবে ও গোরাহাই ছাড়িয়া ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতেছে। সেনাপতি নাসিবু জানাইয়াছেন যে, তাহারা উয়াল উয়ালের দক্ষিণ পর্য্যন্ত হটিয়া গিয়াছে। হাবসীরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একত্রিত হইতেছে।

জাতিস্মর বালিকার পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা বর্ণনা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীর একটি নয় বৎসরের বালিকা বলিয়াছিল যে তাহার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে; পূর্ব্ব জন্মে তাহার বাড়ী ছিল মথুরায়। সম্প্রতি এই জাতিস্মর বালিকা এমন সব কথা বলিয়াছে, যাহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের সঠিক বিস্তারিত বিবরণ মনে করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। দৈনিক 'তেজ' পত্রের স্বত্বাধিকারী লালা দেশবন্ধু প্রভৃতি দিল্লীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহাকে মথুরা জংশনে যাওয়া হইয়াছিল। সে মথুরা ষ্টেশন চিনিতে পারে এবং তাহার পূর্ব্ব জন্মের বহু আত্মীয় বাড়ী এবং মথুরার কয়েকটী ঘাট ও মন্দির চিনিতে পারিয়া উহাদের নাম বলে। আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করের মর্ম্মস্পর্শ দৃশ্যে কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে নাই। সে নিজেই টোঙ্গাওয়ালাকে তাহাদের বাড়ীর পথ দেখাইয়া দেয়। পূর্ব্ব জন্মে তাহার যে ছেলে ছিল, তাহাকে চিনিতে পারিয়া সে পুত্রের প্রতি অসীম স্নেহ প্রকাশ করে। সে যতক্ষণ মথুরায় ছিল তরুণ ছেলেকে নিকটে রাখিয়াছিল মথুরার বাড়ীতে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণই সে এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, যেন নিজের বাড়ীতেই সে আছে। মথুরার হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। দিল্লীতে ইতোমধ্যেই এক লক্ষের বেশী কৌতুহলী লোক তাহাকে দেখিয়াছে। বালিকাটি যাহা বলে, তাহা সত্য কিনা, পরীক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কাহারও সাহায্য ব্যতীতই সে তাহার পূর্ব্ব জন্মের আত্মীয়-স্বজনদের নাম বলে ও তাহাদের বাড়ী দেখাইয়া দেয়।

খেলাধূলা

বোম্বাইয়ের ২৬শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য বিপুল উত্তেজনার মধ্যে বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের ফাইন্যাল খেলা শেষ হইয়া গেল মুস্লিম টীম ২২১ রানে জয়লাভ করিয়া গত বৎসরের জয়গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল।

গতকল্য পাতিয়ালায় অষ্ট্রেলিয়ান টীমের বিরুদ্ধে নিখিল ভারতীয় টীম ঘোষিত হওয়ার পর কাইন্যালের ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেরই ঔৎসুক্য কমিয়া যায়, তথাপি ১০ টার সময় খেলা আরম্ভ হইলে মাঠে দর্শকসংখ্যা যথেষ্টই দেখা গেল।

হাতী কর্ত্তৃক মাহুত খুন

মজঃফরপুরের জমিদার শ্রীযুত মঙ্গল সিংহের একটি হাতীকে উহার মাহুত যখন নদীতে স্নান করাইতে লইয়া যাইতেছিল তখন হাতীটী হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া মাহুতকে শুঁড় দিয়া ধরিয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া হত্যা করে। পরে অনেক কষ্টে অপর একজন মাহুত হাতীটীকে বশে আনিতে সমর্থ হয়।

কলিকাতা গেজেট

কলিকাতা ২৮শে নবেম্বরের গেজেটে প্রকাশ, ১৯৩৫ সনের বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস (সংশোধন) বিল, ও বঙ্গীয় কৃষি রেজিষ্ট্রেশন (সংশোধন) বিলের জন্য গবর্ণর মিঃ এফ এ সাকছিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

খুলনা, বাগেরহাটের মুন্সেফ বাবু ভোলানাথ ঘটক খুলনা, সাতক্ষীরার মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

পাবনা সহরের প্রবেশনার মুন্সেফ বাবু শৈলেশচন্দ্র তালুকদার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত খুলনা, বাগেরহাটের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

রাজসাহী মালদহ জেলার মালদহের মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম বের সাবজজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ সদরের প্রবেশনার মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ ইদ্রিস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত রাজসাহী-মালদহ জেলার মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

মুন্সিগঞ্জ ও মপুরের প্রবেশনার মুন্সেফ বাবু কালীপদ চট্টরাজ মৌলভী আবদার রবের বিদায়কালে অথবা পুনরাদেশ পর্য্যন্ত দিনাজপুর বালুরঘাটে মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ক্যাপ্টেন বি এস সন্ধু, আই এম এস প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছেন।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর ২নং ডিভিসনের ১৭০৭ ১৭৭৯ ও ১৮৫৭ নং হোল্ডিং এর বাকি বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য ৫২৫ ধারা মতে মিউনিসিপ্যাল আফিসে পর পর ৯ই, ১০ই ও ১১ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ্য ডাকে নিলাম হইবেক ইতি ২৭।১১।৩৫

মৌলবী এস. এম, আকবর উদ্দিন বি-এ
ভাইস চেয়ারম্যান

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৫
কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফী কোর্ট
(১২)

১৩৯০ সং জারী ৩৫ দাবী ৮৯৸৩

ডিঃ শ্রীমতী রাজকুমারী কুমুদিনী দাসী দিং দেঃ কড়ু ঘোষ দিং সাং শ্রীনাথপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। নবদ্বীপ থানার টোটা মৌজায় শ্রীনাথপুর গ্রামে ৯৩ নং খতিয়ানে শ্রীমতী রাজকুমারী কুমুদিনী দাসী দিং অধীন ১৭০১ ৮ জমা ষোল আনা রকম অংশ মায় তদুপরিস্থিত মেটে ঘর ১ খানা আকর আওলাত সমেত দরদস্ত হুকুক মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ মৌজায় ৯৪ নং খতিয়ান ভুক্ত মূল্য আঃ ১৫৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ২২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯ ১৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১লা ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, সোমবার } ২২৬৩ম সংখ্যা

সামযিক প্রসঙ্গ

ভক্তিরঞ্জন-বিরহ তিথি সম্মান

গত ২৬শে নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহ-তিথি-সম্মান উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ ও শ্রীপাদ যদুনন্দন অধিকারী বি-এ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ ভক্তিরঞ্জন প্রভুর আদর্শ সেবা ও সদ্গুণাবলী বর্ণন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সঙ্কীর্ত্তন এবং ভক্তিরঞ্জন প্রভুর সমাধি পরিক্রমা হইয়াছিল। তৎপরে সমবেত জনগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পবিত্র চরিত্র শ্রবণের সুযোগ পান তজ্জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে পুনরায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন বিষমসমরবিজয়ী, পঞ্চশ্রী স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয়।

কভুরে প্রচার

গত ১৫ই নভেম্বর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কভুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত পি. সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি বি-এ, বি-এল, মহোদয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে অন্যতম মঠ-সেবক শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করিয়া ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মচারীজী তথায় তিন দিন পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সাধুসঙ্গের ফলে জীবের কি উপকার হয় তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া বলেন যে, ভগবানের উপলব্ধিকারী সাধুগণের আশ্রয় ব্যতীত ভগবান্‌কে পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি মহোদয় বিশেষ সজ্জন এবং ধর্ম্মপ্রাণ। তিনি মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারে বিশেষ উৎসাহসম্পন্ন। তাঁহার সাধুচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভক্তিকমল মহোদয়ের পাঠের পর তিনি কয়েকটি পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট সদুত্তর শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং মহাপ্রভুর বিচারবিত অমন্দোদয়দয়ার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাহা সাধারণ চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে।

মেদিনীপুর জেলায় প্রচার

গত ১০ই অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর জেলার পুরুষোত্তম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় মঠস্থ ভক্তবৃন্দ সহ তাঁহার গৃহে গমন পূর্ব্বক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র বর্ণনমুখে সাধুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

—শ্লোক ব্যাখ্যাকালে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন—দেহধারী জীবমাত্রেই সর্ব্বদা অসদ্‌বস্তুতে আগ্রহবিশিষ্ট হইতে উদ্বিগ্নচিত্ত। তাঁহারা যদি সাধুগুরুর আনুগত্যে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাতে চিত্ত নিবিষ্ট করেন, তবেই তাঁহাদের চিত্তের যাবতীয় উদ্বিগ্নতা দূর হইতে পারিবে। পাঠের পরেও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীঅমরি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিচালীত উক্ত অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন।

পাটনায়

(৩)

৪। পরবৎসর কুলীনগ্রামবাসী পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু এবার গৃহস্থবৈষ্ণবের দুইটি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন, যথা—

"প্রভু কহে, বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

তাহাতে ভাগবতপ্রবর সত্যরাজ খান জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?" প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু মধ্যম বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ করিলেন। যথা—

'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥'

অর্থাৎ যে বৈষ্ণবের মুখে নিরন্তর শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়েন, তাঁহাকে কোমলশ্রদ্ধ সকৃৎ কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মধ্যম ভাগবত বলিয়া জানিবে, তাঁহার চরণ ভজনা করিবে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও উপদেশামৃতে এরূপ উপদেশ করিয়াছেন, "দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।" 'নিরন্তর' শব্দের অর্থ—অন্তর অর্থাৎ ব্যবধান যাহাতে নাই। অন্তর বা ব্যবধান, যথা—

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥'

অথবা 'অন্তর' শব্দে ভাক্তসন্দর্ভোক্ত শ্রীজীবপাদের বচন যথা,—

'নাম্নৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-
রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥'

এই শ্লোকে ব্যবধানশব্দে দেহ (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি) দ্রবিণ (ভোগমূলে অর্থসংগ্রহ চেষ্টা) জনতা (অসৎসঙ্গ) লোভ (জিহ্বালাম্পট্য, প্রতিষ্ঠাশা বা পরদারস্পৃহা) ও পাষণ্ডতা (শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের ত্রিগুণাশ্রিত দেববৃন্দের সহিত সমবুদ্ধি, অচেতনে চিদ্বুদ্ধি বা অচিজ্জ্ঞান চেতনের উপলব্ধি-চেষ্টা, কিংবা অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত-বস্তুকাল, মণ্ডপাদি ও দেশের ইন্দ্রিয়-পাত্রের বস্তুর সহিত সমজ্ঞান, অথবা অজ্ঞানে অধোক্ষজ ঈশ্বর, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, মহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামকে জড়সাদৃশ্যজ্ঞানে মাপিতে যাওয়া প্রভৃতি নারকীয় বিচারই পাষণ্ডতার মধ্যে পরিগণিত)।

৫। তৃতীয় বৎসরে ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দর্শকের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে উচ্চারিত হয়েন, তাঁহাকে উত্তম বৈষ্ণবপ্রধান বা মহাভাগবত বলিয়া জানিবে। যথা উপদেশামৃতে—"শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।" মহাপ্রভুর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণব-সেবা প্রযোজ্য নহে, কেবল সুহৃদ্ বা জ্ঞাতি-বোধে তাঁহাদিগের সম্মান করা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ কেশব, সর্ব্বজিৎ সম্বৎ ৪৪৯

"সংসার ও ভক্তি"

গত ১৭ই আগষ্ট কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে সারস্বত-শ্রবণসদনে একটি মৈত্রী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "সংসার ও ভক্তি"-সম্বন্ধে একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটি গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার কতক অংশ গত ৭ই অগ্রহায়ণের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। অপরাংশ উক্ত পত্রের পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। শুধু 'গৌড়ীয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত না হইয়া সমুদয় পত্রিকায় যদি এই বক্তৃতাটী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। কারণ তাঁহারা সংসারী, তাঁহাদের অনেকেই সংসারের প্রকৃত কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিশেষ উদাসীন। ভক্তি-সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে ধারণা বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়, তাহার সংশোধন প্রয়োজন। 'ভক্তি' বলিতে অনেকে ভাবকেলিকেই বুঝিয়া থাকেন। একদিকে সংসারাসক্তির নোঙর বদ্ধভাবে হৃদয়ে বিরাজিত, অপরদিকে ভক্তের ভাণ, ইহা বাস্তবিকই কপটতার লক্ষণ। আসক্তিহীন অবস্থায় থাকিয়া ভগবৎসেবার অধিকারী হইতে পারিলে প্রকৃত সংসারী বা কৃষ্ণের সংসারের সংসারী হইতে পারা যায়। বিদ্যাবিনোদ মহোদয় একস্থানে লিখিয়াছেন—"সংসার দুই প্রকার—(১) মায়ার সংসার ও (২) কৃষ্ণের সংসার। জীব মায়াবশযোগ্য আর কৃষ্ণ মায়াধীশ। আমরা সাধারণতঃ 'সংসার'-শব্দে যাহা বুঝি, তাহা মায়ার সংসার। মায়াবশের বহির্ম্মুখ সংসার, তাহারই অসৎকল্প বা সংকল্পকাণ্ড। আর মায়াধীশের প্রকৃত সংসারের নাম লীলা।"

তিনি অন্যস্থানে বলিয়াছেন—অচ্যুতে ভক্তিরহিত সৎকর্ম্মই হউক, আর নৈষ্কর্ম্মই হউক, জ্ঞানই হউক আর অজ্ঞানই হউক, নীতিই হউক আর দুর্নীতিই হউক, কোনটীই সংসার-দাবাগ্নির হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তথাকথিত পরার্থতা বা জনকের ন্যায় আর্ত্তের প্রতি দয়া শ্লাঘ্য সৎকর্ম্ম বটে, কিন্তু তাহা সংসার-মোচন করিতে পারে না। নৈষ্কর্ম্মবাদী জীবন্মুক্ত মুনিঋষিগণেরও সংসারবাসনা উৎপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। * * * জ্ঞানী যোগিগণও ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে সংসার মুক্ত হইতে পারেন না। এই কথাগুলি বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বিভিন্ন শাস্ত্রবচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সারগর্ভ বিষয়গুলি যদি আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করি তাহা হইলে আমাদের আত্মমঙ্গল হইতে পারে।

সংসারের জনগণের একটি সাধারণ ভুল ধারণা (Common error) বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিম্নলিখিত আলোচনা দ্বারা অপসারিত করিয়াছেন, "অনেক সময় আমরা অজ্ঞান শিশুকে সংসারের চিন্তা ভাবনা ও জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত মনে করিয়া থাকি এবং সংসারতাপানলে দগ্ধ হইয়া ঐরূপ অবস্থার কামনা করি। বস্তুতঃ শিশুর ঐরূপ অজ্ঞানাবস্থাও তাহার সংসার-ভোগেরই প্রকারবিশেষ। অজ্ঞানাবস্থায় শিশু নানাপ্রকার কর্ম্মফল ভোগের অধীন হইয়া তপ্ত ও ক্লিষ্ট হইতে থাকে; তাহার হৃদয়ে সংসার বাসনার সুপ্তবৃত্তিসমূহ প্রকাশিত দেখা যায় না। শিশুর অজ্ঞানতা বা লৌকিক সরল ভাব তাহার সংসার-মুক্তির লক্ষণ নহে। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব দেবহূতিকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

সংসারের জীববৃন্দের অবস্থা বর্ণন করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই সংসারের জীব বিবিধ দুঃখব্যাধিদ্বারা সর্ব্বদা পীড়িত। আজ বন্যা, কাল অগ্ন্যুৎপাত ও অজ্ঞাত ভূমিকম্প, পরশ্ব মহামারী, প্রতি-[illegible] ত্রিতাপ কতই না তাহাদিগকে ক্লেশ দিতেছে। এইরূপ ব্যক্তিগণের ক্লেশ দূর করিবার যে সকল লৌকিক চেষ্টা তথাকথিত পরার্থিগণ কল্পনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কি দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইবে? ভাগবতধর্ম্ম জীবের সঙ্কট ত্রাণ করিবার জন্য যে মাহাত্ম্য-ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়াছেন, তাহাতে সাময়িক বা প্রস্তাবিত ব্যর্থ সাহায্যের কোনও কথা নাই। যে সাহায্যের দ্বারা জীবকে চিরতরে সঙ্কট-ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মঙ্গল প্রদান করিতে না পারা যায়, তাহা পুনঃ পুনঃ সংসারক্ষেত্রের মধ্যে জীবকে দুঃখ ও কষ্টের পাত্রযোগ্য করিয়া দিবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"বিবিধ দুঃখ-কষ্টে পীড়িত অতিদুস্তর সংসারসমুদ্র হইতে উত্তরণ-কামী জীবের ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা রস-সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভেলা বা সাধনোপায় নাই।"

সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"সংসার হইতে কিরূপে জীবের উদ্ধার ও পরমপাবনী ভক্তি লাভ হইবে, তাহার আদর্শ কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর লোক-শিক্ষাকল্পে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সাধক জীব ছিলেন না। তিনি স্বয়ং অবতারী কিন্তু কি আচরণ দেখাইলেন? সংসারী জীব সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া যেরূপ পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তিনি সেইরূপ গয়াশ্রাদ্ধ করিবার অভিনয়ে গয়ায় গমন করিয়া কিরূপে সংসারী জীবের পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, একান্ত নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত জগতের অন্য কোনপ্রকার কিঞ্চনতা-দর্শে আসক্তি নাই, সেইরূপ সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। তাই তিনি জগদ্গুরুগণের একচ্ছত্র গুরু হইয়াও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য উক্ত ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন-লাভের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক পুরীপাদকে বলিলেন,—

"সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥"

বস্তুতঃ জড় সংসার দুঃখ-জলধি হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রতিষ্ঠা-লাভার্থ 'ভাবকেলি' প্রদর্শন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাপ্রাণ শুদ্ধ-ভক্তির আচার্য্যের পাদপদ্ম-সেবা-ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের আনন্দময় সেবা-সংসারের সংসারী হওয়া যাইবে।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

-::०::-

২।১১।৩৫ রাত্রি ৭॥টা

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"
ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। এটী অভিধেয়-পর্য্যায়ে। এবিষয় পূর্ব্বদিন আলোচিত হ'য়েছে।

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তা'র নাহি রহে রাগ॥

কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হ'লে তদ্ব্যতীত অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥

প্রেমের ব্যাখ্যা ক'র্ত্তে গিয়ে ব'লছেন—কৃষ্ণ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করান। ঈশ্বরের প্রতি বস্তুর যে দর্শন, তা'তে ঐশ্বর্য্যাংশ। ভগবানের ভগবত্তায় ঐশ্বর্য্য থাকলে তাঁর শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মাধুর্য্য তাঁ'র নিজ মধুরিমা। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সরিয়ে দিলে ব্রজ হ'য়ে যান, তাতে মধুরিমা নাই। মধুরিমা নিজের নিজত্ব বজায় রাখে। তাঁ'র নিজ প্রয়োজনে যে রস উহা মাধুর্য্যরস। ঐশ্বর্য্য কারুণ্যের সংযোগফলে, যেখানে শক্তি-পরিচয়ে শক্তিমানের পরিচয়।

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস॥

কৃষ্ণ প্রীতিলাভ ক'র্লে ভক্তের বশীভূত হন। তিনি প্রীত হ'লে সেবাসুখ-আস্বাদনকারক যাঁরা, তাঁদেরও তদ্বিষয় লাভ ঘটে।

সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান॥

সাধনভক্তির প্রথমাবস্থা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি। প্রয়োজন-বাধা থেমে গেলে বস্তুলাভের একটা সুযোগ হয়। গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে ভজন ক'র্তে ক'র্তে যাহা ভগবান্ নহে তার নিবৃত্তি হয়।

নিষ্ঠার ত্রিবিধ অবস্থা—সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠ ও নৈর্গুণ্য। নৈর্গুণ্য চিদ্গুণভূষিত, তাতে নৈরন্তর্য্য-লাভ; ভগবানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, আত্মার্পিত হওয়া—এইভাবে বিভাবিত থাকা।

অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির পর ভাব। তা'তে নয়টী অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্-
বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে
ভাবাঙ্কুরে জনে॥

সাধনভক্তি অতিক্রম ক'রে মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থায়ী ভাবরতিতে সামগ্রীর সম্মেলন হয়। আগন্তুক বিভাবাদি দেখা দেয় বিষয়াশ্রয় উদ্দীপনা ও অনুভাবাদি লক্ষিত হয়। সাত্ত্বিক সঞ্চারী বিচার আগন্তুক হ'য়ে আসে ও চ'লে যায়।

ক্ষান্তি হ'লে প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয় না, ক্ষমা—ক্ষমতা থা'কতে সংযম। অব্যর্থ-কালত্ব কাল বৃথা যায় না, কৃষ্ণেতর কথায় কাটে না। বিষয়াশ্রয়-বিবেক হ'লে তাঁর সেবা করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য থা'কে না।

বিরক্তি—কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনুরাগ-রাহিত্য মানশূন্যতা—স্বরূপজ্ঞান প্রবল হ'লে অভিমান থাকে না। আশাবন্ধ—পূর্ণ আশা হৃদয়ে পোষণ করা যে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

সমুৎকণ্ঠা—সম্যক্ উৎকণ্ঠা, আগ্রহাতিশয্য। কৃষ্ণনামগানে সর্ব্বদা রুচি। নামগান সর্ব্বদাই হওয়া উচিত। নামগান ক'রে আসিই ভজন। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে

মায়ারে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

—ভগবানের গুণ বল্‌বার প্রবল চেষ্টা। চিদ্‌গুণ বর্ণন, অচিৎ নহে। চেতনময় গুণ আমাদের আকর্ষণ করে।

কৃষ্ণবর্ণাভাহলে প্রীতি—কোন্ বসতি স্থলে? নামে, ধামে, মহিমায়, কিরণে, তাঁর আশ্রয়ে প্রীতি।

ভাবাঙ্কুর জন্মালে এই সব দেখা যায়।

ভগবানের বিদ্বেষ কর্‌লে তিনি সংহার করেন, কিন্তু ভক্তকে আক্রমণ কর্‌লে তিনি নিজে কিছুই বলেন না। অপর ভক্তের তা'তে ক্রোধ হয়। তাঁরা তার প্রতিকার ক'রে থাকেন। **গুরু প্রসন্ন থাক্‌লে ভগবান্ রুষ্ট হ'লেও কিছু হ'বে না। কিন্তু গুরু রুষ্ট হ'লে সর্ব্বনাশ।**

জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি যখন অগ্রসর হন, তখন তাঁর বিচার-প্রণালী—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-
র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে।"
"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

শান্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—চার প্রকার রতি হ'লে বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রস হয়। সেখানে মান, প্রণয়, অনুরাগ, রাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি অবস্থা। ভাব ও মহাভাব অধিকাংশ জীবের চিন্তাতীত। মোহন মাদন অধিরূঢ় মহাভাব রাই। স্বাংশ ও কায়ব্যূহে তাহা আবদ্ধ।

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ চলে এলে গোপীগণ অধিরূঢ় ভাবের বিচারে প্রমত্ত হ'লেন। তা'তে তন্ময়তা এরূপ যে নিজেকে কৃষ্ণ-বোধ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এ সকল লক্ষ্য হ'বে, কিন্তু সাধক জীবের নিজেদের উহা লক্ষ্য কর্‌লে অহংগ্রহোপাসনা হ'য়ে যাবে। প্রেমিক, ভাবুক, রসিক প্রভৃতি শব্দ সবালীক হ'য়ে আলোচনা না করাই ভাল।

এত মত সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম সদা করয়ে গ্রহণ॥

মনটা যখন চঞ্চল থাক্‌ল না, তখন তাঁরা কৃষ্ণনাম কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এই মতে তাঁ সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ॥

সকলকে কৃষ্ণনাম প্রসাদ দিলেন। গুরুর উচ্ছিষ্ট নাম-প্রসাদ। নিজে মূলগায়ন হ'য়ে কীর্ত্তন করেন, অন্য সকলে দোহার।

তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া॥

সন্ন্যাসীর মধ্যে মাধুকর-ভৈক্ষ্যাদি পাঁচ প্রকার ভিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এখানে মূলভিক্ষা গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র আর সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন॥

গৌরসুন্দর সন্ন্যাসীদের কৃপা কর্‌লেন-এটা কৃষ্ণপ্রসাদজ কৃপা।

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরী সহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
স্নানকালে সকল লোক হয় মহাভিড়ে॥
বাহু তুলি' প্রভু বলে "বল হরি হরি।"
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি'॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইল শ্রীসনাতন॥
রাত্রি দিবসে লোকের হৈল কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল।
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইঁহা প্রসঙ্গ পাইয়া॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

রূপ-সনাতনকে সেনাপতিরূপে পাঠালেন লুপ্ততীর্থ ও অনাচারসকল দূর করার জন্য। পশ্চিম দেশ কর্ম্মী। কর্ম্মীরা অসদাচারী হ'য়েছিল। নিজে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন। বেঙ্কট-ভট্টের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁ'রা বাস কর্‌তে গিয়েছিলেন। তিরুমল বেঙ্কট ক্ষেত্র-শব্দ। তিরু অর্থে শ্রী, মালা আর বেঙ্কট 'বৈকুণ্ঠ' হ'তে।

জগৎ অভক্ত ছিল, ভক্তের কথা ছিল না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখে-ছেন—

শ্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং
বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে
পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥

সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ দ্বারা যতটা অগ্রসর হওয়া যায় ততটা প্রচার কর্‌লেন। এখন যাতায়াতের সুবিধা। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার হওয়া দরকার।'

কন্যাকুমারীকে রামানুজীয়গণ বলেন অনূঢ়া লক্ষ্মী, শাক্তগণ দুর্গা আর আমরা বলি অনূঢ়া গোপী।

এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ।

স্বদেশ

স্বদেশপ্রাণতা যাহাতে প্রবলভাবে বিদ্যমান, এরূপ মনুষ্য স্বদেশসেবাহীন বিদেশের কারাগারে বন্দীবেশে কালাতি-পাত করিতে কখনই ইচ্ছুক হইতে পারেন না। ইহা ধ্রুব সত্য যে, কাহারও পক্ষেই স্বদেশ ব্যতীত বিদেশ কখনও সর্ব্বতোভাবে সুখদায়ক নহে। 'স্বদেশ' বলিতে—যাহা আমার আত্মত্বের বিকাশী, সত্যস্বরূপের প্রীতিপ্রদ, আমার নিত্যদেহের পোষণকারী নিত্য পদার্থসমূহে সমৃদ্ধ, যাহা আমার অপ্রাকৃত নয়নমনের তৃপ্তিতোষণকারী, যাহা সর্ব্বতোপ্রকারে আমার প্রকৃত অবস্থার নিত্য অবস্থানের নিত্যশান্তিপ্রদ প্রবাহে সতত সুশীতল ভূমি, সেই দেশকেই ভজন-বিজ্ঞগণ বুঝিয়া থাকেন। যে দেশ আমার প্রকৃত অবস্থার নিত্য অবস্থানের উপযোগী নহে, যে দেশ আমাকে শান্তির প্রলোভনে আকর্ষণ করিয়া অশান্তির কবলে নিক্ষেপ করে, যে দেশ আমাকে পোষণ না করিয়া শোষণই করিয়া থাকে, যে দেশ আমার আমিত্বকে হারাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, 'আমি কে, আমার স্বদেশ কোথায়' এ সকল চিন্তা একবার ভুলক্রমেও করিবার অবসর আমাকে দেয় না, তাহা কখনও আমার স্ব-দেশ—নিজের দেশ, প্রকৃত অবস্থার নিত্যবসতিস্থলী হইতে পারে না।

স্বদেশের তত্ত্ব বিদেশবাসীর নিকট হইতে শ্রবণ করা কখনও স্বদেশতত্ত্ব জানিবার প্রকৃত ইচ্ছার কার্য্য নহে। যিনি স্বয়ংই চিরকাল—অনাদিকাল বিদেশবাসী, বিদেশ যাহার হৃদয়ে স্বদেশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, বিদেশ ছাড়া স্বদেশের কথা যিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেন না, কোনক্রমেই যিনি স্বদেশ-অভিযানের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহার নিকট স্বদেশের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তদীয় বিদেশীভাবদুষ্ট কল্পনার কুণ্ঠ ও স্বপ্নরাজ্যকে যিনি স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করেন, বস্তুতঃ তিনিও বিদেশে, বিদেশীদস্যুর কবলে, বিদেশীর কুহকমন্ত্রে মুগ্ধ; সুতরাং স্বদেশ-চিন্তা, স্বদেশ-অভিযান, স্বদেশপ্রীতিকারী হইয়া তিনিও বাস্তব স্বদেশপ্রেমিক নহেন। আমার নিজরূপের নিত্যবসতিস্থলই আমার স্বদেশ। বিশ্বে যাঁহারা 'স্বদেশ' 'স্বদেশ' বলিয়া চীৎকার করেন, 'স্বাধীন' বলিয়া অভিমানে স্ফীত হন বা স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই স্বদেশচিন্তা, স্বদেশ-প্রাণতা প্রহেলিকার দাসত্বে পর্য্যবসিত। কারণ, তথাকথিত 'স্বাধীন'-অভিমানী এবং পরাধীন-জ্ঞানে 'ম্রিয়মাণ' উভয়েই প্রকৃত স্বদেশ জ্ঞানের তমসাচ্ছন্ন কক্ষে অবস্থিত। প্রকৃত স্বদেশবাসী—নিত্যস্বদেশবাসী পুরুষ বলিয়াছেন—জীবমাত্রের মাত্র একটী স্বদেশ। সেই স্বদেশপ্রাণতা যাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত, তিনি নিত্যশান্তির অধিকারী, সেই স্বদেশসেবক পরমেশ্বরের বিদ্বেষিরূপে পরিণত হন না। তাঁহার আত্মগতোর তাঁ' স্বদেশপ্রিয়তার শিখা প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার স্বদেশ স্বাধীন—চির স্বাধীন, পরদেশী বা দেশবিদ্বেষী সে দেশে কখনও স্থান পায় না, সে দেশ নিরাক্রমণেই দেশহারা দেশ-সাধনহীন দেশবিদ্বেষিগণের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২২ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর সোম সর্ব্বাংশের সকর্ষণ গৌরসপ্তমী দামোদর রা ১১৭ ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ রা ৬।৪০ ব্যাঘাত যোগ রা ১।৫২ গরকরণ দি ২১০ গতে বণিজকরণ রা ১১৭ গতে বিষ্টিকরণ। সুপ্তাসপ্তমী।

২৩ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর মঙ্গল স্বাপু প্রত্যয় গৌরাষ্টমী হৃষীকেশ রা ১০।৫১ শতভিষা পদ্মনাভ দি ৪।৮ হর্ষণ-যোগ দি ৪।১০ বিষ্টিকরণ দি ১০।৪৯ গতে ববকরণ।

২৪ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর বুধ কৃত অনিরুদ্ধ গৌরনবমী গোবিন্দ রা ৮।৩০ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমর প্রভু দি ৬।২৯ বজ্রযোগ দি ১১।৩ বালবকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাগজে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার ।২২৭তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

আন্তর্জাতিক মহলের বিশ্বাস যে, ইটালীতে তৈল রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিলে মুসোলিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে ইটালী কর্তৃক বৃটেনের রণতরী আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বৃটিশ পক্ষ জানাইয়াছে যে, ইটালী শত্রুতা করিলে বৃটেনের সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি সহ তাহার সহিত বুঝিতে পিছপাও হইবে না। ফ্রান্সও বৃটেনকে সাহায্য করিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে ইটালীর পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্মচারী ইটালীর আক্রমণের অভিলাষ অস্বীকার করিয়াছেন।

হাবসী সৈন্যদল উয়াল-উয়াল পুনরধিকার করিয়াছে বলিয়া হাবসী সরকার যে ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ইটালী সরকার এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। হাবসী সম্রাট মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী সহ দেশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সম্রাটের গতিবিধি গোপন রাখিবার জন্য সংবাদ 'সেন্সর' করা হইতেছে।

ইটালীর পক্ষের এক সংবাদে প্রকাশ যে, তাহারা দাগাবুরের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

২৪ জনের কারাদণ্ড

বস্তিহারি হইতে প্রকাশ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজবিহারী সিংহ জেনহারা হাঙ্গামা মামলার রায় দিয়াছেন। ২৭ জন আসামীর মধ্যে ২৪ জনের দণ্ড হইয়াছে। দশ জনের ৩ দফায় ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং দণ্ড আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে দুইশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ৭ জনকে প্রত্যেক দফায় ৩মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অপর ৭জনের উপর প্রতি দফায় ২মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। শেষোক্ত সাত ব্যক্তি হাঙ্গামার সময় আহত হইয়াছিল। আসামী-দিগের দণ্ডকাল এক সঙ্গেই চলিবে।

লোকান্তরে ললিতকুমার ঘোষ

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ মাত্র কয়েকদিনের নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া ২৭শে নবেম্বর প্রাতে মারা গিয়াছেন। তিনি ১৯০৬ সালে এই কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং গত ফেব্রুয়ারী মাসে অধ্যক্ষের পদে আসীন হইয়াছিলেন। অধ্যাপনার কার্যে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

চীন-জাপান সংবাদ

জাপানী সৈন্যগণ পিপিং এর ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন ফেংতাই দখল করিয়াছে। যাহাতে চীনারা সামরিক উদ্দেশ্যে ট্রেণ, ইঞ্জিন প্রভৃতি দক্ষিণে হাংকো রেলপথে না লইয়া যাইতে পারে সেই জন্যই জাপ সেনাদল ফেংতাই অধিকার করিয়াছে। জাপানী সৈন্যরা চীনাদের সামরিক টেলিফোনগৃহ অধিকার করিয়াছে।

মিথ্যা এজাহারের ফল

বরিশালের এক সংবাদে প্রকাশ, বরিশালের সরকারী দায়রা জজ আতরবালি গ্রামের আকসর ও তাহার পুত্র ইউসুফকে পুলিশে মিথ্যা এজাহার দেওয়ার অভিযোগে ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৬শে মে রাত্রিতে মজাই কাজী এবং আরও ৭ব্যক্তি আসামীর গৃহে ডাকাতি, অলঙ্কার পত্র লুণ্ঠন ও আসামীর বাড়ী পোড়াইয়াছে বলিয়া থানায় এক এজাহার দেয়। পুলিশ তদন্তে প্রকাশ, তাহা মিথ্যা। মজাইর সহিত আসামীর শত্রুতা ছিল বলিয়াই সে ঐ মিথ্যা এজাহার দিয়াছিল।

লুণ্ঠিত সম্পত্তি ভাগ

লাহোর হইতে প্রকাশ এই জেলার কারণাল নিয়াওয়াচ গ্রামের একজন সমৃদ্ধিশালিনী বানিয়া-বিধবার গৃহে একদল ডাকাত হানা দেয়। ঐ ডাকাতদের দুইজনের নিকট বন্দুক ছিল। ডাকাতেরা ঐ স্ত্রীলোকটীকে ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে চাবী লয় এবং ৬ই ঘণ্টা ধরিয়া ঐ বাড়ীতে লুঠ-তরাজ করে। দুইজন প্রতিবেশী উহাদের সাহায্যার্থ আসিয়াছিল। ডাকাতেরা তাহাদের উপর গুলী চালায় ফলে, একজন আহত হয়। তাহারা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ৭ হাজার টাকা মূল্যের মাল চাপাইয়া চলিয়া যায় ৪মাস পরে একজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অন্যান্য ব্যক্তি ধৃত হয় বিচারে তাহাদের একজনের দশ বৎসর, পাঁচ জনের ৭ বৎসর করিয়া এবং অপর একজনের ৩ বৎসর কারাদণ্ড হয়। উহারা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করে। ২২শে নভেম্বর বিচারপতি মিঃ কোল্ডষ্ট্রীম তাহাদের একজনকে মুক্তি দিয়া অপর সকলের দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

উক্ত মামলায় আসামীদের একজন যে স্বীকারোক্তি করে, তাহাতে বলে যে, তাহারা তাহাদের লুণ্ঠিত মাল সমান ১৬ অংশে বিভক্ত করিয়াছিল, তাহাদের দলের ১০ জনের ১০ ভাগ, ২টী বন্দুকের ২ ভাগ এবং ৪টি উষ্ট্রের ৪ ভাগ। উট ও বন্দুকের মালিকেরা ঐ অংশগুলি পাইয়াছে।

শত্রুতা উদ্ধারের জন্য কন্যা হত্যা

মীরাট হইতে প্রকাশ, নূর খাঁ নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনা হয় যে, সে অন্য একজন লোককে হত্যার অপরাধে জড়াইয়া [illegible] উদ্দেশ্যে নিজের প্রায় দুই বৎসর বয়স্কা কন্যাকে হত্যা করিয়াছে। দায়রা জজ এসেসরগণের সহিত একমত হইয়া আসামীকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

বিশালকায় জাহাজ

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, কুনার্ড হোয়াইট ষ্টার কোম্পানীর বিপুলকায় জাহাজ "কুইন মেরী" আগামী ২৭শে মে তারিখে সর্বপ্রথম ভ্রমণে বাহির হইবে। আগামী সপ্তাহে এই জাহাজের ২৪ খানা বয়লারে বাষ্প উৎপাদন করা আরম্ভ হইবে। বাষ্প উৎপন্ন হইলে পর অতিযুক্ত ইঞ্জিনগুলি সর্বপ্রথমে ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ২৫ টন ওজনের হালগুলি জুড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে চালান যাইবে। আগামী মার্চে এই জাহাজের সমুদ্রপথে ভ্রমণ ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে। তৎপূর্বে ইহার ইঞ্জিনগুলি মোটের উপর কত অশ্বশক্তির হইবে, তাহা প্রকাশ পাইবে না। তবে "নর্ম্যাণ্ডি" নামক বিশাল জাহাজের ইঞ্জিনগুলি যত অশ্বশক্তির তদপেক্ষা বেশী অশ্বশক্তির, বন্দোবস্ত হইবে। 'নর্ম্যাণ্ডি' জাহাজের ইঞ্জিনগুলি মোট ১৬৪০০০ অশ্বশক্তির।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ   ২৩ কেশব   বিং   ১৭ই অগ্রহায়ণ   ৩রা ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৩৫, মঙ্গলবার   ২২৭৩ম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:০:-

যশোহর জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া তৎপরদিবস যশোহর জেলার অন্তর্গত আড়ুয়া নামক গ্রামে শুভপদার্পণ করেন। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ষ্টীমার-ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে উক্ত গ্রামনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। তথায় সকলে উপবেশন করিবার পর স্বামীজী মহারাজ শ্রীহরির স্বরূপকীর্ত্তন-কারীর স্বরূপ ও কীর্ত্তন কি, এই বিষয়ে বহু কথা বলেন। হরিকথা-প্রচারে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের চেষ্টা প্রশংসনীয়া। অপরাহ্ণে বহু ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হন। স্বামীজী শাস্ত্রীয় যুক্তি-মূলে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তাঁহার শাস্ত্রসিদ্ধান্তমূলক সদুপদেশ শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীত হন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গুহ মহাশয়ের গৃহে ঐ দিবস রাত্রিতে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরদিবসও তাঁহার গৃহে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হয়।

নড়াইল কলেজে প্রচার

গত ৭ই অগ্রহায়ণ রূপগঞ্জ-নিবাসী মহোদয়গণের চেষ্টায় নড়াইল কলেজে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মৈত্র মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ 'কৈবল্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার পূর্ব্বে জনৈক ব্রহ্মচারী উক্ত বক্তৃতা বিষয়ে প্রায় ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় বক্তার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সভাপতি প্রিন্সিপাল মহোদয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম—"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই মহতী সভার সভাপতির আসনে উপবেশন ক'রে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌ছি। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কেবল নামই শুনেছিলাম কিন্তু অদ্য তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আপনারা সকলেই বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা ন্যূনাধিক অবগত আছেন, আজ সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক সাফল্য-মণ্ডিত হচ্ছে। এঁদের মধ্যে এমন সত্য কথা আছে যাহা জগতের লোক একদিন না একদিন অবনতমস্তকে গ্রহণ কর্‌বেন। আজ সামান্য সময়েই তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পেলাম। অত্যন্ত জটিল বিষয় ইঁহারা যেরূপ সরলভাবে সাধারণের বোধগম্য ক'রালেন তাতে কেবল আমার কেন, বোধ হয় সকলেরই প্রাণে আলোকের সঞ্চার হ'য়েছে। আজ পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ এবং ব্রহ্মচারীজীর মুখে যে সমস্ত কথা শুন্‌লাম, আমার মনে হয় বিষয়টী কঠিন হইলেও স্কুল কলেজের ছেলেরাও ভালভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করতে পে'রেছে। এরূপ নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রত্যেক স্কুল কলেজে প্রচারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে হয়।

উক্ত সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীযুত গুরুদাস বসু, অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত বাবু সত্যরঞ্জন রায় (হেড্ মাষ্টার, নড়াইল ভিক্টোরিয়া হাই-স্কুল) শিক্ষক শ্রীযুত কিরণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুত গোপাল-চন্দ্র কাব্যকুসুম, হেড্ পণ্ডিত নড়াইল সাব্ ডিভিসন হাইস্কুল, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,দেওয়ান নড়াইল ষ্টেট, শ্রীযুত বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-ডি, শ্রীযুক্ত বাবু ফণীভূষণ ভৌমিক এইচ্-এম বি, শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

তৎপর দিবস আড়ুয়া নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত গঙ্গাচরণ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে স্বামীজীর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তথা হইতে স্বামীজী মহারাজ ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার আলাদাদপুরে গমন করেন।

——

আচার্য্যত্রিকের প্রভুর পত্র

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা, ২৮।১১।৩৫

প্রিয়……,

আপনার ২৩শে নবেম্বরের চিঠি পাইয়াছি। আপনি সরলতা ও ঔৎসুক্যের সহিত সেবাকার্য্য করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম সর্ব্বদা নিজের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া কিরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও মিশনের সেবা করিতে হইবে, তাহা স্মরণ রাখিবেন। মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে আমরা সর্ব্বদাই নিজসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা করিব।

আপনি শ্রীযুক্ত……প্রতি বাৎসল্যযুক্ত দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে তিনি মিশনের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

প্রভুপাদ কুশলে আছেন। আমরা কুশলে আছি। আপনার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সর্ব্বদা আমাদিগকে জানাবেন।

তদীয়—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস"

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী ডাঃ দাসের গবেষণা

———

ভারত-সচিবকর্ত্তৃক ভূমিকা

"নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ডাঃ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম্-এ (ক্যাল্) পি এইচ্-ডি (লণ্ডন) কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করিয়া লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পি এইচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন; তিনি ভক্তিশাস্ত্রী ও প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ এবং সম্প্রতি লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারত-সচিব মহামান্য মার্কুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড মহোদয় তাঁহার পরিচয়ে আনন্দিত হইয়া তাঁহার উক্ত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। ঐ গ্রন্থ লণ্ডনে মুদ্রিত প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থখানির আয়তন ১২০০ শত পৃষ্ঠা হইয়াছে। পূর্ব্বকাল হইতে ধারা-বাহিক গবেষণামূলে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস ইহাতে সম্পুটিত আছে। এই রচনা পাঠ করিয়া ডাঃ দাসের পরীক্ষক বলিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধ ডি-লিট্ উপাধি লাভ করিবার যোগ্যতাও পাইয়াছে।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ কেশব, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে"

ভগবৎসেবকগণ যখন পরস্পর আলাপ করেন, তখন ইতরকথার রঙ্গ-রসে সময়পাত না করিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে কালযাপন করেন। তাঁহাদের হাস্যোক্তির মধ্যেও ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এক কথায় তাঁহারা কৃষ্ণসেবা-ভাবনামৃতের প্রস্রবণ।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পর যখন নীলাচলে যাইয়া শ্রীজগদীশ মন্দির মধ্যে মহাপ্রেমে আপ্লুত হইয়া পড়েন, সেই সময় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে পড়ুছাগণের দ্বারা স্বগৃহে লইয়া যান এবং ঐ প্রেমের সুদীপ্ত ভাব ও 'অধিরূঢ়' মহাভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া থাকায় প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে চিত্তে সন্দেহের উদয় হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যদিও তখন বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তথাপি শুদ্ধভক্তির সহিত সম্বন্ধের অভাব হেতু মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। তবে তিনি সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। অপরের যুক্তিযুক্ত কথা উপেক্ষা করা অনেকসময় পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সার্ব্বভৌম সেই প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন না। যে-পর্য্যন্ত বিষয়টী বুঝিতে না পারিয়াছেন, সে-পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার না করিলেও বিষয়টী বোধগম্য হইলে পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা ম্লান হইবার আশঙ্কায় তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রভুর সহিত বেদান্ত-বিচারের প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য্যের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই; তাই তিনি মহাপ্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেদান্তবিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। সার্ব্বভৌম তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট মহাপ্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, তিনি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর পরিস্থিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী সর্ব্বোচ্চ; ভারতী মধ্যম ও পুরী নিকৃষ্ট। তাই গোপীনাথের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অল্পবয়স্ক। এখন তাঁহার প্রৌঢ় যৌবন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। অতএব আমি তাঁহাকে প্রত্যহ বেদান্ত শ্রবণ করাইব। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন, পুনরায় যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে উন্নীত করিব।" আচার্য্য গোপীনাথ এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দুঃখ হইবারই কথা। কারণ মহাপ্রভু বদ্ধজীবের ন্যায় রিপুবর্গের বশীভূত নহেন; তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যে শুধু জীবগণের উদ্ধারার্থই তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা—এই কথা তিনি ভালরূপেই জানেন। তাই তিনি উত্তর করিলেন—

ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা॥

বিজ্ঞের যে তত্ত্বগোচর হয়, তাহা অজ্ঞ লোকের নিকট কিছুই নহে। এই কারণেই তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছ। বস্তুতঃ ইঁহাতেই ভগবত্তা-লক্ষণের সীমা আছে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তাঁহার বহু শিষ্য ঐ সময় তথায় ছিলেন। তাঁহারা শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনি ইঁহাকে কোন্ প্রমাণে ঈশ্বর বলিতেছেন?" আচার্য্য উত্তরে বলিলেন—"বিজ্ঞগণ ঈশ্বরের যে লক্ষণ বলেন সেই লক্ষণ ইঁহাতে বর্ত্তমান সুতরাং ইঁহাকে ঈশ্বর বলিতেছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্যের শিষ্যগণ পুনরায় বলিলেন—ঈশ্বরতত্ত্ব একমাত্র অনুমানবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পাঠকগণ অবগত আছেন, ব্যাপ্তিজ্ঞান-লক্ষণই অনুমান। যথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ?" অর্থাৎ "যেখানে ধূম দেখা যাইবে, সেখানে অগ্নি আছে" জানিতে হইবে। ধূম দেখা যাইতেছে অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে, এইটী এই স্থলে সাধিত হয়। ঈশ্বরতত্ত্বও এই প্রকার অনুমানেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যত বস্তু দেখা যায়, সকলেরই কারণ আছে। পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব একটী বস্তু। সুতরাং ইহার একটি কারণ না থাকিয়া পারে না। অতএব ঈশ্বর এই বিশ্বের কারণ, এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। যাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বস্তুর কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা এই প্রণালীতেই ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন। ঐ যুক্তি দেখাইয়া শিষ্যগণ শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যকে বলিলেন, আপনি যদি এই প্রমাণ-বলে দেখাইতে পারেন যে, এই সন্ন্যাসী ঈশ্বর, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিতে পারি। উত্তরে গোপীনাথ বলিলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে অনুমান-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না। অনুমান-প্রমাণে বাস্তবতত্ত্বের ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা অনেকস্থলেই আছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত পাণ্ডিত্য-বলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শ্রুতি এই যে চারিটী প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিপ্রমাণে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার স্থান

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

——::॰::——

২০শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

শ্রোতৃবর্গের মনস্তোষণের প্রয়োজনে তাঁহাদের বিচারের অনুকূলে কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাহাতে শ্রোতৃবর্গের উপকার হয় না। অপ্রিয় সত্যবাক্য মঙ্গলের জন্য কথিত হইলেও মঙ্গল উৎপাদন করে। শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ের কোন্‌টী সন্ন্যাসীদের উদ্দিষ্ট বিষয় তাহা বিবেচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন না। সন্ন্যাসীরা তাঁহার উপদেশ শুনে বল্‌লেন—আপনার বাক্যে আমাদের কোন অসন্তোষের কারণ হ'তে পারে না। আমরা সর্ব্বতোভাবে, স্নিগ্ধ, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ কর্‌লে মঙ্গল পাব সুতরাং আপনার কথায় দুঃখের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণচৈতন্যের লীলার আলোচকগণ জানেন, তাঁহার সকল সময়ের ক্রিয়াগুলি আদর্শস্থানীয়। তাঁহার মহাবদান্যতা ও কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদানলীলা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণলীলার দর্শনে আমাদের অসমঞ্জস বিচার হয়। কিন্তু ভক্তভাবে ভগবদ্ভজনের সৌখ্য আস্বাদনার্থে যে লীলাগুলি প্রদর্শন ক'রেছেন, তাহার আদর্শ প্রয়োজনীয় বিষয়। চৈতন্যদেবের কথা উৎক্রান্তদশায় পরমোপাদেয়। ঐকান্তিক কৃষ্ণপরায়ণগণ প্রত্যহ অপরাহ্ণে চৈতন্যলীলার অনুশীলন করিতেন। তাঁহার লীলা ভজনের সুষ্ঠু উপযোগী। যাবতীয় ভক্তির অনুকূল ব্যাপার তিনি দেখিয়েছেন। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের সহিত চৈতন্যদেবের কথাবার্ত্তায় সময়ক্ষেপ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কিন্তু কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলার অনুভূতি ব্যতীত মাধুর্য্যলীলায় নাই। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব ব্রহ্মাকে জানাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহা নারদের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। নারদ তাহা কৃপা করিয়া শ্রীব্যাসদেবকে জানাইয়াছিলেন। এই প্রকারে ব্যাস-পারম্পর্য্যে শ্রুতি প্রমাণ চলিয়া আসিতেছে। মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্য দিয়া যাহা চলিয়া আসে তাহার মধ্যে ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ ভগবৎকৃপা-বিগ্রহরূপে বর্ত্তমান। বেদান্ত ও শ্রুতিগণের সারমর্ম্ম বিজ্ঞাপনার্থই শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের বহুস্থানে এই প্রকার অনেক শ্লোক আছে যাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তা বিজ্ঞাপিত করে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যদি কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ আপনাদিগকে জানান তাহা হইলে আপনারাও দেখিতে পাইবেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্।

প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা নহে। কারণ, তা'তে সেবাবিরোধী বিষয়গুলি উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রপঞ্চাতীত সেবাভূমিকায় উপস্থিতিকালে তথাকার বিচিত্রতার সহিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহিত্যে সেবার আনুকূল্য হয়। ভোগময় জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়-পরিচালনা যাবতীয় অমঙ্গলের আকর। বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকাশিত জগতে সেবার অনুকূল বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু সেবোন্মুখের নিকট মায়ার আবরণী শক্তি উন্মোচিত হয়। শ্রীচৈতন্যলীলা ইন্দ্রিয়-দ্বারা মাপিবার যোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণলীলার সন্দিগ্ধ বিষয়গুলির মীমাংসার জন্য কৃষ্ণ জীবের চৈতন্য উৎপাদনার্থ চৈতন্যরূপে জগতে এসেছিলেন, তা' না কর্‌লে মানুষ অসৎ সিদ্ধান্তে প্রবিষ্ট থেকে নারকী দশা লাভ কর্‌বে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—তিনি মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। তিনি আকর্ষণ করেন, আর আকৃষ্টগণ পরম কৃতার্থ হন। কিন্তু অন্যে'প্রবর্তগণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'লে আত্মবিনাশই বরণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব জড়াভিমান পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের বংশীর আকর্ষণে চল্‌তে শিক্ষা দিয়েছেন। গৌরলীলার সহিত কৃষ্ণলীলার আলোচনা ব্যতীত বিচারভ্রষ্ট হ'তে হয়। বংশীবদন-দর্শনের পরিবর্ত্তে কাশীর সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণের গোপী-বিলাসের বুঝ্‌তে পারে নাই। "সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। তদীয় লীলা ত্যাগ ক'রে মায়িক চিন্তাস্রোতে বিশ্বের আপেক্ষিকতার প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা লোকে অমঙ্গল বরণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকের চৈতন্যলীলার সহিত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করা আবশ্যক। প্রয়োজন-বিচারে "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" সূত্রটী চৈতন্যদেব প্রতিপাদন ক'রেছেন। ভক্তিহীন হ'লে বেদান্তের শ্রবণ হয় না। মিছাভক্তেরা বলেন—'কেবল গৌড়ীয়মঠই কি ভাগবত পাঠ ও মন্দির শ্রীবিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, আর কি কাহারও হ'চ্চে না?' প্রকৃত কথাই তাই। কপটতা কখনও হরিভজন কর্‌তে দেয় না। হরি ও মায়া পৃথক্ জিনিষ।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

ভগবত্তত্ত্ব সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব। আপেক্ষিকধর্ম্মের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত চৈতন্যের বাক্যে ভ্রান্তিশূন্যতা বুঝ্‌তে পারে না। অগৌড়ীয় কামাদি বশীভূত হ'য়ে ভাগবত বিচার কর্‌তে গিয়ে ও' বিপরীত ফল দেখাচ্ছে। গৌড়ীয়মঠ মঠ দিয়ে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করান না। তাঁ'দের মন্দির চিন্ময়।

মায়ারে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

বৈষ্ণবনামধারীদের মধ্যে অবিচার প্রবেশ ক'রেছে। তা' হ'তে মুক্ত ক'র্‌বার জন্য গৌড়ীয়মঠ যদি সত্যই শ্রৌতপথ প্রচার করেন, তা'তে মৎসরতা কেন? প্রাকৃত-ভক্ত ও মহাভক্তের পার্থক্য ত' থাক্‌বেই।

রাধিকা-মাধবের আশা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, গোষ্ঠবাটী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য, মন্ত্র পাইব যদি এরূপ মনে থাকে, তবে সমজাতীয় স্নিগ্ধ বৈষ্ণবের ভৃত্যের অগ্রেই আবশ্যকতা। বৈষ্ণবের আচার্য্যাভিমান নাই। বিষ্ণুভক্তি জীবহৃদয়েই আছে, বৈষ্ণবের সেবা কর্‌লেই তাহা উদ্বুদ্ধ হয়। বৈষ্ণবই গুরু। কিন্তু প্রাকৃতগণ—যাঁরা বৈষ্ণব নির্ণয় কর্‌তে পারেন তাঁ'দের বৈষ্ণবতা কিরূপ? "প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন। ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥" কাশীবাসী বৈদান্তিকদিগকে চৈতন্যদেব বল্লেন—ঈশ্বর অধীন বস্তুর আশ্রয়স্থল। ব্যাস ঈশ্বরের অবতার। বেদান্তসূত্র ভক্তির বিরোধী নহে। 'চৈতন্যদেবের বেদান্তে অধিকার নাই' বলায় কেবল জীবের নিকট ঐ প্রকার প্রতারণ দেখায়ে তাঁ'দের বুদ্ধির বাহাদুরী প্রদর্শন কর্‌বার জন্য ঐ প্রকার লীলা।

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি-
পদ্যতে॥"

জীব ত্রিগুণের অতীত হ'লেও মায়ার দ্বারা মোহিত হ'য়ে আপনাদিগকে ত্রিগুণান্তর্গত মনে করে এবং তার নিমিত্ত সমস্ত অনর্থ-ভোক্তৃতাকে পেয়ে বসে। ব্যাস নারায়ণের অবতার। উপনিষদের বাক্যগুলির মধ্যে সাধারণ লোকে নানাপ্রকার ভেদ দেখ্‌তে পায়।

"অসতো সদভাবশ্চ সদসত্ত্যামহং পরম্।"

ভগবান্ সৎ ও অসতের অতীত। সাধারণ মানব ভোগী ও জড়াভিমানীর তাঁ'দের সঙ্গ কর্‌লে আমাদের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হ'বে। স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তি অভক্তকে ভক্ত ব'লে জ্ঞান করে, ভগবানকে তুচ্ছজ্ঞান করে। গৌড়ীয়মঠের বিরোধী পক্ষ সকলেই অভক্ত। তাঁদের অনুকূলগণই একমাত্র ভক্ত।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

সুতরাং অবাস্তব বস্তুর উপাসক পঞ্চোপাসকেরা অভক্ত। ভগবান্ ব্যাসরূপে বেদান্তদর্শন নির্ম্মাণ ক'রে কৃষ্ণানুশীলনের সুষ্ঠু পন্থা প্রদর্শন কর্‌লেন। উপনিষদ্‌গুলির পরস্পর বিবদমানরূপে আপাততঃ প্রতীত বাক্যগুলির সামঞ্জস্য বেদান্তশাস্ত্রেই রক্ষিত হ'য়েছে। ঈশ্বরবাক্য বেদান্তে এমন কোন কথাই নাই যা'তে ভক্তিপথে প্রবেশ কর্‌বার অন্তরায় হ'তে পারে। ভ্রম—একবস্তুকে অন্যবস্তু বলিয়া ধারণা, প্রমাদ বা অনবধানতা—এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি বা শ্রবণ করা বা বলা, আমি নিজের বুদ্ধিতে বুঝে নিয়েছি এইরূপ জ্ঞান; বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা কর্‌বার ইচ্ছা; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, যথা চক্ষুর দূরদর্শনরাহিত্য, ক্ষুদ্রবস্তুদর্শনে অক্ষমতা, রোগহেতু রূপজ্ঞানের বিপর্য্যয় ইত্যাদি। ঈশ্বরের বাক্যে কখনও এই চারিটী দোষ থাকে না।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
"বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-
র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাহসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে।"

তাঁ'র কথায় হৃদয়ের সমস্ত দোষ যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাঁর বাক্যে দোষ কল্পনা করা ঈশ্বরবিরোধ, নাস্তিকতা। ঈশ্বর গোস্বামী।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

গোস্বামীর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। সুতরাং তাঁহার করণাপাটব নাই। উপনিষদের বাণীগুলির সহিত বেদান্তসূত্রের বাক্যগুলি মুখ্য বিবদ্‌রূঢ়বৃত্তিতে একই অর্থ প্রতিপাদন ক'রছে। অবান্তর উদ্দেশ্য থাক্‌লে গৌণবৃত্তির কল্পনা কর্‌তে হয়। পূজক মহাশয় শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারসেবার ছলনায় অলঙ্কার অপহরণের লোভ সামলাতে নাও পারেন। সেখানে মুখ্য বৃত্তি অপহরণ কার্য্য এবং গৌণবৃত্তি সেবার ছলনা! মুখ্য—প্রধান উদ্দিষ্টবিষয়, গৌণবৃত্তি—অপ্রধান উদ্দিষ্টবিষয়। বেদান্তের মুখ্যবৃত্তিতে তাহা ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা।

(ক্রমশঃ)

নন্দালয় ও মন্দালয়

'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।' স্বদেশসেবক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহাপুরুষের এই ভ্রমচতুষ্টয়াতীত ভূমিকার যে অভ্রান্তবাণী তদ্দ্বারা আমরা নিত্যস্বদেশের সন্ধান অতি সহজে লাভ করি। সেই গোলোক-স্বদেশের অবস্থানবৈচিত্র্যে উহা দ্বিবিধরূপে প্রতিভাত। ভক্তের ভক্তিপ্রাচুর্য্যবশে যখন উক্ত শ্রীগোলোক-স্বদেশের দ্বিবিধ প্রতীতি, তখন উহা গোলোক ও গোকুল নামে অভিহিত। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-ধামদ্বয়ের লীলাবৈশিষ্ট্য এবং উক্ত ধামদ্বয়ের অবস্থান-মাধুর্য্য ও ধামদ্বয়ের অধীশ্বরের লীলাবৈচিত্র্য পরম-নিগূঢ়। তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বিচার-সমূহ মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সহজবোধ্য ভাষায় যেরূপে সত্যানুসন্ধিৎসু স্বদেশপ্রেমিকগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তৎসমস্ত আলোচনাই স্বদেশপ্রাপ্তিজিজ্ঞাসাভিলাষীর মনোরথসিদ্ধির উপায়।

"গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিবলে গোলোক—চিজ্জগতের সর্ব্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরা মণ্ডলস্থ গোকুল জড়মায়ারচিত একপাদ-বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিক জগতে বিদ্যমান। চিন্তায় কিরূপে ত্রিপাদ-বিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদ-বিভূতিরূপ জড় জগতে অবস্থিতি করেন, তাহা জীবের ক্ষুদ্রচিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং গোকুলাধীশের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবপরিচায়ক।"

— শ্রীল প্রভুপাদ

এই গোলোকাভিন্ন শ্রীগোকুলধামই সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয় নন্দালয়। উক্ত নন্দালয় কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রাপঞ্চিক জগতে অবস্থানের দ্বারা স্বদেশ-সেবকগণকে সতত আহ্বান করিতেছেন। যাহারা স্বরূপবিভ্রান্ত ও স্বদেশহারা, তাহারাই সেই প্রকৃত স্বদেশের—নন্দালয়ের আহ্বান শুনিবার কাণ হারাইয়া মন্দালয়—সংসার বিদেশের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ। সংসার—মন্দালয়, মন্দগরিমায় সঙ্কোচে এবং নন্দালয় নন্দ—নিত্যানন্দ—সেবানন্দ গরিমায় মহান্ ও সমুচ্চে

সেই নন্দালয় বা গুরুগৃহ—শ্রীনিত্যানন্দপুর শ্রীধামই আমাদের নিত্যস্বদেশ। আর মন্দালয় বা সংসারকারাগাররূপ নিরানন্দপুরই আমাদের চির বিদেশ। এইরূপ বিদেশে বিদেশী দস্যুর আদেশে উৎপথে চালিত হইয়া আমরা যে স্বদেশ-অভিযানের সাফল্য দর্শন প্রতীক্ষা করি, উহা বস্তুতঃ-পক্ষে বাতুলের মরুভূপ্রান্তরে জল-সরসীর উদ্দেশ্যে ধাবমানের ন্যায় চিরনৈরাশ্য-প্রদ।

* নন্দ X আলয় = নন্দালয়, চির আনন্দময়ধাম। মন্দ X আলয় = মন্দালয়, চিরমন্দময়ধাম—দেবীধাম। নন্দালয় যেমন আনন্দময় স্বদেশ, মন্দালয় তেমনই নিরানন্দময় বিদেশ-কারাগার।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান হইতে দেখা যায়, মন্দালয়বাসিগণ নয়নাশ্রুবন্যায় ভাসিতেছে, দুঃখের ভ্রূকুটিতে ক্লিষ্ট হইতেছে, ত্রিতাপাগ্নিকাতে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রতপ্ত হইতেছে কিন্তু নন্দালয়বাসিগণ প্রেমাশ্রুবন্যায় ভাসমান, নিত্যানন্দসেবমান, নিত্যানন্দসেবাসুখপরায়ণ, ত্রিতাপাগ্নিকাতে সর্ব্বস্বান্ত না হইয়া ত্রিপুটির সজীবতায় সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ ও সুশান্ত। মন্দালয়ে মৃত্যুর রাজত্ব কিন্তু নন্দালয়ে তদভাব; পরন্তু মৃত্যুর স্থান তিরোভাব বিরহাদি ব্যাপার দ্বারা পরিপূরিত হইয়া উত্তরোত্তর স্বদেশ-প্রেমের উৎকর্ষবিধায়ক। তাই বলি—

"সংসার বিদেশে, কেন ভাব দেশ,
স্বদেশে ভুলিয়া ভাই।
শাস্ত্রের আদেশ, তোমার স্বদেশ,
গোলোক জানরে তাই॥
ভুলিয়া স্বদেশ, করি বেষাবেষ
লাভ হ'বে কিবা ছাই।
মায়ার আদেশে শুধু মোহাবেশে
বিদেশে কেন গো ভাই॥
সদ্‌গুরুপুর যোগমায়াপুর
নন্দালয় যার দেশ।
সে দেশের সেবা, ছাড়িয়া কেন বা
মন্দালয়ে ভাব দেশ॥
তিলেক থেক না জীবন রবে না,
এ মন্দালয় আস্তানে।
নিত্যানন্দ বল নন্দালয়ে চল
নতুবা মরিবে প্রাণে॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়
অহো, কি ভীষণ স্থানে এই মন্দালয়॥
ওহে মহাজন তব পায়ে পড়ে দীন।
নন্দালয়ে দীনে রাখি' কর চিরাধীন॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

২৩ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর মঙ্গল স্বাপু প্রত্যয় গৌণাহর্য্যা হৃষীকেশ বা ১০।৫১ শতভিষা শুক্লা দি ৫।৮ হর্ষণ-যোগ দি ৬।১০ বিষ্টিকরণ দি ১১।৫৯ গতে ববকরণ।

২৪ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর বুধ ভৃগু অনিরুদ্ধ গৌরমধী গোবিন্দ বা ৮।৩০ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমর প্রভু দি ৬।২৯ বজ্রযোগ দি ১।১৩ বালবকরণ।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার [২২৮তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——::o::—

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

ব্রেনার গিরিবর্ত্ম হইতে ইটালীয় সৈন্য সরাইয়া ফরাসী সীমান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং তৈল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞাকে ইটালী যুদ্ধমূলক কার্য্য বলিয়া মনে করিবে—এই দুইটি সংবাদ ইটালী কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিলেও ইউরোপের পরিস্থিতি বেশ গুরুতর উঠিয়াছে। ইটালীর মনোভাব বিশেষ সুবিধার মনে হইতেছে না। এই ডিসেম্বরের মধ্যে ঘটনার গুরুতর পরিণতির আশঙ্কা আছে বলিয়া মিশরস্থ ইটালীয় কন্সাল মিশর-প্রবাসী ইটালীয়গণকে ব্যাঙ্ক হইতে গচ্ছিত অর্থ তুলিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন। উপরন্তু ইটালীয় মন্ত্রিসভা এইবার রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা বৃটেন ইটালীর ক্রোধের তর্জ্জনে দমিবে বলিয়া কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ১২ই ডিসেম্বর ১৮ জনের কমিটীর যে অধিবেশন হইবে তাহাতে তৈল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। কমিটী উহা গ্রহণ করিলে ফ্রান্স আপত্তি করিবে না। বৃটেনকে ইটালী আক্রমণ করিলে ফ্রান্স বৃটেনকে সাহায্য করিবে, এই খবর এখন পাকাপাকিভাবে জানা গিয়াছে।

জিজিগার এক ইস্তাহারে প্রকাশ, দক্ষিণ রণক্ষেত্র হইতে সেনাপতি নাসিবু জানাইয়াছেন যে, হাবসীগণের বিজয়-অভিযানের পর ইটালীয়রা এখন শুধু বিমান আক্রমণেই তাহাদের যুদ্ধ সীমাবদ্ধ করিয়াছে। হাবসী রক্ষী সৈন্যদল সাসাবানের ২৫ মাইল দক্ষিণে কোরাহেনালের দক্ষিণস্থ লাইনে অধিকার করিয়া আছে।

আদ্দিস-আবাবার ২৯শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীয় সৈন্যবাহিনী কিছুক্ষণ ধরিয়া অনবরত গুলীবর্ষণ করিয়াছে ফলে একখানি ঘরও দাঁড়াইয়া নাই। হাবসীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে প্রকাশ, সহরের উপর শত শত বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছে। অধিকাংশ সেনাদল ক্ষিপ্রতার সহিত আত্মগোপন করে; আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে দেখিতে পারে নাই।

ইটালীয় বিমান হইতে গুলী বর্ষণের ফলে একটি গির্জ্জা ধ্বংস হয়। উহায় উপাসনার জন্য সাময়িকভাবে একটি মন্দির উত্থান হইয়াছিল; কিন্তু অদ্যকার গুলী বর্ষণের ফলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রার্থনারত কতিপয় মহিলাও ফলে নিহত হইয়াছে।

———

মাতার সম্মুখে পৈশাচিক ভাবে কন্যা হত্যা

বরদারী থানার ভবরপুর গ্রাম হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, একজন কৃষক পত্নীর চক্ষুর সম্মুখে তাহার ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে মাটিতে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

প্রকাশ ঐ গ্রামের তিনজন লোক অপর একজন কৃষকের জমি হইতে গবাদির খাদ্য অপসারিত করিতেছিল। কৃষকের পত্নী তাহার কন্যা সহ ঐ স্থানে আসিয়া তাহাদের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করে ইহাতে ঐ ব্যক্তিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে গুরুতর ভাবে আহত করে। অতঃপর তাহারা মাতার সম্মুখেই তাহার কন্যাকে আছাড় দিয়া মারিয়া ফেলে। ঐ তিন ব্যক্তির একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাকী দুইজন পলাতক আছে।

দুইজনের প্রাণদণ্ড

লাহোরের ২৬শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোর হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সুনরো নন্দ সিং এবং কপুর সিং নামক দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ অনুমোদন করিয়াছেন। এই দুই ব্যক্তি একটি ভয়ঙ্কর ডাকাতদলের লোক। এই ডাকাতদলের দৌরাত্ম্যে ফিরোজপুর জিলায় ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ফিরোজপুর জিলার গাড্ডা গ্রামে বিশ্বাম্বর দাস নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ডাকাতি হয় আসামীগণ উহাতে লিপ্ত ছিল।

—

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের শতবার্ষিক মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য গত শনিবার অপরাহ্ণ চারটিকার সময় ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোডস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে "রমেশ ভবনে" এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

———

গুলীমারা মামলার রায়

আজমগড় হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে নবেম্বর দোগরা গুলীমারা মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধান আসামী রাম সিং ওরফে হেমচন্দ্র ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মাখনলাল ওরফে রামচন্দ্র ব্যাস ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতায় দিবালোকে ভীষণ রাহাজানি

গত শনিবার বেলা [illegible] টার পর কলিকাতার ছোট আদালতের নিকটে রাজপথের উপর এক দুঃসাহসিক ট্যাক্সি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, চাচ্চি লেনের কোনও মাড়োয়ারী ফার্ম্মের দুইজন দারোয়ান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক হইতে ১০০, টাকা, ১০, টাকা ও ৫ টাকার নোটে ২৬০০০, টাকা লইয়া তাহাদের অফিসে ফিরিতেছিল। তাহারা ছোট আদালতের নিকটে [illegible]

[illegible]

অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে কয়েকজন একটু অগ্রসর হয়। আসিয়া দারোয়ানদ্বয়কে আক্রমণ করে প্রথমতঃ তাহাদের চক্ষে চূণের গুঁড় ছিটাইয়া দিয়া আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে বেদম প্রহার দিতে সুরু করে। যে দারোয়ানটীর হাতে টাকার থলিয়া ছিল, তাহার নাম কেউ সিং, অপর দারোয়ানের নাম হরকিষণ সিং। কেউ সিং মাথে [illegible] এক প্রকার [illegible] হইয়া ধরাশায়ী হয়। অপর দারোয়ানটিও আহত হয়। এই অবস্থায় টাকার থলি, ছিনাইয়া লইয়া গুণ্ডারা একখানা ট্যাক্সিতে উঠিয়া [illegible] দিকে পলায়ন করে। প্রকাশ যে, আহত অবস্থায় দারোয়ান কেউ সিংকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। সমস্ত ঘটনাটি চক্ষের নিমিষে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ কেশব, ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪২

শ্রুতির মুখ্যার্থ

(১)

মেধাবী জনগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি ভগবানের নির্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি সবিশেষত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময় আমরা সাধারণ ব্যাপারেও দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তির উক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ঐ উক্তির একদেশের উপর বিশেষ জোর দিয়া তাহার উক্তির বিরুদ্ধার্থ গ্রহণপূর্বক বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া থাকি। শ্রুতি-সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। মেধা যত সমৃদ্ধই হউক না কেন, তাহা অধোক্ষজ বাণী শ্রুতির মর্ম অবধারণে অসমর্থ। কিন্তু যে-পর্যন্ত ভগবানের কৃপার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত না হয়, সে-পর্যন্ত আমরা আমাদের জ্ঞান গরিমা-প্রদর্শনে উঠিয়া পড়িয়া লাগি। তাই অক্ষজ-জ্ঞানিগণ স্বকপোল-কল্পিত ধারণায় শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া বিশেষ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ প্রকার অসুবিধা দূরীকরণার্থ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতগণকে বেদান্তবিচারে পরাজিত করিয়া শ্রুতির মুখ্যার্থ স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচারের কিয়দংশ আলোচনা করিতেছি।

গতকল্য আমরা "অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে" প্রবন্ধে দেখিতে পাইয়াছি, মহাপ্রভুকে জীব-বিশেষ জ্ঞান করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার সন্ন্যাস সংরক্ষণার্থ বেদান্ত-শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা স্বীয় ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ সার্বভৌমের ঐ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সার্বভৌমের ঐ প্রকার উক্তির কথা মহাপ্রভুকেও বলিয়াছিলেন। কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের আচারলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, সার্বভৌমের সঙ্গে তোমাদের ঐ প্রকার বিতণ্ডা করা উচিত হয় নাই। তাঁহার উক্তিতে আমার প্রতি যে তাঁহার স্নেহ আছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরে একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণের জন্য বলিলেন। মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন,— আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য। সার্বভৌম বেদান্ত পাঠ করিয়া মায়াবাদ-ভাষ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা হইল। মহাপ্রভু মৌনাবলম্বন পূর্বক শ্রবণ করিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। অষ্টম দিবস মহাপ্রভুকে মৌন থাকিবার কারণ সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন,—"আপনি বলিয়াছেন, বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাই শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া মৌন হইয়া রহিয়াছি। বেদান্তের সূত্রসমূহ বুঝিতে কোনও কষ্ট হইতেছে না, কিন্তু আপনি যে ভাষ্য করিতেছেন তাহা, আমার মনে হয়, সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে। উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্যার্থ, তাহাই বেদব্যাস সর্বসাধারণের উপকারের জন্য 'ব্রহ্মসূত্রে' উদ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। সেই মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিলে শব্দের 'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়িয়া 'লক্ষণা' করা হয়, উহা অমঙ্গলজনক। বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতি-প্রমাণই অমল-প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে হইলে তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

বাক্যসমূহের অর্থ সূর্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। কিন্তু মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত-ভাষ্যরূপ মেঘ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব ধর্মবশতঃ ঈশ্বরধর্মে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে সেই বৃহৎ ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর— ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ সর্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত। সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে সকল শ্রুতি তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষই স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলিতেছেন—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

এই শ্লোকে ভগবান্ যে চলিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন, দেখিতে পারেন, বুঝিতে পারেন এবং তিনি যে সকলের দ্রষ্টা তাঁহার দ্রষ্টা যে আর কেহ নাই তাহা স্পষ্ট রূপে বলা হইয়াছে। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাকৃত জনের পরিবর্তে ঐসকল ইন্দ্রিয় যে অপ্রাকৃত এবং তাঁহার যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাহাও এই শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" বাক্য এবং অন্যান্য শ্রুতির এ প্রকার আরো অনেক বাক্যে জানা যায় যে, এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে এবং ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সকল শ্রুতি-প্রমাণে পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম কি-প্রকারে নিরাকার, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক হইতে পারেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদের "বহুস্যাম্" বাক্যে ভগবান্ যখন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" এই শ্রুতি-বাক্যমতে তিনি প্রাকৃত শক্তিতে ঈক্ষণ করিলেন। সে সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবান্ যে মন দ্বারা চিন্তা করিলেন ও যে নয়ন দ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বেও যে ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন আছে, ইহা সর্ববেদসম্মত। উপনিষদের প্রায় সর্বত্রই 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণ অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্; ইহাই বেদের মুখ্যার্থ। বেদের মুখ্যার্থ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং
নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

রাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা

বক্তা—শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ

তাং ২০।১০।৩১ সায়াহ্ন

আমরা মহাপ্রভুর শৈশবচরিত আলোচনা ক'রতে গিয়ে দেখতে পাই— গৌরসুন্দরের অন্নপ্রাশনের কালে রুচি-পরীক্ষার জন্য নানাবিধ বস্তু স্থাপিত হ'লেও তিনি ভাগবত আলিঙ্গন করলেন। তাতে বিজ্ঞ লোকে বুঝলেন যে, তিনি ভাগবত-ধর্মই প্রচার করবেন। স্বয়ং ভগবান্ জীবের ভাগবতের প্রতি অনাদর দেখে, ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্যের বোধে অসামর্থ্য বুঝে সেই ভাগবতের সেবা-প্রচারার্থ অবতরণ করলেন।

"এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥"

গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবত, উভয়ই গোলোক হইতে অবতীর্ণ। 'গ্রন্থ'-শব্দে আমরা প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষ মনে ক'রে থাকি। কিন্তু অপ্রাকৃত জগৎ হ'তে অবতীর্ণ বস্তু ভাগবতের সঙ্গে অন্য প্রাকৃত গ্রন্থের সাম্যচিন্তা করতে গেলেই অপরাধ। অভক্ত ও ভক্ত, জাগতিক শব্দ ও বৈকুণ্ঠ শব্দ, গ্রাম ও ধাম প্রভৃতি একজাতীয় বস্তু নহে। প্রথমটী মায়িক জগতের হেয়তা, অবরতা, নশ্বরতা-ধর্মে অবস্থিত ও অপরটী সর্বোত্তম, নিত্য ও নবনবায়মান হইয়া কৃপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ। শ্রীভাগবত গ্রন্থ স্বয়ং ভগবানের তনু, মলিন জীবের প্রতি কৃপা-নিমিত্ত আবির্ভূত হলেন। পদ্মপুরাণে এই ভাগবতের পরিচয়ে বললেন—

'পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ, তৃতীয়তুর্যৌ
কথিতৌ যদূরূ,
নাভিস্তথা পঞ্চম এব, ষষ্ঠো ভুজান্তরং
দোর্যুগলং তথান্যৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্ নবমো যদীয়ো, মুখারবিন্দং
দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু
দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং
সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্রসেতুং ভজামহে
ভাগবত-স্বরূপম্॥'

যিনি অজিতকে জয় এবং স্বাধীনকে অধীন করেন তিনিই ভাগবত। 'সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।' এই ভাগবতের সেবাকাঙ্ক্ষী যাঁরা, তাঁরাই ভগবান্‌কে নিজ হৃদয়ে অবরুদ্ধ করতে পারেন। যাঁরা নিত্যসেবক তাঁদের কথা বেশী বলবার নয়। আমাদের বাক্য, মন, দেহ বুদ্ধিবৃত্তি আমাদিগকে অসৎ জগতের কিয়দংশের দর্শন করায়। কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীমদ্ভাগবতকে যদি আমাদের অক্ষজজ্ঞানের সাহায্যে পাঠ ক'রতে যাই, তা'তে আমরা মনোধর্মের তৃপ্তিমাত্র ক'রতে পারি; কিন্তু নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের আস্বাদন পা'ব না। রিপুর বশীভূত থেকে অপটু ইন্দ্রিয়ের পরিচালনে কদাপি ভাগবতবিচার করা চলে না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥"

আমাদের মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও চালক। মনের দোষে সমস্ত ইন্দ্রিয় অসৎ বস্তুতে আসক্ত থেকে অসৎ কার্যেই ব্যাপৃত থাকে। ড্রাইভারের দোষেই গাড়ী বিপথে গিয়ে বিপদ ডেকে আনে। মনকে নিগ্রহ ক'রতে পারলে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সুপথে চালান যেতে পারে। তখন দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা নিয়মিত হ'তে পারে।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র মালিক হৃষীকেশ ভগবানের পরমপবিত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য যিনি নিরন্তর চাব্বিশ ঘণ্টাই হৃদয়ে ধারণ ক'রে আছেন, তাঁর কথায় কাণ দিয়া যদি আমরা শ্রবণ করি, ত'বেই ভাগবত শ্রবণ হ'বে। আমরা আগে কাণে শুনে মন দ্বারা পরে চালিত হই। জগতের কথা শুনে মন সমল হ'য়েছে। ভাগবতের মুখে, শ্রীগুরুদেবের নিকট নিষ্কপটে প্রপন্ন হ'য়ে ভগবৎকথা শ্রবণ ক'র্‌লে আমাদের হৃদয়কে নির্ম্মল ক'রে ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে বাস ক'র্‌বেন।

বর্ষাকালের ঘোলাজল নির্ম্মল কর্‌তে আমরা তা'তে ফিট্‌কিরি প্রয়োগ করি। তা'তে যদিও জল নির্ম্মল হ'ল, তথাপি তার সঙ্গে ফিট্‌কিরিও আমাদিগকে গ্রহণ ক'রতে হ'ল। আবার জলের ময়লাটা নীচে থিতিয়ে থাকে, সামান্য নাড়াচাড়া পেলেই আবার জল ঘোলা হ'য়ে যায়। কিন্তু শরৎকাল হ'লে কারও কোন চেষ্টার দরকার হয় না। আপনা হ'তেই জল নির্ম্মল হ'য়ে যায়। এ সমস্ত ময়লা জলদেশে জমাট বেঁধে যায়। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি যোগাদিমার্গে গমনকারীদের এই প্রকার সুদৃঢ় চেষ্টাগুলি সামান্য কামাদির প্রভাবে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু

"হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥"

ভগবান্ হৃদয়ে অবস্থান কর্‌লেই কামদেবের প্রভাবেই সমস্ত কামাদি সহজেই দমিত হয়। নিষ্কপটে ভাগবত-সেবারা ভাগবত বুঝ্‌তে পারে। ভাড়াটিয়া লোকের মুখে ভাগবত শুনা যায় না। ভক্তই সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে শিষ্যশিষ্যকে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি ত' নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে থাকেন।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং
হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

সংসারে কয়টী বস্তু আছে, তা'দের পেয়ে আমরা নিজদিগকে বড় ব'লে অভিমান করি। তাহা রূপ, অর্থ, কুল, বিদ্যা। এই চার প্রকার অভিমান লোকের থাকে। পণ্ডিত মূর্খকে, ধনী দরিদ্রকে, রূপবান্ রূপহীনকে এবং কুলীন অকুলীনকে অধীন মনে ক'রে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা অল্প চিন্তা ক'রলে দেখ্‌তে পাবেন—টাকা আমার সেবক নহে, আমি টাকার সেবক। তা'রা সব আমাদিগকে নিজের অধীন ক'রে ফেলেছে। এই চার বস্তুদ্বারা কখনও ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে না।

"মহাচিন্তা ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝায়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-
গোচরম্॥"

তিনি অনন্ত। সংসার সীমাবিশিষ্ট। ঐশ্বর্য্যমাত্র ভগবানের সেবা ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করে। সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র মালিক ভগবান্। কোন লোকের কাছে তার সেবাবুদ্ধি পরীক্ষার জন্য ভগবান্ ঐশ্বর্য্য গচ্ছিত রাখেন। সুতরাং কোন লোকের ঐশ্বর্য্য ভগবানের সেবায় লেগে গেলেই সার্থকতা হ'য়ে যায়। বিদ্যা, কুল, রূপ, এ গুলিও যার যা আছে তা' দিয়ে ভগবৎসেবা কর্‌তে পার্‌লে ধন্য হ'য়ে যাবে, তার জীবন্মুক্ত হ'বে। কিন্তু নিষ্কপট—কপটতাহীন না হ'লে কিছুই হ'বে না। জাগতিক জ্ঞান, কর্ম্ম, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি যাবতীয় কপটতা ছেড়ে যদি তাঁর পাদপদ্ম একমাত্র আশ্রয় করি, তবেই ভাগবত শুনবার অধিকার পাব। আমরা সকলে কায়, মন ও বাক্য যদি ভগবানের পদকমলে অর্পণ করি, যিনি ভগবানের নিজজন, তাঁর কাছে যদি দিয়ে দিই, তবে তিনি ভগবানের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। ঠাকুরের সঙ্গে পূজারীর সম্বন্ধ। ভগবান্‌কে যিনি বশ ক'রেছেন, তাঁর কাছে কিছু দিলে তিনি ভগবান্‌কে দিয়ে দেন। কপটতা না থাক্‌লেই হ'ল। ভগবানের প্রীতি-অর্জ্জনের চেষ্টাই নিষ্কপট অবস্থা। ভগবানের কাছে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা, তাঁর কাছে বিনিময়ে কিছু সুবিধার বন্দোবস্ত করা—কপটতা। বাহিরে ত্যাগীর সজ্জা থাক্‌লেও ভগবান্ ভাবগ্রাহী, ভাব অনুসারেই ফল দেবেন। সুতরাং ভগবান ও ভক্তের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রতে হ'বে। এরূপ ক'র্‌লেই অঘটনঘটনপটীয়সী ভগবানের দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম ক'রে মায়াধীশের পাদপদ্মে আশ্রয় পাওয়া যায়।

অনেকের জ্বর সেরে গেলেও স্বাস্থ্যলাভ ক'র্‌তে পারেন না। অগ্রে রোগ হ'তে মুক্তি, পরে স্বাস্থ্যলাভের চেষ্টার আবশ্যক। শুধু রোগ মুক্ত হ'য়ে থাক্‌লে অবশেষে আবার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু উত্তম স্বাস্থ্য লাভ কর্‌লে সহসা আক্রমণের ভয় আসে না। মায়ার হাত থেকে এড়ানটা রোগমুক্ত মাত্র। মায়াধীশের পাদপদ্মে আশ্রিত হওয়াই প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ।

ভগবান্ প্রথমেই কঠোরভাবে গান কর্‌লেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

আমার এই গুণময়ী মায়ার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায় নাই। মানুষের চেষ্টা কতটুকু। সৃষ্ট উৎকৃষ্টতম জীবেও এড়াতে পারে না। পরে অতি সহজ উপায় ব'লছেন—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

একমাত্র আমার ভজনেই সেই মায়াকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে, আর কোন পথ নাই। মানবকল্পিত অন্যান্য পথ বৃথা তুষাবঘাত মাত্র। যে মায়া আবরণ দিয়ে বিক্ষিপ্ত ক'রেছে, সেই মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যদি ভগবচ্চরণে, তদীয়ের চরণে নিষ্কপটে শরণাগত হ'তে পারি। ষোল আনা না দিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। মানুষও নিজে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না, তবে কিরূপে দান ক'র্‌বে। অতএব যিনি ষোল আনা দান ক'রে ভগবান্‌কে বশ ক'রেছেন, তাঁর নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌তে পার্‌লে তিনি তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন। নিষ্কপট যে পরিমাণে হ'তে পার্‌ব সেই পরিমাণে ভগবৎসেবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। গুরুদেব আমাদের অনাদি সংসার হ'তে মুক্ত ক'রে তদীয় আরাধ্যদেবকে দিয়ে দিবেন। যদি কপটতাশূন্য হ'য়ে প্রভুর নিজজনের পাদপদ্ম আশ্রয় করি তবে নিশ্চয় উদ্ধার পা'ব।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁ'দের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁরা কপটতারহিত হ'য়ে কায়-মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হন, তা'হলে সেই দুস্তর অলৌকিক মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য দেহের প্রতি 'আমি আমার' অভিমান থাকে না।

আমরা যে শরীর পালন কর্‌তে সমস্ত জীবন ধ'রে এত কষ্ট ক'র্‌ছি, তাহা পতিত হ'বে ও শেষে কুকুর শৃগালে খা'বে। বিরূপে থেকে কুকুরের ভক্ষ্য বস্তুতে আমার-বুদ্ধিতে দেহের সম্বন্ধ হওয়ায় জীব দৈবী মায়ার হাত থেকে মুক্তি পা'চ্ছে না। দেহ মাতা পিতা দিতে পারেন। দক্ষ—সংসারবুদ্ধিতে পটু। তিনি অকালশত্রু বৈষ্ণবপ্রবর শিবের নিন্দক। গুরুবৈষ্ণবের নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন ক'র্‌তে হ'বে। জিহ্বা কেটে দিলে আর কখনও নিন্দা-কথা বল্‌তে পার্‌বে না।

ভাগবতের বেত্রাঘাত শিষ্যের পরম মঙ্গলের হেতু। তা' সহ্য ক'রেও গুরুপাদপদ্ম বিশেষভাবে আঁকড়িয়ে ধর্‌তে পারলে মঙ্গল। দেহের সম্বন্ধীয় বস্তুতে আত্মবুদ্ধি কর্‌লে বিবর্ত্ত এসে গ্রাস করে। সেই বিবর্ত্তটা নষ্ট হ'বে কেবল ভাগবতে আত্মসমর্পণ ক'রলে। ভক্তসেবা না কর্‌লে ভগবানের আনন্দ হয় না। সেবাতেই ভগবান্ বাধ্য। কৃষ্ণকে আকর্ষণ কর্‌তে সেবাই আবশ্যক। গুরুদেবের মুখে বীর্য্যবতী কথা শ্রবণে তদীয় কৃপায় আত্মজ্ঞান ও ভগবজ্‌জ্ঞান উপস্থিত হ'য়ে যায়। যদি কদাচিৎ কপটতা থাকে, তা' সরলভাবে প্রকাশ ক'র্‌লে তিনি আমাদের প্রতি স্নেহবান্ হয়ে আমাদের অসুবিধা দূর ক'রে দেন। কপটতা পরিহার ক'রে শরণাগতিই একমাত্র কল্যাণ-লাভের পথ।

'বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥'

বেদনা ব্যথিত

আমার হৃদয় ভেঙেছে ব্যথার আঘাতে—
মোহ-কষাঘাতে চোখে বহে ধার।
দূরে, অতিদূরে, অতীব সুদূরে
নিরাশার সুরে রোদন আমার॥

কি ব্যথায় মোর শত ভাঙ্গা বুক,
কি বেদনাতে ম্লানিরস মুখ,
হরি-গুরু-পদ-সেবনবিমুখ,
পাপচিত্ত দহে দহনে চিতার॥

আমার দেখাতে আঁকিতে বেদনা,
বিফলিত মোর বিপুল সাধনা,
সেবাসেবী কেন মলিন বেদনা,
বেদনা ব্যথিত মুক্তগতি তাঁর।

দেবতা আমার কৃপা-পারাবার,
কৃপাডোরে মোরে চাহে বাঁধিবার,
চির কলুষিত আমি দুরাচার,
মোহবশে কভু না ভজিনু সার॥

হে দেবতা তব নিবেদি চরণে,
বেদনা ব্যথিত পলাযিত জনে,
বন্দী কর দেব তব সেবোদ্যানে,
প্রেমি' মম পাশে সেবক তোমার॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

২৪ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর বুধ কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরমণী গোবিন্দ দং ৮।৩০ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমৃত যোগ দং ৮।২৯ বজ্রযোগ দং ১।১৩ বালবকরণ।

২৫ কেশব ১৯ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কালগোবিন্দস্বামী গৌরমণী মধুসূদন দং শেং ৬।৯ উত্তরভাদ্রপদ অশ্লেষা দং ১।৪৯ অমৃতযোগ দং ১০।৩ তৈতিলকরণ দং ৭।২০ গতে গরকরণ দং শেং ৬।৯ গতে বণিজকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [২২৯তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজসভায় বঙ্গ গভর্ণরের বক্তৃতা

গত শনিবার কলিকাতায় সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজসভায় বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

অগ্নিকাণ্ডে ৩টি গুদাম ভস্মীভূত

গত শুক্রবার গভীর রাত্রিতে ৯৩ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে ক্যালকাটা জুট মানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর গুদামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ১২টার সময় একটী গুদামে আগুন লাগে এবং দেখিতে দেখিতে আগুন আরও দুইটিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ৯টী দমকল সারারাত্রি কাজ করিয়াও আগুন নিভাইতে সক্ষম হয় নাই। শনিবার প্রাতে ১০টার সময় আগুনের প্রকোপ প্রশমিত হয়; কিন্তু রাত্রি ৯টায় আগুন সম্পূর্ণরূপে নিভিয়া যায় নাই। দুইটী প্রেস ও টিনের গুদাম ও একটি পাকা গুদামের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। প্রত্যেকটি গুদামই কাঁচা পাটের বেলে ভর্ত্তি ছিল। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ১০ হাজার টাকা হইবে।

———

লোকান্তরে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার

লণ্ডনের ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গ ভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে তিনি নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট হইয়া আসেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি "কাষ্ঠ সরবরাহ" বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বেড়াইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

জাল গোয়েন্দা সাজিয়া প্রতারণা

জাল গোয়েন্দা পুলিশ সাজিয়া প্রতারণার অপরাধে গোপালগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ আমেদ হরলাল কর্ম্মকারকে ১ বৎসর ও অপরকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ, কোতয়ালী পাড়ায় কালীপদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন গোয়েন্দার ভ্রাতার পর আসামী হরলাল কর্ম্মকার ও অপর কয়েক ব্যক্তি পুলিশের পোষাক পরিয়া ফরিয়াদী কালাকুমার কর্ম্মকারের বাড়ীতে যায়। ঐ সময় বাড়ীতে কেন পুরুষ মানুষ ছিল না। আসামীগণ এই সুযোগে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যাইবার ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে।

———

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

লক্ষ্ণৌর ৩০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাদেশিক স্বাস্থ্য-বোর্ড প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটীকে তাহাদের জলের কল সংস্কার সম্পর্কে এক পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ জলের কলের জন্য উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়

লক্ষ্ণৌর ৩০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮শ বার্ষিক কনভোকেশন হইয়াছে। চান্সেলার যুক্তপ্রদেশের লাটের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চান্সেলার ডাঃ আর পি পরাঞ্জপে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মোট ৫৫৭ জন ছাত্রছাত্রী ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী পাইয়াছেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ বার-এট-ল এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রস্তাব

বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের রিপোর্ট শনিবার দিন সেনেটের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার পর উক্ত রিপোর্ট ২৮-১৩ ভোটে অনুমোদিত হইয়াছে।

বেকার যুবক সম্মেলন

গত শনিবার কলিকাতা টাউন হলে নিখিল বঙ্গ মধ্যবিত্ত যুবক সম্মেলনের প্রথম দিবসের অধিবেশন হইয়াছে। সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলন উপলক্ষে টাউন-হলে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ হইতে একটী ছোট কুটির শিল্পের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

সাইকেলে ভ্রমণ

বহিরগাছি (নদীয়া) সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত বলাই মুখার্জ্জি গত ১৬ই অক্টোবর নদীয়া হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে সাইকেলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, ঝান্সি, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর হেট হইয়া বর্ত্তমানে আগ্রায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার প্রায় ১২০০ মাইল ভ্রমণ হইয়াছে। তাঁহাকে পথে বিশেষ কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা আইন

মধ্যপ্রদেশের ১৯৩৫ সালের কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা আইন বড়লাট অনুমোদন করিয়াছেন। ঐ আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টকে কার্পাস ও অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য মার্কেট স্থাপন ও মার্কেট কমিটি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ সব কমিটি যুক্তসঙ্গতভাবে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কৃষিপণ্যের বাজার স্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না। ইহা ভিন্ন বর্ত্তমানে বাজারে যে সব দুর্নীতি আছে তাহাও বন্ধ করা হইবে।

মোটর লক্ষ করিয়া গুলীবর্ষণ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, চরসাদার এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পত্নী মিসেস ক্লাউটন যখন মোটরে চরসাদা-টাঙ্গী রোড দিয়া যাইতেছিলেন তখন দস্যুগণ তাঁহার মোটর লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোঁড়ে। ভাগ্যক্রমে কেহ হতাহত হয় নাই। তাঁহার মোটরের পিছনে অপর এক মোটরে অনেক সিপাহী ও পারিতোষিক সামগ্রী ছিলেন। দস্যুগণ তাঁহার মোটরের প্রতি গুলী বর্ষণ করে ও তাঁহাকে জখম করে। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল।

রাজবন্দীদের পরীক্ষাদানের অনুমতি

গত শনিবার সিনেটের এক অধিবেশনে প্রায় চার শত রাজবন্দীকে আগামী বৎসর (১৯৩৬ সাল) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ২৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯ ১৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার ২ [illegible] সংখ্যা

শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা

পতিত নগণ্য আমি বিপথেরে সত্য পথ ব'লে,
গড্ডলিকাপ্রবাহ সাথে যেতেছিনু নিরবেতে চ'লে।
শুকি' শাখা উপল খা, বৈরাগিরা সর্ব্বনাশমূল;
অন্ধমোহে, অন্ধকারে আলো ব'লি' করেছিনু ভুল।
হরি-সেবাহীন ঘৃণ্য জীবন— মৃত্যু নামান্তর,
সে ছার জীবন ব'হিয়া বহিয়া গন্ধ নিরন্তর।
সেবা-বিমুখতা হ'য়েছে আমার পথের পাথেয় ধন;
সে ধন রক্ষণে নিযুক্ত আমার সঙ্গী অনেক জন।
(আমি) মৃত্যুর দেশে মহা আদরে গা'হতা মরণ-গীতি,
মৃত্যুপথের বান্ধবগণে দিতেছিনু যত প্রীতি।
কি এক মাদকে রহিয়া বিভোর মায়ার গোলামী করি,
জ্ব'লনা বিষের বিষম জ্বালায় আবার তা'রেই বরি॥
মায়া-বিমোহিত মায়া-মৃগ হ'য়ে মরুভূমে খুঁজি জল,
মরু পিপাসায় বুক ফেটে যায় অসহ তৃষ্ণানল॥
করুণার কথা কেহ নাহি কহে, সবে মহা নিদয়,
(তা'রা) মনকে আমার কুপথ দেখায়ে দেয় পরিচয়।
আমারি মতন কোটি কোটি জন, মরমে বেদনা ভার,
মায়ার পীড়নে সতত ফেলিছে তপ্ত নয়নধার।
আর্ত্ত জীবের উচ্চ হাহাকারে ভুবন গেছিল ভ'রে,
তাই তো এসেছ হে কৃপা-নিধান, আচার্য্যমূর্ত্তি ধ'রে।
কৃষ্ণবিমুখতা, ক্লেশের নিদান —ঘুচাইতে ভবরোগ;
করুণা করিয়া শিখাইছ দেব! বিমল ভক্তিযোগ।
কৃপায় তোমার জীবহৃদয়ের ঘুচায় তিমির রাত,
শ্রীনাম-তপনের অমল কিরণে প্রসন্ন সুপ্রভাত।
প্রভো!
গোলোকের প্রেমে পূর্ণ পসরা আনিয়া ধরার দ্বারে,
পাঠায়ে দিয়েছ আহ্বানলিপি,—যে র'য়েছে কারাগারে॥
(তব) নিজ জনগণ তোমারি আদেশে ভ্রমিছে সকল স্থান,
আমার মতন অধম জনারে জানাইতে আহ্বান॥
কে কোথা র'য়েছে পতিত-পীড়িত তাদেরই অন্বেষণ,
নিখিল জনের দুয়ারে দুয়ারে কৃপা-গাথা প্রচারণ,
পরোপকারক মিত্র তাঁদের, কৃপা পড়েছে আজ,—
সবারে জাগাবে ঘোরঘোর রবে, ঘুচাবে তাড়া লাজ॥
আবাহন গানে জাগ্রত প্রাণ কৃপাকর্ষণে ছুটিয়া আসি।
জগজ্জনা চরণ-ছায়ায় লভিছে অতুল রতনরাশি॥
(মোর) জাগিল না প্রাণ, বৃথা অভিমান, রহিনু বঞ্চিত তাই!
দিবসের পর কাটিছে দিবস, আয়ু যে অস্ত যায়।
বহির্মুখ হ'তে মায়ারে ভজিয়া ল'ভয়াছি সংসার।
কারাকক্ষের শৃঙ্খলপাশে জড়াইছি অনিবার॥
বাণীতে তোমার নব-চেতনায় কবে বা জাগিব আমি,
শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে গা'হব তোমারি বাণী॥
নানা প্রয়োজনে ঘুরিতেছি দেব, মূল প্রয়োজনে ভুল—
জড়ের নেশায় মায়ার সেবায় রহিয়াছি মসগুল।
কৃপা কর প্রভো, তোমার চরণে যাচি হে অকিঞ্চন,
অধনের তরে আর যেন কভু না ধায় আমার মন।
মাটির জ্ঞানের অন্ধ কারায় কতকাল আর রহিব প'ড়ে?
এই ধরণীর তিক্ত অভিজ্ঞতা, নিত্য কি তারেই সঙ্গী ক'রে?
না ভজিয়া তোমা, দিন বৃথা যায়, এ বেদনা কবে তীব্র হবে?
সকল কর্ম্মে, সকল ভাবনে, চরণে আত্ম জানাব কবে?
দেব! অসীম তোমার করুণার ধারা, তাহারো নিকটে যায়।
সেবাহীন যা'র ব্যর্থ জীবন সতত কুপথে ধায়॥
(তব) করুণা প্রবাহ সুদৃঢ় ক'রে কারাবন্ধন শিকল কেটে।
সেবা-যজ্ঞের অমৃত চরু করুণার পারে দেয় গো বেঁটে॥
প্রাচী প্রতীচীর সারা বিশ্বের যতেক সুজন সুধী।
বাণীতে তোমার লভিয়া জীবন বাঁটিছে শ্রীনামনিধি॥
দেশে দেশে যাঁরা ছিল বিভক্ত— না ছিল মিলন-আশা।
তব পদতলে মিলিত তাঁ'দের কণ্ঠে সেবার ভাষা॥
কৃপাশীষে তব বিমুখ বিশ্ব সেবা উৎসবে উঠেছে মেতে।
গোকুলনাথের নামযজ্ঞেতে চৌদিকে মধুর 'বাজনা' বাজে
অবিদ্যাপীড়িত মোদের লাগিয়া এনেছ গোকুল-ধন।
মৃতসঞ্জীবন কৃষ্ণনামসুধা করিছে বিতরণ॥
নাহি আর শোক, দূরে ভবরোগ, এসেছে বৈদ্যরাজ।
ভবব্যাধি নাশি' দিবে অমৃত ঐ তব কৃপা আজ॥
শুদ্ধ সুনির্ম্মল ভক্তিভাগীরথী বহালে মরুতে আনি।
চির অচেতনে জাগাবার লাগি' এনেছ চেতন-বাণী॥
উন্মুখ বিশ্বে পড়ে গেছে সাড়া—আনন্দ-কোলাহল।
শ্রীনাম-গঙ্গায়, সেবা-আহবে, কেবল মঙ্গল॥
গাহিতে তোমার করুণা ভারতী, এমন শক্তি নাই।
চরণকমলে অকপটে সদা, কেবল করুণা চাই॥
করুণা তোমার, মানসে আমার স্ফুরাবে তোমারি কথা।
কবে নিশিদিন আপনা ভুলিয়া, গাহিব হে কৃপা-গাথা?
আমার মতন পতিত অধম, জা'ননা কোথায় রয়।
তা'দের এনেছ রাধাকুণ্ডতীরে, জয় জয় কৃপাময়!
অপ্রাকৃত ধাম, শ্রীরাধা-সরসী, তুমিই জানাবে মর্ম্ম তার।
রাধা-নিকেতন! তব কৃপা বিনা, মোদের কেবলি কল্পনা সা'
শ্রীকুণ্ডমহিমা কি বুঝিব আমি, উপলব্ধি নাহি হয়।
হে কৃপা-নিধান! জ্ঞান শলাকায়, খুলে দাও আঁখিদ্বয়॥
দৃষ্টিহারা, ভ্রষ্ট এ সাথে আমি ফিরিতেছি ছুটাছুটি।
দেখে নিতে চায়, সব কিছু চায়, ভোগের নয়ন দুটি॥
নিখিলবিশ্বের মোহকরী রূপে, যে নেত্র মজিয়া রহে।
সে নয়ন হেরে ব্রজপুর-শোভা,—এ কভু সম্ভব নহে॥
চেতন-বাণীর মন্দাকিনী ধারা, কর্ণকুহরে করিলে পান।
ধামদর্শনের সুযোগ্যতা লভি, কৃপা ক'রে তুমি ক'রবে দান॥
চেতনের কাণ হবে নিরমল, সুপ্ত পরাণ জাগিবে তবে।
উন্মুখ প্রাণ হবে আকুল, ব্রজে বাস তাঁর আরম্ভ হবে॥
বৈকুণ্ঠ হ'তে মথুরা নগরী অনেক শ্রেষ্ঠতর।
তদপেক্ষা শ্রীল ব্রজনাথের বৃন্দাবনো নিরন্তর॥
বৃন্দাবন মাঝে নিত্য বিরাজিত, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ।
যার দ্বারা হরি বিধান করেন গোচারণ কাজ॥
গোবর্দ্ধন হিতে শ্রীরাধা সরসী, অপূর্ব্ব শোভার সার।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতীর সম নিরন্তর সেবা তাঁর॥
ব্রজ-গোপী মধ্যে রাধা ঠাকুরাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা।
তাঁহার সমান নাহি কেহ আর শ্রীহরির প্রীতিবিধায়িকা॥
শ্রীকুণ্ড তস্যাঃ সমা, মাধবের সম্মোহিনী।
নানাভাবে সেবা করি, সেবানন্দে বিহ্বলা আপনি॥
হেন স্থানে,—কুণ্ডতীরে, আশ্রয় দিয়েছ কৃপাময়।
অচেতন মন, জানে না স্মরণ, শুধু গাহি "জয় জয়"॥

শ্রীঅপর্ণা দেবী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার [২৩০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

হাবসীরা ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে আমারা নামক স্থান দখল করিয়াছে এবং ওয়েবি সেবিলির নিকট রাস দেস্তার বাহিনীর সহিত ইটালীয়গণের সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছে।

উত্তরে টেম্বিয়েন অঞ্চলে ইটালীয়গণ রাস সেয়ুমের সহকারী সেনাপতি আমারের গরিলা আক্রমণে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যুসালী অঞ্চলে হাবসীগণ ইটালীয় এক শ্রেণীর সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ, ইটালীয় পক্ষে ১৮৩ জন ও হাবসী পক্ষে ২ জন নিহত হইয়াছে।

উভয় পক্ষের প্রেরিত সংবাদ হইতে মনে হয়, ডিসেম্বরের প্রথমভাগে হাবসীগণ সমস্ত রণক্ষেত্রে আক্রমণ আরম্ভ করিবে। জাগাবুরে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে প্রকাশ যে, ইটালী হাজার হাজার পাউণ্ড মূল্যের বোমা ফেলিলেও কোন ফল হয় নাই; কারণ, হাবসীদের গুলীর ভয়ে ইটালীয় বিমান বেশী নীচুতে আসিতে পারে নাই।

ইটালী ১৮ জনের কমিটীর ফ্রান্স ও বৃটেন ছাড়া অন্য সমস্ত সদস্যকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, তৈল প্রভৃতি পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা সে বন্ধুত্ব-বিরোধী কার্য্য বলিয়া মনে করিবে; ইটালীয় রাজদূতও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, বৃটেনের ফাঁদে পড়িয়া সমরোপকরণ রপ্তানি কমাইলে ইউরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িবে।

কলিকাতায় আবার ডাকাতি

গত শনিবার কলিকাতার রাজপথে আবার দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কুমারটুলী ঘাটের নিকট ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডে হরিনারায়ণ আউল নামক এক দোকানদারের গলা টিপিয়া তিনজন লোক ৬০০ টাকা লুঠ করিয়াছে।

প্রকাশ, একজন সূত্রধর হরিনারায়ণকে কতকগুলি আসবাব পত্র কিনিয়া দিবে বলিয়া শনিবার সন্ধ্যার সময় উক্ত সূত্রধর নাকি তাহাকে বলিয়াছিল যে, ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক রোডের নিকট একস্থানে ১৫,০০০৲ টাকার আসবাব মাত্র ৬০০ টাকায় বিক্রয় করা হইবে তদনুসারে হরিনারায়ণ ৬০০৲ টাকা লইয়া শনিবার সন্ধ্যায় তাহার ১৩৪১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ দোকান হইতে উক্ত স্থানে যায়। তখন তিনজন লোক তাহার গলা টিপিয়া টাকা কাড়িয়া লয় এবং সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, ঐ তিনজনের মধ্যে পূর্ব্ব-কথিত সূত্রধর অন্যতম।

পোর্ট পুলিশ এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতেছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

লাহোরে আবার অশান্তি
সহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী

গত শনিবার শিখদের 'শহীদি-দিবস' সম্পর্কে লাহোরে যে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল, রবিবার তাহা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে এবং সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অতর্কিত আক্রমণ করে। বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটও লুণ্ঠিত হয় ও ঘরবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়—শান্তি স্থাপনের জন্য রবিবার দিবসও পুলিশ দুইবার গুলীবর্ষণ করিয়াছিল।

এতাবৎ তিনজন লোক নিহত এবং ৭০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে সোমবার সহরে আর বিশেষ কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই, তবে কড়াকড়িভাবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়,—সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনী টহল দেয় এবং সহরের উপর দিয়া বিমানপোত উড়িয়া বেড়ায়।

সহরে ১৪৪ ধারা সান্ধ্য আইন জারী এবং কৃপাণ বহন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে এবং একটী আদেশে প্রয়োজন বোধে পুলিশ বা সৈনিকদিগকে সরাসরি ভাবে গুলী চালাইবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

ধুবড়ীতে ভূকম্প

ধুবড়ীর ১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ গত রাত্রে ১০-৩ মিনিট এবং ১০-৩৫ মিনিটের সময় এখানে দুইবার তীব্র ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ঘর শব্দ হইতে থাকে ভূমিকম্পের ফলে রাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর মূর্ত্তি এবং কয়েকটি বাড়ীতে ফাটল দেখা দিয়াছে। লোক ভয়ে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়। কোনও প্রাণহানি হয় নাই।

বিচিত্রা

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার উইণ্ডহুকের এক দম্পতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারী দম্পতি বলিয়া দাবী করিতেছে। স্বামী-স্ত্রীর সমবেত ওজন ১৯ মন ৩৮ সের। তন্মধ্যে স্বামীর ওজন ১১ মন ৪ সের। স্বামীর বয়স ৪০ বৎসর, স্ত্রীর বয়স ২৪ বৎসর

জেলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ

মণ্টোগোমারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সহীদগঞ্জের শিখ মুসলমান মনোমালিন্যের ঢেউ স্থানীয় সেনট্রাল জেলের মধ্যে ও পৌঁছিয়াছে এবং উক্ত জেলের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটী সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং ফলে বহু কয়েদী অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে।

দ্বারবঙ্গে বড়লাট

দ্বারবঙ্গের ৩০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বড়লাট ও লেডি উইলিংডন অদ্য প্রাতে দ্বারবঙ্গে আগমন করিয়াছেন। ষ্টেশনে মহারাজাধিরাজ, কুমার সাহেব ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও দ্বারভাঙ্গারাজের প্রধান ম্যানেজার তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

বড়লাট ও তাঁহার পত্নী দ্বারভাঙ্গারাজের নূতন সদর কাছারী, পরিদর্শন করেন এবং পরলোকগত মহারাজাধিরাজ স্যার রামেশ্বর সিংহের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। লেডি উইলিংডন নূতন রাজ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাইর ৩০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য যে সপ্তাহ শেষ হইল তাহাতে "ষ্টার্লিং অব ইণ্ডিয়া" নামক জাহাজযোগে বোম্বাই হইতে ১৭৪৩৭৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে বৃটেন কর্ত্তৃক স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইবার পর ভারত হইতে মোট ২৫৭২৯১৫৭৪৫ টাকা টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গুরুদাস স্মৃতিবার্ষিকী

গত ১৬ই অগ্রহায়ন অপরাহ্নে স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্তদশ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট হলে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ আর্কহার্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ২৬০তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ডিহরীতে

ডিহরী ১।১২।৩৫

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ডিহরী সুগার-মিলের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দালমিয়া মহাশয়ের আগ্রহে গত ২৬শে নবেম্বর হইতে ডিহরীতে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। দালমিয়া মহাশয় বিশেষ আগ্রহে স্বামীজীর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বামীজী গত ২৭শে ও ২৮শে নবেম্বর ডিহরী ক্লাবে শ্রীমদ্ভাগবতাবির্ভাবের কারণ, শুকদেবের পরীক্ষিত-কীর্ত্তন-স্থলে সমাগত ব্যক্তিগণের বর্ণন এবং 'নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে' 'ভক্ত্যা স্বধর্মং' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৯শে নবেম্বর দালমিয়া মহাশয়ের ভবনে শ্রীনাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। গত ৩০শে নবেম্বর স্বামীজী স্থানীয় বিনয় কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে 'দক্ষযজ্ঞ' কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ দিল্লী হইতে ডিহরীতে শ্রীপাদ নেমি মহারাজের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই স্থানের প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাঁহারা জামসেদপুরে যাইবেন।

বাগেরহাটে

ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহাশয়ের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী খুলনা জেলার বাগেরহাটে প্রচারে গিয়াছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারে উভয়েই প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত যিনি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি মহাপ্রভুর বাণীতে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। তাই তাঁহাদের প্রচার-ফলে বাগেরহাটে বেশ সাড়া পড়িয়াছে। ডাঃ বিশ্বাস মহাশয় নিজে যে শিক্ষামৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা অপরকে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া পরোপকার-বুদ্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঢাকায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী ঢাকা নগরীতে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বহু শুশ্রূষু ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

কভূরে

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারী গত ২০শে ও ২১শে নবেম্বর কভূরের শ্রীযুক্ত এন্ বঙ্কিমেশ্বরাম্মু মহাশয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া তেলেগু ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, এই সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, প্রভুপাদের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের বিভিন্ন প্রদেশের নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার, শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের দার্শনিক মতসমূহের অপূর্ণতা পরিপূরণ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন, বর্ত্তমান তত্ত্ববাদিগণের সহিত গৌড়ীয়গণের বিচার-পার্থক্য, গৌড়ীয়গণের বিচারের বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা, পরমার্থজগতে মহাপ্রভুর শিক্ষেণে ষড়্-গোস্বামীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, জাতি-গোস্বামিবাদের হেয়তা ও ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত আচার-প্রচারপরায়ণ প্রকৃত গোস্বামিগণের মাহাত্ম্য, তাঁহাদের পদানুসরণে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপালাভে যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়সমূহ পণ্ডিতজী প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সময়ে জনৈক মায়াবাদী পণ্ডিত উপস্থিত হন। পাঠান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দজী তাঁহার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া মায়াবাদের হেয়তা প্রদর্শন করেন। পণ্ডিতজীর সুযুক্তির নিকট ঐ মায়াবাদী পণ্ডিত নিরস্ত হন এবং শ্রীপাদ রামগোবিন্দ প্রভুর বিচারনিপুণতা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন।

দিল্লীতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ দিল্লী মহানগরীতে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি দ্বারে দ্বারে যাইয়া প্রচার করেন।

ময়মনসিংহে

অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি-এল ও শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের অন্যান্য সেবকগণ মহাপ্রভুর বাণী প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মঠের ব্রহ্মচারিগণ দ্বারে দ্বারে যাইয়াও ভাগবত বাণী-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে মঠটী সহরের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া জনসাধারণ মঠে উপস্থিত হইয়াও হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পান।

মথুরা জেলায়

কোশিকলাণ ২৮।১১।৩৫

গত ১৮ই নবেম্বর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কীর্ত্তনপার্টি সহ মথুরা গৌড়ীয়মঠ হইতে কোশিকলাণ নামকস্থানে প্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা পোষ্টমাষ্টার ফাগন সিং এবং স্টেশনমাষ্টার কুঞ্জবিহারী লাল ও মিউনিসিপাল সেক্রেটারী উমাশঙ্কর মহাশয়গণের গৃহে কীর্ত্তন এবং ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রত্যহই সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। এখানে প্রত্যহ উচ্চকীর্ত্তন হওয়াতে সহরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হরিকথাশ্রবণকারিগণের মধ্যে শ্রীমথুরানাথ আগরওয়ালা জমিদার, শিবদাস আগরওয়ালা, এসিষ্ট্যাণ্ট হেল্থ অফিসার, মথুরানাথ টোল কন্ট্রাক্টার, লালা ভুলিচাঁদ গভর্ণমেণ্ট কন্ট্রাক্টর, লালা মনোহর লাল প্রোপ্রাইটার মফঃস্বল জিনিং ফ্যাক্টরী, ডাঃ সুখবাসী লাল চতুর্ব্বেদী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ মথুরা হইয়া সৎসঙ্গ-প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য এলাহাবাদে গমন করিয়াছেন।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

৪ঠা নভেম্বর

[২]

ভক্তিপর্য্যায়ে রসামৃতসিন্ধুতে এ সকল বিচার আছে। "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং,যথা মহান্তি ভূতানি" প্রভৃতি বিচারসকল ভাক্তকারের অনাদৃত। চিন্তা বিচার ত্যাগ করলে অচিন্ত্য শব্দ প্রয়োজন হয়। বল্লভাচার্য্যের অনুভাষ্যে চিন্তা বিচার গৃহীত, রামানুজের ও নিম্বার্কের বিচারেও তা' গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু চৈতন্যদেব তা' বলেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ গোবিন্দ। তিনি বেদান্ত পড়িয়ে নিজেকে জানিয়েছেন। আর বাদবাকী সব বুঝা।

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি'।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ ॥
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥

বিশ্বদর্শনে দুইপ্রকার জিনিষ—জঙ্গম ও স্থাবর। স্থাবরের initiative স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের ব্যবহার নাই। এখানে matter and motionএর কথা হ'চ্ছে না। চেতন ও অচেতনে ভেদ আছে, এক নয়। বুদ্ধিমান্ ও মূর্খে ভেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ—স্থাবর। জঙ্গমের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, যিনি কৃষ্ণদর্শন করতে পারেন।

"তাবত্তে জন্মগ্রন্থি'শ্লথতাস্ত সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করতে হ'বে। নিজে ভোগ করতে হবে না। দৃশ্য হ'তে হ'বে,দ্রষ্টা হ'লে হ'বে না। যখন নিজেকে যোগ্য ক'রে যেতে পারি, তখন হয়।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো ! করুণৈকসিন্ধো !
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

বিচার এসব জানতে পারব। তখন বলব –

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥

তখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন হ'বে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'

এ সকল কথা আলোচনা না ক'রে ঠাকুর দেখতে নাই। অন্ততঃ শ্রীভাষ্য আলোচনা না ক'রে ঠাকুরদর্শন করতে নাই। তা হ'লে প্রাকৃতসহজিয়া হ'য়ে যাব। কুচিন্তা ও কুদর্শনে আচ্ছন্ন করবে। দীক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান দান করেন।

আমরা বাস্তব সত্য জানতে প্রস্তুত হ'ব। কেবল ইন্দ্রিয়তোষণ করলে নিত্য ইন্দ্রিয় তুষ্ট হবে কি ক'রে ? ইন্দ্রিয়পতির ইন্দ্রিয়তোষণ হওয়া দরকার। আমরা জড়ের সেবা করি ভৃত্যসূত্রে। যদি এটা ভগবানের জন্য করা হয় বা ভগবানের proxy গুরুর জন্য করা হয় তবেই মঙ্গল।

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥

নিষ্কিঞ্চনের বিচারপ্রণালী - দর্শনসৌভাগ্য এখান থেকে হ'তে পারে। কিন্তু নিজে জাল বিস্তার ক'রে বিরোধ করলে হ'বে না।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদা বিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

—বিচারগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেদান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জড় মুক্তি পোষণ করলে মঙ্গল হয় না। ভগবান্‌কে পার্থিব পদার্থ জ্ঞান ক'রে আমরা তাঁর দ্রষ্টা হ'য়ে যাব, তা হয় না। দিব্য জ্ঞানের অভাবে জড় বস্তুর গণ্ডীমধ্যে অবস্থিত হ'য়ে ভজনরাজ্য হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'চ্ছি। হরিলীলা বুঝতে না পারলে নব্য সীতারামের উপাসনা more ethical. ভাষ্যকার যে description দিয়েছেন, তা dissuading, not persuading. ব্রজে না এলে ব্রজবাস হবে না। দুর্গে বাস আবদ্ধ থাকা ব্রজবাস নয়। "ভবেৎ গোপ্তে গোষ্ঠালয়েষু" প্রভৃতি দাসগোস্বামীর বিচার বুঝতে হ'বে—তাঁ'র কথা শুনতে হবে। জড় জগৎভোগ ব্রজবাস নয়। এটা আধ্যাত্মিকতা। ব্রজবাসিগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁ'দের বিচার—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স
মধ্যমঃ ॥

অধোক্ষজবিমুখ দল ইহজগতে বড় হয়েছেন। কৃষ্ণসংসারের বিচার ওরূপ নয়। বদ্ধাবস্থায় থাকলে মঙ্গল হ'বে না। ব্রহ্মার লোকে গিয়েও অমঙ্গল,কিন্তু বিষ্ণুদাস-বিচারে মঙ্গল। তা' না বিচার করলে 'অসলত্' হ'য়ে যাব। আমি ভোগা নই, বান্দা। দৃশ্যজগৎ বর্ণন ক'রেছেন।

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর ॥
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটী জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

জঙ্গম মধ্যে কতক জলে বাস করে নক্রমকরাদি। স্থলে মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গাদি। জলে অল্পনিঃশ্বাসে কার্য্য হয় এখানে বেশী নিঃশ্বাস দরকার হয়। কতকগুলি তির্য্যক্ —আকাশপথে বিচরণ করে। তা'র বাহিরে স্বর্গ—সেখানে দেবতা সকল। বদ্ধজীবগণ ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থিত ; গুণমায়ারচিত জগতে ত্রিগুণের ক্রিয়া। পরিমাণ গুণলে জীব অনেক।

কতক লোক বলে—Vox populi vox de. জনমত incorrect, তারা ভোট নিয়ে কাজ করতে চায়। কিন্তু সেবাপরায়ণের বিচার তা' নয়, তারা এ হ'তে বহুদূরে।

So-called Buddhist বা christianদের সংখ্যা অনেক। অবিচারক সম্প্রদায়ে তারা প্রবিষ্ট। তারা হিন্দু ব'লে পরিচয় দেব, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম তা নয়। তাঁ'দের কর্ত্তা বিষ্ণুসেবা কিন্তু তাঁ'রা বলেন সকলেই পঞ্চোপাসনা করছে, তোমরাও কর। মানুষের সংখ্যা অনেক কম। তন্মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবরাদি ভক্তিহীন সম্প্রদায়। কিন্তু তারাও হরিভজন করলে মায়া অতিক্রম করতে পারে।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥

ম্লেচ্ছ—যা'রা অসদাচারী। ভক্তিসদাচার যা'রা জানে না, তা'রা কম বেশী ম্লেচ্ছ। শবরগণের বিচার হ'য়েছিল শ্রীমূর্ত্তি ধ্বংস করা। জগন্নাথমন্দিরে শবরগণ converted. এরা পাপজীব। বর্ত্তমান হিন্দু পঞ্চোপাসকগণ। এরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥

ভারতবর্ষ বৌদ্ধে আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, তা'দের রক্ষা করতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদস্থাপন। পঞ্চোপাসনার পর নিরাকার বিচার উপাধিটা ভেঙ্গে গেলে আর ভক্তি করতে হ'বে না। বৌদ্ধদের বিচার—"অসতো সদজায়ত"।

Impersonalদের বিচার—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-
দ্বিতীয়ম্ ॥"

ভক্তগণ সালোক্য সামীপ্যাদি প্রধান করলেও লন না। তাঁ'রা বলেন—

পরের সেবা বিনা না জানে।
জ্ঞান যারে লোকের টেকা টানে ॥

তাঁ'দের বিচার - ভগবানের সেবা কর। ব্রহ্মে বিলীন হ'বার বিচারকারী অপরাধী ; চতুর্ব্বিধ মুক্তি যা'দের হৃদয় অধিকার ক'রে, তা'রা অভক্ত। ঈশ্বরসাযুজ্যকামনা আরও ঘৃণ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য suicide করা। সুবিধাকামীর চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, অপরাধীর বৈষ্ণবসজ্জায় পাঠ সর্ব্বনাশের হেতু। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবনামধারীর দল নিজেদের সর্ব্বনাশ আনছে। ভোগ পরিহার করছে না। লাম্পট্যধর্ম্মে থাকলে জন্মজন্মান্তর ছাগযোনিতে জন্মাতে হ'বে। মূঢ়তা বর্জ্জন ক'রে বৈষ্ণব হওয়া দরকার। ভোগের দিকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। ধাতুপাত্র ব্যবহার করবে না, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করবে। অধোক্ষজের সেবার নাম ভক্তি—এটা জানান দরকার। লোভী জীবগণ লোভী ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে চালাচ্ছে। Pretending nature নিয়ে সর্ব্বনাশ করছে। তা'রা বেদ মুখে মানে। বিভিন্ন hypocrite বেশে পাপ করতে নিষেধ ক'রেছে তা' করবে। সাত্ত্বিক হ'বে না, অধার্ম্মিক থাকবে। ধর্ম্মাচারী মধ্যে অনেক কর্ম্মনিষ্ঠ, ভোট নিলে বৈষ্ণব পাওয়া যাবে না। গুরুদেব বোষ্টমদের সঙ্গ করতে নিষেধ করতেন। তাঁ'র কিছু টাকা ছিল। কুণ্ডুদের বনমালী রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণবসেবা করতে। আজকাল * * হ'য়েছে। 'হরেকৃষ্ণ' নাম কাঁদিয়ে নিয়ে চাউল দেয়। চাউলএর জন্য নামকে পণ্যদ্রব্য ক'রেছে। বৈষ্ণব একটীমাত্র পাওয়া যায়, তাঁর বক্ষস্থলে ৩'চারজন পাওয়া যায়।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ
শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ॥"

—

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

— :০: —

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২৬ কেশব ২০ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর শুক্র নিম্ব গড়োদশায়ী গৌর একাদশী দি ৩।৫৩ রেবতী নক্ষত্র দি ১২।১৩ ব্যতীপাতযোগ দি ৯।৫৭ পরে বরীয়ান্‌যোগ বা ৩।৫৩ বিষ্টিকরণ দি ৩।৫৩ গতে ববকরণ। মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরদ্বাদশী পরদিন ২।৫৭ অশ্বিনী দিবা দি ১০।৮৬ পরিঘযোগ বা ১।৫ বালবকরণ। দি ১০।৮ মধ্যে মোক্ষদা একাদশীর পারণ।

২৮ কেশব ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর রবি মহা বাসুদেব গৌরত্রয়োদশী শয্যা দি ১১।৫৫ ভরণী কৃষ্ণ দি ৯।৩২ শিবযোগ রা ১৫।২৭ তৈতিলকরণ।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের নামে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের প্রতি নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তমণ্ডলীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্তন, সৎপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্তন-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার বাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাম্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক - শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঙ্গু, (কাছাড়)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিৎকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকোলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবান্ধব।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ? [illegible]

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ?

(৩৫) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণরেণু ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোপীবল্লভ মঠ

শেখপাড়া, পোঃ চোতোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তাঁহার সাতারণপুর, চউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপাদ শরণানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, ব্যাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল সাইড, চার্চ্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর বাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারিবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস - ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I.

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

অমরাওলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার ২৩১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

অধ্যাপক অশ্বিনী গুপ্ত দণ্ডিত

পাঠকগণ অবগত আছেন, রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক অশ্বিনী গুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল যে, গত বি-এ পরীক্ষার সময় তিনি তাঁহার ছাত্র শ্রীসমরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইয়া পরীক্ষার কাগজ লিখিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। গত ছয় মাস ধরিয়া তাঁহার ও তাঁহার ছাত্র সমরেশের বিরুদ্ধে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলীর আদালতে মামলা চলে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর বিচারক এই মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক গুপ্তের বিরুদ্ধে দুইটি চার্জ গঠিত হইয়াছিল। উভয় চার্জেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারক তাঁহাকে প্রত্যেকটী অভিযোগের জন্য ৬ মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ড দান করিয়াছেন। তবে উভয় দণ্ডই একসঙ্গে চলিবার আদেশ দিয়াছে। ছাত্র সমরেশ Benefit of doubt এ মুক্তি পাইয়াছে

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

দক্ষিণে ইটালীর একটী সৈন্যদল হাবসীগণের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইটালীয় দক্ষিণ বাহিনীর বাম ও মধ্যভাগের অগ্রগতি স্থগিত হইয়াছে।

আনেমালে গিরিসঙ্কটে হাবসী সৈন্যদলের সহিত ইটালীর দেশীয় সৈন্যদলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। হাবসী সৈন্যদলের ১৫ জন এবং ইটালীয় পক্ষে ৬ জন নিহত হইয়াছে।

যাহাতে বে-সামরিক ব্যক্তিগণ বিমান-আক্রমণে বিপন্ন না হয় সেজন্য হাবসী সরকার তারাবকে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘকে উহা জানাইয়া দিয়াছেন। হাবসী সম্রাট দেসিতে পৌঁছিয়াছেন এবং এক সপ্তাহকাল ঐ স্থানে থাকিবেন।

নদীয়ায় মহামারী

নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার জলঙ্গী নদীর উভয়তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ কলেরা রোগের প্রকোপে জনশূন্য হইতে চলিয়াছে। রাধানগর গোপীনাথপুর, কৃষ্ণনগর, পলাশীপাড়া, নিশ্চিন্তপুর, ভারানগর, খাসপুর হইতে প্রত্যহ ভয়াবহ খবর আসিতেছে। খাসপুর গ্রামের এক মহিষ্য পরিবারের চারজন লোক একই রাত্রে রোগাক্রমণের তিন ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রতি গ্রামেই ঘটিতেছে। আবার সমগ্র দৌলতপুর ভেড়ামারা, করিমপুর, গাংনী ও তেহট্ট থানার পশ্চিমাংশে অনাবৃষ্টির জন্য আদৌ রবিশস্য বপন করা সম্ভব হয় নাই। সময়ে বৃষ্টির অভাবে আউস বা আমন ধান্যও সেরূপ ভাল হয় নাই। যাহা হইয়াছিল মহাজনের ঋণ-শোধ করিতে ফুরাইয়া গিয়াছে।

নদীয়ায় অগ্নিকাণ্ড

নদীয়া জেলার হাঁসপুকুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে একত্রিশ বত্রিশটী বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। রন্ধনের সময় পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়া যাওয়াতে ঘরের চালে আগুন লাগে ও সমস্ত পাড়া পুড়িয়া যায়। কেহই কোন দ্রব্য বাঁচাইতে পারে নাই।

সেদিন দুপুর বেলায় পাঁচদাঁড় গ্রামের ১৫০ খানি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, কোন এক গৃহস্থের স্ত্রীর অসতর্কতার ফলে ঘরের চালে আগুন ধরিয়া যায়। প্রবলবেগে পশ্চিমা বাতাস বহিতে থাকায় আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং বাড়ীর পর বাড়ী আগুনে ভস্মীভূত হয়। পুরুষলোক অধিকাংশই মাঠে কাজ করিতে গিয়াছিল আগুন নিভাইবার কোন চেষ্টাই প্রথমতঃ হয় নাই। পরে সাহেবনগর, পলাশীপাড়া, বিজয় নগর প্রভৃতি গ্রামের লোক আসিয়া আগুন নিভাইবার জন্য চেষ্টা করে—কিন্তু গ্রামে কোন খাল, ডোবায় জল না থাকায় তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে গ্রামের শেষে আসিয়া আগুন নিভিয়া যায় জিনিষপত্র বা ধান-চাউল কিছুই রক্ষা পায় নাই

অগ্নিকাণ্ডে দুইলক্ষ টাকা ক্ষতি

করাচী হইতে প্রকাশ, সহরের জনবহুল অঞ্চল বন্দর রোডের দীন শা হলের নিকটে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে বেলা দেড়টার সময় আগুন লাগে; পাঁচটী দমকল প্রায় চার ঘণ্টা কাল চেষ্টার পর আগুন নিভাইতে সমর্থ হয়।

আগুন কি ভাবে লাগিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তবে এক মণিহারী দোকানে বিদ্যুতের তার ফিউজ হওয়ার ফলে এইরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ পাঁচখানা বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে বাল্যা প্রকাশ আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সমগ্র অঞ্চল ধূমে অন্ধকার হয়।

সংবাদ পাইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। গ্রামোফন রেকর্ড, ফাউণ্টেন পেন ও অন্যান্য সেলুলয়েডের দ্রব্যাদি পুড়ি। চারিদিকের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়াছিল। তাহাতে দমকলের লোকজনের অগ্নি নির্ব্বাপণের সময় বিশেষ অসুবিধা হয়। উপরোক্ত দ্রব্যাদি-ব্যতীত টাইপ রাইটার খাতা প্রভৃতি আরও অনেক মণিহারী জিনিষ নষ্ট হইয়াছে। দমকলের একজনের দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টাকা

চিকিৎসকের খতিয়ান

গত ২৩শে নবেম্বরের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র বাঙ্গলাদেশে কলেরায় আক্রান্ত হয় ১৫৫৯ জন, মারা যায় ৭৭২ জন; বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় ২৯৮ জন; মারা যায় ৮০; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় ৯৫ জন, মারা যায় ৯ জন মেনিঞ্জাইটিস আক্রান্ত হয় ২২ জন মারা যায় ৮ জন।

বিভিন্ন জেলার হিসাব

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রোগে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—কলেরা বর্দ্ধমান ৫, বীরভূম ১, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ৩৬, হুগলী ৩, হাওড়া ১০, চব্বিশপরগণা ৩৫, কলিকাতা ৫, নদীয়া ২৯, মুর্শিদাবাদ ২৯, যশোহর ৮৫, খুলনা ১৭২ রাজসাহী ১০, দিনাজপুর ৫, জলপাইগুড়ি ৩৩, রংপুর ৩৭, বগুড়া ৬, পাবনা ৩১, মালদহ ৬৭, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ৮২, ফরিদপুর ১১, বাখরগঞ্জ ২, ত্রিপুরা ৩৫, নোয়াখালী ৩৬

বসন্ত—বর্দ্ধমান ২, বীরভূম ৩, মেদিনীপুর ২৭, হুগলী ৮ হাওড়া ২, ২৪ পরগণা ১, কলিকাতা ১, নদীয়া ৩, মুর্শিদাবাদ ১১, দিনাজপুর ২, মালদহ ৭, ঢাকা ৬, ফরিদপুর ৯০, এবং নোয়াখালী ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ৮।

মেনিঞ্জাইটিস কলিকাতা ৮।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ কেশব, অবান্ত শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ কটক হইয়া পুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। কটক ও পুরী উভয় স্থানই ক্ষেত্রমণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সাধারণ জনগণ পুরীকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের লীলা নীলাচলরূপে জানিলেও কটক যে তীর্থস্থান, তাহা হয়ত' অনেকেরই ধারণার মধ্যে নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর নীলাচল-বিজয় প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—মহাপ্রভু যখন কটকে উপস্থিত হন, তখন শ্রীসাক্ষিগোপাল কটকেই ছিলেন। এখনও কটকে শ্রীগোপালজীর মন্দির আছেন। এই স্থানেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট সাক্ষিগোপাল-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাক্ষিগোপালের এবং অধিক সাক্ষিগোপালের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদস্পর্শ লাভ করিয়া কটক তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, উৎকলের তদানীন্তন স্বাধীন নৃপতি বৈষ্ণবপ্রবর প্রতাপরুদ্রের রাজধানীও এই কটক-নগরীতেই ছিল। সেই স্থান এখনও মহানদীর তীরে অবস্থিত। কটকের প্রান্তদেশে প্রবাহমানা মহানদীও হিন্দুগণের বিচারে পরম পবিত্র স্থান। মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়ার বাণী কীর্ত্তনার্থ শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক কটকনগরীতে শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রকটিত হইয়াছেন। তথায় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীউ পূজিত হইতেছেন। এই মঠ হইতেই বর্ত্তমানে কটকে ও উৎকলের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচারিত হইতেছে। তীর্থের কার্য্য ভগবদ্বাণীর দ্বারা ব্যক্তিগণের কল্যাণবিধান। ভগবন্নাম-কীর্ত্তনকারী সাধুগণের অবস্থিতিতে তীর্থের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া থাকে। এক কথায় সাধুগণই তীর্থের শোভা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"যে তীর্থেতে সাধু নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ ভ্রমিয়া দূরদেশ?" অবশ্য সাধু বলিতে জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরকে যে বুঝাইবে, তাহা নহে। যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানবাসনারূপ আবিলতা অন্তঃকরণ হইতে ঝাড়িয়া শুদ্ধহৃদয় হইয়াছেন এবং শুদ্ধহৃদয়ে আসীন শ্যামসুন্দরের মহিমা-কীর্ত্তনে শতমুখ, তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের দর্শনে পরম পবিত্র হওয়া যায়।

গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল চিন্ময়, তাহা গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধার স্থল। এই তিন স্থানেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা প্রকৃষ্টরূপে বিরাজিতা। গৌড়মণ্ডলের অধীশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ক্ষেত্রমণ্ডলের অধীশ্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও ব্রজমণ্ডলের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একই বস্তু—অদ্বয়জ্ঞান পরাৎপরতত্ত্ব। গৌড়মণ্ডলের অধিকতর ঔদার্য্য ও মাহাত্ম্য এই নিমিত্ত যে গৌড়মণ্ডলের অধীশ্বর ক্ষেত্রমণ্ডলের অধীশ্বর ও ব্রজমণ্ডলের সহিত একতত্ত্ব হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ক্ষেত্রমণ্ডলের মধ্যে নীলাচল সর্ব্বোপরি। কারণ, কর্ম্মকাণ্ড ও নির্বিশেষপরিভাষার জ্ঞানকাণ্ড যথাক্রমে বৈতরণীতে ও ভুবনেশ্বরে নিরাসিত হইয়া এই নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য ও সেবাসৌষ্ঠব প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষকাল নিরন্তর এই নীলাচলে অবস্থান পূর্ব্বক বার্ষভানবীদেবীর প্রেমমহাবারিধির বিপ্রলম্ভ সেবার যে চমৎকারিতা এই স্থানে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বে পরমার্থের চরমাকাঙ্ক্ষার আলোক বিস্তৃত হইবে। "ত্যাৎকালে পুরুষোত্তমাৎ" এই শাস্ত্রবাণী ক্ষেত্রমণ্ডলের বিশেষতঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের অন্ত নাই। জগদীশের কৃপাপাত্রে বিমলাদেবী আচণ্ডাল সকলকে মহাপ্রসাদের দ্বারা উদ্ধারের যে চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অতি অল্পস্থানেই দৃষ্ট হয়। মহাপ্রসাদে যে স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না, তাহা শ্রীজগদীশমন্দিরে প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের হস্ত হইতেও মহাপ্রসাদগ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন না। স্মার্ত্তবাদের চরমগতি নির্বিশেষ-তত্ত্ব। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নির্বিশেষবাদ নিরস্ত হওয়ায় স্মার্ত্তবাদেরও সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তম-মহিমা, শ্রীপুরুষোত্তম-ভক্ত-মহিমা শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসাদ-মহিমা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কোথাও মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি পাষণ্ডাচার হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না।

"ত্যাৎকালে পুরুষোত্তমাৎ" বাণীর সার্থকতা-প্রদর্শন-কল্পে এই নীলাচল-ক্ষেত্রেই যে মহাপ্রভুর কৃপার দান শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহরূপে প্রকটলীলা করিয়াছেন, তাহা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশ্বব্যাপী প্রচারদর্শনে সেবোন্মুখ সজ্জনগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের এই আচার্য্যবর মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-প্রকাশের বিশেষস্থল অভিন্ন গোবর্দ্ধন শ্রীচটকপর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব গৌড়ীয়গণের সম্বন্ধাধিদেব মদনমোহন। প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোপীনাথ। ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই পূজিত হইতেছিলেন। চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটে নীলাচলের গৌড়ীয়গণ "জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন, শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন" কীর্ত্তন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে
করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এই তিনের চরণ বন্দো তিনে মোর নাথ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা নীলাচলে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবালাভ করিয়াছি, কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরে যে বহিস্তানবাদেবীর মাধ্যাহ্নিক-লীলার উদ্দীপনক্ষেত্র তাহা অবগত হইয়াছি। দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীআলালনাথের মাহাত্ম্য জানিবার সুযোগ পাইয়া শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-গোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'অনবসর'-কালের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছি; তাহা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আশ্রয়-শ্রেষ্ঠার মহিমাপ্রদর্শনের জ্ঞাপক, তাহা জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। যাঁহার সম্বন্ধে বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

যিনি কৃষ্ণময়ী—

"কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

শ্রীমদ্ ভাগবতে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

—সেই আশ্রয়-শ্রেষ্ঠার মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য যে বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ং আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহের পরম কৃপাবতার ব্যতীত—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ ব্যতীত আর কে আমাদিগকে ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জানাইতে পারেন?

যাঁহার করুণায় প্রতি বৎসর আমরা গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনা দ্বারা হৃদয়-গুণ্ডিচা গোপীনাথের বসতিস্থল করিবার জন্য অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-আবর্জ্জনা-রহিত করিবার প্রেরণা পাই, যাঁহার করুণা মহাপ্রভুর পাদপদ্মানুসরণে রথাগ্রে কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য দেন, যাঁহার করুণায় আমরা রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে যাইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মাসাধিককাল হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাই, যাঁহার করুণায় প্রতি বৎসর শ্রীক্ষেত্র এবং গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমণের সুযোগ পাই, যাঁহার করুণায় নিরন্তর নীলাচলে ও অন্যত্র সর্ব্বত্র নীলাচলনাথের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছেন, সেই বদান্যবর আচার্য্যপাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়া নীলাচলের সজ্জনগণ যে বিশেষ কৃতার্থ ও

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

—:•:—

শ্রুতিব্যাখ্যা

২১শে অক্টোবর, পূর্ব্বাহ্ণ

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম
উক্তিং বিধেম॥"

ঈশাবাস্যোপনিষদ্ সর্ব্বপ্রধান দশোপনিষদের অন্যতম। জগতে বর্ত্তমানে আমাদের অনুভূতিগুলি ভজনাবরোধী হ'য়েছে। যখন জান্‌তে পারি বিশ্ব ভগবানের আবাসভূমি তখন বিশ্বদর্শনে ভোগময় দর্শন থাকে না, গোলোক-দর্শন হয়। জগৎ বলিয়া যে সকল বিচিত্রতাযুক্ত ব্যাপার সে সমস্ত ভগবানের আবাস্য। অন্যান্যদিগণ বিশ্বকে মায়াবৃত ব'লে মিথ্যা বিচার করেন। কর্ম্মারাধ্য যজ্ঞেশ্বর-বুদ্ধিতে ঈশ্বরের বিচার ক'র্‌লে ঈশ্বরকে আমাদের ভোগপ্রদাতামাত্র বুঝায়। ভোগের কাণ্ডারী মনে ক'রে যদি ঈশ্বরকে জ্ঞান করি, তবে জগৎ ভোগ্য ও ঈশ্বর ভোগদাতামাত্র হ'য়ে পড়েন। নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই ভগবান্ বিষ্ণু; সুতরাং পূর্ণসুখের কারণ। অপূর্ণসুখৈষণায় প্রণোদিত হ'য়ে ভগবান্ হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'লে জগৎ দর্শনে বিবর্ত্ত এসে উপস্থিত হয়।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং
জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

বিশ্বে আসক্ত হ'য়ে ভোগপ্রবৃত্তিযুক্ত মনে ক'র্‌লে সেবাবিমুখ হই। অভক্ত হ'য়ে গিয়ে তখন বিশ্বকে বিরোধের বস্তু চিন্তা করি, বিশ্বভোগের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। প্রভুর ভোগ্য কখনও দাসের ভোগ্য নয়? গুরুপাদপদ্ম ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি হ'লে আনাইয়া দিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই আচার্য্যপ্রবর প্রতিক্ষণ আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে—নীলাচলের গগন, পবন, নীলাচলের বৃক্ষলতা, নীলাচলের ধূলিকণা, নীলাচলের পুলিন, নীলাচলের বারিধি প্রভৃতি সকলই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবের উদ্দীপনারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের যে মহদ্ উপকার করিতেছেন, তাহার তুলনা কোথায়ও পাওয়া যায় না। তাঁহারা প্রাকৃতবস্তু নহেন। তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত। সকলেই আমাদের গুরুস্থানীয়। আমরা তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিয়া মহাপ্রভুর সেবা চাহিয়া লইব। তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

তাদেরও পূর্ণসুখ হয়। স্বর্গসুখাদিলাভে ইন্দ্রিয়তোষণ কম্মিগণের আকাঙ্ক্ষণীয়। যিনি সকল বস্তুর মালিক, তাঁহারই সকল বস্তু। তাঁহার অপহরণে আমাদের অমঙ্গল।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে।" হে অগ্নিদেব আমাকে পরমার্থধনের জন্য মঙ্গল-পথে নিয়ে চল। 'অগ্নির্দেবানামবমঃ।' অগ্নি দেবগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম। যিনি ভগবানের নিম্নপ্রদেশে বাস করেন তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। দেবগণের মুখ অগ্নি। সংস্কারাদি প্রত্যেক কার্য্যে অগ্নির প্রয়োজন। উত্তমের পূজার পূর্ব্বে অধমের পূজা আবশ্যক। ঋকের কথিত দেবগণের সান্নিধ্যপ্রার্থী আদৌ অগ্নির পূজা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই অগ্নি। অগ্নি যেরূপ যজ্ঞীয় হবি দেবগণের নিকট অগ্রভাগে পৌঁছিয়ে দেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মও সেরূপ শরণাগত ভক্তের নিবেদিত পদার্থ ভগবানের চরণতলে উপহার দিয়ে দেন।

মহাপ্রভুর নিকট ভাগবতশ্রবণ করাতে সোমযাজীগুণের সম্মুখ এসেছিলেন। বল্লভের পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। ইঁহারা অগ্নিকুল, বিষ্ণুস্বামীর অনুগত। বিঠ্ঠল পিতার অসমাপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রভৃতি রচনা ক'রেছিলেন। দেবলোকে প্রবেশের জন্য অগ্নিরই অগ্রে প্রাধান্য। অগ্নি আমাদিগকে সুপথে দনলাভের জন্য লউন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারে যা' ব'লেছেন, সেই পথে এসেও মায়াবাদ গর্ত্ত ক'রেছেন।

'অধমে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।'
"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

আমাদের সমস্ত প্রয়াস ওই অধমে, কর্ম্ম, জ্ঞান, মিছাভক্তিতে। গণিতশাস্ত্রে ধন ও ঋণ ব'লে দুটী শব্দ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বাস্তববস্তুর বেদান্ত প্রতিপাদিত হ'য়েছে তাই একমাত্র ধন, অন্য সবই ঋণজাতীয়। প্রেমই ধন, তাহারই সোপান ভক্তি। তাহা সাধন ও ভাবরাজ্যের পূর্ণবিকাশে লব্ধ হয়। জ্ঞানী বিদ্বান্ বিশ্বদর্শনে গোলোকপ্রতীতি করেন। ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীল প্রবোধানন্দ সিদ্ধান্তিকারীর মঙ্গলার্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে বিশেষভাবে ব'লেছেন—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।"

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে,
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে,
যৎ কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব
স্তুমঃ॥"

গৌরসুন্দর ও ষড়্‌গোস্বামীর বিচার-প্রণালীর অনুসরণ ব্যতীত উপায় নাই। তাঁ'দের কারুণ্যের আস্বার পতিত হ'লে আত্মচক্ষু উন্মীলিত হ'য়ে চিদালোকদর্শনে যোগ্যতা আসে। রূপানুগের বিচারপ্রণালী কোথায়? গৌরসুন্দরের কৃপা কটাক্ষে পঞ্চাল ঋষির ঈশ্বরসাযুজ্য কৈবল্যমাত্র নরক-সদৃশ দৃষ্ট হয়, দেবলোক আকাশ-পুষ্পের মত অনুভূত হয়, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের 'আমার ভোগ্য স্বর্গাদি' যুক্ত অকল্পণা—বৃথা হয়ে যায়। বিশেষবিচারে প্রয়োজনসিদ্ধির বাধা হ'লে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপ আকাশপুষ্পের বিচার এসে অধিকার করে। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষানুভূতি অজ্ঞের ভজ্যে'র বিষয়। বিশ্বে পূর্ণসুখের অনুভূত নাই। কারাগারে থাকাকালে ত্রিবিধ ক্লেশের প্রাপ্তি অনিবার্য্য। জ্ঞানের উদয়ে ঐ ত্রিতাপের যোগ্যতা হারান যায় আনন্দের অনুসন্ধিৎসু সকলেই। বিশ্বের প্রতি ভোগময় দর্শন জড়াভিনিবেশে বিবস্তু-হেতু লাভ-বুদ্ধি।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

ভক্তিপথে এসে গোখরের পথে অবস্থিত হ'লে নিবুদ্ধিতা ব'লতে হবে। বিশ্বকে ব্রহ্মবিচার, স্ত্রীবোপাসক-সম্প্রদায়ের বিচার আদরণীয় নহে।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈ-
স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনা-
সতি ধাবতো বহিঃ॥"

অচিদ্‌গুণ প্রয়োজনীয় নহে। চিদ্‌গুণগুলি কৃষ্ণের আনন্দবিধায়ক।

"ঈশস্য হি যদ্বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা।"
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায় আত্মমঙ্গল হয়। অনাত্মমঙ্গল ও আত্মমঙ্গল পৃথক্ বস্তু। বিশ্বকে ভোগের আগার মনে ক'রে আমরা ক্ষুদ্রজীব বিপন্ন হ'য়ে পড়ি, ভগবৎসেবার সুখ থেকে বঞ্চিত হই। যেকালে বিশ্বে ভোগাপ্রতীতি ক্ষীণতা লাভ ক'রে তদীয় ভোগাপ্রতীতি বৃদ্ধি লাভ করে তখন গোলোকবৃন্দাবনের প্রতীতি ও ক্লেশহীনতা দৃষ্টিগোচর হয়। অভক্ত হ'লে অন্যাভিলাষযুক্ত হ'য়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিচারে সুপথে নিয়ে যেতে দেয় না। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদিগকে দুর্গত ক'রে দেয়। গুরুস্থানীয় হ'বার যোগ্যতা অনেকের আছে।

"অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।"

সেইজন্য আদৌ গুরোঃ সেবা। বিশ্রম্ভ-সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ না ক'রলে আমাদের নিস্তার নাই। মূঢ়তার যোগ্য ব্যক্তিগণকে মোহনের জন্য গুরুর বিচার বিকৃত ক'রে অনেকে অন্যদিকে অভিনিবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন, তা বিস্মৃত হ'য়ে মানব অসুবিধায় পড়ে গেছে। গৌরকারুণ্যকটাক্ষে বিশ্বদর্শন পূর্ণসুখের আকর। সকলেই হরিসেবক, আমিই বঞ্চিত—এই বিচারে পূর্ণমঙ্গল।

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥

এই নারকীয় অভিমানগুলি ত্যাগ করতে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে হ'বে। ভক্তের নিকট ব্রহ্মা প্রভৃতির পদগুলি কীটের চেয়ে মত মনে হয়। সেই সেই পদবীর যত্নে বৃথা সময়নাশ বিবেচনা করেন। দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্প-পটলী—ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা কামাদি সর্পগুলির সহিত বাস ক'রলে অনিষ্ট হ'বে। মন্ত্রের প্রভাবে সর্পগুলির বিষদন্ত ভগ্ন হয়। কামাদিদ্বারা বিশ্ব ও কৃষ্ণকে ভোগ করবার দুর্ব্বাসনা উপস্থিত হ'লে পতঙ্গনিষ্ঠবিব পতঙ্গসমবলে দৌড়াইতে থাক। ভক্তের পদরেণু মস্তকে ধারণ ক'রলে স্বারাজ্যসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"
"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন
চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

ভক্তের পদরেণু মুকুট হ'লে তারক সাম্রাজ্যলাভের প্রয়াস ক'রলে গোস্বামী হ'তে পারে। তখন 'অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্' শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'বে। ভক্তাভিলাষী হ'য়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ক'রলে পুনরায় কর্ম্মীর গোলাম হ'তে হবে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"
"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"

ভক্ত কদাপি প্রতিষ্ঠা চান না। অভক্তকে ভক্ত মনে করা মহাপরাধ। আমাদের মহাভাগবত অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত বিকারাদির ছলনা নিতান্ত নারকীয় বিচার ও বৈষ্ণব অপরাধ।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

যাঁরা চব্বিশঘণ্টায় বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদেরই তিনি শুদ্ধজ্ঞান ও বিমলপ্রেমযোগ প্রদান করেন। সেই প্রেমে তাঁরা নিত্যধামে নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীল দাস-গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং,
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং,
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥"

শ্রীগুরুর কৃপায় আমি রাধাগোবিন্দের আশা পর্য্যন্ত পে'য়েছি। তিনি কৃপা ক'রে সর্ব্বদা ভক্তিযোগে স্থাপন ক'রেছেন এবং তা'তে এত বড় উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণের দুঃসাহস করতে পেরেছি। অতএব নিত্যকাল আমি তাঁর চরণে প্রণত থাকব। শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল ব'লেছেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

এইগুলি কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানমার্গের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান। নিত্যকাল দৃঢ়তরা ভক্তি আমাদের শ্রীরাধামাধবকে জয় ক'রে দেবে, কর্ম্মীর, জ্ঞানীর প্রাপ্যবস্তু ভুক্তি বা মুক্তি সর্ব্বদা সেবা করবার জন্য প্রতীক্ষা করবে। কিন্তু ভক্ত কখনও তা'দের দিকে দৃক্‌পাতও করবেন না। তারা ভক্তের সেবা করতে পেলে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করবে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৭ দিনের

২৭ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাধ্যোদশী পক্ষী দি ১৪৭ অশ্বিনী ধাত্রী দি ১০।৮৬ পরিঘযোগ বা ১।৫ বালবকরণ। দি ১০।৬ মধ্যে মোক্ষদা একাদশীর পারণ।

২৮ কেশব ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর রবি সত্ত্ব বাসুদেব গৌরত্রয়োদশী পক্ষী দি ১১।৫৫ ভরণী কৃষ্ণ দি ৯।৩২ শিবযোগ বা ১৫।২৭ তৈতিলকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার ২৩২তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ভীষণ রাহাজানি

ধর্ম্মদার ২রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৮শে নবেম্বর নদীয়া জেলার নাকাশী-পাড়া থানার অন্তর্গত ভোলাডাঙ্গা গ্রামের নিকটবর্ত্তী জেলা বোর্ডের রাস্তায় রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় এক ভীষণ রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন ধাড়িপাড়ার হাট ছিল। মুড়াগাছা গ্রামের জনৈক বস্ত্র-ব্যবসায়ী ঐ হাটে বিক্রয় শেষ করিয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে ১৪।১৫ জন লোক জঙ্গল হইতে আসিয়া গাড়ী আটকায় এবং নগদ প্রায় একশত টাকা ও প্রায় দেড়শত টাকা মূল্যের জিনিষ লুঠ করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ চম্পট দেয়।

ডাকাতদলের লাঠির আঘাতে গাড়োয়ান এবং ব্যবসায়ীর এক পুত্র আহত হইয়াছে।

নাকাশীপাড়া থানার পুলিশ এ বিষয়ে জোর তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ, ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে পাঠান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন মুসলমান একজন গয়লা। উহাদের বাড়ী নাকি ভোলাডাঙ্গাতেই।

৩৮ ফুট লম্বা সর্প

নাগপুর হইতে প্রকাশ, সুবিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা গানবোট জ্যাক সুদূর প্রাচ্যে খেলা দেখাইয়া ফিরিবার সময় ৩৮ ফুট লম্বা দুইটী অজগর সর্প নিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে নাগপুরে উহা দেখান হইতেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে খেলা দেখাইবার সময় কোন রকমে একটি সর্প বাহির হইয়া আইসে। ইহাতে দর্শকদের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গানবোট জ্যাক স্বয়ং তাঁহার ২৫ জন লোকের সহায়তায় অতিকষ্টে সাপটিকে ধরিতে এক সমর্থ হন। প্রকাশ, প্রত্যেকটি অজগর একবারে প্রত্যহ চারিটি করিয়া পূর্ণবয়স্ক ছাগ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

লাহোরে বিষম চাঞ্চল্য

লাহোরের ৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টার ও ডিগ্রী পরীক্ষার একদিনে দুই পেপারের পরীক্ষা গ্রহণ করার প্রতিবাদে আজ লাহোরের সমস্ত কলেজের ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অনুমান তিন সহস্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া ভাইস-চ্যান্সেলারের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলার আটজনের বেশী ছাত্রকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দিতে রাজী হন না। ছাত্রগণ এই প্রস্তাবে রাজী না হইয়া দলবদ্ধ হইয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দাসূচক ধ্বনি করিতে করিতে আইন কলেজ ও গবর্ণমেণ্ট কলেজ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

কলিকাতায় বড়লাট

গত মঙ্গলবার প্রাতে বড়লাট এবং তাঁহার পত্নী স্পেশাল ট্রেণযোগে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছেন। বাঙ্গলার লাটসাহেব কলিকাতার শেরিফ এবং বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম হইতে ৩১টী তোপধ্বনি করিয়া বড়লাটকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

ডাকাতি

গত ৩০শে নবেম্বর রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত ঝাউডাঙ্গা গ্রামে স্বর্গীয় কেদারনাথ বিশ্বাসের গৃহে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন লোক কুঠার, দামদা, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কৌশলে গৃহের সদর দরজা খুলিয়া ফেলে এবং কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া নীরব থাকিতে আদেশ করে। অতঃপর তাহারা জিনিষপত্র লুঠ করিতে থাকে। ইতোমধ্যে গৃহের অপর পার্শ্বস্থিত কক্ষে রুদ্ধ মহাশয়ের অপর এক বালিকা এবং দৌহিত্রী তাঁহার শিশু কন্যাসহ জাগরিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা উভয়ে গোপনে গৃহ হইতে পলাইতে সমর্থ হন। দৌহিত্রীটি সন্নিহিত এক গোয়ালার গৃহে আশ্রয় লন এবং বালিকাটি অদূরবর্ত্তী এক ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করেন। ঐ গৃহের যুবকেরা হাকডাক করিয়া লোক জমাইতে চেষ্টা করেন। ক্রমে গ্রামের বহু লোক সমবেত হয়। তখন ডাকাতদল সরিয়া পড়ে এবং পরে উহার পুষ্পে গদি, তোষক প্রভৃতিতে আগুন লাগাইয়া দিয়া যায়।

প্রকাশ, নগদ ও অলঙ্কারে আনুমানিক পাঁচ সহস্রেরও অধিক টাকা তাহারা লইয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার এক বালিকা মস্তকে অল্পবিস্তর আঘাত পাইয়াছেন।

১০ মাসে ৫০৬টি নরহত্যা

পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায়, সীমান্তে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত অক্টোবর মাসে ৬১টী নরহত্যা, ২টী ডাকাতি এবং ১১৮টী চুরি হয়। গত বৎসর অক্টোবর মাসে মাত্র ৪৫টি নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর গত ১০ মাসে ৫০৬টি নরহত্যা হইয়াছে। গত বৎসর ঐ ১০ মাসে ৪২৪ জনকে হত্যা করা হইয়াছিল।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

রেঙ্গুনের ৪ঠা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাঁচটী বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক বাড়ীর মালিক কোনও খনির স্বত্বাধিকারী এবং অপর এক বাড়ীর মালিক এক স্বর্ণ ও হীরকের দালাল। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চারি লক্ষ টাকা। প্রকাশ যে, খনির মালিকের ৮০ হাজার টাকার নোট ভস্মীভূত হইয়াছে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

আদালতের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ

লক্ষ্ণৌয়ের ৪ঠা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ প্রহরীগণ যখন তিনজন বিচারাধীন আসামীকে পুলিশ কোর্টে লইয়া যাইতেছিল তখন আসামীদের আত্মীয় স্বজন কর্তৃক এলাকার মধ্যে আক্রান্ত হয়। প্রকাশ, উক্ত আত্মীয়স্বজনগণ বলপূর্ব্বক আসামীগণকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে পুলিশ-কর্ম্মচারীরা তাহাতে বাধা দেয় এবং উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া যায়। ইহার ফলে তিনজন কনেষ্টবল ও অপর পক্ষের চারিজন লোক আহত হইয়াছে।

লোকান্তরে পঞ্চম জর্জ্জের ভগ্নী

লণ্ডনের ৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের ভগ্নী প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অদ্য প্রাতে মারা গিয়াছেন।

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার পীড়ার জন্য রাজা অদ্য পার্লামেণ্ট উদ্বোধনার্থ আসিতে পারেন নাই; তাঁহার বক্তৃতা লর্ড চ্যান্সেলার পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ কেশব, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪১

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

-::•::-

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে এলাহাবাদে 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' উন্মোচনের জন্য যত্ন করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য ত্রিবেণীর ধারে সুপ্রশস্ত ভূখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রয়াগের যেস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন হইয়াছে তাহাই 'ত্রিবেণী' নামে অভিহিত। এই পুণ্যভূমি স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাদস্পর্শ লাভ করিয়া আরও পবিত্র হইয়াছেন। মহাপ্রভুর ত্রিবেণীতে অবস্থান-কালেই আড়াইল গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীবল্লভাচার্য্য (মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগদাধর ঠাকুর শিষ্য এবং আধুনিক বল্লভ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু) মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিলেন। তখন শ্রীরূপ পাদ ও তদনুজ শ্রীঅনুপম মহাপ্রভুর নিকটে ছিলেন।

প্রয়াগে বহু প্রাণী ত্রিবেণীস্নান ও বেণীমাধব দর্শন করিয়া থাকেন। মাঘমাসে তথায় সহস্র সহস্র স্নানার্থী যাত্রীর সমাগম হয়। এবার অর্দ্ধকুম্ভযোগ সমুপস্থিত। সুতরাং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা আছে। কর্ম্মিগণ পুণ্যার্থী হইয়া প্রয়াগে আগমন করেন। কিন্তু উক্ত পুণ্যও ক্ষয়িষ্ণু। পুণ্যফলে ভোগাগার স্বর্গে যাওয়া যায় বটে কিন্তু উক্ত পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। ভক্তগণ পুণ্যের বা কোন প্রকার কামনার বশবর্ত্তী নহেন। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য—ভগবৎপ্রীতি। তাঁহাদের বিচার—বৈকুণ্ঠবিহার, যাহাতে কুণ্ঠধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও অবস্থিতি নাই।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ যে দৃষ্টিতেই তীর্থরাজ প্রয়াগকে দর্শন করুন না কেন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের দর্শনে প্রয়াগ শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী। এই স্থানে মহাপ্রভু দশদিন অবস্থান করিয়া শ্রীরূপপাদকে অভিধেয়-তত্ত্ব বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। যদিও মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামীর হৃদয়ে ঐ সকল তত্ত্ব স্বতঃই বিরাজিত ছিল তথাপি শ্রীরূপকে উপলক্ষ্য করিয়া সকল মানবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন-প্রণালী শিক্ষা-প্রদানের জন্যই মহাপ্রভুর ঐ লীলা! শ্রীরূপশিক্ষা-সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ প্রভৃতি কৈতব বিনষ্ট করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবার মাধুর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন। একমাত্র শ্রীরূপশিক্ষার অনুশীলনের ফলেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং" "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং" প্রভৃতি শ্লোকে মনুষ্যজীবনের সুদুর্ল্লভতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একমাত্র মনুষ্যজন্মেই পরাৎপরবস্তুলাভের কথা জানাইয়াছেন। আবার সেই কথা পাওয়া যায় শ্রীরূপশিক্ষায়। যেস্থানে এই শিক্ষা গঙ্গোত্রীর ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার ন্যায় পবিত্র স্থান আর কি হইতে পারে? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সেই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়াই প্রয়াগের ধূলিতে গড়াগড়ি যান। সমগ্রবিশ্ব ঐ "রূপশিক্ষালোকে আলোকিত হউক, ইহাই তাঁহাদের একান্ত বাসনা। এই বাসনায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, ইহাতে অমন্দোদয়-দয়ার সন্ধান নিহিত রহিয়াছে। সেই শ্রীরূপশিক্ষার কথা সমগ্রবিশ্বে দান করিবার জন্যই গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আয়োজন। শ্রীরূপশিক্ষার বিস্তৃতি নিমিত্তই আচার্য্যপ্রবরের দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণপূর্ব্বক পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, গ্রন্থাদি প্রকাশ, পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকার প্রচলন, পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচন প্রভৃতির ব্যবস্থা। এক কথায়, মহাপ্রভুর বাণী বা রূপশিক্ষা-প্রচারের এমন সর্ব্বতোমুখী সুবন্দোবস্ত আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। প্রচার-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়, মহাপ্রভুর—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই আচার্য্যপ্রবরের প্রপঞ্চে প্রকটলীলা।

বক্তৃতা ও ব্যাখ্যাদিতে অনেক সময়ই মানবগণ প্রকৃত শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হন। ইহা লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা-বিভাগেও বিভিন্ন বস্তু দর্শন করাইয়া শিক্ষাপ্রদানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূগোলের ছাত্রগণ শুধু পুস্তক মুখস্থ করিয়া যাহা মনে রাখিতে না পারে একবার স্থানগুলি দেখিয়া আসিলে তাহা সহজেই স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। ঐ উদ্দেশ্যেই শিক্ষার্থিগণ অনেক সময় ঠিক ঠিক অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কলির প্রাবল্যে জনসাধারণ স্বতঃই পরমার্থের প্রতি বিরাগবিশিষ্ট। তথাপি তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য আচার্য্যপ্রবরের অনলস চেষ্টা। সেই চেষ্টা হইতেই বক্তৃতা, ব্যাখ্যাদির ব্যবস্থা ব্যতীতও পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচনের ব্যবস্থা। কুরুক্ষেত্র, শ্রীধাম মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী প্রভৃতি স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচনের দ্বারা পরমার্থ যে চমৎকারভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শিগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থরাজ-সমূহের অমল শিক্ষার প্রতি অনেকেই উদাসীন। কেহ কেহ ঐসকল গ্রন্থ আলোচনা করিতে অগ্রসর হন বটে কিন্তু সেবোন্মুখতার অভাবে এক বুঝিতে আর বুঝিয়া বসেন। আবার যখন ঐসকল গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্মবেত্তা মহাজন তাহা ব্যাখ্যা করেন, তখন "উহা বুঝা যাইবে না" এই ভয়ে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। কিন্তু যখন চিত্র ও বিগ্রহাদির যোগে শিক্ষা-সমূহ প্রদর্শিত হয় তখন তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় এবং অনেকে সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিবার প্রলোভনে আসিয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার বাণী অবগত হইবার সুযোগ পান। প্রয়াগধামে এবার অর্দ্ধকুম্ভযোগ উপলক্ষে পরমার্থ-প্রদর্শনীর দ্বারা শ্রীরূপ-শিক্ষা-প্রদর্শনের যে চমৎকার বন্দোবস্ত শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে যাত্রিগণের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ শিক্ষার অন্তর্গত যাবতীয় সদ্‌শিক্ষা। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহের শিক্ষা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে। সজ্জনগণ এই কার্য্যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া ভারতের গৌরব পরমার্থ-শিক্ষালোকে দেশবাসীকে আলোকিত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

"গার্হস্থ্য ধর্ম্ম"

(৩)

এখনও হিন্দুবিবাহ-প্রথায় দেখা যায়, পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের কুলপুরোহিতবর্গ শালগ্রামশিলারূপী নারায়ণের সম্মুখে উভয়ে সম্যগ্‌ভাবে জীবনযাপন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয় এবং স্বামী তাঁহার বিবাহিত পত্নীকে যাবজ্জীবন ভরণপোষণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ইহা হইতে সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিবাহিত জীবন কত অধিক দায়িত্বপূর্ণ। একটী অবলা বালিকা তাহার পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া একটী অপরিচিত পুরুষ যুবককে আশ্রয় করে, এমন কি ঐ বালিকাকে তাহার পিতার গোত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাইয়া স্বামীর গোত্রে গোত্রান্তরিত করা হয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি যদি বিবাহিত জীবনে সংযত বা জিতেন্দ্রিয় হইবার যত্ন না করে অথবা বৈধপত্নীর বর্ত্তমানেই যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ দিতে আসক্ত হয় তবে তাহার জন্য অনন্তকাল নরকে বাস ব্যবস্থা কি সঙ্গত নহে? শাস্ত্রে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ন তু কামার্থে' ইত্যাদি বাক্য দেখা যায় অর্থাৎ কেবল সৎপুত্রলাভের জন্যই ভার্য্যা গ্রহণ করিবে, কাম-ভোগের জন্য নহে।

ধর্ম্মপত্নীর অন্য নাম সহধর্ম্মিণী। স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সহায়কারিণী বলিয়াই তিনি সহধর্ম্মিণী। যে স্ত্রীলোক স্বামীর পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করেন না, কেবল বিলাসব্যসনে রত থাকেন, তিনি কেবল পুরুষের কামসঙ্গিনী বলিয়া কামিনী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেরূপ কামিনীর সঙ্গপ্রভাবে পুরুষের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না; বরং সংসারে অধিকতরভাবে আসক্ত বা গৃহমেধী হইয়া পড়েন। যে স্বামী স্বীয় পত্নীকে পরমার্থপথে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান না করেন পরন্তু পরমার্থ বিদ্বেষ করেন অথবা পত্নীর বর্ত্তমানে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গাদিতে রত হন সেই স্বামী নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমতী রমণী তাদৃশ পতিত স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। যথা শ্রুতিবচন "পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ"। পতিত হইলে ভর্ত্তাকে ত্যাগ করাই উচিত।

সার কথা এই যে, পতি-পত্নী উভয়েই ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহস্থ মহাজনগণের ন্যায় পরমার্থকে কেন্দ্র করিয়া গৃহধর্ম্ম যাজন করিবেন। যেখানে পরমার্থ-চেষ্টার অভাব, সেখানে কেবল জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন-স্পৃহাই প্রবল হয়। পরমার্থ-চেষ্টাশূন্য মানবজীবন পশ্বাদির ন্যায় নিতান্ত অসার।

"আহার-নিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাম্ অধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥"

কেবল ভোগলিপ্সু হইয়া যাঁহারা সংসারে বাস করেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে গৃহমেধী বা গৃহব্রত বলিয়াছেন। গৃহমেধিগণের চরিত্র মহাজনগণ শাস্ত্রে এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
(ভাঃ ২।১।৩)

যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রী-সঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয়-সঙ্ঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখেরই সৃষ্টি হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধিসুখে পরিতৃপ্ত হন না। (আপনার কৃপায়) কোন কোন ধীর ব্যক্তি খোসের চুলকানির ন্যায় কামবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন।

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু ॥
(ভাঃ ৪।২৫।৬)

গৃহব্রত ব্যক্তির পুত্র, কলত্র, ধনাদিতেই পরমার্থ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, তাহাতেই মূঢ় ব্যক্তি কাম্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, কখনই পরমার্থ লাভ করিতে পারে না।

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥
(ভাঃ ১১।১৭।৫৬)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র-ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অল্পমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি ও আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়।

ঐ প্রকার চরিত্রবিশিষ্ট গৃহব্রত ব্যক্তিগণ পরিণামে নরকগতিই লাভ করিয়া থাকে।

"অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥"
(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

যাস্তামিস্রান্ধতামিস্রা রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃসঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ
(ভাঃ ৩।৩০।২৮)

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যত প্রকার নরকযন্ত্রণা পরস্পরের পাপসংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত গৃহব্রত ব্যক্তি—পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা সহ্য করিতে বাধ্য হয়।

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্।

কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক, বা উদর-ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর এইস্থানেই কুটুম্ব ও নিজদেহ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ঐসকল কর্ম্মের পূর্ব্বোক্তরূপ ফল ভোগ করিতে হয়।

গৃহাসক্তচিত্ত গৃহব্রত ব্যক্তিগণের ভয়াবহ নরকগতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ৩০।৩১ অধ্যায়ে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। কৌতূহলী পাঠকগণ তাহা দেখিতে পারেন। প্রবন্ধ-বিস্তৃতি আশঙ্কায় এস্থলে বিস্তৃত উদ্ধার করা হইল না।

অতএব এই প্রকার গৃহব্রত হওয়া কখনই মানবগণের কর্ত্তব্য নহে, অতঃপর গৃহস্থ ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় উপদেশ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

বিদ্বান্ গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বী হইয়াও কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, ঈশ্বরনিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে, এবং দৃষ্ট বস্তু যেমন নশ্বর, তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবে।

শাস্ত্রকারগণ সামর্থ্য অনুসারে অতিথি-সেবা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ।
(ভাঃ ৭।১৪।১১)

গৃহস্থ ব্যক্তি মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় [illegible] করিয়াও অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥

যে সকল গৃহ হইতে অতিথিগণ কিছু না পাইলেও কেবল জলের দ্বারাও সৎকৃত না হইয়া চলিয়া যান, সেই সকল গৃহ শৃগালগণের বিবর তুল্য।

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ ॥
(ভাঃ ৪।২২।১১)

যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জ্জিত সেইসকল গৃহ অখিল সম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পাদিগের আবাস-স্থান বৃক্ষসদৃশ মৃত্যুভয়প্রদ।

যথার্থ গৃহস্থাশ্রম কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা এই প্রকার উপদেশ পাইয়া থাকি।

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥

(শ্রীপৃথুমহারাজ সনৎকুমারাদি জগ-দ্বন্দ্য ঋষিগণকে কহিলেন) যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবা-সম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।

গৃহস্থগণই অন্যান্য তিন আশ্রমকে পালন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক পালিত হন যেসকল গৃহস্থ উক্ত কার্য্যে কুণ্ঠিত হন তাঁহারা নিতান্ত হেয় ও স্বার্থপর। আদর্শ গৃহস্থগণ একান্ত কর্ত্তব্য-বোধে তাঁহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যাদির দ্বারা উক্ত তিন আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণকে পরমার্থ-প্রচারের সহায়তা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি
(ভাঃ ৭।১৪।৮)

—যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বারা মাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, গৃহস্থ ব্যক্তির তদুপযোগী অর্থাদিতেই অধিকার, ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি চোর এবং দণ্ডার্হ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থের দ্বিতীয় বৃষ্টিতে চতুর্থধারায় লিখিয়াছেন,—

আলোচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থ আশ্রমই একমাত্র আশ্রম, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর তিনটী আশ্রম অবস্থিত হয়। মানবজাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া যদি ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তথাপি সেই সেই আশ্রমের কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মাধিকার লক্ষিত হওয়ায় ঐসকল আশ্রমের পার্থক্য দর্শিত না হইলে সমাজজ্ঞানের তাত্ত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল নারদগোস্বামী প্রভু গার্হস্থ্যধর্ম্মের উপদেশ-প্রদানকালে বলিয়াছেন,—

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥

কুলীনগ্রামবাসী (বসু) রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজখান, ইঁহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বলকায়স্থ বসুবংশজাত গৃহস্থ-বৈষ্ণব। ইঁহারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত্য কি? মহাপ্রভু উত্তর করিলেন, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।

সারকথা এই যে—

গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য অসম্ভাষ্য দিবানিশি ॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥
সংসারে আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

ডিহরীতে প্রচার

গত ১লা ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ডিহরী সুগার মিলের ক্লাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৭ম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সুগার মিলের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ডালমিয়া মহাশয় ও তদীয় ভ্রাতার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতশ্রবণে বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা স্বামীজীদের কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। মিল প্রথম চালন সুরু হইবার কালে ডালমিয়া মহাশয় কিছু ইক্ষুদণ্ড স্বামীজী শ্রীমৎ গভস্তিনেমি মহারাজের হাতে দিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পরে কলে ইক্ষুদণ্ড প্রেরণ করেন।

গত ২রা ডিসেম্বর শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ উপরউক্ত ক্লাবে ছায়া-চিত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা প্রদর্শন ও বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতার আদিতে প্রণবাক্ষরে শ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রণবের অর্থ, প্রণবের প্রসারিত অবস্থাই মহামন্ত্র, নামকীর্ত্তনফলেই নামীর সাক্ষাৎকার এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনুই চৈতন্যদেব, ইহা বিশেষ যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা, ব্যবহার-ধর্ম্ম-প্রমত্ততা, বিদ্যাকুলের অভিমান, ভক্ত-দ্বেষীর ব্যবহার, অদ্বৈতাচার্য্যের জগৎ-পূজা ও হুঙ্কারপূর্ব্বক ভগবদবতারণকার্য্য, নিমাইর জন্ম, বাল্যাবস্থা হইতে বিদ্যাবিলাস পর্য্যন্ত প্রদর্শন করেন। তৎপ্রসঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যা, সরস্বতীর নিষ্কপট ও কপট কৃপা, কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবিত্ত থাকাই বিদ্যার তাৎপর্য্য প্রভৃতি [illegible] দৃঢ়তার সহিত বর্ণন করেন।

বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃগণ আকৃষ্ট হইয়া আরও শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ২ দিনের

২৯ কেশব ২৩ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর সোম সর্ব্বাদির সংকল্প, গৌরপূর্ণিমা পঞ্চমী দ ১০।২৯ কৃত্তিকা দিবা দ ৮।৩৩ সিদ্ধযোগ রা ৮।৬ বালবকরণ দি ১০।২৯ বিষ্টিকরণ রা ৯.৪৫ গতে ববকরণ। নিশিপালন।

৩০ কেশব ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর মঙ্গল স্নানপূর্ণিমা প্রাতঃপূর্ণিমা দণ্ড দি ৩।৯০ রোহিণী দিবা দি ৮।০ সাধ্যযোগ দি শেষ ৬।৩৬ ববকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার [২৩৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

ইতালীয় বিমানপোত হইতে গোণ্ডার ও দেসিতে বোমাবর্ষণ হইয়াছে। দেসিতে সম্রাটের আবাসস্থল ধ্বংস করাই বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হাসপাতালও আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ জন নিহত ও ২০০ জন আহত হইয়াছে। হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট প্রতিবাদ করিয়াছে। হাবসীদের আক্রমণের পূর্ব্বেই ইতালীয় দল আক্রমণ করিবে। বিমান আক্রমণের এই অর্থই করা হইতেছে।

বিরোধ-মীমাংসার জন্য বৃটেন এবার যে প্রস্তাব দিয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব আফ্রিকার ভূখণ্ডের ভাগ-বাটোয়ারার একটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং ফলে ইতালী উহাতে রাজী হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছে। কিন্তু ইতালীয় সরকারী মহল ও মঃ লাভাল ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেছেন না।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর মাকালের উত্তর-পশ্চিমে হাবসীগণ মেশিনগানের গুলীতে দুইটী ইতালীয় বোমাবর্ষী বিমান ঘায়েল করিয়াছে। ঐ দিকে এক গিরিবর্ত্মে হাবসীদল অতর্কিত আক্রমণ করিয়া ইতালীয় দুইজন সৈন্য নিহত করিয়াছে। ইতালীয় বিমান বাহিনী দেসির উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হাবসী সৈন্যদল আদোয়া ও আদিগ্রাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইতালীয় শিবির আক্রমণ করে। ইতালীয় এবিসিনীয় রক্ষীদল আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়।

কলিকাতায় পাঁচটি অগ্নিকাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় পাঁচটী অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। কোনও প্রাণহানি হয় নাই বটে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে একখানি মোটর বাসে আগুন লাগিয়াছিল। সন্ধ্যায় ধর্ম্মতলা ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ে একখানি ট্রাম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। উহার কিয়দংশ দগ্ধ হইয়াছে।

বেলা প্রায় ৯টার সময় শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটের এক বস্তি পল্লীতে অকস্মাৎ আগুন লাগে, আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে উহা নির্ব্বাণ সম্ভব হয়। একখানি ঘর অল্প পুড়িয়া গিয়াছে।

বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট বেলা ১২টা ৪ মিনিটের সময় একখানি মোটর বাসে আগুন লাগিয়া উহা পুড়িয়া যায়। দমকলের চেষ্টায় আগুন নির্ব্বাপিত হয়; বাসখানির নম্বর ২০৪; বাসখানি ৪০০০ টাকায় বীমা করা ছিল।

বেলা দেড়টার সময় চেৎলায় একটী খড়ের গাদায় হঠাৎ আগুন লাগে। সংবাদ পাইয়া দমকল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আগুন নির্ব্বাপিত করে। ক্ষতির পরিমাণ বেশী নহে।

সন্ধ্যা ৬টার পরে কাশীপুরের একটি বস্তিতে আগুন লাগে: দমকল ঘটনাস্থলে আসিবার পূর্ব্বে বস্তিবাসীরা আগুন নিভাইতে সমর্থ হয়। একখানি ঘরের কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মতলা ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ে ঠিক ঐ সময়েই একখানি ট্রামে আগুন লাগে। ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী নহে। ট্রামখানি দগ্ধ হওয়ায় ফলে কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

জেল ওয়ার্ডারদের সঙ্ঘর্ষ

মুন্সীগঞ্জের ৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় সাব-জেলের ওয়ার্ডারদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হওয়ার ফলে দুইজন ওয়ার্ডার আহত হইয়াছে। বিপদসূচক বাঁশী বাজান হইলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ সাব-জেলে উপস্থিত হন যে, ওয়ার্ডারগণ দাঙ্গা করিতেছিল, তাহাদিগকে শান্ত করা হয়; পরে আর কোনও গোলযোগ হয় নাই। গঙ্গারাম মুন্সী নামক একজন ওয়ার্ডারকে একমাসের জন্য সস্পেণ্ড করা হইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

বসুমতীর জামানত বাজেয়াপ্ত

বসুমতী প্রেসের রক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'দৈনিক বসুমতী'র প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেস আইন অনুযায়ী জামানত স্বরূপ যে এক হাজার টাকা জমা রাখিয়াছিলেন, সপরিষদ লাটের দুইটী আদেশ দ্বারা তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ঐ দুই আদেশ নাকচ করিবার জন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে শুক্রবার হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির নিকট আবেদন পেশ করা হইয়াছে। 'দৈনিক বসুমতী'তে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'ইসলামের মর্য্যাদা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত দুই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের মতে উক্ত প্রবন্ধ দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব বর্দ্ধিত হইবে।

——

অভিযোগে গ্রেপ্তার

সংবাদ পাইয়া জোড়াসাঁকো পুলিশ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের একটী স্থানে গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে হানা দেয় এবং গোনাই কাহার ও অপর তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ উহাদিগকে সিঁদেল চোরের দলের লোক বলিয়া সন্দেহ করে। পুলিশ ঐ লোকগুলির নিকট হইতে সিঁদ চুরির বহু যন্ত্রপাতি ও টর্চ্চ হস্তগত করিয়াছে।

পুলিশ তদন্তকালে জানিতে পারিয়াছে যে, যে স্থান হইতে আসামীরা ধৃত হইয়াছে, উহা একজন মাড়োয়ারীর দোকানের একটা অংশ। ঐ মাড়োয়ারীর ভৃত্যেরা উহাদিগকে তাহার লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া চুরি করিবার জন্য ডাকিয়া লইয়াছিল।

ধৃত ব্যক্তিদিগকে উত্তর কলিকাতা ডেপুটি পুলিশকমিশনারের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় এফ আর সি এসের পরীক্ষা

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টার জেনারেলের অনুরোধক্রমে লণ্ডনের রয়েল কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি এই মাসে ভারতবর্ষে এফ আর সি এসের প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

গত বৎসর ভারতবর্ষে এফ আর-সি-এসের প্রাথমিক পরীক্ষা প্রথম গৃহীত হয়। মাদ্রাজে এই পরীক্ষা হইয়াছিল। ইহাতে ৬০ জন পরীক্ষা দেন, তন্মধ্যে ৩১ জন উত্তীর্ণ হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এ বৎসর কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং ৩৭ জন প্রার্থীর পরীক্ষাদানের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। আগামী ১৯শে ডিসেম্বর এই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

হুগলী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে সহজ হইবে এই বিরাট, আকারে ও আয়তনে গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ ধর্মের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা [illegible] অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৬	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১১	১৯-১১

আগামী বড়দিন ও নববর্ষের ছুটীতে
ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের
উপর
মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিসাধারণের সুবিধার্থে
"অবাধ-ভ্রমণ" টিকিটের
ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর (২৯শে অগ্রহায়ণ) হইতে ৩১শে ডিসেম্বর (১৫ই পৌষ) পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত হারে টিকিট বিক্রয় হইবে :—

	মধ্যমশ্রেণী	তৃতীয়শ্রেণী
বড়লাইনের (ব্রড্ গেজ)		
সমস্ত স্টেসন … …	১৫, টাকা	১০, টাকা
ছোটলাইনের (মিটারগেজ)		
সমস্ত স্টেসন … …	১৫, টাকা	১০, টাকা
বড় ও ছোটলাইনের (ব্রড্ ও মিটার গেজ)		
সমস্ত স্টেসন … …	২২॥০ টাকা	১৫, টাকা

এই টিকেটে ২০শে ডিসেম্বর (৬ঠা পৌষ) হইতে ৫ই জানুয়ারী (২০শে পৌষ) রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত যেখানে এবং যতবার ইচ্ছা ভ্রমণ করা যাইবে ও রেলওয়ে ফেরী স্টীমারে পারাপার চলিবে।

নং টি ২৮৯ ৩৫
কলিকাতা
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫

এন্ ডি কলডার
ট্রাফিক ম্যানেজার।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০-৬॥০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫,
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫,
ঐ মাঝারি	৪॥০-৪॥৵০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩৷০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫৭,
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯,
রাজা গাওয়া	৪৭॥০
পতিরাম	৪৯,

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০ ৯॥৵০
,, লাল ,,	৮॥৵০ ৯,

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট	৪৸৵০-৫,
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪॥০-৪॥৵০
আটা (বি)	৪॥৵০-৪৸০
সুজী	৪৸৵০-৫,
আটা (এস)	৪৵০-৪০,
আটা (২)	৪৴০-৪৴০
আটা (কে)	৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)	৩৵০-৩।০
পোলাড ভূষি	১৸৵০-২,
ভূষি	১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫,-১৬,
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫,
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২,
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

		প্রতি ভরি
টাকশালের বার	,, ,,	৩৪॥৵১০
বড়ালের বার	,, ,,	৩৪॥৴১০
গিনি	,, ,,	২২॥৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি	৭১,
ঐ খুচরা	,, ,, ,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২২শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬,-৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫॥৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬॥৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬,—৬।০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯।৴০
২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ইঞ্চি ।/৫-॥৵১০পীস
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০,,
২৬ গেজ ১০৸৵০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল ৭।০-৭॥৵০
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা ১৸০-৩, মণ
পাটী কাটিং ৫,-৫।৵০ হন্দর
রড কাটিং ৫।৵০-৫৸০
টীন পাটী ৬,-৬৵০
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট
কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১,-১।৴০

জ্যোতিঃ অরুকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ
ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ৩০ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৪শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১০ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, মঙ্গলবার { ২৩৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

-::•::-

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে মহতী সভা

গত ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় কটকনগরীস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের শ্রবণ সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং ঐ সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া নগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কটকের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ অঘোরনাথ ব্যানার্জ্জি বি-এল্, রাভেন্স কলেজের অধ্যাপক ঘনশ্যাম দাস এম-এ, অধ্যাপক গুরুচরণ মহান্তি এম্-এ, কমিশনার সাহেবের পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট রায় বাহাদুর উমাচরণ দাস, রায় সাহেব অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কটক মেডিকেল স্কুলের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর ডি এন্ গুপ্ত, ডাঃ মুরলীমোহন রায় এম্-বি, বাবু বনবিহারী পালিত বি-এল, পি-ডব্লিউ-ডি'র কনট্রাক্টর কুমারজী দয়া, বাবু হরমোহন পট্টনায়ক বি-এ, উকীল বাবু সতীশচন্দ্র সিংহ বি-এল্, রতন-ষ্টেটের ম্যানেজার শরচ্চন্দ্র দে, উকীল বাবু মণিমোহন রায় বি-এল্, বাবু রামচন্দ্র সিংহ, বাবু শশিশেখর সোম প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদ ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভান্তে স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শান্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দ-নন্দন" গানটী সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

* * *

উক্ত সভায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত হরমোহন পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত কুমারজী দয়া, রায় সাহেব ব্রজসুন্দর মন্ত্ররাজ প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ঐ সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

* *

উক্ত ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ১টার সময় কটক টাউনের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি সি বসু, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু বি-এ মহাশয় সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসেন।

* * *

৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় সেবক সহ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে যাত্রা করেন।

পাটনায় মন্ত্রিভবনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের হরিকথা

গত ১লা ডিসেম্বর পাটনানিবাসী (স্যর) গণেশ দত্ত সিং, মন্ত্রী মহোদয়ের প্রাসাদে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মন্ত্রী মহোদয় স্বামীজীকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিজ মোটরে করিয়া শ্রীমঠ হইতে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। পরে সমাগত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বামীজী বিলাতের প্রচার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ করেন। পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হরিবিমুখের পক্ষে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকই পাপ যন্ত্রণাদায়ক এবং ঐ সকল পাপের বিনাশ জন্য কর্ম্মমার্গে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা পাপমূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। এইজন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াও পুরুষের আবার পাপাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। প্রমাণ বিশ্বামিত্রের তপস্যা পুনরায় ভঙ্গ হইয়াছিল। কেবলমাত্র বাসুদেবে ভক্তিযোগ-প্রভাবেই পাপমূল অবিদ্যা বিনাশ হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্"

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ"

শ্রীকৃষ্ণনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন, কেবল সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। ভক্তিপথই পরম মঙ্গলদায়ক।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং
প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

জীব অনেক জন্ম সাধন করিয়া সৎসঙ্গ-প্রভাবে আমার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয় . . . . তখনই সর্ব্বত্রই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত এইরূপ উপলব্ধি করে।

স্বামীজী পরে শ্রীহরিনামমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বলেন—সকলকে চৈতন্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। চৈতন্যধর্ম্মে একমাত্র বাসুদেবেরই সেবা। পরে স্বামীজী কেবলা-ভক্তি ব্যাখ্যা করেন। 'ধর্ম্ম' অর্থে যাহা ধারণ করা যায়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করাই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। পরে মিনিষ্টার মহাশয় "প্রেম-কীর্ত্তন" শুনাবার জন্য অনুরোধ করিলে স্বামীজী বলেন—সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, অতঃপর অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ভক্তি, পরে প্রেমভক্তি উদিত হয়; এই সব কথা সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর প্রেমকীর্ত্তন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নামসংকীর্ত্তন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে যে-সকল কীর্ত্তন করিতেন তাহাও বুঝান হয়। চারি প্রকার অপরাধ হইতে ছুটী হইলে তবে নিষ্ঠা হয়, পরে অনর্থমুক্ত অবস্থায় চারি প্রকার ফলের পরে ভাবোদয়, পরে প্রেমোদয়; শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রকাশিত হয়, নচেৎ হয় না। পরে স্যর গণেশ দত্ত সিং মহোদয় স্বামীজীর সরল ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট ও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অন্য দিবস একাকী আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

নওগাঁয় প্রচার

গত ২৯শে নভেম্বর স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীভবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নওগাঁ পুজারীডাঙ্গায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীসূত সহ মহারাজের কলিনিস্তার সম্বন্ধ পাঠ করেন ও সদ্গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

পূর্ব্বক প্রকৃত সন্ন্যাসের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাহা হ'লে তাঁহার "যদহরেব" শ্রুতির বিরোধ অনুসন্ধান করিয়া শ্রুতি-ভেদন-জন্য অপরাধ বরণ করিতে হইত না। শ্রুতির সহিত অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি বা অবিরোধ আছে কি না, তাহা সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপাদপদ্মে অভিগমন-ব্যতীত কাহারও উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। অনধিকার-চর্চ্চা করিতে গেলে বেদাববোধী নাস্তিক হইতে হয়।

লেখক বৌদ্ধমতকে গর্হণ করিতে গিয়া নিজেই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ নাস্তিক হইয়া পড়িলেন। যেহেতু "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।" বুদ্ধ অশাস্ত্রীয় সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য জাবালশ্রুতি অনুসারে বাল্য সন্ন্যাসী—এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিতেছেন "সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, যে কোন বয়সে এবং যে কোন অবস্থা হইতে যাঁরা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁরা ঠিক শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া তাহা হন নাই।" সহসা এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। বুদ্ধ ও শঙ্কর অপেক্ষাও পাণ্ডিত্য দেখাইতে গেলে তাহা অন্যস্থলে যুক্তিসঙ্গত হইলেও ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি উহা স্বীকার করিবেন না। লেখক অনুসন্ধানী হইয়া ঐ প্রকার যেসকল অশাস্ত্রীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সংশোধিত হওয়া আবশ্যক।

তিনি উপরিউক্ত জাবালশ্রুতিবচন দেখিয়া "মনে হয় একটা বিরুদ্ধমত ক্রমশঃ মাথা উঁচু করিতেছিল" ইত্যাদি যে সকল কষ্টকল্পনা প্রকাশ করিয়া বৈরাগ্যের সময় নির্দ্দেশে যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রবিরোধ। জাবালশ্রুতির 'যদহরেব' বাক্যের বিরুদ্ধ কোন অর্থই স্বীকৃত হইবে না। যিনি উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাঁহাকে আমরা বেদাববোধী নাস্তিক বলিতে বাধ্য হইব। অবশ্য আশ্রমের ব্যভিচার বা মঠের নামে আখড়াধারিগণের বিষয়-ভোগচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে গর্হণযোগ্য বটে, কিন্তু তাহার জন্য কি জাবালশ্রুতি দায়ী হইবেন? শাস্ত্রোক্ত আশ্রমবিধি-পালনের দোহাই দিয়া কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর দেখান' বা মঠাদির বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া ভগবদ্ভজনের নামে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাদিভোগের আয়োজন যে আদৌ শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদিত মঠ ও আশ্রমবিধি নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু সেই সকল ব্যভিচারকে দৃষ্টান্ত করিয়া একটি প্রসিদ্ধ শ্রুতিবিধানের বিরোধী হইতে হইবে, ইহা কি-প্রকার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা বা গবেষণার পরিচয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

কর্ম্মিগণের যে আশ্রমধর্ম্ম-বিচার, তাহার গতি মহর্জ্জনতপঃ-সত্যলোক পর্য্যন্ত, আবার "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পারমহংস্যানুগত দৈববিচারের অনুগত নহে, যাহা আসুর বা আসুরবিচারানুগত, তাহার অনুসরণে নিত্যমঙ্গললাভের পথ চিরকণ্টকিত হয়। সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভক্তিপর মঠ ও আশ্রমবিধিপালনপর হইলে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ-পঞ্চরাত্রাদির বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বা তাঁহাদের বাক্যে বিরোধ অনুসন্ধান করিয়া উৎপথগামী হইতে হয় না। যে মঠ বা যে আশ্রমের সহিত অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নির্ম্মুক্ত শুদ্ধভক্তির কোন সংস্রব নাই, তাহা জগতের সমূহ অনিষ্টকর; তাহাতে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আহার-বিহার-শয়ন-ইন্দ্রিয়তর্পণাদি ছাড়া অন্য কথা নাই, আমরা তাহা হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তিমঠাশ্রিত হইয়া শ্রীগুরুদেব-নির্দ্দিষ্ট আশ্রমাধিকার স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবাকেই সমস্ত আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য জানিব। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আমাদের আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। লেখক আমাদের এই প্রবন্ধের সদিচ্ছা ব্যতীত অন্য প্রকার ধারণা না লইয়া বিষয়টি স্থিরচিত্তে অবধারণ করিলে সুখী হইব।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা

২১শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

"প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

জীবের ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয় বিদ্যমান, কারণ তাঁ'দের জ্ঞানের পরিমাণ আছে। সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা সসীম বস্তুরই আংশিক জ্ঞান তাঁ'দের হয়। সুতরাং তাঁ'দের ঐ চারিটী দোষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

তাঁ'র স্বাভাবিকী পরাশক্তিপূর্ণ— জ্ঞান, পূর্ণবল ও পূর্ণক্রিয়া। সুতরাং তাঁ'তে ঐ সমস্ত দোষের সম্ভাব থাকিতেই পারে না।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

এই সমস্ত শ্বেতাশ্বতরবচনে তাঁর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণশক্তির পরিচয় দিতেছেন, সুতরাং তাঁর করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা থাকা সম্ভব নয়। আবার বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনের ইচ্ছা তাঁহাতে কিরূপে আসিতে পারে? কাহাকে বঞ্চনা করিবেন? মানুষ ত' বঞ্চিতই আছে। মায়াই ত' বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। জীব নিজের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে মায়ার অধীনে এসে প'ড়েছে। সুতরাং ঈশ্বর তা'দের আবার বঞ্চনা করতে প্রয়াস করবেন কেন? ঈশ্বরের বাক্যে এই সমস্ত দোষের অনুমান করাই অপরাধবোধ বা নাস্তিকতা।

"উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য॥"

উপনিষদের সহিত বেদান্তের সূত্র স্বাভাবিক প্রধানভাবে অভিধাবৃত্তি দ্বারা যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাহাই উৎকৃষ্ট। ভোগাত্মক যুক্তিবাদী, শঙ্করাচার্য্যকের জন্য যে মায়াবাদ রচনা ক'রেছেন, জীব তা'তে প্রবেশ করলেই সমস্ত কার্য্য নষ্ট হয়। তিনি শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে গৌণ লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে বেদান্তসূত্রগুলির ব্যাখ্যা অসুরমোহনের জন্য প্রণয়ন করলেন বেদান্তভাষ্যের তাহা উদ্দেশ্য নয়। ভগবান্ নিরাকার নিষ্ক্রিয়, তাঁ'তে প্রবেশ ক'রে আমিও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যা'ব এরূপ চিন্তা ক'রলে বিনাশ। কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত পদার্থের রূপ-গুণ-নাম সমূহ পৃথক্। বৈকুণ্ঠবস্তুর ঐগুলি অপৃথক্। রজঃ-সত্ত্বগুণদ্বারা চালিত হ'য়ে যে প্রতীতি হয় তাহা দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের কথা জানতে পারা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর জীব-মোহনের জন্য ঐ সমস্তের গৌণ-ব্যাখ্যা ক'রতে আদিষ্ট হ'য়েছিলেন। আপাতদর্শনে ভ্রান্ত ক'রে দেওয়া—কৃষ্ণোন্মুখতা যা'দের নাই, তাদের জন্য ঐ প্রকার ভাষ্য রচিত। পদ্মপুরাণে মহাদেব ব'লেছেন—

'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং
কলৌ যুগে॥
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥'

শিবপুরাণেও ভগবান্ ব'লেছেন—

"দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্
মদ্বিমুখান্ কুরু॥"

"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" অন্যাভিলাষীদিগের বাস্তব জ্ঞানলাভের যোগ্যতা নাই। সেবার যা'রা পরাঙ্মুখ তা'দের জন্য এই জাগতিক বস্তুগুলির আরও বৃদ্ধি ক'রতে ঈশ্বর শঙ্করকে আদেশ ক'রলেন। ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞাই পালন করেন সুতরাং তাঁর কি দোষ আছে। ভগবান্ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি যে কাজ ক'রাচ্ছেন তা'তে দোষ স্পর্শ ক'রতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডে জীবগণ যে-সকল পাপ করেন, যম তাহার দণ্ডবিধান করেন, কিন্তু পরমার্থজ্ঞান তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইতে যাহা জেনেছেন তাই জানান।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

প্রত্যেক শব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান্। সাধারণ লোকে মনে করেন ব্রহ্ম। শব্দ ও শব্দীকে ভেদ বিচার ক'রলে নিত্যবোধক প্রতীতি না হ'য়ে মায়িক প্রতীতি হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা নির্বিশেষ বস্তু বুঝায়। 'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম।' যাহা হইতে বৃহৎ আর নাই। ভগবত্তা ব্যতীত পূর্ণতার প্রতীতি নাই শঙ্করাচার্য্য নিরাকৃত হ'য়েছে। রামানুজ বলেন,—'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।' বস্তু হ'তেই শক্তির পরিচয়। অধিরোহবাদে শক্তি হ'তে বস্তুর পরিচয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় মনে করেন। জড়েই যাবতীয় আকার। তাঁহার আকার নাই,"যস্যাঃ বুদ্ধ্যা চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যো চিত আত্মান।" অন্যান্যতত্ত্ব কালক্ষোভ্য ব্যাপার এই শক্তিতে আছে, ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিশেষধর্ম্ম-বিশিষ্টকেই জড় বলিয়া বলা হয়। শাস্ত্রিকের বিচারে সূত্র নহে যাহা, তাহা ব্রহ্ম, যাহা পূর্ণতা জ্ঞাপন করে। মানুষের ধারণা আংশিক, তাঁদের এই জড়মায়ার বিচার স্বীকার্য্য নহে।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৩০ কেশব ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর মঙ্গল স্নান্ পোষায় পূর্ণিমা চক্রী দি ৯।২০ রোহিণী বিষ্ণু দি ৮।০ সাধ্যযোগ দি শেষ ৬।৩৬ ববকরণ।

নারায়ণ ৪৪৯

১ নারায়ণ ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর বুধ ভুক্ত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণপ্রতিপদ ব্রহ্মা দি ৮।২৫ মৃগশিরা বসট্ কার দি ৭।৫১ শুক্লযোগ দি ৮।২২ কৌলবকরণ।

২ নারায়ণ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপাত দি ৮।৯ আর্দ্রা ভুবনাত্মক প্রভু দি ৮ ১০ শুক্লযোগ দি ৩।৪ গরকরণ দি ৮।৯ গতে বণিজকরণ রা ২।১৩ গতে বিষ্টিকরণ। দগ্ধবার দে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার [২৩৪তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া সংবাদ

দেসির রেডক্রস হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ইতালী কর্ত্তৃক হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণকে 'বর্ব্বরোচিত কার্য্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট একটী প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা এইদিকে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

দেসিতে ইতালীয় বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করিয়াছে। পূর্ব্বদিনের বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, হবসী সম্রাট স্বয়ং ঐ আক্রমণের সময় বিমানধ্বংসী কামান চালান। ভীষণ বোমাবর্ষণের মধ্যেও সম্রাট অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।

ইতালী আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রেডক্রস হাসপাতালের উপর বোমা ফেলিয়াছে এবং নিরপরাধ স্ত্রীলোক ও শিশুর প্রাণনাশ করিয়াছে—এসম্বন্ধে সম্রাট রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। একজন সুইডিস নার্সও আহত হইয়াছে। গোণ্ডারেও স্ত্রীলোক ও শিশু বোমার আঘাতে নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ, সমস্ত রণক্ষেত্রেই ইতালী বোমা বর্ষণ করিতেছে; দাগাবুর ও জিজিগার উপরেও বোমা ফেলা হইয়াছে। শীঘ্রই ইতালী বিরাট আক্রমণ সুরু করিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

বসন্তের প্রকোপ

মেদিনীপুর সহরে বসন্ত রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সহরের সকল অঞ্চলেই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে. জেলা জজের অনুরোধ ক্রমে হাইকোর্ট দুই সপ্তাহের জন্য দেওয়ানী আদালতসমূহ বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। কয়েকটি বিদ্যালয় এবং ফৌজদারী ও রেভিনিউ আদালত সমূহ এখনও বন্ধ করা হয় নাই। আইনজীবি সমিতি সরকারী অফিসসমূহ অবিলম্বে বন্ধ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

জুয়া চেক দাখিলের অভিযোগ

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্স্পেক্টার এন সি গুপ্ত ১৬ হাজার টাকার এক জুয়া চেক সম্পর্কে নন্দলাল বেনিয়া ও রামকুমার নামক দুই হিন্দুস্থানীকে গ্রেপ্তার করিয়া শনিবার ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে দের এজলাসে উপস্থিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত শেষ করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেককে ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২০ হাজার টাকার জামানে খালাস দিবার আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামীদ্বয় গত ৬ই ডিসেম্বর ১৬ হাজার টাকার একটি জুয়া চেক ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডে দাখিল করিয়া ব্যাঙ্ককে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে।

নারী শিল্প প্রদর্শনী

নারী শিক্ষা-সমিতির পরিচালনায় বিদ্যাসাগর বাণীভবনে ২৯৮।৩ অপার সার্কুলার রোডে শনিবার বেলা ১১-৪৫ মিনিটে এক শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। লেডী উইলিংডন প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ও লেডী অবলা বসু, লেডী উইলিংডনকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করার পর স্যার বিজয়প্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর লেডী বসু ষষ্ঠ বার্ষিক-প্রদর্শনীর কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

স্যার ওয়াল্টার ওয়ামর্সে

লণ্ডনের ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্যার আর্ণেষ্ট বেনেটের স্থানে স্যার ওয়াল্টার ওয়ামর্সে এসিষ্ট্যান্ট পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি রক্ষণশীল দলভুক্ত। তাঁহার নিয়োগে মন্ত্রী-সভায় ন্যাশনেল লেবার পার্টির সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাইয়া চারজন দাঁড়াইল।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে লক্ষ টাকা ক্ষতি

নয়াদিল্লীর ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চাঁদনীচকে আগুন লাগিয়া ৫টী দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১লক্ষ টাকা বলিয়া জানা গিয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে দমকলের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া যায়। গোবর্দ্ধনদাস এণ্ড কোং, নারায়ণ ইলেক্ট্রীক হাউস, রাজনারায়ণ খান্না এণ্ড কোং, ধরমপাল দলিপ সিং এণ্ড কোং এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কোম্পানীতে আগুন লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ কোম্পানীরই সর্ব্বাধিক ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার টাকা। গোবর্দ্ধনদাস কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য দোকানগুলি বীমা করা ছিল বলিয়া প্রকাশ। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ, একটী ইলেকট্রিক দোকানেই প্রথম আগুন লাগে।

ভীষণ ডাক লুট

বাঁকুড়ার ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ২রা ডিসেম্বর খুরপার জঙ্গলের নিকট প্রকাশ্য দিবালোকে এক ভীষণ ডাকলুট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গোপীচাঁদ সমাঝী নামক একজন ডাক হরকরা ডাক ব্যাগসহ বাঁকুড়া ডাকঘর হইতে তালডাংরা রোড দিয়া যাইতেছিল। ঐ সময় কয়েকজন অপরিচিত যুবক খুরপার জঙ্গলের নিকট তাহাকে অতর্কিত আক্রমণ করে। ডাক হরকরাকে ঐ স্থানেই হত্যা করা হয়। আততায়িগণ সমস্ত জিনিষপত্রই লইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

"অবাধ-ভ্রমণ" টিকেট

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে যাত্রিদিগের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধার জন্য 'অবাধ ভ্রমণ' টিকেটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই টিকেট আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। মূল্য—বড় লাইনের অথবা ছোট লাইনের সমস্ত ষ্টেশনে ভ্রমণের জন্য মধ্যমশ্রেণী ১৫৲, তৃতীয় শ্রেণী ১০৲, ছোট উভয় লাইনে ভ্রমণের জন্য মধ্যমশ্রেণী ২২৷৹, তৃতীয়শ্রেণী ১৫৲। এই টিকেটের ফলে ২০শে ডিসেম্বর হইতে ৪ঠা জানুয়ারীর মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল লাইনের যথানে এবং যতবার ইচ্ছা ভ্রমণ করা যাইবে এবং রেলওয়ে ফেরী ষ্টীমারে পারাপার চলিবে। ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের এই সুব্যবস্থায় ভ্রমণার্থিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র—শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৫শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১১ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, বুধবার | ১৪৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

পুরী ৭।১২।৩৫

গতকল্য হরিবাসরে রায় সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তি, মদনমোহন পট্টনায়ক, ঢাকাবাসী জনৈক রামানুজীয় বৈষ্ণব, শ্রীমনোহরদাস প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, সুপ্রসিদ্ধ উত্তরাদি মাধ্বমঠের কতিপয় খ্যাতনামা পণ্ডিত গত ২৪শে নভেম্বর মাদ্রাজগৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত গীতার মাধ্বভাষ্য, ঈশোপনিষদের মাধ্বভাষ্য এবং মধ্বরচিত গ্রন্থাবলীর সারাংশবর্ণনম্ দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ প্রভুর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'রায়রামানন্দ' নামক ইংরাজী গ্রন্থ সাগ্রহে গ্রহণ করেন। তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবতা বলিতে রাশিকৃত অনুষ্ঠানাদি বুঝায়, উহার সহিত ভক্তির সম্বন্ধ অতি অল্প। তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন যে, গৌড়ীয়মঠ এই বিষয়ের সংস্কার করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গোলক এবং গোলকাদি দ্বারা প্রদর্শনীতে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" বুঝাইয়াছেন। তাহার ফটো এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-চেষ্টা দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন।

* * *

গত ২৮শে নভেম্বর মাদ্রাজের অ্যাড্‌ভোকেট মিঃ বেঙ্কট রামান আয়ার মহাশয়ের বাটীতে ভাগবত ক্লাশের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের সেবক শ্রীপাদ সত্যানন্দব্রহ্মদাস ব্রজবাসী এম্‌-এ মহাশয় পাঠ করিয়াছেন। পাঠান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গত ২৭শে নভেম্বর মাইলাপুরে ভাগবত-ক্লাশের তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সেখানে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

প্রহ্লাদ-উপাখ্যান-পাঠমুখে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনে জাতানুরাগবশতঃ দ্রবহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার আবার কখনও নৃত্য-গীতাদি করেন। 'অমুক্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ' (জাবালোপনিষৎ)।

পাঠ কীর্ত্তনের পর সমাগত ভদ্রবৃন্দ ও মহিলাগণকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

* *

গত ৩০শে নভেম্বর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ ওয়াশারমেনপেটে সঞ্জীবরায়েন কৈল ষ্ট্রীটস্থ 'আণ্ডালঅম্মাল মঠম্' নামক রামানুজীয় মঠে সাপ্তাহিক ভাগবত-ক্লাশের প্রথম অধিবেশন করেন।

ডাঃ শ্রীমধুসূদন রাও ভক্তিমার্ত্তণ্ড মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের বিমল চৈতন্য-প্রেম প্রচারের আবশ্যকতার বিষয় সমাগত ভদ্রলোক এবং মহিলাবৃন্দকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারীজীর প্রচার-প্রচেষ্টার ফলে মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ভাগবত-ক্লাশের অধিবেশন হইতেছে এবং অন্যান্য স্থান হইতে পাঠ কীর্ত্তনাদির জন্য নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী প্রভুর সুমধুর-পদাবলী-কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

বাগেরহাটে প্রচার

বাগেরহাট ৮।১২।৩৫

কয়েকদিন হইল, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এই স্থানে প্রচারে আসিয়াছেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বসু এম-বি মহাশয়ের চেষ্টায় বহু ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে প্রচারকগণকে বাগেরহাট ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। প্রচারকগণ বিভিন্ন-স্থানে পাঠ ও বক্তৃতাদি করিতেছেন।

গত ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাগেরহাট সহরে সাধারণ হরিসভায় পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্‌-ভাগবত পাঠ করিয়া গ্রন্থ-রাজের মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্‌-ভাগবত সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ সংখ্যক পুরাণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণই শ্রীমদ্ভাগবত। ইহা বেদের অর্থ-প্রকাশক, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারতাদি পারমার্থিক গ্রন্থসমূহের অর্থনির্ণায়ক, মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন-প্রদাতা। এই শাস্ত্রে পরম-ধর্ম্মের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ কথায় 'ধর্ম্ম' বলিতে যাহা বুঝায়—দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, চতুর্ব্বর্গ-পিপাসা প্রভৃতি এই পরমধর্ম্মের উদয়ে সূর্য্যোদয়ে খদ্যোৎকুলের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছে।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" এই শ্লোকান্তর্গত পরমধর্ম্ম ও সাধারণ ধর্ম্মের পার্থক্য ব্রহ্মচারীজী অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেন। শ্রীসনাতন-গোস্বামী প্রভুর চরিত্রবর্ণন পূর্ব্বক বিষয়টী প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ভোগমূলা বৈরাগ্যধর্ম্মে যে সমস্ত উপাসনাদি দেখা যায় তাহা সমস্ত কৈতব—কপটতা, আত্মবঞ্চনা বা প্রতারণা। কারণ, তন্মধ্যে পুরাদিতে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত ভগবৎপ্রীতির কোন কথা নাই। ত্যাগমূলক মোক্ষধর্ম্মে ঐরূপ কপটতা আরও অধিক, কারণ এখানে আরাধ্য-স্বরূপ আরাধনা ক'রে তাহার পদ কেড়ে লইবার চেষ্টা। উভয়ই কৈতব-প্রধান। পরমধর্ম্মের উপাসনায় চতুর্ব্বর্গ নিষ্কৃত ও প্রকৃষ্টরূপে উজ্‌ঝিত অর্থাৎ ঝাঁটাইয়া ফেলা হইয়াছে। বেদের ও তাহার তাৎপর্য্য-সংরক্ষক ব্রহ্মসূত্রাদির ব্যাখ্যাকারী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে মনুষ্যগণের মোহ অপসারিত হইয়া পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমার সন্ধান সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হয়। এই ভাগবতধর্ম্মই জীবের একমাত্র মুখ্য ও প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে এই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সম্যক্ উপদিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে থাকিলে এক বাস্তব-প্রয়োজনীয় বস্তুর সাক্ষাৎকার্য্য উপলব্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সকল সময় হরিদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লে জীবন্মুক্তি হবে। মন প্রভু হ'য়ে একাদশ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করায় আমরা প্রভু হ'য়েছি। কর্ম্ম বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি কর্‌তে বা কখন দৌড়াচ্ছি। চেতন জগতের ঐশ্বর্য্যের ধারণা আমাদের নাই। অচেতনের ধর্ম্মগুলি ঈশ্বরে আরোপ করি মাত্র। জগতের জড়াশ্রিত ঐশ্বর্য্য, বৈকুণ্ঠে চিদৈশ্বর্য্য। জড়সাকার, জড়নিরাকার, জড়নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদী অজ্ঞ। ভেদবাদী ও অভেদবাদীর বিতর্কই মায়াবাদ। তাতে প্রবিষ্ট হ'বার আবশ্যকতা নাই।

ভগবানের বিভূতি সঙ্কর্ষণাদি, তজ্জাত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ বা পুরুষাবতারগণ সমস্তই চিদানন্দাকার। লীলাময়ের অধিষ্ঠানের ব্যাঘাত নাই। কিন্তু আমাদের আংশিক আবৃতদর্শনে এইরূপ প্রতীতি। পূর্ণলীলার বৈচিত্র্য আবরণ দ্বারা জগতের অন্তর্ভুক্ত আমি এই বিচারক হই। বৈষ্ণবের কৃপায় মনকে নিগৃহীত ক'রে অনর্থ হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌লে ক্রমে স্বরূপসিদ্ধিক্রমে ভগবানের বাল্যকৈশোরাদিলীলা-দর্শনের যোগ্যতা পাব। গোলোকনাথ বিশ্বে অবতীর্ণ হ'য়েছেন বটে, কিন্তু আমাদের অনর্থবশতঃ তাঁহার দর্শন হ'চ্ছে না। পূর্ণলীলার বিচিত্রতা মেঘদ্বারা সূর্য্যালোক আবৃতের ন্যায় আবৃত হ'য়ে আছে। এই আবরণ উন্মুক্ত হ'লে আমরা অধোক্ষজের লীলার প্রতীতি পাব। আমাদের প্রয়োজন —নিত্যত্ব, পূর্ণ-চেতনতা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

বিবর্ত্ত থাকাকালে অধোক্ষজের অনুভূতিরাহিত্য।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ
তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি-
পদ্যতে॥"

এই অনর্থমেঘ বিদূরিত হ'লে তাঁর লীলা-দর্শনের যোগ্যতা হয়। অনর্থ মূলতঃ দুই প্রকারে পরিচয় দেয়। ভোগানর্থ ও ত্যাগানর্থ। গুণদ্বারা আবৃত দর্শনে আবরণ। আবরণ উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। জড়জগতের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে অবস্থিত হ'লে মায়িক আবরণ থাক্‌বে। বৈকুণ্ঠের প্রতীতিতে ভোগ বা ত্যাগের বিচার নাই। যেকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞজ্ঞান—ভোগ ও ত্যাগের জ্ঞান আমাদের থাক্‌বে, ততকাল স্বরূপ-জ্ঞান হবে না।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-
সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহ-
ভয়াপহা॥"

বৈষ্ণবের অনুসরণে ভাগবতের অনুশীলন হ'তে অনর্থ দূরীভূত হ'লে যমুনার জল ও তীরস্থ বালুকাদি চিন্ময় প্রতীত হ'বে। তখন আমাদের ভোগাবিচার থাক্‌বে না। কৃষ্ণভোগ্য আমাদের পূজাবস্তু। তদীয় প্রসাদের সেবা দ্বারা প্রপঞ্চ জয় হ'বে। ব্রজের সকল বস্তু মুকুন্দের প্রিয়, অপ্রাকৃতলীলার অনুকূল। তাহা জড়প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাই মহাভাগবতের দর্শন। দাসগোস্বামী ব'লেছেন—বৈকুণ্ঠে বাস অপেক্ষা আমি ব্রজেবাস কামনা করি; নিত্য ব্রজবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধ চাই, তাঁ'রা ভগবানের মামকী তনু। তাঁ'দের সকলকেই আমি বন্দনা করি। আশ্রয়-জাতীয় পাঁচ প্রকার সেবককে যেন কোন প্রকারে আমরা অবজ্ঞা না করি।

—

২৩শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

"ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

শ্রুতিশাস্ত্র বলেন—

"অয়েষথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।"

প্রজ্বলিত অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গকণা, ইহাদের ক্রিয়াগত ভেদ আছে। একটী বৃহৎ, অপরটী অল্প। আলোকের বৃহত্ত্ব ও অল্পতা। জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্। একটী সর্ব্বশক্তিমান্ অপরটী অংশ। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি। বস্তুটী শক্তিমান, বস্তুর শক্তি জীবতত্ত্ব। জীব কদাপি ব্রহ্মবস্তু নহে। বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম। মহাভারতের অন্তর্গত গীতা—শ্রীকৃষ্ণের গান, অর্জ্জুন তাহার শ্রোতা। তা'তে ব'লেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো
বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে
পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে
জগৎ।"

জীবশক্তি ভগবানের তটস্থাশক্তি, ইহাকে পরাপ্রকৃতি বলা হ'য়েছে। বিষ্ণুপুরাণ সাত্বত-পুরাণগুলির মধ্যে প্রধান। তা'তে আছে—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া
শক্তিরিষ্যতে॥"

পাঁচপ্রকার বস্তু জড়জগতে অপরাপ্রকৃতিজাত। তাহা স্থূলভাবে পরিচিত ও ভোগ্যজাতীয়। ক্ষিতি—কাঠিন্য, অপ্—তরলতা, তেজ—উষ্ণতা, মরুৎ বায়বপদার্থ, ব্যোম—অবকাশ ও গতি। এইগুলি অপরার ভোগ্য অংশ। ভোক্তৃস্বাংশে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও মহান্ এই পাঁচটী। ইহা ছাড়া আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। স্বভাব দুই প্রকার। এক প্রকার বৈষম্যযুক্ত, অপর প্রকারে তাহা নাই। জীবের নিত্যমঙ্গলের বিচার আসিলে পরাপ্রকৃতির আলোচনা আসিবে। জীব জড়জগতের ভোগবাসনায় বদ্ধভাবাপন্ন হন, পৃথিব্যাদি ক্ষিত্যপ্‌তেজাদিপঞ্চের ভোক্তৃধর্ম্মে অবস্থিত হন। চিচ্ছক্তিপরিণত বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতিতে সেবকস্বরূপে এই সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ। আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য, ইহা বদ্ধজীবের বিচার। বৈকুণ্ঠে বিষয় একটী, আশ্রয় বহু। দ্বাদশরসের একমাত্র রসিক কৃষ্ণের পূর্ণভোগ্যতা গোলোকে বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের বিচারে জাগতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় কৃষ্ণকে আড়াই প্রকার রসের বিষয় মনে করা হয় কিন্তু কৃষ্ণের পাদপদ্মে ৫টী মুখ্য ও ৭টী গৌণরস আসিয়া একত্র সেবা করে। বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার রস। মর্য্যাদাবিচারে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতত্ত্বের আলোচনা হ'য়ে থাকে। আমাদের চেতনময় শরীরে পূর্ণচেতনকে গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা আছে। জীব অমুক্ত অবস্থায় ভোগবাসনাযুক্ত। জড়জগৎ ভোগ বা ত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা হ'লে অচিৎকে চিৎস্থানে স্থাপন ক'রে মেটে জিনিষকে ভোগ কর্‌তে চায়। বিবেক ভগবৎসেবোন্মুখ ব্যক্তির কদাপি ঐ দুর্ব্বুদ্ধি আসে না। তাঁ'দের বুদ্ধি হয় 'আমি সেবক, আমার প্রভুর দ্রব্য গ্রহণ কর্‌বার অধিকার কোথায়?' কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী হ'লে অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা হয়।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশাস্তেষাং
জাতা মহ্যং ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

কামাদি ষড়্‌বর্গের ত' কতপ্রকারে গোলামি ক'র্‌লাম, তারা ত কতজন্ম ধ'রে খাটিয়ে নিলে, আদৌ ত' দয়া কর্‌লে না। মায়ার ধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে অন্যের দাস্য কর্‌তে গিয়ে আমি এই সর্ব্বনাশে প'ড়েছি। তোমার সেবা বিস্মৃত হ'য়ে কাঙ্গাল হ'য়ে প'ড়েছি। আমার ত' কৈ লজ্জা হ'ল না! ওদের গোলামি থেকে অবসর নেবার ইচ্ছা ত হয় নি। এখন আমি সুবুদ্ধি আশ্রয় ক'রে তোমারই অভয় পাদপদ্মে শরণ নিচ্ছি। আমাকে দাস্যে নিযুক্ত ক'রে এবার রক্ষা কর। ঐ মানবগুলি আমাকে কৃষ্ণের নাম-রূপাদি বুঝ্‌তে দিলে না। রূপরসগন্ধাদি আমাকে চাকর করতে ব্যস্ত হ'ল। যতদিন জড় উপাধিতে সংশ্লিষ্ট আছি, ততদিন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচেষ্টা নানাদিকে প্রধাবিত ক'রছে। এখন বুঝ্‌তে পেরে তোমারি কাছে ফিরে এলাম, তুমি রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তখন আমাদিগকে জানালেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হে শরণাগত জীব, তোমাদের জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীনামের গ্রহণ হ'বে না। সেবোন্মুখ হ'লে নামপ্রভু কৃপা ক'রে আপনা হ'তে তোমার চিদিন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হবেন। কলিতে হরিনামই একমাত্র সেব্য। তাঁহারই সেবায় স্বরূপজ্ঞানের উদয়ে সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা। যতদিন জড়-উপাধিতে সংশ্লিষ্ট আছি, ততদিন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচেষ্টা আমাদিগকে নানাদিকে প্রধাবিত ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদীদিগকে ব'ল্‌লেন—বাহ্যজগতের শক্তিপরিণত ব্যাপার ত্যাগ ক'রে চিচ্ছক্তি-পরিণতিতে ধাবিত হও।

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত
আত্মনি
নিঃশ্বসিতবদ অচিৎপ্রতীতিজাত।
"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥"

ক্রমশঃ

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

নারায়ণ ৪৪১

১ নারায়ণ ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর বুধ শুক্ল অনিরুদ্ধ কৃষ্ণপ্রতিপদ ব্রহ্মা দি ৮।২৫ মৃগশিরা নক্ষত্র রাত্রি দি ৭।৫১ শুভযোগ দি ৮।২২ কৌলবকরণ।

২ নারায়ণ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণাদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৮।৯ আর্দ্রা। তৃণাবর্ত্তবধ প্রভু দি ৮.১০ শুক্লযোগ দি ৩।৪ গরকরণ দি ৮।৯ গতে বণিজকরণ রা ২।১০ গতে বিষ্টিকরণ। দগ্ধবার দে।

———

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যন্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵৹
৪র্থ খণ্ড ৷৵৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৵৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। বামন-আল্ বর ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। বাক্যমালিকা অণুভাষ্যঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵
৩০। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ।১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগোদ্রুমগুলপরিক্রমা খণ্ড ।৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধনকণ ৵৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মহাচার্য্যোক্তঃ
৪৯। অর্চ্চনকণ ।১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵৹
৬৬। সারাৎসারবর্ষণম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি এ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
৭২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।৹
৭৪। কোথায় গৌড়ীয়মঠ ইজ ফর ৵৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্ল এ্যাণ্ড অ্যাবেলভেড ডিভোসন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৮০। সাধন-পথ ।
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১।
৮২। গীতাবলী ৵
৮৩। শরণাগতি ৵

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵।

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার [২৩৫তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

ডাঃ ইকবালনারায়ণ গুর্ট্টু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্যার চার্লস উইয়ারকে ৬১ ভোটের আধিক্যে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ গুর্ট্টু ৮২টী ভোট পান। তৃতীয় প্রার্থী রায়বাহাদুর কানাইয়ালাল প্রতিদ্বন্দ্বীতা প্রত্যাহার করেন। গবর্ণর চ্যান্সেলাররূপে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বয়ং ভোট গণনা করেন।

———

মাদারীপুরে রিভলবার প্রাপ্তি

সম্প্রতি মাদারীপুরে একটী বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ একটা পাঁচঘরা রিভলবার এবং কয়েকখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাইয়াছে। এসম্পর্কে কলিকাতা হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট-ক্লাসের একটী ছাত্রকে এখানে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। মাদারীপুরের আরও দুইজন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই যুবক দুইটির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল।

———

দুঃসাহসিক চোরের কাণ্ড

হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের শ্রীযুত সতীশকুমার বসু নামক এক ভদ্রলোক বুধবার শেষ রাত্রিতে টর্চ্চ লাইটের তীব্র আলোকে জাগিয়া উঠেন। ব্যাপার কি সম্যক বুঝিবার পূর্ব্বেই একটি লোক কাপড় দিয়া তাঁহার হাত বাঁধিয়া ফেলে ও তাঁহার মুখে পাঁচা দেয়। উহার পূর্ব্বে তিনি যে চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া বাড়ীর অন্যান্য লোকজন ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই চোর টেবিলের উপর হইতে তাঁহার ঘড়িটি লইয়া প্রস্থান করে। ঘটনার পর বটতলা থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বসু বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে যে ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী তাঁহার বাড়ীতে মেরামতী কাজ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই চোর বলিয়া তিনি চিনিতে পারিয়াছেন

ডাকাতির অপরাধে কঠোর সাজা

রাজসাহীর সরকারী দায়রা জজ ডাকাতির অপরাধে রমণীকৃষ্ণ সরকার ও অপর ৯ ব্যক্তিকে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামীগণ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ গুহ ও মিঃ বার্টাজ আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। জুরীগণ সকলেই আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই মামলায় মোট ১৫ জন লোককে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১০ জনকে দণ্ডিত করা হয়। ৯ জন আসামী জেল হইতে আপীল করিয়াছিল।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৬ই মে আসামী প্রভৃতি বহুলোক কালাচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ২০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। রমণীর পক্ষে বলা হইয়াছে যে, সে একজন ভদ্রলোক। এই ডাকাতির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখার্জ্জি রমণীর পক্ষ সমর্থন করেন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি সরকার পক্ষে ছিলেন। ৯ জন আসামীর পক্ষে কেহ ছিল না।

দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড

বর্দ্ধমানের দায়রা জজ মিঃ এম এইচ বি লেথব্রিজ এক খুনের মামলায় দুই ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ড এবং অপর এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন। ঐ মামলায় কাটোয়া থানার অধীন শিলা গ্রামের শৈবলিনী দাসী নাম্নী এক বৃদ্ধা নারীকে হত্যা করিবার অভিযোগে জলধর কুণ্ডু এবং অপর দুই ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩৯২ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীগণ আসামীদিগকে নরহত্যার অপরাধী সাব্যস্ত করেন; কিন্তু তাঁহারা আসামীদের মধ্যে একজনের তরুণ বয়স বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের সুপারিশ করেন। জজ জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জলধর ও অপর এক ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ড এবং তৃতীয় আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

———

বন্দুকের গুলীতে নিহত

মতিহারী হইতে প্রকাশ, বেতিয়ার নিকট সাঠি ফ্যাক্টারীর মিঃ হে'র পত্নী তাঁহার জামাতার সহিত পাখী শিকার করিতে গিয়াছিলেন। জামাতার নিকট দোনালা বন্দুক ছিল। তিনি বন্য হাঁসের ঝাঁকে একবার গুলী ছুড়িয়া যেই দ্বিতীয়বার গুলী ছুড়িতে যাইবেন এমন সময় মিসেস হে হঠাৎ বন্দুকের নলের সম্মুখে গিয়া পড়েন এবং বন্দুকের গুলী মিসেস হের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাংলোয় লইয়া যাওয়া হয়, বেতিয়া হাসপাতালের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে ডাকা হয় ও ভূতপূর্ব্ব সিভিলসার্জ্জন ডাঃ টি সি গুহকে মতিহারীতে টেলিগ্রাম করা হয়; কিন্তু ডাঃ গুহ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মিসেস হে মারা যান।

ভারতে নির্ম্মিত প্রথম বিমান পোত

আলেপ্পীর একজন ভারতীয় ছাত্র ভারতীয় মালমশলায় ভারতে প্রথম বিমান পোত নির্ম্মাণ করেন। পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ঐ বিমান পোতে ৬০ ফিট উচ্চে উঠেন কিন্তু একটী বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষের ফলে বিমান পোতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মালাবারে ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকারে উদ্যম কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। উক্ত তরুণ বৈমানিক বলেন যে, তিনি পুনরায় চেষ্টা করিবেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহার উদ্যমে বিশেষ প্রশংসা করেন।

জেল হইতে পলাতক যুবক

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে নাদান নামক একজন যুবক ভোনাভুর অনাথাশ্রম হইতে কতকগুলি জিনিষ আনিতে গিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। তাহার পরিধানে জেলের পোষাক ছিল। তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। পুলিশ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছে যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চুরির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তাহাকে বোরষ্টাল স্কুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাকে বোরষ্টাল স্কুল হইতে বেলারী জেলে প্রেরণ করা হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৯শে নবেম্বর নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয় দাদুহুদা হউ বি নগেন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষে স্বর্গীয় ডাক্তার যোগেশচন্দ্র অধিকারী এল এম-এস মহাশয়ের ডাক্তারখানা প্রাঙ্গণে এক সভার আয়োজন হইয়াছিল।

প্রেম-বিলাস দ্বারা সরূপ শীঘ্র তন্ময় হওয়া সম্ভব নহে, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। ভয়বশতঃ ভগবচ্চিন্তার ফল যে অমোঘ, তদুদাহরণ যথা—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৭-২৮)

ভ্রমর কর্ত্তৃক ভিত্তিগাত্রে অবরুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী কীট ভয় ও দ্বেষবশতঃ যেমন কেবল ভ্রমরের চিন্তাই করিতে থাকে এবং তদ্বশতঃ অতীব একাগ্রচিন্তার ফলে ভ্রমরের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যায়, তদ্রূপ স্বরূপশক্তি-প্রভাবে নিত্য নরস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কেও শত্রুভাবে চিন্তা করিলে তচ্চিন্তাপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকেই লাভ করে। মথুরাধিপ কংস ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কৃষ্ণের হস্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য ইহা জানিতে পারিয়া কংস ভয় ও দ্বেষবশতঃ এমনই একাগ্রতাসহকারে ভগবচ্চিন্তা করিয়াছিলেন যে, তিনি ঊর্দ্ধে, অধে, অনলে, অনিলে, সম্মুখে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিতেন। একাগ্রতা সহকারে ভগবচ্চিন্তা-ফলে তৎপ্রাপ্তির কয়েকটি উদাহরণ, যথা—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যা-
দয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং
বিভো॥

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কহিলেন—হে মহারাজ, ভক্তিপূর্ব্বক অনেকে ভগবানে যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ কাম হইতে হউক, দ্বেষ হইতে হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক পাপ পরিত্যাগ করিয়া অনেকে যেভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকাররূপা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। হে মহারাজ! গোপীগণ কামবশতঃ, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুভাববশতঃ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধবশতঃ, তোমরা (পাণ্ডবেরা) স্নেহপ্রযুক্ত এবং আমরা (নারদাদি) ভক্তিবশতঃ ভগবচ্চিন্তায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

সুতরাং সুধীজন বিষয়চিন্তা ত্যাগ-করতঃ যে কোন উপায়ে ভগবচ্চিন্তায় রত হন।

'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে
নিবেশয়েৎ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের লোক-শিক্ষামূলক প্রশ্নোত্তর হইতেও আমরা ভগবচ্চিন্তারই পারতম্য অবগত হই—

কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥

আটটী তত্ত্বের চিন্তাদ্বারা আমাদের সচ্চিন্তা বা ভগবচ্চিন্তার নিত্যফল প্রাপ্ত ঘটে। এতৎপ্রসঙ্গে একটী তত্ত্বপূর্ণ সঙ্গীত—

গুরুদেবে ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে হরিনামে যুগল-ভজনকামে
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
ধরি মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে
সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গাই
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে।
ছাড়ি দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনায় শ্রীদাস-গোস্বামী পায়
বিনোদসেবক করে নতি॥

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু
সুজনে ভূসুরগণে।
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুব-দ্বন্দ্ব-শরণে
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরামরে
স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

ভগবচ্চিন্তার দ্বারা আমাদের কর্ম্ম, জ্ঞান, তপাদির আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। আমাদের মানসহংস মায়া-সরোবরে কেলি-পরায়ণ। সদ্গুরূপদেশে সে যদি তাহার সেই কেলি ক্ষণকালও বন্ধ করে এবং ভগবচ্চিন্তায় তাহা নিয়োজিত করে, তাহা হইলেই ত্রিজগন্মানসাকর্ষী ভগবানের আকর্ষণের বিষয় হওয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলে। তখন সেই নিষ্কিঞ্চন মুক্ত মানসহংসের আর ইতরাভিনিবেশের সুযোগ উপস্থিত হয় না; কেননা তাঁহার তখন এইরূপ জ্ঞানের স্বতঃ উন্মেষ হয় যে—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন
জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রূপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

২৩শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

(২)

জীব শক্তিবিশেষ, সেই জীবকে অণুচৈতন্য-রূপে সিদ্ধ না ক'রে ব্রহ্ম বলতে গেলে আমরা জীবব্রহ্মৈক্যবাদে আবদ্ধ থাকব।

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ-
মধোক্ষজে॥"

অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগ উপস্থিত হ'লে ঐ সমস্ত অনর্থ শান্ত হ'য়ে থাকে। তখন ভাগবত প্রয়োজনের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'ব; স্বদস্যার রক্ষার চেষ্টায় আসুরিক বিচার করব না। যখন ভোগ বা ত্যাগের নশ্বর হ'তে অব্যাহতি পাব তখন সমস্ত জগতে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হব।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা
তথাপরা।"

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি জীব। অবিদ্যা মায়া অপরা শক্তি। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। জীবকে তটস্থা শক্তি বিচার না ক'রে, তটস্থা-শক্তি ব'লে না জেনে যদি আমরা ঈশ্বর-বিচার করতে যাই, তা'হ'লে ভোক্তার অভিমানে জগৎকে ভোগ্য বোধ ক'রে আচৎশক্তি-প্রসূত জগৎকে আবাহন করি। গোলোকাদির চিন্তা থেকে গিয়ে কালক্ষোভাদশে অবস্থিত হ'য়ে নিজানুভূতি ধ্বংস ক'রতে থাকি। আকাশ-তত্ত্ব ক্ষিত্যাদির আধার, কেবল ভূতাকাশ আশ্রয়ণীয় মনে ক'রে পরব্যোমে যেতে পারি না! স্বরূপের সন্ধান না রাখায় প্রধানের বিচারে স্থাপিত হ'য়ে জড়জগতেই নিজ-দিগকে মিশিয়ে দিই। হেয় প্রতিফলন ছায়াশক্তিপ্রকটিত জগৎ বহিরঙ্গাশক্তি আকাশদ্বারা বিচ্ছিন্ন। 'বিবর্ত্তঃ—সতত্ত্ব-তোঽন্যথাবুদ্ধিঃ।" রজ্জুতে সর্পবোধ, শুক্তিতে মুক্তাজ্ঞান, বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের অভাব। ব্যাসের বেদান্তসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত। বস্তু বিকৃত হয় না। শক্তিই পরিণত হয়। শুকদেব ব্যাস পাছে ভ্রান্ত বলিয়া বিচারিত হ'ন সেজন্য শুরুকে রক্ষা ক'রতে গিয়ে শঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন ক'রলেন।

"ব্রহ্মবস্তু বিকৃত হয়ে জগৎ হ'লে আর ফিরতে পারেন না, সুতরাং ইহা বিকার নহে। জগৎ মিথ্যা।" ইহা মায়াবাদীর বিচার। তদ্রূপবৈভবে নিত্য প্রকটিত বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানের বিচারে অনাবশ্যকবোধ কূপমণ্ডুকতা। ব্যাসের মূলসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত। কেবলাদ্বৈতীর বিচারের সহিত ভক্তিবাদীর বিচার এইখানে পার্থক্য লাভ ক'রেছে। শঙ্কর সূত্রের মধ্যে যেখানে পরিণামবাদ আছে তাহাকে বদলে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন ক'রেছেন। বেদে যেখানে বিবর্ত্তবাদ আছে, তাহার প্রয়োগের ভ্রমে এইরূপ অবস্থা। পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকৃত হ'য়ে জগদ্রূপে পরিণত (pantheism) হ'লে ব্রহ্মবস্তুর বিকার হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের দাম্পত্য ও মানবাদির দাম্পত্য তুল্য। অতএব শুরুর বচন অসম্মাননীয়। এই যুক্তি দেখাইয়া আচার্য্য 'অতত্ত্বতো অন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' বিচার অবলম্বন ক'রে বিবর্ত্তবাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। তিনি ত আদিষ্ট।

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।"
"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"
এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বাক্য তার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই প্রকার নির্ব্বিশেষবাদেই পঞ্চোপাসনা প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চোপাসনার মূল সর্ব্বাদিলাভের জন্য প্রয়োজন স্বীকার ক'রে ব্রহ্মের একটী রূপ কল্পনা করা। প্রয়োজনলাভের পর সেই কাল্পনিক রূপের নাশ ও নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপের অবস্থান। ব্রহ্মমাধ্বপারম্পর্য্যে বিবর্ত্তবাদ গৃহীত হয়েন নাই। শ্রীমধ্ব বলেন—বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতার সম্ভাবে ঈশ্বর নহেন। অবিচিন্ত্য চিদৈশ্বর্য্যের পূর্ণতমতা তাঁহাতে আছে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম বিষ্ণু অপেক্ষা পরতম-তত্ত্ব। শঙ্কর শব্দের লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে বাস্তবসত্যকে আক্রমণ করিতে চেষ্টাপর।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২ নারায়ণ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৮।৯ আর্দ্রা দৃশ্যতা ২৫ প্রভৃ দি ৮।১০ শুক্রযোগ দি ৩।৪ গরকরণ দি ৮।৯ গতে বণিজকরণ রা ২।১৩ গতে বিষ্টিকরণ। দগ্ধবার দোষ।

৩ নারায়ণ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর শুক্র নিদি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণতৃতীয়া বিষ্ণু দি ৮।২৪ পুনর্ব্বসু ভুক্ত দি ৯।০ ব্রহ্মযোগ দি ২।৯ বিষ্টিকরণ দি ৮।২৪ গতে ববকরণ।

৪ নারায়ণ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণচতুর্থী কপিল দি ৯।১০ পুষ্যা ভুক্ত দি ১০।১৯ ঐন্দ্রযোগ দি ১।৪০ বালবকরণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ নারায়ণ, আদি কার্ত্তিকোদয়শারী ৪৪৯

জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিব কেন ?

যাঁহারা পাঞ্চভৌতিক দেহকে 'আত্মা' জ্ঞান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিলোপ বিচার করেন। পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণ স্বীকার করেন না। মৃত্যুর সময় আত্মার বহির্গমন স্থূল চক্ষুতে দেখা যায় না বলিয়া দেহ ব্যতীত আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা তাঁহারা যুক্তিযুক্ত বিচার করেন না। তাই তাঁহারা স্থূল জ্ঞানে বিষয়সকল বিচার করিয়া বলেন,—"মৃত্যুর পর জন্মান্তর প্রভৃতির কথা শাস্ত্রে যে লেখা আছে, তাহা শুধু প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে; লোকের অনিষ্ট করিলে পরজন্মে কষ্ট পাইতে হইবে ইহা ভীতিভয়প্রদর্শনমূলক কথা মাত্র। ইহ-সংসারে সুখলাভ করাই মানবের একমাত্র কৃত্য। সুখভোগের জন্য প্রধান প্রয়োজন অর্থ, এই অর্থ যে কোন প্রকারে অর্জ্জন করিলেই হইল। প্রয়োজন হইলে ঋণ করিয়াও সুখভোগে প্রমত্ত থাকা উচিত। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ইহাই হইল নাস্তিক চার্ব্বাকের প্রধান কথা।

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের বাক্য উপেক্ষা করিয়া জড়বাদীদের ঐ যে চার্ব্বাকী উক্তি, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে স্বতঃই মনে পড়ে- We think our fathers fool so wise we grow. Our wiser sons will no doubt think so.

প্রত্যেক সংশয় যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে নাস্তিকগণ তাঁহাদের পিতার নাম ঠিক বলিতে পারেন কি? মানবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্পূর্ণ (defective) বলিয়া তাঁহার অসুবিধা প্রতিপদে দেখা যায়। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় মায়াবদ্ধ জীবমাত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। সুতরাং ঐ ভ্রমাত্মক ইন্দ্রিয়-নিচয়ের কার্য্যাবলীর উপর কিপ্রকারে নির্ভর করা যায়? প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান ও ঐতিহ্য প্রমাণের উপরও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে। একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যাইতে পারে। কারণ, শ্রুতি-প্রমাণ গুরু মহাপুরুষের ধারায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন প্রকার ভ্রম বা অবরতার স্থান নাই। বেদবেদান্ত পঞ্চভূতের অমল প্রমাণসমূহ পুরাণে সুন্দররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত অন্য স্বকর্ম্মকারিগণের ভিন্ন ভিন্ন ইতর-যোনিপ্রাপ্তি ও শাস্তির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে জন্মের সংখ্যা চৌরাশি লক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং জীবমাত্রেই যে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মফলপ্রবর্ত্তিতায় উচ্চ-নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। যদি জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল উক্তির কোনও মূল্য থাকে না।

মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার লয় হয় বলিয়া যদি ধারণা করা হয়, তাহা হইলে জন্ম কি ভাবে হইল তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে কিছু পাওয়া যায় কি? মনুষ্য বিদ্যা বুদ্ধির বলে কলকব্জাদি কত নব্য আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু একটি প্রাণীও তৈয়ার করিতে পারিয়াছেন কি? প্রাণী তৈয়ার করা দূরে থাকুক, কোনও ব্যক্তি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন কি? যে শ্বাসবায়ুর ফলে জীবন রক্ষিত হয়, তাহা কোথা হইতে আসিল? স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসাদির কার্য্যের মূল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; বস্তুতঃপক্ষে যাঁহারা একটু সামান্য কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুরই যখন একটী মূল দেখিতে পান, তখন এই বিশ্বসৃষ্টি-রহস্য লক্ষ্য করিয়া ইহার মূলে, অন্ততঃ অনুমান-প্রমাণ-বলেও ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন। আর যাঁহারা ভগবানের কৃপা-লাঞ্ছনের অধিকারী তাঁহাদিগকে অনুমান-প্রমাণের উপরও নির্ভর করিতে হয় না। তাঁহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন। আরও যাহাকে অন্যাশ্রিত-ভাবে দেখিয়া তাঁহার প্রকাশে বদ্ধ জীবগণ কর্ম্মফলবশতঃ কিপ্রকারে বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয় তাহা দর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য ব্যথিতচিত্ত হন। যাবতীয় শৃঙ্খলতার মূল আধার শ্রীভগবানের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে যাহারা অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিয়া অপরের অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহারা কর্ম্মফল ভোগ ব্যতীত নিষ্কৃতি পাইবে, অপর কথায় শ্রীভগবানের সুশৃঙ্খল রাজ্যেও অশৃঙ্খলতার জয় হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। যেস্থানে রবি-শশী নিয়মিতভাবে উদিত হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন, যে স্থানে বায়ু নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হইয়া প্রাণিগণের হিত-চেষ্টায় রত, সে-স্থানে বিশৃঙ্খলতা শান্তি-শিষ্ট-ভাবে চলিয়া যাইবে, ইহা কি কখনও সম্ভবপর? সাধারণ যুক্তিতেও তাহার স্থান হয় না। রক্তের জোরে ভগবান্‌কে অস্বীকার করিয়া জন্মান্তরবাদের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত না হইলেও যম-সদনে যাইবার সময় যে ভয় হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাতে নাস্তিকতা-বিচারের জন্য অনুশোচনা বড় বড় নাস্তিকেরও বিশেষভাবে হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ভগবানের কৃপা-শক্তিতে যাঁহারা শ্রীভগবানের ও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির মাহাত্ম্য অবগত আছেন, সেই প্রকৃত মহাজনগণের পাদপদ্ম হইতে আমরা কর্ম্মফলবদ্ধ প্রাণিবৃন্দের জন্মান্তরের বিষয় অবগত হইতে পারি। ঐ জন্ম মরণমালার শৃঙ্খল হইতে উদ্ধারের উপায়ও আমরা তাঁহাদের নিকট অবগত হইতে পারি। সুতরাং কোনও প্রকার অসৎকর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিয়া তাঁহাদের পাদপদ্ম অনুসরণপূর্ব্বক সাচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

"ভগবচ্চিন্তা"

চিন্তা-শক্তি অমোঘ ক্রিয়াপরা। চিন্তার উপাদানসমূহের মধ্যে একাগ্রতাই অত্যাবশ্যকীয়। চিন্তার দুইটী প্রকার—একটি অসচ্চিন্তা, অপরটী সচ্চিন্তা বা ভগবচ্চিন্তা। অসচ্চিন্তার ফল কষ্টপ্রদা এবং ভগবচ্চিন্তার ফল তৎপরতা ও শান্তিদা। 'সচ্চিন্তা' বলিতে আমরা যে ধর্ম্ম ও নীতি-সম্বন্ধীয় চিন্তা বা যোগিজ্ঞানীর 'সিদ্ধিলাভ প্রভৃতির চিন্তাকে বুঝি বস্তুতঃ তাহা বিবদ্‌রূঢ়ত্বরূপে সচ্চিন্তা-পদবাচ্য হইতে পারে না; কেন না, একমাত্র ভগবচ্চিন্তাব্যতীত উপরিউক্ত বা অনুক্ত অপর যে কোনও চিন্তা যে অসচ্চিন্তা তাহা শ্রীমদ্ভ চিন্তার "ফলেন পরিচীয়তে।" ধর্ম্ম-নীতি-সম্বন্ধীয় চিন্তার ফল যে অনিত্য, তাহা আমরা ভক্তিশাস্ত্রাদির অনুশীলন করিলেই জানিতে পারি। ধর্ম্ম-পুণ্যাদির চিন্তার ফল, যেমন,—

'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥'

যোগি-জ্ঞানীর সিদ্ধিলাভচিন্তার ফল, যেমন,—

'আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।'

সুতরাং ধর্ম্ম-পুণ্যাদির চিন্তা যে অসচ্চিন্তা (অসৎ অনিত্য, সম্বাবর্ত্তিত, অস্থায়ী) তাহা উহার ফলকালেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কেন না, সচ্চিন্তার ফল সৎই হইবে অর্থাৎ নিত্য হইবে। নিত্যের ফল অনিত্য একথা কখনও সম্ভব নহে। আবার ভগবচ্চিন্তা যে সচ্চিন্তা তাহা উহার নিত্যফলদ্বারাই উপলব্ধ। ভগবচ্চিন্তার ফল উপরিউক্ত যোগিজ্ঞানীর চিন্তার ফলের ন্যায় পরিবর্ত্তনীয়, অস্থায়ী নহে। ভগবচ্চিন্তার ফল, যেমন—

'অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥'

—অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তের দ্বারা (শ্রীল বলদেব প্রভু "চেতসা নান্যগামিনা" বাক্যের টীকায় "তদেকাগ্রচলতা তদেকাগ্রেণ চেতসা" বলিয়াছেন; সুতরাং একাগ্রতা চিন্তার প্রধান উপাদান; অন্যথায় চিন্তাসিদ্ধি মোঘফলপ্রদা।) পরমপুরুষের চিন্তা (ভগবচ্চিন্তা) করিতে করিতে পরমপুরুষকে লাভ করিবে; অর্থাৎ ক্ষয় বা অনিত্য ভক্ত্যাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না। অর্থাৎ —"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

পরমপুরুষের চিন্তা দ্বারা তৎপ্রাপ্তিরূপ "ভগবচ্চিন্তার" ফল যে অনিত্য নহে, তাহার প্রমাণ শ্রীগীতা আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

'মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥'

বলদেবটীকা—তাং লব্ধবতঃ কিং ফলং স্যাদিত্যপেক্ষায়াহ—মামিতি। মামুক্তলক্ষণমুপেত্য প্রাপ্য পুনঃ প্রপঞ্চে জন্ম নাপ্নুবন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং জন্মেত্যাহ, দুঃখালয়ং গর্ভবাসাদিবহুক্লেশপূর্ণম্; "অশাশ্বতমনিত্যং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ম্"—"শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ" ইত্যমরঃ॥

—মহাত্মা ভক্তযোগিসকল আমাকে লাভ করতঃ অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত হন না; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন।

ভগবচ্চিন্তা নানাপ্রকারে হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক প্রকারেই একাগ্রতা বা ঐকান্তিকতার সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্যকীয়। ভগবচ্চিন্তার কয়েকটী প্রকার ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে
পৃথক্॥

"অতএব কি বৈরভাব, কি ভক্তিযোগ, কি ভয়, কি স্নেহ অথবা কি কাম, ইহার যে কোন প্রকারের দ্বারা ভগবচ্চিন্তা করিতে হইবে। তচ্চিন্তা ব্যতীত তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে কখনও দেখিবে না।"

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা
মতিঃ॥
(ভাঃ ৭।১।২৬)

সুতরাং শত্রুভাবে বা ভয়বশতঃও যদি ভগবানের একাগ্রচিন্তা করা যায়, তাহাও পরম নিত্যফল-প্রদ। অধিকন্তু শত্রুতা ও ভয়বশতঃ ভগবানের যত শীঘ্র ও সুষ্ঠু একাগ্রচিন্তা করা যায়, অন্যান্য প্রকারসমূহে তাদৃশ একাগ্রতা সত্বর সাধিত হয় না।

মনুষ্য শত্রুভাবে ভগবানে যে প্রকার শীঘ্র তন্ময় হইতে পারে, ভক্তিযোগ অর্থাৎ

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷০
১৮। বামন-আলবর ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
২৭। ধাতুমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গোবর্দ্ধনোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷
৬৯। নামভজন ৷
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৪। বেংগাট গৌড়ীয়মঠ ইন জুবিলি ৵০
৭৫। দি ভাগবত ৷০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপলস্ অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ৷০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REGD. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার [২৩৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

ভাগ বাঁটোয়ারার নূতন ব্যবস্থা

ইটালীকে তুষ্ট করিয়া আবিসিনিয়া-বিরোধের মীমাংসার জন্য স্যার স্যামুয়েল হোর ও মঃ লাভাল একমত হইয়া এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, ইটালীকে এই কল্পনায় পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভূখণ্ড (আবিসিনিয়ার) দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। অবশ্য ইটালীর আসাব বন্দরটী ও সমুদ্র-গমনের পথ আবিসিনিয়াকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে; তবে ইটালী রাজী না হইলে, বৃটিশ বন্দর জেইলা দিতে বৃটেন রাজী আছে। যে কয়েকটী প্রদেশ সম্রাটের অধীনে থাকিবে, তাহার উপরও ইটালী-গণকে লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক উপদেষ্টাদল তত্ত্বাবধান করিবে—পরিকল্পনায় একটী প্রস্তাব হইতে ইহাই মনে হয়।

সিনর মুসোলিনী যদি এই ব্যবস্থা মানিয়া না লন, তাহা হইলে তৈলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রস্তাব ফ্রান্স ও বৃটেন সমর্থন করিবে। সে ক্ষেত্রে ১২ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় ১লা জানুয়ারী হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলিয়া মনে হয়। হোর-লাভাল সাক্ষাতের প্রাক্কালে মুসো-লিনী যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, ইটালীয় উপনিবেশ সমস্যার সমাধান না করিলে ইটালী কোন ব্যবস্থাই মানিবে না।

——

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বরিশালের ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত প্রথম দায়রা জজ মিঃ এ, ডি খাঁ, আই সি-এস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারানুসারে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বরুণকাঠি থানার অধীন কৌরীখানা গ্রামের সুর মহম্মদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায় দিয়াছেন। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ ভস্মীভূত

পাঁজিয়ার (যশোহর), ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রি অনুমান ৩টার সময় কে বা কাহারা সারস্বত পরি-ষদের সুবৃহৎ বাংলো ঘরে অগ্নি প্রদান করে, চারুচন্দ্র পাঠাগারটী এই গৃহেই অবস্থিত ছিল। পুস্তক, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সমেত সমগ্র ঘরখানি ভস্মীভূত

উপর ছিল। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক তিন হাজার টাকা হইবে। এই গৃহে আরও কয়েকটী অফিস অবস্থিত ছিল, তাহাদেও সমুদয় কাগজপত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

ঘটনাস্থলে কেরোসিনাসক্ত পিচকারী পাওয়া যাওয়ায় সন্দেহ করা যাইতেছে যে, অগ্নি প্রদানের পূর্ব্বেই ঘরখানিকে কেরো-সিনসিক্ত করা হইয়াছিল। ব্যাপারটি গভীর রাত্রিতে ঘটায় এবং কেরোসিন প্রদানের ফলে আগুন অল্প সময়ের মধ্যে ঘরখানিকে বেড়িয়া ফেলায় আগুন নিভাই-বার জন্য কোন চেষ্টা করা যায় নাই। বহু-গুলি বেলা ৮টা পর্য্যন্ত পুড়িয়াছে।

——

নৌ-সম্মেলনের অধিবেশন

লণ্ডনের ৯ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য বেলা ১০. টার সময় লোকার্ণো কক্ষে নৌ-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ ষ্ট্যান্লী বল্ডুইন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং প্রতি নিধিগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানান। উদ্বোধন-বক্তৃতা শেষ হইলে মিঃ বল্ডুইন সভা ত্যাগ করিয়া অস্থায়ী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনী ইডেনের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

লাহোরে আর একটী যুবক নিহত

লাহোরের ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে সহরের ওয়াজির খাঁ চকে জনৈক শিখ যুবককে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার শবদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাদল মোতায়েন আছে। উত্তেজনা যাহাতে চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিতেছেন।

সহরের অন্যান্য অঞ্চলে কোন হাঙ্গামা বাধে নাই। উক্ত দুর্ঘটনার পরে ওয়াজির খাঁ মসজিদের নিকটে একটু গোলমালের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য দিকের শান্তিভঙ্গ হয় নাই। বিপজ্জনক এলাকাসমূহে পুলিশ নজর রাখিতেছে।

——

ডাকাতির অপরাধে কারাদণ্ড

বাঁকুড়ার সংবাদে প্রকাশ, বিজ্যোতিভূষণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করার অপরাধে হিতলাল বাউরী নামক একজন সাপুড়িয়াকে ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাহার দলের আরও ছয়জনকে ঐ অপরাধে ৪ বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্তের ফলে আসামী-দিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে বাবুলাল বাউরী নামক একব্যক্তি রাজসাক্ষী হয়। তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে। আসামীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত সোমবার কৃষক ঋণ বিলের ২০নং ধারা লইয়া জোর বিতর্ক হয়; ১৫ জন সদস্য এই ধারাটি উঠাইয়া দিবার জন্য সংশোধন-প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় গত শনিবার এই ধারাটি উঠাইয়া দিবার জন্য যে সংশোধন-প্রস্তাব করেন, সোমবার তাহারই পুনরালোচনা হয়। শ্রীযুত শরৎকুমার রায়ের প্রস্তাব ৬০—১৩ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মুসলমান সদস্যগণ সদলবলে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

ভূতের অদ্ভুত খেলা

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, মজঃফর-পুর জেলার পাসাইয়া গ্রামে এক ভূত উৎপাত করিতেছে এবং তাহার আক্রোশ পড়িয়াছে এক স্ত্রীলোকের উপর, ভূত নাকি স্ত্রীলোকটীকে অনবরত চপেটাঘাত করিয়া থাকে। অশরীরী ভূত অবশ্যই অদৃশ্য; কিন্তু চপেটাঘাতের শব্দ নাকি স্ত্রীলোকটির আশপাশের সকলেই শুনিতে পায়। অধিকন্তু অকস্মাৎ একটি অগ্নিশিখাও জ্বলিয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তে নিভিয়া যায়। স্থানীয় কোনও ওঝাই স্ত্রীলোকটিকে ভূতের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই। বেগতিক দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু নাছোড়বান্দা ভূত নাকি সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া স্ত্রীলোকটীকে চপেটাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁর অবচিন্ত্য শক্তির কার্য্য বিকাররূপে এই পরিণামবাদ স্বীকৃত হয়েছে। 'সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।' একটী সত্যতত্ত্ব থেকে যখন আর একটী সত্যতত্ত্বের আবির্ভাব হয় তখন তাহা বিকার বা পরিণাম। ব্রহ্ম একটী সত্যবস্তু, তাঁ' থেকে জীব একটী সত্যবস্তু ও মায়ারাজ্য ব্রহ্মাণ্ড একটী সত্যবস্তু পৃথক রূপে হ'য়েছে, এই বুদ্ধিই ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই ছান্দোগ্যবাক্যে ব্রহ্মই যে জগৎ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" শ্বেতাশ্বতরের এই বাক্যে ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলা হয়েছে। সেই শক্তি জগদ্রূপে পরিণত হ'লে আর বস্তুবিকাররূপ দুর্ব্যাখ্যা হৃদয়কে গ্রাস করতে পারে না। তাতে ব্রহ্মের বিকারিত্বের আশঙ্কাও আসে না। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়', সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত হয়েছেন, এই বিচারই আসে। ব্রহ্ম উপাদান এবং জীব ও জড় উপাদেয়তত্ত্ব। পরিণামবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের অসদ্ভাবে জগৎ ও জীবকে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব ব'লে বোধ হয় না। শঙ্কর ব্রহ্মের বিকারিত্বের ভয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধি প্রভৃতি উদাহরণ দিয়ে জীব ও জগৎকে কাল্পনিক মিথ্যা প্রমাণ করলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নশ্বর হ'লেও জগৎ সত্যবস্তু আবার জীব ও চিৎকণ সত্যবস্তু।

মাণ্ডুক্য প্রভৃতি শ্রুতিতে বিবর্ত্তবাদের যে সমস্ত স্থল উল্লেখ করা হ'য়েছে সেগুলি দেহে আত্মবুদ্ধিমাত্র। স্থূলদেহ মাতাপিতা হ'তে জাত, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম-দেহরূপ উপাধিও থাকে। দেহী আত্মবস্তু, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অনাত্মবস্তু আবরণমাত্র। ইহাতে আত্মতা আরোপ অজ্ঞান।

"অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।"

যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতির নাম বিবর্ত্ত। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধিতে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্তদোষ মূল বিষ্ণুতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অহম্মন্যতা। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির অপলাপ করলে এই প্রকার ভ্রমের উদয় হয়। বাস্তব বস্তুর তটস্থা পরাশক্তিজাত। ইহার সহিত অপরা শক্তিজাত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ঐক্য মানা বিবর্ত্ত। জগৎ সত্যই। আত্মবস্তুতে অনাত্মবস্তু আছে—ইহাই ভ্রান্তি। ভাগবত ব'লেছেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

দেহে, অনাত্ম উপাধিতে আত্মবুদ্ধিকে গোপদত্তের মস্তিষ্কবিকার ব'লবেন। পরিণামবাদই ব্যাসের স্বীকৃত। বিবর্ত্তবাদে জীবব্রহ্মৈক্যবাদ ও বিশ্বের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করবার চেষ্টা বালচাপল্যমাত্র। পরিণামবাদে বিশ্ব সত্য, অথচ নশ্বর এবং শক্তির পরিণামে সমস্ত জীব ও বিশ্বের উৎপত্তি। ভগবদ্বস্তুর অনন্ত শক্তি তাহা মানববিচারে অচিন্ত্য। অচিৎ শক্তি পরিণত হইয়া ভগবদিচ্ছায় বিশ্ব এবং চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি নিত্যপদার্থ। বস্তুবিকার নহে, শক্তিবিকার। চিচ্ছক্তি বিকারলাভ ক'রলেও নিত্যবৈশিষ্ট্যযুক্ত। অচিৎশক্তির পরিণতিতে অনিত্য বৈচিত্র্য। অচিৎশক্তি বিকারযোগ্য। চিচ্ছক্তির পরিণতি নিত্যবস্তুর প্রাকট্য বিধান করে।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া—তিনশক্তি। ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়। প্রাকৃত জগতে উদাহরণরূপে একটী নিধি আছে। তাহার নাম চিন্তামণি (alchemist' stone) তন্ত্রসারে উল্লিখিত হ'য়েছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ॥"

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা কাঁসাও সোণায় পরিণত হয়। চিন্তামণির স্পর্শে প্রাকৃত-জগতের ধাতুগুলি সুবর্ণে পরিণত হয়, তথাপি তাহার কোনপ্রকার কদাপি বিকার নাই। সেই প্রকার অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ নিজে কোনরূপ বিকারলাভ না ক'রে অন্য বস্তুকে বিকৃত ক'রছেন। বস্তুর বিকার নহে, শক্তির বিকারে পরিবর্ত্তনীয় নানাবিধ বস্তু। জগতে যদি এমন বস্তু থাকে যে নিজে বিকৃত না হ'য়েও অপর বস্তুকে বিকৃত ক'রতে পারে তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের যে ঐ ধর্ম্ম থাকবে তাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অনেকে বিপরীত পক্ষ ক'রে বলেন যে প্রাকৃতজগতে চিন্তামণি নামে কোন পদার্থ ঐরূপ শক্তিমান্ নাই, উহা কাল্পনিকমাত্র। যদি ঘটনা তাহাও হয় তথাপি অচিন্ত্যশক্তিশালী ভগবানে কেন থাকবে না?

শঙ্কর উপনিষদ্ হ'তে চারিটীমাত্র বাক্যকে মহাবাক্যরূপে স্থাপন ক'রেছেন—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এখন জিজ্ঞাস্য, বেদের অপর বাক্যগুলি মহাবাক্য নহে কেন? প্রণবই ঈশ্বরের স্বরূপ, সুতরাং তাহাই মহাবাক্য, যেহেতু তাহা হইতে সমগ্র বেদ জাত। প্রণব সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। 'তত্ত্বমসি' বেদের একাংশবাক্য মাত্র। কেবল নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইহাকে মহাবাক্য বলা হ'ল কি? যুগপৎ সিদ্ধ বস্তুগুলির একাংশ নিয়ে বিচার ক'রবার অধিকার কার আছে? অভিধা—মুখ্যবৃত্তি, লক্ষণা—গৌণবৃত্তি। সমস্ত বেদান্তই ভগবৎপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছে। Denotation মুখ্যবৃত্তি, Connotation—গৌণবৃত্তি। লক্ষণার আশ্রয়ে বিচার ক'রে মুখ্যবৃত্তির আচ্ছাদন করাটা কেবল গৌণ উদ্দেশ্য সাধিত হ'য়ে করা। বেদবাক্যের প্রমাণ ক'রতে অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। ইহা স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি। কিন্তু গৌণবৃত্তি করতে গেলে ঐ বেদের স্বতঃপ্রমাণতা থাকে না, অন্য প্রমাণসাপেক্ষ হ'য়ে পড়ে। প্রণব মুখ্যার্থে ভগবদ্বোধক, সবিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট। পরমেশ পুরুষোত্তম। তদীয় নিত্য অধিষ্ঠান বাদ দিয়ে নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ স্থাপন করতে গৌণপথে অনেক বিতণ্ডা ক'রে কাল্পনিক অর্থ স্থাপন ক'রতে হ'য়েছে।

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

ভগবদ্বস্তু সবিশেষ, নির্ব্বিশিষ্ট বস্তু পৃথক্। মহাপ্রভু বেদান্তের প্রত্যেক অধিকরণ থেকে লক্ষ্যজ্ঞার দ্বারা মায়াবাদের ভুল দেখিয়ে দিলেন। মায়াবাদি-শাখা ও তত্ত্ববাদ-শাখায় ব্যাখ্যা-ভেদ আছে। তত্ত্ববাদে মুখ্যার্থ গ্রহণ ক'রে সমস্ত-সূত্রে 'বস্তুর পারতম্য ব্যাখ্যাত ও স্থাপিত হ'য়েছে। কিন্তু মায়াবাদিগণ গৌণার্থ অবলম্বন ক'রে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রেছেন। মাধ্বভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্যাদির প্রচার উত্তর ভারতে ছিল না। প্রভু প্রত্যেক অধিকরণে মুখ্যার্থে ব্যাখ্যা ক'রে সূত্রার্থে কৃষ্ণপরত্ব প্রমাণ ক'রে দিলেন। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মধাম হ'তে পার্থক্য স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং পৃথক্ অবস্থান করেন। ভগবানের বাসস্থান ও ভগবান্ পৃথক্। ধামদর্শন ও ভগবদ্দর্শন স্বতন্ত্র। তথাপি একই জিনিষ বিভিন্ন শক্তি দুই হ'চ্ছে। ধাম কিরণ বা আশ্রয়। কিরণমালী ও কিরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ধামের চিদ্গুণ ও ধামাধিপের অপ্রাকৃত চিদ্গুণ। পরতত্ত্ব পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত। অবরতাদি দোষগুলি—মায়াগন্ধগুলি তদীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্যে নাই। ইহজগতের ঐশ্বর্য্য তদীয় মায়াশক্তিদ্বারা নিরূপিত। সকল বেদেই ভগবানের সহিত প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হ'য়েছে। জড়জগতের সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর। ভগবত্তায় যে ঈশ্বরতা আছে তাহাতে মায়াগন্ধ নাই। এদেশে আমরা যে সব ঐশ্বর্য্য পাই, তাহা মাপা যায়, কিন্তু চিৎস্বরূপের ঐশ্বর্য্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত। যাহা স্বরূপ নহে তাহার ঐশ্বর্য্যে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা আছে। ভগবানের সহিত প্রত্যেক বেদাবস্তুর সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বললে চিচ্ছক্তির শূন্যতা বুঝায়। জগৎটা অচিচ্ছক্তির পরিণতি। মায়াবাদীরা ভগবানের চেতনশক্তি মানে না। ক্রিয়াহীনের চেতনায় পরিচয় কিরূপে আসে? ইচ্ছাহীন যিনি তিনি নির্ব্বিশেষ। শ্রুতি ব'লেছেন—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

ভগবানের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ দুটী অবস্থা। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ অবস্থা মানিলেন কিন্তু সবিশেষতত্ত্বটী মানিলেন না কেন? ইহাতে যে কিছু উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা সামান্য বুদ্ধিমানও বুঝতে পারেন। তাঁ'র পরা ও অপরা, চিৎ ও অচিৎ দুই শক্তি যুগপৎ বর্ত্তমান থেকে তাঁর লীলা প্রকাশিত ক'রছে। অচিৎপরিণত জগৎ থেকে চিৎপরিণত বৈকুণ্ঠে তুমি যেতে অসমর্থ ব'লে স্বরূপের অর্দ্ধ মানিতেছ, অপরার্দ্ধ মানিতেছ না। বিমুখমোহনের জন্য ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর কি হ'তে পারে?

'ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে কার উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তের সহায়॥'

ভগবদ্বস্তু-প্রাপ্তির অভিধেয়-বিচারে নবধা ভক্তির অধিষ্ঠান।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

-:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৩ নারায়ণ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর শুক্র নিশি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণতৃতীয়া দিবা দি ৮।২৬ পুনর্ব্বসু ভুক্তভুক্ দি ৯।০ ব্রহ্মযোগ দি ২।৯ বিষ্টিকরণ দি ৮।২৬ গ.ত ববকরণ।

৪ নারায়ণ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর শনি অবার ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণচতুর্থী কালরা দি ৯।১০ পুষ্যা ভুক্তভুক্ত দি ১০।১৯ ঐন্দ্রযোগ দি ১।৫০ বালবকরণ।

৫ নারায়ণ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর রবি সঙ্কর্ষণদেব কৃষ্ণপঞ্চমী শ্রীধর দি ১০।২৬ অশ্লেষা ভাব দি ১২।৩ বৈধৃতিযোগ দি ১।৩১ তৈতিলকরণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৭শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৩ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

এলাহাবাদে অর্দ্ধকুম্ভ

এলাহাবাদ ১০।১২।৩৫

এলাহাবাদে অর্দ্ধ-কুম্ভমেলার কার্য্যের খুব জোড়জোড় চলিতেছে। অভিজ্ঞগণের ধারণা—যাত্রি-সংখ্যা ১৫ লক্ষের কম হইবে না। ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রায় ৬ বর্গ মাইল চড়া ভূমিতে তাঁবু, খড়ের চালা, টিনের চালা প্রভৃতি যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মেলা-স্থানে বিজলী আলো, কলের জল ও ডেনেষ্টেশন হইতেছে। কেল্লার পার্শ্বে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের উদ্যমে পারমার্থিক প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে বাস্তব-নিত্যধর্ম্ম ব্যাখ্যা এবং ভগবানের বিভিন্নলীলাদি প্রদর্শিত হইবে।

অন্ধ্রদেশে প্রচার

কভুর ৬।১২।৩৫

কভুরসহরের স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার বেঙ্কটী রাও পান্তলু গারুর গৃহে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী গত ২৩শে ও ২৪শে নবেম্বর শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

কভুর বারের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী মিঃ এম, বি সুব্বারাও গারুর গৃহে গত ২৫শে নবেম্বর শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত ২৬শে নবেম্বর কভুর জেলা বোর্ডের কন্ট্রাক্টার মিঃ বি বেঙ্কয় গারুর গৃহেও উক্ত মঠসেবকগণের সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই প্রকার সঙ্কীর্ত্তন অন্ধ্রদেশে এই প্রথম বলিয়া জানা যায়। বহুসংখ্যক লোক শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। বিভিন্নস্থানে উক্ত মঠ-সেবকগণের সঙ্কীর্ত্তনার্থ নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

গত ২৭শে নবেম্বর শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর মিঃ আই ভি শয়ন পান্তলু গারু বি-এ মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরীক্ষিৎ ও শ্রীল শুকদেব-গোস্বামী সম্বন্ধে ঐ পাঠে আলোচনা হইয়াছিল। পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনের পর উক্ত ডেপুটী কালেক্টর মহোদয় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

মিঃ সুব্বারাও গারু মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার গৃহে গত ২৮শে নবেম্বর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব, বদ্ধজীবগণের উদ্ধারের উপায়, সদ্গুরুর লক্ষণ প্রভৃতি বিষয় এই সময়ে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

মাদ্রাজে প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের চেষ্টায় মাদ্রাজ-নগরীর দক্ষিণপ্রান্ত মাইলাপুরে সাপ্তাহিক ভাগবত-ক্লাশের অধিবেশন হইতেছে। মাদ্রাজের উত্তর প্রান্তে টাওয়ার পেটেও একটী সাপ্তাহিক ভাগবত-ক্লাশ হইতেছে। উভয় স্থলেই গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাঠ-কীর্ত্তনাদি করেন।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে মাইলাপুরে ভাগবত-ক্লাশের চতুর্থ অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ সত্যবাস্তবা দাস ব্রজবাসী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে বলেন যে, প্রথমেই বিষ্ণুকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মসমর্পণ নববিধা ভক্তির অন্যতম হইলেও, ইহার প্রভাবে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

ভক্ত ভগবানে সেবোন্মুখ। মহাভাগবত কৃষ্ণানুস্মরণাহ্লাদে মগ্ন থাকিয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও নর্ত্তন, কখনও বা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কেবল তিনি নিজেই যে আনন্দে মগ্ন থাকেন, তাহা নহে; পরন্তু দীনজনের মনে ভগবন্নিষ্ঠা বিধান করেন।

অসংযত গৃহব্রতদিগের অহঙ্কারাচ্ছন্ন মন কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয় না। বিষয়-ভোগলুব্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণ সংসারাসক্ত গুরু-ব্রুবগণকে বহুমানন করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শেষগিরি রাও, মিঃ টি এন রাঘবেন্দ্র রাও এডভোকেট, মিঃ গুরুাচার বি-এ, প্রফেসার শেষাদ্রি আর স্বামী প্রভৃতি কয়েক-জন বিশেষ শিক্ষিত ভদ্রলোক মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নৃত্য-গীতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। সন্ন্যাসি-শিক্ষা হইতে প্রমাণ করিয়া দেখান হয় যে, নাম কীর্ত্তন হইতেই সমস্ত লাভ হয়।

তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাপাণ্ডিত ছিলেন; তিনি কৃষ্ণের গুণ অবগত ছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণনাম স্মরণমাত্র তাঁহার লাভ হইত। শ্রীপাদ সত্যবাস্তবাদাস ব্রজবাসীর সহিত তাঁহাদের বহুক্ষণ তর্ক হয়। ব্রজবাসীজী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, বৈকুণ্ঠনামই নামী, বৈকুণ্ঠগুণই গুণী; তাঁহার এমনই স্বভাব যে, যিনিই ভজন করেন, তাঁহারই কৃষ্ণে অনুরাগ হয়।

তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, শাস্ত্রজ্ঞান বিনা ভক্তি লাভ হয় না। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য", "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" প্রভৃতি বাক্য হইতে প্রমাণ করা হয় যে, বহুকাল ধরিয়া ভাগবত এবং উপনিষৎ আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা একথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ভক্তদিগের মধ্যে দেবতারাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখান হয় যে, দ্বাদশ-বৈষ্ণবের মধ্যে সকলেই দেবতা নহেন। তাহার উত্তরে তাঁহারা নারদকে দেবতাপর্য্যায়ে ফেলিতে চেষ্টা করেন; তাঁহাদিগকে দেখান হয় যে, সনৎকুমারাদি ব্যাপারে নারদকে স্পষ্টই দেবতাগণের অতিরিক্ত বলিয়া উল্লেখ আছে; আর বলি, কপিল প্রভৃতি [illegible] দেবতা নহেন; তথাপি পরম বৈষ্ণব। পদ্মপুরাণ-বাক্য হইতে দেখান হয় যে, যে ব্যক্তি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে সে নারকী, শ্রীমদ্ভাগবতও "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন।

গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাওয়ার পেটিস্থ আন্নাল অম্মাল মঠে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ভাগবত-ক্লাশের দ্বিতীয় অধিবেশন করেন।

পাঠমুখে বলা হয় যে, দীক্ষাকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করেন। তখন তাঁহার দেহ চিদানন্দময় হয়। সেই দেহে তিনি কৃষ্ণ ভজন করেন। ডাক্তার মধুসূদন রাও ডাক্তারও মহাশয় গৌড়ীয়মঠের পরিচয় দিয়া তামিল ভাষায় বক্তৃতার অনুবাদ করেন।

বহু ভদ্রলোক এবং মহিলা ক্লাসে যোগ-দান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ নারায়ণ, নিত্য গৌরাব্দ ৪৪৯

আশ্লিষ্য দোষ

"স্বার্থ-ঘটিত কথা মিথ্যা কথার সমতুল্য নহে।" অনেকে এক প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন, যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ঐপ্রকার করিবার কারণ এই যে, যে উদ্দেশ্যে বক্তা কথাটি বলিয়াছেন, তাহা যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তিনি যেন পাশ কাটাইয়া অন্য প্রকার অর্থ করিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু নিষ্কপট জনগণ কখনও ঐপ্রকার কপটতার আশ্রয় ত' দেনই না, পক্ষান্তরে ঐকার্য্য নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট বলিয়া সর্ব্বদাই সরল এবং লোকের সরলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চরিত্রে মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর একটি ঘটনায় প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাই। যদিও তিনি একসময় মায়াবাদ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তথাপি যখন মহাপ্রভুর কৃপায় জানিতে পারিলেন যে, মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থে বেদান্তের যে ব্যাখ্যা মায়াবাদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ভগবচ্চরণে ভীষণ অপরাধ উৎপন্ন করে এবং মায়াবাদীর 'মুক্তি'-সম্বন্ধে যে ধারণা সেই ধারণায় মুক্তির পশ্চাদ্গমন অপেক্ষা নরকবাসই শ্রেয়ঃ, তখন তিনি 'মুক্তি'-শব্দটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া পড়িলেন।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবানের এই উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ভক্তিদেবীর একনিষ্ঠ সেবক হইয়া পড়িলেন। শুদ্ধভক্তগণ ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তি বা সেবা ব্যতীত নিজের ভোগপর কোন বস্তুরই প্রার্থী নহেন। যদি তাঁহারা রোগাদিতে ক্লিষ্ট এবং অর্থাভাবে জর্জ্জরিতও হন, তথাপি নিজের ক্লেশাদি অপনোদনের জন্য ভগবানের চরণে একটি কথাও বলেন না। পক্ষান্তরে বলেন,—"হে ভগবন্, আমার নিজের কর্ম্মদোষে যে-সকল অসুবিধা আমার উপর পতিত হয়, তুমি তাহা লাঘব করিও না। কর্ম্মফল-ভোগে আমি ভীত নহি। নিজের সুখের আশায় তোমার সুশৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করা আমার উদ্দেশ্য নহে। জীবগণের মঙ্গলের জন্য তুমি অহৈতুকী করুণার বশবর্ত্তী হইয়া আমার কর্ম্মের জন্য যে শাস্তি বিধান করিয়াছ, তাহা আমি অনন্তকালকে আনন্দান্তঃকরণে গ্রহণ করিব। তোমার চরণে একটিমাত্র প্রার্থনা এই যে, যখন যে অবস্থায় থাকি, তোমার শ্রীচরণ যেন ভুলিয়া না যাই। সকল অবস্থায়ই তোমার সেবাই যেন আমার একমাত্র কৃত্য হয়।" শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী—এই ভাবের অর্থপ্রকাশক।

"তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তির আলোকে সার্ব্বভৌমের হৃদয় আলোকিত হইলে ঐ শ্লোকটী তাঁহার বড়ই আনন্দদায়ক হইল; কিন্তু শ্লোকটীতে যে "মুক্তিপদে" পদ আছে তাহা তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইল না। কারণ, 'মুক্তি'-শব্দ শুনিতেই সাধারণতঃ সাযুজ্য-মুক্তিরই প্রতীতি হইয়া থাকে। সেই 'সাযুজ্য'-মুক্তি সম্বন্ধে ভক্তের বিচার—

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু 'সাযুজ্য' না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥

ঐ বিচার করিয়াই সার্ব্বভৌম উক্ত শ্লোকের "মুক্তিপদের" স্থানে ভক্তিপদে পড়িলেন। একদিন মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া ঐপ্রকারে শ্লোকটী আবৃত্তি করিলে মহাপ্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"ভক্তির সমান কখনও মুক্তির ফল হইতে পারে না। মুক্তি ভগবদ্ভক্তিবিমুখ জনগণের দণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে-সকল পাষণ্ড, মায়াবাদী ও বিষ্ণুবিদ্বেষী দৈত্য শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বীকার না করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব বশতঃ শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, ভগবানের হস্তে নিহত হইলে তাহারা 'ব্রহ্মসাযুজ্য'-মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং ভক্তের হৃদয়ের ধন এই শ্লোকটীতে "মুক্তিপদে" পাঠ পড়িতে আমি নিতান্ত অক্ষম।" ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"মুক্তিপদ" শব্দটীর আরও অর্থ হইতে পারে। যাঁহার চরণে মুক্তি আছে, তিনি মুক্তিপদ অর্থাৎ দশমপদার্থ শ্রীকৃষ্ণ, অথবা নবম পদার্থ যে মুক্তি তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং "মুক্তিপদে" পদটী পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন কি? মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—এইস্থানে যদিও আপনার বর্ণিত অর্থেই "মুক্তিপদে" পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে তথাপি, 'মুক্তিপদ' শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে বলিয়া মুখ্য অর্থের হানির সম্ভাবনায় "আশ্লিষ্যদোষ" বশতঃ আমি তাহা উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের শুদ্ধভক্তিতে নিষ্ঠা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তবৃন্দও আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

২৩শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

(৩)

বস্তুর বিকার অবশ্য অতীব নিন্দিত ব্যাপার। ঈশ্বর কালক্ষোভ্য হইলে তার উপাসনায় লাভ কি? উপাসক এবং উপাসনাও কালক্ষোভ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। তাহাতে নিত্য-শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এই সন্দেহে তিনি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন ক'রেছেন। প্রকৃত বিবর্ত্তবাদের ব্যাখ্যা বেদে ক'রেছেন—দেহে আত্মবুদ্ধি। আসুর-বর্ণাশ্রমীর বিচারে দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ক'রেছেন। পঞ্চোপাসনার মূলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবস্থিতি। বিষ্ণুকে বঞ্চনা ক'রে বাহ্য প্রতীতিতে চালিত হ'য়ে (অসুর অবস্থাকে স্বাস্থ্য ধারণা ক'রে) মায়াবাদীদের এই প্রকার পঞ্চোপাসনার ছলনা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"অন্বাপৃথগ্বন্দকলো নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥"

হরিপ্রসঙ্গবিমুখের দিবা নানাভাবে ইন্দ্রিয়তোষণে, রাত্রিতে শয়ন ও স্বপ্নাদি দেখে কেটে যায়। সর্ব্বদা মনোরথে বিচরণ ক'রে কাম্যতোষণ-লালসায় ধাবিত হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা বরণ করতে থাকে। তা' থেকে আর নিবৃত্তি নাই। আজ একরূপ জন্ম, কাল অন্যরূপ আস্বাদন করতে করতে হয়রাণ হ'তে থাকে, কোথাও আর শান্তি পায় না। জড়জগতের লোক হরি-মন্দির অঙ্কন করে না।

বহ্বীশ্বরবাদের শেষে নিরাকার ব্রহ্ম, কাল্পনিক দেবতা স্বীকার ক'রে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পর তাদের ধ্বংস করতে হ'বে।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

এই বিচার তা'দের উপলব্ধির বিষয় হয় না। ঈশ্বর অশ্রুতযুক্তির গম্য নহেন, শ্রুতি হইতেই গম্য। তা'র অনাহত হ'লে দৈব-বর্ণাশ্রমের অস্বীকারে আসুর বর্ণাশ্রমে অবস্থিতি ঘটে। আচার্য্যের ভিতর বাহির সমান। তিনি বিত্তাপহারক নহেন। যাঁরা ভাগবত শ্রবণ করেন না তাঁ'দের অদৃষ্টের দোষ।

বিশ্ব সত্য, জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। তা'দের মধ্যে উন্মুখতা ও বিমুখতা ভেদে বহু তারতম্য। অন্যথারূপ ত্যাগ ক'রে স্বরূপাবস্থানই মুক্তি, তাহা বিষ্ণুর পাদপদ্মের সেবা-লাভ। সদাচারী হরিজন হওয়া আবশ্যক। ষড়্গোস্বামীর মত একই। কোন প্রকার অনৈক্য নাই। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়াগণ গোস্বামি-মত বুঝতে না পেরে, ভোগবুদ্ধিতে বিচার ক'রতে গিয়ে গোস্বামিগণের মতের মধ্যে অনৈক্য দেখে থাকেন। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ, চ'ব্বিশ ঘণ্টাই হরিসেবায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছেন, তাঁ'দের কাছে গোস্বামীদের মতে ভেদদর্শন নাই।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

আমরা রাধাকুণ্ডে এসেছি হরিজনদর্শন করতে। বিষয়ী ভোগী, কুযোগী বা কল্প-ত্যাগীদের দর্শনের জন্য আসি নাই। কেবল বৈষ্ণবসেবা প্রচুররূপে করবার জন্য এখানে আসা। অনেকের কেবলা ভক্তির আশ্রয়ের অভাবে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রার আদরে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ঘটেছে। শাস্ত্র বলেন— উত্তর ভারতে ক্বচিৎ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রাবিড়ে ভূরিশঃ। সাত্বতসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ই দাক্ষিণাত্য হইতে আবির্ভূত হইয়া জগতে প্রচারিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের গীতের অনুসরণই হরিসেবাব্রত-প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা বিচার ক'রে স্বয়ং আচরণ দ্বারা জীবগণকে শিক্ষা দিলেন।

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং
পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো
মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

আমাদের দৈববর্ণাশ্রমের চূড়ান্ত বিচার ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুক-বেশ কৃষ্ণচরণ-সেবার প্রধান উপকরণ মাত্র। নিষ্কিঞ্চন না হ'লে কৃষ্ণ-ভজন হয় না।

'পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ॥'

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবার্থ বাস দরকার। অন্যাভিলাষ থাকলেই অকস্মাৎ মনে পতন হ'ল। মাথুরমণ্ডল অন্যাভিলাষীর স্থান নহেন।

২৪।১০।৩৫ অপরাহ্ণ

শ্রুতিমন্ত্র মধ্যে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণাম-বাদের কথা আছে। শাঙ্কর বিচারে বিবর্ত্তবাদ যথাযথ স্থানে প্রযুক্ত হয় নাই। আচার্য্যশঙ্করের আশঙ্কা হ'ল—পরিণামবাদে ব্রহ্মবস্তু বিকৃত হ'য়ে জগতে পরিণত হ'লে দোষযুক্ত হ'য়ে পড়েন। সুতরাং শঙ্কর ব্যাসদেবকে ভ্রান্তসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল। "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতির উদাহরণ দিয়ে পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ ব'লে শঙ্কর বিতর্ক ক'রেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রের বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতিরূপ পঞ্চাঙ্গন্যায়-বিচারে

মায়াকে 'পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড- ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড —৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমদ্ভাগবত্তের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদল-আল্ বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ভাগবতামৃত: সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩০। হাপ-নাম জপ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৵০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ও পরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২॥০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৵০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীনবদ্বীপ ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সাংখ্যদর্শনম ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। রেইনটি গৌড়ীয়মঠ টেম্পল্ ৷৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থ্রি কপিরাইট প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিস্কোর্সন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৮২। গীতাবলী /০
৮৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২. ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার ২৩৭তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

— —::•::— —

ইটালী-আবিসিনিয়া-সংবাদ

বৃটেন ও ফ্রান্স মুসোলিনীর নিকট যে শান্তি-প্রস্তাব দিয়াছে, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া হাবসী সরকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হোর লাভাল প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্ত্রিমণ্ডলে মতভেদ হয়; ইহা হইতে গুজব রটে যে, মিঃ ইডেন পদত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পার্লামেণ্টে মিঃ বলডুইন ঘোষণা করেন যে, শান্তি-প্রস্তাবের সর্ত্ত এখন প্রকাশ করা হইবে না। তবে সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। যে সব সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পার্লামেণ্টের গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় সদস্যগণ রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না এবং বিরুদ্ধবাদী দল উহার জন্ম গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ তলব করিবেন।

৯ই ডিসেম্বর সেনেটে সিনর মুসোলিনী যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি শান্তি-প্রস্তাব সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকেন। ফরাসী রাজনীতিক মহলের ধারণা যে, এই প্রস্তাবকে আলোচনার ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিতে মুসোলিনী রাজী হইবেন।

বেকারের সংখ্যা

শ্রম দপ্তরের হিসাবে প্রকাশ যে, ২৫শে নবেম্বর তারিখে বেকার ইন্সিওরেন্স ভুক্ত ১৬ হইতে ৬৪ বৎসর বয়স্ক ১০৫০৭০০০ জন লোক গ্রেটবৃটেনে কর্ম্মনিযুক্ত ছিল। এই সংখ্যা গত ২১শে অক্টোবর তারিখে যে সংখ্যা ছিল তাহা অপেক্ষা ৪৫০০০ বেশী এবং গত বৎসর অপেক্ষা ৩৯৫০০০ বেশী।

২৫শে নবেম্বর তারিখে রেজিষ্টারীতে দেখা যায়, বৃটেনে মোট ১৯৯৮৫৬২ জন লোক বেকার আছে। ইহার মধ্যে ১৬৯১২৩৭ জন সম্পূর্ণ বেকার, ২২৯৪৪৩ জন অস্থায়ী-ভাবে কর্ম্মচ্যুত এবং ৭৭৮৮২ জন মাঝে মাঝে কাজ পায়। মোট বেকারের উক্ত সংখ্যা গত ২১শে অক্টোবর যে সংখ্যা ছিল তাহা অপেক্ষা ২৯৭২ বেশী, তবে গত বৎসর অপেক্ষা ২০২২২৩ কম।

পরলোকে শ্যামাচরণ রায়

ময়মনসিংহের ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য সন্ধ্যার সময় রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায় ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সহরে ছড়াইয়া পড়ে সহরের আবাল-বৃদ্ধ সকলে তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ তাঁহার বাসায় সমবেত হয় এবং শ্মশান পর্য্যন্ত শবানুগমন করে; তিনি প্রথমে ঢাকা পোগোজ স্কুলের হেড্-মাষ্টার ছিলেন। পরে ১৮৭২ সালে তিনি ময়মনসিংহে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর ময়মনসিংহের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন।

ছাত্র-ছাত্রী আহত

কাইরোর ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, প্রায় তিনশত ছাত্রছাত্রী কাস্ এল-আইনি হাসপাতালে যাইবার চেষ্টা করিলে, পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চার্জ্জ করে। ফলে একজন ছাত্রী আহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাথায় গুলী লাগিয়া ১৫ বৎসর বয়স্কা এক ছাত্রী আহত হইয়াছে এবং অপর এক ছাত্রীর শরীরে ছররা গুলী বিদ্ধ হইয়াছে। অপর দুইটী ছাত্রী কাস্ এল-আইনি হাসপাতাল অভিমুখে গমন করিবার চেষ্টা করে তাহারাও ছররা গুলীতে আহত হইয়াছে। পরে তাহাদিগকে গৃহাভিমুখে প্রেরণ করা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা অপরাহ্নে বোড়া হাসপাতাল ত্যাগ করিয়াছে।

চীন সংবাদ

পিপিংএর সংবাদে প্রকাশ, যে সকল পুলিশ প্রহরী জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় তাহাদের শাস্তি দিবার দাবী করিয়া পাঁচ সহস্র ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছে। যে ২৭ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ছাত্রগণ তাহাদের মুক্তি দাবী করে।

চীনাপক্ষের সংবাদে প্রকাশ যে, নয় শত মাঞ্চুকুয়ো সৈন্য বিমান ও ট্যাঙ্কসহ চাহার জেহল সীমান্তের কুয়ান অঞ্চল আক্রমণ করে। চীনা সৈন্যদল উক্ত মাঞ্চুকুয়োর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় বলিয়া প্রকাশ। বিদ্রোহিগণ নোচউ অধিকার করিয়া নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়; ফলে জেনারেল শাংচেনের সৈন্যদল তাহা-দিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই।

অদ্ভুত উচ্চ জলস্তম্ভ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এখানে একটি বিচিত্র ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একখানি বিমান প্যারিস হইতে লণ্ডন আসিতেছিল। বিমানচালক সাসেক্স উপকূলে বিচীহেডের দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচ মাইল দূরে ২০০০ ফুট উচ্চ একটি জলস্তম্ভ দেখিতে পান। বিমানের জনৈক আরোহী 'রয়টার' এর প্রতিনিধির নিকট বলেন—"আমরা কেবিন হইতে এই জলস্তম্ভটীকে এক মিনিট কাল স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি জীবনে এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য আর দেখি নাই।

ইংলাণ্ডের কাছে এরূপ দৃশ্য খুবই অসাধারণ তবে কিনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি জলস্তম্ভ এক উপসাগরে প্রবেশ করিয়া বিষম ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। সরকারী বিমান বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে বাতাসের উর্দ্ধগতির ফলেই জল উপরদিকে উঠিয়াছে।

সম্প্রতি অপর একটি নৈসর্গিক ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলে একটি দাগ দেখা গিয়াছে। সেই দাগটী আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা নয়গুণ বড়। এই দাগ বার্লিনের ট্রেপটো মানমন্দির কর্ত্তৃক লক্ষিত হয় বিশেষজ্ঞগণের অনুমান এই যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে প্রায় এইরূপ দাগ দেখা যাইবে।

ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ

নেপলসের ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রোম ও নেপলসের মধ্যে দুইখানি এক্সপ্রেস ট্রেণের সঙ্ঘর্ষের ফলে চারজন নিহত ও পঞ্চাশ জন আহত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৮শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার { ২৭৭তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::•::——

পুরীর সংবাদ

পুরী ৯।১২।৩৫

শ্রীল প্রভুপাদ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সমাগত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর পুরী হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতা হইয়া ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম মায়াপুরে শুভ পদার্পণ করিবার কথা।

ডাল্টনগঞ্জে

গত ২৮শে নভেম্বর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা ও ভক্ত গোপাল গয়া-গৌড়ীয়মঠ হইতে ডাল্টনগঞ্জে প্রচারে যান। কয়েকদিন পরে শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজের সহিত এবং শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী বাগরত্ন মহোদয় ভক্তিসারের মহোদয়ের সহিত যোগদান করেন। তথায় ভক্তিসারের মহোদয় স্থানীয় দুর্গাবাটীতে দুইদিন ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর প্রভু বহু দিন সুললিত-কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর শিশির কুমার ঘোষ; রায় সাহেব কেদারনাথ দত্ত, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার; সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত হেড্ মাষ্টার পালামৌ জিলাস্কুল; রজত কুমার সেন, এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার; সৌরীন্দ্রনাথ রায়, পোষ্টমাষ্টার; কবিরাজ গোপালচন্দ্র গুপ্ত; রাজেন্দ্রনাথ বসু, সেক্রেটারী, ডাল্টনগঞ্জ হরিসভা; নরেন্দ্রনারায়ণ রাহা, শিক্ষক; কালীচরণ রাহা, হেড্ মাষ্টার, গার্লস্কুল; ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়; গদাধর চট্টোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দত্ত, ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেজারি; সতীন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শ্রোতা তাঁহাদের পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারে ডাল্টনগঞ্জে বেশ একটা সাড়া পড়িয়াছে।

পালামু জেলায়

প্রচারকগণ গত ৮ই ডিসেম্বর ডেল্টনগঞ্জ হইতে পালামু জেলার অন্তর্গত নগরউণ্টারী নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। এই স্থানে ভক্তিসৌরভ প্রভু ও শম্ভুপাণ্ডা মহোদয় প্রচারে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের অপরাপর সঙ্গিগণ শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। নগরউণ্টারী সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসচন্দ্র পাণিগ্রাহী ভক্তিকেতন মহোদয় প্রচারকগণকে আতিথ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ডাঃ পাণিগ্রাহী মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত। পাঠকগণ অবগত আছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বাণী যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের জয় বিঘোষিত হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, সুতরাং প্রচারকগণকে পাইয়া তিনি যে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, পাণিগ্রাহী মহোদয় শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠের সিংহাসন নির্ম্মাণার্থ অর্থানুকূল্য করিতেছেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ বংশীধর-মন্দিরে ভক্তিসারের মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডাল্টন-গঞ্জের রাজাসাহেব কেঁইয়া রুদ্রপ্রতাপ দেব এম্-এল্ সি বাহাদুরও সেই সময় শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন। পাঠশ্রবণে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তৎপর দিবস তাঁহার রাজ-প্রাসাদে ভক্তিসারের মহোদয়ের পাঠের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

অন্ধ্রদেশে

গত ৩০শে নভেম্বর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠের শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-কমল, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিবুধ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভু কভুর হইতে প্রায় ৮মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত ধবলেশ্বরম্ নামক সহরে প্রচারে যান। ঐ স্থানটী পূর্ব্ব-গোদাবরী জেলার অন্তর্গত। তথায় গত ১লা ডিসেম্বর শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলা পাঠ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

স্থানীয় ভদ্রলোকগণের অনুরোধে ভক্তি-কমল মহোদয় গত ২রা ডিসেম্বর 'শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বহু পদস্থ রাজকর্ম্মচারীও ছিলেন। প্রচারকগণ তথায় দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় অন্ধ্রদেশের সর্ব্বত্র যাহাতে বিশেষভাবে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্নশীল।

পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত বি, মল্ল স্বাধ্যায়ন সাহু মহোদয় মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সহায়তা করিতে-ছেন। শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহার গৃহে গত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া তেলেগু-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণ-স্পর্শী ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

বাগেরহাটে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ খুলনা জেলার বাগেরহাট সহরের হরিসভায় গত ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের কারণ এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রিশতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র সেন বি-এল, গিরীশচন্দ্র দাস বি-এল; ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক বি-এল, নগেন্দ্রকুমার বিশ্বাস বি-এল, বরদা-কান্ত রায়চৌধুরী এম্ এ, হেড্ মাষ্টার; ধীরেন্দ্রনাথ আঢ্য, অমৃতলাল রায় বি-এল, নরেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস বি-এল, গুরুদাস বিশ্বাস, জমিদার চৈতন্যচরণ; রাধালাল বসু মোক্তার, উপেন্দ্রনাথ দত্ত মোক্তার, কেশব-চন্দ্র বিশ্বাস, ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি; শরচ্চন্দ্র নাথ বি-এল, আশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, উকিল; প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি বি-এল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অহে হরিশ্চন্দ্র ! যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তদুত্তরে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন—হে দেব!

"যদ্যাঃ পশোর্দ্দশাহেষুৎ মেধ্যো ভবেদিতি॥"

পশুর যখন দন্তোদ্গম হয় তখনই উহা যজ্ঞার্হ পবিত্র হইয়া থাকে।

অতঃপর বরুণদেব দন্তোদ্গমকাল অতীত হইলে হরিশ্চন্দ্র-সমীপে উপনীত হইয়া হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র "ইহার দন্তসমূহ যখন নিপতিত হইবে, তখন ইহা যজ্ঞার্হ হইবে।"

"যদা পশোর্দন্তা দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি॥"

বলিয়া বরুণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর দন্তনিপতনকালে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—"পুনর্জ্জাতা দন্ত-যোগ।"—দন্তের পুনরুদ্গম হইয়াছে, সুতরাং যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র তদুত্তরে কহিলেন—

"সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোহথ পশুঃ শুচিঃ॥"

ক্ষত্রিয়-পশু যখন কবচবন্ধন করিতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তখনই উহা পবিত্র হইয়া থাকে।

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা।
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত॥

অর্থাৎ এইরূপে তিনি (হরিশ্চন্দ্র) পুত্রস্নেহাসক্তচিত্তে বরুণদেবকে যে যেকাল ক্ষেপণ করিতে বলিতেছিলেন, বরুণদেবও তাহার প্রার্থনায় সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিকে হরিশ্চন্দ্র যেমন বরুণকে তাঁহার স্বীয় স্বার্থস্বরূপ পুত্রের বলিদানদ্বারা বরুণকে সন্তুষ্ট করিতে নারাজ, অপরদিকে বরুণও তেমন "নাছোড়বান্দা" হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজাগ্রহণ-মানসে। ইহাই বণিগ্‌বৃত্তিবান্ প্রভু-ভৃত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন ভৃত্য প্রথমতঃ যে-কোনও প্রকারে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি লাভ করতঃ তৎপর প্রভুকে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চনপূর্ব্বক আপনারা ভোগসুখে মত্ত থাকেন, আবার বণিগ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন প্রভুও ভৃত্যের কায়েক্লেশ গ্রহণ করতঃ তন্নিকট হইতে প্রভুত্বের দাবী বা উৎকৃষ্ট সেবাপূজায় আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং নিত্যপ্রভু ও নিত্যদাস এবং বণিক্-প্রভু ও লজ্জাগর দাস, এতদুভয়ের মধ্যে পূর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান। নিত্যসেবক প্রভু-পাদপদ্ম পূজা করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু প্রার্থনার পরিবর্ত্তে ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

নিত্য ভৃত্য ভগবদারাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া তৎপ্রাপ্তিকালে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্॥
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

—হে স্বামিন্! কাচ-অন্বেষী হইয়া দেব-মুনীন্দ্রগুহ্য তোমা হেন দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছি, হে দেব! কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাহি না।

তুমি ত আমার আমি ত তোমার
কি কাজ অপর ধনে॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

২৩শে অক্টোবর, অপরাহ্ণ

(৪)

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্"

শ্রবণাদি নব প্রকার ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি-চাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥"
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

এই সমস্ত শ্রুতিবচন আমাদের এতৎসহ আলোচ্য। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নবধাভক্তি সকল বেদের উদ্দিষ্ট অভিধেয় বস্তু। ঐসকল সাধন হ'তেই প্রেমের উদ্গম হয়। বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তিন তত্ত্বের প্রকৃষ্ট সন্ধান র'য়েছে—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥'
'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥'
'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥'

পুরুষোত্তম বস্তুতে সর্ব্বরসের আশ্রয় জেনে তাঁকে ছেড়ে কে অন্যত্র আশ্রয় করে?

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

বদ্ধজীবের জ্ঞানে কদাপি রসস্ফূর্ত্তি হয় না। দ্বাদশরসের ভাণ্ডার এক জায়গায় থা'কলে এবং তা' পূর্ণরূপে থা'কলে কে বোকা তা'কে ছেড়ে দেয়? সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির ক্রমপর্য্যায়-সমূহ শ্রদ্ধা, রুচি ও রস নামে খ্যাত। দাস্য হ'তেই প্রেমশব্দের ব্যবহার। মাধুর্য্যরস বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ক্রমে অল্প। মাধুর্য্যরসে সকল রসই পূর্ণমাত্রায় থেকেও বৈশিষ্ট্য থাকল। অন্যান্য রসগুলি ক্রমে অভাব থেকে গেল। কৃষ্ণ দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে আস্বাদন ক'রতে স্বয়ং ইচ্ছা করলেন এবং তা' বিচার ক'রে রাধার স্বরূপ গ্রহণ করতে ইচ্ছা ক'রলেন।

'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥'

গৌরসুন্দর ঔদার্য্যমূর্ত্তিতে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করলেন।

সেবাদ্বারাই কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

"প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস॥"

অধোক্ষজে ভক্তি না হ'লে অনর্থ নষ্ট হয় না।

'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে॥'
'সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান॥"

বাদরায়ণ সূত্রগুলিতে বেদের মত এই তিন অর্থই প্রতিপাদিত হ'য়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধেয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজন বিচার সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত ক'রেছেন। পূর্ব্বমীমাংসার ১২ অধ্যায়ে জৈমিনি ধর্ম্মার্থকামের বিচার দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্যাসদেব উত্তর-মীমাংসায় কেবল মোক্ষের বিচার ক'রলেন। সমন্বয় ও অবিরোধ—এই দুই অধ্যায়ে সম্বন্ধবিচার, তৃতীয়ে সাধনবিচার ও চতুর্থে ফলবিচার। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ভাগবত-সন্দর্ভের চারিটীতে—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। তত্ত্বসন্দর্ভে প্রমাণ-প্রমেয়-বিচার। প্রমেয়গুলির বিচার ভগবৎ (ব্রহ্ম), পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দর্ভ নামে আখ্যাত করলেন। মুখ্যবৃত্তিতে ব্রহ্মশব্দে ভগবান্ বুঝায়, এজন্য ব্রহ্মসন্দর্ভের নাম ভগবৎসন্দর্ভ দিয়েছেন। অভিধেয়-বিচার ভক্তিসন্দর্ভে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। প্রয়োজন-বিচার প্রীতিসন্দর্ভ নামে আখ্যাত ক'রেছেন। এই গুলির সুষ্ঠু আলোচনার অভাবে বর্ত্তমানে সহজিয়াসম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট দৌরাত্ম্য জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। বেদের বক্তব্যগুলিই বেদান্তসূত্র হ'য়ে জীবের উপকারের জন্য অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে ভাগবতী তনুর আবির্ভাব হয়েছে। মায়ামুগ্ধ ভাষ্যকারগণ তাঁর ভোগ্য দেখবার ভুল পেয়েছে ব'লে বুদ্ধিমান্ যাঁরা সেই অসার বস্তুর চর্চ্চায় না গিয়ে শ্রুতির মুখ্যার্থের অনুশীলনমূলে সর্ব্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের চর্চ্চা রসিকের সহিত করুন, তবেই জীবন সার্থক হ'বে, কৃষ্ণবস্তুকে বশীভূত ক'রতে পারবেন। কৃষ্ণপ্রেমা, পঞ্চমপুরুষার্থ এসে কৃষ্ণের প্রীতির সঙ্গে জীবেরও সর্ব্বপ্রকার প্রতিবৈশিষ্ট্য উদিত হয়ে যা'বে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা বেদান্তের এই প্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনে' একবারে অবাক্ হ'য়ে তাঁ'কে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে স্তব করতে লাগল এবং বল্লে, আপনাকে হীন মনে ক'রে, নিন্দা ক'রে যে সমস্ত অপরাধ ক'রেছি সেগুলি কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। আমরা আপনার শরণাগত হ'লাম। এই স্তব শুনে কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব তা'দিগকে কৃষ্ণনামানুগ্রহ দান করলেন এবং তারা এখন কৃষ্ণনাম সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ ক'রতে লাগল। তা'দের মন একেবারে বদলিয়ে গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে মধ্যস্থানে বসিয়ে হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান ক'রলেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

৪ নারায়ণ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণচতুর্থী কলিদ দি ৯।১০ পুষ্যা ভুক্তভুক্ত দি ১০।১৯ ঐন্দ্রযোগ দি ১।৪০ বালবকরণ।

৫ নারায়ণ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর রবি সঙ্কর্ষণদেব কৃষ্ণপঞ্চমী শ্রীধর দি ১০।২৩ অশ্লেষা স্বার দি ১২।৬ বৈধৃতিযোগ দি ১।৩১ তৈতিলকরণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা। ভিক্ষা কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক [illegible]।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০ ২য় খণ্ড— ১৲; ৩য় খণ্ড— ৪র্থ খণ্ড- ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদল-আল বহু ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধুর-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তামালিকা অগমোহনঃ সাধুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তবাদার সাধুবাদ ৷০
২৯। প্রেমামৃত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরুশরণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অথর্ব্বকণ্ঠক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভজনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারার্থদর্শনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷
৭১। বিবেচিক ওয়ার্ক্স ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।।
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। রোয়াল্ট গৌড়ীয়মঠ উইজ্ডম্ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনরেলেড ডিভোশন ।।
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার [২৩৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বিমান পোতে ঊর্দ্ধে আরোহণ

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, 'লাল' বাহিনীর অন্যতম বিমান-চালক ভ্লাডিমির কোকিনাকি বিমানপোতযোগে ঊর্দ্ধে আরোহণে পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

গত ২১শে নবেম্বর কোকিনাকি শূন্যে ৪৮৩০৭ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৯।০ মাইল ঊচ্চে উঠিয়া পূর্ব্বের রেকর্ড (৪৭৩৪০ ফুট) ভঙ্গ করেন। পূর্ব্বের রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন ইতালীয় বিমান চালক সিনর রেণাতো দোনাতি ১৯৩৪ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে।

দুর্দ্ধর্ষ দস্যু গ্রেপ্তার

লাহোর এবং অমৃতসর জেলার কয়েক স্থানে হানা দিয়া পুলিশ ৮ জন দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত দস্যুদলের নিকট হইতে নাকি সেনাদলের ব্যবহৃত একটা ছ'ঘরা রিভলভার, অটোমেটিক পিস্তল, বোমা এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। কোট মুলচাঁদ রেলষ্টেশনের লাইনে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ-জনকভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহার নিকট হইতেই এই দস্যুদলের সন্ধানসূত্র নাকি পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তির নিকট ১৮টি বোমা পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব উক্ত দস্যুদল সেখপুরা জেলার কোনও গ্রামে ডাকাতি করার মতলব করিয়াছিল। কোনও কারণে শেষ মুহূর্ত্তে উহারা ঐ মতলব ত্যাগ করে এবং বিভিন্ন পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে এই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (হাইস্কুল) এর বাৎসরিক ও টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যে-প্রকার পরীক্ষান্তে গল্প-গুজব ও খেলাধূলাদি আমোদ-প্রমোদেই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহা না করিয়া ভগবদনুশীলনের জন্য যত্নপর। এখন প্রত্যহ তাহাদের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ' নামক সুবৃহৎ শ্রবণ-সদনে একঘণ্টা ব্যাপী একটি পারমার্থিক ক্লাশ হইয়া থাকে। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ তাহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দিয়া থাকেন।

[এই বিদ্যালয়-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ৪র্থ পৃষ্ঠায় "আদর্শ বিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। ৭ম পৃষ্ঠায় আরও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।]

৪ জনের প্রাণদণ্ড

এলাহাবাদের ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চারিজন লোকের বিরুদ্ধে একটি খুনের অভিযোগ হয়। পুলিশ এবং নিম্ন আদালত ক্রমান্বয়ে চারিবার প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে মুক্তি দেন। অভিযোগকারী নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে দরখাস্ত করে। হাইকোর্টের দায়রা জজ আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দের নির্দ্দেশ দিয়া মামলার বিচার করেন। এসেসরগণ আসামীদিগকে একবাক্যে নির্দ্দোষ বলেন। দায়রা জজ এসেসরদের রায় অগ্রাহ্য করিয়া চারিজনের প্রতিই প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন

কোয়েটায় ভূকম্পন

কোয়েটার ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১০ই শেষরাত্রি ৩ঘটিকার সময় কোয়েটায় মৃদু ভূকম্পন হইয়াছিল। উহা প্রায় আড়াই সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হয়। জনসাধারণ শঙ্কিত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। কোথাও কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মেদিনীপুরে বসন্তের প্রকোপ

এপর্য্যন্ত মেদিনীপুর সহরে প্রায় ১৫।১৬ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে। ঐ ব্যাধি যাহাতে আর সংক্রামিত হইতে না পারে, তজ্জন্য বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য করিতেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। হাইকোর্টের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৫ দিনের জন্য দেওয়ানী আদালত বন্ধ রাখা হইয়াছে। সহরের লোকজন আতঙ্কে সহর ত্যাগ করিতেছে।

বৃটেনে প্রাকৃতিক অবস্থা

রয়টারের ২রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষভাগে বৃটেনের দক্ষিণ অঞ্চলে এক বজ্রপাত সহ প্রবল বৃষ্টি হইয়াছে এবং স্কটল্যাণ্ড হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ইংলিশ চ্যানেলে একটি ছোট জাহাজের খালাসী তরঙ্গাঘাতে জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। ঝড়ের ফলে 'অরডিস' নামক একটি জাহাজের খালাসীগণ নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মেভাগিসে নামক একটি মাছ ধরা জাহাজ অতিকষ্টে তাহাদিগকে উদ্ধার করে।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৭	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪৭	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০-৬॥০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪-০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪॥০-৪॥৵০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩.০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭॥
পতিরাম		৪৯৲

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯॥৵০
,, লাল ,,	৮॥৵০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪॥৵০
আটা (বি)		৪॥৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৴০-৪/০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০ ৩।০
পোলাও ভুষি		১৸৵০-২৲
ভুষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	,,	,,	৩৪॥৵১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪॥/১০
গিনি	,,	,,	২২॥/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,,	,, ,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫॥৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬॥৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬।০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন -৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯।/০

২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২৲কি ।/৫॥৵১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৵০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭॥৵০
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫।৵০ হন্দর
রড কাটিং	৫।৵০-৫৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲-৬৵০

ঐ প্লেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি

৵১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার

ফুট ১৲-১।/০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, সোমবার | ২৮৮তম সংখ্যা

ব্রহ্মদেশে প্রচার

-:০:-

চীন-প্রান্তে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ

মিচিনা ৫।১২।৩৫

আজ প্রায় বিপক্ষাধিককাল শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ব্রহ্মদেশের শেষসীমায় (চীন প্রান্তে) অবস্থিত মিচিনা সহরে শুভাগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। অত্রস্থ সজ্জনগণ বিশেষ আগ্রহে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতেছেন।

গত ২৪।১১।৩৫ তারিখে স্বামীজী শ্রীযুক্ত এ, এম্‌, দাস গ্লীডার মহোদয়ের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সমাগত বহু বাঙ্গালী শ্রোতার সমক্ষে ঘণ্টাধিককাল কীর্ত্তন করেন।

গত ২৫।১১।৩৫ তারিখে স্বামীজী ম্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত জি, সি, ব্যানার্জ্জি মহোদয়ের প্রচেষ্টায় তদীয় গৃহে গীতার শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

গত ২৬।১১।৩৫ তারিখে স্বামীজী শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী ওভারসিয়ার মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৭।১১।৩৫ তারিখে স্বামীজী চৌধুরী বাবুর গৃহে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন।

গত ২৮শে ও ২৯শে নভেম্বর তারিখদ্বয়ে স্বামীজী অত্রস্থ হিন্দুমন্দিরে গীতা ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা
২৫।১১।৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু,

* * ১৬ই নবেম্বরের আপনার পত্র পাইলাম। কেনোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থাস্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশে সকল কার্য্য করি। ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মত্ব আমাদিগকে গ্রাস করে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীল প্রভুপাদ

পুরী ১৪।১২।৩৫

পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদ আগামী পরশ্বঃ ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার পুরী হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় তাগিদ পাইয়া তিনি গত কল্য পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়াছেন।

কলিকাতা ১৫।১২।৩৫

শ্রীল প্রভুপাদ গত কল্য প্রাতে পুরী হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্য তিনি কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিবেন।

কুচবিহারে প্রচার

দেওয়ানগঞ্জ ৮।১২।৩৫

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ জলপাই-গুড়ি টাউনে প্রচার করিয়া দেওয়ানগঞ্জে শুভবিজয় করেন। স্বামীজী ও ব্রহ্মচারীজীর আগমনে স্থানীয় ভক্তগণ পরমোল্লসিত হন।

গত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে স্বামীজী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের পাদপদ্মের মহিমা অতি সুমধুর প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটী এত মধুস্পর্শী হইয়াছিল যে, শ্রোতৃবৃন্দ চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্থির থাকিয়া শ্রবণ করিবার সুযোগ গ্রহণে ত্রুটী করেন নাই। "বৈষ্ণবের দয়ার সহিত দেবতাদিগের দয়ারও তুলনা হইতে পারে না" একথাটী স্বামীজী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীহরিবাসরে স্থানীয় বন্দরে একটী মহতী সভায় স্বামীজী "ম নব-জাতির কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে এক গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শত শত হিন্দু ও মুসলমানগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবা-চেষ্টায় বক্তৃতামঞ্চটী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিরত্ন মহোদয় সকলের সহিত স্বামীজী মহারাজের পরিচয় করাইয়া দেন।

লণ্ডনে হিন্দু-মন্দির-নির্ম্মাণ

অনেক হিন্দু লণ্ডনে যান। যাঁহারা যান, তাঁহাদের মধ্যে মন্দিরে গিয়া দেবতার পূজা * * যাঁহারা করেন, লণ্ডনে হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের উদ্যোগে এইরূপ একটি মন্দির নির্ম্মিত হইবে এবং ত্রিপুরার মহারাজ উহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, অবগত হইয়াছি। স্বামী ভক্তিহৃদয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, মন্দিরের সঙ্গে একটি হিন্দু-নিবাস থাকিবে, যাহাতে হিন্দুরা নিজেদের আচার রক্ষা করিয়া থাকিবেন বৈদেশিক ভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন। ইহা আবশ্যক বটে। এরূপ একটি আশ্রম নির্ম্মিত ও সুপরিচালিত হইলে লণ্ডন-প্রবাসী হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুভাবে থাকিতে চান তাঁহাদের সুবিধা হইবে। এই উদ্যম সমর্থনযোগ্য।

প্রবাসী (অগ্রহায়ণ)

যাঁহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এতদঞ্চলে কয়েকবার আসিয়াছেন, তাহা হইলেও শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের উত্তরবঙ্গে এই প্রথম প্রচারকার্য্য।

গত ৭ই ডিসেম্বর ... সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতিতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীনাম মাহাত্ম্য পাঠ করেন। এই দিনের পাঠে এক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও নারায়ণ, সদাশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৯

মৃত্যুর পর কোথায় যাইব ?

মৃত্যু ব্যাপারটী স্বাভাবিক। প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বের অসংখ্য জীবকে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে। কিন্তু মহামায়ার এমনি সম্মোহিনী শক্তি যে, আমাদের যে মৃত্যু হইবে, তাহা একেবারেই চিন্তার বিষয় হয় না। যদি তাহা হইত এবং মৃত্যুর পর বদ্ধজীবের কর্ম্মফলাদি ভোগ আছে—ইহা যদি আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইত তাহা হইলে কি আমরা অপরের অনিষ্ট করিতে প্রধাবিত হইতে পারিতাম ? কলির প্রাবল্যে অপরের অনিষ্ট-সাধন করার ও মৎসরতা কার্য্যের তাণ্ডব লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, মানবগণ ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণিগণের যমসদনে গমন লক্ষ্য করিয়াও যখন 'নিজে অমর' এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

কোন কোন নৈমিত্তিকধর্ম্ম-প্রচারক জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহারা নাস্তিক। সেই নাস্তিকগণের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। যাঁহারা বেদ-বেদান্ত স্বীকার করেন, যাঁহারা শ্রুতি-প্রমাণকে অমল-প্রমাণরূপে জানেন, সেই আস্তিক আর্য্যগণ সর্ব্বদাই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। কর্ম্মফল স্বীকার করিলে জন্মান্তরবাদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহজগতেও এমন অনেক ঘটনা দৃষ্ট হয়, যদ্দ্বারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে, একজন লেখাপড়া শিখিয়াও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারাও উদরান্ন উপায় করিতে পারেন না। আবার অপর কোন ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধিহীন হইয়াও অতি অনায়াসে প্রচুর অর্থের মালিক হইয়া যান। ইহার সমাধান কোথায় ? এই প্রকারের অনেক ঘটনা দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ফলভোগের বিষয় প্রত্যক্ষবাদীও অনুধাবনপূর্ব্বক স্বীকার না করিয়া পারেন না। আমরা মহাজনগণের বাক্যে মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা যাহা অবগত হই, তাহা নিম্নে বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের গতি নিরূপণ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই লোকত্রয় লাভ হয়; আর এই তিন লোকের উপরিস্থিত মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোক-চতুষ্টয় অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ তাঁহারাও মহঃ-আদি লোকচতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া কর্ম্মফল-ভোগান্তে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। আর যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ে মুক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত সকাম কর্ম্মী ও নিষ্কাম কর্ম্মিগণ ব্যতীত আর এক প্রকার ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের সংজ্ঞা 'মুমুক্ষু'। মুমুক্ষুগণ জ্ঞানী ও যোগিভেদে দ্বিবিধ। যোগিগণ আবার সগর্ভ ও নিগর্ভ ভেদে দুই প্রকার। তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। ঐ 'পর-পদ' বলিতে পূর্ব্বোল্লিখিত ভূর্ভুবঃ আদি সপ্ত ঊর্দ্ধ লোকের অতীত অবস্থাবিশেষ জানিতে হইবে। সেই স্থানও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে দুই প্রকার। জ্ঞানী ও যোগিগণের কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ পরমপদই তাঁহাদের লক্ষ্য। যোগিগণ তেজোময় অবস্থারূপ অর্চ্চিরাদি মার্গে অষ্টাদশ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইতে পারিলে ঐ নির্ব্বিশেষ লোক লাভ করেন। আর জ্ঞানপর ব্যক্তিগণ দেহান্তেই ঐ ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি পাইয়া থাকেন। জ্ঞানিগণের এই মুক্তিই 'সদ্য মুক্তি' বলিয়া অভিহিত।

এখন ভক্তগণের প্রাপ্য লোক সম্বন্ধে বিচার্য্য। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে সকাম ও নিষ্কাম ভেদে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্য। সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবা-কাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এইস্থলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সুধী পাঠকগণ হয়ত' প্রশ্ন করিবেন, ভোগাভিলাষের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে ? তদুত্তর এই যে যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া গ্রহণ করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগ পরিত্যাগে অসামর্থ্যযুক্ত বিষয় ভোগ করেন তাঁহারা সকাম ভক্ত। পক্ষান্তরে যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভোগকে ঘৃণা জানিয়া তদর্থে চেষ্টাবিশিষ্ট হন, তাঁহারা ভোগী সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা অধিক নিষ্কাম ভগবদ্ভজন প্রভাবে পার্ষদসাম্রাজ্য সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণের প্রাপ্য সেই বৈকুণ্ঠলোকে চিৎতত্ত্ব ও চিদানন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত আছে। নিষ্কাম সেবাপ্রাণ ভগবদ্ভক্তগণ সেই স্থান লাভ করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাসুখ লাভ করেন ঐ সেবাসুখের নিকট জ্ঞানী ও যোগিগণের মুক্তি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

ভগবদ্ভক্তগণের প্রাপ্য সবিশেষ ধাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।১০) বলিয়াছেন যে—

> প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
> সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
> ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
> রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তগণের প্রাপ্য সবিশেষ পরমপদে বা বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণের স্থান ত' নাই, এমন কি, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধসূত্রে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে সত্ত্বগুণ, তাহার স্থানও তথায় নাই। এই তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের অতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব তথায় বর্ত্তমান। সেই শুদ্ধসত্ত্বের স্থানে রাগদ্বেষাদি দূরের কথা, কালের বিক্রমও নাই। তথায় সুখ-দুঃখাদির হেতুভূত মায়ার অবস্থানও নাই। সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ তথায় সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠপতির সেবা করিতেছেন।

ভক্তব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্যস্থান যথাক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের প্রাপ্য স্থানে স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মতার কোন কথা নাই। তাহা এই উভয় স্থানের অতীত সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ-বৈভব। গীতা "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" প্রভৃতি বাক্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচার করিলে দেখা যায়—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ সকলেই মৃত্যুর পর স্ব-স্ব প্রাপ্য লোকে সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিয়া ভোগান্তে তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ স্থূলজগতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহে অবস্থিতি। ঐ সূক্ষ্ম-দেহ স্থূল প্রত্যক্ষের অগোচর। সেই সূক্ষ্ম শরীরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব রহিয়াছে। স্থূলদেহে যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দৃষ্ট হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে; উহারা ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহের গোলকগুলি পড়িয়া থাকে এবং উপরিউক্ত ১৭টী সূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গদেহ নির্গত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থূলদেহের অনুরূপ সূক্ষ্ম, স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মিগণ অপেক্ষা জ্ঞানিগণের আসন শ্রেষ্ঠতর, আবার জ্ঞানিগণ অপেক্ষা ভক্তের আসন আরও শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মিগণের মধ্যে সুকর্ম্মিগণেরই কথা এই স্থলে আলোচিত হইয়াছে। কুকর্ম্মিগণের মৃত্যুর পরের অবস্থা অতি ভীষণ। তাহারা রৌরবাদি নানা ভীষণ নরক-ভোগ করে। এই নরকাদির বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

একটী আদর্শ বিদ্যালয়

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৯৩১ সালে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূতস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থানের (জন্মভিটার) অতি সন্নিকটে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত আবহাওয়ায় একটী দ্বিতল পাকা বাড়ীতে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যতালিকার সহিত নীতি, ধর্ম্ম ও পরমার্থ জীবন যাপন-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মহীন জড়বাদের যুগে যখন জড়বিদ্যা বা অবিদ্যা 'বিদ্যার' নামে চলিতেছে, তখন যথার্থ জ্ঞান-বিস্তার ও সদ্ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী সামাজিকগণ সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যেই আচারবান্ সুশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী-পরিচালিত এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে বহু সুধী ব্যক্তি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের পোষ্যদিগকে এখানে শিক্ষার্থ পাঠাইতেছেন। ছাত্রগণের অধিকাংশই বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে (বোর্ডিং এ) অবস্থান করে এবং আচারবান্ শিক্ষকের (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের) অধিনায়কত্বে প্রাতঃ সন্ধ্যায় ও গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দিরে মঙ্গলারাত্রি দর্শন ও সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে পরিক্রমা ও বন্দনা করিবার পর নিজ নিজ পাঠে মনোনিবেশ করে। ছাত্রাবাসে ছাত্রগণ ভগবানের ভক্ষ্যান্ন সৎকারে বিশুদ্ধ আহারগ্রহণ করিয়া পুনরায় প্রার্থনা ও বন্দনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ করে। শিক্ষকগণ সকলেই আদর্শ-চরিত্র বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায় ছাত্রগণ নির্ম্মল ও উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিবার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ ছাড়াও প্রত্যহ ১ ঘণ্টা করিয়া সকল ছাত্রকে পরমার্থ-শিক্ষা-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। এইরূপে ধর্ম্ম ও নীতির এবং শিক্ষকগণের পবিত্র চরিত্রের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়া ছাত্রগণ যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করে। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের পাকাবাড়ী গঙ্গা ও সরস্বতী (খড়িয়া) নদীদ্বয়ের সঙ্গমে উন্মুক্ত ময়দানে এবং সুবৃহৎ দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত বলিয়া এবং টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ জল, নির্ম্মল হাওয়া ও আলোর প্রাচুর্য্য বশতঃ বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এখানে ম্যালেরিয়া বা সংক্রামক ব্যাধির কোনও প্রকোপ নাই। তৎসত্ত্বেও দুইজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

দিনা বাবু ছাত্রগণের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও উঁহাদের ব্যবস্থা-প্রদান-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। খেলাধূলার জন্যও উন্মুক্ত ময়দানের ব্যবস্থা আছে। মহাপ্রভুর বাড়ী বা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দির, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন প্রভৃতি সকল মহাপবিত্র স্থানেই আচার-পরায়ণ সাধুগণের সৎশিক্ষার প্রভাব বশতঃ ভোগপরায়ণ বহির্ম্মুখ জগতের দূষিত আবহাওয়া এই স্থানকে কলুষিত করিবার সুযোগ পায় না। শুধু মঠ, মন্দির ও শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থগণের নিবাস লইয়াই এই পল্লীটী গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহার আবহাওয়া অত্যন্ত পবিত্র। এইরূপ সুনির্ম্মল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করিবার সুযোগ পাইয়া ছাত্রগণ যথার্থ ধর্ম্মজীবন-গঠনের সুযোগ লাভ করে। বহু ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও আচারবান্ ভক্ত এখানে বাস করেন বলিয়া ছাত্রগণ প্রচুর পরিমাণে সদুপদেশ ও সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ পবিত্র তীর্থে বাস করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে তাহারা এই জড়ভাবাপন্ন বিংশ শতাব্দীতেও প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের পরিচালিত তপোবন-শিক্ষার আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

শিক্ষকগণ একদিকে যেরূপ পবিত্র চরিত্র, অন্যদিকে তদ্রূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিশেষ অভিজ্ঞ। এইজন্যই প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়া আসিতেছে। ছয়জন অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট শিক্ষক ও অন্যান্য অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ছাত্রাবাসে থাকিবার ব্যয়, বিদ্যালয়ের বেতন, ঘরভাড়া ও খাওয়া—সর্ব্বসমেত মাসিক ৬৲ ছয়টাকা মাত্র। এই দুর্দ্দিনে এইরূপ অল্পব্যয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যথার্থই সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আমরা বঙ্গদেশের সুধী অভিভাবকগণকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের জন্যও এই অপূর্ব্ব শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে আহ্বান করি।

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীরূপ-শিক্ষা

-:*:-

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ড, ৫-১১-৩৫

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"
এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শিক্ষা দিচ্ছেন—ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে বহু প্রকার শরীর ধারণ ক'রে ভ্রমণ কর্‌ছে। জীব অণুচিৎ, অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম-ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক্, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মনুষ্যজাতির সংখ্যা অনেক কম। তন্মধ্যে কতক ম্লেচ্ছাদি, কতক বেদনিষ্ঠ। বেদনিষ্ঠ মধ্যে অধিকাংশ বেদমুখে মানে, বাস্তবিক স্বীকার করে না, সম্প্রদায়ানুরোধে বৈদিক সম্প্রদায় ব'লে পরিচয় দেয়। তা'রা বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, বেদানুশাসন মানে না। ধর্ম্মধারণা যাহা হওয়া উচিত, স্বার্থবিরুদ্ধ যাহা নহে তাহা গণনা করে না, বেদনিষিদ্ধ পাপ করে। ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত (majority) কর্ম্মনিষ্ঠ 'কর্ম্মনিষ্ঠ'বল্‌লে বুঝায় যে যাঁরা কর্ম্ম ক'রে ফল লাভ করেন। কর্ম্মে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম প্রভৃতি ভেদ আছে। 'কর্ম্মনিষ্ঠ' বল্‌তে সৎকর্ম্ম-নিষ্ঠকে লক্ষ্য করা হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

প্রাকৃত জগতে অধিকাংশ ব্যক্তি বিচার করেন যে আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা, কিন্তু কর্ম্মসকল গুণের দ্বারা সাধিত হয়। প্রাকৃত জগতে গুণই প্রধান জিনিষ। জ্ঞানিগণ উচ্চ শ্রেণীতে। কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানীর সংখ্যা কম। কর্ম্মীরা অহঙ্কারবিমূঢ়, তারা মনে করে, আমরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বিষয় সকল গ্রহণ কর্‌তে পারি। কর্ম্মে নিষ্ঠা হ'লে গুণজাত জগতে ভ্রমণের যত্ন হয়। সৎকর্ম্মী ব্যতীত অসৎ-কর্ম্মীও অনেক। তারা অহঙ্কারী। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যতীত ধর্ম্মাচারী মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভক্তিনিষ্ঠ আছে। কর্ম্মনিষ্ঠা জগতে বহু লোকের। দেশভেদে কর্ম্মের নিষ্ঠা বিভিন্ন প্রকার। কোন দেশের সৎকর্ম্ম অন্যদেশে অসৎ কর্ম্ম ব'লে স্থির হয়। যেমন এদেশে একটি পুরুষ বহু বিবাহ কর্‌তে পারে, স্ত্রীলোকে পারে না। যে দেশে স্ত্রী পুরুষের সমতা বিচার, তা'রা একটী মাত্র বিবাহ কর্‌তে পারে, অধিক বিবাহ পাপ ব'লে গণ্য হয়, পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করা পাপের কথা। দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করা যায় ইত্যাদি। তাতে দেশভেদে কর্ম্মনিষ্ঠার বিভিন্নতা বুঝ্‌তে পারা যায়।

কালভেদেও কর্ম্মনিষ্ঠার বিভেদ লক্ষিত হয়। যেমন—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ
বিবর্জ্জয়েৎ॥

ঘোড়া, গরু প্রভৃতিকে যজ্ঞে বধ করা কলিতে নিষিদ্ধ। কর্ম্ম-জ্ঞান-সন্ন্যাসও নিষেধ; কিন্তু ভক্তিসন্ন্যাস নিষিদ্ধ নয়, তা' হ'লে রামানুজাদি আচার্য্য-চতুষ্টয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌তেন না। 'সন্ন্যাস' অর্থে কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগ। সকল পদার্থে বিরাগবিশিষ্ট হ'লে কৃষ্ণের প্রতিও বৈরাগ্য হয়। যাঁ'রা সন্ন্যাস-রক্ষার্থ প্রস্তুত, তা'দের নিম্নাধিকারে কিছু বৈরাগ্যের কথা থাক্‌তে পারে। কিন্তু উচ্চাধিকারে ভক্তি করা অন্যায়—এটা জ্ঞানীর বিচার। পঞ্চোপাসকগণের বিচার—কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনা ক'রে বেশী বৃদ্ধ হ'লে তা'কে ভেঙ্গে ফেলা হ'বে। কার্য্য শেষ হ'লে দরকার নাই। গণিতের অঙ্ক সাধনের মত। সন্দেশ যাঁ'রা খান তাঁ'দের বিচার আর মোদকের বিচারে অনেক তফাৎ। কর্ম্ম করা হয় ফলপ্রাপ্তির জন্য। কে পাবে? দান কর্ত্তা আর ঈশ্বর বাধিত হ'বেন। এদেশে মোকদ্দমা কর্‌তে হ'লে কোর্ট ফি দিতে হয়, উকীল দিতে হয়। যাঁ'রা কর্ম্মের কর্ত্তা তাঁ'রা প্রত্যেক সময়ই কিছু চান। মোদক সন্দেশ প্রস্তুত করার জন্য পারিশ্রমিক নেয়। ব্রাহ্মণগণ ভোজন ক'র্‌লে দক্ষিণা পান, সৎ বা অসৎ বিচারে ফল লাভ করেন। কিন্তু ভক্ত উত্তরা পথে গমন করেন। তাঁ'দের দক্ষিণা পথ নাই সুতরাং যমদ্বারে যেতে হয় না। দক্ষিণা পথে যমদ্বারে যেতে হয়। অসংযতের ফল যমরাজ দেন। সংযতকে পুরস্কার দেন। ফলাকাঙ্ক্ষাই কর্ম্ম করেন। অর্জ্জিত ফল খরচ হ'লে কিছুই থাকে না। ভোজন একটা কর্ম্ম; বহির্দ্দেশে সেটা খতম হ'লে আবার খেতে হয়, কর্ম্মের পর কর্ম্ম, তার বিরাম নাই।

নিত্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥

শান্তি নাই। কর্ম্ম ক'রে ফল লাভ হ'লে নিবৃত্ত হয়। ভাগবত কর্ম্মনিষ্ঠকে গর্হণ ক'রে ব'ল্‌ছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

মেপে নেওয়া ধর্ম্মে মূঢ়তা বশতঃ ভুল হ'য়েছে। মায়াদ্বারা বিমোহিতমতি ব্যক্তিগণ মহাজন নন। সুফল পাব যাঁ'দের বিচার-প্রণালী, তারা যজ্ঞেশ্বর খাড়া ক'রে কর্ম্মফল-প্রাপ্তির আশা রাখেন।

কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং
যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং
নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

কর্ম্মী সকলকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠতা। জ্ঞানী হ'তে জ্ঞানশূন্য ভক্ত অপেক্ষা প্রেম-নিষ্ঠ, তা' হ'তে গোপরামাগণ, তাঁ'দের থেকে শ্রীমতী রাধারাণী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা। রাধারাণীর অনুগত ভাব-চেষ্টা সব শ্রীরাধাকুণ্ডে বর্ত্তমান। যেখানে মনুষ্যজাতির সকল পাপ বিনাশ ক'রে মঙ্গলোদয় হয়। এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, কুণ্ডতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ না করে।

অনেকে বলেন—বিরজায় অবগাহন করলে গুণজাত চেষ্টা সকল নষ্ট হয়। যেখানে ত্রিগুণ সমতা লাভ করে সেটী বিরজা। গুণ সেখানে পৌঁছিতে পারে না। তথায় সাম্যাবস্থা। মানবজ্ঞানে যত চিন্তা সব গুণত্রয়ের অন্তর্গত।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম"

বৈকুণ্ঠ হ'তে পৃথক্ বিচারে যে জগৎ সেখানে যেকাল পর্য্যন্ত ব্রজ-অনুভূতি না হয়, গোলোক বা নবদ্বীপ অনুভূত না হয় ততদিন ধামসকলকে কাদামাটী-জল-পূর্ণস্থান বা গরু-গাধা চরার স্থান মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

৬ নারায়ণ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর সোম একাদশীর সঙ্কল্প কৃষ্ণষষ্ঠী দণ্ড দি ১২।৬ মঘা ভুক্তাংশ দি ২।১৭ বিষ্কম্ভযোগ দি ২।৪১ বণিজকরণ দি ১২।৬ গতে বিষ্টি-করণ রা ১।২ গতে ববকরণ।

পৌষ ১৩৪২

৭ নারায়ণ ১ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর একাদশী প্রাতঃ উপবাস কৃষ্ণসপ্তমী রাত্রিশেষ দি ২।৫ পূর্ব্বফল্গুনী ভুক্তাংশ দি ৬।৩৬ প্রীতিযোগ দি ২।২ ববকরণ।

৮ নারায়ণ ২ পৌষ ডিসেম্বর বুধ শুভ অবিরুদ্ধ কৃষ্ণাষ্টমী শুক্রাংশ দি ৪।১৪ উত্তরফল্গুনী অহোরাত্র রা ৭।২৭ আয়ুষ্মান্‌যোগ দি ২।৩৬ কৌলবকরণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সুন্দর ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অন্যতম সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৭৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বামন-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ॥০
২৭। দৃষ্টান্তমল্লিকা ভগবদ্দর্শনঃ সাক্ষ্বাদ ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দ্বাদশ-দিগ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম ব্রজপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অপ্রপঞ্চ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গোবর্দ্ধনাষ্টকম্ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভবঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেড ডিক্রোমন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১লা পৌষ, ১৩৪২. ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার ২৩৯তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

কমিশনার সাহেবের পরিদর্শন

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার সাহেব কয়েক দিন হয় কৃষ্ণনগর পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি অদ্য অপরাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিবেন।

ইটালী-আবিসিনিয়া-সংবাদ

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, বৃটেন ও ফ্রান্স সম্মিলিত ভাবে যে সন্ধির প্রস্তাব আবিসিনিয়া সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন. আবিসিনিয়া সরকার তাহা প্রাপ্তিমাত্রই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রমিকদল ও উদার-নৈতিকদল শীঘ্রই শান্তি-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পার্লামেন্টে একটি নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন করিবেন। স্যার সামুয়েল হোর্ট উক্ত শান্তি-প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃটেন ঐ প্রস্তাবে প্রকারান্তরে ইটালীর অন্যায় আক্রমণ সমর্থন করিয়াছেন। অনেকেরই ধারণা তাঁহাদের ঐ শান্তি-প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘ গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন না।

দক্ষিণ-রণক্ষেত্রে শীঘ্রই প্রচণ্ড যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা। রাস দেস্তার ইটালীয় সোমালীল্যাণ্ড আক্রমণার্থ ৪০ হাজার সৈন্যসমাবেশ করিয়াছেন।

এক আনায় পোষ্ট অফিসের নিয়মাবলী

পোষ্ট অফিসের নিয়মাবলী জানা না থাকায় অনেকেই অসুবিধা ভোগ করেন। এক টাকা দামে ঐ সম্বন্ধে সুবৃহৎ পুস্তক ক্রয় করা দরিদ্র ব্যক্তিগণের সাধ্যাতীত। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ডাক বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি বর্ণন করিয়া চটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে /০ এক আনা। প্রত্যেক ডাক ঘরেই তাহা পাওয়া যায়।

ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে ইংরাজী অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই জানেন। সুতরাং ঐ ক্ষুদ্র নিয়মাবলীটী প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে মুদ্রিত হইলে যে উদ্দেশ্যে উহা করা হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইবে।

তিন ঘণ্টায় ২৭টি সর্প বিনাশ

করাচী শিকারপুর তালুকের কাকর নামক এক গ্রামে একটি শস্যস্তূপ হইতে ক্রমান্বয়ে ২৭টী সাপ বাহির হইয়া কৃষকদের বিশেষ ভীতির সঞ্চার করে। উক্ত কৃষকগণ সাহস সহকারে লাঠি দ্বারা একটী একটী করিয়া তিন ঘণ্টার মধ্যে ২৭টি সাপই মারিয়া ফেলে। শস্যস্তূপে এখনও অনেক সাপ আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্ম মহাসভা

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা হইতে ১৮ই জুলাই লণ্ডনে আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্ম মহাসভার ২য় অধিবেশন হইবে। উহাতে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের নিমিত্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ডাঃ দাশগুপ্ত এপ্রিল মাসে বিলাত রওনা হইবেন।

লর্ড সভায় আসন দাবী

লর্ড সভায় লর্ড কিন্নোলের প্রশ্নোত্তরে লর্ড চ্যান্সেলার জানান যে, লর্ড সিংহের লর্ড সভায় আসনগ্রহণ করা আইন ঘটিত কিনা, এই সমস্যার যথোপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত ট্রাইবুনাল দ্বারাই সমাধান হওয়া সম্ভবপর লর্ড সিংহ সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান লর্ড সভায় আসন পাইতে পারেন তজ্জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করা হইবে।

ভূতপূর্ব্ব গুপ্তচর দণ্ডিত

কলিকাতা হাইকোর্ট দায়রায় মাননীয় বিচারপতি কষ্টেলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৩, ২০৯, ৪৬৭ ও ৪৭১ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক ব্যক্তিকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রায়-প্রদান-প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশের আদালতসমূহে এফিডেবিট দিবার সময় বহুল পরিমাণে মিথ্যা শপথের প্রশ্রয় গ্রহণ করা হয়। ইহা যে গুরুতর অন্যায় তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত লোকটি জাল এফিডেবিট দেওয়ার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রকাশ, আসামী পুলিশের ভূতপূর্ব্ব গুপ্তচর ছিল।

করপোরেশন সভায় হট্টগোল

কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন মুসলমান নিয়োগ করিবার প্রস্তাব লইয়া ১৬ জন মুসলমান সদস্যের রিকুইজিসন অনুসারে গত শুক্রবার করপোরেশনে এক সভা হইয়াছিল। সভা ভীষণ হট্টগোলে পরিণত হইয়াছিল, এবং মুসলমান সদস্যগণ সভাত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে করপোরেশনে চাকুরী দেওয়ার সম্বন্ধে মিঃ এস্ কে রায়চৌধুরী, মিঃ সি সি বিশ্বাস, মিঃ এন্ আর সরকার; প্রফেসার এস্ সি ঘোষ, ডাঃ আর আমেদ, এম্ এম হক্ ও সুশীল সেনকে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়।

গবর্ণরের নিকট শিখদের অভিযোগ

গত ১৩ই ডিসেম্বর শিখ প্রতিনিধিদল পাঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কৃপাণ সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এবং আরও কয়েকটী বিষয়ে অভিযোগ নিবৃত্ত করেন। গবর্ণর বাহাদুরের সহিত ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা আলোচনা হয়। গবর্ণর বাহাদুর সকল সকল কথা ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিয়া শিখগণের ধর্ম্মপ্রবণতার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে প্রত্যেকটী ব্যাপারে তদন্ত করা হইবে।

গলা টিপিয়া ব্যাঘ্র হত্যা

ডিব্রুগড়ের সংবাদে প্রকাশ, জয়পুর পাহাড় অঞ্চলে এক পাহাড়িয়া শিকারী একটি বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বাঘটিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, বাঘ গুলীতে আহত হইয়া শিকারীর উপর লাফাইয়া পড়ে। শিকারী বন্দুক চালাইতে অক্ষম হইয়া কৌশলে গলা টিপিয়া ধরে। বাঘের নখাঘাতে [illegible] শিকারী বিপুল বিক্রমে উহার কণ্ঠদেশ এরূপ জোরে টিপিয়া দেয় যে তাহাতেই বাঘের মৃত্যু ঘটে। বাঘটি দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ও উহা সুন্দরবনের হিংস্র জাতীয় বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১লা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, মঙ্গলবার | ২৭৯তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

-::•::-

অমর্ষিতে

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ পূর্ব্ব-অমর্ষি নিবাসী শশিভূষণ পাল মহাশয়ের গৃহে অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত শশীবাবুর ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের অনুরোধে পণ্ডিতজী তাঁহার গৃহে প্রতি সপ্তাহে গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশীবাবু এতদ্দেশের সর্ব্বজন-পরিচিত একজন দেশহিতৈষী। বর্ত্তমানে অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী যাহাতে সুষ্ঠুরূপে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং তিনিও নিয়মিতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী উপদেশক পণ্ডিতজীর নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছেন। আমরা আশা করি, কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার এইরূপ উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে

মাদ্রাজে

গত ১০ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ মাদ্রাজ রিসার্চ সোসাইটির এবং কার্ণেসির স্বত্বাধিকারী মিঃ অনন্ত পাইএর বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পাঠ এবং কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠ শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। পাঠ-কীর্ত্তন সমাপনান্তে সমাগত সকলকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই অঞ্চলে কেবলমাত্র বিশেষ শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায় বাস করেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই উচ্চশিক্ষিত। মহিলাবৃন্দও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ থাকায় বক্তৃতায় সুবিধা হইয়াছিল।

সভামণ্ডপে যুগলমূর্ত্তি এবং পূজার দ্রব্যসম্ভার উপস্থিত থাকায় প্রথমে অর্চ্চন করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী শিক্ষা হইতে প্রদর্শিত হয় যে, ভক্তিমার্গ কেবলমাত্র পণ্ডিতদিগেরই অবলম্বনীয় নহে, মূর্খদিগেরও তাহাতে অধিকার আছে। আবার, কলিকালে সকলেরই একমাত্র নামসংকীর্ত্তনই অবলম্বনীয়।

নামকীর্ত্তন-প্রভাবে লোকের মনে ভাব উদিত হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমিক নাম করিতে করিতে কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও চীৎকার, আবার কখনও নৃত্য করেন। তিনি স্ব-ইচ্ছায় এরূপ করেন না। কৃষ্ণপ্রেমানন্দামৃত তাঁহাকে এইরূপ করায়।

প্রহ্লাদ উপাখ্যানে এবং নিমি ও কবির কথোপকথনে নামকীর্ত্তনকারী অনুরক্তদিগের উন্মত্তবৎ আচরণের কথা উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণপ্রেমের সহিত তুলনায় ব্রহ্মানন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য ব্রহ্মানন্দানুভবকারী অদ্বৈতবীথী পথিকদিগেরও উপাস্য কৃষ্ণপ্রেম। বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেন। সাধারণ লোক কৃষ্ণভক্ত হয় না। কেবলমাত্র যাঁহারা মহৎপদবীতে অভিষিক্ত তাঁহারাই কৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী হইতে পারেন। ইজ্যাধ্যয়নাদিদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না

কৃষ্ণ-প্রেমিকই প্রকৃত দয়ালু। কর্ম্মী চিকিৎসা বা জাগতিক বিদ্যার ব্যবস্থা করিয়া লোকের দেহ ও মনের ক্ষণিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারেন। জ্ঞানী দেখেন যে, চেতনের লোপ করিতে পারিলে দুঃখের অবসান হয়; অতএব নির্ব্বাণ বা চেতনবৃত্তির লোপই আবশ্যক। কর্ম্মী নিত্যমঙ্গলসাধনে অসমর্থ; জ্ঞানী নিত্য অমঙ্গলবরণে উৎসুক। কিন্তু ভক্ত জানেন যে, কোন অপরাধবশতঃ রোগাদির উৎপত্তি অতএব অপরাধের মূলোৎপাটন করা এবং অশেষাঘহর বৈকুণ্ঠনামগ্রহণই শ্রেয়ঃ।

এই বৈকুণ্ঠনাম জাগতিক নামের ন্যায় বিবেচ্য নহেন; তবে তিনি সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে নিজে স্ফূর্ত্তি হন। মায়াবাদীর মুখে কৃষ্ণনাম আগমন করেন না। আবার ভক্তমুখে যখন তিনি উদিত হন, তখন ভক্তের মনে হয় যে, কোটি কোটি মুখ হইলে তিনি বোধ হয় যথেষ্টরূপে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারেন; কেবলমাত্র একটী মুখে কৃষ্ণনাম করিয়া ভক্তের তৃপ্তি হয় না। নাম নিত্যমুক্ত—বদ্ধ হবার নহেন। তাঁহাকে অধীন করা যায় না, জোর করিয়া আনা যায় না। আবার তিনি আসিলে তাঁহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য?

কোন কোন মিশনে শরীর এবং মনের খাদ্য যোগাইবার চেষ্টা আছে কিন্তু সেখানে আত্মবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিবার কোন চেষ্টা নাই। আত্মবৃত্তির জাগরণের জন্য বৈকুণ্ঠনাম অবশ্য গ্রহণীয়।

ব্রহ্মদেশে

গত ৩০শে নভেম্বর হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর ব্রহ্মের অন্তর্গত মিচিনার অবসরপ্রাপ্ত সাব ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এ, কে, দাস মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও

শ্রেষ্ঠ্যাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরহ-স্মৃতি-সভা

আগামী ৭ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর, সায়ংকালে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়বহনকারী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রেষ্ঠ্যার্য্য মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিক-বিরহ স্মৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক শ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর সর্ব্বগুরুঙ্কর কে, সি, এস, আই মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত উক্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও ভক্তত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তিত হন। প্রাতঃ পাঠের আরম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কুচবিহারে

গত ৮ই ডিসেম্বর [illegible] শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ মহোদয় দেওয়ানগঞ্জ হইতে ৭ ক্রোশ ব্যবধানে নাককাটা টেপা হাটিস্থানে এক বিশেষ অধিবেশনে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবস ৯ই ডিসেম্বর ডিমলা উচ্চ ইংরাজী স্কুলে বক্তৃতা হওয়ার কথা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৪৯

দৈত্য বলেন কেন

বিষ্ণুর অভক্ত যাঁহারা, তাঁহারাই 'দৈত্য' সংজ্ঞায় অভিহিত। মূল পরাৎপর বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে পরমেশ্বর বলিয়া না মানিলে দৈত্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভক্ত-সম্প্রদায় হয়ত' বলিবেন—ইহা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির চরম সীমা। নতুবা কি মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ব্যতীত জগদ্বাসী সকলেই দৈত্য? তাহারা সকলেই কি বিনষ্ট হইবে? বিদ্ধ-সম্প্রদায় হয়ত' বলিবেন,—"লীলা-লেখকগণ কেবল শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তের প্রতি লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্তই ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। প্রকৃত কথা তাহা নহে। 'বিশাল সম্প্রদায়' কি কখনও একপ্রকার ধর্ম হইতে পারে?" বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু এবং শ্রীচৈতন্যদেবই বা কি বস্তু, তাহা জ্ঞানের অভাবেই ঐসকল উক্তির উদয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যে নিত্যধর্মের কথা বলিয়াছেন, নিরপেক্ষ হইয়া যদি তাহা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য এবং তিনি যে শ্রেষ্ঠ বস্তু স্বয়ং ভগবৎপাদপদ্ম হইতে লাভ করিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণকে বিতরণ করিবার জন্য অহৈতুক-করুণার বশবর্তী হইয়া ঐ মহাবাক্য বলিয়াছেন। ঐ মহাবাক্যে "অপবাদ" করিলে বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে।

শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম একটী। তাহা বহু নহে। সেই আত্মধর্মের সহিত অনাত্মধর্মের একাকার করিলে অসুবিধাই বরণ করা হয় মাত্র। আত্মার ধর্মই নিত্যধর্ম—সার্বজনীন ধর্ম—সর্বাবস্থার একমাত্র ধর্ম—সর্বত্র যাঁহার অবস্থিতি বর্তমান সেই বিষ্ণুসেবকগণের পরম ধর্ম। স্থূল ও লিঙ্গাত্মক মনের ধর্ম বহু হইতে পারে, তাহারা নিত্যধর্ম নহে, নৈমিত্তিক ধর্ম। নিত্যধর্মকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা নৈমিত্তিক ধর্মকে বহুমানন করে, তাহারা বস্তুতঃপক্ষে দৈত্যশ্রেণীরই অন্তর্গত। নিম্নসোপানে অবস্থিত হইয়া উচ্চ-সোপান-লাভের জন্য যত্ন হইলে তাহাতে মঙ্গল হইতে পারে। যে-পর্যন্ত আত্মধর্মের আলোকলাভের সম্ভাবনা না থাকে, সে-পর্যন্ত মনোধর্মের অবস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মধর্মের আলোক-লাভের সুযোগ পাইয়াও তাহা হারাইলে কি-প্রকার ক্ষতি হয় তাহা বোধ হয় সুধীগণের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। যাঁহাদের নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে তাঁহারা অবশ্যই জগদ্গুরুরূপে বরণ করিবেন এবং স্পষ্টভাবেই বলিবেন শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ব্যতীত অপর কেহ বস্তুতঃপক্ষে পরমার্থের গুরু হইতে পারেন না। যাঁহারা স্বরূপ ও রূপের রূপাবিরুদ্ধ, তাঁহারা লঘু বস্তু। সেই লঘু বস্তু গুরুর আসন অধিকার করিলে অনর্থ নষ্ট হইবার আশা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে পরমধর্মের কথা বলিয়াছেন তাহা কোন জড়দেশ, কাল বা পাত্রের অপর জড়দেশ, কাল বা পাত্রের উপর আধিপত্য বিস্তারের কথা নহে। তাঁহার কথা ঐ সকল হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

অচৈতন্যে অবস্থান পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বাণী হৃদয়ঙ্গম সম্ভবপর নহে। শ্রীচৈতন্যের সার্বজনীন ধর্ম জাতিবিশেষে বা দেশবিশেষে যে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। যে কোন দেশে, যে কোন জাতিতে উৎপন্ন যে কোন ব্যক্তি যদি বস্তুতঃপক্ষে পরাৎপর বস্তুর কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার সেবকগণ সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া থাকেন। বিন্দুচিৎ সত্ত্বর সন্ধান ও সেবা লাভ করিলে যে কোন ব্যক্তি লঘুত্ব হইতে ত্রাণ পাইয়া গুরুর আসনের অধিকারী হন।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

ইহা হইতে অধিকতর উদারতার কথা আর কি হইতে পারে? আত্মধর্মের তুল্য উদার ধর্ম—অপার্থিব-প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইবার ধর্ম আর কিছুই নাই। যে প্রেমময়-বিগ্রহ স্বীয় প্রেমবাক্যে বিশ্ববাসীকে লইয়া যাইবার জন্য প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে না মানিয়া মনধর্মের ভাণ্ডারের মধ্যে অবস্থান করিতে চাহিলে 'দৈত্য' ব্যতীত আমাদের আর কি সংজ্ঞা হইতে পারে?

পূর্ণবস্তুর প্রকাশ পূর্ণ। শ্রীভগবান্ অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগুরুদেবও অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন। তিনি সাড়ে তিন হাত মানুষবিশেষ নহেন। যেমন এক বদ্ধজীব আর এক বদ্ধজীব হইতে স্বতন্ত্র, যেমন এক মনোধর্মী মানবের মত আর এক মনোধর্মীর মত হইতে পৃথক্, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, সর্বদেবময়, গুরুদেব বা তাঁহার কীর্তিত সিদ্ধান্ত সেরূপ ধরণের কোন বস্তু নহেন। গুরুবাণী সর্বদাই এক; তাহা লঘুবাণী হইতে পৃথক্, কিন্তু যে যুগে যখনই শ্রীগুরুদেব কৃপা করুন, তিনি অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার বাণী এক। 'অদ্বয়বস্তু অপরিচ্ছিন্ন'। শ্রীমহাপ্রভু হইতে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী পৃথক্ নহেন; মহাপ্রভুর বাণী হইতে স্বরূপ গোস্বামীর বাণী পৃথক্ নহে। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী হইতে শ্রীরূপপাদ পৃথক্ নহেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর বাণী হইতে শ্রীরূপ গোস্বামীর বাণী পৃথক্ নহে। শ্রীরূপপাদ হইতে শ্রীজীবগোস্বামী পৃথক্ নহেন; শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বাণী হইতে শ্রীজীবপাদের বাণী পৃথক্ নহে। পৃথক্ বলিয়া যদি অনুমান হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তি আমাদের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া আমাদিগকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়াছে। জড়-দেশ কাল-পাত্রের চিন্তাস্রোতে যখন আমরা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর স্বরূপ বুঝিতে না পারি, তখন শ্রীচৈতন্যদেবকে না মানিয়া অচৈতন্য বিশ্বের দানব-বুদ্ধি প্রকাশপূর্বক কলহে নিযুক্ত হই।

শ্রীরূপ-শিক্ষা

——:*:——

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ড, ৫-১১-৩৫

(২)

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ॥"

এ বুদ্ধি করলে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। বিগ্রহে কাঠ মাটী দর্শন করলে নরক। নারায়ণের ইতর দেবতাগণের সমত্ব করা পাষণ্ডতা। শিবাদির স্বতন্ত্র মনন নামাপরাধের অন্তর্গত। কৃষ্ণনামের বদলে কালী বা গণেশের নাম করলে দ্বিতীয় নামাপরাধ। অবুঝ লোক সারাদিন এই কথাই বলে অন্য দেবতার নাম করলে মঙ্গল হ'বে না কেন? ভগবান্ তাঁদের কিছু কিছু শক্তি দিয়েছেন, যে কেবল জড়ভূমিকায় পরিচালনা করতে মাত্র সমর্থ। সেটাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নরকগমনচেষ্টা মাত্র। ভগবানের দাসকে ভগবান্ বললে অপরাধ।

'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।'

অন্য পর্বতের শিলা এনে রাস্তা তৈরী করে। ঐ শিলা ও শিবধারী Chemical Leboratoryতে এক হ'তে পারে কিন্তু শিবধারীকে বিষ্ণুজ্ঞানের পরিবর্তে মায়িক জ্ঞান করলে নরক অবশ্যম্ভাবী। শালগ্রামের সেবাগ্রহণ-যোগ্যতা নাই বিচার করলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হ'তে হ'বে। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিও নরকপাতের কারণ।

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি
ভুবনত্রয়ম্॥"

বিষ্ণুভক্তদ্বেষীকে অতি নীচ কুকুরখাদক মনে ক'রতে হবে। অবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করতে হবে। 'হরিজন' বলতে পাপজীবগণকে মনে করতে হবে না। যাঁরা হরির সেবক তাঁরাই হরিজন।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ্
অবৈষ্ণবঃ॥

কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এবিচার বুঝবে না। নিষ্ঠা—বৈষম্যে স্থিতি, যেখানে পরিবর্তনশীলতা নাই। কর্মে এক-তাৎপর্যপরতা, কর্মীটার স্বর্গাদিলাভ ঘটে, নিজে ফল পায়। সৎকর্মীর ফললাভ একমাত্র ধর্ম।

জ্ঞানীর বিচার—জগতের বিভিন্ন বস্তুর এক তাৎপর্যপর। তার গুণজাত অংশ বাদ দিলে Substratum থাকে, attribute মরে যায়। চিৎ-বটা Tabularasa হয়ে যায়। তাঁরা জানেন বিশ্বের পরিচিত যে ব্যাপার তার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করলে সবই এক। কাঠ বা lanternএর যে শক্তি-পরিচয়ের কথা এর Qualification গুলো বাদ দিলে যে বস্তুকে আশ্রয় করে ও বস্তুটা—দুটো আলাদা থাকে না। অন্বয়ব্যতিরেক-সূত্রে উভয়ের অন্তর্যামিত্ব এক জিনিষ। সাংখ্যায়ন ও একায়ন দুই রকম বিচার। বিভিন্ন বস্তুকে এক বিচার করলে এক হয়। একে বহু দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈত-ভেদযুক্ত, বহু বস্তুকে এক দর্শন অভেদবিচার। একটা জিনিষের composition analyse করা, Synthetic mood এ এক করা একটা জিনিষ। রামানুজাচার্য একত্ব বিচারে বিভিন্ন শক্তি এবং শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার ক'রেছেন। কালসৃষ্টির আগে যা আছে, যাতে কালক্ষোভ্য বস্তু প্রযুক্ত হ'বে না, তা গোলোক। সেখানে যেতে হ'বে, সেটা ব্রজ। বিনাশযোগ্য যেটা তাকে Godhead বলা অপরাধজনক। ভোগজগতে ঈশ্বর বিমুখতা থেকে সংসার। সকলই অদ্বয়জ্ঞানে বিচার হ'লে

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

মধ্বমুনি এই শ্লোকের টীকা করতে গিয়ে ভেদের একত্ব দেখিয়েছেন। এই শব্দত্রয়ে বাস্তব-বস্তুকে লক্ষ্য ক'রেছেন। ভেদবিচার অপরাধজনক। প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করছে, এটা মনোধর্ম

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

নিরূপিত হয়। এসব বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ না জানায় ভেদজ্ঞান। একই জিনিষকে ভেদজ্ঞান করছে। বিশেষধর্ম্মকে বর্জ্জিত করা হ'লে সেই বস্তু ব্রহ্ম। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" বিচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানী বলেন, আমরা নির্ব্বিশেষবাদী। 'কেন কং বিজানীয়াৎ ?' দ্রষ্টা ও দৃশ্য না থাকলে দর্শন-ব্যাপারটা হয় না।

চেতন জগতে নিত্যত্ব, অচিৎ জগতে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-বিচার। জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ—এই ধর্ম্মত্রয় ত্রিগুণের অন্তর্গত ব্যাপার। যারা জগতের অভিজ্ঞতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত তাদৃশ জ্ঞানীর বিচার ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া। তাদের বিচার—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি। যাঁরা কর্ম্ম করেন তাঁরা কর্ম্মী। কর্ম্মের কর্ত্তা, সাধন ও ফল বর্ত্তমান, তাহা লাভে বাসনাযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মী। উত্তরাধিকারীর সার্টিফিকেট্ পেলে প্রেতের সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার। এগুলি যিনি ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞানী।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈক-
নিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ
কঃ কৃতী॥

এটা রাধাভাবময় কুণ্ড। রাধার পূর্ণ-বিকাশ এই কুণ্ডে। সেইভাবে বিভাবিত ব্যক্তি মধুর রতি লাভ করতে পারেন। সুতরাং কুণ্ডকে একটী জলাশয়মাত্র জ্ঞান করা ভূতশুদ্ধের বিচারের মত। তারা থামকে মাটি মনে করে। লোকাক্ষ ও ভগবত্তত্ত্বকে ব্যাপারকে এক মনে করা ভুল। শিশির মধ্যে ঔষধ থাকলে শিশিটা ঔষধ নয়। কর্ম্মের আচরণ, জ্ঞানের আবরণ সকল কোন সুবিধা দেয় না ব'লে শ্রীচৈতন্য-দেব ব'লেছেন—"জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"। যা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রচারক-সম্প্রদায় দিতে পারে নাই। জীবের ভাগবত শ্রবণীয় ও ভক্তিপথ একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী
শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি
কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

সর্ব্বোত্তম আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ—শ্রীমতী বার্ষভানবী। যখন সেই রাধার ভাব পূর্ণ-ভাবে গৌরসুন্দরে প্রদীপ্ত হ'য়েছিল, তখন তাঁ'কে শ্যামসুন্দর সহ মিলিত বার্ষভানবী ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না রায় রামানন্দ গৌরসুন্দরকে কাঞ্চন-পঞ্চালিকায় ঢাকা শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন। এখানে যে বিগ্রহ দেখ্‌ছেন (রাধাকুণ্ড-বিহারীজীর প্রভৃতি) রাধার শুভ্রমূর্ত্তি আর শ্যামসুন্দরের কৃষ্ণবর্ণ দেখছেন, তদ্রূপ দেখবেন না। এদের ভোগ্য পদার্থ না দেখে সেব্য পদার্থ দেখ্‌লে হৃদয়ের মলিনতা দূর হ'লে ভগবান্ দেখা দেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

চেতনময় অবস্থা লাভ হ'লে তাঁর দর্শন ঘটে। বিশ্ব-ভোগময়-দর্শনে এ জিনিষটীও ঐরূপ বাহ্য পদার্থ মনে হ'বে। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ মনে করলে নারকী।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

বহির্জ্জগতের কথায় ব্যস্ত থেকে ভেতরে প্রবেশ ক'রতে না পারলে অমঙ্গল ঘটবে। তাৎকালিক প্রতীতি অনভিজ্ঞের ছবিটা সেখানে পড়বে। শব্দের সঙ্গে শব্দের ভেদ ক'রে অজ্ঞ বিচারে ধাবিত করবে। রাধাকুণ্ডকে জলাশয় মাত্র জ্ঞান হ'বে মাটিং বিচার আমাদিগকে বিপথগামী করবে। ভগবান্‌কে বাহ্য পদার্থবিশেষ মনে ক'রলে যমদণ্ড্য হ'তে হ'বে। কর্ম্মকাণ্ডের আবাহনকলে ভাগবতের শ্লোক বুঝ্‌তে পারবে না।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

মথুরা জ্ঞানভূমিকা—যথানে ভগবদ্বিষয়ে মূর্খতা অপসারিত হ'য়েছে, সেখানে অজের জন্ম।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি
রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি
গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং
বিবেকী ন কঃ॥

এমন কোন্ মূঢ় আছে যে নিজের আত্মাকে রাধাকুণ্ডে স্থাপন করে না। রাধিকার ভাব যেখানে পূর্ণমাত্রায়, তাতে যাঁরা স্নাত, কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত ভাবে যাঁরা বিভাবিত তাঁরা কর্ম্মী জ্ঞানীর দৃষ্ট হ'তে পারেন না। কৃতী পুরুষ এমন বোকা কে আছে যে এগুলির পর পর শ্রেষ্ঠতা বুঝ্‌বে না?

আমাদের কম বুদ্ধি থাকলে বাস্তব-বস্তুর সংবাদ আমাদের নিকট আসবে না। কর্ম্ম জ্ঞানাদি দ্বারা ঐ গুলি খুঁজলে কৃষ্ণ পাই না কৃষ্ণভক্তিকে যে ঢাকা দিয়ে দেয়। সকল কর্ম্মাদির আবরণ উন্মুক্ত করলে কৃষ্ণকে দেখা যায়।

ভগবান্‌কে জীব মনে করা পাষণ্ডতা। চৈতন্যদেব মনুষ্যের এই মূঢ়তাকে অপসারিত করার জন্য উপদেশ দিয়াছেন—"ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণসেবা কর"। আবরণ দ্বারা হয় না। এজন্য "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোকের অবতারণা।

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

যাঁরা কর্ম্ম ভোগ করেন, তাঁরা ভোগী। ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ দ্বারা ভগবান্‌কে বঞ্চনা ক'রে নরকগমন করতে হয়। নিজেন্দ্রিয়তর্পণকারীর—কর্ম্মফলবাদীর ইহ ও পরলোকে স্বর্গসুখ ও নরকাদি দুঃখ 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' ফলকামী ব্যক্তি মরণের পরেও পুনঃ ইন্দ্রিয়তোষণে যায়। ভক্তিবিরোধী ব্যক্তি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের প্রতি আক্রমণ করে। তাদের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে শ্রীচৈতন্য-দেব এ সকল কথা শ্রীরূপকে ব'লেছেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদায় তে॥
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ'॥

নিজ নাম-রূপ-গুণ-লীলা-প্রদর্শনকারী কৃষ্ণকে নমস্কার। তুমি কৃষ্ণ ব'লে নিজ হৃদয়কে রাধার ভাবে ঢেকেছ। ভোগীর ভাব ছেড়ে উৎকৃষ্ট সেবকের ভাবে ঢেকেছ।

আট প্রকার নায়িকার চিত্তস্রোতে এক নায়কের তুষ্টিসাধন কুণ্ডের ভাব। ভাবের পূর্ণ সমষ্টি বার্ষভানবী। খণ্ড প্রতীতিতে যূথেশ্বরীগণ, ভাবের দ্বারা মধুর রতিতে সেই বস্তুর পূজা করতে ব'সেছেন। এমন বোকা কে আছে যে, কুণ্ডতীরে সর্ব্ব-সমন্বয়ের কথাটী না জেনে পাশাপাশি বিচার না ক'রে কর্ম্মি-জ্ঞানী হ'য়ে মহা-পণ্ডিত হ'য়ে বসে থাকে।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-
সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা
গোপবধূবিটেন॥

ব্রজবাসীর স্বরূপদর্শনের অভাবযুক্ত ব্রজবাসী (?) দক্ষিণামার্গে যুক্ত। কৃষ্ণভক্ত পাপপুণ্য হতে পৃথক।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

তাঁরা কামনা-রহিত সুতরাং পুণ্যপাপ প্রবৃত্তি তাঁ'দের নাই। যদা জ্ঞান লাভ হ'লে তাহা দূর হয়। মুক্তাদির ও কর্ম্মিদের বিচার এক নয়। অনুরূপ সমাজ কামনাচালিত হ'য়ে কর্ম্মী বা জ্ঞানী হয়। ভক্তের প্রকার ভেদ আছে। বার্ষভানবী শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাঁর চরণরেণু উদ্ধবেরও প্রার্থনীয়।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

শ্রুতি বল্‌তে কেবল সংহিতাংশ বা উপনিষৎ পাঠ ক'রে pantheistic বিচার আনলে অমঙ্গল প্রসব করে। বিশুদ্ধ বিচার 'চন্দ্রাভবাদে নাই। আবরণ-রহিত হ'য়ে কৃষ্ণানুশীলন করার নাম ভক্তি। চার প্রকার ভজন-প্রণালীতে যাঁ'রা ভ্রমণকারী যারা ভাব ভূমা বিচার করেন তাঁরা মধুর রতির সর্ব্বোত্তমতা বুঝ্‌তে পারেন।

"অনয়া যীয়তে" মেপে নেওয়া বিচার ত্যাগ ক'রে "অনয়ারাধিতো নূনং" বিচার ক'রে বার্ষভানবীর আশ্রয় গ্রহণ করলে সকলের মঙ্গল হবে। কতক লোক তাঁকে চন্দ্রা বিচার ক'রে পরাসৌলতে রাখেন। কিন্তু গোবিন্দলীলামৃত যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে কৃষ্ণ চন্দ্রা শৈব্যাকে বঞ্চনা ক'রে রাধা সহ লীলা ক'রেছেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৫ দিনের

পৌষ ১৩৪২

৭ নারায়ণ ১ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গল স্বাপু প্রভায় কৃষ্ণসপ্তমী দামোদর দি ২।৫ পূর্ব্বফল্গুনী ভুতবাবন দি ৮।৪৬ প্রীতিযোগ দি ২।৫ ববকরণ।

৮ নারায়ণ ২ পৌষ ডিসেম্বর বুধ ভৃগু অনিরুদ্ধ কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ দি ৪।১৯ উত্তরফল্গুনী অবাক রা ৭।২২ আয়ুষ্মানযোগ দি ২।৩৬ কৌলবকরণ।

৯ নারায়ণ ৩ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আঁচ কারবোদন্যাদী কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি শে ৬।২৩ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ রা ৯।৫৭ সৌভাগ্যযোগ দি ৩।৮ গরকরণ।

১০ নারায়ণ ৪ পৌষ ২০ ডিসেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণাদশমী মধুসূদন রা ৮।২২ চিত্রা বিশ্বকর্ম্মা রা ১২।২১ শোভনযোগ দি ৩।৩৩ বণিজকরণ দি ৭।২৩ গতে বিষ্টি-করণ রা ৮।২২ গতে ববকরণ।

১১ নারায়ণ ৫ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণৈকাদশী ত্রিধর রা ১০।২ স্বাতী শচীপ্রিয়া রা ২।২৬ অতিগণ্ড যোগ দি ৩।৪৪ ববকরণ।

শ্রীসফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীদেবানন্দের তিরোভাব। সহর নবদ্বীপ কুলিয়ায় উৎসব।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C.1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা পৌষ, ১৩৪২, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার ২৪০তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

——::০:: ——

কর্পোরেশনে মুসলমান সদস্যের পদত্যাগপত্র দাখিল

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গত শুক্রবার কর্পোরেশনের সভা হইতে মুসলমান সদস্যগণ বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তৎসম্পর্কে মেয়রের গৃহে মুসলমান কাউন্সিলরদের এক সভা আহূত হইয়াছিল। মেয়রের বরাবরে ১৪ জন মুসলমান কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পদত্যাগপত্রে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান কর্পোরেশন একটি রাজনৈতিক দলবিশেষ কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত। মুসলমানগণের স্বার্থরক্ষার দাবী যখন উপেক্ষিত হইতেছে তখন উক্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের চাপে পিষ্ট হইয়া কর্পোরেশনে আসন দখল করিয়া থাকায় কোন লাভ আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না।

বসন্তে ছয়শত লোকের মৃত্যু

মেদিনীপুরে সহরে গত ৬ সপ্তাহে ৬ শত লোক মারা গিয়াছে। সমস্ত আদালত ও স্কুল বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। ঘাটাল সহরেও বসন্ত ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। আশেপাশের গ্রামগুলিতে আবার কলেরাও দেখা দিয়াছে।

———

দুঃসাহসিক ডাকাতি

মগরা থানার অধীন মামুদপুরে পঞ্চানন ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে দুর্দ্দান্ত ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা লাঠি, মশাল প্রভৃতি লইয়া বাড়ী ঘেরাও করে এবং বাড়ীর মধ্যে লোকজনকে মার ধর করিয়া অনেক টাকার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। ডাকাতগণ পঞ্চানন ঘোষের স্ত্রীকে হত্যার ভয় প্রদর্শন করিলে তিনি তাঁহার গাত্র হইতে যাবতীয় অলঙ্কার খুলিয়া দেন। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

স্যার স্যামুয়েলের নাসিকা ভঙ্গ

স্যার স্যামুয়েল হোর সুইজারল্যাণ্ডে এক হোটেলের স্কেটিং খেলিবার জায়গায় ক্রীড়ার সময় পড়িয়া যান এবং তাঁহার নাসিকা ও হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তৎসত্ত্বেও কমন্স সভায় আগামী সপ্তাহের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াছেন।

কাশীতে অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ই ডিসেম্বর রাত্রিতে শিবপুর চটকলে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ওয়াটার ওয়ার্কসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ দস্তুর দলবলে আসিয়া ৫ ঘণ্টা চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। প্রকাশ, প্রায় ৮ হাজার টাকার মাল পুড়িয়া ছাই হইয়াছে।

———

আফিং খাইয়া বালিকার মৃত্যু

বরিশাল জেলাস্থ লাটুটিয়ার শ্রীযুত মথুরামোহন দাসগুপ্তের শিশুকন্যা আফিং খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উক্ত শ্রীযুত মথুরমোহন দাসগুপ্ত আফিং সেবন করেন এবং বালিকা যে ঘরে থাকে সে ঘরে আফিংএর কৌটাটি ফেলিয়া যান। ইত্যবসরে বালিকা ঐ ঢাকনীটি চিবাইতে ও চুষিতে থাকে। উহার মাতা আসিয়া ঢাকনীটি কাড়িয়া লয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে টুকু আফিং পেটে গিয়াছিল তাহাতেই বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মাড়োয়ারীর সলিল সমাধি

গত ১১ই ডিসেম্বর প্রাতে গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান করিবার সময় জনৈক মাড়োয়ারী জলে ডুবিয়া মারা যায়। প্রায় ৮টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ভাসিতে দেখা যায়। উক্ত মাড়োয়ারী ১৮ বৎসর বয়স্ক।

———

চীন-জাপান যুদ্ধ

পিকিং এর এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যদল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কুয়ান ও পাওচাং পুনঃ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিন্তু পরিশেষে জাপানী জেনারেল ডুই হারার সহিত এই মর্ম্মে এক চুক্তি হইয়াছে যে, ঐ স্থানদ্বয় মঙ্গোলদের অধীনে থাকিবে। উহার ফলে কার্য্যতঃ মাঞ্চুকো রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিল মাত্র।

লেডী উইলিংডন কর্ত্তৃক মহিলা ওয়ার্ডের দ্বারোদ্ঘাটন

১২ই ডিসেম্বর বড়লাট ও লেডী উইলিংডন দমদম হইতে বিমানযোগে পতেঙ্গা বিমান ঘাটিতে এবং তথা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম আসিয়া পৌছেন। বাঙ্গালার লাট বড়লাটকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে কমিশনার মিঃ ব্রাউনী ও সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন ফিলার তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। লেডী উইলিংডন হাসপাতালের নূতন মহিলা ওয়ার্ডের (জুবিলী ওয়ার্ড) উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ

ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ সম্পর্কিত শান্তি-প্রস্তাব উপলক্ষে হাবসী সম্রাট রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকটে এক তার করিয়া বলিয়াছেন যে, শান্তিপ্রস্তাবে ইটালীকে এখনই আবিসিনিয়ার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে এবং বাকী অংশ ইটালীর জন্য রাখিয়া দিতে বলা হইয়াছে। হাবসী সরকার সর্ব্বপ্রকার গোপনে আলোচনার বিরোধী। ইটালী শান্তি-প্রস্তাব গ্রহণে বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছেন। কিন্তু মুসোলিনী উক্ত প্রস্তাব আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বরোদায় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয় আগামী বড়দিনের ছুটীতে বরোদায় থাকিবেন। তিনি মহারাজ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন। ডাঃ দাস গুপ্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক সামঞ্জস্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। প্রকাশ, তিনি আগামী জানুয়ারী মাসের ১০ম তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

———

সিমলায় প্রথমদিনে ৯ ইঞ্চি তুষার

গত ৯ই ডিসেম্বর সিমলায় এইবার প্রথম তুষারপাত হয়। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত প্রায় ৯ ইঞ্চি তুষারপাত হয় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তুষারপাত হইতে থাকে। কয়েকদিন যাবৎ প্রবল বায়ু প্রবাহিত এবং প্রবল বারিপাত হইয়াছে।

সুইডিস মহিলার বাঙ্গালা শিক্ষা

সুইডিস মহিলা কাউণ্টেস হ্যামিল্টন ও তাঁহার পুত্র হাবার্ট ছয় মাস কাল শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিবেন। কাউণ্টেস্ ভারতের প্রতি অনুরক্ত। ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—১২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১২	১৯-১১

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬।০-৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৬৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷৷০ ৪৷৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩ ০

দালের দর

	প্রতি মণ	
রামশাঁতা		৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭৷৷০
পতিরাম		৪৯৲

চিনির দর

সাদা জাভা রোড	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০ ৯৷৷৵০
,, লাল ,,	৮৷৷৵০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ	
পেটেন্ট ময়দা		৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷৷০-৪৷৷৵০
আটা (বি)		৪৷৷৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪/০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০-৩।০
পোলাড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭৷৷০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা রূপা

	প্রতি ভরি		
টাকশালের বার	,,	,,	৩৪৷৷৵/১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪৷৷/১০
গিনি	,,	,,	২২৷৷/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,,	,, ,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী — প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা ৬৲-৬।০

ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন ৫৵০-৫৷৷৵০

বংগা (টী আয়রণ) ৬৷৷৵০—৬৸৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোণ) ৬৲—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯৷৵০

২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০

গ্যাঃ রিফিং (মটক) ১২০।০ ১/৫০৷৷৵/১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৵০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল ৭।০-৭৷৷৵০

প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা ১৸০-৩৲ মণ

পাটী কাটিং ৫৲ ৫।৵০ হন্দর

বড় কাটিং ৫।৵০-৫৸০

শীল পাটী ৬৲-৬৵০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।/০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

[illegible]ম বর্ষ ৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, বুধবার ২৪০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ৬॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আগমন করিয়াছেন। ট্রেণ ভুবনেশ্বরে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ একটী সুবৃহৎ পুষ্পমালিকা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মে প্রদান করিয়াছিলেন। কটক ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকগণ এবং কটকের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লিখিত সেবকত্রয়সহ গত ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রিতে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে গত পরশ্ব দ্বিপ্রহরে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

গত ২০শে অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁচুড়াগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার মাইতি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে অমর্ষি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ তাঁহার গৃহে পাঠ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপবর্ণনমুখে বলেন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার। শ্রীভগবানের দ্বাদশটী অঙ্গই দ্বাদশটী স্কন্ধ। এই সংসার-রূপ অপার জলধি হইতে উদ্ধারের শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র সেতু, তাহা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট যখন ব্রহ্মশাপের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল তখন মহারাজ প্রায়োপবেশন করিলেন। তাঁহার প্রায়োপবেশন-স্থলে বহু ঋষি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সমবেত ঋষিবৃন্দের নিকট প্রশ্ন করিলেন—মহাত্মগণ আমার মত মুমূর্ষু ব্যক্তির এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা আপনারা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন। তখন ঋষিবৃন্দ স্ব স্ব-প্রণীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির বিষয় উপদেশ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য দেখিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বিপদ গণিলেন এবং ঐ ঋষিবৃন্দের দ্বারা নিজমঙ্গলের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া সকাতরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবানের ইচ্ছাক্রমে পরমমুক্ত মহাপুরুষ শ্রীশুকদেব উক্ত প্রায়োপবেশন-স্থলে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ! অদ্য আপনি এই সমবেত ঋষিবৃন্দের নিকট যে প্রশ্নটী করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম; তাহা দ্বারা নিখিল জীববৃন্দের নিত্যকল্যাণের উপায় বর্ণিত হইবে। আমি সর্ব্বসমক্ষে সেই প্রশ্নের উত্তর কীর্ত্তন করিতেছি।

আমি দ্বাপরের শেষভাগে কলির প্রথমে পিতা দ্বৈপায়নের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ মোক্ষাদি-কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগী পুরুষ, সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।

ব্রহ্মচারীজী ঐসকল কথা কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র কিছু কীর্ত্তন করেন এবং অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হন। পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীযুক্ত আদিত্য বাবুর ও সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে তৎপর দিবসও ব্রহ্মচারী মহাশয় ঐস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন এবং সপ্তাহে একদিন করিয়া পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ অমর্ষি-গৌড়ীয়-মঠের সাপ্তাহিক-অধিবেশনে মঠরক্ষক মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষার—

সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব উদ্ধারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

এই পয়ারটীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই জীবের সংসার-রূপ মায়ার বন্ধন হইয়াছে। যদি সাধুদিগের উপদেশক্রমে পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হই তবে আমরা দুরত্যয়া মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব এবং কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়া দেবী আমাদিগকে তাঁহার সংসারদুর্গ হইতে মুক্তি দিবেন, নতুবা নহে।

লক্ষ্ণৌ নিবাসী রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহোদয় বিবিধ প্রকারে নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠের সেবা বহু দিবস হইতে করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার অমায়িক ব্যবহার, শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা-প্রবৃত্তি ও সরলতা দেখিয়া শ্রীপরমহংসমঠের সেবকগণ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, উক্ত ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় শ্রীপরমহংসমঠের সেবকবৃন্দকে শীত-বস্ত্র দান করিয়াছেন। তাঁহার সেবার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোনরূপ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় সেবা করেন না। ভগবৎসেবায় তাঁহার সেবা-বৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

গত ১১ই ডিসেম্বর মাইলাপুর "পালানি বিলাস" নামক ভবনে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের অনুষ্ঠিত ৪র্থ সাপ্তাহিক ভাগবত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাঠমুখে বলা হইয়াছে যে, বাল্যকাল হইতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করা উচিত। এই প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং এবং দেবতাবৃন্দও যখন অবগত নহেন, তখন বালকে কিরূপে জানিবে?—এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। ভগবানের কৃপা ও ভক্তানুগত্য দ্বারাই উহা জানা হয়। প্রহ্লাদাদি দ্বাদশ জন বৈষ্ণবের এবং তাঁহাদের ভক্তগণের নিকট উক্ত ধর্ম্ম পাইয়াছেন, দেবের প্রতি দয়াশীলের দশা ভবেতে মৃগদেহ প্রাপ্তির ন্যায় হয়, আবার তাহার উদ্ধার নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের হয়। নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর বিপদ্ নাই। তাঁহাকে ভগবানই রক্ষা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এলাহাবাদ হইতে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে গত ১৩ই ডিসেম্বর যাত্রা করিয়া ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ও শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ গত পরশ্ব আচার্য্যদেব প্রভুর সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ নারায়ণ, শুক্ল অনিরুদ্ধ ৪৪৯

শ্রীগৌরনিতাই ও শ্রীরাধাগোবিন্দ এক আসনে থাকিবেন কি না ?

শ্রীশ্রীগৌরনিতাই ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এক আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন কিনা, কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের লীলাবৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। লীলা-বৈশিষ্ট্যের ও লীলাবৈচিত্র্যের ধ্বংস করিলে ভগবানের অপ্রীতিকর কার্য্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত প্রশ্নটীতে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া পারা যায় না।

শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব; সুতরাং প্রকাশ, বিলাস ও স্বাংশতত্ত্বসমূহ যে তাঁহাতে বিরাজিত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে লীলাবৈশিষ্ট্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলায় শ্রীবলদেব প্রভুর উপস্থিতির অথবা কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের সহিত শ্রীবলরামের রাসাদির কথা আমরা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাই না। শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই রাসলীলার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত থাকিলেও উভয়ের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক্ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব অভিন্ন বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলাবৈচিত্র্য অপলাপ করিবার চেষ্টায় যে রসাভাসদুষ্ট বা রসবিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হয় তাহার সহিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কোনও সম্বন্ধ নাই। নির্ব্বিশেষভাব হইতে ও মাধুর্য্যভেদ-চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যকে আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিদ্দর্শন-বৈশিষ্ট্যের ব্যাঘাত না ঘটায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দৈবী মায়ার প্রভাব অজ্ঞাতসারে আমাদের উপর এমন আধিপত্য স্থাপন করে যে, আমরা প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য নষ্ট করিবার জন্য তৎপর হই। বর্ত্তমানে একদিকে যেমন মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ সম্প্রদায়, অন্যদিকে তেমন বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া আত্মপরিচয়প্রদানকারী অনেক মনোধর্ম্মী প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী আছেন। তাঁহাদের কবলে পড়িলে অহং-গ্রহোপাসনাই বহুরূপী হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কিন্তু অপ্রাকৃত রসতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য লাভ করিলে ঐ প্রকারে বিপদের সম্ভাবনা নাই। তাহাতে আমরা নিগূঢ় চিদ্রস-বিজ্ঞান সহজেই লাভ করিতে পারিব।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ একাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দও একাসনে অবস্থান করিতে পারেন। কারণ, শ্রীগৌরসুন্দর রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু। কিন্তু রাধাগোবিন্দের সহিত অভিন্নবলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একাসনে অবস্থান সমীচীন নহে। মহাপ্রভু যখন রাধাভাবে বিভাবিত থাকিতেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিকটে আসিতেন না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি ॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, কিছু রহে দূর দেশ ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা

-:*:-

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ড, ৬-১১-৩৫

(৩)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি নিষ্কাম। অ-কৃষ্ণের সেবা হয় না, তাহা ভোগ। কৃষ্ণভক্তের মুখ্য লক্ষণ কৃষ্ণের সেবানৈপুণ্য যাঁতে বিদ্যমান। অন্যের প্রভু সাজ্‌লে কৃষ্ণ তার প্রভু হন না। ভক্তগণ ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য ঘৃণা করেন। বাউলের মত নারায়ণ হ'য়ে যাওয়া। মলিনতাবুদ্ধি যতদিন না হয় ততদিন অশান্ত। অশান্ত ব্যক্তি বিবেকহীন হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। আহার-নিদ্রাদিতে পশুর সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট যারা, তারা অশান্ত। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সেবা কর্‌লে অশান্তি আস্‌বেই।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ

হরিদাসের জুতো মাথায় নিয়ে বেড়াব, এটা আমাদের বড় অভিলাষ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে যারা অত্যন্ত মত্ত, তা'দের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌ব। ঐহিক আমুষ্মিক ফলপ্রাপ্তি দুর্ব্বুদ্ধি। জ্ঞানীর বিচার ব্রহ্ম সহ একীভূত হ'য়ে যাওয়া। নিজের অস্তিত্ব লোপ ক'রে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাব। তারা আত্মঘাতী।

পশুরা অনেক সময় শোনে না, বাড়ি মারলে দৌড়ায়, তা'দের সেবাবুদ্ধি নাই। কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য চেষ্টানিরত ব্যক্তিসকল পশুতুল্য। আমরা অগ্রাবিচারযুক্ত হ'য়ে স্বতন্ত্রতা চালাব এটা অনভিজ্ঞতা।

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি

আমি চঞ্চল ছিলাম, শান্তি ইচ্ছা করি নাই। শ্রীসনাতন প্রভু আমাকে বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিরস পান করিয়েছেন।

ভক্তি আশ্রয় না কর্‌লে অশান্ত হ'য়ে সমাবর্ত্তন ক'রে সংসার ভোগ করে।

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়

এটা ভুক্তি। আর মুক্তি ঐ গুলো না করা। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন থাক্‌লে অসুবিধা এটা মুক্তি।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

বরং বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল তথাপি যোষিতের সঙ্গ অকর্ত্তব্য। ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হবার ইচ্ছুক ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন জনের সঙ্গ কর্‌বে। সাধনের দ্বারা অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ কর্‌বে যা'দের বাসনা, তারাও অশান্ত। এদের দোরস্ত ক'রে ভক্ত কর্‌তে হ'বে।

সনাতন-পাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে সিদ্ধান্তজ্ঞান হয় না। ভক্তি ব্যতীত অন্য চিন্তাস্রোত অনাত্মার ধর্ম্ম।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে

কোটি কোটি ব্যক্তির মধ্যে ভক্ত সুদুর্ল্লভ। সিদ্ধ ও মুক্তগণের মধ্যে (কোটী কোটীর) একজন নারায়ণপরায়ণ হন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥

কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ—দাস্যরস চরণ-সেবিগণের, সখ্যরস উরু-সেবিগণের, বাৎসল্যরস ভুজসেবিগণের আর মধুর রস শিরঃস্থানীয়গণের আশ্রয়। রসবিচারে কৃষ্ণের চরণ, উরু, ভুজ ও মস্তক পর পর রসের উন্নত বিচার।

ব্রহ্মাণ্ডে নানাপ্রকার ভজন-প্রণালী আছে। প্রভু হবার প্রণালী, নিত্য হ'বার প্রণালী প্রভৃতিও আছে। অজ্ঞ লোকে যত্ন করছে।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥"

জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-মদমত্ত জনগণ হরি-কথা শ্রবণ করে না, কীর্ত্তন করে না। ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মার অণ্ড, ডিম, ভিতর, তাঁর অন্তরে সর্ব্বনিলয়। তাতে ১৪ ভুবন। তার বাইরে বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিরজা। ব্রহ্মাণ্ড ১৪ ভুবন। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ব্যাহৃতি আর সপ্ত অধর লোক। দ্বিজ সকলও অন্ত্যজভাবে থাকে; দ্বিজত্বসংস্কার—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-
চোদনাৎ ॥"

শূদ্র না থাকা—দ্বিজ হওয়া। দ্বিজ অর্থে পাখী ও ব্রাহ্মণ। দ্বিজগণ পাখীদের পড়ালে পড়তে পারে। যে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্টতা লাভ কর্‌বে, সে ভক্তের সেবা কর্‌বে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য উৎকৃষ্ট হ'লে ভক্তসেবা কর্‌বে। ভক্তের ভৃত্য-গিরি কর্‌লে সুবিধা। কপাল-পোড়া জীব অনৈশ্বর্য্য নিয়ে ব্যস্ত, হরিসেবা কর্‌বে না। প্রাকৃতজনের স্বভাব হরিজনদ্বেষ করা। কপাল ভাল হ'লে "তানে ক্ষিপ্তাঃ প্রতিগতাং" বিচার গ্রহণ কর্‌তে পারা যায়। সেবা করার সৌভাগ্য হওয়া দরকার। মিছাভক্তদল অঘবক-পূতনারা সংহার হ'বে। তারা কৃষ্ণবিদ্বেষীর শিষ্য হ'য়ে ভক্ত পরিচয় দেয়। বিষ্ণুভক্তবিরোধ-দল অসুর। প্রলম্ব কপটতা। বলদেব তাকে বিনাশ করেন। ভাগ্য হ'লে ভক্তের সেবা কর্‌তে পায়। 'ভাগ্য' মানে হরিভক্তি-লাভ; কোন বৈষ্ণব সহ দেখা হওয়া। আর অবৈষ্ণবসঙ্গ হ'লে দুর্ভাগ্য।

গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে কেউ দেখ্‌তে পায় না। আধ্যক্ষিক ব্যক্তি কৃষ্ণদর্শন কর্‌তে পারে না। গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ করাই কৃষ্ণ-পাদপদ্মদর্শনের প্রথম সোপান।

কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে কএকজন মহৎ লোক ছিলেন। তাদের সঙ্গে জাতগোঁসাই দল ও ব্রজবাসীদের লড়াই হ'ত। তাঁরা ভোগী ছিলেন, এদের সঙ্গ কর্‌তেন না।

গৌর-শিরোমণি নামক এক ব্যক্তি ভাগবত পাঠ কর্‌তে বৃন্দাবনে এ'সেছিলেন। তিনি ভাগবতব্যবসায় কর্‌তেন ব'লে কেউ তাঁর কথা শুন্‌তে আস্‌তেন না। পরে বুঝ্‌তে পেরে উহা ছেড়ে দিলেন। মিছাভক্ত-সম্প্রদায় শুনে দেখেছে পাঠ শুন্‌তে নাই। মূর্খরা বক্তার বেশে বোকামি কর্‌বে। এটা ভাড়াটিয়া পাঠকের ভাগবত পাঠ নয়। অজ্ঞ লোক শুন্‌লে মঙ্গল হবে।

গুরুদেবের প্রসাদই কৃষ্ণের প্রসাদ। যেখানে কৃষ্ণের প্রসাদ পাওয়া যায় নাই সেখানে গুরুর গোলমাল। ভক্তব্রুব এসব কথা বুঝতে পারে না। তারা মনে ক'রে [illegible]তর্পণকারী পাঠকের পাঠ শুনবে। মহাপ্রভুর আনুগত্য যারা স্বীকার করে নাই, তা'দের পাঠ শুন্‌লে নরক।

ভক্তিলতার বীজ লাভ কর্‌তে হ'বে। নিজে কৃষক হ'য়ে রোপণ-কার্য হ'বে।

শ্রীরূপকে গৌরসুন্দর যে সকল কথা ব'লেছেন, তা' যারা শুনে তাঁ'রা ব্রজে বাস কর্‌বার যোগ্য। নচেৎ ব্রজে বাস কর্‌লেও বাস হ'বে না, সংসার প্রবল হ'য়ে যাবে।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

গুরুর অকৃপা হ'লে বঞ্চিত হ'য়ে নিজের সর্ব্বনাশ

কৃষক হ'য়ে ভূমিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করা দরকার। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঠাকুরপূজা নয়, ভক্তিলতাবীজ আরোপণের জন্য চাষা হওয়া দরকার। নিজে আচরণ ক'রে অন্য লোকের মঙ্গল করা দরকার। কা'কে কৃষ্ণ বলে, কা'কে ভজন বলে না জান্‌লে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম জ্ঞান যোগের বীজ পাবে। পুরুত ঠাকুরেরা পূজা করুক আমরা কর্‌ব না, আমরা ভজনানন্দী—বোষ্টম্‌রা বলে। জাত গোঁসাইরা বলে, আমরা বোষ্টম্‌দের শিষ্য কর্‌ব। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীর পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে বীরভদ্র প্রভু গুরুর কার্য্য কর্‌তে পেরেছিলেন। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না কর্‌লে গুরুর কার্য্য হ'বে না। বোষ্টম্ সাজা ভাগবতে নিষিদ্ধ। কলির বিষয়—

শূদ্রা প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥

শূদ্রসকল ত্রিবিধ জাতির সেবা কর্‌বে; সংস্কারগ্রহণের পর বেদসমীপে গমন কর্‌তে হয়। 'অথং স্বাং বেদসমীপং নেষ্যে।' মূঢ়তা ছাড়িয়ে বৈষ্ণব কর্‌ব। এ বিচার হ'চ্ছে ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে। আর মূর্খতা কর্‌বে আউল, বাউল, প্রাকৃতসহজিয়ার দল। তারা বোষ্টম্ অভিমান ক'রে মূর্খতা দ্বারা ভক্তিবেষ কর্‌বে—পশুর ন্যায় ব্যবহার কর্‌বে। তাদের শাস্ত করা দরকার।

ভগবানের সেবা কর্‌ব বিচার হ'লে চৈতন্যের বাক্য শুন্‌তে হ'বে—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভব-সাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

যিনি শ্রবণ কর্‌বেন তিনিই কীর্ত্তন কর্‌বেন। প্রহ্লাদ (যিনি প্রকৃষ্ট আহ্লাদ পেয়েছেন) ব'লেছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

যাঁরা আত্মসমর্পণ ক'রে নাই তাদের নিকট হ'তে পয়সা আদায় কর্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি দীক্ষা দিয়ে দেওয়া অন্যায়। তারা জড়জ্ঞান দেবে, দিব্যজ্ঞান দিতে পারে না। জড়জগতের কথা শিক্ষা দেবে তার জন্য মাশুল চাই। এটা হরিভজনের উল্টা জিনিষ। হরিদাসের ভৃত্য হব, এটা ভক্তের বিচার। পয়সা রোজগারের জন্য মন্ত্র দেওয়া, ভাগবত পাঠ করা, ঠাকুরপূজা প্রভৃতি করা ভাল নয় তাতে পাপ হবে। যারা কর্‌বে তারা পাপজীব মধ্যে গণ্য হবে। এই অসুবিধা হ'তে ত্রাণ কর্‌বার জন্য প্রহ্লাদ বল্‌ছেন—আগে যারা শরণাগত হয়েছে তারা নববিধা ভক্তির অনুশীলন কর্‌তে পার্‌বে।

"ব্যর্থ জীবন"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

কৃষ্ণের লীলা অনন্ত। লীলাময়ের লীলা বৈচিত্র্যের বিবিধ উপকরণমালার মধ্যে মানবরূপী আমরাও অন্যতম। তাঁহার নিরঙ্কুশেচ্ছাচালিত হইয়া আমরা কেহ বা সৃষ্টিশক্তিধর, আবার কেহ বা সৃষ্ট্যাপার। সকলই ভগবদিচ্ছায় সম্পাদিত, অথচ বৈচিত্র্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুরই স্বাতন্ত্র্য বা কার্য্যশক্তি বর্ত্তমান। এই স্থানেই বিষম সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়াও জীব যখনই "আমি করি" "আমি পারি" ইত্যাকার ধারণাবশিষ্ট হয়, তখনই তাহার মাথার চাপে প্রারব্ধের রাসভ-বোঝা—জন্ম-মরণ-মালার যাড়ভাঙ্গা মোট। উহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায় ঐ ভাবনার মূলচ্ছেদ। ভাবনায় মোড় ফিরাইয়া যদি কেহ ভাবিতে পারেন,—"আমি কিছুই করি না, কিছুই পারি না, হে কৃষ্ণ! তুমিই সব কর, তুমিই সব পার"

অর্থাৎ—

"এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভো সংসার আমার॥
তুমি ত পালিবে মোরে নিজদাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে করি আমি সেত সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছাফলে॥"

(শ্রীশরণাগতি)

এইরূপ ভাবনাযুক্ত হয়, তাহা হইলেই গোল ঘুচিয়া যায়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

তিনিই জীবন্মুক্ত যিনি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিবেন, হে ভগবন্! তোমার দ্বারাই সমস্ত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই চতুরতার পরাকাষ্ঠা। কোনও কৃষ্ণভক্ত বলিয়াছেন—

"হরিনাম কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

যখনই স্বাতন্ত্র্যযুক্ত জীব পুরুষকারবশে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়াও ভাবিতে পারেন—
"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

তখনই তাহার সর্ব্ববন্ধন শিথিল হইয়া যায়। "কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হ'তে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" জীব যখনই সর্ব্বভাব-বেশে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম বলে, কৃষ্ণ তখনই তাহাকে আশ্বাসবাণী দেন—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' স্বাতন্ত্র্যের বশে জীবকর্ত্তৃক বহু অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেও যে কোনও কালে কৃষ্ণের শরণগ্রহণ মাত্রে সর্ব্বমুক্তি লভ্য হয়। কৃষ্ণ অতীত অপরাধ স্মরণ করিয়া কখনও শরণাগত ভক্তকে উপেক্ষা করেন না। এতদ্বিষয়ে আমাদের ন্যায় পাপ-কীটের আশাপ্রদকারী নিম্ন মহাজনবাণীসমূহ—

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে॥

(যামুনাচার্য্য)

হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই যাহা আমি করি নাই
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসরকাল
আমায় পিশিতে যত্নোপরি॥
গতি নাহি দেখি আর কাঁদি হরি অনিবার
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেহ অকিঞ্চনে
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী॥

(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

ইহাই অতিপাতকযুক্ত ব্যক্তির ভগবানের শরণগ্রহণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার কৃষ্ণের শরণগ্রহণকারী ঐরূপ মহাপাপীর প্রতি কৃষ্ণকৃপার উদাহরণ এইরূপ—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্-
চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

নিজ কর্ম্মদোষফলে পড়ি' ভবার্ণব-জলে
হাবুডুবু খাই কত কাল
সাঁতারি সাঁতার যাই সিন্ধুঅন্ত নাহি পাই
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল॥
নিমগ্ন হইব যবে ডাকিনু কাতর রবে
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেই কালে আইলে তুমি তব পদকূলভূমি
আশা-বীজ হইল আমার॥
তুমি হরি দয়াময় পাইলে মোরে সুনিশ্চয়
সর্ব্বোত্তম ভাজন দয়ার॥

শ্রীভগবানের এতাদৃশী করুণাদেখিয়া পরিচয় প্রতিপদে প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা সেই দয়ালু ভগবানের পাদপদ্মে শরণগ্রহণ করে না, তাহাদের সেই ব্যর্থ জীবন মৃত্যুরই দ্বিতীয় অবস্থা। শ্রীভগবানের অসীম দয়াত্রাতা-দর্শনে কোনও ভক্তবর বলিয়াছিলেন

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

আমরা সাফল্যলাভের উপযুক্ত কাল, পাত্র প্রভৃতি পাইয়াও যদি বিফলতাকেই আঁকড়িয়া রাখিলাম তাহা হইলে ব্যর্থজীবন আমাদের ভিন্ন আর কাহার! 'ব্যর্থজীবন' বাক্যটী শুধু একটী প্রাণহীন অক্ষরসমষ্টি বা ভাষা-ভাণ্ডারের একটী বস্তু নহে। উক্ত বাক্যটী আমাদের ব্যর্থজীবনের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রকাশ মূর্ত্তি। 'ব্যর্থজীবন' বাক্যটি মাদৃশ সেবাবঞ্চিত ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে। 'ব্যর্থজীবন' আমিই। আমাদের এতাদৃশী দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া আমরা কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়াছি দেখিয়া আমাদের দুঃখে আর্দ্র প্রাণ জনৈক কৃষ্ণভক্ত মহোপদেশচ্ছলে বলিতেছেন—

কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্ত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণো হি বিশ্বম্ভরঃ
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাসা বয়ং
কৃষ্ণেনাখিলসদ্‌গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

জগদ্‌গুরু কৃষ্ণ সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর, বিশ্ব করেন পালন॥
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হয়েছে উদয়।
অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয়॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণদাস।
সদ্গতিপ্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস॥
জনম লয়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে॥

(ভজনরহস্য)

আমাদের এইরূপ চরম দুর্দ্দশার মূর্ত্তি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আঁকিয়াছেন—

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল॥
('ব্যর্থ জীবন' হেল)
(মরমে রহিল শেল)
(গুরু-কৃষ্ণ-সেবা নাহি হ'ল)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৪ দিনের

৮ নারায়ণ ২ পৌষ ১৮ ডিসেম্বর বুধ ভক্ত অনিরুদ্ধ. কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ দ ৭।১৪ উত্তরফল্গুনী অবাক রা ৭।২২ আয়ুষ্মান্‌যোগ দি ২।৩৬ কৌলবকরণ।

৯ নারায়ণ ৩ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারবোদশায়ী কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি শে ৬।২৩ হস্তা পুরুষাকৃষ্ণ রা ৯।৫৭ সৌভাগ্যযোগ দি ৩।৮ গরকরণ।

১০ নারায়ণ ৪ পৌষ ২০ ডিসেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণদশমী মধুসূদন রা ৮ ২২ চিত্রা বিশ্বকর্ম্মা রা ১২।২১ শোভনযোগ দি ৩।৩৩ বাণিজকরণ দি ৭ ২৩ গতে বিষ্টিকরণ রা ৮।২২ গতে ববকরণ।

১১ নারায়ণ ৫ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণৈকাদশী ভূধর রা ১০।২ স্বাতী শুচিশ্রবা রা ২।২৬ অতিগণ্ড যোগ দি ৩।৪৫ ববকরণ।

শ্রীসফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীদেবানন্দের তিরোভাব। সহস্র নবদ্বীপ কুলিয়ায় উৎসব।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। যতনে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৸৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপদ্মহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জন-তোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড- ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাদল-আলাপ ।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৶৹
২২। ভজন-রহস্য ॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতায় কেবলা মাধুর-ভাষা
২৭। ব্রহ্মসংহিতা অনুবোধিকা সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনার সানুবাদ ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-ছিদ্র দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৹
৪৬। কল্পতরু ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চন-[illegible] ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। সারাৎসারসংগ্রহম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায়

৬৭। রায় রামানন্দ ॥৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি ॥৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৸৶৹
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম
৭৪। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স য্যাণ্ড আনেক্সেড ডিভোশন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴৹
৮৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা পৌষ, ১৩৪২, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার ২৪১তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

বিশ্বভারতী সংসদের সদস্য

আচার্য্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষকে বিশ্বভারতী সংসদের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

সশস্ত্র ডাকাতি

জয়োরাবাজের নয়ানা গ্রামে একটি চাঞ্চল্যকর সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং কয়েকশত টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে। একদল সশস্ত্র দস্যু সামরিক পোষাক পরিধান করিয়া মোড়লের গৃহে হানা দেয়। তাহার চীৎকার শুনিয়া কয়েকজন গ্রামবাসী সেই স্থানে উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীদিগের সহিত দস্যুদলের সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। সংঘর্ষে একজন ডাকাত আঘাতের ফলে মারা যায় এবং অপর একজন ডাকাত গুরুতররূপে জখম হয়।

পদব্রজে বাঙ্গালী পর্য্যটক

যশোহর জেলার নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের শ্রীসুশীলকুমার দে পদব্রজে ভারতে প্রায় ২৭ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি যশোহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান স্থানসমূহের সর্ব্বত্রই গিয়াছে। প্রকাশ, বাঙ্গলাদেশ ভ্রমণ করিয়া সে ইউরোপের দিকে যাত্রা করিবে।

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

গত ৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলাদেশে ১৬০৬ জন কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং ৯০৫ জন মারা যায়। বসন্তে ৩৮৭ জন আক্রান্ত হয় ও ৮০ জন মারা যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ১৮ জন আক্রান্ত হয়, ১২ জন মারা যায় মেনিঞ্জাইটীসে ১৯ জন আক্রান্ত হয় এবং ৮ জন মারা যায়।

যৌগিক শক্তি

গোরক্ষপুরের যোগী সমাধিনাথ দেড়-মাস ধরিয়া সমাধিমগ্ন ছিলেন। সমাধি অবস্থায় তাঁহার পরিধানে কৌপীন ছাড়া আর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি হিমালয়ের দারুণ শীত অনুভব করেন নাই। সমাধিভঙ্গের পর বহুলোক সমবেত হইয়াছিল এবং জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

বালিকার কৃতিত্ব

কুমারী বেলারাণী সরকার এইবৎসর এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় মেয়েদের ভিতর ধ্রুপদ গানে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায়ও তাহার অসাধারণ পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার বয়স মাত্র সাড়ে ছয় বৎসর। কুমারী বেলারাণী নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী এবং সেন্ট জেভিয়াস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ই ডিসেম্বর রাত্রিতে এবোটাবাদের অন্তর্গত মালাকপুরা এলাকার এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

শিবাজী-স্মৃতি

বোম্বেতে মারহাট্টাগণ শিবাজীর স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি সভা আহূত করেন। সভায় স্থির হয় যে ক্রফোর্ড মার্কেটের সম্মুখবর্ত্তী চকের নাম শিবাজীচক নাম রাখিবার জন্য বোম্বে-কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হইবে।

নাড়াজোল কুমারের শোক

নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রনাথ খাঁএর ভ্রাতা কুমার বিজয়কৃষ্ণ খাঁ গত রবিবার নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ সুবোধ লাহিড়ী তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। মৃত কুমারের এক পুত্র, এক কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান।

মন্দিরের সম্পত্তি চুরি

দেরাদুনে কেদারনাথ মন্দিরের প্রায় ২০ হাজার টাকার সামগ্রী সুরক্ষিত কক্ষ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ কোনই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেক অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ সমস্ত খোঁজ পায় এবং মন্দিরের ম্যানেজার ও অপর দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

লোমহর্ষণ নারী হত্যা

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি সেখ ওয়াহিদ আলী নামক এক ব্যক্তিকে দারুতন নাম্নী জনৈকা যুবতীকে হত্যা করিবার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ সেখ ওয়াহিদ আলীর ভ্রাতা বিপাত আলী দারুতনের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিল। উক্ত দারুতনের মাতা তাহাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহাকেও দারুতনকে বিবাহ করিতে বলে। কিন্তু তাহারা দারুতনকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করে। একদিন গভীর রাত্রে ওয়াহিদ দারুতনকে একটি বাঁশের খুঁটিতে বাঁধিয়া নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে থাকে। প্রহারের ফলে অভাগিনীর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়।

ভাইকে হত্যা

কুড়িগ্রাম থানার অধীন পাঁচগাছি গ্রামের নন্দা সেখ একটী মৎস্যরন্ধনব্যাপার লইয়া তাহার ভাই পাগলা সেখকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নন্দা সেখ বাজার হইতে একটি মৎস্য আনিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূকে শীঘ্র রন্ধন করিয়া দিতে বলে। কেননা সে মৎস্য ভোজন করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। পাগলা সেখ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলে যে মৎস্য রাত্রির শেষভাগে রন্ধন করা হইবে। তাহারা রমজান প্রতিপালন করিতেছিল। মৎস্য রন্ধন লইয়া বাদানুবাদ হয় এবং নন্দা সেখ রাগান্বিত হইয়া পাগলা সেখকে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে, ফলে পাগলা সেখের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

খুল্লতাত হত্যা

প্রকাশ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন খালপাড় গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত যুবক ভূপতি তাহার দূর সম্পর্কিত খুল্লতাত কানাই চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করিয়াছে। একদা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভূপতি দেখিতে পায় যে কানাই তাহার উপপত্নীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। ভূপতি তখন কানাইএর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া উহার শরীরের নানাস্থানে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। কানাইএর উক্ত রাত্রির শেষভাগে মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার | ২৭১তম সংখ্যা

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার সাহেবের
শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন

সম্বর্দ্ধনা

প্রেসিডেন্সী বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ এ, কে, ড্যাস আই-সি-এস্ মহোদয় পাত্রমিত্রসহ গত ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাষ্টি মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন মহোদয় ভাগীরথীর পারঘাটা হইতে কমিশনার বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদনের দ্বারদেশে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট লইয়া আসেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রমুখ প্রচারক-গণের এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, ব্যারণ এইচ্ ই ভন্ কোয়েথ, হের আর্ণষ্ট জর্জ্জ সুলজ প্রমুখ মিশনের সদস্যবৃন্দের এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের পরিচয় প্রদান করেন। কমিশনার সাহেব সহাস্যে পরিচিত জনগণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন।

সভার দৃশ্য

কমিশনার সাহেবের শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ-শ্রবণ-সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলটী বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদি-দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। উত্তরপার্শ্বে মধ্যস্থলে একটী পরম মনোরম উচ্চ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত বেদীতে ৩টী বহুমূল্য আসন স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে যথাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ, মাননীয় কমিশনার সাহেব ও নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উপবেশন করেন।

এতদ্ব্যতীত কমিশনার সাহেবের পরিদর্শনোপলক্ষে ৪টী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল —৩টী পত্রের ও ১টী বস্ত্রের। শ্রী যোগপীঠের দ্বারদেশে, অদ্বৈতসদনের প্রবেশদ্বারে, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রবেশদ্বারে এবং অবিদ্যাহরণ-শ্রবণ-সদনের দ্বারদেশে তোরণসমূহ ছিল।

সভার কার্য্য

শ্রীল প্রভুপাদ ও কমিশনার সাহেব আসন গ্রহণ করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ-কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ তাঁহাদের গলদেশে সুদৃশ্য পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতস্বরে "অনাদি করম ফলে প'ড়ে ভবার্ণবজলে তরিবারে না দেখি উপায়" এই গীতিটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যজ্ঞনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহাশয় নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রটী পাঠ করেন। উক্ত অভি-নন্দন-পত্রে সর্ব্বসাধারণেরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তাহার মর্ম্ম সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

কমিশনার সাহেবের বক্তৃতা

উক্ত অভিনন্দনের উত্তরে কমিশনার সাহেব পুণ্যভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সদস্যগণকে ঐ সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। মিসেস্ ড্যাস্ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-তালিকা-অনুসারে অন্যত্র ছিলেন বলিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই সভার যে পবিত্র স্মৃতি তিনি লইয়া যাইতেছেন, তাহা তাঁহার নিকট বলিবেন। অভিনন্দনে ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সহিত সভাপতিস্বরূপে সংশ্লিষ্ট জানিয়া কমিশনার বাহাদুর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন,—যখন মহারাজ বালক ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। যখন আমি কলিকাতা যাইব তখন তাঁহার নিকট হইতে আপনাদের সভার প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর বিষয় ও অন্যান্য বিষয় বিশেষভাবে শ্রবণ করিব। আপনাদের এই মহৎকার্য্যে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আপনারা এই মহদনুষ্ঠানে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আমাকে যে সম্বর্দ্ধনা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার্য্য-বিষয় অবগত হইবার জন্যও কমিশনার সাহেব বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ধন্যবাদ প্রদান

তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে কমিশনার মিঃ এ.কে. ড্যাস আই. সি-এস্; ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ দত্ত আই-সি-এস্, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ মৌলভী মুজাফর আহাম্মদ বি সি এস, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সামসুল উলেমা কামালুদ্দীন আহাম্মদ, এস্-ডি-ও মিঃ সি সি গুপ্ত এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। সেই সময় তিনি ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় বর্ণন করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ার-ম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ম্যাড্‌ভোকেট বাহাদুরকে মায়াপুর-হুলোরঘাট রাস্তাটী বন্যাজলমুক্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার করায় উক্ত সভায় ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মাননীয় কমিশনার সাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আনন্দভরে করতালি করেন। উক্ত রাস্তা-নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক ব্যয় গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন।

উপস্থিত জনগণ

উক্ত সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মাননীয় কমিশনার মিঃ এ, কে, ড্যাস, আই-সি-এস্; ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ দত্ত আই-সি-

অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ নারায়ণ, নিত্য সর্ব্বোদশাখী ৪৪৯

'অহং ব্রহ্মাস্মি'র তাৎপর্য্য 'তৃণাদপি' শ্লোক

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায় প্রায়ই শুনিতে পাই—বেদান্তসূত্রের "অহং ব্রহ্মাস্মি" সূত্রের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই তৃতীয় শ্লোকে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই অসাধারণী বাণী সাধারণ চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই। জনসাধারণ হয় ত' বলিবেন—এই আকাশ-পাতাল তফাৎকে কি করিয়া এক তাৎপর্য্যপর বলা যাইতে পারে? শুধু এই নহে, বেদান্তসূত্রের বহু বাক্য আছে, যাহাদের কোনই সামঞ্জস্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যখন আমি দ্রষ্টা—আমি বুঝিয়া লইবার কর্ত্তা, আমার এইরূপ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম অবস্থা, তখন আমার খণ্ডিত জ্ঞান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব লাভ না করিয়া পারে না। ঐ সূত্রসকল একতাৎপর্য্যপর হইলেও আমার অহঙ্কারকে নিচূর্ণ করিবার জন্য ঐরূপ বিরুদ্ধার্থ জ্ঞাপকরূপে আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের নিকট প্রতিভাত হইয়া অহৈতুকী করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন এবং গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং" শ্লোকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করিতে বলেন, বুদ্ধিযোগ যখন ভগবৎপাদপদ্ম হইতে আসে, তখন আর গোল থাকে না, সকল অর্থই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। যে-সকল ভগবৎপার্ষদ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রপঞ্চে আগমন করেন, শ্রীভগবানের ঐ বুদ্ধিযোগের মূর্ত্তবিগ্রহরূপেই তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ঐ বুদ্ধিযোগ হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে নির্ব্বিশেষ-তাৎপর্য জ্ঞানযোগের কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং এই স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ের সহিত অন্যান্য স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ের মিল নাই। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছেন—একাদশ স্কন্ধের শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত বিবৃতি-সমূহ যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, একাদশ স্কন্ধের প্রত্যেকটী শ্লোক অন্যান্য স্কন্ধের শ্লোকাবলীর ন্যায় ভক্তি-তাৎপর্য্যপর। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক এক তাৎপর্য্যপর।

স্থূল-বিচার অবলম্বন করিলে তৃণ হইতে সুনীচ বা বৃক্ষ হইতে অধিক সহিষ্ণু হওয়া সম্ভবপর নহে। তৃণকে পদদলিত করিলেও তাহা মাথা উঁচু করে না, বৃক্ষ নিজে রৌদ্রতাপ, বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিয়াও পথিককে আশ্রয় প্রদান করে, অপরের কুঠারাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ছেদনকারীকে স্বীয় ফলদানে কুণ্ঠিত হয় না। প্রাকৃত অস্মিতা থাকা পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে এই অবস্থা লাভ অসম্ভব। ঐ অবস্থা লাভ হওয়া দূরের কথা, অমানী হইয়া অপরকে মান প্রদান করাও সম্ভবপর নহে। কপটতা-জাত আঁকুপাঁকু ভাবের সহনশীলতা দু'দিন যাইতে না যাইতেই রণে ভঙ্গ দেয়। সুতরাং "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকটী কোন প্রাকৃত ভাবের জ্ঞাপক নহে। যাঁহাদের ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে, বলিয়া যে সকল ব্যক্তি গুণোদ্দীপ্ত ব্যক্তি হঠকারিতা-বশে চিন্তা করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই শ্লোকটি যাবতীয় প্রাকৃত অস্মিতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত শুদ্ধ জীব স্বরূপে মুক্তকুলগণের উপাস্য শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনার্থ উপদেশ করিতেছেন। প্রাকৃত অস্মিতা-বর্জ্জনই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বের ধারণায় উপস্থিত হওয়া যে-প্রকার প্রাকৃত জ্ঞানের পক্ষে সম্ভবপর নহে, সেই প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রত্বের ধারণা করাও তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। জীবস্বরূপের অণুত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা মানব-মনীষা ধারণা করিতে পারে না। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম"। সুতরাং 'ব্রহ্ম' প্রাকৃত ধারণার অতীত অপ্রাকৃত বস্তু। জীবও শুদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু, জীবও চিদ্বস্তু। জীব ব্রহ্ম-জাতীয়; "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিতে এই কথাই বুঝায়। সুতরাং "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক একই তাৎপর্য্যপর। ব্রহ্ম—শক্তিমান্; জীব—শক্তি। 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' বিচারেও ঐ অর্থ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক পালনের অধিকার না হইলে 'ব্রহ্ম বস্তু কি' তাহা জানিবারই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুকীর্ত্তনে আমরা বলিতেছি—"যাঁহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয় ভোগে সমৃদ্ধ হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তোমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। তোমাদের মধ্যে সহনশীলতা নাই। কোন কোন ব্যক্তি কখনও অভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়-ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী মহৎ, আর নাম-

শ্রীরূপ-শিক্ষা

——:*:——

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ড, ৮-১১-৩৫

(৪)

নচেৎ যাত্রার দলের অভিনয় করা হয়ে যাবে। কৃষ্ণকথা যারা শুনবে না, তারা অভক্তের কাছে যাবে, তা'রা "উপদেশামৃতে মানে যম"। তাদের তত্ত্বাতত্ত্ব জ্ঞান নাই। অভক্তের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হবে না। অন্তর্মস্তক গুরুর বিচার কর্‌তে পারে না। যারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আবদ্ধ, তার সেবক যারা তারা বৈষ্ণব হ'তে পারে না। অকিঞ্চনের বেষ নিয়ে জাতগোঁসাইকে প্রণাম করবে অথচ আশ্ব গোবর চণ্ডালকে প্রণাম করবে না, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথাকে বৈষ্ণবতা মনে করবে। সাদা কৌপীন ক'রে নিয়ে পরমহংস সাজবে। কৃষ্ণপ্রভাবে চাঞ্চল্য থাকলে সনাতন প্রভুর ন্যায় ভক্তের প্রসাদী বস্ত্র নিবে। কালনেমির কৌপীন নিতে দেরী হয় নাই। ভক্তি থাকলে বাইরে বিষয়ীর চেষ্টা দেখালেও ভক্তিই বিচার্য্য। মিছাভক্ত-সম্প্রদায় অন্য কার্য্যে ব্যস্ত।

ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য করলে সাংসারিক ব্যবসায়ী। সেই সাই, ব্রজবাসী বংশপরম্পরায় হতে পারে না। কতক লোক মৌন থাক্‌বে; কিন্তু যে শ্রবণ করবে সে তৎক্ষণাৎ তা' কীর্ত্তন করবে। মঞ্জরী পুঁতলে গাছ হয় উহা নষ্ট ক'রে দিলে গাছ হয় না। গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্য ত্যাগ করলে অমঙ্গল অনিবার্য্য।

"পৃথক্ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতঃ স্বচেষ্টিতম্।
নাত্যন্তাবৈর্ণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

বিচার ধ্বংস ক'রে কপটতা দ্বারা ভজনানন্দী হ'লে অসুবিধায় পড়বে। কীর্ত্তন না হ'লে স্মরণটী বাদ পড়ে গেল। মৌনীরা শ্রবণ করে না। নিত্য শ্রবণ না হ'লে কীর্ত্তন বন্ধ হয়ে গেল। গুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। যারা তাঁর নিকট শ্রবণ করবে তারাও অনুক্ষণ কীর্ত্তন করবে। অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মে থাকতে হবে, এক সেকেণ্ডের জন্য তফাৎ হ'লে অসুবিধায় পড়লাম। যে সকল লোক বড় বিষয়াসক্ত, তাদের কীর্ত্তন শ্রবণ করতে হবে না, লঘুর নিকট শ্রবণ করতে হবে না, গুরুর নিকট শুনতে হবে। গুরুর কার্য্য করতে হবে জগতের জন্য। অগৌড়ীয়ের মৌনব্রত ছেড়ে ভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে উদাসীন এবং অপরকে প্রতিষ্ঠা-দানে উদ্গ্রীব। এই ভজনানন্দী বৈষ্ণব আত্মস্বরূপে আত্মবর্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি' সূত্রের তাৎপর্য্য 'তৃণাদপি' শ্লোকেই।

দেওয়া গৌড়ীয়ের কার্য্য। Continually শ্রবণ না করলে continually কীর্ত্তন হবে না। এই সকল কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক দিন ধরে ব'লেছেন। শ্রবণটা নিজ চেষ্টায় করতে হবে। জগদ্‌গুরু যে শিক্ষা দিচ্ছেন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" সেটা শ্রবণ করলাম না, বৈষ্ণব হয়ে পড়লাম—এরকম অবুঝ লোকের সংখ্যা প্রবল। কারণ, এরা সদাচাররহিত কথকের নিকট ভাগবত শোনে। নির্জ্জন ভজনের আভ্যন্তর অভাব।

সেবা প্রচুরপরিমাণে হলে লাভ। মুখে কীর্ত্তন করব। নিজে না পারলে ভগবানের সকল কায়ব্যূহকে ডাকব। অথাতভোজীর জিহ্বায় হরিকীর্ত্তন হয় না। অমেধ্যগ্রহণ শাস্ত্রবিগর্হিত। প্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্য মলমূত্র, তা হতে জ্ঞান লাভ করলে ভক্ত হওয়া যায়। মৌনী হওয়া নিষিদ্ধ।

গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ ক'রে নির্জ্জন ভজন ভাল নয়। তাঁর সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ দরকার। শ্রবণ না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। দীক্ষা অনুক্ষণ হয়। ঠাকুর হরিদাসের কথায় সেটী জানতে পারা যায়।

জাত বোষ্টম্ বা মিছাভক্তের সঙ্গ করলে সর্ব্বনাশ। বাস্তবিক বৈরাগ্যযুক্ত হ'লে বিষয়-স্পৃহা দূর হবে। মাধুকরীগ্রহণে গৌড়ীয়মঠ করছেন। তাঁরা বিষ সংগ্রহ করেন না। তাঁদের কীর্ত্তন ব্যতীত আর কৃত্য নাই। তাঁরা ভক্ত সান্নিধ্য ব্যতীত দুঃসঙ্গে প্রমত্ত হন না।

শ্রবণাদি-সেবা না করলে প্রাক্তন সুকৃতিটুকুও নষ্ট হয়। বৈষ্ণবচরণরেণু-জল পেলে মঙ্গল। জল না দিলে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তন না করে মনগড়া বা কপট বৈষ্ণবের সঙ্গ করলে সর্ব্বনাশ।

সর্ব্বজীবকে গুরু বলবেন না। যিনি ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণভজন না করেন, তার সঙ্গ করবেন না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থকে বৈষ্ণব বলবেন না। মাটিয়া বিচার ত্যাগ ক'রে অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক কার্য্য—Social service এর জন্য যারা ব্যস্ত, তাদের সঙ্গ বর্জ্জনীয়।

বিরজা—যেখানে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ—ত্রয়ঃ-সত্ত্ব-তমের ক্রিয়া বিগত। তা ছেড়ে যেতে হবে; Transcend করতে হবে। এটা জল, কঠিন চিত্ত দ্রবীভূত হবে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা বিরজা। তথায় কারণার্ণবশায়ী ভগবানের অবস্থান। তাঁর ঈক্ষণে প্রকৃতি হতে ব্রহ্মাণ্ড রচনা হচ্ছে। তিনি সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত।

"আদ্যন্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

এখানে জগজ্জবর্গ নাই বলতে বসেছেন সাংখ্যসিংহ কপিলাদি। থানিক এগিয়ে বর্ণিত হয়েছে প্রকৃতের পরের বিচার। এঁদের থেকে

শুকাৎ হতে হবে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর আর্হৎবাদীর বিচার ত্যাগ করতে হবে। লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ বৃন্দাবনে মন্দির ক'রে দিয়েছেন। তাঁর অপর জাত জৈন। তাদের বিচারে ঈশ্বর নাই, খাটমলকে খিলান দরকার। বিরজা পার হ'য়ে পুনরায় স্থূল পাওয়া গেল। বিষ্ণু-উপাসক সকল "উচ্চে কুলে সঙ্করত্তি"। ভগবান্ ভৌম বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হন। এখানে নামভজনকারী ব্যক্তি ব্রজবাসের সময় এটা উপলব্ধি করতে পারবে। নচেৎ ভোগ প্রবল হ'লে অসুবিধা হবে। ব্রজে এসে ভোগ করা ভাল নয়। আমরা এটা বরাবর প্রদর্শনীতে দেখাচ্ছি। ব্রজদর্শনে ভ্রান্তি হয়েছে। কৃষ্ণের সেবা-উপকরণ দেখছে না। মাধুকরীকে চিন্ময় জ্ঞান করে না। ভোগীদের ন্যায়ের মত মনে করছে।

বিরজার পর ব্রহ্মলোক যেখানে সকল জড় পদার্থ সরে গেছে—চিন্মাত্র ভূমিকা। অচিন্মাত্র ভূমিকার চিন্মাত্রোত্ত তরলীকৃত করেছে, সেটা বিরজা। চিন্মাত্র অপেক্ষা চিদ্‌বিলাসবিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। নির্বিশিষ্ট স্থানে ভজন, ভজনীয় ও ভক্ত তিনটী পৃথক্ অবস্থান নাই। সর্বক্ষণ হরিভজন না হ'লে ধাতুপাত্র স্পর্শ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। চিন্মাত্র-ভূমিকায় যেখানে কাশীবাসী মায়াবাদীরা যেতে চান, সেখানে হরিভজনের কোন কথা নাই। অবুঝ লোকের জায়গা ব্রহ্মধাম, জড় বিশেষরহিত ধাম, কিন্তু চিদ্‌বিশেষরহিত হ'লে অত্যন্ত দরিদ্র জায়গা। ব্রহ্মানন্দের কোটী গুণ আনন্দ প্রেমানন্দে। বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে ব্রহ্মে বিলীন হবার বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে। ব্যোম ভূতাকাশ। ব্যোমে একটী বায়ু থাকতে পারে, সমতল থাকতে পারে, স্থূল ব'লয়া বিশিষ্ট বস্তু থাকতে পারে। তুরীয় অবস্থায় বিচার নির্বিশেষবাদে ও পরব্যোমে। পঞ্চম মানের রাজা যমুনার তীর, বংশীধ্বনিতে "শিবঃ সোঽহং" "হংসঃ সোঽহং" না গৌরসুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন।

শেষোক্ত শ্লোকটী সাহিত্যদর্পণকার উদ্ধৃত ক'রেছেন। পরব্যোম গোলোকের নিম্ন ভাগ। ঐশ্বর্য্যবিচারে খানিকটা উঠলে দেখা যায়। এখানে ২॥ প্রকার রস মাত্র। উপর দেখা যায় না, নিম্নার্দ্ধ মাত্র। এগুলি আমরা এটা প্রদর্শনীতে দেখিয়েছি। কিন্তু অনেকে না দেখলে কি করব। পরব্যোমের উপরি ভাগে কৃষ্ণপারম্য আছেন। যথাক্রমে নারায়ণ-সেবার উপর কৃষ্ণসেবা। সেজন্য 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোকে উত্তমা ভক্তির বিচারে কৃষ্ণানুশীলনের কথা "বিষ্ণোরনুশীলন" নয়। এটী গৌরসুন্দরের বিশেষ কৃপার কথা। রাগানুগার দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও রাধাগোবিন্দের অনুগত মধুর রতি দেখিয়েছেন।

সংসারের কথা নিয়ে যারা মানুষকে ভোগ করাচ্ছেন, তাদের বিচারপ্রণালী ও ভক্তের বিচারপ্রণালী এক নয়। কৃষ্ণপাদ-সেবা করলে লীলাবৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। অধরকাদি বধই কৃষ্ণলীলা নয়, এটী বিরোধী বিনাশ, তৎপরে কৃষ্ণে আসক্তি। তর্কপথে থাকতে হবে, তা' নয়।

"তাঁহা"—কৃষ্ণচরণকল্প-বৃক্ষে; তথায় পৌঁছাবার পরে। এখানে সাধনভক্তিকে অবজ্ঞা করতে হবে না। ভজন করতে হবে মানে সাধনের মধ্যে থাকা, সাধনকে ছেড়ে ভাবরাজ্যে অগ্রসর হওয়া নয়। সাধন নিত্য। ভক্তি নিত্য হ'লে সাধন অনিত্য নয়। যিনি সাধনভক্তি দেখান, তিনি মরে যান না।

প্রাকৃতসহজিয়ার সঙ্গ করলে এসব কথা বুঝা যায় না। মালী নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল সেচন করছেন। "যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা"। বৈষ্ণব অপরাধ হ'লে অধঃপতন। তা' হ'লে ভোগী বা ত্যাগী—মর্কটবৈরাগী হতে হবে। হাতী শুঁড় পাঠিয়ে বেড়ার উপর থেকে গাছ উপড়ে ফেলবে। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" বিচার ক'রে গুরুর আসন নিলে সর্ব্বনাশ। মহাভাগবত এর অবস্থা হ'লে কৌপীন নিবে। চারি আচার্য্যই লাল-কাপড়-পরা সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেবেরও লাল কাপড়, মাধবেন্দ্রের ৯টী শিষ্যই লাল-কাপড়-পরা। সনাতন-রূপাদির পারমহংস্য বিচারে সাদা কাপড়। তাঁদের সত্য সত্য বিরক্ত বেষ, কপটতাযুক্ত বৈরাগী নয়। ● চরণ স্বরূপ ঠাকুর সেবা করেন, সে কথা নয়। দীনবন্ধুর শ্রেণী আধ্যক্ষিক বিচারে ওসব করতে গেছে। কোন ধনীর অর্থ আমার গুরুদেব নেন নাই।

"তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ"। যিনি ভজন করবেন তাঁকে যত্ন করতে হবে, যাতে দুর হতে গাছ নষ্ট না ক'রে দেয় তার জন্য। যেমন কপির চারা ঢেকে দেয় সেইরূপ যত্ন করতে হবে।

কিন্তু 'যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা' লতার গায় একটা পরগাছা উঠলে সর্ব্বনাশ। "ভুক্তি" মাইনে নেওয়া, "মুক্তি" মাইনে না নেওয়া। রামানন্দ রায় রাজার pension নিয়েছিলেন। যদি বলা হয় তিনি অন্যায় ক'রেছেন আমরা ধাতুপাত্র ছোব না, তাতে লোকসংগ্রহ হ'তে পারে কিন্তু বড় অপরাধের কথা। সোণার পাত্র থেকেও বড় পাত্র রাধাকুণ্ডের পাত্রসকল। স্বর্ণপাত্র ব্যবহার দেখে কেউ ব্যস্ত হ'লে সর্ব্বনাশ। প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করি না। মাইনে পেয়ে সমস্ত টাকা হরিসেবায় দিলেই হয়। ব্রাহ্মকবিশাল করি নাই। মিছাভক্ত হ'য়ে কপটতা করছি। সোণার থাল, মোটরে কিছু অসুবিধা হ'বে না। আমাদের গুরু—পাদপদ্ম কাঠখড় সংগ্রহ ক'রে বেচে পয়সা এনে পাক করতেন। তাঁর নিকট গেলে আমাকে ভাগবতব্যাখ্যা করতে বলতেন; শুনে এমন একটী কথা বলতেন যা হাজার বছর আলোচনা ক'রলেও জানতে পারতাম না। তিনি বলতেন মাইনে নিও না, লোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে বৈষ্ণবসেবা কর।

নিষিদ্ধাচার—কৃষ্ণভক্তি ছেড়ে বৈরাগ্য দেখাতে যাওয়া।

কুটীনাটী ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে তর্কবিতর্ক করতে যাওয়া।

জীবহিংসা—পরমাংসভক্ষণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা।

কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অন্যাভিলাষ, সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভক্তিসকল 'উপশাখা'। নিড়িয়ে না দিলে মূলের গাছ বেশী হয়। কথমেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ছেদন করতে হবে। উপশাখা ছেদন না করলে সর্ব্বনাশ।

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

দাস গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রয় না করলে সর্ব্বনাশ, তাঁর চরণাশ্রয় করলে পরম মঙ্গল।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৪ দিনের

৯ নারায়ণ ৩ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি শে ৬.২৩ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ রা ৯।৫৭ সৌভাগ্যযোগ দি ৩।৮ গরকরণ।

১০ নারায়ণ ৪ পৌষ ২০ ডিসেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণদশমী মধুসূদন রা ৮.২২ চিত্রা বিষ্কম্ভা রা ১২।২১ শোভনযোগ দি ৩.৩৩ বণিজকরণ দি ৭.২৩ গতে বিষ্টি-করণ রা ৮।২২ গতে ববকরণ।

১১ নারায়ণ ৫ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শনি অবার ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণৈকাদশী ভূধর রা ১০।২ স্বাতী শুচিশ্রবা রা ২।২৬ অতিগণ্ড গোল দি ৩।৪৫ ববকরণ।

শ্রীসফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীদেবানন্দের তিরোভাব। সহর নবদ্বীপ কুলিয়ায় উৎসব।

১২ নারায়ণ ৬ পৌষ ২২ ডিসেম্বর রবি সন্ধ বাসুদেব কৃষ্ণদ্বাদশী গদাী, রা ১১.১৭ বিশাখা নক্ষত্র রা ৪.৭ সুকর্ম্মযোগ দি ৩।৩৮ কৌলবকরণ। দি ১০।১৩ মধ্যে শ্রীসফলা একাদশীর পারণ। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব। চাকদহ শ্রীপাটে মহামহোৎসব। শ্রীউদ্ধারণ গোপালের তিরোভাব।

শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে কমিশনার সাহেব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এস্; ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্ জজ মৌলভী মুজাফ্ফর আহম্মদ বি-সি-এল; সিভিল সার্জ্জন ডাঃ বি চাকরা এম-বি; কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সামসুল উলেমা কামালুদ্দিন আহম্মদ; নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বাহাদুর; রায় সাহেব অক্ষয়কুমার সেন এম-এল-সি, এ্যাড্‌ভোকেট ফরিদপুর; কৃষ্ণনগর সদর এস্‌ ডি-ও মিঃ সি,সি গুপ্ত; সেকেণ্ড অফিসার মিঃ জি, মুখার্জ্জী; অনারেরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী; ব্যারণ এইচ, ই, ভন্ কোয়েথ; হের আর্ণষ্ট জর্জ্জ সুলজ; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক বি-এল; নদীয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতিভূষণ চাটার্জ্জী বি-এল এ্যাড্‌ভোকেট, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্-এ; শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখার্জ্জী; মিঃ এস্, সি মুখার্জ্জী সার্কেল অফিসার; মিঃ এন্, এন সার্কেল অফিসার; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ সার্কেল ইন্সপেক্টর; কালীকুমার ভট্টাচার্য্য, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার প্রামাণিক বি এল্ উকীল, মহোপদেশক কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, ভুজঙ্গ-ভূষণ সরকার বি-এল, মুরারিমোহন সরকার ওভারসিয়ার, মুন্সী আব্দুল মজিদ মোক্তার, অনুকূল বিদ মোক্তার, হারাধন দত্ত মোক্তার, কালীকিশোর মুখোপাধ্যায় মোক্তার, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জমিদার, শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার সরকার, যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ, হেমচন্দ্র সরকার, ডাঃ আব্দুল রহিম, খন্দকার মহম্মদ হোসেন, মুন্সী সাজ্জাদ হোসেন, পঞ্চানন মোদক, চৌধুরী সাহেব লোকমান মণ্ডল, নিশাপতি রায়, বিজয়গোপাল ব্যানার্জ্জী; রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ; উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ; পঞ্চানন সাহা বি-এ; শ্রীদামমণ্ডল বি-এ; জিতেন্দ্র চন্দ্র চন্দ; উপেন্দ্রনাথ বসু; নিশিকেন্দু পালিত বি-এ; যোগেশচন্দ্র বসু বি-এ; হরিপদ সেন এম-এ বি-এল প্রমুখ জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৫৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৭। ধৃতকৃষ্ণাষ্টকা অপসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ॥০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-প্রদর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ॥০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ ডন্? ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। এরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—৪ঠা পৌষ, ১৩৪২, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার ২৪২তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্রনাথ

'রাজা' নাটকের অভিনয়ে স্বয়ং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় শ্রমবশতঃ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হন। তিনি কলিকাতার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে ১৮ই ডিসেম্বর তিনি শান্তিনিকেতনে যাইবেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন।

শস্য নষ্ট

সিন্ধার তালুকে বর্ণ-হিন্দুরা হরিজনদের শস্য নষ্ট করিয়াছে। তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য স্থানীয় হিন্দুদের এক জরুরী সভায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য তথাকার বর্ণ-হিন্দুদের উপর পিটুনী ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য প্রগতিপন্থী হিন্দুগণ সুপারিশ করিলেন।

নাসিকের অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহ কূপ ব্যবহারের অধিকার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে সভা-সমিতি আহ্বান করিবে।

প্রজা বিক্ষোভ

গৃহজাত দ্রব্যের উপর আমদানী এবং রপ্তানি শুল্ক বসাইবার প্রতিবাদে বালসেনা তালুকের প্রজাগণ ট্যাক্স বন্ধ করিবার হুমকি দেখায়। তাহাদের নেতা ভীকা ভীয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। তালুকদারের বিরুদ্ধে পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট দরখাস্ত করিবার জন্য প্রধান প্রধান প্রজাগণ তাহাদের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। প্রকাশ, তাঁহারা আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

সৈনিক শিবির

পাঁচগায়ের উত্তর প্রান্তে সৈনিকদের ছাউনি স্থাপিত হইয়াছে। বাহেরক ও আড়িয়ালের এলাকায় একটী মাত্র শিবির স্থাপিত হইয়াছে। শিখ ক্যাপ্টেনের পরিচালনাধীনে প্রায় ৫০ জন পাঠান সৈন্য আসিয়াছে। বজ্রযোগিনী ক্যাম্প হইতে পাঁচগাঁ পর্য্যন্ত টেলিফোনের তার খাটান হইয়াছে।

শীতের প্রকোপ

সিন্ধু প্রদেশে সহসা শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিণামফল মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। শিকারপুর ষ্টেশনে অনৈক যাত্রীকে এবং সুক্কুরের একটী বাগানের মধ্যে তিনজন শিশুকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। শস্যাদির ক্ষতি ও পশাদির প্রাণহানি হইয়াছে।

পুত্রের অপরাধে পিতা নিহত

লাহোর জেলার লালিয়ান গ্রামের একটি মুসলমান যুবক একটি বালিকার প্রণয়ে পড়ে। বালিকাটির আত্মীয় স্বজন যুবককে শাসাইয়া দেয়, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। একদিন যুবকের পিতা প্রাতঃকালে বাহির হইলে হঠাৎ চারিজন লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করে পুত্রের অপরাধের জন্যই পিতাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।

পাদুকাঘাত

অনৈক কনেষ্টবলকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধাপ্রদানের অপরাধে নিজাম শাহ এবং আলিম শাহ নামক দুইজন পাঠানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জব্বলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেকের প্রতি ৪০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীদ্বয় বিধান লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিল। কনেষ্টবল প্রশ্ন করিলে উহারা কনেষ্টবলটীকে জুতা মারিয়াছিল।

পতিতা-সমস্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত কিশোরী মোহন চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, বাঙ্গলার কোন জেলায় কত পতিতা আছে তাহা বলা যায় না। তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। পতিতা থাকিলে যৌন-ব্যাধি বিস্তার লাভ করিবেই বাঙ্গলায় যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে ইউরোপের অনুকরণে এবং চিকিৎসক দিয়া পতিতাদিগকে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক নহেন।

কয়েদীর পলায়ন

পাটনা সহরের একটী জেল হইতে দুইজন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে চুরির অপরাধে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, সে গুনার পার্শী নামক হোটেলে গিয়াছিল। হোটেলের লোকদিগকে বলিয়াছিল যে, তাহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে

শোচনীয় দুর্ঘটনা

কানপুর ড্রেণের মধ্যে কাজ করিবার কালে ড্রেণের দেওয়াল চাপা পড়িয়া তিনজন লোক নিহত ও চারজন জখম হইয়াছে। আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ড্রেণের মধ্যে কুলীরা মাটী চাপা পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইয়া পুলিশ ও সেবাসমিতির সভ্যগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে মাটি সরাইয়া বাহির করে।

দূতাবাসে চুরি

প্রকাশ, আফগান দূতাবাস হইতে ৮০০ টাকা চুরি গিয়াছে দূতাবাসের অনৈক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট

গত রবিবার খিদিরপুর এবং গালিতলায় জাহাজী মজুরদের এক বিরাট সভা হয়। পায় দেড়হাজার জাহাজী এক মিছিল করিয়া যোগদান করে। সভায় মজুরদের ঠিকার কাজের ষ্ট্রাইক সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ষ্ট্রাইক চালনা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ এক ধর্ম্মঘট চলিয়া আসিতেছে।

পদত্যাগ

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক পদত্যাগ করিয়াছেন। শারীরিক অবস্থার জন্য তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন আগামী সপ্তাহে নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে। প্রকাশ, ডাঃ বেনেসই এই পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির জন্য এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই মুক্তি পাইবে। তিনি বর্ত্তমানে যে প্রাসাদে বাস করিতেছেন তথায় বসবাসের অধিকার পাইয়াছেন। তিনি জীবদ্দশায় ১২০০০০টাকা করিয়া ভাতা পাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯ | ৪ঠা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার | ২৪২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে কমিশনার সাহেব

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাস আই-সি-এস্ মহোদয় গত ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসিগণ শ্রবণ-সদনে যে মহতী সভায় অধিবেশন হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠকগণ গতকল্য পাইয়াছেন। উক্ত সভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে উপস্থিত সজ্জনগণকে সান্ধ্যজলযোগে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। তৎপরে কমিশনার সাহেব ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীযোগপীঠদর্শনে যান। তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কমিশনার সাহেবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কমিশনার সাহেব ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীধামের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া এবং পরমার্থ-বিষয়ে বহু কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

মাগুড়ায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ যশোহর জেলার নড়াইল, বিনোদপুর প্রভৃতি স্থানের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ১৮ই অগ্রহায়ণ উক্ত জেলার অন্তর্গত মাগুড়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথাকার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার আলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক স্বামীজী সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করেন।

অমর্ষিতে প্রচার

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি গৌড়ীয়মঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী পূর্ব্ব অমর্ষির প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল ও ডাঃ তারাপদচন্দ্র পাল সাব্ এসিস্টেন্ট সার্জ্জন মহাশয়ের গৃহে তাঁহাদের সাদর আহ্বানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ করেন।

পাঠের মর্ম্ম—প্রহ্লাদ মহারাজকে ত্রিবর্গ শিক্ষা দিয়া তাঁহার গুরু ষণ্ডামর্ক পিতার নিকট লইয়া যান। প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বৎস, তুমি এতদিন গুরুগৃহে যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তন্মধ্যে যাহা উত্তম বিবেচনা কর তাহা আমাকে বল। উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"
(ভাঃ ৭।৫ ২৩-২৪)

পণ্ডিতজী নানা উদাহরণদ্বারা এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনই একমাত্র উত্তম অধ্যয়ন। মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?' রায় উত্তরে ব'লয়াছিলেন—"কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥" "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী উদ্ধারলীলায়ও দেখিতে পাই—"এই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥ পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ?"

প্রভুপাদপদ্মে প্রার্থনা

[সাত বৎসরের বালক শ্রীমান্ গৌরেন্দ্রকিশোর মিত্রের লিখিত]

এ ক্ষুদ্র জীবনে আমি বুঝিব কি আর
ভাবিলে বুঝিতে পারি কৃষ্ণই সবার ;
প্রহ্লাদ-চরিত্র-পাঠে জ্ঞানের উদয়
কৃষ্ণের মহিমা শুনে প্রফুল্ল হৃদয়।

আমি কে যে, কেবা কার, জগতে না জানি
কৃষ্ণই সবার হেতু তাঁহাকেই মানি ;
কৃষ্ণনাম বিনা কার গতি নাহি আর
বুঝবার হ'লে বুঝে কৃষ্ণই সবার।

যা ব'লে আসিয়াছিনু এজগতে আমি
তাহাহ কৃতার্থ ব'লে সততই জানি ;
সেথা বলে সব শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল
এই যে সুখদ কথা সঙ্গে নিয়ে চল।

কি দিব আমার আছে নাম ছাড়া আর
একটু ভাবিলে আছে সব বুঝিবার ;
কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া আর চলিবে না কিছু
জড়েতে জড়িত সবে ধায় পিছু পিছু।

গোলোক-ধামের কথা মানুষ বুঝায়
কিন্তু জড়াসক্ত জীব কৃষ্ণকে না পায় ;
কৃষ্ণ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই
জগৎ অনিত্য বস্তু শান্তি নাহি পাই।

কোথা হতে আসি মোরা জড়ীয় জগতে
কৃষ্ণ ছেড়ে দুঃখ শুধু না পারি সহিতে ;
তাই ভাবি সতত সদ্‌গুরু কোথায়
শিক্ষা পেতে কৃষ্ণনাম লইব তথায়।

হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !! বলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গুরুর কৃপায় আমি সব বিস্তারিয়া ;
রহিব সন্তুষ্টমনে অমৃত পাইয়া
দিবারাত্র কৃষ্ণনামে রহিব মজিয়া।

আজি যে সিদ্ধান্তবাণী শুনিয়াছি মোরা
সিদ্ধান্তের সার কথা দৃষ্টান্তে গোরা ;
আঁধার কাটায়ে সবে দিতেছেন যিনি
জীবের কল্যাণ হেতু সকলের তিনি।

গৌরকৃপা ব্যতিরেকে কে পারে বুঝিতে
জগতের একপ্রান্ত অন্য প্রান্ত হ'তে ;
সেই সে সিদ্ধান্তবাণী বহুল-প্রচারে
প্রচারিছে প্রতিদিন দ্বার তার ঘরে।

জানিয়াছি প্রভু তুমি আসিয়া ধরায়
বিলাইলে কৃষ্ণনাম যথায় তথায় ;
বুঝে না মানববৃন্দ নির্দ্দয় হইয়া
প'ড়ে থাকে মায়া-গর্ত্তে চক্ষুটী মুদিয়া।

প্রভুর কৃপায় আজ জগতে প্রকাশ
দেশে দেশে তাই কৃষ্ণনামের বিকাশ ;
ধন্য প্রভু আসিয়াছ গৌর-সরস্বতী
বৃথা কালচক্র হ'তে ফিরাইতে মতি।

আমি যে তোমারি কৃপা পাইবার তরে
রাখিয়াছি স্থায়ী ভাব অন্তরে অন্তরে ;
কৃষ্ণ বিনা আমাদের অন্য গতি নাই
তাই সবে আজ মোরা কৃষ্ণগুণ গাই।

সাত বৎসরের শিশু প্রকাশি কেমনে
তোমার অপূর্ব্ব বাণী যেমনে তেমনে ;
কৃষ্ণনাম বিলাইছ জগৎ ভরিয়া
মাতিছে কতই ভক্ত আনন্দ করিয়া।

নদীয়া-প্রকাশ পত্রী নিত্যপাঠ করি
দাদুর নিকটে থেকে বলি হরি হরি ;
এমন অপূর্ব্ব লেখা পড়ে যেই জন
তাঁহার চিন্ময় চক্ষু খু'লবে তখন।

সরস্বতী তুমি আজ সিদ্ধান্তের সার
কালের হিতের তরে বল বার বার ;
কৃষ্ণনাম ব্যতিরেকে অন্য নাহি আর
তুমি বিনা বুঝাইতে সাধ্য নাহি কার।

তোমার চরণতলে রহিব সতত
বাসনায় চিত্ত মন থাকে অবিরত ;
দূরে থেকে ভাবি তবু তব শ্রীচরণ
মায়াপুর ধামে গিয়া লইব শরণ।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কিন্তু—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো
হি সঃ॥"

এই সসীম জগতে যে সকল কার্য্য করা হয় তাহা ধর্ম্মের জন্য না হইলে নিরর্থক; ধার্ম্মিক যদি বৈরাগ্যবিশিষ্ট না হন এবং সেই বৈরাগ্য যদি তীর্থপাদের সেবার জন্য না হয় তবে উঁহার আচরণকারী জীবন্মৃত। তাঁহার সব চেষ্টা নিষ্ফল। তিনি সর্ব্বতোভাবে মৃত অর্থাৎ শব।

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
(ভাঃ ২।৩।২৩)

ভক্তিতে না পৌঁছিলে জীবনলাভ বৃথা হইবে। তাহাতে বস্তুতঃ মৃত অবস্থায় জীবনধারণ মাত্র, মঙ্গলের কোন যত্ন হইল না। জীবন্মুক্ত 'কর্ম্মণা,' 'মনসা' 'গিরা' অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিসেবা-নিরত। কৃতী হইয়া বিশ্বের চিন্তা না করিয়া তার প্রভুর চিন্তা করা ভাল। হরির দাস্য এক। হরিমায়ার প্রভু হওয়া বিচার আর। মায়া বহুরূপিণী। যাঁহারা সত্য সত্যই বিষয়টি আলোচনা ক'রেছেন, তাঁহারা জানেন মায়া কিরূপ বহুরূপিণী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যাহা মাপা যায়, তাহা মায়া। কিন্তু অধোক্ষজ হরির দাস্যবিচার উপস্থিত হ'লে তাঁহার নাম সেবা। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরাদি আলোচিত হ'লে কর্ম্মাশ্রিতা সুদূরীভূত হয়, প্রবৃত্তি হরিসেবায় যায়, হরিমায়ার প্রভু হ'বার বুদ্ধি থাকে না। 'কর্ত্তাহং' বুদ্ধি চলিয়া যায়, প্রাকৃত বিচার ভাল লাগে না। হরির দাস্যে লাভ অনুভূত হয়। কি প্রকারে দাস্য—'কর্ম্মণা, মনসা, বাচা।'

প্রণয়ে বা বাগাবতায় কিংবা আত্ম-লোধাবিধান প্রভৃতি কল্পনায় মনকে বিশ্ব-ধ্যানে নিয়োগ করলে অথবা তদ্বিপরীত নির্ব্বিশেষবিচারে উপস্থিত হ'লে সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। কিন্তু সেবোন্মুখিনী বৃত্তিতে কায়মনোবাক্য দ্বারা হরি-সেবাপরা বুদ্ধি হইলে অধোক্ষজের সন্ধান লাভ হয়। সব কার্য্য হরির সম্বন্ধে হইলেই একমাত্র মঙ্গল। হরিসেবা না করিলে মৃত থাকাই হইল। নিকোলা,টেগ্‌লা প্রভৃতি যান্ত্রিক পণ্ডিতগণের চেষ্টা—'তস্মা কিং ন ঘসন্তু?' বিচারের পথাবলম্বক। বড় বড় বুদ্ধিমান্ এসব কথা বুঝতে না পেরে civic order স্থাপন করাকে খুব বড় কাজ মনে করেন।

"যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব॥
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

শ্রুতিগণ জড় নিরসনের জন্য নির্ব্বিশেষ বিচার উল্লেখ ক'রে চরমে চিৎ-সবিশেষের উদ্দেশ দেন। 'শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্' 'বেদৈঃ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' প্রভৃতি ভাগবত ও গীতার শ্লোক তাহার প্রমাণ। যাহাদের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার সৌভাগ্য না হয়, তাহাদের বিচার নির্ব্বিশেষবাদে আটকাইয়া যায়—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্যের উপলব্ধি ভুল হইয়া গেল। নির্ব্বিশেষবাদিগণকে মানসিক চিন্তাস্রোত হ'তে অবসর দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ১৯ পঃ)

প্রভৃতি পয়ার কীর্ত্তন ক'রলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা যাঁ'রা কর্ণে গ্রহণ ক'রতে পারেন নাই, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহারা আদৌ পড়েন নাই। ভক্তির অবলম্বন—শ্রবণ,কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতি। উহা অধোক্ষজ ভগবানে প্রযোজ্য।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ। উহা ভগবান্ শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরময় বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাদি অনুশীলন করা প্রয়োজন। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যম্' ভক্তির দ্বারাই ভাগবতের অনুশীলন সম্ভব। ভক্তির প্রথম স্তরেই দেখা যায়, আদৌ গুরুপাদাশ্রয়,সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্। ভক্তির মূল সাধুসঙ্গ। অনুশীলন অনুকূলে হওয়া দরকার এবং সত্য সত্য গুরুর পদাশ্রয়ের প্রয়োজন, লঘুর পদাশ্রয় নহে।

'স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ
স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥'

তাঁহার নামাদিতে প্রবেশ লাভ করতে হ'লে নিজ অপেক্ষা উন্নত স্বজাতীয়-আশয়বিশিষ্ট ব্যক্তিতে শ্রদ্ধা প্রয়োজন।

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।'

বৈষ্ণবের প্রিয় একমাত্র ভাগবত। বৈষ্ণব ২৪ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভাগবতার্থ অনুশীলনে রত।

ব্যবহার-কার্পণ্য

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

সাত্বতসংহিতার এই অমলপ্রমাণধারা নরত্বের তাদৃশ পরমোপযোগিতা ও সুদুর্ল্লভত্ব অবগত হইয়াও যাহারা সেই পরমোপযোগী বস্তুর সাহায্যে প্রাপ্যফলের অনুসন্ধানে নিরত না হয়, তাহারা আত্মঘাতী। আবার যাহারা সুদুর্ল্লভ নৃদেহের এবম্বিধ ব্যবহারকার্পণ্যযুক্ত আত্মঘাতী হইতে হয়, ইহা বিশেষভাবে অবগত হইয়াও নরত্বের সদ্ব্যবহার না করে, তাহারা সজ্ঞানে হলাহলপানকারী। যাহারা নৃদেহের সদ্ব্যবহার না করে তাহাদের জন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর পরিতাপ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
দুর্ল্লভ জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

জীবের যাবতীয় কার্য্যের বৈফল্যাধারে দুইটী কারণ বর্ত্তমান—একটী অজ্ঞতা ও অক্ষমতাজাত, অপরটি কার্পণ্য ও অলসতা-প্রসূত। এতদুভয়ের মধ্যে অক্ষমতাযুক্ত যাহাদের বিফলতা লক্ষ্য হয়, তাহারা বরং ক্রমপন্থায় চেষ্টাদ্বারা সাফল্যের আশা রাখিতে পারে, কিন্তু অলসতার আশ্রয়কারী বা কার্পণ্যসেবীর সে আশার অবসর নাই। কেন না, অলস বা কার্পণ্যসেবীর কার্য্য করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে, অথচ সে সেই শক্তির ব্যবহার না করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং কার্য্যকরী শক্তি যাহার নাই, তাহার ব্যবহার-কার্পণ্য বরং তত দোষাবহ নহে, কিন্তু কার্য্যকরী শক্তি থাকা সত্বেও যাহারা তচ্ছক্তির চালনায় কার্পণ্য-প্রদর্শনকারী, তাহাদের সেই "জেগে ঘুমানো" অবস্থার পরিণাম অতিশয় ভীষণ।

আমরা মানবদেহধারী, আমাদের প্রাপ্ত দেহ সর্ব্বপ্রকারে পরমোপযোগী। অন্যান্য দেহধারীর সম্বন্ধ-বিচারে যোগ্যতা নাই, কিন্তু পরমকরুণাময় শ্রীহরি মানবদেহধারী আমাদিগের প্রতি অহৈতুককৃপাপরবশ হইয়া উক্ত সম্বন্ধ-বিচার-যোগ্যতাও প্রদান করিয়াছেন। তাই আমরা শ্রৌতপন্থাশ্রিত বিচারবুদ্ধিবলে আমাদের নিত্যমঙ্গলের রাস্তা এবং অমঙ্গলের কারণনির্ণয়ে অনভিজ্ঞ নহি। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-করুণার অধিকারী হইয়াও আমরা যদি যাবতীয় সামর্থ্যের অধিকার-প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত না হই তাহা হইলে সেই সমস্ত কার্য্যোপযোগী বিষয়সমূহের যথাবিধ সদ্ব্যবহার না হওয়ায় সেই কৃতঘ্নতাজাত পরমদোষাবহ ব্যবহারকার্পণ্য আমাদিগকে চিরবৈফল্য-কূপে নিমজ্জিত রাখিবে না কি?

পশ্বাদি-যোনিপ্রাপ্ত জীবকুলের আত্মোদ্ধারে বৈফল্য বরং তাদৃশ দোষাবহ নহে, কারণ সে বৈফল্য তাহাদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাজাত। সুতরাং তাহাদের আত্মোদ্ধারে বিফলতা-সাম্যের ন্যূনাধিক কৈফিয়ৎ বর্ত্তমান। কিন্তু অহৈতুক কৃপাময় ভগবানের কৃপাপ্রদত্ত সদসদ্বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নরদেহধারীর ত' সে কৈফিয়ৎ প্রদর্শনের অবসর নাই। অধিকন্তু তাহাদের সদসদ্-বিচারদ্বারা নরদেহের সুদুর্ল্লভত্ব, উপযোগিতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে তদুপযোগী সুদুর্ল্লভ দেহের ব্যবহারে কার্পণ্য আবাহন, ইহা ভীষণ অপরাধের জনক—

"জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু"

এই দুরবস্থাপ্রাপ্তির ইহাই সুলক্ষণ অবসর।

শাস্ত্র এতাদৃশ কার্পণ্যসেবিগণের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

যিনি শব্দব্রহ্মের তত্ত্বাবগতির উপযুক্ত বৃত্তিসমূহ লাভ করিয়াও সেই শব্দব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া ইহলোক অর্থাৎ সাফল্যপ্রদ এই মর্ত্ত্যলোক অথবা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ হইতে গমন করেন অর্থাৎ অনিবার্য্য নিয়তির করালচক্রদ্বারা অপসারিত হন, তিনি কৃপণ। কৃপণের বিষয়সমূহ কেবল দুঃখপ্রদ, উহাদ্বারা কোনপ্রকার সুবিধা লাভ হয় না—ন ভোগায়, ন ত্যাগায়।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৯ দিনের

১০ নারায়ণ ৪ পৌষ ২০ ডিসেম্বর শুক্র তিথি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণদশমী মধুসূদন রা ৮।২২ চিত্রা বিষ্কম্ভ রা ১২।২১ শোভনযোগ দি ৩।৩৩ বণিজকরণ দি ৭।২৩ গতে বিষ্টিকরণ রা ৮।২২ গতে ববকরণ।

১১ নারায়ণ ৫ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শনি অদ্যায় ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণৈকাদশী ভূধর রা ১০।২ স্বাতী অতিগণ্ড রা ২।২৩ আতপত্র গোল দি ৩।৪৫ ববকরণ।

শ্রীসফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীদেবানন্দের তিরোভাব। সহর নবদ্বীপ ফুলিয়ায় উৎসব।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO C 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই পৌষ, ১৩৪২, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার [২৪৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

কুলী ও পুলিশে দাঙ্গা

সিন্দুরখান চা-বাগানের কুলীরা মদ চোলাই করে সন্দেহ করিয়া একদল সশস্ত্র পুলিশ ঐ বাগানে হানা দেয়। কুলী ও পুলিশ দলের মধ্যে তুমুল দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় ৫ জন কুলী নিহত হইয়াছে এবং ২৯ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ২১ জন কুলী ৮ জন পুলিশ।

আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল অস্ত্রধারী পুলিশ লইয়া ঐ বাগানে হানা দেন। তাঁহারা মদ চোলাই করিবার সাজ-সরঞ্জাম হস্তগত করিলে কুলীরা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। পুলিশ গুলী বর্ষণ করে, ফলে পাঁচজন কুলী তৎক্ষণাৎ নিহত ও ২১ জন আহত হয়।

কুলীরাও প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। ৮জন পুলিশ ও বাগানের ম্যানেজার আহত হইয়াছেন।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টর ও সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যায়। ডেপুটী কমিশনার এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

হত্যা

প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে একজন শিখকে হত্যা করার অভিযোগে জালাল নামে একজন মুসলমান কলু এবং আরও দশজন চালান হয়। কিন্তু দায়রা জজ বে-কসুর খালাস দেন। প্রকাশ, নিহত শিখের পুত্র তাহাদের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় থাকে। সন্ধ্যার কলু যখন বাহির হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন হঠাৎ দুইব্যক্তি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। একজন জালালের বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করিয়া দেয়। জালালের চীৎকারে কয়েকজন গ্রামবাসী উপস্থিত হয়। কিন্তু আক্রমণকারীরা উধাও হয়। কিছুকালের মধ্যেই জালাল মারা যায়।

তহবিলের অভিযোগ

মান্দালয় রেস ক্লাবের অর্থ আত্মসাৎ করার অপরাধে উক্ত ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীকে মান্দালয়ের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দায়রা জজ আপীলে দণ্ড হ্রাস করিয়া নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিভিসনের দরখাস্ত করা হইলে বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, দণ্ডকাল হ্রাস করিলে অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

অভিযোগ

'আজাদ' নামক একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ডাঃ ফজলুর রহমান এবং মুদ্রাকর মৌলভী গোলাম মুস্তাফাকে প্রেস আইনে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দান করিয়াছেন। প্রকাশ, মুদ্রাকর উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকরের কার্য্য ত্যাগ করেন। কিন্তু মুদ্রাকরের নূতন নামজারী ব্যতীত পত্রিকা বাহির হয়। সম্পাদক বলেন যে, মুদ্রাকর কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানিতেন না।

পদাঘাতে মৃত্যু

প্রকাশ, সুশীলাবালা নাম্নী জনৈকা বিধবা মুংলেরের সঙ্গে তাহার চট্টগ্রামের বাসায় থাকিত। একদিন সুশীলার সঙ্গে আসামীর ঝগড়া হয়। এবং আসামী সুশীলার তলপেটে লাথি দেয়। তাহাতে সুশীলা প্রাণত্যাগ করে। পরীক্ষার ফলে নির্দ্ধারিত হয় যে লাথির জন্য তলপেটের অন্ত্র ফাটিয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা

হিন্দুমন্দির সংস্কার করিবার জন্য হিন্দু মহাসভা ২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। হিন্দু মন্দির পুনর্গঠন কমিটি আসামের পাহাড় অঞ্চলে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ বাবদ ১০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

লাহোরের অবস্থা

লাহোরে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে সহরে এই গুজব যে এক স্থানে দাঙ্গায় একজন লোক আহত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একজন মুছলমান কর্ম্মচারী চলন্ত লরী হইতে আহত হইয়া মারা যায়।

পদত্যাগ

মৌলবী ফজলুল হক সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ ইস্তফা দিয়াছেন। তিনি পদত্যাগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনিচ্ছুক প্রকাশ, তাঁহার পদত্যাগপত্র বুধবারের কর্পোরেশনের সভায় আলোচনা হইবে কারণ ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে নোটীশ না পাইলে কোনও বিষয় কর্পোরেশনের সভার কার্য্যতালিকায় গ্রহণ করা হয়না।

হত্যায় অভিযোগ

একটী খৃষ্টান বালকের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে সিরাজদীঘা থানার ডাঃ নন্দলাল সেন অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সেনকে মুক্তি দিয়াছেন। প্রকাশ, বালকটি কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। ডাঃ সেন ইন্‌জেকসন দিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকটী কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া ডাক্তার সেনকে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

শান্তি প্রস্তাব সংশোধন

সিনর সিরাতি মঃ লাভালকে জানাইয়াছেন চারিটি বিষয়ে সিনর মুসোলিনী শান্তি পরিকল্পনা সংশোধন চাহেন। সমস্ত টিগ্রে ইটালীর অধিকারে থাকিবে। আসাবের কর্তৃত্ব ইটালীয়দের হাতে থাকিবে। আবিসিনিয়াকে শুধু বন্দরের অধিকার দেওয়া হইবে দক্ষিণ আবিসিনিয়ায় ইটালীয় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য, বৈদেশিকগণের জন্য সমস্ত সুবিধা বাতিল করিয়া দিতে হইবে পুলিশ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইটালীর থাকিবে।

কবিরাজের আত্মহত্যা

চট্টগ্রামের তরুণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দাসগুপ্ত আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কারণ জানা যায় নাই।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

হায়দ্রাবাদ সিন্ধ জেলার আদগীর গ্রামের জনৈক সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তি, তাহার পত্নী এবং তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় শিশু পুত্রকে একদল ডাকাত হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, দুর্ব্বৃত্তগণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহে প্রবেশ করে এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া অলঙ্কার ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়। বাড়ীর ভৃত্যগণ পলায়ন করাতে এই ঘটনার বিষয় জানিতে পারে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কট চার্চ কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম.এ. মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিবার জন্য প্রকাশিত এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে নব হইতে এই বিরাট, আকর ও অমূল্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বরচিত মুখবন্ধ (Foreward) ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমিক শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১২॥০ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সংযোজিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী প্রভৃতি নিখুঁত সূচী-পত্র। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২ বারটাকা স্থলে—৬ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। **গৌড়ীয়** মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৫	৯-৩৯	১২-১৯	১২-৫২	১৫-৪১	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৬	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-১১	১৯-১১

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০ ৬॥০
বাঁকতুলসী	৫৶০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪॥০ ৪॥৶০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩ ০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭॥০
পতিরাম		৪৯.

চিনির দর

সাদা জাভা বোর্ড	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৶০ ৯॥৶০
,, লাল ,,	৮॥৶০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৶০-৫
উৎকৃষ্ট	৪৸৶০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪॥০-৪॥৶০
আটা (বি)	৪॥৶০-৪৸০
সুজী	৪৸৶০-৫৲
আটা (এস)	৪৶০-৪০৲
আটা (২)	৪৶০-৪/০
আটা (কে)	৩৸০-৩৸৶০
আটা (৩)	৩৶০ ৩।০
পোলাড ভুষি	১৸৶০-২৲
ভুষি	১৸৶০-১৸৶০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

প্রতি ভরি

ঢাকশালের বার	,,	,,	৩৪॥৶১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪॥/১০
গিনি	,,	,,	২২॥/০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,,	,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২০শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা	৬৲-৬।০
ঐ বে-মাকা তাহা ওজন	৫৶০-৫॥৶০
বরগা (টী আয়রণ)	৬॥৶০—৬৸৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬।০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন — ৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸০০	২৪ গেজ ৯॥/০
২৬ গেজ ১১৶।০	ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০
গ্যাঃ বিল্ডিং (নটকা) ১২২ক্কি ।/৫	॥৶১০পীস
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,	
২৬ গেজ ১০৸৶০	
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডল	৭।০-৭॥৶৪
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০-৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫।৶০ হন্দর
রড কাটিং	৫।৶০-৫৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲-৬৶৭

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৶১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।/০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১০ম বর্ষ — ১০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯ ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার — ২৪৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্যাল কর্ত্তব্য ও অন্যান্য বহু সেবকের নিকট শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্বন্ধ ও অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা হইয়াছে। ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ না হইলে যে ভগবৎসেবা সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না তাহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* * *

সন্ধ্যার সময় শ্রীল প্রভুপাদ এক ভক্তসহ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠে গমন করেন। তথায় 'ভক্তিজগৎ-তোরণ' ও 'নিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালা' পরিদর্শন করিয়া গৌরকুণ্ডের ধারে ধারে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। প্রভুপাদের ভ্রমণ-সময়ে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদের সুশিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। নাস্তিকতার প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ায় অনেক স্থানেই ছাত্রগণের মধ্যে যেরূপ দুর্বিনীত ও দম্ভপূর্ণ অবস্থা দৃষ্ট হয় তাহা অত্যন্ত ও আশঙ্কাজনক। সুখের বিষয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুশিক্ষার ফলে তাহা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের হৃদয়কে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না। এখানকার শিক্ষকগণ আদর্শচরিত্র এবং তাঁহাদের প্রত্যেকটী ছাত্রের উপরই বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। ফলস্বরূপে আমরা ছাত্রগণের বিনয়নম্র ব্যবহার, গুরুজনে ভক্তি ও ভগবদনুশীলনে প্রীতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত। সকল ছাত্রেরই এক স্তরে অবস্থান সম্ভব নহে। তবে তাঁহাদের মধ্যে এমন ছাত্রও আছে যাহার চরিত্র, যে কোনও দিক দিয়া বিচার করা যাউক না কেন, আদর্শ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইবার যোগ্য।

* * *

গৌরকুণ্ড-পরিক্রমান্তে শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে প্রণত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ আসন পরিগ্রহ করেন এবং হরিকথা বলিতে থাকেন। ভক্তগণ আচার্য্যদেবের অনুগমনে প্রণাম করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকেন।

* * *

শ্রীযোগপীঠের দৃশ্য অতি চমৎকার হইয়াছে। গগনভেদী সু-উচ্চ শ্রীমন্দির বহু দূর হইতে যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীমন্দির-সম্মুখে সুবিস্তৃত অনাবৃত ভূখণ্ড, দক্ষিণ-পার্শ্বে 'গৌরকুণ্ড' নামক স্বচ্ছতোয় প্রশস্ত জলাশয়। সন্ধ্যার পরে শ্রীমন্দিরের বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা শ্রীগৌরকুণ্ডের জলে প্রতিফলিত হইয়া মনোমুগ্ধকর শোভা বিস্তার করিয়াছে। প্রায় এক ক্রোশদূরবর্ত্তী সুরধুনীর বক্ষেও ঐ আলোকমালা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—এই সকল ভোগ দর্শনের পরিবর্ত্তে সেবাদর্শন হওয়া দরকার। এই সকল শোভা আমার দর্শনেন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তিবিধান করিবে, এই বিচার হইলেই অসুবিধার কথা। উহারা আমার ভোগের জন্য নহে—যাদেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য। তাঁহার সেবার উপকরণরূপে ঐসকল দেখিতে পারিলে সেবাদর্শন হইবে। সেব্যের সেবার উপকরণসমূহও আমাদের সেব্য।

* * *

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। হরিকথার আলোচনা না হইলে ভোগাবিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমরা প্রতপ্তে দগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িব। প্রজল্পে সময় কাটাইলে আর মায়াবাদ হইবে না—গ্রামবাস হইয়া গেল—অসুবিধায় পড়িয়া গেলাম। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদি-জল॥"

কত ভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম পাওয়া গিয়াছে; কত ভাগ্যফলে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রজল্পে সময় কাটাইলে এই সৌভাগ্যকে পদদলিত করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথার আলোচনায় ও হরিসম্বন্ধি সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। প্রজল্পের সৌন্দর্য্য ভগবৎপ্রসঙ্গের অনুশীলনে।

শ্রীযোগপীঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কি-প্রকারে নিষ্কিঞ্চনভাবে হরি-সেবা করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কিছুকাল হরি-কথা কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোক ব্যাখ্যা করেন—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

[অহো, পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষ-সকল কি ভিক্ষা দেয় না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপসন্ন ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? পণ্ডিত-গণ কেন ধনদুর্মদান্ধ ব্যক্তিগণকে ভজন করেন?]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য শুক্রবার কতিপয় সেবকসহ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। আগামী পরশ্ব শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম-বার্ষিক-বিরহ-স্মৃতি-সভা হইবে। তৎপরে পুনরায় শ্রীধামে প্রত্যাগমন করিবেন, এইরূপ কথা আছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের গত ১৯শে ডিসেম্বর বোম্বে পৌঁছিয়া অদ্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিবার কথা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত বুধবার চাকদহ শ্রীবংশী পণ্ডিতের শ্রীপাটে গমন করিয়াছেন। আগামী কল্য তথায় বার্ষিক-মহোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ নারায়ণ, অবায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪১

ভক্তিপ্রদা সুকৃতি

——:•:——

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ ভক্তিপ্রদা সুকৃতির উদয় হইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গের যে সকল অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা একাদশ্যাদিতে উপবাস, ভগবল্লীলা-ক্ষেত্রের দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথি-বোধে ভক্তদের সেবা, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের শ্রীমুখ হইতে ভগবৎকথা-শ্রবণ প্রভৃতির কোনও একটি যদি অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রহিত হইয়া ঘটনাক্রমে বা লোকপরম্পরায় অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ভক্তিপ্রদা সুকৃতির উদয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে বহুজন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে 'শ্রদ্ধা'র উদয় হয় কিন্তু ঐ কার্য্যে যদি ভুক্তি বা মুক্তির স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে সুকৃতি ভক্তিপ্রদা হয় না, ফলে ভগবদ্ভজনে 'শ্রদ্ধা'র উদয় হয় না।

অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ করিবার স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হয়। সাধুসঙ্গ ফলে সাধন ও ভজন ক্রমে ক্রমে লাভ হইয়া থাকে। ভজন করিতে করিতে অনর্থসকল দূর হয়। অনর্থ বিদূরিত হইলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে যে 'শ্রদ্ধা'র উদয় হইয়াছে, তাহা নিশ্চল হইয়া নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। সেই নিষ্ঠা ক্রমশঃ অধিকতর নিশ্চল হইয়া "রুচি" হইয়া থাকে। সেই রুচি ভক্তির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ আসক্তিরূপে পরিণত হয়। আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে ভাব বা রতির উদয় হইয়া থাকে। সেই রতি সামগ্রীযোগে 'রস' হয়। এই রসই প্রেমোৎপত্তির কারণ।

শরণাগতি ব্যতীত সাধুসঙ্গ বস্তুতঃপক্ষে সুষ্ঠুরূপে হয় না। স্ব স্ব ধর্ম্ম অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য-ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিলাভের জন্য যে একান্তভাবে সাধুর পাদপদ্ম আশ্রয় তাহাতেই শরণাগতের পূর্ণলক্ষণ। যাঁহার সমুজ্জ্বলভাবে যতটা শরণাগতি হইবে, তিনি সেই পরিমাণে পরমেশ্বর-সেবালাভে সমর্থ হইবেন। ঈশ্বরের কৃপা কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিচার করে না, তথাপি শরণাগতির এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা যে, তাহা ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করিতে পারে। শরণাগতির প্রতি উদাসীন থাকিয়া বহু জন্মের জ্ঞানকাণ্ডে যাতায়াত করিলে বা নাম করিবার অভিনয় করিলেই যে আমাদের সুবিধা হইবে, এরূপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় অপরকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলে বা কৃত্রিম উপায়ে নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া কপট প্রেমিক সাজিলেই যে ভগবানের করুণা লাভ হইবে, তাহা নহে। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামী, তিনি অন্তরের কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তাই মহাজনবাণী—

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ
টীকয়া।"

অন্তর্য্যামী অন্তর জানেন বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বিচারে নিতান্ত অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তিও শরণাগতির ফলে ভক্তিযোগে শ্রেষ্ঠত্বে অধিকার করেন। আবার দাম্ভিক, অহঙ্কারী ব্যক্তি বিদ্যার গৌরবে স্ফীত হইয়া যমযাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভের পথ খুঁজিয়া পান না। যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি বহুভাগ্যফলে লাভ হইয়াছে এবং যাহা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সাধুর পাদপদ্মে আনয়ন করিয়া সেবানন্দের সুযোগ দিয়াছে, তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া যদি শরণাগতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করি—সেবা করিবার পরিবর্ত্তে যদি সেব্যের আসনগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি—গুরুসেবকগণকে অল্পবয়স্ক বা জাগতিক হিসাবে আমাপেক্ষা অল্পজ্ঞানী বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে সব সুকৃতি শুষ্ক হইয়া যাইবে, আমাকে অভিমান সহ আবার চৌরাশি লক্ষ যোনিভ্রমণে বহির্গত হইতে হইবে। সেই ভ্রমণের সময় যদি সুকৃতিলাভের সুযোগ না হয় তাহা হইলে যে কত চৌরাশিতে যাইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নিজকে বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া অভিমান সহকারে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলে বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়, কি অজ্ঞতার প্রকাশ হয়—নিজের উপকার হয় কি অপকার হয়, তাহা বুঝিতে বোধ হয় আমাদের আর বেশী মাথা ঘামাইতে হইবে না। শরণাগতির সংস্রবেই সুকৃতির পুষ্টি। শরণাগতির আশ্রয়েই সুকৃতি ভক্তিলতিকায় পরিণত হইবার সুযোগ পায়। সেই লতিকায় যে মনোরম পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহার পরিচয়—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

সুতরাং ঐ ভক্তিলতিকায় প্রস্ফুটিত পুষ্পের আলোক যখন আমাদের নির্ম্মল অন্তঃকরণ আলোকিত করিবে তখন আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি রাজা, আমি প্রজা, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ আমি সন্ন্যাসী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, এই প্রকার অভিমান কিছুই থাকিবে না, থাকিবে স্বাভাবিক দৈন্য—নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান, নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দাসগণের যাঁহারা দাস, আর তাঁহাদের দাস—তাঁহাদের পাদপদ্ম আমার অবলম্বন। এই যে 'দাস-দাস' অভিমান, ইহাতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞানের স্থান বিন্দুমাত্রও নাই। বস্তুতঃপক্ষে ঐ দ্বিতীয় জন্মে যে সার উদ্গম হয়, তাহাতেই ভক্তিলতিকার শ্রীবৃদ্ধি এবং সুকৃতির সদ্ব্যবহার হয়।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

——::•::——

গঙ্গা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(২)

ভাগবত কি ?—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্
বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং
জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ ভক্তি-সহিতং
নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো
ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

বৈষ্ণব পরমহংস। বলপূর্ব্বক আপনাকে পরমহংস বলিলে পরমহংস হয় না। অবাস্তব জড়নির্ব্বিশেষবাদী পরমহংস নহে। যেহেতু হরিনাম তাঁহাদের একমাত্র গতি নহে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনামই যে চরমগতি, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥
(ভাঃ ২।১।১১)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

উক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। বৈষ্ণব জীবমাত্রেরই একমাত্র আশ্রয়। বৈষ্ণব পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। সর্ব্বক্ষণই যিনি ভগবদ্ভজনে রত না থাকেন তিনি 'পরমহংস' পদবাচ্য নহেন।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব জীবের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥
(ভাঃ ১২।৪।৪০)

আমাদের মঙ্গল কিসে হয় তাহা না ভাবিয়া বিপথে নষ্ট হওয়া বুদ্ধিমত্তা নহে। Altruismএর নামে আত্মবঞ্চনায় মত্ত থাকিলে বাস্তব মঙ্গললাভ হইবে না। কৃষ্ণভক্ত চতুর ও বুদ্ধিমান্ তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করেন, জগজ্জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শন করেন।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(ভাঃ ৫।১২।১১)

শ্রীগুরুপাদপদ্মই হরিসেবা-লাভের একমাত্র উপায়। ভক্তই হরিসেবা করেন। অভক্ত হরিমায়ার প্রভুরূপে ত্রিতাপ ভোগ করেন। পারমহংস-সংহিতার অনুশীলনকারী একমাত্র বৈষ্ণব। সংস্কারের অবতারী ও অবতারের কথা পারমহংসী সংহিতায় উল্লিখিত। বলযুক্ত জ্ঞানে স্ফীত হইয়া Pedantic বিচারে উহাতে প্রবেশ লাভ হয় না। লোকীয় পন্থা পারমহংস্যের উল্টা দিকে। পরমহংস ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী এই চারি আশ্রমের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। সন্ন্যাসী অবস্থাভেদে কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই পরিচয় লাভ করেন। তুর্য্যাশ্রমী, কুটীচক গুরুর পাদত্রাণবাহী বৈষ্ণব। গুরুর অনুসরণ-প্রয়াসী অনুকরণকারী নহেন। বৃন্দাবনে বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবের শুকদেব দাস-গোস্বামীর অনুকরণকারীর সংখ্যা অনেক। ঐরূপ কপটতা বা কৈতব আশ্রয়ে সাধকের সুবিধা হইবে না। ধাতুপাত্র-গ্রহণ না করার অভিমানেও বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিবে। শাস্ত্রকথিত অলংকৃত আরুণীত, ভাবোল্লাসকৌপীন ও মাধুকরী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার ত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর হইয়া, "আশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষাং আশাবাসো বসামহি। শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥" প্রভৃতি কথায় মত্ত হইলে পরমমঙ্গল হইবে না।

অনুকরণে মাধুকরী করিব, অনুসরণ করিব না। বস্তুর বাহ্যবিচারে আটকাইয়া থাকিব, অন্তরে প্রবেশ করিব না! এরূপ আত্মবঞ্চনাময় বিচারে ভাগবতার্থের আস্বাদ হইবে না।

ক্রমশঃ

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

(ভাঃ ২।২।৫)

কৌপীন কাহারও নিকট মাগিব না। ভিক্ষা চাহিব না। ধনীর নিকট প্রার্থনা করিব না। কবিগণ কখনও অন্যের নিকট ভিক্ষা চান না। গৌড়ীয়মঠ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা জগতের সমস্ত চান, নিজের জন্য নহে সমস্ত ভগবৎ-সেবার জন্য। কপটতা-হীন হইলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। গৌড়ীয়মঠ নিজের জন্য কিছুই করে না। এমন কি ব্রাহ্মণের মতন যজন যাজন প্রভৃতি এইরূপ ক্ষুদ্রকার্য্যে.........এইরূপ সংকীর্ণ বিচারে আবদ্ধ নন্। নিজের জন্য কিছু নহে, সব জগতের জন্য, শ্রীচৈতন্যদেবের কথা জগৎকে জানাইবার জন্য। নতুবা জগৎ অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইবে না। গৌড়ীয়মঠ মহাপ্রভুর অনুগত। গৌড়ীয়মঠ গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলন হওয়া, সমস্ত কৃষ্ণময় ক'রে দেওয়া একমাত্র আবশ্যক। কৃত্রিম বৈরাগ্য প্রদর্শন মাত্র নহে। বাস্তবিক জগৎ হরিসেবাময় হউক।

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

(ভাঃ ১১।২।৪২)

পূর্ণ ভোজনেই ক্ষুধার নিবৃত্তি। বৈষ্ণবের অত্যাশ্চর্য্য বিচার দেখিতে পাবেন। উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব সমস্ত জীবের জন্য ক্রন্দন করেন। সেবাবৃত্তির সেচন করেন, কেবল চর্ব্বিত মাত্র নন্। ভক্তিলতাকে সেচন করিতে অবিরত ক্রন্দন করেন। বৈষ্ণব পরদুঃখদুঃখী।

বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

সম্প্রতি পরলোকগত চিত্তরঞ্জন-মতাবলম্বী কোন ব্যক্তি মহাপ্রভুর উন্নত বিচার গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আপন ক্লাসের সকলেই আত্মবান্। নিম্নশ্রেণীর লোক উন্নত শ্রেণীর বিচার সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ইণ্টারমিডিয়েট, ম্যাট্রিকুলেশন প্রভৃতি স্কুলের ছাত্র কিরূপে বুঝিবে। অধিকারানুরূপ নিষ্ঠাভেদ। কুকুরের সেবায় তাহার অধিকার। ঘোড়ার সেবায় সহিসের অধিকার। মনুষ্যের সেবায় তথাকথিত মনুষ্যের অধিকার কিন্তু ভগবানের সেবা পরমহংস বৈষ্ণবের। এমন কি কুটীচককে, বহূদক হংসগণও সম্যক্ বুঝেন না। বহূদক নানা ঘাটের জল খাইয়া কষ্ট পায়, ভাগবতে ত্রিদণ্ডীর যেরূপ নির্দ্ধারণ। কুটীচক গুরুর নিকট বাস করিয়া শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-সেবা-মুখে কুটীর বা মঠ অবলম্বন করেন, কায়-মনোবাক্যে হরিসেবাময় জীবন অবলম্বন করেন। এইজন্য গৌড়ীয়মঠবাস প্রয়োজন। গৌড়ীয়মঠের কাজ পরমার্থ ও অন্য বিষয়ে কম্পারেটিভ study দেওয়া। বহূদক ত্রিদণ্ডী প্রচারক, মনুষ্যের হিত বলিয়া বেড়ান। কি হিত বলেন—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং
নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

—ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার। কর্ম্মী পাপ-পুণ্য-বিচারী, তদপেক্ষা জ্ঞানীর বিচার উন্নত। ভগবৎ-সেবাময় ভক্ত ভক্তিবিরহপর জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধারণ ভক্তাপেক্ষা প্রেমনিষ্ঠগণের অধিকার আরও উন্নত। আবার রাস-সেবাময়ী গোপীগণ ও তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণের চমৎকারিতার পর পর অত্যন্ত উৎকর্ষময়ী। আর বার্ষভানবী অপেক্ষাও তাঁর কুণ্ড অর্থাৎ তদ্ভাবময় রাজ্য। অর্থাৎ তাঁহার পাল্য-বিচারে অতর্ণীয়রূপে মনোরম। অনধিকারী তাহা শ্রবণ করিলেও বুঝিতে পারে না। নিমতলে আহিরীটোলে বা কটকের গোপালজী মঠে না গিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রয় করিলে বা শ্রীকুণ্ডতীরে আশ্রয় করিলে জীব পরমোন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিবে। কুটীচক, বহূদক, হংস অপেক্ষা পরমহংসের বিচারে অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা বর্ত্তমান। সারাসার বিচার করিয়া গ্রহণকারী হংস। কিন্তু পরমহংস সারাৎসার পরাৎপরে নিত্য নিষ্ঠিত। তিনিই বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম। তাঁহাদের প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ, যাহাতে অমল জ্ঞান desecration বা eclipsing একেবারে শূন্য। ধর্ম্মমেঘের সর্ব্ববাদ বিচারাতীত। তাহাতো—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥

(ভাঃ ২।৩।১২)

থিওলজিকেল study, উচ্চ অঙ্ক Divinity প্রভৃতি ব্যাপার প্রকৃতপ্রস্তাবে হইতেছে না। সেইজন্য মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপন। উহাই গৌড়ীয়মঠ। প্রত্যেক স্থানে নাম-মাহাত্ম্যের প্রচার আবশ্যক। সকলেই ব্রাহ্মণ-বর্ণ ছেড়ে বৈষ্ণব হইতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য
শ্রুতিচোদনাৎ॥

প্রভৃতি শ্লোকের প্রমাণিত বিচারের কম্পারেটিভ study গৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানযুগে জগদ্বাসীকে দান করিতেছেন। নিজের বা অন্যের পেটপূজার সময় নাই। পেট-পূজায় ব্যস্ত থাকিলে গৌড়ীয়মঠে স্থান হয় না, অচিরে বিতাড়িত হইতে হয়। যেমন নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মঠ ছেড়ে চ'লে গেলেন। হরিভক্তির হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'রে চলে গেলেন। হৃদয় জ্বলতে লাগল। গৌড়ীয়মঠের নামে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সবই মহাপ্রভুর ইচ্ছা। কপালপোড়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন হ'ল না।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তাঁ'রা কর্ম্মীর চক্ষে অধোক্ষজের পাদপদ্ম দর্শন হয় না। গৌড়ীয়মঠ ব্রাহ্মণাপেক্ষা কিরূপে শ্রেষ্ঠ কাজ করেন তাহা না বুঝলে অন্য বিচার গ্রাস করিবে। মহাপ্রভুর দাস যে কত বড় তাহা অনুসন্ধান না করা মাঝপথে আটকাইয়া যাওয়া।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

(ভাঃ ১১।১৯।১৮)

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

বিষয় সর্ব্বত্র পাব। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার মনুষ্যদেহ অর্থাৎ শ্রবণের কাণ পেয়েছি। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনে কপাল পুড়ে না যায়। পরম উপাস্য শ্রীরাধাগোবিন্দ-নাম-ভজনাত্মক শিক্ষাষ্টক —ভগবানের মাধুর্য্য ঔদার্য্য কথাপেক্ষা আর কথা আছে বলিলে কপাল-পোড়া হ'য়ে যাবে। কোটী কোটী বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরবিদ্যার নখশোভা দর্শন করাইতে পারিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় পরজীবনে অপ্রয়োজনীয়। নূতন মুক্তিতেই পরমমঙ্গল সাধিত হয়।

গৌরসুন্দরের শিক্ষার আটটি শ্লোক—'চেতোদর্পণ মার্জ্জনম্' হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্' প্রভৃতি শুনিলে কেহ স্থির থাকিতে পারে না। এই বড় আশা পোষণ করিতেছি।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪৬)

সকলের সুবিধা হবে। স্ত্রীজাতি অর্থাৎ পরাধীনাগণের, শূদ্র অর্থাৎ সংস্কারের অযোগ্যগণের, হূণ অর্থাৎ ম্লেচ্ছপ্রকৃতি, শবর অর্থাৎ জড়বদ্ধগণের সকলের সুবিধা হইবে শুদ্ধ নামাশ্রয়ে।

ধিগ্‌ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্‌ ব্রতং
ধিগ্‌ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা
যে ত্বধোক্ষজে॥

(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

এই শ্লোক-কথিত বিচার জগতের কোন পুঁথি বলেন নাই। সমস্ত গ্রন্থ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষবাদের কথা কহিয়া যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থ ধ্বংস হইলেও জগতের কোন ক্ষতি নাই। অধোক্ষজ-বিচার থাকিলেই সব থাকিল। ভাগবত-বিচারের গ্রন্থ ব্যতীত সমস্তই কল্প নদীর বালির নীচে চাপা দেওয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ২ দিনের

১১ নারায়ণ ৫ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শনি অবার শ্রীরোদশায়ী কৃষ্ণৈকাদশী দণ্ড বা ১০।২ স্বাতী নক্ষত্র বা ২২৬ অতিগণ্ড যোগ দি ৩।৪৫ ববকরণ।

শ্রীসফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীদেবানন্দের তিরোভাব। সহর নবদ্বীপ কুলিয়ায় উৎসব।

১২ নারায়ণ ৬ পৌষ ২২ ডিসেম্বর রবি সর্ব্ব বাসুদেব কৃষ্ণদ্বাদশী দণ্ড বা ১১।১৭ বিশাখা নক্ষত্র বা ৫।৭ সুকর্ম্মাযোগ দি ৩।৩৮ কৌলবকরণ। দি ১০।১৩ মধ্যে শ্রীসফলা একাদশীর পারণ। **শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব। চাকদহ শ্রীপাটে মহামহোৎসব। শ্রীউদ্ধারণ গোপালের তিরোভাব।**

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থণীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো-রুম—১৮নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

শ্রীল ভক্তিরঞ্জন আমাদের পূজ্য এই জন্য যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবাকে জীবনের একান্ত সাধনার ধন করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাণহীন বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত যে সঞ্জীবনী সুধা বিতরণ করিতেছেন, তিনি সেই পরিবেশন যজ্ঞের প্রধান কর্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন,—তাঁহার কায়া মন জীবন যত জনার্দ্দনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহার কার্য্যের ফল অগণিত বিশ্বমানবের একমাত্র শান্তিসদন বাণীবিনোদ কুঞ্জ শ্রীগৌড়ীয়মঠ।

শ্রীল ভক্তিরঞ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, তিনি পণ্ডিতম্মন্য,—আত্মবঞ্চক বা বিশ্ব-ভোগাত্মক ছিলেন না. তিনি ছিলেন কেবল ভক্তির প্রচারকারী—ভক্তসেবক। যে যুগ অতিবুদ্ধিজীবী (?) বৈষ্ণবী মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়া তাহাকেই ভক্তি বলিয়া চালাইতে চায়,—মায়ামুগ্ধ উচ্চারিণী মায়াযোগ্য বহুপুষ্পিত বাক্যে বিভ্রান্ত হইয়া যে যুগের মানবমেধা সেই বহুরূপিণীর মস্তকে অভিনন্দনের বিজয়মুকুট পরাইয়া দেয়, সেই যুগে ভক্তিতোষক ভক্তিরঞ্জনের প্রাণ ও কণ্ঠ শুদ্ধ ভক্তির বাণী রাগিণীতে অনুরণিত হইয়াছে। ইহাই জগবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব।

হরি-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ! দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর ক্রন্দন কলরোলে বিশ্বের গগনপবন বেদনা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ! অভাব-নিপীড়িতা ধরিত্রী "আত নয় দুঃখী হু" শব্দে দিগ্দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছেন।

কিসের এ দুর্ভিক্ষ? শস্যশালিনী বসুন্ধরা কি সহসা মহাদৈত্যের আরক্তদৃষ্টিতে সাহারা মরুর শুষ্কতা লাভ করিলেন? মহাপ্রাণ শ্রীল জগবন্ধু শ্রীশ্রীআচার্য্যকৃপায় জানিয়াছিলেন দুর্ভিক্ষ খাদ্যদ্রব্যের নহে, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, চেতনময় শ্রীহরিকীর্ত্তনের অভাবে।

হয় ত এখনও কেহ কেহ মনে করিতে পারি,—খাদ্য শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয় ইহাই জানি, হরিকথার দুর্ভিক্ষ—ইহা আবার কেমন কথা! গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, এত কৃষ্ণলীলা' 'নিমাই সন্ন্যাস' 'মানভঞ্জন' 'নৌকাবিলাসের' পালা গান হইতেছে,—'থিয়েটার', 'বায়স্কোপ', টকিহাউস' 'রূপবাণী' 'রূপলেখা' ইত্যাদিতে এত কৃষ্ণচরিত্র, গৌরাঙ্গলীলা, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস মীরাবাঈ ইত্যাদির অভিনয় হইতেছে তথাপি কি হরিকীর্ত্তনের অভাব বলিব? কত শত শত 'ঠাকুরবাড়ী' 'আখড়াবাড়ী', 'সমাজবাড়ী', 'কৃষ্ণভবন' বাবাজীবনদের ভাগবতপাঠে নিয়ত মুখরিত হইতেছে, ধনীদের প্রাসাদে প্রাসাদে পুণ্যবাসে কত গোঁসাইজী (?) পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন, তবু কি কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ মিটিতেছে না? বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রাণ বা ভাবপ্রাণ বাঙ্গালী জাতির তো কথাই নাই। গ্রাম্য রাখাল বালক হইতে নৌকার মাঝি পর্য্যন্ত সকাল সন্ধ্যায় ভাটীয়ালিসুরে কতই না কীর্ত্তন করে। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী (?) খঞ্জনী বাজাইয়া দ্বারে দ্বারে কত গোষ্ঠ, মানভঞ্জনাদি গাহিতেছে। বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উৎসবে, উপনয়নে গৃহে গৃহে কতই ছন্দে রাইকানুর গীতি কীর্ত্তন হইতেছে। হাটে ঘাটে মাঠে বাটে এত কীর্ত্তন। তবে আবার এ'টা কেমন কথা?

হাটেঘাটে তথাকথিত কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি থাকিলেও ঐ সমুদয় শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন নহে। দেহধর্ম্মী, মনোধর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর মুখে ভগবন্নাম অথবা রূপ, গুণ, লীলা কীর্ত্তিত হন না। উহাতে জীবের হরিসেবাবৃত্তি জাগরণের পরিবর্ত্তে ভোগবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছলনায় উহা মায়ার কীর্ত্তন বলিয়া উহার দ্বারা বিশ্বের হরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় না। প্রকৃত দুর্ভিক্ষপীড়িত বিশ্বাত্মার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠই এক মাত্র অন্নসত্র। এই অন্নসত্রের অন্নবিতরণে শ্রীল জগবন্ধুর অর্থ ও সার্থ হৃদয়ের সহিত নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ্যযোগ্য সম্মান লাভ করিতেছেন। শ্রীগুরুকৃপাসমৃদ্ধ জগবন্ধুর যথার্থ কীর্ত্তিমান্। তাঁহার কীর্ত্তি নশ্বর জগতের কোন বস্তুর সহিত তুলনীয় নহে।

"বড় কীর্ত্তি"

শ্রীগৌরসুন্দর যখন স্বীয় বীণাযন্ত্র রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?

তখন রামরায় উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।"

বস্তুতঃ 'কৃষ্ণভক্ত'-খ্যাতি জাগতিক যাবতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির বহু বহু ঊর্দ্ধে—বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত। শ্রীল জগবন্ধু গোবিন্দ-সেবকের অবিনশ্বর কীর্ত্তি-গৌরবে গৌরবান্বিত বলিয়াই আজ অমর হইয়াছেন—দিব্যসূরিত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীজগবন্ধু ধনী—কৃষ্ণভক্তধনে ধনবান্। শত কোটি মুদ্রার অধীশ্বর প্রকৃত ধনী নহেন; তাঁহার ধন কেবল ভোগের উপকরণ। আমরা বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবেরকেও কৃষ্ণধনে ধনী, ভক্তের নিকট সুদরিদ্র বলিয়াই জানি। জগবন্ধুকের অক্ষয় ধনভাণ্ডার কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি; তদ্দ্বারা পরমসেব্যের নিয়ত সুখবিধান হয়. সে ধনই অনন্যবাঞ্ছিত জীবকুলের একান্তভাবে সংগ্রহের বস্তু

চরম পরার্থিতা

পরোপকার বা পরার্থিতার চরম আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় বহু ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। জীবের শারীরিক বা মানসিক সুবিধা বিধানে পরার্থিতার চরম আদর্শ প্রকাশিত হয় না। আধুনিক উপকারকবর্গের সহস্র চেষ্টাতেও আজ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় চির-প্রশমনের মত কোন মহৌষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। অশেষ তাপক্লিষ্ট জগজ্জীবের জন্য করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে পর-উপকারের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার পরম-মধুরিমা হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত আমরা অন্ধই রহিয়া যাইব।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

পর উপকার—ইহার অর্থ কি? তাহা কি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদিতে সন্তাপগ্রস্ত দেশবাসীকে সাহায্যদান? তাহা কি দেশে দেশে অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, আতুরাশ্রম বিধবাশ্রম স্থাপন? ধনিকের নিষ্পেষণ হইতে দরিদ্র শ্রমিককে বাঁচাইবার জন্য অথবা কুসীদজীবী মহাজনের প্রবল পরাক্রম হইতে নিঃস্ব কৃষিজীবীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঋণ সমস্যার সমাধান প্রয়াস?

বিশ্বমানবের ভোগোন্মুখী বা ত্যাগোন্মুখী ধারণার অমাপ্রাতায় আমরা শ্রীচৈতন্যমুখপদ্ম-বিগলিত পর উপকারের,—সর্ব্বোত্তম পরার্থতায় কোন চিহ্ন দেখিতে পাইব না। ঐ উপকার অনাদিবহির্ম্মুখ জীবাত্মার চিত্তদর্পণস্থ যাবতীয় আবর্জ্জনা-রাশি দূরীভূত করিয়া দেয়। অনাবৃত স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে জীব নিজের এবং সেব্যবিগ্রহের স্বরূপ-শোভা দর্শন করিয়া পরমামৃতময় কৃষ্ণ-সেবাসমুদ্রে স্নাত হয়। সেব্যের সুখবিধানে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। পর-উপকারের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীল জগবন্ধু এমন বড় হইয়াছেন।

ভবমহাদাবানল-সন্তপ্ত বিশ্বজীববর্গের হৃদয়-মরুতে পর-শান্তিসুধা সেচন করিবার জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের পসরা লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের পর-উপকার-যজ্ঞে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিতেছি।

জগবন্ধুর প্রভু।

বাস্তববস্তু শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষের আসামী নহেন; তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি অক্ষজজ্ঞানগম্য নহেন, কেননা তিনি অধোক্ষজ। আমরা শ্রীভগবানকে নিঃশক্তিক, নির্বিশেষ কল্পনা করিয়া লইয়া বহু সুখসুবিধা [illegible] লুটিয়া লইতে চাই; শ্রীভগবানের চিন্ময় [illegible] লীলা করিলে আমাদের ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতার বাধা জন্মে; সেইজন্যই অধিক বুদ্ধিমান্ (?) গণ ভগবানকে হস্তপদাদি-রহিত করিয়া নিজেরা রাবণ সাজিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল জগবন্ধু শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় পরমেশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে শুদ্ধ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের চিদ্বিলাস-তোষণে যথাসর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া তিনি মানবজীবনের যথার্থ পরিপূর্ণতমতার উদ্যাপক হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। শ্রীল জগবন্ধু জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে, পূজা-অর্চ্চনে, বিশ্রামে অহৈতুক কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র অবলম্বন-বস্তু। শ্রীগুরু চরণকমলে এই ভক্তমধুকর গুঞ্জন-গীতি তুলিলেন:

"কি দিব, কি দিব তোমায় গুরুদেব আমি।
যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি॥"
তুমি যে আমার ধন, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব, কি যাবে আমার॥
তুমি জান মনের দুঃখ আর কা'রে কই
তোমার ধন তোমায় দিয়ে, তোমার হ'য়ে রই॥
জগবন্ধু দাস কয়, শুন রসভূমি।
তোমার সব আছে, আমার কেবল তুমি॥"

মহাপ্রাণ জগবন্ধুর চিত্তবিত্ত, দেহ-গেহ, ধন-ঐশ্বর্য্য—যাহা কিছু সবই গুরুসেবার উপায়ন হইয়াছিল,—এমন আত্মনিক্ষেপের সুস্পষ্টতা জগতে কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

"তোমার সব আছে, আমার কেবল তুমি।"

এই গীতিকায় অন্তর্নিহিত ভাবটি যেন চেতনের কাণে শরণাগতির সেই মধুঝঙ্কার পৌঁছাইয়া দেয়,—

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥"

মনে করাইয়া দেয়,—

"আমার বলিতে প্রভো, আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে।
দায় মম গেল তুয়া ও পদ বরণে॥"

প্রকৃত অমানীর আদর্শ আমরা শ্রীল জগবন্ধুর জীবনে স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইব। তাঁহার দৈন্যমুখে প্রকাশিত সত্যসিদ্ধান্ত এইরূপ—

"আমাকে অনেকেই বলিতেছেন,—জগবন্ধু মহাশয়! আপনি একটা মহৎকার্য্য করিয়াছেন; গৌড়ীয়মঠের জন্য অনেক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।" যাঁহারা আমাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণার সহিত আমি একমত হইতে পারি না; কারণ আমি কি দান করিব, কাহাকে কিরূপ দান করিব? আমার ত দান করিবার কিছু

নাই। আমাদের দেহ-মন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থে দান করা যায় না। এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে।" "বাহিরের লোকে আমার যে কার্য্যকে 'দান' বলে অভিহিত করিতেছেন, তাহাতে যে আমার পরম-স্বার্থ রহিয়াছে। আমরা প্রকৃত স্বার্থ চিনি না। অনর্থকে স্বার্থ মনে করি। স্বার্থগতি একমাত্র কৃষ্ণ, 'স্ব'শব্দে আত্মা, জ্ঞাতি, ধন বা স্বকীয়। 'অর্থ'শব্দে প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে আমরা দেহমনের ভোগের জন্য কৃষ্ণের সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না, কৃষ্ণের জনকের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি, ইহার নাম 'স্বার্থ'।" শ্রীল জগবন্ধুর এই সমস্ত সত্যবাণী আমাদের নিত্যকাল আলোচ্য।

সরল নাস্তিকতা অপেক্ষাও আস্তিকতার মিথ্যাবর্ণে রঞ্জিত ছলনাময়ী বাণীর উপাসক জগতে অধিক।

প্রত্যক্ষবাদী জীবজগৎ মুখে পরমেশ্বর, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ইত্যাদি বলিলেও প্রত্যক্ষেরই সম্মানন করিয়া থাকে।

আমরা দরিদ্রকে 'নারায়ণ' সাজাইয়া অথবা ব্রহ্মকে জীব কল্পনা করিয়া লইয়া সেবার (?) ছলনাভিনয়ের দ্বারা আস্তিক বলিয়া জগতের দরবারে অভিনন্দনপত্র লাভ করি, ইহার দ্বারা আমাদের বহির্ম্মুখ মনের তুষ্টিসাধন হয়। আমরা নিজ নিজ সুবিধা সংগ্রহের জন্যই পরমেশ্বরকে স্বীকার (?) করি;—তিনি যতক্ষণ আমাদের ভোগবর্দ্ধনের সহায়ক হইবেন, ততক্ষণই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ—তা'র বেশী ঘনিষ্ঠতার কোনই প্রয়োজন নাই। এতজ্জন্যই নারায়ণের (?) দেহে নরের রোগ-শোক, অভাব-অসুবিধা, আধি-ব্যাধির বিপুল গুরুভার চাপাইয়া দিয়া, আবার তাহারই দুঃখনিবারক বান্ধব সাজি। ষড়ৈশ্বর্য্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ লক্ষ্মীপতির সমস্ত বৈভব আমাদের কল্পনা-অনলে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিঃস্ব-রিক্ত পথের ভিখারী সাজাইয়া সেবা (?) করি; ভাব—ইহাতেই আমাদের পরদুঃখকাতরতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকটিত হয়। শ্রীগুরু-কৃপা-প্রদত্ত সূক্ষ্ম সুদর্শনে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, কেবল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি, কেবল বহির্ম্মুখ মনের সেবার জন্যই আমরা পরমেশ্বর এবং ধর্ম্মকে লইয়া 'নাড়াচাড়া' করি। আমাদের সুবিধাবাদের কারখানায় গড়িয়া পিটিয়া আমরা পরমেশ্বর এবং ধর্ম্মকে নিত্য নূতন সজ্জায় বিশ্বের দরবারে হাজির করি এবং যে যত এ' বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারি, সেই তত ধার্ম্মিক ও জনসেবক বলিয়া সমাদৃত হই। আমাদের 'বাহবা' প্রাপ্তির জন্য আহূত গণগণের প্রশংসা-উচ্চারিত ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠে। শ্রীল জগবন্ধু নানা ব্যাকুল—অসৎসিদ্ধান্তে বিমুগ্ধ না হইয়া শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত সৎসিদ্ধান্তকেই একান্তভাবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সাধকনামা শ্রীল জগবন্ধুর শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে; সেইজন্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের শ্রীগুরুকৃপাপ্রিয় তার সেবাময় জীবনের কথাই আমাদের নিত্য-কল্যাণপ্রদ আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্করের কৃপা কিরণে উদ্ভাসিত তাঁহার সেই বাস্তব জীবন-বেদের প্রতিটি অক্ষর যেদিন সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার মত সু যোগ্যতা লাভ করিব, সেইদিনই আমরা তদীয় জীবনেতিহাসের দ্বারা যথার্থ লাভবান্ হইতে পারিব। হরিতোষণ-ব্রতে সুদীক্ষিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবাসমৃদ্ধ জীবনকাহিনীর পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে বিমুখচিত্তের যাবতীয় অন্যাভিলাষরূপ আবর্জ্জনা দূরীভূত হইয়া হরিকীর্ত্তনে আসক্তি সমুদিত হয়।

ভক্তিরঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল শ্রেষ্ঠাগ্র্য মহোদয়ের শ্রীল প্রভুপাদ-পদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন-সম্বন্ধে আমরা জানিয়াছি,—তিনি বঙ্গীয় ১২৭৯ সালে বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী বানরীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বানরীপাড়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্মস্থান। কিন্তু এই অকৃত্রিম বিশ্ববন্ধুর আবির্ভাবে কেবল বানরীপাড়া কেন, সমুদয় বঙ্গভূমি,—শুধু বঙ্গভূমিকেই বা নির্দ্দেশ করি কেন, সমগ্র বসুন্ধরা মহাবান্ধবরত্ন-লাভে কৃতার্থা হইয়াছেন।

যে জড়বিদ্যার কলরবে বহির্ম্মুখ জগৎ মুখরিত, শ্রীল জগবন্ধু ভগবদিচ্ছাক্রমে সেই ছায়া-সরস্বতীর আরাধনায় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্বগ্রামস্থ প্রাথমিকশিক্ষালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। কর্ম্মে হঠাৎ বাত্যাসের প্রবল ঝাপ্টা লাগায় জড়-কোলাহল-মুখর বিশ্বের অসত্যাশ্রয়গণের ক্ষমতা হ্রাস পায়; তৎসঙ্গে-সঙ্গে বাগ্দেবীর কপটরূপাদের সাধনাতীর্থে অগ্রগতি প্রাপ্তির আশা-পথও চিররুদ্ধ হয়।

জগবন্ধু ধনী গৃহের ছেলের দুলাল ছিলেন না; বাল্যেই তাঁহাকে কঠোর জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। ষোড়শবর্ষীয় তরুণ বালক জগবন্ধু ভাগ্যান্বেষণ-মানসে কেবলমাত্র স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হন। শীঘ্রই আপন প্রতিভাবলে কয়েকটী শিল্পের উদ্ভাবন দ্বারা কমলার কৃপা-কটাক্ষ লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে দুইবার তাঁহার তাৎকালীন জীবনে নৈরাশ্যের অন্ধকার এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি স্বীয় প্রাণনাশে পর্য্যন্ত বদ্ধপর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনোহভীষ্ট সাধিত হইবে বলিয়াই তাঁহার সেই সমুদয় চেষ্টা অত্যাশ্চর্য্যভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। ভাগ্যান্বেষণকালে মহানগরীর 'ফুটপাথ' একদা যাঁহার রাত্রিযাপনের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণাবলোকনে সেই নিঃস্ব বালকই পরবর্ত্তী সময়ে গঙ্গা-তীরস্থিত বাগবাজার অঞ্চলে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য ও সুদৃশ্য বাগিচাবাড়ী প্রস্তুত করাইলেন। চিরদিনের কল্যাণকৃত জনকের দ্বারে মাধবের সেবা-সৌষ্ঠ নিযুক্ত হইবে বলিয়াই বুঝি মাধব-প্রিয়া কমলাদেবী নিয়ত শ্রীজগবন্ধুর ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন, তখন তিনি শ্রেষ্ঠীকুলের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া অভিজাত-সম্প্রদায়েরও সম্মানের আসন লাভ করিলেন।

বাঙ্গালা ১৩২৬ সালে শ্রীল জগবন্ধু পদে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন, তৎফলে কর্ণের বাহন পদদেশ ভগ্ন ও ক্ষতস্থান বিষাক্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে জগবন্ধুর জীবনাকাশ তৃতীয়বার নৈরাশ্যের ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হয় কিন্তু এবারের বৈশিষ্ট্য এত যে, ভাগ্যচক্র কৃষ্ণপ্রবৃত্তিতে নৈরাশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তর অপ্রাকৃত বিষয়ে আশাযুক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। যখন দৈহিক অসহনীয় যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার অন্তরাত্মা শ্রীভগবানের সেবা বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অন্তর্যামী শ্রীহরি তাঁহার প্রকৃত আর্ত্তি-দর্শনে কৃপা-পরবশ হইয়াই তখন নিত্যমঙ্গলপ্রদ সত্য-বাণীর প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠের দুইজন সেবককে তাঁহার সুসজ্জিত ভবনের দ্বারদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

গৌড়ীয়মঠের সংস্পর্শে ভক্তিরঞ্জন

মায়াদেবীর প্রসাদে জগতে বঞ্চকের অভাব নাই। ধর্ম্মের মুখোস বদন আবৃত করিয়া অনেকেই স্বীয় অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে কপটতা বিস্তার পূর্ব্বক সরলমতি জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় যে-সকল সাধু-শাস্ত্র-বিগর্হিত অসদাচারে লিপ্ত আছে, নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্মের নামে কলঙ্ককালিমা আনয়ন করিয়া ব্যভিচারী ধর্ম্মধ্বজীগণ যে সমুদয় জগজ্জঞ্জালকর ব্যাপারের সৃষ্টি করিতেছে, তৎপ্রতি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল জগবন্ধুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণব-বেষধারী কোন কোন অসদাচারী ব্যক্তির ব্যবহারে নীতশ্রদ্ধ হইয়া, জগতে প্রকৃত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া কোন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নাই ইহাই তিনি অবধারণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কুলাচারের অনুগত হইয়া বহু দেবতা-পূজা ও শক্তির আরাধনে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোভীষ্টধারার একমাত্র বাহক শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকদ্বয় অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীজগবন্ধুর দ্বারে যাইয়া কি শুনাইলেন? স্থূল কিংবা সূক্ষ্মদেহের তুষ্টিবিধায়ক কোন বাণীর নূতনতর রং দেওয়া সংস্করণ-বিশেষ লইয়া তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন কি? না; তাঁহারা নৈরাশ্য-পীড়িত আর্ত্ত জগবন্ধুর কাণে ভোগ বা ত্যাগের কোন কুহকবার্ত্তা পৌঁছাইলেন না। তাঁহাদের অকৈতব বচনে শ্রীজগবন্ধু জানিলেন—"কর্ম্মের বাহন পদ ভগ্ন হইলে কিংবা জড়বাণী শ্রবণের বাহন কর্ণ বধির হইলেও বাস্তবজীবনের অনুশীলনে কোন ব্যাঘাত হইবে না। প্রগাঢ় সেবাতৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকিলে সকলাবস্থাতেই জীব ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারেন।"—এই নবীন আশার সঞ্জীবন-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুবুদ্ধ শ্রীজগবন্ধু শ্রুতবাণী সম্বন্ধে সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরচিত ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠে এবং শ্রীহরিজনের অপ্রাকৃতবাণী-শ্রবণে তাঁহার বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন বৈষ্ণবতা নিখিল চেতনের অনাবৃত স্বরূপের একমাত্র নিত্য স্বভাব। তাহাতে আছে কেবল,—চেতন সম্রাটের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পারতন্ত্র্য-সাধন-চেষ্টা; আত্ম ভোগ-মোক্ষানুসন্ধান-রূপ কৈতবধর্ম্মের ইহাতে বিন্দুমাত্র প্রবেশাধিকার নাই।

নীলাচলে প্রভুপাদপদ্মে

ইংরাজী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভক্তপ্রবর শ্রীল জগবন্ধু একাকী নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবকালে পরমহংস শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত প্রায় সর্ব্বক্ষণ কর্ণ দ্বারা পান করিতে থাকেন। সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত মঠসেবকগণের উজ্জ্বলোজ্জ্বল জীবনের বাস্তব আদর্শ অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়া এই সময়েই শ্রীল জগবন্ধু বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শব্দ-সম্পদ্ কর্ণে [illegible] শ্রীজগবন্ধু জগন্নাথ-ক্ষেত্র হইতে যে নগরীকে [illegible] পূর্ব্বক [illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] হইলেন। মঠের [illegible] সৌভাগ্যের উন্মুখ আত্মার সেবাবৃত্তিরূপ সংরক্ষণশীল কল্পবৃক্ষ অবলম্বন পরিপূর্ণতমরূপে বিকাশ হইতে পারে, সেই মহান্ মঙ্গলে তাঁহাকে শুভ সুযোগ লাভ হইল। শ্রীল জগবন্ধুর অক্লান্ত শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যচৈতন্যদেবের সেবা তাঁহাকে "প্রভুপাদ"

ও 'অকিঞ্চন' এই হরিসেবা-দ্যোতক উপাধিদ্বয় প্রদান করেন।

পরম-হিতৈষণা-প্রবৃত্তির উন্মেষ

তৎপূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতের অকৃত্রিম বান্ধবপ্রবর, সত্তম শ্রেষ্ঠকে 'জগবন্ধু দাসাধিকারী' নাম প্রদান করিয়া, নামের সহিত তদীয় কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের উপযোগী অপূর্ব্ব নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ১নং উল্টাডিঙ্গা জংসন রোডস্থিত ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীল জগবন্ধু প্রতিদিন তথায় যাইয়া অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় অনুকম্পিত জনগণের নিকট ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিকথামৃত পান করিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ পরদুঃখকাতর প্রকৃত জীবহিতৈষী শ্রীল প্রভুপাদের পতিতপাবনলীলার বিষয় চিন্তা করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বের যাবতীয় চেতনকে পরমচেতন শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-মন্দাকিনী-ধারায় সর্ব্বাঙ্গ-স্নপন করিবার জন্য উচ্চরবে আহ্বান করিতেছেন, ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীর মায়া-বাড়বে বিভ্রান্ত মুমুক্ষা-পথিক বিশ্বজনের অবরুদ্ধ কর্ণে সেবা-সিন্ধুর সঞ্জীবনী রাগিণী প্রেরণ করিয়া নিত্যানন্দের নব জাগরণ দান করিতেছেন, অপর পক্ষে রোগীর দুরারোগ্য পীড়া-ক্লেশের মূলোৎপাটনের জন্য বিশ্বের নানাস্থানে গৌড়ীয়-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া শত শত মৃতপ্রায় জীবনে সতত স্বাস্থ্যের প্রফুল্ল কান্তি ফুটাইয়া তুলিতেছেন, এই সমুদয় অত্যাশ্চর্য্য কল্যাণকর মহামহিম চেষ্টা প্রজ্ঞ জগবন্ধুর সকরুণ হৃদয়ের কল্যাণ প্রবৃত্তিকে আরও নবরাগে উদ্দীপিত করিতে লাগিল।

পরদুঃখকাতর শ্রীল জগবন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম সুদর্শনে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—সমগ্র বিশ্ব সংক্রামক রাজযক্ষ্মা-ব্যাধিতে, নরকের পূতিগন্ধময় দূষিত ক্ষতের বিষে নিয়ত জর্জ্জরিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কেবল পীড়িত ও আর্ত্তের আকুল ক্রন্দন-ধ্বনি। চিকিৎসকের বেশে যাঁহারা পীড়িতের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও যে ভবরোগে আক্রান্ত রহিয়াছেন সমস্তই। এই ব্যাপক মহামারী-গ্রস্ত বিপন্নকুলের মূল রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা-কার্য্য চালাইবার মত সদ্বৈদ্যরাজ সংসারে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতীত আর কেহই নাই। জগবন্ধু বুঝিলেন—জনসমাজে ঈশ-বিমুখতারূপ যে পচনশীল দুষ্ট ক্ষতের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার উপরিভাগে মায়িকভাবে প্রেমমনোধর্ম্ম-পরিস্ফুরণরূপ চন্দনের প্রলেপ দিলে চলিবে না, সেই প্রলেপন দ্বারা চিরতরে ক্ষতের অসহনীয় যন্ত্রণা নিবারিত হইবে না, তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই আনীত হইবে। বিরাট মানব-সমাজের অন্তর-প্রদেশে যে মহাব্যাধির মূল ক্ষত স্থান বর্ত্তমান, সেই মূল রোগের চিকিৎসার্থে 'সেবাসদন' নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আমাদের মনে হইতে পারে' এ' সেবাসদন কি প্রকার? ইহাতে কি দেহ ও মনের অসংখ্যবিধ মায়াত্মক পীড়ার সুচিকিৎসা হয়? ইহাতে কি একাধারে "মঠসদন", 'অনাথা-সদন' 'অনাথ শিশু-রক্ষাসদন', 'নারীরক্ষা সদন' 'শ্রমজীবীশিক্ষাসদন', 'নারী চিকিৎসাসদন', 'পুণ্যবৃত্ত রক্ষাসদন', 'বিধবা-হিতৈষীসদন', ইত্যাদি মঙ্গলানুষ্ঠানের সমাবেশ হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরলাভের পূর্ব্বেই আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে শিখিতে হইবে। নতুবা হয়ত তাহা আমাদের বিকৃত রুচির অনুকূল নাও হইতে পারে। অনাবৃত আত্মার পক্ষে অপ্রাকৃত, ভগবদ্বিমুখতারূপ পচনশীল দূষিত ক্ষতের জন্যই যে মায়ার কারাগারে দেহ ধারণ করিয়া জীবজগৎ আধি-ব্যাধি, শোক-তাপ জরা-মরণ, ভীতি, জন্মান্তর দিতে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, সেই মায়া-কবলিত জীবকুলের মূল মহারোগের প্রতিষেধক ঔষধ পথ্য প্রদানার্থেই শ্রীগৌর ও গৌরজনের 'শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ সদন' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের অনুগত পরোপকারকপ্রবর জগবন্ধুর প্রাণে এই অপ্রাকৃত কীর্ত্তনকুঞ্জ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরাট সৌধ ও শ্রবণপীঠ নির্ম্মাণের বাসনা জাগ্রত হইল। হরিকথাই ভবরোগী বিশ্বমানবের একমাত্র রক্ষা-মাদুলী, হরিকীর্ত্তন প্রচার ব্যতীত কিছুতেই ক্লেশ-জর্জ্জরিত মানবকুলের পরমমঙ্গল বিহিত হইবে না, জগবন্ধু ইহা দৃঢ়রূপে বুঝিলেন। শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল ভক্তিজ্ঞান মহোদয়ের অতুলনীয় সেবা-প্রবৃত্তির সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীল কুঞ্জবিহারী ভাগবতরত্ন প্রভুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিত্যকাল দেদীপ্যমান রহিবে। পরমকারুণিক শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ত্রিতাপতাপিত জীবজগৎকে কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্বলিত আনন্দ-সুখদকুঞ্জ ভবনে নিত্য নামসুধা প্রদানের জন্য জগতের সর্ব্ববিধ উপকরণকে শ্রীহরিসেবার উপায়নে পরিণত করেন। জগজ্জীবের ও জাগতিক যাবতীয় যোগ্যতাকে সুবৈজ্ঞানিক কৌশলে সংশোধন পূর্ব্বক সেবাযন্ত্রের শোভা-সম্বর্দ্ধনে সুনিয়োজিত করিয়া বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের সেবা-বৈভব প্রকটিত করিতে তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ শিল্পী পৃথিবীতে আর নাই। তিনি প্রকৃত মণিকার; তাই শ্রীল জগবন্ধুর অন্তঃকরণে সদ্ভাব-সম্মাল্যমালার ভাতি দেখিয়া কৃপাদৃষ্টে তাঁহাকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ পদ্মের মনোহারী-পরিপূরণ-সেবার সেই মহামহিম সাধকতা সম্পাদন করিলেন। সজ্জন, হরিকথা পরিবেশন দ্বারা ভাগবতরত্ন প্রভু ভক্তিবল্লভ মহোদয়কে আমাদের কৃপা বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-সেবা

সেই অকৈতব করুণাবারিধি ধ্রুবতারকার মত চির অচঞ্চল ও প্রোজ্জ্বল-প্রভা বিকীরণ করিয়া নিয়ত ভক্তিযজনের সেবাময় জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে। আচার্য্যত্রিক প্রভু বিশ্বের যথার্থ হিত-যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রধান পুরোহিত, সেইজন্যই বন্ধুবর জগবন্ধুর দ্বারা কীর্ত্তনকুঞ্জপতির শ্রেষ্ঠ উপায়ন-সম্ভার প্রস্তুত করাইলেন। কলির সহর কলিকাতা,— যেখান কলির দোষ-পঙ্কের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত, সেই কলি-কোলাহল-মত্ত মহানগরীতে এই বাস্তব হরিকথা-শ্রবণোপযোগী একটী সুবৃহৎ সারস্বত শ্রবণ-সদন ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ- গান্ধর্ব্বিকা- গিরিধারীর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয় তজ্জন্য মহাপ্রাণ শ্রীল জগবন্ধুর হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সমুদিত হইল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে এই সদিচ্ছা সকাতরে বিজ্ঞাপিত হইলে, তদীয় অসীম করুণা ও ভক্তিযজ্ঞের প্রবল সেবানুরাগ একত্র সম্মিলিত হওয়া বিগত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন মাধব-তিথিতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। জড়দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে আমরা এই ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ত দেখিতে পাইব না কিন্তু বর্ত্তমান জড় মনোবৃত্তির প্লাবনের যুগে, কলিকাতার মত স্থানে সনাতন বাণীর মূর্ত্ত নিকেতনস্বরূপ শ্রীমঠের ভিত্তিস্থাপনের মঙ্গল মুহূর্ত্ত বিশ্বের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অভিনব বৈকুণ্ঠাবতীর্ণ কল্যাণ অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য দিবারাত্র শ্রীজগবন্ধুর সেবা চেষ্টার বিরাম ছিল না। এ কার্য্য যেন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান, সুখ-শান্তি, পূজা-অর্চ্চনা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকটী উপকরণ তিনি নিজে বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; এই প্রাসাদ দেবতার সৌষ্ঠব-রচনা-কার্য্যে তিনি কেবলমাত্র বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। শ্রীজগবন্ধু বলিয়াছেন,—"হরিসেবায় আমার নিজের স্বার্থ। ইহাতে যে পরিমাণে ফাঁকি দেওয়া হইবে, সেই পরিমাণে নিজ স্বার্থ বাদে 'ফাঁকি'তে পড়িব।" শ্রীমঠের নির্ম্মাণকালে রুগ্ন শরীরেও দিবারাত্র কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকতেন,—ইহারই মধ্যে কার্য্যব্যপদেশে যখন যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাঁহারই নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অমন্দোদয়দয়ার কাহিনী উচ্চ শত শতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। এই প্রাণঢালা সেবার জন্যই শ্রীল জগবন্ধু শ্রেষ্ঠ আর্য্যের শাশ্বত সুন্দর আসনখানি লাভ করিয়াছেন—প্রকৃত বড় হইয়াছেন। নতুবা কেবল শ্রীগৌড়ীয়মঠের জন্য কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার এই দান কেবল দান মাত্র নয়, তাহা আত্মাবদান বলিয়াই আজ আমাদের এমন অর্চ্চনীয় ও স্মরণীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

বিগত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন গৌড়ীয়বিশ্বের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। ঐ তিথিতে গৌড়ীয়ের আরাধ্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলের মধ্যে বাগবাজারের নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরে শুভবিজয় করেন। তাহার পর গৌড়ীয়মঠে মাসাধিককাল-ব্যাপী এক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরোপকারক শ্রীল জগবন্ধু বিশ্ববাসী সর্ব্বজনকে এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-অমৃতপান-রসে মত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

নিষ্কপট পূজারী জগবন্ধু

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রদত্ত জ্ঞান-শলাকায় তিনি সুনির্ম্মল সেবা-চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন; তাই ঠাকুরের জড়বপু বা স্থূলবপু-দর্শনের পরিবর্ত্তে চিন্ময়বাণীবপুর দর্শন পাইয়া শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর অকপট-কৃপালাভে ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। নিত্য-সুন্দরতনু শ্রীশ্যামসুন্দরের এই নিষ্কপট পূজারী জীবনের পুষ্পপাত্রে জীবন-দেবতার আরতি সজ্জ সাজাইয়া আত্মাবদানের শুভ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পূজা-মন্দিরে নিত্যপ্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মহাপ্রয়াণ

জগতের অহৈতুক বান্ধবপ্রবর শ্রীল জগবন্ধু বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ভূষণে ভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের শ্রীমুখে হরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। স্বীয় সেবাময় জীবনের আদর্শে শত শত জনকে মঠসেবায় আকৃষ্ট করিবার জন্যই যেন তিনি শীঘ্র শীঘ্র ব্রজবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীল জগবন্ধু ব্রজের যে নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তিলাভে সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন, নিঃস্ব বিশ্ববাসীকেও সেই প্রেমধনের অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কৃপামৃত-ধারায় কেবল তিনি নিজে পরিস্ফুর্ত্ত হইতে পারেন নাই; মরুপথের পথিক বিশ্বমানব যাহাতে শ্রীচৈতন্যবাণীর চরণে নবজীবনের সোনার কাঠির সন্ধান পাইতে পারে, তজ্জন্যই তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির ও সারস্বততীর্থ নির্ম্মাণের প্রয়াস। তিনি দৃঢ়ভাবে বুঝিয়াছিলেন—অধ্যাত্মপীড়িত বিশ্বজনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র স্বাস্থ্যাবাস।

বহির্দর্শন ও অন্তর্দর্শন

আমরা বহির্দৃষ্টিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে যাইয়া নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইব। হয়ত মনে হইবে, সাজাহানের স্মৃতিস্তম্ভ মর্ম্মর স্বপ্ন তাজমহলের কারুশিল্প-নৈপুণ্যের সহিত কি আর ইহার তুলনা? দেওয়ানী-খাসে তো কত মনোরম শিল্প-নিদর্শন বিদ্যমান। ভারতের স্থানে স্থানে অভ্রভেদী কত শত উচ্চমন্দির আছে, এই মঠ এমন কি বস্তু?—যাঁহার নির্ম্মাতাকে এত প্রত্যভিনন্দন প্রদত্ত হইতেছে? ইহা কি গৌড়ীয়গণের অতিশয়োক্তি নহে? তাই সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়-পটে এই কয়টী কথা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে হইবে যে,—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মঠের জাগরণী বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার বিশ্বকল্যাণপ্রদ উদ্দেশ্যের সহিত বান্ধবতা স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলেই আধুনিক জড়-সর্ব্বস্বযুগে একমাত্র বাস্তবসত্যের প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-কারী জগদ্গুরুর অকৃত্রিম রচনার বৈশিষ্ট্য দর্শনের শক্তি পাইব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতের শত শত মন্দিরের অন্যতম একটি মনোধর্ম্মের মন্দির অথবা শ্রীগৌড়ীয়গণ অসংখ্য দেহমনোধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী একটি সম্প্রদায়বিশেষ নহেন, ভোগায়তন বিশ্বের সর্ব্ব উপকরণের দ্বারা পরমসেব্য ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসম্পাদনেই গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য, ইহা অনুধাবন করিতে না পারিলে আমরা গৌড়ীয়গণের এবং গৌড়ীয়মঠের অন্তঃপুরস্থ রমণীয় সুষমা সন্দর্শনে বঞ্চিত হইব। মায়ার লৌহ-বর্ম্ম আমাদিগকে বিবর্ত্তে পাতিত করিবে। মুক্তাকে বদরী ভাবিয়া দূরে পরিত্যাগ করিব।

উপসংহারে

আজ শ্রীগুরুদেবতাত্মা শ্রীল ভক্তি-রঞ্জনের দেহবস্তু মরলোকে প্রকটিত নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গসেবা উজ্জ্বল চিন্ময় সত্তা গৌড়ীয়-জগতের হৃদয়ের মণি-মন্দিরে নিত্যকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্যই আজ তিনি জগতের নয়নে মরিয়াও অমর এবং অপ্রকট হইয়াও ভক্তহৃদয়ে নিত্য প্রাকট্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিরঞ্জনের প্রাণের অভিলাষ আজ পূর্ণসার্থকতায় মণ্ডিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-তীর্থে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের পুষ্টিসাধন করুন,—শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের অরুণচ্ছটায় নিখিল হৃদয়ের চেতনমুকুল বিকশিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের জন্য শ্রদ্ধা-মালিকা রচিত হউক, আজ তাহাই হইতেছে। সুদূর প্রতীচ্য-ভূখণ্ড পাশ্চাত্যের মনীষিবৃন্দ আজ সেবানুরাগ-পূর্ণচিত্তে শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। ইউরোপের আরও কতিপয় শিক্ষিতজন শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্য স্বীকার করাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া জানিয়াছেন। শত শত গুণী, জ্ঞানী, মানী ব্যক্তি পরম শান্তি-সদন বাণীবিনোদকুঞ্জে সমাগত হইয়া জীবনের একান্ত বাঞ্ছিত শান্তি-প্রস্রবণের মূল উৎসের সন্ধান লাভ করিতেছেন। এই চেতন তীর্থের পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কত পথহারা পথিকের নিত্য জীবনের গতিধারা সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে, কত শত শত জনের হৃদয়-মরুতে ভক্তির কুলকুলনাদিনী মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, কত কূজনহীন জীবন-কুঞ্জ ভক্ত কোকিল ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মধুলুব্ধ মধুকর কুলের গুঞ্জন নিকেতন হইয়া উঠিতেছে—সেবোন্মুখ সুদার্শনিক ভিন্ন ইহা কে দেখিতে পাইবে?

"শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবাময় জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেইজন্য শ্রীজগদ্বন্ধুকে চিনিতে হইলে বাণী-বিনোদকুঞ্জের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে,—হরিকীর্ত্তন শ্রবণের প্লাবনী ধারায় নিত্য-স্নাত হইতে হইবে, নিত্যকাল আকুল কর্ণের সুক্তপুট দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কল্যাণময়ী বাণী আজ দেশে দেশে, নগরে নগরে, 'সাত সমুদ্র তের নদীর পার' ইংলণ্ডের প্রধান নগরী লণ্ডনে পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতেছে। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হওয়াতে তদ্দেশবাসিগণের সত্যবাণী বরণের পক্ষে পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অকৈতব সত্যের সন্ধিৎসু কতিপয় সজ্জন লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমঠের বাণীতে অসংখ্য সমস্যা-পীড়িত পাশ্চাত্য জগৎ আজ পরম সাম্য ও শান্তিপূর্ণ সুসামঞ্জস্যের চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন।

আরও বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর 'ধর্ম্মধুরন্ধর' শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম-মাণিক্য বাহাদুর লণ্ডন মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী সুবৃহৎ মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী আবাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। এখানে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ জনগণ স্ব-স্ব কার্য্য সাধন করিবার সুযোগ পাইবেন। অনাচারের সংস্পর্শে আসিবার ভয়ে অনেকে লণ্ডনে যাইতে পারেন না কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম বস্তুর প্রদানকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচালনাধীনে এবংবিধ বাসস্থলী সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জনগণের পরমোন্নতির সহায়ক হইবে। জড়বিজ্ঞানের লীলা-নিকেতন লণ্ডন মহানগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাবদান সমূহ বদান্যবর ত্রিপুরাধীশের অর্থব্যয়ে ভগবন্মন্দিরে সুসন্নিবেশিত হইয়া কনকের দ্বারা মাধবের সেবার পরম পরাকাষ্ঠার কথা উচ্চভাবে ঘোষণা করিবে; লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সুদর্শন-শোভিত বিজয়-কেতনের নিম্নে কতশত সজ্জন পূজারী সমবেত হইয়া, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই ভগবদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবে—ইহা স্মরণ করিতেও আজ গৌড়ীয়-গণের চিত্তপুলক চঞ্চল নটের ন্যায় নৃত্য করিয়া উঠিতেছে।

"মহারাজ পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের যুগল-বিগ্রহের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে গমন ও প্রবেশোৎসব-সভার সভাপতিত্ব করিয়া একাধারে বৈষ্ণব-পিতৃগণের সেবা-মনোহভীষ্ট পূরণ এবং তৎসঙ্গে শ্রীগৌর-মনোহভীষ্ট প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।" আজও আমরা বিরহস্মৃতিবাসরে মহারাজের সভাপতিত্বে সুসমবেত হইয়া ধন্য হইয়াছি।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে, মানবে মানবে বিশ্ববিধ্বংসী বিপুল সংঘর্ষাভিযানের দিনে,—বিশ্বব্যাপী বহির্ম্মুখতা মহামারী ও হরিকথা দুর্ভিক্ষের দুঃসময়ে প্রকৃত বিশ্বহিত-ব্রত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের এই যে জগন্মিত্রতাজ্ঞাপক কার্য্যাবলী, ইহা বিশ্বের ইতিবৃত্তে, গৌড়ীয়ের মর্ম্মোল্লাসে চিরদিন হীরকাক্ষরে খোদিত থাকিবে। আজ তাঁহার উদার হৃদয় বংশের আদর্শ বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া ভুবনমঙ্গল কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে দেখিয়া সজ্জন-গণের আনন্দের পরিসীমা নাই; পিতৃলোক ও দেবলোক হর্ষাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছেন। সমগ্র শিক্ষিত জগৎ মহারাজের শুভ সঙ্কল্পের অভিনন্দন গাথা গান করিতেছেন। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের দ্বারা লণ্ডনে প্রথম হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়া মানবে মানবে পরমাত্মীয়তা স্থাপনের অপূর্ব্ব যোগসূত্র রচনা করিয়া দিবে। 'বিশ্বমঙ্গল', 'বিশ্বশান্তি' 'মহামানবের ভ্রাতৃত্ব' প্রভৃতি কথা এতকাল শুধু জগজ্জনের নয়নে মায়া-মরীচিকা বিস্তার করিতেছিল—এগুলি কেবল উপকথার কথা মাত্র ছিল, উহাতে কাব্যামোদী ব্যক্তিগণের কর্ণে তৃপ্তিলাভ হইত। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে, দেশের শান্তিসভায় অথবা জগতের আধ্যাত্মিককুলের আকাশ-পাতাল-আলোড়নকারী চিন্তাধারায় আর্ত্তবিশ্বের বেদনা-ক্ষত-বিনাশিনী কোন 'বিশল্যকরণী' আজপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা তো আর কাহাকেও নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। বৈজ্ঞানিক যুগ আজ বিশ্বমারণ যন্ত্রের চরম সংবর্দ্ধনকারী হইয়া 'বাহবা' গুলি দুই হাত দিয়া লুটিয়া লইতেছে। যুদ্ধের প্রচারিত যে ভ্রাতৃত্বের সুমধুর ধারণা তাহার মর্য্যাদাই বা সভ্যজগৎ রাখিতেছে কোথায়?

এক বিপুল স্বার্থ-সংঘাত তাহার দৈত্য-শরীর বিস্তারপূর্ব্বক আজ জগতের বিভীষিকারূপ হইয়া দণ্ডায়মান। বিশ্বশান্তি, বিশ্ব-মিলনের শান্তি তো দূরে থাকুক, আজ মুখে স্বীকার না করিলেও বিবদমান রাষ্ট্রশক্তি-সমূহ জড়ীয় স্বার্থে দানবের রোষকষায়িত ভ্রূকুটি দর্শনে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা শান্তিসংস্থাপক নিরপেক্ষ শক্তি বলিয়া গণ্য, তাঁহাদিগকেও এই দানবের বিকট বদনব্যাদান সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এই সমস্ত বিপদের মেঘাচ্ছন্ন দিনে শ্রীগৌড়ীয়মঠই প্রকৃত বিশ্বশান্তি, বিশ্বমিলন ও ভ্রাতৃত্বের বাস্তব নীতির প্রচারক; হরি-কথা প্রচারের বিপুল আয়োজনের দ্বারাই যে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানবে মানবে মহামিলনের তীর্থবেদীকা বিরচিত হয়, স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য মহারাজ ইহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই সভ্য জগতের প্রধানতম স্থান লণ্ডন মহানগরীতে সনাতন বাণীর সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ধনপতি শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্যের প্রচারে বায়িত হইলেই ধনের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত হয়;—"বিশ্ব জ্ঞাতিগণের—বিশ্ববান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন লাভ হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল হয়—সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় প্রয়োজনও লাভ হয়।" এই কথাই আজ পুনঃ পুনঃ স্মরণ-পথবর্ত্তী হইতেছে।

আজ শ্রীল ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চবার্ষিকী বিরহস্মৃতিসভায় তদীয় গুণমুগ্ধ বহু সজ্জন সম্মিলিত হইয়াছেন। সারস্বত শ্রবণ-সদন বিরহগীতগুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তির রঞ্জনকারী ভক্তিরঞ্জনপ্রভুর বিরহস্মৃতি সকলের চিত্তকেই উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। সকলেরই মনে জাগিতেছে—

'দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি
দেখি পর॥"

এই বিরহ বেদনার মধ্যেও আমাদের একটী পরম সান্ত্বনা ও আশার বাণী আছে। ভক্তিরঞ্জন মরেন নাই, তিনি অমর; তিনি আমাদেরই অন্তরে বর্ত্তমান; যদি আমরা সেবোন্মুখ হইতে পারি, তবে তিনি নিত্য-কাল আমাদিগকে বিরহস্মৃতির সঞ্জীবনী মন্ত্রে চেতনের মঙ্গলারতি করিবার উদ্দীপনা দিবেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনকুঞ্জে নিত্যকাল বন্দনাগীতিকা রচনা করিবার ক্ষমতা দিবেন। ভক্তের প্রসাদেই ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয়।

বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীল ভক্তিরঞ্জনের চরণে ইহাই প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁহার পদাঙ্কানু-সরণে, শ্রীশ্রীআচার্য্যের কৃপা-কেতন নিয়ে বহিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র ভক্ত ও ভগবানের করুণার কথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারি।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অত্যাশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক : কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত · তেলেগু ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের ... অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার উপকার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ডিক্সন্ লেন (?) রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাউল-আউল বর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন ৷
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু পরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী ১০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷০
৪৩। সাধনকণ ০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ০
৪৫। নবদ্বীপশতক /০
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব /০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বৈভবম্ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুয়িং /০
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। এরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই পৌষ, ১৩৪২, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার [২৪৫তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

বিমানবিদ্যা

বিমান-বিদ্যাশিক্ষার্থী দেওয়া রাজ্যের প্রজাদের জন্য ৫ হাজার ও এক হাজার টাকার দুইটী বৃত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেওয়া রাজ্যের যে প্রজা বিমানবিদ্যা শিক্ষালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন, তাঁহারা ঐ বৃত্তি পাইবেন।

বে-সরকারী-বিমান

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল এয়ারওয়েজের সভায় মিঃ আর ই, গ্রাণ্ট গোভাল বলেন, নানা দেশেই প্রথম অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট বিমান-কোম্পানী গুলিকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্টেরও বিমান-কোম্পানী গুলিকে সাহায্য করা উচিত; ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল এয়ারওয়েজ কলিকাতা ঢাকা ও কলিকাতা চট্টগ্রামের পথে বিমান চালাইয়াছিলেন। কখনও তাঁহাদের বিমানের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলেন না বলিয়া কোম্পানী বিমান চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

লাহোর জেলার লাহজরণ গ্রামের জনৈক শিখ যুবক তাহার বৃদ্ধ পিতাকে খাটিয়ার উপর নিহত অবস্থায় বিশেষভাবে দেখিতে পায়। যুবকের পিতা যে বাড়ীতে ছিল, সেই বাড়ীতে সকালে গিয়া সে ঐ দৃশ্য দেখিতে পায়। রাত্রিতে সিঁদেল চোরগণ এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে। বাড়ীতে সিঁদ কাটা রহিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ বে, সব জিনিষপত্র চুরি করিয়াছে, পুলিশ তদন্ত চালিতেছে।

প্রসিদ্ধ সমাজ সেবিকা

প্রসিদ্ধ সমাজ সেবিকা মিস মুরিয়েল লিষ্টার কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীটস্থ খৈতান ভবনে অবস্থান করিবেন। প্রকাশ, তিনি প্রায় সপ্তাহকাল থাকিবেন। গোল টেবিল বৈঠকের সময় লণ্ডনে মিঃ গান্ধি মিস মুরিয়েল লিষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রেলওয়ের সুব্যবস্থা

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়াছেন। উক্তরূপ ব্যবস্থায় যাত্রী-সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আজকালকার মন্দার যুগে সকলে ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে দেশ ভ্রমণের কল্পনা পরিহার করিয়া চলেন। বর্ত্তমানে এইরূপ সুযোগ পাইয়া সাধ্যমত কেহ তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। কোম্পানী এই কনসেশন টিকটের ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই জনসাধারণের গোচর করিয়াছেন। ইহাও বিশেষ সুবিধার কথা। কোম্পানী যাত্রীসাধারণের সুখসুবিধার বিষয়ে যত্নবান, বেশ বুঝা যায়।

ব্যাঙ্কের আবশ্যকতা

বোম্বাইতে ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থানের বোম্বাই শাখার দ্বারোদ্ঘাটন করিবার সময়ে বক্তৃতায় স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি কি হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি দেশের পল্লী ও সহর অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে কিংবা ব্যাঙ্কারদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে না পারেন তাহা হইলে উহাদ্বারা দেশের কোন উপকার হইবে না।" দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগের স্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, গত কয়েক বার দেশীয় ব্যাঙ্কারদের নিন্দা করা এবং ফ্যাসন ছিল। যদি ঐ শক্তি দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহের অস্তিত্ব লোপ করিবার পরিবর্ত্তে উহাদের সংশোধনের জন্য প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে অনেক কাজ হইতে পারে।

শাসন-বিলের আলোচনা

ভারত শাসন বিল কমিটীতে আলোচনার সময় মিস উইলকিনসন এক সংশোধন-প্রস্তাব তোলেন। চেয়ারম্যান তাহা অগ্রাহ্য করেন। প্রস্তাবটির মর্ম্মার্থ এই ভারতে যাহারা জেলে আটক বা অন্তরীণ অবস্থায় আছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া সরকার যেদিন ঘোষণা করিবেন সেইদিন হইতে বিলটী কার্য্যকরী হইবে।

আচার্য্য নোগুচি

দিল্লীতে জাপানী কবি নোগুচি বেতার-যোগে এক বক্তৃতা প্রচার করেন। তিনি বলেন, 'এক মাস ভারতে বাস করিয়া দেখিতেছি ভারতে বাস করা আনন্দদায়ক। যেখানেই গমন করিতেছি সেখানেই অভ্যর্থনা পাইতেছি ভারতের জনগণের অবস্থা আমাকে আনন্দ দান করিয়াছে, আমি আশা করি, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিবে: জাপানও সেইভাবেই পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলেন 'আমেরিকা এদেশে মাত্র তিনটী জিনিষ দেখিবার জন্য আসে যথা:— তাজমহল, হিমালয় ও গান্ধীজী। আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিব।'

বাধ্যতামূলক শরীর-চর্চ্চা

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের বার্ষিক সভায় ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যে ঘোষণা করেন যে, বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক শরীরচর্চ্চা প্রচলন করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। যোধপুর এবং কাশ্মীর মহারাজাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের শ্রমিকগণ

কলিকাতা কর্পোরেশনের সহস্রাধিক শ্রমিক সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে সমবেত হইয়া নানা প্রকার জয়ধ্বনি করে এবং এক সভা করে। শ্রমিকেরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার এবং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তা দিয়া মিছিল করিয়া কাউন্সিলার মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিকট যাইয়া ছত্রভঙ্গ হয়।

বোরখা ত্যাগ

ইরাণ-সরকার পর্দ্দাপ্রথার বিলোপ করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আইন বলবৎ হইবে। ঐ তারিখ হইতে ইরাণের নারীরা বোরখা পরিবে না। ছাত্রীরা অন্যান্য দেশের ছাত্রীদের মতই স্কুলে যাইবে। মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে সভা সম্মেলনে যোগ দিবে।

নৌ-সম্মেলন

ইংলণ্ডের নৌ-সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন হয়। সমস্ত নৌ-শক্তি পৃথক পৃথক ঘোষণা দ্বারা যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের পরিমাণ বাঁধিয়া দিতে পারিবে, ইংলণ্ডের প্রতিনিধি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করেন। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবটী পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া বলিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। রয়েল, আকারে ও আয়তনে গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ত্রিশ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১৫২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷৷০-৪৷৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৩৷০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭৷৷০
পতিরাম	৪৯৲

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৷৷৵০
,, লাল ,,	৮৷৷৵০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট	৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷৷০-৪৷৷৵০
আটা (বি)	৪৷৷৵০-৪৸০
সুজী	৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)	৪৵০-৪০৲
আটা (২)	৪৶০-৪৴০
আটা (কে)	৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)	৩৵০ ৩৷০
পোলাড ভূষি	১৸৵০-২৲
ভূষি	১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

প্রতি ভরি

টাকশালের বার	,,	,,	৩৪৷৷৵১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪৷৷৴১০
গিনি	,,	,,	২২৷৷৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৭১৲
ঐ খুচরা	,,	,,	৭১৷০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

২২শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা ৬৲-৬৷০

ঐ বে মাকা চাক্কা ওজন ৫৵০-৫৷৷৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৷৷৵০—৬৸৵০

এঞ্জেল আয়রণ (কানা) ৬ -৬৷০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯৷৴০

২৬ গেজ ১১৵৷০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২৫ফি ।/৫-৷৷৵১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৵০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল ৭৷০-৭৷৷৵০

প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা ১৸০৩৲ মণ

পাটী কাটিং ৫৲-৫৷৵০ হন্দর

রড কাটিং ৫৷৵০-৫৸০

টীল পাটী ৬৲-৬৵০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১৷৴০

সন্তোষকুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স্ লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপ্রাপ্যাদন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	৬ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৪শে ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৩৪, মঙ্গলবার | ২,৫৫[illegible]তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ১-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ যদুনন্দন দাস অধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

চাকদহে শ্রীমহেশপণ্ডিতের শ্রীপাটে উৎসব

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের উপস্থিতিতে চাকদহে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল। তিনি গত ১৮ই হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম মহাবাহু সখা—নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে এবং অন্যান্য স্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা সকলের চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। গত ২২শে ডিসেম্বর উক্ত নিত্যানন্দ পার্ষদ-প্রবরের অপ্রকট-তিথি-পূজোপলক্ষে উক্ত শ্রীপাটে মহামহোৎসব হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী প্রমুখ কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠ, কীর্ত্তন ও পণ্ডিত মহাশয়ের পরমার্থপ্রদ জীবনী আলোচনা ব্যতীত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

শ্রীল মহেশপণ্ডিতের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১১।৩২) দেখিতে পাই—

মহেশপণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥

মাগুরায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ মাগুরার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়ের আলয়ে গত ১৯শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈদিক বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক, দশাবতার-স্তোত্র ও পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়।

তৎপর দিবস স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী মাগুরায় থিয়েটার হলে "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতা উপলক্ষে আহূত সভায় মাগুরার সেকেণ্ড মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় আসনগ্রহণ করিলে একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত হয়, পরে সভাপতি মহোদয় বলেন,— "আমি এই মহতী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আমি ৩ বৎসর যাবৎ এই মাগুরা টাউনে আছি; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কথা শুনিবার মত সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তবে জানিনা আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণসহ এই মাগুরা টাউনে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া নিজদিগকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি কিন্তু যে সনাতন-ধর্ম্মের জন্য ভারতবাসীর গৌরব সেই ধর্ম্মের বিষয়ে আমরা কোন অনুসন্ধানই করি না। তাহার কারণ, বর্ত্তমানে আমাদের নিকট সনাতন-ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন মনে হয় না। আজ বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতবাসীর একমাত্র গৌরব যে সনাতন-ধর্ম্ম, সেই বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। গৌড়ীয়মঠের কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, তাঁহাদের বিষয় আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে সনাতন-ধর্ম্ম-বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইব।"

* * *

তৎপরে স্বামীজী মহারাজ সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাধিককাল বহু শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার পূর্ব্বক একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় স্বামীজী মহারাজের ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন,— "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র [illegible] প্রকটিত হইতেছে। আমি আশা করি, স্বামীজী মহারাজ এসমস্ত কথা বিশেষভাবে এতদ্দেশে প্রচার করিলে দেশের [illegible] সত্যই মঙ্গল লাভ হইতে পারে।" বক্তৃতান্তে "নারদমুনি বাজায় বীণা" এই গীতটি কীর্ত্তন হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

উক্ত সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—[illegible] চট্টোপাধ্যায়; প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার; দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়; ম্যানেজার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী; ডাঃ [illegible]গোপাল সাহা; উকীল নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাবু [illegible] রায় সরকার, উকীল নরেন্দ্রনাথ [illegible], উকিল [illegible] সরকার, [illegible]প্রকাশ [illegible]; উকীল [illegible], উকীল তারাচন্দ্র সেন, উকিল ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, মোক্তার প্রমথভূষণ মিত্র, মোক্তার যতীন্দ্রনাথ বাকচী, মোক্তার হেমন্তকুমার রায়, মোক্তার তারাপদ ভট্টাচার্য্য; মোক্তার প্রমথনাথ দত্ত; মোক্তার নগেন্দ্রনাথ জোয়ারদার; মোক্তার অমর শঙ্কর গুহ; মোক্তার তারাপদ চক্রবর্ত্তী; মোক্তার প্রভাসচন্দ্র রায়।

* * *

তৎপর দিবস শ্রীযুক্ত [illegible] সম্বন্ধে [illegible] হয়। উক্ত সভায় [illegible] ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ নারায়ণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

দীক্ষা ও দীক্ষাবাধ

প্রাকৃত বস্তুসত্তার মূল শক্তি 'প্রকৃতি'। 'প্রকৃতি'- অব্যক্ত শব্দ-বাচ্য। যাহা প্রকাশমান না হইয়া কারণ-কারণরূপে নিজ কার্য্যের অস্তিত্ব সম্পাদন করে, তাহাই 'অব্যক্ত'-শব্দে উদ্দিষ্ট। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। সসীম মানবজ্ঞান যে-কালে কারণানুসন্ধান বা কারণ-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত প্রকৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই প্রাকৃত। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে, এই গুণত্রয় রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ নামে অভিহিত। রজোগুণের ধর্ম্ম এই যে, উহা অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশিত করে, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশ-সত্তা রক্ষা করে, আর তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ সাধন করিয়া থাকে। সত্ত্ব-প্রান্তে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ, সুতরাং ঐ অসদ্ গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের অধিপতিকে গুণাবতার বলা হয়। বিষ্ণু সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ পুরুষ কিন্তু সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ পুরুষ হইলেও গুণমায়াতীত অধোক্ষজতত্ত্ব; ইনিই অনিরুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বাত্মক তৃতীয় তত্ত্ব। ইনি শক্তযোনি বা সাত্বতগণের কামদোহনকারী, ইনি নিখিল জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিপুরুষ-রূপে বিরাজিত। এই মায়াধীশ বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের মায়াতীত অপ্রাকৃত উপলব্ধি হয়। রজোগুণাধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া যখন নিজের রজোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে ভগবচ্চরণে প্রপন্ন ও ভগবৎ-প্রোক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান-সমন্বিত পরমগুহ্য অধোক্ষজ-জ্ঞানের শ্রৌতপন্থা রক্ষক হন, তখন তাঁহার আনুগত্যে জীবের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, নতুবা রজোগুণ জীবের চিচ্চক্ষু আবরণ করিয়া তাহাকে প্রাকৃত রাজ্যের ভোক্তাভিমানে প্রমত্ত করায়। আর রুদ্র যখন স্বীয় গুণসংবৃতত্ব বা তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে সঙ্কর্ষণ সেবকরূপে বৈকুণ্ঠপ্রতীতির প্রচারক হন, তখন রুদ্রানুগত্যে প্রচেতোগণের ন্যায় জীবের দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, নতুবা তমোগুণ জীবের দিব্যচক্ষুর প্রতিবন্ধক হইয়া জীবকে দুঃখ পাষণ্ডমার্গে নিক্ষেপ করে, নয় অভিজ্ঞানের প্রলোভন দেখাইয়া নির্ব্বিশেষ তমোরাজ্যে পাতিত করিয়া তাহার আত্মবিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সেই সময়ে অণুসম্বিদের কেবলা বৃত্তি যে অহৈতুকী অধোক্ষজ সেবা, তাহা সুপ্ত থাকায় তদাবরণরূপে স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত ভূমিকায় বিচরণ করিয়া ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হইয়া পড়ে। অচিদ্ভোগ বা অচিৎত্যাগ—এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপ অন্তর্বৃত্তি বা দেহ ও মনোধর্ম্মরূপে বর্ণনা করা হয়। 'প্রকৃতি' হইতে 'মহৎ', 'মহৎ' হইতে অহঙ্কার এবং সেই প্রাকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন এবং সেই সকল প্রাকৃততত্ত্বসমূহ ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং যেমন পঞ্চহস্ত-পরিমিত রজ্জুতে আবদ্ধ গাভী বিংশহস্ত ব্যবধানে অবস্থিত নবতৃণাঙ্কুর স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ মন ও দেহধর্ম্মে অবস্থিত বদ্ধজীব প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম-জ্ঞান উভয়ই প্রাকৃত বস্তু বা প্রাকৃত কার্য্যনিচয়ের বৃত্তি বলিয়া প্রাকৃত। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধজীবের দেহমনের প্রাপ্য। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান জীবের দেহমনের ধ্বংসবিষয়ক। ভগবানের একপাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। একপাদদ্বারা ত্রিপাদবৈভব আয়ত্ত করা যায় না। যাহারা একপাদ বৈভবেরও সামান্য প্রাকৃত খণ্ড-জ্ঞান লইয়া অপ্রাকৃত জ্ঞানের বিচার করিতে ধাবিত হন, তাঁহারা মক্ষিকার ন্যায় কাচভাণ্ডে সুরক্ষিত মধু গ্রহণ করিবার বৃথা চেষ্টার ন্যায় প্রাকৃত রাজ্যেই অবস্থান করেন। ঐসকল আরোহবাদীর চেষ্টা প্রাকৃত। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তির ছলনা - উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকারভেদ; 'অপ্রাকৃত' বস্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অণুসম্বিদের প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিতিকালে প্রাকৃত সম্বন্ধসমূহ তাহার অপ্রাকৃত দৃষ্টিকে আবরণ করে; সুতরাং অণুসম্বিৎ সেই অবস্থায় থাকিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিকসূত্রে যে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের প্রাপ্তির অভিনয় করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃত জ্ঞান না হইয়া বিমুখ-বিমোহিনী মায়ার কুহকিত প্রহেলিকাময় প্রাকৃতজ্ঞানবৈচিত্র্য মাত্র। দৈশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ যাহাকে দীক্ষা, দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃতস্ফূর্ত্তি বলেন, তাহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিক থাকাকালে লাভ হইতে পারে না। অর্থাৎ তত্ত্বকোবিদগণের সিদ্ধান্তানুসারে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর দীক্ষায় অভিনয় দীক্ষার অনুকরণ-চেষ্টা হইলেও তাহা দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের অনুসরণ নহে। ঐরূপ অনুষ্ঠান 'দীক্ষা' নামে অভিহিত না হইয়া 'দীক্ষাভিনয়' বা 'দীক্ষাবাধ' নামে অভিহিত হওয়াই সমীচীন। যাহা দীক্ষিতের নিত্য-সত্তা সংরক্ষণ করিয়া দীক্ষিতকে প্রাকৃত ভোগ-ভূমিকা বা ত্যাগভূমিকা হইতে উদ্ধার করিয়া যুক্তবৈরাগ্যে আকৃষ্ট করিয়া অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দরের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে তাহাই দীক্ষা। পক্ষান্তরে যাহা দীক্ষাদাতার ও দীক্ষিতের সহিত দীক্ষার প্রলয়সাধনে তৎপর, দীক্ষাবাধ বা দীক্ষা-হন্তারক ব্যতীত তাহার আর কি সংজ্ঞা হইতে পারে?

——

সেবাতীর্থের বক্তৃতা

[আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠোপলক্ষে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি, বি-টি মহোদয়ের বক্তৃতা। শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রেরিত।]

কৃষ্ণভজনে সকলের অধিকার

সমবেত সজ্জনগুলি, আপনাদের চরণে আমার প্রণিপাত। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত বিষয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া কীর্ত্তন করতঃ আপনাদের সেবা করিতে পারি। শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের সুখোৎপাদনের কথা আছে এরূপ নহে, পরন্তু একমাত্র কৃষ্ণ। এবং জানুন, আর না জানুন, স্বীকার করুন আর না করুন, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস। ভজনের দ্বারাই যদি কেহ উপকৃত হইতে চান, তবে উহা কৃষ্ণভজনেই সম্ভবপর। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী বাক্য আমাদের বিচারের বিষয় হউক। শ্লোকটী এই—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ ॥
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥
(ভাঃ ১।২।২৩)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। উপাস্য হিসাবে শ্রীনারায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্ত্ববিগ্রহ শ্রীনারায়ণ-ভজন হইতেই শুভফলের উদয় হয়, ব্রহ্মা বা রুদ্র হইতে হয় না। বিষ্ণু শ্রীনারায়ণের একপ্রকাশ এবং শ্রীনারায়ণ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ। ব্রহ্মা এবং শিব—"জীব-তত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ" (চৈতন্যচরিতামৃত)। কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া যাঁহারা শৈব, শাক্ত বলিয়া অভিমান করেন, পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া জানাইয়াছেন—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥'

এই কৃষ্ণভজনে সকলের অধিকার আছে। ভজন দিয়াই যদি কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতে হয়, তবে বলিতে হয়—

"যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥"

চণ্ডাল যদি বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইবেন। জাগতিক মান-অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পারমার্থিক পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তির দুর্ভিক্ষ

জগতে হরিকথা আলোচনার অভাব হয় নাই। "নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান, বৃথা তার সে ছার ভজনে।" যতদিন ভক্তির সন্ধান না জানিয়া ধ্যান করিব, ততদিন আমরা এই নিন্দার ভাগী হইব। শুদ্ধভক্তের পদধূলিতে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যখনই ভক্তের অভাব হয় তখনই মনোধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ভক্তি এবং ভক্তির বিষয় শ্রীভগবান্ মনোধর্ম্মীর আলোচ্য বস্তু নহেন। অধোক্ষজ বস্তুকে অক্ষজজ্ঞানের বিষয় করিয়া লইলে, সেখানে ভগবানের পূজা হয় না, আমাদের খেয়ালেরই পূজা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন ব্যক্তির খেয়াল বিভিন্ন রকমের। সুতরাং বিভিন্ন খেয়াল অনুযায়ী সত্য বস্তুর ধারণা বিভিন্ন রকমের হইয়া পড়ে। পরস্পর বিরোধী এই সমস্ত বিভিন্ন ধারণা পরিশেষে মানবমনকে সত্য ধারণার সম্পূর্ণ অনুপযোগী করিয়া তুলে। অক্ষজবিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ কংস ও কৃষ্ণের দরবারের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারেন না—ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারেন না। ভোগ ও ত্যাগের মধ্যেই তাঁহারা দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু ভোগ ও ত্যাগ দ্বারা যে গণ্ডী অঙ্কিত হয়, তাহার ভিতরে ভক্তির অবস্থান নাই। যেখানে ভক্তির অবস্থান নাই, সেখানে ভগবানেরও অবস্থান নাই। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (গীতা)। ভক্তি-দ্বারাই ত ভগবান্ পরিজ্ঞাত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম 'বিশুদ্ধ ভক্তি' বাস্তব রাজ্যের শেষ কথা। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কথা জগতে পূর্ব্বেও প্রচারিত ছিল না এবং পরেও হইবে না। দার্শনিকগণকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা মহাপ্রভুর মতে অনুপ্রা-

বেত্তা, অভ্রান্তত্বা লক্ষ্য করিবেন—উঁহারা কুযোগী, কুদার্শনিক। মহাপ্রভুর এই বিশুদ্ধ মত এক অন্ধকার যুগের ভিতর দিয়া অতিক্রম করায় উহা মনোধর্ম্মিগণের কাছে হতগৌরব হইয়া অবস্থান করিয়াছিল। শ্যামসুন্দরের সেবা অসজ্জনের সেবাদ্বারা স্খলিত হইয়া উজ্জ্বলোজ্জ্বল অপ্রাকৃত রসের প্রতি মানব-মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। সমগ্র ভারতে শুদ্ধভক্তির প্রচার স্তব্ধ হইয়াছিল। এরূপ দুর্দ্দিনে জগৎকে পুনরায় শুদ্ধভক্তির সন্ধান দিবার জন্য—সুন্দরের সেবা জানাইবার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রৌতসিদ্ধান্তপর বিচার লইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব। যত দিন বাস্তবসত্যের আদর করিতে জগতের লোক পশ্চাৎপদ না হইবেন—যতদিন জগতের লোক নিজ নিজ ভাবনাবন্ধের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করিবেন—যতদিন মানবের মন শ্রৌতযুক্তির চমৎকারপ্রদ গবেষণার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, ততদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারপ্রণালী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারপ্রণালী মানবমনকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। জগতে বহু মঠ স্থাপিত হইয়াছিল, হইতেছে ও হইবে কিন্তু আমি বিশেষভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারপ্রণালীর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বিচারকের সতর্কতা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক এতদ্দেশে প্রচারের ভার এ অযোগ্যের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রচার করেন কে?

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"

কিন্তু আমার ভিতরে আচার কৈ? আমি অসদাচারে লিপ্ত, এবং সেই অসদাচার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। শ্রীগুরুদেব এক আদেশদ্বারা আমাকে ভক্তির অনুকূল আচার গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে বলিতেছেন। আমার আশা আছে যে, একদিন তাঁহার কৃপায় আমি প্রচার করিবার শক্তি লাভ করিব। আমি সেবক; আমি যে কোন প্রকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিতে পারিলে জীবন সার্থক বলিয়া মনে করি। আমি প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া মঠে যাই নাই, সেবা করিব বলিয়াই গিয়াছি। যে-সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলে গৌড়ীয়মঠের সঙ্গ লাভ করা যায়, যে-সমস্ত বিচারের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে আমাদের এই হৃদয়-অযোধ্যায় রামের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা নাই, সেগুলি আমার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার পতনের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্থানের আশাও কম নহে। কারণ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পতিতপাবন। আমি যদি সরলভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে গিয়া থাকি তবে তাঁহার কৃপা-কটাক্ষে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমার সেবাবিরোধী ভাবসমূহ বিদূরিত হইবে। শ্রীগুরুদেব বলদেবতত্ত্ব, বল দিবার মালিক তিনি। তাঁহার এত শক্তি আছে। তিনি যতদিন প্রতীক্ষা করিতে বলিবেন, ততদিন যেন তাঁহার কৃপা-লাভের আশায় অবস্থান করিতে পারি, এই ধৈর্য্য আমি সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

আমার মত কোন লোক যদি শ্রীগৌড়ীয় মঠে গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার দোষের জন্য মঠ দায়ী নহেন—শিষ্যের দোষের জন্য গুরু দায়ী হইবেন না—রামচন্দ্র পুরীর বিচার-প্রণালীর জন্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী দোষী নহেন—ছোট হরিদাসের ব্যবহার-দোষের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দোষী বলা যাইবে না যে-সমস্ত ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠ 'এ করেছে, তা করেছে' বলিয়া আমার মত নিষ্ঠাভিমানী লোকদিগের অবিচার গুরুর উপরে আরোপ করিয়া মঠের কুৎসা রটনায় শতমুখ হন, যাঁহারা গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধবিচার-প্রণালী অনুধাবন করিতে অক্ষম হইয়া নিজ নিজ বিচারের ভ্রান্তক জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করিতে অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহাদের সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিতেছেন—

'মণিময়মন্দিরে পিপীলিকাঃ পশ্যন্তি ছিদ্রম্।'

পিপীলিকা ভক্তির গ্রাহক নয়। পরছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তশ্রবণের জন্য মঠে যাইতে হইবে। রামানুজ লক্ষ্মণ সীতার আদেশে রামের সাহায্যার্থে কুটীরত্যাগকালে স্বীয় ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া সীতাকে যে কোন অবস্থাতেই উহা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সীতা যতক্ষণ এই রেখার ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন, ততক্ষণ কোন বিপদের সম্ভাবনা হয় নাই। কিন্তু সাধুবেশী রাবণকে ভিক্ষা দিতে গিয়া এই রেখা অতিক্রমদ্বারা তাঁহার বিপদ্বরণের অভিনয়।

অভ্রভেদী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৌধরাজি শুরুতত্ত্ব লক্ষ্মণের রেখাদ্বারা আবৃত। এই রেখার বাহিরদেশে অগম্য ক্রমিকার বিচার-প্রণালী অবস্থিত। কিন্তু মঠ নির্গুণ বাস। মঠের বিচার-রেখার বহির্দ্দেশে গেলেই বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। রাবণের দল ছাড়িয়া রামের দলে যাইতে হইবে। বহির্দ্দেশে অবস্থিত থাকিয়া আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। কিন্তু বহির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়া শ্রীগুরুর্ সান্নিধ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত আমাদের পতনের আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় যদি আমাদের ভিতরে অনাচার কিম্বা ব্যভিচারের দৌরাত্ম্য অনুভব করি বা কাহারও ভিতরে দেখি, তবে উহাকেই গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগ করার হেতু বলিয়া বিচার না করিয়া, যদি সেই ব্যভিচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলদেবের কাছে বল প্রার্থনা না করি তাহা হইলে কি আমরা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিব? মনুষ্যলিঙ্গধারী বলদেবাত্মক শ্রীগুরুদেবের সন্নিকটে আমাদের দুর্ব্বলতার কথা নিবেদন না করিয়া যদি আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাকেই আশ্রয় করিয়া রাবণের দল পুষ্ট করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে কি আমাদের বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে? যাঁহারা সত্য সত্য দুর্ব্বলতার হাত হইতে মুক্ত হইতে চান, তাঁহারা দুর্ব্বলের আদর্শ গ্রহণ করিয়া বাহাদুরী করিতে পারেন না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শিক্ষা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম নহেন। ইহা ভোগী বা ত্যাগীর আড্ডা-বিশেষ নহে। ইহা শ্রবণ-সদন। ইহা জীবকে কৃষ্ণসেবার কথা জানাইয়া দিতেছে। সেবক না হইলে সেবার কথা বলিতে পারেন না। ভোগী এবং ত্যাগী সম্প্রদায় যে সেবার পরিকল্পনা করেন, উহাতে জীব-সেবা হয় না। জাগতিক সমস্ত অভাব আমার পূর্ণ হইলেও আমি অভাবমুক্ত হইব না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে আমার অভাব মিটিবে না। যে কৃষ্ণভক্তির অভাবেই আমার এই সংসার-দশা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অভাব, যাঁহার অভাবে আমি অসীম দুর্দ্দশায় পতিত, সেই ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার অভাব দূর হইবে না। শ্রবণ-সদন শ্রীগৌড়ীয়মঠ কৃষ্ণভক্তি-লাভের এক অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিতেছেন না কি?

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৪ নারায়ণ ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর সোম সপ্তমিব সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণত্রয়োদশী দণ্ড রা ১২।৩ অনুরাধা ভাবন রা শে ৫।১৮ ধৃতিযোগ দি ৩।১০ গরকরণ দি ১১।৪১ গতে বণিজকরণ রা ১২।৩ গতে বিষ্টিকরণ।

১৫ নারায়ণ ৯ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর বুধ ভুত অনিরুদ্ধ অমাবস্যা চক্রী রা ১২।১ মূলা প্রভব রা শে ৬।১২ গণ্ডযোগ দি ১।৪ চতুষ্পাদকরণ। বড়দিন।

১৬ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরপ্রাতিপদ দণ্ড রা ১১।১৫ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভু রা শে ৫।৫৩ বৃদ্ধিযোগ দি ১১।২৫ কিস্তুঘ্নকরণ।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

-::০::-

শ্রীগয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩)

তাঁহার অসম্পূর্ণতা না লইয়া বিষয়-গ্রহণের চেষ্টা করিবেন। আপনারা জনার্দ্দনের সেবক। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, ভারতের সর্ব্বোত্তম বিচার ব্রাহ্মণতা, কিন্তু তার অনন্তগুণে উপর বৈষ্ণবতা। ইহা সকল সময়কাল ব্যাপক। চীন, জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি সকলদেশে এবং সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি সর্ব্বযুগে হরিনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র পরমধর্ম্ম। এমন দিন আসিবে, যখন হউনিভার্সিটি চর্চ্চা একটীমাত্র থাকিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার বিশ্বে একমাত্র আদরণীয় হইবে। সকলে বুঝিবে—গৌড়ীয়মঠ বড় ভাল কথা ব'লেছিল। এরা অপ্রাকৃত কথা সব কানাকড়ি মূল্য ব'লেছিল। শ্রীরাধাকুণ্ডবাসিনীর কথা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথাই একমাত্র সারকথা ইহাই আপনারা সকলেই জানুন।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

মনুষ্যমাত্রকে গৌড়ীয় মঠে আসিতে বলি। গৌড়ীয়মঠে ধন, বিদ্যা প্রভৃতির গন্ধ নাই। বরং এসব ত্যাগ করিয়া পরমবস্তুর অন্বেষণই গৌড়ীয়মঠের ব্রত।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

(মুণ্ডক ৩।৩)

পাটনায় ব্রজেশ্বরী বাবু প্রভৃতিকে পাওয়া গিয়াছে। লোকে ক্রমশঃ তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্চতা জানিতে পারিবেন। পাটনা ধন্য হইবে। মনুষ্যজাতির মঙ্গল হইবে, যদি রাধাকুণ্ডবাসিনীর কথা শ্রবণ করেন। বিরোধ করিলে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। পরদ্রোহে সুবিধা হইবে না।

তৎপরে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে সুললিতকণ্ঠে নিম্নলিখিত মহাজনগীতি কীর্ত্তন করেন।

আমার জীবন সদা পাপে রত
নাহিক পুণ্যের লেশ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REGD. NO C.1544

চৈতন্যোপনিষদ্

অত অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড; শ্রীমায়াপুর—৯ই পৌষ, ১৩৪২. ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বুধবার ; ২৪৬তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

আবার ভূকম্পন

১৯শে ডিসেম্বর রাত্রিতে কোয়েটায় আবার প্রবল ভূকম্পন অনুভূত হয় এবং ৮ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ভূগর্ভে ঘর্ঘর শব্দ হইয়াছিল। লোকজন ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই

শেষ রাত্রে আবার সামান্য কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

নাসিকা ছেদন

শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ফুলবাগানের মেঘবর্ণকে স্ত্রীর নাক কাটিবার অপরাধে চারিমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, মেঘবর্ণের স্ত্রী তাহার সহিত ঢাকা যাইতে চাহে নাই বলিয়া সে স্ত্রীর নাক কাটিয়া দেয়।

হত্যার মামলা

লাহোর দায়রা আদালতে বিষণ সিংকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মহম্মদ হোসেনের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ, সাক্ষী একটি কুঠার দ্বারা বিষণ সিংহকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। একজন হিন্দু এবং দুইজন শিখকেও জখম করিয়াছিল।

আসামী খালাস

গোলাম মহম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ইয়াকুব এবং মীর হায়দার নামক দুইব্যক্তিকে জেলা ও দায়রা জজ বে-কসুর খালাস দিয়াছেন।

প্রকাশ, নিহত ব্যক্তি আসামীদের কোকেন ও অন্যান্য জিনিষের বে-আইনী ব্যবসা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পুলিশকে সংবাদ দেয়। তাহাতে আসামীরা ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রবর সড়কীতে রাত্রিতে গোলাম মহম্মদকে ছোরা মারিয়া হত্যা করে।

কৃপাণ সমস্যা

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জটাধর ঈশ্বর সিং ও মতীন্দ্র সিং সেবাদারকে দেড়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত যে কৃপাণ রাখিতে হয়, তাহা ছোট হইলেও চলে। আসামীরা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়াছে।

শিশুপুত্র ও কন্যা হত্যা

শ্রীহট্টের জিলা ও দায়রা জজ বৃদ্ধ কালী-কিশোর ধরকে তাহার কন্যা হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। হত্যা সম্পর্কে বৃদ্ধ আদালতে প্রকাশ করে তাহার দারিদ্র্যবশতঃ কন্যা ও পুত্রের অন্নাভাবে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহাদের হত্যা করিয়াছে।

গোপন বৈঠক

আগ্রা জমিদার সমিতির কতিপয় সদস্য ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক গোপন বৈঠক হইয়া গিয়াছে। আলোচনা প্রকাশ করা হয় নাই; ব্যাপারটী রহস্য-জনক বলিয়া মনে হইতেছে।

শুনা যাইতেছে যে, সরকার নূতন খাজনা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা চালাও প্রবর্ত্তনের কথা হইয়াছে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য জমিদার-সমিতি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

ধর্ম্মঘট

বিড়লা জুটমিলে শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়াছিল। শুক্রবার শ্রমিকেরা মিলের দুইজন দারোগাকে প্রহার করে।

সোমবার কল খোলা হয়। শ্রমিকেরা কাজে না আসায় কল বন্ধ করিয়া দিতে হয়। জানা যায়, শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের দাবীগুলির মধ্যে মজুরী বৃদ্ধির দাবীই প্রধান।

কোনও হাঙ্গামা হয় নাই। শ্রমিকেরা বলিয়াছে যে মিঃ জি, ডি বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে কাজে যোগ দিবে না। তিনি বর্ত্তমানে দিল্লীতে আছেন।

অনশন পণ

বিপ্লব বিরোধী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কুদরৎউল্লা সিদ্দিকী নামে এক ব্যক্তি যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী স্যার নবাব মহম্মদ ছত্তরীর নিকট চিঠি পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ মন্ত্রী মহাশয় যদি তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের বাসগৃহের দ্বারে অনশন ব্রত অবলম্বন করিবেন। একজন মুসলমান মন্ত্রীর হস্তে অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে, ইহা কল্পনা করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ অনুন্নত সম্প্রদায়ের বাহিরের লোকদিগকেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। ফলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের অভিযোগের কথা ব্যক্ত হইতে পারে নাই। অনুন্নত সম্প্রদায় স্বার্থরক্ষায় নিজেরাই উপযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের মতামত গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এই অভিযোগ বিদূরিত না হইলে, তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন।

ঝিনঝিনিয়া রোগ

শ্রীহট্ট ব্যবস্থাপক সভায় ঝিনঝিনিয়া রোগ সম্পর্কে মৌলবী তমিজুদ্দীন খাঁর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বলেন চব্বিশ পরগণা খুলনা ও যশোহর জেলায় কোথাও ২ পীড়া দেখা দিয়াছে। এই পীড়ায় প্রায় মৃত্যু হয় না। স্বাস্থ্য-বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর এই নূতন রোগ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিয়াছেন। এই রোগে কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তবে অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কয়েকজন কর্ম্মচারী নিয়োগের কথা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

মহিলার দান

সাহাবাদ জিলার শ্রীমতী ধারচন্দ্রাকুমারী স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত জিলার ডুমরি গ্রামের কৃষ্ণপ্রসাদ হাই স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২৭ হাজার ১ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগ একটী ট্রাষ্ট ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া ফণ্ডের কার্য্য পরিচালনার কর্তৃত্ব ডুমরাওঁয়ের মহকুমা হাকিমের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গালী ছাত্রের সম্মান

ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অব টেকনলজির ছাত্র প্রভাতকুমার বানার্জ্জি ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রিণ্টিং ক্র্যাফ্‌টস গিল্ডের সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন। উক্ত গিল্ডের উদ্যোগে আগামী বড়দিনের উৎসবে যোগ দিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তিনি সেখানে প্রাচ্য নৃত্য দেখাইবেন। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অব টেকনলজির গত প্রীতি সম্মেলনে তিনি নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অবস্থা ভাল

ফরিদপুর জেলার ভূষণা থানায় কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য কৃষিঋণ দান করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সংবাদ সত্য নহে। ঐ অঞ্চলের লোকদের অবস্থা এবৎসর ভাল মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন ঋণদান করেন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, বুধবার | ২৩৬৩ম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

খুলনা জেলায়

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতবেড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতা দান ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন।

* * *

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে স্বরূপনাহির-দিয়া গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রুদ্র চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় হরিসভা-গৃহে উক্ত প্রচারকদ্বয় বর্ত্তমান অদৈববর্ণাশ্রম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, দৈববর্ণাশ্রম ও নিত্যধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এতৎ সম্বন্ধে অনেক পরিপ্রশ্ন করিয়া তত্ত্ববিষয় অবগত হন।

* * *

গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনায় নারায়ণ ধর্ম্মগৃহে প্রচারকদ্বয় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা শাস্ত্র-যুক্তি ও দার্শনিক বিচার দ্বারা বলেন যে, জড়জগতের বস্তু কখনও মনুষ্যের চরম প্রয়োজনের সাফল্য প্রদান করিতে পারে না। জড়ভূমিকা হইতে চেতন ভূমিকায় চিৎকণ জীব যদবধি না আরোহণ করিতে পারে তদবধি তাহার জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য যে পূর্ণচেতনের আনুগত্য, তাহা সম্ভব হয় না। এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যে সুখ ও আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত, তাহা একমাত্র চেতন কৃষ্ণকান্তেই অবস্থিত, সুতরাং জড়ভূমিকায় মনুষ্যের আনন্দ অনুসন্ধানার্থ যে বিবিধ লৌকিক, সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক প্রচেষ্টা, তাহা কেবল বৃথা পরিশ্রম।

* * *

গত ১৯শে ডিসেম্বর 'শ্রীচৈতন্যের দান' এবং ২০শে ডিসেম্বর 'শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তৃতা হইয়াছে। ১৮ই হইতে ২০শে পর্য্যন্ত প্রত্যহই অপরাহ্ণ সন্ধ্যা ৫॥ ঘটিকার সময় বক্তৃতা হইয়াছে। প্রত্যহই শত শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলায়

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপালপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে অস্মদীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় মঠসেবক সহ তাঁহার আলয়ে যাইয়া তাঁহার নাট্যমন্দিরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর দিবস প্রাতে উষঃকীর্ত্তন হয়। ভক্তিশাস্ত্রীজীর মূল-গায়কত্বে প্রভাতী সুরে 'গুর্ব্বষ্টক', 'বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ', 'উদিল অরুণ পূরব ভাগে' প্রভৃতি মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত রজনী বাবু স্বয়ং ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমণী বাবু প্রমুখ কতিপয় শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট ভক্তিশাস্ত্রীজী মনুষ্যমাত্রেরই যে কৃষ্ণের সংসার করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বহির্ম্মুখ জীবের সংসারে ও ভক্তের কৃষ্ণ-সংসারের পার্থক্য, মনুষ্যমাত্রেরই ভগবদ্ভজনে অধিকার, বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

আসামে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বঙ্গীয় প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গত ২৬শে অগ্রহায়ণ তেজপুরে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল মহাশয়ের ভবনে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় স্বামীজীর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। তেজপুরের নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় স্বামীজী কেবলাদ্বৈতবাদীর ও সাত্বতসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের বিচার-পার্থক্য বর্ণন করিয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াছিল।

যশোহর জেলায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২২শে অগ্রহায়ণ মাগুরা হইতে রওনা হইয়া ২৩শে অগ্রহায়ণ বগ্গাট গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন। বগ্গাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় স্বগণসহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান। তথায় বহু ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন। স্বামীজী ঐসকল শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ও মানবের কর্ত্তব্য কি— প্রভৃতি বিষয়ে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণেও বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রশ্নাদি করিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলক যথাযথ উত্তর প্রাপ্ত হন। সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিশ্বাস মহোদয়ের গৃহে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজ "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার পূর্ব্বে তদীয় আদেশে শ্রীমান্ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী অকপটী কাল ইত্যাদি বিষয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ বগ্গাটের নিকটস্থ আবাইপুর নামক গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কুণ্ডু নামক জনৈক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি স্বামীজী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দকে তাঁহার গৃহে

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি সভা

গত ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান সদরে শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-ব্যয়-নির্ব্বাহকারী মহাপ্রাণ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পঞ্চম-বার্ষিক বিরহ স্মৃতি উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি বিশমহারাজাধিরাজ পক্ষে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর কে-সি-এস্-আই মহোদয়। সভায় কলিকাতার এবং অন্যান্য স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবাপালনের বিষয় নির্ণয় পাঠ হইলে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর একটি অতি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ নারায়ণ [illegible] ৪৪৩

শ্রুতি মহাপ্রভুর শিক্ষাই প্রচার করিতেছে

'বেদান্ত' ষষ্ঠী-তৎপুরুষ নিষ্পন্ন পদ 'বেদের অন্ত'। 'বেদের অন্ত' কথাটী দুইভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 'অন্ত' শব্দে যেখানে শেষ অর্থ করা হয়, সেস্থানে বেদের শেষ ভাগকেই বেদান্ত বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বৈদিক শাখার স্বতন্ত্র 'ব্রাহ্মণ' আছে, আবার প্রত্যেক 'ব্রাহ্মণে'র সহিত 'আরণ্যক' সংযুক্ত। যেমন ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', যজুর্ব্বেদের 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইত্যাদি। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ অধ্যায়। আর তৈত্তিরীয় উপনিষদ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ তিন অধ্যায়। এরূপ চারি বেদের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা স্বরূপ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পরিশিষ্টরূপ আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ অংশ উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলিতে হয়। হেমচন্দ্র প্রভৃতি কোষকারগণেরও এই মত। আবার কাহারও মতে বেদের অন্ত অর্থাৎ চরমশিক্ষা যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বেদান্ত। এরূপ [illegible] বেদের মীমাংসাস্বরূপ বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র উভয়কেই বেদান্ত মধ্যে পরিগণিত করা যায়। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারিণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ"।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—বেদান্তের অপর নাম (১) উপনিষদ এবং (২) ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদের অপর নাম শ্রুতি। 'উপ'-পূর্ব্ব 'নি' পূর্ব্ব (পদ-অবসাদন গত্যর্থ) সদ্ ধাতুর উত্তর কিপ প্রত্যয় করিয়া উপনিষদ্ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপরি-উক্ত ধাতুগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষদ্ শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যাহা দ্বারা ব্রহ্মের বিষয়ে আসক্ত (সদ্ ধাতু যেখানে বধার্থে প্রযুক্ত) বিনষ্ট হয়, যাহা দ্বারা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা (সদ্ ধাতু যেখানে অবসাদনার্থে প্রযুক্ত) উন্মূলিত হয় এবং যাহা দ্বারা নিঃসংশয়িতভাবে বা নিশ্চিতভাবে (নি—এই উপসর্গ হইতে আগত অর্থ) ব্রহ্মের সমীপে (উপ—এই উপসর্গের অর্থ) গমন করা যায় (সদ্ ধাতু যেখানে গত্যর্থে প্রযুক্ত) তাহাই উপনিষদ্। রূঢ়ি, যোগ, যোগরূঢ়ি, মহাযোগ ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি—এই পঞ্চ বৃত্তি শব্দবৃত্তি দ্বারাই উপনিষদ্ বা শ্রুতি-শব্দের যে সকল অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই বৈদান্তিকরূপ নির্বিশেষবাদিগণের মতবাদ-খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট। 'উপনিষদ্' শব্দ দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে উপগম্য, উপগন্তা ও উপগমন—এই তিনটী বস্তু ও ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্ম—উপগম্য, জীব উপগন্তা এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—উপগমন। ইহাদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্য অবস্থান এবং তাঁহাদের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। উপগম্য বস্তু নির্ব্বিশেষ হইলে বা উপগন্তার অবস্থান না থাকিলে কিংবা উপগমন-কার্য্য উপগন্তা ও উপগম্যের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়ারূপে না থাকিলে 'উপনিষদ্' শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না। তাহা হইলে ব্রহ্ম নিত্য মায়া বা মিথ্যা হইয়া যায় উপনিষদ্ এরূপ মতবাদ নিরাস করিয়া বলিতেছেন যে, উপগন্তার উপগম্যের সমীপে উপগমন করিবার সার্থকতা আছে। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু; যে বৃহদ্বস্তুর নিকট উপনীত হয়, সে বৃহদ্বস্তুর সমজাতীয় হইলেও ক্ষুদ্র কারণ, উপগন্তা যদি উপগম্যের ন্যায় সমপরিমাণে বৃহৎই হইতেন, তাহা হইলে উপগমন কার্য্যের কোন সার্থকতা নাই। ক্ষুদ্র বৃহতের নিকট গমন করিয়া থাকে। অতএব জীব ব্রহ্মের সমীপস্থ হয় সমীপস্থ হয় বলিলে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় এইরূপ অর্থ অনাবশ্যক। ক্ষুদ্রবস্তু বৃহদ্বস্তুর সমীপস্থ হইয়া বৃহদ্বস্তুর সেবা করে। ইহাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যদি বল, কেবলমাত্র সমীপস্থ হয় [illegible] থাকা হইতে সেবা করে এইরূপ অর্থ কিরূপে পাওয়া গেল? উত্তর এই যে সমীপস্থ বস্তুর যদি কোন প্রকার ক্রিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চেতন না বলিয়া জড় বলিতে হয়। জড়বস্তুই ক্রিয়াহীন; চেতন বা সজীবের লক্ষণই ক্রিয়াশীলতা। অতএব উপগন্তা যখন উপগম্যের সমীপে গমন করে তখন তাহার সেবাও নিত্যধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা উপগম্য ও উপগন্তার সমজাতীয়ত্ব প্রমাণিত হইল। অর্থাৎ "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অদেব বস্তুও দেবতাকে অর্চ্চন করিতে পারে না—এই ন্যায়ানুসারে উপনীত ব্যক্তি বা উপগন্তা নিশ্চয়ই উপগম্যের সমজাতীয় কিন্তু সমজাতীয় হইলেও অংশাংশি-সঙ্গে উপগন্তার উপগম্যের অধীনত্ব পৃথক্‌ত্ব প্রকাশিত করিতেছে। তবে এইরূপ যুগপৎ সমজাতীয় ও ভিন্নত্ব প্রাকৃত ভূমিকার অতীত স্থানে সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রাকৃত চিন্তাধারা পরিমেয় নহে। অতএব রূঢ়, যোগ, যোগরূঢ়, মহাযোগ, বিদ্বদ্‌রূঢ় এই পঞ্চ বৃত্তি দ্বারাই শব্দদ্বারাই উপনিষদ্-শব্দটী অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক। নামাত্মক শব্দব্রহ্ম মধ্যে রূপ গুণ ক্রিয়া, স্বরূপ সমস্তই অন্তর্ভুক্ত। 'উপনিষদ্'-নাম উচ্চারণ মাত্রেই বিদ্বদ্‌হৃদয়ে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে'র উদয় হইয়া থাকে। উপগন্তার (জীবের) উপগম্যের (ভগবানের) নিকট উপগমন-ক্রিয়া একমাত্র শ্রবণের পথ দ্বারাই সাধিত হয়। এইজন্য উপনিষদের অন্য নাম শ্রুতি। শ্রবণের ফলেই কীর্ত্তন; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধন বলিয়াছেন। অতএব উপনিষদ্ ও শ্রুতির নিরুক্তি গৌর-ভগবানের সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিতেছে।

সেবাতীর্থের বক্তৃতা

(২)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ আমাদের নিকট অহৈতুক-করুণার বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন—"রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই"। আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শরণাগত হইয়া বলিব—"যেন রাধাকৃষ্ণ বলি, সঙ্গে চলি, এইমাত্র কৃপা চাই"॥ তাঁহার প্রতিপাদ্যের—শরণাগত না হইলে শ্রবণ হইবে না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'রাধাকৃষ্ণ' বুলির বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য এই :—

১। কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবান্ নিত্য সাকার সবিশেষ তত্ত্ব এবং তিনি নন্দনন্দন কৃষ্ণ

২। জীব বিভিন্নাংশগত নিত্য কৃষ্ণদাস তত্ত্ব।

৩। ভক্তিই জীবের পরম প্রয়োজন এবং ইহা নিত্যসিদ্ধ।

৪। ভুক্তি অথবা মুক্তির কামনা ভক্তির বাধক

৫। সদ্‌বৈষ্ণবের কৃপায় এই ভক্তি শুদ্ধচিত্তে উদিত হয়

৬। সেবোন্মুখে এবং নিরপরাধে শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়।

৭। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াই শ্রীনাম করিতে হয়।

স্বদেশ না থাকিলে আমরা প্রবাসী আখ্যা লাভ করি। জীব যতদিন পর্য্যন্ত নিজকে প্রবাসী বলিয়া না জানিতে পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত সংসারমুক্তির কোন কথাই উঠিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বহু শ্রবণের পর জীব নিজকে প্রবাসী বলিয়া জানিতে পারেন এবং তখন তাঁহার স্বধামে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির লালসা প্রবল হয়।

শ্রীবিগ্রহ—বিষ্ণুর অর্চ্চা অবতার

অদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছাক্রমে এই মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীবিগ্রহপূজা শুদ্ধভক্তের অঙ্গ। সাত্বত-বিধি-অনুসারে—স্মার্ত্ত-বিধি অনুসারে নয়, এই বিগ্রহপূজা শুদ্ধভক্তগণ করেন। ভক্তের বিগ্রহপূজা করা উচিত। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ অবৈধভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অতি অন্যায়-ভাবে শুদ্ধপূজার বিলোপ সাধন করিয়াছেন। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দিতেছে। শুদ্ধভক্তির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধভক্তির অঙ্গ শ্রীবিগ্রহপূজার বিশুদ্ধতারও প্রচার করিতে হইতেছে। 'শ্রীনাম' ভগবানের শাব্দিক অবতার এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চা-অবতার। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ···শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" (পদ্মপুরাণ) শ্রীনামে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি এবং অর্চ্চা-বিগ্রহে কাঠ পাথর-বুদ্ধি করা নারকীর কার্য্য। অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট লোকেরাই শ্রীবিগ্রহকে অনাদর করেন। শাস্ত্রমত যাঁহারা কথা বলিবেন না কিম্বা তদনুযায়ী চলিবেন না,—তাঁহাদের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করা বৃথা। শুদ্ধভক্তের প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর হাতে গোবর্দ্ধন-শিলা অর্পণ করিয়া বলিতেছেন—

"* * * এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
প্রভু-হস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা-কালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু, কাঠ-পাথরদ্বারা নির্ম্মিত কাল্পনিক মূর্ত্তি নহেন। অর্চ্চারূপে শ্রীভগবান্ আমাদের নিকট আসিয়াছেন। আমাদের দর্শন লইয়া আমরা বিগ্রহ-সেবা করিতে যাইতেছি না। শ্রীগুরুর বিশ্বাস এবং দর্শন লইয়াই আজ তাঁহার আজ্ঞায় বিগ্রহপূজা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

বৈষ্ণব কালাপাহাড়ও নন আর পৌত্তলিকও নন। শ্রীবিগ্রহ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। এ বিগ্রহের আবাহন নাই, বিসর্জ্জনও নাই, আছে মাত্র পূজা। অবৈষ্ণবের বিগ্রহ-পূজায় অধিকার নাই। 'অদীক্ষিতস্যার্চনং দেবাঃ ন গৃহ্ণন্তি কদাচন'—কৃষ্ণমন্ত্রে অদীক্ষিত লোকের বিগ্রহপূজা হয় না। যাঁহারা শ্রীনাম সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু বিগ্রহ সত্য বলিয়া বিচার করেন না, তাঁহাদেরও নাম হয় না—

'নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়'

রাধাভজনের প্রয়োজন কি?

কেহ কেহ বলেন,—আমরা রাধা মানি না। তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যাঁহারা রাধা মানেন না, তাঁহারা কৃষ্ণকেও মানেন না। একক কৃষ্ণের উপাসনা বহু সময়ে সাধককে নির্ব্বিশেষবিচারে উপনীত করে। শ্রীরাধা আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। আশ্রয়ের কৃপা ব্যতীত বিষয়ের উপলব্ধি হয় না।

সাশ্রয় কৃষ্ণের উপাসনাই শাস্ত্রানুমোদিত। শ্রীরাধার স্বরূপ যখন আমাদের বিচারের বিষয় হয়, তখন রাধাবিদ্বেষ আমরা পোষণ করিতে পারি না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এতৎসম্বন্ধে একটী চমৎকার বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জীব তাঁহার অংশ।

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা
সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জ্জিতে॥'
(বিষ্ণুপুরাণ)

নির্গুণ পূর্ণবস্তু সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে যে ত্রিশক্তি অবস্থিত আছে উহা চিন্ময় ব্যাপার, তার বিভিন্নাংশগত বদ্ধ জীবে অবস্থিত এই ত্রিশক্তি প্রাকৃত ব্যাপার।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম—
'আহ্লাদিনী'।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বদ্ধভূমিকায় জীবগত হ্লাদিনী মায়াশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবকে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা কার্য্যে প্রমত্ত করে। কৃষ্ণগত হ্লাদিনী-শক্তি আনন্দরূপা, এবং উহার সুখরূপ কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করেন। মায়াবদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনের প্রবৃত্তি জীবের ভিতরে জাগরিত হইতে পারে না। শরণাগত জীবকে এই কৃষ্ণগত হ্লাদিনী সাধকের সহিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণসেবা-সুখ আস্বাদনে নিযুক্ত করেন। এই হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধা হ্লাদিনী মূর্ত্তি। "অনয়ারাধিতো হরিঃ" তিনি হরিকে আরাধনা করেন বলিয়া ইঁহার 'রাধিকা' নাম। শ্রীরাধাই এক প্রকাশে রুক্মিণী আর এক প্রকাশে শ্রীনারায়ণ-বক্ষবিহারিণী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। বলদেব বা গুরুতত্ত্ব মঞ্জরীরূপে শ্রীবার্ষভানবী দেবীর সেবায় নিরত।

"কবে রাধার স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।"

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া মঞ্জরীর দাসীরূপে অপ্রাকৃত কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধুশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা। এই পন্থাশ্রয়ণে প্রবৃত্তি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে আমরা যদি মনের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই, ভক্তি লাভ করিতে পারিব না। ভক্ত বলিয়া অভিমান করিব মাত্র।

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তবে অকারণে গেলা॥"

রাধা-বিদ্বেষীর কৃষ্ণভজন একটা অভিনয় মাত্র।

আমাদের সমাজে শিক্ষিত-সম্প্রদায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। সমাজের নিম্নস্তরের লোক তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ইহারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া থাকে। এই হিসাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটী গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী এই সম্প্রদায় সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না। বর্ত্তমানে যে ব্যভিচারের স্রোত সমাজের অতি নিম্নস্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার জন্য পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই দায়ী করা চলে। কু-আদর্শ ধরিয়া সমাজকে দুর্দ্দশার পথে পরিচালিত করতঃ কাহারও সুখানুভব করা কর্ত্তব্য নহে।

'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥'

বিদ্যা, ধন, আভিজাত্যের অভিমান লইয়া অভিমানশূন্য নিত্যানন্দের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। সত্যের সঙ্গে অসহযোগ করিয়া যাঁহারা অভিমানের কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে অধিক প্রীতি অনুভব করেন, তাঁহাদের আচরণ অনুকরণের বিষয় হইতে পারে না। শিক্ষিত লোকেরা যদি সরল হইয়া এই মত গ্রহণ করেন, তবে লোকের অভাব হইবে না।

আমরা দৈববর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে নহি

"আমরা জাতির বিচার মানি না"—এ অভিযোগ আমরা শুনিয়া আসিতেছি। শৌক্র-বর্ণ-বিচারের মূলে যে অবৈধ কার্য্য আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট আছে, উহা হিন্দু-সমাজের যে কি ক্ষতি করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা ধারণাতীত। নিম্নজাতির লোকেরা উচ্চজাতির ভিতরে এখন এমন কোন গুণের পরিচয় পাইতেছে না যাহা দেখিয়া তাহারা তথাকথিত উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করিবে। তাই তাহারা উচ্চজাতির শাসন এখন আর মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু দৈববর্ণ ও আশ্রমের বিচার অনুসারে সমাজ চালিত হইলে উচ্চবর্ণের গুণাবলীই তাহাদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতা সংরক্ষণ করিত। যদিও শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত বর্ণাশ্রম বিচারের অতীত স্থানে অবস্থিত বলিয়া তিনি বর্ণাশ্রমের ধার ধারেন না, তথাপি নিম্নস্তরে অবস্থিত জনগণের জন্য সমাজরক্ষার্থ দৈব বা গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা গৌড়ীয়মঠ অস্বীকার করেন না। এইজন্য গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর দৈব-বর্ণাশ্রমের বিধি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। দৈব-বর্ণাশ্রম স্থাপিত হইলে সকলেই কৃষ্ণভক্তির দিকে মানবের মন আকৃষ্ট হইবে।

কৃষ্ণভজনে চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে বর্ণাশ্রম-বিধির প্রয়োজনীয়তা নাই। আসুর বর্ণাশ্রম ভারতীয় আর্য্যকে অনার্য্যে পর্য্যবসিত করিতে বসিয়াছে। যাঁহারা নিত্য-কল্যাণ চাহেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

"যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া, মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করিয়া, হিন্দুসমাজকে আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য এই বিধির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া সবজাতির লোক এক হইয়া গেলেও আমাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। ধর্ম্ম উদ্দেশ্য না হইলে সমস্ত সুবিধাই অসুবিধা।

যশোহর জেলায় প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান এবং একটী সভার আয়োজন করেন। ঐসভায় প্রথমতঃ কীর্ত্তন হইবার পর স্বামীজী মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল-ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তথায় বক্তৃতা সমাপন করিয়া পুনরায় বড়াটে ফিরিয়া রাত্রিতে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিশ্বাসের গৃহে পূর্ব্বদিনের বক্তব্য বিষয়েরই বক্তৃতা প্রদান করেন। জনৈক ব্যক্তি বৈষ্ণবের কৃত্য কি, ইহা জানিবার জন্য কয়েকটী প্রশ্ন করেন। স্বামীজী মহারাজ শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তমূলে উক্ত প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তর প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। তৎপর দিবস তাঁহাদেরই গৃহে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। শ্রীরাধাচরণ বিশ্বাস, শ্রীনেপালচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীগোঁসাইদাস বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নকুলচন্দ্র পাল, মুরারীমোহন বিশ্বাস, নবদ্বীপচন্দ্র বিশ্বাস, বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ও বাবু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

স্বামীজী বড়াট হইতে লাজনবাদে আইসেন। তথা হইতে নৌকাযোগে রওনা হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কামারখালি বন্দরের সন্নিকটস্থ মোহলন্দপুর গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন। বড়াটনিবাসী ভক্তবৃন্দ লাজনবাদ নৌকাঘাট পর্য্যন্ত স্বামীজী মহারাজের অনুসরণ করিয়াছিলেন। মোহলন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র দাস মহোদয়ের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্বামীজী হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিবস মোহলন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তৎপর দিবস স্বামীজী শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র দাস মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, শ্রোতা এবং বক্তার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবসও উক্ত বামনচন্দ্র দাস মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

৩০শে অগ্রহায়ণ উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তুষ্টকুমার দাস মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীমান্ শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

১লা পৌষ স্থানীয় বহু সজ্জন ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। তারকচন্দ্র দাস নামক জনৈক ভক্ত তাঁহার গৃহে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী তথায় অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবসই কোরকদীর গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার মোহলন্দপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যার পরে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ডাক্তার বাবুর, তাঁহার ভক্তিমতী জননীর ও ভগ্নীর এবং বাটীস্থ অন্যান্য সকলেরই হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা ও আতিথ্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ২ দিনের

১৫ নারায়ণ ৯ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর বুধ ভুক্ত অনিরুদ্ধ অমাবস্যা চক্রী রা ২।২।১ মূলা প্রভব রা শে ৮।১৫ গণ্ডযোগ দি চতুষ্পাদকরণ। বড়দিন।

১৬ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরপ্রাপ্তপদ ব্রহ্মা রা ১১ ১৫ পূর্ব্বাষাঢ়া পশ্চ রা শে ৫।৫৬ বৃদ্ধিযোগ দি ১১।২৫ কিন্তুঘ্নকরণ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুগসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাউল-আনন্দ ।০
১৯। ভাক্তাবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্য-ভাষা ৷৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাগবতসহ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তভত্ত্বসার সানুবাদ ৷৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
৩০। দীপ-ভিন্ন দশ০ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী
৪২ চিত্রে নবদ্বীপ ২৷৷০
৪৩ সাধনকণ
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চনকণ ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অচ্ছনকণ ৷১৷
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। উত্তরপ্রশ্ন ।০
৬৪। সাম্প্রদায় শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়াৰ্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷০
৭১। সিলেক্টিভ ওয়ার্ক্‌স ৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াইট্ গৌড়ীয়মঠ উভ ফুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থরোটিক প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড অ্যাবেনভেস্ত ডিকোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO C.1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১০ই পৌষ, ১৩৪২, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার। ২৪৭তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ডি, এস, পি বরখাস্ত

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডি, এস পি মিঃ মহম্মদ ইউসুফকে উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা করা, সরকারী কার্য্যে শৈথিল্য প্রভৃতি অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারী তদন্ত হয়। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও ময়মনসিংহের জেলা জজ এই তদন্তে কমিশনার ছিলেন। মেম্বর মৌলভী ফজলুল হক মিঃ ইউসুফের পক্ষ সমর্থন করেন।

গত ছয়মাস যাবৎ মিঃ ইউসুফ সসপেণ্ড অবস্থায় ছিলেন। জানা গিয়াছে যে, সরকার ডি, এস, পি মিঃ ইউসুফকে পদচ্যুত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মানিকগঞ্জ নবগ্রামে ঠাকুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়া দুইখানি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গিয়াছে। রাত্রে রান্নাঘরে হঠাৎ চালে আগুন ধরে পরে ঐ আগুন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য করা সম্ভব হয় নাই। অধিকাংশ ঘরই টিনের তৈয়ারী, তবুও সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন হইতে ভারতে কথাবার্ত্তা

'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' পত্রিকার ম্যানেজার ৬ হাজার মাইল দূর হইতে কথিত কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী এবং উক্ত পত্রিকার ম্যানেজারের মধ্যে ব্যবসা সম্বন্ধে এই কথাবার্ত্তা চলে এবং উহা প্রায় ৩ মিনিট স্থায়ী হয়। লণ্ডন হইতে ভারতের সহিত ৩ মিনিট কথাবার্ত্তা বলার জন্য অনুন ৬০ টাকা করিয়া খরচা ধার্য্য করা হইয়াছে।

ইঞ্জিন চাপায় মৃত্যু

কলিকাতা রাখাল ঘোষ লেনের হৃদয়নাথ দাস নামক (৫৫) জনৈক লোক শিয়ালদহ ষ্টেশনে ইঞ্জিনে চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হৃদয়নাথ দাসের এক পুত্র শিয়ালদহে রেলওয়ে বিভাগে কাজ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য হৃদয়নাথের মৃতদেহ তাহার পুত্রের নিকট অর্পণ করা হইয়াছে।

মালগাড়ী লাইনচ্যুত

গত ২০শে ডিসেম্বর খাগড়া এবং শোননদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুইখানা মালগাড়ীতে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষের ফলে ৬খানা গাড়ীসহ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়াছে। গ্রাণ্ড কর্ডলাইনের আপ ট্রেনগুলি পাটনা হইয়া ও ডাউন ট্রেনগুলি মোগলসরাই হইতে মেন লাইন দিয়া যাতায়াত করিতেছে।

কোলিয়ারীতে আগুন

কুসুন্দা ও নয়াদি কোলিয়ারীর আগুন ক্রমেই বিপজ্জনক আকার ধারণ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী কোলিয়ারী সমূহে সতর্কতা অবলম্বন করা হইতেছে। জল সরবরাহের মেন পাইপের গতি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। বিপজ্জনক অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে ১৪৩০৪৯৬ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ২৫৩১৯৩-৬৫৪৩ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

অস্ত্র সম্পর্কে

লাহোর শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সমিতির সভায় যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা বিশেষ গোপন রাখা হইতেছে। কৃপাণ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে এই সভায় আলোচিত হয়। সমিতি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই বলিয়া মনে হয়।

ডাঃ আম্বেদকরের বিরোধিতা

বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃবৃন্দ বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, তাহার বিরুদ্ধতা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

দেবমন্দিরে চুরি

বর্দ্ধমানের দেব মন্দিরের বিগ্রহের তিন হাজার টাকা মূল্যের মুকুট চুরি হইয়াছে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিগণ একখানি গিল্‌টী করা মুকুট বিগ্রহের মাথায় পরাইয়া আসল মুকুট সরাইয়া ফেলিয়াছে। যে ব্যক্তি নকল মুকুট তৈরী করিয়াছিল সে একজনকে সনাক্ত করিয়াছে।

গাড়ী চাপায় কবিরাজের মৃত্যু

বীরভূম হাতাল নামক স্থানের একজন প্রবীণ কবিরাজ বাড়ী ফিরিবার সময় একখানা শকট চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। শকট চালক ধৃত হইয়াছে।

পররাষ্ট্র সচিব

পররাষ্ট্র সচিবের পদ গ্রহণ সম্পর্কে স্যার অষ্টেন চেম্বারলেনের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করা হয়। স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন সম্ভবতঃ পদ গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন। লর্ড হালিফ্যাক্সের নামও উল্লেখ করা হইতেছে।

দান

নদীয়া জেলায় শিবনিবাস একটী প্রাচীন ভদ্রপল্লী। এই গ্রামের মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় শিক্ষিত ভদ্রবৃন্দের অবহেলায় কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত অতুলগোপাল রায় মহাশয় মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটীর পরিচালনে সাহায্য করিতেছেন এবং এককালীন প্রায় ১৫০০ দেড়হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহও করাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্কুলের উন্নতিকল্পে একশত টাকা দান করিয়াছেন ও ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আহ্বান করতঃ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়াছেন।

জার্ম্মাণ বহিষ্কৃত

জনৈক জার্ম্মাণ গুপ্তচরের কার্য্য করার অভিযোগে আবাসানিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি মহাযুদ্ধের সময় বীরত্বের জন্য তুর্ক সরকার কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিল। পুলিশ তাহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহাকে অবিলম্বে আবিসিনিয়া ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ দেয়।

দুরবস্থা

পলাশী ষ্টেশন হইতে পলাশীপাড়া ঘাট পর্য্যন্ত যে দশ মাইল রাস্তা আছে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় যে সমস্ত স্থান ভাঙ্গিয়া যায় তাহা মেরামত হইয়াছে, কিন্তু গো-গাড়ী যাওয়া নিতান্ত বিপজ্জনক। পলাশী ষ্টেশনেই কালান্তরের অধিবাসিগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাতায়াত এই রাস্তাটী মেরামত না হইলে রাস্তার উপর দিয়া গো-গাড়ী চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসার: মহোদয়-বেদান্তাচার্য্য: এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতস্পর্শে আধুনিক করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে নয় ... ইয়াছে, আকর ও আভ্যন্তর গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি... গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... সজ্জিত স্বাবলম্ব সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহ ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমল বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বোম্বে শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০-৬॥০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪॥০-৪॥৵০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩।০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭॥০
পতিরাম		৪৯৲

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯॥৵০
,, লাল ,,	৮॥৵০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪॥৵০
আটা (বি)		৪॥৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এল)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৵০-৪।৵০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০ ৩।০
গোলাড ভূষি		১৸৵০-২৲
ভূষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৪৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা-রূপা

	প্রতি ভরি	
টাকশালের বার	,,	৩৪॥৵১০
বড়ালের বার	,,	৩৪॥৴১০
গিনি	,, ,	২৯॥৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০ ভরি	৭১৲
ঐ খুচরা	,, ,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২১শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী — প্রতি হন্দর

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৬৲-৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০-৫॥৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬॥৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণ)	৬৲—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ ৯৸৵০ ২৪ গেজ ৯।৴০

২৬ গেজ ১১৵।০ ঐ আর, পি, ডি, ১০৸০

গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২২ক্তি।/৫॥৵১০পীস

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট ১০৲,

২৬ গেজ ১০৸৵০

বাগান ঘেরা কাটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭॥৵০
প্লেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০৩৲ মণ
পাটী কাটিং	৫৲-৫॥৵০ হন্দর
রড কাটিং	৫।৵০-৫৸০
টীন পাটী	৬৲-৬৵০

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি ৵১০, ।১৯ ফুট

কোলাপসিবল গেট প্রতি স্কয়ার ফুট ১৲-১।৴০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, বৃহস্পতিবার | ২৪৫৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চাকদহ ২৩।১২।৩৫

গতকল্য কাঠালপুলিস্থ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে তদীয় বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে উষঃকীর্ত্তন হয়; তৎপরে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে গিয়াছিলেন। তথাকার সেবকগণ ভক্তবৃন্দ-সঙ্কীর্ত্তন সম্বর্দ্ধনা করেন।

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উৎসব-সাফল্যের জন্য তদীয় অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে শ্রীপাটে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীজী গত ১৮ই ডিসেম্বর এখানে উপস্থিত হন। ১৯শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অপরাহ্ণ ৩-৩০—৫ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গতকল্য (২২শে ডিসেম্বর) পূর্ব্বাহ্ণে তিনি শ্রীল মহেশপণ্ডিতের চরিত্র পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চাকদহ ব্যতীত অন্যান্য স্থানেরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। চাকদহের যে সকল ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সস্ত্রাতৃক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দে, শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র ঘোষ (পোষ্টমাষ্টার) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীপ্রকাশরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সেবাকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা শ্রীপাটের সেবার উজ্জ্বল্যবিধানের জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ চেষ্টিত। তাঁহাদের সহিত শ্রীযুক্ত সুদামচন্দ্র বসু মহাশয়ও উৎসবে কঠোর পরিশ্রমের সহিত সেবাকার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বগৃহ উৎসবের রন্ধনাদি কার্য্য ও প্রসাদসম্মানের জন্য ছাড়িয়া দিয়া সজ্জনগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সেবাকার্য্য প্রশংসনীয়। উক্ত উৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আগত শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আগত শ্রীমান্ হরিচরণ ব্রহ্মচারী বিশেষ উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রমের সহিত উৎসবের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের তুলনা হয় না।

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিকী বিরহস্মৃতিসভার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদন অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে। উচ্চ মঞ্চোপরি দুইখানা সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে—একখানা শ্রীল প্রভুপাদের জন্য, অপরখানা সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রম কিশোর দেব বর্ম্মণ কে-সি-এস-আই মাণিক্য বাহাদুরের জন্য। বহু রাজা মহারাজ এই সভায় যোগদান করিবেন। তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে প্রত্যেকের নাম অঙ্কিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তি-কুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল ও অন্যান্য সেবকদ্বয় সহ নির্বিঘ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আবিষ্কারণ নাট্য-মন্দিরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্য-পুরাণতীর্থ, কাব্য-বিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সচ্চিদানন্দ বৈষ্ণবের অনুষ্ঠানিনয়ের তাৎপর্য্যের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলেন,—ভগবানের নিজজন নিত্যাসিদ্ধ পার্ষদগণের যে অনুষ্ঠানের অভিনয়, তাহা একদিকে যেমন অন্যান্য বিমুখ ও অপরাধীগণকে বঞ্চনা করিয়া মহাপুরুষ-গণের বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি সেবোন্মুখ ব্যক্তি-গণকে সেবানুযোগদান এবং জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্রতর চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকে। মহাভাগবত-গণ যে অনুষ্ঠানিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্ম্মফলবদ্ধ বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে, পরন্তু পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—"আমরা ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না।"—কৃষ্ণের পূর্ণতম ঈশ্বরতপণের জন্য তাঁহাদের যে এই-রূপ তীব্র ও উৎকট লালসা, এই ভজন পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভের কথা একনিষ্ঠ গুরু-সেবতাত্ম ভক্তদাসগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসরণে হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য পান, অপরে ইহা বুঝিতে পারেন না। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ—সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জড়-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর চিদঙ্গে কণ্ডুরসা-রোগের অভিনয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যে সকল আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় বিতাড়িত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীবের প্রাক্তন কর্ম্মফল মনে করে, তাহারা দুর্ভাগা ও বঞ্চিত। ভগবানের নিজজনগণ যদি নীচকুলে ও নানা বিপদ-আপদ, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়াও হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত বহির্মুখ বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। জীব রোগ শোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎ সেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবুদ্ধ হয় তজ্জন্য মহাপুরুষগণ ঐপ্রকার অভিনয় করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ যশোহর জেলার নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ২রা পৌষ কালিপদ ব্রহ্মচারী সহ বোধনমারী নামক স্থানে শুভবিজয় করেন। তৎপর দিবস স্বামীজী সজ্জনগণের অনুরোধে বোধনমারী বড়-সদাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি সহজ ও সরল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ নারায়ণ, আদি কার্ত্তিকোদশাৰী ৪৪৯

প্রমাণ ও প্রমেয়

(:)

গতকল্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের প্রচারিত সনাতনধর্ম্ম অর্থাৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মই পরম মুখ্যা বৃত্তিতে নিখিল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নে শ্রুতির প্রমাণদ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে আম্নায়বাক্যই 'প্রমাণ', সেই প্রমাণের দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী 'প্রমেয়' উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রমেয়—(১) কৃষ্ণস্বরূপ তার জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব (২) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ (৩) তিনি অখিলরসামৃত-সমুদ্র (৪) জীবসকল তাঁহার বিভিন্নাংশতত্ত্ব (৫) তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক কবলিত। (৬) তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্ত দশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত। (৭) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ (৮) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন। (৯) শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

আম্নায় বাক্যের মূল প্রমাণত্ব

আম্নায়-বাক্যই যে মূল প্রমাণ এবং ব্রহ্ম-সম্প্রদায় (যাহা হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে জগতে প্রকাশিত) হইতেই যে সনাতনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য
কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায়
জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ
তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥
(মুণ্ডক ১।১।১,১।২।১৩)

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো
যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং
বিদ্যা উপনিষদঃ
শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি
অস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি॥
(বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে পরম-মুখ্যাবৃত্তিযোগে শ্রুতিপ্রমাণ,—

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসয়েৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি
সন বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং
সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্র

"কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৭ সংখ্যাধৃত সামোপনিষদ বাক্য)

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে
(ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্। পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"
(তৈত্তিরীয় ২।১)

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"
(বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায়)

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তু পূর্ণ হইয়াছে তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে অবস্থিত। কঠোপনিষৎ বলেন (২।২।৯),—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ইত্যাদি।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থূলাগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়েন, তেমনি একই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই প্রতিবিম্ব বলা যায়। জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎ-সদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু তিনি কখনই বিম্ব-স্বরূপ হয়েন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিস্থ কিরণ পরমাণুস্থানীয়।

ঈশোপনিষৎ বলেন (১৫শ মন্ত্র, বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ)—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

শুদ্ধভক্তি বিনা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা বিনা শুদ্ধ-ভক্তি লাভ হয় না। এইজন্যই বলিতেছেন, —নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎ-পোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।

বৃহদারণ্যক বলেন (২।৫।১৪-১৫)—

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয় দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মরূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা।

অন্বয়ক্রমে ছান্দোগ্য (৮।১।২, ৫, ৮।২।৫ ও ৮।১৩।১ মন্ত্রে) বলিয়াছেন,—

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। স ব্রূয়াদ্যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি। এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। স যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি।

এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্পসদৃশ একটি অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্মসংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (২য় শ্লোক)

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আলয়। তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। তাহাতে জরামরণাদি নাই। যে সকল চিৎকণজীব তথায় আছেন বা গমন করেন তাঁহারা পাপপুণ্যশূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প; এরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে যে রসে আনন্দ হয় সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এস্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলা প্রকাশ করিলেন।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-
শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।৮, ১৬)

এই মহাপুরুষকে স্বতঃপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রূপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের ভক্তিবিজয়-ভবনে হের আর্ণষ্ট ভর্জ্জ স্নাগ ও ব্যারণ কোয়েথ নামক আর্য্যাণশিষ্য-দ্বয়ের এবং অন্যান্য বহু শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট ইংরেজী ভাষায় যে-সমস্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহার মর্ম্ম আমরা যতদূর সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

আমরা এই প্রাপঞ্চিক জগতে বর্ত্তমানে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের চিন্তাস্রোত এবং ধারণাসমূহ বহির্জ্জগতে প্রধাবিত। ঐসকল চিন্তাস্রোত আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিপথে চালিত করিতেছে। উহাদিগকে বিশ্বাস করা বা উহাদিগের উপর নির্ভর করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়। উহারা সর্ব্বদাই আমাদিগকে সেবা করিবার প্রলোভন দেখাইতেছে কিন্তু কাহারও সেবা গ্রহণ না করিয়া আমাদের বাস্তব বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তববস্তুর শুদ্ধসেবাই 'প্রেম'-নামে অভিহিত।

—

এই জগতের প্রত্যেক অচেতন বস্তু আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলকে মোহিত করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে আমরা সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ হইতেছি, এরূপ অসুবিধার অবস্থা হইতে আমাদিগের মুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আমাদিগকে অস্থায়িভাবে উপকার দিবে, এই ধারণায় আমরা ভ্রান্ত। অচেতন পদার্থসকল আমা-দিগের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিচারে আমরা যদি বঞ্চিত হই, তবে আমরা ঠকিলাম।

— —

আমরা বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করিয়াছি। সেই বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমাদিগের সর্ব্ববিষয়ে তুলনামূলক বিচার করা আবশ্যক। এজগতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বাস্তব নয়—বাহ্যিক মাত্র এবং নিত্যকাল থাকে না; তাহারা পরিবর্ত্তনশীল। অতএব বাস্তব-বস্তুর তত্ত্ব অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। বাস্তব-বস্তুর সেবায় আমাদিগের সর্ব্বদা প্রণোদিত থাকা উচিত। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা এমন একটী কামরায় আবদ্ধ হইয়াছি, যেখানে আমা-দিগের করতলগত উপায় সকল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অল্প। বাস্তব-বস্তুর সেবার জন্য আমাদিগের সমস্ত বিষয়গুলি নিয়মিত করা আবশ্যক। যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবায় জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার প্রাপ্য তাহা

নামাভে পিছনে থাকি কৃষ্ণপানে চায় । ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ।

হইতে কিঞ্চিন্মাত্র অপহরণ করিয়া নিজ-কার্য্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। নিত্য-কালের সেবকসূত্রে নিত্য বাস্তব বস্তুকে আমাদিগের সর্ব্বস্ব অর্পণ করা কর্ত্তব্য।

আমরা বাস্তববস্তুর (যিনি বিভু-চৈতন্য) অণু-বিভিন্নাংশমাত্র। বাস্তববস্তু আমাদের সেব্য সুতরাং তাঁহাকে আমাদিগের দেয় বস্তুসকল অর্পণ করা উচিত। আমরা সর্ব্বদাই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার জন্য জগতে প্রত্যেক বস্তুর প্রতি লালায়িত। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না যে, এই সকল ভোগ্যপদার্থ আমাদিগকে বিপদে ও দুঃখে পাতিত করিবার জন্য ফাঁদ-বিশেষ। ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বাস্তববস্তুর সেবায় সর্ব্বস্ব অর্পণই একমাত্র উপায়। যদি আমরা এ জগৎ হইতে নিজ নিজ ভোগকামনার জন্য কিছুমাত্র গ্রহণ করি তাহা হইলে সেই গুলি আমাদিগের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে এবং আমাদের ভগবদুন্মুখতার অভিব্যক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বাস্তববস্তুর প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। বাস্তববস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সেবাই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের এমন বস্তুর অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা আমরা ভগবানের সেবায় প্রণোদিত হইতে পারি। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে প্রকৃত সাধুগণের সংস্পর্শে আসা আমাদিগের কর্ত্তব্য। কারণ, সাধুগণের একমাত্র ভগবৎসেবাব্যতীত অন্য দ্বিতীয় কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গ দ্বারা আমরা পরমার্থ-জগতে অগ্রসর হইতে পারি। জগতে সাধুর কাচ কাচিয়া বা সাধুর ভাণ করিয়া বহুলোক ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহারা আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু সেরূপ বিষকুম্ভ-পয়োমুখ সাধুনামধারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। যে উপায়েই হউক প্রকৃত সাধুগণের সঙ্গলাভ করা আবশ্যক।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে
নিবেশয়েৎ।"

মনোনিগ্রহ হইলে অর্থাৎ মনকে ভগবৎ পাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে এই সকল কার্য্য অতি সহজ ব্যাপার হইয়া পড়ে। আমাদিগের মন সর্ব্বদাই জড়-জগতের উপর আধিপত্য করিবার জন্য ব্যস্ত কিন্তু ঐ মনকে যদি বাস্তব-বস্তুর সেবা করিবার জন্য নিয়মিত করা যায়, তাহা হইলে সব বিষয়েই সুবিধা হয়। তদবস্থায় জাগতিক বস্তু-সকল মনকে সুখ দিবার ছলনায় বিভিন্ন প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া থাকে। জাগতিক পরার্থিতার চিন্তাস্রোতকে নিজ-নিজ অভাব-পূরণের দিকে চালিত না করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখী করিতে পারিলে মঙ্গল হয়। ভারতবর্ষীয় অনেক দর্শন-শাস্ত্র পরার্থতার কথা শিক্ষা দেয়। কর্ম্মিগণ সকলেই ভিক্ষুকমাত্র। তাহারা ঐহিক ও পারত্রিক ক্রমোন্নতির আশায় লুব্ধ। পরার্থিতার ক্রিয়াকলাপসকল কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। কর্ম্মীদিগের ক্রিয়াকলাপ মানবের জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তিকল্পে নিযুক্ত। বস্তুসকলের বঞ্চনাময়ী আবরণসকলের দ্বারা আমরা অধিকাংশ সময় ভ্রান্ত হই। এই সকল দুর্বিপাক হইতে মুক্ত হইবার বাসনা হইলে, "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" বিচার গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে হইবে। বাস্তব-বস্তু অচেতন বা সীমাবদ্ধ নন। সে-কারণ তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে কৃপা করিবেন; প্রকৃত সাধুর নিকট বাস্তববস্তু আবদ্ধ আছেন। অতএব একমাত্র ঐরূপ সাধু-সঙ্গের ফলেই আমরা ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারি। সাধুগণ দৈন্যবশতঃ বুদ্ধি-হীনতার ভাণ করিলেও বাস্তবিক তাঁহারাই বুদ্ধিমান্।

কৃষ্ণের সহিত আমাদের কিছু কৃত্য আছে। তিনি আমাদিগের নিকট জ্ঞাত বা পরিচিত, এরূপ চিন্তা আমাদিগের করা উচিত নয়। আমাদিগের সমস্ত কার্য্য কুশলতা তাঁহার দিকেই বা তাঁহার জন্যই নিযুক্ত বা নিয়মিত হওয়া দরকার। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণানুশীলনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য অর্থাৎ আনু-কূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে এবং কৃষ্ণানুশীলনে সমস্ত প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করিতে হইবে। মূল বাস্তব বস্তুর ভজনে অনেক প্রকার প্রতারণা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেগুলির হাত হইতে মুক্ত হওয়া দরকার। কৃষ্ণানুশীলন যখন একান্ত আবশ্যক তখন পরার্থিতার চিন্তা বিসর্জ্জনীয়। আমরা "আমাদের দাঁড়ে ছোলা" এই বিচারে কোন বস্তু নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিব না। আমাদিগের সমস্ত বৃত্তিবৃত্তি ভগবৎসেবার দিকে নিয়োজিত করিব এবং আমাদের চেতনের বৃত্তি সকল ভগবৎসেবাব্যতীত অন্য কার্য্যে নিয়োজিত করিব না। কিন্তু আমরা ভগবদিতর সকল বস্তু হইতে নির্লিপ্ত থাকিব।

আমরা যখন বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের অণু-চেতনাংশ, তখন তাঁহার সহিত আমা-দিগের চেতন যাহাতে খাপ খায়, সেইরূপ কার্য্যই আমরা করিব। আমাদিগের লক্ষ্য করা উচিত,যেন কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা আমাদিগের চেতনের বৃত্তি আবরিত না হয়; কৃষ্ণেতর-প্রবৃত্তি হইতে আমাদিগের বিরত থাকা কর্ত্তব্য, এবং ঐ সকল বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ-ভাবে অমনোযোগী থাকাই উচিত। ভগবৎ কৃপালাভের জন্য আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি চালিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তির সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনা-
বৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

যে-সকল ব্যক্তি বাস্তব সত্যের জন্য শতকরা শতভাগ পরিমাণে চেষ্টান্বিত, সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করা আমাদের দরকার। কৃষ্ণ কে, তাহা আমাদিগের জানা দরকার; তাঁহারই জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা করা দরকার। এবং তাঁহার সেবায় যাঁহারা প্রেমভাবে ভাবিত, তাঁহাদেরই সঙ্গ করা বিধেয়। আমরা কেবল তাঁহারই জন্য আছি, আমা-দের বিপথগামী হওয়া উচিত নয়। আমাদের সমস্ত কার্য্য তাঁহারই সেবাতে চালিত হওয়া দরকার। তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত সাধুর সঙ্গ লাভ করিতে পারি। বিষয়সিদ্ধান্তে আমাদের যেন ভ্রান্তি না হয়। আলস্যবশবর্ত্তিতায় সেবাকার্য্য বাদ দিয়া কেবলমাত্র মালা টানিলেই আমাদের সকল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, এইরূপ চিন্তাস্রোতের দ্বারা আমরা যেন বিপথগামী না হই। কেবলমাত্র "মালাটানা" ব্যক্তির সুবিধা সুদূর-পরাহত। কারণ, সেবাকার্য্যের দ্বারা আমরা ভগবৎকৃপালাভের অধিকতর সুযোগ পাইয়া থাকি। বস্তুসকলের বাহ্যিক দৃশ্যদ্বারা আমরা যেন বিপথে চালিত না হই। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা প্রকৃত সাধু বা ভক্তগণের সহিত সেবাকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র "মালাটানা"কেই হরিভজন বলিয়া আদর করেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা ব্যতীত শ্রীহরিনাম জিহ্বায় উচ্চারিত হন না। সাধু-সেবায় উদাসীন হইলে নামাপরাধ আমাদিগকে গ্রাস করিবে।

সাধুসঙ্গব্যতীত ভক্তিলাভ করিবার অন্য উপায় নাই। ভগবান্ সাধুগণেরই দেয় বস্তু। কর্ম্মিগণ নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন; ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বা ভগবান্‌কে সুখ দিবার জন্য তাঁহাদের কর্ম্ম-চেষ্টা নাই। সেবাকার্য্যে জাড্য আদৌ বরণীয় নয়। জাড্যপ্রধান ব্যক্তিগণ ভগ-বানের সহিত পরিণামে একীভূত হইবার পক্ষপাতী। কিন্তু ঐ প্রকার বিচারের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু কৃষ্ণ-সেবা-বিষয়ে আমাদিগের প্রচুর পরিমাণে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত আমাদের আর অন্য কৃত্য নাই। কৃষ্ণসম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার দূষণীয় ধারণা পোষণ করা অথবা কৃষ্ণকে খর্ব্ব করা কর্ত্তব্য নয়। মোটকথা কৃষ্ণের জন্যই আমাদিগের যে কিছু অস্তিত্ব। কৃষ্ণসম্বন্ধে আংশিক ধারণা করিলে বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের পরিচয় দেওয়া হয়। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধে আমাদিগের ধারণাসকল পরিস্ফুট হওয়া দরকার। তাঁহার সেবায় যেন আমাদের কোন প্রকার ইতর ধারণা বদ্ধমূল না হয়। ঐতিহাসিক,কাল্পনিক কিম্বা আলঙ্কারিক কৃষ্ণ আমাদের কৃষ্ণানুশীলনের সেব্যবস্তু নহেন। ঐরূপ কৃষ্ণ পার্থিব জগতের কোন পার্থিব অনু-সন্ধিৎসুর অনুসন্ধেয় বস্তু হইতে পারেন কিন্তু তদবস্থায় ঐরূপ কৃষ্ণ ঐরূপ ব্যক্তির ভোগ্য বস্তু হন, সেব্য বস্তু হন না। তজ্জন্য কৃষ্ণের স্বরূপ জানিতে হইলে সেবা দ্বারা তৎকৃপালাভে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। চিন্ময় রসই আমাদিগের প্রার্থিত বস্তু। রস জিনিষটী আস্বাদনীয় ব্যাপার। ইংরাজী ভাষায় ঐ "রসের" সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাই না। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে রসের সংজ্ঞা এই-রূপ দেওয়া আছে।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স
রসো মতঃ॥

সর্ব্বদাই এইরূপ রসের কাঙ্গাল আমা-দের হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৬ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরপ্রতিপদ ব্রহ্মা রা ১১।১৫ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভু রা শে ৫।৫৬ বৃদ্ধিযোগ দি ১১।২৫ কিন্তুঘ্নকরণ।

১৭ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরদ্বিতীয়া শ্রীপতি রা ১০।৮ উত্তরাষাঢ়া ঈশ্বর রা ৫।১৫ ধ্রুব-যোগ দি ৯।২০ বালবকরণ।

১৮ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর শনি অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়া বিষ্ণু রা ৮।২৯ শ্রবণ অপ্রমেয় রা ৮।২৩ ব্যাঘাতকরণ দি ৭।৪ পরে হর্ষণযোগ রা ৪।২৮ তৈতিল-করণ। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব। মুঃ ইদলফেতের বন্ধ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C.NO1544

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১১ই পৌষ, ১৩৪২, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শুক্রবার ২৪৮তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ

এক ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাকাজে নদীর উত্তর দিকের সংগ্রামের পর বহু সহস্র বিচ্ছিন্ন সৈন্য হাবসী সেনাদলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দশটী ট্যাঙ্ক, কয়েকটি কামান ও প্রচুর গোলাবারুদ হাবসীদের হস্তগত হইয়াছে। বে সরকারী সংবাদ এই যে, হাবসীদের রক্ষী সৈন্যদলের সহিত ছত্রভঙ্গ ইটালীয় সৈন্যদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

কোরাম ও আসাঙ্গী হ্রদের অঞ্চলে হাবসী সৈন্যের এক বিরাট শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। ইটালীয় বিমান বাহিনী তথায় বোমা নিক্ষেপ করায় শিবিরে আগুন ধরিয়া যায়। প্রকাশ যে, পলায়নপর হাবসী সৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ করায় বহু হাবসী সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

গোঁফ রাখা চাই

জার্ম্মানীর দেশপ্রেমিকগণ সকলকে গোঁফ রাখিবার জন্য বলিতেছেন।

হিটলারের ন্যায় গোঁফ রাখিতে বলেন না, পাকানো পুচাল গোঁফ তাঁহারা চাহেন। একদা এক গ্রামের অধিবাসীগণ দাড়িহীন মুখের জন্য এক মণ্ডলকে মানিয়া লয় নাই, এ কাহিনী কার্ল কোহান এরূপে রচনা করিয়াছেন। বুডাপেষ্টের পুলিশ কর্ত্তা তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত পুলিশকে লম্বা গোঁফ রাখিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। প্রতিনিধি সভার সভাপতি হুকুম দিয়াছেন যে, পার্লামেন্ট ভবনের দ্বারে যে দ্বারী থাকে তাহার মুখে দীর্ঘ গুম্ফ থাকা চাই।

কোয়েটার ভবিষ্যৎ

গবর্ণমেণ্ট কোয়েটা সহর পুনর্নির্ম্মাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা দুইটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কোয়েটা সহরের যে অংশে সরকারী অফিস ও সরকারী কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার ছিল, তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইবে এবং প্রত্যেক বাড়ী যাহাতে ভূকম্পনসহ হয়, সেরূপ নির্ম্মাণ করা হইবে। বে সরকারী অধিবাসীরা পুরাতন সহরেই বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চতর হইবে; সুতরাং অধিকতর ব্যয়বহুল করিতে হইবে। অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যই এই সর্ত্ত করা হইয়াছে।

গাড়ী চাপায় মৃত্যু

জামালপুর রেল ষ্টেশনে ট্রেণ চাপা পড়িয়া একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি রেল লাইন পার হইতেছিল। ঐ সময় ইঞ্জিন আসিয়া গাড়ীতে যুক্ত হয় তাহাতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগে। স্ত্রীলোকটি পার হওয়ার অবসর পায় নাই।

আবিসিনিয়ার ম্যাপ

ইতালীয়গণ আবিসিনিয়ার ম্যাপ বদলাইয়া দিতেছে। তাহাদের নিজেদেরও আবিসিনিয়ার ম্যাপ নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার দরকার হইয়াছে। একদল ম্যাপ প্রস্তুতকারী পুরাতন ম্যাপ দেখিয়া ইতালীয়গণ সৈন্যদল মার্চ্চ করিয়া গিয়াছে কিন্তু ম্যাপে অঙ্কিত যে স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে সে স্থান আর খুঁজিয়া পায় নাই যে জায়গায় পৌঁছিবার কথা সেখানে না পৌঁছিয়া অন্য স্থানে পৌঁছিয়াছে। পুরাতন ম্যাপে যে সকল নদী অঙ্কিত হইয়াছে, কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে, সে সকল স্থানে নদীই নাই। বিমান সমূহ জরীপ কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। নূতন ম্যাপে নদীর গতি, ভূমির উচ্চতা, বিশুদ্ধরূপে প্রদর্শিত হইবে।

ভারতীয় বণিক সমিতি

জানুয়ারীর প্রথমভাগেই বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে জোর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা। মোদী-লীজ চুক্তি ভারতীয় বণিক সভায় প্রত্যাখ্যাত হইলে চুক্তির অন্যতম নায়ক স্যার হোমি মোদী প্রতিবাদে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। আগামী নির্ব্বাচনে তিনি পুনরায় সদস্যপদ-প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। অন্যান্য সদস্যপদ প্রার্থীদের মধ্যে, বালচাঁদ হীরাচাঁদ স্যার হোমি মেটা, সোরাবজী পোচখানওয়ালা প্রভৃতি আছেন। বর্ত্তমান ভাইস প্রেসিডেণ্ট রহিমতুল্লা চিনয় আগামী বৎসর প্রেসিডেণ্ট হইবেন। জাতীয় দল ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদের প্রতিযোগিতায় মিঃ এ ডি শ্রফকে তাঁহাদের প্রতিনিধি দাঁড় করাইবেন।

বন্য মহিষের কাণ্ড

সদিয়ার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের ধারে পিতাপুত্র গরু চরাইতে গিয়াছিল। পুত্রকে বাড়ীতে পাঠাইয়া পিতা গরু চরাইতে ছিল—পুত্র ভাত লইয়া আসিবার সময় বন্য মহিষের সম্মুখে পড়ে। মহিষটী তাহার তলপেটে আঘাত করে পুত্রের আর্ত্তনাদে পিতা ছুটিয়া আসিতে মহিষটীর সম্মুখে পড়ে। মহিষটী তখন পিতার দিকে ধাবিত হয় ও তাহাকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করে।

যুদ্ধের আশঙ্কা

ভূমধ্যসাগরে শক্তিসমূহের সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রীসের রাজা ও মঃ ভেনিজেলস প্রভৃতি গ্রীসের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সহিত প্যারিসে সাক্ষাৎ করিবেন। রাজনৈতিক মহল আত্মরক্ষার অনুপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। এথেন্সের ইংরাজ রাজদূত গ্রীসের প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ করেন।

ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ

বালিগঞ্জ ষ্টেশনে একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক পড়িয়া ছিল। উহার পাট খোলা হইলে দেখা যায় যে ভিতরে মধ্য বয়সা একটি স্ত্রীলোক এবং একটি মেয়ের মৃতদেহ রহিয়াছে। গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। শিশুটিকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

জুয়ার আড্ডা

বোম্বাইতে জুয়ার আড্ডা রূপে ব্যবহৃত ছয়টা ক্লাবে হানা দিয়া গোয়েন্দা পুলিশ ১৫৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া তাস খেলার জন্য ব্যবহৃত গদী বোম্বাই দালাল খাতাপত্র ও নানা দ্রব্য পাইয়াছে। খানাতল্লাসের সময় পুলিশ নগদ যে ৭ হাজার টাকা পাইয়াছে তাহাও জব্দ করিয়াছে। একটীর নাম ন্যাশন্যাল ক্লাব আর একটির নাম সিলভার ক্লাব।

স্বামী হত্যা।

আতপ নামে একজন স্ত্রীলোক ও কয়েকজন মুসলমানকে তাহার সহযোগিতা করিয়া স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, স্বামী বাজারহাট হইতে বাড়ীতে যাইয়া সরবৎ খায়। সরবৎ খাইয়া স্ত্রীর নিকট পান চাহে। পান খাইয়াই যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং সাধক লেখনীর অনুভব [illegible] করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্তি ও ভগবানের জীবনচরিত-সারে নব [illegible] বিরাট, আলোচনা ও আত্মীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক [illegible] আলোচনা পূর্ব্বক প্রথম খণ্ড ৩৩৮ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা; ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ৩০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্য-সূচী, গ্রন্থ-সূচী, গানসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩,, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বোম্বাইয়ের শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সদাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	.৬০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাঝা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০ ৬॥০
বাঁকতুলসী	৫৶০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫,
এক্সারেঞ্জ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৶০

আতপ—

নূতন আতপ	৫৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫,
ঐ মাঝারি	৪৸০-৪॥৶০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩.০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭,
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯,
রাজা গাওয়া		৪৭॥
পতিরাম		৪৯,

চিনির দর

সাদা জাভা বেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৶০-৯॥৶০
লাল	৮॥৶০ ৯,

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৶০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৶০-৫,
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪৸৶০
আটা (বি)		৪॥৶০ ৪৸০
সুজী		৪৸৶০-৫,
আটা (এস)		৪৶০-৪০,
আটা (২)		৪৶০-৪/০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৶০
আটা (৩)		৫৶০ ৩।০
পোলাড ভুষি		১৸৶০-২,
ভুষি		১৸৶০-১৸৶০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫,-১৬,
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫,
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২,
রেড়ির তৈল	১১৸০

সোনা রূপা

	প্রতি ভরি		
টাকশালের বার	,,	,,	৩৪॥৶১০
বড়ালের বার	,,	,,	৩৪॥৴১০
গিনি	,,	,,	২২॥৴০
চাঁদির বার	প্রতি ১০	ভরি	৭১,
ঐ খুচরা	,,	,, ,,	৭১।০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

২২শে জুলাই কলিকাতা

টাটার তৈয়ারী — প্রতি হন্দর.

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মাকা	৬,-৬।০
ঐ বে মাকা হাল্কা ওজন	৫৶০-৫॥৶০
বরগা টী আয়রণ)	৬॥৶০—৬৸৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬,—৬।০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন - ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ ৯৸৶০ ২৪ গেজ	৯।৴০
২৬ গেজ ১১৶।০ ঐ আর, পি, ডি,	১০৸০
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ইঞ্চি ।/৫	॥৶১০পাদ
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট	১০,,
২৬ গেজ	১০৸৶০
বাগান ঘেরা কাঁটাতার বাণ্ডিল	৭।০-৭॥৶০
স্প্রেগ কাটিং বা ছিট কাটা	১৸০৩, মণ
পাটী কাটিং	৫,-৫।৶০ হন্দর.
মুড কাটিং	৫।৶০-৫৸০
টীন পাটী	৬,-৬৶০
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩-৪ ইঞ্চি	৶১০, ।১৯ ফুট
কোল্যাপসিব্‌ল গেট প্রতি স্কয়ার. ফুট	১,-১।৴০

সন্তোষকুমার মল্লিক

এণ্ড সন্স লিঃ

ডি-৫ জগন্নাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৭শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শুক্রবার ২৭৮তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বাগেরহাটে

বিগত ৬ই, ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর দিবসত্রয়ের প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাগেরহাট টাউন হরিসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভা হয়। তাহাতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীসনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বিশেষ দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম — যাবতীয় জাগতিক ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া সনাতন ধর্ম্ম অবস্থিত; ইহার অপর নাম নিত্যধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। শারীরিক কিংবা মানসিক চিন্তাস্রোতের ভূমিকায় অবস্থানকালে ইহার অনুভূতি অসম্ভব। একমাত্র অপ্রাকৃত ভূমিকায় উহার বিচার ও স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দ-প্রমাণই এই বস্তুর বিচারে সমর্থ। মহাজন-প্রদর্শিত পথে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব অবগত হইয়া এই নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে। সমস্ত জীব ও জগৎ এই ধর্ম্মে আকৃষ্ট। এই আকর্ষণের আকর বস্তু কৃষ্ণই সনাতন ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ ও জীব নিত্য আকর্ষক ও আকৃষ্ট-ধর্ম্মে অবস্থিত।

* * *

পরবর্ত্তী ৯ই, ১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বাগেরহাট সাবডিভিসনের অন্তঃপাতী দশানিগ্রামে শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকেশবলাল বিশ্বাস, শ্রীকুমুদনাথ বিশ্বাস মহাশয়গণের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের হরিসেবা, শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের বাল্য-শিক্ষা ও অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর প্রতি তাঁহার বিষ্ণুপূজার শ্রেষ্ঠত্বের উপদেশ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বাস্তব সত্যের অনুশীলনে ব্রতী হইবেন বলিয়া বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রচারকগণ খুলনা জেলার সাতবেড়িয়া গ্রামাভিমুখে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

টাটানগরে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ টাটানগরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন। শিক্ষিতসমাজ স্বামীজীর অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি আহ্বান করিতেছেন। যুগ সলাই "জি" টাউন, "এচ" টাউন "এল" টাউন এবং সাক্‌চি ও ষ্টেশন কোয়ার্টারের নানাস্থানে পাঠ, কীর্ত্তন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ব্যাখ্যামুখে প্রচারহেতু ভাগ্যবান্ জনগণ স্বামীজীর নিকট প্রত্যহ অপরাহ্ণে আসিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাবদান্যতা, তথা তাঁহার নিজজন বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি পরমহংসপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গৌরবিহিত শ্রীনাম-প্রচারে জগজ্জীবের প্রতি কৃপামাধুর্য্যের কথা শুনিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইতেছেন। স্বামীজী প্রত্যহ প্রাতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বয়ং দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচার করিতেছেন। এবং স্বামীজীর সহকারী ব্রহ্মচারিগণও স্বামীজীর তত্ত্বাবধারণে নগরের বিভিন্নস্থানে অক্লান্তভাবে দিবারাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচার করিতেছেন। ডেহরি অন্ শোন সুগার মিলে স্বামীজীর শ্রীনাম-প্রচার-ফলে আকৃষ্ট হইয়া ডেহরি সুগার মিলের সত্ত্বাধিকারী ভাগ্যবান্ শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া এলাহাবাদ নাটমন্দির-নির্ম্মাণার্থ ৬ই সহস্র মুদ্রাও দান করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শেঠজীর নিত্যকল্যাণ বিধান করুন।

কণ্টুরে

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিভূতি এবং শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয় সুপ্রসিদ্ধ উকীল বি, মহাদেবাহ্র পাত্র মহাশয়ের আহ্বানে গত ৯ই ডিসেম্বর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী ইংরেজীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে ব্রহ্মচারীজী আত্মার নিত্যধর্ম্মের কথা বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-বিধান করেন।

বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীধামে

গত ২২শে ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, বদ্ধজীব নিজের দুই প্রকার দেহের আশ্রয়ে সংসারে ডুবিয়া যান। সেই আসক্তি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়ই হরিলীলা-গান। হরিলীলা গান দ্বারাই জীব বিষয়সাগরে নিমজ্জন হইতে রক্ষা পান। অধোক্ষজ হরি জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় না হওয়ায় হরিলীলা-কথনে ও শ্রবণে জীবের কোন অমঙ্গল হয় না, পক্ষান্তরে তাহাতে জীবের দেহোপাধিদ্বয়ের ভোগ্য বিষয়াভাবে সেইরূপ নিত্য-সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। সেবাকালে সেব্যবস্তুকে ভোগ্যবস্তু বলিয়া মনে করিতে হয় না।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥

নিরুপাধিক জীবের ভোগময় জগতে আত্মপ্রতিপত্তি নাই।

জাতরতি ভক্তের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি নিপুণ হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা হরিগুণগান এবং হরি-লীলা-চিন্তাপর হন। ইহাকেই জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি বা জীবদ্দশায় ভোগ-পিপাসা-মুক্ত বলা হয়। স্বরূপাসক্তিক্রমে অর্থাৎ আত্মত নিষ্কপটতার উদয়ে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়চালনার অবকাশ হয় না। যাঁহারা বাহ্যজগতে ভোক্তৃভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসেবৈকচিত্ত, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভোগী জীবগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। ভোগবাসনা নিমজ্জিত জনগণ যে-প্রকারে হরিসেবা করেন, তাহাতে হরিসম্বন্ধিবস্তুর সন্ধান না পাইলে কর্ম্মফলভোগী ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হই... ভক্তের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবা পদ্ধতিতে অবস্থিত হইয়া বদ্ধসিদ্ধকালের পূর্ব্ব সঞ্চিত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আরব্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসাধনের ব্যাঘাত করে না। বদ্ধজীবের তাদৃশ স্বরূপসাধক ভক্ত-দর্শনে নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত হয়। সেই জন্য শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন—

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ নারায়ণ, নিশি গৌরোদ্দশাব্দী ৪৪২

প্রমাণ ও প্রমেয়

(২)

ভগবান্ নিরিন্দ্রিয় নহেন

শ্রীভগবানের হস্তপদ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ সর্ব্বব্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতর (৪।২০) মন্ত্রে—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা
পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং
বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

ইঁহার রূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। চক্ষুর দ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধ-চিত্তে ধ্যানদ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন (৬।৭),—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং
দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ॥
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

তুমি ব্রহ্মরুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি (পালক)। তুমি পর (শ্রেষ্ঠ) হইতেও শ্রেষ্ঠতর। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলা-পরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।

কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্

শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিলাসী। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না। যেহেতু তাহা অচিন্ত্য শক্তির [illegible]। তাঁহার অচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অচিন্ত্য শক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা।

অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর (৪।৫)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রকার জননীস্বরূপা, সমানরূপা এক অজা নাম্নী প্রকৃতিকে অজ এক অন্য পুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজপুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্তভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর (৩।১৯ মন্ত্র)

ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥

ঈশাবাস্য (৫ম মন্ত্র)

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী
পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

(ঈশাবাস্য ৮ মন্ত্র)

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা নিত্যপদার্থসকলকে তত্ত্ববিশেষ দ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপ-প্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।

— দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকলশক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"

স্বাস্থ্যলাভ

(ইংরাজী ১৯৩৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার অনুসরণে লিখিত)

শরীর সুস্থ থাকার নাম স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যলাভের সকলেই ইচ্ছুক। স্বাস্থ্যহীনতার মত দুঃখ আর নাই। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জগতে কোন কর্ম্মেই উন্নতি লাভ করা যায় না। জগতের শতকরা শতজন লোকই বোধ হয় স্বাস্থ্যলাভের জন্য লালায়িত।

পৃথিবীর মনুষ্যদিগকে কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী ও ভক্ত এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন; নতুবা তাঁহারা তাঁহাদের অভিলষিত-কার্য্য করিতে অসমর্থ হন। আমাদের কর্ম্মের বাহন শরীর। শরীর ব্যতীত আমরা স্থূল কার্য্য সাধন করিতে পারিব না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই মন বাহিরে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত খেয়ালী মনের বাসনারাশি কার্য্যে পরিণত হইবার কোনই উপায় নাই। সেই শরীর যদি রোগে জীর্ণশীর্ণ হয়, তবে মনেরই বা স্ফূর্ত্তি থাকে কোথায়? তাই অসুস্থ ব্যক্তির মনও নিয়ত অপ্রসন্ন।

পাঁচ শ্রেণীর মানবের মধ্যে কে কি ভাবে দৈহিক সুস্থতাকে ব্যবহার করে তাহাই আমাদের প্রথম আলোচ্য।

কর্ম্মী, যোগী ও অন্যাভিলাষী বিষয়-ভোগের জন্যই দৈহিক সুস্থতার প্রার্থী। কর্ম্মী যদি অসুস্থ হন, তবে সৎকর্ম্মাদি করিতে পারেন না। তাহাতে তাঁহার দৈহিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। কর্ম্মিগণ যে পরোপকারজনক কার্য্য করেন তদ্দ্বারা স্বীয় মানসিক-তৃপ্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অপর দেহধারীর দেহ ও মনের তৃপ্তি বিহিত হয়।

জ্ঞানী জগতের বিষয়সমূহ ভোগের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, সর্ব্ববিধ বিষয় অনিত্য ও দুঃখপ্রদ বিচারে ত্যাগের পথ অবলম্বন করেন। সুতরাং তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যও ত্যাগব্রতের সাহায্যার্থেই ব্যবহৃত হয়। কর্ম্মী, যোগী ও অন্যাভিলাষীর অপেক্ষা জ্ঞানিগণ অধিক চতুর। তাঁহাদের মোক্ষ-সাধন-প্রয়াস আমাদের মত অজ্ঞজনের নিকট ভগবদ্ভজন (?)-রূপে প্রতীত হইলেও উহা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাহিরে ত্যাগের ছলনায় তাঁহারা অধিকতর বিষয়-ভোগী। তাঁহাদের বিচার—পুণ্যফলে যে স্বর্গাদি সুখ লাভ করা যায় তাহাও কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং জীব জন্মমরণমালার নাগরদোলায় অনবরত ভ্রমণ করিয়া অশেষ ক্লেশকর সংসৃতি লাভ করিতে থাকে; অতএব জীবের অস্তিত্ব-সংরক্ষণে প্রয়োজন কি? অস্তিত্বই সকল দুঃখের আকর। যদি চেতনধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, সুখ-দুঃখের অনুভূতি আর না থাকে, তবে ক্লেশ পাইবে কে? এই বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া মুমুক্ষুগণ নির্ব্বাণ-মুক্তির সাধন করেন এবং ইহার সাহায্যকল্পেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য নিয়োজিত হয়।

যোগিগণ রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদির সাহায্যে এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভের জন্যই তাঁহাদের দৈহিক স্বাস্থ্যকে নিযুক্ত করেন, কেন না দেহ ভাল না থাকলে যোগ-সাধনের অসুবিধা হয়।

অন্যাভিলাষিগণ, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অস্থির মনের নানাপ্রকার খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যই দেবপূজাদির ছলনায় এবং নানাকর্ম্মে স্বীয় স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা যদি সৎশাস্ত্রের বিচারালোকে একটু সুস্থমনে দৃষ্টিপাত করিবার মত সৌভাগ্য ও সুবুদ্ধি পাই, তবে দেখিতে পাইব, এই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষীদের কেহই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সম্রাট্ শ্রীকৃষ্ণের চিদিন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করিতেছেন না। স্থূলদেহ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহের তৃপ্তির জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা। কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, আত্মভোগের নিমিত্তই তথাকথিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, তপস্যা যাহা কিছু।

উপরিউক্ত শ্রেণীচতুষ্টয়ের মতই কি ভক্তের অবস্থা? ভগবদ্ভক্তও কি আত্মতৃপ্তির জন্যই স্বাস্থ্যকে ব্যবহার করেন? এখানে 'ভক্ত' শব্দের সম্বন্ধে শুদ্ধ সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতে হইবে। শাস্ত্রবাণী বলিতেছেন—জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণহীনা ও অন্যাভিলাষিতাশূন্য নির্ম্মলা ও উত্তমা শ্রীকৃষ্ণভক্তির আরাধনাকারী নিষ্কিঞ্চনগণই শুদ্ধভক্ত। পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রতি অহৈতুক ও স্বাভাবিক নির্ম্মল প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ভগবদ্ভক্ত। 'ভক্ত' বলিতে যেন আমরা অভক্তকুলকে ভক্তের আসনে বরণ না করি। ভগবদ্ভক্তের নিজের বলিতে পৃথক্ করিয়া আর কিছুই নাই। দেহ, মন, আত্মা সবই আরাধ্যতম শ্রীহরির শ্রীপদে সমর্পিত। তাই তাঁহাদের

তাহাও শ্রীহরিসেবার প্রধান উপকরণ। ভক্তগণের যে শরীরচালনা, তাহা ভগবানেরই সেবার জন্য। কোনও মহাজন গাহিয়াছেন :—

"তোমার উদ্দেশে মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা ॥
নিজ সুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
সন্তত জানি যে আমি তুয়া সুখ-সার ।"

ভগবদ্ভক্তের যাবতীয় কার্য্য ভক্তির অনুকূলে কৃত হয়। তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের গন্ধমাত্র নাই। তাঁহারা জানেন যে, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জাগতিক বিষয় ভোগ করাও যেমন অমঙ্গলের কারণ, আবার ত্যাগ করাও তেমনই অকল্যাণের আলয়। শুদ্ধভক্তের বিচার এই প্রকার :—

"তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥
কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥
পদদ্বয়ে নিয়োজিব ধামপর্য্যটনে।
মনকে নিযুক্ত দিব তোমারি চিন্তনে ॥"

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে দেখিতে পাই যে, তিনি মন, বুদ্ধি, বাক্য এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু ॥
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥"

পারমার্থিকজনগণের স্বাস্থ্যসম্পদও শ্রীহরির নিজস্ব সম্পত্তি। তাহা দ্বারা নিরন্তই মাধবের ইন্দ্রিয়তোষণক্রিয়া সাধিত হয়। এই দেহ সুস্থ থাকিলে সুন্দররূপে শ্রীহরির সেবা করিতে পারা যাইবে,—এই তাঁহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিচার।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপিকাগণ সেবাবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের সুখ-পরিপোষণের জন্যই দৈহিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যবিধানের যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণসুখবিধানব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য স্বাস্থ্যবর্দ্ধনে বা রক্ষণে যত্নপরা নহেন। সেবাকুশল পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মার স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে বিমুখ জগজ্জীবের আত্মার অস্বাস্থ্য পীড়া চিরকালের জন্য বিদূরিত হইতে পারে, তাঁহার কৃপাকিরণে কোটি কোটি অসুস্থ ব্যক্তির অস্বাস্থ্য-অন্ধকার কাটিয়া যায়। চেতনের স্বাস্থ্য প্রকাশিত হইলে দেহ ও মন তাহার অপ্রাকৃত শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া উঠে।

আত্মার স্বাস্থ্যে প্রদীপ্ত ভগবদ্ভক্তগণ নিজ-তৃপ্তির জন্য কিছুই করেন না। তাঁহারা জানেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥"
"কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥"

সর্ব্বগোপী-শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী সখীবৃন্দ কর্ত্তৃক নিত্যই নবীন বসনভূষণে সুসজ্জিতা হন। বৃন্দারণ্যের সুকোমল কুসুম-কিশলয়ের দ্বারা বিনোদমালা গ্রথিত করিয়া নর্ম্মসখীগণ বৃন্দাবনেশ্বরীর কণ্ঠদেশে ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে আগুল্ফ-বিলম্বিত কৃষ্ণকুন্তলদামে পরাইয়া দেন। যাবতীয় সুগন্ধযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য তদীয় শ্রীঅঙ্গের সেবা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে।

এ সাজসজ্জা কেন? গোবিন্দবল্লভা সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী কি কোন আপন সুখের জন্যই বেশভূষা করিয়া থাকেন?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন :—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ ॥
এ' দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ ॥"

শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা শ্রীমতী ভক্তের শরীর-সৌষ্ঠব-সম্পাদনের চরম-উদ্দেশ্য উজ্জ্বলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। দেহ কাহার? দেহ শ্রীহরির। দেহ কাহার পরিচর্য্যা করিবে? পরিচর্য্যা করিবে চিন্ময়দেহবিশিষ্ট শ্রীশ্যাম-শেখরের। শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা করিবার যোগ্য দেহ কি ঠিক আমাদেরই মত? না,—জড়বস্তু কখনও পরম চেতনের সুখ সম্পাদন করিতে পারে না; তাহা চেতনজাতীয় হওয়া চাই। ভক্তদের আমাদের মত আত্মভোগ ও ত্যাগপর পৃথক্ কোন দেহমন নাই। বাহিরে যে দেহমন দেখি, তাহা স্বাস্থ্যদীপ্ত আত্মা-রূপ স্পর্শমণির সাহচর্য্যে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে। তাঁদের দেহমন যোগিনী নহে, স্বাস্থ্যপূর্ণ আত্মার আনুগত্যে সতত ব্রজ-প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীর পদসেবা করিয়া থাকে; দেহ, মন ও আত্মা ঐকতানময় সেবা-যোগসূত্রে সুসম্বদ্ধ।

জড়দেহের স্বাস্থ্যই যদি আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ হয় তবে রাবণ, জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন কেন? তাঁহারা তো দৈহিক স্বাস্থ্যে কোনপ্রকারেই খর্ব্ব ছিলেন না। তাঁহাদের আত্মার স্বাস্থ্য ছিল না; তাঁহারা জড়স্বাস্থ্যের অর্থাৎ নশ্বর দেহমনের ধর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া অধোক্ষজ ভগবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আত্মার স্বাস্থ্য ছিল—প্রহ্লাদের কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নহে। আত্মার স্বাস্থ্য দেখা গিয়াছিল বিদুরের কিন্তু দুর্য্যোধনের নয়। আত্মার স্বাস্থ্য ছিল বিভীষণের; কিন্তু আধ্যাত্মিক-প্রবর রাবণের নহে; তাহার অস্বাস্থ্যের বিষে স্বর্ণলঙ্কা জ্বলিয়া গিয়াছিল। উদ্ধব, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, শুক, নারদ প্রভৃতি সজ্জন ও মহাজনগণ আত্মার পূর্ণস্বাস্থ্যে নিত্য বিভূষিত। দেহের বলে যতই বলশালী হই না কেন,—রামমূর্ত্তি, স্যাণ্ডো, ভীমভবানী ইত্যাদিকে পরাজিত করিতে পারিলেও তদ্দ্বারা অজিত শ্রীভগবান্‌কে কখনও আমাদের বশীভূত করিতে পারিব না। আত্মার স্বাস্থ্য প্রস্ফুটিত না হইলে ভগবানের তৃপ্তিসাধন করিতে পারা যায় না। স্বাস্থ্য কি? নির্ম্মলা ভক্তি—হৃষীকেশে উত্তমা ভক্তিই আত্মার স্বাস্থ্য।

ক্রমশঃ

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৭ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর শুক্র তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরদ্বিতীয়া শ্রীপাত রা ১০।৪ উত্তরাষাঢ়া ঈশ্বর রা ৫।১৫ ধ্রুব-যোগ দি ৯।২৪ বালবকরণ।

১৮ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর শনি অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরতৃতীয়া বিষ্ণু রা ৮।২৯ শ্রবণ অপ্রমেয় রা ৪।১৩ ব্যাঘাতকরণ দি ৭।৪ পরে হর্ষণযোগ রা ৪।২৮ তৈতিল-করণ। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুর তিরোভাব। মুং ইদলফতের বন্ধ।

১৯ নারায়ণ ১৩ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর রবি সর্ব্ব বাসুদেব গৌরচতুর্থী কপিল দি শে ৬।৩৬ ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ রা ২।৫৬ বজ্রযোগ রা ১।৩৮ বণিজকরণ দি ৭.৩০ গতে বিষ্টিকরণ দি শে ৬।৩৭ গতে ববকরণ।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২)

'ভগবান্' বলিলে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীনারায়ণকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু তিনি রসের পরিপূর্ণতা বিচারে কৃষ্ণ হইতে ন্যূন। একমাত্র কৃষ্ণেই সমস্ত রস-চমৎকারিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অতএব কৃষ্ণ কি বস্তু বা হরি কি বস্তু, আমাদিগের জানা দরকার। হরি, যিনি আমাদিগের সমস্ত ভগবাদতর বিষয় হরণ করিয়া থাকেন। সেবার উদ্যম-বিহীন খামখেয়ালী ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। মায়ার আধিপত্য হইতে মুক্ত হইতে এবং ভগবৎকৃপালাভ করিতে হইলে ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করা আবশ্যক। আংশিকভাবে তাঁহাকে অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। আমরা "সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ" হই, ইহা তিনি ইচ্ছা করেন।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্,
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

যদি কৃষ্ণসেবায় এই স্থূল দেহটী নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে এই দেহভার বহন করাই বৃথা। অতএব প্রথমতঃ কৃষ্ণকে জানা এবং তৎপরে তাঁহার সেবায় সমস্ত চিত্তবৃত্তি ও কার্য্যকলাপ সম্যগ্‌রূপে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। যে কৃষ্ণবস্তুতে সকল রসের পরিপূর্ণতা বিদ্যমান, তাহা হইতেই আমরা সকল বাঞ্ছনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারি। সকল জগতের ভালমন্দের একমাত্র আকর তিনি এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত। আমাদিগের ভোগজ-দর্শনের দোষেই কোন বস্তু ভাল, কোন বস্তু মন্দ, কোন বস্তু বাঞ্ছনীয়, কোন বস্তু অবাঞ্ছনীয়, এইরূপ প্রতীতি ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা কিছু অনৈতিক, সকলই পরিত্যাজ্য। আমাদিগের ভোগজ বিচারেই সকল অসম্পূর্ণতা (imperfection) নিহিত। নৈতিক বিধি-নিষেধগুলি আবশ্যক। অপর ব্যক্তির বিষয়ে আমাদিগের খুব স্বার্থপর হওয়া কিম্বা অপর ব্যক্তিকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে পূর্ণ প্রপত্তি আসিলে আমাদের সকল সুযোগই লাভ হইয়া থাকে। যে-সকল ব্যক্তি বিরুদ্ধ ধারণায় আক্রান্ত, তাহাদিগের সহিত মিশিতে হইলে আমাদিগের প্রচুর ক্ষমতা থাকা দরকার।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সংস্কৃত-কলেজ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাধু-সজ্জনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ-ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের অর্চ্চন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্ব প্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসদনরাজে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভোতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাগবতশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়াল, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, (ঢাকা)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ চোভোল, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাতারণপুর, চট্ট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোষ্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

কদমকুয়া বাঁকিপুর।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

হিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাগরত্ন

(৪৭) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্‌-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 I;

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

খসমহল্লা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
আঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাষ্যশাস্ত্রী এম. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C.NO1546

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১২ই পৌষ, ১৩৪২, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ শনিবার [২৪৯তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

সমুদ্র হইতে উদ্ধার

ষ্ট্রেটস্ ষ্টীম শীপ কোম্পানীর একখানা জাহাজ হইতে চীন সমুদ্রে একজন কাঠের ভিয়েৎনামীকে ভেলায় ভাসিয়া আসিতে দেখা যায়। জাহাজখানাকে থামাইয়া ঐ লোকটীকে তুলিয়া লওয়া হয়। ইমিগ্রেশন অফিস হইতে জানা যায় যে, ৬ জন কম্বোডিয়ান ইন্দো-চীনের একটী কয়েদীদের সেটেলমেণ্ট হইতে পলায়ন করে। তাহারা একটী ভেলা তৈয়ার করিয়া রাত্রিতে সমুদ্র যাত্রা করে। ৫ জন-ই অনাহারে মারা যায় প্রায় ১৮ দিন চীন সমুদ্রে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইবার পর লোকটীর উদ্ধার হয়।

মৃত্যু-রহস্য

টোকিও বৃটীশ দৌত্যবিভাগের মিঃ আর্থার উইগিনকে নিহত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। প্রকাশ মৃত ব্যক্তির নিকট একটী চিঠি পাওয়া যায়। লেখা আছে "যে ভয়ানক কর্ণপীড়ায় আমি ভুগিতেছি তাহা হইতে আরোগ্য লাভের কোন আশা নাই; যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমি জীবনান্ত ঘটাইতেছি।"

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

ঢাকা হল ছাত্র-সমিতির উদ্যোগে কার্জন হলে মেয়েদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অনেকেই যোগদান করিয়া ইহাকে সার্থক করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বিচারকগণের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নির্ম্মলকুমার সেন ডি এস সি, মিঃ রাধারমণ বসাক, মিঃ মহম্মদ হোসেন এবং মিঃ গোলাম মামুদ।

সিনেমা দেখা নিষিদ্ধ

ছয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকাদের সিনেমা দেখিতে দেওয়া উচিত নহে বলিয়া চীনা শিক্ষা চিত্র-সমিতি একটী সুপারিশ করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব ঐ সুপারিশ অনুমোদন করিলে আইনে পরিণত হইবে। সমিতি বলেন যে বালক-বালিকারা সিনেমা দেখা অভ্যাস করিলে তাহাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে।

ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

এলাহাবাদ ষ্টেশনে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। মেল ষ্টেশন ত্যাগ করার কিছু পরই একটী লোক ট্রেণের ধাক্কায় পড়িয়া যাইয়া সাংঘাতিক জখম হয়। লোকটীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

স্বদেশ ত্যাগ

কর্ণেল লিণ্ডবার্গ তাঁহার পত্নী ও শিশুপুত্র-সহ গোপনে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। দুর্বৃত্তদল তাঁহার এই পুত্রটীকেও হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র দিতেছিল; তাহাকে নিরাপদে রাখার জন্যই কর্ণেল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বসবাসের সঙ্কল্প করেন। যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে সেই জন্য গোপনে পাসপোর্ট লইয়া তাঁহারা ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

ডাঃ মুঞ্জে

ডাঃ মুঞ্জে আসাম প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু যুবকদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, দিন দিন হিন্দুদের শক্তি হ্রাস পাইতেছে। তিনি যুবকদিগকে বলেন যে, তাহারা নিজেরাই তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ধর্ম্মকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা। ডাঃ মুঞ্জে যুবকদিগকে সামরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

কমিউনিষ্ট

চো লুং-এর অধিনায়কত্বে কমিউনিষ্ট বাহিনী হুনানের প্রাদেশিক সৈন্যদলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। কিউচৌ ও কোয়াংশী অঞ্চলের সেনাদল হুনান সীমান্তে পৌঁছিয়াছে। উক্ত সৈন্যদল লালফৌজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে।

প্রকাশ যে, চো লুং-এর অধিনায়কত্বে কমিউনিষ্ট বাহিনী লুংহুই শিনচিয়াও ও আনকিয়াং এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সরকারী সৈন্যদল দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে।

এ্যাডভোকেট জেনারেল নিয়োগ

জানা গিয়াছে যে যুক্তপ্রদেশ এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে সকল সময়ে কাজ করিবার জন্য কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন নাই। নিযুক্ত এ্যাডভোকেট জেনারেলকে মাসিক ২৫ শত টাকা দেওয়া হইবে এবং তিনি ব্যবসায়ও করিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ স্যার এন এন সরকারই উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন।

চিকিৎসালয়

আলীপুরের এ্যাডভোকেট মিঃ কালীমোহন সেন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মধ্যপাড়াতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ২৫,০০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া মধ্যপাড়া ইউনিয়নবোর্ড বার্ষিক ২০০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। বাকী ব্যয় জেলাবোর্ড বহন করিবে।

দেওয়ান হত্যার জের

ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান মিঃ শরৎচন্দ্র বসুকে হত্যা করা সম্পর্কে একজন মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ এস সি বসু তাঁহার পুত্র। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তি মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু ও মুসলমানকে জড়াইয়াছে।

সরকারের বাজেট

ভারত সরকারের বাজেটে করভার আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কোয়েটায় ভূমিকম্পের ফলে এবং সীমান্তে যুদ্ধের দরুণ সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব সরকারী চাকরদিগকেও ট্যাক্স দিতে হইবে। আলোচনার জন্য কলিকাতাতে বড়লাটের শাসন পরিষদের সভা হইবে।

টিকেট তৈরীর ষড়যন্ত্র

প্রকাশ, জাল রেলওয়ে টিকেট তৈরীর ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে বৃটিশ পুলিশ রেলওয়ে হেলথ অফিসারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কৃত্রিম রেশম

কাওলিয়াং গাছের বৃন্ত হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত সম্ভব বলিয়া একজন চীনা নারী বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা কার্য্য চালাইবার পর তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ঐ নারী বলেন যে, বর্ত্তমানে যে কৃত্রিম রেশম চীনে আমদানী হয়, তদপেক্ষা অনেক অল্প খরচে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করা যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১২ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, শনিবার | ২৪৯৩তম সংখ্যা

প্রমাণ ও প্রমেয়

(৩)

শ্রীভগবান্ বিভু হইয়াও মূর্ত্ত –

শ্যাম চ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসমুদ্র—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি॥

(তৈত্তিরীয় ২ ৭)

—সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অন্তর্গুহাব্যোমরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতি-রাত্মক্রীড় আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি।

আত্মরূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব, জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

(মাণ্ডুক্য ১।২ মন্ত্র)

এই সমস্তই অপরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি-নিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। তিনি চতুষ্পাৎ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি, কালক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা-স্বরূপে মহাপ্রসবর। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।

(বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব উভয়ের মধ্যে স্বীয় সন্ধ্যা তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ অপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।

(বৃহদাঃ ৪।৩।১৮)

সেই তটস্থাদর্শ এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে সেইরূপ জীব-পুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক সত্ত্বাবিশিষ্ট; সূর্য্যকিরণ পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণস্থল। যথা—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

অগ্নি যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদয় হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে তটস্থধর্ম্ম-বশতঃ মায়া ও চিদের উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন সকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগতসত্ত্বাবিশেষ। উভয়কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকট-স্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়।

তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধদশায় মায়া-কবলিত—

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্ম-বিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।

(শ্বেতাশ্বতর ৫ ১১)

ইচ্ছা, স্পর্শ, দৃষ্টি, মোহ, গ্রাস, অম্বু, বৃষ্টিদ্বারা বিবৃদ্ধি ধর্ম্মসংস্কারে অনুক্রমের সহিত জীব কর্ম্মানুগ বহুবিধ জড়শরীরগত রূপ ধারণ করেন।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগ-হেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ।

জীব স্বীয় আদৃত প্রাকৃতগুণে স্থূল সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত হন। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণে পুনরায় অপর রূপ দ্বারা আবৃত হন।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

এবম্ভূত মায়াবদ্ধ জীব এই গভীর সংসারগহ্বর মধ্যে পতিত অবস্থায় কদাচিৎ সাধুসঙ্গবলে জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তির্বৃত্তিদ্বারা অনাদি অনন্ত-অবতারাবলী-বীজস্বরূপ বিশ্বমধ্যগত বিশ্বস্রষ্টারূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত মায়াপাশ হইতে পরিমুক্ত হন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে পিপ্পল ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটী অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন।

স বা অয়মাত্মা যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপী ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

(বৃহদাঃ ৪।৪।৫)

সেই বা এই (স্থূললিঙ্গদেহধারী) আত্মা যেরূপ যেরূপ আচরণ করেন সেইরূপ সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। সাধু-আচরণের দ্বারা সাধু, পাপাচরণের দ্বারা পাপী হইয়া থাকেন। পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে।

তটস্থ-গঠন বশতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাহার ক্রমে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারোদয় হয় এবং সাধু গুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে বেদশাস্ত্রোক্ত কথিত সব প্রকাশিত হয়। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ।

(ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)

এই জীব মুক্তিলাভ পূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগ দিতে মগ্ন হন। বেদান্তমতে এই প্রকার মুক্তিই চরমমুক্তি।

হইয়াছেন সেই অনবদ্যুতি শ্রীবিগ্রহ শ্রীধামে উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। পাশ্চাত্যদেশে - যেখানে পুত্তলপূজার কোন আবশ্যকতা নাই, সেখানে অধোক্ষজ ভগবানের শ্রীমন্দির নির্মিত হউক, ইহা মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কৃপাপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রুতি সবতে অধোক্ষজবস্তুবিজ্ঞানের কথা বিশেষভাবে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। যিনি জীবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গোচর হন না, জীবের অক্ষজজ্ঞানের উপর যাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম বিরাজিত, তিনি অধোক্ষজবস্তু। বাস্তবসত্য জীবের জড়ীয় জ্ঞানের গোচরীভূত হন না। জৈবজ্ঞান জড়ভোগ বা জড়ত্যাগ-বিচারে আবদ্ধ। পাশ্চাত্য-দেশে এই অধোক্ষজ বস্তুর বিচার না থাকায় তাঁহারা বাস্তববস্তুর impersonal phase (নির্বিশেষভাব) টিই বিচার করিয়া বসেন। Personality of Godhead (ভগবানের ব্যক্তিত্ব) বিচার করিতে না পারিয়া তাঁহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (জড়পুত্তলমাত্র নহে) পূজার বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অধোক্ষজবস্তু-বিজ্ঞানাভাবই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রীভগবান্ আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মাকে যে —

"যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্বজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

শ্লোক উপদেশ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহই যে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, ইহা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বস্তুর অধোক্ষজত্ব প্রচার করিলেন, তাহা পাশ্চাত্যদেশবাসীর বিচার্য্য বিষয় হয় না। নানাপ্রকার বাদপ্রতিবাদে সমাচ্ছন্ন হইয়া বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানে চলায় মনুষ্যজাতির নানাপ্রকার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধোক্ষজবস্তু-বিজ্ঞান পৃথিবীর সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়া মনুষ্যজাতির নিত্যমঙ্গল সম্পাদিত হউক, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। ভগবদিচ্ছায় বর্ত্তমানে সনাতনধর্ম্মরক্ষক মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর আমাদের সেই আন্তরিক প্রার্থনা পূরণ করুন। পাশ্চাত্যগণের কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে অধোক্ষজের মন্দির-নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

অতএব শ্রীধাম-মায়াপুরে যে মূর্ত্তি পাইয়াছি সেই মূর্ত্তি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। সেই অধোক্ষজবস্তু পাশ্চাত্যেও উদিত হইবেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা সংহারকর্ত্তা রুদ্রের কথা হইতেছে না, ব্রহ্মা বা রুদ্র বিষ্ণুব্যতীত স্বাতন্ত্রিক কেহ হইলে তাঁহারা যে বিষ্ণুরই বিশেষ শক্তিদ্বারা নিজ নিজ পরিচয় দিতেছেন, তাহাই জানিব।

কোন অবৈধ ব্যাপারে নহে, সনাতন ধর্ম্মের পালক মহারাজ আজ অধোক্ষজের সেবক আমাদের ন্যায় দীনব্যক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এখানকার মন্দির-দাতার বিরহস্মৃতি সভায় যোগদান পূর্ব্বক যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন তজ্জন্য নিতান্ত অকিঞ্চন আমরা আর তাঁহাকে কি দিয়া ভগবদাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিব

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্"

—যে ভগবান্ গৌরসুন্দর, তাঁহারই আশীর্ব্বাদীর বস্তু মহারাজের ললাটে ও শীর্ষে অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপাখ্যানে দেখা যায় —

সত্রাধ্যক্ষং তদাদেশঃ সর্ব্বতৈপেন্দ্রবৃক্।
অত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যাচ্চ তৎগোত্রজঃ॥

মহারাজ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের পালক —তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ী। মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্যে আমাদের অভিলাষ যে-প্রকারে পূরণ করিতেছেন তাহাতে ভারতবাসী আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মহারাজ পাশ্চাত্যে স্থূলভাবে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া তথায় যে অধোক্ষজবস্তুর পূজার—পুত্তল পূজার নহে—সুযোগ দিতেছেন, তজ্জন্য আজ আমরা সম্মিলিতকণ্ঠে মহারাজের জয় ঘোষণা করিতেছি—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীক শ্রীল বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহারাজ জয়যুক্ত হউন।

অভিভাষণ পাঠ

শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদপূর্ণ অভিভাষণের পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত একটি অভিভাষণ পাঠ করেন।

মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ

অতঃপর সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধীপ ধর্ম্মধুরন্ধর মাণিক্য বাহাদুর নিম্ন অভিভাষণ পাঠ করেন: —

Saraswati Maharaj, Ladies and Gentle men,

Allow me to offer you my heartfelt thanks for having asked me to preside at this memorial gathering on the occasion of the Fifth Anniversary of Srila Jagabandhu Bhaktiranjan. The interesting and highly instructive address that we have just heard on the life and work of the late Jagabandhu Bhaktiranjan has, I venture to think, a lesson for us all.

The vast gathering is in itself an abundant testimony to the appreciation of his love, service and sacrifice by his admiring countrymen, just as this noble edifice is a standing monument of his selfless magnificence for all times.

An entirely self-made man, Jagabandhu built up a huge fortune and devoted the whole of it in a spirit of loving sacrifice to the service of the Lord and incidentally contributed to the success of the holy mission of the Gaudiya Math for the benefit of humanity at large.

I feel I must say something in regard to the religion, the theme of which the Gaudiya Math is striving to broadcast throughout the length and breadth of the world. It is the religion of Sree Chaitanya Mahaprabhu. I may call it a cosmopolitan religion as it knows no caste, class or creed. It has no formalities and ceremonies. It is devoid of all rituals. It is thus a religion for the poor—poor in earthly possessions of gold and learning. The only theory that it enunciates is the theory of love. Love for the beloved—without the prospect of a return of the love. I may be permitted to say that it is the love without reason behind it, 'Ahaituki'. Sree Chaitanya Mahaprabhu teaches—"A moment seems to me an era, my eyes fail to see light being covered with deep cloud dripping eternally, the whole Universe seems void without the sight of Govinda". Again he says "You may give me infinite pain by your absence before my eyes. Oh my Lord, but wherever you are, you are my beloved and none other."

It is thus a religion of love. The materialistic world, I am sure will find in it, a panacea for the hectic fever and the fatigue of the continued chase after the mundane objects of pleasure of the flesh and the mind. The east has always given the west, the theory of faith, and faith is all that Sree Chaitanya Mahaprabhu teaches. This ... ll Vaishnava Religion—the religion that ffers love even to an aggressor.

The enterprise shown by the members of the Gaudiya math, among whom I find many cultured and highly intellectual gentlemen, is really unique and I am sure, the same will ere long bear fruit in the final achievement of the object, namely to propagate the name and teachings of Sree Chaitanya Mahaprabhu to every door in India and abroad. Let Bengal's contribution to the world religion thrive.

I thank you once again not only for honouring me by asking me to preside in this meeting but also for your mustering strong in response to the call of the religion of love and truth. I also thank you for all your well wishes for the mission which is evidenced by your presence here and the avowed sympathy which you are kind enough to express.

Sree Gaudiya Math,
Calcutta.
23-12-35.

শ্রীমদ্ বনমহারাজের বক্তৃতা

সভাপতি মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত অন্যান্য সজ্জনগণকে ধন্যবাদ-প্রদান-প্রসঙ্গে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ এবং মাণিক্য-বাহাদুরের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

মহাপ্রসাদ বিতরণ

শ্রীপাদ বনমহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সুললিতকণ্ঠে উপসংহার-সঙ্গীত (closing song) কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

* * *

জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহস্মৃতি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত ২৪শে ডিসেম্বর সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে ও আকণ্ঠ পুরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

১৮ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর শনি অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরভক্তীয়া বিষ্ণু দং ৮।২৯ শ্রবণ অগ্রেষে দং ৪।১৮ ব্যাঘাতকরণ দিং ৭।৪ পরে হর্ষণযোগ দং ৪।২৮ তৈতিলকরণ। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুর তিরোভাব। মুং ইদলকের বন্ধ।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, পতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ২॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৫
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।
১৯। ভাক্তাদেবের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০
২২। ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ॥০
২৭। মুক্তাফল-টীকা সপ্তশ্লোকঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। রাগ-তত্ত্ব দর্পণ ৵০
৩১। মানসপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী .০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২॥০
৪৩। সাধনকণ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৫৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকপদ্য ৶০
৬০। সাম্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিদিতঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। নারায়ণবর্ম্মম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। দি কিংডম অব্ বেদান্ত ॥০
৬৯। নামভজন .০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ৫০
৭১। তিবেটিয় ওয়াক্স ৵০
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু .০
৭৩। বৈষ্ণবীজম .০
৭৪। কোথায় গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ১
৮২। গীতাবলী
৮৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C. NO1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১৪ই পৌষ, ১৩৪২, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সোমবার। ২৫০তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় ঝিনঝিনিয়া রোগ

কলিকাতায় ঝিনঝিনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত বুধবারে কলিকাতায় তিনজন লোক আক্রান্ত হয়

প্রকাশ যে, জনৈক হিন্দুস্থানী ট্রাম কনট্রাক্টর ঝিনঝিনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সে সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করিতে থাকে। সে সমস্ত সময়ই জল জল বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহাকে জল ও বরফ দেওয়া হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল হয়।

ঝিনঝিনিয়া রোগে আক্রান্ত একটী বালককেও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রকাশ যে, জনৈক সাহেবের গাড়ীর গাড়োয়ান ঝিনঝিনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অর্দ্ধকুম্ভ যোগ

ত্রিবেণীঘাটে এক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, গঙ্গার প্রধান স্রোত পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত যমুনা ও উত্তর বাহিনী কালীগঙ্গার পবিত্র মিলন স্থান ত্রিবেণীঘাটে যে গঙ্গাস্নান প্রচলিত আছে, তাহা এলাহাবাদের ত্রিবেণীঘাটের স্নানের তুল্য। আগামী অর্দ্ধকুম্ভযোগের দিন যাহাতে হিন্দু নরনারী গঙ্গাস্নান করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যাত্রীদের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট ঘর নির্ম্মাণ করা হইবে বলিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তুলার ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকাণ্ড

করাচী মীরপুর খাস জেলার কলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয় এখনও উহা ভীষণভাবে জ্বলিতেছে। নিকটবর্ত্তী গুদামসমূহে আগুন ছড়াইতেছে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগুন দেখা যাইতেছে।

দমকলের অভাবে আগুন নিবান সম্ভব হয় নাই

ক্ষতির পরিমাণ একলক্ষ টাকার উপর হইবে। প্রকাশ, তুলার নিকট একটি প্রজ্বলিত সিগারেটের টুকরা ফেলাতেই ঐ দুর্ঘটনা হয়।

দৈবক্রমে রক্ষা

চার তলা হইতে জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারীর এক শিশু সন্তান একটী বালিকার হাত হইতে ফস্কাইয়া যায়। দৈবক্রমে জনৈক পথিকের দৃষ্টি শিশুর উপর পড়ে ও কি প্রকারে শিশুটীকে লুফিয়া লয়। শিশু অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছে।

মহাসভার অধিবেশন

পুনার ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পুনায় হিন্দু মহাসভার বিদায়ী সভাপতি ভিক্ষু উত্তম মহাসভার সম্পাদক লালা গণপৎ রায়, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্যান্য বহুনেতা ও হিন্দু মহাসভার অন্যান্য প্রতিনিধিগণ ইতোমধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আগামী কল্য পৌঁছিবেন। তাঁহাকে শোভাযাত্রা করিয়া আনিবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন।

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিড়লা যোগদান করিবার জন্য আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত ভিক্ষুপতি জেলাকার উৎসবের সভাপতিত্ব করিবেন। তিলক মন্দিরের মহাসভা মণ্ডপে একটী বিশেষ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হইবে।

সার্ব্বজনীন হিন্দু মন্দির

ফরিদপুর সহরে একটী সার্ব্বজনীন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইতেছে। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য "দিগম্বর সান্যাল ঘাটের" সন্নিকটে একখণ্ড নিষ্কর ভূমি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মীরাট সংবাদ

মিরাট কলেজে ছাত্রদের মধ্যে একটী সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ রাজেশ্বরপ্রসাদ প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত গোপীবিহারী নিয়োগী বেহালা বাজান এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সান্যাল তবলায় সঙ্গীত করেন। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে একটী তর্ক প্রতিযোগিতা হয় মিঃ লতিকা দাস এম-এ এই প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক ছিলেন। বিষয় ছিল "বিজ্ঞান জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছে কিনা?" শ্রীমান্ সুবোধগোপাল বসু মল্লিক তর্কে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মিরাট দুর্গাবাড়ীতে একটী সার্ব্বজনীন বাঙ্গালীর ও ভিক্টোরের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সকল বাঙ্গালী যোগদান করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীতে ট্রেণ সংঘর্ষ

থুরিঞ্জিয়ায় গ্রোসোরিঙ্গেনের নিকটে ট্রেণ সংঘর্ষের ফলে ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, একটি লোকাল ট্রেণের সহিত একটি এক্সপ্রেস ট্রেণের ধাক্কা লাগায় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। উক্ত ট্রেণ দুর্ঘটনা ১৯৩৩ সালে বড়দিনের সময় ল্যাগনিতে যে লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ল্যাগনিতে যে ট্রেণ সংঘর্ষ হয় তাহার ফলে ২০০জন নিহত হইয়াছিল।

হিন্দুমন্দির আবিষ্কার

নয়াদিল্লীতে স্থানীয় বড় কোতয়ালীর প্রাঙ্গণে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ, কতিপয় হিন্দু মিউনিসিপাল কমিশনার উক্ত মন্দির সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করার জন্য পুলিশের বড়কর্ত্তার নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাকাত ও পুলিশে লড়াই

আমেদাবাদে একদল ডাকাতের সহিত পুলিসের সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদলের একজন নিহত হইয়াছে। ডাকাতেরা গুজরাট বিদ্যাপীঠের নিকটস্থ এক গ্রামে হানা দিবে স্থির করিয়া কাছেই লুকাইয়া ছিল, স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসে। ডাকাতদল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, এমন সময় পুলিশ আসিয়া বাধা দেয়। তখন তুমুল সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। ফলে ডাকাতদলের এক জনের মৃত্যু হয়।

অন্নসত্র

এলাহাবাদে কুম্ভমেলার সময় যমুনাপাড়ি বাঁধের নীচে কুটিরের নাম ভোলানন্দ অন্নসত্র রাখা হইবে এবং যাত্রীদিগের বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

প্রতিনিধিদের পুণা যাত্রা

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পুণার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন দাস রওনা হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ২০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৪ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, সোমবার } ২৫০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

— ::•:: —

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৪শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের আর্ত্ত ভক্ত সুহৃৎ এবং আরও অনেক ভক্তের নিকট প্রায় ২ ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর কটক হইতে, মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস অধিকারী, সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ ও বি-টি আসাম ধুবড়ী হইতে ও মহোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ চাকদহ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

ডাঃ রামদাস প্রামাণিক এম্-বি (লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়) নামক জনৈক ভদ্রলোক গত ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আসিয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ী শান্তিপুরে কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌতে চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠের সেবকগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রামাণিক মহাশয়ের পরিপ্রশ্নোত্তরে কিছুকাল তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কিছুকাল হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহুদিয়া-নিবাসী শ্রীকৃষ্ণলাল বিশ্বাস নামক জনৈক ব্যক্তি সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-বন্দনানন্তর জানান যে, তিনি তিন দিন স্বপ্নে শ্রীল প্রভুপাদকে উপদেশ-প্রদানরত অবস্থায় দর্শন করিয়াছেন। প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণার বিষয় কৃতজ্ঞতামূলে বিজ্ঞাপনের জন্য তিনি ঐ সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন।

—

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদ [illegible]ের আর্ত্ত ভক্ত সুহৃদের সহিত প্রথমতঃ "Animism Theory of Teylor" সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করিয়া উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পরে কলিকাতা মহানগরীর জনৈক শ্রদ্ধালু ব্যক্তির গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যায় শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। তথায় প্রদর্শনীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তিনি মথুরায় যাইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তৎপর দিবস তিনি শ্রীল প্রভুপাদ সহ পাঞ্জাব মেলে পাটনায় গিয়াছেন।

এলাহাবাদে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে। উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ জয়ানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাবিলাস প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কঠোর পরিশ্রমের সহিত ঐ সেবা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আগামী ১৬ জানুয়ারী উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবার কথা।

—

বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের রক্ষক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী গত ৪ঠা পৌষ হরিবাসরতিথিতে আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত চন্দ্র বণিকের গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রকট-প্রসঙ্গ পাঠ হইয়াছে। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে সুমধুর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর খুলনা টাউনের সাধারণ সভাগৃহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজ উপস্থিত জনমণ্ডলীর [illegible] করিয়া শ্রীভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করেন।

মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত এই ভাগবত-ধর্ম্ম সমগ্র মনুষ্যেরই অবশ্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুশীলনযোগ্য। ভাগবতধর্ম্ম বক্তা মহাজন-গণের প্রসঙ্গে [illegible], ভাগবতধর্ম্ম-অনভিজ্ঞ নানা মতাবলম্বী ঋষি-গণের প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, জৈমিনি, কপিল প্রভৃতি ও শৌনকাদি ঋষিসঙ্ঘ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকারের কথা তিনি [illegible] কীর্ত্তন করেন। বেদের একমাত্র মুখ্য তাৎপর্য্য [illegible] পারমার্থিক ইতিহাস; পরব্যোম-তত্ত্বের সুষ্ঠু গবেষণারূপ মহাবিজ্ঞান, চৈতন্যসম্পূর্ণ মনোধর্ম্মশূন্য নানা কারণ বিচারার্থ করিবার উপযুক্ত [illegible] আধিকারিক বেদোপাসনা ও পরিশেষে [illegible] উপদেশ-রূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম বক্তা [illegible] আসনে অধিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মের নামে মনুষ্যসমাজে যেরূপ নিন্দনীয় বিচার প্রবেশ করিয়াছে তাহা দৈনিক [illegible] উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শন করেন। পরিশেষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত ও আচরিত পন্থা অবলম্বনে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক মহান অভিযান করিয়াছেন, তাহা বলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিমলাকান্ত দাস বি-এ, কালিপদ মিত্র বি-এ, [illegible]লাল মিত্র বি-এ, দুর্গাপদ বসু বি-এল, সুরেশচন্দ্র অধিকারী বি-এল, মন্মথনাথ মিত্র এম্-এ বি-এল, বিজয়চন্দ্র [illegible] এম-এ, বি-এল, ভবেন্দ্রনাথ বসু বি-এল, পঞ্চানন পাল এম্-এ, বি-এল, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, সুরেশচন্দ্র দত্ত বি-এল, উপেন্দ্রনাথ বসু বি-এল, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ জমিদার, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ নারায়ণ, সর্ব্বশিব সম্বৎ ৪৪৯

এখন আছি কোথায় ?

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে "মৃত্যুর পর কোথায় যাইব ?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধটীর নাম পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতঃই প্রশ্ন উঠবে—"এখন আছি কোথায় ?" স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের অনেকেই হয়ত বলিবেন—"একথা লইয়া এত মাথা-ব্যথা কেন ? নদীয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কলিকাতা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লণ্ডন, বার্লিন, কেপটাউন প্রভৃতি অসংখ্য স্থানের যে সে স্থানে আছি। সেই স্থানটীর নাম বলিলেই ত' এক কথায় উত্তর হইয়া যায়।" কিন্তু দার্শনিকগণের চিন্তাস্রোত একটু ভিন্ন ধরণের ও উচ্চস্তরের। "কোথায় আছি ?" এ কথার "আছি" ক্রিয়ার কর্ত্তা "আমি" কে, তাহা সর্ব্বপ্রথম নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। তৎপরে আমার বাসস্থান বা অবস্থান ভূমিকা নির্ণীত হইবে।

"আমি কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্নস্তরের বিভিন্ন ব্যক্তি—আমি অমুকের পুত্র অমুক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, অন্ত্যজ, জমিদার, মহাজন প্রভৃতির কোনও না কোনটীর নাম উল্লেখ করিবেন। কিন্তু এইগুলির কোনটীই "আমি"র পরিচায়ক নহে। এই সকল স্থূলদেহের পরিচায়ক হইতে পারে। স্থূলদেহটি বস্তুতঃপক্ষে 'আমি' নহি কারণ তাহা হইলে ঐ দেহটী যখন পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখন আর আমার অস্তিত্ব থাকিল না। "আমি" নিত্য বস্তু—অনিত্য নহি। পূর্ব্বোক্ত অনিত্য পরিচয়গুলি নিত্যবস্তুর জ্ঞাপক বা প্রকাশক হইতে পারে না। সূক্ষ্ম-মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বলিয়া যেরূপ অনিত্য তাহা ভাঙ্গা-গড়া-কার্য্যে নিযুক্ত, তাহাতে সেও নিত্য বস্তু নহে। বাসনা মত দেহটী স্থূল দেহের ন্যায় ধরণোপযোগী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট না হইলেও নিত্যবস্তুর সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং স্থূলদেহ বা সূক্ষ্ম মন এই দুইটীর কোনটীই 'আমি'র সহিত এক বস্তু নহে। আমি জীবাত্মা—যাহা অগ্নিস্পৃষ্ট হইলেও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না, প্রবল প্রভঞ্জনে প্রতিহত হয় না, বন্যায় প্লাবিত হয় না, অনাহার-অনিদ্রা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী-রোগ-শোক-জরামৃত্যুর দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না। সেই জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সেবকসূত্রে নিত্য আনন্দময় ধামের অধিবাসী। কিন্তু সেই অমৃতের পুত্রগণ [illegible] স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে ভোগ্য স্বরূপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভোক্তার আসনগ্রহণার্থ ব্যস্ত হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়দ্বারা আবৃত হইয়া যে দুরবস্থা লাভ করে, তাহা বড়ই শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কোনও মহাজন গাহিয়াছেন,—

"হার বলিয়া গলায় পড়িল
শমন-কিঙ্কর সাপ।"

কোনও বালক চাঁদের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহা লাভের জন্য অস্তগামী চাঁদকে গগন-ধরা-আলিঙ্গিত পশ্চিম-চক্রবালে পাওয়া যাইবে বিবেচনায় মত্ততাবশতঃ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভীষণ অরণ্যানীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এমন সময় শশধর শীঘ্র রশ্মি গুটাইয়া লইয়া উক্ত মুগ্ধ বালকের প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিতে হাসিতে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিয়া তাহার দর্শনের অন্তরালে গমন করিলেন, ফলে সূচীভেদ্য অন্ধকার বনপ্রদেশকে আচ্ছন্ন করিল। পাঠকগণ এখন বালকের চিত্তের অবস্থা কি প্রকার হইল তাহা একবার মানস-নেত্রে দর্শন করুন। স্থির থাকিতে পারিতেছেন কি ? এই খানেই শেষ নহে। মনুষ্যের অঙ্গের গন্ধ পাইয়া শ্বাপদকুল হর্ষভরে তথায় আগমন পূর্ব্বক বালকটীর সুকোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকিল, বালকের অন্তঃকরণের তৎকালীন দৃশ্য স্বপ্নাবস্থায়ও লক্ষ্য করিলে বিষম হইলে কি প্রকার অবস্থা হয় তাহা একবার কল্পনা করুন। আমার বিশ্বাস, আমার সহিত সকলেই একবাক্যে বলিবেন—উঃ কি ভীষণ দৃশ্য ! আর দেখা যায় না !! চক্ষু আবৃত না করিয়া আর থাকা যায় না। এই যে চিত্রটী দেখা গেল, আমি বর্ত্তমান সময় যে ভূমিকায় যে-প্রকারভাবে অবস্থান করিতেছি, তাহাও ইহা অপেক্ষা কোনও অংশে কম ভীষণ ও মর্ম্মন্তুদ নহে। আমি অমৃতের পুত্র। সেবামৃত-সুধা আমার পানীয়। সেবাভূমিকা আমার বাসস্থান। সেবার আনন্দ আমার চিত্ত-বিনোদন রস। কিন্তু নিত্যের দাস আজ বাঘের শরে বিদ্ধ। প্রবল-প্রতাপান্বিত একচ্ছত্র সম্রাটের সন্তান আজ দস্যুদের নিষ্ঠুরাঘাতে জর্জ্জরিত। অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম ছাড়িয়া ভোগচন্দ্রিকার লোভে আমি সংসার গহনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভোগ-শশাঙ্ক অন্তর্হিত হইয়াছে; আমি এখন অন্ধকারে ঘুরিতেছি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—অহঙ্কার, প্রমাদ, ভ্রম, বিপ্রলিপ্সা, [illegible] শ্বাপদকুল আমাকে অনবরত দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। আমি এখন কোথায়, তাহা সুধী পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন।

যাঁহারা সেবানন্দময়, তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে স্বধর্ম্মভূমিতেই অধিবাসী। কিন্তু

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

(শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গত ২৫শে অক্টোবর সায়াহ্নে যে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং
লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
(ভাঃ ২।৩।২৪)

আমি বাহ্যতঃ ভক্তাভিমানী হইলেও কামময় পরিপূর্ণ কূপে নিমজ্জিত। এই অবস্থা হইতে আমাকে কে উদ্ধার করিবে ? একমাত্র ভগবৎসেবায় যাঁহারা অবস্থিত সেই মহাবলশালী বৈষ্ণবগণ ব্যতীত আমার উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নাই। তাই সকাতরে তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিতেছি। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন। ভোগভূমিকা, ত্যাগভূমিকা বা নির্বিশেষ ভূমিকা আমার নিত্য বাসস্থান নহে, নিত্য বাসস্থান বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম।

ভূচর, খেচর ও জলচরভাবে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যেতর জন্ম কাটাইয়াছি। বিহঙ্গ কৃমি-রূপেও বহু জন্ম গিয়াছে। ভূচরজন্ম-সমূহের মধ্যে মনুষ্যাকারেও এমন বহু জন্ম গিয়াছে যাহাতে আমি বিবেক বুঝিতে না পারিয়া কার্য্যতঃ পশুবৎ জীবন যাপন করিয়া 'দ্বিপদ পশু' বা 'চারপেয়ে' সংজ্ঞা পাইয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে এমন অমূল্য জন্ম লাভ করিয়াছি, যাহাতে বিবেকের ডাক শুনিবার সুযোগ হইতেছে। বিবেক আমাকে গুরু বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য বলিতেছেন; গুরুদেবকে ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিতে বলিতেছেন। "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" এই কথা অনুক্ষণ বলিতেছেন। আমার এই অবস্থা শ্লাঘনীয়—উপেক্ষণীয় নহে। এই অবস্থাকে উপেক্ষা করিলে—গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার মনযোগান কথা না বলিয়া করুণাবশতঃ আমাকে শাসন বা সাবধান বাণী বলিতেছেন বলিয়া অসন্তুষ্ট হইলে—বিবেক-বাণীর প্রতি অনাদর করিলে জড় বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-বংশ-আদি খেয়ালের অনুসরণে আমাকে কি ভীষণ অবস্থায় পতিত করিবে তাহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। তাই পুনরায় প্রার্থনা—

"এবার করুণা কর বৈষ্ণব ঠাকুর"

যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ শ্রীসূত-গোস্বামীর মুখে শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ শুনছিলেন তখন তাঁদের কৃষ্ণের লীলা-গুণাদির শ্রবণপিপাসা ক্রমে বর্দ্ধিত হচ্ছিল। তখন তাঁরা আরও বেশী হরি-লীলা শুনবার জন্য আগ্রহান্বিত হ'য়ে হরি-কথার শ্রবণে বিমুখ জনগণকে নিন্দা ক'র্‌তে গিয়ে এই কথাটি ব'লেছিলেন। হরিনাম কীর্ত্তন ক'রলেও যার হৃদয়ে বিকার না আসে, চক্ষু দিয়ে স্বাভাবিকভাবে জল গড়িয়ে না পড়ে, গায়ের চুলগুলি দাঁড়িয়ে না উঠে তার হৃদয়টি প্রস্তরময়। বহু নামাপরাধে তার হৃদয় এরূপ শক্ত হ'য়ে গেছে যে, সে এই নামে গ'ল্‌তে পারে না।

যখন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্ত অতি ব্যগ্র হয়ে উঠলে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রভু বল্লেন—"পৃথিবীতে বহুভাগ্যে মনুষ্যজন্ম হয়। মনুষ্য-জাতির মধ্যে বুদ্ধিমানের সংখ্যা খুবই কম। বুদ্ধিমান্ লোকের মধ্যে যাদের—মঙ্গলকামটা মানুষের আছেই এর চিন্তাটা জাগরূক থাকে, তাদের পক্ষে হরিকথা আস্বাদন ক'রে অমর হওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। এই জগতে অল্পবুদ্ধি লোকেরা বিভিন্ন কামনার বশে আত্মকামনাপ্রার্থী কোন দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন।" কোন্ কোন্ দেবতা কি কামনা পূরণ ক'র্‌তে অধিকারী তার একটি তালিকাও দিলেন। দেবপূজকগণের মধ্যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই বিষ্ণুর পূজায় আগ্রহবান্ হ'য়ে থাকেন। যখন শুদ্ধবিষ্ণুভক্তের সঙ্গ লাভে তাঁর বাণী শ্রবণ ক'রে বিষ্ণুসেবাই মানবজন্মে জীবের পরমশ্রেয়োলাভের একমাত্র বিধান বুঝতে পারেন। বিষ্ণুসেবক অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম হ'লেও অদ্বিতীয় ভোক্তা ব'লে বিষ্ণু কখনও কা'রো ভোগ্যরূপে পরিণত হন না। সুতরাং তাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠে। বিষ্ণুভক্তের কথা শ্রবণ ক'রে অন্যাভিলাষীর সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছা নাশ পায় এবং সে অহৈতুকী ভগবৎসেবার অধিকার পায়।

'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে—'আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত। বাল্যকালে শিশুসুলভ ক্রীড়াকালে ভগবানের লীলা ও চরিত্রাদি দ্বারা শিশুবৎ ক্রীড়া ক'রতেন। শুকদেব গোস্বামী

পরমহংস মহাভাগবত। এরূপ শ্রোতা ও বক্তার সাহচর্য্যে হরিকথা-প্রবাহিনীর মধ্যে কোন আবিলতা থাকতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমানে প্রাপ্ত মনুষ্যজন্মের কেবল বেঁচে থাকাই সার্থকতা নয়।

'তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥'

(ক্রমশঃ)

ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতিসভা

মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরের বক্তৃতার মর্ম্ম

সভাপতিমহারাজ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমাকে শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চম বার্ষিক-বিরহ-স্মৃতি-সভার সভাপতির কার্য্য করিতে আহ্বান করায় আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে অনুমতি দিন। আমরা স্বনামধন্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের কার্য্যাবলী ও জীবনচরিত সম্বন্ধে যে শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিপ্রদ অভিভাষণ এইমাত্র শ্রবণ করিলাম আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ইহা সকলেরই একটী শিক্ষার বিষয়।

এই বৃহৎ মন্দির ও অট্টালিকা যেরূপ তাঁহার নিঃস্বার্থ বদান্যতার চিরকালের জন্য একটী স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ সেইরূপ তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাঁহার ভগবদ্ভক্ত-সেবানুরাগ ও স্বার্থত্যাগ কতটা অনুভব করিয়াছেন এই মহতী সভাও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীল জগদ্বন্ধু নিজের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নিজেই গঠন করেন। স্বোপার্জ্জিত স্বকীয় সম্পদ ভগবানের সেবায় প্রীতির সহিত অর্পণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে সমস্ত মনুষ্যজাতির পরম মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের পূত সেবাকার্য্যের অগ্রগতির দিকে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে ধর্ম্মের কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিবার সচেষ্ট হইতেছেন, আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। ইহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্ম। আমি ইহাকে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিতে পারি কেন না ইহা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গ্রহণযোগ্য। ইহা আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্ম ইহা অকিঞ্চনগণের বৈভবরহিত ধর্ম্ম। পার্থিব বৈভব ও পাণ্ডিত্যের অভিমান-দৃপ্ত জনগণের এই ধর্ম্মগ্রহণের সামর্থ্য নাই। ভগবৎ-প্রেমই এই ধর্ম্মের একমাত্র মূল্য বস্তু। প্রতিদানের বিন্দুমাত্র আশাশূন্য হইয়া প্রিয়তমের প্রীতি-কামনাই ইহার তাৎপর্য্য। আমি আরও বলিতে পারি যে, অহৈতুকী সেবাচেষ্টাই ইহার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনের পশ্চাতে কোন কারণ নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দেন—

"গোবিন্দ-বিরহে আমার এক নিমেষ যুগসদৃশ, তাঁহার বিরহে আমার চক্ষু দিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে, এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে।" তিনি আরও বলেন যে,—"হে সর্ব্বস্বতন্ত্র, তুমি আমাকে নিত্য বিরহদ্বারা মর্ম্মাহত কর অথবা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর না কেন, তুমিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে।"

তাহা হইলে ইহা অহৈতুক প্রেমের ধর্ম্ম। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, জড়জগৎ দেহমনের প্রীতিসাধনার্থ পার্থিব-বস্তু লাভের জন্য যে ক্রমাগত চেষ্টা ক্ষয়স্বরূপা ধ্বংসকারী পীড়ায় আক্রান্ত তাহার পক্ষে তাহারা এই ধর্ম্মকে অমোঘ ঔষধরূপ পাইবে। প্রাচী চিরদিনই পাশ্চাত্যকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দান করিয়াছেন। এই শ্রদ্ধা বা ভক্তি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন; ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম যে ধর্ম্ম পীড়নকারীকেও প্রেম বিতরণ করে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদস্যগণের অনেককেই আমি উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষ দীপ্তি সম্পন্ন দেখিতে পাই এবং তাঁহাদের সেবোদ্যম বাস্তবিকই আদরণীয়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যাহা অতি শীঘ্র ইহার মূল উদ্দেশ্য যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা ভারতে ও ভারতের বহির্দ্দেশে প্রচার, তাহা ফলপ্রদ হইবে। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের স্থান বর্দ্ধিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

এই মহতী সভার সভাপতির কার্য্যে আহ্বান করিয়া আমাকে যেরূপ সম্মানিত করিয়াছেন কেবল তজ্জন্য নহে, অধিকন্তু বাৎসল্য ও প্রেমের মধুর আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য আপনারা যে সমবেত হইয়াছেন তজ্জন্যও আমি আবার আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা এই সভায় উপস্থিত হইয়া মিশনের কার্য্যে যে গভীর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্যও আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বন মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পঞ্চমবার্ষিক-বিরহস্মৃতি-সভায় শ্রীপাদ বন-মহারাজ সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান-প্রসঙ্গে ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

মাননীয় মহারাজ, সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ভদ্রমহিলাগণ,

আমার উপর আজ এক বড়ই আনন্দদায়ক কার্য্যের ভার পড়িয়াছে। ঐ কার্য্যটি এই যে, আপনারা যে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া আজ এ সময় এখানে শ্রীল জগদ্বন্ধু-ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের যে বার্ষিক বিরহ-স্মৃতিসভায় যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা। আমি মাত্র গতকল্য লণ্ডন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি এবং আজ যে আপনাদিগের সমক্ষে এইভাবে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অবকাশ পাইতেছি তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনারা বর্ত্তমানে যে সুবৃহৎ মন্দিরে বসিয়া আছেন এই সুরম্য মন্দির-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যকারী শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের জীবন কাহিনী আপনারা অনেক শুনিলেন। মদীয় আচার্য্যদেবের পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাংলার বৈশিষ্ট্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারের যে বিপুল আয়োজন, তাহাতে যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষের প্রসঙ্গ উত্থাপনে স্বতঃই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। আরও আনন্দের সংবাদ এই যে, ত্রিপুরাধীশও ব্রিটিশ রাজধানী লণ্ডন সহরের সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আপনারা যে শ্রীমন্দির প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহা কেবলমাত্র ইষ্টক, কাষ্ঠাদি কতকগুলি জড়বস্তুর সমষ্টি বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না। বর্ত্তমানযুগে প্রচলিত চিন্তাধারার সংশোধন ও ভারতীয় সনাতন-বৈদিকধর্ম্ম বৈশিষ্ট্য-প্রচারের জন্য এই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের বিপুল উদ্যম, ইহা হইতে যাহাতে সুদূর পাশ্চাত্যদেশও বঞ্চিত না হয় তাহার বিশ্বব্যাপী আয়োজন হইতেছে। শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের বিরহস্মৃতি আমাদের সকলেরই মনে জাগিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের দানের স্মৃতি সংরক্ষণার্থ ও তদীয় প্রকটবাসরে অদূর ভবিষ্যতে এবম্বিধ স্মৃতিসভার উদ্বোধন হইবে, আমরা এই আশা পোষণ করিতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় মাণিক্য বাহাদুর যখন আমাদিগকে তাঁহার রাজধানীতে আহ্বান করেন, তখন মদীয় আচার্য্যদেবের পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ইচ্ছা মহারাজাবাহাদুরের নিকট প্রকাশ করায় তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বদান্যতা-গুণে উক্ত কার্য্যের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। পুনরায় বিলাত গমনের পূর্ব্বে আমি মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, সন্তোষের রাজাবাহাদুর ও কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সহিতও এই সম্বন্ধে আলাপ করি। লণ্ডনে মঠস্থাপনের পূর্ব্বে এ বিষয়ে তদ্দেশবাসী খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণের মত জানা প্রয়োজন মনে করায়, ক্যান্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক, ইয়র্কের প্রধান ধর্ম্মপুরোহিত, লণ্ডনের লর্ড-বিশপ এবং ইংলণ্ডের অভিজাত-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র লর্ড হালিফ্যাক্স, মার্কোয়েস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড প্রমুখ মহাশয়গণের সহিত আলাপে জানা গিয়াছে যে, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রস্তাবে পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, ইহাতে যে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই উপকার হইবে তাহা নহে, পরন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া লাভবান্ হইতে পারিবেন। "মার্কোয়েস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড আরও বলেন যে, অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতিষ্ঠান লণ্ডনে আছে কিন্তু হিন্দুদের যে এখনও কোনও মন্দিরাদি হয় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। লণ্ডনে মন্দির করিতে গেলে তাহা সর্ব্বজনপরিচিত স্থানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। লণ্ডন বিষ্ণুমন্দির ও তৎসংলগ্ন শ্রবণ-সদন এবং মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের বাসস্থানের একটী নক্সা আমি প্রস্তুত করিয়াছি। লণ্ডনে গিয়া যাঁহারা হিন্দুভাবে খাদ্যাদি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদেরও বিশেষ উপযোগী হইবে। তাই মনে হয় প্রত্যেক হিন্দুই এই প্রতিষ্ঠানকে নিজের গৌরবের বিষয় মনে করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা ২৭।১২।৩৫

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় পাটনায় যাত্রা করিয়াছেন। প্রভুপাদের সহিত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজও গিয়াছেন। তথা হইতে কয়েক দিনের মধ্যেই এলাহাবাদে যাইবেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে গোঘাটে দুগ্ধের ধারা

শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জ হইতে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী গত ২৫শে ডিসেম্বর লিখিয়াছেন—

"অদ্য প্রাতঃকালে প্রায় ৭টার সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে গোঘাটে দুগ্ধের ধারা প্রবাহমান হইতে থাকে। ১৫।২০ মিনিট পর উহা থামিয়া যায়। বহু দর্শক দর্শন করিবার জন্য সেখানে সমবেত হয়। আমাদেরও দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷৹।

৪। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
দশম স্কন্ধ ৮৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড – ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড – ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
১৮। বাদল-আল পর ।৹
১৯। ভক্তিভবনের কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। বৃত্তিমালিকা শুগসৌরভঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। শ্রীল-হদপ দ্রুব ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ⁄৹
৪১। গীতাবলী ⁄৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধনকণ ⁄৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৪৬। অর্চ্চনকণ ⁄৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গোবর্দ্ধনাষ্টকঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ
৬৮। ও'ফ্ট ওয়াডস অন্ বেদান্ত
৬৯। নামভজন
৭০। বেদান্ত—ইটস মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৶৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭৩। বৈষ্ণবীজম
৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৭৫। দি ভাগবত
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৮২। গীতাবলী ।৹
৮৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ⁄৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শ্রীব্রজপত্তনবিহারী
... প্রকাশিত ... । ... ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১৫ই পৌষ, ১৩৪২, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ মঙ্গলবার। ২৫১তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::•:: ——

ইটালী আবিসিনিয়া যুদ্ধ

একদল "সশস্ত্র হাবসী" যখন লোগা আংগায় উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেওয়া হয়। ৫০ জন হাবসী নিহত হইয়াছে। সোমালিল্যাণ্ড বিমানবহর ও ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্তে দোয়াপ শ্বা ও গানালেডোরিয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে হাবসীদের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

বড়দিনে কোন সজ্বর্ষ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই। বড়দিনের আগের দিন দেড়শত হাবসী মরুভূমির অভিমুখে মার্চ্চ করিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে একদল দানাকিল সৈন্যের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর হাবসীগণ হটিয়া যায়।

ঝিমঝিমিয়ায় মহিলা আক্রান্ত

কলিকাতায় বেলঘাটা অঞ্চলে একজন মহিলার ঝিমঝিমিয়া রোগ হইয়াছে। রাত্রিতে তালপুকুর রোডের নন্দলাল দাসের বাড়ীতে উঁহার কন্যা হঠাৎ উক্ত রোগে আক্রান্ত হন। এই কন্যার বয়স ২৫ বৎসর। রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুস্থই ছিলেন

সস্ত্রীক বোম্বাই লাট

সস্ত্রীক লর্ড ব্রেবোর্ণ পালানপুর রাজ্য পরিদর্শনের জন্য পৌঁছিয়াছেন এবং মহারাজার অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছেন। বিখ্যাত জৈন মন্দির দেখিবার জন্য তাঁহাদের সহিত মহারাজা আবু পিংডুজে আয়োজন করিবেন। সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনেক উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে।

সৈন্য নহে—ব্যবসায়ী

দেড়শত হাবসী লবণব্যবসায়ী লবণ সংগ্রহের জন্য যাইতেছিল। পথিমধ্যে ইটালীয় সৈনিক মনে করিয়া আক্রমণ করে।

আসালে অঞ্চলে বৃষ্টির জল শুকাইয়া গেলে প্রচুর লবণ সঞ্চিত হয়। দেশীয় অধিবাসীগণ ঐ লবণ সংগ্রহ করে।

পররাষ্ট্র সচিব নিহত

চীনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সহ-সচিব মিঃ তাং উজেন তাঁহার বাড়ীর সামনে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনটী গুলী তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে। আততায়ীগণ পলায়ন করে। চীনের বৈদেশিক সচিবের সহিত একসঙ্গে মিঃ তাং উজেন পদত্যাগ করেন। জাতীয়বাদিগণ অভিযোগ করে যে, তাঁহারা জাপানীদের রক্তচক্ষুর ভয়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে, হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার যোগাযোগ আছে বলিয়া অনুমান।

মাড়োয়ারী সম্মেলন

রামদেব চোখানী বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় নিঃ ভাঃ মাড়োয়ারী সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার বিষয় আলোচিত হইবে। শ্রীযুক্ত শিওকিষেণ ভাট্টাঢ়কে সভাপতি করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

চন্দ্রিজয়দের বাড়ী ভস্মীভূত

রায়পুর গেটের বাহিরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনুমান ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। পুলিশ কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। [illegible] অগ্নিনির্ব্বাপণে ব্যাপৃত আছে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

রায়সিনা বেঙ্গলী বয়েজ স্কুলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। অনুমান ১০০০ নরনারী এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, বাঙ্গালীদের তাহাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের অনুপস্থিতিতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দিত করেন।

সভাপতি পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধনের পন্থা নির্দ্দেশ করেন।

কয়েকটী কীর্ত্তন গানের পর অধিবেশন সেদিনকার মত স্থগিত থাকে।

দিল্লীতে দুর্ঘটনা

নয়াদিল্লী হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী হায়েকীনামক গ্রামে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, বিষাণ সিং নামক জনৈক জাঠ রাত্রিতে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় কে বা কাহারা তাহাকে বন্দুকের গুলী করিয়া নিহত করে। অপরাধের মূলে কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে জানা যায় নাই।

পুনরায় ভূমিকম্প

২৯শে ডিসেম্বর রাত্রিতে কোয়েটায় পুনরায় সাত সেকেণ্ড ব্যাপী প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইয়াছিল। এযাবৎ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শান্তিপুর সন্দেশ

কমিশনার সাহেবের পরিদর্শন

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ জে ডাস আই-সি-এস মহোদয় গত ১৮ই ডিসেম্বর শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন।

চেয়ারম্যানের বিদায় অভিনন্দন

গত ২০শে ডিসেম্বর শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ সাহা মহাশয়কে তাঁহার অবসর গ্রহণ কালে এক প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভিনন্দন পত্রে রাধাকৃষ্ণ বাবুর দেশ প্রীতি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও দেশহিতকর কার্য্যের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। সভায় কয়েকজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল ইতিহাসে রাধাকৃষ্ণ বাবুকেই এই প্রথম অভিনন্দন দেওয়া হইল।

নূতন বোর্ড

গত ২১শে ডিসেম্বর শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির নূতন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ডে শ্রীযুক্ত শচীনাথ প্রামাণিক বি-এ, এম-বি চেয়ারম্যান এবং শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র সেন বি এ, ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন।

নব নির্ম্মিত ভবন

১৯৩৬ সালের ৫ই জানুয়ারী ত্রিপুরার মহারাজা স্যার বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্যামানাম বৈষ্ণবপীঠের নবনির্ম্মিত ভবনের উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৫, মঙ্গলবার | ২৫১৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীপাদ বন মহারাজের সম্বর্দ্ধনা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রায় ৩ বৎসর পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিবিলাস বি-এ ও কার্য আর্ণষ্ট ওয়ার্জ উল্‌ফ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রাতঃকালের গাড়ীতে বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে আগমন করেন। তথায় মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে ১ ৩০ মিনিটের গাড়ীতে কৃষ্ণনগর হইতে যাত্রা করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে সঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীপাদ বন মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীমঠের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার মহোদয় স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। হুলোর ঘাট হইতে যে উদ্যোগে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিবার সময় শ্রীপাদ বন মহারাজ স্বয়ং—

"ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ"

গানটী সুমধুর কণ্ঠে আবেগভরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাঁহার মূলগায়কত্বে উক্ত সঙ্কীর্ত্তনে উপস্থিত সকলের চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

— —

স্বামীজীর হরিকথা

শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে কয়েকজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারী দর্শক তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণার্থ উপস্থিত হন। স্বামীজী তাঁহাদের নিকট প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীকৃষ্ণের রসচমৎকারিতা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

———

অভিনন্দন প্রদান সভা

শ্রীপাদ বন মহারাজকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর ৭ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ 'অবিদ্যা-হরণ প্রবণ-সদনে' শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের, পরবিদ্যাপীঠের সচ্ছাত্রাধ্যাপকগণের ও শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদন ভাগবত মহারাজ উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিালোক সভাপতি মহোদয়কে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীপাদ বন মহারাজকে পুষ্পমালা প্রদান করেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, কাব্যবিনোদ,ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে বঙ্গ ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন। অতঃপর উক্ত কাব্যপুরাণ-তীর্থ পণ্ডিত মহাশয় পরবিদ্যাপীঠ হইতে দেব-ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দনটী পাঠ করেন। তাহার পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুরবাসি-গণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ইংরেজী অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ভক্তিবিলাস মহাশয় হাওড়া ষ্টেশনে ও কলিকাতা মহানগরীতে মাস দুই পূর্ব্বে গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক স্বামীজীর যে বিরাট্ সম্বর্দ্ধনা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য ভাষায় বর্ণন করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে উপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিময়ূখ মহোদয় শ্রীপাদ বন মহারাজের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমা-প্রচারের বিষয় বর্ণন করিয়া একটী বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রত্যভিভাষণে তাঁহার স্বাভাবিক শ্রীধাম-প্রীতির পরিচয় প্রদান করেন। প্রত্যভিভাষণের পর সভাপতি শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ নিজের দৈন্য-জ্ঞাপনান্তর অভিনন্দন পত্রসমূহে স্বামীজীর যেসকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। অতঃপর শ্রীপাদ বন মহারাজকে, সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ-প্রদান-প্রসঙ্গে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে শ্রীপাদ বন মহারাজের পাশ্চাত্যে প্রচারসাফল্যের কথা ও শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবার সম্বন্ধে বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ধন্যবাদান্তর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় "কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন" এই কীর্ত্তনটী করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি-পূজা

কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা দেন—

এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। বিষয়টী গুরু হইলেও বেশী কথা বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার ইচ্ছা নাই। অদ্য বন মহারাজের অভিনন্দন-বাসরে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথির কথা স্মরণ করিতে গিয়া তাঁহার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার কথাই প্রথম মনে হইতেছে। এই সভার মূলপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব। অতঃপর শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এই সভার সম্পাদন-কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অনুগত শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া জগৎ-সমক্ষে সম্যগ্‌রূপে ইহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত এই সভা সমগ্র দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজকে সংরক্ষণ ও পালন করিয়াছে। তাঁহার অপ্রকট-লীলার পরে অধুনা গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই সভার পাত্ররাজরূপে বিশ্বের সর্ব্বত্র ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাপ্রভুর বাণী প্রচার পূর্ব্বক বৈষ্ণবসমাজের পোষণ ও আনন্দ-বিধান করিতেছেন।

শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের প্রিয় বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভারই সে। ও বিস্তারকল্পে শ্রীল প্রভুপাদ বন মহারাজকে ইউরোপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইউরোপের প্রচার-

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্যলাভ

(২)

আমরা অনেক সময় ভগবদ্ভক্তদিগকেও পীড়াক্রান্ত হইতে দেখি, কিন্তু আমাদের যেমন কর্ম্মফল সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়, তাঁহাদের তেমন কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। তাঁহাদের পীড়াদি কেবল আমাদের অদৃষ্ট দোষেই হইয়া থাকে; কেন না, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের দ্বারা আমরাই সর্ব্বতোভাবে লাভবান্ হইয়া থাকি। ভক্তগণের অসুস্থতা কালে আমরা পরমমঙ্গলপ্রদ বাণীশ্রবণে বঞ্চিত থাকি; বস্তুতঃ শ্রীহরিকথা শ্রবণ ভিন্ন আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য লাভের আর কোন উপায় নাই। হরিজনগণের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী বাণীর প্রভাবে আমাদের বহির্ম্মুখতা-ব্যাধি প্রশমিত হয়। উক্ত আত্মার স্বাস্থ্য লাভের আর কোন উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শুদ্ধভক্তের দেহত্যাগ 'মৃত্যু' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারাই নিত্যজীবনের একমাত্র অধিকারী। জগতের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ফলেই অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ মরধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যলোকে চলিয়া যান। তাঁহাদের আবির্ভাবে পার্থিব দেশ, কাল ও পাত্রগণ নিত্য কল্যাণের অধিকারী হয়। আবার তাঁহাদের অপ্রকটে পৃথিবীর যে ক্ষতি হয় তাহা প্রাকৃত কোন ক্ষতির সহিত তুলনা করা যায় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন :—

"যে দেশে বা যে স্থানে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
বাহু তুলি' নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
কৃপাদৃষ্টে চাহিতে সবে হয় হরিদাস॥"

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অপ্রকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :—

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
ইহা বিনে রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥"

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশানুসারে ভক্তগণ ঠাকুরের পদজল গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাগতিক বিচারে মৃত্যুই অস্বাস্থ্যের চরম লক্ষণ; কেন না যখন দেহে স্বাস্থ্যের অপেক্ষা অস্বাস্থ্যের পরাক্রম অধিকতর প্রবল হয়, তখনই আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এস্থলে কি দেখা যাইতেছে? নির্য্যাণপ্রাপ্ত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দেহ তো কেবল পাঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত নশ্বর দেহমাত্র নয়। তাহা যে অপ্রাকৃত। পতিতপাবনী সুরধুনীর মৃৎস্পর্শে জীবকুল পবিত্রতা লাভ করেন, কিন্তু পাবনীশক্তিবিশিষ্টা জাহ্নবীদেবী পরমপাবন বৈষ্ণব-চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের মজ্জন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুরের স্পর্শে সুরধুনী নিজকে অধিকতর পবিত্রা জ্ঞান করেন। সেইজন্যই ভক্তগণ তাঁহার পরমপবিত্র পদজল শিরে ধারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ভক্তদেহের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচরণ ভজয়॥"

—এই বাণী অনুসারে আমরা জানিতে পারি যে, সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণকালে শিষ্য যখন আপনাকে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন তখন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আবার সেই শিষ্যরূপ সম্পত্তির দেহ, মন ও আত্মা সর্ব্ববিষয়ের একচ্ছত্র সম্রাট্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া দেন। শ্রীগুরুকৃষ্ণ-কৃপাপ্রসাদে তখন শরণাগত ভক্তের দেহ অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। সেই দেহ জড়দৃষ্টিতে মরণশীল বোধ হইলেও বাস্তবপক্ষে সেই চিন্ময়দেহের কোন ধ্বংস নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব্বকথিত আত্মিক স্বাস্থ্য ছিল বলিয়াই মহাপ্রভু ঠাকুরের প্রতি এমন সম্মান-প্রদর্শনের আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন। কেবল দেহের স্বাস্থ্য বরণীয় বস্তু হইলে তো ঠাকুরের অপ্রকটের পর, কেহ তাঁহার পদজল গ্রহণ দূরের কথা, স্পর্শ করিতেও চাহিত না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয়ের একবার গাত্রে 'কণ্ডুরসা' বা জ্বালাকর চর্ম্মরোগ হইয়াছিল তিনি কৃষ্ণসেবানন্দে সর্ব্বক্ষণ বিভোর হইয়া স্নানাদির দিকে তাদৃশ লক্ষ্য করিতেন না। তদুপরি ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়া আসিবার কালে অবিশুদ্ধ ও কষায় পানীয় জল গ্রহণাদির জন্য গাত্রে ঐ প্রকার দুষ্ট ব্রণের উৎপত্তি হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সম্মিলিত হইতেন। একবার রথযাত্রা সমাগত; ভক্তমধুকরকুল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ গৌরলীলামৃত পান করিতেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচলধামে আসিবার পূর্ব্বেই স্থির করিয়া আসিয়াছেন যে,—"এবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথের চাকার নীচে পড়িয়া এই ছার প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু অধম আমাকে দেখিলেই কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন প্রদান করিবেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে এই পাপিষ্ঠের গলিত কণ্ডুরসার পূঁজ, রক্তাদি সংস্পৃষ্ট হইবে। একেই তো এতকাল নীচজাতি ম্লেচ্ছের সহবাসে যাপন করিয়াছি, ম্লেচ্ছরাজের অধীনে বিষয়কার্য্য করিতে করিতে বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছি। তাহাকে আবার আরও অপরাধের চিন্তা এই যে, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সেবকগণ সেবাকার্য্যে ব্যস্তভাবে সর্ব্বক্ষণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন; যদি কোনক্রমে তাঁহাদের সহিত পাপিষ্ঠ আমার কণ্ডুরসাক্রান্ত দেহের স্পর্শ ঘটে তবে আর পাপ ও অপরাধের সীমা থাকিবে না। শ্রীভগবানের সেবার বিঘ্ন ঘটিবার পূর্ব্বেই আমার দেহত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।" অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৎসল; তিনি প্রিয়ভক্ত সনাতনের এই মনোভাব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে আসিয়া দূর হইতে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন তখন তিনি সনাতনের কাতর মিনতি অগ্রাহ্য করিয়াই শ্রীসনাতনকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুমধুরস্বরে কহিলেন—সনাতন, তোমার দেহ তো তোমার নিজের নহে, তাহা তুমি শ্রীহরিকে সমর্পণ করিয়াছ। তবে তুমি অপরের দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছ কেন? ইহা কি তোমার উচিত? অতএব প্রাণ পরিত্যাগের সঙ্কল্প বর্জ্জন কর। আর ও কথা মনে আনিও না; ইহাতে আমার অন্তরে কষ্ট হইতেছে।"

শ্রীসনাতনের বিচার অবশ্য অন্য রকম ছিল, হরিসেবা-বিষয়ে তাঁহার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এইজন্যই রথযাত্রাকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রের নিম্নে দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রাকৃত জগতের কামাবস্থার অভাবে কাতর ব্যক্তিগণের সঙ্কল্পের সহিত তাঁহার [illegible] করি, তবে অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইব। হরিসেবাব্যাকুল ভগবদ্ভক্তের হৃদয়-ভাব অভক্ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

অসীম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় প্রিয়ভক্তের দ্বারা এই লীলা করাইয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, আত্মার স্বাস্থ্য বা ভগবদ্ভজনের বৃত্তি প্রস্ফুটিত থাকিলে দৈহিক স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রাণপরিত্যাগের সঙ্কল্প করার আবশ্যক নাই। আত্মার স্বাস্থ্যের দ্বারাই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা করা যায়, দৈহিক স্বাস্থ্যে নহে। আর দেহ আমাদের নহে। ভক্তের মানস, দেহ, গেহ, যাহা কিছু সবই শ্রীনন্দকিশোরে সমর্পিত। সুতরাং তিনি রক্ষা করেন বা বিনষ্ট করেন, যাহা খুসী করিতে পারেন। পালা গোধনের প্রতি গোপেন্দ্রসুতের পূর্ণ অধিকার। অপ্রাকৃত ভক্তের দেহে পীড়ার প্রকাশ দেখা যাইতে পারে কিন্তু তাঁহার মানসবীণার তন্ত্রীগুলি ত তজ্জন্য অসুস্থ হইয়া পড়ে না। তাঁহার বীণার তারে তারে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুমধুর নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার উপদেশ দিতেছেন—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাবতিথি পূজা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদেরই মনোভিলাষপূর্ত্তির প্রয়াস। আজ বন মহোৎসবের ইষ্টগোষ্ঠীতে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারসাফল্যের কীর্ত্তনমুখে আমরা শ্রীজীব গোস্বামিপাদের পূজার ব্যবস্থা করিলাম। বিশেষ সমিতি বৈষ্ণবসভার আদর ও প্রাচুর্য্য হইতেছে, ইহার আলোচনা দ্বারাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদের পূজার আরতি হইতেছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ভৃত্যের মহাপ্রভুর বাণী-কীর্ত্তন-সাফল্যের জন্য অভিনন্দন অনুষ্ঠান ও ঐ সভার মূলপ্রবর্ত্তক শ্রীজীবগোস্বামিপাদের তিরোভাবতিথির সম্মান একই কথা।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৪ দিনের

২১ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর মঙ্গল স্বাপ্ন প্রভুর গৌরষষ্ঠী প্রভু দি ২১।৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমর প্রভু দা ১১।৪৮ ব্যতীপাতযোগ দা ৭।৩০ তৈতিলকরণ।

জানুয়ারী ১৯৩৬

২২ নারায়ণ ১৬ পৌষ ১ জানুয়ারী বুধ কৃষ্ণ আনন্দ গৌরসপ্তমী দামোদর দি ১১।৫৪ উত্তরভাদ্রপদ অগ্রাহ্য দা ১০।৭ বরীয়ান্ যোগ দি ৪।২১ বণিজকরণ দি ১১।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ রা ১০।৪৪ গতে ববকরণ। নিউইয়ার্স ডে।

২৩ নারায়ণ ১৭ পৌষ ২ জানুয়ারী বৃহস্পতি আজ কালপোষণায়ী গৌরাষ্টমী হৃষীকেশ দি ১।২৪ রেবতী পাদ ও রা ৮।৩০ পরিঘযোগ দি ১।১২ ববকরণ। বিশ্বকর্ম্মা পূজা।

২৪ নারায়ণ ১৮ পৌষ ৩ জানুয়ারী শুক্র নিদ্রাপত্রীপালী গৌরনবমী গোবিন্দ দি ৭।১৯ পরে দশমী মধুসূদন রা ৫।১৪ অশ্বিনী ধণ্ডা রা ৭।০ শিবযোগ দি ১০।১০ কৌলবকরণ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাব।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ।০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এসি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব।

স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

কৃষ্ণভক্তিরস   সিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. C. NO. 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই পৌষ, ১৩৪২, ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৬ বুধবার [২৫২তম সংখ্যা]

বিবিধ সংবাদ

ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ

বড়দিন উপলক্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। মনে হয় নব বৎসর পর্য্যন্ত সব চুপচাপ থাকিবে। রোমের বৃটীশ রাজদূত স্যার এরিক ড্রামণ্ড তিন সপ্তাহের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। ইটালীর মনোভাব দেখিয়া মনে হয় যে, ইটালী সময় কাটাইতেছে এবং মিঃ এন্টনি ইডেন নূতন পদ পাইয়া কি করেন তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিতেছে।

আফ্‌গাক গিরিপথে ইটালীর সৈন্যদলের সহিত হাবসীদের যে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়; তাহার ফলে ছয়জন ইটালীয়ান ও তিনজন এরিত্রিয়ান নিহত হইয়াছে বলিয়া জেনারেল বাদোগলিও রিপোর্ট দিয়াছেন। হাবসীদের বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

ইটালীয় বিমানবাহিনী দাগাবুরের নিকটে উড়িয়া যায়। ঐ স্থানে একটি ইটালীয় বিমান প্রথম হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল উক্ত বিমানটিকে ধ্বংস করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ইটালীয় বিমানবাহিনী ঐ স্থানে যায়; কিন্তু হাবসীগণ পতিত বিমানটীকে একটি গর্ত্তে ফেলিয়া গাছের ডাল পালা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। ইটালীয় বিমানবাহিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও বিমানটির সন্ধান পায় নাই।

কমিউনিষ্ট ও ব্যাঘ্র

—য়েই সিয়েন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিগণ ব্যাঘ্রের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। কমিউনিষ্টরা জঙ্গলে আত্মগোপন করিবার জন্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করায় তথাকার অরণ্যে যে সকল ব্যাঘ্র বাস করিত তাহারা বাসস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রে ঐ সকল হিংস্র জন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার পর গ্রামবাসী ভয়ে বাড়ীর বাহির হইতে চাহে না।

মোটর দুর্ঘটনা

পুরুলিয়া কুষ্ঠাশ্রমের নেতা মিঃ সার্পের পত্নী একটি মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন। তিনি একখানা মোটর চালাইতেছিলেন, ঐ সময় গাড়ীখানা একটী গাছের সহিত ধাক্কা খায়। মিসেস সার্পকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে হইয়াছে। জানা গেল, মিসেস সার্প কলিকাতা জেনারেল হাসপাতালে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

"হিন্দু সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবনা"

আসাম অনুন্নত সম্প্রদায় সম্মেলনের সভাপতি মিঃ আর এম মণ্ডল বার এটল, বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—ডাঃ আম্বেদকরের ধর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প কোনও ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প বলিলে ভুল করা হইবে। সমগ্র সম্প্রদায় ডাঃ আম্বেদকরকে অনুসরণ করে, কি কয়েকজন তাঁহাকে অনুসরণ করে তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবে, যে ধর্ম্ম তাঁহার সম্প্রদায়কে পশুর ন্যায় দেখে —সে ধর্ম্মকে তিনি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, আমার বিশ্বাস, আপনারা একটী বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। যে—এই নেতার প্রাণে সামাজিক অত্যাচার এমনভাবে আঘাত করিয়াছে, যাহাতে তিনি স্বধর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

"আমরা সকলে ডাঃ আম্বেদকরকে অনুসরণ করিব কিনা এই সকল বিষয়ে আমি আলোচনা করিতে চাহি না। ইহা নিশ্চয় যে, হিন্দু সমাজে আমরা ঘৃণিত হইয়া থাকিবনা।"

[আমাদের বিশ্বাস, ঐ প্রকার নৈরাশ্যের স্রোতে গা না ভাসাইয়া স্বধর্ম্মাচরণেও সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইবে। কালের গতি ফিরিয়াছে, সুতরাং যোগ্য ব্যক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার আর নাই। নঃ সঃ]

সমুদ্র হইতে উদ্ধার

বাখরগঞ্জ জেলার প্রায় ৩০০ মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে একখানি নৌকা হইতে তিনজন মুসলমানকে তুলিয়া লইয়া 'চিলকা' জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছে।

প্রকাশ, দীন আলি, তাহার ভ্রাতা আজিমুদ্দীন এবং আইজুদ্দীনের পুত্র হামিদ একখানি নৌকায় বাজারে যায়। ৩।৪ দিন পর উহারা যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন সন্ধ্যাকালে নৌকার উপর সকলেই ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন দেখিতে পায় যে, স্রোতোবেগে তাহাদের নৌকা অকূল সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখে নাই।

সমুদ্রবক্ষে প্রায় তিন সপ্তাহ পরিচালিত হইয়া উহারা জীবনের আশা ত্যাগ করে। করমণ্ডল উপকূল হইতে অগ্রসর হইবার সময় 'চিলকা' জাহাজের অফিসার গত ২৩শে ডিসেম্বর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটা কিছু ভাসিতে দেখিতে পান। তিনি জাহাজখানি উক্ত ভাসমান নৌকার দিকে চালান এবং উক্ত তিন ব্যক্তিকে নৌকার উপর অবসন্ন অবস্থায় দেখিতে পান। তিনি ঐ তিন ব্যক্তিকে জাহাজে তুলিয়া লন।

ভারত-নারী সম্মেলন

ত্রিবাঙ্কুরে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, রাণী গৌরী পার্ব্বতী বাঈয়ের চেষ্টায় ত্রিবাঙ্কুরে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার ঘটিয়াছে। ভারতের অন্যান্য অংশে নারীদের যে সমস্ত অসুবিধা আছে উহাদের মধ্যে অনেকগুলি মালাবারে নাই। এখানে পর্দ্দা-প্রথা নাই। বাল্যবিবাহ অতি বিরল; সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে তাহাদের কোন অসুবিধা নাই। তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি জড়বাদমূলক, উহা দ্বারা তাহারা কেবল চাকুরী করিবার উপযুক্ত হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য নারী সম্মেলনের সহায়তা আবশ্যক।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী সেতু পার্ব্বতী বাঈ তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, কোন দেশীয় রাজ্যে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশন এই প্রথম।

উপসংহারে মহারাণী বলেন যে, ভারতে নারী আন্দোলন, অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইংলণ্ডের নারীগণ পুরুষদের সমান অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বেই ভারতের নারীগণ উহা লাভ করিয়াছে।

সলিল সমাধি

নোয়াখালীতে যুগলচাঁদ নামে একজন কনেষ্টবল পুষ্করিণীতে সাঁতার কাটিবার সময় ডুবিয়া মরিয়াছে। সে অবসন্ন হইয়া লোকের সাহায্যের জন্য চীৎকার করে। সাহায্য করিতে আসার পূর্ব্বেই ডুবিয়া যায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯. ১৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২. ১লা জানুয়ারী ইং ১৯৩৬. বুধবার { ২৫২৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে হলাণ্ডের পরিদর্শক

কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতে আগমন-সময়ে কাইজার-ই-হিন্দ নামক জাহাজে হলাণ্ডের অধিবাসী উইলিয়াম্ হেন্‌রী জন ডাগুর ইক্ নামক জনৈক পণ্ডিত-লেখক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত ভদ্রলোক স্বামীজীর নিকট শ্রীল প্রভুপাদের বিষয় অবগত হইয়া গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রভুপাদের দর্শনমানসে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বেলা ১টার সময় শ্রীমঠে আসেন। তখন শ্রীপাদ বন মহারাজ ও লর্ড আর্ণেষ্ট জর্জ্জ সুল্‌জের সহিত আলাপ হয়। পুনরায় অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় আসিয়া "অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। তৎপরে সমস্ত মঠ দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া চলিয়া যান। তিনি কলিকাতা হইতে যাভা দ্বীপে যাইবেন।

অন্ধ্র প্রদেশে প্রচার

কভূরের কাশীনাথ মন্দিরে আহূত বহু শিক্ষিত ও পদস্থব্যক্তি-সমাবৃত মহতী সভায় গত ১০ই ডিসেম্বর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী সম্বন্ধে তেলেগু ভাষায় একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার মর্ম্ম :—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যাবতীয় বিশুদ্ধ আত্মার পরম উপাস্য বস্তু। কিন্তু তিনি প্রকট-লীলায় কাহারও নিকট হইতে কোন সেবা গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ, তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের ভাব গ্রহণ-পূর্ব্বক কি-ভাবে ভগবানের ভজন করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। ভক্তগণ কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না, সকল সেবাই ভগবানের চরণে অর্পণ করেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনের চরম উৎকর্ষ তিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় সেবকগণকে প্রদর্শন করিয়াছেন। বদ্ধজীব সংসার-দশা হইতে মুক্ত হইয়া কি-প্রকারে কৃষ্ণসেবায় জীবন ধন্য করিতে পারেন, তাহা তিনি শ্রীরূপ শিক্ষায় বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আশ্রয়জাতীয় সেবক-শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবা সুখ কি-প্রকার, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কি-প্রকার, কৃষ্ণসঙ্গে বৃষভানুসুতা কি সুখ আস্বাদন করেন —এই তিনটী বিষয় অবগত হইবার জন্য বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীদেবীর ভাবযুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবতারের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগত্রয়ে যাহা দেন নাই, সেই স্বভক্তি-শ্রী কলিযুগে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সকলকে দান করিয়াছেন। কলিযুগ এই সম্পত্তি পাইয়াছে বলিয়া সর্ব্বযুগসার ও প্রধান। যদিও কলিযুগে পাপের মাত্রা সর্ব্বাধিক বলিয়া অধর্ম্মাচিত্ত-বৃত্তিসম্পন্ন পাপিগণের অভাব নাই, তথাপি কলির ভাগ্যে এমন সব মহাপুরুষ আছেন, অন্য যুগত্রয়ে যাঁহাদের সঙ্গ দুর্ল্লভ হইত। আবার সর্ব্বাধিক দুর্গতচিত্ত ব্যক্তি যেভাবে মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রেষ্ঠ সাধু হইয়াছেন তাহাও অন্য কোন যুগে দৃষ্ট হয় না। মহাপ্রভু সংসার-সুখ বা কোনও ঐহিক সুখের কথা বলেন নাই। তিনি গোলোকের নিত্য বাস্তব সেবানন্দেরই সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। এই কীর্ত্তনে দেশ, কাল বা পাত্রের অপেক্ষা নাই; ইহা যোগাদি প্রক্রিয়ার ন্যায় কষ্টসাধ্য ও অনিত্য ফলপ্রদ নহে। যে কোনও বর্ণের যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও অবস্থায় অতি সহজেই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিতে পারেন। শ্রীনামকীর্ত্তনে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই। অথচ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। নামসঙ্কীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা লব্ধ হয়, বিদ্যা বধূজীবনকে পাওয়া যায়, ইহা সর্ব্বদাই পরানন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, মহামন্ত্রের প্রত্যেকটী পদে পরিপূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইয়াছে। তাহা শুদ্ধ আত্মাকে স্নাত করাইয়া থাকে। সুতরাং নাম-ভজনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ভজন আর কিছুই হইতে পারে না।

ভক্তিকমল মহোদয় প্রসঙ্গক্রমে ভগবানের সহিত দাস-প্রভু-সম্বন্ধ অপেক্ষা বিশ্রম্ভ সম্বন্ধের উৎকর্ষ, আবার বিশ্রম্ভের মধ্যে মধুররসের সর্ব্বোৎকর্ষের বিষয়ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দভরে আগ্রহের সহিত ঐসকল বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন।

প্রয়াগে কুম্ভশিক্ষা প্রদর্শনী

এলাহাবাদ ২৬।১২।৩৫

প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে কুম্ভ-মেলা উপলক্ষে বিরাট্ প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। ৪৪০´ × ২০০´ জমি গভর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় প্রদর্শনী-কার্য্যার্থে দিয়াছেন। উক্ত স্থানটী চতুষ্পার্শ্ব করোগেট টিন দিয়া ঘেরা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার সম্মুখেই শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতাবির্ভাবের কারণ, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরলীলা, প্রভৃতি বিষয় সমূহ মৃন্ময় মূর্ত্তি ও বিদ্যুতের সাহায্যে দেখান হইবে এবং শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহ বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপের প্রতি শিক্ষা ... প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা এতদিন কেবল গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল শ্রীল প্রভুপাদ তাহা প্রদর্শনী মধ্যে চিত্র দ্বারা লোকলোচনের সম্মুখে ধরিয়া গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার পরিচয় শিক্ষাদান করিতেছেন। সম্ভবতঃ আগামী ৭ই জানুয়ারী প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুশল প্রভুর তত্ত্বাবধানে কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অদ্য প্রাতে আসিয়া প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। জামসেদপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, রাধাকুণ্ড ও সেখানে হইতে শ্রীযুত অমৃতানন্দ সেবাবিলাস ও শ্রীযুক্ত দেবতারুণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয়, গয়া হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রভাসাধন ভক্তিবৈভব, ভক্তিশাস্ত্রী, কলিকাতা হইতে শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। আশা করি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় প্রদর্শনী সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

কৃষ্ণ আমার পালে, রাখে যান সর্ব্বকাল। আত্ম-নিবেদন-সেবা মৃত্যু জীবন॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ নারায়ণ, ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৯

শ্রীজীবগোস্বামী ও বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা

গত ১৮ই নারায়ণ ১২ই পৌষ শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর অপ্রকটতিথি সকলেরই গোচরীভূত হইয়াছিল। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের অনুষ্ঠিত মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীজীবপাদ-প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর স্মৃতি হৃৎপটে জাগরিত হইলে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার কথা আপনিই হৃদয় অধিকার করে। বিশ্ববাসী জীবগণের প্রতি রূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামীর কি-প্রকার অহৈতুকী করুণা তাহা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরণ-চারণ শ্রীল রূপ-সনাতন ঐ সভার প্রবর্ত্তক। তাঁহারা শ্রীরাজসভার শ্রীবৃদ্ধি-সেবার ভার শ্রীজীবপাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন; শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রমুখ অনুগত জনগণের সাহায্যে সেই সভার কার্য্য কি-প্রকার বিপুলভাবে করিয়াছেন তাহা ভক্তিরত্নাকরের পাঠকগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। যুক্তপ্রদেশে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবাপ্রতিষ্ঠা ও ভক্তিসদাচার প্রচারদ্বারা ঐ সভার কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদের আদেশে গোস্বামিবর্গের রচিত গ্রন্থসমূহ সহ প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশে ঐ সভার প্রচার করিয়াছেন। তৎপরে উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে প্রায় ২৫০ শত বৎসরকাল ঐ সভার কার্য্য প্রায় লুপ্তাবস্থায় ছিল। পরে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারে বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়। ঠাকুর এই সভার কার্য্যভার অর্পণ করেন অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপর। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকার্য্য কি-প্রকার সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইতেছে তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য লক্ষ্য করিয়া সুধীমাত্রেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সমগ্র বিশ্ব বৈষ্ণবধর্ম্মের বা আত্মধর্ম্মের বিজয়পতাকার সুশীতল আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া জীবন ধন্য করিবেন, ইহাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইঙ্গিত।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই গৌরবাণী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উপর আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ সভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে বক্তৃতা, ভাষণ, সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী স্থাপন, দৈনিক, পাক্ষিক, দ্বিপাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক পত্র প্রচলন, বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তির মঠ স্থাপন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা গৌরপাদপীঠস্থাপন, ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি নানা সেবাকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা যাহা বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে চালিত হইতেছেন তাহাও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার জয়ই ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার মুখ্য কার্য্য শ্রীরূপশিক্ষা-প্রচার। যাহা বর্ত্তমানে শ্রীরূপশিক্ষানুগ প্রয়াগে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীরূপের অনুজ শ্রীবল্লভের তনয়রূপে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রকট লীলা প্রকাশ করেন। ইংরেজীতে একটী কথা আছে,— "Morning shows the day" শ্রীজীব গোস্বামী যে নিষ্কপট ভগবৎপার্ষদ হইয়া মাদৃশ পতিত জীবের উদ্ধারমানসে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা তাঁহার বাল্য-কালেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি বিশেষ অনুরাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু যখন অনুজ অনুপম (বল্লভ) সহ গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণোদ্দেশে ব্রজে যাত্রা করেন তখন হইতেই শ্রীজীবের হৃদয় তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। তিনি গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া উদাসভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে থাকেন। অবশেষে গৃহত্যাগ করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। এই স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার চরণে প্রপন্ন হন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্নেহভরে শ্রীজীবকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সমগ্র নবদ্বীপধাম দর্শন ও পরিক্রমা করান। কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইবার জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু নবদ্বীপ হইতে ব্রজভূমির উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রিত হন।

শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটের পর তিনি ষোড়শক্রোশ মাথুর-মণ্ডলের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বাস্তবসত্য কীর্ত্তনদ্বারা হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ভক্ত সহ ব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন। এবং মথুরায় বিঠ্ঠলদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকট কালেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। শ্রীজীব প্রভু গৌড়দেশাগত শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণের ভজনবিজ্ঞতা লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর' ও প্রভৃতি উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদের দ্বারা যেভাবে ভক্তিগ্রন্থ প্রেরণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে ও উৎকলে নামপ্রেম প্রচার করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র সেন ও তদনুজ গোবিন্দ শ্রীল জীবপাদের নিকট 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গৌড়-দেশ হইতে ভক্তগণ আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদসেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহার প্রকটকালেই শ্রীল জাহ্নবীদেবী কতিপয় ভক্তসহ বৃন্দাবনদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলিয়াছেন,—"রূপীনঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ বল্লভাত্মজ" ঐ গ্রন্থের ১৯৫ শ্লোকে দেখা যায় ইনি ব্রজলীলায় বিলাস-মঞ্জরী। বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-বিগ্রহ শ্রীল জীবপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাঠকগণ ষট্-সন্দর্ভে বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। পরমত খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভু প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত তিনি যে চমৎকার-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া সুধীমাত্রেই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না; তদ্রচিত গ্রন্থতালিকা সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্যরীত॥
'সূত্রমালিকা' 'ধাতুসংগ্রহ' প্রকার।
'কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা' গ্রন্থ অতি চমৎকার॥
'গোপালবিরুদাবলী' 'রসামৃতশেষ'।
'শ্রীমাধব মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ॥
'শ্রীসঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ' গ্রন্থের প্রচার।
'ভাবার্থসূচক' চম্পূ অতি চমৎকার॥
'গোপালতাপনী টীকা' টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
'রসামৃতটীকা' ঔজ্জ্বলটীকা আর॥
যোগসারস্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য তথি॥
পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন॥
গোপালচম্পূ পূর্ব্ব উত্তর বিভাগেতে।
সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত রীতি॥

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ভাগবত-ব্যাখ্যা

(৩)

হরিসেবায় নিমগ্ন হ'লে ইতর বিষয়ে বিরক্তি এসে যায়।

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

আমরা কোন খাদ্যগ্রহণ ক'রলে পরিমাণ অনুসারে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। ভগবানের সেবায় আসক্তির সঙ্গে ইতর বিষয়ে বিরক্তি আস্‌বেই। সম্ভোগে চিত্তবৃত্তি থাকলে কখনও ভক্তি আসে না। সেবাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পরবস্তুর উপলব্ধি ও ইতর বিষয়ে বিরক্তি আস্‌বেই।

'যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥"

রাজর্ষি ভরত কৃষ্ণকে পাবার লালসায় যুবাকালেই হৃদয়হারিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ, রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। মানশূন্যতা—নিরভিমান হবেন। মহাভাগবত ভগীরথ ভগবানে রতিযুক্ত হ'য়ে শত্রুপুরীতেও মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে চণ্ডালদিগকেও বন্দনা ক'রতেন।

'হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥'

আশাবন্ধ—ভগবানের সেবা নিশ্চয়ই পা'ব, এবিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস। শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশামৃতে—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

নামগানে সদা রুচিঃ—আমাদিগকে ধ'রে বেঁধে, কত আয়োজন ক'রে, কত রঙ্গ ভঙ্গ ক'রে শোনাতে হচ্ছে। সাধারণতঃ শিষ্য ধনাদি দ্বারা গুরুর আর্থিক অসুবিধা দূর ক'রে দেন। আমাদের এত সৌভাগ্য যে, গুরুদেব মাধুকরী ভিক্ষায় অর্থসংগ্রহ ক'রে কত ব্যয়ে, কত উপায়ে, কত সুবিধা দিয়ে হরিকথা-শ্রবণে কর্ণবেধ সংস্কার করাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছেন। নামগানে স্বাভাবিক রুচি না এলে প্রীতির অঙ্কুর জন্মাবে না। তাঁহার গুণকীর্ত্তনে অত্যাসক্তি—দৃঢ় অভিনিবেশ অন্তরের অন্তস্থল হ'তে অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত গুণ-বর্ণনে উৎকণ্ঠা থা'কবে। হরিকথা-শ্রবণে নিদ্রার আবির্ভাবটা রুচির লক্ষণ নয়। ভগবানের বসতিস্থল শ্রীধাম মথুরা মায়াপুরাদিতে বাস ক'রতে স্বাভাবিক অনুরাগ। আমরা

শ্রীমায়াপুরে বাসের জন্য নানাভাবে প্ররোচিত হ'য়েও প্রীতির অভাবে বিষয়-সম্পত্তির অভাবের অছিলায় নানা চিন্তায় ব্যস্ত হচ্ছি। শ্রীধামে বসতির সহিত গ্রামে বাস এক নহে, বিশেষত্ব আছে।

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো
রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥"

বনে বাস করা প্রাকৃত সত্ত্বগুণের চেষ্টা বটে, কিন্তু তাহা মিশ্র সাত্ত্বিক, তাতে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল কোথায়? রজোগুণে প্রলুব্ধ হ'য়ে গ্রামে বাস ক'রে সংসারবৃদ্ধির প্রয়াস হয়েছে। দ্যূতক্রীড়া স্থলে বাস তমোগুণের কার্য্য। ভগবানের সেবা ত্যাগ ক'রে ইতরবিষয়ে আসক্তি হওয়ায়, ভগবৎ-ক্রীড়াস্থান ত্যাগ ক'রে মানুষের তামসিক চিত্তবৃত্তিতে ইতরকার্য্যে আসক্তি, কলির স্থানে বাস। কিন্তু আমার (হরির) ধাম নির্গুণ, প্রাকৃত বস্তু। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের নিয়ম্য নয়। তদূর্দ্ধ অপরোক্ষের উত্তরাদ্ধ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত। তা'তে যখন বাসের আগ্রহ আসবে তখন শ্রীঠাকুরের চিহ্ন জাগবে। ভাবুক ও রসিক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রবেন। কিন্তু ভাবুককে আগে এই কষ্টিপাথরে ঘসে দেখে নিতে হ'বে। যাঁ'রা মৎসর, কনিষ্ঠাধিকারী, উত্তমাধিকারীর অভিমানী, বৈষ্ণবক্রুব তাঁরা উত্তমাধিকারীর হিংসা করেন। তা'তে তাঁ'রা বৈষ্ণবাপরাধে নিমগ্ন হ'চ্ছেন। তাঁরা সারাদিনরাত্রে বহু বহু নামগ্রহণের ছলনাসত্ত্বেও ক্ষান্তি প্রভৃতি কোন লক্ষণে ভূষিত হ'তে পারছেন না। নামাপরাধ হওয়ায় সাধুনিন্দা—অসাধুকে সাধুজ্ঞান ও সাধুকে অসাধু মনে ক'রছেন। শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা ক'রছেন। 'অহংমম' বুদ্ধি র'য়েছে। উপনিষদাদি ত্যাগ ক'রে লীলাস্মরণের ছলনা দেখাচ্ছেন। নামের মধ্যেও নাম-রূপ গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য র'য়েছে রূপানুগবরের পদাশ্রয় না করায় ভেদবুদ্ধি আক্রমণ ক'রছে, দশবিধ নামাপরাধ হ'চ্ছে। মাধুর্য্যের অনুভূতি হচ্ছে না। সুতরাং চিত্তের বিকার নাই। ক্ষান্তি প্রভৃতি নয়টী লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ঐরূপ লোকের বাইরে অশ্রু প্রভৃতি থাকলেও হৃদয় লৌহবৎ অতি কঠিন বুঝ্‌তে হবে। দুঃসঙ্গ-ত্যাগে সাধুসঙ্গে ভজনক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তি হ'লে তাদের ভাব আসতে পারে।

"সরস্বতী জয়"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

পাশ্চাত্যভূখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়পতাকা-প্রদর্শনকারী
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

—:০:—

স্বামিজি!

আপনি গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ বাণীর আলোকে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তবাদের জড়চিন্তা-অমানিশার অন্ধকার দূরীভূত করিয়া 'সাত-সমুদ্র তের-নদী' অতিক্রমান্তে জাগতিক ধারণায় উন্নতির শীর্ষস্থান, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ভোগ-বাদের ভাণ্ডারক্ষেত্র য়ুরোপে গমন করিয়া শ্রৌতধারায় সিদ্ধান্ত সূর্য্যালোক ও অধোক্ষজ সেবা-কৈরবচন্দ্রিকা যুগপৎ প্রদর্শন দ্বারা পাশ্চাত্য-মনীষিগণের বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক পারমার্থিক ভারতের—যোগমায়া-দেবীর সেবা-সদন শ্রীধাম-মায়াপুরের—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অসমোর্দ্ধ শিক্ষাগার শ্রীচৈতন্যমঠের অসমোর্দ্ধত্ব ও স্বরাট্ স্বাধীনত্ব প্রদর্শন করিয়া বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া স্বস্থানে—শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; আপনার এই শুভাগমনকে আমরা অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি।

আপনার পাশ্চাত্যদেশে শুভবিজয়ের সময় আমরা আপনার নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য 'দম্ভ'বনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন ক'রয়াছিলাম। আমরা অযোগ্য হইলেও শ্রীনৃসিংহদেব অহৈতুকী করুণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। তাই আজ আনন্দের দিনে আনন্দ-ধারায় তাঁহার পাদপদ্ম বিধৌত করিতেছি।

আজ ঘরের ছেলে প্রচার-সাফল্যে বিজয়মালা-পরিহিত হইয়া আচার্য্যপূজার জন্য দুইজন শ্বেতাঙ্গসহ ঘরে ফিরিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমঠের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। অনেক দিন পর আপনার উদাম-ভরা প্রফুল্লানন দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে কি-প্রকার আনন্দ হইতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।

আপনি ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, অষ্ট্রিয়া, জেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পারমার্থিক ভারতের শিরোরত্ন আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদপদ্মের প্রচার-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার তথা সমগ্র ভারতের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সেদিন বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ মনীষিগণ কলিকাতা মহানগরীতে আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া যোগ্যব্যক্তির প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী—পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার নাম প্রচারিত হইবে; শ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবার জন্য বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে। আচার্য্যের কৃত-সন্তান আপনার প্রচারে বিশ্ববাসিগণ ঐ বাণীদ্বয়ের বালার্কপ্রভা সন্দর্শন করিতেছে।

পাশ্চাত্যে গৌরবাণী-প্রচার-সুবিধার জন্য লণ্ডনে ভারত সচিবের সভাপতিত্বে যে "লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী" গঠিত হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্যোক্তা আপনি। সহজ কথায়, আপনারই উদ্যমে তাহা গঠিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই সোসাইটীর কার্য্য সর্ব্বদাই গৌড়ীয়মিশনের নিয়মানুবর্ত্তিতায়ই চলিবে। অপর কথায় এই সোসাইটী সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়েই গৌড়ীয় মিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য ক'রবেন আপনার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির প্রভাবে তাহা হওয়া কখনই অসম্ভব হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

আমরা শ্রৌতপথে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়াই জানি। যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক, সেই প্রকার তদীয় প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মও সপার্ষদ। আমরা কেবলাদ্বৈতবাদীর কু-বিচার ও জড়দার্শনিকের অক্ষজ-চিন্তাস্রোত দূরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল রূপপাদের উপদেশামৃতের অনুসরণে সর্ব্বদাই সপার্ষদ আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করিব। লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী অপ্রাকৃত-জ্ঞানের ভূমিকা পাশ্চাত্যদেশে স্থাপিত হইলেও আপনার প্রভাব যখন তাহাতে র'হিয়াছে, তখন তাহা সকল সপার্ষদ আচার্য্যবর্য্যের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরূপ-শিক্ষা-প্রচারে ব্রতী হইবেন এবং তাহাতে পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গগণ তুরীয় বাসুদেবাশ্রয়ে অপ্রাকৃত বাণী কুঞ্জের অধিবাসী হইয়া শুদ্ধগৌড়ীয়রূপে মহানন্দে পরমানন্দ-মাধবের সেবার সুযোগ পাইবেন। ফলে গৌর-কিশোর সম্বন্ধে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হৃদয়ে লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে সচ্চিদানন্দ বিনোদ-প্রাণের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষ পূরণার্থ আপনি বর্ত্তমানে লণ্ডনের বক্ষঃস্থলে বিষ্ণু-মন্দির ও শ্রবণ-সদন-নির্ম্মাণার্থ যত্নপর। প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদে আপনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গৌড়ীয়-মিশনের প্রচার-প্রভাব-প্রদর্শনে সাফল্য লাভ করিবেন আপনার এই সেবা অচিরেই জয়যুক্ত হউক। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের কিরণরূপে শুধু লণ্ডনে নহে, বিশ্বের সর্ব্বত্র ঐ প্রকার অধোক্ষজ-বিষ্ণুর মন্দির বিরাজিত হউক। শ্রীল প্রভুপাদ এক যুগেরও অধিককাল যাবৎ যে অধোক্ষজ-তত্ত্বের কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছেন, যে কীর্ত্তনের ফলে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে অধোক্ষজ-বিগ্রহ স্বেচ্ছায় প্রকটিত হইয়াছেন, সেই অধোক্ষজের সেবা বিশ্বের সর্ব্বত্র অচিরে বিস্তৃত হউক।

আপনি ৩ বৎসর পর শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া সেবার বহু উন্নতি দেখিতেছেন; শ্রীযোগপীঠের অভ্রভেদী মন্দির, অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ, সৌধ-কুঞ্জের সংস্কার, নিত্যানন্দকুণ্ড, নিত্যানন্দপদ্মশালা, শ্রীবাস-অঙ্গনের মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডতীরে পরম-গুরুদেবের মন্দির, শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দির অবশ্যই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া আপনি নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আনন্দিত হইতেছেন। আপনার ন্যায় কৃতি-সন্তানের নিকটও শ্রীধাম যে বহু সেবা আশা করেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণে আপনার প্রচারময় সুদীর্ঘ নিরাপদ প্রকটকাল প্রার্থনা করিতেছি।

আপনার গুণমুগ্ধ—
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১৮ই নারায়ণ ৪৪৯ গৌরাব্দ

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ৩ দিনের

জানুয়ারী ১৯৩৬

২ নারায়ণ ১৬ পৌষ ১ জানুয়ারী বুধ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরসপ্তমী দামোদর দি ১১।৫৪ উত্তরভাদ্রপদ অগ্রাহ্য রা ১০।৭ বরীয়ান্‌যোগ দি ৬।২১ বণিজকরণ দি ১১।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ রা ২০।৪৪ গতে ববকরণ। নিউইয়ার্স ডে।

২৩ নারায়ণ ১৭ পৌষ ২ জানুয়ারী বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরাষ্টমী হৃষীকেশ দি ৯।৫৪ রেবতী পাদত্রয় রা ৮।২০ পরিঘযোগ দি ১।২২ ববকরণ। বিশ্বকর্ম্মা পূজা।

২৪ নারায়ণ ১৮ পৌষ ৩ জানুয়ারী শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরনবমী গোবিন্দ দি ৭।১৯ পরে দশমী মধুসূদন রা ৫।১৯ অশ্বিনী যাত্রা রা ৭।০ শিবযোগ দি ১০।১০ কৌলব-করণ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাব।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সরস্বতীপীঠ বা সাত্বতভক্তস্থলী। এই মঠাঙ্গনে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, গ্রন্থস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) **কুঞ্জকুটীর**—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) **ভাগবত আসন**—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশেখর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

১০নং নাবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) **গোপালজীমঠ**—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী.

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহয়েরাম ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, (চাওড়া)

এখানে সভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী.

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলারনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়ানাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৩১) **শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ**, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রোত্রী

(৩২) পরমহংস মঠ.

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বঙ্গালীঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) **ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ**—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোড়োল. (জেলা গুরদাস পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূধারশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগদানন্দ ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

পোদ্দার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

কদমকুঁয়া বাঁকিপুর।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল্‌ সাইড, চার্চ রোড, গয়া

রক্ষক—উপদেশক শ্রীমদ্কেশব রায়দেব

(৪৭) **বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ** বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৪৯) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 20 II

(৫০) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

অমরভিলা, দার্জ্জিলিং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সপগ্রাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৬০৲
- প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দশম স্কন্ধ ১০৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৷৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷ ৪র্থ খণ্ড—৷৹
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৹
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
- ৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥৹
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
- ১৮। বাদশ-আলবর ।৹
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
- ২২। ভজন-রহস্য ॥৹
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
- ২৭। সূক্তিমঞ্জরিকা গুণলেশসুখদা সানুবাদ ১৲
- ২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ ।৹
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
- ৩০। দীপ-নির্বাণ ৵৹
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
- ৩৫। গীতমালা ⁄১৹
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
- ৩৭। শ্রীপ্রমাণ-খণ্ড ৵৹
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।৹
- ৪০। শরণাগতি ৵৹
- ৪১। গীতাবলী ⁄৹
- ৪২। ফিরে নবদ্বীপ ১॥৹
- ৪৩। সাধনকণ ⁄৹
- ৪৪। প্রেমবিবর্ত্তিকা ⁄৹
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄৹
- ৪৬। অর্ণশতক ⁄৹
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১৹
- ৪৯। অর্চনকণ ⁄১৹
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখন ৵৹
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
- ৬০। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ॥৹
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
- ৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
- ৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵৹
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
- ৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥৹
- ৬৯। নামভজন ।৹
- ৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥৹
- ৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵৹
- ৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
- ৭৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ ⁄৹
- ৭৫। দি ভাগবত ॥৹
- ৭৬। থিয়োরটিক প্রিন্সিপল্স্ অ্যাণ্ড অ্যাডভেন্সড্ ডিকোর্স ।৹
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
- ৮০। সাধন-পথ ।৹
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১৹
- ৮২। গীতাবলী ⁄৹
- ৮৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি ⁄৹

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব

স্ব-স্বরূপ, পররূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্রযাগ

তাহারই ফল রূপে

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২ স্থলে মাত্র ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG.C.NO1846

চৈতন্যভাগবত
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদক প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড, শ্রীমায়াপুর—১৭ই পৌষ, ১৩৪২, ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৬ বৃহস্পতিবার [২৫৩তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

— —::•:: — —

শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সভা

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভায় প্রস্তাব করা হয় যে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। ইহাও স্থির হয় যে, আগামী ৮ই জানুয়ারী হইতে শ্রমিক সপ্তাহ পালন করা হইবে। ২৯শে ডিসেম্বর কানপুরে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অধিবেশন হইয়াছে

মাড়োয়ারী সম্মেলন

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—"রাজপুতনার প্রাচীন অধিবাসীগণ অধুনা ভারতের নানাস্থানে বাস করিতেছেন আজকাল ইহারা মাড়োয়ারী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর রামদেও চোখানীর সভাপতিত্বে এই সমস্ত মাড়োয়ারীর এক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়েছে। ঐ সম্মেলনে সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং রাজনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের মাড়োয়ারীদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সমস্ত মাড়োয়ারীগণের এই সম্মেলনে যোগদান প্রার্থনীয়।

পরলোকে ভোলানাথ

শ্রীযুত ভোলানাথ ঘোষ তাঁহার বাগবাজারস্থ বাস ভবনে মারা গিয়াছেন। তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকার কাজ করিতেন।

তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। ভোলানাথ বাবু উত্তর কলিকাতার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত হেমন্ত কুমার বসু মহাশয়ের কর্ম্মীপতি। তিনি বিধবা পত্নী এবং অনেক পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

নদীতে জলোচ্ছাস

গোদাবরী নদীতে হঠাৎ জলোচ্ছাস হওয়ায় পবিত্র কুণ্ডসমূহ ডুবিয়া যায় এবং নদী তীরস্থ বাজারে শস্য ব্যবসায়ীদের প্রায় পাঁচশত টাকা ক্ষতি হইয়াছে। জল কয়েক ব্যক্তির জিনিষপত্র ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কয়েকজন স্নানার্থীর জীবন বিপন্ন হইয়াছিল।

জানা যায় যে নাসিক হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী আনন্দভ্যালি বাঁধের সংস্কারের সুবিধার জন্য বাঁধের স্লাইস গেট খুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে বাঁধ হইতে জল এরূপ বেগে নির্গত হয় যে এক কাঁচা বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া কুণ্ডসমূহ জলপ্লাবিত হয়।

দিল্লীতে শ্রমিক দিবস

শ্রমিকগণ কংগ্রেস জয়ন্তীতে যোগদান করিতে অসম্মত হওয়ায় 'জয়ন্তী' উৎসবের কার্য্যতালিকা হইতে শ্রমিক দিবস পালনের কার্য্যক্রম বাদ দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। সভায় শ্রমিকনেতাদের বলা হয় যে, শ্রমিকগণ কংগ্রেস জয়ন্তীতে যোগদান করিতে পারে না। কারণ কংগ্রেস শ্রমিকদের জন্য কিছুই করে নাই। সম্প্রতি দিল্লীতে শ্রমিকদের যে ধর্ম্মঘট হয়, দিল্লী কংগ্রেস কমিটী তাহাদিগকে ঐ ধর্ম্মঘটে কোন প্রকার সাহায্য করে নাই। সুতরাং কংগ্রেস তাহাদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া তাহারা স্বীকার করিতে পারে না।

প্রতিনিধি মণ্ডলী

বিলাতী বস্ত্রের আমদানী শুল্কের হার পরিবর্ত্তন তদন্ত সম্পর্কে ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্র শিল্পের প্রতিনিধি মণ্ডলীর কাজ শেষ হইয়াছে। প্রতিনিধি মণ্ডলী ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। প্রতিনিধি মণ্ডলীর নেতা হপকিন্সের সহিত ব্যক্তিগত কার্য্যে আরও কিছুকাল ভারতে অবস্থান করিবেন

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বোর্ডের রিপোর্ট রচনা শেষ হইবার সম্ভাবনা। বোম্বেতে বোর্ডের আফিস বন্ধ হইয়াছে।

মিলনোৎসব

স্বর্গীয় প্যারি গুহ মহাশয়ের বাসভবনে যশোহর চিত্তরঞ্জন ক্লাবের মিলনোৎসব বিশেষ ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যশোহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উৎসবে যোগদান করেন। সুনীল মিত্রের ও সতীশ ভৌমিকের গান, শম্ভু গোস্বামীর বাঁশী উপভোগ্য হইয়াছিল। ভদ্রমহোদয়গণকে চা পানে পরিতুষ্ট করা হয়।

বে আইনী অস্ত্র

এলাহাবাদের সিটি ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন পুলিশ লইয়া একজন বে-আইনী অস্ত্র আমদানীকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া পুলিশ এক স্থানে আত্মগোপন করিয়াছিল। ঐ সময় একখানি এক্কা হইতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, ৮টী লাইসেন্সহীন পাঁচঘরা রিভলবার এবং কতকগুলি গোলাগুলী পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তারগণের সম্মেলন

ঢাকা সহরে অদ্য ২রা জানুয়ারী বঙ্গদেশের লাইসেন্সিয়েট চিকিৎসকগণের সম্মেলন হইবে। উহাতে চিকিৎসকগণের অভিযোগ ও অসুবিধার বিষয় আলোচিত হইবে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহ হইতে উত্তীর্ণ ডাক্তারগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সাহিত্য সম্মেলন

বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসে আমেদাবাদে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু মিঃ গান্ধীর অসুস্থতার দরুণ উক্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী ইষ্টারের সময় উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

জাহাজ ডুবি

বড়দিনের রাত্রে এবার্ডিনে একটি জাহাজ ঝড়ে উল্টাইয়া যায়। জীবন-তরীর লোকেরা নিমজ্জিতগণকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে। দুইজন রক্ষা পাইয়াছে, বাকী তিন জনের সলিল সমাধি হইয়াছে

বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

বৌবাজার ষ্ট্রীটে অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের আফিস গৃহে একটি অবৈতনিক হিন্দী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবারে উদ্বোধন কার্য্য শেষ হইয়াছে

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি

গত সপ্তাহে 'রাঁচী' জাহাজে বোম্বাই বন্দর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ৫৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৪ শত ৬ টাকা মূল্যের সোনা চালান হইয়াছে। স্বর্ণমান বর্জনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ২৫৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ১ শত ৫২ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইল।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশু সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ-বি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷
৪র্থ খণ্ড ৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ৷৹
১৮। বাহন-আলবর ৷৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵৹
২২। ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। দ্বাদশমাসিকা অণুভোজ্যঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷
৩০। দীপ-প্রিয় দর্শন ৷৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৹
৩৫। গীতমালা ৶১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷৹
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধনকণ
৪৫। নবদ্বীপশতক ৶০
৪৬। অর্চ্চনশতক ৶০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীগুণলেশ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৶০
৬৬। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ৷৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵৹
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৭৪। শোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৶০
৭৫। দি ভাগবত ৷৹
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ৷৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১০।
৮০। সাধন-পথ
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৮২। গীতাবলী ৶০
৮৩। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৶০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পররূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্রযাগ

তাহারই ফল রূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C. NO1544

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই পৌষ, ১৩৪২, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৬ শুক্রবার [২৫৪তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

ছাত্র আন্দোলন

চীনে বিরাট্ ছাত্র আন্দোলন সুরু হইয়াছে। কাই ফেং-এ বিশ সহস্রের অধিক ছাত্র রাস্তা দিয়া মার্চ্চ করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসন কর্ত্তার নিকটে যায়। চাহার প্রদেশের কালগান, সুয়েনহুস প্রভৃতি অঞ্চলেও ছাত্রগণ সঙ্ঘ গঠন করিতেছে। জেনারেল সুঙ চে-উয়েনের আদেশানুসারে পিপিং এর স্কুলসমূহে শীতের বন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। হাঙ্কৌ-এ দুই হাজার ছাত্র নানা-প্রকার ধ্বনি করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করে। রাজধানী ভাই-উয়োনের চুংসান পার্কে সহস্র সহস্র ছাত্র সমবেত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পত্নীর জন্য প্রলয় কাণ্ড

পত্নীকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় হতাশ হইয়া বাঙ্গালোরের এক ব্যক্তি ৪ জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে ও চারজন লোককে গুরুতরভাবে জখম করিয়াছে এবং পরে নিজে আত্মহত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ যে, মহাম্মদ খান একটি দোনালা বন্দুক লইয়া তাহার স্ত্রীকে আনিবার উদ্দেশ্যে শ্বশুরবাড়ী যায়, কিন্তু তথায় যাইয়া শুনিতে পায় যে তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলে প্রতিবেশীদের বাড়ী গিয়াছে। সে তখন সেই বাড়ীতেই যায়, কিন্তু তথায় তাহার পত্নীকে ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখায় ঐ বাড়ীর তিন জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করে, পরে সে শ্বশুরবাড়ী যায়, শ্বশুর তখন নমাজ পড়িতেছিল। আততায়ী সেই স্থানেই গুলী করিয়া তাহাকে হত্যা করে, তথা হইতে বাড়ী ফিরিলে উহার পিতা উহাকে বাড়ী উঠিতে না দেওয়ায় সে ঐ স্থানেই বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মৃত্যু

২৯শে ডিসেম্বর ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন

ডাঃ বসু 'গুডিভ' বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং বহু সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সহরের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ছাত্র-জীবন হইতেই কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। উত্তরকালে তিনি ঐ কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

ভ্রমণে বিপত্তি

সিদ্ধেশ্বর সরোবরে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, অনুমান ২৫ জন স্ত্রীলোক ও শিশু ঈদ উপলক্ষে একখানি দেশীয় নৌকায় করিয়া উক্ত সরোবরে প্রমোদ ভ্রমণে যায় এবং নৌকাখানি উল্টাইয়া যাওয়ায় তাহাদের সকলেই ডুবিয়া যায়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ১১ জনকে উদ্ধার করে। তন্মধ্যে ৪ জনকে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। সর্ব্বসমেত ১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কিত হয়।

কলিকাতায় হাঙ্গামা

গত রবিবার ডিসেম্বর প্রাতে দেশবন্ধু পার্কে এক শোচনীয় হাঙ্গামার ফলে কংগ্রেস জয়ন্তীর অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

বহু নরনারী অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য দেশবন্ধু পার্কের মহিলা উদ্যানে সমবেত হয়। জয়ন্তী মণ্ডপের একটি ধারে বেড়া ছিল। ঐ বেড়ার অপর পার্শ্বে বহু মুসলমানও ঈদের নমাজ পড়িবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। তাহারা জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনও প্রকার ধ্বনি না করিতে এবং বাদ্য না বাজাইতে অনুরোধ করে।

উদ্যোক্তাগণ সমবেত জনমণ্ডলীকে এই কথা জানাইবার পূর্ব্বেই কয়েকজন মুসলমান লাঠিহস্তে আক্রমণ করে।

বাজনা বন্ধ হওয়ার বহু পরে দেখা যায় যে, মহিলা উদ্যানের গেটে পুলিশ ও হিন্দু নেতার বাধা না মানিয়া কতিপয় মুসলমান লাঠি হস্তে উত্তেজিতভাবে মণ্ডপে প্রবেশ করে। উহাতে সমবেত নিরস্ত্র জনতা ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ হইতে থাকে। পুলিশ ও হিন্দু নেতাগণকে ঐ গেটে মুসলমানদিগকে মণ্ডপে প্রবেশ করিতে বাধা দিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা নিষেধ না মানিয়া মহিলা উদ্যানে দলে দলে প্রবেশ করিয়া ছত্রভঙ্গ জনতাকে আক্রমণ করে।

দেখিতে দেখিতে মহিলা উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বহু মুসলমানকে মোটা মোটা লাঠি লইয়া ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। বেড়ার উপর দাঁড়াইয়া অথবা লাফাইয়া পড়িয়া বহু মুসলমান লাঠি দিয়া আঘাত করিতে থাকে পুলিশও এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে ও বাধা দিতে থাকে। কয়েকটি প্রাইভেট মোটর গাড়ী ছিল, এইগুলি মুসলমানরা পিটাইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। যে কেহ ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল তাহার উপর লাঠি মারা হয়। কয়েকজন গুরুতর আহত হইয়াছে। পুলিশও এসময় আক্রমণকারীদের উপর চার্জ্জ করে। কিছুকাল ইট পাটকেল নিক্ষেপ করার পর আক্রমণকারীরা চলিয়া যায়। মহিলা উদ্যানের মধ্যে দুইজন পুরুষ গুরুতর আহত এবং কয়েকজন অল্প বিস্তর আঘাত পায়। উদ্যোক্তাগণ হাঙ্গামার মধ্যে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে আহতদিগের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং মহিলা ও বালকবালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টাকাল দাঙ্গা চলিলে পর বৃহৎ পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হইলে দাঙ্গা নিবৃত্ত হয়। পুলিশ সাবইন্সপেক্টর শান্তি রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিলেন। মুসলমানরা যখন জয়ন্তী মণ্ডপ আক্রমণ করে তখন সাব-ইন্সপেক্টর তাহাদিগকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার মাথার উপর একটি লাঠী পড়ে কিন্তু তাঁহার মাথায় টুপী ছিল বলিয়া তিনি গুরুতর আঘাত পান নাই। মোট ১৯ জনকে বেলগাছিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর।

চোরের ভ্রম

ঢাকা জেলার শিলিমপুরের শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বৈবর্ত্তের শয়ন ঘরে একে একে ৩টী সিঁদ কাটে। সুরেন্দ্রের স্ত্রীর কণ্ঠহার অপহরণেই চোরের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ সে ভুলক্রমে সুরেন্দ্রের গায়ে হাত দিয়া (সুরেন্দ্রের মেয়ে লোকের মত লম্বা চুল আছে।) কণ্ঠহারের অনুসন্ধান করে।

সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ চীৎকার করায় উহার চোর দৌড়াইয়া পলায়ন করে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শাস্ত্র আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী নীলাচল-ব্রজবাসাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং প্রাঞ্জল লেখনীর অমৃতকর আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান ব্যবহৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র • আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

কাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯. ১৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ : | ৩রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, শুক্রবার | ২৫৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পরে পাটনা গৌড়ীয়মঠে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা অপেক্ষা স্বরাট্ পুরুষোত্তম গোপীজনবল্লভের উপাসনার অধিকতর উৎকর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে ঐ বিষয়ই তিনি কয়েকজন বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় উপলক্ষে গত ২৯শে ডিসেম্বর রাত্রিতে উক্ত মঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবে সমাগত প্রায় আড়াই শত পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভুপাদের হরিকথা তাঁহাদের চিন্তাধারায় পরম ধর্ম্ম বা পরমার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে। সমবেত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৩০শে ডিসেম্বর দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী রায় সাহেব পি, সি, বসু মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, খুলনা জেলার অন্তর্গত বড়দিয়াপুরের "অমৃতবিন্দু ঔষধালয়ে"র সত্ত্বাধিকারী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহোদয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে উৎকল-ভাষায় প্রকাশিত 'পরমার্থী' পত্রিকার মুদ্রণ-কার্য্যের জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র (প্রেস) দান করিয়াছেন। দাতার দান সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হরিকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া গৌড়ীয়গণের প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইঁহার নাম দিয়াছেন "বড়খোল"। কবিরাজ মহাশয়ের এই বড়খোল দানের ফলে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের সহায়তা করা হইল। জগতের কর্ম্মীগণ পাঞ্চভৌতিক দেহের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-সকল দান করিয়া থাকেন তদপেক্ষা জীববৃন্দের আত্মার কল্যাণার্থ এই কীর্ত্তন-যন্ত্র প্রদান অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৭শে ডিসেম্বর হাওড়া জেলায় প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। স্বামীজী পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

২৪ নারায়ণ ১৮ পৌষ ৩ জানুয়ারী শুক্র তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরনবমী গোবিন্দ দি ৭।১৯ পরে দশমী মধুসূদন রা ৫।১৪ অশ্বিনী দণ্ড রা ৭।০ শিবযোগ দি ১০।১০ কৌলবকরণ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৪ জানুয়ারী শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরৈকাদশী ত্রিবিক্রম রা ৩।২৪ ভরণী ঋক্ষ দি শে ৫।৫৩ সিদ্ধযোগ দি ৭।১৪ পরে সাধ্যযোগ রা ৪।৩১ বণিজ-দি সা ১৯ গতে বিষ্টিকরণ রা ৪।২৩ গতে ববকরণ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ

(গ) অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ
সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥

(ঘ) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত
চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ॥

অভিধেয়ের কথা নিম্নের শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

(১) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র
সর্ব্বদা॥

(২) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ
তদপাশ্রয়াম্

(৩) তস্মাদ্ভিক্ষুর্ব্বিশেষতঃ হা-
নীশাদপক্রমা বিস্মৃতাত্মস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(৪) তাবন্তমং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।

(৫) তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

(৬) গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

প্রয়োজনের কথা —

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

সম্বন্ধজ্ঞান না হ'লে অভিধেয় হয় না। বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বর্ণিত হ'য়েছে। দূরদেশের impersonal God-head (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) দর্শন হ'লে— অনন্তশায়ীর দর্শন না হ'লে অভিধেয়ের অনাদর হয়। কর্ম্মকাণ্ড হ'তে উদ্ধার হয় না, যদি বৈতরণী পার হ'য়ে বলদেবের দর্শন না হয়। ইঁহার অনুশীলনে জগন্নাথের অর্চ্চামূর্ত্তি দর্শন হ'লে আলোয়ার-নাথে যাওয়া সম্ভব হয়। আলোয়ারনাথে চতুর্ভুজ নারায়ণের শুদ্ধ উপাসনা লাভ হয়। ফলভোগকামনাদ্বারা জগন্নাথের উপাসকগণ চারভাগে বিভক্ত হন। অন্যাভিলাষিতা প্রভৃতি প্রবৃত্তিভেদে বিভিন্ন উপাসক-মণ্ডলী গঠিত হয়। শুদ্ধ উপাসনাই অভিধেয়-বাদনাচা।

ভক্তি দ্বারাই শুদ্ধ উপাসনা হয়।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

[অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত নহে।]

কৃষ্ণ কি বস্তু অনুকূলভাবে সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ নারায়ণ, তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৯

"প্রভুদত্ত দেশ"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনকে স্বীয় "প্রভুদত্ত দেশ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ প্রভুরিত্যভিধীয়তে"—যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন তিনিই 'প্রভু'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই, শ্রীভগবান্ দুষ্কৃতগণকে নিগ্রহ এবং ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন। সুতরাং শ্রীভগবান্ প্রভু। তাঁহার প্রভুতায় অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হইয়া থাকে। যাঁহাকে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, বস্তুতঃপক্ষে তিনিই 'প্রভু' সংজ্ঞা লাভের অধিকারী। এই জগতে আমরা প্রায় সকলেই প্রভু সাজিবার জন্য ব্যস্ত। আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তদ্দ্বারাই আমাদের মতের সহিত যাহার মিল নাই, তাহাকে নিগ্রহ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি অন্যায় করিলেও যে ব্যক্তি আমার সমর্থন করে, এই প্রকার ব্যক্তিকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। অনধিকারী ও অযোগ্য আমার প্রভুত্ব-লাভের এই প্রকার অনধিকার প্রবেশে যে বিষময় জঞ্জাল উপস্থিত হয় তজ্জন্য শুধু আমিই যে ভগবানের নিগ্রহের পাত্র হই তাহা নহে, পরন্তু অনেক ব্যক্তিকে আমার আদর্শে বিনাশের পথে লইয়া যাই। তাহাতে "প্রভুদত্ত দেশে"র বিপরীত দিকেই আমার ও আমার অনুগামিগণের গতি হইয়া থাকে।

প্রভু—স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, আর প্রভু তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ মুক্তপুরুষগণ। এই মুক্ত মহাপুরুষগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'প্রভু' বলিয়া থাকেন। প্রভুর প্রভু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাপ্রভু। মুক্ত মহাপুরুষ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় 'প্রভু'র কার্য্য করিলেও তাঁহাদের প্রভুতার অভিমান নাই। তাঁহারা তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। তাঁহারা কাহারো সেবা গ্রহণ করেন না, যাবতীয় সেবা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। প্রভুর সেবার্থ "প্রভুদত্ত দেশে" সকলকে লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বদান্য হইয়াই তাঁহারা শাসন দ্বারা প্রলোভন-দ্বারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। নিজেদের প্রভুতা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের প্রভুতার অধীন হইলে আমাদের নিত্যকল্যাণ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ৮।১২।৩৫ তারিখে কীর্ত্তিত)

(গঞ্জামের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত দণ্ডপাণি সাহু গত ৮ই ডিসেম্বর পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া যথোচিত প্রণিপাত পুরঃসর নিম্নরূপ পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন—

১ম প্রশ্ন। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

২য় প্রশ্ন। ভগবান্ আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কি এবং কিরূপেই বা উহা সম্ভব?

———

ঐ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার সংগৃহীত অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।)

শ্রীকৃষ্ণ—গোবিন্দ। তিনি পালনকারী এবং সকল কারণের কারণ। তিনি গুণজাত পদার্থবিশেষ নহেন। তিনি রজোগুণে উদ্ভূত, সত্ত্বগুণে স্থিতিবিশিষ্ট ও তমোগুণে বিনাশশীল পদার্থ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহাতে interruption (বাধাপ্রাপ্তি), Cessation (নিবৃত্তি), obscuration (আবরণ) নাই। কোনো কিছুই তাঁহাকে eclipse (আবৃত করতে পারে না। যাঁহার শক্তি জগজ্জীবের মঙ্গলের আশ্রয়। তিনি কাহারও বশ্য নহেন।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ সিদ্ধান্ততঃ অভেদ তত্ত্ব।
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২.৩২)

(নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি—শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।)

রস একটী পরম উপাদেয় তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ রসবিগ্রহ। রস এজগতে foreign agency (বিজাতীয় উপকরণ) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণবস্তু। বদ্ধজীবের বাধাপ্রাপ্ত হবার যোগ্যতা আছে। মুক্ত পুরুষের সেরূপ বাধা নাই। মায়াবাদ-দুষ্ট পঞ্চোপাসনাপদ্ধতি (Pantheism) নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মবিচার দ্বারা মানবজ্ঞানকে প্রতারণা করে। আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা যেরূপ দেখি এরূপ বস্তু তিনি নহেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি পরমেশ্বর বস্তু। He can conceal Himself from the vision of sensuous exploiters (তিনি দাম্ভিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করেন।) আমাদের অহঙ্কার সেব্য পদার্থের দর্শনাভাব হেতু। সেব্য পদার্থের আলোচনার অভাবে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয় যাহাতে সন্নিবিষ্ট আছে এরূপ পদার্থের সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বের যে correlation (পরস্পর সম্বন্ধ) তাহাই অহঙ্কার। আমাদের ভোগ্য জগদ্দর্শন হইতে তিনি নিজেকে পৃথক্ রাখেন। এই ক্ষমতা যাঁহার আছে তিনি কৃষ্ণ। He is not one of the entities with which অহঙ্কারী জীব reciprocated হ'তে পারে। (তিনি এরূপ কোন পদার্থের অন্যতম নহেন যাহা অহঙ্কারী জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে অবস্থিত থাকে।) অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম (বৃহৎ) কিংবা পরমাত্মা individual souls (ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার) এর সমষ্টিমাত্র নহেন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত।

———

"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি"
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম॥

এবং এই বিচারটুকু ব্যতীত ইহার বিপরীতভাব যাঁহাতে আছে অর্থাৎ ভূমা বা পরমাত্মা যাঁহার অংশমাত্র।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৩)

(উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারও আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।)

এই জগতে পরতত্ত্ব-নিরূপণে কৃষ্ণ ও চৈতন্য এই শব্দদ্বয় মাত্র সাহায্য করে। ব্রহ্ম-শব্দ পরতত্ত্ব-নিরূপণে সাহায্য করে না। ব্রহ্ম-শব্দ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত বস্তু-নিরূপণে সহায়তা করে না। Designative face (বিশিষ্টভাব) যাঁহা থেকে পৃথক্ করা যায় না, তিনি কৃষ্ণ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

(পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণোর্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূলপুরুষ আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।)

ভগবানের যাবতীয় অবতার (Emanations, different manifestive faces) যে বিষ্ণুতত্ত্বে আছে, তিনি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণতত্ত্ব। স্বয়ংপ্রকাশ বলদেবতত্ত্ব থেকে বিষ্ণুতত্ত্ব হ'য়েছে, চতুর্ব্যূহ হ'য়েছে। যেরূপ four right angles (চারিটী সমকোণ) এ full scope of the whole circle (সমুদয় বৃত্তের পূর্ণ কার্য্য) লক্ষিত হইলেও, একটা right angle (সমকোণ) এর value (পরিমাণ) পাওয়া গেলে সম্পূর্ণ Trigonometrical values (অপর ত্রিকোণের মাপ) পাওয়া যায়। তদ্রূপ একটী বস্তু হ'তে পৃথক্ জ্ঞান না করায় চতুর্ব্যূহতত্ত্বে বস্তুর ঐরূপ খণ্ডিত বিভাগ লক্ষিত হয় না। একপাদ বিভূতি দ্বারা চতুষ্পাদ বিভূতির বিচার জানা যায়। Space (স্থান) time (কাল) চার এর dimension (মান)। আমাদের বর্ত্তমান একপাদ জ্ঞান তদন্তর্গত বিচার। মায়াবাদীর কেবলাদ্বৈতবাদবিচারে তুরীয় বিচার গৃহীত হয় না। তাঁহারা মানবজ্ঞান-সমাজে terminal (সীমা) মনে করেন।

———

"প্রভুদত্ত দেশে" অবস্থান-পূর্ব্বক প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। প্রভু আমার সেবার জন্য যখন যে দেশ নির্দ্দেশ করেন, তাহাই আমার "প্রভুদত্ত দেশ"—তাহাই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন কিছু প্রাকৃত ভূমিকা নহে, প্রভু-নির্দ্দিষ্ট সেবার ভূমিকাই বৃন্দাবন। "অমুক স্থান আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে, অমুক স্থানে আমার রুচিপ্রদ খাদ্যাদি পাওয়া যায় না, অমুক স্থানে কথা বলিবার মত ভদ্রলোকের অভাব" এই সকল প্রাকৃত ভোগপর অস্মিতার বিচার পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে "প্রভুদত্ত দেশে" নিষ্ঠার সহিত বাস ও নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকাই প্রভু-সেবকের একমাত্র কৃত্য। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "প্রভুদত্ত দেশ" ব্রজের নিরক্ষর কৃষকবালকগণের সহিত বাসকে অন্য স্থানের সম্ভ্রান্ত নীতিধর্ম্মাদি-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত বাস অপেক্ষা অনন্তগুণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জীবের নিত্য আরাধ্য শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত স্থানই তাহার নিত্যবাসনীয় কৃষ্ণসেবাপর শ্রীবৃন্দাবন। তাহাতে বাস করিয়া তাঁহাদের সুখ-বিধান করিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

চতুর্ব্যূহের projection (বিস্তার) কারণজলে, গর্ভজলে, ক্ষীরোদজলে বিষ্ণুত্রয়। কারণব্রহ্ম কারণোদশায়ী, পরমাত্মা গর্ভোদশায়ী, অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন position (অবস্থান) এ সেই বস্তুকে লক্ষ্য করা যায়। কারণ-বিষ্ণু সঙ্কর্ষণের, গর্ভোদবিষ্ণু প্রদ্যুম্নের এবং ক্ষীরোদবিষ্ণু অনিরুদ্ধের facsimile (দ্বিতীয়স্বরূপ)। একটা আলো থেকে অন্য আলো প্রজ্বলিত হ'লে যেরূপ উহা প্রথম আলোর সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট হয় তদ্রূপ পরব্যোমস্থ চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের সহিত কারণগর্ভোদ-ক্ষীরোদবিষ্ণুত্রয় সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। অদ্বিতীয় বিচারে স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপ রূপের দ্বারা রূপী হন নাই। স্বয়ং-প্রকাশের বিস্তার চতুর্ব্যূহের মূলে বাসুদেব লক্ষিত হন। স্বয়ং-প্রকাশের বিস্তার-মূর্ত্তি বিষ্ণুতত্ত্ব।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥
(লঘু ভাঃ পূঃ খঃ ৯ অঙ্কে ৩৬ অঃ সাত্বততন্ত্রবচন)

(নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ,—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটির তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।)

ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দদেবের কথা, সবিশেষ ব্রহ্মের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। ব্রহ্মসংহিতা-পাঠের অভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধ হ'য়েছে। সবিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রঃ সং ২৯)

[লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিচয়গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শত সহস্র লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।১৬)

[জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।]

সবিশেষ ব্রহ্মের প্রয়োজনে গোপীনাথ দর্শন হয়। গোবিন্দদর্শনের পূর্ব্বে মদনমোহন দর্শন হয়। প্রতি অমাবস্যায় লক্ষ্মী গোবিন্দ-দর্শনের জন্য এই স্থানে গমন করেন। শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন—প্রণব দর্শন; যাঁহার চরণপদ্মের অনুগ্রহলাভের জন্য সমস্ত জগৎ প্রয়াসী। নিত্যানন্দ-বলদেব-স্বয়ংপ্রকাশের স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ। তাঁহার অংশ সঙ্কর্ষণ—যিনি মূল বৈকুণ্ঠে আছেন—তাঁ'র অংশকলা বিষ্ণুত্রয়। তিন বিষ্ণুর functions (কার্য্য) স্বতন্ত্র (different)। কারণবিষ্ণু গোলোক বৈকুণ্ঠ ও বিশ্ব সৃষ্টি করেন। গর্ভোদশায়ী সমষ্টির অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টির অন্তর্যামী বিষ্ণু। পরতত্ত্ব বিচারে শ্রীনারায়ণ—বলদেব প্রভুর প্রকাশবিশেষ। মহৎ-তত্ত্ব সৃষ্টিকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু Universal Godhead (প্রপঞ্চের ঈশ্বর) এই চারিতত্ত্ব শ্রীনারায়ণে অবস্থিত। তিনি বলদেব প্রভুর প্রকাশবিশেষ। নৈমিত্তিক অবতারসমূহ প্রপঞ্চে আসেন, মূল চতুর্ব্যূহ আসেন না। স্বয়ংপ্রকাশ হইতে নিঃসৃত এই সমুদয়। আধ্যক্ষিকতা দ্বারা কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। প্রাপঞ্চিক দর্শন eliminate (পৃথক) না করা পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। স্বরূপের উদ্বুদ্ধ না হইলে পাওয়া যায় না। তৎপূর্ব্বে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুণ্ডক ১।২।১২)

[সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।]

শ্রীগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবেন। গুরুদেবের নিকট থেকে প্রাপ্ত অপরাধযুক্ত নাম শ্রবণদ্বারা মঙ্গল হ'বে না। বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণ সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। ইহা প্রহ্লাদ মহারাজের কথা।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-
লক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

[যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সাবধান (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।]

——

আত্মসমর্পণের পরে শ্রবণ। আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত অসুবিধা। ভগবদ্বস্তুর জ্ঞানের অভাবে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-ধারণা হয়। নানাপ্রকার অজ্ঞতাপ্রসূত সাধনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ প্রয়োজন।

শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলনের লক্ষণ নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

শ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য। তাঁহার অর্চ্চা দর্শন লাভ হ'লে শ্রীজগন্নাথদেবে অন্তর্যামী বৈভব, ব্যূহ, বলদেবপ্রভু ও শ্রীসুদর্শন সম্ভব হবে। শ্রীজগন্নাথদেব একমাত্র সেব্যবস্তু যিনি ভক্ত তিনি ভক্তের নিকট থেকে সেবা আদায় করেন। তিনি তজ্জন্য মনুষ্যের সেবা করেন। intellectualism (অক্ষজজ্ঞানবত্তার) এর সেবা করেন। জীব যখন এ সব পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপে অবস্থিত হ'ন তখন তিনি পূর্ণবস্তু শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন। অনাত্মার ধর্ম্মের বিচার - We have much to do with this externality (আমাদের পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যপ্রকৃতির সহিত নানাপ্রকার কর্ত্তব্য আছে)। যেমন রূপদর্শন ইত্যাদি কার্য্য। এই চিন্তাধারা প্রবল হ'লে অহঙ্কার এবং অন্যদর্শন হয়। Theodical exploitation (পাপপুণ্যের আলোচনা) দ্বারা বাস্তবমঙ্গল সাধিত হয় না। প্রকৃত মঙ্গলের সূচনা হয় তখন যখন how we are dovetailed with Jagannath (আমাদের জগন্নাথের সহিত উপাসকসূত্রে কিরূপ সম্বন্ধ) এই প্রশ্নের উদয় হয়; তখনই জগন্নাথদর্শন হ'তে থাকে। উন্নত অবস্থায় মদনমোহন, আরো উন্নত অবস্থায় গোবিন্দদেব ও পরিশেষে গোপীনাথ দর্শন হয়। মদনমোহন সম্বন্ধজ্ঞানের অধিদেবতা। সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানের সংগ্রহে মদনমোহনের উপাসনা।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন
কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
(গীতা ১৮।৫৪)

[ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্টবস্তুর জন্য শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আমাতে (ভগবানে) পরাভক্তি লাভ করেন]

সম্বন্ধজ্ঞানোদয় ভগবদ্ভক্তিলাভের পূর্ব্বাবস্থা।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্।
(গীতা ১৮।৫৫)

[আমার সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তত্ত্বরূপ আমার স্বরূপ-লাভকেই 'বিশতে মাং' শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে।]

তৎপরে অভিধেয়।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি-
স্তৎক্ষণাৎ॥
(ভাঃ ১।১।২)

[এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তু-তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবতব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?]

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদ-
মৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো
রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
(ভাঃ ১।১।৩)

[হে ভাগবতপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশরহিত তরলপানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ব ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।]

উক্ত তিনটী শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের ১৮০০০ শ্লোকে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচার শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বিশেষভাবে চতুঃশ্লোকীতে নিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—

(ক) জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-
সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
(খ) যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কথন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, প. স্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা:রূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২্ স্থলে মাত্র ৬্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১০ম বর্ষ ২৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৪ঠা জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, শনিবার ২৫৫তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—— ::•:: ——

ব্রহ্মদেশে

মহুয়া ২৫।১২।৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ আপার বার্ম্মার বিভিন্নস্থানে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে মহুয়ায় আসিয়াছেন। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয় স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার সৌজন্য ও আতিথেয়তা প্রশংসনীয়। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ কুকুটীয়ার নিকটবর্ত্তী সুয়াপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত নাগবংশীয়। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপনার অভিনবত্ব অবগত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে এই বিদ্যালয়ে পড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

রেঙ্গুণ ১।১।৩৬

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গতকল্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। স্বামীজী শীঘ্রই মান্দালয়ে প্রচারে যাইতেছেন। স্বামীজীর চেষ্টায় রেঙ্গুণেও স্থায়িভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইবে এবং প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদ এখানে শুভাগমন করিবেন এরূপ প্রস্তাব হইতেছে।

এলাহাবাদে

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে ডিসেম্বর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ সহ পাটনা হইতে শিয়ালদহ এক্সপ্রেসে এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন শ্রৌতী মহারাজ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত অভয়দেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ বেদগৌরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠ, শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ এলাহাবাদের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। আগামী ৭ই জানুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন।

———

পুরীতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি স্বরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সমাগত যাত্রিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীপাদ গদাধর দাস অধিকারী, শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন।

———

শ্রীরাধাকুণ্ডে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ বিহারীদাস বাবাজী সঙ্কেতে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাধিকারমণদাসাধিকারী শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জে অবস্থান করিয়া স্তবমালা, স্তবাবলী, কর্ণামৃত প্রমুখ গ্রন্থাদি হইতে ভজন-গীতি কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর সমাধি-স্থলে যাইয়াও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

———

কটকে

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কলিকাতা হইতে পাটনায় গিয়াছিলেন। তথা হইতে কটকে ফিরিয়াছেন। তিনি ও আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী নগরীর শ্রদ্ধালু জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

খুলনা জেলায়

গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনার মোক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চন্দনীমহল-গ্রামের গৃহে সুবিস্তৃত মণ্ডপে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রায় ১ ঘণ্টাকাল "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতঃ" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যার মধ্য :—চুরাশী লক্ষ-যোনি পরিভ্রমণের পর যে সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লব্ধ হইয়াছে, ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ দ্বারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। পরমপুরুষের অংশাংশের ঈক্ষণ-প্রভাবে অনন্তকোটি জীবজগৎ প্রকটিত, প্রতিপালিত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহার সেবা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তার আকার বস্তুর সঙ্কোচ ধারণা সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার স্তব, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার পারম্য প্রকাশ করেন।

পরবর্ত্তী বক্তা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার কথা বর্ণন করেন। মহাপ্রভু আপামর সকলের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া আচার্য্যরূপে স্বীয় আচার ও প্রচারমুখে নিজ ভজনবৈশিষ্ট্য — শ্রীবৃষভানুনন্দিনী দেবীর বিপ্রলম্ভময়ী সেবা প্রচার করিয়াছেন। এরূপ সেবালাভ জীবের ভাগ্যে অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও মহাপ্রভুর মহাবদান্যতায় সুলভ হইয়াছে। সরল হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবোন্মুখতার সহিত আচার্য্য-মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রপত্তিলাভ করিতে পারিলেই "কোটীন্দু সুশীতলা" প্রেমার সন্ধান হয়।

বহু শ্রদ্ধালু ভদ্রমহিলাও বক্তৃতা শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য্য, রেভেন্যু অফিস ক্লার্ক, ডাঃ সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (হোমিওপ্যাথ) কালীপ্রসন্ন পাল (অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টরেট ক্লার্ক) বলভদ্র ভৌমিক, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (পোষ্টমাষ্টার চন্দনীমহল), শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ (হেড্‌মাষ্টার গাজীরপুর হাইস্কুল) বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য উকিল, প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র বিশ্বাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, অটলবিহারী দত্ত, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বৈশিষ্ট্য কি এবং অন্যান্য ব্যবহারিক ও নৈমিত্তিক-ধর্ম্মের সহিত মঠপ্রচারিত ভগবৎসেবাধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ পার্থক্য কোথায় তাহার অবগত হন।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ নারায়ণ, অবায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

'আত্মীয়তা-সুধারস"

একমাত্র আত্ম-বিলয়সাধন-প্রয়াসী নির্বিশেষবাদিগণ ব্যতীত বোধ হয় আর কেহই নাই যিনি আত্মীয়তার সুধা পান করিতে না চাহেন। আত্মীয়তাই পারিবারিক সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আত্মীয়তার আকর্ষণেই সামাজিক সুশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়া থাকে। আত্মীয়তার অভাবেই কলহের সৃষ্টি। আত্মীয়তার অভাবেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং আত্মীয়তার অভাবেই জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতে লোকধ্বংসকর যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাও জড় স্বার্থবিশেষের প্রতি আসক্তির চিহ্ন হইলেও বস্তুতঃপক্ষে আত্মীয়তার অভাবেরই সূচনা করে। সাংসারিক জনগণ দৈহিক ও মানসিক সম্পর্কেই আত্মীয়তা সাধনের জন্য যত্নপর হয়। কিন্তু দেহ ও মন আত্মবস্তু নহে বলিয়া তাহাদের আত্মীয়তা প্রকৃত প্রস্তাবে হয় না। আত্মীয়তা আভাসরূপে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও স্থায়ী হয় না। ঐ দুইটীর কোনটি নিত্য নহে বলিয়া তাহাদের সাহচর্যে স্থাপিত আত্মীয়তাভাস অচিরস্থায়ী। আত্মা নিত্য। এই নিত্য আত্মার সম্পর্কে স্থাপিত আত্মীয়তা কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যাহা বিচ্ছিন্ন হয় তাহা আত্মার সম্পর্কে স্থাপিত হয় নাই জানিতে হইবে।

দেহমনের সম্পর্কে যে আত্মীয়তাভাস স্থিত হয় তাহা তিরস্কারে ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ তিরস্কার আত্মহিতের জন্য হইলেও অজ্ঞানতা বশতঃ দেহমনোধর্ম্মী তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার জন্য লোলুপ— আত্মধর্ম্মে প্রবেশই যাঁহার আন্তরিক স্পৃহা, তিনি যাহাতে অভিমান-স্ফীত অবস্থায় পতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই প্রকার প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা তিরস্কারকে পুরস্কাররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুই শ্রেণীর ব্যক্তি তিরস্কার করিয়া থাকেন। পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণ অপরের নিন্দাদিতেই প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। আত্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাহাদের কথায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আর যখন গুরুবর্গ অন্যায় দোষের সংশোধনের জন্য তিরস্কার করেন, তখন তিনি অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইস্থলে তিরস্কারই স্নেহের বা আত্মীয়তার নিদর্শন। গুরুবর্গ আমাদিগকে বিপথগামী হইতে দেখিলে আত্মীয়তা-সূত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত হন, তাই শাসন না করিয়া থাকিতে পারেন না। বস্তুতঃপক্ষে আত্মীয়তার বোধ না হইলে শাসন আসিতেই পারে না। জনক নিজের তনয়ের অন্যায় দেখিলে দুই ঘা বসাইয়া দেন, অন্যের ছেলের প্রতি ঐ প্রকার করেন না। কারণ, তৎপ্রতি তাঁহার আত্মীয়তার সম্বন্ধ নাই। গুরুবর্গ যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন তাঁহার সামান্য দোষ দেখিলেও তাঁহাকে বিশেষভাবে শাসন করিয়া থাকেন। গুরুবর্গের শাসন যিনি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে পারেন বস্তুতঃপক্ষে তাঁহারই জীবন ধন্য হইয়া থাকে। তিনিই আত্মীয়তা-সুধারসে অধিকারী হন। গুরুবর্গের শাসন বাণীতে যদি আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমি আত্মীয়তার দিকে অগ্রসর হইতে পারি নাই। রিপুষট্‌ক ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া আত্মীয়তা হইতে বিপথে লইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বদা বিশেষ সতর্কতার সহিত ভজনপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন মহাপ্রভুর পাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন জলাদির দোষে তাঁহার গায়ে কণ্ডুরসা হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তৎপ্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত উক্ত কণ্ডুরসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। কণ্ডুরসা মহাপ্রভুর গায়ে লাগে বলিয়া সনাতন গোস্বামী বিশেষ দুঃখিত হইতেন। যাহাতে মহাপ্রভু আলিঙ্গন না করিতে পারেন তজ্জন্য বহু দূরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভু তথাপি সনাতনের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। অনন্যোপায় হইয়া শ্রীসনাতন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীজগদানন্দ বলিলেন— "মহাপ্রভু তোমার জন্য ব্রজভূমি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রথযাত্রার পর তথায় গমন কর। তাহা হইলে মহাপ্রভু আর তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং অন্যসময় মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার পাদপদ্মে ঐসকল কথা নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু জগদানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ঐ তিরস্কার-বাক্যের মধ্যে শ্রীসনাতনের প্রশংসা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আমরা সাধারণতঃ স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিলে আনন্দে আত্মহারা হই। কিন্তু ভজনরসজ্ঞের বিচার পৃথক্ প্রকারের।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রুতিব্যাখ্যা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ ঔড়ুলোমী মহারাজের শ্রীরাধাকুণ্ডে ২৪।১০।৩৫ তারিখে শ্রুতিব্যাখ্যার মর্ম্ম]

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য", "নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায়" "যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম বন্দনান্তর বক্তা বলিতে থাকেন—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং
ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্‌জ্ঞাত্বা
দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা
ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা
বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

তাঁহারা নিজের প্রশংসা না শুনিয়া আত্মীয়তা-সূত্রে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের প্রশংসা শ্রবণ করিতেই ভালবাসেন। তাই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর উদাহরণে তাহা বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। তিনি মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন –

"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার অসৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দারস।
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তাজ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥"

সেবককে সেব্যের শাসন যে আত্মীয়তা-সুধারসের নিদর্শন তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বাক্য হইতেই স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। আদর স্তুতি থাকিলেই তাহাতে যে আত্মীয়তার কথা নাই তাহা নহে। বস্তুতঃপক্ষে সেবাবিজ্ঞান সেব্যের প্রশংসা সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্নেহের পাত্রের প্রতি স্তুতি বা প্রশংসাকে আমরা যে অনেকসময় বঞ্চনাকর উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি তাহাও অনেকসময় ঠিক নহে। এই স্থলে সনাতন গোস্বামী প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই, —

বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার
গুণ॥

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে—আত্মীয়তা-সুধারস শাসন-বাক্য ও স্তুতিবাক্য উভয়েই প্রকাশিত হইতে পারে। শাসনে ক্রোধান্ধ আর প্রশংসায় অভিমানগ্রস্ত না হইয়া গুরু-বর্গের বাক্যের মর্য্যাদারক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বাবস্থায়ই সেব্যের সেবায় আত্মনিয়োগই সেবকের একমাত্র কৃত্য।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মা-
নাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাত্তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে
বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥"

দুইটী তত্ত্ব—একটী ক্ষর ও অপরটী অক্ষর, একটী ব্যক্ত অপরটী অব্যক্ত। ভগবান্ এই প্রকৃতি ও জীবাত্মক বিশ্বকে পোষণ করিতেছেন। ইহারা ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। ভগবান্‌ই পরমেশ, জীব ও প্রকৃতি অনীশ, ঈশাধীন। ভগবান্ ও জীব অজন্মা মায়াও অজা। ভগবান্ জ্ঞ সর্ব্বার্থদ্রষ্টা, জীব অজ্ঞ। জীবাত্মা ভোক্তার অভিমানেই বদ্ধ হয়। এই তিন পদার্থের জ্ঞান হইলে সমস্ত সংসৃতিবন্ধন হইতে মুক্তি হয়। হর-ভগবান্ ক্ষরাত্মা প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর। তাঁর অভিধ্যান, যোজন ও তত্ত্বভাবে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। নামকীর্ত্তন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে মায়া হইতে বিমুক্তি ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকটের পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাধিযোগে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আরও জানিলেন, ভগবানে ভক্তি-যোগ দ্বারা বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। গুরু-পাদপদ্ম হইতে ভগবানের জ্ঞান লাভ করিয়া মায়ার পাশ, অহংতা-মমতা হেতু পঞ্চবিধ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জন্ম, মৃত্যু, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভি-নিবেশ প্রভৃতি হইতে মুক্তি ঘটে। অবিদ্যা — মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয়। অস্মিতা—দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত। রাগ —আসক্তি, দ্বেষ—ত্যাগেচ্ছা। অভিনিবেশ —কূটীনাটী, ইতরাগ্রহ। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' সকল সংশয় ছিন্ন হইবে, কর্ম্মক্ষয় হইবে, বীজ প্রারব্ধাদির নাশ হইবে। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য সমস্ত চেষ্টায় কেবল বৃথা সময়নাশ।

"যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ব্রহ্মা গোবিন্দস্তবে দেবরাজ ইন্দ্র ও ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রগোপ কীটের পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের বাধ্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমান ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলের নাশ হয়, বলিয়াছেন। কর্ম্মফলের ধ্বংসের সহিত জন্মমৃত্যুর নাশও অবশ্যম্ভাবী। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের নাশ হইলে মুক্তিপদ ভাগবতপদ লাভ হইবে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥

শিব বলিলেন—বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ পুরুষ শতজন্মে ব্রহ্মার পদ পান, তদপেক্ষা অধিক পুণ্যাচরণ দ্বারা আমাকে

প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেইরূপ উৎক্রান্তিচক্রে আরোহণ করিতে হয় না। তাঁহারা প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। আমি ও অন্য অধিকারিক দেবগণ আমাদের নির্দ্দিষ্ট কালের অবসানে সেই বৈকুণ্ঠপদ পাইব। পদ্মপুরাণ বলেন - ভারতে জন্ম লইয়া কবে বিষ্ণুভজনে কৃতার্থ হইব। তৃতীয় পদ লাভে সমস্ত কামনা পূরণ হইবে। মনঃ দ্বারা ভোগাভিলাষগুলি 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব' ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় বাড়িয়াই চলে। কদাপি নিরস্ত হয় না। কিন্তু বৈকুণ্ঠপদলাভে সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হয়।

ধ্রুবসমীপে ভগবান্ উপস্থিত হইয়া বর লইতে বলিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—

''স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥''

আমি কাচ খুঁজিতে গিয়া চিন্তামণি পাইয়াছি। আর আমার কাচের কি দরকার? আমি রাজ্যপদ পাইবার আশায় তপস্যা করিতেছিলাম, কিন্তু দেবগণ ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণের কাছে আপনার যে পাদপদ্ম লুকাইয়া রাখেন, আজ আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমি আর কোন বর চাই না। আপনার পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয় হউক। প্রহ্লাদ বলিলেন, —'ভৃত্যের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে আপনি বর প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন। কিন্তু

'যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।'

যদি আপনি বর দিবেন, তবে এই বর দিন যেন আমার হৃদয়ে কোন প্রকার কামনা না জাগে।

''ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥''

অজিতচিত্ত ব্রহ্মাদিও যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবন পাইবার লোভ সত্ত্বেও যিনি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে একলব বা নিমিষার্দ্ধকালও বিচলিত না হইয়া অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান। ভাগবত-দেহ লাভ করিলেই পূর্ণাভিলাষ হইবে।

''ত্যাগা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥
এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥''

পরমেশ্বরের তত্ত্বই জানিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর জানিবার কিছুই নাই। তাঁর তত্ত্ব অবগত হইলে স্থূলদেহপাশ এবং লিঙ্গদেহ বা মনঃপাশ ছিন্ন হয়। পাশ থাকার ক্লেশ না থাকিলে জন্মমৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তি থাকে না। ভগবানের অনুশীলন করিতে করিতে জীব শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। ইহাই জ্ঞেয়। তিনি জীবহৃদয়ে বাস করিতেছেন বলিয়া আত্মসংস্থ, নিত্য।

'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।'
শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

জীবের জড় উপাধির নাশ হইলে জীব অষ্টগুণিত স্বস্বরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তাঁহার ক্লেশকর্ম্মবিপাকাদির নাশ হওয়ায় অতি স্বচ্ছশরীর লাভ করেন। তখন তাঁহার শোক বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকে না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমার নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন।

আত্মতত্ত্ব জানিলে পরমাত্মার সেবায় আত্মনিয়োগ হইবে। সকল প্রাণীতে ভগবানের শক্তি-দর্শন হইবে। ভগবান্‌কে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না। তাঁহার জ্ঞান বাদ দিয়া অন্য সমস্ত জানিলেও আমরা অজ্ঞানই থাকি। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর; এইগুলি পূর্ণ-ব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধে আবদ্ধ। এইরূপে জীব ব্রহ্মদর্শন করিলে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ হয়। কৃষ্ণের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মুক্তি।

'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

"বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥''

তৎপরে পরমাত্মা দেহে কিরূপে আছেন? অগ্নি উৎপত্তিস্থানেই আছেন, কিন্তু দেখিতে পাই না। অনেকে মনে করেন অগ্নি নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। অরণির মধ্যে সূক্ষ্মাকারে অগ্নি আছেন। ঘর্ষণদ্বারা, (ইন্ধনযোনিগৃহ্য) মন্থনদ্বারা প্রকাশিত হয়েন। প্রণব উচ্চারণে, ভগবন্নামের অনুশীলনে তাঁহাকে পাওয়া যায়। অধরারণি—অধর। উর্দ্ধ-স্পন্দন দ্বারাই লাভ হয়।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥''

পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য নামকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। দেহ একটী কাষ্ঠ অধরারণি, প্রণব উত্তরারণি। সর্ব্বাঙ্গদ্বারা, ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা সেই গূঢ় পুরুষের দর্শন হইবে। ধ্যান প্রথমে হয় না। যাহা দেখি নাই, তাহাকে ধ্যান করিতে পারি না। সুতরাং শ্রবণ আবশ্যক। সদ্‌গুরুর নিকট ভগবৎকথা শ্রবণদ্বারা ক্রমে ধ্যানাদি লাভ হইবে। অভ্যাসদ্বারা অতীব গুহ্যতম প্রদেশে অবস্থিত ভগবান্‌কে দেখা যাইবে। তিনি পঞ্চকোষের অন্তরতম প্রদেশে থাকেন। তাঁহার প্রকৃত অনুশীলন হইলে তদীয় কৃপাদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব।

''তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ॥"

জগতে তিলে তৈল ব্যাপকভাবে আছে। দধির প্রত্যেক অবয়বে ঘৃত ব্যাপ্ত। কাহারও ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য নহে। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।' ভগবদ্বিভূতি জানা অতীব কঠিন। তিনি কৃপা না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কৃপার যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলেও কৃপা হয় না। অরণির মধ্যে অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বত্রই আছেন। মন্থনকার্য্য, ওঁকার জপদ্বারা লাভ করা যায়। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় তিনি সর্ব্বাবয়বেই অবস্থিত। সর্ব্বত্র তাঁহার যাইবার যোগ্যতা আছে। আলোক একস্থানে থাকি যেমন সমস্ত গৃহ আলোকিত করে তদ্রূপ আত্মবস্তুও একস্থানে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী। ভজনক্লেশ দ্বারাই সেই আত্মবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়।

'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

রাবণাদি তপস্যা করিলেও তাহাদের ভোগবুদ্ধি থাকায় ভগবানের কৃপা পায় নাই, উপনিষদের চরম ও পরম কথাই ভগবৎ-প্রাপ্তি, তদীয় সেবায় সুপ্রতিষ্ঠা।

তাং ২০।১০.৩০ পূর্ব্বাহ্ন

''য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥''

যিনি মায়ী, মাকড়সার ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। মাকড়সার জালে অন্য পোকা আটকাইয়া যায় কিন্তু তাহের শাবকাদি নিজজন অবাধে চলাফেরা করে, কোনপ্রকারে আটকায় না। সেইরূপ ভগবান্ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, আবার স্বয়ং তাহা গুটাইয়া লইতেও সমর্থ, এইরূপ লীলা নিরন্তর করিয়াছেন। তাহাতে মুক্তজীবরূপ তাঁর নিজজন কদাপি বদ্ধ হন না, কিন্তু অন্য সমস্ত জীব তদীয় মায়াজালে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। এই জাল বিস্তার ও সঙ্কোচন সমুদয়ই তদীয় নিত্যশক্তির কার্য্য। তাঁহাতেই সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হইতেছে। গীতায় বলেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥''

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে বাস করিতেছেন, তিনিই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। যন্ত্রারূঢ় ব্যক্তি যেমন সহজেই ভ্রামিত হয়, জীবগণও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্মে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে গঠিত তোমাদের প্রবৃত্তি অনায়াসে ঈশ্বরের প্রেরণায় কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি বিশ্বসৃষ্ট্যাদিতে একমাত্র হেতু। সহায় চান না। তিনিই সকল কার্য্যেই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। তদীয় ভক্তগণ কদাপি তাঁহার মায়াজালে আবদ্ধ হন না। তাঁহারা জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে একান্ত মুক্ত। 'যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে মহাত্মানঃ পরমাং গতিম্।'

ভগবানের সেবাজাতের পর মহাপ্রলয় হয় তাঁহাদের জন্মাদি নাই।

(ক্রমশঃ)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

১ দিনের

২৫ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৪ জানুয়ারী শনি অব ম সাতোনপাত্রী গোবিন্দকোদশী শুক্র ১৭৷২৪ ভরণী দৃষ্ট দি দ ২৪৷৩ সিদ্ধযোগ দ ৭৷২৪ পরে সাধ্যযোগ রা ৬৷৩১ বণিজকরণ দিবা ১৯ গতে বৃষ্টিকরণ রা ৩৷২১ গতে ববকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible] নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে পৌষ, ১৩৪২, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ সোমবার [২৫৬তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

পুলিশ ইন্সপেক্টরের মৃতদেহ

এলাহাবাদ রেলওয়ে লাইনের পাশে এক গ্রামে পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ এইচ বি হোনিং এর মৃতদেহ অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মিঃ হোনিং এলাহাবাদের অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় স্পেশাল অফিসারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রবিবার তিনি মেলা ক্যাম্প হইতে বাহির হন। মিঃ হোনিং কাশীর রিজার্ভ পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন।

প্রতারণার অভিযোগ

উত্তর বিভাগ পুলিশ কোর্টের আঞ্চলিক প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর কে মৈত্রের এজলাসে বাসুদেব বিড়িওয়ালা ও অপর ৯ জনের পক্ষে মিঃ কেদার নাথ ভৌমিক এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়া এক আবেদন পেশ করেন যে ৭ জন মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী ২২শে নবেম্বর হইতে ১৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে পগেয়াপট্টী, বড়বাজার, মানিকতলা বাজার ও অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন নামে জাল ফার্ম খুলিয়া বড়বাজারের অনুমান ৫০ জন বস্ত্র-ব্যবসায়ীকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আসামীগণ আবেদনকারীদের নিকট হইতে মাল লয় এবং তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য প্রথমে তাহাদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়াছিল। তৎপর আসামীগণ নাকি আবেদনকারিগণ ও অন্যান্যদের উপরোক্ত সময়ের মধ্যে অনুমান ২৫০০৲ টাকার বস্ত্র দিতে প্ররোচিত করে।

উপরন্তু এই অভিযোগও করা হইয়াছে যে, আসামীগণ ঐ সব মালের কতক বাজারে বিক্রয় করে এবং কতক তাহাদের কারবার বন্ধ করিয়া কলিকাতার বাহিরে পাঠাইবার চেষ্টা করে। এই সময় আবেদনকারিগণ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন।

দাঙ্গায় ৩ জন আহত

ব্যারাকপুর থানার অন্তর্গত মির্জ্জাপুর গ্রামে গত মঙ্গলবার একটি পরিবারের কয়েক ব্যক্তির সহিত অপর কয়েকজন গ্রামবাসীর দাঙ্গার ফলে ৩ জন আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, আহতদিগের মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অপর দুইজন ঐ রমণীর পুত্র। তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ বিশ্রামহেতু শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

ময়মনসিংহে ডাকাতি

ময়মনসিংহ গত শুক্রবার শেষ রাত্রিতে ফুলপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দখিলা গ্রামে একজন ধনী তালুকদারের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তালুকদার বন্দুকের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

প্রকাশ যে, রাত্রিতে বাড়ীর বাহিরে লোকজনের আওয়াজ পাইয়া একজন লোক লইয়া বাহিরে আসেন। বাহির হওয়া মাত্র বাহিরে যাহারা শব্দ করিতেছিল তাহারা তাঁহার উপর ইলেকট্রিক টর্চের আলো নিক্ষেপ করে এবং তাহাকে গুলী করে। গুলীর আঘাতে তাঁহার তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর আততায়ীরা সেই বাড়ী লুঠ করিয়া প্রায় চারি পাঁচ হাজার টাকা লইয়া যায়।

নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ফুলপুর থানার দারোগা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করেন। সার্কেল ইন্সপেক্টার ও পুলিশ সাহেবও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।

হাবসী সম্রাটের সমবেদনা

সুইডিশ রেডক্রশদল [illegible] হাওয়ায় হাবসী সম্রাট সুইডেনের প্রিন্স কার্লের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তার করিয়াছেন।

ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি হাবসী রেডক্রশদল স্বাস্থ্য দেজ্জার হেড কোয়ার্টাসে যাত্রা করিতেছেন। প্রকাশ যে, মিঃ হাইলাওয়ার এখনও জীবিত আছেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র মিঃ গণেশ সিং বি-এস-সি "রোলিং এয়ার ফিডার" নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রটি মোটর গাড়ীর মধ্যে বসাইয়া দিলে গাড়ী যখন চলিতে থাকিবে সেই সময়েও ইঞ্জিন শক্তির বলে মোটর টায়ার আপনা আপনি পাম্প হইয়া যাবে। মিঃ গণেশ সিং হাতেকলমে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, মোটর গাড়ীর টায়ার ফাটিয়া গেলেও এই রোলিং এয়ার ফিডার যুক্ত গাড়ী চলিতে থাকে।

অর্থনীতিক সম্মেলন

ঢাকায় ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের ১৯টি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এ এফ রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) যথারীতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ আজিজুল হক এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অতঃপর নির্ব্বাচিত সভাপতি মিঃ মনোহরলাল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

ভারতীয় অর্থনীতিক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক এল সি জৈন সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৬
কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ কোর্ট
(ছাপ পরে প্রাপ্ত)

১৩৬৩ মনিজারী ৩৫ দাবী ১১১৮৶৩

ডিঃ মনীন্দ্র নাথ কুণ্ডু দিং পক্ষে গার্জ্জেন রাধাবল্লভ পাল চৌধুরী

দেঃ যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু সাং চৌগাছাপাড়া পোঃ শান্তিপুর

শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর ৯নং ওয়ার্ড চৌগাছা পাড়ায় ২২ নং মৌজা ঠাকুরপাড়া মধ্যে ৮৯০ নং খতিয়ানে ৩৪৫৭ নং দাগে কায়েমী মৌরশী মকররী বাস্তজমি ১২৮৶ যাহার খাজনা ২৸৶ যাহা উপরিস্থিত পাকা কোঠাঘর ৩টা দালান [illegible] ।০ অংশ দেনদারের মূল্য আঃ ১০০৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের উক্তকালের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক পরিশিষ্ট সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎ
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো_রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস্_লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, সোমবার { ২৫৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় প্রয়াগে উপস্থিত হইয়াছেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ ও উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিসুধাকর মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া ফফামাউ নামক ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ প্রয়াগ ষ্টেশনে অবতরণ করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি সহ তদীয় পাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করিয়া রামবাগ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাঘম্বর নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। দ্রষ্টব্য বিষয় সমূহ এমন চমৎকারভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে সহস্র সহস্র যাত্রীর একসঙ্গে দর্শনের কোনই অসুবিধা হইবে না। যাত্রিগণ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়াই উক্ত প্রদর্শনী দর্শন করিতে যাইতে পারেন।

পাটনা গৌড়ীয়মঠে যে-সকল সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী স্যর গণেশ দত্ত সিং, পাটনার এ্যাডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর গোপীকৃষ্ণ লাল, উকীল শ্রীযুক্ত শিবনন্দন কুমার সিং, উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ, ছাপড়ার উকিল শ্রীযুক্ত মনোবিহারী লাল, শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ মুখার্জ্জী, উকীল শ্রীযুক্ত শুকদেব নারায়ণ, উকিল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত হরনন্দন প্রসাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "দি টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার ৫ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে লণ্ডনে যে হিন্দুমন্দির-স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, মুসলমানগণের উপাসনার জন্য লণ্ডনে এবং গ্রেট্ বৃটেনের আরও অনেক সামুদ্রিক বন্দরে কয়েকটী মসজিদ আছে। কিন্তু সমগ্র ইউরোপে কোথাও একটী হিন্দুগণের উপাসনার স্থান নাই। সুতরাং গৌড়ীয়-হিন্দুমিশনের ইউরোপে প্রচারের কেন্দ্ররূপে ঐ মন্দিরটি নির্ম্মিত হইলে হিন্দুজনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। ঐ মন্দিরের জন্য দক্ষিণ কেনসিংটনে একটী স্থান সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। যদিও জনৈক ইংরেজ স্থপতিকার উক্ত মন্দিরের প্ল্যান করিয়াছেন কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুধরণের হইবে। এই মন্দির হিন্দুগণের যে বিশেষ গৌরবের বিষয় হইবে ভবিষ্যতে কোনও সন্দেহ নাই। যে-সকল গোঁড়া হিন্দু সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপে যাইতে অনিচ্ছুক, ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহারাও সম্পূর্ণ হিন্দু-প্রণালীতে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া "কালাপানি" উত্তীর্ণ হইতে সম্ভবতঃ আর ভয় করিবেন না। গ্রেটবৃটেনের বিভিন্ন পত্রিকাও এই মন্দির-নির্ম্মাণ-সংবাদে আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দুগণও এই মন্দির-নির্ম্মাণে সহায়তা করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও 'কীর্ত্তন'-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ বি-এ ডি, বি-টি, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার করিতেছেন। বিভিন্ন স্থান হইতেও স্বামীজীর বক্তৃতা ও ভক্তিশাস্ত্র-পাঠের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সত্যব্রতদাস ব্রজবাসী এম্ এ, শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রমুখ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি মুখে প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরদর্শনে সমাগত যাত্রিগণের নিকট অশেষ যত্নের সহিত শ্রীধাম-মহিমা এবং ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

* * *

বড় দিনের ছুটিতে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। অনেকে ঘোড়ার গাড়ী ও মোটরযোগেও আসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্যোগে মায়াপুর হুলোরঘাট রাস্তাটী বর্ষার পর সংস্কৃত হওয়ায় গাড়ী আসিতে এখন আর বিশেষ কষ্ট হইতেছে না। কিন্তু বারিপাতের পর ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর এই রাস্তায় আসা সম্ভবপর নহে। ঐরূপ একটী প্রয়োজনীয় রাস্তা পাকা হওয়া উচিত। আমরা নদীয়া জেলাবোর্ডের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

"চলতি কাল"

দিনের পরে কাটছে কতই দিন,
রাতের পরে হচ্ছে আবার রাত্।
বারোটি মাস ঘুরছে বিরামহীন,
চলছি ভেসে কাল-স্রোতের সাথ্॥
কাণ যে আমার কত কথাই শোনে,
অন্তর তা'র বরণ ক'রে লয়।
ঐ ধনকারী মায়াজাল সে বোনে,
নানান্ কাজে মোহের পরিচয়॥
ইতর কথায় মনের যত প্রীতি,
হরিকথা শুনবে না সে কাণে,
বিমুখ চিত্তের এই তো যোগ্য রীতি,
কৃষ্ণগাথায় ধূসর আবেশ আনে॥
রসনা মোর কতই শক্তি ধরে,
ভেকের মত তাহার মুখরতা,
বিষয়ী ও গায় সে কণ্ঠ ভরে,
শ্যামের গানে নাইকো আকুলতা॥
মনটী আমার মলিন হ'ল হায়,
বক্ষে তাহার দারুণ ভোগের নেশা।
দাস হ'য়ে সে প্রভুর আসন চায়,
মুগ্ধ তাই হ'য়েছে তা'র পেশা॥
চোখে আমার মায়া অঞ্জন আঁকা,
বিশ্বনাথের বিভব নাহি হেরে।
ভোগের যোগে দৃষ্টিশক্তি বাঁকা,
দ্রষ্টা সেজে মরছে কর্ম্ম ফেরে॥
নাসা আমার কতই ঘ্রাণ পায়,
নির্ম্মাল্যেতে নাক যে মোটে যায়।
ত্বক্ সতত পরশ সুখ চায়,
(ভক্ত)-পরশকে কোথায় অকুল রতি?
গেল কত বর্ষা শরৎ শীত,
এল কত ফাগুন ভোরের বেলা,
কত গ্রীষ্ম, কত হেমন্তিকা,
সময়-চোরে করল ধূলো খেলা।
মুখ আমি হরিকে বলে হায়!
(হরি) সেবা বিনা বৃথায় দিন যায়॥
হরিসেবায় দিতাম যদি প্রাণ,
সময় মোরে দিত অতুল দান।

শ্রীঅপর্ণা দেবী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ নারায়ণ, সর্ব্বাণির সম্বৎসর ৪৪২

সুধা হইতেও গরল আকর্ষণ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যচরিত আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি গৌরজন ও পুরমহিলাগণকে হরিনাম করাইবার জন্য ক্রন্দন করিবার এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উঁহারা হরিনাম না [illegible] তিনি চীৎকার করিতে থাকিতেন আর যেই কৃষ্ণনাম বা হরিনাম, অমনি দাবানলে প্রবল বারিপাতের ন্যায় সব ঠাণ্ডা—ক্রন্দনের লেশমাত্র নাই; ক্রমে ক্রমে কচি মুখের মৃদু কি হাসির ফোয়ারার উদয়। তিনি যে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শিক্ষা-প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সৌভাগ্যবন্ত জনগণ চন্দ্রগ্রহণের বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার লক্ষ্য করিতেছেন ঐ ক্রন্দন ও হরিনাম-শ্রবণে ক্রন্দন বন্ধের লীলায়।

একদিন আর কিছুতেই ক্রন্দন বন্ধ হয় না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বলিলেন, হিরণ্য ও জগদীশের গৃহে আজ হরিবাসর-তিথিতে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে; সেই নৈবেদ্য আমি চাই, না দিলে কিছুতেই আমার কান্না বন্ধ হইবে না। উক্ত বিপ্রদ্বয় পরমপণ্ডিত এবং শ্রীগৌর-ভগবানের নিত্য পরিকর। ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্রই তাঁহারা অ[illegible] ত্বরায় বিষ্ণুনৈবেদ্য আনিয়া বিশ্বম্ভরকে দিয়া স্ব-স্ব-ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেবাগ্রহণ ও সেবা করা—এই কার্য্যদ্বয়ের মধ্যে ভগবান্ ও ভক্তের যে সুধাময় সম্বন্ধ তাহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া মাদৃশ "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"র অধিকারী শ্রীশ্রীগৌরহরির উক্ত ভক্তবাৎসল্য-লীলা-সুধা হইতে স্বকপোল-কল্পিত গরল আকর্ষণপূর্ব্বক দুইটী অপসিদ্ধান্তের সৃষ্টি করিয়া থাকেন (১) শিশুমাত্রই ভগবৎস্বরূপ পরম পবিত্র; শৈশবে সংসারের আবিলতা হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হওয়ায় উহারা অমল হৃদয় এবং ভগবানের ন্যায় পূজ্য; (২) একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস করিয়া আত্মাকে (?) কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই

একেই মা মনসা, তা'তে আবার ধূনোর গন্ধ! জড়ভোগের জন্য আমি না করিতে পারি কি? এই মহিমার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়নেও আমার বিন্দুমাত্রও ভয় হয় না। এখন এই ভোগপর

"গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা"

(উপদেশক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য)

'গুরু' শব্দের প্রচলন সর্ব্বত্রই দেখা যায়। 'গুরু' শব্দের সাধারণ অর্থ ভারী বা বৃহৎ। যাবতীয় লঘু পদার্থ সমূহ যাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হয় তিনিই গুরু। স্বয়ং ভগবান্‌ই একমাত্র জগদ্‌গুরু এবং তদীয় প্রকাশ-বিগ্রহ বা পার্ষদভক্তগণ ভগবদভিন্ন বলিয়া তাঁহারাও জগদ্‌গুরু নামে অভিহিত হন। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১০ম বিলাস ৯৩ সংখ্যা-ধৃত আদিপুরাণোক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "হে ধনঞ্জয়, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, অতঃপর আর কি দুর্ল্লভ হইতে পারে। ভক্তগণই নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তগণের গুরু। যেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে 'গুরু' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেহেতু ব্যবহারিক জগতের প্রত্যেক কার্য্যে গুরুর আবশ্যকতা দেখা যায়। অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষায় গুরুর প্রয়োজন, নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি শিক্ষাতেও গুরুর প্রয়োজন। জড়শিল্পবিদ্যা-শিক্ষাতে গুরুর প্রয়োজন এমন কি জন্মগ্রহণের পরে আমাদিগকে হাঁটাইতে, কথা বলাইতেও গুরুর প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করি। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের জড় শরীরের জন্মদাতা পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও গুরু বলিয়া আমরা মান্য করি। কিন্তু এই সকল ব্যবহারিক গুরুগণের যে গুরুত্ব, তাহা আংশিক গুরুত্ব। যেহেতু তাঁহারা আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। একমাত্র দিব্যজ্ঞান-দাতা পারমার্থিক গুরুরই পূর্ণ গুরুত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, ব্যবহারিক জগতের গুরুগণের নিকট আমরা যে-সকল শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি তাহা দ্বারা আংশিকজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। খণ্ডিত জ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানদাতা ব্যক্তিগণকেই ব্যবহারিক বা লৌকিক গুরু বলা হইয়া থাকে। কিন্তু "যজ্‌জ্ঞাত্বে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি" — এই শ্রুতিবাক্যে যে পূর্ণজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞানের বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই জ্ঞান যাঁর কৃপায় লাভ হয় তিনিই একমাত্র পূর্ণগুরু বা পারমার্থিক গুরু।

পরমার্থ-জগতে আজ পর্য্যন্ত কেহই পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত পরমার্থ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। অতএব পরমার্থ-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণকে পারমার্থিক সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবার নিমিত্ত সাত্বতশাস্ত্রসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা, গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনিই আত্মঘাতী।

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

(ভাঃ ৫।১২।১২)

হে রহূগণ! মহাভাগবতগণের পদরেণুতে অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

(চরিতামৃত)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয় তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

(ভাঃ ১১।৩।২১)

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন তিনিই সদ্‌গুরু॥

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)

সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্‌হস্তে বেদ তাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(গীতা ৪।৩৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন,—"তুমি জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর, গুরুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন

এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন,

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসজ্‌জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় ভ্রম, প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট বদ্ধজীবকুলের মঙ্গলার্থে শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া সদ্‌গুরুর সেবা ও পরিপ্রশ্ন দ্বারা দিব্যজ্ঞানলাভের সঙ্গে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-শ্রবণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—

সর্ব্বদেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১২১)

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রুতিব্যাখ্যা

(২)

'এষো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য
ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥'

তিনিই একমাত্র রুদ্র। রুদ্রশব্দে শৈবগণ শিবকেই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ ছাড়া আর কেহ রুদ্র নহেন। বেদের নানাস্থানে বজ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি নানা দেবদেবীকে উপাস্য বলা হইয়াছে। তাহার মুখ্যার্থে ঐ সমস্ত দেবদেবীর সমস্ত শক্তির একমাত্র মূলাধার ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বেদান্তের সমন্বয়াধ্যায়ে বহু শ্রুতি স্মৃতির বচন ও যুক্তিদ্বারা যাবতীয় নামের একমাত্র লক্ষ্যভূত কৃষ্ণই স্থিরীকৃত হইয়াছে। রুদ্রাদি নাম তাঁহার এক একটী বিশেষ কার্য্যজ্ঞাপক। 'ঋতে নারায়ণাদীনি' প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তিনি কেশব, নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটী নাম স্বায়ত্তীকৃত রাখিয়া অন্য নামগুলি সেই সেই শক্তির বা কার্য্যের আধিকারিক দেববৃন্দকে দান করিলেন। রুদ্রের কার্য্য সংহার করা। সুতরাং সংহারিণী শক্তি মহাদেবকে দিয়া তাঁহাকে রুদ্র নাম প্রদান করিলেন। ব্রহ্মসংহিতার রুদ্রের পরিচয়ে বলা হইয়াছে—

'ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥'

দুগ্ধে অম্লরূপ বিকারের যোগে দধি নামক পদার্থ পাই। কিন্তু ঐ দধি দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ। যে গোবিন্দ সেইরূপ সংহার কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি। শম্ভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, তাঁহার ঈশ্বরতা গোবিন্দের অধীন। বিষ্ণুই তমোগুণ অঙ্গীকার পূর্ব্বক রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন। জীবগণ তাঁহারই শাসনে এবং নিষ্কপট কৃপায় সংসারমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে। শিব মঙ্গলময়, হর নিয়ামক, মহাদেব—সর্ব্বাপেক্ষা মহান্। তিনি বিশ্ব রচনা করিয়া বাস করেন এইজন্য কৃত্তিবাস। বৃহত্ত্বহেতু ব্রহ্ম নাম। পূর্ণ ঐশ্বর্য্য থাকায় ইন্দ্র নাম। পুরুষোত্তমের এই সমস্ত গুলিই নাম। একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ এই সমগ্র জগতের নিয়মনকার্য্য করিয়া থাকেন।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে॥"

একমাত্র সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব গোবিন্দ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত হয়েন। তিনিই অদ্বিতীয়। গীতায় বলিয়াছেন—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে
অন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা
নিয়তাঃ স্বয়া॥"

আমায় বহির্ম্মুখ যে সকল জীব, তাহারা কামনাবশে উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি তাহাদিগকে পরিচালন করে। তাঁ'দের বাধ্য হইয়া তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করিয়া অন্যান্য দেবতার শরণাগত হয়। আপনাদিগের যে-প্রকার প্রকৃতির বশ্যতা, তাদৃশ দেবতার উপাসনা। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত জীবগণ একমাত্র বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ৬টী সাত্ত্বিক, ৬টী রাজস ও ৬টী তামস। সাত্ত্বিক পুরাণ ব্যতীত অন্যগুলিতে তাদৃশ প্রকৃতির জীবের জন্য অন্যান্য উপাসনার বিধান আছে। কিন্তু সাত্ত্বিকগণ তাহা হইতে কেবল বিষ্ণুর আরাধনার অনুকূল মতগুলিই গ্রহণ করিবেন। অন্যগুলি বর্জ্জনীয়। অন্যদেবগণ ভগবচ্ছক্তি এবং পরিপূর্ণবস্তু কৃষ্ণচন্দ্রেরই উপাসনা করেন। 'স ভূম্যান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি।' তিনি অন্তর্য্যামিরূপে বাস করিতেছেন। ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং রুদ্ররূপে সংহার করেন।

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো-
বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী
জনয়ন্ দেব একঃ॥"

ভগবানের চক্ষু সর্ব্বত্র যায়। তিনি বদ্ধজীব নহেন। আমরা চক্ষু দ্বারা কেবল দর্শন ব্যতীত কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু গোবিন্দের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে পূর্ণ-শক্তিমান্। ব্রহ্মসংহিতায় ব'লেছেন—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

তিনি সর্ব্বদর্শী, একস্থানে থাকিয়াই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মনকার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিয়মনে কোন প্রকার ব্যাঘাত নাই। তিনি সমস্ত অঙ্গ বিস্তারপূর্ব্বক বাস করেন। ভগবদ্-রাজ্যে আধিকারিক দেবগণ কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। 'যস্মাদ্বাতি পবনঃ…' ভগবৎ শাসনে প্রত্যেক দেবদেবী যথাযথ কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই পরমপুরুষের শাসনে ইন্দ্রাদি প্রত্যেক দেবতা তদীয় নিয়মনকার্য্যে বাধ্য হইয়া চলিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের একটুও স্বতন্ত্রতা নাই। সেই ভগবান্ পৃথিবী, অন্তরীক্ষাদি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জীবকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন।

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো
রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো
বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

যাবতীয় সুবিধার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টাবান্ আছেন। তিনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। দ্বিতীয় মহাবিষ্ণু গর্ভোদশায়ী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন গুণাবতারের প্রাকট্য। অন্যান্য অবতার তাঁহা হইতেই। মহৎ হইতে অহঙ্কার, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবগণ উৎপন্ন। এই সকলের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মসংহিতার বচন—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ব্রহ্মাণ্ডের নাথগণ মহাবিষ্ণুর লোমবিবর মধ্যে প্রবেশ করেন, সুতরাং অনিত্য। ইন্দ্রাদিকে উপাসনা করিলে দিন কয়েক পরে পতন অবশ্যম্ভাবী। চতুঃশ্লোকীতে উক্ত হইয়াছে—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥"

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আমিই একমাত্র বর্ত্তমান। কৃষ্ণই সকলদেবের নামী। প্রত্যেকেই তাহা হইতে উদ্ভূত। তদীয় শক্তি ব্যতীত কাহারও শক্তি নাই। তিনিই বিশ্বের মালিক। জড়জগতের আধিপত্যের অভিমান দেখিয়া পৃথিবী হাস্য করেন। ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ব'লেছেন—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। তিনি পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে জন্ম দিয়াছেন। তিনি আমাদের বুদ্ধি শুভকার্য্যে নিযুক্ত করেন, যাহাতে আমরা পরমশ্রেয়োলাভে যত্নবান্ হইতে পারি।

"যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা
পাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভি-
চাকশীহি॥"

হে রুদ্ররূপিন্ হৃদয়গুহায় অবস্থানপূর্ব্বক মঙ্গলবিধাতা, আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। আপনার মূর্ত্তি মঙ্গলময়ী বিশুদ্ধসত্ত্বরূপা।

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তাঃ ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া অথচ তাঁহাদের প্রতি অসূয়াশূন্য হইয়া শান্ত নারায়ণের কলা সকলকে ভজনা করেন। নারায়ণের মূর্ত্তিই একমাত্র শান্তমূর্ত্তি, চন্দ্রবিম্বতুল্য আহ্লাদিনী। ভগবত্তত্ত্ব স্মরণমাত্রে পাপবিনাশক।

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি
বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥"

যাঁ'দের স্মরণমাত্রেই মানুষের সমুদয় গৃহ পর্য্যন্তও পবিত্র হয়, তাঁ'দের দর্শন, স্পর্শ, পাদশৌচ, আসন প্রভৃতি দ্বারা যে সমস্ত শুদ্ধ হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? সাধুদিগেরই এইরূপ প্রভাব। তাঁহাদের হৃদয়ে গোবিন্দের আবাসহেতুই এই প্রকার প্রভাব। ভগবানের উপাসকের এইরূপ শক্তি থাকিলে তাঁহার স্মরণে যে সমস্ত পাপ নাশ পাইবে, সে ত অত্যন্ত তুচ্ছ কথা, তাহাতে তাঁহার মহিমা আর কতটুকু বলা হইল? আপনার পূর্ণানন্দরূপা তনুদ্বারা আমাদের প্রতি কৃপা করুন। জীবের পালন ও সুখবিস্তার করুন।

"যামিষুং গিরিশ তে হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ
পুরুষং জগৎ॥"
গিরো হিত্বা ত্রায়সে সুখং দদাসি তং
গিরিত্রঃ।

আপনি অন্তকালে সংহারার্থ যে অস্ত্র পরিত্যাগ করেন তাহা আমাদের মঙ্গলবিধানের জন্য। রুদ্রের হস্তে ত্রিশূল—ত্রিবিধতাপ। হরিবহির্ম্মুখ জনগণের মঙ্গলবিধান জন্য ঐ ত্রিশূল নিক্ষেপ করুন।

"ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং
সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং
জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি॥"

আপনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। আপনি প্রতি শরীরে অবস্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণীতে গুপ্ত র'হিয়াছেন। চক্ষু অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে দেখে, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয় তাহাকে দেখে না। তিনি বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক। তাঁহাকে জানিয়া জীব অমর হয়, জন্মমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষিত হয়।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ
বিদ্যতেঽয়নায়॥"

আমি সেই পুরুষকে জানি, তিনি মহান্, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপক। অজ্ঞানের পরপারস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের অষ্ট আবরণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে। তখন আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইলে আমাদের মৃত্যু ও জন্মাদির ভয়।

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তম-
শ্লোকবার্ত্তয়া॥"

কৃষ্ণকথায় ব্যাপৃত থাকিলে নিত্যমঙ্গল লাভ হয় বলিয়া ঐ সময় ব্যর্থ হয় না। আয়ুর জন্মমৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। তাঁ'র পাদপদ্মগমনের অন্য কোন পথ নাই।

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া
নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎ-
পাদরজোঽভিষেকম্॥"

মহাজনের আনুগত্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে পৌষ, ১৩৪২. ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার [২৫৭তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জার্ম্মাণ সরকারের কাণ্ড

১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে জার্ম্মাণীর সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠান হইতে "অনার্য্যগণকে" সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করা হইবে। ঐ তারিখে জার্ম্মাণ হাসপাতালসমূহের প্রত্যেক ইহুদী চিকিৎসককে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। 'অনার্য্য' বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। প্রায় ৩০ হাজার 'আর্য্য' পরিচারিকা ও পাচককে ইহুদী বাড়ীর কাজ ছাড়িতে হইয়াছে।

হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জি ডি ম্যাকনেয়ার ২রা জানুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকিবেন। ঐ সময় তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য মিঃ এন জি এ এডগে আই সি এস বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রধান বিচারপতির কার্য্যে যোগদান

বড়দিনের ছুটীর পর গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট খুলিলে প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার তৎসহ বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো আদিম বিভাগের মামলা সম্পর্কিত আপীলের বিচার করেন।

শিক্ষকের বীরত্ব

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সরকার নদীয়া জেলা কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত মালপাড়া স্কুলের একজন শিক্ষক। সম্প্রতি মালপাড়া গ্রামবাসী একটী চিতাবাঘের আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিকারার্থ শ্রীযুক্ত সরকার একটি দল গঠন করিয়া লাঠি ও দা ইত্যাদি লইয়া উক্ত চিতাবাঘের সন্ধানে বাহির হন। চিতাবাঘটী একটি ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সহসা শ্রীযুক্ত সরকারকে আক্রমণ করে। শ্রীযুক্ত সরকারের হাতে একটী মাত্র ছোরা ছিল। বাঘের আক্রমণে তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়; কিন্তু তিনি বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঘের দেহে ছোরা বসাইয়া দিতে সমর্থ হন। ফলে বাঘটী মারা যায়।

ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ

লাহোর ষ্টেশনে একটী কামরার মধ্যে তালাবদ্ধ একটী প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কের মধ্যে জনৈক শিখের একটী মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, রেলের একজন খালাসী গাড়ীর কামরাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় একটি কামরার মধ্যে তালাবদ্ধ একটী বৃহৎ ট্রাঙ্ক দেখিতে পাইয়া পুলিশকে খবর দেয়, পুলিশ দেখিতে পায়, সম্ভবতঃ বিষ প্রয়োগে লোকটীর মৃত্যু সঙ্ঘটন করা হইয়াছিল।

কাষ্ঠ বিশেষজ্ঞের আবিষ্কার

উইসকনসিনের কাষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মিঃ আলফ্রেড ওলসেন কাষ্ঠকে লৌহের ন্যায় শক্ত করিয়া দিতে পারেন। সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক পন্থায় যে কোন কাষ্ঠখণ্ডকে এমন শক্ত করিয়া দিতে পারেন যে, ২৫ হাজার পাউণ্ড চাপ পড়িলেও সে কাষ্ঠের কিছুই হইবে না।

মিঃ ওলসেন বলেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা লৌহদৃঢ় করা সম্ভব হইয়াছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শীঘ্রই কৃষিক্ষেত্রে ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রের পরিবর্ত্তে তাহার লৌহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইবে।

যুবকের উদ্যম

ওস্কার স্পেক নামক জার্ম্মাণ যুবক প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে হবারের নৌকায় হামবুর্গ হইতে পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি পুরীতে সমুদ্রতীরে অবতরণ করেন। তিনি একাকী সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়াছেন। পথে তাঁহাকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

সমালোচনার অভিযোগ

"হকত" নামে একখানি দৈনিক উর্দ্দু পত্রিকার সম্পাদক আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁহার বিরুদ্ধে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারানুসারে যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। গত ২৬শে নবেম্বর মিঃ রহমান এই মর্ম্মে তীব্র সমালোচনা করেন যে, লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুসলমানদের সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতীত্বের আশ্রয় লইয়াছেন।

কলিকাতা ত্যাগ

গত ৩রা জানুয়ারী শুক্রবার প্রাতঃকালে বড়লাট ও তদীয় পত্নী কলিকাতা ত্যাগ করেন।

এতদুপলক্ষে ভোর হইতে অনুমান ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হ্যারিসন রোডের কিয়দংশ ও হাওড়া পুলের উপর দিয়া যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কিছুক্ষণের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

সভা নিষিদ্ধ

বর্ত্তমানে লাহোরে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্ত্তমান থাকায় লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আগামী ৯ই জানুয়ারী ও পরবর্ত্তী কয়েক দিবস লাহোর জেলায় মজলিস ইত্তেহাদ-ই-মিল্লাতের যে সম্মেলন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, সেই সম্মেলনের অধিবেশন লাহোর জেলায় করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন। সহিদগঞ্জ মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলায় যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে; সে সম্বন্ধে আলোচনা করাই উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য। উক্ত সম্মেলনের ফলে হাঙ্গামা বা সংঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা থাকায় অবিলম্বে উহা বন্ধ করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট উল্লেখ করিয়াছেন।

মেডিকেল কন্‌ফারেন্স

ঢাকা বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল কনফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাব-লিসেন্সিয়েটদের দুঃখ দুর্গতি বর্ণনা করেন। প্রেসিডেন্ট লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল কনফারেন্সের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

ইহুদী বিদ্বেষ

ওয়ারস টেকনিক্যাল হাইস্কুলের পরিচালক সমিতি এই আদেশ করিয়াছেন যে অতঃপর ইহুদী বালকদের জন্য ক্লাসে পৃথক আসন থাকিবে। এই নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে অপরাধী ইহুদী হউক কি অপর কেহ হউক বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইবে। যখন এই আদেশটী পাঠ করিয়া শুনান হইতেছিল তখন ইহুদী ছাত্রগণ প্রতিবাদ স্বরূপ ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যায়।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জ্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্ববিধ প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো_রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ নারায়ণ, শ্রাবণ্ গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত

"জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ম্ময়।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

"শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গৌরগণ ও নিত্যানন্দগণ উভয়গণেই গণিত। তাঁহার আবির্ভাবস্থান পূর্ব্বদেশে—যশোহর অঞ্চলে। তাঁহার পিতা কমলাক্ষ—গঙ্গার বন্দ্যঘটীয় ভট্টনারায়ণের পুত্র। কমলাক্ষ ও তদীয় পত্নী উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। তাই বোধ হয় ভগবৎপার্ষদকে নন্দনরূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগৃহীত অপর কাহারও বৈষ্ণবের আনন্দবর্দ্ধন সম্ভবপর নহে।

পিতামাতার অপ্রকটের পর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত স্বীয় ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা মহেশকে লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বৈষ্ণবসঙ্গে বাস করিবার মানসে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ের (শ্রীযোগপীঠের) নিকটেই বাসভূমি নির্ম্মাণ করেন। শৈশবে শ্রীগৌরসুন্দর হরিবাসর-তিথিতে যে দুইজন ভাগ্যবানের গৃহের নৈবেদ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজন এই জগদীশ পণ্ডিত। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে নাম প্রেম-প্রচারার্থ নীলাচলে গমন করেন। পরে শ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ-সহ চাকদহ থানার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী যশড়া গ্রামে আগমন করেন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন। প্রবাদ, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীক্ষেত্র হইতে উক্ত শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ একটী যষ্টিতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। যশড়ার অদ্যাপি শ্রীযশড়াপাটে একটী যষ্টি "জগন্নাথ-বিগ্রহ-আনা যষ্টি" বলিয়া সেবায়েৎগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়া গ্রামে গমনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন বিহার, হরিকথা কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের সেবিত শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি প্রথমতঃ গঙ্গাতীরে এটবৃক্ষের নীচে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরে লোকাড়ী-কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। সেই মন্দির জীর্ণ হইলে স্থানীয় কোন ভক্তিমতী মহিলা তাহা সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরটী চূড়াবিহীন সাধারণ গৃহাকার। সম্মুখে একটি নাতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধাবল্লভজীউ ও দুঃখিনী মাতার স্থাপিত গৌরগোপাল-বিগ্রহ। মহাপ্রভু যখন যশড়ায় পণ্ডিতের গৃহে পদরজে পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন তখন দুঃখিনীমাতা গৌরবিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহাপ্রভু গৌর-গোপালবিগ্রহরূপে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদবধি শীতবর্ণ গৌরগোপাল বিগ্রহ তথায় সেবিত হইতেছেন।

যদিও গঙ্গা একসময় শ্রীপাটের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে সিদ্ধ শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী যশড়াগ্রামে ভজন করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে কালনায় গিয়া অবস্থান করেন। কিন্তু তখনও মধ্যে মধ্যে যশড়ায় শ্রীপাটে আগমন করিতেন।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের প্রকট তিথি শুক্লা দ্বাদশী। এই তিথিতে গত পরশ্ব শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত মহাশয়ের পূত চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দগতপ্রাণ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের সেবা-পূজা তখনই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে যখন আমরা প্রভু নিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ অনুসারে নিরন্তর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা দীক্ষায় অনুপ্রাণিত থাকিব,—যখন কৃষ্ণেতর চিন্তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করিয়া গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যবার্ত্তার প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া তৃণ হইতে সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত থাকিব। সঙ্কীর্ত্তন-সুরধুনীতে শ্রীগৌরগোপাল ও শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্ম বিধৌত করিতে পারিলে শ্রীল পণ্ডিত মহাশয় আনন্দিত হইবেন এবং তাঁহার পূজা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমামৃতে জগৎ প্লাবিত করিয়া পবিত্র করিয়াছেন। সেই প্লাবনে যাঁহারা স্নান করিবার সৌভাগ্য পান তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতার্থম্মন্য। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রেমের প্লাবনের নামে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কপটতার যে প্লাবন দৃষ্ট হয় শ্রীল পণ্ডিত মহাশয় তাহা সর্ব্বদাই গর্হণ করিয়াছেন। কারণ, কপটতার কখনও নিরস্ত কুণ্ঠ পথে নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা-লাভের সম্ভাবনা নাই। তাই মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন "কপটতা হৈলে দূর। প্রবেশে প্রেমের পূর॥" এত আবনার অতীত বাক্যে যে রসচমৎকারিতার প্লাবন রহিয়াছে পণ্ডিত মহাশয় তাহারই অধিকারী ছিলেন এবং

ভজনের তৃতীয় প্রতিবন্ধক

[শ্রীপাদ ভূদেব ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য]

অচিন্ত্যলীলাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি স্বজনগণের নিকট বাল্যলীলার অনুকরণ করিয়া সেই বৎসল রসরসিকাগণের সেবানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সুস্নিগ্ধভাবে জননজননীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, চরণপদ বারম্বার চালনা করতঃ অস্ফুট ও মধুরস্বরে শব্দ করিতেছেন, ক্রোড়ে আরোহণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, ক্রোড়ে উঠিয়া আনন্দ করিতেছেন, ক্রোড়ে উঠিতে না পারিলে ক্রন্দন করিতেছেন কখনও বা স্তন্যপান করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন এবং পুনরায় জাগরিত হইয়া হর্ষ প্রদান করিতেছেন। এইরূপ নাগরিক বাল্যক্রীড়া গত হইলে রোহিণীনন্দনপ্রমুক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি অর্থাৎ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে যশোদা দেবী উত্থান-সম্বন্ধীয় অভিষেক উৎসব প্রবর্ত্তিত করিলেন। শিশুর অঙ্গ পরিবর্ত্তন পার্শ্বে তির্য্যক্‌ভাবে শয়ন করিবার চেষ্টাকে উত্থান বলে। কেহ কেহ শিশুর গৃহনির্গমনরূপ সংস্কারকে উত্থান বলেন। সেই দিবস যথাবিধি স্নানাদিদ্বারা শিশুর অভিষেক করা কর্ত্তব্য।

নন্দালয়ে মহামহোৎসব, চতুর্দ্দিক হইতে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন, বালকরূপী কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদের আশা মিটিতেছে না। মাতৃগণ নিজ নিজ পুত্রকে ভূমিতে রাখিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করিতেছেন। ক্রোড়ে পাইয়া কৃষ্ণের মুখপদ্ম চুম্বন করিতেছেন আর বলিতেছেন, নারায়ণ ইহাকে রক্ষা করুন। ইহার শত্রু বিনষ্ট হউক।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শুভ স্বস্ত্যয়ন কার্য্যাদি সমাধা করিলেন। নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণগণকে বহু গো, বৎস, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি দান করিলেন। পুরস্ত্রীগণ নানাবিধ কৌতুক ও গীতবাদ্যাদিদ্বারা যশোদাদেবীর আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাবশে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলে যশোদা দেবী বিপ্রকে সেই মহামূল্য অত্যুৎকৃষ্ট মহরত্নমাল প্রদান করিয়াছেন। প্রতিদান-গ্রহণের বেনোপাধি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে শুদ্ধ সেবক হইতে পারিলেই পণ্ডিত মহাশয়ের সেই দানের অধিকারী হওয়া যাইবে। তাঁহার দানগ্রহণের স্পৃহায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই। সুতরাং বেনোপাধি হইতে স্বতন্ত্র। ঐ দান চাওয়া অর্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবার অধিকারলাভের স্পৃহা।

পুত্রকে ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ শকটের নিম্নপ্রদেশে বিরাজিত পালঙ্কে শয়ন করাইয়া তথায় সমবয়স্ক বালকদিগকে কৃষ্ণের নিকটে রাখিয়া গেলেন। প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল যশোদা দেবী পুত্রকে দেখিবার জন্য আসিলেন না। ইত্যবসরে দুষ্ট কংসের প্রেরিত 'উৎকচ' নামক দৈত্য আকাশে থাকিয়া পুতনাবিনাশী বালককে একটি বিশাল শকটের নিম্নে দেখিয়া অপ্রকাশ্যভাবে শকট মধ্যে প্রবেশ করিল। দৈত্যাবেশে শকটের চক্র ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ধুরা বক্র ভাব ধারণ করিল; তখনই কৃষ্ণ স্তন্যপানের জন্য রোদন করিতে করিতে চরণযুগল ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ও কোমল চরণাঘাতে সেই বিশাল শকট উল্টাইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। ঐ অসুর শ্রীকৃষ্ণের পদাঘাতেই বিনষ্ট হইল। তাহার বায়ুশরীর কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হইল না।

শকট মহাশব্দে পতিত হইলে যশোদা দেবী বিস্মিত হইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া পুত্রকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। এই শকট কিরূপে স্বয়ং বিপর্য্যস্ত হইল। এ কি কোন দৈত্যাদির কর্ম্ম? না কোন গ্রহাদির কর্ম্ম? প্রভৃতি চিন্তাস্রোতযুক্ত সংশয়াপন্ন গোপগোপীগণের সম্মুখে অবাস্তব শিশুগণের মধ্যে একজন অস্পষ্টভাষী (তোতলা) শিশু বলিতে লাগিল—"শ্র-শ্র-শ্র-শ্রম পা-পা-পা পার্শ্বঃ শ্রূয়তাং, য-য-য় যদা চ-চ চরণ মু-মুষ্টাপিতবানয়ম্, ত-ত-ত-তদা তে-তেন স্পৃষ্টমাত্রো ডি ডি-ডি ডি ডীন ইবোদ্‌বৃত্তঃ সোহয়ং শ-শ-শকট হাত।"

অর্থাৎ আমার নিকট শ্রবণ কর। যখন কৃষ্ণ চরণ তুলিয়াছিল তখন তাঁহার স্পর্শমাত্রে এই শকট ঊর্দ্ধে উঠিয়া যেন ডীন অর্থাৎ পক্ষীর মত উড়িয়া গিয়াছিল।

ঐ বালকের কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। যশোদাদেবী "কৃষ্ণকে গ্রহে আক্রমণ করিয়াছে" এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পিতা পুনর্ব্বার স্বস্ত্যয়ন, অভিষেক ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধানাদি কার্য্য দ্বারা বালকের মঙ্গল কামনাপূর্ব্বক যশোদার ক্রোড়ে পুত্রকে প্রদান করিলেন এবং উক্ত মহা শকটের পূজা করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এই শকটাসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'শকটাসুরভঞ্জন' নামে বিদিত হইলেন—

শ্রীকৃষ্ণের শকট-ভঞ্জ-লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" গ্রন্থে এইরূপ দেখিতে পাই,—

"যাঁহারা বৈধধর্ম্মের সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাঁহারা রাগানুগত্য করিতে পারেন না। অতএব ভারবাহিস্বরূপ দুষ্টমতিক শকট ভঞ্জ করিয়ে

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভুলিতে ভুলিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তৃতীয় প্রতিবন্ধক দূর হয়। দুষ্ট গুরুগণ অধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভাববাদী জনগণকে মঞ্জরী সেবন ও সখীভাবগ্রহণে উপদেশ দিয়া গুরুত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐসকল উপদেশ-মতে উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন, যে হেতু ঐসকল আলোচনায় আর গভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাঁহারাও উদ্ধার পাইতে পারেন। ইহাই শকটভঙ্গ।

"তৃতীয়ে ভারবাহিত্বং শকটং বুদ্ধিমর্দ্দনম্"।

বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তিমার্গ বহু মতবাদরূপ কণ্টকে আচ্ছন্ন। আত্মার সহজ বৃত্তিই ভক্তি বা ভগবৎ-সেবা, ইহা ভুলিয়া দেহ ও মনের সহজবৃত্তি কামকে যাঁহারা ভক্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেখী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী ইত্যাদি নামে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। এবং নিজ নিজ ঘৃণিত মনোবৃত্তিগুলিকে রাগভজন বলিয়া চালাইতেছেন। ধন্য কলির প্রভাব! তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দুর্গম দুর্গ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাসের সাহস দেখাইতেছেন, মনে মনে সিদ্ধ ব্রজবিদেহীত্ব অভিমানপূর্ব্বক গৌরবিদ্বেষী হইয়াছেন। কেহ বা শাস্ত্র ও মহাজনবিহিত চারি আশ্রমীর বেশ অগ্রাহ্য পূর্ব্বক কল্পিত বিধানে "সখীবেশ" গ্রহণ ও "ছড়ানাম" কীর্ত্তন দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধী ও নামাপরাধী হইয়াছেন।

বাস্তবিক ইঁহারা কেহই শুদ্ধভক্তির পথ অবগত নহেন। ছলভক্তিদূষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রবাণী তাঁহাদের নিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হন না। সুতরাং তাঁহারা ভক্তের বেশগ্রহণ করিয়াও অপরাধী। শুদ্ধভক্তের চিন্তাস্রোত সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাই—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নহি অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু উজ্জ্বলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই। শ্রীল দেবকীনন্দনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় প্রাকৃত দেহে সখীবেশ বা সখীভেকগ্রহণ অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া দেখিতে পাই।

দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ, বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গান শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস।
তাঁর ভাই বন্দোঁ শ্রীবনমালী দাস।
সখীভেক ত্যজি কৈল গোপীপদ আশ॥

স্বজীবের ভোগ ও ত্যাগবাসনা প্রবল হইলে আমি ব্রহ্ম, আমি গোপাল, আমি ললিতা, যশোদা বা নন্দ, ইনি গৌরনিত্যানন্দের মিলিত-তত্ত্ব, আমি কল্কি, আমি শিব, আমি গৌরাঙ্গের অবতার ইত্যাদি অহংগ্রহোপাসনারূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। ইহারা জন্ম-জন্মান্তরে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। সাধক সাবধান! ব্রজবাসীর আনুগত্যই প্রার্থনীয়। আমি বৈষ্ণব, এরূপ চিন্তাও মায়াবাদোত্থ। বৈষ্ণবের দাসানুদাসত্বই শুদ্ধভক্তের আকাঙ্ক্ষণীয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলেন,—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

শ্রীল যদুনন্দনদাস ঠাকুরের উক্ত শ্লোকার্থ এইরূপ—

শুন দেবি, তোমার শ্রীচরণের দাসী।
হইতেই মোর ইচ্ছা সদা অভিলাষী॥
তোমার সখের সখী তোমার সমান।
কেন সখীভাবে সদা মোর পরণাম॥
অতএব তুয়াপদে এই নিবেদন।
কৃপা করি' দেহ নিজ পদের সেবন॥
সদা অভিলাষ মোর "চরণের সেবা"।
ইহা ছাড়ি' মোরে কভু অন্য নাহি দিবা॥

"অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্লোকের কদর্থ শ্রবণ করিয়া একটী গল্প মনে পড়েঃ—কোন জলাশয়ে একটি ভেক বাস করিত। শিশুগণকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইত না, একদিন আহার অন্বেষণ করিতে করিতে দূরে গিয়াছিল। হঠাৎ সেই সময় একটী বৃহদাকার হস্তী সেই জলাশয়ের নিকট দিয়া গমন করিলে ভেকশিশুগণ সেই বৃহৎ জন্তুকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। ভেকটি ফিরিয়া আসিলে তাহারা মাতাকে বলিতে লাগিল—আজ আমরা একটি বৃহৎ জন্তু দেখিয়াছি। মাতা তখন নিজের শরীর স্ফীত করিয়া বলিল "এর চেয়েও বড়।" শিশুগণ উত্তরে বলিল—"হাঁ, উহার চেয়েও ঢের ঢের বড়" তখন ভেকটী আর-একটু ফুলিয়া বলিল—ইহার মত? তখন ভেকশিশুগণ হাসিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া ভেকটী পূর্ব্বাপেক্ষা শরীরটিকে আরও ফুলাইতে যাইয়া হঠাৎ পেট ফাটিয়া মারা গেল। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র ব্যাখ্যায় যাহারা নিজদিগকে চিজ্জাতীয় 'অণু' বস্তু না জানিয়া 'বিভুচিৎ' এর আসন গ্রহণার্থ অভিমানবায়ুতে স্ফীত হইতে থাকে তাহাদের নির্ব্বিশেষ সাগরে আত্মহত্যা অনিবার্য্য।

অভিনন্দন-পত্র

To

His Holiness Tridandi Swami Bhakti Hridoy Bon Maharaj Maharaj,

The one thing that is uppermost in our minds to-day is the feeling of great joy to find you amongst us once again after a period of about three years

You are an able member of Sree Chaitanya Math and a devoted servant of Sridham Mayapur, whose cause you have so ably espoused in different thought-centres of Europe, and as a result have brought down to the Feet of our Divine Master two disciples from that continent. You have succeeded in broadcasting the gospel of Divine Love as was taught by Sree Chaitanya Mahaprabhu, to a land given up to materialism. To crown all you have done a good deal in materialising the long-cherished desire of His Divine Grace to build a temple of Vishnu in the heart of London.

His Divine Grace's blessings are, therefore, many upon your head, by virtue of which you have already achieved much and are expected to do still more. The advancement of the cause of the Gaudiya Mission is what you aim at, and we are delighted to see it fairly fulfilled.

Success and glory are yours but we are good-for-nothing and poor. Your learning, eloquence and ability of exposition have earned for you a reputation far and wide. We don't know how to approach you and where-with to do it. We know not how to admire your greatness. We have but heart'. love, simple and sincere, which we are delighted to find so nicely reciprocated by you. You have moved among big cities and palaces, ours is a home of meadows and vegetables with cows and birds. Still it has found a soft corner in your heart.

We do pray for your love and mercy. Your service to His Divine Grace is great. We crave for the fitness for the millionth part of it. Will you be pleased to bless?

We are your affectionate
Inhabitants of
Sreedham Mayapur

Sree-Mayapur
Date, 28-12-35

বৈষ্ণবধর্ম্ম

[আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী]

বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক পত্রাদিতে, গ্রন্থে ও বক্তৃতায় নিরন্তর আলোচিত হইতেছে। সেই সকল কথার কিয়দংশের পুনরালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত বাণী কীর্ত্তন করা ব্যতীত মাদৃশ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণাকাঙ্ক্ষীর কীর্ত্তনযোগ্য উপকরণ থাকিতে পারে না।

বহির্জ্জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা। সেই সকল ধারণা বাহ্যিকভাবে জনসমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্ব বিস্তার করিলেও অধিকাংশস্থলেই বাস্তব ধারণার পরিপন্থী, আমরা বহির্ম্মুখ বলিয়া সেই সকল বিকৃত ধারণায় অত্যধিক আদর করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না।

কাহারও ধারণা,—বৈষ্ণব একটী জাতি এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম জাতি-বিশেষের ধর্ম্ম। কাহারও ধারণা,—বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটী শাখা বা প্রশাখামাত্র, কাহারও ধারণা,—হিন্দুরাই বৈষ্ণব হওয়ার যোগ্য। কাহারও বিশ্বাস—শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব সমস্ত এক, একই পন্থা, একই ফলপ্রাপ্ত, কোন ভেদ বা বৈশিষ্ট্য নাই। ইঁহারাই বর্ত্তমান জগতে খুব উদার বলিয়া বিঘোষিত হন। কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে মনোধর্ম্মোত্থ ধারণায় বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা নাই।

"বৈষ্ণব" শব্দটী বিষ্ণু-সম্বন্ধে। বিষ্ণুশব্দটী সমষ্টির সমষ্টি, পরিপূর্ণ সমষ্টি। যাঁহাতে অন্য কোন ব্যষ্টি বা সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ হওয়ার অবকাশ নাই, যাঁহাতে কোটি কোটি সংখ্যা যুক্ত হইলেও পরিবর্দ্ধিত হওয়ার বা যাঁহা হইতে কোটী কোটী সংখ্যা বহির্গত হইলেও ন্যূনতা বা অভাব হওয়ার যোগ্যতা স্থান পায় না, তাঁহাই "বিষ্ণু" বস্তু।

বিষ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপন করা + নুক্ (কর্ত্তৃ-সংজ্ঞায়) যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। প্রবেশার্থ বিশ্ ধাতুর প্রয়োগে পঞ্চভূতময় এই বিশ্ব যাঁহাতে প্রবিষ্ট আছে বা প্রবেশ করে। সুতরাং পরমসত্তার বিষ্ণু ভিন্ন জড় ও চেতন কোনটিরই বাস্তবতা ও অবস্থান নাই, থাকিতেও পারে না।

(ক্রমশঃ)

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

'কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন'

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ

REG. NO. C. 1546

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড, শ্রীমায়াপুর—২৩শে পৌষ, ১৩৪২, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ বুধবার, ২৫৮তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

দেবতার অলঙ্কার চুরি

ঢাকা ধামরাই থানার অন্তর্গত শূয়াপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষেমদাকিঙ্কর রায় মহাশয়ের গৃহে বিগ্রহের প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র কে বা কাহারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

রজত জয়ন্তীতে অর্থ ব্যয়

বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান সম্রাটের রজত জয়ন্তী অর্থভাণ্ডারে যে সকল অর্থদান করিয়াছেন উক্ত দান আইনসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নাগপুর স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভার জানুয়ারী সেসনেই দুইটী বিল উত্থাপন করিবেন। সম্রাটের রজত জয়ন্তী-ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য দান সম্পর্কে নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী সদস্য মিউনিসিপ্যালিটির উপর ইনজাংসন জারীর জন্য দেওয়ানী আদালতে এক আবেদন করিলে আদালত মন্তব্য করিয়াছেন যে, রজত জয়ন্তী সম্পর্কে অর্থ ব্যয় মধ্যপ্রদেশ মিউনিসিপ্যাল আইনের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। এই সমস্যার সমাধান মানসেই বিল দুইটী উত্থাপিত হইতেছে।

ভূমিকম্পের পর

নববর্ষের প্রথম ভাগে একটি সুন্দরী তরুণী তেহারেন যাইতেছে। তথায় যাইয়া সে তাহার জীবন রক্ষককে বিবাহ করিবে।

তরুণীর নাম শ্রীমতী নাজি পোপ। তাহার এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিল। সেই ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহাদের কোয়েটাস্থ মিঃ এ এইচ মেফতা। গত ভূমিকম্পের সময় নাজি তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। ভূমিকম্পে তাহার ভগ্নী মারা যায়। নাজিকে ও মৃতা মনে করিয়া একখানি গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। সে সময় মিঃ মেফতা দেখিতে পান যে নাজি বাঁচিয়া আছে। তখন তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নাজি ভাল হইয়া উঠিলে মিঃ মেফতা তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে নাজি সম্মত হয়।

মুসলমান সমস্যা

মাদ্রাজের থিওজফিক্যাল কনভোকেশনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যাঁহারা ডেলিগেট হইয়া আসিয়াছিলেন, গত ১লা জানুয়ারী তাঁহাদের কয়েকজন, থিওজফিক্যাল সোসাইটীর অফিসে সম্মিলিত হইয়া হিন্দু মুসলমানের বিরোধের বিষয় আলোচনা করেন। কি উপায়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন সাধন সম্ভবপর, ইহাই ছিল তাঁহাদের গবেষণার বিষয়। একমাত্র অধ্যাত্মবাদিগণই এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন। সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বক্তা বলেন, মাদ্রাজে সভাপতি মহাশয় 'ইসলাম ধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, মুসলমান জনসাধারণের নিকট তাঁহার সেই বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সুতরাং প্রত্যেক থিওজফিক্যাল প্রতিষ্ঠানে ঐ প্রকারের বক্তৃতা ও ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সূত্রধর সভা

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা কেনেল ইষ্ট রোডে ত্রিপুরা জেলা সূত্রধর-সমাজের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণবল্লভ সূত্রধর চৌধুরী, বি-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পূর্ব্ববঙ্গ সূত্রধর সভার বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কৌলিণ্য প্রথা দূর করিয়া বিভিন্ন জেলায় ও সমাজে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ সমাজের ভাবী সন্তানগণকে বীর্য্যশালী করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় সকলকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। সমাজের প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ শীল বি এল মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও সূত্রধর সমাজের উন্নতি বিধায়ক প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর রাত্রি প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

হিন্দু উত্তমের আচরণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য মান্দালয় হইতে ২০শে ডিসেম্বর মৌমিও আগমন করেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর স্থানীয় বাঙ্গালী হিন্দুদিগের উদ্যোগে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব গৃহে এক প্রতিনিধিমূলক জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সভাতে পরিচয় করিয়া দিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলেন, মহাসভার সভাপতি ভিক্ষু উত্তম ভারতবর্ষ হইতে মৌমিওতে আগমন করিলে স্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করে। তিনি তাহার উত্তরে বাঙ্গালী হিন্দু বিধবাদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে ও তাহাদের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়া যাহা বলেন, তাহা মিস মেয়োর বর্ণনার মত। এক জনসভায় ভিক্ষুজীকে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করান বাঙ্গলার হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রয়ডন বরোর জন্য স্বহস্তে অঙ্কিত দুইটী চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ রোনাল্ড নিউসন চিত্র দুইটী লইয়া লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। মিঃ রোনাল্ড নিউসন বিলাত প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ছয়মাস শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মিঃ নিউসন বলেন যে, তিনি শান্তিনিকেতনে যে কাজ করিয়াছেন তার জন্য ঐ ছবি দুইখানি দিয়া কবিবর ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রেল দুর্ঘটনা

খড়গপুর কুড়িয়ান লাইনে ইনজাম ও মুকুন্দরোড ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেল দুর্ঘটনার ফলে ৩ জন খালাসী নিহত ও একজন গার্ড গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। শকট একখানি ট্রলির সহিত ধাক্কা লাগে।

হিন্দুমহাসভার অধিবেশন

হিন্দু মহাসভার পুণা অধিবেশনে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ আসিয়াছে তৎসম্পর্কে মিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার পুণা অধিবেশন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা ও যুক্ত প্রাদেশিক হিন্দু সভা সংক্রান্ত বিরোধ সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি ইহাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি হইয়া বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবার এবং এমন কি প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়াছিলেন। হিন্দুমহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে পর নিখিল ভারতীয় কমিটির অধিবেশন হয়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক সংস্কৃত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রগাঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউণ্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

JBD
BLUE BLACK
FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

গো_ডাউন—১৮নং বর্নফিল্ডস_লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ নারায়ণ, কৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৯

আশাবৃক্ষ

বাল্যকালে একটী গান শুনিয়াছিলাম-"আশার গাছে যেয়ের তুলে এমন অনেক দন্তু আছে" ইত্যাদি। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি মহোদয় সেদিন ইন্দোরে এই প্রকার অনেক আশার বাণী বিশ্ববাসীর উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন,—"এখন হইতে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কতদূর উন্নতি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান জরাব্যাধি সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিবে।" অন্যস্থানে তিনি আরও অধিক আশা দিয়া বলিয়াছেন,—"আমি বিশ্বাস করি, একদিন বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম কায়িক সংগ্রামের স্থান অধিকার করিবে। সেইদিন জগতে হিংসা-দ্বেষ থাকিবে না, হীন জ্ঞানে কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, কাহারও শ্রেষ্ঠত্বে কেহ ঈর্ষান্বিত হইবে না, পারিবেশীর জীবন-সংস্থার ও সম্পদ্বণ্টনের পরিবর্ত্তে মানুষ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সমস্ত ভূভাগ বাসযোগ্য করিয়া তুলিবে, তাহা হইলে জন্মশাসনেরও প্রায় কোনও প্রয়োজন থাকিবে না অতীতে জনসংখ্যা

জগতে বহু দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইয়াছে। অনাগত যুগের জগতে আহার্য্যের কোন অভাব হইবে না।" এই স্থানেই তিনি তাঁহার আশার বাণীর শেষ করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"শিল্পক্ষেত্রে নব নব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি না কি যে একদিন জগতে বেকার-সমস্যা থাকিবে না,—জীবিকার্জ্জনের জন্য উদয়াস্ত গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতে হইবে না,—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল উপভোগ করিবার প্রচুর অবসর মানুষের জীবনে থাকিবে, আমার বিশ্বাস ইহা সম্ভব।"

উক্ত সভাপতি ডাঃ স্যার ইউ, এন, ব্রহ্মচারীর নাম না জানেন এই প্রকার ব্যক্তি সমগ্র শিক্ষিত বিশ্বে বোধ হয় অতি অল্পই আছেন। এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক-প্রবর উপরিবর্ণিত যে বিস্তৃতশাখ আশা-বৃক্ষটী কল্পনা-ভূমিকায় রোপণ করিয়াছেন, উহার ফল আমরা পাই আর না পাই, উহার নামই আমাদের ক্ষুধার অনেকটা নিবৃত্তি করিবে সন্দেহ নাই। ঐ আশা-বৃক্ষের মালাকার চিকিৎসকগণ। সুতরাং ফল পাইতে হইলে তাঁহাদের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, একথাও সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে,—"হাওয়ার্ড হ্যাগার্ডের মত সমর্থন করিয়া আমিও বলি, চরমে চিকিৎসকই একমাত্র ভরসা।" এই সকল উক্তিতে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

অজ্ঞাত দেশবাসিগণ সভাপতি মহোদয়ের ঐ সকল বাণী কি-প্রকারে গ্রহণ করিবেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু পারমার্থিক ভারত ঐসকল আশার বাণী শ্রবণ করিয়া মৃদুহাস্য করিবেন মাত্র। বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের রহস্য অনবগাহ-প্রযুক্ত আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে অনেক কিছুই ব্যক্ত করিয়া থাকি। আবার সময় আসে—যখন আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি "উল্টা বুঝ্‌লি রাম" এর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন-স্বত্ব পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বেকার-সমস্যা এবং কলহাদির প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চুরি ডাকাতির প্রসার প্রভৃতি যে সকল সংবাদ আমরা বিভিন্নদেশের বার্ত্তাবহগুলিতে দেখিতে পাই, তাহার আলোচনা করিলে কিন্তু ঐ আশাবৃক্ষের সুশীতল ছায়া আর বেশীক্ষণ উপভোগ করিবার যোগ্যতা থাকে না। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতিতে বাধাপ্রদান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিশ্বের যে কিছু উপকার হইবে না তাহাও আমরা বলি না, তবে জড়বিজ্ঞান ভগবানের আসনগ্রহণের জন্য যে চেষ্টান্বিত তাহা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিজ্ঞান যাহা আবিষ্কার করে তাহা দ্রব্যশক্তির সাহায্যে। সেই দ্রব্যগুলি কি-প্রকারে সৃষ্ট হইল, তাহাদের সকল শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল, তদ্বিষয়ে জড়-বৈজ্ঞানিকগণ কিছু অবগত আছেন কি? যদি অন্তরের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে ভগবানের আসন গ্রহণ করিবার দাম্ভিকতা বোধ হয় কিছুমাত্র থাকিতে পারে না। একজন ধনাঢ্যের গৃহের পার্শ্বে একজন দরিদ্র অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ তাহার কতটুকু প্রতিকার করিতে পারিয়াছেন? কোনও প্রাসাদ গৃহের অধিবাসী দুই তিন জন মাত্র, আর তাহারই পার্শ্বে এক কাঠা জমির উপর ১৫,২০ জন অধিবাসী কোনও প্রকারে মাথা গুঁজিয়া আছে। বিজ্ঞান তাহার সমস্যা সমাধান করিতে পারিয়াছেন কি? কোনও পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, কোটীপতি খ্যাতনামা চিকিৎসক তাহাকে দেখিতে দর্শনী একটী টাকা কম লইতেও অনিচ্ছুক, এই প্রকার উদাহরণ যে না আছে তাহাও নহে। জড়-বিজ্ঞানের যে-সকল আশার বাণী সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় আমরা শুনিলাম তাহা যদি বস্তুতঃই কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে উপরি উল্লিখিত উদাহরণগুলির স্থান বোধ হয় সম্পূর্ণ না হউক, অধিকাংশই হ্রাস পাইত। প্রকৃত ঘটনা তাহা কি?

আমাদের এইসকল উক্তি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা বলশেভিক-বাদের পক্ষপাতী। বলশেভিক বাদিগণ দুঃখদৈন্যের কতটুকু অবসান করিতে পারিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য বিষয় এই যে, মানবের শত সহস্র চেষ্টায়ও ভগবদ্-বহির্ম্মুখতার কারাগার এই বিশ্বে নিত্যশান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের গর্ব্বে আমরা যতই গর্ব্বিত হই না কেন, তদ্দ্বারা কর্ম্মফলনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

সভাপতি মহাশয় যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মহিম-বর্ণনে পঞ্চমুখ হইয়াছেন তাহার ক্ষমতা কতটুকু তাহা কি তিনি ব্যবহারিক জীবনে লক্ষ্য করেন নাই। যেস্থানে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের পরামর্শ-গ্রহণের সম্পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে, সেস্থানেও আধি-ব্যাধির প্রকোপ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি যে নিতান্ত অল্পতা তা' মনে হয় না। বাদি বড় বড় চিকিৎসকগণের পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিতে কি ভয় করে? কোন্ হিসাবে চিকিৎসক চরমগতি? চিকিৎসকের সর্ব্বশঙ্কবাধ্য শরীর লইয়া। শরীরকেই অটুট রাখিতে পারেন কি? ভগবদিচ্ছায় পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে এই শরীর সৃষ্টি হয়, আবার ভগবদিচ্ছায়ই তাহা পঞ্চভূতে লয়প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম কোন চিকিৎসক এপর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছেন কি? যেস্থানে চিকিৎসক রোগীর সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করেন, সেই সকল ক্ষেত্রেও দুই এক স্থলে অপরাপর স্থলে রোগী নিরাময় হইয়া থাকে তাহাও ত' দেখা যায়। তবে চিকিৎসকই চরমগতি এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীভগবদ্‌গীতা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাবস্থা পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥

গীতার ঐ উক্তিতে প্রকৃত বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলা হইয়াছে। অবিদ্যা দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ। তত্ত্ববিৎ বিদ্বান্ প্রাকৃত গুণ-কর্ম্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া তাহার সঙ্গ করেন না। এই মত্র মনে করেন, "আমি পৃথক্। ঘটনা বশতঃ প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ-কর্ম্মের দ্বারা কার্য্য করিতেছি।" অবিদ্বান্ মূঢ় ব্যক্তিগণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া প্রাকৃত বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণ-কর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন, সেই অল্পসম্বন্ধবিশিষ্ট মন্দব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করেন না। তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

শ্রীভগবদ্‌গীতা 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' শ্লোকে জ্ঞানোপদিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেনঃ—"কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্তির উৎপাদক জ্ঞান তাহা যিনি না জানেন, তিনি অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতা বশতঃ তিনি কর্ম্মের অবান্তর ফলরূপ ইতর কামকে স্বীকার করেন, অতএব তিনি কর্ম্মসঙ্গী। অজ্ঞ ও কর্ম্মসঙ্গী ব্যক্তিগণকে জ্ঞানের তাৎপর্য্য বলিলে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। অতএব তাহাকে কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ সহকারে তাহাকে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না।" গুরুবর্গের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গীর বুদ্ধিভেদ জন্মান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কর্ম্মের গতির মোড় ফিরাইলে—ভোগপর না হইয়া ভগবৎসেবাপর হইলেই সকলের পরম মঙ্গল হইবে, ইহাই আমাদের নিবেদন।

গীতায় যে-সকল উপদেশ উপরে উদ্ধৃত হইল, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া "কর্ত্তাহংবুদ্ধি" পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্ব কার্য্যের ফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিলেই ক্রমশঃ পরতত্ত্ব সম্বন্ধে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ভগবানের শক্তিতেই আমরা কার্য্য করিতে সমর্থ। সুতরাং সাধারণ নৈতিক বিচারেও আমরা ভগবৎ-চরণে কৃতঘ্ন না হইয়া পারি না। বিশ্বকে ভোগাগারে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া সেবাগাররূপে দর্শন করিতে পারিলেই অহঙ্কারবিমূঢ়তা দূরীভূত হইবে। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম অবস্থার আশা বৃক্ষের যে কল্পনা তাহাতে আকাশ-কুসুমের প্রলোভন থাকিলেও বাস্তবতা কিছুই নাই।

বৈ

(২)

উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস প্রত্যেক কার্য্যেই কারণের কারণ বিষ্ণু। বিষ্ণু পালন করেন বলিয়াই ব্রহ্মাদিগের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডগণ সৃষ্টি করাইয়া থাকেন, আর ব্রহ্মাণ্ডের জীব বা চেতনমাত্র দ্বারাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যুগল সেবা করাইয়া অখণ্ডানন্দ দান করিবেন বলিয়াই মঙ্গলময় শিবকর্ত্তৃক জীবের স্থূলদেহ বিনাশ করাইয়া থাকেন। কর্ম্মফলবাধ্য নিজদেহটীর সৎ ও অসৎ কর্ম্মের জন্ত পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখিয়া সুশাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে বিষ্ণুই সর্ব্বময়, সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর মূল মালিক বা কর্ত্তা। এই কর্ত্তা বা প্রভু কর্ত্তৃক আমরা সকলে পালিত হইতে বাধ্য আছি। সুতরাং পাল্যের একান্ত কর্ত্তব্য,—পালকের আদেশ-পালনরূপ সেবা করা।

———

বিষ্ণুতত্ত্বর একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব ও শাসন দণ্ড চৌদ্দভুবন জুড়িয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি আমরা মনে করি, বৈষ্ণবধর্ম্ম জাতি-বিশেষের ধর্ম্ম, বা বৈষ্ণব কোন একটা জাতি, উহা হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-প্রশাখা, কেবল হিন্দুরাই বৈষ্ণব হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ আমরা ভারতবাসী হিন্দু, আমরাই বিষ্ণুর সেবা করিব, অন্যের অধিকার নাই, আমরা শক্তি, শিব, গণেশ ও সূর্য্যকে বিষ্ণুসমান সেবা করি বলিয়া আমরাও বৈষ্ণবধর্ম্মে আছি, তাহা হইলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। এই সকল ধারণায় মৎসরতা পরিপূর্ণাবস্থায় নিহিত রহিয়াছে।

———

চেতনময় বিষ্ণুর অণু বা অংশ চৈতন্য বস্তুই জীব। সুতরাং জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, বিষ্ণু-সেবার অধিকারী আছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণজাত ধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া জীব যখন বিষ্ণুসেবা বিস্মৃত হয়, ভোগ-বুদ্ধিতে 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা' প্রভৃতি অভিমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে 'আমি-বুদ্ধি' করে তখনই জীব অবৈষ্ণব নামে কথিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিপন্থী, অবৈষ্ণবতা।

আমরা ভোক্তাভিমানে বিভ্রান্ত হইয়া জাগতিক উন্নতি অবনতির প্রতি মনোনিবেশ করি বলিয়া ভোগোপকরণ-সংগ্রহেচ্ছায় তত্তৎ-ফলপ্রদাতা বহু দেবতার সেবায় নিযুক্ত হই। সেই সেই মনোহভীষ্টপ্রদ ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিভক্তি দেখাইতে যাইয়া আধিকারিক দেবতাকে বিষ্ণুতুল্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বিষ্ণু-বিদ্বেষরূপ পাষণ্ডতা অবলম্বন করি। তখনই মনে হয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উদার নহে, সংকীর্ণ বা আমাদেরই নিজস্ব, অন্য দেশবাসী বা অন্য বর্ণী বা জাতি ইহা হইতে বঞ্চিত।

বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষণে "উদার" শব্দটি প্রয়োগ করিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম "মহা-মহোদার"। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রচারিত হওয়ার অপেক্ষা করে না। বৈষ্ণবগণের পরমপবিত্র ও মহোদার চরিত্রই নিত্যকাল হইতে মুক্তাত্ম জীবের নিকট মহোদারতার আদর্শরূপে সমুজ্জ্বলভাবে প্রকটিত রহিয়াছে।

———

বৈষ্ণবগণ কোন জীবকে ঘৃণা করেন না। জীবের স্বরূপাচ্ছাদিত সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীরে বৈষ্ণবগণ আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহমনকে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করেন না। তবে দেহাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট আমার ন্যায় বদ্ধজীবগণ যাহাতে স্বরূপজ্ঞান লাভ করতঃ বিবর্ত্তবুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারে সেই সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, বিরুদ্ধধর্ম্মগ্রস্ত জীব আমরা তাঁহাদিগের কাছে অবৈষ্ণব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বাস্তবপক্ষে তাঁহারা যে আমাকে অবৈষ্ণব, পাষণ্ড ও বহির্ম্মুখ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করেন, উহা আমারই বর্ত্তমান বিরূপগত ভাবের অভিব্যক্তি। এরূপ বাস্তব কথায় অভিমানে ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই।

———

বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবধর্ম্মে কপটতা ও বিড়ম্বনা বহুল পরিমাণে প্রবিষ্ট হওয়ায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজক অতি বিরল। কেহ বা স্মার্ত্ত—পঞ্চোপাসনায় ব্যস্ত থাকিয়াও বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, কেহ বা জঠর-জ্বালা-নিবৃত্তির উপকরণরূপে বৈষ্ণব-বেষ ধারণ করিয়া ভাগবতাদি-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও শিষ্যাদি সংগ্রহ করেন। ইহার কোনটিই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধতার বিজ্ঞাপক নহে।

মহৌদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্ব সংরক্ষিত হইয়া কলিকলুষমথিত জীববৃন্দের স্বধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পরিপালনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরণপদ্মমধুপগণের উচ্ছিষ্টগ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মমধুপানে বঞ্চিত থাকিলেন। শ্রীচৈতন্যপাদ-পদ্মাশ্রিত ভৃত্য ষড়্গোস্বামী ও তাঁহাদের অনুগগণ স্বীয় আচারময় জীবন যাপন পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা এত সহজ ও সরল লিখিয়া ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কোনও ব্যক্তি যে কোন দেশবাসীই হউন না কেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগত হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বুঝিয়া তাহা পরিপালনে স্ব-স্ব জীবন ধন্য করিতে পারেন। তখন তিনি নিজেই অবগত হন, বৈষ্ণবধর্ম্ম কত মহান্ ও কত উদার। এবং এই বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র সর্ব্ব-জীবের স্বধর্ম্ম।

———

আমরা যদি শব্দ বিজ্ঞান আলোচনা করি, তাহা হইলেও দেখি 'বিষ্ণু' শব্দটী ব্যাপ্ত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য শব্দের বিজ্ঞ বা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিদ্বারাই শব্দ-বিজ্ঞান অনুশীলন কর্ত্তব্য। অজ্ঞরূঢ়ি অর্থাৎ মনোধর্ম্মের বিজ্ঞান দ্বারা শব্দালোচনা করিলে অনেক সময় শব্দের বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়া সরল হৃদয়েও পাষণ্ডভাব প্রবেশ করিয়া থাকে। যেমন একটি গোস্বামি-শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রাকৃতসহজিয়ার মনোভাব-সৃষ্টিতে অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি। অপর পক্ষে ঐ গোস্বামি-শাস্ত্র গোস্বামিগণের আনুগত্যে পাঠে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ভজন প্রসারিত হইয়া থাকে।

———

আমরা যদি ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা হইলেও দেখি, বৈষ্ণব-ধর্ম্মই উচ্চমনা জনগণের দ্বারা আচরিত ও প্রচারিত। বৈষ্ণবগণ বিদ্যায় ও পবিত্রতায় আদর্শ-চরিত্র স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মত পরোপকারী, নিরপেক্ষ আর কেহ নাই। বৈষ্ণবগণ রাজদ্রোহ, প্রজাপীড়ন কোনটীরই সমর্থন করেন নাই বা করেন না। বৈষ্ণবগণ কোনকালেই অনধিকার-চর্চ্চায় রত নহেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই জীবের মূল্যবান্ মস্তিষ্ক ও অমূল্য সম্পত্তি। বৈষ্ণবগণই স্বাধীনতা-প্রাপ্ত। কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু ও অসৎসঙ্গাদি বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে একমাত্র বৈষ্ণবগণই মুক্ত।

সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, বৈষ্ণবগণই সাহিত্যজগতে ভাব-সম্পদ্ আনয়ন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যে সাহিত্য জগতের রস ও ভাব গ্রহণের জন্য লালায়িত উচ্চশিক্ষিত মনীষিগণের মনীষার উপরে আসন বিস্তারিত করিয়া বসিয়া আছে, সেই অপ্রাকৃত রস ও ভাব-সাহিত্যের হিত-সাধক বৈষ্ণবগণ। এই বৈষ্ণবগণই প্রাকৃত জড়রসামোদী ভাবপ্রবণব্যক্তিদিগকে সাবধান করিয়া অপ্রাকৃত ভাষা আয়ত্তের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সাহিত্যালোচনায় অধিকার নাই বলিয়া যে যথা কর্ত্তঃ সাহিত্য-জগতের পরমোপাদেয়তা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করিতেছেন।

———

এহেন উদার বা পরমোচ্চভাব-সম্পন্ন পরমপবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মকে যাঁহারা সংকীর্ণ বা সমাজের বিশৃঙ্খলকারী মনে করেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহাদের দ্বারাই জগতে বা সমাজে অমঙ্গল উপস্থিত হইয়া জীবহিংসা, আত্ম হিংসারূপ মহাপাপ প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ প্রণিধানতা বশতঃ অন্যান্য নৈমিত্তিকধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনামুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের সারবত্তা ও গভীরতার প্রতি লক্ষ্য রাখুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সনাতনতাটি লক্ষিতব্য বিষয় হইবে।

———

আমরা বৈষ্ণব বংশ, ভক্ত বংশ, প্রভুবংশ সুতরাং আমরা বৈষ্ণব, ভক্ত বা প্রভু ইত্যাদি বিচার বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী। বিষ্ণুর নিত্যদাস, বৈষ্ণবদাস ও বৈষ্ণবদাসানুদাস-সূত্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাবুদ্ধিই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতায় দাম্ভিকতা ও কপটতার স্থান মোটেই নাই। এইজন্যই বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ, অমানী, মানদ এবং বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

২৯ নারায়ণ ২৩ পৌষ ৮ জানুয়ারী বুধ ভূত অনিরুদ্ধ পূর্ণিমা চক্রী বা ১১।৪৮ আর্দ্রা ভুক্তনক্ষত্রাবৎ প্রভু দি ৩।৫৮ নক্ষ-ত্রা ৮।৩৮ বিষ্টিকরণ দি ১১।৫৪ গতে ববকরণ। শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক। সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ - স্পর্শ রা ১০।২১, মোক্ষ রা ১।৪৪।

মাধব ৪৪৯

১ মাধব ২৪ পৌষ ৯ জানুয়ারী বৃহস্পতি আদি কালেশোদপাঠী কৃষ্ণ-প্রতিপদ ব্রহ্ম রা ১২।৬ পুনর্ব্বসু ভুক্ দি ৪।৪১ বৈধৃতিযোগ রা ৭।৩৬ বালবকরণ।

২ মাধব ২৫ পৌষ ১০ জানুয়ারী শুক্র নিশি গতোদশাহী কৃষ্ণ-দ্বিতীয়া শ্রীপতি রা ১১।৫৫ পুষ্যা ভুক্তাবৎ দি জো ৫ ৫২ বিষ্কুম্ভযোগ রা ৮।৪৮ তৈতিল-করণ

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি এবি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া ৺পরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-বহুসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৵০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৵০
৪র্থ খণ্ড ৷৵০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৷৵০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৵০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৵০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। বাদশ-আলবর ।০
১৯। ভাক্তাবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। ব্রাহ্মমল্লিকা অপসোবধঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৪৩। সাধনকণ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৵০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৵০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। ভক্তিনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৬। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ।০
৬৯। নামভজন ।০
বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ ডান ৵০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড থিয়োসফি ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵০
৮৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা)

ঠিকানা—পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C. 1844

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড, শ্রীমায়াপুর—২৪শে পৌষ, ১৩৪২, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ বৃহস্পতিবার ; ২৫৯তম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

রেল ষ্টেশনে বিস্ফোরণ

কাটোয়া লাইট রেলওয়ে লাইনে ২নং প্যাসেঞ্জার ট্রেণটী, চিলসা ষ্টেশন দিয়া যাইতে ছিল। তখন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলের নিকট পেরেক, কাচ প্রভৃতি পাওয়া যায় ও নিকটবর্ত্তী একটী গাছে প্রদেশের গবর্ণরকে সংর্ক করিয়া দিয়া একটী ইস্তাহার আটা ছিল।

নেতাদের উপর নোটিশ

"সিয়াসৎ" পত্রের সৈয়দ হবিবর লাহোরের মিউনিসিপাল কমিশনার মিঞা ফিরোজদ্দিন আহম্মদ সেনট্রাল ইত্তেহাদ মিল্লাত'এর সভাপতি মালিক ইনায়েৎউল্লা ও সম্পাদক হাকেজ সিরাজুদ্দিন জিলা ইত্তেহাদ মিল্লাত'এর সভাপতি হাজী গোলাম জিলানি ও সম্পাদক আতা মাহম্মদ এবং ইত্তেহাদ মিল্লাত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মৌলানা সেখ নবাব কিশোরী হাসানের উপর নোটিশ জারি দ্বারা তাঁহাদিগকে লাহোর জিলার সীমার মধ্যে সহিদগঞ্জ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কোন সম্মেলনের আয়োজন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

শ্রমিক নেতা

কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বোম্বাইয়ে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া কলিকাতার শ্রমিক নেতা মিঃ ইউসুফের উপর যে হুকুমজারী হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য করার অভিযোগে অস্থায়ী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ট্রামে অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাই সহরের ঘন সন্নিবিষ্ট অঞ্চলে একটি চলন্ত ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগায় ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ট্রাম গাড়ীর চালক তাহার মস্তকের উপরে আগুন দেখিতে পায় এবং ট্রাম থামাইয়া ফেলে। আরোহিগণ পশ্চাৎদিকের দরজা দিয়া নামিয়া যায় কেহই আহত হয় নাই।

নিয়োগ ও বদলী

শিলংএর ১লা জানুয়ারীর গেজেটে প্রকাশ, সপরিষদ গবর্ণর ১৯৩৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রায়বাহাদুর ভবেশ্বর বড়ুয়া, খাঁ সাহেব মিজানর রহমান এম-এল-সি এবং রায়বাহাদুর মহেন্দ্র চন্দ্র দে'কে পুনরায় নির্ব্বাচন বোর্ডের বে সরকারী সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আসামের প্রাদেশিক চাকুরী সম্পর্কে ঐ বোর্ড গঠিত হয়।

একষ্ট্রা এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার বাবু জগেন্দ্র বর্ম্মণ রাজখোয়াকে করিমগঞ্জে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

একষ্ট্রা এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার বাবু অবনীমোহন দাসকে শ্রীহট্টের সদরে নিযুক্ত করা হইল

শিক্ষা

শিলচরের স্কুল সাবইন্সপেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র নাথকে প্রবেশনার হিসাবে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার পদে নিযুক্ত করা হইল।

শ্রীযুক্তা অমিয়া প্রভা বি-একে ২০শে নবেম্বর হইতে শ্রীহট্ট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইল।

চিকিৎসা

শ্রীহট্টের সাব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন ডাঃ রমেশচন্দ্র করকে (যিনি সুপারনিউমারারী ডিউটিতে ছিলেন) কাছাড়ের লক্ষীপুরে বদলী করা হইল তাঁহাকে তথাকার ডিস্পেন্সারীর ভার অর্পণ করা হইল।

কাছাড় লক্ষীপুর ডিস্পেন্সারীর সাব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন ডাক্তার নগেন্দ্রচন্দ্র দে'কে লুসাই পাহাড়ের আইজলে বদলী করা হইল এবং তথাকার সিভিল হাসপাতালের সেকেণ্ড সাব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেনের পদে নিযুক্ত করা হইল।

লোকান্তরে রমানাথ ঘোষ

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিঃ সময় শ্রীযুত রমানাথ ঘোষ মহাশয় ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার ব্যারাকপুরস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। রমানাথ বাবু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুরের অন্তর্গত চন্দনপুকুর গ্রামে এক বিশিষ্ট গোপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন তিনি স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় মিলিটারী একাউণ্টস অফিসে ভর্ত্তি হন। তথায় উত্তরোত্তর তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া তিনি শেষ জীবনে কিছুদিন কলিকাতায় এবং কিছুদিন ব্যারাকপুরে অতিবাহিত করেন।

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতের ১২৩৫ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসের বাণিজ্যের হিসাবে প্রকাশ যে, ঐ সময়ে বৃটেন হইতে ৩৬৪.৩৭ ৭২০৲ টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী এবং ভারত হইতে বৃটেন ৩১২১৬৪৫২০৲ টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি হইয়াছে। বৃটেন ব্যতীত অপর বিদেশ সমূহ হইতে ৪ ৯১৬৮ ৪০৮৲ টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী এবং ঐ সমস্ত দেশে ৫০৩:৮৫৬০৯ টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি হইয়াছে।

ভারতে ১৯৩৫ সালের নবেম্বর মাসে ১৯৩৪ সালের নবেম্বর অপেক্ষা তুলা, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, রেলের গাড়ী ও মালগাড়ী সূতা, আলকাতরাজাত রং ও কোরা কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু ভারত হইতে লাক্ষা, চাউলের কুড়া, পাট, সূতী কাপড় ও সূতার রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে

ভাগলপুরে হত্যাকাণ্ড

গত বুধবার রাত্রে ভাগলপুর সহরে আদমপুর পাড়াতে একটী রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, রাত্রি প্রায় বারটার সময় ভুবনসাহু যখন তাহার মুদিখানা দোকান বন্ধ করিয়া পরিবারবর্গের সহিত নিদ্রিত ছিলসেই সময় কে বা কাহারা তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে প্রকাশ যে, ঠিক ঐ সময় দুইজন পুলিশ কনেষ্টবল ঐ রাস্তায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। ভাগলপুর সহরে এই প্রকার হত্যাকাণ্ড এই প্রথম। ইহাতে সহরে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৩০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৪শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২ ৯ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার | ২৫৯৩ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

::•::

ফরিদপুর জেলায় প্রচার

গত ১১ই পৌষ অপরাহ্ণে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বোয়ালমারী গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি নায়েব মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দকে তাঁহার গৃহে অভ্যর্থনা করেন। তথায় স্বামীজী মহারাজ প্রায় ঘণ্টাধিক কাল 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন এবং পশ্চাৎ, মহাজনপদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তন করা হয়। নায়েব মহাশয়ের সরল এবং অমায়িক ব্যবহারে স্বামীজী মহারাজ এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি যে-প্রকার নিরভিমান তাহা প্রায়ই দেখা যায় না।

গত ১২ই পৌষ শ্রীযুক্ত লোকনাথ বাবুর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুধন্যকুমার লস্কর মহাশয় স্বামীজী মহারাজকে উঁহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-বাহিনী সহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন এবং স্বামীজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তনবাহিনী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে ভক্তগণ স্বামীজী মহারাজের সম্বর্দ্ধনা করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কীর্ত্তন হইবার পর স্বামীজী মহারাজ 'সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীমন্ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্য-বিবরণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাৎকালিক নদীয়ার লোকের চিত্তবৃত্তি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করেন। তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। স্বামীজী মহারাজের আগমন-সংবাদ-শ্রবণে ও তাঁহার নিকট হইতে ভাগবতকথা-শ্রবণের নিমিত্ত প্রায় সহস্র সহস্র ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৪ই পৌষ সোমবার উক্ত কামারগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল তালুকদার মহোদয় স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে অভ্যর্থনা করেন। দ্বিপ্রহরে তাঁহার বাটীতে একটী উৎসবের আয়োজন হয়। উক্ত উৎসবে বহু ব্রাহ্মণ ও সজ্জন ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়। রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাধু এবং গুরুকে চিনিবার উপায় সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কয়েক দিবসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরবোলা ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীরদবরণ ঘোষ (ষ্টেশন মাষ্টার বোয়ালমারী) শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী (নায়েব কাটবাড়িয়া কাছারী) ডাক্তার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীনাথ শূর এম. বি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সিকদার, মোহম্মদ মোহববৎ উল্লা সাহেব, মৌলভী সেখ আব্দুল বারী সাহেব, শ্রীযুক্ত লোকনাথ লস্কর, শ্রীযুক্ত বৈতরণী মাড়োয়ারী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় কাব্যতীর্থ, হেডপণ্ডিত বোয়ালমারী হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পোদ্দার মার্চ্চেণ্ট, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এম. বি, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সাহা, শ্রীযুক্ত সুধন্য কুমার লস্কর, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সাহা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সাহা মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় (মোক্তার মাগুরা) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ কর্ম্মকার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সজ্জন ব্যক্তিগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১৫ই পৌষ অপরাহ্ণে বোয়ালমারী হইতে রওনা হইয়া নদেরচাঁদ ঘাট হইতে ষ্টীমারযোগে তৎপর দিবস দ্বিপ্রহরে স্বামীজী মহারাজ উক্ত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জে গমন করেন। গোপালগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিকদার মহোদয় তাঁহার গৃহে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। তথায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন।

মাদ্রাজে প্রচার

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ মাদ্রাজ সহরের উত্তরদিকে সম্প্রতি পেটস্থিত 'আণ্ডাল আম্মাল মঠম্' নামক রামানুজীয় মঠে কয়েকটী বক্তৃতা এবং সংকীর্ত্তন করায় স্থানীয় লোকেরা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধক্রমে আণ্ডাল আম্মাল মঠের সেক্রেটারী মিঃ এস, পি, আপরাও মুডালিয়র মহোদয় স্বস্তিক এবং স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "স্বদেশমিত্রে" বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, প্রতি শনিবারে উক্ত মঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ইংরাজী এবং তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।

কুম্ভের স্নানের তালিকা

এলাহাবাদ, ৯।১।৩৬

৮।১।৩৬ তারিখ পূর্ণগ্রাস গ্রহণ, স্নান রাত্রি ১০॥ ঘটিকার পরে। এই দিন স্নানার্থী যাত্রী সবচেয়ে বেশী হইবে এবং বিদেশী যাত্রী কিছু কিছু আসিবে। যাহারা কল্পবাস একমাস করিবে তাহারা এইদিন আসিবে এবং একমাস এখানে থাকিবে।

মকর সংক্রান্তি স্নান ১৪।১।৩৬ তাং

২৩।১।৩৬-২৪।১।৩৬ তাং অমাবস্যার কুম্ভস্নান। এইদিন সবচেয়ে অধিক যাত্রী হইবে এবং অনুমানিক ১৫।১৬ লক্ষ লোক ত্রিবেণীতে স্নান করিবে।

৭।২।৩৬ তাং পূর্ণিমার কুম্ভ শেষ স্নান। এই দিন স্নান করিয়া যাত্রীরা এবং কল্পবাসীরা ২।১ দিনের মধ্যে দেশে যাত্রা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ মাধব, আদি বাংলোদশমী ৪৪৯

গুরুকৃপায় অসম্ভব বলিয়া কোন কথা নাই

শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবান্ একই বস্তু; তবে তাঁহাদের মধ্যে লীলাগত বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নিত্য বর্ত্তমান। শক্তিমান্ কৃষ্ণের যেমন বলদেব নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি অনন্ত শক্তিস্বরূপ আছে, গুরুশিরোমণি রাধারূপী শ্রীকৃষ্ণেরও তেমনই কৃষ্ণপ্রীতিবিধায়ক কৃষ্ণমনোহর বহু গুরুরূপ আছে। তাই রাগমার্গে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী শ্রীরাধাতত্ত্ব—শ্রীরাধার প্রিয়তমা সখী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। কিন্তু সখ্য রসে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলদেবপ্রভু দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে রক্ষক-পালক, শ্রীদাম সুদাম ও শ্রীনন্দ যশোদারূপে এবং মধুর রসে অনঙ্গ-মঞ্জরীরূপে শ্রীরাধাযুগলের সেবা করেন বলিয়া অভিন্ন নিতাই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে গৌরলীলায় সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ আবার ব্রজলীলায় বলদেব বা রাধাপ্রিয়া সখী বা মঞ্জরী বলা হয়।

শ্রীভগবান যেমন পূর্ণতত্ত্ব, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ পূর্ণসচ্চিদানন্দ, মায়াধীশ, পতিতপাবন এবং সর্ব্বমঙ্গলালয়। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তিময়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছায় কোনও ভেদ নাই। বদ্ধজীবের আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক্ কিন্তু শ্রীগুরুদেব, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত, বস্তুপোলব্ধ, কাজেই, মুক্তসিদ্ধ গুরুদাস যেমন ও সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের চিৎস্বরূপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ নাই। কৃষ্ণ অঙ্গী হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ। সমস্ত চিদ্বৃত্তি তাঁহার মধ্যে নিহিত আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যেক শ্রীঅঙ্গ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় অংশ ও পূর্ণস্বরূপ। শ্রীগুরুদেব অধোক্ষজ বলিয়া জড়চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে আমরা বুঝিতে পারি না এবং যখনই তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধি হারাইয়া অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা আমরা তাঁহাকে জানিতে বা বুঝিতে যাই তখনই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিগ্রহে পাষাণবুদ্ধি, বৈষ্ণবদেবে বর্ণবুদ্ধি, মহন্তদেবে মনুষ্যবুদ্ধি, কৃষ্ণাঙ্গিনী তুলসীদেবীকে বৃক্ষবুদ্ধি, গঙ্গাজলে জলবুদ্ধি উদয়ের ন্যায় পাষণ্ডতা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে ও গুরুকে মনুষ্য মনে করায় এবং তজ্জন্যই আমরা গৌরের একমাত্র বংশধর, বংশরক্ষক, কুলপালক শ্রীগুরুদেবকে চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে আনিয়া ফেলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করি। সেইজন্যই শুদ্ধবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ প্রভু দাস-সম্বন্ধ বিশুদ্ধ হইয়া আমাদের একমাত্র প্রভু ও বন্ধু গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবদের নিকট গমনের নির্দ্দেশবাক্য আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রভু মহাপ্রভু—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সতত ব্যস্ত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে ভালবাসার পাত্র। সেবকরূপ শ্রীগুরুদেবই শ্রীরাধাগোবিন্দের whole-time Servitor এবং কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ বা কৃষ্ণসেবক হইয়াও সমস্ত জীবকুলের একমাত্র আশ্রয় ও সেব্য। সুতরাং জীব আমরা গুরুরূপী কৃষ্ণের নিত্যদাস—নিত্য গুরুদাস, গুরুকৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল এবং শ্রীগুরুদেবের মনোহভিলাষপূর্ত্তিই—গুরুপ্রীত্যর্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য।

কৃষ্ণ স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়, তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। যদি আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের আর কোন চিন্তার কথা নাই। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলে জগৎ সন্তুষ্ট হয়। কৃষ্ণের সেবা করিলেই কৃষ্ণের সন্তোষ। কিন্তু বহির্মুখ আমরা কার না বলিয়াই অমৃতের পুত্র হইয়াও—আনন্দময়ের সেবক হইয়াও আজ আমাদের এই দুরবস্থা, স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীনারায়ণের ভৃত্য বা পুত্র হইয়াও আজ আমাদের মলিন ও দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট হৃদয়ে বিদেশবাসে স্পৃহা। এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার নাই। কিন্তু আমাদের পরম-সৌভাগ্য যে, কৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হইলেও যাঁহার সন্তুষ্টিতে সব দোষ ক্ষমাশীল হন, যাঁহার কৃপাই কৃষ্ণের কৃপা, যাঁহার ইচ্ছাই কৃষ্ণের ইচ্ছা সেই জীবপ্রভু আজ আচার্য্যরূপে জগতে প্রকটিত। সুতরাং এই মহাসঙ্কটের দিনেও যে আমাদের সুদিন উদিত হইয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশে আসিয়াও যে আজ নিজগৃহে—গোলোক-বৃন্দাবনে—একমাত্র প্রাণনাথ কৃষ্ণের কাছে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে ইহা আমাদের সৌভাগ্য ব্যতীত আর কি?

এজগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য অনেকেই লাভ করিতে পারেন কিন্তু শ্রীভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিবার সামর্থ্য এই অসাধু জগতের অধিবাসিগণের কাহারও নাই। ক্ষুদ্র জীব তো দূরের কথা, ঋষিগণ বা দেবতাগণও যাঁহার বিষয় জানিতে সম্পূর্ণ অক্ষম সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবান্কে যিনি পূর্ণভাবে ইচ্ছামাত্রই যাহাকে তাহাকে দান করিতে পারেন সেই সর্ব্বজীবোপাস্য, সর্ব্বদেবোপাস্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠতম শ্রীগুরুদেবের অসীম অচিন্ত্য শক্তি বা কৃপাশক্তির কাছে এমন কি জিনিষ থাকিতে পারে, যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া নিজাস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিবে?

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের প্রিয় পার্ষদ, সেই গুরুরূপী ভগবানের অনিচ্ছায় না হইতে পারে এমন কোন কাজ এজগতে বা পরজগতে নাই বা থাকিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার মনোহভীষ্ট-পূরণে ব্যস্ত বা আদেশানুবর্ত্তী হইতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় অসম্ভবের কোনও স্থান থাকিতে পারে না। শ্রীভক্তিমার্গ কোটিকণ্টকময়, এ কথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ভক্তি বা সেবার যিনি মালিক অর্থাৎ যিনি সেবক-ভগবান্—সেবকরূপী ভগবান্, তাঁহার কৃপাকটাক্ষের নিকট অনন্ত কোটি বাধা বিপত্তি আপদ-বিপদ বা কোন অনর্থ নিজাস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না।

কৃষ্ণসেবালাভ বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি জীবের নিজবলের দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও কৃষ্ণবন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি, কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বা আত্ম-পরোপলব্ধি গুরুদাসের পক্ষে অনায়াসেই লভ্য হয়। তাই গুরুদেবতাত্মা গুরুদাসগণ গুরুসেবায় সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে সানন্দে সেবাপথে অগ্রসর হন এবং আমাদের ন্যায় অসহায়, সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে আশ্বাস ও অভয় দিয়া বলেন, "শ্রীগুরুকৃপায় অসম্ভব বলিয়া কোন কথা নাই। একমাত্র সর্ব্বজীব-প্রভু ও সর্ব্বরক্ষক শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলে ভয়ের কোন কথা নাই।" তাই বলি, পরমকরুণাময় ভক্তবৎসল কৃষ্ণ একমাত্র শ্রীগুরুদাসগণেরই—গুরুর পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জনগণেরই সহজলভ্য ও করতলগত এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত—গুরুসেবা ব্যতীত অন্য বস্তু তাঁহাদেরই নিকট তুচ্ছীকৃত, অপরের নিকট নহে। সুতরাং এই বিপদসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের করাল কবল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ তচ্চরণসেবায় ব্যস্ত থাকাই যে নির্ভীক হইবার বা বিপন্মুক্ত হইবার বা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ করিবার একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

'বিষয় ও আশ্রয়'

[ব্রহ্মদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ বামোর সহকারী এ্যাডভোকেট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তিরুমলয় বরদরাজ শর্ম্মা মহোদয় গত ১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালা দ্বারা প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন তাঁহার নিকট ইংরাজী ভাষায় অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয় বা সেব্য-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া দীর্ঘকাল ইংরাজী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-মঠসেবক শ্রীযুক্ত অনিলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় তাহা শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়াছিলেন। তাহারই মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পণ্ডিতজী শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন।]

বিষয় ও আশ্রয়-তত্ত্ব ভিন্ন না হইলেও উঁহাদের মধ্যে যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা নষ্ট করিতে হইবে না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার গুর্ব্বষ্টকে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" এই শ্লোকে শ্রীগুরুতত্ত্বকে 'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব কৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ। কৃষ্ণই জীবোদ্ধার-কল্পে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। প্রভুর সহিত তাঁহার ভৃত্যের সম্বন্ধ নিত্য, ভৃত্যকে প্রভু হইতে পৃথক্ বা প্রভুকে ভৃত্য হইতে পৃথক্ করিলে প্রভুর প্রভুত্ব স্বীকৃত হইল না। ভগবান পূর্ণ-স্বতন্ত্র। তদ্‌সংশ্লিষ্ট ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক পঞ্চরসে তাঁহার সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে। Subject থাকিলেই যেমন তাহার object থাকিবে, সেই প্রকার প্রভু থাকিলেই তাঁহার সেবক স্বীকৃত হইবে, ভৃত্যহীন প্রভু হইতে পারে না।

নির্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক মুক্ত-মুমুক্ষু বা তদ্বস্তু ভগবত্তত্ত্ব আমাদের সসীম মনোধর্ম্মবেদ্য নহেন। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—মানুষ অহঙ্কার অংশ-মমাভিমান-গ্রস্ত হইয়া যখন জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে যায়, তখন 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' এই প্রকার দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা হারাইয়া ফেলে, ত্রিগুণের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া সেই গুণত্রয়েরই ভৃত্য হইয়া পড়ে, জড়ীয় বিচারে অভিভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইহারা বহির্বিষয়কে বহুমানন করিতে গিয়া প্রকৃত স্বার্থবিষয়ে অন্ধ হইয়া যায়—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

এজন্য আমাদের উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের নিকট নিত্যমঙ্গলের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে। সদ্গুরু পাদাশ্রয় ব্যতীত স্বার্থ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণা-বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। অনুচানমানী পণ্ডিতব্রুব। ধনজনাদির অভিমানমত্ত জনগণ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাই যে আমাদের সকলেরই একমাত্র স্বার্থগতি, তাহা বুঝিতে পারে না। শাস্ত্র আমাদিগকে বলিতেছেন

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অন্যতম সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দশম স্কন্ধ ১০৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
- ৯। জৈবধর্ম্ম
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৮। বাদল-আল বর ।০
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
- ২২। ভজন-রহস্য ।০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
- ২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ ২৲
- ২৮। বেদান্তসার সানুবাদ ।০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸ দীপ-শিখা দর্শন ৵০
- ৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩৫ গীতমালা ৴১০
- ৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭ ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৪০। শরণাগতি ৴০
- ৪১। গীতাবলী ৴০
- ৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
- ৪৩। সাধনকণা
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
- ৪৬। অর্চ্চনকণ ৴০
- ৪৭। সদাচারস্মৃতি: ৴০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণা ৴১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
- ৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৬০। সারগ্রাহী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়:
- ৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্
- ৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়: ৴০
- ৬৬। সারাৎসারবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ ।০
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ।০
- ৬৯। বামন্তজন ।০
- ৭০। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
- ৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্কস ।৵০
- ৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
- ৭৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
- ৭৫। দি ভাগবত ।০
- ৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮০। সাধন-পথ ।০
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
- ৮২। গীতাবলী ৴০
- ৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

।রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব

স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।

অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯. ২৫শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২ ১০ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, শুক্রবার | ২৬০তম সংখ্যা

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৭ই জানুয়ারী এলাহাবাদ হইতে তার-যোগে জানাইয়াছেন,—

"এলাহাবাদ কোর্টের বিপরীত দিকে ত্রিবেণী রোডের উপরে অর্দ্ধকুম্ভমেলা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন, তাহার দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। এলাহাবাদের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত পারমার্থিক বিষয় সমূহের প্রদর্শন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সম্ভবতঃ আগামীকল্য কালকামেল ট্রেণে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।"

জনৈক মহিলার দান

কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করা জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই সকল নিত্য মঙ্গলের কথা বুঝিবার সৌভাগ্য পান, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। আম্বালার শ্রীযুত বাবু লালা কেদার নাথ আড়তি মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মথুরা দেবী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠে বৈষ্ণবগণের বাসস্থানের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত দুইটী গৃহ এবং ভগবন্নৈবেদ্যাদি প্রস্তুতকরণের জন্য একটী ভোগমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই মহিলার সেবাদর্শ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীচরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাতিয়ালায়

গত ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মাননীয় সার গণেশ দত্ত সিং, মন্ত্রী মহোদয়ের প্রাসাদে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সন্ধ্যা ৫-৩০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠ হিন্দি-ভাষায় হইয়াছিল।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

আরোহপন্থায় অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় না। চরমকল্যাণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায়। যম-নিয়মাদি, হোম, যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনফলে নিজকে জীবন্মুক্ত মনে করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া যোগী বা জ্ঞানি-গণ অধঃপতিত হয়। ভোগ ও ত্যাগ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বলিয়া দুইই এক। তাহাদের কপটতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ কেবল প্রেমের বশ। নিজ নিজ অধিকারোচিত স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুমুখে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রীহরির নাম গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীনামকীর্ত্তন করা দরকার। স্বামীজী শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনও জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তবে শ্রীনাম কেবল সেবোন্মুখের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক স্বরূপে উদিত হন। ভক্ত যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরসবিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভক্তি সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করিবার জন্য স্বামীজীকে পুনরায় একাকী তাঁহার বাস-ভবনে আসিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীধামে

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিরত্নাকর পারায়ণ শেষ হইয়াছে। কয়েকদিন যাবৎ প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। সন্ধ্যার পর বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজীর হৃদয়-গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইতে-ছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া নিকটস্থ গ্রামের সজ্জনবৃন্দও প্রত্যহ পাঠে যোগদান করিতেছেন। শ্রীধামে সমাগত শুদ্ধান্‌ যাত্রিগণের নিকট শ্রীধাম-প্রসঙ্গ ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষা বর্ণনেরও সুব্যবস্থা আছে।

রেঙ্গুন-সংবাদ

বর্ম্মাপ্রদেশের Monywa নামক স্থান হইতে গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

"শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ রেঙ্গুণে পৌঁছিয়া যে সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের রেঙ্গুণে শুভাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মদেশে শুভবিজয়ের জন্য বিসি নেভিগেশন কোম্পানী ২খানি ফার্ষ্ট ক্লাস, ২খানি সেকেণ্ড ক্লাস এবং ১২ খানি থার্ড ক্লাস একুনে ১৬ খানি রিটার্ণ টিকিট বিনা ভাড়ায় দিতে প্রস্তুত আছেন। এবং তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীমদ্‌গিরি মহারাজ অদ্য অপরাহ্ণে Monywa পৌঁছিলে শ্রীপাদ যাচক মহারাজ ও অন্যান্য সজ্জনবৃন্দ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

মাদ্রাজে

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে আড্যার আশ্রমমঠে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের অন্যতর সেবক শ্রীমৎ রাধারমণ দাস ব্রজবাসী এম্ এ, মহোদয়ের ইংরেজী উপাখ্যান-পাঠমুখে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের জীবনী হইতে অনাবশ্যক, কাল্পনিক, উৎপথ পাঠপন্থা, মৎসর মায়াবাদী ও অভক্ত গুরু-পণ্ডিতগণের বিচার ব্যাখ্যান সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া-ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ মাধব, নিধি গৌরাব্দ ৪৪৯

জগতে সাধু মাত্র একজন

যিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রীত্যাধিক্যবশতঃ সতত তচ্চরণসেবায় নিমগ্ন, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ যাঁহা ভগবানের সেবা করিবার জন্য অখিলচেষ্ট, যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, দৃঢ়ব্রত ও আপ্রাণ-প্রচেষ্ট, যাঁহার দুর্ল্লভ সেবোন্মেষক সঙ্গ সেবা-বঞ্চিত জীবমাত্রের পরম মঙ্গলের একমাত্র অদ্বিতীয় উপায় ও লক্ষণ, আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কেবল তাঁহার সুখসম্পাদন করিতে পারি এই কৃষ্ণপ্রীতি পরাকাষ্ঠাময়ী বাণী যাঁহার হৃদয়ে সতত স্ফূর্ত্ত এবং শ্রীমুখ হইতে অমৃতবর্ষিণী অনন্তমুখী ধারায় সতত নিঃসৃত, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র সেব্য এবং তৎপ্রীতিবিধানই আব্রহ্মস্তম্ব সকলের নিত্য প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন মুক্তিরও মুক্তি শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারলাভরূপ পরমা মুক্তি বা চরমগতিপ্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবা-সম্পদলাভ—কৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র ধন অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণবস্তু বা কৃষ্ণধনের অদ্বিতীয় মালিক, কৃষ্ণধনে ধনী, বিষ্ণুতত্ত্বের মূলাধার বলদেব প্রভুরও উপাস্যা সেই গুরুকুলশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে লাভ হয়—এই সকল অমূল্য নিত্যমঙ্গলময়ী কথা যাঁহার বাণীতে প্রকাশিত ও প্রকটিত, যাঁহার ক্ষণিক সঙ্গ বা দর্শনও কৃষ্ণভজনে প্রেরণা দেয়, কৃষ্ণ ব্যতীত যিনি আর কাহাকেও জানেন না এবং কৃষ্ণ যাঁহার হৃদয়ের ধন, প্রাণের সঙ্গী, তিনিই সাধু।

এ জগৎ সত্য হইলেও অসাধু এবং অনিত্য। এই কারাগারে বা অসৎ জগতে সাধু নাই। কারাগারের সকলেই যেমন দোষী, এই সংসার কারাগারের অধিবাসিগণও তদ্রূপ কৃষ্ণাপরাধী, কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত, পাপপুণ্যের কথা লইয়া সতত ব্যস্ত। এই পাপপুণ্যাতীত ভগবৎসেবার কথা বা সাধুবৃত্তির কথা জগদ্বাসী অসাধুগণের হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবান্ কে, কৃষ্ণ কে, কৃষ্ণসেবা কাহাকে বলে, আমি কে, আমার কর্ত্তব্য কি, আমার সহিত নিত্যসম্বন্ধ কাহার—এসকল কথা এজগতের কেহই জানেন না বা জানিবার আবশ্যকতাও বোধ করেন না। তাই বলিতেছিলাম,—এজগতে—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—হরিবিমুখ সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল হরিবিমুখ সপ্ত অধঃলোক—এই চতুর্দ্দশ ভুবনে সাধু নাই বা এই স্থানের কেহই সাধু নহেন, এস্থানের কেহই ভগবানের সেবা করেন না, সেবা করা ত দূরের কথা, ভগবৎ-সেবা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ন্যূনাধিক ভগবদ্বিদ্বেষী। সুতরাং এই হরিবিমুখ জগতের কেহই যে কৃষ্ণসুখের জন্য ব্যস্ত নহেন পরন্তু সকলেই যে নিজসুখ বা নিজ আত্মীয় বা দেশবাসীর সুখের জন্যই ব্যস্ত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই অসাধুজগতে আছে কেবল নিজকাম-চরিতার্থতা, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির স্পৃহা এবং তজ্জন্যই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমনকি দেবতাগণও তদ্বৎ ইন্দ্রিয়াদির পুষ্টির জন্য স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত ও সচেষ্ট। কিন্তু আমরা আজ যে সাধুর বা সাধু জগতের কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাহা কিন্তু উপরিউক্ত স্বেন্দ্রিয়তর্পণমূলা অসতী ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ও তত্ত্বধারণায় বিপ্লব-আনয়নকারী।

পরজগৎই সাধুজগৎ। সেই সৎ জগৎ গোলোক-বৃন্দাবন বা বৈকুণ্ঠ পরম ঈশ্বর শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর ও মূল শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপরিকর বা বন্ধুগণের নিত্য আবাসস্থল। এই কৃষ্ণপরিকর বা কৃষ্ণবন্ধুগণই একমাত্র সাধু যাঁহারা নিজসুখবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কৃষ্ণসুখবিধানের জন্যই সতত তৎপর। শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্যই তাঁহাদের শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম যা কিছু। কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের ভোগ বা স্বসুখত্যাগ। তাঁহারা ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন, পরন্তু ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎসেবক, নিত্যতৎপর, সেবাপ্রাণ সাধু। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরতাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন আশাই তাঁহাদের সুনির্ম্মল সেবোজ্জ্বল হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। নব-নবায়মানভাবে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কৌশল বিস্তার বা উদ্ভাবনই তাঁহাদের নিত্যালোচ্য বিষয়। সুতরাং এই সাধুজগৎ ব্যতীত অন্যত্র সাধু থাকা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ হইলে জীব যখন আর্ত্ত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকেন, যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং এজগতে আসেন এবং কখনও বা তাঁহার কোনও বন্ধু বা সঙ্গীকে এজগতে প্রেরণ করেন। তখনই অসাধু আমাদের সাধুসঙ্গ করিবার সুযোগ হয়। ভগবান্ কৃপাবশতঃ এজগতের মঙ্গলের জন্য বা জগতের প্রতি অনুদৃষ্টি করিবার জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে—অচলব্রহ্ম বা সচল-ব্রহ্মরূপে, দারুব্রহ্ম ও নরব্রহ্ম বা মায়ামানবরূপে জগতে আসিলেও পরতত্ত্ববিৎ সাধুর অভাবে ইহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাই বিবর্ত্তবুদ্ধি-গ্রস্ত আমরা পরমেশ্বর শ্রীভগবান্‌কে এজগতের কোন জড়ীয় বস্তুজ্ঞানে তাঁহার সেবায় উদাসীন থাকি। তবে অজ্ঞাতভাবে আমরা যে সেই ভগবানের সেবাক্রিয়াদি করি, তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করি, ধামপরিক্রমাদি করি এবং শাস্ত্রবিহিত একাদশী ও মাধবাতিথি আদি পালন করি তাহাতে আমাদের নিত্য সুকৃতি অর্জ্জিত হয়। এই সুকৃতি পুঞ্জীকৃত হইলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির ঈষদালোক পরিস্ফুট হয়। এবং তখন সাধারণতঃ আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকি। সাধুসঙ্গ না হইলে ভগবৎ-সেবার কোনও সুযোগ হয় না। তাই ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার যে-কোন একজন নিত্যপার্ষদকে—সাধুকে এজগতে প্রেরণ করেন বা রাখেন। এই কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণবন্ধুই একমাত্র সাধু বা গুরু—যিনি পতিত উদ্ধার করিবার জন্য পতিতপাবনরূপে, আচার্য্যরূপে ভগবৎকথা প্রচারার্থ প্রকটিত। এই সাধুর সঙ্গ ব্যতীত এই অসাধু জগতে মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই। এই সাধুর সঙ্গলাভই জীবের পরম সৌভাগ্য। তাই বলিতেছিলাম, এই অসাধু জগতে আর কেহ সাধু নাই, পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে আমাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদিগকে স্বরূপে—সাধুত্বে প্রতিষ্ঠিত বা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য এজগতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই একমাত্র সাধু। তাই Sadhu or Guru is only one without a second—এই কথা আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে। এই একমাত্র সাধুর অনুগত সঙ্গ যাঁহারা তাঁহার কৃপালাভে নিবৃত্ততর্ষ বা কৃষ্ণসেবোন্মুখ যাঁহারা, সেই অতি অল্পসংখ্যক গুরুদেবতাত্ম ব্যক্তিগণও সাধুপদবাচ্য। আমরা—সাধু মাত্র একজন, একথা বলিতে যাইয়াও যে আরও দু'চারজনের কথা বলিলাম, তাঁহারা সকলেই সেই একজন সাধুর বা গুরুর সঙ্গী, অনুগ বা সেবক-সম্প্রদায়। এই একজন সাধুর সঙ্গী ব্যতীত অন্যত্র সাধু অন্বেষণ মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপ বা অসাধুকে সাধু মনে করার জন্য সাধুনিন্দা-অপরাধে অপরাধী হওয়া মাত্র। যিনি নিষ্কপট, ভাগ্যবান্ এবং সত্য সত্যই বাস্তবসত্যানুসন্ধানে অভীপ্সু, তাঁহারই ভাগ্যে এই একমাত্র সাধুর সঙ্গলাভ সম্ভবপর

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

—এই ভগবদ্বাণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এজগতে যে সাধু নাই এবং পরজগৎ হইতে আগত ব্যক্তিই যে একমাত্র সাধু এবং তাঁহার সঙ্গ যে অতি দুর্লভ, একথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানিতে পারি।

পর উপকারী কে?

প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী তাঁহার পূতধারায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। নবদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশ একতীরে, অপরাংশ অপর তীরে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন গৃহস্থজীবনের আদর্শ-স্থাপনচ্ছলে স্বয়ং গার্হস্থ্য-লীলার অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বাঙ্গালা ও আসামপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও অনেকে জড়বিদ্যাধনে ধনী ছিলেন, যদিও বা অনেকে কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন, কিন্তু অনেকেরই কৃষ্ণভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে তথায় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন কতক ব্রাহ্মণব্রুব বাস করিত; তাহারা মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি কার্য্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে—

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান নাই চোর-দস্যু আর॥

এই ব্রাহ্মণকুমার—

যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি॥

ব্রাহ্মণ দয়ার আধার, সরলতার খনি, ক্ষমার আদর্শ, কিন্তু ইহার—

পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।

বিশেষতঃ সৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক—

নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে॥

ব্রাহ্মণকুমার প্রতি দিবস এই জাতীয় কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে। পতিতপাবন, অবধূতশিরোমণি নিত্যানন্দপ্রভু পতিত-উদ্ধারকার্য্যে ও পাষণ্ডদলনকার্য্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশে নদীয়ার পথে চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণ, প্রবাল, মণি, মুক্তা, দিব্যহার প্রভৃতি

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু ভক্ত-রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥"

এই একজন মাত্র সাধুর সঙ্গ লাভ না হইলে আত্মোপলব্ধি বা নিত্যমঙ্গল অসম্ভব। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই এই সাধুটির অনুসন্ধানে জীবন পণ করা উচিত নহে কি? এই একজন মাত্র সাধু হইতেছেন,—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এবং তাঁহারই অনুগ-সূত্রে ভাগবত পরম্পরায় আগত পরমহংস-কুল চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু এবং বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র শিষ্যাভিমানী গৌরজন নিষ্কিঞ্চন সত্তম-পরমহংস সাধু বা গুরু—শ্রীশ্রীল বার্ষভানবী-দয়িত দাস প্রভু। তাই বলি, এজগতে সাধু মাত্র একজন। "মদ্গুরুঃ জগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ জগন্নাথঃ;

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

বহুমূল্যবান্ অলঙ্কার শোভা পাইত। অবধূতের দেহে বহুমূল্য অলঙ্কার-দর্শনে—

'হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন'।

শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দপ্রভুকে নির্ব্বোধ পাগল ভাবিয়া—

মায়া করি' নিরবধি নিত্যানন্দসঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে ॥

কিন্তু বোকা দস্যু বুঝিতে পারিল না, বোকা বা পাগল কে? কাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য সে বিবিধ ফাঁদ পাতিতেছে। পরম দয়াল নিত্যানন্দপ্রভু দস্যুর মনোবৃত্তি ও চেষ্টা সন্দর্শনে তাহার সকল পরিচয় পাইয়াও তাহাকে ঘৃণা না করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় করিলেন।

হিরণ্যপণ্ডিত নামে নবদ্বীপে এক মহা অকিঞ্চন সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ভাগ্যবন্তের গৃহে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরলে বাস করিতে লাগিলেন। দস্যু-ব্রাহ্মণ তাহার স্বার্থসিদ্ধির এই সুযোগ পাইয়া—

লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি।
আরে ভাই সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি ॥

ঐ দেখ, ঐ অবধূতের গায়ে সোণা, মুক্তা, হীরা কত বহুমূল্য অলঙ্কার!

আমরা এতকাল দস্যুবৃত্তিদ্বারা কত অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু এই অলঙ্কারগুলি এত মূল্যবান্ যে এইগুলির মূল্য নির্দ্দেশ করা কঠিন। আজ চণ্ডীমার কৃপায় একটা বড় শিকার জুটিয়াছে। হিরণ্য ঠাকুর দরিদ্রলোক—তাহাদের লোকজন কেহ নাই। তাই সোণায় সোহাগা। একে ত লোকটা পাগল, তদুপরি দরিদ্রের বাড়ীতে একা রহিয়াছে। সুতরাং—

ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়।

এইভাবে দস্যুগণ যুক্তি করিয়া রাত্রিকালে—

খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িল নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥

নিশায় অন্ধকারে দস্যুগণ দূরে এক-স্থানে বৃক্ষান্তরালে রহিয়া এক চর পাঠাইয়া জানিল, নিত্যানন্দপ্রভু ভোজন করিতেছেন। এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর দাসগণ মধ্যে—

কেহ করে সিংহনাদ কেহ বা গর্জ্জন।
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ-রসে ॥
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে।
হৈ হৈ হায় হায় করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সবাই চেতন ॥

কি মুস্কিলের কথা! লোকটা খাবে ত খাক্! খাবার সময় এমন করিয়া পাগল-গুলি আবার চীৎকার ও নাচানাচি করছে! বড়ই অসুবিধা করলে। চর গিয়া এই সংবাদ দিল। চরমুখে নিত্যানন্দপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের জাগরণের সংবাদ পাইয়া দস্যুগণ ভাবিল, কিছুকাল পরে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। তখন স্বচ্ছন্দে চুরি করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এই বলিয়া মনকলা খাইতে লাগিল—

কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা।
কেহ বলে মোহার সোণার তার বালা ॥
কেহ বলে মুঞি নিব কর্ণ আভরণ।
স্বর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোন জন ॥

এমন সময় প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা-দেবী আসিয়া সকল দস্যুর চেতনা অপহরণ করিল এবং একে একে সকলে মনকলা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িল। সকলেই প্রভুর মায়ায় মোহিত ও অচেতন হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল, এদিকে দিবাকর কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিরপেক্ষতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ-বিগ্রহরূপে উদয়াচলে বৃক্ষান্তরাল দিয়া ভূশায়িত দস্যুবৃন্দের নিদ্রাবিষ্ট নয়নে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু তবুও তাহারা অচেতন। বনের অবৈতনিক ভৃত্য কাকগুলি কা-কা রবে কৃতজ্ঞভাবে দস্যুগণের বিপদবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দস্যুগণ ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল, নিশার অন্ধকার নাই—পথে নির্জ্জনতা নাই। তখন তাড়াতাড়ি বনমধ্যে ঢাল, খাড়া ফেলিয়া সকলে বিগত রজনীর কুচিন্তা ও পাপ বিধৌত করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

দস্যুগণ স্নানান্তে নিজ নিজ স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে পরস্পরকে নিদ্রায় অভিভূত হইবার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিল। দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, ইহা কাহারও দোষ নহে—

বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে কারণে ॥

সুতরাং—

ভাল করি আজি সবে মদ্য-মাংস দিয়া।
চল সবে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল দস্যু মদ্যমাংস দিয়া চণ্ডীপূজা করিল। তাহারা মোহান্ধ—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে কি করিয়া? পেচক কি কখনও সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায়?

দস্যুগণ চণ্ডীকে তুষ্ট করিয়াছি ভাবিয়া মনের আনন্দে ও উল্লাসে সেইদিন মহা-নিশায় যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রিত তখন পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা অস্ত্র লইয়া বীরের বেশ-বস্ত্রাদি পরিয়া তথায় গিয়া দেখিল, কুটীরের চতুর্দ্দিকে বহু অস্ত্রধারী পদাতিক নিরন্তর হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের সকলের গলায় মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। ভিতরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিদ্রার অভিনয় করিতেছেন। অবধূতকে দর্শনাভিলাষী কোন ধনীর সহিত এই সকল পদাতিক আসিয়া থাকিবে। সুতরাং শীঘ্রই চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকগণও চলিয়া যাইবে, তখন আমাদের সুবিধা হইবে এইরূপ ভাবিয়া দস্যুপতি বলিল—

অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই ॥

যখন দস্যুগণ দেখিতে পাইল, পদাতিকগণ চলিয়া গিয়াছে, অবধূত—

সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥

তখন—

আর বার যুক্তি করি' পাপী দস্যুগণ।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবন ॥

সেই দিবস নিশাদেবী যেন ঘোরতম-কৃষ্ণাম্বরে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া এবং ধরাপৃষ্ঠে সেই কৃষ্ণাম্বর বিস্তারিয়া জগদ্বাসী জীবের চিত্তে ভীতি জন্মাইয়া বিহার করিতেছিলেন। ফলে নদীয়ার পথঘাট নির্জ্জন। সেই অন্ধকার, নীরবতা ও নির্জ্জনতার আশ্রয়ে দস্যুগণ সেই কুটীরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র—

সব হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে।

* * *

সবে হইলেন হত প্রাণ-বুদ্ধি মনে ॥

ফলে—

কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াইয়া মারে ॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে ॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গ ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে ॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্তপদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥
সেইখানে কারো কারো গায়ে আইল জ্বর।

অকস্মাৎ এই দুরবস্থায় পড়িয়া দস্যুগণ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে—

শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায় ভাসে দুঃখের সাগরে ॥

এমন সময়ে ভীষণ বজ্রপাতে সকলে ত্রাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মহাবৃষ্টিতে দস্যুগণ ভিজিতে লাগিল। নিত্যানন্দদ্রোহী আসিয়াছে জানিয়া ক্রোধে ইন্দ্রদেব তাঁহার কোপ ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ পঞ্চশ্রী বীরবিক্রম-কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের প্রতি

"আশীষ কামনা"

রাজন্, আশীষ করুন্ ভগবান্
শ্রীগৌরহরির করুণার ধারে নিরত
করহে স্নান ॥
(লভি) নিত্য জীবন, অমর যশঃ
বহুক হৃদয়ে সেবার হরষ,
মহিমা তোমার রবিশশী তারা পুলকে
করুক্ গান।
আশীষ করুন্ ভগবান্ ॥
গৌরবাণীর বিস্মৃতি ঘোর, গৌরনিজজন
চোর,
দেশে বিদেশে পাঠাল সেবক, ঘোষিতে
বাণীর ভেরী।
হিম অদ্রির সু-উচ্চ শিখর,
উর্ম্মি লোড়িত বিশাল সাগর,
সচকিত করি ভুবন পবন, বাজে বাজে
জয়ভেরী
"এস এস সবে মহা উৎসবে, নয় দেরী,
নয় দেরী ॥"
গৌরগাথার মহিমা-প্রচারে তুমি যে
পোষক আজ,
বিশ্বনিদ্রা টুটাতে পলকে,
সহায় করিছ মহারাজ,
গৌরগোবিন্দের বসতি-ভবন,
প্রতিষ্ঠা বিশ্বে করিতে স্থাপন,
সুমহান্ তব সেবন-কামনা, এ' তব
অতুল কাজ
(বিভুর) আশীষ লভিও মহারাজ ॥

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

:০:

আজ হইতে ৩ দিনের

২ মাঘ ২৫ পৌষ ১০ জানুয়ারী শুক্র দিন গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণ-দ্বিতীয়া রাত্রি দ ২২।৫৫ পুষ্যা ভুক্ত দ ৫৫।৫০ বিষ্কুম্ভযোগ দ ৮।৪৮ তৈতিলকরণ।

৩ মাঘ ২৬ পৌষ ১১ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ী কৃষ্ণ তৃতীয়া দিবা দ ২১।১৯ অশ্লেষা রাত্রি দ ৭।৩৩ প্রীতিযোগ দ ৬।৪২ বণিজকরণ দিং ১।২৪ গতে বিষ্টিকরণ দ ২১।১৯ গতে ববকরণ। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের তিরোভাব।

৪ মাঘ ২৭ পৌষ ১২ জানুয়ারী রবি সঙ্কর্ষণ বাসুদেব কৃষ্ণচতুর্থী কালদ দ ২৫।৫৫ মঘা ভুক্ত রা দ ৯।৩৮ আয়ুষ্মান্‌যোগ দ ৬।৪৬ ববকরণ।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG.NO.C.1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৬শে পৌষ, ১৩৪২, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার। ২৬১তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

করাচীতে শীতের প্রকোপ

সমগ্র করাচী প্রদেশে অবিরাম বারিপাত ও তুষারপাতের ফলে ভীষণ শীত পড়িয়াছে। নবাবশাহ ও সুকুর জেলায় শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বলিতে গেলে সমগ্র মাঠই ক্ষুদ্র পশুপক্ষীর মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নবাবশাহে শীতে জমিয়া দুইজন ভিক্ষুকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বেন্দাগ্রামে দাঙ্গার মামলা

বেন্দাগ্রামে হানা দেওয়া সম্পর্কে দণ্ডিত ৯ জন সৈন্যের পক্ষ হইতে জুডিশিয়াল কমিশনার আদালতের বেঞ্চে আপীল করা হইয়াছিল। বেঞ্চে মিঃ কে এল গ্রীন ও মিঃ এম বি নিয়োগী ছিলেন; তাঁহারা ঐ আপীল সম্পর্কে রায় দিয়াছেন।

বিচারকগণ ৯ জন দরখাস্তকারীর দণ্ড দেশ বহাল রাখিয়াছেন। দরখাস্তকারী ডাউডেলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল। বিচারকগণ তাঁহার দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া তাহাকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করার অপরাধে আরও ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ইন্দোরের সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোরের মহারাজা হোলকার কর্ত্তৃক ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এই অধিবেশনে দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ ও দর্শকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যার এস এম বাপনা প্রমুখ অন্যান্য মন্ত্রিগণ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। আগরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ডাঃ পি বসু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

দেওঘরে অগ্নিকাণ্ড

দেওঘরে এক অগ্নিকাণ্ডে এক বৃদ্ধা নারী ও তিন শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মুসম্মৎ পাতো মাহারিণ তাহার পীড়িত শিশু সন্তানের জন্য দুধ আনিতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, তাহার কুটীরে আগুন লাগিয়াছে। ঐ কুটীরে তাহার বৃদ্ধা মাতা ও তিন শিশু-সন্তান ছিল। সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করে; কিন্তু প্রতিবেশিগণ যাইবার পূর্ব্বেই জলন্ত ঘর ঐ বৃদ্ধা নারী ও তিন শিশুর উপর পতিত হয়। প্রকাশ যে, মুসম্মৎ পাতো বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময়ে কুটীরের নিকটে মাটীর পাত্রে আগুন রাখিয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ উহা হইতে কুটীরে আগুন লাগিয়াছিল।

কলিকাতায় শিক্ষা সপ্তাহ

আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে শিক্ষা সপ্তাহ হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার ট্রেণিং বিভাগের মিঃ এ এম বসুর উপর তাহার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হেয়ার স্কুল ভবনে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার ল্যাবরেটরীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে। উহাতে শিক্ষা সম্পর্কীয় বহু জিনিষ প্রদর্শন করা হইবে। তদ্ব্যতীত বঙ্গের বিশিষ্ট মনীষিগণ বক্তৃতা দিবেন।

ব্যারাম

এই ব্যারাম এক প্রকার জীবাণু কর্ত্তৃক নাসিকার দ্বার দিয়া আমাদের শরীরে আনিত হয়। ইহা এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ এবং ইহাকে "এপেডেমিক কোরিয়া রোগ" বলা যাইতে পারে।

প্রতিকারের উপায়:—

১। (ক) রোগ প্রকাশ পাইলে জল ঢালাই খুব ভাল ব্যবস্থা।

(খ) শুয়াইয়া বা উচ্চ টুল বা চেয়ারে বসাইয়া জল ঢালা উচিত।

(গ) মাথায় ও শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা জল ঢালা প্রয়োজন।

(ঘ) রোগের প্রথম অবস্থায় মাংসপেশীর অতি দ্রুত স্পন্দনের নিমিত্ত সমস্ত শরীরে জল ঢালা যাইতে পারে। তারপর প্রয়োজন হইলে ঠাণ্ডা জলে ভিজান কাপড় দিয়া সমস্ত শরীর ৮।১০ মিনিট জড়াইয়া রাখিলেই চলিবে; প্রতিকার হইবার পরে গা মুছাইয়া দিতে হইবে।

২। যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে বসাইতে এবং শুয়াইতে হইবে।

৩। মাথায় ও শিরদাঁড়ায় জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা দুখানি অল্প গরম জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে।

(৪) শোয়ান অবস্থায় মাথায় জলের ধারা দিবে এবং শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা জলে ভিজান কাপড় চাপা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিবে এবং ঐ কাপড় ৫।৬ মিনিট পর পর আবার ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া লইবে।

৫। রোগের ঝোঁক কাটিয়া গেলে তাহাকে গরম দুগ্ধ খাইতে দিবে এবং ২।৩ দিন দুগ্ধ, মিছরীর জল ইত্যাদি জলীয় পথ্য দিবে ও শুয়াইয়া রাখিবে।

৬। রোগের ঝোঁক কাটিয়া গেলে সামান্য জ্বর হইতে পারে, তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

৭। ব্যারামের বিচুনী অবস্থায় ডাক্তারী মতে ব্রোমাইড, ক্লোরাল হাইড্রেট, ক্লোরেটন লুমিনাল, টিন্‌চার বেলেডোনা, এট্রোপিন ইন্‌জেকশন বিশেষ ফলপ্রদ। রোগের ঝোঁক কাটিয়া গেলে, স্যালিসিলেট, আইরন আর্সেনিক এবং কিছুদিন পরে ষ্ট্রীক্‌নিন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৮। রোগীর প্রতি তাহার নিকটে সহানুভূতিসূচক (আহা, উহু ইত্যাদি) কথা বলা খুবই অন্যায়। ইহাতে রোগের প্রকোপ দীর্ঘকাল চলিতে পারে। ঐরূপকারী লোকদিগকে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

৯। রোগীর বাড়ীর সকলেই এবং যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা এবং যাদের এই রোগ হইবে এই ভয় চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রতিদিন ১ পোয়া লবণ জলে (আধসের জলে চায়ের এক চামচ লবণ) বা গরম জলে ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরীর প্রস্তুত গোঁদ খাইয়ে মিশাইয়া দিন ৩।৪ বার গলার ভিতর, মুখের ভিতর এবং নাকের ভিতর ধুইলে, এ রোগের আশঙ্কা থাকেনা।

মোটর দুর্ঘটনা

বালুরঘাটের সংবাদে প্রকাশ, এখানে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, একখানা মোটর বাস ২২জন যাত্রী ও ডাক লইয়া হিলি অভিমুখে যাইবার সময় উল্টাইয়া যায়। যাত্রীদের মধ্যে ১৩ জনের আঘাত গুরুতর। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় ও ডাঃ সুশীল চাটার্জ্জি আহতদের উহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

চেয়ে অবুঝজনকে শিক্ষা দিবার ছলনায় যখন অহৈশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষীর অভিমানে স্ফীত হই তখন স্বরূপজ্ঞান না গুরুবৈষ্ণব দাসাভিমান আত্মগোপন করিয়া আমাকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির দাসাভিমানে প্ররোচিত করে এবং যখনই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ এই কর্ণদ্বারে আমার তৃপ্তিকর হয় তখনই বিষয়-বিষ্ঠা-লোলুপকারী মহাকায় শত্রু আমার সাধুসঙ্গ বাস আর ভাল লাগে না। সাধুপ্রীতির অভাব এবং বিষয়ে প্রীতির পরাকাষ্ঠাই যে এখানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। তাই বলি, বিষয়নিষ্ঠ-জ্ঞান-শিক্ষার জন্য না সাধুসঙ্গের আনুগত্যাভাবেই এই বিপত্তি হইয়াছে।

আমার দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বলতাজনিত, কপটতাজনিত নহে—বলিয়া আমি অনেক সময় মনকে সান্ত্বনা দেই কিন্তু আমার দুর্ব্বলতাই থাকুক আর কপটতাই থাকুক এই দুইটি বিষ সহোদরী সাপিনীকে নিশ্চিন্ত হইয়া পুষিতে থাকিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। দুর্ব্বলতাই কপটতার জননী। দুর্ব্বলতা—স্বীয় অবৈধ আত্মচেষ্টা-দোষ গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় লুক্কায়িতভাবে অর্থাৎ আমার অজ্ঞাতসারে কপটতা-বধূ প্রসব করে। এই কপটতা কিছুকাল সাদরে লালিত পালিত হইয়া বলবতী স্বৈরিণী হইয়া আমার এবং বহু লোকের সর্ব্বনাশ করে। জগতে প্রাকৃতসহজিয়া-ধর্ম্ম প্রথমেই দুর্ব্বলতা হইতে ক্রমে কপটতায় পরিণতির ফলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দুর্ব্বলতার অবৈধ জন্ম—কপটতা, কপটতা হইতে অসংখ্য কপটতা ও অপরাধের জন্ম। সুতরাং আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, দুর্ব্বলমাত্র—এরূপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আর পার পাইব না।

গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজগুণে আমার ন্যায় বিষয়বিষ্ঠাভোজী কদর্য্যশীল ব্যক্তিকেও বিষ্ণুনামক ও বিষ্ণুকথাকীর্ত্তনকারী প্রদর্শন সকলের অনুযায়ী পদবী প্রদান করিতে চাহেন, আমাকে পণ্ডিত, আচার্য্য, গোস্বামী প্রভৃতি উপাধি দেন, চণ্ডালকেও বৈকুণ্ঠে আরোহণ করাইতে চাহেন, কুকুরেরও কুকুরত্ব মোচন করাইয়া রাজসিংহাসন দিতে চাহেন, কিন্তু তথাপি আমি আমার পূর্ব্ব ইতিহাস, সেই বিষয়বিষ্ঠাভোজনস্বভাব কিছুতেই ভুলিতে পারি না। আমি যদি নিষ্কপটে হরি-গুরুবৈষ্ণব সেবামুখ বরিয়া লইয়া আমার পূর্ব্ব ইতিহাসসমূহ ভুলিতে পারিতাম তাহা হইলে ঐ সকল পদবী আমাকে উত্তরোত্তর কৃষ্ণপদকমল স্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু আমি গুরুবৈষ্ণবগণের ঐ কৃপাকে, ঐ বৈকুণ্ঠপদবীকে বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠাই—প্রগাঢ় বৈকুণ্ঠ-সেবকাভিমান, যাহা হইতে সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ বা অন্য কোন পদবীই সেই প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে না। আমি জড় প্রতিষ্ঠার বিক্ষুব্ধ বলিয়া আমাকে গুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বোত্তম পদবী প্রদান করিলেও—কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও আমি পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিতে পারি না। "অন্য কেন না মানিব কৃষ্ণদাস নাম। অল্পভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান্॥"—এ কথা আমি বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমার অসুবিধা হয় বা অস্বাস্থ্যভাব আসে।

(ক্রমশঃ)

পর উপকারী কে?

(২)

এমন সময়ে দস্যুপতি ব্রাহ্মণের অকস্মাৎ স্মরণ হইল নিত্যানন্দ মনুষ্য নহেন; ইনি নিশ্চয় ঈশ্বর, মনুষ্য কখনই এরূপ করিতে পারে না। তিনি একদিন নিদ্রার ছলে মোহিত করিলেন। অপর দিন পদাতিকগণ দেখিয়া পাইল। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত দয়ার কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। এত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, হায়! তবু আমার চেতন হয় নাই! আমি যেমন পাপিষ্ঠ ঠিক তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে! আমি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভুর ধন অপহরণের বুদ্ধি করিয়াছি। হায়—

এ মহা-সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর॥
এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥

বিপন্ন অবস্থায় সেই মহাবিপন্ন ব্রাহ্মণ-কুমার ভূপতিত হইয়া হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া জানিল এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল—

জয় জয় নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥
যে জন আছাড় খাই পৃথিবীতে পায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
সর্ব্ব মহাপাতকীর তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডায় তার সংসারবন্ধন॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জিও মরো এই হউ মোর আশ॥

ব্রাহ্মণকুমার যখন আর্ত্ত হইয়া সরলভাবে শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য স্বীকার করিল, তখন—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥

এইভাবে যখন সকল দস্যুর নিত্যানন্দ-স্মরণ হইল ও সকলে শরণাগত হইল, তখন সকলের জ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু দুইই খুলিয়া গেল। বহির্জগতের ঝড়বৃষ্টি মুহূর্ত্তে কোথায় পলাইয়া গেল। নিশাদেবী তাঁহার তিমিরাঞ্চল সরাইয়া লইলেন। দস্যুগণ পথ দেখিয়া নিজ নিজ ঘরে গিয়া পলায়ন করিল। দস্যুসেনাপতি দ্বিজ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর চরণতলে পড়িলেন। প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন উদ্ধার করুন, বলিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহার—

আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে দিগ্ ভরয়ে ক্রন্দনে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনি আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥

দস্যুব্রাহ্মণের এই প্রকার ভাবাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে তাঁহার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে আক্রমণের বুদ্ধি, তাঁহার দেহস্থ অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টা সকলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় যে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে একান্তভাবে স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে যে সকলের উদ্ধার হইয়াছিল, একথা ব্রাহ্মণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

এত বলিয়া নিত্যানন্দ আপন গলার মালা ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে মহাজয়ধ্বনি হইল। ব্রাহ্মণের সকল বন্ধন দূর হইল। যে ব্রাহ্মণকুমার দস্যুসেনাপতি বলিয়া পরিচিত ছিল, আজ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তিনি ও তাঁহার সঙ্গীয় দস্যুসকলে—

ধর্ম্মপথে আসি লইল চৈতন্যশরণ।

এবং—

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু— করুণাসাগর॥

দ্রষ্টা

দ্রষ্টা, আমার দ্রষ্টা,—
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, আর ভগবান্,
মম আচরণ দ্রষ্টা।
ওগো দ্রষ্টা আমার, সাক্ষী আমার
আমার মরম জ্ঞাতা!

তোমা সবাকার আঁখি দিঠি হ'তে
আপন লুকাব কোথা?
অন্তর্যামি হে দেবতা মোর,
জান এ' মনে বিষ রয়েছে ভোর,
উপরে আমার, মধুর আকার,
হৃদয়ে ছলনা পাতা!!

[illegible] দিবানিশি,
তা'রা আবে মোর কত বড় 'জিদ্'
তোমরা তো সবে, পড়িছ নীরবে,
জীবনপুঁথির পাতা!
হেথা চির সুগোপন অন্তর্যামি,
নিখিল মরমজ্ঞাতা!

মোর জড় আঁখি করি নিরমাণ,
দেছ দরশন-শক্তি—
তব বিরচিত, ধরণীর রূপে,
সতত যে অনুরক্তি।
ভোগের নয়ন, সদা নিমগন,
বিশ্বের সুষমায়।

দ্রষ্টা, তোমার, ভোগ উপচার—
ভাবে সে ভুঞ্জিতে চায়॥
(মোর) অন্ধ নয়ন, না হেরে তোমার,
(কোটি) চন্দ্র উজল পদ-শোভা সার,
জড় প্রাণ-রস ক'রেছে বিবশ
এ দুই চোখের পাতা।

বিশ্বের অণু পরমাণু মাঝে,
চিন্ময় তব সত্তা বিরাজে,
যাহা কিছু সব, তোমারি বিভব,
সেবা উদ্দীপনা গাথা।
তব দরশনে ধন্য হ'তে চাহে,
তোমারে লভিতে আমি।
বিষয়াসক্ত আমি যে কপট,
ভান অনুরাগায়॥
দ্রষ্টা আমার, সাক্ষী আমার!
নিগূঢ় মরম জ্ঞাতা।
তোমরা তো সবে হেরিছ নীরবে
(আমার) গুপ্ত জনম খাতা॥

অন্তর্যামি, ওগো অন্তর
জাগ হৃদে মম হেরি নিরন্তর,
না চাহিতে আমি চাহ মোর পানে।
অহেতু করুণাদাতা॥
আমার মরম জ্ঞাতা!!!

—শ্রীঅপর্ণা দেবী।

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

টিকানা—ছাপা: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. NO. C. 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৮শে পৌষ, ১৩৪২. ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৬ সোমবার। ২৬২তম সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

— —::•::— —

সশস্ত্র ডাকাতি

বর্দ্ধমান জিলার ই আই রেলপথের পূর্ব্বস্থলী গ্রাম হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোন মুসলমান ভদ্রলোক ঘোড়া গাড়ীতে পূর্ব্বস্থলী রেল ষ্টেশনে আসিবার কালে ষ্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছিবামাত্র সন্নিকটস্থ একটি ঝোপ হইতে একটী লোক বড় একখানি ছোড়াসহ তাহাকে আক্রমণ করে এবং মূল্যবান জিনিষপত্র সমেত তাহার স্যুটকেশটী ছিনাইয়া লইয়া উধাও হয়। কিয়ৎকাল পর ঘটনাস্থলে দুইজন লোক আগমন করে এবং তাহাদিগের সাহায্যে স্থানীয় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ উক্ত লুণ্ঠনকারীকে ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি পুলিশের নিকট তাহার নাম 'বিজয়' বলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গুণ্ডার উপদ্রব

খাণ্ডোয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, ভূপাল রাজ্যের প্রজারা গুণ্ডার ভয়ে বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে গুণ্ডাদের দাবী অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায় দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীকে দিন দুপুরে খুন করিয়াছে।

প্রথমে ভূপালের নিকটবর্ত্তী রাহেট্টী গ্রামের শেঠ মিশ্রলাল নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও মহাজনকে গুণ্ডারদল এই মর্ম্মে চিঠি দেয় যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাদিগকে টাকা দিয়া আসিতে হইবে। উক্ত মহাজন টাকা দিতে না পারায় গত ২৭শে ডিসেম্বর গুণ্ডাদের একজন তাঁহাকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জামরাত বাজারের মেসার্স ওয়াঘমল লক্ষীচাঁদের এজেণ্ট পণ্ডিত হাজারিমলও গুণ্ডাদের নিকট হইতে উপরোক্ত মর্ম্মে একখানি চিঠি পান। তিনিও দাবী অনুসারে টাকা দিতে না পারায় গত ২২শে ডিসেম্বর যখন দোকানে বসিয়াছিলেন সেই অবস্থায় দস্যুদলের একজন আসিয়া তাহাকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করে।

আততায়িগণ ফেরার আছে। ভূপাল রাজ্যের পুলিশ জোর তদন্ত কার্য্য চালাইয়াছে।

নদীয়ায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ধর্ম্মদা (নদীয়া) হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা জানুয়ারী বেলা ৩॥ টার সময় কাটিহার প্যাসেঞ্জার ট্রেণে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সাহেবনগর পল্লী সংগঠন কেন্দ্রে যাইবার জন্য রওনা হন। সন্ধ্যা ৬টার সময় ট্রেণটী মুড়াগাছা ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ধর্ম্মদা, মুড়াগাছা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় ৪।৫ শত বালকবালিকা যুবক ও বৃদ্ধ ষ্টেশনে সমবেত হন। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা ও বহু পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। দারুণ শীতের জন্য আচার্য্য রায় ট্রেণের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। তখন ধর্ম্মদার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। "আচার্য্য" অভিনন্দন পত্র সাদরে গ্রহণ করেন।

অতীত যুগের নাট্য ভবন

ম্যাসিডোনিয়ায় ফ্লীপ নামক অঞ্চলে মাটির নীচে একটি বিরাট নাট্য ভবন আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাট্য ভবনটি অন্ততঃ পক্ষে ২,৮৫১ বৎসরের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ভুলাঁস ঐ স্থানে প্রাচীন একটী নগরী আছে অনুমান করিয়া তথায় খনন কার্য্য চালাইতেছিলেন। তিনিই থিয়েটার ভবনের আবিষ্কর্ত্তা। ৫১৬ খৃঃ পূঃ ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে ঐ স্থানে যে প্রাচীন নগরী ছিল তাহা ধ্বংস হয়। থিয়েটার ভবনটী ভাল অবস্থাতেই আছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। উক্ত প্রেক্ষাগৃহে ৩০০০ লোকের বসিবার স্থান আছে।

অর্থ আত্মসাতের জের

মীরাট ট্রেজারী ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী জ্যোতিঃপ্রসাদ ও অম্বাপ্রসাদ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৮ ধারার সহিত ১২০ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকে ৬ষ্ঠ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জজ কোর্টে আপীল করে। মীরাটের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ আর এল ইয়র্ক উহার রায় দিয়াছেন। উভয় আপীলকারী চাকুরী হারাইবে বিবেচনা করিয়া জজ তাহাদের কারাদণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করিয়া এক বৎসর করিয়াছেন; কিন্তু অর্থদণ্ডের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

৫ বৎসর কারাদণ্ড

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, একটি লাইসেন্স বিহীন রিভলবার এবং কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ রাখার অপরাধে বিষ্ণুপুরের মহকুমা হাকিম ভবতোষ কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে অস্ত্র আইনানুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীকে বিষ্ণুপুরে তাহার গৃহে গ্রেপ্তার করা হয়। তথায় খানাতল্লাসীর ফলে ঐ রিভলবার ও কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। তাহাকে কড়া পুলিশ পাহারায় মেদিনীপুরে সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হইয়াছে।

স্বর্ণসূত্র ও হীরক প্রস্তুত শিক্ষার জন্য জার্ম্মাণী যাত্রা

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র মিঃ বিদ্যাধর লাম্বাল বি-এস সি স্বর্ণসূত্র এবং হীরক প্রস্তুত শিক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে যাইতেছে। এই জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৯ হাজার টাকার বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই রওনা হইয়াছেন এবং ১৮ই জানুয়ারী বোম্বাই হইতে রওনা হইবেন।

পিস্তল ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তিতে গ্রেপ্তার

কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোকেরা বুধবার সকালবেলা উল্টাডিঙ্গী অঞ্চলে কোনও বাড়ীতে হানা দিয়াছিল। তথায় খানাতল্লাস করিয়া তাহারা নাকি একটি পিস্তল ও কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সম্পর্কে একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

হীরক জয়ন্তীতে মুক্তি ও দণ্ডহ্রাস

বরোদায় গত ৭ই জানুয়ারী গেজেটের এক সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে ৪৬ জন কয়েদীকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। ৬৪৬ জন কয়েদীর দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে এবং ভূমি রাজস্ব ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কর বাবদ চারি লক্ষ টাকা মকুব করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**-হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০।

৪। **পরমার্থী**-শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া ৺পরমহংসাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-ব্রহ্মসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম	
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮। বাদশ-আলবর	।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৵০
২২। ভজন-রহস্য	॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২৭। দুঃসঙ্গমালিকা ভগবদ্ভক্তঃ সাঙ্গবাদ	২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সাঙ্গবাদ	।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীপ-দিগ্ দর্শন	৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫। গীতমালা	⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ	।০
৩৯। শ্রীগৌর মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৪০। শরণাগতি	⁄০
৪১। গীতাবলী	⁄০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৪৩। সাধনক্রম	⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৪৫। নবদ্বীপশতক	⁄০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	⁄০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	॥০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ	।০
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম	৷৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৬। সারার্থদর্শনম	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	॥০
৬৮। এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥০
৬৯। নামভজন	।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি	॥০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স	।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম	।০
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ ডান	⁄০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। থেয়োটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮০। সাধন-পথ	।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৮২। গীতাবলী	⁄০
৮৩। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	⁄০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে পৌষ, ১৩৪২, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার [২৬৩তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত প্রভুপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবক আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে দক্ষ হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ত্রিংশ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, মঙ্গলবার | ২৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৬শে পৌষ ১১ই জানুয়ারী শনিবার মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনন্তদেব দাস-অধিকারী প্রমুখ কতিপয় সেবকসহ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে খোল করতাল সহ সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও তীর্থ আশ্রমের ভক্ত সুন্দর শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠে সুদৃশ্য পুষ্পমালা প্রদান করিয়াছেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পার্ষদ-বৃন্দসহ শ্রীযোগপীঠে মহাপ্রভুর ভক্ত চাঁদকাজির সমাধিস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর তিরুপতি নিবাসী শ্রীনটরাজ ভাগবতবিদ্বান্, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রৌতবাজী বেদঘনপদম্ এবং শ্রীগোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী ব্যাকরণ-বিদ্বান্ মহোদয়গণ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। "কবে গৌরবনে" শীর্ষক শরণাগতির গীতিটি সংস্কৃত-ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, কৃষ্ণ হইয়া ধামবাসিগণের প্রণাম গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে কোন সুবিধা হইবে না। ধামবাসীদিগকে প্রণাম করিতে হইবে। অপরের নিকট সম্মান পাইবার জন্য অবধূত বেশ ধারণ করিতে হইবে না। ঐ বেশ ধারণ করিয়া বৈষ্ণব-চরণরেণু অঙ্গে মাখিতে হইবে। গোস্বামী হইতে হইবে না। তাঁহাদের কৃষ্ণ-ভক্তি দেখিয়া কেবলা ভক্তি শিক্ষা করিতে হইবে। সখীভেকী ভণ্ডামি অনর্থমূলক। সাংসারিক কোলাহলে যোগদান না করিয়া [illegible] করিতে হইবে। প্রাতঃস্নানের জন্য পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিলে হরিদাসের অনুকরণ-কারী চন্দ্র বিজের দশা পাইবার উপযুক্ততা লাভ হইবে। গৌর-ব্রজ-বনে ভেদদর্শন অধঃপাতের কারণ। শাস্ত্রী ব্রহ্মসংহিতা-খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, ঐ গ্রন্থে সংক্ষেপে অচিন্ত্য ভেদাভেদ, অভ্যাস, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, কামবীজ, গায়ত্রী, গোকুল, গোবিন্দরূপ, স্বরূপতত্ত্ব, ভক্তিচক্ষু, শক্তি স্বকীয়, পারকীয় প্রভৃতির বিচার আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ঐ পুস্তকের ৫ম অধ্যায় মাত্র পান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দাক্ষিণাত্যবাসীরা উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অজ্ঞ। তাঁহারাও একথা স্বীকার করেন।

গত ২১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ আণ্ডাল আম্মাল মঠে সাপ্তাহিক ভাগবৎক্লাশের অধিবেশনে পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন।

শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাস ব্রজবাসী এম্-এ মহোদয় পাঠমুখে বলেন—হিন্দু ও বৈষ্ণব আপনাকে আপনি পরিচিত না করিলে কেহ তাঁহাদিগকে জানিতে পারে না। প্রহ্লাদকে তাঁহার পিতা চিনিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব যে সে কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। তিরুপ্পানি আলোয়ার পারিয়া বা চণ্ডালবংশে আবির্ভূত হন। তিনি একদিন হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যদশা হারাইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকেন। শ্রীরঙ্গনাথের পূজারী 'মুনি' সেই পথ দিয়া দেবতার স্নানার্থ জল আনিতেছিলেন। পথে চণ্ডাল শায়িত; তাহাকে স্পর্শ করিয়া যাওয়া যায় না, স্পর্শ [illegible] এই স্থানে পূজারী তাঁহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। তিরুপ্পানি বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি তথায় শায়িত থাকায় শ্রীরঙ্গনাথের সেবা-কার্য্যে বিঘ্ন হইতেছে। তিনি মুনির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উত্থিত হইলেন। কিন্তু মুনি ব্রাহ্মণ মহা-বিপন্ন হইলেন। মন্দিরে যাইয়া দেখেন যে, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ; ডাকাডাকি করিয়া কাহারও শব্দ পাইলেন না; মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই, অবশেষে তাঁহার জ্ঞান হইল যে, তিনি কোন অপরাধ করিয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাণী আসিল যে, তিনি রঙ্গনাথকে প্রহার করিয়াছেন—যাঁহাকে তিনি চণ্ডালজ্ঞানে ইষ্টক প্রহার করিয়াছেন, সেই তিরুপ্পানি তাঁহার দ্বিতীয় দেহ। যদি মুনি ব্রাহ্মণ চণ্ডালকুলে আবির্ভূত সেই বৈষ্ণবকে স্কন্ধে করিয়া রঙ্গনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তবে তাঁহার অপরাধ ক্ষয় হইবে।

যে রামানুজীয় মঠে পাঠ কীর্ত্তন হয় তাহার গোদাদেবী নাম্নী আলোয়ারের নামে আণ্ডাল আম্মাল মঠ নামে পরিচিত। সুতরাং এই গল্পটি সকলের মন আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ ডাঃ শ্রীযুত মধুসূদন রাও ভক্তিমার্ত্তণ্ডের ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

"হার্ম্মনিষ্ট" সম্বন্ধে অভিমত

"হার্ম্মনিষ্ট" পত্রিকার সম্পাদক প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট আমেরিকার 'নিউইয়র্ক' সিটি [illegible] হইতে নিম্ন পত্রখানা আসিয়াছে।

The Biosophical Institute,
250 West 100th Street,
New York,
December 10, 1935.

Dear Sir,

Since we have been receiving your magazine, "The Harmonist", each issue has given us new joy and inspiration. The spirit pervading the whole magazine is a most unusual one.

• • •

Sincerely yours,
Sd/Sylvia Goodwin
Secretary to Dr. F. Kettner

মর্ম্মানুবাদ

মহোদয়,

যে সময় হইতে আপনার "হার্ম্মনিষ্ট" পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইতেছে, সেই সময় হইতেই উক্ত পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাই আমাদিগকে নূতন আনন্দ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছে। এই পত্রিকার যে ভাব অনুস্যূত আছে তাহা অতি অদ্ভুতপূর্ব্ব।

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬।০-৬৷০
বাঁকতুলসী	৫৶০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৷৶০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩।০

চিনির দর

সাদা ভাঙা বেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	১৶০-১৷৶০
„ লাল „	৮৷৶০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ	
স্পেশ্যাল ময়দা		৫৶০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৶০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷০-৪৷৶
আটা (বি)		৪৷৶০-৪৸০
সুজী		৪৸৶০-৫৲
আটা (এস)		৪৶
আটা (২)		৪৶০-৪।০
আটা (কে)		৫৸০-৩৸৶০
আটা (৩)		৩৶০-৩।০
পোলার্ড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৶০-১৸৶০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ
রামসীতা	৫৭
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯
রাজা গাওয়া	৪৭৷০
পতিরাম	৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible]-আলবর ।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৭। যুক্তিমল্লিকা [illegible] সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। শ্রী [illegible] ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷০
৪৩। সাধকক[illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴১০
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৬। অর্চ্চনশতক ৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আর্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৬। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
৬৯। নামভজন ।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭১। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৷৶০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনরিফ্লেক্টেড ডিভোশন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৩৷০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮০। সাধন-পথ ।০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৮২। গীতাবলী ৴০
৮৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি

REG. NO. C. 1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১লা মাঘ, ১৩৪২. ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ বুধবার। ২৬৪তম সংখ্যা।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—১৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

						শনিবার	অন্যান্যদিন
নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	৩-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৩-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৩-৩৮	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুভূতক আশ্রয় করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন ৩৪ বিরাট, অতিরিক্ত ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান প্রাসঙ্গিক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাহি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
মাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পূরাতন	৫৲
এণ্ডারেজ কোয়ালিটি	৪৷০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০০-১০৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৩৷০

চিনির দর

সাদা ভাঙা দেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৷৵০
„ লাল „	৮৷৷৵০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷৷০-৪৷৷৵০
আটা (বি)		৪৷৷৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪৴০
আটা (কে)		৫৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০ ৩৷০
পোলার্ড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭৷৷০
পতিরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গোড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ-ঁ, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
- দশম স্কন্ধ — ১০৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৬৲
- ৩। ভাষ্য-যুগসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী — ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা — ১৷০
- ৯। জৈবধর্ম্ম — ২৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ৷০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব — ৷০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ — ।০
- ১৮। বামন-আল-বর — ৷০
- ১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ৷৵০
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ৷৵০
- ২২। ভজন-রহস্য — ৷০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) — ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) — ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
- ২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা — ৷০
- ২৭। মুক্তামালিকা ভগবদ্গোবিন্দ সানুবাদ — ২৲
- ২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সানুবাদ — ৷০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) — ৸
- ৩০। দীপ-দান মহিমা — ৵০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) — ৷৵০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) — ৷০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৩০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
- ৩৫। শ্রীকৃষ্ণমালা — ৴১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ৷০
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ — ৷০
- ৪০। শরণাগতি — ৴০
- ৪১। গীতাবলী
- ৪২। চিন্তে নবদ্বীপ — ১৷০
- ৪৩। সাধনকণ — ৴০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক — ৴০
- ৪৬। অর্চনকণ — ৴০
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ — ৵০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু। ৫ম সংস্করণ — ৴১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণ — ৷১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম খণ্ড) — ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ৷০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় — ।
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ৴
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) — ।
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখর — ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶০
- ৬০। সাংখ্যবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ — ৷০
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ৷০
- ৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ — ৷০
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ — ৷০
- ৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম — ৷৵০
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
- ৬৬। সারাঙ্গরঙ্গদম — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ — ৷০
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত
- ৬৯। নামভজন — ৷০
- ৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি — ৷০
- ৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড’স — ৷৵০
- ৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু — ৷০
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম — ৷০
- ৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ডজ দ্য ওয়ার্ল্ড — ৴০
- ৭৫। দি ভাগবত — ৷০
- ৭৬। বৈদিক প্রিন্সিপলস য়্যাণ্ড য়্যাবেলডেস্ট ভিভোশন — ৷০
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২৷০
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
- ৮০। সাধন-পথ — ।
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু
- ৮২। গীতাবলী
- ৮৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C. 1844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর—২রা মাঘ, ১৩৪২, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ বৃহস্পতিবার ; ২৬৫তম সংখ্যা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৫৮,	১৯—৫৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৮	১৮—১৬,	২০—[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অনুষ্ঠান

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১১-৩৪	৬ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৪১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় প্রাসঙ্গিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় করা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো_রুম—১৮নং বনফিল্ডস_লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়া(পুর) নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ   ৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯. ২রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২. ১৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার   ২৬৫তম সংখ্যা

সভাপতির অভিভাষণ

[প্রয়াগ অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘোচন উপলক্ষে সভাপতি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের গত ৭।১।৩৬ তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণের মর্ম্ম]

এই প্রদর্শনী উদ্ঘোচনের দায়িত্ব লইবার একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করি। এই কার্য্যের গুরুভার আমার উপর নহে; পরন্তু আমার গুরুদেবের উপর ন্যস্ত, যিনি এই মর্ত্ত্য জগতে বৈকুণ্ঠ-বাণী বিস্তারের জন্য ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাস্তবসত্যের প্রচারক ভক্তের বেশে সমলঙ্কৃত শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শ্রৌত-সন্দেশ শিক্ষা দিয়াছেন। সেই বাস্তবসত্যস্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহার নিত্য অপ্রকট ধাম হইতে অহৈতুক কৃপা-পরবশ হইয়া এই মর্ত্ত্য ভ্রম-পরবশ জীব-ভূমিকায় জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে আজ ৪৪৯ বৎসরের কথা। তিনি অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" এই আশীর্ব্বাদ প্রদানমুখে যাহাতে আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সূত্রে নিযুক্ত রাখিতে পারি, তাহারই শিক্ষা দিয়াছেন।

ভগবানের এই মহৎ বৈকুণ্ঠ-আশীর্ব্বাদ হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া এবং প্রাপঞ্চিক ভোগ্য-জগতের সর্ব্বপ্রকার হেয় অনুপাদেয় প্রতীতি জনিত আসক্তির ব্যবধান হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া যাহাতে সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণের অবিমিশ্র শুদ্ধসেবায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত নিরন্তরভাবে নিযুক্ত থাকে, সেই উদ্দেশ্যে এই পারমার্থিক প্রদর্শনী এই মহাতীর্থে আজ উদ্ঘোচিত হইতেছে। সুতরাং অসম্পূর্ণ হেয় অনুপাদেয় জগতের ক্ষণিক, তাৎকালিক কষ্টপ্রদ ভ্রমণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব মহা সুযোগ এই প্রদর্শনী আমাদিগকে দান করিতেছেন, তজ্জন্য আমি গৌরব অনুভব করি।

বর্ত্তমান প্রাপঞ্চিক বিশ্ব হইতে বৈকুণ্ঠের দিকে আরোহপথে বিচার করিতে গেলে খণ্ডতা, হেয়ত্ব ও অনুপাদেয়ত্বের তাৎকালিক ক্ষণিকতার সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের দৃষ্টি ধাবিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান খণ্ড নশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রামের সম্পূর্ণ অগোচর বৈকুণ্ঠ-ভূমিকাস্থিত বৈকুণ্ঠ-সেবার উদ্দীপক বস্তুসমূহের সহিত আমাদিগকে নির্ম্মল আত্মার সংযোগসূত্রে সংবদ্ধ করি। সুতরাং বর্ত্তমান বদ্ধভূমিকায় যে হেয় অনুপাদেয় প্রতীতি উপস্থিত হইয়াছে সেগুলি দূরে অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে পরমার্থ-পথে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ অধোক্ষজের সেবায় উন্নত হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের নিত্য চিদানন্দময় জীবনে অর্থাৎ স্বরূপের বৃত্তি প্রকট করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইতে হইলে আমাদিগের অবস্থিত বৈকুণ্ঠের অনুকূল পদার্থ সমূহের সহিত যোগযুক্ত ও পরিচিত থাকা আবশ্যক।

ভোগ্য বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য আমাদিগের প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা আদৌ আবশ্যক নহে। পরন্তু সমগ্র জীবের একমাত্র আরাধ্য সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের অবিমিশ্র শরণাগতিই একমাত্র আবশ্যক। আমাদের বিচার-পদ্ধতি কেবলমাত্র প্রাকৃত দৃশ্য জগতের ভোগ্য নশ্বর বিলাস-বৈচিত্র্যগুলির সহিত সংযোগিতায় আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। সেই বাস্তবসত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তুর ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য যদি আমাদের মন, দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলি একান্তভাবে নিযুক্ত হয় তবেই আমরা অচেতনের, অন্যের, নিরানন্দের কবল হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব। উহা আরোহবাদীর কল্পনায় বা জ্ঞানপন্থায় লভ্য নহে। পরন্তু অবিমিশ্র ভক্তিপন্থায়ই লভ্য।

আজ এই বহু যুগের পূত স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগে—যেখানে আমরা সমবেত হইয়াছি, যেখানে ব্রহ্মা ভোগ্য দৃশ্যজগতের স্রষ্টৃ-অভিমানপূর্ণ মনের গতি দশাদিক হইতে রোধ করিয়া অধোক্ষজ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ যেখানে তিনি বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সেবা স্বীয় হৃদয়ে ভগবদনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পরম গৌরবময় ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক প্রিয়তম শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুকে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি-রস শিক্ষা দিয়াছিলেন; সুতরাং যাঁহারা এই পারমার্থিক প্রদর্শনী-দর্শনে সমবেত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব শিক্ষার উপদেশ শ্রবণ ও নয়নপথ দ্বারা দর্শন লাভের সুযোগ পাইতেছেন ও পাইবেন বলিয়া নিশ্চয় জন।

এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দৃশ্যগুলি শ্রৌতপন্থাশ্রিত কীর্ত্তনকারিগণের কীর্ত্তন নিরপেক্ষভাবে শ্রবণ করিয়া শ্রবণ-চালিত নয়ন দ্বারা দর্শন করিলে আমাদের দর্শন সার্থক হইবে। অতএব আমি সকল দর্শকবৃন্দের নিকট এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর প্রদর্শিত দৃশ্যপদার্থগুলির দ্বারা উপদিষ্ট নিগূঢ় তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-রহিত হইয়া শ্রবণ, অধ্যয়ন ও দর্শন করিতে অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইতেছি। তাঁহারা যেন কোন প্রকার সংস্কারবিশেষ দ্বারা চালিত হইয়া তর্কপন্থার দ্বারা প্রদর্শনীর দৃশ্যগুলির বহিরঙ্গ মাত্রের বিচার না করেন।

সর্ব্বশেষে সর্ব্বকারণকারণ পুরুষোত্তম স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ-শক্তিমান বহিঃকিরণাংশ স্বরূপ জীবের পক্ষে একমাত্র বাস্তব-মঙ্গলের উপায় সেই অধোক্ষজের সেবাবিজ্ঞান শ্রবণ। এই সর্ব্বোত্তম অভিধেয় জানাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার প্রিয়তম সেবক শ্রীরূপ প্রভুকে স্বসংরূপের ভক্তিরসজ্ঞ জীবন করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বহিশ্চর কিরণনিচয়ের পুনরায় স্বরূপ সূর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইবার যোগসূত্রে অবস্থিত হইয়া শ্রৌত পন্থায় শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রীচৈতন্য শিক্ষা শ্রবণ করিলেই তাঁহারা পুনরায় নিত্যারাধ্য স্বস্বরূপের নির্ম্মল, কেবল নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সেবায় অবস্থিত হইতে পারেন।

উপসংহারে আমি সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণকে কায়মনোভাবে একান্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনারা বাস্তব প্রকৃত শ্রৌত-সিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পারমার্থিক দৃষ্টি লইয়া এই নিখুঁত পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত প্রত্যেক দৃশ্যের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ তত্ত্ব ও রহস্যজ্ঞান বিচার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

অকিঞ্চন

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মাধব, আদি কাষোদেশাব্দী ৪৪৯

ভগবান্ ষোলআনা চান

ভগবান্ পূর্ণ বস্তু আমরা তাঁহারই সেবক, অন্য কাহারও সেবক নহি। সুতরাং সর্ব্বস্ব দিয়ে তাঁহার সেবা করা ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। পূর্ণবস্তু ভগবান সকলের নিকট হইতে পূর্ণ বা ষোল আনা আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি ব্যতীত জীবের আর কেহ সেবা না পাওয়ায় [illegible] করিলে জীবের মঙ্গলের আর উপায় নাই বলিয়া তাঁহার এই অভিপ্রায় এবং ভগবানের এই সর্ব্বাভিলাষ ফলেই জীবের কল্যাণের সম্ভাবনা। ভগবান আংশিক গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া তাঁহাকে ষোল আনা না দিলে অর্থাৎ তাঁহার চরণে সর্ব্বাত্মসমর্পণ না করিলে—নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছার অধীন না হইলে অর্থাৎ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা নির্ভর করিয়া অভিপ্রায়ের সহিত ইচ্ছা না মিলাইলে কৃষ্ণ কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ আত্ম-নির্ভরশীল জীবগণকে গ্রহণ করেন না বলিয়াই তাহাদের সুবিধা হয় না, জীব মঙ্গলের পথ দেখিয়াও দেখে না, সাধুগণের কথা শুনিয়াও শোনে না, প্রকৃত সাধুসঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াও তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াও না, সেজন্য সেবা-সুযোগ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

পূর্ণ বস্তুকে পূর্ণবস্তু না দিলে তাঁহার মন উঠে না। অসতীর পতি সেবাভিনয়ে যেমন পতির সন্তোষ হয় না, সেইরূপ জীবের একমাত্র উপাস্য কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য [illegible] হৃদয়ে থাকিলে, কৃষ্ণকে নিজের জানিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সুখের জন্য চেষ্টা না করিলে, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য না হইলে অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে [illegible] হওয়ায় তাদৃশ জীব কৃষ্ণকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয় না। অর্থাৎ কৃষ্ণ তাহাকে সেবা দেন না।

কৃষ্ণ জীবকে গ্রহণ করিলে জীবের সুবিধা হয়। শ্রীকৃষ্ণ জীবের এই সম্পূর্ণ ভার গুরুরূপে গ্রহণ করেন। তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বদাই ষোলআনা দিতে চান [illegible] নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট আশ্রিতরূপে থাকিয়া তাঁহাকে ষোলআনা দিবার শিক্ষা দেন এবং কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—নাই—নাই। নিষ্কপট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট ভগবান্ নিজেকে প্রকাশিত করেন না। সুতরাং

একজন মহাপুরুষ

(৩)

ব্রাহ্মাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'যদি কখনও মানবের মধ্যে আমার হৃদয়বন্ধু থাকেন তবে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্র বাবুই আমার হৃদয়-বন্ধু। তাঁহার উদার চরিত্র, স্বচ্ছ প্রেম ও সরলতা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত বিষয়দুঃখ ভুলিয়া যাই। তিনি নিঃস্পৃহী, তাঁহার সহবাস আমার ভাল লাগিত।' কেদারনাথ এই সময়ে পাশ্চাত্য পরমার্থবিজ্ঞানের গ্রন্থ আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহাতে দ্বিজেন্দ্র বাবু সহায়। এই আলোচনা-ফলে [illegible] গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া—একরূপ একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। স্যার তারকনাথ পালিত কেদারনাথের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। [illegible] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীতে এই সম্বন্ধে কেদারনাথের দ্বারা একটী বক্তৃতা করাইলেন। অনেক সাহেব বিচারবিষয়ে গাম্ভীর্য্যের প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু পাদরী ডাল সাহেব বলিলেন, এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া মানবের কোন ফল নাই। কেদারনাথ একণে [illegible] প্রতিপন্ন হন। ব্রাহ্মগণের বক্তৃতা ও পুস্তক-পাঠে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়তা ভাল লাগিলেও তাঁহাদের বিচারপ্রণালী ও উপাসনার প্রকারে তাঁহার কখনও কিছুমাত্র রুচি হয় নাই। [illegible] খৃষ্টীয় [illegible] সহ চানিং সাহেবের, থিওডর পার্কারের ও নিউমেনের গ্রন্থ অধ্যয়নপ্রভাবে ব্রাহ্মপ্রণালী অপেক্ষা প্রাচীন খৃষ্টীয় প্রণালীতে তাঁহার অধিক উৎপন্ন করিয়াছিল। এইকালে [illegible] উপস্থিত হইয়া তাঁহাই

ভগবৎ-কৃপাভিলাষী বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রেরই গুরুরূপী ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব দান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য।

দিন থাকিতে থাকিতে কার্য্য শেষ করাই ভাল অর্থাৎ কালবিলম্ব না করিয়া সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইবামাত্রই তাঁহার চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার হইয়া থাকাই ভাল। যাহার যাহা কিছু আছে তাহা এবং নিজকে দানই সর্ব্বাত্মসমর্পণ। গুরুর উপর নির্ভর করিলে তিনি সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করেন। ভগবান্ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না। যাঁহার যাহা সাধন, তিনি অবশ্যই তাঁহাকে তাদৃশ ফল প্রদান করেন। ভগবানকে ষোল আনা দিলে করুণাময় ভগবানকে পাওয়া যায়; নচেৎ তাঁহাকে লাভ করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। তবে আংশিক প্রদানে কিছু মঙ্গল লাভ হয় মাত্র।

—

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমধিক আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। কেদারনাথ একদিন বৰ্দ্ধমান গিয়া তথাকার মহারাজের নিকট তাঁহার রচিত পোরিয়েড্ গ্রন্থ উপহার দিলেন। মহারাজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। পিতামহীর কাল হইল। কেদারনাথের অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রবল হইলেও তিনি কেবল চিত্তবলে বিপন্ন হইলেন না। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থার্জ্জনের উপায় হইল বটে কিন্তু তাহাতে নৈতিক দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বিরত হইলেন। অনন্ত অসংখ্য প্রভৃতি দুর্নীতি জীবনের অবলম্বনীয় নহে জানিয়া শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্যই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল।

পিতামহের অভিপ্রায়মতে উড়িষ্যায় যাত্রা করিলেন। তৎকালে পথ বিষম দুর্গম ছুটি গ্রামে পিতামহের নিকট কিছুদিন থাকিয়া পল্লীগ্রামবাসের অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। প্রবল ভূম্যধিকারিগণ বাসহীন দরিদ্রগণের উপর কিরূপ অযথা বিক্রম প্রকাশ করে তাহা জানিয়া ছুটী গ্রামের নিকটস্থ কেন্দ্রাপাড়া মহকুমায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পিতামহের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে কেদারনাথ তথা হইতে পুরী যাত্রা করেন। তথায় শিক্ষকদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং কটক স্কুলে একটী শিক্ষকের পদ লাভ করিলেন। পরে ভদ্রক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কিছু দিন কার্য্য করিয়া মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষক হইলেন। ভদ্রকে অবস্থানকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এইকালে তিনি উৎকলের মঠসমূহের বৃত্তান্ত রচনা করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত স্যার উইলিয়ম হাণ্টার নিজকৃত 'উড়িষ্যা'-নামক গ্রন্থে এই পুস্তিকার উল্লেখপ্রসঙ্গে উড়িষ্যামঠ-প্রণেতা কেদারনাথের অশ্রুনিহিত সমুন্নত নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্মভাবের বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে গিয়া শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়া দেখিলেন তথাকার সমাজে তিন প্রকার লোক। কতকগুলি নীতিরহিত মাদক-দ্রব্যসেবী ধর্ম্মহীন, কতকগুলি রাজ নারায়ণ বসুর অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও কতিপয় হিন্দু। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজের উক্তিতে অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তিমার্গে বালককাল হইতেই স্বাভাবিক অধিক অনুরাগ ছিল। যখন খ্রীষ্টীয় গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন তখনহইতেই সেই ভক্তি-বৃত্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহার বিশ্বাস—ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্ত রসহীন সুতরাং তাহা জীবের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। বৈষ্ণব-বিশ্বাস বা ভক্তিরহিত হিন্দুধর্ম্মে নানা অপকর্ম্ম জড়িত। ধর্ম্মে কখন কোন দুর্নীতি প্রবেশ করিলে তাদৃশ ধার্ম্মিকের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ধর্ম্মে জীবহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুরতা প্রবেশ করিয়া সুনীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে অথবা মাদকদ্রব্য-ব্যবহার-প্রথা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অন্তর্গত দাঁড়াইয়াছে, তদ্রূপ ধর্ম্মে উগ্র অপরস ব্যতীত ভক্তিরস থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময়ে সভ্য-সমাজে ভক্তিধর্ম্মের কোন অনুসন্ধানই ছিল না। তাঁহার নিজ স্বভাবসুলভ প্রকৃতি হইতে এই সময়ে তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের মত ও বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সেকালে বটতলায় বা অন্য কোথাও ঐ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন হয় নাই। সুতরাং শ্রীচরিতা-মৃত তৎকালে পান নাই।

কিছুদিনের মধ্যে কেদারনাথের পত্নী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। মেদিনীপুরের বন্ধু-বান্ধবগণের সহায়তায় তিনি সন্নিকটস্থ যশপুর গ্রামে অচিরেই দার পরিগ্রহ করেন। ইহার পরেই শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমানে জজের নাজিরের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু [illegible] নিম্নশ্রেণীর সহিত সংস্রব থাকা রুচিসঙ্গত না হওয়ায় উহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া কালেক্টরী অফিসের দ্বিতীয় এসিষ্টাণ্টের কার্য্য করেন। এই সময় তিনি বিজন গ্রাম ও সন্ন্যাসী নামক নবীয় কবিতা দুইটী রচনা করেন। তথাকার ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যনিবাসের যত্ন করিয়াও কোন সুফল আনয়ন করিতে পারেন নাই। পরে তিনি বৰ্দ্ধমানে ভ্রাতৃসমাজ স্থাপন করেন। বৈষ্ণবগণের গুরুত্ব কি তাহা আলোচনা করিয়া একটী কবিতা লেখেন। "আউবার ওয়াণ্টস্" নামক একখানি ইংরাজী পুস্তিকা এই সময়ে প্রণয়ন করেন। বৰ্দ্ধমান কালেক্টরীর কর্ম্মত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার স্মলকজকোর্টে জজের হেড্ ক্লার্ক পদগ্রহণ করিয়া তথায় দেড় বৎসরকাল কর্ম্ম করেন। এখানে একটী বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করেন ও তথায় বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। চুয়াডাঙ্গা হইতে বিদায়কালে ম্যাজিষ্ট্রেট টাউয়ার্স সাহেব যে প্রশংসা পত্র দেন, তাহাতে কেদারনাথের সত্য-প্রিয়তা, সাধু আদর্শ জীবন, পরোপকার, স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য অকৃত্রিম যত্ন প্রভৃতির কথা প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত রহিয়াছে। চুয়াডাঙ্গার অস্থায়ী কর্ম্মের অবসানে রাণাঘাটে নিজগৃহে কয়েকমাস অবস্থান করেন।

—

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

বিবিধ সংবাদ

ঝিনঝিনিয়া আতঙ্ক অমূলক

'ঝিনঝিনিয়া' সমস্যা আলোচনার নিমিত্ত ১১ই জানুয়ারী শনিবার প্রাতঃকালে বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্যশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিং রায়ের আহ্বানে কলিকাতায় চিকিৎসকদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ব্যাধি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনার পর চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ঝিনঝিনিয়া লইয়া আতঙ্কিত হইবার কোনও কারণ নাই, এ সম্বন্ধে যে ভ্রমের সঞ্চার হইয়াছে তাহা একান্ত অযৌক্তিক ও বাহুল্যহীন। উপরন্তু ঝিনঝিনিয়া প্রতিকারের প্রক্রিয়াস্বরূপ রোগীকে বাঁধিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া তাহার মস্তকে অবিশ্রান্ত জলধারা বর্ষণ বহুক্ষেত্রে রোগ অপেক্ষা রোগীর অধিক অনিষ্টসাধন করিয়াছে।

বর্তমান মাসের ১০ই পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১১৭টী ঝিনঝিনিয়া রোগী লইয়া আসা হয়। তন্মধ্যে রোগের উপসর্গ ও পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যে ১৭ জনকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল। কলিকাতার অন্যান্য কয়েকটী হাসপাতালেও কতিপয় ঝিনঝিনিয়া রোগী ভর্তি করিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 'ঝিনঝিনিয়া' স্থায়িত্বকাল সাধারণতঃ আধ ঘণ্টার অধিক নহে। ব্যাধির গুরুত্ব কিছুই নাই, এবং ইহা হইতে আশঙ্কিত হইবার প্রকৃত কোনও কারণ নাই, বুঝাইয়া কোনও রোগীকে সুস্থ করিতে ৬ই একদিনের বেশী হাসপাতালে রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

বৈঠকের আলোচনায় প্রকাশ, কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ঝিনঝিনিয়ায় আক্রান্ত সকল রোগী আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের সুস্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা মৃগী বা সন্ন্যাস, অথবা 'ঝিনঝিনিয়া প্রতিকারের প্রক্রিয়া সম্বন্ধ ব্যাধি-আক্রান্ত বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। ঝিনঝিনিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন রোগীর দৈহিক অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম লক্ষিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডে প্রবহমান তরল পদার্থের সামান্য চাপ বৃদ্ধি এবং অঙ্গুলিতে কম্পন এই রোগের সাধারণ উপসর্গ দেখা গিয়াছে অনেক সময়েই ঝিনঝিনিয়া রোগীকে জলসিক্ত করিয়া চিকিৎসার্থ হাসপাতালে পৌঁছাইবার পূর্বেই তাহার রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। ঝিনঝিনিয়ার তীব্রতম আক্রমণে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই এবং তথাকথিত 'রহস্যজনক ব্যাধি' স্নায়বিক চাঞ্চল্য ব্যতীত কিছুই নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'পানে পোকা' হইয়াছিল বলিয়া যে সোরগোল উঠিয়াছিল, বর্তমান ঝিনঝিনিয়াও সেই রকম এক অমূলক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে।

বৈঠকে ঝিনঝিনিয়া সম্বন্ধে আরও সতর্ক গবেষণার অনুমোদন করা হইলেও উপস্থিত চিকিৎসকদের অভিমত, এই ব্যাধি লইয়া আতঙ্কিত হইবার কোন হেতু নাই এবং ইহা প্রতিকারের জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও ক্ষতিজনক,— এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ প্রক্রিয়া বশতঃ দুর্বলব্যক্তি নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

গোপীনাথপুরে দাঙ্গা

গত ২৭শে ডিসেম্বর গোপীনাথপুরে টাকা লেনা-দেনা লইয়া মুসলমানদের মধ্যে যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে প্রকাশ, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গোপালগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচজনকে গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ফাগু নামক এক ব্যক্তি নাকি হাসপাতাল হইতে পলাইয়া বাড়ী আসে এবং পরে বাড়ীতে তাহার মৃত্যু হইলে লাশ গোপালগঞ্জ প্রেরিত হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আনিলদ্দির অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া জানা যাইতেছে, এই দাঙ্গা চার দিন ধরিয়া চলিতেছিল। ফলে উভয় পক্ষ বহু লোক জখম হয়। জোর তদন্ত চলিতেছে।

ডাকাতি

চুঁচুড়া ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, হুগলীর অন্তর্গত মালপাহাড়পুরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১৬/১৭ জন লোক লাঠিসহ ঐ গ্রামের শ্রীযুত অন্নদা ঘোষ নামক একজন ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দেয় এবং তাঁহার গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে। ডাকাতগণ গৃহের লোকজনদিগকে মারপিট করে এবং বস্ত্র বাঁধিয়া প্রায় ২ হাজার টাকার জিনিষ সহ অন্তর্ধান হয়। পুলিশ এপর্যন্ত ঐ সম্পর্কে ১০ জন লোক গ্রেপ্তার করিয়াছে। অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ডাকগাড়ী হইতে চুরি

গোয়েন্দা পুলিশ কলিকাতায় মন্মথ আতির নামক এক ব্যক্তির খোঁজ করিতেছে প্রকাশ ঐ ব্যক্তি সম্প্রতি বোম্বাই ডাকগাড়ী হইতে একটি ট্রাঙ্ক চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ ট্রাঙ্কে মিঃ জি আমেদের ৮৩০ টাকার একটী সোনার হাতঘড়ি ও বস্ত্রাদি ছিল

নাম স্বাক্ষরকারী বানর

লণ্ডন নগরে ১৫ বৎসর বয়স্ক জনবুল নামক সোমানের এক বানর আছে—সে তিন ভাষায় তাহার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে। তদ্ভিন্ন বানরটি বোতল হইতে মদ্য পান করিতে ও সিগারেট টানিতে পারে। একবার মদ পান করিয়া বানরটা এক দশ বছরের বালককে গুরুতর আহত করায়, আদালত হইতে উহাকে নিহত করার আদেশ হইয়াছে।

মেলায় ক্ষিপ্তহস্তী

পূর্ণিয়া ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় কয়েকজন ধনী লোক এক হাতী লইয়া কোরা মেলায় গিয়াছিলেন। ঐ হাতী ক্ষেপিয়া গিয়া লোকজনকে আক্রমণ করে। সদর হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ হস্তী বাকু নামক এক ব্যক্তিকে দন্তদ্বারা বিদ্ধ করে; ইহার ফলে তাহার ফুসফুস গুরুতর জখম হইয়াছে তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দেওয়াল চাপায় মৃত্যু

হাবড়াইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, হাবড়া [illegible] কলের এক দেওয়াল চাপা পড়িয়া ১জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। শ্রমিকগণ দেওয়ালের নীচে এক [illegible] কাজ করিতেছিল ঐ সময় ধ্বসিয়া পড়ে এবং তাহারা ধ্বংসস্তূপের পড়িয়া যায়।

বন্দুক প্রাপ্তির জের

পুকুরে দোনালা বন্দুক প্রাপ্তি সম্পর্কে আবদুল্লাপুরের মতিলাল দে এবং অপর চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয় তাহাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পল্লী পুনর্গঠনে সাহায্য দান

লক্ষ্ণৌয়ের সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত প্রাদেশিক সরকারের পল্লী উন্নয়ন বিভাগ পল্লীশিল্পে সাহায্যদানের এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে পল্লী পুনর্গঠন প্রাদেশিক সরকার যে অর্থ সাহায্য পাইবেন, তাহা হইতে ৭০ হাজার টাকা পল্লী শিল্পের উন্নতি ও বর্দ্ধিত হইবে পল্লী [illegible] [illegible] বর্তমান অবস্থার প্রতি সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। এ বিষয়ে সহযোগিতার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ইউ, পি আর্টস এম্পোরিয়ম ও কতিপয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হইবে এতদ্ব্যতীত পল্লী অঞ্চল হইতে দ্রব্য-সংগ্রহ করিয়া সমবায় প্রথায় উহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত বাবদ ১০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে যে সকল কুটীর শিল্প এখনও জীবিত আছে, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাহা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কিছু অর্থাগম হইতে পারে। সরকার এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ৫টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কুটীর শিল্পে উৎসাহ দান ও শিল্পজাত দ্রব্য সমবায় প্রথায় বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবেন। এই সকল সমবায় ভাণ্ডার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ধারে শিল্পীদের নিকট বিক্রয় করিবে এবং তাহাদের তৈয়ারী মাল গ্রহণ করিয়া তার পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে। সমবায় ভাণ্ডারগুলি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে এবং সমবায় সমিতিভুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট ধারে কাঁচা মাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় বন্দোবস্ত করিবে। সাধারণতঃ কুটির শিল্পজাত চামড়ার জিনিষ পিতল কাঁসার বাসন, পশমী, কার্পেট সতরঞ্চি কম্বল, হস্তচালিত তাঁতের ছাপা কাপড়, দড়ি প্রভৃতি ও ঐ সকল সমবায় ভাণ্ডারের কারবার চলিবে।

লাহোর ও অমৃতসরে খানাতল্লাস

স্থানীয় পুলিশ লাহোর ও অমৃতসরের নানাস্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, লাল বন্দোবস্ত নামে এক বাজেয়াপ্ত পুস্তিকার সন্ধানে পুলিশের এই অভিযান চলিয়াছিল। মাসিক পত্রিকা 'ফুলওয়ারী'র কার্যালয় ও পত্রিকার স্বত্বাধিকারী স্বামী হীরা সিংয়ের বাড়ীতেও পুলিশ হানা দিয়াছিল। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

অমৃতসরে সোশ্যালিষ্ট সাপ্তাহিক কীর্তি, কাগজের ও রাজবন্দী সাহায্য সমিতির কার্যালয়ে পুলিশ হানা দিয়াছিল। প্রকাশ 'কীর্তি' কার্যালয় হইতে পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাতি

[illegible] হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে [illegible] ষ্টেশনে [illegible] দোকানে ডাকাতি করার অভিযোগে [illegible] এবং ৪০২ [illegible] ধারা অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

প্রকাশ, [illegible] আসামীগণ [illegible] অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং মুখোস পরিয়া বলপূর্বক দোকানে প্রবেশ করে। দোকান হইতে তাহারা নগদ টাকা এবং দুইখানি বস্ত্রাদি লইয়া উধাও হয়। ডাকাতি করার সময় আসামীরা ৬জন ব্যক্তিকে আহত করিয়াছিল।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ... আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের প্রত্নগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে দক্ষ হউন। এই বিরাট, অঙ্কন ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র Index Glossary সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্‌টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো_রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস্_লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ মাধব, অবাব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীনামের অর্থ

শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি একই বস্তু। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্থাৎ অভিন্ন চিদ্‌বিলাসী বাচক শ্রীকৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোলোকপতি নামী কৃষ্ণবিগ্রহ ভিন্ন নহেন। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবানের চিদ্‌অঙ্গের সাক্ষাৎ সেবা একই কথা। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম করাই শাস্ত্রীয় বিধি। প্রথমতঃ শ্রীনামে শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করাই শ্রীরূপ দেখ বা শাস্ত্রোপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের সৌভাগ্য হইলে আমরা জানিতে পারিব যে, কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলে।

এই নাম অক্ষরাত্মক হইলেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-অবতার-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক গোলোক-বৃন্দাবন হইতে এখানে শব্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুরু-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম করিলে জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আব্রহ্মস্তম্ব—পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, মনুষ্য, দেবতা সকলেরই সর্ব্বকালের একমাত্র উপাস্য—এই শ্রীকৃষ্ণনাম। এই শ্রীনামের অর্থ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করায় আজ আমরা সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রোতবাণীকীর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই নামের নিগূঢ় শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রভু কহে—"কৃষ্ণনামের বহু
অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন' এইমাত্র জানি॥
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

[তমাল-শ্যামবর্ণ ও যশোদাস্তনপায়ী,—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।]

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥"

মহাপ্রভুর অনুগ আমাদের শ্রীনামের আর বেশী কিছু অর্থপ্রকাশ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য নাই। তবে বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বে আজ আমরা শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী কৃত কথিত শ্রীনামার্থ অনুশীলন পূর্ব্বক আত্মশোধনার্থ হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক শ্রীনামমালা গ্রহণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। হরি-শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। আর যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় হরি বলিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। এই হরিনাম চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহরূপে ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কায়মনোবাক্যে অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় 'হরি' এই নাম হইয়াছে। অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন অথবা স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য মাধুর্য্য দ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি। হরি শব্দের সম্বোধনে "হরে" শব্দের প্রয়োগ। অথবা ব্রহ্ম-সংহিতা-মতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যাদ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা' শব্দবাচ্য বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা নাম সম্বোধনে 'হরে'। 'কৃষ্ণ'-শব্দের আগমমতে—কৃষ ও ভূতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয়, সেই আকর্ষক, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'কৃষ্ণ' শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। আগমে বলিয়াছেন, হে দেবি! 'রা' শব্দ উচ্চারণে পাতক সকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে এইজন্য ম'কার রূপ কপাটযুক্ত 'রাম' এই নাম। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিলীলাধিদেবতা—যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্য রমমান তিনিই রাম-শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই শ্রীনামের মুখ্য অর্থ।

যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সাধক এবং কেহ সিদ্ধ। নিত্য-সিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীবগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। নামবৈরস্য বা নামস্ফূর্ত্তি সর্ব্বত্র হৃদয়ে জাগরূক থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণদাস-অভিমানী জাগ্রত জীবগণ সতত কৃষ্ণ-সেবায় বিভোর হইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। সাধকগণ প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক ভেদে দ্বিবিধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যার দ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামকীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হন। প্রথম অবস্থায় সাধকের নামে রুচি থাকে না। শ্রদ্ধা বা রুচি না থাকিলেও যত্নের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নৈরন্তর্য্যসিদ্ধ বা প্রাত্যহিক অবস্থায় শ্রীনামে একটু আদর হয় বলিয়া তখন নামোচ্চারণ-রহিত হইয়া থাকিতে আর ভাল লাগে না। এইরূপে নিরন্তর নাম করিতে করিতে জীবের নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ঐ সকলের

একজন মহাপুরুষ

(৫)

ইনি কিছুদিনের জন্য অজীর্ণরোগে সাতিশয় কাতর হন এবং একদিন শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমুখের আজ্ঞা-বলে তাঁহার অপরাধের কারণ অবগত হইয়া অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা-মানসে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুগ্রহার্থী হইয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রদত্ত সদুপায় যোগোপদেশ্য হইতে তদবধি তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বৈষ্ণবত্ব-গ্রহণে সমর্থ হন। এই সময়ে শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী নামে আর একজন নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ সমুদ্রকূলে সপ্তাসনে ভজন করিতেন। শ্রীমদ্ ভক্তি-বিনোদ মহাশয়কে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদচিহ্ন-সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে, শ্রীটোটা গোপীনাথে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠে ও অন্যান্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে বসিয়া অনেক সময় কৃষ্ণ-নাম ও হরিকথা আলোচনায় সময় যাপন করিতেন। শ্রীমন্দিরসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলতা-অপনোদন-কার্য্য গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে

মূল যে অবিদ্যা, তাহা সহ দূর হয়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন। দুঃসঙ্গ পরি-ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধুর আনুগত্য স্বীকার করিলে—তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা ও হরিনাম করিলে জীবের এই সুফল উদিত হইতে পারে। ক্রমক্রমে এই প্রথম অবস্থাটি কাটিয়া গেলে নৈরন্তর্য্যক্রমে জীবের শুভোদয় হয়। প্রাথমিক সাধকগণ গুরুসেবা-লাভের আশায় চিত্তশুদ্ধির জন্য এইভাবে ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন,—হে হরে মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনোন্মোচয়। ১। হে কৃষ্ণ, মচ্চিত্তমাকৃষ। ২। হে হরে, স্বমাধুর্য্যেণ মচ্চিত্তং হর। ৩। হে কৃষ্ণ, স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞানদানেন মচ্চিত্তং শোধয়। ৪। হে কৃষ্ণ, নামরূপগুণলীলাদিষু মন্নিষ্ঠাং কুরু। ৫। হে কৃষ্ণ, রুচির্ভবতু মে। ৬। হে হরে, নিজসেবা-যোগ্যং মাং কুরু। ৭। হে হরে, স্বসেবামাদেশয়। ৮। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয়। ৯। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয়। ১০। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১১। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্ট-লীলাং মাং দর্শয়। ১২। হে রাম, নামরূপ-গুণলীলাস্মরণাদিষু মাং যোজয়। ১৩। হে রাম, তত্র মাং নিজসেবাযোগ্যং কুরু। ১৪। হে হরে, মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব। ১৫। হে হরে, ময়া সহ রমস্ব। ১৬।

মন্দিরের অন্যান্যরূপ সেবায় তাঁহার শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান হরি-সেবায় পরিণত হয় এবং জগন্নাথদেবের মনোহারিণী লীলাসমূহে তাঁহার চিত্ত অপ্রাকৃত সেবাপর হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলাপ্রসাদ এবং বিমলাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং কলিকাতা প্রদেশে না আসিলে তাহা সম্পন্ন হওয়ার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া কিছুদিন অবকাশ গ্রহণের আবশ্যক হয়। পুরী হইতে অবকাশগ্রহণে বঙ্গদেশে আসিলেন। ভক্তিচেষ্টায় শ্রীনবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা প্রভৃতি দর্শন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও সে সময়ে সঙ্গে একটী নাস্তিক আত্মীয় সহযাত্রী থাকায় ভক্তি-বিনোদ মহাশয়ের তৎকালে এই সকল স্থান দর্শন জন্য ভক্তিসুখের উদয় হয় নাই।

অবকাশান্তে উড়িষ্যার কমিশনার পুরীতে পুনরায় থাকিবার জন্য কেদার বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের কার্য্য সমাধান না হওয়ায় ভূগর্ভ উড়িষ্যা বিভাগে কর্ম্ম করায় বিশেষ অসুবিধা জানাইলে তাঁহাকে পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমার ভার প্রদত্ত হয়। সেখানে থাকাকালে কেদার বাবুর অশেষ শাস্ত্রীয় গবেষণা, চিন্তা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি শ্রমে বহুমূত্র-পীড়ার সঞ্চার হয়। ১৮৭৭ সালে নবেম্বর মাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হাওড়া জেলার মহেশরেখা মহকুমার কিছুদিনের জন্য ভার প্রাপ্ত হন ও পরে ভদ্রক মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। ৭৮ সালের আগষ্ট মাসে ভদ্রক মহকুমা হইতে নড়াইল মহকুমায় পরিবর্ত্তিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বরদাপ্রসাদ ৭৭ সালে ও বিরজাপ্রসাদ ৭৮ সালে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন।

নড়ালে থাকাকালে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে এবং তৎপর বর্ষে কল্যাণকল্পতরু প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী বিখ্যাতকীর্ত্তি বিলাতের পণ্ডিতবর রষ্টসাহেব শ্রীকৃষ্ণসংহিতা-পাঠে লিখিলেন যে, "কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণপূজা এতদ্দেশে কেবল যেভাবে আদৃত হইবার প্রথায় লিখিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও অপ্রাকৃতভাবে আপনি রচনা করায় আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রভূত উপকার সাধন করিলেন।" এতদ্দেশের পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসংহিতা পাঠ করিয়া অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কেহ বা অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অভিযোগ করিয়া নিজ নিজ দুর্ব্বল বিচারের ও ধারণার পরিচয় দেন। "অপ্রাকৃত" শব্দের ধারণা করিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ অপ্রাকৃত সুখে আধ্যাত্মিক মনে

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলি

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG.NO.C.1844

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদিয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৸০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড, শ্রীমায়াপুর—৭ই মাঘ, ১৩৪২, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার ২৬১তম সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

মোং কৃষ্ণনগরের ১ম মুন্সেফ আদালত
ছোট আদালত মোকদ্দমা নং ১৩৬৩
সন ১৯৩৫ সাল।

এতদ্দ্বারা দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ১ অর্ডার ৮ রুলের বিধানমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে থানা কালিগঞ্জের এলাকাধিন রাউতারা গ্রামের মোদা নোয়াজ সেখ ঐ গ্রামনিবাসী ছমির্দ্দিন মণ্ডলের নিকট সাধারণের ১৫৲ টাকা গচ্ছিত থাকা মর্ম্মে তাহা আদায় করিবার জন্য রাউতারা গ্রামের মুসলমান অধিবাসীগণের পক্ষে উপরোক্ত মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত রাউতারা গ্রামের মুসলমান অধিবাসীগণের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে আগামী ১৭।২।৩৬ তারিখের মধ্যে উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারেন।

স্বাঃ ডি, এন, পাল
মুন্সেফ ১ম কোর্ট
কৃষ্ণনগর

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৮—১৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়
শনিবার ব্যতীত প্রত্যহ

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৪	৬ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৮-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের ভূতপূর্ব্ব ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্‌-এ মহোদয়ের শ্রৌতপথেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান পরিশিষ্ট সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

[illegible]ম বর্ষ   মাধব   গৌরাব্দ ৪৪৯,   ৭ই মাঘ   বঙ্গাব্দ ১৩৪২,   ২১শে জানুয়ারী   ১৯৩৬,   মঙ্গলবার ২   ২৬৮তম সংখ্যা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

—:০:—

মাদ্রাজে

গত বড়দিন এবং নববর্ষ উপলক্ষে খ্রীষ্টান মহিলাগণ পুতুলপূজার অবস্তা ও হেতু বুঝিবার জন্য মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ পুতুলপূজক না পুতুলনর্ত্তকারী ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। অর্চ্চা বিষ্ণুতে শিলাবুদ্ধি করা নিষিদ্ধ। শ্রীভগবান্ যে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি আমাদের খেয়ালমত চলিতে বাধ্য নহেন। আমরা যদি তাঁহাকে আমাদের মনোধর্ম্মের অধীন করিয়া নিরাকার সাজাইতে চাই, তাহা হইলে তাঁহাকে জড়াকাশ-নির্ম্মিত অথবা জড়-জ্যোতিঃনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে পরিণত করিবার প্রয়াস হয়। তিনি আমাদের অক্ষজজ্ঞানের গোচর হইতে বাধ্য নহেন। তাঁহাকে আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। মহিলাবৃন্দকে বলা হয় যে, তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবগণের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দাকার বস্তুকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন করিতে চাহেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণের সেরূপ দুর্ব্বাসনা নাই। যীশুখৃষ্টের পূজা করিবার কারণ (তাঁহাদের নিকট) এই যে, তিনি মহা কষ্ট ও যাতনা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের জন্য মোক্ষ আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু বৈষ্ণব এরূপ মোক্ষ চাহেন না, তিনি ঈশ্বরকে নিজের দুঃখনিবারণকারী যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন না। তিনি ভক্ত ও ভগবান্‌কে সেবাই করিতে চাহেন। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সমস্ত [illegible] কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত। বৈষ্ণবের যে সমস্ত ব্যবহারে-দুঃখ দেখা যায়, তাহা পরানন্দ সুখ মাত্র।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসারিত খৃষ্ট ধর্ম্ম; খৃষ্ট ধর্ম্মে মধুর রসের সেবার উল্লেখ নাই। খৃষ্টানমতে স্বর্গ, পৃথিবী নরক ও অসৃষ্ট জগতের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব যাঁহাকে পূজা করেন তিনি সমস্ত বিশ্বব্যাপী হইয়াও তাঁহার অতিরিক্ত অনন্তে বিরাজ করেন। আবার তিনিই—

'সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ'

আবার তিনিই—

অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩)

তাঁহাকে জড়াকাশ কল্পনা করিতে হইবে না। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"—এখানে আকাশ ভূতাকাশ নহে। তাহা হইলে "তল্লিঙ্গাৎ" থাকিত না। ব্রহ্মোপনিষদ্ বলেন—

"হৃদ্যাকাশে চিদ্বিজ্ঞানমাকাশং
তৎসূক্ষ্মমাকাশং ভবেত্তৎ
হৃদ্যাকাশং যস্মিন্নিদং সংচরতি বিচরতি
যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতং প্রোতম্॥"

এখানে ভূতাকাশ ও ব্রহ্মাকাশে পার্থক্য বর্ণিত আছে।

আমরা তৃতীয়মানের জগতে থাকিয়া দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। ব্রহ্মবস্তুকেও এই রকম একটা কিছু মনে করি।

সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক এখন শ্রীবিগ্রহ এবং সাধারণ পাথরকে এক পর্য্যায়ভুক্ত বলিতে পারেন; কিন্তু যখন তিনি গুরুপদরেণুতে অভিষিক্ত হইবেন, তখন জড়দৃষ্টি এবং চিদ্দৃষ্টির পার্থক্য তাঁহার গোচরীভূত হইবে। তিনি শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন দেখিতে পাইবেন।

ময়মনসিংহে

শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী বিগত ১৭ই পৌষ শিবরামপুর গ্রাম-নিবাসী পরম ভাগবত ডাক্তার শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার গৃহে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ জীব তাহার নিজ স্বরূপ ভুলিয়া এই সংসারের মায়াতে আবদ্ধ হন এবং সদ্গুরুর ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের কৃপাই তাহা হইতে উদ্ধারের এক-মাত্র উপায়, তাহা উপস্থিত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃ-মণ্ডলী তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়াছেন। ডাঃ যতীন বাবুর সরলতা ও শ্রীগুরু-সেবা-প্রাণতা প্রশংসনীয়।

বিগত ২২শে পৌষ ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত রাঙ্গামাটিয়া রাজ কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীহৃদয়ানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উক্ত রাজকাছারীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গৃহে থাকিয়াও যে মানুষ হরিভজন দ্বারা উত্তম অধিকার লাভ করিতে পারেন তাহা শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে শ্রবণ করিয়া প্রিয়নাথ বাবু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। প্রিয়নাথ বাবু অতিশয় সরল ও বিনয়ী।

তৎপর দিবস তাঁহারা স্থানীয় ধনবান্ গৃহস্থ শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির চন্দ্র দাস মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শৌনকাদি ঋষির নিঃশ্রেয়স্ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে অধোক্ষজ পুরুষে অহৈতুকী ভক্তি দ্বারাই যে মানুষের পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় তাহা ব্যাখ্যা করেন। ২৫শে পৌষ তারিখে তথা হইতে তাঁহারা পোড়াবাড়ী গ্রাম অঞ্চলে প্রচারের জন্য গমন করেন।

———

বালিয়াটীতে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের রক্ষক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ২৬শে পৌষ পূর্ণিমা দিবসে বালিয়াটীস্থ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহা মহাশয়ের আলয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌরগোপালের অপ্রাকৃত উপাসনায় শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জনৈক 'বিপ্র মহা-জনে'র তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসার সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে জ্ঞান, পরমেশ্বর-স্বভাবে সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি এবং কলিযুগপাবনা-বতারীত্ব হেতু বিভিন্ন মতবাদ-নিরাসক সর্ব্বধর্ম্মসার ভাগবতধর্ম্মময় জীবনযাপন-প্রদর্শন-লীলা প্রভৃতি বিষয় প্রায় দেড় ঘণ্টা-কাল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হয়।

ঢাকায়

ঢাকা ১৭।১।৩৬

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহা-রাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী নারায়ণগঞ্জে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। অদ্য প্রাতে শ্রীমঠ হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। যে স্থানে শ্রীমঠের নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে সেই স্থানে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী বহুক্ষণ আবেগভরে শ্রীল প্রভুপাদের করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ মাঘন, শ্রীপু প্রদ্যুম্ন ৪৪৯

শ্রীনবদ্বীপ

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম বৃন্দাবন যেমন সম্ভোগরসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাক্ষেত্র, এই শ্রীধাম-নবদ্বীপও সেইরূপ বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ কৃষ্ণ শ্রীগৌরের নিত্য লীলাবিলাসস্থলী। এই শ্রীনবদ্বীপ অভিন্ন ব্রজধাম এবং আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে নবধা-ভক্তির কথা আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের বাণীতে শুনিতে পাই, এই শ্রীনবদ্বীপ ধাম সেই নবধাভক্তির যাজন-ক্ষেত্র। শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপে যথাক্রমে আত্ম-নিবেদন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য এই নবধাভক্তির যাজন হইয়া থাকে। এই নবধা ভক্তিযাজন বা এই পথাবলম্বনেই ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভব। ইহাই জীবমাত্রের ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎ-সেবালাভের একমাত্র উপায়। এবং ইহাই সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন বা পরাবিদ্যা। এই কথা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥
(ভাঃ ৭-৫।২৩-২৪)

এই নবধাভক্তির প্রথমেই আত্ম-নিবেদনের কথা। ভগবচ্চরণে—আচার্য্য-চরণে অহৈতুকভাবে সর্ব্বাত্মসমর্পণ না করিলে—যাহার যাহা আছে তাহা এবং নিজকে না দিলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয় না। আত্মনিবেদনক্ষেত্র এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরাশ্রয়—শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়ই আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের মঙ্গললাভের প্রথম সোপান। জীবমাত্রকেই এই শ্রীমায়াপুর আশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে। জীব যদি আশ্রিত হইয়া কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ আচার্য্যের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন অর্থাৎ প্রণত হইয়া শ্রেয়োলাভের জন্য মনোযোগ সহকারে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করেন বা তদনুসারে সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন তাহা হইলেই জীবের মঙ্গল হয়। শ্রীহরি সপার্ষদে শ্রীমায়াপুরেই সদাপ্রকাশিত। সুতরাং সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থল, নিত্যগৃহ শ্রীমায়াপুর আশ্রয় না করিলে জীবের আর মঙ্গলের রাস্তা কোথায়? শ্রীমায়াপুর যখন আত্মনিবেদনক্ষেত্র, তখন শ্রীমায়াপুর আশ্রয় না করিলে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইতেই পারে না, একথা বোধ হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। শ্রীমায়াপুর আশ্রয় না করিলে হরিভক্তি লাভ হইতেই পারে না, ভগবৎ-সেবা-লাভ তো দূরের কথা, ভগবৎ-সেবার সন্ধানও কেহ পাইতে পারে না জানিয়া শ্রীমায়াপুরাশ্রিত গৌরজনানুগত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আহ্বান করিতেছেন। সেই আচার্য্য বা আচার্য্যানুগগণের চীৎকার কি আমাদের কর্ণে একবারও পৌঁছিবে না? আশা করি, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নিজ আশ্রয়স্থল জানিবার সৌভাগ্য পাইয়া আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক ভক্তিপথের পথিক হইবেন। তাই আবার বলি, শ্রীমায়াপুরাশ্রিত ভাগবতানুগণ ব্যতীত ভক্তিপথের পথিক আর কে বা জগতে তাঁহারা ব্যতীত ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন আর কে?

আত্মনিবেদন পূর্ব্বক কোন্ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া কোন্ কোন্ মহাত্মা জগতের আদর্শস্থল হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের স্বতঃই শ্রীল রূপপাদের এই কথাটী মনে পড়ে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ
কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ
পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

শরণাগত রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্ব্বাত্ম দান ও সর্ব্বস্ব দান দ্বারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরূপে পাইয়াছেন। আমরাও যদি শরণাগত হইয়া—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরা-চার্য্যের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিয়া তদানুগত্যে কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করি তাহা হইলে আমাদেরও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

এই শ্রীধাম-মায়াপুর গৌরবর্ণ কৃষ্ণের—গৌর-ভগবানের আবির্ভাবস্থলী, নন্দ-যশোদাভিন্ন শ্রীশচী জগন্নাথের চিন্ময় গৃহ বা, গৌর-কৃষ্ণাবাস। এখানে গৌরসুন্দর নিত্যকাল বিরাজিত থাকিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। শচীগৃহেই শ্রীগৌরের বসতি এবং এই শ্রীমায়াপুর সেই শচী-জগন্নাথের গৃহ বা গৌরগৃহ হওয়ায় এইস্থান পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য এবং দেবতা সকলেরই নিত্য ও একমাত্র আবাসস্থল।

সেব্যের না হইতে পারিলে—শ্রীশচী-জগন্নাথ বা অন্যান্য গুরুবর্গের পূর্ণানুগত না হইলে অর্থাৎ তাঁহাদের আশ্রিত হইবার সৌভাগ্য না পাইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে অধিকার হয় না। তদানুগত্য ছাড়িয়া দাম্ভিকতাপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিতে গেলে তাহা সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত হয়; তজ্জন্য শাস্ত্রে আদৌ সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের কথা, 'আদৌ অর্পিতা, ততঃ ক্রিয়েত' এই উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই শাস্ত্রবাণী মস্তকে ধারণপূর্ব্বক যেখানে আমাদিগকে আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে, সেস্থান এজগতের অন্যত্র কোথাও নাই। আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরই সেই স্থান—হরিগুরু-বৈষ্ণব-গণের নিত্য লীলাক্ষেত্র বা আবাসস্থান। সুতরাং এই শ্রীমায়াপুর ব্যতীত জীবের আর আশ্রয়ের স্থান কোথাও নাই, শ্রীমায়া-পুরের আচার্য্য ব্যতীত আশ্রয়দাতা বা ভক্তি-পথপ্রদর্শক গুরু বা সাধু আর কোথাও নাই, কৃষ্ণকথা তাঁহারা ব্যতীত এজগতের আর কেহই জানেন না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি উত্তেজনায় বশবর্ত্তী হইয়া একথা লিখিতেছি না, জানি না, কে যেন এসকল নিখুঁত সত্য লিখিবার জন্য অন্তরে প্রেরণা দিতেছেন। সত্যানু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ যদি ধীর হইয়া নিষ্কপটে সত্যসত্যই হৃদয়ের সহিত এসকল কথা আলোচনা করেন বা অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল শ্রৌতবাণীর যাথার্থ্য বা বাস্তবত্ব নিশ্চয়ই একদিন না একদিন উপলব্ধি করিতে পারিবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই পাঠকগণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া আমি তাঁহাদিগকে এসকল বিষয় আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আজ আমরা গুরুবৈষ্ণবের আদেশে শ্রীমায়াপুরের অনন্ত মহিমার কিঞ্চিৎ অনুকীর্ত্তনমুখে বর্ণন করিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইলাম। আজ আমরা হরিভক্তি-পথের প্রথম সোপান আত্মনিবেদনের কথা—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরের কথা-প্রসঙ্গে বলি মহারাজের স্মৃতিমুখে গৌর-জনের কৃপা ভিক্ষা করিলাম। অন্যান্য দ্বীপের বা নবধাভক্তির অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের বিষয় ক্রমশঃ শ্রীনদীয়া-প্রকাশে অনুকীর্ত্তন করি-বার আশা পোষণ করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা-প্রার্থনা করিতেছি।

পরমপুরুষার্থ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ)

'পরমার্থ' বলিতে জীবের পরম প্রয়োজন-তত্ত্ব বুঝায়। জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কি তাহা নির্ণয় করিতে হইলে জীব কি তত্ত্ব বা তাঁহার স্বরূপ কি ইহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ। দেহ ও মন তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি মাত্র। উপাধি বস্তুর স্বধর্ম্ম নহে। সুতরাং উপাধির প্রয়োজন অর্থাৎ দেহ ও মন-সম্পর্কিত ধর্ম্ম ঔপাধিক প্রয়োজন মাত্র। উহা স্বরূপের অর্থ বা প্রয়োজন নহে।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত বলিয়া উহা কখনও জীবের স্বরূপের অর্থতত্ত্ব হইতে পারে না। ত্রিবর্গের মধ্যে যে ঔপাধিক সংশ্রব বা দুর্গন্ধ আছে তাহাই তাহাকে জীবের স্বধর্ম্ম হইতে দূরে রাখি-য়াছে। এইরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম সকাম এবং ঔপাধিক ধর্ম্ম বলিয়া অনিত্য। জীবের এই অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে যাঁহারা পরম অর্থ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন সেই স্মার্ত্ত-সমাজ কার্য্যতঃ জীবের দেহ ও মনকেই জীবের স্বরূপতায় স্থাপিত করিয়া যথার্থ পরমার্থবিচারে ভ্রান্ত হইয়াছেন।

কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি ত্রিবর্গের সম্পর্ককে ধিক্কার দিয়া চতুর্থবর্গ বা মোক্ষ-প্রাপ্তিকেই পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মোক্ষকামিগণ সাযুজ্য কামনা করিতে গিয়া নিজকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া জীবের স্বধর্ম্মনির্ণয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা জীবে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া জীবের জীবত্বের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়া তাঁহার স্বরূপবৈশিষ্ট্যের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। জীব যদি ব্রহ্ম হয় তবে আর তাহার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বা অর্থনির্ণয় প্রভৃতি বিচারের আবশ্যকতা কি? সে ত' ব্রহ্মই। সুতরাং গুণ ও বিশেষরহিত। তাহার ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বা অর্থ-অনর্থের অবকাশ কোথায়? এইরূপ নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদিগণের চতুর্থবর্গকে পরমার্থ বলিতে যাওয়া ত' অমূলক।

জীব বস্তুতঃ চিৎকণ অর্থাৎ অণু সচ্চিদা-নন্দ। স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় যেরূপ তাহার স্বরূপতা নহে, ব্রহ্মত্ব—বৃংহণত্ব বা বিরাট্‌ত্বও তাহার স্বরূপের পরিচয় নহে। জীব অণুচিৎ বলিয়া বিভুচিৎ বা পূর্ণসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের সহিত তাহার একটী সম্বন্ধ আছে। অণুচিতের অনুরূপ বিভুচিতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই স্বভাব। এই আকর্ষণে বা সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের স্বধর্ম। চিৎকণ জীবের পূর্ণচিৎ ভগবানের প্রতি উন্মুখতা বা সেবাই তাহার স্বকীয় বৃত্তি। পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের আকর্ষণে আকৃষ্ট

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

হওয়া বা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হওয়াই জীবের নিত্য ধর্ম।

আস্বাদকে: আস্বাদনযোগ্য আস্বাদ্য হইয়া যাওয়াই সেবা। জীব সেবক। সেবক যখন সেব্যের ইচ্ছায় থাকে স্বীয় ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে প্রবাহিত করিতে পারে তখনই তাঁহার সেবার সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয় তাঁহার ইচ্ছার ইচ্ছা মিলাইয়া দেওয়া বা জীবের স্বতন্ত্রতাকে ভগবৎপরতন্ত্র করাতেই সেব্যের প্রীতিবিধান হয়। অদ্বিতীয় ভোক্তার ভোগ উৎপাদন বা নিজকে তাঁহার ভোগ্যরূপে নিবেদন করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসিকচূড়ামণির রসাস্বাদন-পিপাসার উপকরণ হইয়া যাওয়াই জীবের নিত্যধর্ম।

তিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা, তাঁহার ভোগ-পিপাসার সীমা নাই। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে নব-নব-রস-অভিলাষী। যে সেবক রস-রাজের রসবুভুক্ষার চমৎকার ইন্ধন যোগান দিতে পারেন তাঁহার সেবাই সার্থক। ভাবের স্বরূপে বিষয়বিগ্রহের জন্য যে রস-উৎপাদিকা বৃত্তি আছে তাহা অসীম হইলেও রসিকসমাজ তাহাকে প্রধানতঃ মুখ্য ও গৌণ বিচারে দ্বাদশটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিষয়তত্ত্বের সম্ভোগের জন্য আশ্রয়-তত্ত্ব জীবের এই রস উৎপাদনই পরম প্রয়োজন। আস্বাদকের তৃপ্তিবিধানের তারতম্য বিচারে রসসমূহের যে ক্রমপর্য্যায় বিহিত আছে তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ রসের পুষ্টিই আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বা পরমপুরুষার্থ।

একজন মহাপুরুষ

(৭)

যদিও শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার ব্রজ-বিজয়কাল্যাবধি বিংশ বর্ষকাল শ্রীগৌর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীব্রজেন্দ্রনন্দনের অনন্যভাবে অপ্রাকৃত মানস-রস-সেবার অষ্টযাম নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন তথাপি প্রথম দ্বাদশবর্ষে তাঁহার শ্রীকরকমল হইতে শুদ্ধভক্তিমূলক অনেকগুলি শ্রীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জৈবধর্ম্ম নামক সন্দর্ভ বর্ত্তমান কালে আপামর পণ্ডিত মূর্খ সকল শ্রেণীর ভক্তগণের সর্ব্বদা পাঠ্যগ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে যিনি জৈবধর্ম্মের মর্ম্ম পাঠ করেন নাই তাঁহার ভক্তিধর্ম্মে নানাপ্রকার বিকার থাকা বিশেষ সম্ভব। ভাগবতার্কমরীচি-মালা শুদ্ধ-ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রচুর বিতরণ করিতেছে। কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্ম-সংহিতা ও ভজনামৃত প্রভৃতির ব্যাখ্যাবাদ শুদ্ধহরিকথা-প্রিয় পাঠকের কিরূপ হৃদয়ের বস্তু তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-নামচিন্তামণি, ভজনরহস্য শুদ্ধভক্তগণের নিত্যারাধ্য বস্তু। এই গ্রন্থের যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের কিরূপ প্রিয়জন, গৌরহরি তাঁহার নিজ জনকে কি উদ্দেশ্যে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ কাল সমুন্নত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যাসমূহ ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবার পর ভগবদ্ভক্তে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা ও ভজনরাজ্যে কিরূপ অবস্থার পার্থক্য ঘটাইয়াছে এবং সেই প্রাকৃত স্রোতের প্রতিকূলে কিরূপে বিষয়গন্ধহীন হরিভজনের অবস্থিতি হইতে পারে তাহার ব্যক্তিগত আদর্শ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর। 'হরিভজন' বলিলে কোন কোন অশিক্ষিত দলে আনুষ্ঠানিক ভোগপর কতকগুলি কর্ম্ম-সমষ্টিকে লক্ষ্য করেন। কোন কোন দলে বিচারপূর্ণ নির্ব্বিশেষপর আধ্যাত্মিক ভাবকেই হরিভজন বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। শ্রীগৌরদাসানুদাস বুঝিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমল চরিত্র ও তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বারা দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন বস্তুর বাসনা করিলে জীবের কোন অপ্রাকৃত কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত সবিশেষ পরমেশ্বর-পর্য্যায়ে অখিল রসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ, গৌর, নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাত্মক বিষ্ণু, হরি, পরমাত্মা, পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার, অর্চ্চাবতার, শাস্ত্রাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, মহাপুরুষ গুরুবতার, ভক্তাবতার প্রভৃতি ত্রিগুণাতীত বস্তুপ্রতীতি সমূহ, নির্গুণ পর্য্যায়ে কৃষ্ণ ব্যতীত যোগি-গণের আরাধ্য পরমাত্মা, নির্ব্বিশেষবাদির লক্ষ্য ব্রহ্ম প্রভৃতি তটপ্রদেশান্তর্গত বস্তুগুলি, প্রাকৃত ঈশ্বরপর্য্যায়ে কৃষ্ণ ব্যতীত সদসত্তত্ত্বের অনির্ব্বচনীয় ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ অজ্ঞানসমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সদসৎবাচ্য জীব সমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ, শিবব্রহ্মাদি দেবসকল, ইন্দ্রাদি দেবসমূহ দিবাকর, দিনমণি, নিঃশক্তিক, সূর্য্য, পঞ্চো-পাসকগণের আরাধ্য পঞ্চদেবতা পৃথিবী-পতি, দেশাধিপ, রাজা প্রাদেশিক মণ্ডল, গ্রামাধিপমণ্ডল, ভূপবান্ সৎকুল-প্রসূত ঐশ্বর্য্যাধিপ, বিদ্যাপতি, বলী প্রভৃতি অসংখ্য দেবীমায়ান্তর্গত বস্তুসকল লক্ষিত হয়। অপ্রাকৃত সবিশেষ পরমেশ্বরপর্য্যায়ে উল্লিখিত বস্তুসমূহ কৃষ্ণসম্বন্ধীয়। উহা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু নহে। নির্ব্বিশেষ নির্গুণ পর্য্যায়ের বস্তু সমূহ অপূর্ণ কৃষ্ণসম্বন্ধ বলিয়া বাহ্য ভাব মিশ্র। প্রাকৃত ঈশ্বরপর্য্যায়ে কথিত বস্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় নহে বলিয়া উহারা সর্ব্ব-কারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের অধীন এবং মায়ার বিচিত্রদর্শনে উচ্চাবচ ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের প্রাকৃত জ্ঞান-চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। উহারা দুর্ব্বল অবর বস্তুর আপেক্ষিক ঈশ্বর বলিয়া প্রাকৃত সাধারণ ঈশ্বরসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত মাত্র বাস্তবিক ঈশ্বরবস্তু নহে। মায়াবিচিত্রতা-প্রভাবে দ্রষ্টার নিকট প্রতিভাত মাত্র। প্রাকৃত ঈশ্বরে ত্রিবিধ গুণ বিরাজমান। সত্ত্বগুণে প্রাকৃত আপেক্ষিক আনন্দ ও কল্যাণ, রজোগুণে চেষ্টা ও তমোগুণে দুঃখ বা মঙ্গলাভাব আছে। অপ্রাকৃত চিন্ময়, কৃষ্ণদাসানুদাস জীব যেকালে ভগবান কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সত্তাকে আপনার পরমেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করেন, সে-কালে তিনি নিত্যমুক্ত অর্থাৎ মায়ার অধীন, স্বয়ং প্রভু, যোদ্ধা বা ভোক্তা অভিমান করেন না। আবার যখন নিজকে কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার ঈশ্বর বলিয়া নিজ অজ্ঞানতা ক্রমে পরম বুদ্ধিমান মনে করেন তখন তিনি নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া কৃষ্ণেতর বাসনাময়। কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণবিমুখ ভাবদ্বয় জীবে নিত্য বিরাজমান। একটি ভাব সুপ্ত থাকিলে অপরটি জাগ্রত বা প্রবল। অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই জীবের শুদ্ধধর্ম্ম। প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনে হরিসেবা হয় না। কর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গীয় বিধানের আনুগত্যে হরিভজনের সম্ভাবনা নাই। 'কর্ম্ম' শব্দে নিত্য নৈমিত্তিকাদি স্মৃতিকথিত কর্ম্মকে বুঝায়। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি কর্ম্মশব্দবাচ্য নহে। হরিকর্ম্মকেই কৃষ্ণানুশীলন বলে। 'জ্ঞান' শব্দে এখানে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান অর্থাৎ অহংগ্রহো-পাসনাকে বুঝায়। ভজনীয় কৃষ্ণানুসন্ধান জ্ঞানশব্দবাচ্য নহে। যেহেতু কৃষ্ণজ্ঞানই কৃষ্ণানুশীলন। ভক্তিমার্গে তাহার নিশ্চয় আবশ্যকতা আছে। নিজ ভোগপর কর্ম্ম বা ভোগাতীত জ্ঞান কখনই ভক্তির উপযোগী নহে। নিজস্বার্থবর্জ্জিত, হেতুরহিত, কৃষ্ণসেবা কখনই অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞানমার্গের স্বার্থ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট ফলের সহিত এক হইতে পারে না। অতএবলে যেরূপ অজ্ঞানভক্তি বা নৈষ্কর্ম্য-ভক্তির ধারণা, কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ-রহিত ভক্তি শব্দে তাহা উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। কৃষ্ণকর্ম্ম ও কৃষ্ণজ্ঞান জ্ঞানকর্ম্মাবরণের কখনই অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানীর নৈষ্কর্ম্ম ও অজ্ঞানভক্তির কথা ভক্তের অজ্ঞাত।

ভগবদ্ভক্তাঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি সাধিত হয়। তবে ভক্ত প্রাকৃতভাব-রহিত হইয়া আপনাকে অপ্রাকৃত শরণাগত বুদ্ধিতে ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন। প্রাকৃত বুদ্ধিতে ঐ গুলি ধর্ম্ম অর্থ, কাম-মোক্ষাত্মক প্রাকৃত উদ্দেশ সফল করিবার জন্য বিহিত হইলে উহা পার্থিব অর্থাৎ নিজ ভোগপর মেটিরিয়াল সেবা, চলিত ভাষায় "মেটে ভক্তি"। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোনদিন মেটে ভক্তির বা জ্ঞানমার্গীয় আধ্যাত্মিক নাস্তিকতার উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিতেন মেটে ভক্তির দ্বারা ভক্তির স্বরূপ-প্রবৃত্তি দূরে থাক্ ভক্তির বিপরীত প্রাকৃত সহজিয়াগণের মোক্ষ ভক্তি অনুষ্ঠানে জড়াভি-নিবেশ উত্তরোত্তর প্রবল হইবে। তাহাতে হরিভজনের সম্ভাবনা নাই। আবার অদ্বয়-বাদী জ্ঞানিগণে নিত্য অদ্বয়জ্ঞানময় কৃষ্ণলীলায় উপলব্ধি না থাকায় তাঁহারা নিজ কুকল্পিত স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাজ্ঞানে জ্ঞানী। চতুঃষষ্ঠী প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, কৃষ্ণধামে বাস, কৃষ্ণোন্মুখ, ভক্তসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনাম এই পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায় শ্রীহরিনামের ভক্ত্যঙ্গে সর্ব্বপ্রাধান্য, তাহাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একমাত্র অনুষ্ঠেয় ছিল। শ্রীনাম ও শ্রীনামী উভয়ে অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। মায়িক মেটে বুদ্ধিতে যেরূপ পার্থিব বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, ও ক্রিয়ার পরস্পর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেইরূপ অদ্বয়জ্ঞান নামী ও নামের, শ্রীরূপ-বান্ কৃষ্ণের, গুণধর নন্দনন্দনের ও লীলাময় কৃষ্ণচন্দ্রের ভেদ নাই। কৃষ্ণেতর বস্তুতে দ্বৈতজ্ঞান ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

১৩ মাধব ৭ মাঘ ২১ জানুয়ারী মঙ্গল স্বাপু প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণদ্বাদশী গদী দি ৩।৫৫ জ্যেষ্ঠা প্রভু দি ১।৪৫ বা ৬।৪১ তৈতিলকরণ। একাদশীর পারণ।

১৪ মাধব ৮ মাঘ ২২ জানুয়ারী বুধ ভুক্ত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণত্রয়োদশী পদ্মী দি ৩.০৩ মূলা প্রভব দি ২।৩ ব্যাঘাত যোগ দি ৫।১১ বণিজকরণ দি ৩।৩৫ গতে বিষ্টিকরণ রা ৩।১১ গতে শকুনিকরণ।

১৫ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী পদ্মী দি ২।৪৬ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভু দি ১।৫৫ হর্ষণযোগ দি ৩.১৭ শকুনিকরণ।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বালাম	৬৸০
ঝাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪·০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৩৷০

চিনির দর

সাদা ডাভা বেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৷৷৵০
,, লাল ,,	৮৷৷৵০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷৷০-৪৷৷৵০
আটা (বি)		৪৷৷৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪/০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০ ৩৷০
পোলার্ড ভুষি		১৸৶০-২৲
ভুষি		১৸৵০-১৸৵

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭৷৷০
পতিরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা ডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিলিঙ্গ ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ্জি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব।

স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।

অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ১৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২২শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, বুধবার ২৫০তম সংখ্যা

ধামে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১১ই জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া প্রত্যহ শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। কোন কোন দিন শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে, কোন কোনও দিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠে, কোনও দিন শ্রীবাস-অঙ্গনে আবার কোনও দিন শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীপাটে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা হইতেছে।

গত ১৪ই জানুয়ারী শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতা-চার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্। যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥' এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর স্বরূপ ও মহিমা, মায়ার নিমিত্ত ও উপাদান কারণদ্বয়, প্রকৃতিতে লক্ষিত নিমিত্তকারণরূপ পুরুষাবতারী মহাবিষ্ণু, উপাদানরূপ প্রধানস্বরূপ মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয় স্বরূপই অদ্বৈত, সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্য কর্ত্তা-বিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার পূর্ব্বক জগতে ভক্তি-শিক্ষা দিয়াছেন প্রভৃতি বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সময় সাংখ্যায়ন ও গৌতমের বিচারপার্থক্য, প্রকৃতির কার্য্য, শঙ্করাচার্য্যের বিচারের চমৎকারিতা, কেবলাদ্বৈতবাদীর শঙ্করাচার্য্যের বিচারকে আক্রমণ যে তাহার অজ্ঞতারই পরিচয় প্রভৃতি বিষয়সমূহও বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

—:০:—

ব্রহ্মদেশে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ উত্তর ব্রহ্মের মগুয়া নামক জিলায় প্রায় দ্বিপক্ষকাল যাবৎ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজী অত্রস্থ হিন্দুস্থানী সনাতনধর্ম্মমন্দিরে চার দিন গীতা ব্যাখ্যা করেন। গত ১লা জানুয়ারী তারিখে অত্রস্থ পি, ডব্লিউ, ডি অফিসার জে, এন ঘোষাল মহোদয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

গত ১০ই জানুয়ারী আপার বার্ম্মার 'মগুয়া' সহরস্থ 'চেত্তিয়ান্' ক্লাবে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ Universal Love (সার্ব্বজনীন প্রেম ধর্ম্ম) সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্রহ্মদেশবাসী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ১লা মাঘ শ্রীযোগপীঠে "বন্দে গুরূন্" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দিন শুদ্ধভক্তের বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গত ২রা মাঘ ১৬ই জানুয়ারীও শ্রীবাস-অঙ্গনে ঐ শ্লোকটীরই ব্যাখ্যা হইয়াছে। এই দিনও শুদ্ধভক্তের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী শ্রীযোগপীঠে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের বিচার বর্ণন করিয়াছেন। গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বরিশালে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৭ই পৌষ গোপালগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিনাথ বাবুর গৃহে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ১৮ই ও ১৯শে পৌষ দিবসদ্বয় গোপালগঞ্জ সহরের করোনেশন হলে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এস্ সি, এম-বি মহোদয়ের ও স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহা বি-এল মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজী মহারাজ ঐ সভায় সার্ব্বজনীন ভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীমান্ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২০শে পৌষ গোপালগঞ্জের মার্চ্চেন্ট শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর সাহা মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করা হয়।

স্বামীজী গত ২২শে পৌষ নৌকাযোগে রওনা হইয়া তৎপর দিবস সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় বরিশাল জেলার অন্তর্গত রামসিদ্ধি নামক গ্রামে শুভপদার্পণ করেন। স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী সংকীর্ত্তন-বাহিনীসহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

দুইটী অভিমত

(1)

I was very much pleased to see the Theistic Exhibition and was much impressed with the way in which the real truth of Bhakti is brought to bear on the minds of the visitors.

I earnestly wish the holy Math will give Madrasees an early opportunity of sharing the knowledge so easily and inerasably impressed on the mind of visitors.

Gurumaharaj ki Jai.

Sd/S. Panchanatheswer Iyer
Auditor Office of the Acentt.
General Fort St. George,
Madras, 12. 1. 36.

(2)

I visited the Exhibition today. It is certainly very interesting and educating. The organisors have taken great pains in making it a great success and suitable to the occasion. I wish it a great success too.

Sd/Jainarain Tandon
Manager, Ardha Kumbha Mela
16. 1. 36.

[আমাদের নিকট উক্ত সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী সম্বন্ধে আরও বহু প্রশংসা-পত্র আসিয়াছে। কুম্ভমেলার যাত্রিগণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীরূপ শিক্ষা-গ্রহণের ঐপ্রকার অদ্ভুতপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত। নঃ প্রঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ মাধব, ভূতঅনিরুদ্ধ ৪৪৯

চিজ্জগতের দুই একটী কথা

—::০::—

আমরা বর্ত্তমানে পাপ-নিবাসস্বরূপ যে জগতে বাস করিতেছি এই জড়জগৎ যে শুদ্ধসত্ত্ব জগতের বিকৃত প্রতিফলন, যে জগৎ নিত্য, অবিনশ্বর ও নিত্য নব নবায়মান বৈচিত্র্যময়, যেখানে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধব, ভৃত্য ও কান্তাগণের সহিত সতত লীলা-পরায়ণ অর্থাৎ ভগবান্ যেখানে নিত্যকাল সপরিবারে বাস করেন, যেখানে কৃষ্ণকে লইয়াই সকলের সংসার এবং কৃষ্ণের জন্য সকলের অনুক্ষণ সেবা-তৎপরতা, তাহাই চিজ্জগৎ। এখানে যাঁহারা ঐশ্বর্য্য-ভাববিশিষ্ট, তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন এবং যাঁহারা মাধুর্য্যরত, তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। স্ব-স্বরূপাবস্থিত, পরম নির্ম্মল চিদ্দেহবিশিষ্ট মুক্ত জীবসকল স্বীয় আত্ম-শরীরের চিদিন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবায় মগ্ন। তাঁহারা নিজ নিজ ভাবানুযায়ী স্বভাব থাকায় কেহ কেহ স্ত্রীরূপ, কেহ কেহ পুরুষরূপভাবে অবস্থিত। তথায় স্থূল জগতের বা জড়দেহের ন্যায় আহার, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্ত্রী-ব্যবহার, সন্তান-উৎপাদন, মলমূত্র ত্যাগ, পীড়া, শারীরিক আঘাত, দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ক্লেশ, শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি কিছুই নাই কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার অভাব সত্ত্বেও যে সেখানে রস-সমন্বিত বিবিধ খাদ্যাদি গ্রহণকারীদের বা ভোজনাদির কথা শুনা যায় তাহা ভগবৎ-প্রসাদরূপ চিন্ময়সামগ্রী সেবন দ্বারা প্রীতিবৃদ্ধির পুষ্টি সাধন মাত্র।

তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, কোন প্রকার অভাব নাই, ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল নাই, কেবল চিন্ময় বর্ত্তমানকাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে। তথায় স্মৃতির প্রয়োজন নাই, যেহেতু নিত্যজ্ঞানগত স্মৃতি-কার্য্য অনায়াসে বর্ত্তমানকালে হইয়া থাকে। 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই শুদ্ধ অহঙ্কার বা অভিমান ভক্তহৃদয়ে সতত বিরাজমান। আনন্দ অহরহঃ নিত্য নূতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, তৃপ্ত বলিয়া একটী ব্যাপার তথায় নাই, লোভ ও আনন্দ অবাধিতভাবে প্রচুররূপে তথায় থাকায় ভক্ত ভগবৎ-সেবোপযোগী রসানুসারে অপূর্ব্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ তথায় নিত্য বর্ত্তমান। রস-সমূহের মধ্যে শৃঙ্গাররসেরই সর্ব্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্ভোগ শৃঙ্গার অর্থাৎ স্বকীয় রস অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বা পারকীয় রসেরই শ্রেষ্ঠতা।

সকল রসেই ভগবান্ সেব্য হইয়া এক-ভাগ ও সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগ-গত-স্বরূপকে উদ্ভূত স্বয়ং সেবীদিগের আদর্শস্থল করিয়া অচিন্ত্যলীলা বিস্তার করিয়াছেন। সেখানে ভগবানের দুইরূপে লীলা। একটী শক্তিমান্‌রূপে—বিষয়-ভগবান্ বা সেব্য-ভগবান্-রূপে, অপরটী স্বয়ং শক্তি বা পূর্ণশক্তিরূপে—আশ্রয়-ভগবান্ বা সেবক-ভগবান্‌রূপে। যখন তিনি সেব্য-ভগবান্ তখন তিনি ভোক্তাভিমানী বা সেব্যাভিমানী একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ এবং লীলাবিলাসার্থ তাঁহার অপর মূর্ত্তি ভোগ্য কৃষ্ণ বা শ্রীরাধা বা নন্দযশোদাদিরূপী। ইঁহারা কেহই জীব নহেন পরন্তু সকলেই ভগবানেরই এক একটি সেবক-রূপ। ইঁহাদের কৃপা ব্যতীত ভগবৎ-সেবা লাভ হয় না। নিত্যমুক্ত বা বদ্ধমুক্ত জীবগণ সকলেই স্ব-স্ব রসে ইঁহাদের আনুগত্যে সেবা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জীবই ইঁহাদের কাহারও না কাহারও অনুগতভাবে বিভাবিত। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীমন্ নন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক—ইঁহারা অন্তরঙ্গগত ভগবানের সেবকভাব-বিশেষ অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ, তবে ইঁহাদের মধ্যে ভেদ এই যে, শৃঙ্গারে সাক্ষাৎ শ্রীমতী স্বরূপ ভগবদ্বিভাগ-বিশেষ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বয়ংরূপা কৃষ্ণা বা কামিনী, অন্যান্য রসে বলদেবই একমাত্র সাক্ষাদ্ভাগ। অর্থাৎ নন্দ-যশোদা, সুবল এবং রক্তকাদি বলদেবেরই অংশব্যূহস্বরূপ। আর ব্রজবধূগণ—কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই চিচ্ছক্তিস্বরূপ শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। ইঁহারা সকলেই গুরুতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণেরই বিভিন্ন রূপ। ইঁহাদের - এই গুরুবর্গের—সেবক-ভগবানগণের আনুগত্যে সেবাই জীবের স্বরূপের নিত্য ধর্ম। সুতরাং আমরা গুরু হইয়া যাইব, এরূপ বুদ্ধি মূর্খতা-ব্যঞ্জক ও সেবা-বিমুখতা-প্রকাশক

সেব্য-ভগবান্ ও সেবক-ভগবান্ ব্যতীত—কৃষ্ণ ও তদীয় পরিকর স্বরূপশাক্তগণ ব্যতীত তথায় অনন্ত জীব আছেন। তাঁহারা দুইপ্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। যে-সকল জীব কখনও মায়াবদ্ধ হন নাই, যাঁহারা নিরন্তর বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে বাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎ-সেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অন্তর্লীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অনেক মুক্ত জীবও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও জড়বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা স্বধামে গমন করেন।

সেই সব জীব নিত্যসিদ্ধ ও ভগবানের নিত্য পরিকর। মুক্তজীবদিগের চিন্ময় আলয়, চিন্ময় অলঙ্কার, চিন্ময় চিহ্ন, চিন্ময় বল, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য সঙ্গলিপ্সা নাই। ভগবৎ সেবা-লিপ্সাই তাঁহাদের প্রবল। সান্নিধ্য-বশতঃ স্বীয় স্বীয় বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধগত বিচিত্র সেবায় তাঁহারা সতত রত। এই মুক্তজীবগণ আবার দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্তজীব ও মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্তজীব। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ পরব্যোমপতি নারায়ণের পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ মহা-সঙ্কর্ষণের কিরণ-কণ। আর মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ; ইঁহারা ব্রজধামস্থ শ্রীবলদেবের কিরণ-কণ। এই পরব্যোমস্থ ও বৃন্দাবনস্থ নিত্যপার্ষদ মুক্ত-জীবগণ সংখ্যায় অনন্ত এবং ইঁহারা উপাস্য-সেবায় রসিক সর্ব্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট, উপাস্য-সুখান্বেষী; উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ; জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বললাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্; মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন তাহাও তাঁহারা অবগত নহেন; যেহেতু তাঁহারা চিজ্জগৎ-মধ্যবর্ত্তী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে; তাঁহারা সর্ব্বদাই উপাস্য-সেবাসুখে মগ্ন; দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। প্রেমই ইঁহাদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেনই না। ভগবানের ন্যায় ইঁহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই, ইঁহারা সচ্চিদানন্দময়।

বলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত এই দুই প্রকার নিত্যমুক্ত জীব ব্যতীত আরও এক প্রকার জীব আছেন, তাঁহারা—সঙ্কর্ষণের অবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্য। ইঁহারা সংখ্যায় অনন্ত এবং মায়ার পার্শ্বস্থ বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শন-পথারূঢ়। অত্যল্প অণুস্বভাব প্রযুক্ত এই জীবগণ সর্ব্বদা তটস্থভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়া-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। এই সমস্ত জীবের মায়াবশ-যোগ্যতা আছে। যে পর্য্যন্ত এই অত্যন্ত দুর্ব্বল জীবগণ ভগবৎ-কৃপাবলে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর আশ্রয় না পান অর্থাৎ গুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ না হন, ততদিন তাঁহাদের মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ইঁহাদের মধ্যে যে সকল জীব মায়াভোগ বা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা মায়িক-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াবদ্ধ হন; আর যাঁহারা সেব্য বস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্য কৃষ্ণের কৃপায় সহিত চিদ্বল লাভ করতঃ চিদ্ধামে নীত হন। এই জীবগণের মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা করিয়াছেন এবং স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হেতু কৃষ্ণকৃপায় পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও নিত্যমুক্ত। আর যাঁহারা ভগবৎ-সেবা বিস্মৃত হইয়া ভোগে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বদ্ধজীব। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্য-ক্রমে সাধুগুরুর সঙ্গলাভ হইলে তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে ও কৃপায় জীবের মায়ামুক্তি হয়। গুরুকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত মায়ামোচন হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সাধুগুরু-কৃপায় এই বদ্ধজীবগণ স্ব-স্বরূপে বা কৃষ্ণ-দাসাভিমানে অবস্থিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভের উপযোগী হন। এই বদ্ধমুক্ত জীবগণেরও সর্ব্বতোভাবে নিত্যসিদ্ধগণেরই ন্যায় আচরণ। তাঁহারা বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড়জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। কৃষ্ণাদেশে জড়জগতে আসিয়া তাঁহারা উপযুক্ত জীব-গণের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক ভগবন্নির্দেশ বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয় স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় স্বধামে গমন করেন। তাহাতে তাঁহারা আর বদ্ধ হন না।

এই বদ্ধমুক্ত জীবগণ তিন প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত, মাধুর্য্যগত ও ব্রহ্মজ্যোতির্গত। যাঁহারা সাধনকালে ঐশ্বর্য্যাশ্রয়, তাঁহারা পরব্যোমনাথ নারায়ণের নিত্যপার্ষদগণের সহিত সালোক্য লাভ করেন; সাধনকালে যাঁহারা মাধুর্য্যাশ্রিত, মোক্ষলাভের পর তাঁহারা নিত্য বৃন্দাবনাদি ধামে নিত্য সেবা-সুখ ভোগ করেন। এই উভয় প্রকার জীব ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সদা সর্ব্বদাই মুক্ত—ভগবৎ-সেবালাভে কৃতকৃতার্থ। এতদ্ব্যতীত আরও এক প্রকার মুক্তাভিমানী জীব আছেন—যাঁহারা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইয়া অভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত। এই কৃষ্ণ-পাদপদ্ম অনাদরকারী অবোধ জীবগণ মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হন।

চিজ্জগৎ বা 'বৈকুণ্ঠধাম' বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থলকে মনে করা উচিত নয়। কলিকাতা, লণ্ডন, দিল্লী, প্যারিস, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানসকল জড়ময়। সে-সব স্থানে যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি ও দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলপথে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। আবার অনেক সময় জড় শরীরের পদচালনা করিয়াও যাইতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ ধরণের কোন প্রদেশ নহে, ইহা সমস্ত জড়জগতের অতীত একটী স্থান-বিশেষ। তাহা চিন্ময়, নিত্য, নির্দ্দোষ এবং আনন্দময় ধাম। তাহা চক্ষে দেখা যায় না বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্য অথচ ভক্তগণের নিত্য চিন্ত্য চিদ্ধামে

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষার রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ { ১৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ৯ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩শে জানুয়ারী খৃঃ ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার } ২৫১৩ম সংখ্যা

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

গত ৮ই জানুয়ারী হইতে প্রয়াগে কুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে। উহা আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে। তন্মধ্যে কয়েকটী তিথি বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ লিখিত আছে। ফল্গুদিবস ত্রিবেণীতে স্নান করিলে অনন্ত অক্ষয় ফললাভের কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

মেলায় বহু সাধুর সমাগম হইয়াছে। সাধারণ যাত্রী অপেক্ষা সাধুর সংখ্যাই অধিক। শুনিয়াছি যে, আবকারী ডিপার্টমেন্টে এই মেলা উপলক্ষে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকার গাঁজা বিক্রী হইবে। কোন স্থানে কোন সাধু গায়ে ভস্ম মাখিতেছেন, কেহ চুলে মাটী দিয়া জটা তৈরী করিতেছেন, ৫।৭ বৎসরের বালকদের গায়ে ভস্ম ও চুলে মাটি দিয়া সাধুবেশ তৈরী করা হইতেছে। কারণ, যত মূর্ত্তি হবে তত পৃথক্ দান পাওয়া যাইবে। বহু উদাসীন সম্প্রদায় বিশেষ জাঁকজমকের সহিত—হাতী ঘোড়া সোনারূপার হাওদা, আসাসোটা, ছত্র প্রভৃতি লইয়া ত্রিবেণীর চতুষ্পার্শ্বে আখড়া বাঁধিয়াছেন। অনেকে কল্পবাস (মকর-সংক্রান্তি হইতে মাঘমাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত করিবার জন্য এক একটি কুটীর তৈরী করিয়া তাহাতে অসহ্য শীত ও নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া কিছু পুণ্যার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত; কিন্তু পরমকরুণ মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়দয়ার কথা কেহই চিন্তা করিতেছেন না। তাই আজ করুণসাগর বৈকুণ্ঠঠাকুর গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপশিক্ষাস্থলীতে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের কথা আপামর সাধারণ হইতে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা প্রভৃতি সকলকেই জানাইতেছেন।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় জানিয়াছি—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

কল্পের দ্বারা কল্মষক্ষয় হয় না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং কল্পিগণের প্রয়াস স্নানাদি হস্তিস্নানবৎ বৃথা হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রীহরিনামই শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। আর—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥

যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মই হউক না, ভগবন্নামের শতাংশেরও সমান হইতে পারে না। ইহা শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি-প্রতিপাদ্য।

আবার অচ্যুতভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্যও বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

গত ১৪ই জানুয়ারী লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রয়াগ পারমার্থিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৫ই জানুয়ারী কালকা মেলে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পরলোকে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ আর ইহজগতে নাই। তিনি গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রি ১১-৫৫ মিনিটের সময় পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি যখন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও প্রজারঞ্জকতা অনেকেরই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে। সেদিন তাঁহার রাজ্যাভিষেকের রজতজুবিলি উৎসব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে-প্রকার আনন্দের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে তাহাতেও প্রজাগণের সম্রাটের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন সমগ্র ভারতে কয়েকদিন ব্যাপী আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। প্রজাবৃন্দের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ স্বীয় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। রাজার প্রধানকার্য্য— প্রজাগণ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা। সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার রাজত্বে রাজনৈতিক হিসাবে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার রাজত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত অমন্দোদয় ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছে। সুতরাং একদিকে যেমন রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নাম দেদীপ্যমান, অপরদিকে পরমার্থ প্রচারের ইতিহাসেও তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

ল প্রভুপাদের পত্র

---::•::---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতা
৯ই অক্টোবর, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই তাং পত্র পাইয়া আপনার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জানিলাম। কৃষ্ণকৃপায় শারীরিক সুস্থতা অনুভব করিয়া কৃষ্ণের ভজন করুন—ইহাই কৃষ্ণের স্থানে প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কেবল-কৃষ্ণভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গললাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার। অনর্থমুক্ত ভাব লাভ করিবার জন্য নিরাময় হইবার আকাঙ্ক্ষার মূলে ভগবানের নিকট হইতে অভক্তের সেবা আদায়ের যে চেষ্টা, তাহা বর্ণনীয় নহে। পরন্তু বিঘ্নবিনাশন গণেশেরও বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে নিরাময়তালাভের প্রার্থনা নিশ্চয়ই আদরণীয়।

আপনার নাম—শ্রীশ্যামসুন্দর ভগবদ্দাস অধিকারী জানিবেন। আমরা ঊর্জ্জব্রত পালন করিবার জন্য পুণায় আগামী পরশু যাইতেছি।

আশা করি আপনার ভজনকুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ মাঘ, শনিবার, গৌরাব্দ ৪৪১

কর্ত্তা কে ?

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; ব্রহ্মব্যতীত অপর কোন বস্তু জগতের কারণ নহে। সেই পরমাত্মার মায়া তাঁহার শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থ। মায়াবাদিগণ বলেন, প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিবাদী সাংখ্যবাদিগণ দৃশ্য বস্তুকে প্রাকৃত বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে মায়াবাদিক বা নিঃশক্তিক ব্রহ্ম বিলীন মনে করেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে গেলে অবরজ্ঞান পরম জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় বিবর্ত্তবাদাশ্রয় ব্যতীত মায়াবাদীর নিকট সৃষ্টির অন্য কারণ প্রতিভাত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মবাদিগণ প্রকৃতিকে অজাগলস্তনসদৃশ জানিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। পরন্তু বিচার করেন, ব্রহ্মেতর শক্তি শক্তিমান্ হইতেই শক্তিত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সেই উপাদান কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতিতে ন্যস্ত হইয়াছেন মাত্র। ব্রহ্মবিদ্‌গণ উদাহরণ-স্থলে বলিয়াছেন

"লৌহ যৈছে অগ্নি শক্ত্যে করয়ে জারণ"

—সেই প্রকার প্রকৃতি শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতেই শক্তি পাইয়াছেন। প্রকৃতির উপাদান-কারণত্বে স্বকীয় স্বতন্ত্রতা নাই। প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ বা উপাদান কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়পাদের শেষভাগে যে উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ আলোচিত হইয়াছে উহা ব্রহ্মবাদের বিরোধী বা স্বতন্ত্রশক্তিবাদ নিরসনোদ্দেশ্যেই লিখিত। শঙ্করাচার্য্য বলেন —বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ চতুর্ব্যূহ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য্যের বিচার নিরাস করিবার জন্যই উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ লিখিত হইয়াছে, সেই ভ্রান্ত মতবাদিগণ মনে করেন, শঙ্করাচার্য্যের বিচারে বাসুদেব হইতে যে সঙ্কর্ষণ উদ্ভূত হন, তিনি জীবতত্ত্ব। সেই জীবতত্ত্ব সঙ্কর্ষণ হইতে মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্নের উদ্ভব হইয়াছে। আবার মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব অনিরুদ্ধ উদ্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুচতুর্ব্যূহ একটি অপরের সৃষ্ট নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন —

আদ্যন্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

পুরুষাবতারগণ নিত্যকাল সঙ্কর্ষণবৈভব হইতে প্রকটমান। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি

"নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে"

(শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী)

অনাদিবহির্ম্মুখ জীব কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতুকায়ে বাসনানুরূপপথে অনাদি চিরকালগতি প্রাপ্ত হইয়া জড়সুখ ও দুঃখ সমীরণসহ পরিভ্রমণকালে বহুবিধ যোনিকুটীরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। বহুবিধ যোনিকুটীরের সংখ্যা শাস্ত্রে যথাক্রমে এইরূপ—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥
(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

উক্ত বহুবিধ যোনিকুটীরে অবস্থানকালে জীবের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ কুটীরে কেবল জন্মস্থিতিমরণরূপ অবস্থাত্রয়ী ক্রমাগত জগতের পরিলক্ষিত। তন্মধ্যে দুঃখের প্রখর প্রভাব নিত্য বিভিন্নাকারে জীব-বৃন্দোপরি প্রভাবিত থাকে এবং সেই দুঃখপ্রভাবের-বোধ সৌকর্য্যার্থ ক্রমে ক্রমে বিশ্বনাটকের সূত্রাধিকারিণী শ্রীমহামায়াদেবী কর্ত্তৃক জীববৃন্দের উদ্দেশে সুখাম্বরণ (?) প্রসারিত হয়।

এইরূপে নিরন্তর ভগবদপরাশক্তির নির্ম্মম শাসনদণ্ডাধীনে যখন জীব বহুবিধ যোনিকুটীর অতিক্রমকরতঃ মানবযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের ন্যূনাধিক সদসদ্বিচারশক্তি লাভ হয়। সুতরাং প্রাকৃত প্রত্যেক জীবের উহা এক মাহেন্দ্র সুযোগ। কিন্তু হায়, সেই মাহেন্দ্রসুযোগেরও অধিকাংশকাল তাহাদের ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ইত্যাদিরূপে বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়-বিজ্ঞানসম্পন্নজীবন, নিরীশ্বর নৈতিক-জীবনাদিতে অপব্যয়িত হয়। তাই তৎকালে তাহারা সদসদ্বিচারশক্তি লাভ করিয়াও তৎকালে একমাত্র সত্য পরমেশ্বরের প্রতি প্রপন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু জীবতত্ত্বের মূলকারণ, সেবা মহাবস্তু। তিনি স্বয়ং জীব নহেন। জীবের স্বরূপে জড়ত্বের পরিবর্ত্তে অণুচেতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় ভগবানের তটস্থশক্তি জীব তাঁহার অধীন স্বতন্ত্র মাত্র নহেন। চেতনবস্তু নিত্যসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রকাশবিশিষ্ট। মন, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়গুলি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত একবস্তু নহেন দীপ হইতে অন্য দীপ প্রজ্বলিত হয়, এবং পরবর্ত্তী দীপে পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্ম অবস্থান; সেই প্রকার চতুর্ব্যূহ এবং কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-সমুদ্রশায়ী অবস্থিত ভগবদ্-ব্যূহগণের পুরুষাবতার সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব। এই বিষ্ণুব্যূহ-চতুষ্টয় জানিতে পারিলেই জীব সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রাকৃত ভোগময় ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব অবগত হয়।

তাহাদের সেই সদসদ্বিচারশক্তি তখনও প্রপন্নাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়ায় ঈশ্বরাস্তিত্বের স্থির সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং তৎকালীয় সদসৎ বিচারশক্তিও তাহাদের তাদৃশ ক্রিয়াবতী নহে।

অতঃপর সেই ক্রমোন্নত জীব কোনও প্রকার বাধা-প্রতিহত না হইলে সেশ্বর-নৈতিক জীবন প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মনিষ্ঠাবস্থায় নীতিবাধ্যতাবশতঃ ঈশ্বরাস্তিত্বে আস্থাহেতু পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে। তদ্দ্বারা তাহার ক্রমশঃয় সাত্ত্বিকতার অনুসন্ধান লভ্য হয়। বস্তুতঃ এইস্থলেই সুকৃতি নববৃক্ষের অঙ্কুর প্রকাশিত করিবার বীজাঙ্কুর দৃষ্ট হয়। ইহার অনাদিবহির্ম্মুখের ক্রমোন্নতিপথে বৈধভক্ত-জীবনের অরুণোদয় কাল বা কৃষ্ণোন্মুখতার সর্ব্বপ্রথম আভাসবিকাশ। পরন্তু এই অবস্থা হইতেও অধোগতির সম্ভাবনা আশাতীত নহে। কেন না সেশ্বর-নৈতিক-জীবনে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মাদির দ্বারা যে সুকৃতি সমুৎপন্ন হয়, উহা ত্রিবিধ—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, ভোগোন্মুখী সুকৃতি এবং মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সমস্ত শুভকার্য্য সংসারে ভক্তিজনক বলিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন-প্রাপ্ত মানবের দ্বারা তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদিত হইয়া তাহাই বৈধভক্ত-জীবনের অরুণোদয়রূপে প্রতিভাত হয়। আর যে-সকল কার্য্য উক্তরোত্তর বিষয়ভোগলিপ্সা-তৎসমস্ত কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে ভোগোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয় এবং মোক্ষপ্রদ কার্য্যমালার অনুষ্ঠানবলে মোক্ষোন্মুখী সুকৃতির করাল কবলে আত্ম-নিক্ষেপ করিতে হয়। এতদুভয়েই অধোগতি-শীল অনাদিবহির্ম্মুখ পাপ্‌গণের সত্তাশক্তির নিমিত্ত প্রশস্ত বর্ত্ম। এমন কি ক্রমোন্নত-জীবন সেশ্বর-নৈতিকের দ্বারাও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির কার্য্যব্যতীত উক্তরূপ কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ক্রমোন্নতিপথে বৈধভক্ত-জীবনের প্রারম্ভের পরিবর্ত্তে সেই অধোগতির প্রশস্তবর্ত্মে অবাধগমন ন্যূনাধিক সুলভ হয়।

পূজ্যাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—"বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞান-সম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর-নৈতিকজীবন, সেশ্বর-নৈতিকজীবন, বৈধভক্তজীবন ও প্রেমভক্ত-জীবন—এবম্বিধ নানা প্রকার নরজীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বরনৈতিক জীবন হইতেই প্রকৃত নরজীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নরজীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। প্রকৃত নরজীবন সেশ্বর-নৈতিক জীবনের বিধিনিষেধ লইয়া কার্য্য করে।"

সেশ্বর-নৈতিকজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা যথাযথ বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হওয়ায় অধিকাংশস্থলে, তাহাদের পক্ষে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভের আশাবন্ধ বিড়ম্বনা-যুক্ত নহে। আবার সেইরূপ সৌভাগ্যফলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবনপ্রান্তরে পদার্পণ করে বৈধভক্ত-জীবন।

এইরূপে ক্রমশঃ সংসারতটিনীর বিপরীত-মুখী স্রোতে চালিত জীবও সৌভাগ্যক্রমে "আদৌ শ্রদ্ধা" "ততঃ সাধুসঙ্গ" "অথ ভজন-ক্রিয়া" "ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ" "ততো নিষ্ঠা" "রুচিস্ততঃ" "অথাসক্তিঃ" "ততো ভাবঃ" "ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি" ইত্যাদি অনুকূল প্রবাহসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃই ভক্তি-স্রোতে অখিলরসামৃতসাগরের কৃপালাভ লাভ করে।

সংসারতটিনীর বিপরীতাভিমুখী স্রোতে পতনশীলগণ জন্মমৃত্যুর বিষমাবর্ত্তে চিরঘূর্ণায়-মান হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে তাইত্যাহেতু যখন উপলব্ধি করে—

সংসারতটিনী স্রোত নহে শেষ
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
সে আশা বিফল মোর॥

সংসারতটিনী স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে যায়।
গেল যে দিবস আসিবে না আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥

তখনই তাহাদের ভাগ্যফল মধুর হইয়া ইহাই প্রমাণ করে—

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

নদীপ্রবাহচালিত কাষ্ঠখণ্ড যেমন স্রোতবেগে তীরসমীপবর্ত্তী হইয়া দৈববশে মাত্র একটী তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে নীত হয়, তদ্রূপ জীবকুল সংসারতটিনীতে আবদ্ধ-স্রোতে চালিত হইয়া দৈববশে কোনও সাধু মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ লাভ করিলে সত্বর কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়—লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শ্রীল মাধবকৃত ভক্তিসূত্রের "মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎ-কৃপালেশাদ্বা" সূত্র উক্ত ভাবই প্রকাশ করে। আবার যেমন দৈববশে তীরসমীপবর্ত্তী হইয়াও কোনও কাষ্ঠখণ্ড অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় নদীর ঘূর্ণাবর্ত্তে অপসারিত হয়, তদ্রূপ জীবও হয় ত' পূর্ব্বোক্ত ক্রমোন্নত অবস্থাদি লাভ করিয়াও—সেশ্বর-নৈতিকজীবন লাভ করিয়াও অসৎসঙ্গবশে বা যে কোনও প্রতি-কূলবেগাহত হইয়া পুনরায় সংসারসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে দোদুল্যমান হয়।

অবশ্য সেশ্বর-নৈতিক অবস্থায় সৎ-কার্য্যানুষ্ঠানবশতঃ একবার বৈধভক্তজীবন

আবদ্ধ হইয়া গেলে আর পতনাশঙ্কা থাকে না। কারণ তখন—"অপেও চেৎ যদি পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥" এসম্বন্ধে শ্রীগীতার 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা' "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি," 'পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে' প্রভৃতি বাক্যসমূহ স্মর্ত্তব্য ও দ্রষ্টব্য।

একজন মহাপুরুষ

(১)

১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগদাধরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যসিদ্ধদেহে বহুসিদ্ধক্রমে শ্রীরূপানুগজনের একান্ত প্রেষ্ঠ রাধাপদপীঠান্বিত আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ নামক মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণবিহারস্থলীতে যাত্রা করেন। তখন ভক্তজগৎ দেখিলেন, শ্রীগৌরপ্রিয়তম সুধাকরের অন্তর্দ্ধানে কালবিচারে গৌর-আবর্ত্তীয় অমাবস্যা তিথি ও সাধনমতে অন্ধ সন্ধিকাল পার্থিব জগতে আগত হইয়াছে। সাধন উদ্ধারণ কাল উপস্থিত হইলে শ্রীঠাকুরের অভাবে বিরহকাতর ভক্তজননী শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত শ্রীগোদ্রুম আনন্দসুখদকুঞ্জে নারায়ণ মাসে তাঁহার সমাধি-সেবা বিধান করিয়াছেন।

গোলোকগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরের নিত্যসঙ্গী, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমতীর পরমপ্রেষ্ঠা। ইনি উন্নত উজ্জ্বলেন নিত্যরসিক, বর্ত্তমান শুদ্ধ ভক্তিপ্রবাহের মূল পুরুষ, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অনুগত এবং নিত্যলীল-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের প্রিয় সুহৃৎ। ইঁহা নিত্য সিদ্ধ মহাজন, সেবক-ভগবান্ হইয়াও পতিত উদ্ধারার্থ পতিতপাবনরূপে, নরোত্তমরূপে—বৈষ্ণবরূপে এজগতে প্রকটিত। ইনি যদি কৃপা-প্রেরিত হইয়া এ জগতে না আসিতেন তাহা হইলে ভক্তিপথের কথা—শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা আমরা কেহই জানিতাম না। আমাদের পুণ্য জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিফলে আমরা কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি এবং এখনও তাঁহার জীবন্ত নিত্য সেবনীসঙ্গলাভে এবং তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুর সেব-দুর্ল্লভ সঙ্গলাভে ধন্য হইতেছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরশক্তি, গৌরজন, জগদ্গুরু। ইনি বিভিন্নাংশ সাধনসিদ্ধ বা মুক্ত জীববিশেষ নহেন। ইনি ভগবানের নিত্য সিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁহার কথা আলোচনা করিতে গেলেই রাগানুগ বিনোদ-সেবকগণের হৃদয়ে কমল-মঞ্জরী-স্মৃতি স্বতঃই উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করে। ঠাকুরের রচিত গীতমালার "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ শিরে ধরি সুসম্পদ, কমল মঞ্জরী ক'রে আশ। শ্রীগোদ্রুম প্রকরণে, ছঁহু লীলা দরশনে পূর্ণ হউ সেবার পিপাসা॥" এই বাণী ভক্তহৃদয়ে ঠাকুরের উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, ঠাকুরের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া উজ্জ্বলরসে তদানুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবার প্রেরণা আনিয়া দেয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমরা সকলে পাই নাই তাই পরম করুণাময় ঠাকুর মহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য স্বস্থানে হইতেই তথা গৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারক তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে গুরুরূপে এজগতে রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের ন্যায় পতিত জীবের প্রতি পতিতপাবন শ্রীল ঠাকুরের এটী মহাদান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার এবং তাঁহার করুণার পরাকাষ্ঠা। তাঁহারই মহাদান স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদকে আমাদের নিত্য প্রভুরূপে যেন বরণ করিতে পারি এবং তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য বা তাঁহার চরণ-সেবা লাভের জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারি তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। "সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব"—কল্যাণকল্পতরুর এই মহোপদেশ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জগদ্গুরুত্বে ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আমরা করযোড়ে সপার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া জন্ম জন্মান্তরে তাঁহাদের পদধূলি হইয়া থাকিবার যোগ্যতা পাইবার প্রার্থনা জানাইতেছি।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।"

ধিক্কার ও শিক্ষা

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

ধিক্ মোর নর-জন্ম ধিক্ মোর প্রাণ।
ধিক্ মোর দেহেন্দ্রিয়, ধিক মান, জ্ঞান॥
কুক্কুর-শৃগাল-আদি যত প্রাণিগণ।
তারাও সকলে করে দেহের পোষণ॥
সন্তান-বাৎসল্য তাদের, কিছু কম নয়।
তারাও তাদের যত্নে অতি ব্যগ্র রয়॥
আহার বিহার তারাও করে প্রতিদিন।
তারা তবে আমা হ'তে কিসে ঘৃণ্য হীন॥
'স্থাবর' বলিয়া বৃক্ষে যদ্যপি বা জানি।
গৃহমেধী আমি কিসে নিজে শ্রেষ্ঠ মানি॥
হাপরও মোর মত শ্বাস সদা লয়।
আমার শ্রেষ্ঠত্ব তবে কি প্রকারে হয়॥
নরের বৈশিষ্ট্য মাত্র কৃষ্ণের সেবায়।
লভিয়াও সে সৌভাগ্য হারাইনু হায়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কেহ যাহা ভাগ্যে পায়।
লভি' সে সদ্গুরু আমি, না সেবিনু তায়॥
জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যুবা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়
শত হ'লো সেবি যাঁরে, না সেবিনু মূঢ়॥
প্রতি দণ্ডে প্রাণী সব যায় যমালয়।
আমাকেও যেতে হবে, না হলো প্রত্যয়॥
এ মূঢ়তা তবু মোর যাবে আর কবে।
অনিত্য জানিব হায় কবে এই ভবে॥
বুঝিয়াও নাহি বুঝি, শুনেও না শুনি।
অজর, অমর হ'লে নশ্বরের মানি॥
ভক্তিপথে নর নারী ধাচ্ছে আগুয়ান।
আমিই একলা হেথা বসে ম্রিয়মাণ॥
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত গেছে যে সকলে।
সেবিছে গুরুর পদ, আমিই বিরলে॥
ইহার কারণ জানি আমি সুনিশ্চয়।
মায়া, মোহ, দৈন্যাভাব কিছু দুর্জ্জয়॥
তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা আর।
এবেও না হ'লে হায়, এ দুঃখ অপার॥
বহু জনমের পর লভি নরদেহ।
কৃষ্ণ ভুলি তা'র শুধু ধন, দারা, গেহ॥
দিব্য সকল জন্ম যদ্যপি মিলয়।
তাহা হতে কভু তবু বৃথা আয়ুক্ষয়॥
দুর্লভ মানবদেহ তরণীর সম।
যাতে গুরু কর্ণধার অমিতবিক্রম॥
সে দেহ সে গুরু লভি চেষ্টা না করিনু।
তরিবারে ভবসিন্ধু, মোহে মত্ত রৈনু॥
অনুকূল বায়ু অই হচ্ছে প্রবাহিত।
কৃষ্ণকৃপা বরষিত হচ্ছে অবিরত॥
তাডানলেও তবু আমি হয়ে অভিভূত।
ডুবিতেছি ভবার্ণবে আত্মঘাতী মত॥
এ দেহ পতন হবে না জানি কখন।
তেলার সুযোগ গেল, না হৈনু গ্রহণ॥
শিরোপরি ঝুলিতেছে কাল-রূপ অসি
অনিবার্য্য মৃত্যু অই শিরে আছে বসি॥
ক্ষণ পরে মৃত্যু হবে হবে বাক্ রোধ।
কৃষ্ণনাম নাহি লই এ কেন নির্ব্বোধ॥
দেহেতে থাকিতে বল না সে'ব যাহেতে।
হাত, পা গুটায়ে আছি শত ধিক্ মোরে॥
শিয়রে শমন প্রায় মুদিয়া নয়ন।
কাঁদিতেছি আমি মাত্র আতুর মন॥
মুক্ত পাখী গুলি অই উড়ে উড়ে যায়।
দূর হ'তে শুধু বলে "তুই চলে আয়"॥
দরজা না খুলি দেয় পথ না দেখায়।
তাই হেথা বদ্ধ হয়ে মোর প্রাণ যায়॥
যদি আমি বলি, এই লোহার পিঞ্জর।
ভাঙ্গিব কেমনে তাহা বলহ সত্বর॥
তারা বলে এত কথা শুনতে সময় নাই।
যে ভাবেতে পার তুমি চলি এস ভাই॥
মুচকি হাসিয়া তারা বলে "চলে আয়"।
বাহির হইব কিসে না বলে উপায়॥
কেহ বলে আসা এত সোজা কথা নয়।
বামনের চাঁদে আশা নাহি লজ্জা ভয়॥
আমি বলি তারা কোথে তুমি সব উড়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে আমি বদ্ধ মূঢ়॥

DR. S. DAS

INTERESTING THESIS TO BE PUBLISHED.

LONDON (By Mail) Mr. Sambidananda Das, a graduate of the Calcutta University, recently received his doctorate degree (Ph. D.) from the University of London, presenting a thesis on the history and literature of the Gaudiya Vaishnavas and their relation to other mediaeval Vaisnava schools.

The thesis, which covers 1 200 pages deals with the origin and development of Vaisnavism in its various aspects and is perhaps the first of its kind. It is shortly to be published with a foreward by Lord Zetland the Secretary of State for India and an introduction by Dr L. D. Barnet, of the London University and the British Muzeum.

Dr. Das is a pupil of Paramahamsa Sri Sri Bhakti Siddhanta Goswami Thakur, the President Acharjya of the famous Gaudiya Matha Mission of Bengal, which has its centre almost in every Province of India and one in London. Dr. Das is very popular with Indian students in this country.

—THE STATESMAN.
(17. 1. 36)

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

—:০:—

অত্র হইতে ২ দিবসের

১৫ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতি আদ কাত্যায়নশায়ী শুক্ল চতুর্দ্দশী ঘ ৫৯ দ ৩৬ পুনর্ব্বসু ঘ ১।৫৪ বৈধৃতিযোগ দ ৩ ১৭ শকুনিকরণ।

১৬ মাধব ১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারী শুক্রবার শঙ্খোদ্ধারকী অমাবস্যা ঘ ১।৩২ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দ ১ ১৮ বজ্রযোগ দ ১৮ নাগকরণ।

হাহা আমা ফেলে আমি আসিব চলিয়া।
জীর্ণ পক্ষ দেখি মোরে কিছু না ভাবিয়া॥
কেহ যেন ছাড়ি বোলে ফিরিতে না চায়।
আবার দিতেছে আরো এত অনুনয়॥
ঘৃণা না করিও মোরে এই এক ভিক্ষা।
সদয় হইয়া মোরে দিও ভক্তিশিক্ষা॥

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১০ই মাঘ, ১৩৪২, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ শুক্রবার । ২৭২তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে
"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সতাব্দী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৩,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০ ০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০ ১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার ট্রেনের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৫৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-৩৬	৬ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫০	৯-৪০	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৭ম বর্ষ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৪শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, শুক্রবার ২৭২তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪১ নং খেঁটার রোড, কলিকাতা
১৮।৮।২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩ই তাং পত্র পাইলাম। আপনি গুরুতত্ত্বে আপাতবিরোধময় বিচার-বিবর্ত্ত আবাহন করিয়াছেন।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত নশ্বর বিশ্ব, উহাতে গুণত্রয় ক্রিয়াবিশিষ্ট। আর নিত্য জগৎ চিচ্ছক্তি-প্রকটিত। তথায় হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করেন। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগৎ অচিচ্ছক্তিসৃষ্ট জগৎ হইতে বৈলক্ষণ্য-বিশিষ্ট। জীবের স্বরূপ ভেদাভেদপ্রকাশ এবং তিনি ভগবানের তটস্থা শক্তি হইতে উদ্ভূত। "ভগবানের এই তিনটী শক্তি নিত্য। যখন তটস্থা-শক্তি-প্রকটিত জীব আনিত্য সংসারে ভোগী হয় তখন সে গুরু-পাদপদ্মে ভেদ দর্শন করে। গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া তটস্থ-শক্তিতে বদ্ধ জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন ভজনপরিপক্কতার অনঙ্গমঞ্জরীকে তাঁহার সেবা বার্ষভানবীতে অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। শুদ্ধজ্ঞ অনঙ্গমঞ্জরী ও বার্ষভানবী স্বয়ংরূপা আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংপ্রকাশ আশ্রয়াঙ্গ-বিগ্রহ। অনঙ্গমঞ্জরী মুক্ত জীবের স্বরূপোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত; পরে কোন সৌভাগ্যক্রমে মুক্তজীব কৃষ্ণজীবের স্মরণ করিলে মধুর রতি অপর রতি সমূহকে অঙ্গীভূত করিয়া লয়। ভেদাভেদ-প্রকাশ গুরুপাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং-প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ং-

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠে গত ২০শে জানুয়ারী ঈশ ও ঈশভক্ত সম্বন্ধে এবং ২১শে জানুয়ারী শ্রুতিগণের বিশেষভাবে মুগ্ধ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনের কথা এবং অনুকরণ ও অনুসরণ সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে আনুকরণিকগণের মায়ার কবলে অসুবিধায় পতিত হইবার দৃষ্টান্ত ও আনুসরণিক সৌভাগ্যবন্ত জনগণের মায়াজয়ের বিষয় পাশাপাশি প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের অনুসরণ সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিয়াছেন।

গত ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের সুসজ্জিত হলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "মুক্তি ও সেবা" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহোদয় পুরস্কৃত হাণ্ডবিল সহযোগে উক্ত বক্তৃতার প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঢাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

প্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন। ঠাকুর মহাশয়ের "গুরুরূপা সখী বামে" প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সখী বার্ষভানবীর কায়ব্যূহ এবং তাহা হইতে অভিন্না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গত ৮ই জানুয়ারী বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বরিশাল ষ্টীমার ষ্টেশনে অবতরণ করেন। শ্রীযুক্ত সৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ দাসাধিকারী প্রমুখ স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজকে পুষ্পমাল্য দ্বারা অভিনন্দিত করেন এবং সঙ্কীর্ত্তন সহকারে সহরের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মোটরযোগে আমানতগঞ্জ নিবাসী রিটায়ার্ড পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন।

উক্ত ৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর মহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর চকবাজারস্থিত গদাতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের হরিভজনপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠকালে তিনি বলেন যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয়সমূহ শ্রীভগবানের সেবোপকরণ জ্ঞানে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সংসারাশ্রমে ভগবৎ-অনুশীলনই গৃহস্থের প্রকৃত কর্ত্তব্য ও প্রকৃত ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য জীবনে যে নানা অভাব, অশান্তি দূর হইতেছে না তাহা দূরীকরণে অচঞ্চলা লক্ষ্মীর দৃষ্টির প্রয়োজন আছে, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা করিতে হইলে লক্ষ্মী-পতি নারায়ণের তুষ্টি চাই। এজন্য ঘরে ঘরে নারায়ণ-পূজার প্রয়োজন। আবার সেই নারায়ণেরও যিনি মূল—সকল অবতারের অবতারী সেই বৃন্দাবননাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ও তাঁহার সেবকগণের প্রীতিবিধান না হইলে লক্ষ্মী বা নারায়ণ কাহারও তুষ্টি সম্ভব নয়। এই সমস্ত কথা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, আরোহবাদে বা নিজ জ্ঞানবল-চেষ্টা, বিচার-বুদ্ধি-পূজা প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎ-কৃপালাভ ঘটে না। তাঁহার কৃপার জন্য তদীয় বস্তুর আনুগত্য প্রয়োজন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী সহ গত ২৯ শে ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রাতে ৮ টার সময় রওনা হইয়া এলেজা নামক জাহাজে গত ৩১ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। জাহাজে স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মদেশের, মান্দালয়, মোলমিন, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানের বহু যাত্রীর, কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎপ্রচেষ্টার ফলে ব্রহ্ম-দেশের নগরে নগরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতেছে, জানিয়া পরমানন্দিত হন এবং আগ্রহ সহকারে স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া আরও শ্রবণ-অভিলাষে স্বামীজীর নিকট তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় বাসস্থলে গমন করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

স্বামীজী ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে অব-স্থান করতঃ তথাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে পরম আনন্দিত হন। এবং Rangoon এ শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটী শাখামঠ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ মাধব, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

উদার ধর্ম্ম

(১)

বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ধারণা পোষণ করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে প্রায়ই ইহাকেই কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা, অনুদারতা, নিরীহতার অভাব, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি দোষদুষ্ট ইহাকে আরোপ করিতে উদ্যত হন।

অজ্ঞজনের সংশয় কাবর, শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া থাকি ইহাতে অনেক সময় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হই। যেমন 'ইন্দ্র' শব্দে তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকার ধারণা ক'রে থাকেন—অজ্ঞ লোকের এক প্রকার ধারণা, সাধারণ লোকের এক প্রকার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্য প্রকার। 'ইন্দ্র' শব্দটী ইন্দ্‌ + র নিষ্পন্ন। 'ইন্দ্‌' সৌন্দর্য্যার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম শ্রেণীর শিশুগণ, যাহারা শাস্ত্রবিদ নহে, তাহারা 'ইন্দ্র' শব্দটী শ্রবণ করিয়া মনে করিবে, তাহার সহপাঠী ইন্দ্রের কথা। তার ঐশ্বর্য্য হয় ত' যেটুকু নাই। হয় ত' সে এমন দরিদ্র যে, পরিধানে শতচ্ছিদ্রযুক্ত বস্ত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মনে করিবেন, 'ইন্দ্র' শব্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর যিনি শাস্ত্রবিদে সুপণ্ডিত, তিনি মনে করিবেন, দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সাময়িক। কিন্তু পরব্রহ্ম পরম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সুতরাং তাঁহাকে ইন্দ্ররূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সেই পরমপুরুষ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিকট ক্ষীণদ্যুতি-সম্পন্ন হয়। সুতরাং অজ্ঞজনের দ্বারা যাহা আলোচনা করি, তাহা ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

শ্রৌতপথে আলোচনা করিলে 'বৈষ্ণব'-শব্দের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'বিষ্ণু' —'বিষ্‌ + নুক্‌'। 'বিষ্‌' 'ব্যাপ্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার যতদূর ব্যাপ্তি, আমরা তা'র ঠিক ততদূর ধারণা করিতে পারি। ব্যাপ্তি ৩ প্রকার—(১) স্থানগত, (২) কালগত ও (৩) পাত্রগত। যেমন মনে করুন, একটী ঘড়ি যাদব বাবুর টেবিলের উপর রহিয়াছে। ইহার স্থানগত ব্যাপ্তি এই যে, ঘড়িটী যাদব বাবুর গৃহে, কালগত ব্যাপ্তি হওয়াতে যতটা ব্যাপিয়াছে এবং পাত্রগত ব্যাপ্তি —ইহা টেবিলের উপর। ঘড়ির ব্যাপ্তি অনিত্য কারণ, ইহার ত্রিবিধ ব্যাপ্তিই অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু 'বিষ্ণু'-বস্তু তদ্রূপ নয়। বিষ্ণু—যিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" সূরিগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্তির নিত্যত্ব আছে। তিনি অনন্তকালে বিরাজমান এবং তিনি যে ধামে বিরাজিত সে ধামও নিত্য। সুতরাং 'বিষ্ণু' শব্দটী উদারতাবাচক। বিষ্ণুর সহিত যাঁহার সম্বন্ধ তিনিই "বৈষ্ণব"। বিষ্ণু + অ করিয়াই 'বৈষ্ণব'-পদ সাধিত হইয়াছে।

ধৃ + মন্‌ = ধর্ম্ম। সোজা কথায় আমাদিগকে যে জিনিষ ধরিয়া রাখে সেটাই হইল আমাদের ধর্ম্ম। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা। তরলতা বাদ দিয়ে জল থাকে না। যদি বল জল যদি বরফ হয়, কাঠিন্য তাহার ধর্ম্ম হবে না কেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তরলতা। কিন্তু কোন আগন্তুক কারণ বশতঃ উহা বরফ হইয়া যায়। বরফ জলের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, ইহা কৃত্রিম স্বভাব। যে স্বভাব নিত্যকাল কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে, তাহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যে জিনিষ নিত্যকাল আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে সেটাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। যখন দেহটাকে আমি বলিয়া মনে করি, তখন দেহের স্বভাবই (অর্থাৎ কর্ম্ম করাই) আমার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার যখন মনকে কেন্দ্র করি তখন মনের ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম মনে হয়। মনের পিপাসাই হইল জ্ঞান আহরণ। আবার যখন আমি আত্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন আত্মার যে ধর্ম্ম পরমাত্মার কাছে ছুটিয়া যাওয়া এবং তাঁহার নিত্য সেবা, তাহাই আমার ধর্ম্ম হয়।

এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ছোটকে আকর্ষণ করিতেছে। সেইরূপ পরমাত্মা আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছেন। মায়ার ব্যবধান না থাকিলে আত্মা পরমাত্মার সেবা করিতেই ধাবিত হয়। যখন [illegible] সাগরের দিকে প্রধাবিত হয় তখন যেমন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়ার ব্যবধান যখন সাধুর কৃপায় কাটিয়া যায়, তখন আত্মা পরমেশ্বরের দিকে সেবার জন্য এমনই বেগে ছুটিয়া যায় যে, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, অনন্ত বিশ্ব তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইলেও কিছুই করিতে পারে না। যাঁহারা ঐ-প্রকার অপ্রতিহতগতিতে বিষ্ণুর সেবা করেন সেই সকল মহাত্মাগণই বৈষ্ণব। স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্ত ধর্ম্মের ধর্ম্মী যে বিষ্ণুর উপাসক যাঁহারা, তাঁহাদের উদারতা স্বাভাবিক। তিনি উদার, তিনি বদান্য, সহিষ্ণু, সুন্দর, মহান্‌, সরল ও পরম সৌন্দর্য্যবান্‌। বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্য-

জীবের স্বভাব

(শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী)

যে জিনিষের অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে তাহাই বস্তু। বাস্তববস্তু এবং অবাস্তববস্তু-ভেদে বস্তু দুই প্রকার। চিদ্বস্তুই বাস্তব এবং অচিদ্বস্তুই অবাস্তব। ভগবান্‌ পূর্ণ চিদ্বস্তু সুতরাং তিনি পূর্ণবাস্তব বস্তু। জীব চিদ্বস্তু ভগবানের অণুঅংশ বলিয়া বাস্তববস্তু এবং শ্রীভগবানেরই শক্তি বলিয়া মায়াও বাস্তববস্তু। সুতরাং 'বাস্তববস্তু' বলিতে একমাত্র এই তিন তত্ত্বকেই বুঝাইয়া থাকে।

যে বস্তুর যাহা নিত্যস্বভাব তাহাই তাহার ধর্ম্ম। বস্তুসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দেশের ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত। দাক্ষিণাত্যে আচার্য্যচতুষ্টয়—মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী—বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব শুদ্ধদ্বৈত, শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীনিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রচারক। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদের দার্শনিক বিচারের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

একদিন নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীল দামোদর স্বরূপ ব'লেছিলেন—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল-
দামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তা-
র্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদ-
মন্দোদয়া॥

—এই জগতের যত কিছু দয়া সমস্তই মন্দোদয়দয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়দয়া। যেমন আমি মিষ্টি খুব ভালবাসি, আত্মীয় স্বজন আমাকে খুব মিষ্টি দিলেন। পরিশেষে আমি উদরাময়ে বা কৃমিরোগে আক্রান্ত হইলাম। এই প্রকারে পরিশেষে মন্দের সৃষ্টি করে বলিয়াই এই জাগতিক দয়া মন্দোদয় দয়া। কিন্তু মহাপ্রভুর দয়ায় পরিণামে মন্দ উদয় করাইবার কিছুই নাই, পক্ষান্তরে নিরন্তর সেবা-সুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এক দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্মের কথা কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন কি?

স্বভাবের গঠন হইয়া থাকে; সুতরাং সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন তারল্য বা তরলতা জলের স্বভাব। অতএব জলের ধর্ম্মও তরলতা। 'জল' বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে তরলতা-স্বভাব বা ধর্ম্মযুক্ত বস্তু। কাঠিন্য জলের স্বভাব বা ধর্ম্ম নয়। কোনও কারণবশতঃ যখন বরফে পরিণত হয় তখন তাহার স্বভাব হয় কাঠিন্য। বস্তুতঃপক্ষে উহা স্বভাব নয়; স্বভাবের ন্যায় প্রতীতি হয় মাত্র। ঐ স্বভাব নিত্য নয়, অনিত্য। কারণ, কোন নিমিত্ত বশতঃ উহা কঠিনতায় পরিণত। আবার ঐ বরফ যখন গলিয়া জল হয় তখন তাহার নিত্য স্বভাব প্রকাশ পায়। বস্তু নৈমিত্তিক স্বভাবযুক্ত হইলেও তাহার নিত্যস্বভাব বিদূরিত হয় না, তাহাতেই অনুস্যূত থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীভগবান্‌ বিভুচিদ্বস্তু। জীব তাঁহার অণুঅংশ অণুচিদ্বস্তু। সুতরাং জীবের একটী নিত্য স্বভাব বা নিত্যধর্ম্ম আছে। যে বাস্তববস্তুর যাহা নিত্য বিশেষগুণ তাহাই তাহার ধর্ম্ম। জীবের একমাত্র নিত্যস্বভাব—শ্রীভগবানের নিত্যসেবা করা। কৃষ্ণের দাসত্বই জীবের স্বরূপ। সেই নিত্যস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার দরুণ জীব মায়া কবলিত হইয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপের যন্ত্রণায় সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত থাকে। ত্রিতাপাতীত পরদুঃখদুঃখী সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বয়ং অবগত হইয়াও জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিলেন।

কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—

… কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্ব ভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে সাধুর স্বভাব॥

অনন্তর মহাপ্রভু জীবের স্বরূপবিচার এবং বহির্ম্মুখতার নিস্তারের কারণ সম্বন্ধে বলিলেন,—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদপ্রকাশ'॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এই ত্রিতাপের হস্ত হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়-নির্ণয়ে মহাপ্রভু বলিলেন,—

সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
(চৈঃ চঃ মঃ)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা)

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸০
বাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৩০

চিনির দর

সাদা জাভা বেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০ ৯৷৵০
„ লাল „	৮৷৵০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট	৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৷৵০
আটা (বি)	৪৷৵০-৪৸০
সুজী	৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)	৪৵০-৪০৲
আটা (২)	৪৶০-৪৴০
আটা (কে)	৫৸০-৩৸৵০
আটা (৩)	৩৵০-৩৷০
পোলার্ড ভূষি	১৸৶০-২৲
ভূষি	১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০ ১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷০-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭৷০
পাতিরাম	৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ২৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাঙ্গন হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C. 1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই মাঘ, ১৩৪২, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার [২৭৩তম সংখ্যা

ইংলণ্ডের সিংহাসনে সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ড

প্রিভি কাউন্সিলে নূতন সম্রাটের ঘোষণা

—::০::—

গত ২১শে জানুয়ারী নূতন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে প্রিভি কাউন্সিলে পূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশন ঠিক একঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা তিন শতেরও অধিক। প্রায় সমস্ত সদস্যই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রিভি কাউন্সিলে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসনারোহণকালে যে ঘোষণা করেন, তাহা এক সরকারী গেজেটে মুদ্রিত করা হইয়াছে। ঘোষণাটির মর্ম্মানুবাদ এইরূপ—

"আমার পিতা—রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যুতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার হাতে রাজভার আসিয়াছে। আপনারা এবং আমার সমস্ত প্রজাবৃন্দ এমন কি সমগ্র জগৎ আমার দুঃখ কি ভাবে অনুভব করিতেছেন, তাহা আমি জানি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আমার শোকগ্রস্তা মাতা আপনাদের স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিবেন। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতা এখানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখা তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য; আমিও আমার পিতার সেই আদর্শ অনুসরণ করিব এবং আমার প্রজাবৃন্দের মঙ্গল ও শান্তির জন্য তাঁহার ন্যায় কঠোর শ্রম করিব বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। আমার গুরু দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আমি সাম্রাজ্যের জনসাধারণের আনুগত্য ও স্নেহ এবং পার্লামেণ্টের সমর্থনের উপরেই নির্ভর করি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমার চালক হন।"

নূতন সম্রাট্ সম্বন্ধে ঘোষণা

গত ২০শে জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় (ইংলণ্ডের সময়) লণ্ডনে গ্রেট বৃটেনের অন্যান্য স্থানে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে নূতন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজ্য-ভার-গ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণা পঠিত হইয়াছে।

সেণ্ট জেমস প্রাসাদে এবং লণ্ডনের রয়াল এক্সচেঞ্জে যে ঘোষণা পঠিত হইয়াছে তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের শাসক রাজা পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়কে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে আহ্বান করিয়াছেন। পুণ্যস্মৃতি রাজা পঞ্চমজর্জ্জের মৃত্যুতে আজ গ্রেটবৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজমুকুট ও সিংহাসন ন্যায়সঙ্গতরূপে একমাত্র সম্মানীয় যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ড এলবার্ট কৃশ্চিয়ান জর্জ্জ এণ্ড্রু প্যাট্রিক ডেভিডের প্রাপ্য হইয়াছে।

"তাই আমরা এদেশের ধর্ম্ম ও পার্থিব ব্যাপারের লর্ডগণ এখানে সমবেত হইয়া পরলোকগত মহামান্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জের প্রিভিকাউন্সিলের সভ্যগণ, এদেশের বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিগণের একযোগে, লণ্ডনের লর্ড মেয়র অল্ডারম্যান ও নাগরিকগণের সহিত একবাক্যে ও সমস্বরে প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি —"আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ড এলবার্ট কৃশ্চিয়ান জর্জ্জ এণ্ড্রু প্যাট্রিক ডেভিড —আমাদের পুণ্যস্মৃতি মহামান্য রাজা ও প্রভু পঞ্চমজর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়া আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গতরূপে অষ্টম এডওয়ার্ডরূপে আমাদের মহামান্য শাসক ও রাজা হইলেন। ভগবানের অনুগ্রহে আজ তিনি গ্রেটবৃটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের রাজা সমুদ্র পারস্থ বৃটিশ ডোমিনিয়নসমূহের অধীশ্বর, খৃষ্ট ধর্ম্মের রক্ষক এবং ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

'এতদ্দ্বারা আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিনীত সম্মানের সহিত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে দীর্ঘজীবী করুন এবং সুখ শান্তিমনে দীর্ঘকাল আমাদিগকে শাসন করিবার সুযোগ প্রদান করুন।"

বলা বাহুল্য সকলেই নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া শোক প্রকাশ করেন এবং রাজ পরিবারের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বে সর্ব্বত্র পরলোকগত সম্রাটের গুণগান

-:০:-

পরলোকগত ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের সদ্গুণাবলী বিশ্বে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে প্রত্যেক সংবাদপত্রই তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে এই পরলোকগত সম্রাটের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট্

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

মহামান্য ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পরলোকগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহাশয় গত ২২শে জানুয়ারী বিদ্যালয় বন্ধ দেন এবং অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সহ বেলা ১২ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়গৃহে একটী সভায় সমবেত হন। এই সভায় সম্রাটের দয়া, উদার-স্বভাব, প্রজারঞ্জন-কার্য্য প্রভৃতি গুণা-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৫শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, শনিবার | ২৭০৩তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

স্নেহবিগ্রহেষু —

আপনার দার্জ্জিলিং শিলিগুড়ি হইতে ১লা তাং পত্র অদ্য হস্তগত হইল। জীবের অণুত্ব নিবন্ধন তুল্যার্থ মায়া ও ব্রহ্ম দুইটী আরাধ্য বস্তুর অধীনতা স্বীকার করিবার যোগ্যতা আছে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও অভেদজ্ঞানরূপ মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির পরিচয় দ্বারা চালিত হইবার যোগ্যতা আছে। জীব অণুচিৎ। বৃহৎশক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে। তদ্দ্বারা তাহার সেবা-বৈমুখ্য বা সেবাশৈথিল্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্রইচ্ছা-বিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। অভক্ত অবস্থাই তাহার বদ্ধাবস্থা বা সেবা-বৈমুখ্য। তৎকালে তাহার ব্রহ্ম হইবার কামনা বা মায়ার প্রভু হইবার দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা লক্ষিত হয়। চৈতন্যের আশ্রয়গ্রহণে পরাঙ্মুখতা হইলেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকে না। তখনই সে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তের কৃপায় সেবাধর্ম্ম বা জাগরণ বা আত্মধর্ম্মে তাহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটে। তখন আর তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রকৃতি-গুণমধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। জড়তা ও চৈতন্য এক নহে। জড়-ভোগেচ্ছা চেতনা-বরণী ও বিক্ষেপিণী। স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-রহিত

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ৫ই জানুয়ারী রেঙ্গুণ হইতে রওনা হইয়া ৬ই জানুয়ারী ১২টায় উত্তর ব্রহ্মের মন্দুয়া সহরে উপস্থিত হন। মন্দুয়া ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ-তদীয় সঙ্গী ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং মন্দুয়ার নাগরিকগণ স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। সুদীর্ঘকাল পরে স্বামীজী মহারাজকে প্রাপ্ত হইয়া যাচক মহারাজ ও তদীয় সঙ্গী ব্রহ্মচারিগণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। 'মন্দুয়া'র অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ স্বামীজীর নিকট প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া হরি-কথা শ্রবণ করিতেছেন।

— —

গত ৮ই জানুয়ারী স্বামীজী মহারাজ মন্দুয়া জিলার ডেপুটী কমিশনার মিঃ Co Kyaw Khine I. C, S মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কমিশনার সাহেব স্বামীজী মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্য-বাণীপ্রচারকার্য্য ও মহান্ উদ্দেশ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১০ই জানুয়ারী ঐ তারিখে Bhuidwin Clubএ উক্ত ডিপুটী কমিশনার সাহেবের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর সুমধুর উদ্বোধন-সঙ্গীতান্তে সভাপতি মিঃ ডেপুটী কমিশনার সাহেব সভায় স্বামীজী মহারাজের পরিচয়প্রদানপ্রসঙ্গে ইংরেজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন বিশিষ্ট প্রচারক। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণরগণের সহিত এবং মাননীয় ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন মহোদয়ের সহিতও সুপরিচিত। স্বামীজী মহারাজ গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে যখন আমার আফিসে গাড়ী লইয়া প্রবেশ করেন তখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং প্রথমে আমার বেশ একটু বিরক্তি বোধ হইয়াছিল; কিন্তু পরে যখন স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎকাল মাত্র কথোপকথন হইল তখন আমার মনে হইতেছিল যে আমি স্বামীজী মহারাজের পায়ে লুটাইয়া পড়ি। আপনারা স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শুনিলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুতরাং আমি এখন আর বিশেষ কিছু বলিয়া স্বামীজীর মূল্যবান সময় গ্রহণ করিতে চাহি না।"

বড়াবস্থা অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
(স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ সভার দণ্ডায়মান হইয়া "শুক্রনন্দনাস্তে" সার্ব্বজনীন-প্রেম (Universal Love) সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল ইংরেজী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। দুইজন শিক্ষিত ফুঙ্গীও (বৌদ্ধভিক্ষু) সভায় উপস্থিত ছিলেন। এক ঘণ্টাকাল শ্রোতৃবৃন্দ পুত্তলিবৎ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া সভাপতি মহাশয়ের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় পুনরায় উত্থিত হইয়া বলেন—

"সমুপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা আজ স্বামীজী মহারাজের নিকট যে সকল অভিনব উচ্চদার্শনিক তত্ত্বমণ্ডিত বাণীসমূহ শ্রবণ করিলেন তাহা সাধারণতঃ মনুষ্যের স্থায় [illegible] নহে। অবশ্য বড় বড় সহর বন্দরের এই সমস্ত উচ্চস্তরের মূল্যবান্ বাণীসমূহ খুবই সুলভ নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি মধ্যে মধ্যে এইরূপ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের অবদান আমাদের সুলভ হয় তাহা হইলে বড়ই আনন্দের কথা। স্বামীজী মহারাজের বৈষ্ণব-মাখা সৌম্য মূর্ত্তি ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুমধুর উচ্চস্তরের বাণীসমূহ শ্রবণে আমরা প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক লাভবান্ হইয়াছি, সন্দেহ নাই। স্বামীজী অদ্য বক্তৃতাতে যে সমস্ত কথা বলিলেন তদনুরূপ কার্য্য করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত এবং স্বামীজী আমাদের নিকট এই আশা করিতে পারেন যে, তাঁহার অদ্যকার বক্তৃতার উক্ত বীজসমূহ কোন না কোন দিন সুফল প্রসব করিবে। আমরা মাঝে মাঝে স্বামীজীকে এখানে আগমন করিয়া আমাদিগকে এই প্রকারে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি এবং আমি ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, স্বামীজী এখানে অবস্থান করিলে তাঁহার এই পরমার্থবাণী শ্রবণের পাত্রের অভাব হইবে না।"

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর সুললিতকণ্ঠে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের পর সভাপতি মহোদয় এবং অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মাঘব, অধরা ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

উদার ধর্ম্ম

(২)

আমরা দেহে আত্মবুদ্ধি করি বলিয়াই 'দেহি'-'দেহি' রব করিতেছি। কিন্তু আত্মস্থ ব্যক্তি একমাত্র ভগবৎসেবাই প্রার্থনা করেন। তখন তিনি বলেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-রহৈতুকী ত্বয়ি॥"

[হে ভগবন্, আমি তোমার নিকট ধন, জন বা সুন্দর-কবিতাদি কিছুই চাই না। আমার জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকুক।]

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

[হে হরে, আমি নির্দ্বন্দ্বতার জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তোমার চরণযুগল প্রার্থনা করি না; কিংবা নন্দনবনে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতাসমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না; কিন্তু কেবলা ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়-মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

'বিশ্বময়' মানে বিস্তীর্ণতা—যেখানে কোন সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। এজগতে আমাদের চাহিবার মধ্যে কপটতা বিদ্যমান। ইহার দোষ আমাদের নয়—ইহার দোষ অজ্ঞানতা। প্রপঞ্চ জগৎ বৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন—যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় Perverted Reflecton—যেমন পুকুর পাড়ের গাছ জল পুকুরেতে ঠিক উল্টাভাবে দেখা যায়। জগতে গাছ আছে, সেখানে গাছ আছে ব'লে। শান্ত দাস্য প্রভৃতি রস আছে, যেহেতু বৈকুণ্ঠেও ঐ সব রস আছে। কিন্তু এ সমস্তই এই জগতে বিকৃতভাবে এবং সে জগতে অবিকৃতভাবে রহিয়াছে। এখানে আজ যে ভৃত্য, কাল সে মনিব, আজ যে ধনী, কাল সে পথের কাঙ্গাল, আজ কত পিতাপুত্রে খুব বাৎসল্যভাব আছে কিন্তু কালের করাল গ্রাসে উভয়কে পৃথক্ করে দিয়ে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে দেয়। সুতরাং এটা বিকৃত হয়। এখানে নিত্যত্ব কিছুই থাকিতে পারে না। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, জগতের মূলের কাছে যাও, দেখিতে পাইবে—সেখানে (বৈকুণ্ঠে) সবই নিত্য।

'সামাশাস্ত্রবিবাদম্' মানে যাহা সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদকে সাম্য করিয়া দেয় এবং মানুষকে ঠিক পথ দেখায়।

'চিত্তার্পিতোন্মাদনা' অর্থাৎ চিত্তেতে অর্পিত হয় যে উন্মাদ কৃষ্ণসেবাকলে, তাহা তৃষ্ণাবিহিত হইয়া নিরন্তর সেবা-বৃত্তির আমোদ দান করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন তখন ইঁহার উদারতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। আস্তিকতা ও নাস্তিকতার বিভাগচতুষ্টয়—

(১) ভগবান্ মোটেই নাই।

(২) থাকিলে থাকিতেও পারেন। ইহাকে সন্দেহবাদ বলা হয়।

(৩) ভগবান্ আছেন বটে কিন্তু অজ্ঞেয়।

(৪) আছে কি না আছে তার কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ তিনি থাকিলেও নির্বিশেষ।

আস্তিকতার বিভাগচতুষ্টয়-

(১) পুরুষোত্তম (একল বাসুদেব)

(২) তিনি শুধু বাসুদেব নহেন, শক্তি-বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ।

(৩) একপত্নীব্রতধর সীতারাম।

(৪) বহুপত্নীব্রতধর দ্বারকেশ।

[illegible] সকলভাবে সুন্দররূপে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি অধোক্ষজ তত্ত্ব বুঝিতে না পারায় কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। স্বরাট্ পুরুষোত্তমের বিচার বুঝিতে না পারিয়া তিনি প্রাকৃত নৈতিক-ধারণায় আবদ্ধ হইয়া রস-চমৎকারিতা-সম্বন্ধে হাস্যকর উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিচারে রাধাগোবিন্দের লীলা অপেক্ষা সীতারামের লীলা শ্রেষ্ঠ। এখানেও তিনি পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পান না। সুতরাং বিচার করেন—লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারাম হইতে শ্রেষ্ঠ, এখানে কোন দ্বৈততা নাই। কিন্তু এখানেও অংশ রহিয়াছে। সুতরাং এক বাসুদেবেই পূর্ণ আস্তিকতার ভাব নিহিত আছে; ইহাই তাহাদের উক্তি। প্রাকৃত ভূমিকা অতিক্রম করিতে পারিলে এই ধারণা বিপরীত হইয়া যাইবে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—সর্ব্বশক্তি-মত্তা একমাত্র তাঁহাতেই আছে। মানুষে তাহা সম্ভব নয়। আমি এখন যেখানে আছি, আজ এই সময়ে এই মুহূর্ত্তে অন্য স্থানে আমার অবস্থান নাই। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। সবই তাঁহাতে সম্ভব হয় এবং সবই তাঁহাতে শোভা পায়। যুগপৎ তাঁহাতে জন্ম ও অজন্ম বিদ্যমান। তাহা ভগবানের পক্ষে দোষাবহ নহে। ভগবানের আগমন কর্ম্মফলবাধ্যতায় নিমিত্ত নহে। তাঁহার আগমন শুধু সিদ্ধ ও সাধকদের সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব সম্মেলনের জন্য। ত্রিতাপে তিনি অভিভূত নহেন। সেজন্যই ভগবান্‌কে Spiritual Despot বা Spiritual Autocrat বলা হয়। তিনি স্বেচ্ছাময়। তাঁহাতে সবই শোভা পায়। একমাত্র তিনিই পুরুষ, সর্ব্বভোগের ভোক্তাই তিনি। কাজেই তাঁহাতে লাম্পট্যের কোন দোষ থাকিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমত্তা একজন ছাড়া হইতে পারে না। ভাগবত বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণতা সব দিকেই আছে। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তিনি সর্ব্বসাধারণকে দিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে মহাবদান্যতা পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন

"বিনা দানে যায় পাছে এত লোক যায়।
সেই ত' ঈশ্বর—জানিবে নিশ্চয়॥"

বৈষ্ণবগণ পরনিন্দাতে পশ্চাৎপদ, তাঁহারা ধর্ম্মকে ধরিয়া আছেন। সুতরাং অন্যের কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। "অন্য দেব অন্য পূজা নিন্দা না করিবে"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা। প্রত্যেকেই তাঁহার অধিকারানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ অপরের নিন্দা না করিয়া তাহার নিকট বাস্তব-সত্যের কথা কীর্ত্তন করিবেন। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের উদারতা আমরা তখনই বিশেষভাবে দেখিতে পাই, যখন আমরা দেখি যে, তিনি তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম সকলকে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিলাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রচারমুখে আচারই মহাপ্রভুর শিক্ষা। কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচারের নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ মহাপ্রভুরই উক্তি।

"একলা মালি আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাইব॥"

"আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য" প্রচার দ্বারা আচারটী খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। প্রচারককে সর্ব্বদাই সাধারণের নিকট পরিচিত হইতে হয়। বাহিরের লোক সর্ব্বদাই প্রচারকের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রচারককে সর্ব্বলোক সাধারণের নিকট পরীক্ষিত হইতে হয়। অতএব কোনও অসৎ কর্ম্মের দিকে চিত্ত দৃষ্টিপাত করিলেই সতর্কতার কশাঘাত তাঁহাকে সজাগ করে। কীর্ত্তনকারী নিজের ও অপরের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু আচারকারী পরের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন না। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

আবার তিনি বলিয়াছেন,—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।" যদি কেহ বলেন,—"ইহাতে আমার প্রতিষ্ঠাশা আসিতে পারে", তদুত্তরে মহাপ্রভু আশ্বাসবাণী দিয়াছেন—"ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।" প্রচারক নিজকে মহাপ্রভুর দাস জানিয়া মহাপ্রভুর আদেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন, সুতরাং অভিমান আসিবার অবসর কোথায়?

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সকলকেই আলিঙ্গন করিয়াছে—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

মানুষ মনে করেন যে, সমবুদ্ধি কল্পনার কথা। কিন্তু আত্মা সবারই সমান। পিপীলিকার আত্মাও যতটুকু, একটা হস্তীরও ততটুকু। আত্মা ভগবানের দাস। সুতরাং আত্মধর্ম্মে অনুদারতা নাই।

"কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়"

মহাপ্রভুর কৃপায় জগাই মাধাই পরমভাগবত হইলেন। পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবের জাতিনির্ণয় করা কখনও উচিত নয়। মহাপ্রভু হরিদাসকে এক স্থানে মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস স্বীয় মঙ্গলজনক দৈন্যোক্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সন্নিকটে যান নাই। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন—হরিদাস আসিবেন না মনে করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে ঐপ্রকার আহ্বান ক'রেছিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন। সুতরাং 'নয়নাত্মক'-ভাবে বৈষ্ণবের জাতি-নির্ণয় করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সকলের পক্ষে সকল সময়ে সকল স্থানেই সুলভ। গ্রহ, নক্ষত্র যেখানে, যেখানে চেতনতা আছে, সেখানেই বৈষ্ণবের কথা চলিবে। আত্মাকে পূর্ণবিকশিত করিতে পারিলেই বিষ্ণুর উপাসনা হয়।

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজন-সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়-রস-পদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥

[যিনি সৌন্দর্য্যে কোটী কন্দর্পতুল্য, যিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দ-জনক, স্নেহে যিনি কোটিমাতৃসদৃশ, যিনি কোটী কল্পবৃক্ষসম বদান্য এবং কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, সেই অমৃতের ন্যায় মধুর ও কোটি কোটী অদ্ভুত প্রণয়রসের প্রদর্শক শ্রীগৌর জয়যুক্ত হউন।]

বৈষ্ণবে কোন কুটিলতা নাই। জটিলা, কুটিলা রহিয়াছে সরলতাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য। সুবুদ্ধি-রায় ও হোসেন সাহের কাহিনী হইতে আমরা পাই যে, বৈষ্ণবেরা সরলতার অবতমূর্ত্তি।

হুসেন সাহ পূর্ব্বে সুবুদ্ধিরায়ের কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই সময় কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। ঐ আঘাতের চিহ্ন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছিল। কালক্রমে হুসেন সাহ গৌড়ের নবাব হইলেন। তখন সুবুদ্ধিরায় হইলেন তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী। এই সময় হুসেন সাহের পৃষ্ঠদেশে ঐ আঘাত চিহ্নটী দেখিতে পাইয়া তাঁহার স্ত্রী উহার প্রতিশোধস্বরূপ সুবুদ্ধিরায়ের জীবন লইতে বলেন। হুসেন তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিলে তাঁহার স্ত্রী সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ করিতে জিদ্ ধরেন। স্ত্রীর এই জিদ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি রায় মহাশয়ের মুখে জল নিক্ষেপ করাইলেন। মুসলমানের স্পৃষ্ট জলে জাতিনাশ হইল বলিয়া সুবুদ্ধিরায় কাশীর পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তপ্তঘৃত পানে মৃত্যু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। তখন রায় মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর নিকট আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া বলেন—

"ইহা (কাশী) হইতে যাও বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্ত ॥"

হরিনামের এত মহিমা কেন? এখানে সাধ্যও যাহা সাধনও তাহাই। যুগপৎ নামনামী এক। অপ্রাকৃত যেখানে, সেখানে শব্দই একমাত্র কার্য্য করে আর চারিটী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ কার্য্যকরী নহে। শব্দই অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র সংবাদদাতা। শ্রীনামই নামীকে, রূপীকে, গুণীকে, লীলাসমূহকে সুলভ করিয়াছেন। এই নামগ্রহণে সকলেরই তুল্যাধিকার আছে। প্রহ্লাদ গর্ভে থাকিয়াও নারদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ধ্রুব ৫ বৎসর বয়সে, বৃদ্ধাবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র মুমূর্ষু অবস্থায় খট্টাঙ্গ হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়াছেন। অম্বরীষের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ রাজা এবং বিদুরের ন্যায় অতি দীন ব্যক্তি শ্রীনামের অপার মহিমায় মগ্ন হইয়াছেন। এমন কি প্রাকৃত বিচারের স্বর্গে বা নরক থাকিয়াও ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়। চিত্রকেতু তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং দেশকালপাত্রের ন্যায় উহার কোন অপেক্ষা হইতে পারে না। এই জীবোদ্ধার অলৌকিক শ্রীনামসংকীর্ত্তনে। যাহাতে দেশ-কাল-পাত্রের কোনও অপেক্ষা নাই মহাবদান্য মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্যাইকে ঐ মহাবাণী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাই সকলের শ্রীচরণে নিবেদন—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ
সময়—৪ঠা মাঘ শনিবার (১৩৪২)

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্ ॥

গুরূন্—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণকে, ঈশভক্তান্ ঈশভক্তগণকে—শ্রীবাসাদিকে ঈশম্ ঈশকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, ঈশাবতারকান্ শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতিকে; তচ্ছক্তীঃ—শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি শ্রীগৌরশক্তিগণকে, তৎপ্রকাশান্—তাঁহার প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে আমি বন্দনা করিতেছি। গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তি—মহাপ্রভুর মধ্যে এঁরা সকলে আছেন।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, যদিও কৃষ্ণই গৌর এবং গৌরই কৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদের বিলাসগত নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৃষ্ণস্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের রসরাজ মূর্ত্তি। আবার কৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে বিপ্রলম্ভ মহাভাবময় মূর্ত্তি। শ্রীগৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলিতে গিয়া যেন আমাদের ভজনপ্রণালীতে রসবিপর্য্যয় না ঘটে। শ্রীগৌরাঙ্গই যখন কৃষ্ণ তখন শ্রীগৌরসুন্দরকেই মধুররতির বিষয়বিগ্রহরূপে গ্রহণ করিব, এইরূপ বিচারই গৌরনাগরীবাদ।

ঈশভক্তবিচারে ঈশা-দাস্য ও ঈশ-দাস্য অবাস্তব। ঈশা-দাস্য লাভ হইলে ঈশ-দাস্য লাভ ঘটে। অর্থাৎ ঈশা-দাসীরই ঈশদাস্যে অধিকার। গোপীগণ আশ্রয়জাতীয় সেবিকা। গোপীর বিচারে কৃষ্ণ নাগররাজ কিন্তু বিপ্রলম্ভ বিচার করা উচিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাঁহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধ জনে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাদ্
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

[হে সজ্জনবৃন্দ, আমি দন্তে তৃণধারণ পূর্ব্বক পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্রার্থনা করি যে, আপনারা সর্ব্ব ধর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণে অনুরাগ করুন।]

গৌরসুন্দরকে নাগর বলিলে রসাভাস দোষ হয়। যাঁহারা ভজন করেন না, তাঁহারা এই রূপানুগ বিচার লঙ্ঘন করিতেছেন।

অদ্য আমাদের অন্তরঙ্গ ভক্তের কথা আলোচ্য বিষয়। সেবকগণ দুই প্রকার—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। গোলোক ব্যতীত নিখিল জগতের কথা—বহিরঙ্গের কথা। বহিঃ অঙ্গ বহিরঙ্গ জগতে মর্য্যাদাপথে বাহ্যঃ অঙ্গ বিচার অবস্থিত। গোলোকে অনুরাগপথে অন্তঃ অঙ্গ সেবা বর্ত্তমান। বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই আড়াই প্রকার রসের বিচারে অন্তরঙ্গতা আবদ্ধ। তৃতীয় মানের জগতে পূর্ণতার অভাব। এ জগতে ভগবানের একপাদ বিভূতি বর্ত্তমান। ত্রিপাদবিভূতি বৈকুণ্ঠে আছে। জগৎ মায়াবাদী বা মায়াবাদীর রাজ্য। তাই জগতের বিচারে আবদ্ধ আমরা মায়াবাদীর বিচার গ্রহণ করি না। ঐশ্বর্য্যবিচারে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ গোলোকের বহিঃপ্রকোষ্ঠ। বহিঃ শব্দে অধঃ এবং অন্তঃ শব্দে উপরি বুঝায়। বৈকুণ্ঠবিচারে অন্তঃ ও বহিঃ শব্দ জড়দেশাত্মক নহে। গৌরব-সখ্য, গৌরবদাস্য ও গৌরব শান্ত নারায়ণভক্তে আছে। উর্দ্ধবিচারে অর্জ্জুনের সখ্য প্রভৃতি অবস্থিত। মর্য্যাদাপথে লক্ষ্মীনারায়ণের কথা। মর্য্যাদা-শিথিল সু-গভীর অন্তরঙ্গতা। যেমন এদেশের বিচারে প্রভুভৃত্য প্রভৃতির কথা। পিতামাতা পতিপত্নীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা অবস্থিত। মর্য্যাদাপথে Dignity and Reverence আছে। আর ভাবপথে Closer affinity আছে। দশরথ কৌশল্যার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বাৎসল্য রস নৈতিক বিচারে অবস্থিত। নন্দযশোদার বাৎসল্য অন্তরঙ্গ বিচারে অবস্থিত। সীতারামের উপাসনা ও রাধাকৃষ্ণভজনের উপাসনার পার্থক্য আলোচ্য। বলভদ্র ও রামচন্দ্র, ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ, মধ্বাচার্য্য ও ব্যাসদেব, ইঁহাদের সম্বন্ধ মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা এ প্রকার নয়। অন্তরঙ্গ-সেবা-প্রণালীতে Sonhood of God head, Consorthood of Godhead and Friendship of God head রয়েছে। বৈকুণ্ঠ বর ভূমিকা উহা চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত চিন্তার মধ্যে নয়। ইহ জগৎ অতিক্রম ক'রে বিরজা, তৎপরে ব্রহ্মধাম, ব্রহ্মধাম অতিক্রম ক'রে বৈকুণ্ঠের নির্দ্দেশ। (ক্রমশঃ)

RECENT VAISHNAVA LITERATURE.

(২)

RAI RAMANANDA is an explanatory biography of one who was accepted as an intimate friend by Sri Krishna Chaitanya and whose songs in the Maithil language are witness of the transcendental devotion he felt towards the Master. The peculiar mode of his service of Godhead is sought to be explained in this booklet.

ON VEDANTA is a discourse by the learned author on the meaning and aim and object of Vedanta which he seeks to establish as no other than the personality of the Absolute.

In THE VEDANTA ITS MORPHOLOGY AND ONTOLOGY, this view is further elucidated. It is a reproduction of a lecture delivered at Calcutta last year.

RELATIVE WORLDS is also a lecture delivered by Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami [illegible] in it the

to make real to our imagination of three dimensions the facts of transcendental relativity where everything is related to the Absolute, Krishna. This is a remarkable exposition of an unfamiliar thought and should be of deep interest to thoughtful scholars.

SREE BRAHMA SAMHITA is a translation of the fifth chapter out of the Hymns of Brahma which were recorded in a hundred chapters. Sri Krishna Chaitanya discovered the MSS. of this in a temple at Tiruvattar, near Trivandrum and it has since been recognised as the sole authority by the Gaudiya Vaishnavas of the description of the Transcendental Excellence of Krishna, the Reves and His GOPIS. In it also described the transcendental regions, their aspects, appointments and denizens. Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami is a life-long Sanyasi, deeply versed in the sacred lore, a profound thinker and a man who has realised God, according to tens of thousands of people in India and Europe, the majority of whom are well-educated in the modern sense of the word and some among which are well-known scholars; His writings and interpretation of religious philosophy and doctrines, therefore, deserve serious and respectful study on the part of those who are seeking for truth.

THE HINDUSTAN REVIEW

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
ঝাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৩ ০

চিনির দর

সাদা দানা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৷৵০
,, লাল ,,	৮৷৵০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ
পেটেন্ট ময়দা	৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট	৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৷০-৪৷৵০
আটা (বি)	৪৷৵০-৪৸০
সুজী	৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)	৪৵০-৪০৲
আটা (২)	৪৶০-৪⁄০
আটা (কে)	৫৸০-৩৸৵০
আটা (৩)	৩৵০ ৩৷০
পোলার্ড ভূষি	১৸৶০-২৲
ভূষি	১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ
রামসীতা	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭৷০
পতিরাম	৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দশম স্কন্ধ ১০৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড —৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১৷০
- ৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
- ১৮। বাদল-আলবর ।০
- ১৯। তত্ত্ববিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- ২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
- ২২। ভজন-রহস্য ৷০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
- ২৭। বৃত্তকমাল্লিকা স্তবসোর্ঘ্যঃ সানুবাদ ২৲
- ২৮। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ ৷০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
- ৩০। দশ-দিগ্দর্শন ৵০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩৫। গীতমালা ১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা কমল ।০
- ৪০। শরণাগতি ⁄০
- ৪১। গীতাবলী ০
- ৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
- ৪৩। সাধনকণ ০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ০
- ৪৫। নবদ্বীপশতক ⁄০
- ৪৬। অর্চ্চনকণ ⁄০
- ৪৭। সদাচারস্তোত্রঃ ⁄০
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণ ৫১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৩৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
- ৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
- ৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷০
- ৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬৪। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম ।৵০
- ৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
- ৬৬। সারাৎসারদর্শনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৭। রায় রামানন্দ ৷০
- ৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
- ৬৯। নামভজন ।০
- ৭০। বেদান্ত—ইটস মর্ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
- ৭১। থিয়েটিক এয়াক্স ম ।৵০
- ৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭৩। বৈষ্ণবীজম ।০
- ৭৪। রোয়াইট গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ ডান ⁄০
- ৭৫। দি ভাগবত ।০
- ৭৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপলস য়্যাণ্ড আনপ্লেজ ডিভোশন ।০
- ৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
- ৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮০। সাধন-পথ ।০
- ৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ১০
- ৮২। গীতাবলী ০
- ৮৩। শরণাগতি ০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৪। শরণাগতি ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৸

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C. 1844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর—১৩ই মাঘ, ১৩৪২, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ সোমবার ; ২৭৪তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, তথা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৭৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—২,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২ ১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১১-৩৪	৬ ০	১৮-৪১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১১-১১	১২-৪২	১৬-৮	২০-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	২০-১১

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে দক্ষ হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও নিত্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো রুম—১৮নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

প্রকার বধ। শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, দ্যূত অর্থাৎ পাশাক্রীড়া, মদ্যাদি নেশা-পান, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার, পশুহত্যা, স্বর্ণ—এই সকল কলির স্থান। সুতরাং যাহারা কলির করালগ্রাসে পতিত অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানে অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও নিত্যা ভক্তির ধারণ করে না তাহারা যে ঐরূপ নানা কল্পিত দেব দেবীকে লইয়া নানা প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর দ্যূতক্রীড়া বা জুয়াখেলা করিবে ও গুরু করিকথা হইতে বিচ্যুত হইয়া কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল কদন্ন করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঐসকল অশ্লীল কদন্নবিদের শোচনীয় অবস্থারই জ্ঞাপক। তাহাতে কিছুমাত্র ধর্ম্ম নাই—উহা কামবিকারগ্রস্ত জনগণের উপজীবিকা মাত্র।

—— ——

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে 'প্রেমফল'।
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদি জল॥

শ্রীরূপশিক্ষার এই সকল কথা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে ভাগবতপ্রদর্শনী ক'রে দেখান হ'য়েছিল। ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতেও তাহা প্রদর্শিত হ'য়েছিল। Hemisphere (অৰ্দ্ধগোলক) এর প্রতিকৃতি ক'রে দেখান হ'য়েছিল। মধ্যভাগে কৃষ্ণ-লোকের নিম্নার্দ্ধ অব্যাকৃত শান্ত, দাস্য ও সখ্যরস ঢাকা পড়ে। এসকল উত্তমাধিকারে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিলে জানা ও বুঝা যায় না। যদি স্বচ্ছ (Transparent) গুরুর দর্শন হয়, তাঁহার মধ্য দিয়া ভগবৎ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। অসদ্গুরু অস্বচ্ছ (Opaque)। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজে ব্যাসপূজা উপলক্ষে "My Guru Puja" অভিভাষণ লেখা হইয়াছিল। আমার গুরু অদ্ভুত-ভজন-প্রদর্শক।

অধঃপ্রদেশে অর্থাৎ গোলোকের নিম্নে বৈকুণ্ঠে মর্য্যাদাযুক্ত সেবাতে গোলোকের রস ঢাকা পড়ে। গো, বেণু, বিষাণবেণু প্রভৃতির সেবা মর্য্যাদার দ্বারা ঢাকা পড়ে। ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ভক্তিতে সেবা করিলে লক্ষ্মী-নারায়ণকে যেভাবে সেবা করেন আমরা সেইভাবে আবদ্ধ হই। এসকল distant relation. Closer term এ শ্রীদাম-সুদামের সেবা-লৌল্য, সখাগণের তাল-পাড়া ও কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেওয়া। গৌরব-বিচারে আমরা উপাস্য বস্তুকে আমাদের উচ্ছিষ্ট দিতে পারি না। ভ্রান্ত, গৃহীত বা স্পৃষ্ট বস্তু নিবেদন করিতে পারি না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম সুদাম তাহা দেন। কৃষ্ণ যখন একা করিয়া উঠিতে পারেন না, সখাগণ তাহার সহায়তা করেন। তাঁহার সহিত কৌতুকচেষ্টা করেন। মধুমঙ্গল গোপবালক না হইয়াও কৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিতেছেন।

সাধারণ লোক এসকল কথা—রাধা-গোবিন্দের কথা আলোচনা করেন না ব'লে কেহ কেহ সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হন। ইহাতে চরম মঙ্গল লাভ হয় না। বৈবর্ণাশ্রমধর্ম্মে পাঞ্চরাত্রিকমতে অনাদৃত থাকিলে মানব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণের লভ্য সত্য, জন, মহঃ, তপঃ প্রভৃতি লোকে গমন করেন।

শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধর। বাহিরের কোন ব্যক্তি তাঁহার সেবা পান না। দশরথ Ethical Principle (নীতিধর্ম্ম) রক্ষা করিতে গিয়া রামচন্দ্রের সেবা ত্যাগ করিলেন। আমরা স্মার্ত্তধর্ম্মের অনুসরণ করিব না। তাই শুদ্ধভক্তগণ নন্দ মহারাজের বন্দনা করেন।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

নন্দ মহারাজ এরূপ তপস্যা ক'রেছিলেন, প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বশীভূত ক'রেছিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি স্তব্ধ ক'রে তিনি (কৃষ্ণ) নন্দের বাড়ীতে তাঁহার প্রাঙ্গণে হামাগুড়ি খাচ্ছেন। নন্দ শ্রুতি-স্মৃতি-বেদান্ত-দর্শন কিছু পড়েন নাই কিন্তু গোপাল ভিন্ন কিছু জানেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতেই তাঁহার সেবা করেন। যাঁহারা সংসার-ভয়ে ভীত তাঁহারা মহাভারত, স্মৃতি-বেদ আলোচনা ক'রে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করেন। ভবভীতগণ স্মৃতি আলোচনা করেন, মনু, হারীত প্রভৃতির শাস্ত্র পড়েন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির অধিকাংশগুলিতে কর্ম্মকাণ্ডের কথাই প্রবল। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে দুই খানিতে নারায়ণের উপাসনার কথা পাওয়া যায়। অন্যান্য শাস্ত্রে Ethical Principle (নীতিধর্ম্ম) বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের কথা পাওয়া যায়। স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদপাঠ ও শ্রবণের অধিকার। অযোগ্য শূদ্রাদির মহাভারত ও পুরাণশ্রবণে অধিকার নাই। এইজন্য কথিত হইয়াছে—"শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ ব্রাহ্মণঃ অগ্রতঃ কৃত্বা।" বেদবিধি-অনুমতিক্রমে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ইত্যাদির নিকট সকল কথা বলিবে না। বর্ণের ভিতর Intellectual Culture এ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষার শিক্ষক। স্ত্রীগণের মধ্যে অত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি না হইলে, শূদ্রের মধ্যে গুহক না হইলে, তির্য্যক্ জাতির মধ্যে গরুড় না হইলে, অন্যান্যের শিক্ষার অভাবে বেদবাণী শুনান হইবে না। কিন্তু ভক্তের উক্তি—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিচারে আবদ্ধ থাকিব না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা সন্ন্যাসী থাকিব না কিন্তু গোপীভর্ত্তার পাদপদ্মের দাসদাসানুদাস হইব। আমরা কার্ষ্ণ-ভক্তগুরুর সেবক হইব। নিজকে পূজ্য বৈষ্ণববুদ্ধি করিব না।

আমি ত' বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥

সত্য সত্য অমানী মানদ হইতে হইবে। নিষ্কপটে উপাসনা-প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে। কপটতা করিতে হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, অমুকে ম্লেচ্ছ বৈষ্ণব, অমুকে শূদ্র বৈষ্ণব—এরূপ বিচার করিতে হইবে না।

অনুসরণ ও অনুকরণ এক নহে। অনুসরণের ভিতর কপটতা নাই। অনুকরণের ভিতর কপটতা রহিয়াছে। আমরা ইহার দৃষ্টান্ত মহাপ্রভুর সময়ের ঠাকুর হরিদাস ও চন্দ বিপ্রের মধ্যে দেখতে পাই। হরিদাস ঠাকুর সত্যসত্যই হরিভজন ক'রেছিলেন বলিয়া নিখিল-জন-গণের, এমন কি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরও নমস্য হইয়াছিলেন। আর চন্দ বিপ্র শুধু জাত্যভিমান ও বাহিরে কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ দেখাইয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল মাত্র। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন। তিনি মহাভাগবত ছিলেন। তাই তাঁহার বিচার ছিল—

বন দেখি ভ্রম হয়—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥

আধ্যক্ষিকের চিন্তাস্রোত হইতে তফাৎ হইতে হইবে। আমাদের জড়বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা বৈষ্ণবের চরিত্র দেখিতে হইবে না। জগৎ বহির্জ্জগতের জ্ঞানের পারিপাটি। বহিরঙ্গের কথায় ইহা ভরপুর হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তের অন্তরঙ্গ কথার আলোচনা কম হইলে জড়জগতের কথা দৌড়ে যায়। কপট ব্যক্তিগণ ভক্তের চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া তুচ্ছ লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় চন্দ বিপ্রের আচরণ অবলম্বন ক'রে অপরাধী হ'য়ে পড়েন। চন্দ বিপ্র মনে করিয়াছিল—'আমি উচ্চবর্ণে জাত। আমি বৈষ্ণবের বেষ ধারণ করিয়া ভাব দেখাইলে নিশ্চয়ই অধিক সম্মান পাইব। আমি ব্রাহ্মণ, হরিদাসের মত প্রেম দেখাইলে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাইব।' কিন্তু দর্শকগণ চন্দ বিপ্রের কপটতা দেখিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল।

বড় হ'লে কৃষ্ণ বেশী প্রীত হ'বেন না। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য চান না। কৃষ্ণ বিদুর সুদামা বিপ্রের সামান্য খুদকুঁড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদ্ধজীব মনে করিতে পারেন—আমি ধনী অতএব ভগবানের মন্দিরাদি করিয়া অনেক সেবা করিতে পারিব, আমি জ্ঞানী, অতএব পাণ্ডিত্য দ্বারা তত্ত্ব সকল জানিয়া লইব। আমি ব্রাহ্মণ অতএব শাস্ত্র-বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্চ্চন করিতে পারিব। ঐশ্বর্য্য দ্বারা খানিকটা নারায়ণের সেবা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু 'অহং মমভাব' নামাপরাধের দ্বারা কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। ইহজগতে ম্লেচ্ছ হইতে শূদ্র, শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

অনুকরণ ও অনুসরণ, কপটতা ও সরলতা, মেকী ও আসল কখনই এক হইতে পারে না। এখানে (মহাপ্রভুর বাড়ীতে) ঠাকুর হরিদাস ও চন্দ বিপ্রের অনুরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। গোপালদাস নামে একটী বাবাজী এখানে অবস্থান করিতেন। আমি তখন এই ঠাকুর-বাড়ীর পূর্ব্বদিকের একতলা দালানের মাঝের কোঠায় থাকিয়া ভজন করিতাম। লোক জন আসিলে দালানে বসিয়া হরিকথা আলোচনা করিতাম। সেই বাবাজীর বয়স ছিল ৮০ বৎসর। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম (?) করিতেন। মহাপ্রভুর বাড়ীতে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। তিনি আমার পার্শ্বের ঘরে থাকিতেন। তিনি একদিন আমাদের নিকট আসিয়া প্রশ্ন ক'রলেন—"আপনারা গৌরকিশোর বাবাজীকে সম্মান করেন কেন? আমি তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে কম? আরও বলিলেন—"তিনি ১৬০ তোলা চালের ভাত খান। আমি ১০ তোলা চালের ভাত খাই। আমি চটের কৌপীন পরিধান করি, আর গৌর-কিশোর মস্তার নেকড়া পরেন। তবে আমাকে সেরূপ সম্মান করেন না কেন?

(ক্রমশঃ)

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্রযাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩)

"আমার কি বৈরাগ্য হয়? আমি কি হরি-ভজন করি? আমি আবার আপনাদের নিকট হরিকথা শুনব?" গোপালদাস বৈষ্ণবতার কিছুই বুঝিত না। অথচ বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করিত। যদিও রাঁধা ভাত চাউল হইতে হইয়া থাকে কিন্তু চাউল সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। কাঁচা চাল ও জুড়ান ভাত এক নয়। গোপালদাসের কথার উত্তরে আমি বলিলাম—"শ্রীলগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শুধু জিহ্বার দ্বারা হরিনাম করেন না, হরিনাম লইবার অভিনয় করিয়া নামাপরাধ করেন না, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি হরিনাম করিতেছেন। তিন লক্ষ হরিনাম ক'রেও আপনারা নরকে গমন ক'রবে, আর তিনি নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে অবস্থিত।" আমাদের বাবাজী মহারাজ যুক্ত-বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আদর্শ ছিলেন। তিনি অনিকেত ছিলেন। তিনি যে যে স্থানে অবস্থিত ধামবাসীর অন্নকে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেন। তিনি কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ দিতেন না।

বাবাজী গোপালদাসকে মহাপ্রভুর বাড়ীর উত্তরে কলার বাগানে বাসস্থান দেওয়া হইল। সেখানে একটী কুঁড়েঘর করিয়া থাকিতে লাগিল। মাঝে মাঝে অন্যের বাড়ীতে রাঁধা ভাত খাইত। ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ লইত না। সে শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজীর অনুকরণ করিতে লাগিল। সে গোয়ালা এবং মুচির অন্ন খাইত। এই স্বরূপপুরের মুসলমান অধিবাসী ইজ্জৎ মণ্ডল তাহাকে বলিত—"তুমি গৌরকিশোর বাবাজীর অনুকরণ কর। তুমি যাহাদের অন্ন খাচ্ছ, তুমিও সেই জাত। ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ ছেড়ে ছোট লোকের ভাত খাও। তোমার জাত গিয়াছে। গৌরকিশোর বাবাজীর নকল দেখাইও না। গৌরকিশোর দাস বাবাজী জাতিবিচারের অতীত।"

গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ তখন কুলিয়ার গঙ্গার চড়ায় ছইএর নীচে বাস করিতেন। তাঁহার ভজনখ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গোপাল দাস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর অনুকরণ করিবার জন্য এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া বাবাজী মহারাজের খানিক দূরে কুলিয়ার চড়ায় বাস করিতে লাগিল। যাহারা বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে যাইত তাহাদের নিকট সে তাঁহার অযথা নিন্দা করিত। পরে সকলেই তাহার কপটতা ও হিংসা জানিতে পারিয়া তাহার নিকটে আসিত না। কুলিয়ায় থাকিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের সুবিধা হইল না বলিয়া পরে রাধা-কুণ্ডতীরে বাস করিতে লাগিল। এখান হইতে যাওয়ার প্রায় ৫ বৎসর পর তাহার মৃত্যু হয়। বৈষ্ণব-অপরাধের ফলে তাহার নরক গমন হইয়া থাকিবে।

"অহং মম-ভাব"—নামাপরাধ। নাম ও নামাপরাধ দেখিতে এক রকমই। বাহিরের দিকের বিচার থাকিলে অবিবেচনা থাকিবে। আধ্যক্ষিক বিচারে মিছা-ভক্ত ও শুদ্ধভক্তকে একরকম মনে হইবে। রূপানুগ ভজনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তদেহকে সাজাইতে গিয়া কপট বাউলগণ নেড়ানেড়ী ও সহজিয়া হইয়া পড়ে। প্রকৃতিজাত জগৎ-দর্শনে অপ্রাকৃত জগতের বিচার বুঝা যায় না।

মহাজনগণ নাকে তিলক, গলায় মালা পরেন। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া স্মার্তবিধি অনুসারে ধুমধামের সহিত পূজার্চ্চনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের দিব্যজ্ঞানের অভাব। দিব্যজ্ঞানের অভাবে অর্চ্চনা হয় না, পুতুলপূজা হয়। অক্ষর মন্ত্র চিন্ময়। অক্ষর শব্দে যাহা অচ্যুত, তাহাকে বুঝায়। অচেতনের বিচারে নিস্তার নাই। সংখ্যানাম করিলেও প্রাকৃত বিচার থাকা পর্য্যন্ত হরিনাম হইবে না।

দিব্যজ্ঞানযুক্ত হরিকীর্ত্তনকারীকে মায়ার কোনও প্রলোভনই প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ঠাকুর হরিদাস যখন বেনাপোলের নির্জ্জন গুহায় একান্তভাবে নামভজন করিতেছিলেন, তাঁহার ভজন-প্রতিষ্ঠা যখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল তখন রামচন্দ্র খাঁ নামে একজন স্থানীয় পরশ্রীকাতর শাক্তেয়মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ জমিদার হরিদাস ঠাকুরের ভজন নষ্ট করিবার জন্য একটী যুবতী বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়াছিল। বেশ্যা একদিন রাত্রিতে হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের অসদ্ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"আমার 'দিব্যজ্ঞান' হয় নাই ব'লে আমি নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করি। আমার শতকোটী নামযজ্ঞ সমাপ্ত হয় নাই। আমার কথা বলিবার অবসর নাই। আমার দীক্ষা সমাপ্ত হয় নাই।" দিব্যজ্ঞান না হইলে হরিনাম হয় না। আবার হরিনাম আশ্রয়েই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। হরিদাস ঠাকুর পতিতার কথায় রাজী হন নাই। রামচন্দ্র খাঁ হরিদাস ঠাকুরের প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিল। রামচন্দ্র খাঁর অপরাধময় বিচারে আমরা বলিতে পারি—যবনের (?) মুখে হরিনাম শুনিব না। শাক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হরিনাম ও ভাগবত-পাঠ শুনা যাবে।

পরবর্ত্তী সময়ে রামচন্দ্র খাঁ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছিল। তাঁহার জন্য গোশালাতে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। শ্রীমন্ নিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধফলে সে নির্ব্বংশ হইয়াছিল। তাহার গ্রাম জনশূন্য হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাংসারিক বস্তুতে আকৃষ্ট হন না। তিনি ধন বা প্রতিষ্ঠা চান না। দিব্য জ্ঞান ও জড় জ্ঞান এক নহে। ভগবদ্ভক্ত জিনিষ—এটী অভক্ত-সম্প্রদায় আলোচনা করেন না। আধ্যক্ষিকসম্প্রদায়ও আলোচনা করেন না। যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ না করেন তাঁদের অর্চ্চন হয় না। বিদ্বান্, ধনী, কুলীন, বৈষ্ণব হইবার অভিমান ছাড়িতে হইবে। নামাপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। নামাপরাধ দূর না হইলে নাম হয় না।

আধ্যক্ষিক জ্ঞানের আলোচনা বৃদ্ধি পাইলে বা ভক্তির কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত না হইলে জীবব্রহ্মৈক্যবাদ এসে পড়ে। জ্ঞানিগণ মুক্ত অভিমান করিয়াও ভগবৎ-সেবা-রহিত হওয়া সংসারে পতিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

পুণ্যের সহিত হরিনামে স্বর্গাদিলাভ। পাপের সহিত হরিনামে নরকলাভ। কিন্তু ভক্তগণের বিচার অন্য প্রকার। তাঁহারা স্বর্গ-নরক চান না। ভুক্তিমুক্তি চান না।

আধ্যক্ষিকের কিরূপ দুর্গতি হয় তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতু রাজার উপাখ্যানে জানিতে পারি। চিত্রকেতু রাজা পার্ব্বতীকে মহাদেবের ক্রোড়ে অবস্থিত দেখিয়া ভর্ৎসনা (মহাদেবের) করিয়াছিল। শিবের প্রতি দোষদৃষ্টি করার দরুণ পার্ব্বতী তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর অভিসম্পাতে সে বৃত্রাসুর হইল। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিয়াছেন—

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥

মহাদেব দক্ষকে প্রণাম করেন নাই বলিয়া একসময়ে পার্ব্বতী শিবকে অনুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য মহাদেব পার্ব্বতীকে উপরিউক্ত শ্লোক বলিয়াছিলেন। মহাদেবের আচরণে দোষদর্শন করিলেও মহাদেব পার্ব্বতীকে অভিসম্পাত দেন নাই। কিন্তু চিত্রকেতু রাজা আধ্যক্ষিক বিচারে মহাদেবের নিন্দা করায় পার্ব্বতী তাহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। চিত্রকেতুরাজা বৈষ্ণবগুণে অমানী মানদ হওয়ায় কোনপ্রকার বিরুক্তি না করিয়া পার্ব্বতীর অভিসম্পাত মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বতীকে ফিরিয়া অভিসম্পাত করেন নাই।

বৃত্র ও বৃত্রাসুরের কথা ঋগ্বেদে আছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম আধুনিক নহে। বৈষ্ণবধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেদ ও বর্ণ বিভাগের পূর্ব্বে হংসজাতি পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করিত। বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদিক যুগেরও পূর্ব্বকালের। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাগ্বৈদিক যুগে ছিল। উপনিষদে একায়ন পদ্ধতির কথা আছে।

আধ্যক্ষিক বিচারে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের ক্রিয়া কলাপ সমান বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বৈষ্ণবের চরিত্র জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তাই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" জড়জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা কাল পর্য্যন্ত জগৎ ও ভগবানের লীলারহস্য কিছুই অবগত হওয়া যায় না। জড়জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান এক নহে। সাধারণ চিন্তাস্রোত দিব্যজ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত না হইলে প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। ভগবানের কৃপা না হইলে মায়াজাল এড়ান যাইবে না। যাঁহারা নিষ্কপটভাবে হরিভজন করেন তাঁহারাই ভগবানের কৃপা পান।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥

কৈতবরহিত ধর্ম্মই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে প্রোজ্ঝিতকৈতবধর্ম্মের কথা আছে। শ্রীধরস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন "প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" অতএব বাসনা রাখিয়া ভগবানকে ডাকার নাম কপটতা। পঞ্চোপাসকগণ কপট। যেহেতু তাহারা দেবগণকে প্রকারান্তরে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য গোলাম করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের প্রার্থিগণ কপট; সুতরাং তাহারা অন্ধ। ভগবানের দয়া না হইলে লোক অন্ধ থাকে। আবার শরণাগত না হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। এইজন্যই "তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং।" ভগবানের শরণাগত হইলে স্ত্রী, শূদ্র, যবন, পক্ষী প্রভৃতিরও সুবিধা হয়। তাহারাও দেবমায়া অতিক্রম করিতে পারে। পাপযোনি জীবগণ স্ত্রী, শূদ্র, হূন প্রভৃতি হয়।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূন-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অত্র সংখ্যায় পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী বারে শ্রীগৌড়ীয় প্রকাশিত হইবে না।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

[বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতরস আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন এই বিরাট, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান শব্দার্থ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ } ২২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার { ২৭৬৩ম সংখ্যা

"বিষ্ণুরাত"

(১)

দ্রৌণির অমোঘ শরে হয়ে দগ্ধীভূত।
উত্তরার গর্ভমাঝে অভিমন্যুসুত,
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক দিব্যকান্তিযুত,
দেখিলা পুরুষবরে পরম অদ্ভুত॥

(২)

কনক-কিরীটে শির শোভে অনুপম।
জলদজালের লাজ কান্তি-গরিমায়,
আজানুলম্বিত দিব্য বাহুচতুষ্টয়,
কনককুণ্ডল অহো কিবা মনোরম॥

(৩)

প্রিয়বরে গর্ভবাসে অগ্নে জয় জয়।
হেরি' ক্রোধে বিঘূর্ণিত আরক্তলোচনে,
উল্কা যেন পুনঃ পুনঃ গদা-সঞ্চালনে,
দ্রৌণির ব্রহ্মাস্ত্রতেজ নাশে বীরেশ্বর॥

(৪)

পরম বাঞ্ছিবে হেন হেরি' শিশুবর।
বিতর্ক করয়ে মনে কে এই মহান্,
দেখিতে দেখিতে তায় হ'ল অন্তর্দ্ধান,
গর্ভমাঝে চিত্তহারী মূর্ত্তি মনোহর॥

(৫)

অতঃপর শুভক্ষণে আনন্দবর্দ্ধন।
জন্মিলা পাণ্ডবকুলভূষণ তনয়,
পৌত্রমুখ দরশিয়া প্রফুল্লহৃদয়,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ-পরায়ণ॥

(৬)

নবজাত বালকের জাতকর্ম্ম তরে।
ধৌম্য কৃপাচার্য্য আদি দ্বিজকুল দ্বারা,
করাইলা ধর্ম্মরাজ, আরম্ভিলা ত্বরা,
স্বর্ণ, গাভী, ভূমি নানা দান দ্বিজ করে॥

(৭)

পরিতুষ্ট হ'য়ে দানে যতেক ব্রাহ্মণ।
কহিলা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নরবরে,
"শুন ধর্ম্মব্রত, এই শিশুপুত্রবরে,
জানিহ কৃষ্ণের ধ্রুব কৃপা-অবদান॥

(৮)

দুর্দ্দৈব দৈবের বশে বিনষ্ট এ সুত।
পেয়েছ জানিহ কৃষ্ণকরুণার বলে,
বিষ্ণু সুরক্ষিত তাই অবনী মণ্ডলে,
'বিষ্ণুরাত' নামে পুত্র হ'বে সুবিখ্যাত

(৯)

পরম বৈষ্ণব হ'বে শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত।
ইক্ষ্বাকু সমান হ'বে প্রজা সুরক্ষক,
দাশরথি সম দ্বিজ হিতসম্পাদক,
হইবে তনয় এই সদা সত্যব্রত॥

(১০)

শিবি গাত্র মাংসদানে শ্যেনকবলিত।
উশীনর সুত যথা রাখিলা কপোতে,
তেমতি বদান্যতা এ শিশু হইতে,
হ'বে দৃষ্ট দিবে বিশ্ব কৃষ্ণকথামৃত॥

(১১)

ভরত নৃপতি সম যশের আলয়।
সব্যসাচী, কার্ত্তবীর্য্য সম যুযুধান,
গম্ভীর হইবে শিশু নীরধি সমান,
বিক্রমে বিশাল হ'বে কবিরাজ-প্রায়॥

(১২)

সাধুর শরণ হ'বে যথা হিমালয়।
ধরিত্রী সমান ক্ষমা গুণ বিমণ্ডিত,
মাতাপিতা সম হ'বে স্নেহসিক্তচিত,
কৃষ্ণতুল্য হ'বে দিব্যগুণ মহিমায়॥

(১৩)

সমত্ব হিসাবে হ'বে পিতামহ যথা।
সন্তোষ গুণেতে আশুতোষ যথা হয়,
নারায়ণ সম হ'বে নরের আশ্রয়,
রন্তিদেব তুল্য চিত্তে রবে উদারতা॥

(১৪)

যযাতি সমান হ'বে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
ধৈর্য্যগুণে বলি যেন পরম সুস্থির,
প্রহ্লাদের সম হ'বে কৃষ্ণে মতি ধীর,
অশ্বমেধ অনুষ্ঠান তুষিবে সুজনে॥

(১৫)

কলিরে শাসিবে শিশু পরম ধীমান।
নিজের জীবনকাল সংক্ষেপ জানিয়া,
হৃদয় ভাগবতশ্রবণেতে দিয়া,
করি সুশীতল হ'বে তক্ষকদংশন॥

(১৬)

গর্ভে যাঁরে দেখেছিলা উত্তরা-তনয়।
নর মাঝে খুঁজে তাঁর ইনি কি সে জন,
এরূপ পরীক্ষা হেতু খ্যাত এ ভুবন,
পরীক্ষিৎ নামে তার হবে সুবিদিত॥

(১৭)

ভগীরথ সম ভাগবত ভাগীরথী।
যিনি করুণায় সেচে ত্রিতাপ্ত জগতে,
নিগমকল্পতরু ফল শুকমুখ হ'তে,
আনিয়া প্রদানিলা জীবহিত তরে॥

(১৮)

পরম, পাবন ভক্ত ভাগবতবর।
নমি সেই কলিশাস্তা ভূপতিবরে,
কলিহত আমি দীন যেন কলিকরে,
মুক্তি লভি হয়ে তাঁর অনুগ কিঙ্কর॥

শ্রী ... কৃষ্ণ ...

প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

কয়েকটী অভিমত

We are delighted to go round the exhibition and to see the numerous tableaux displayed. A fairly well-informed guide lectured all along and tried to explain the points of the stories depicted. We have no doubt that the exhibition will serve its purpose and spread correct notions of things among the yatris. One could describe a more poetic interpretation and a more artistic representation of the truths sought to be taught. The exhibition has been very well laid out and does credit to the management.

S. N. Misra
Allahabad University
January 18th 1936

I visited the Gaudiya Math exhibition and am glad to note that it is the first of its kind in India. I hope this will be a practical lesson to all in depths of Hindu religion.

Girdhari Agarwal
Ex. M. L. A.
33, George Town, Allahabad.
19-1-36.

The Gaudiya Math of Bengal who have arranged the Theistic Exhibition in a very attractive and artistic style deserve to be warmly congratulated on the fine service they have been good enough to render to the public by the remarkable exhibits they have displayed of Hindu deities and the vivid expositions given to all visitors by members of the Math. It is one of the best attractions of the Ardha Kumbha Mela this year and it is a most laudable and praiseworthy effort on the part of the Math to explain to the public at large the profound glories of Hinduism.

B. Seshagiri Rao,
Chief Reporter of the "Leader"
Allahabad
[illegible] January, 1936.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ মাধব, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৯

সংসার ছাড়িলাম কেন?

যে গৃহের মালিক কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ—যেখানে শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম কৃষ্ণের জন্য না হইয়া গৃহস্থ বা তদাত্মীয়গণের জন্য কৃত হয়—যে গৃহের পতি, পুত্র, বন্ধু ও প্রভু কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ—যে গৃহের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু না হইয়া পালনকর্ত্তা-অভিমানী অনেক ক্ষুদ্র জীব—কৃষ্ণকথা আবৃত থাকিয়া আত্মীয় স্বজনের কথায় যে গৃহ ভরপুর—যেখানে বাস্তবিকই আপনার বা নিজের বলিতে কেহ নাই, বন্ধন-স্বরূপ দেহ এবং দেহের নিত্যাভরণ স্ত্রী-পুত্র-পরিজনাদি যেখানে জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে বন্ধন করিতেছে অর্থাৎ কৃষ্ণবিস্মৃতি-জাল—ইন্দ্রিয়সুখপ্রদানরূপ বিপদ্ কলে-কৌশলে জীবের ঘাড়ে চাপাইয়া জীবকে স্বরূপ-বিভ্রান্ত করিতেছে, কামনা বা স্বতন্ত্রীচ্ছা যেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এক কথায় নিজের সুখের জন্যই চেষ্টা যেখানে আছে, তাহাই সংসার।

আজ পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই দুঃখ সংসার হইতে যে নিষ্কৃতি পাইয়াছি, ইহা বাস্তবিকই পরম সৌভাগ্য এবং পতিতপাবন প্রভুপাদের অমায়ায় দয়ার পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কি? পুত্রস্নেহ-পাশ, মাতৃপিতৃভক্তি, স্বজনাসক্তি এবং দারাসহবাস-সুখ প্রভৃতি যে-সকল বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পতিত করে, সেই অমঙ্গলকর সঙ্গ বা সংসার ত্যাগ করিবার সৌভাগ্য গুরুকৃপায় কেহ কেহ পাইয়াছেন দেখিয়া অনেকেই মনে করেন যে, এই লোকটী স্বসুখের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। স্বসুখের জন্য যাঁহারা ত্যাগ করেন তাঁহারা ত্যাগী বা প্রচ্ছন্ন ভোগী কিন্তু প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে তিনি নিজকে জানেন,—'আমি ভোগীও নহি, ত্যাগীও নহি এবং সাধুও নহি পরন্তু যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সাক্ষাদ্ভাবে সেবা করেন, কৃষ্ণের লীলার বা খেলার সহায়তা করেন, এতাদৃশ নিষ্কিঞ্চন সাধুর কৃপাভিলাষী বা ভৃত্যানুভৃত্যাভিমানী।' সুতরাং এতাদৃশ ব্যক্তির সংসারত্যাগ নিজ সুখের জন্য নহে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধানের জন্য।

সমস্ত জগৎ-পৃথিবীর সমস্ত ধন, জন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু। এজগতে বা পরজগতে আমরা যে-সব বস্তু দেখি, তাহা কৃষ্ণের। এই কৃষ্ণের বস্তুগুলিকে নিজভোগ্য মনে করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে গেলে অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগের অন্যতম ভোগ্য জীব যদি ভুলক্রমে কর্ত্তা-অভিমানে এগুলিকে আমার মনে করে এবং কৃষ্ণের ভৃত্য নিজকে তাঁহা হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র মনে করে, তাহা হইলে জীবের শোক তথাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অভিমানে আক্রান্ত হইয়া আমি সংসারে পড়িয়া দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, এমন সময় একজন মহাজন আমার কেশ ধরিয়া উদ্ধারের আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভগবানের ভৃত্য আমাকে তৎসেবা-দানের জন্য ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিতে প্রেরণা দিতেছেন।

আমি তাঁহার উপদেশানুসারে যথাসাধ্য আত্মনিবেদন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ তাহা স্থায়ী না হইয়া চলিয়া যেন প্রায় ব্যর্থ হইতেছে। তাই আমি আত্মনিবেদন ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রাখিবার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম আমি সংসার ত্যাগ করিলাম কেন?

আমরা তটস্থ জীব। বর্ত্তমানে গুরুকৃপায় দুইটী জিনিষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—একদিকে পরমবন্ধু, পরমপিতা কৃষ্ণ এবং অপর দিকে দুর্দ্দিনের বন্ধু, অজ্ঞান আত্মীয় স্ত্রী-পুত্র পরিবারাদি। আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়াছি বলিয়া কৃষ্ণ আমাদের জন্য কাঁদিতেছেন। এই কৃষ্ণ-কান্নার কথা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট শুনিয়া আমরা আজ কৃষ্ণসুখবিধানের আশা লইয়া কৃষ্ণগৃহে গুরুগৃহে আসিয়াছি। অন্যদিকে আমাদের সাংসারিক বন্ধুবর্গ আমাদের জন্য কাঁদিতেছে এবং তাহাদের প্রতি আসক্তিবশতঃ আমরাও তাহাদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া বা না কাঁদিয়া পারিতেছি না। এমতাবস্থায় ভক্তাদর্শ আলোচনা করিলে মনে হয়, জগৎ কাঁদে কাঁদুক, এবং আমারও যথেষ্ট দুঃখ হয় হোক্, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু কৃষ্ণের জন্য শ্রীগুরুদেবের জন্য সমস্ত দুঃখ বা শোকাদি, এমনকি নরকাদি ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমার অমঙ্গল হয় হউক, আমি কিছুতেই গুরু বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইব না। 'যস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টঃ' তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। আবার তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি আর নাই পারি, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন বা না হউন, আমি কিন্তু নিত্যকাল তাঁহার তাঁবেদার থাকিয়া তাঁহার তুষ্টিবিধানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব, কিন্তু এই সব কথা সব সময়ে আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, নিষ্কপট হয় না।

রাধাকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়

কি সর্ব্বনাশ!

(শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহার প্রেমবিবর্ত্তে গাহিতেছেন—

"হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥
জগাই বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দ্দশা লভিবে॥"

আহা, কথাটী যেন আমারই কথা। আমিই দুই কূল রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, সুতরাং আমার দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। সময় সময় মনে করি লোকভজাটা একেবারে ছেড়ে দিয়ে, গোরা-ভজাতেই মশগুল হব। কিন্তু তাও যেন কেমন পেরে উঠি না। অতএব গোরা-ভজাই ছাড়িতে হ'ল, নতুবা দুই কূল যায়। দুই কূল নাশ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

কি সর্ব্বনাশ! আমার দোদুল্যমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল পণ্ডিতজী গৌরভজন-নিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরও দৃঢ়ভাবে বলিলেন "কুটিনাটি ছাড়, মন কর্হ সরল। গৌরভজা লোকভজা একত্রে বিফল॥" আর আমার কি বুদ্ধি হইল? আমি যাও বা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদিগের সঙ্গপ্রভাবে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে কিছু কিছু সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া একটু আধটু ভজনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম তাহা হইতে একেবারে ছুটি!

আমার [illegible] থাকে না. এমনই আমার দুর্ভাগ্য! তাই বলিতেছিলাম, ভজনাকাঙ্ক্ষী জীবের সংসারত্যাগ এইজন্য।

সংসারী লোক হরিভজন করে না। এবং কেহ হরিভজন করিতে চাহিলে তাহাকে নানাভাবে বাধা প্রদান করে সেইজন্য এবং সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিভজন হয় না বলিয়াই ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণ মহাজন-পন্থাবলম্বনে গৌরানুগত্যে কৃষ্ণার্থে সংসারত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনশীলগণের সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক হন। 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার' এই আচার পালনমুখে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ সংসারত্যাগাদি করিয়া কৃষ্ণসেবায় মগ্ন হন। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে, অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গে লুব্ধ না হইলে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরকালের জন্য না আসিলে হরিভজনের আশা নাই, কৃষ্ণপ্রীতি বা গুরুবৈষ্ণবে আসক্তিলাভের অন্য কোন রাস্তা নাই, তজ্জন্যই একমাত্র হরিভজনেচ্ছু ভাগ্যবান্গণের নিজসুখত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বজন-সুখত্যাগমুখে কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগের আদর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক অসজ্জনাবাস গৃহত্যাগ, গৃহবাসলিপ্সাত্যাগ বা সংসারত্যাগ। তাই বলিতেছিলাম, গৌড়ীয়মঠবাসিগণের সংসারত্যাগ নিজ সুখের জন্য নহে, পরন্তু গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়নাথের প্রীতিবিধানের জন্য।

ডুবিতে ডুবিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

কে হে তুমি বন্ধু, আজ আমার পরম-হিতৈষী সাজিয়া আমাকে অন্যত্র লইয়া যাইতেছ। অহো! চিনেছি তোমারে, তুমি ঐ বিমুখমোহিনী মায়ার কিঙ্কর মন। তাই, তোমার পরামর্শানুযায়ী আজ আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের চরণ হইতে দূরে যাইতেছি। কি ভীষণ তুমি, অনাদি অনন্ত কাল হইতে এই হতভাগাকে নাসিকা-দাম-বদ্ধ বলদের ন্যায় ঘুরাইয়াও তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না। হইবেই বা কেন, এমন পরম অনুগত ভৃত্য আর পাইবে কোথা?

আচ্ছা, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে শ্রীল পণ্ডিতজীর কথায় নজীর দেখাইয়া আমাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবদিগের পাদপদ্ম হইতে অন্যত্র লইয়া যাইয়া যাহাদিগের সেবায় (?) নিমগ্ন হইতে বলিতেছ,—সেই তাহাদিগের সেবা (?) করিতে করিতে যখন পুত্রটিকে বলি "মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে হয় ত' কর নচেৎ পড়িবার দরকার নাই" তখন বল দেখি অন্তর্নিহিত বাসনাটী কি থাকে? থাকে না কি যে—ছেলেটী ধমক খাইয়া অধিক পাঠে মনোভিনিবেশ করে?

তদ্রূপ পরম কারুণিক শ্রীল পণ্ডিতজীর ঐ বাক্যগুলি আমাদের ন্যায় হতভাগা যাহারা "কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বসিদ্ধ হয়" এই বাক্যের উপরে সম্পূর্ণ-আস্থা-স্থাপনে অক্ষমতা প্রযুক্ত কৃষ্ণেতর বিষয়েও কোন কর্ত্তব্যতা আছে এইরূপ মনন করিতেছে, তাহাদের প্রতি ধমক মাত্র, ভজন ছাড়িয়া অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র গমনের উপদেশ নহে।

তাঁহাদিগের ন্যায় মহাজনের বাক্যের ভঙ্গীতে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা ভিন্ন অন্য কোন কথা থাকিতে পারে না। যাহারা বলে—আছে, তাহারা বঞ্চিত, আত্মঘাতী ও পরঘাতী।

ঐ শোন, শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থের কর্ত্তব্য-নিরূপণে শ্রীমুখে কি বলিতেছেন।

প্রভু কহেন,—

"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সংকীর্ত্তন॥"

কৈ গৃহস্থকে ত' বলিলেন না,—

"স্ত্রীপুত্র-সেবা আর নিরন্তর তাদের পালন।
করিবার গৃহস্থের এই কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ"।

যদি বল, তোমার অবস্থা দেখিয়া তোমাকে হিত কথা বলিতে যাইলাম, তুমি তাহার বিপরীত অর্থ বুঝিলে। তাহার উত্তরে আমি বলিব,—"তুমি আমার কি অবস্থা দেখিলে—দেখিলে যে,

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করুন। একাধারে [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] ভারতীয় [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward)। প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents)। [illegible] (Index Glossary) [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা,

শো রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ মাধব, নিমিগর্ভোদশাব্দী ৪৪৯

মানস সেবা

গুরুদেব-পদতলের পর নিত্য-বৃন্দাবনে যেরূপভাবে শুদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্ত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইবেন, তাহারই আরম্ভ এই মানস সেবা। এই মানস-সেবার তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্করহিত হইয়া নিজকে গুরুরূপা সখীর অনুগত করিয়া যুগলসেবায় নিযুক্ত করা। এই মানস সেবার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, একজন ব্রাহ্মণ মানসে পরমান্ন রন্ধন করিয়া কৃষ্ণের ভোগ দিবার কালীন উত্তপ্ত পরমান্নে তাহার অঙ্গুলি স্পর্শ হয়। তাহাতে গরম বোধ হওয়ায় ধ্যানভঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া তিনি দেখেন যে, তাঁহার অঙ্গুলিতে গরম লাগার ফোস্কা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীভক্তি-রত্নাকরেও এই মানস সেবার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করেন তখন শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত মানসে উত্তম মনোমত রাস্তা করিয়া প্রভুকে লইয়া যাইতেছিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ এবং ফুলগাছ রোপণ এবং প্রভুর পদে ক্লেশ হইবে বলিয়া রাস্তায় ফুলও ছড়াইতেছিলেন। এইরূপে কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়াছিলেন। পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে আর রাস্তা হইল না। তখন তিনি সকলকে বলিলেন, প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না, কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। প্রভুর সে-বার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। সনাতন ও রূপকে উদ্ধার করিয়া সে-বার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মানসে পরমান্ন ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ-সেবনে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পেটের অসুখ লীলাভিনয়ের কথাও আমরা শ্রীভক্তি-রত্নাকরে দেখিতে পাই।

ভুলিলেও যে শ্রীমূর্ত্তিসেবা—অপ্রাকৃত অনুভবের অভাব হইলে তাহাও অভ্যাস মাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্বিষয় অনুশীলন করিয়া থাকে বলিয়া কৃষ্ণানুশীলনে অক্ষম। সেই ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ে যদি পরেশানুভূতি হয় তবে তদ্দ্বারা চিত্তের নিষ্কাম হয় না, এবং একই উত্তম পরানুশীলন হয় প্রত্যাহার হয়। এইরূপ করিতে করিতে প্রত্যনুশীলন যখন হইলে মানস সেবা সুষ্ঠুরূপে হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত,যথা—বালিকারা পুতুল খেলা করে, পুতুলের বিবাহ দেয়, ছেলে হয়, অন্নপ্রাশন করে, এইরূপে খেলা করে। বিবাহ হইলে যখন শ্বামীর গৃহে যায়, তখন পুতুল খেলায় যে কার্য্যগুলি করিত, গৃহে আসিয়া সেগুলি প্রকৃতরূপে করে। বাল্যাবস্থায় যেগুলি খেলা ছিল, বড় হইলে প্রকৃতরূপে সেগুলি করিতে হয়। ভুলিলেও অপ্রাকৃত অনুভব মত যেরূপ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করা যায়, তদ্রূপ মানসে সিদ্ধ দেহে চিন্ময়ে চিন্ময়ী সঙ্গিনীর সহিত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণের সেবা হইয়া থাকে।

যিনি ভগবানের সেবা করেন তাঁহার সর্ব্বকালে সেবা লাভ হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজবল-চেষ্টাপ্রতি ভরসা ছাড়িয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট হইতে চিদ্বল না পাইলে অত্যন্ত চঞ্চল ও অসুবিধাগ্রস্ত আমাদের চেতনে উদ্বুদ্ধ হইবার বা প্রস্ফুটিত হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। চেতনই চেতনের সেবা করিতে পারে; তাই জীবন্মৃত আমরা চেতনত্ব-লাভের জন্য পূর্ণচেতন-সেবানিরত, প্রকৃত পণ্ডিত সাধুগুরুর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

——

স্নেহ

[শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী]

পরম কারুণিক শ্রীভগবানের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে মানবই প্রধান বলিয়া কথিত। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চরম উৎকর্ষতা সাধন করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র নীতি অন্যান্য সৃষ্টবস্তু সমূহের সহিত মানবের শ্রেষ্ঠতা-প্রদর্শনে বলিয়াছেন,

"আহারনিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভিঃ নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটী সামান্য পশুতেও বিদ্যমান। কিন্তু ধর্ম্মযাজনেই মানবে ও পশুতে প্রভেদ। সুতরাং যিনি ধার্ম্মিক নহেন, তিনি পশুর সমান। এই মনুষ্যজন্ম অতি সুদুর্লভ। এই সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারিলেন না, বুঝিতে হইবে তাঁহার ন্যায় হেয় কেহই নাই। তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করা যায় না।

জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই জীব মাতার স্নেহে আবদ্ধ। মাতা স্বীয় সন্তানের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিতা। সূতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতা যে কত স্নেহ করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সন্তানের অসুখে, বিপদে মাতার ভাবনার অন্ত থাকে না। শুধু মাতা নহেন, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আগতিক আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি সকলেই ন্যূনাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ মানব, আপনারা কি কোনদিনও চিন্তা করিয়াছেন যে, 'কেন মাতা পিতা প্রভৃতি এত স্নেহ করেন? এই যে এত স্নেহ, মমতা ইহার অন্তরে রহিয়াছে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-রূপ এক বিরাট্ স্বার্থ। সেই স্বার্থের জন্য মাতার এত স্নেহ, পিতার এত মমতা, আত্মীয়স্বজনের এত ভালবাসা। আজ মাতা এত স্নেহ করিতেছেন—পরে সন্তান তাঁহার সেবা করিবে বলিয়া। আত্মীয়-স্বজনের এত সদয় স্ব-স্ব-ভোগের নিমিত্ত। সন্তান ভোগের অন্তরায় হইলে মাতা সন্তানকেও পর্য্যন্ত হত্যা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। মাতা কর্ত্তৃক পুত্রহত্যা, পুত্র কর্ত্তৃক মাতৃহত্যা, ভ্রাতা কর্ত্তৃক ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি মর্ম্মন্তুদ সংবাদ আমরা অহরহঃ সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। ইহার একমাত্র কারণ কামের বাধা। কামের অন্তঃস্রোতে ক্রোধের উদয় হয়। এই ক্রোধই মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে বিদায় দিয়া ক্রোধবেগের দাস করিয়া ফেলে এবং ক্রোধবেগ হইতেই অন্যান্য বেগ-সমূহ ক্রমে তাহাকে আক্রমণ করে।

পাঞ্চভৌতিক দেহের নিমিত্ত মাতার নিকট আমরা ঋণী বটে; কিন্তু সেই ঋণ তাঁহার সেবা বা তাঁহার ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া পরিশোধ করা যায় না। এজগতে আমরা শুধু মাতার নহে, বায়ু,বরুণ,পশুপক্ষী, লতা পাতা অনন্ত বস্তুর নিকট ঋণী। তাহাদের এই ঋণ জীব আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও শোধ করিতে পারে না।

এই অনন্ত জন্মের ঋণ শোধ একমাত্র দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

সেইরূপ একমাত্র কৃষ্ণের সেবা করিলেই সমস্ত সেবা হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত মাতৃপিতৃসেবা, দেশ-সেবা,স্বজনসেবা প্রভৃতি অন্যান্য সেবাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণকেই সেবা করিলে তিনি সমস্ত ঋণ হইতে রক্ষা করিবেন। ইহা শ্রীভগবানের নিজমুখের বাণী। বস্তুতঃপক্ষে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ ব্যতীত ইহজগতে ও পরজগতে অন্য কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। তাঁহারই আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন ও রুদ্র ধ্বংস করিয়া থাকেন। তাঁহারই আদেশে চন্দ্র, সূর্য্য নিয়মিতভাবে স্ব স্ব আদেশ প্রতিপালন করিতে ব্যস্ত। সেই অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ বিরাট্‌পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহারই সেবক বৈষ্ণবগণের স্নেহই প্রকৃত স্নেহ। তাহাতে হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অবরতা পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি দোষ নাই। সেই অকৃত্রিম স্নেহে স্বার্থের লেশও নাই। আছে কেবল কৃষ্ণসেবানন্দ। বৈষ্ণবের অহৈতুক স্নেহ অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না। যিনি সেই স্নেহ বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেন, তাঁহার ন্যায় মূর্খ আর নাই। যিনি অনুক্ষণ শ্রীহরির নিরন্তর সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া অন্যজীবকে স্নেহবশতঃ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করেন সেই স্নেহের তুলনা কোথায়? হরিসেবা-ভক্তিকে হৃদয়ে জীবের দুঃখ দেখিয়া যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা ব্যথিত, যাঁহারা কৃষ্ণসেবাহীন মরুভূমিতে হরিকীর্ত্তন-রূপ মন্দাকিনী প্রবাহিত করিতেছেন, তাঁহাদের স্নেহের তুলনা কোথায়? বাস্তবিকই তাঁহাদের দয়ার সীমা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই জীবের আত্মমঙ্গলের জন্য চেষ্টিত। তাঁহাদের স্নেহই স্নেহ। সেই অপ্রাকৃত স্নেহ বুঝিতে পারিলে জীবের মঙ্গল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করুন, যেন আমরা বৈষ্ণবের স্নেহ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাঁহাদের সেবায় তৎপর হইতে পারি।

——

ভৃত্যের পরিচয়

শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে যাঁর অবস্থান।
সেই কৃষ্ণ পিতা মাতা নিত্য ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণ নিত্য প্রভু মোর আমি নিত্য দাস।
এই কথা ভুলি' মোর হ'ল সর্ব্বনাশ॥
সেইক্ষণে মায়া মোর ধরিয়া ফেলেছে।
আনিলেন সুসজ্জিত তাঁহার স্বালোতে॥
পরিধেয় সপ্ত জামা দিলেন আমারে।
স্থূল সূক্ষ্ম দেহ শাস্ত্র বলেন যাহারে॥
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ শৃঙ্খলে।
হস্ত-পদ শৃঙ্খলিত করিলেন বলে॥
সেই দিন হ'তে মোর ত্রিগুণ জাগেছে।
ত্রিতাপানলে জ্বলিত হইল দেহেতে॥
কৃষ্ণ মোর নিত্য প্রভু ভুলিয়া তখন।
প্রভুপদে বরিলাম এই ছয় জন॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।
যাহার সেবনে নাশ হয় সব কার্য্য॥
মোহিনীরূপেতে কৃষ্ণবিমুখিনী মায়া।
সুমধুর বাক্যে মোরে কহিল আসিয়া॥
নির্জ্জনেতে সর্ব্বক্ষণ কি চিন্তহ তুমি
যারে চিন্ত এই দেখ বিদ্যমান আমি॥
শুনিয়া মধুর বাণী দ্রবিল হৃদয়।
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসিনু তার পরিচয়॥
সে বলিল "আমি হই কামের নন্দিনী।
শুনহ আমার নাম হয় যে কামিনী॥
তুমি আমা লাগি' চিন্তা কর সর্ব্বক্ষণ।
তাই আমি আসিলাম তোমার কারণ॥"
অদ্ধ-স্ফুট হাসিমাখা বচন শুনিয়া।
হরিলাম জ্ঞান হয় উন্মাদ হইয়া।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
জাদখানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬৷০-৬৸০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৸৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬৷০
ঐ রেঙ্গুণ	৩.০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৸৵০
„ লাল „	৮৸৵০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ	
পেটেন্ট ময়দা		৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷০-৪৸৵০
আটা (বি)		৪৸৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪৶০
আটা (কে)		৫৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০-৩৷০
পোলাড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭৷০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১৷০—১১৷০-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ	
রামসীতা		৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭৷০
পতিরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাধরাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

৩। ভাষ্য-সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১৷০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০

১৮। বাদল-আলবর ।০

১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৵০

২২। ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০

২৭। মুক্তিমঞ্জিকা অন্নপূর্ণা সাম্বাদ ২৲

২৮। [illegible] সামুবাদ ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸

৩০। [illegible] দর্শন ০ ০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। শ্রীকৃষ্ণমালা ১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১।

৪২। চিত্রে নবদ্বীপ

৪৩। সাধনকণা ০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ০

৪৫। নবদ্বীপশতক /০

৪৬। কল্যাণকল্পতরু /০

৪৭। মহাচার্য্যোক্তঃ /০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকল্প ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ।০

৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬২। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৩। [illegible] ।০

৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০

৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০

৬৬। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ।০

৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৬৯। নারদপঞ্চ

৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি এণ্ড অন্টলজি ১

৭১। [illegible] ।৵

৭২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্‌টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৩। বৈষ্ণবীজম

৭৪। দি গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০

৭৫। দি ভাগবত ।০

৭৬। [illegible] এণ্ড [illegible] ।০

৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০

৭৮। শ্রীচৈতন্যদেব (প্রথম খণ্ড) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ০

৮০। [illegible] ০

৮১। কল্যাণকল্পতরু ০

৮২। [illegible] ০

৮৩। শরণাগতি ০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব

স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।

অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৭২, স্থলে মাত্র ৬,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C. 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই মাঘ, ১৩৪২, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার [২৭৮-তম সংখ্যা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—২৬,	৯—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৬-০	১৮-০১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-০৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ মাধব, অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রেয়ঃ আচরণ

মনুষ্যজীবনের সার্থকতা শ্রেয়ঃ আচরণে। কি-ভাবে শ্রেয়ঃ আচরণ করিতে হইবে, তদুত্তরে নিত্যকল্যাণ-বিধায়ক শাস্ত্র বলিতেছেন—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।" মনুষ্য শ্রেয় আচরণের জন্য প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্য সকলই নিযুক্ত করিবেন। শ্রেয়ঃ কি? পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপাতসুখকর কিন্তু পরিণাম দুঃখজনক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থান করিয়া যাহা আপাত-দর্শনে কষ্টপ্রদ ও কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও নিত্য ভগবানের নিত্য আনন্দদায়িনী সেবারূপে দেদীপ্যমান তাহাই শ্রেয়ঃ। ভোগ বা ত্যাগপথ বিষকুম্ভ-পয়োমুখ প্রেয়ের দিকে গতিবিশিষ্ট। কেহ কেহ ত্যাগ বা জ্ঞান-মার্গকে শ্রেয়োমার্গ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ মার্গের কোন চেতনের তুলনায় চিদ্ বৈচিত্র্য-রাজ্যের সন্ধানে উহা আত্মঘাত বা আত্ম-হত্যায় পর্যবসিত। নিত্য সেব্যের নিত্য সেবকের ভূষণ নিত্য সেবা ব্যতীত আর কিছু শ্রেয়ঃ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বাক্য সকলই যদি ঐ নিত্য সেবায় নিযুক্ত হয় তবেই তাহাদের সার্থকতা। বিশ্বের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সর্বশ্রেষ্ঠ কথা—অধিকাংশ ব্যক্তিই জগতের ধারণায় যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতিতে মনীষী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ও অধিকাংশেরই কর্ণগোচর হয় নাই। আবার যাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ অতি বুদ্ধিমান হইয়া, আবার কেহ কেহ বা দুর্দম্য ক্লান্ত-ক্লেশ ভোগাসক্তি পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া এ কথার সম্মান করিতে অসমর্থ। যাহারা এই কথা শ্রবণ-মাত্রই ইহার সমাদর করেন তাঁহারা বিশ্বের লোক-সংখ্যার তুলনায় অতি অল্প হইলেও তাঁহাদেরই জীবন ধন্য—তাঁহারাই সার্থকজন্মা।

জন্মদৌর্বল্য এবং বাল্য-সংসার সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকতার ফলে প্রাণ, অর্থ, ধীঃ ও বাক্য যুগপৎ সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইলেও যদি আমরা চারিটীর কোনটী ক্রমশঃ সেবায় নিযুক্ত করি তাহা হইলে ঐ সঙ্গে অপরগুলি স্বাভাবিক আসিবে, কারণ ঐ চারিটীই এক যোগসূত্রে গ্রথিত। কেহ কেহ বলেন,—"আমার মন সর্বদাই ভগবৎসেবার দিকে, অর্থ অপেক্ষা মনের দ্বারাই ভগবানের অধিকতর ভাবে সেবা হইতে পারে; মন যদি ভগবানের দিকে রহিল, অর্থ আমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করিতে পারি, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।" বলা বাহুল্য এই সকল কথা শুধু সংসারাসক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে। মন যদি ভগবানের সেবার দিকে থাকে তাহা হইলে অর্থ কি আমি ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে পারি? স্ত্রী-পুত্রাদির বসন-ভূষণ-আহারাদির জন্য এত আগ্রহের সহিত অর্থ ব্যয় করি কেন?—তাহাদের প্রতি আমার প্রাণের টান আছে বলিয়া। যদি ঐ প্রাণের টান প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য হইত, তাহা হইলেই বাক্যই বলুন, বুদ্ধিই বলুন আর অর্থই বলুন—তাহা কি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতাম? গৃহস্থের পক্ষে স্ত্রীপুত্রাদি যে প্রকার আসক্তির বস্তু, অর্থও তদ্রূপই; কেহ যদি অর্থ মুক্তহস্তে ভগবৎসেবায় দান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ, বিদ্যা, বাক্য সকলই আপনিই ভগবৎসেবায় আসিবে—তিনি স্বেচ্ছায় আসক্তির অন্যান্য বস্তুও ভগবানের সেবাতেই নিযুক্ত করিবেন, যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই আত্মীয় বলিয়া বরণ করিবেন; আর যাঁহারা সেবায় বাধা দেওয়া দূরে থাকুক স্বয়ং সেবা করিতে অনিচ্ছুক, তিনি এই প্রকার শারীরিক ও মানসিক সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণেরও সঙ্গ করিবেন না। অর্থ বা বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলে যে ভগবৎসেবা হয় না, তাহা নহে। যাঁহার যাহা আছে তিনি তাহা দ্বারাই ভগবানের সেবা করুন, তাহা হইলে জীবন সার্থক হইবে—শ্রেয়ঃ আচরিত হইবে। যাঁহার অর্থ আছে তিনি নিষ্কপটে উহা ভগবৎসেবায় ব্যয় করিলে অন্তর্যামী ভগবানের কৃপাশক্তি তাঁহাকে জড়াসক্তি হইতে আকর্ষণ করিয়া নিত্যসেবা-সুযোগ দিবেন।

অর্থ, বিদ্যা, ধীঃ বা বাক্য চিরকাল মানবের থাকে না মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে ছাড়িতে হয়, জীবিতকালেও কত ব্যক্তি যে আকস্মিকভাবে উহা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাতব্যাধি, মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতি কত ব্যাধিতে জীবিতকালেই অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি ও বাক্শক্তি লোপ পায়। আর জড়াসক্তিতে অর্থের অনর্থকারিতার কথা কি বলিব? ইহা যে শুধু আসক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তাহা নহে, অনেক সময় জীবনাশেরও কারণ হয়। ব্যবসায়ে ক্ষতি, চোর-দস্যুর অপহরণ প্রভৃতি বহুলক্ষপতিকে একদিনে পথে বসাইয়া দেয়। কথায়ও বলে, লক্ষ্মী (অর্থ) চঞ্চলা। এমতাবস্থায় "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি" বাক্য চিন্তা দ্বারা সৎ বা নিত্য ভগবৎ-সেবাকার্য্যে অর্থ-প্রদান করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কোন কার্য্যই নিত্য বা সৎ নহে। সুতরাং সন্নিমিত্তে ব্যয় করিতে হইলে ভগবৎসেবাতেই ব্যয় করিতে হইবে।

অর্থের দ্বারা শ্রেয় আচরণের কয়েকটী দৃষ্টান্ত

ভগবৎসেবায় অর্থ ব্যয় করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত পুণ্যভূমি ভারতে বিরল না হইলেও খুব বেশী নাই অন্যান্য দেশে অধোক্ষজ তত্ত্বের সন্ধানই নাই; সুতরাং সে-সকল দেশের কথা বলিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। শ্রীরঙ্গমের শ্রীমন্দির অর্থের সদ্ব্যবহারের সাক্ষ্যরূপে বিরাজিত থাকিলেও কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঐ মন্দির নির্মাণে অগ্রসর হন নাই। নীলাচলের মন্দিরদ্বয় উৎকলনৃপতি কেশরীবংশীয় অনঙ্গভীমের কীর্তিরূপে বিরাজিত। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের মন্দিরত্রয় শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ-গোস্বামী ও শ্রীমধুপণ্ডিতের ধনাঢ্য সেবকগণের অর্থের সেবা-সৌষ্ঠবরূপে বিরাজিত। বর্তমান সময়ে গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা বরণপূর্বক শ্রীমনমোহন ভক্তিমুকুর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন, শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভক্তিভূষণ, প্রাচ্যবিদ্যা শ্রীসখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় শ্রীপদ্মিনী পিল্লাই, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তিভূষণ, জেপুরের মহারাজ বাহাদুর রামচন্দ্র দেও, শ্রীরাসবিহারী ভক্তিভূষণ, শ্রীকিশোরচন্দ্র দাস, শ্রীমন্মথনাথ দে, শ্রীবিপিন বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপুলিনবিহারী মিত্র, শ্রেষ্ঠাগ্র্য শ্রীরাইমোহন রায়চৌধুরী শ্রীকামিনীমোহন রায়চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, শ্রীমনোমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীসন্তোষমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীচুণীলাল সাহা, শ্রীচন্দ্রমণি বাগ, শ্রীহরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ শ্রীমন্দির, শ্রবণ-সদন ও ধর্মশালা-নির্মাণ-সেবার সুযোগ পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আদর্শ দান

সম্প্রতি একজন ভুস্বর্ণকুলভূষণ শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবার জন্য তাঁহার বাটীভাগ, বিষ্ণুপুর ও শ্রীনাথপুর মহলের জমিদারী দান করিয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের (শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভিটার) সন্নিকটে বাসগৃহ নির্মাণপূর্বক বাস করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার সহধর্মিণীও ঐ গৃহে বহুকাল তীর্থবাস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্তী মহাশয় অপুত্রক ছিলেন; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হউক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ না পাইলেও তাঁহার পরলোকগমনান্তে আশ্চর্য্য উপায়ে উক্ত সম্পত্তি শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-প্রাণজীউর সেবায় আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন এবং পোষ্যপুত্র রাখেন। ঐ পোষ্যপুত্রের অপুত্রক অবস্থায় জীবন-লীলা সাঙ্গ হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের হস্তগত হয়। নগেন বাবু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের প্রাপ্ত সম্পত্তি মহাপ্রভুর সেবায় দান করিয়া একদিকে যেমন নিজের উন্নত চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অপর দিকে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের সদিচ্ছা পূরণ করিয়া উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গয়ায় পিণ্ডদান করিলে—যাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিরই উদ্ধার হইয়া থাকে, কিন্তু বংশের কোনও ব্যক্তি সত্য সত্যই ভগবৎ সেবা করিলে তাঁহার বংশের ঊর্দ্ধতন অধস্তন শত পুরুষ উদ্ধার লাভ করে। সজ্জনমাত্রেই নগেন বাবুর এই আদর্শ দানের শতমুখে প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা নগেন বাবুর সেবা-বৃত্তির উত্তরোত্তর বর্দ্ধনের জন্য শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি। তিনি তাঁহার সম্পত্তি নিজ ভোগের জন্য রাখিয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া সর্বভোক্তা শ্রীভগবানের সেবার জন্য যখন দান করিয়াছেন, তখন শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি যে তাহাতে অর্পিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বলি মহারাজ যখন ভগবান্ বামনদেবকে সর্বস্ব প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার কুলগুরু

শুক্রাচার্য্য ঐ কার্য্যে তাঁহাকে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু বলি মহারাজ ঐ গুরুব্রুবের বাক্য পদদলিত করিয়া সর্ব্বস্ব দান-সম্বন্ধে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনও সৎকার্য্যে যখন আমরা অগ্রসর হই, তখন বহু ব্যক্তি বন্ধুর সজ্জায় আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে ঐ কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। কিন্তু চিত্তের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় তখনই যখন আমরা ঐ সকল ছদ্মবেশী শত্রুগণের কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া—ঐ বাধায় আরও দৃঢ়চিত্ত হইয়া "শুভস্য শীঘ্রম্" বাণী অনুসরণপূর্ব্বক সর্ব্বগুণের আকর শ্রীভগবানের সেবায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করি। ষোল আনা দিলেই ভগবানের কৃপা—যাহা শোক-মোহ-ভয়াপহা—যাহা জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে চিরতরে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্দের রাজ্যে স্থান প্রদান করে, সেই সর্ব্বমঙ্গলা দয়া ষোল আনা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নগেন বাবু সর্ব্বস্বদ্বারা ভগবানের সেবা করিবার জন্য যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার আদর্শ সেবা-পিপাসু ধনাঢ্যগণের ধ্রুবতারা হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রয়াগে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

-::•::——

দ্বারোদ্ঘাটন-সময়ে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৭ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সংশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম ২৭৫ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।]

প্রিয় বন্ধুবর্গ, মাননীয় মহিলা ও সজ্জনবৃন্দ,

এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য যে আমাকে মনোনীত করা হইয়াছে, এই দায়িত্বের জন্য সর্ব্বপ্রথমেই আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই দায়িত্ব আমার নহে, ইহা আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের; মর্ত্ত্যলোকে অমৃতের বার্ত্তা বহন করিবার দায়িত্ব তাঁহারই উপর চিরকালের জন্য অর্পিত হইয়াছে। আমাদের নিত্যগুরু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু আচার্য্যবেশধারী অপ্রাকৃত-তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে এই শ্রৌতসিদ্ধান্তবাণী শিক্ষা করেন। অহৈতুক-করুণাসিন্ধু শ্রীভগবান্ বিষয়ভাব সঙ্গোপনপূর্ব্বক আশ্রয়বিগ্রহ জগদ্গুরুরূপে আমাদের ন্যায় ভ্রান্তজীবদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রকট হইয়াছিলেন। এবং "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময় হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

সত্য সত্যই যাহাতে আমরা এই জগতের অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রতিক্ষণ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরের শুদ্ধ সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে প্রাকৃত ভূমিকায় সেবানন্দময় আদর্শ বিভিন্ন আকারে এই প্রদর্শনীতে দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই অসম্পূর্ণ ও অনুপাদেয় জগতে শুদ্ধবৈকুণ্ঠ সেবার অভাবে ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; এ সময়ে এই প্রদর্শনী আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গললাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচর বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনুশীলন করিতে গিয়া আমরা তাহাতে আমাদের খণ্ড, অনুপাদেয় ও তাৎকালিক জ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তি আরোপ করিয়া বসি। সুতরাং সংসারের পাতবন্ধক যে সমস্ত ধারণা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, সে সমস্ত হইতে আমাদের ছুটি পাওয়া দরকার। নিত্য-সেবানন্দময় জীবনের সহিত আমাদের বর্ত্তমান জীবন খাপ খাওয়াইবার জন্য যে সমস্ত সহজ উপায় আছে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

জাগতিক অনিত্যবস্তুসমূহের উপর আধিপত্য করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভোগপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার কোন কারণ আমি দেখি না; কিন্তু সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবার সাধনে নিযুক্ত হওয়াই আমাদের আবশ্যক। এই জাগতিক সুবিধার অন্বেষণেই আমাদের বিচার পরাহতকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে না। কর্ম্মী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে যদি আমরা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের সেবা করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পারমার্থিক উন্নতি হইবে।

যে স্থানে ব্রহ্মা মনের অভিজ্ঞা বস্তুর ভোক্তা সাজিবার কর্ত্তৃত্ব বোধ করিবার জন্য দশটী অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই বহুযুগের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যভূমি প্রয়াগক্ষেত্রকে অভিবাদন করিতেছি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানেই শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চারিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রাকট্য করিয়াছিলেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সব লীলা স্থূলভাবে এই প্রদর্শনীর মধ্যে দেখিতে পাইবেন। আপনারা সকলে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও তর্কপথকে বিশেষভাবে বর্জ্জন করিয়া এই প্রদর্শনীর নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ অনুধাবন করুন, ইহাই আমার আপনাদের নিকট অনুরোধ।

শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য-শক্তি-সম্ভূত চিৎকণ জীবসকলের নিত্য মঙ্গললাভের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে প্রবল করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা শ্রবণ করিয়া জীবগণ পুনরায় চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের প্রেমসেবা লাভ করিতে পারে।

উপসংহারে আমি সমাগত সজ্জন ও মহিলাগণকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, আপনারা শ্রৌতসিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ বাস্তব স্বরূপের উদ্বোধন করুন।

প্রয়াগ-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

——:•:

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

১২শ দৃশ্য—খট্বাঙ্গ রাজার বিষ্ণু-পাদপদ্মে শরণাগতি

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ ভগবৎপর্য্যায়ে গণ্য হ'ন না। ঐ সকল দেবতাগণ আধিকারিক দেবতা হিসাবে ভগবানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে জাগতিক সুখ-সুবিধা বা তাহা হইতে মুক্তি দিবার অধিকারী মাত্র। তাঁহারা মানবের চরম-প্রাপ্য বাস্তব বস্তু প্রদানে অসমর্থ; তাঁহাদের ভজন ভগবদ্ভজনের বাধকস্বরূপ। তাই খট্বাঙ্গ রাজা ঐ সমস্ত দেবতাগণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিলেন।

১৩শ দৃশ্য—কর্ম্মকাণ্ডের বিচারে ভগবৎসেবা নাই

ভগবৎ-সেবা-বিমুখ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে গরু চরাইতে দেখিয়া সামান্য গোপবালক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া সখাগণের প্রার্থনা সত্ত্বেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞান্ন দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

১৪শ দৃশ্য—যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ-পত্নীগণের স্বামিবাক্য উপেক্ষা ও কৃষ্ণসেবা

কৃষ্ণ-সখাগণ সকলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা (ব্রাহ্মণীগণ) উক্ত সখাগণকে আদর অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদিগের স্বামিগণের নিষেধসত্ত্বেও অর্থাৎ তাঁহাদের বাধা অমান্য করিয়াও রামকৃষ্ণের ভোগের জন্য যজ্ঞান্ন লইয়া স্বয়ং তৎসকাশে উপস্থিত হ'ন।

কৃষ্ণবিমুখ স্বামীর অনুগমনে বাস্তব পতিব্রত-ধর্ম্ম-পালন হয় না। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেদের এবং তাঁহাদের স্বামীর আত্যন্তিক মঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহারাই বাস্তবিক 'পতিব্রতা' নামে খ্যাত।

১৫ ও ১৬শ দৃশ্য—শ্রীবাসের পুত্র বিয়োগ। ভক্তের শোক নাই

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিক্ষা দিয়াছেন যে, ভগবানের সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। তিনি উক্ত বিষয় নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং পার্ষদগণ সহ শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তনরসে মগ্ন থাকাকালে, প্রদোষকালে শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রীবাসের অন্তঃপুরস্থ নারীগণ পুত্রশোকে অধীরা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ব্যস্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনরসে বাধা হইবে ভাবিয়া শ্রীবাস তাঁহাদিগকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। সতী পতিব্রতাগণ সেবোন্মুখিনী থাকায় ভগবদ্ভক্ত শ্রীবাসের কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া শোক প্রকাশ হইতে বিরত হন। এইরূপ সুষ্ঠু জ্ঞানধ্যাপন সর্ব্বতোভাবে কাম্য।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

-::•::

অদ্য হইতে ২ দিনের

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

২৬ মাধব ১৩ মাঘ ১ ফেব্রুয়ারী বার অমায় [illegible] গৌরকন্যা [illegible] ৮৷৪৮ [illegible] বিষ্ণু ১৩ নং [illegible] ১০৷৩৭ বালবকরণ। শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব—ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব।

২৭ মাধব ১৯ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী, রবি [illegible] সর্ব্ব বাসুদেব গৌরদশমী মধুসূদন দি ৪৷১৪ বোধিনী বিষ্ণু রা ১২৷০ [illegible] দি ৮৷৪ পরে ইন্দ্রযোগ রা [illegible] ৫৷৬৭ গরকরণ দি ৪৷১৫ পরে বণিককরণ রা ৪ ৫২ গতে বিষ্টিকরণ।

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষার রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. NO. C. 1844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০ই মাঘ, ১৩৪২, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সোমবার [২৭৯তম সংখ্যা

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	০ ছাঃ	৪৬,	১০—৩১,	১০—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭ ·২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	৩ ০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৩-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৩-৩৮	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২০শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৩রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, সোমবার | ২৭৯৩ম সংখ্যা

ব্রহ্মদেশে প্রচার

-::⁕::-

মান্দালয়ে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ মন্দালয় প্রচার সাফল্যের সহিত সমাপনান্তে গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে সদলে মান্দালয় সহরে শুভ পদার্পণ করেন। অগ্রস্থ সজ্জন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের সহিত পরিচিত হইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার সৌজন্য ও সত্যানুসন্ধিৎসামূলে ভগবদ্ভক্তের সমাদর বস্তুতঃই প্রশংসার্হ।

গত ২২শে জানুয়ারী মান্দালয়ের সনাতনধর্ম্মমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামীজী প্রায় ঘণ্টাধিক কাল সনাতনধর্ম্মবিষয়ে হিন্দীতে একটি সংসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। আত্মধর্ম্মের নিম্ন ভূমিকায় অবস্থানকালে জীবের ভাগ্যে যে চঞ্চল মনের নিগ্রহানুগ্রহ সুলভ হয়, মনের নশ্বরত্বে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাহার ভাগ্যে যে ত্রিতাপযন্ত্রণা লাভ হয়, তাহা যে কাল অবধি সনাতন আত্মধর্ম্মের উপলব্ধি না হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইবার নহে। যে কাল পর্য্যন্ত আমরা আমাদের অণুচিৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিব, যে কাল পর্য্যন্ত আমাদের অণুচিৎ ও নিত্যসিদ্ধ সেবাতত্ত্বের অভিজ্ঞান না জন্মে তৎকাল পর্য্যন্ত 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিতে আমাদের একটী গণ্ডীবদ্ধ ধারণা উপস্থিত হইবে মাত্র প্রভৃতি বিষয় যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করেন। গত ২৩ জানুয়ারী অত্রস্থ মিঃ এল্, ডি বর্ম্মা মহোদয়ের প্রচেষ্টায় অত্রস্থ আর্য্যসমাজ হলে শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত "প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়। শ্রীযুক্ত বর্ম্মা মহোদয়ের প্রস্তাবে ও আর্য্যসমাজমন্ত্রীর সমর্থনে পূর্ব্বোক্ত সি, সি, ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত বহু শিক্ষিত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মহিলা এবং বহু সুশিক্ষিত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী শ্রোতৃসমক্ষে স্বামীজী মহারাজ ঘণ্টাধিককাল তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পরমাত্মার প্রীতি জীবাত্মার প্রীতি কিরূপে উদিত হয়, উহা কত প্রকারে হইতে পারে এবং শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ-প্রীতি-সংগ্রহের নিমিত্ত কি অভিধেয়তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, প্রভৃতি সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যবাণী স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। মান্দালয়ে স্বামীজীর আরও কয়েকটি বক্তৃতা হইবে

ময়মনসিংহে প্রচার

বিগত ৮ই মাঘ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহোদয়গণসহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। উক্ত দিবসে রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জীব জন্মমরণ-মালা হইতে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মের সেবা লাভ করে, তাহা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

গত ৯ই মাঘ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বাস্তব বস্তু যে ভগবান্ তাঁহার সেবা কিপ্রকারে লাভ করিতে হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন, বেদ-বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় যে ভগবান, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য পন্থাদ্বারা লাভ করা যায় না। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নব গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ উত্তরকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাজনপদাবলী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ১০ই মাঘ ময়মনসিংহ [illegible] বাড়ীর নাট্যমন্দিরে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী কৃষ্ণ ও সেবা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল [illegible] দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে [illegible] দেখা যাইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে [illegible], ডাক্তার বীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, ডাক্তার যোগেন্দ্র বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরকিশোর [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র কাব্যতীর্থ, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি। অন্যান্য আরও ২০০ শত শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক বক্তৃতায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

শ্রীযুক্তা নেহেরুর অভিমত

অর্দ্ধকুম্ভ মেলা উপলক্ষে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত সৎশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শন করিয়া ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পরলোকগত মতিলাল নেহেরু মহোদয়ের কন্যা উমা নেহেরু নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

I was taken round the Gaudiya Math & the Theistic Exhibition, I was greatly impressed by it & feel that it is very instructive & artistically designed. I was pleased to hear the preaching of o[illegible] of the members of the math specially as he stressed the Bhakti-marga, which if literally followed would prove of great use to build up a united India irrespective of caste, creed, or religion and help the moment of universal brotherhood in the world.

Allahabad, 24-1-36. Uma Nahru.

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ "ডেলি এক্সপ্রেস" পত্রিকার প্রতিনিধি [illegible] গত ২০শে জানুয়ারী প্রয়াগ সৎশিক্ষা প্রদর্শনী দেখিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

I have been shown round the Exhibition organised by the Gaudiya Math and I must say that I was very much impressed by all what I saw. The organisers have done well in providing guides who not only explain the idols but also give religious discourses while they explain the images. The organisers deserve high

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ মাধব, সর্ব্বাশিন সঙ্কর্ষণ ৪৪৩

অদ্বৈত প্রভু

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং
ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥
(শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী)

মাধব মাসের গৌর-সপ্তমী তিথিতে মহাবিষ্ণুর অবতার আচার্য্য শ্রীশ্রীল অদ্বৈত প্রভু প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই ঐ তিথিতে প্রতি বৎসরই শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ অদ্বৈত-ভবনে—যেস্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন এবং পাষণ্ডিগণের সর্ব্বনাশকর ভক্তদ্রোহাচরণ-নিবারণার্থ যে-স্থানে গঙ্গাজল তুলসীপত্র দ্বারা স্বয়ংরূপের আরাধনা করিয়াছিলেন, অহৈতুক করুণা-প্রকাশের—অনিষ্টকারীর পরম-মঙ্গল-সাধন-প্রযত্নের সেই মহাপুণ্যময় স্থানে মহা-মহোৎসব হইয়া থাকে। এবারও গত ২৬শে মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবার এই সময়ে শ্রীধামে অবস্থান করিয়া ভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি কয়েকদিন যাবৎ শ্রীযোগপীঠে "বন্দে গুরূন্" শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই প্রসঙ্গে "ঈশাবতার" ব্যাখ্যায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি করেন, তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। হরি হইতে অভেদ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত। আবার ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহার 'আচার্য্য'-পদবী। সাংখ্য-মতে প্রধানকে বিশ্বের 'উপাদান'-কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জড়বস্তু দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃপক্ষে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু ঈক্ষণ-কর্ত্তৃত্বে বিশ্বসৃষ্টির মূল নিমিত্ত-কারণ আবার তিনিই অদ্বৈতরূপে 'উপাদান' রূপী স্রষ্টা।

অদ্বৈত আচার্য্য কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীহট্টস্থ নবগ্রাম-নিবাসী কুবের পণ্ডিত সহধর্ম্মিণী নাভাদেবী সহ গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণে আদর্শ-গৃহস্থ-দম্পতী প্রাণ-পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তৎকালে স্বপ্নে দেখিতে পান—একটী পরম তেজোময় সুন্দর পুরুষ অপর এক সুন্দর পুরুষকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ করিয়া বলিতেছেন—"তুমি পৃথিবীতে শীঘ্র অবতীর্ণ হও অবতীর্ণ হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমিও অগ্রজ সহ যাইব।" এই আদিষ্ট পুরুষই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। তিনি কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবীর তনয়রূপে আবির্ভূত হন। শান্তিপুরেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। মাতাপিতার অপ্রকট-লীলা-সম্বরণের পর তিনি গয়াযাত্রাচ্ছলে নানা তীর্থভ্রমণ এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। গোকুল মহাবনে দ্বাদশ-ঘাটে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কিছু কাল অবস্থান করিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। তথায় অদ্বৈত বট অবস্থিত। ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর প্রকটসময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন-পূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রমুখ বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীঅদ্বৈত সভায় আসিয়া ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তৎকালে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর অতিশয় সমৃদ্ধশালী মহানগর ছিল। ইহার পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেন। সুতরাং ইহা আয়তনে বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে ন্যূন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারতের মধ্যে বিদ্যার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রও এই শ্রীধাম-মায়াপুরেই ছিল। এই স্থানে পাঠ না হইলে সেই বিদ্যার কোন মূল্যই গৃহীত হইত না। তখন অক্ষজ বিদ্যা এমন প্রচার লাভ করিয়াছিল যে বালকেরা পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ভট্টাচার্য্যগণের (অধ্যাপকগণের) সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। অপরাবিদ্যার প্রসারে পরবিদ্যালাভের সম্ভাবনা নাই, তাই বিদ্যার্থিগণ ঐপ্রকার নাস্তিক ও অহঙ্কারী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা তৎকালে এমনই ভাবে আচ্ছন্ন এবং এমনই উদ্ধত-স্বভাব ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, শিক্ষাবিহীন বর্ণী এবং সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবগণকেও বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। তাহারা বাল্যাবধি সর্ব্বদা মগ্ন থাকিত; কেহ কেহ বা পুতুল ও কুকুর-বিড়ালাদির বিবাহে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিত; কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য কাণাকড়িও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত। যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিতেন, তাঁহাদের উপর ভীষণ দৌরাত্ম্য করিত। ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন তখন তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গাজল ও তুলসীপত্রদ্বারা আরাধনা করিয়া তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর দাস্যে বিভোর হইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহানন্দে হুঙ্কারের সহিত কীর্ত্তন করিতেন।

"চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥"

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রকট-লীলা প্রকাশ করেন তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজালয়ে ঠাকুর হরিদাস সহ আনন্দনৃত্য এবং হুঙ্কার সহকারে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সেই কালে নিজালয় উঠিয়া অদ্বৈত রায়
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধদ্বয়ের অন্যতম-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। অপর স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রায় প্রেমকোন্দল হইত। তাঁহাদের তত্ত্ব ও অন্তরের ভাব বুঝিতে না পারিয়া মাদৃশ অক্ষজ-জ্ঞানীর অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা আছে; তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণের ক্রিয়া মুদ্রা মানব-মনীষার বোধগম্য নহে; সুতরাং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার বাহ্যদর্শনে দেখিয়া এক বুঝিতে আর বুঝিয়া একজনের পক্ষ এবং অপর বৈষ্ণবের বিপক্ষ অবলম্বন-রূপ কার্য্য প্রকাশিত হইলে সর্ব্বনাশ হয়। "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ" শ্লোক-দ্বারা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও আমাদিগকে সাবধান করিয়া অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

বৈষ্ণবাপরাধ কি ভীষণ জিনিষ, তাহা বুঝাইবার জন্য মহাপ্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশলীলাকালে, যিনি ভক্তিবলে স্বয়ং ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন, সেই শচীদেবীদ্বারাও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট অপরাধ-খণ্ডনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু সর্ব্বদাই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভু কর্ত্তৃক দাসরূপে গৃহীত হইবার জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। যখন অনুনয় বিনয়ে কার্য্য হইল না, তখন বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিলেন—যোগবাশিষ্ঠ ও জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সংবাদ পাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে থাকেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু "আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণান্তে কাটোয়া হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকর্ত্তৃক শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতালয়ে নীত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মনের আনন্দে মহাপ্রভুর পূজা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে প্রায় প্রতি বৎসরই নীলাচলে যাইয়া চাতুর্ম্মাস্যের সময় মহাপ্রভুর সহিত অতিবাহিত করিয়াছেন। গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথাগ্রে কীর্ত্তন প্রভৃতি লীলায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গী। অদ্বৈত প্রভুকে পাইয়া মহাপ্রভু বলিতেন—"আজি আমি পূর্ণ হইলাঙ তোমার আগমনে॥" ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বীয় চৈতন্যদাস্যোচিত-ভাবে উত্তর করিতেন—

* * "ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপিহ ভক্তসঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥"

সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; সকল আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের মধ্যে অবস্থানের অবস্থা হইতে শুদ্ধভক্তের স্থান অনেক উচ্চে। বর্ণাশ্রমাদি মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহেন। তিনি যে কুলেই আবির্ভূত হউন, আর যে আশ্রমেই অবস্থান করুন—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের, এমন কি সন্ন্যাসিগণেরও পূজ্য। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াও অহিন্দু-কুলে আবির্ভূত বৈষ্ণববর ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—

"সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সকলেই শক্তিমদ্বিগ্রহ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার; মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব প্রভুই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীরাধিকার ভাব ও অঙ্গকান্তিতে ঢাকা শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রপঞ্চে প্রথমতঃ মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিলেন মাঘী গৌরসপ্তমীতে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসিলেন মাঘী গৌর ত্রয়োদশীতে এবং মহাপ্রভু আসিলেন দোলপূর্ণিমায়। পাষণ্ডিগণকে উদ্ধারার্থ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে প্রপঞ্চে ভক্তিডোরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আর কার্য্যশেষে নীলাচলে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল।

বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥

মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৌড়দেশে প্রেমভক্তি প্রচারার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গৌড়দেশের ভক্তগণ তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিয়াছেন। অদ্বৈতশাখিগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সারগ্রাহী, আর অপরে 'অসার' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাঁহারা সকলেই প্রথমতঃ একমত ছিলেন, পরে কতক ব্যক্তি দৈববিপাকে আচার্য্যের মত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পৃথক্ মত স্থাপন করে; ইহারাই অসার। এই অসারগণের সঙ্গ পরিত্যাগের জন্য উপদেশ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রণাম শ্লোকে বর্ণিয়াছেন—

"অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্
সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি
চৈতন্যজীবনান্॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহিমার অন্ত নাই। মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম॥

* * *

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে॥
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি-নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
তোমার মহিমা—কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা নাই,—এ বড় অপরাধ॥
জয় জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য॥

"সরস্বতী জয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পক্ষ]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রূপা। যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা।

প্রয়াগ-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

—:০:—

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

১৭শ দৃশ্য—ভগবদ্ভক্ত সুচতুর

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-প্রাপ্তির জন্য জাগতিক সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে থুৎকার করিয়া যখন ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া পাতড়া পর্ব্বতে উপস্থিত হন, তখন সেখানকার দস্যুসম্প্রদায় তাঁহার ভৃত্য ঈশানের নিকট কিছু সুবর্ণমোহর আছে জানিতে পারিয়া তাহা অপহরণ-মানসে তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে আদর অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কোন দিনই ভোগচতুর ব্যক্তিদিগের বিচার-প্রণালী বুঝিতে অসমর্থ নহেন। তাঁহারা ভোগের সকল প্রকার তাৎপর্য্য বুঝিয়া এবং উহার আকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন।

— —

১৮শ দৃশ্য—শ্রীসনাতনের দস্যুগণকে সুবর্ণমুদ্রা দান

দস্যুদিগের সৌজন্য দেখিয়া সান্দগ্ধচিত্তে সনাতন প্রভু ভৃত্য ঈশানের নিকট অর্থ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ঈশান একটী সুবর্ণমুদ্রা ভবিষ্যতে প্রভুর সেবায় লাগিবে বলিয়া সংরক্ষণপূর্ব্বক বাকী মুদ্রা ৭টী তাঁহার নিকট অর্পণ করিলে তিনি ঐগুলি দস্যুপতিকে প্রদান করিতেছেন।

১৯শ দৃশ্য—বুদ্ধিমানের পরিচয়

ভোগিকুল জাগতিক মঙ্গলের বিনিময়ে সুবর্ণকে স্থাপন করায় ভগবদ্ভক্তগণ ঐ সকলকে বহুমানন করেন না। সনাতন প্রভু ঐরূপ সুবর্ণ অপ্রয়োজনীয় জানিয়া এবং ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার বিনিময় অর্থ নিকটে থাকিলে উহাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের লোভ হইতে পারে জানিয়া উহা দস্যুদিগকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ও বুদ্ধিমানের পরিচয় দিলেন।

২০শ দৃশ্য—সুবর্ণ রক্ষাকর্ত্তা নহে—কৃষ্ণই রক্ষাকর্ত্তা

ঈশান লৌকিক বিচারে প্রভুর সেবার জন্য জাগতিক অর্থের প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। সুবর্ণমুদ্রা রক্ষাকর্ত্তা নহে, কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা,—এরূপ বোধ ঈশানের ছিল না। সুতরাং 'সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ' সঙ্গ না পাইয়া সনাতন প্রভু ভৃত্য ঈশানকে পরিত্যাগ করিলেন।

২১তম দৃশ্য—ঠাকুর হরিদাসের শ্রীনাম-ভজনে নিষ্ঠা

ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় নিরত হওয়ায় তাঁহার ব্যবহার সমস্ত মুলুকের কাজীর অসন্তোষের বিষয় হয়। তাহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় ঠাকুর হরিদাস কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তথাপি হরিসংকীর্ত্তনরূপ ভগবৎ-সেবা হইতে বিরত না হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥"

২২তম দৃশ্য—কারারুদ্ধগণকে শ্রীনাম ভজনে উপদেশ

ঠাকুর হরিদাস কারাগৃহে আবদ্ধ হইলে তথাকার পাপকর্ম্মনিপুণ কারানিক্ষিপ্ত ভোগিসম্প্রদায় তাঁহার সাধুতা ও মহিমার আশ্রয় লইয়া কারাগার হইতে অবৈধভাবে স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি উত্তরে কারাবদ্ধ জনগণকে কারাগৃহ হইতে বাহিরে যাইবার পরামর্শ না দিয়া সেখানে থাকিয়া নিবিষ্ট নাম-ভজনে মনোযোগ দিতে উপদেশ দিলেন।

২৩তম দৃশ্য—শিষ্যকে অর্চ্চনাধিকারে বঞ্চনা করা গুরুর কার্য্য নহে

উপদিষ্ট ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা উপদেশকারীর সরলতার পরিচয় নহে। মন্ত্রপ্রদান বা দীক্ষাদান করিলেই শিষ্যকে অর্চ্চনের অধিকার দেওয়া হয়। অর্চ্চনাধিকারে যোগ্যতার আবশ্যকতা আছে। উপদেশ-গ্রহণকারীকে অযোগ্য বিচার করিলে কোনমতেই তাহাকে ভগবৎপূজার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের অধিকার দেওয়া হয় না। কিন্তু যাঁহারা অধিকার দিবেন, পতিতকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, তাঁহারা এরূপ করেন না, যোগ্যতার অভাব থাকাকাল পর্য্যন্ত উহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলেন, এবং যোগ্যতা-লাভের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য সেরূপ উপদেশ দেন। যোগ্য হইলে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া নিজের জাগতিক স্বার্থ সংগ্রহ করা গুরুর কর্ত্তব্য নহে। উহা লঘুর বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

২৪তম দৃশ্য—সদ্‌গুরু শিষ্যকে অস্পৃশ্য রাখেন না

সদ্‌গুরু পতিতকে উন্নত করিয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন এবং আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে আত্মসমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূতশুদ্ধি হইবার পর অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ ও অজ্ঞান দূরীভূত হইবার পর সদ্‌গুরু তাহাকে অর্চ্চনের অধিকারী করিয়া আত্মসম করেন; সদ্‌গুরু নিজে ভগবদ্ভজন করেন বলিয়া শিষ্যকেও তাহাই শিক্ষা দেন। শিষ্যের শ্রীবিগ্রহ কিম্বা শ্রীশালগ্রাম পূজার অধিকার-প্রাপ্তিকে সদ্‌গুরু মৎসরতা প্রকাশ করেন না এবং শিষ্যকে পতিত রাখিয়া নিজে গুরুগিরি করিবার দুরাশা পোষণ করেন না।

ভোগের লোভে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিশ্বাসঘাতকতা

২৫তম দৃশ্য—শ্রবণেন্দ্রিয়ের

এই দৃশ্যে দেখা যাইতেছে, ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া হরিণ প্রাণ হারাইতেছে। এখানে হরিণ একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে লুব্ধ হইয়া যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে মানুষের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে কি অবস্থা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রদর্শনী-দর্শনে পণ্ডিত মালব্য ও পাতিয়ালার রাজপরিবার

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং পাতিয়ালার মহারাজের মাতা, মহারাণীসাহেবা ও রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিসহ রাজজামাতা রাণা পরাক্রম জং বাহাদুর গত ৩১শে জানুয়ারী প্রয়াগের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দৃশ্যসমূহ দর্শন করিয়া এবং প্রদর্শিত শিক্ষাসমূহের বিষয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রবণ করিয়া প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহার পরিকল্পনায় ও প্রেরণায় এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা সেই মহাবদান্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষতঃ কুম্ভমেলার যাত্রিগণ যে বিশেষভাবে ঋণী, তাহাও বলেন।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ২ দিনের

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

২৬ মাধব ২০ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী সোম সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরৈকাদশী দি ৪।৭ মৃগশিরা বয়ট্কার রা ১১।৫৮ বৈধৃতিযোগ রা ৩।৫১ বিষ্টিকরণ দি ৪।৭ গতে ববকরণ। **বৈষ্ণবী একাদশীর উপবাস।**

২৭ মাধব ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল স্বাতু প্রভায় গৌর-দ্বাদশী গদী দি ৩।২৫ আর্দ্রা ভূতবাজবৎ প্রভু রা ১১।৪৩ বিষ্কুম্ভযোগ রা ২।৯৮ বালবকরণ। **বরাহদ্বাদশী—জয়ন্তীর উপবাস।**

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
জামথানি	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫॥০
কাটারীভোগ	৬।০-৬৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪॥৵০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩।০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯॥৵০
„ লাল „	৮॥৵০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেন্ট.ময়দা	প্রতি মণ	৫৵০-৫
		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪॥০-৪॥৵০
আটা (বি)		৪॥৵০-৪৸০
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪/০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০-৩।০
পোলাড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৵০-১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭॥০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা	প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭॥০
পতিরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গোড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷॥০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৮৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸০	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা	১।০
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৮। বাদশ-আলবর	।০
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৵০
২২। ভজন-রহস্য	৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য	৷০
২৭। মুক্তাফলটীকা অপসোরভঃ সানুবাদ	২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ	৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন	৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫। গীতমালা	৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড	
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	
৪০। শরণাগতি	
৪১। গীতাবলী	
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	৷।০
৪৩। সাধনকণ	
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪৫। নবদ্বীপশতক	৴০
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি	৴০
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ	৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)	।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০। সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	।০
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬২। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম	।৵০
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬৬। সারার্থবর্ষিণী	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	৷০
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	৷০
৬৯। নামভজন	।০
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি	৷০
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৵০
৭২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭৩। বৈষ্ণবিজম	।০
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ	৴০
৭৫। দি ভাগবত	।০
৭৬। ইমপার্টিয়াল প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড আনেলাইজ্ড ডিসকোর্স	।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৮০। সাধন-পথ	.০
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৮২। গীতাবলী	০
৮৩। শরণাগতি	০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	০

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব

স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।

অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড; শ্রীমায়াপুর—২১শে মাঘ, ১৩৪২, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার [২৮০তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ব্রি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া গদাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৫১,	১৩—২২	১৭—০৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৫,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১১

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	[illegible]	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ   ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২১শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, মঙ্গলবার   ২৮০৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য শ্রীধাম মায়াপুরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রাকট্য-মহোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন হইবে।

আগামী কল্য হইতে দিবস-চতুষ্টয়-ব্যাপী আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বিষ্ণু-বৈষ্ণবগণের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনুক্ষণ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইবে। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর পূত চরিত্র আলোচিত হইবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম, যুবক্তা 'কীর্ত্তন-শাখালয়ে'ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রাকট্যোৎসবের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। তথায়ও অদ্য সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধিবাস কীর্ত্তন হইবে। আগামী কল্য তথায় প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর নগরসঙ্কীর্ত্তন হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় 'কীর্ত্তন'-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ রমানন্দ দাস সেবাতীর্থ মহাশয় "শুদ্ধভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের বিশেষ উৎসাহে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীব্যাস-পূজা এবার আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। পূজায় উপাসনারত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ঐ দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া শ্রীব্যাসপূজা উৎসব দিবস পঞ্চক অনুষ্ঠিত হইবে, এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত ৯ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভা-গৃহে "সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে এক ধর্ম্মের নিত্যত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও পরমোপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ প্রদর্শন করেন। ইহা আত্মবস্তুমাত্রেরই প্রয়োজনীয় সুতরাং সার্ব্বজনীন। পার্থিব সমাজে যেখানে অনন্ত প্রয়োজন সেইখানে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের নানা বিকৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সেখানেও এই ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষ হওয়া উচিত নহে। নানা কামনাবশে সাময়িক কল্যাণরূপী অকল্যাণের আবাহন করিয়া জীব হতজ্ঞান হইয়া নানা দেব-দেবীর আরাধনায় ব্যস্ত, এজন্য তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম-যাজনে এত উদাসীনতা।

গত ১০ই তারিখে উক্ত ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "আত্ম-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শনের জড় মতবাদ নিরস্ত করিয়া আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের চিন্মাত্রবাদের প্রচুর সমালোচনা করেন এবং আচার্য্যপাদের ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, নির্ব্বিকার ব্রহ্মই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া জগদ্রূপে প্রতীয়মান, মায়ামুক্ত হইলেই জীবাত্মা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। ব্রহ্মের এই বিকার ঘটিলে মায়ার শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। এবং ভগবৎশক্তিস্বরূপ জীবের অণুত্ব ও ব্রহ্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না প্রভৃতি বাক্য যে গীতায় "মম মায়া দুরত্যয়া" 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' প্রভৃতি শ্লোকে নিরস্ত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। "তত্ত্বমসি" "সোঽহং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বেদের প্রাদেশিক বাক্যগুলিকে মহাবাক্য ধরিয়া যে মায়াবাদ প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে, বৈষ্ণবাচার্য্যপাদ শ্রীমন্মধ্বমুনি মায়াবাদ-শতদূষণী নামক গ্রন্থে তাহা প্রায় শতাধিক শ্লোকে খণ্ডন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠ-দর্শনে "বেঙ্গল ল্যান্সার"-এর লেখক

"বেঙ্গল ল্যান্সার" এর লেখক মেজর ফ্রান্সিস্ ইয়েটস ব্রাউন ডি-এফ্-ও মহাশয় ভারত সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিবার মানসে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি "স্পেক্টেটার" পত্রিকায়ও লেখেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আর বি বাট্লারের অতিথি হইয়া 'গবর্ণমেন্ট হাউস'এ অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার নিকট দুই ঘণ্টাকাল পৌত্তলিকতা ও অর্চা-বিগ্রহের পূজার পার্থক্য বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন করিয়া ও স্বামীজীর নিকট শ্রবণ করিয়া মেজর ব্রাউন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনের একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভ্রমণ-তালিকা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাঁহার ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি গত ৩১শে জানুয়ারী [illegible] ভারতে গমন করিয়াছেন।

প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

—০—

আরও কয়েকটী অভিমত

I visited the Gaudiya Math on the 21 of January 1936. The Exhibition was very instructive. Such Exhibitions are a real benefit to the religious-minded people of the country. To me at least it seemed to be of very great importance. The organisers were all attention and looked to the comfort of us all and explained the meaning of all the different figures. I appreciated the courtesy and kindness which can never forget.

Sd/M N Ghosh
Dean, Faculty of Commerce
Allahabad University
21-1-36.

I visited the Theistic Exhibition for the second time today. It is so very interesting, illustrating & educating exhibition that promoters are entitled to much praise & credit for arranging it so beautifully at such an occasion as Ardh Kumbh Magh Mela & thus widely diffusing the real principles of Hindu religion.

Sd/G Narayan
N. Tahsildar
Manjhanpur, Allahabad.
24-1-36

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ মাধব, শ্রাপু প্রত্যয় ৪৪৯

ভৈমী একাদশী

গতকল্য ভৈমী একাদশীর উপবাস ছিল। এই একাদশীর নাম ভৈমী একাদশী কেন হইল, তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন। মৎস্যপুরাণ-পাঠে জানা যায়, শ্রীভগবান্ ভীমকে এই একাদশী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"হে ভীম, যদি তুমি অষ্টমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী ও অন্যান্য দিন নক্তব্রতে উপবাস করিতে সমর্থ না হও তাহা হইলে পাপ-বিনাশিনী পুণ্যস্বরূপ এই তিথিটির বিধানানুসারে উপবাস করিলেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারিবে।" ভীমকে শ্রীভগবান্ এই একাদশীর মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন এবং ভীম তদনুসারে এই তিথিতে উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম বোধ হয় ভৈমী একাদশী বা ভীম-তিথি হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে মহেশ্বর এই তিথির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এই ব্রত অশেষ যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া থাকে; ইহা সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশন, যাবতীয় দুঃখের নিবারক, অশেষ দেবতাকর্ত্তৃক পূজিত, যাবতীয় পবিত্রের ও যাবতীয় মঙ্গলের নিলয়, এবং ভবিষ্যব্রত সকলের ভবিষ্য ও পুরাণ সকলের মধ্যে পুরাণ অর্থাৎ ইহা এই সকলের আদি ও অগ্র্য।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"এই ব্রতের মাহাত্ম্য যখন অশেষ বক্তের অধিক তখন বিশ্বাত্মা জগদ্গুরু বাসুদেব ইহার বিধান বলিবেন।" শাস্ত্রে বিভিন্ন অধিকারের জন্য বিভিন্ন বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। কর্ম্মিগণ ফলশ্রুতি-শ্রবণে পাপ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সৎকার্য্যে মনোনিবেশ দ্বারা ক্রমোন্নতির পথ বরণ করিলে ক্রমশঃ অহৈতুকী ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন। ভক্তগণ ফলশ্রুতির অপেক্ষা করেন না। কারণ তাঁহারা নিজের ভোগের জন্য কিছুই প্রার্থী নহেন। তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনা—"জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"। বিষ্ণুর প্রীতির জন্যই তাঁহারা ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে উপবাস করিয়া শ্রীহরিবাসর পালন করেন।

শ্রীবরাহ দ্বাদশী

অদ্য অবতারী শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতারগণের অন্যতম ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাবতিথি—বরাহদ্বাদশী। ভক্তিসদ্বিগ্রহগণের আবির্ভাবতিথি মাত্রই উপবাসমুখে পালনীয়। তাই শুদ্ধভক্তগণ অদ্যও শ্রীভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদগণের মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে উপবাসের সহিত এই তিথি পালন করিতেছেন। আগামী কল্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটতিথি; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন বলদেব; তাঁহা হইতেই যাবতীয় অবতারগণের আবির্ভাব; অপর কথায়, যাবতীয় অবতার তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহ—কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ অংশাংশ বা কলা। সুতরাং [illegible] মূল সঙ্কর্ষণ প্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস্যদানরূপ মহোদার্য্য লীলা-প্রকাশার্থ প্রপঞ্চে প্রকটলীলার তিথি যে উপবাসমুখে পালনীয়, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই বিষয়ের সন্ধান রাখেন; প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাবতিথিতেও উপবাস করে না; ইহা অজ্ঞতা হইতেই জাত। অস্মদীয় আচার্য্যদেব গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং ভৈমী একাদশী, বরাহ দ্বাদশী ও নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিত্রয়ে নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তন-মুখে উপবাস করিয়া এই পরমার্থ তিথিত্রয়ের সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস-লিখন-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই—

"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ, অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লক্ষণ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ইহাতে বিষ্ণুর আবির্ভাব-তিথির পালন স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রমাণ আছে। শ্রুতিতেও অনেক প্রমাণ আছে। কংসকারাগারস্থিতা দেবকীদেবীর গর্ভগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যে সকল শ্লোকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহার একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল; ইহাতে তিনি যে সকলের আকর ও রক্ষাকর্ত্তা, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

"মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥"

[হে যদূত্তম, তুমি, মৎস্য, হয়গ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথিরাম, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে পালন করিয়া থাক। হে পরমেশ্বর, তোমায় বন্দনা করিতেছি; তুমি এই পৃথিবীর ভার হরণ কর।]

শ্রীবরাহদেব রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৩।৭) উক্তি—

"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥"

পৃথিবীর উদ্ধার-সময়ে অসুররাজ হিরণ্যাক্ষ প্রবল বিক্রমে শ্রীবরাহদেবকে বাধা প্রদান করিয়াছিল কিন্তু অসুরগণ পাশবিক বলে যতই বলীয়ান্ হউক না কেন, শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনাস্ত্রের নিকট নিস্তার নাই। শ্রীবরাহ বিষ্ণু বহুকাল উক্ত অসুরের সহিত যুদ্ধক্রীড়া করিয়া সুরগণের আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক তাহাকে নিহত করেন। এই বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের বিনাশে অতিশয় উল্লসিত হইয়া দেববৃন্দ নিম্ন শ্লোকে শ্রীবরাহদেবের স্তুতি করিয়াছিলেন—

নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে
স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদ-
স্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্বৃতাঃ॥

হে ভগবন্, আপনি নিখিল যজ্ঞের বিস্তারকারণ. আপনি লোক-স্থিতির জন্য শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। আজ আমাদেরই সৌভাগ্যবলে জগৎপ্রপীড়ক এই দৈত্যকে আপনি নিহত করিলেন। হে ঈশ, আমরা আপনার পাদপদ্মে ভক্তি করিয়া থাকি; আমাদের ভক্তিপথের বিঘ্নকারী এই দৈত্যের বিনাশে আমরা এখন শান্তিলাভ করিলাম।

আজ শ্রীবরাহদেবের পূত-লীলা আলোচনার বিশেষ দিন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার-কালে বরাহবেশে শ্রীমুরারিগুপ্তকে নিজ তত্ত্ব বলিবার বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই—

মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিকে কহিল গর্জ্জিয়া॥

তিনি বরাহবেশে নির্ব্বিশেষমতবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?
আমি যজ্ঞবরাহ—সকল-বেদ-সার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-কৃষ্ণ এবং সকল অবতারের অবতারী; সুতরাং সকল অবতারের আবেশই তাঁহাতে সম্ভব। তাই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর স্তবে বলিয়াছেন—

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥
তুমি রক্ষঃকুলহন্তা, জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বর-দাতা, অহল্যামোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি' কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ'-নাম যাঁর॥"

ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ শচীগর্ভস্তুতিকালে অবতারী গৌরহরির বিবিধ অবতারের লীলার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার জয়গান করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী সর্ব্বজ্ঞ বালগোপালের কৃপায় মহাপ্রভুর অবতারিত্ব লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরস্বতী দেবী যখন দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরীকে শ্রীগৌরহরির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনি মহাপ্রভুর বিবিধ অবতারের কথা বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে অবতারী শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার সহিত সকল অবতারেরই আগমন হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তগণ অবতারীকে স্বীয় যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন অবতার-বিগ্রহরূপে দেখেন এবং সেইভাবেই স্তুতি করেন। তাহাতে কাহারও বাক্য মিথ্যা বলা যায় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি সহজ কথায় এই বিষয় বর্ণন করিয়াছেন—

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥

অবতার-বর্ণনে অবতারীর প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ অবতারীর প্রসঙ্গ-শ্রবণে অবতারের বিশেষ আনন্দ হইয়া থাকে, তাই আমরা আজ বরাহ-দেবের বর্ণন-প্রসঙ্গে অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সম্বন্ধে দুই একটী কথা কীর্ত্তনে প্রয়াস পাইতেছি।

উড়িষ্যাপ্রদেশের বৈতরণী নদীর তীরস্থ যাজপুরে (হাওড়া হইতে পুরী যাইবার পথে) শ্রীবরাহদেবের অর্চ্চাবিগ্রহ বিরাজমান। ঐ স্থান মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদরজে অভিষিক্ত; তাই শ্রীল প্রভুপাদ তথায় "শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ" স্থাপন করিয়াছেন।

নবদ্বীপের যে নয়টী দ্বীপ গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত, তাহাদের অন্যতম কোলদ্বীপ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গবেষণাপূর্ণ-প্রবন্ধে অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সহরনবদ্বীপ সেই কোলদ্বীপে অবস্থিত। 'কোল' শব্দের অর্থ বরাহ। কোলদ্বীপের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, এই স্থানে সত্যযুগে 'বাসুদেব'-নামে একজন

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গোভিষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, পাঁচ সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দযুক্ত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

স্বনামধন্য জে, বি, দত্তের

কাউন্‌টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ মাধব, শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৯

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

-::*::-

অদ্য পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট তিথি—মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী; এই তিথিতে প্রকাশিত হইয়াই তিনি রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর তনয়রূপে লোকের সুখাবলয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবসময় রাঢ়দেশ সর্ব্ব সুলক্ষণে ভূষিত ছিল। প্রকৃতি দেবী ফুল্ল মলয়-বসনে সুসজ্জিত হইয়া নীল চন্দ্রাতপের তলে আনন্দের হাস্যে সুমধুর আস্যে কুসুমের সৌরভ, অলির গুঞ্জন ও বসন্তের আগমনীর দূত কোকিলের কর্ণরসায়ন কুহুধ্বনিসহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মপূজার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এই তিথিতে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। মূল সঙ্কর্ষণ প্রভু আগমন করিতেছেন জানিয়া বিধাতা তাঁহার আবির্ভাবস্থলী তাঁহার সেবার যাবতীয় সম্ভারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে—

মহা জয় জয় ধ্বনি, পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ পুনঃ সুমঙ্গল॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের সময় হইতেই ভাগ্যবন্ত জনগণ তাঁহাতে অলৌকিকত্ব দর্শন করিয়াছেন—মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। শিশু নিত্যানন্দ অন্যান্য শিশুগণের ন্যায় ক্রীড়া করেন নাই। তাঁহার ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বাল্যে অন্যান্য বালকগণ-সহ যে ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে রাম-নৃসিংহাদি বিবিধ অবতারের লীলাই প্রকাশ করিয়াছেন। বালকের পক্ষে এই প্রকার লীলা-প্রদর্শন সাধারণের নিকট বিস্ময়কর হইলেও অবিশ্বাসের কিছুই নাই। কারণ যাঁহা হইতে বিবিধ অবতারের আবির্ভাব—বিবিধ অবতার যাঁহার অংশ বা কলা, সেই মূল সঙ্কর্ষণ বলদেব প্রভুই স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের সকল ব্যবস্থা—তাঁহার সেবার যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত রাখিতে তৎপূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলাকালে জনৈক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হন এবং যথাযোগ্য সৎকৃত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে ভিক্ষা চান। একমাত্র তনয়কে—বিশেষতঃ যাঁহার আবির্ভাবে সর্ব্বসুমঙ্গলের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, অতীব অদ্ভুত লেশমাত্রও নাই, এহেন গুণধর পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করা কি প্রকার উচ্চ ব্যাপার তাহা বর্ণন করা সাধ্যাতীত। কলিহত জীবের পক্ষে তাহার কল্পনাও সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। কিন্তু যিনি বলদেব প্রভুকে তনয়রূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তিনি ত' সাধারণ মনুষ্য নহেন। ভগবানের অভিলাষ পূরণ করাই তাঁহার সেবা। "না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ। তাঁর সুখ মোর সুখবর্থা", ইহাই ত' সেবকের প্রাণের কথা। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু নিজে আচরণ করিয়া গৌরকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা-প্রদানার্থই অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই প্রকার তাঁহার বাৎসল্যরসের সেবক হাড়াই পণ্ডিত এবং পদ্মাবতীও অবতীর্ণ হইয়াছেন। সন্তানকে মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ না করিয়া কৃষ্ণসেবার্থ অর্পণ করাই যে জনকের কৃত্য এই আদর্শ আপনি আচরণ করিয়া শিক্ষা-প্রদানের জন্য সুতরাং ভগবানের এই বাৎসল্য রসের সেবা-বিগ্রহদ্বয় সন্ন্যাসীকে বিমুখ করিলেন না।

নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীর সহিত আসিয়া ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিলেন। বৃন্দাবনে যাইয়া প্রত্যেক মন্দিরে দেখেন তথায় কৃষ্ণ নাই, কারণ তিনি শ্রীগৌররূপে গৌড়মণ্ডলে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তিনি ত্বরায় শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইলেন। ব্রজের কানাই বলাই গৌড়ের গৌর নিতাই। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-পরিপূরক। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে হরিদাসসহ নাম-প্রেম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে যাইয়া বলেন—

"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

এই প্রচারকার্য্য—অহৈতুক-করুণার বশে এই নাম-প্রেম-বিতরণ কার্য্য—জীবগণের পতন হইতে উদ্ধারের এই মহতী প্রচেষ্টা—নিত্যানন্দ-প্রভো উদয়নের এক অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদানও যে বিনা বাধায় হইয়াছে, তাহা নহে; পদে পদে ধনকুম্ভ বাধক ও বাগ্-বৈখরীর (?) দেশগণ স্বয়ং মূল সঙ্কর্ষণ প্রভুকে পর্য্যন্ত প্রবল-বিক্রমে বাধা দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই; এই প্রকার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না হইলে কি ভগবানের আবির্ভাব হয়? জগাইমাধাইর কাহিনী পাঠকগণ সকলেই জানেন, সেই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত-পাবনত্বের গভীরতার লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান যুগের বহির্মুখতার ঐ প্রকার বক্রতার কিছুমাত্র কম লক্ষ্য করি নাই। তাই অভিন্ন নিত্যানন্দের আবির্ভাব হইয়াছে; এই জগদ্গুরুবরেও প্রাণসংহারপ্রয়াসী ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া নিজ সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয়-প্রদানের বিষয় আমরা অবগত আছি। বস্তুতঃপক্ষে জগাইমাধাইর উদ্ধারেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা চতুর্দ্দিকে অতি সত্বর বিস্তৃত হইয়াছে। আমার নিজের জীবন ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই—নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাইবার পূর্ব্বে মাধাইর চিত্তবৃত্তি যে-প্রকার ছিল, আমি তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই কম মোহ-মদিরাগ্রস্ত ছিলাম না। মাদৃশ দুরাশয়কে যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বীয় অভয়-চরণে স্থান প্রদান করিয়াছেন তখন গুরু-পাদপদ্মে 'পতিত-পাবন'-লীলার উদাহরণ আমাকে আর কোথাও অন্বেষণ করিতে হইবে না। বস্তুতঃপক্ষে আমার পক্ষেও উক্তি—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥

গৌড়দেশ প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিবার ভার মহাপ্রভু ন্যস্ত করিয়াছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠকে কেন্দ্র করিয়াই প্রচার করিয়াছেন। সেই শ্রীযোগপীঠ মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা-সঙ্গোপনের কিছু পরে কিছুকাল সাধারণ-লোক-দৃষ্টির বহির্ভাগে অবস্থান করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যের বিষয় মহাপ্রভুর ইচ্ছায় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ও বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-সুরধুনীর ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা তাঁহা আবিষ্কৃত হইয়াছেন এবং মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই আজ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট-বাসরে ও প্রকটোৎসবে শ্রীধামে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ দেখিতেছি। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের সৌভাগ্য; আমাদেরও সৌভাগ্য এই যে, আমরা তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইর নাম, কাম ও নাম-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধনের সুযোগ পাইতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীগৌরহরির পাদপদ্ম পূজা করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরের সেবকগণ এবার আগামী বুধবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাস-পূজা করিবেন। ঐ দিবস হইতে শ্রীব্যাসপূজা উৎসব পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমকোন্দলের বিষয় "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের নিম্নবর্ণিত সাবধান বাণী স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ বৈষ্ণব-অপরাধ মত্তহস্তী ভক্তিলতিকা সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করিয়া থাকে।

"হেন একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্যজনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত (আঃ ৯।২২৮)

আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সিদ্ধ মুক্ত অপ্রাকৃত-সেবকগণের মধ্যে সর্ব্বদাই সৌহার্দ্দ্য বর্ত্তমান। সময় সময় বহিঃপ্রতীতিতে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর যে সাম্প্রদায়িক ভাবসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাও বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের প্রীতিরই পোষক। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি।
'মন্দ' বলে, হেন দেখ,—সে কেবল স্তুতি॥

শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণ শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণলীলায় শ্রীবলদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত থাকিতে পারেন না, সেই প্রকার গৌর-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত থাকিতে পারেন না। মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ, সন্ন্যাসের পরামর্শ শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে, সন্ন্যাসান্তে বাহ্যহারা হইয়া ব্রজের অভিমুখে গমন সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণ; আবার শান্তিপুর ও নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর প্রাণরক্ষার্থ মহাপ্রভুকে কৌশলক্রমে পথ ভুলাইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতালয়ে আনয়নকার্য্যও শ্রীনিত্যানন্দের। নীলাচলে গমনকালে সঙ্গী নিত্যানন্দ; স্বয়ং ভগবানের দণ্ডগ্রহণের বা দণ্ডবহনের আবশ্যকতা নাই, তাই মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গকার্য্যও শ্রীনিত্যানন্দের; একদণ্ডী মায়াবাদিগণকে স্বমতে আনয়নের জন্য একদণ্ড গ্রহণ করিলেও মায়াবাদিগণকে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর উপদেশ প্রদানই মহাপ্রভুর আচার্য্যলীলা, তৎপ্রদর্শনকল্পে দণ্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কার্য্য, আবার ব্রজের অনুরাগমার্গে প্রবিষ্ট মুক্তকুল-শিরোমণিগণের বৈধ-পথের দণ্ড-ধারণের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই, তৎপ্রদর্শন-কল্পে দণ্ডকে বন্যায় ভাসাইয়া দেওয়া কার্য্যও নিত্যানন্দ প্রভুর। ভক্তাচার্য্যত্বের, রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন প্রভৃতি লীলায়ও আমরা মহাপ্রভুর পার্শ্বে নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিতে পাই। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিতেছেন—"যে স্থানে নিত্যানন্দের নর্ত্তন, সেই স্থানেই আমি আছি।" পানিহাটিতে রাঘবালয়ে

যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহোৎসব করিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অলক্ষ্যে উপস্থিতির কথা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই। যে কোন কুলে আবির্ভূত ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার যোগ্য এবং দীক্ষিত হইলে তাঁহার আর পাতিত্য থাকে না, মহাপ্রভুর এই উপদেশ নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে সুবর্ণবণিককুলে আবির্ভূত করাইয়া স্বীকার করিবার লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঠাকুর হরিদাসকে অহিন্দুকুলে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীতে, বৈষ্ণব যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইলেও চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমীর বিশেষভাবে পূজ্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক কথায়—

"নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।"

এক্ষণে নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'স্বাংশ-প্রকাশ'-রূপে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অর্থাৎ তিনি মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী", "মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে" "মায়াভর্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ" "যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী" "যস্যাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং" শ্লোকসকলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান পাই। তাহা সংক্ষেপতঃ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। প্রকৃতির অতীত 'পরব্যোম' নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে, এই ধামের সর্ব্বোপরি 'কৃষ্ণলোক'। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকে 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া বৃন্দাবনস্থ ধাম। কৃষ্ণলোকের নিম্নভাগে 'পরব্যোম' নামক বৈকুণ্ঠ, তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব তিনি মূল সঙ্কর্ষণ, এই মূল সঙ্কর্ষণই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। মূল সঙ্কর্ষণের প্রকাশবিগ্রহ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ, জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীব সকল তথায় বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্থান নাই। নারায়ণ-ধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময়জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র, যাহার অপর পারে অসংস্পৃষ্টভাবে মায়ার অবস্থিতি। কারণসমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের অংশরূপ প্রথম বা আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর অবস্থান। ইনি কারণোদকশায়ী সংজ্ঞায় অভিহিত; তাঁহার ঈক্ষণেই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপাদানকারণ 'প্রধান' ও নিমিত্ত-কারণ প্রকৃতি সৃষ্টি ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টির মূল কারণ—কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর ঈক্ষণ। এই কারণবারিশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ বা প্রকাশবিগ্রহ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, যিনি সমষ্টি জগতে প্রবিষ্ট। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ বা প্রকাশ-বিগ্রহ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্ট ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু; তিনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান; তিনি 'শেষ' শয্যায় শয়ান এবং ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই এক অংশ বিরাট্ বলিয়া কথিত। 'শেষ' মূর্ত্তি বিষ্ণুকে ছত্র, পাদুকা শয্যা, উপাধান, বসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদিরূপে সেবা করেন। পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণ, কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অংশ-অংশাংশ—অংশাংশাংশ ইত্যাদি। মূল সঙ্কর্ষণ পঞ্চদেহে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষপূর্ত্তিরূপ সেবা করিয়া থাকেন। পুরুষাবতারগণ ব্যতীত মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতারগণের আবির্ভাবও মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ প্রভু হইতে।

এহেন নিত্যানন্দ প্রভুর অপার অনন্ত মহিমা মাদৃশ বরাক কি কীর্ত্তন করিবে? স্বয়ং মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর পাদোদক ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবরণ করিয়াছেন—

"আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর রায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায় ॥
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্তপ্রায় 'হরি' বলি' করয়ে আহ্বান ॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১২।৩৬-৩৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল-বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর মহিমা বর্ণন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, প্রবন্ধবিস্তারভয়ে তাহা হইতে কয়েকটী ছত্র মাত্র উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। অদ্যকার এই সর্ব্বশুভদা ত্রয়োদশীতে বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করুন—অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাই যেন জীবনের ধ্রুবতারা হয়।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার
উত্তম, অধম কিছু না করে বিচার ॥

জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
তাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি, সব তাঁহার শকতি ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥

* * *

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয় ॥
জয় জয় নিত্যানন্দচরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

প্রয়াগ-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

---:o:---

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

৩০তম দৃশ্য—প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে কৃষ্ণলীলা বোধগম্য নহেন

মক্ষিকাকুল যেমন কাঁচপাত্রের মধ্যে অবস্থিত মধু আস্বাদন করিবার লোভে কাঁচপাত্রের উপর বসিয়াই মধুর প্রকৃত আস্বাদন করিয়াছে মনে করে, তদ্রূপ যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত সেবা করিতে পারে না অথচ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করিয়াছে বলিয়া অভিনয় করে, তাহারা নিশ্চয়ই ঐ রসাস্বাদনে বঞ্চিত।

৩১তম দৃশ্য—অসদ্গুরুব্রুবের আশ্রয়ে সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জন

সন্তরণশীল কুকুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সমুদ্র পার হইবার প্রয়াস করিলে যে প্রকার কুকুর ও তাহার লাঙ্গুলধারী ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই বিষম বিপদ ঘটে, তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তিকে বাদ দিয়া অসদ্গুরু কিম্বা কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান প্রভৃতির আশ্রয়ে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে গেলে সংসারসমুদ্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে হয় মাত্র।

৩২তম দৃশ্য—সদ্গুরুর আশ্রয়ে সংসার-ত্রাণ

সদ্গুরুর উপদেশানুসারে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ভগবদ্-বিগ্রহের সেবার চেষ্টা বিশিষ্ট হইলে ভবসংসারে ত্রিবিধ ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবা-সুখ লাভ ঘটে।

৩৩তম দৃশ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ লোকে অবতরণ করিলে ভাগ্যবন্ত জীবগণ তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের অন্তর্দ্ধানে ভগবন্নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-বিষয়িণী কথারূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য হয়।

৩৪তম দৃশ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাধিক গুরুত্ব

জগতের সকল শাস্ত্র ও সকল উপদেশ তৌলদণ্ডের একদিকে প্রদত্ত হইলে অন্যদিকে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই গুরুত্ব লক্ষিত হয়। সকল শাস্ত্র ও সকল উপদেশ চরমে ধর্ম্মার্থকামরূপ ভোগ এবং ত্যাগরূপ মোক্ষকে প্রাপ্য জ্ঞান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই সকলের অকিঞ্চিৎকরতা স্থাপন করায় অপর সকলের গুরুত্ব ভাগবতের নিকট লঘুত্বে পরিণত হয়।

৩৫তম দৃশ্য—শ্রীনামী অপেক্ষাও শ্রীনামের অধিক গুরুত্ব

সত্যভামা তৌলদণ্ডের একদিকে সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য্য চাপাইয়া দিলে তাহা ওজনে কম হইয়া যায়, উহার অপরদিকে শ্রীরুক্মিণী একটী তুলসীপত্রে লিখিত অপ্রাকৃত শ্রীনাম চাপাইয়া দিলে ঐ দিকেই গুরুত্ব লক্ষিত হইয়াছিল। অযোগ্য ব্যক্তি নাম সেবা দ্বারা যোগ্যতা লাভ করেন বলিয়া নামী অপেক্ষা নামের দ্বারা অধিক ফল-লাভের গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

৩৬তম দৃশ্য—'তেঙ্গলই'গণের "মার্জ্জারন্যায়"

ভগবান বা ভক্তের অনুগ্রহ-বলে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া মঙ্গলের উদয় হয়। উহা কৃষ্ণপ্রসাদজ বা কৃষ্ণ-ভক্তপ্রসাদজ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যখন আমরা বিড়ালীকে তাহার শাবককে সাহায্য করিতে দেখি তখনই আমরা শরণাগতির মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া ভগবৎ-কৃপার উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। তেঙ্গলই বা উত্তর-দেশের শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে এই প্রকার ভগবদনুগ্রহের নির্ভরতা দৃষ্ট হয়। উহাকে "মার্জ্জারন্যায়" বলে।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

---::o::---

অদ্য হইতে ২ দিনের

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

২৮ মাঘব ২২ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার ভূত আনন্দ গৌরত্রয়োদশী দণ্ড দি ৩।২৪ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র দণ্ড ১২।১৮ প্রীতিযোগ দণ্ড ১৮ তৈতিলকরণ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব ও জয়ন্তীর উপবাস। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে চারি দিবস-ব্যাপী মহামহোৎসব।

২৯ মাধব ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি আদি কারণোদশায়ী গৌরচতুর্দ্দশী দি ৩।৩৩ পুষ্যা নক্ষত্র দণ্ড ১২।২২ আয়ুষ্মান-যোগ দণ্ড ১২।২২ বণিজকরণ দি ৩।৩৩ গতে বিষ্টিকরণ দণ্ড ৫।৫৮ গতে ববকরণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে অদ্য প্রেস বন্ধ থাকায় আগামীকল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদখানি	৬৸৹
মাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৷৹
কাটারীভোগ	৬।০-৬৷৹
বাঁকতুলসী	৫৶৹
নাগরা নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪।০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৷৶৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸৹
পেশোয়ারী	১০০-১০।০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৷৶৹
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸৹
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩.০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸৹
দেশী সাদা দানা	৯৶৹ ৯৷৶৹
,, লাল ,,	৮৷৶০-৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ	
পেটেন্ট ময়দা		৫৶০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৶০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷০-৪৷৶৹
আটা (বি)		৪৷৶০-৪৸৹
সুজী		৪৸৶০-৫৲
আটা (এস)		৪৶০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪/৹
আটা (কে)		৫৸০-৩৸৶৹
আটা (৩)		৩৶০-৩।৹
পোলার্ড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৶০-১৸৶৹

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭৷৹
নারিকেল তৈল	১১।০—১১৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸৹

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ	
রামসীতা		৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭৷৹
পতিরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **THE HARMONIST**—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৹।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সজ্জনতোষণী-গ্রন্থ ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। নামকবন্ধমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বালক-স্থাল বর ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য
২২। ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
২৭। মুক্তামালিকা ভগবৎমোহঃ সানুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিপ দর্শন ৶৹
৩১। নামভজন (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵৹
৩৮। শ্রীল বাসুদেবকৃত ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। কল্যাণ ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৪৩। সাধনকণ ৵৹
৪৪। ৵৹
৪৫। নবদ্বীপশতক /৹
৪৬। স্বনিয়মদশক ৵৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনাম ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক-শিক্ষাষ্টকম ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৶৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /৹
৬৬। সারস্বতস্তবম ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭১। বিশেটিক ওয়ার্কস ৷৶৹
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যদেব ।৹
৭৩। বৈষ্ণবিজম ।৹
৭৪। লোকাট গৌড়ীয়মঠ কলিকাতা /৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। হলোটিক প্রিন্সিপলস য়্যাণ্ড আনেলাইজড ডিভোশন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৭৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। [illegible] ৹
৮০। [illegible] ৹
৮১। কল্যাণ কল্পতরু ৵১০
৮২। গীতাবলী ৵৹
৮৩। শরণাগতি ৵৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[বৈদিক প্রদর্শনী-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ — ৩০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৪শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, শুক্রবার — ২৮২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——— ::●:: ———

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউটে আর্য্যাণ-মনীষার বক্তৃতা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট গৃহে উক্ত বিদ্যালয়ের নবগঠিত ডিবেটিং সোসাইটীর উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়কে সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার প্রস্তাবমুখে হেড্ মাষ্টার মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ বি-এল মহোদয় কৃতিরত্ন মহোদয়ের এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ম বিবিধ প্রচেষ্টা ও তাঁহার শ্রীগুরুসেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ এ্যাসিষ্টেণ্ট হেড্ মাষ্টার তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলে কৃতিরত্ন প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষক মহাশয়গণ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভৃতি বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু আৰ্য্যাণদেশীয় ভক্তের আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলে তের পুলস্ত্য একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা-বৃত্তির প্রয়োজনীয়তা, জড়বিজ্ঞান ও দর্শন ভগবৎপর না হইলে তাহার নিরর্থকতা এবং ভগবৎপরা বিদ্যার সার্থকতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত করিয়া উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যত্ব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউটের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তৃতা উপস্থিত সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বক্তার প্রশংসামুখে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের চুম্বক প্রদান করেন। অনন্তর ভক্তিবান্ধব প্রভু সভাপতি, বক্তা এবং উপস্থিত ছাত্র শিক্ষক ও সজ্জনমণ্ডলী প্রভৃতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটোৎসব

গত ২৮শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রকট তিথি পূজোপলক্ষে এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব হইয়াছিল। বহু ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ভবতারা দেবী নাম্নী জনৈকা সুজাত-সম্পন্না মহিলা এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। উৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

* * *

বিগত ২৮শে জানুয়ারী কটকস্থ শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বহুজনমণ্ডিত একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে পণ্ডিতজী পর-লোকগত মহামহিম ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের উদারস্বভাব, প্রজারঞ্জকতা বর্ণন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন।

তৎপরে সঙ্কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

— —

বরিশালে প্রচার

বিগত ১১ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বরিশাল দশরথদেবী সভাগৃহে প্রায় চতুঃশতাধিক শ্রোতৃসমক্ষে "পরমার্থ" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি "লব্ধ্বা সুদুর্লভ-মিদং বহুসম্ভবান্তে" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, দুর্লভ মনুষ্যজীবন ঐহিক বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য অর্থাৎ প্রয়োজন লইয়া কাটাইবার জন্য হয় নাই; পরন্তু মনুষ্য-জন্মে পরমার্থ বা একান্ত প্রয়োজন যে নিঃশ্রেয়স বস্তু শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম, তাহা লাভের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

পরমার্থ-অর্জ্জনে সকলের অধিকার থাকিলেও প্রতিপাদ, পরলোক ও ঈশ্বরবিশ্বাস সদ্গুণ ও সদাচারের অপেক্ষা আছে। পরমার্থে উদাসীন ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদির একান্ত অধীন। এজন্য তাহাদের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিয়া পরমার্থে আগ্রহশীল সাধুসঙ্গ অবলম্বন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মাংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ, অসদ্বৃত্তি, অভক্তি ও অন্যান্য নাস্তিক্য অনাচারগুলি পরমার্থ-অর্জ্জনে প্রবল বাধা প্রদান করে এজন্য সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ—"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ"

প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

The Exhibition organised by the Gaudiya Math is unique and undoubtedly highly instructive. The lovers of Ramayan and Bhagwad should not miss the opportunity of paying a visit to the institution.

Sd-B.P. Mathur
Journalist, 20-1-36

I was glad to see the Gaudiya Math at this Mela and I am grateful for the guidance which was given to me through the Theistic Exhibition.

Sd-Anagarika B. Govinda
General Secretary, International Buddhist University Association

———

The Theistic Exhibition is a revelation to the ignorant as to what admirable efforts could be successfully made in the propaganda of religious teachings. The idea is novel as well as instructive. The management & organisation is faultless & leaves nothing to be desired. I wish the workers all success.

25-1-36

Sd-H. Ghosh
Deputy Manager
Indian Press, Allahabad

——

I am extremely glad with the great service that this exhibition has done to visit us.

Binod Behari Lal,
Advocate, Highcourt Allahabad

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ মাধব, [illegible] ৪৪২

'মনের আমি"

'যে আমি'টীর ভগবৎ-স্বরূপবিচার সম্যগ্-রূপে অবগত হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত, সেই আমি 'ভগবানের আমি' এবং 'যে আমি' সকলের প্রভু, সকল বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আসন গ্রহণ করিয়া যাবতীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ স্বীয় [illegible] সেবায় নিযুক্ত করাইবার পরিবর্ত্তে নিজে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত, সেই 'আমি' 'বহির্ম্মুখ মনের আমি'। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভাষায় 'মনের আমি'র 'বড় আমি'-সংজ্ঞা আর ভগবানের আমি' 'ভাল আমি' বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমান ভোগলোলুপ জগৎ ভোগে উন্মত্ত। তাহাদের যাবতীয় শিক্ষা, দীক্ষা ভোগকে কেন্দ্র করিয়া। বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টাও ভোগের আয়তনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য। অর্থোপার্জ্জন ও ভোগোপকরণের সৃষ্টির মূলীভূত কারণ ভোগলালসা। সুতরাং যে স্থলে জড়ভোগবাসনার এই প্রকার তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে, সেই ভোগলোলুপ জগৎ যে আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় শ্রবণ করিয়া ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবে, তাহা জানিয়াও ভোগ বাসনায় প্রমত্ত হওয়া জনের লাগিয়াই আমি আমার যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি, তাহা শ্রীগুরুকৃপা-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে অবগত হইয়া আমারই ন্যায় ভোগ-লালসাময় ব্যক্তিগণের যদি কিছু উপকার হয়, এই আশায় যৎসামান্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উপরে যাহা লেখা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির ধ্বংসসাধনই আমার উদ্দেশ্য; আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে, কারণ, জগজ্জীবের জন্য ঐ সকলের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সুতরাং ঐ সকলের উন্নতিও হওয়া আবশ্যক, তবে তাহাদের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছে, সুতরাং কি প্রকারে তাহাদের যথার্থ প্রয়োগ হইতে পারে, তাহাই [illegible]। প্রয়োগের কারণ নির্ণীত হইলে যথার্থ প্রয়োগ অনায়াসে হইতে পারে। যে কারণের নিমিত্ত আমাদের পূর্ব্বোক্ত আলোচ্যবিষয় সাধিত হইতেছে না, তাহা অবগত হইলে প্রয়োগের যথার্থ নির্দ্ধারণ সহজেই স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ কখন উচ্চ স্থান হইতে ঝম্প প্রদান করে, কখনও প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া, কখনও অন্ধকূপে পতিত হইয়া, কখনও বিষধর সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতে যাইয়া, কখনও বা হিংস্র জন্তুকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মৃত্যু আনয়ন করে। এই মৃত্যুর কারণ সে নিজেই। তাহার মৃত্যুর জন্য অপর কাহাকেও দোষী করা যায় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই সংসার-নাট্যশালায় পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ব্যক্তিমাত্রেই বিকৃতমস্তিষ্ক; নতুবা নাট্যক্ষেত্রে নাট্যার্থ পরিহিত এই পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ বেশকে নিজের স্বরূপ বলিয়া ভ্রম হইবে কেন? ঈদৃশ বিকৃত-মস্তিষ্ক আমি কখনও অসদ্বিদ্যা, প্রাকৃত ধন, কুল বা সম্মানের অভিমান রূপের শিখর হইতে অপরকে আক্রমণ করিবার জন্য ঝম্প প্রদান করি; কখনও সজ্জন-বিদ্বেষানলে প্রবেশ করিয়া; কখনও গৃহমেধীর ধর্ম্ম নামক অন্ধকূপে পতিত হইয়া কখনও বা অসদ্বাদ বিষধরীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া, কখনও বা মুক্তিরূপা ডাকিনীকে আলিঙ্গন করিয়া আমি আমার যে প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি— অপর কেহই এত অধিক পরিমাণে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে 'মনের আমি'টী আমার প্রধান শত্রু। আমি সাধুসঙ্গেশ্বর বলিয়া প্রতিষ্ঠাশারূপিণী চণ্ডালিনী আমার ভোগপর হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়া 'আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক [illegible] প্রদান করিতেছে। আমিও তাহাকে গুরু-রূপে বরণ করিয়া সর্ব্বদাই তাহার আদেশ মস্তকে বহন করিতেছি, ফলে কেহ আমাকে 'নির্ব্বোধ' বলিলে, এমন কি অপর কাহারও অপেক্ষা আমি কোনও অংশে হীন—এরূপ বাক্যের আভাস কাহারও নিকট শ্রবণ করিলে আমি ক্রোধে অধৈর্য্য হই। আমি মানুষ বলিয়া অহঙ্কার করি, তাই বর্ত্তমান সভ্যজগতের বিদ্যা-বুদ্ধিবলে চালিত হইয়া, কখনও পতঙ্গের ন্যায় রূপের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া, কখনও মৎস্যের ন্যায় চারের গন্ধে লুব্ধ হইয়া, কখনও ভৃঙ্গের ন্যায় মধুপানে মাতিয়া, কখনও কুরঙ্গের ন্যায় ব্যাধ-সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, কখনও বা মাতঙ্গের ন্যায় স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া, মানবোচিত বিবেক-বুদ্ধির বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া আমার যে অনিষ্ট সাধন করিতেছি, অপর কেহ আমার এরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

আমার শ্রীগুরু-চরণ-দর্শনে বাধিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় নিযুক্তাত্মা সাধকজীবন পরদুঃখদুঃখী নিত্যানন্দ-সেবক বৈষ্ণবঠাকুরগণ নিত্যানন্দের আদেশে নিত্যানন্দপ্রদানের নিমিত্ত আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমার বিকৃত মস্তিষ্কে ভগবন্নাম প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। আমার মস্তকে তাঁহাদের সুশীতল হস্তপ্রদান করিতেছেন, বিষপূরিত কর্ণে হরিকথা-সুধা ঢালিতেছেন, দৃষ্টির সম্মুখে শ্রীহরির অলোক-সামান্য রূপমাধুরী স্থাপনে প্রয়াস করিতেছেন, নাসায় শ্রীহরির দিব্যঅঙ্গগন্ধ প্রবেশ করাইতেছেন, জিহ্বায় চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ অপূর্ব্ব আস্বাদ-যুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করিতেছেন এবং আমাকে সুস্থ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

হে বুদ্ধিমান্ মানব, কনক-কামিনী তোমার ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই, উহাদের মালিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সুতরাং উহাদিগকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া জীবন সার্থক কর। তোমার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, তোমার কৃষিজাত দ্রব্য, তোমার শিল্পজাত সামগ্রী, তোমার বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, তোমার বিজ্ঞানলব্ধ যাবতীয় জিনিষ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত কর এবং সেবা করিবার নিমিত্ত দেহ-ধারণের জন্য যে জিনিষটুকুর প্রয়োজন, তাহা ভগবৎপ্রসাদ-রূপে গ্রহণ কর, তদতিরিক্ত জিনিষ গ্রহণ করিলে তুমি চোর। ভগবানের সেবা না করিলে তুমি বিষ্ঠার কীট অপেক্ষাও হীন। হে বিজ্ঞ মানব, ভগবানের সেবা কর, বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে বিশ্বপতির সেবক-রূপে দর্শন করিতে শিখ, তাহা হইলে দেখিবে, সকলেই তোমার আত্মীয়, সকলেই তোমার পরমাত্মীয়। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে আত্মীয়রূপে দেখিবার সৌভাগ্য পাইলে তুমি আর তাহাদের দুঃখে সুখী, সুখে দুঃখী হইবে না—তখন মৎসরতা তোমাকে চিরতরে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে; তখন তাহাদের দুঃখে তোমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, তাহাদের সুখে, তাহাদের উন্নতিতে তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, তখন বিশ্বে প্রেমানন্দের লহরী খেলিবে, তখন বিশ্ব সর্ব্বসুখের আকর হইবে। সুতরাং মনের আমিত্ব—বড় আমিত্ব পরিত্যাগ করিয়া "ভগবানের আমি" বা "ভাল আমি" হও; ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হও। ইহাই উপদেশ-সার।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাস-পূজা-উৎসব

আগামী ২৯শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা উৎসব হইবে। শ্রীব্যাস-দেবের অনুগগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

পতিত কে?

[শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারী]

যিনি দুর্দ্দৈবক্রমে ভোগবুদ্ধিচালিত হইয়া শ্রীভগবানের বিমুখমোহিনী মায়ার কবলে আসিয়া পড়েন তিনিই পতিত। এপ্রকার পতিতকে উদ্ধার করিতে একমাত্র বৈষ্ণবগণ সমর্থ। এইজন্য তাঁহারা পতিতপাবন। কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস—এইটী আমার স্বরূপের পরিচয়। বর্ত্তমানে আমি আমার স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বিরূপের চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি। কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন বিপ্র, কখন শূদ্র, কখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর এই প্রকার নানা জন্ম কর্ম্মানুযায়ী লাভ করিয়া ত্রিতাপজ্বালায় ক্লিষ্ট হইতেছি। মায়াদেবী অতি আনন্দে পতিত আমার নাকে দড়ি দিয়া কলুর বলদের ন্যায় সংসারের ভার প্রদান করতঃ এই সংসার-রূপ ঘানিগাছে আমাকে অনন্ত জীবন ঘুরাইতেছে, তবুও মায়াকে চিনিতে পারিলাম না। আমার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিজজনকে আমার ন্যায় বিষয়মদান্ধ, অবিদ্যা-কূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার মানসে আমার দ্বারে অযাচিতভাবে অতিথিরূপে প্রেরণ করিলেন।

এমন দুর্দ্দান্ত, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজজন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন শুন ভাল কথা
উল্লসিত হ'বে হিয়া॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে
করিলেন ভব পার।

সেই মহাপুরুষের প্রেরিত বৈষ্ণব দূতগণ আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন—'ওহে ভাই, আর মায়ার কোলে বৃথা নিদ্রা যাইও না, তুমি চৌরাশি লক্ষ জন্ম মহামায়ার কোলে মহা-নিদ্রায় নিদ্রা যাইতেছ, অতএব মহানিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ তোমার যে নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার ভজনা কর, তাঁহার সেবা ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই আমাদের এই সংসারবন্ধন, আমরা সকলেই সিংহের শাবক, কিন্তু বর্ত্তমানে বহু দিন হইতে মেষের সঙ্গ করার দরুণ, সিংহের বৃত্তির পরিবর্ত্তে মেষের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা নিত্য চেতনময় বস্তু, অচেতন বস্তু নই। তবে অনাদিকাল ধরিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অনিত্য বস্তুর সঙ্গ করায় অনিত্যধর্ম্মেতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি,

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।

স্বরূপে সকলেরই বাসস্থান গোলোকে; মরিক জগৎ হচ্ছে বিরূপের স্থান। এইজন্য মহাপুরুষগণ আমাদিগকে বিরূপাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বরূপাবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য ইহজগতে অবতীর্ণ হন। বর্ত্তমানে এবম্বিধ মহাপুরুষ ইহজগতে আমাদের ন্যায় পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য সাঙ্গ পাঙ্গ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র, তাই, "ঠাকুর আজ্ঞায় তাঁর মাগি এই ভিক্ষা,— বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।" এই ভিক্ষাটি আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন।" তাঁহাদের ঐপ্রকার বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত ফিরিয়া গেল। আমি তখন তাঁহার চরণে পা'য়া পড়িলাম, এবং কাতর-প্রাণে করযোড়ে বলিতে লাগিলাম,— "বৈষ্ণবঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি, দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে তোমার চরণ ধরি॥" তাঁহারা আমার কাতর আবেদনে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই অমিয়া মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে আবেদন করিলেন এবং তিনি যাহাতে কৃপা করেন তজ্জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার জন্য নিবেদন করিলেন, এবং বৈষ্ণবগণের আবেদনে শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে মন্ত্র দান করিলেন। তখন তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী হরিভজনে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। সাধুগুরু-বৈষ্ণবের সেবাই আমার একমাত্র কৃত্য হইল। এইভাবে যখন দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল, তখন মায়াদেবী বহুভাবে আমাকে সাধনমার্গ হইতে নিম্নে পাতিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন, কিন্তু প্রকৃত শিষ্য হওয়ার অর্থাৎ শাসন মানিয়া চলার বাহিরে আশ্রয়ের আদর দেখাইলে কি হইবে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই করার জন্য সাধুগুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিলাম। যদিও পূর্ব্বে খুব আশা ভরসা করিয়াছিলাম যে, নিত্যকাল হরিভজন করিব কিন্তু "দেবী মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।" বহু বহু জন্মের সুকৃতি-বলে সদ্গুরু পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার নিজজনের আনুগত্যে শ্রীগুরুদেবের সেবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু আমার দৈবদুর্বিপাকের জন্য হতভাগ্যের পথভ্রষ্ট হইয়া শ্রীগুরুচরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম এবং কনক-কামিনীতে আসক্ত হইয়া পড়িলাম। সংসারের যাবতীয় ভোগ-পিপাসা মিটাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে হরিভজন করিবার জন্য আত্মসমর্পণ (?) করিয়াও হরিভজন হইল না, হরিভজন করা দূরে থাকুক, বৃদ্ধবয়সেও আমার ভোগানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন

প্রয়াগ-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

—:০:—

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

৩৭তম দৃশ্য—'বড়গলাই'গণের বিচার "মর্কট ন্যায়"

বানরীর দৃষ্টান্তে আমরা জানিতে পাই, সে নিজ শাবকের অধিক সাহায্য করে না। বানর-শিশু মাতার অনুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজ চেষ্টায় মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহাই সাধনাধিনিবেশজ অনুকম্পার উদাহরণের স্থল। ইহাকে "মর্কট ন্যায়" বলে। দাক্ষিণাত্যদেশীয় বড়গলাই শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে সাধনের দ্বারাই সিদ্ধি হউক, এই বিচার প্রবল।

৩৮তম দৃশ্য—বলির বামনদেবে আত্মসমর্পণ

অসুররাজ বলি স্বীয় ভোগ ও ত্যাগ নিঃশেষে যথাসর্ব্বস্বের সমর্পণ দ্বারা বামনদেবে

শ্রীতিবিধান করেন, পরন্তু বামন-ভিক্ষায় আত্ম-সমর্পণ নামক তৃতীয় অধিষ্ঠানের যোগ্যতা লোক-লোচনের বিষয় হইয়াছে।

৩৯তম—ভগবৎপ্রীতিই ভক্তের মৃগ্য

শ্রীগৌরভক্তগণ আপনা হইতে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করেন। দানাদি অপর বস্তু বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ শান্তি লাভাদি বদ্ধজীবের ধারণায় পরম অনুকূল বিষয়ের। ভগবদ্ভক্তগণ ঐ দুইটীকেই ভগবৎসেবাবিমুখতা জানিয়া তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হন না।

৪০তম দৃশ্য—পঞ্চাশীতি—ভগবল্লীলা মাপিবার চেষ্টা

জড়বিচারপরা উদ্ধব-পত্নী কংসমাতা পদ্মা কৃষ্ণের ব্রজবাসিগণের প্রতি আত্মীয়তা দেখ লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন যে, জগতে ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের দেনা পাওনা মিটাইয়া দিলে পরস্পর সঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং কৃষ্ণ যে কয়দিবস গোপগৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই কয়দিন তাঁহাকে পালন করিতে তাঁহাদের যে ব্যয় হইয়াছে এবং কৃষ্ণ তাঁহাদের সাহায্য করিয়া যে বেতন লাভ করিয়াছিলেন, উহার জমা-খরচে ব্রজবাসিগণের যে পাওনা হয় তাহা গোপগণকে দিলে নিত্য-পঞ্চরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণ বাৎসল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিরতরে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন।

অনেক সময় আমরা ভগবদ্ভক্তগণের তথা বৃন্দাবনবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মীয়তা প্রীতি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের ঐরূপ ক্রিয়া-মুদ্রাকে আমাদিগের জড়েন্দ্রিয় তর্পণের সমশ্রেণীতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করি। জড়বুদ্ধিকার এই অধম-বুদ্ধির পঞ্চাশীতিতে দৃষ্ট হইতেছে।

৪১তম দৃশ্য—কৈকেয়ীর রাম-বনবাসের বর-প্রার্থনা

মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রামের বনবাস ও স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য রাজা দশরথের নিকট বর-প্রার্থনা করেন। দশরথ বাৎসল্যরসের সেবক-সূত্রে যে সেবা ফল লাভ করেন, কৈকেয়ীর প্রার্থনায় সেই সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

৪২তম দৃশ্য—রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার বৈলক্ষণ্য

শ্রীরামচন্দ্র জাগতিক বিচারসম্পন্ন জনগণকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইবার আদর্শ-প্রদর্শনকারী বিগ্রহ। শ্রীরামের ন্যায় স্বরাট্ পুরুষোত্তমের আদর্শ না করিয়া পিতৃআজ্ঞা-পালনমুখেই পিতাকে নিত্য সেবাধিকার হইতে বঞ্চনা করিয়া লোকরঞ্জনের অভিনয়ে কৈকেয়ীর নিকট পিতার প্রতিজ্ঞাপালন উপলক্ষ্য করিয়া আত্মগোপন করিয়াছেন।

৪৩তম দৃশ্য—রামচন্দ্রের বনগমন

শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যা ও অযোধ্যাবাসিগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পরিত্যাগ করিতেছেন।

৪৪তম দৃশ্য—দশরথের প্রাণত্যাগ

বাৎসল্যরসের সেবক দশরথ নিত্য সেব্য পুত্রের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া কৈকেয়ীর দুঃসঙ্গহেতু মৃত্যুর আদর্শ করেন।

৪৫তম দৃশ্য—দশরথ ও বসুদেবের বাৎসল্যে পার্থক্য

দশরথের ন্যায় বাসুদেব-পিতা বসুদেব জাগতিক নীতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। দশরথ ভগবৎসেবা অপেক্ষা লোকপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করা পালনকার্য্য শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ভ্রান্তি জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়া নিজ পিতৃত্বের বাৎসল্যের আদর্শ রাখিয়া যাইতেছেন অর্থাৎ ভগবৎসেবা অপেক্ষা তাৎকালিক জাগতিক মঙ্গলসাধনের শ্রেষ্ঠতা যাঁহাদের বিচারে উদ্দিষ্ট হয়, সেই সকল নীতিপর ব্যক্তিগণের জন্য দশরথের এই লীলার আদর্শ। এই লীলাপ্রকাশে নিজ পুত্র ভগবানের সেবা প্রবৃত্তি হইতে জড়লোকনীতিমূলে লঘু হইয়া পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণ-প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য বিরোধীর হস্ত হইতে জাগতিক নীতি সমূহ লঙ্ঘন করিয়া কংস-কারাগার হইতে বসুদেবের পলায়ন করিবার চেষ্টায় কৃষ্ণের সেবাদর্শ প্রদর্শিত হইতেছে।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

—:০:—

অদ্য হইতে ১ দিনের

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

৩০ মাধব, ২৫ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্র তিথি মহোদয়শালী পূর্ণিমা [illegible] অশ্লেষা [illegible] ২।২৫ [illegible] ১১।৫৫ [illegible]। শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

গোবিন্দ ৪৫০

১ গোবিন্দ, ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী শনি [illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible]।

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাগ। পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব---প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্রয়াগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ১লা গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৯, ২৫শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, শনিবার ২৮৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:০:—

শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে সমারোহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শত শত যাত্রী উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। এবারের উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার আমরা অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটস্থানে নিত্যানন্দপ্রাণ শ্রীশ্রীগৌরহরির প্রকটভূমি শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃতভাবে বিভোর হইয়া সভার পরে অশ্রুসিক্ত-নয়নে ২ ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভক্তিসুহৃৎ তোরণ

পাঠকগণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত নব নির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ "ভক্তিসুহৃৎ তোরণের" বিষয় অবগত আছেন। বর্ত্তমানে সেই তোরণের কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। পরলোকগত বিপিন বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বধামগত পিতৃদেব ভক্তিসুহৃৎ মহোদয়ের শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার প্রীতির নিদর্শনরূপে ঐ তোরণের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র মহাশয় অগ্রজের প্রারব্ধ মহৎ কার্য্যটি শীঘ্র সম্পাদনের জন্য যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যমও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ভগবদ্ধাম-সেবা-সম্পর্কে পিতৃপুরুষগণের স্মৃতিসংরক্ষণের কার্য্য একদিকে যেমন পিতৃপুরুষগণের প্রতি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শিত হয়, অপর দিকে নিজেরও শ্রীধাম-সেবার ফলে নিত্যকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। আমরা শ্রীধাম-সেবা-সম্পর্কে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের দৃষ্টি বিপিন বাবুর ও পুলিন বাবুর প্রশংসনীয় কার্য্যের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া কুম্ভমেলা উপলক্ষে আগত সর্ব্বসাধারণের নিকট সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিতেছেন। বহু সাধুব্রুবগণকে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আহ্বান করিয়া সৎশিক্ষা প্রদান করিতেছেন যাহাতে প্রদর্শনীর কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার চেষ্টা প্রশংসার্হ।

গত ৩১।১।৩৫ তারিখে পণ্ডিত শ্রীমান্ মদনমোহন মালব্যজী কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে প্রয়াগধামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা প্রদর্শনী সন্দর্শন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমস্কার জানাইবার জন্য তত্রস্থ সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের বিপুল পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় দ্বারা মানবজাতির মঙ্গলময় পারমার্থিক সেবাচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে সমস্ত গুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"বহুশঃ সুন্দর উপদেশপূর্ণ"

নেপালের মাননীয় রাণা পরাক্রম জং বাহাদুর গত ৩১ শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় স্বীয় জননী রাণীমাতা ও অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীতে শুভাগমন করিয়া প্রায় তিনঘণ্টা কাল শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন। প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমঠের বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনকালে তাঁহারা পরমানন্দচিত্তে পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়াছেন। রাণা বাহাদুরের অমায়িক, সরল সুন্দর ব্যবহার ও ভক্তিমার্গে বিশেষ রুচির পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গত ৩০শে জানুয়ারী তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন কালে অকস্মাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাণাবাহাদুরের রাজপ্রাসাদে শুভাগমন করিলে রাণাবাহাদুর দৈন্য ও সদাচারের সহিত তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন। আমরা রাণাবাহাদুর ও রাজ-পরিবারের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

পাটনায় প্রচার

গত ২রা ফেব্রুয়ারী পাটনার ডেপুটী কমিশনার (ইনকামট্যাক্স) শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরস্বতী মহাশয় জননী-বিয়োগে শোকাতুর হইয়া পড়িলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তদীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক বেলা ১২টা হইতে প্রায় ৬ই ঘণ্টা যাবৎ শোক-মোহ-ভয়-হর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে মহাজন পদাবলী ও শ্রীনামকীর্ত্তন হয়। স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া কমিশনার মহাশয় পরম পরিতুষ্ট হন এবং পুনরায় শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এস্. এন্. সহায় ব্যারিষ্টার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তদীয় ভবনে অনুষ্ঠিত একটি মহতী সভায় ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবান স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো-
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়ো-
ন্মূলনম্।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রকারে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ প্রভৃতি কৈতবশূন্য পরম ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। সেই পরম ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলে জীবের ত্রিতাপ নাশ হয় এবং বাস্তব বস্তুর উপলব্ধি হয়। ভগবানের অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত। (ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ গোবিন্দ, [illegible]বার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

জীবনের চরম গতি

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে। এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥" যেরূপ অজ্ঞমূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু-আশ্রিত মেঘরাশির অস্তিত্ব আকাশে আরোপ করেন, অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিসমূহকে বায়ুতে আরোপ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মূঢ়জীবগণ বিবর্তবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া দ্রষ্টা বা সর্ব্বদর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্মাত্মক অচিৎ শরীর আরোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ব্যষ্টি স্থূল প্রাকৃত দেহের সমষ্টিকে কেহ কেহ স্থূল বিরাট্ মূর্ত্তি বলেন। প্রত্যেক জীবের নশ্বর সূক্ষ্মদেহগুলির সমষ্টি অজ্ঞ মানবগণের নিকট হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থূল বিরাট্‌রূপ চক্ষু নামক বাহ্য এবং স্থূল বিরাট্‌রূপের অন্তর্ভূক্তে যে রূপরহিত সূক্ষ্ম প্রাকৃত তত্ত্ব অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা মন নামক অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য। ভগবান্ দ্রষ্টা বস্তু। সুতরাং তিনি ভোগময় দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি দ্রষ্টাকে দৃশ্যজ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্র মনে করেন, তাঁহারা বায়ু-আশ্রিত মেঘসমূহকে অথবা ধূলিকণাকে আকাশে আশ্রিত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ মেঘ বা ধূলিকে বায়ু বা আকাশে আরোপ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যরূপের পরিচয় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিদ্যাপ্রসূত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ধারণা মূঢ়তার পরিচয়। আত্মবস্তু কখনই অনাত্ম প্রতীতির সহিত এক নহে, মূঢ়তাবশতঃই তাহাদের সমন্বয় কল্পিত হয়।

ভগবদ্বিমুখ অজ্ঞ জীবগণের ধারণোপযোগী নশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানের পুরুষাবতারস্বরূপ বিভিন্ন লীলা পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষাবতারগণ ভগবানের সহিত সমান-ধর্ম্মা। আদি পুরুষাবতার নিমিত্ত ও উপাদানাদি ষোড়শ যোলকলাবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন। প্রাকৃত জগতের সৃষ্টবস্তুর ন্যায় তাঁহার শরীর পঞ্চমহাভূত-গঠিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত নহে। প্রাকৃত জগতের ষোড়শকলা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কার্য্যের কারণরূপে তাঁহার সূক্ষ্ম অধিষ্ঠান। এই সূক্ষ্ম অধিষ্ঠানই প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহে। নিত্য ষোড়শকল ভগবানের প্রাকৃত বৈভবে অবতরণোপযোগী অপ্রাকৃত গোলোক-টাও সহিত কড়জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার প্রাকৃত স্পর্শযোগ থাকিতে পারে না। কার্য্যরূপী প্রাকৃত মৃন্ময় কলস দৃষ্টে যেমন উহার কারণরূপ পদার্থকে মৃত্তিকা বলিয়া বুঝা যায়, প্রাকৃত কার্য্যরূপী স্থূল বা সূক্ষ্ম জগদ্দর্শনে সেই প্রকার উহাদের কারণরূপ তত্ত্বকে প্রাকৃত বস্তু বলিয়া বুঝা অযৌক্তিক; কারণ কলস ও মৃত্তিকা উভয়ে প্রাকৃতবস্তু, কিন্তু জগতের স্রষ্ট্‌রূপ ভগবান অপ্রাকৃত তত্ত্ব, এবং জগৎ প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌জাতীয় তত্ত্ব।

যখন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার কল্পিত কার্য্যকারণ রূপ নিরাকৃত হয়, তখন জীব জ্ঞানৈকস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ চিদানন্দময় রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। জীবের স্বরূপদর্শন ঘটিলেই ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান হইতে স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিত হয় তখন শাস্ত, কেবল, নির্গুণ ও চেতন—এই স্বপ্রকাশে ভগবদুপলব্ধি করিয়া বিরূপ অজ্ঞদর্শনপ্রভাবে ভগবান্‌কে দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হয় না। জীবাত্মার নিত্য সেবাবৃত্তির উদয়ে চিদ্বিলাসবিচিত্রতা-দর্শনরূপ স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মের জ্যোতিঃপ্রভাব সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয়। তখন জগতে প্রকটিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহদর্শনে ক্ষুদ্র অচল কাঠ পাথর বুদ্ধি তিরোহিত হয় এবং তত্ত্বৎ শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ দ্রষ্টরূপ অপ্রাকৃত ভাব ফুটিয়া উঠে। যাঁহার এইরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তিনি ভব-বন্ধনমুক্ত হন ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত বিমল নিত্যানন্দ-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্যজীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ দশা। ইহার উপর আর মনুষ্য-জীবনের গতি নাই।

অশ্বডিম্ব

পাঠকবর্গ! আজ আপনারা আমার দিকে তাকাইয়া সকলেই হাসিবেন এবং দুনিয়াশুদ্ধ লোক সকলেই হাসিবে। কিন্তু জিনিষটি এমন যে, সংসারের প্রত্যেক জীবমাত্রেই তাহার সন্ধানে যত্নবান্। বহু আয়াসব্যয়ের অজ্ঞতা এই দ্রব্যটির সন্ধান-হেতুই হইয়া যে কত লোকের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি এবং কত লোকের উপহাসাস্পদ হইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অশ্বডিম্ব কখনও চোখে না দেখিলেও নামটি বাল্যকাল হইতেই কর্ণগোচর হইয়াছিল। বাল্যকালে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট জানিয়াছি যে, যে সমস্ত প্রাণী ডিম্ব পাড়ে তাহাদের বাচ্চা জন্মে না। তাহারা ডিম্ব প্রসব করে। জিনিষের নাম প্রচলিত আছে, অথচ জিনিষটার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, এরকম ধারণা তখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। তাই গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আচ্ছা ঘোড়া ত' গিলিয়া খায় না, তবে সে ডিম পাড়ে কেন?' গুরুমহাশয় কিন্তু বে-আদবী দেখিয়া আমার পৃষ্ঠে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তৎকালে বেত্রাঘাতের যাতনায় প্রশ্নটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

কিন্তু জিনিষটার কথা ভুলিতে পারিলাম না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল, জিনিষের নাম যখন পাওয়া গিয়াছে তখন জিনিষ অবশ্যই মিলিবে। কপালদোষে সন্ধান মিলিল না। অগত্যা তাহারই উহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বহু দেশ বিদেশ এবং বহু বহু লোকের নিকট সন্ধান করিলাম, সকলেই তাচ্ছিল্য ও উপহাস করিতে লাগিল এবং পাগল বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। এক একবার মনে হইল, তবে কি বাস্তবিকই আমি পাগল হইলাম।

মনটা বড়ই খারাপ হইল। এবার আর ইত্যাদি লোকের নিকট না গিয়া বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিত, ব্যবহারনীতি-বিশারদ রাজনীতি-বিশারদ, বৈদিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের নিকট চেষ্টা পাইলাম। কিন্তু তাঁহারাও এই বস্তুটির প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। সকলেই জিনিষটার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন এবং নিজ নিজ বিচারানুযায়ী বস্তু-প্রাপ্তির প্রণালী বলিলেন। কিন্তু তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

এইরূপভাবে বহুকাল গত হওয়ায় হতাশ হইয়া পড়িলাম। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন এক বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, বর্ত্তমান সনের ৩রা মার্চ্চ তারিখে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম বাসরে মহানাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং তদুপলক্ষে সেখানে বহু সাধু, বৈষ্ণব ও শুদ্ধভক্তের সমাবেশ হইবে। মনে হইল, অনেক যায়গায় ত' চেষ্টা করিয়াছি, এক-বার শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট চেষ্টা করা যাউক।

সময় আগত হইলে শ্রীধামে যাইলাম। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, জীবনে সে দৃশ্য কখনও দেখি নাই। কত দূরদেশ হইতে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তিগণ আসিয়াছেন, লোকে লোকারণ্য, সকলেই বিষয়কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদ শ্রবণে নিযুক্ত। সেখানে আর অন্য কোন কথা নাই, কোথাও জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবনের কথা। স্থানে স্থানে সাধু মহাজনগণ যাত্রিগণের সহিত হুটোপুটি করিতে করিতে তাঁহাদিগকে হরিনামামৃত পান করাইতেছেন। কোথাও বা শ্রীমঠের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস গোস্বামী মহারাজ অসংখ্য ভক্তগণকে লইয়া কৃষ্ণকথা আস্বাদন করিতেছেন। আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ জীব সে রসে বঞ্চিত হইয়া ইতর রসের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'বৈকুণ্ঠ' কথাটি কেবল মাত্র শোনা কথা বটে, কিন্তু এই স্থানটী দেখিলে মনে হয় যেন ইহা প্রকৃতির অতীত কোন একটী রাজ্য হইবে, ইহা চিন্ময় ধাম না হইয়া যায় না।

ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীচৈতন্যমঠের সারস্বত নাটমন্দিরে গিয়া দেখি, সেখানে একটী সভার মধ্যে সহস্র শ্রোতৃবৃন্দ বিসিয়াছেন একৈক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। সকলেরই চক্ষুরূপ ভ্রমরদ্বয় বক্তার শ্রীমুখ-কমলে আবদ্ধ হইয়া হরিকথামৃতপানে মত্ত। স্থানটী একেবারে নিস্তব্ধ এবং সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন কি এক অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজমান। দেখিয়া শুনিয়া আমিও বসিয়া পড়িলাম।

বিষয়-বিষ্ঠার কীড়া আমি, পঙ্কের মধ্যে অবস্থিতি আমার ভাল লাগিবে কেন? সেখানে ইতর গ্রাম্য কথা না থাকায় আমার প্রাণটা যেন আনচান্ করিতে লাগিল, আমার শয্যা কণ্টক বোধ হইল। স্বামীজী মহারাজ অনেক শাস্ত্রকথা আলোচনা করিবার পর হঠাৎ আমার বাঞ্ছিত বস্তুটির কথার অবতরণ করিলেন। আমার আর উঠিয়া যাওয়া হইল না।

স্বামীজী বলিলেন,—দেখুন, এই সংসারে আমরা সকলেই সুখের আশায় লালায়িত, কিন্তু কেহ কোনদিন প্রকৃত সুখ পাইয়াছেন কি? যেটাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সেটা কেবল দুঃখের অভাব মাত্র, প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিত্যানন্দ নহে। মরীচিকায় জল-প্রাপ্তির আশার ন্যায় এই সংসারমরুতে প্রকৃত সুখ পাইবার আশাও একেবারে নিষ্ফল। মাদৃশ বহির্ম্মুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য মায়াদেবী কর্ত্তৃক এই সংসার-কারাগার রচিত। বহু বহু দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে নিষ্পেষিত করিয়া মায়াদেবী ব্যতিরেকভাবে আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না।

তিনি আরও বলিলেন,—প্রকৃত সুখ বা নিত্যানন্দ লাভ করিতে হইলে অন্যা-ভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত কলিহত জীবের আর অন্য উপায় নাই।

মায়ারে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

এই সংসারের সুখ জিনিষটা ঠিক অশ্বডিম্বের মত, যাহাটা নাম আছে বস্তুর অস্তিত্ব আদৌ নাই।

অন্যাভিলাষী হইয়া উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে (ঠিক আমাদের মত) অশ্বডিম্বের অনুসন্ধানের ন্যায় ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

চৈতন্যমঠ

[ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের থার্ড ক্লাসের জনৈক ছাত্র লিখিত]

ভারতবর্ষে হিন্দুগণের অনেক তীর্থ স্থান আছে। তন্মধ্যে নবদ্বীপ ধাম অতি পবিত্র এবং প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। নবদ্বীপ ধাম নয়টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর অতিশয় প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধামমায়াপুরে অবস্থিত। তাহাতে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম।

শ্রীচৈতন্যমঠের উত্তরে সুবিস্তৃত উন্মুক্ত ময়দান ও বল্লাল সেনের গৃহের ভগ্নাবশেষ, দক্ষিণে বল্লালসেনের প্রসিদ্ধ দীঘি, পূর্ব্বে বল্লালদীঘি গ্রাম ও আম্র বাগান, পশ্চিমে শ্রীভক্তিবিজয়ভবন অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যমঠের অভ্যন্তরে ও উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া এখানে আরও কতকগুলি মন্দির আছে।

শ্রীভগবান্ কলিযুগে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার পার্ষদভক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাসভবন অবস্থিত ছিল। যিনি আজ বর্ত্তমানে জগতের গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টিত, সেই আচার্য্য ভাস্কর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিলে কুলিয়াতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু যখন গঙ্গার প্রবাহে তীরভূমি ভাঙ্গিতে লাগিল তখন শ্রীল প্রভুপাদ পরম-গুরুদেবের চিন্ময় দেহ তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সমাধিস্থ করেন। তৎপরে সেই স্থানের উপরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে পরম গুরুদেবের সেবাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে বল্লালসেনের সুবিস্তৃত দীঘির পরপারে বল্লালদীঘি গ্রাম অবস্থিত। এক সময়ে বল্লালসেন নামক নরপতি সমগ্র গৌড়দেশের অধিপতি ছিলেন। এই শ্রীচৈতন্যমঠের অতি নিকটেই তাঁহার রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। তিনি একটী দীঘি কাটাইয়া ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার নামানুসারে বল্লালদীঘি হইয়াছে।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে সকল ঋতুতে নানা প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া এই স্থানকে গন্ধে আমোদিত করে। অসংখ্য প্রকারের পুষ্পের শোভা নিরীক্ষণ করিলে অপার করুণাময় জগদীশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল মনোমধ্যে উদিত হইয়া হৃদয় কি এক অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হয়। বাবাজী মহারাজের মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। সেই রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি স্তরে স্তরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর পাখীগণ সেই বৃক্ষের উপরে উপবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে সুমধুরস্বরে কূজন করিতে থাকে। তাহাতে মনে হয় তাহারা মহাপ্রভুর গুণই কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রীধামের ও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক বস্তু চিন্ময় ও চেতন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার সময় ও প্রাতঃকালে যখন এইস্থানে শ্রীবিগ্রহসমূহের আরাত্রিক হইতে থাকে, তখন নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের শব্দে এই স্থান মুখরিত করিয়া তোলে। শ্রীচৈতন্যমঠের অভ্যন্তরে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে সারি সারি বিবিধ বর্ণের পুষ্পের উদ্যান। যখন অধিক পরিমাণে জলপ্লাবন হয় তখন ইহার চতুষ্পার্শ্বের স্থানের দৃশ্য অধিকতর মনোরম হইয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্যমঠে অনেকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত ভবন রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন অতিশয় কারুকার্য্য-খচিত। শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় এই ভবনটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই জন্য তাঁহার নামানুসারে 'শ্রীভক্তিবিজয় ভবন' নাম হইয়াছে। এই ভবনটীর নিকটেই একটী ডাকঘর ও বৈদ্যুতিক আলোকের পাওয়ার হাউস ও ডাক্তারখানা অবস্থিত।

এই স্থান প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানটীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র চাঁদকাজীর সমাধিপাট অবস্থিত। মঠের দক্ষিণ দিকে মুরারি গুপ্তের ভবন দর্শন করিতে পাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে নয় দিবস কাল নবদ্বীপ ধামের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। সেই সময় এইস্থানে বহু গৃহস্থ ভক্ত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক আগমন করিয়া থাকেন। নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার পর এই চৈতন্যমঠে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিবেশন হয়। এই উৎসবসময়ে সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইহা ছাড়া আর একটী উৎসব হয়। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে যে দিন চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপ্ত হয়, সেইদিন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উৎসবে বহু শুদ্ধ ভক্ত সমবেত হইয়া মুক্তকণ্ঠে পরমগুরুদেবের গুণগাথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং গরীব দুঃখীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীধাম মায়াপুর খুব উন্নতিশীল ছিল। এমন কি এক সময়ে এই স্থানেই সমগ্র গৌড়দেশের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাঁহার অপ্রকট লীলা প্রকাশের অল্পকাল পরেই এই স্থানটী লুপ্ত হইয়া জঙ্গলে আবৃত ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই স্থানটী আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন শ্রীল প্রভুপাদের চেষ্টায় ইহার অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রয়াগ-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

—:০:—

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

৪৬-৪৭তম দৃশ্য শ্রীরামসেবক ভরত

ভরত রাজ্যাধিকারী হইলেও নিজ-প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভৃত্য-সূত্রে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপে তাঁহার অভিলাষপূরণের জন্যই সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাই তাঁহার আরাধ্য।

৪৮তম দৃশ্য—জগদ্ভোগীর প্রতীক সূর্পণখা

জগদ্ভোগী ব্যক্তি ভগবানকেও ভোগ্য মনে করে। রাবণ-ভগ্নী সূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবীর সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া ভোগ বাসনা-মূলে শ্রীভগবানের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিয়াছিল।

৪৯তম দৃশ্য—শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রত

সূর্পণখা রামচন্দ্রকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফলকামা হয় নাই। ভগবান্ ইন্দ্রিয়ের দাসগণকে কৃপা করেন না। নৈতিক-জীবনযাপনের আদর্শ-প্রদর্শনকারী এক-পত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র সীতা-ব্যতীত অপর কাহাকেও পত্নীত্বে স্বীকার করেন না।

৫০তম দৃশ্য সূর্পণখার দুর্দ্দশা

সূর্পণখা রামচন্দ্রের প্রতি ভোগ-প্রবৃত্তি প্রয়োগে ব্যর্থ হইয়া শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। উক্ত প্রকার চেষ্টা-ফলে দণ্ডস্বরূপ শ্রীলক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসা ও কর্ণচ্ছেদন। সেব্য বস্তুকে ভোগ করিতে গিয়া, নীতির গণ্ডী লঙ্ঘন জন্য সূর্পণখার বিরূপপ্রাপ্তি।

৫১তম দৃশ্য—সীতাদেবীর অভিনয়

জগন্মাতা সীতাদেবী কপট-মৃগ ধরিয়া দিবার জন্য রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা-মুখে যে অভিনয় প্রদর্শন করিলেন, উহা মায়িক বিচারপর নির্ব্বোধগণের লোভনীয় পদবীরূপ প্রার্থনা। যাহারা মায়িক দ্রব্যে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, তাহারা নিজের সুবিধার জন্য ভগবদ্বস্তুর সেবায় ছলনা দেখান। অপ্রাকৃত জগন্মাতা সীতাদেবী এরূপ বিচারপরায়ণা না হইলেও রামচন্দ্রের নিকট হইতে ভোগাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ সাধকগণের কুভোগ অভিনয় করিয়াছেন।

৫২তম দৃশ্য—বহির্ম্মুখ জনগণের দুর্ব্বুদ্ধির প্রতীক রাবণ

এখানে কপট রাবণ ভিক্ষুকের বেশে সীতাদেবীর নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী। জগতের এই রীতিই বটে, কিন্তু ভগবৎসেবকগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই চিত্তবৃত্তি এরূপ হইয়া থাকে। ভগবৎসেবা-বহির্ম্মুখ জনগণ ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিবার ইচ্ছা করে।

৫৩তম দৃশ্য—সীতাদেবীর স্পর্শন রাবণের পক্ষে সম্ভব নহে

অপ্রাকৃত সীতাদেবীকে ভোগ করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়া রাবণের মায়াসীতা-গ্রহণ। অপ্রাকৃতবস্তু প্রকৃত-মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না, এমত-অবস্থায় অপ্রাকৃত সীতা-দেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা রাবণের নাই।

৫৪তম দৃশ্য—পার্থিব জনগণ বঞ্চিত

সীতাদেবীর অন্তর্দ্ধান-ব্যপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রমণ-লীলা পার্থিব জনগণকে শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে সাধারণ মানবজ্ঞান করাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। কারণ তাহারা ভগবদ্বস্তুতে পূর্ণ বিশ্বাস-হীনতাবশতঃ শাস্ত্র-শাক্তিমৎ-তত্ত্বকে বহুভাবের স্থায় মনে করে।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

—::০::—

অদ্য হইতে ২ দিনের

গোবিন্দ ৪৪৯

১ গোবিন্দ ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার ভীমৈকাদশী কৃষ্ণ প্রতিপদ দণ্ডাদি ৫।৪২ মধ্য দ্বাদশী রা ৪।৫৫ গোবিন্দমাস রা ১১।৫৮ ভোজনকরণ।

২ গোবিন্দ ২৬ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীবরাহদেবের কৃষ্ণদ্বাদশী শ্রীপাদ রা ২।২৩ পূর্ব্বফাল্গুনী ভুক্তাবধ দিবারাত্রি আশ্লেষা যোগ রা ১১।১৩ গরকরণ।

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

।রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

।ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২ স্থলে মাত্র ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ গোবিন্দ, সম্বন্ধিনি সঙ্কর্ষণ ৪৪৯

সন্দেহের কারণ নাই

শ্রীভগবানের জন্মলীলা মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীব কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। বদ্ধজীবের দেহ ছয়টী বিকারযুক্ত অর্থাৎ জীব কর্ম্মফলে দেব-মানব-তির্য্যগাদি দেহ লাভ করে। উহা শুক্রশোণিত-জাত। তাহার জন্ম হইবাই জলবুদ্বুদের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু কিছুকাল অবস্থান করে। আবার তাহার অবস্থানও জড় নশ্বর ন্যায় নহে; তন্মধ্যে বৃদ্ধি, পরিণাম অপক্ষয় ও বিনাশরূপ অবস্থাচতুষ্টয় পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে জীবের যে বিশুদ্ধ চিৎশরীর, তাহা স্থূল ও লিঙ্গদেহে আবৃত হইয়া যায়।

এইরূপে জীবের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া শ্রীভগবানের জন্ম হয় না। জীব যেরূপ স্ব-স্ব-প্রাক্তনফলে বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ভগবান্ তদ্রূপ নহেন, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই তিনি প্রপঞ্চে আগমন করিয়া [illegible] মায়া আবৃত হয় না এবং তাঁহাকে জড় শরীর গ্রহণ করিতেও হয় না। জীবের আত্মা ও দেহে পার্থক্য আছে, ভগবানের দেহ ও আত্মাতে পার্থক্য নাই, তাঁহার দেহ-দেহিতে ভেদ নাই। যথা—"দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" বদ্ধজীব যেরূপ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার বশীভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ভগবান্ তদ্রূপ মায়ার অধীন হন না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের উক্তি—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

শ্রীভগবান্ সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয়া নিজ স্বরূপেই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হন। সূর্য্যের উদয়ের ন্যায় ভগবানও লোকচক্ষুতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সূর্য্য কালবশে নিয়মিতভাবে উদিত হয়, কিন্তু ভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন মাত্র। তাঁহার বৈকুণ্ঠাবস্থায় যে নিত্য স্বরূপ, তাহাই প্রাপঞ্চিক জগতে অবতীর্ণ ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রপঞ্চাতীত বস্তু প্রপঞ্চে উদিত হইলেও মায়ার অধীনস্থ হন না, ইহাই শ্রীভগবানের ঈশিতা। যথা—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

তাঁহার শক্তি অবিচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। তাহা প্রাকৃত চিন্তার দ্বারা ধারণা করা যায় না অথবা যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। অতএব এইমাত্র জানা কর্ত্তব্য—অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারেন অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং শ্রীভগবদ্বস্তু সচ্চিদানন্দ ও প্রাপঞ্চিক বিধির অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে পূর্ণরূপে উদিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

গুরুপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

(শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সান্যাল এম-এ)

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হইবেন, এই শুভসংবাদ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ জানাইয়া দিয়া আচার্য্য-প্রকট-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে সমবেত হইয়া শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠানের জন্য আমাদিগকে সাদর আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বান প্রতি বৎসর আমাদের নিকট পৌঁছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগুরুপূজার প্রয়োজন ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় আলোচনা আবশ্যক।

সেবা দুই প্রকার—(১) বৈধ এবং (২) রাগমার্গীয়। বৈধ-সেবার উপায়ন—বুদ্ধি অর্থ, প্রাণ, বাক্য। রাগমার্গীয় সেবার উপকরণ—উপাধিদ্বয় কর্তৃক অনাবৃত আত্মার স্বরূপের স্বাভাবিকী প্রীতি। অনর্থযুক্ত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই বৈধী সেবার অধিকার আছে। অনর্থমুক্ত অবস্থায় জাতরতি সাধকের রাগমার্গীয় সেবা অনুষ্ঠানের যোগ্যতা উদিত হইয়া থাকে।

অনর্থযুক্ত সাধক অনর্থমুক্ত সাধকগণের আনুগত্যে বৈধী সেবা অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈধী এবং রাগমার্গীয় উভয়বিধ সেবা-প্রদানের [illegible] এবং শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেবা-প্রদানকারিণী লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের প্রকটতিথি সর্ব্বজীবের পরমমঙ্গল বহন করিয়া জগতে উদিত হইয়াছে। স্ব-পর-মঙ্গলকামী জীবমাত্রেরই এই পরমমঙ্গলপ্রদা তিথির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আচার্য্যের সেবা অর্থে ব্রহ্মের উপাসনা। শ্রীহরিনাম জীবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে পারে না যদি আচার্য্যের কৃপায় জীবের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবোন্মুখতা-প্রাপিকা শক্তি সঞ্চারিত না হয়। কর্ণদ্বারা হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীহরিনামের আশ্রয়ে এবং আচার্য্যের আনুগত্যে অপ্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা শ্রীহরিনাম প্রভুর সেবা বিহিত—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম।

শ্রীহরিনামের সেবা-লাভের আশায় দেশ-দেশান্তর হইতে অসংখ্য ভাগ্যবান্ নরনারী প্রতি বৎসর আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে আচার্য্যপাদপদ্মের সমীপে তাঁহার অহৈতুক কৃপাপ্রার্থী হইয়া সমবেত হইয়া থাকেন এবং শ্রীহরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া শ্রীহরিনামের সেবা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পরম উৎসাহের সহিত স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এতাবৎ বহু সহস্র এতাদৃশ শুভেচ্ছা বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বিংশতি সহস্র ব্যক্তি শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের প্রকট-তিথি যথাবিধি আরাধনা করিবার জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট নিম্নলিখিত সংশয় সমূহ নিবেদন করিবার ধৃষ্টতা-প্রদর্শনরূপ [illegible] কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

বহু সহস্র হরিনামপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে অনর্থমুক্ত রাগমার্গীয় ভজনকারীর সংখ্যা অধিক হওয়া এই কলিকালে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রাগমার্গীয় সাধকের প্রতি বৈধ বিচার প্রযুক্ত নহে। তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহারাই সম্যক্ অধিকারী। সুতরাং তাঁহাদের সেবাপদ্ধতি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। এই বহু সহস্রের অধিকাংশই অনর্থযুক্ত বৈধ সাধকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় উপায়ন—বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ এবং বাক্য। উহার কোনটীর অভাব হইলে শ্রীগুরুপূজার অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বিচার করেন যে, আচারে অর্থ, প্রাণ ও বাক্য দ্বারা গুরুসেবা সম্ভব, তাঁহার গুরুসেবা হইতে পারে না, পক্ষান্তরে অর্থ কিম্বা প্রাণ কিম্বা বাক্যের কোনটি যদি গুরুসেবায় নিযুক্ত করা না যায় তাহা হইলেও গুরুসেবার নামে ভীষণ অপরাধময় কাপট্য ও দাম্ভিকতা মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুপূজায় বুদ্ধি, অর্থ, প্রাণ ও বাক্য ইহার কোনটি নিযুক্ত না করিবার অধিকার প্রদান করিবার অধিকার কাহারও নাই। আদৌ গুরুপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবায় সকলেরই সমান অধিকার। বর্ত্মপ্রদর্শকগুরুনামধারী যদি তাহার আনুগত্যরূপ কাপট্য অভিনয়কারীকে সাক্ষাৎ গুরুপূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কুপরামর্শ প্রদান করে তাহা হইলে ঐরূপ অপরাধযুক্ত পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করাই শ্রীগুরুদেবের প্রকটতিথির আরাধনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটতিথিতে প্রত্যেক সেবা-প্রার্থীর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সেবার অধিকার উদিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবা অনাদৃত হইলে কিম্বা তাহা অন্য সেবার অন্তর্গত মাত্র বিবেচিত হইলে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ নামাপরাধের আবাহন হয়।

যদি কোন গৃহস্থভক্ত এরূপ বিচার করেন যে, যেহেতু তিনি সম্বৎসর তাঁহার অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন সুতরাং শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথির বিশিষ্ট আর্থিক সেবা তাঁহার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট তিথির মর্য্যাদা-লঙ্ঘনরূপ অপরাধ নিশ্চয়ই তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে চিরবঞ্চিত করিবে।

শ্রীআচার্য্য-প্রকট-তিথির যথাবিহিত আরাধনার জন্য প্রত্যেক শ্রীহরিনামাশ্রিত [illegible] বুদ্ধি, অর্থ, প্রাণ ও বাক্য-রূপ চতুর্ব্বিধ উপায়ন-হস্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের ব্যক্তিগত পূজার অধিকার লাভ প্রার্থনা করা। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা-লাভ না হয় তাহা হইলে অন্য যত প্রকার সেবার অভিনয় সবই বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবা সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু সমুদয় সংগৃহীত উপায়ন সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাক্ষাদ্ভাবে নিবেদিত না হইলে অন্যত্র গুরুসেবার ছলনায় গুরুভোগের অনুষ্ঠান হইবে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় এতদপেক্ষা ভীষণতর অপরাধ নাই, যেহেতু আদৌ গুরুপূজা।

বিংশতি সহস্র শ্রীহরিনামাশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বথা পালনীয় একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীআচার্য্য-প্রকট-তিথিতে সর্ব্ববিধ উপায়ন সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-পূজায় সর্ব্বতোভাবে যোগদান করা। এই কর্ত্তব্য যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে অন্যান্য যাবতীয় সেবা-চেষ্টার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে; নচেৎ প্রাণহীন সেবাভিনয়ের দ্বারা জড় প্রতিষ্ঠা মাত্র লভ্য হইবে। অন্যত্র শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য যাঁহাদের শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন সম্ভব হইবে না, তাঁহাদের কর্ত্তব্য তত্তৎস্থানে তিথি-আরাধনায় পূর্ব্বে সংগৃহীত যাবতীয় উপায়ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রেরণ করা। সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-

গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের নিষ্কপট আনুগত্যই একমাত্র অবলম্বনীয়। গৃহস্থ-ভক্তগণ ও মঠাশ্রিত ত্যক্তগৃহ ভক্তগণ পরম্পরের সহক্রমে অনর্থমুক্ত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ঐকান্তিক সেবা অনায়াসেই লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ]

অদৃষ্ট ও পুরুষকার বিষয়ের গবেষণা বড় জটিল। ঐ দুটি নিয়ে কত কাল ধ'রে যে আলোচনা চলছে, তার ইয়ত্তা নাই। কত বড় বড় মনীষি এই দুটির গবেষণায় কত কাল কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেউ এর সুসমাধান করতে পারেন নাই। ঐ দুটি নিয়েই সংসার, সুতরাং সংসারী জীব ঐ দুইটির মীমাংসা করতে পারলে তার সংসার থেকে ছুটি হ'য়ে যাবে। অক্ষজজ্ঞান সম্বল নিয়ে মনোধর্ম্মের প্রভাবে এ জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তবে কি এ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে না? হাঁ হবে, যাঁরা আত্মদর্শী—সর্ব্বদর্শী তাঁদের নিকট এর মীমাংসা হ'য়ে রয়েছে। আমরা যদি তাঁদের নিকট অভিগমন করতে পারি, তা'হ'লে এর যথার্থ সিদ্ধান্ত বুঝতে পারব।

অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে কোন্‌টী বড়, কার দ্বারা জীব সুখদুঃখ ভোগ করছে, এ বিষয়ে দুএকটী মতামত আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ ক'রে পরে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকৃপায় যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তা' জানাব।

যাঁরা অদৃষ্টবাদী, তাঁরা বলেন,—'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।'' এবিষয়ে মহাভারতে একটী গল্প আছে,—কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হ'লে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণসহ ভীষ্মের নিকট গমন করেন। তাঁকে শরশয্যায় শায়িত দেখে যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি দুঃখ ক'রে বললেন,—পিতামহ, আপনার এইরূপ দুর্গতির আমিই একমাত্র কারণ, সুতরাং এ পাপের ফলে আমাকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে। আমি যদি পাঁচভাইএর সঙ্গে প্রাণত্যাগ করতাম, তা'হলে এ পাপের ভাগী হ'তে হ'ত না। যা' হোক, আপনি যখন পরম ধার্ম্মিক, তখন আমাকে কৃপা ক'রে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি পাপের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

ভীষ্ম বলছেন,—যুধিষ্ঠির, তুমি এজন্য দুঃখ করছ কেন? আত্মা, কাল, আর অদৃষ্ট ঈশ্বরের অধীন, সুতরাং তাকে কি নিমিত্ত পাপপুণ্যের কারণ ব'লে নিশ্চয় ক'রে দুঃখ পাচ্ছ, একটী উপাখ্যান শুনলে তোমার সব মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এই ব'লে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন,—

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্রকে সর্পে দংশন করায় পুত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। এক ব্যাধ সেই সাপকে পাশ বদ্ধ ক'রে ব্রাহ্মণীর নিকট এনে তাঁকে বলছে,—ভদ্রে, এই সাপ আপনার পুত্রকে দংশন ক'রেছে। সুতরাং আমাকে আদেশ করুন, এর প্রাণবিনাশ ক'রে ফেলি।

ব্রাহ্মণী বললেন,—একে মারলে আমার পুত্রকে ত' আর ফিরে পাব না? অনর্থক একে বধ ক'রে কি লাভ? কেবল প্রাণিবধ ক'রে ত' দুঃখলাভ মাত্র।

ব্যাধ বলছে,—দেবি, আমি আপনাকে মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট ব'লে জানি, মহদ্ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ পরদুঃখ-দুঃখী। যাঁরা শান্ত, তাঁরা সকলই কালকৃত জেনে দুঃখ করেন না বা অন্যকে দোষারোপ করেন না। কিন্তু যাঁরা প্রতিকার-পরায়ণ, তাঁরা শত্রুবিনাশ ক'রেই শোকানল নির্ব্বাপিত করেন। অতএব আপনি একে বিনাশ ক'রে পুত্র-শোক ত্যাগ করুন।

গৌতমী বলছেন,—ব্যাধ, এ বালক মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছিল ব'লেই সাপে একে দংশন ক'রেছে, সুতরাং এজন্য একে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধপ্রকাশ কর্ত্তব্য নয়। অতএব তুমি একে ত্যাগ কর।

ব্যাধ বলছে,—ভদ্রে, শত্রুবিনাশে কাল-বিলম্ব করা উচিত নয়। বিশেষতঃ বলবান্ শত্রুকে বিনাশ করলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হ'বে। একে ছেড়ে দিলে এ আরও অনেকের প্রাণ নষ্ট করবে।

তখন পাশবদ্ধ সর্প কোনরূপে কষ্টে-সৃষ্টে বলতে লাগল,—ব্যাধ, তুমি আমাকে কেন দোষারোপ করছ? আমি স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণকুমারকে বিনাশ করি নাই। কিন্তু মৃত্যুই আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'রেছে, যেমন চক্র দণ্ড কুম্ভকারের অধীন হ'য়ে কাজ করে, সেইরূপ আমিও মৃত্যুর প্রেরণাবশতঃ একে দংশন ক'রেছি।

তখন মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বললেন,—ভুজঙ্গ, তুমি আমাকে দোষ দাও কেন? আমি কালের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে তোমাকে বালকের প্রাণ হরণ করতে পাঠিয়েছি; মেঘ যেমন বায়ুর বশীভূত, আমিও সেইরূপ কালের অধীন। এই জগতের সমস্ত বস্তুই কালের অধীন। তিনিই সৃষ্টিসংহারাদি সমস্ত কাজ ক'রে থাকেন।

ইত্যবসরে কাল সেখানে এসে বললেন, হে নিষাদ, সর্প, মৃত্যু বা আমি কেউই এর বিনাশের কারণ নই। এর কর্ম্মই এর মৃত্যুর হেতু। বালক নিজ অদৃষ্টদোষেই অকাল মৃত্যু লাভ করেছে। কর্ম্ম পুত্রের

প্রয়াগ-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

---:০:---

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

৫৫তম দৃশ্য—হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কাদহন

যে-ব্যক্তি সেব্য বস্তুকে লঙ্ঘন করে, প্রকৃত সেবক তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া সেব্যের প্রতি সেবার চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া রামভক্ত হনুমান রাবণ-ভোগ্য লঙ্কা দগ্ধ করিতেছেন। শ্রীহনুমানের এইরূপ কার্য্য আদৌ অন্যায় বা নীতিবিগর্হিত নহে।

৫৬তম দৃশ্য—কাঠবিড়ালীগণের সেবা-চেষ্টা

করুণাময় ভগবান্ অতি দুর্ব্বল ব্যক্তি-কেও সেবাধিকার প্রদান করেন। লঙ্কা যাইবার জন্য সাগরের উপর ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীগণের সেবা-চেষ্টাও শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক গৃহীত ও পুরস্কৃত হইয়াছে। সেবকের নগণ্য ক্ষুদ্র চেষ্টাও ভগবান্ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে ভগবান্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে।

৫৭তম দৃশ্য—বদ্ধজীবের আলেখ্য ও অর্চ্চা-বিগ্রহে পার্থক্য

জগতের লোক মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের স্মৃতির জন্য তাঁহাদিগের আলেখ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু পরমার্থ-বিচার ইহা হইতে ভিন্ন। পূজার জন্য ৮ প্রকারের অর্চ্চাবিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন। ভক্তগণ ঐ সমস্ত অর্চ্চা বিগ্রহের পূজক। প্রথমোক্ত আলেখ্যগুলি ভোগমূলে প্রতি-ষ্ঠিত এবং শেষোক্ত অর্চ্চা মূর্ত্তি সেবা-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিয়ে পরম সুখ ভোগ করায়, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় জীবকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'রে দেয় কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্যের প্রকাশ। মানুষ যেমন কর্ম্মের বশীভূত, কর্ম্মও আবার তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। কুম্ভকার যেমন স্বেচ্ছানুসারে ঘটাদি প্রস্তুত করে, মানুষও তেমনি নিজের ইচ্ছায় কর্ম্ম সৃষ্টি করে।

সুতরাং আপনারা এই উপাখ্যান দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুটীই অব্যাহতভাবে অবস্থিত। অদৃষ্টই পুরুষকারের প্রেরক, আবার পুরুষকার অদৃষ্টের জনক।

(ক্রমশঃ)

৫৮তম দৃশ্য—শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীব্যাসপ্রোক্ত ভক্তির উপদেশ বিশুদ্ধ-ভাবে সমাগত হইয়া অদ্যাবধি সেই সকল কথা অসংখ্য প্রতিবাদের অন্তরালে বিলুপ্ত না হওয়ায় শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীরূপানুগগণ জগতের সকল যোগ্যাযোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাদের অধিকারোচিত ভক্তিগানে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গগণ "বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুগমনে কায়মনোবাক্যে শ্রীবৈয়াসিকগণের সর্ব্বোত্তমতা প্রচার-সেবা করিতেছেন, এবং সর্ব্বতোভাবে সকলের অক্ষি ও কর্ণ-গোচর করাইবার প্রচেষ্টা করাইতেছেন। তাঁহারা প্রদর্শনী, বাস্তব-সত্যের পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি করি-তেছেন, বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানা পত্রের দ্বারে এই কথা বহুল প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, অনুকূল কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তিই যে শুদ্ধভক্তি এবং শুদ্ধভক্তিই যে অসং-স্পৃষ্ট আত্মার বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি তাহা জগৎ-বাসীকে জানাইতেছেন। ঐহিক পারত্রিক তাঁহাদের স্কন্ধে চাপাইবার প্রবৃত্তি না হয়, ইহাই প্রদর্শনী দর্শনাভিলাষিগণের নিকট সাবনয় নিবেদন।

৫৯তম ও ৬০তম দৃশ্য—দূতগণের প্রতি যমরাজের উপদেশ

যাহারা মুকুন্দপাদপদ্ম-মধুপানে বিরত হইয়া নিরয়বর্ত্ম স্বরূপ গৃহমেধিসুখে বদ্ধতৃষ্ণ, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানার্থ আনয়নের জন্য ধর্ম্মরাজ যম নিজ দূতগণকে উপদেশ দিতেছেন।

তিনি আরও বলিতেছেন—শ্রীহরি-সেবক বৈষ্ণবগণ দণ্ড্য নহেন, কিন্তু মহা-ভাগবত যমরাজেরও প্রণম্য।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

-::১::-

অদ্য হইতে ২ দিনের

গোবিন্দ ৪৪৯

৩ গোবিন্দ ২৭ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী সোম শর্করিল ১৬ দং ৫৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া দিবা রা ৯।২৫ পূর্ব্বফল্গুনী দি ৭।২ [illegible] ১০।৬০ বাণিজকরণ দি ৮।২৪ গতে বিষ্টিকরণ রা ৯।২৫ গতে ববকরণ।

৪ গোবিন্দ ২৮ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল [illegible] কৃষ্ণচতুর্থী [illegible] ১১।৫৩ উত্তরফল্গুনী অপরাহ্ন দি [illegible] যোগ রা ১১।১৩ ববকরণ।

[বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ গোবিন্দ, ৪৪৬ শ্রীগৌরাব্দ

ভক্তিসুধাকর প্রভু

—:০:—

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয়ের পর হইতেই যে প্রকার আন্তরিকতার সহিত প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য তথা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় দ্বারা একনিষ্ঠভাবে ভগবৎ-সেবা করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত সুদুর্লভ। ভারতেও অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত জগতে অহঙ্কার-স্ফীত হইবার সামগ্রী ভক্তিসুধাকর প্রভুর সকলই আছে। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া তৎসমুদয়ই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। ঐ সকল কি প্রকারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে তাহা কাহারো কাহারো বোধগম্য হয় না। সংসারের জনগণ সাধারণতঃ উচ্চকুলে জন্ম, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, তীক্ষ্ণ ধীঃ। প্রভৃতির অধিকারী জনগণকে সম্মান ও তাঁহাদের আনুগত্য করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণ ঐ সুযোগে নিজে সম্মান গ্রহণ না করিয়া সকল বস্তুই ভগবানের প্রাপ্য জানে তাহা ভগবানে অর্পণ করেন এবং অনুগত জনগণের নিকট ভগবৎ-সেবার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে আমাদের যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় যদি ভগবৎ-সেবার অনুকূলে হয় তাহা হইলেই জীবন সার্থক। এই অবস্থায় গৃহেই থাকি আর বনেই থাকি তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভগবদ্ভক্তগণ কাম-ক্রোধাদি রিপু-সকলকে পর্য্যন্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার সুকৌশল জানেন; তাঁহারা উহাদের অধীন নহেন, উহারা তাঁহাদের অধীনে সেবার সহায়ক। এই সকলও আমরা শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইতেছি। তিনি একদিকে আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ, অপরদিকে আদর্শ মঠরক্ষক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবার উজ্জ্বলা তাঁহারই আন্তরিক প্রযত্নে সম্পাদিত হইতেছে। এই মঠের শ্রীমন্দির, প্রদর্শনী, সেবকগণ প্রভৃতি তাঁহারই আন্তরিক সেবা-প্রাণতা ও সেবা-সৌষ্ঠবের সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার প্রচারে কটকের মনীষিগণ মুগ্ধ। ঐ সকল মনীষির অনুরোধে তিনি বর্ত্তমানে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ও পাশ্চাত্যের মনীষিগণ প্রাপ্ত আনন্দ [illegible]

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

(২)

এ সম্বন্ধে নীতিবাদিগণেরও বিচার শ্রবণ করুন।

যদভাবি ন তদ্ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥
(হিতোপদেশ)

অর্থাৎ যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবে না, আবার যাহা হইবার, তাহা হইবেই, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। লোকে এইরূপ চিন্তাবিষঘ্ন এই ঔষধ কেন পান করে না?

কিন্তু এর উত্তরে পুরুষকারবাদী বলেন—

এতৎ কাপুরুষাণাং হেত্বাভিধানমিত্যবচনম্॥

কাপুরুষলোক অর্থাৎ অলসব্যক্তিরা আলস্যবিবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া থাকে।

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

যেমন কেবল একটি চাকাতে রথ চলে না, সেইরূপ লোকের (অধ্যবসায় ও উদ্যমের) সহায়তা ব্যতীত দৈব (ভাগ্য) কখনও ফলপ্রদ হয় না।

পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

দৈব কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের পরিণতি মাত্র বলিয়া অভিহিত। অতএব আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেন না,—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) উদ্যমশীল পুরুষসিংহের প্রতিই অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। দৈব (অদৃষ্ট) সমস্ত প্রদান করে—একথা কাপুরুষেরা বলিয়া থাকে। "সকলই দৈবের অধীন" এই সংস্কার ভুলিয়া গিয়া সাধ্যানুরূপ অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যসাধনে যত্নবান হও, যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে॥

যেমন কুম্ভকার মৃৎপিণ্ড হইতে স্বেচ্ছামত ঘট শরাবাদি প্রস্তুত করে, তদ্রূপ মনুষ্যও আত্মকৃত কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়।

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥

কাকতালীয় ঘটনার ন্যায় যদিও ধন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তথাপি ভাগ্য স্বয়ং তাহা দেওয়াইতে পারে না। তাহা গ্রহণ করিতে হইলে পুরুষকার আবশ্যক।

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহা সম্পন্ন হয় না, যত্ন করিলে তবে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মৃগ কখনও স্বয়ং আসিয়া নিদ্রিত সিংহের মুখে প্রবেশ করে না।

এইরূপে কেহ অদৃষ্টের পক্ষ অবলম্বন ক'রে অদৃষ্টবাদী হন, আবার কেউ বা পুরুষকারের উপাসক হ'য়ে যান। অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে যে একটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সেটী আর কেউ লক্ষ্য করেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য অদৃষ্ট ও পুরুষকার বিচারে বলেন,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এজন্মে ভোগ হওয়ে হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পর পর জন্মে ভোগ হইবে। আবার এজন্মের কর্ম্মফল কতক এজন্মেই ভোগ হইতেছে এবং কিয়দংশ পর পর জন্মের জন্য সঞ্চিত হইতেছে। যাহা ভোগ হইতেছে, তাহাই 'অদৃষ্ট' বা দৈব। আর ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহাই পুরুষকার। পূর্ব্বজন্মকৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই বর্ত্তমান জন্মে 'দৈব'।"

বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ম্মের সংজ্ঞায় স্বকৃত গোবিন্দভাষ্যে ব'লেছেন,—"কর্ম্ম চ জড়ং দৃষ্টাদৃষ্টাখ্যম্ অপ-দেশ্যম্" অর্থাৎ কর্ম্ম—জড় পদার্থ এবং অদৃষ্টাদি-শব্দ-বাচ্যদেশ্য। আবার তাঁহারই গীতাভূষণ ভাষ্যে এইরূপ দেখা যায় —পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্যমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃষ্টরূপ যত্নের দ্বারা নিষ্পাদিত অদৃষ্টাদি শব্দবাচ্য বস্তুই কর্ম্ম। আদি পদের দ্বারায় পুরুষকারকে ধরা যেতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অদৃষ্টবিষয়ে অতি সুন্দর মীমাংসা ক'রেছেন। কংস দেবকীর সন্তান বিনাশ ক'রে যখন মায়াদেবীর বাক্যে দৈববাণীর উপর অবিশ্বাস করলে, তখন বসুদেব ও দেবকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এইরূপ বলিয়াছেন,—

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে॥
ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ॥
যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদ্ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ॥
যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।
তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ॥
(ভাঃ ১০।৪।১৮-২২)

[হে মহাভাগ দম্পতি, সেই শিশুগণ নিজ নিজ অদৃষ্টের অনুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে; অতএব তাহাদের জন্য শোক করিও না। দৈবাধীন প্রাণিগণ সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিতে পারে না। ইহলোকে মৃত্তিকাজাত ঘটাদি বস্তু যেরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। ঘটাদি নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা যেরূপ নষ্ট হয় না, সেইরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর নষ্ট হইলেও জীবাত্মা স্বয়ং বিকৃত হয় না। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইহা অবগত নহে, তাহারই দেহাত্মবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে ভেদজ্ঞান ও পুত্রাদির দেহের সঙ্গে যোগ, বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। সেই অজ্ঞানের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সংসার-জনিত সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতি ভদ্রে, যেহেতু সকল জীবই দৈবাধীন হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, সেইজন্য আমাকর্ত্তৃক নিহত নিজ পুত্রগণের জন্য অনুশোচনা করিও না। যতকাল পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানশূন্য জীব "আমি হত হইয়াছি, আমি বিনাশ করিয়াছি" এইরূপে আত্মার উপর বিনাশ্যবিনাশকভাব কল্পনা করে, ততকাল পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মাভিমানী মূঢ়জন আত্মার বাধ্য-বাধক ভাব অর্থাৎ হনি বধ্য, ইনি ঘাতক এইরূপ কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বাব প্রাপ্ত হইয়া তৎফল-স্বরূপ সুখদুঃখাদি লাভ করে।]

নন্দের প্রতি বসুদেবের উক্তি,—

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥
(ভাঃ ১০।৫।৩০)

[মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ অদৃষ্ট-বশতঃই পুত্রের ফলভোগাদির সমাপ্তি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রাদি-প্রাপ্তিরূপ সুখপ্রদ অদৃষ্ট যখন ক্ষীণ হয়, তখন পুত্রাদি থাকে না। অদৃষ্টই পরম, কেননা যদ্যপি পুত্রাদির বিয়োগ হইয়া থাকে, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ আবার তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলন হইয়া থাকে। অতএব অদৃষ্টই অব্যভিচারী সুখ-দুঃখের কারণ—ইহা যিনি জানেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না।]

পূর্ব্বেই উক্ত হ'য়েছে যে, জীবের কর্ম্ম থেকেই সবই হ'চ্ছে; সুতরাং কর্ম্মকে কোনরূপে বিনাশ করতে পারলেই সব গোলমাল মিটে যায়।

'অদৃষ্ট' অর্থে যাকে দেখা যায় না। যেমন আমার হঠাৎ একটা বিপদ্ হ'লো। বললাম—জানি না আমার অদৃষ্টে কি ছিল, যার ফলে এই দুঃখ ভোগ করতে হ'লো। 'পুরুষকার' অর্থে পুরুষের চেষ্টা বা যত্ন। পুরুষকারের ধারাবাহিক স্রোত নিয়েই জীবের জীবন।

'ডনেশন' পাঠ ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ জনগণ মহাপ্রভুর চরিত্র ও তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয় জানিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন। 'হার্ম্মনিষ্ট' পত্রিকায় তাঁহার সেবা-চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়। এক কথায়, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রচারিত হইবার মূল স্তম্ভ তিনি। যে দিক দিয়াই বিচার করা যায়, ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবার তুলনা অতি বিরল।

সুতরাং **ঐ দুইটী বস্তু কর্ম্মেরই দুটী দিক মাত্র।**

এখন যদি আমরা কর্ম্মের বিষয় ভাল ক'রে বুঝতে পারি তবেই ঐ দুটী বিষয়ের সুন্দররূপে সমাধান হ'তে পারবে।

যা' করা যায়, তা'কেই 'কর্ম্ম' বলে। জীবমাত্রেই কর্ম্ম করতে বাধ্য। কর্ম্ম না ক'রে কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তাই গীতায় ব'লেছেন,—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।' কর্ম্মই আমাদের সুখ-দুঃখের জনক। কর্ম্মফলের গুণে স্বর্গাদিসুখ উপভোগ করা যায়, আবার কর্ম্মদোষে নরকাদি দুঃখ ভোগ করতে হয়। কর্ম্মের ফল পুণ্যজনক হ'লে স্বর্গাদি সুখলাভ হয়, আর পাপজনক হ'লে নরকাদি-দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে। যদি কর্ম্ম না থাকত, তাহ'লে 'অদৃষ্ট' বা পুরুষকার ব'লে কোন কথাই উত্থাপিত হ'ত না। সুতরাং কর্ম্মের বীজ কোথায়, তার অনুসন্ধান করা দরকার।

গীতা বলেন—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

দেহেন্দ্রিয়ের স্বামী যে জীব তিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব সৃষ্টি করেন না এবং আপনাতে কর্ম্মফলের সংযোগও করান না, তাঁর অবিদ্যাকৃত স্বভাবই ঐ সকলের হেতু। জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই ব'লে আপনারা মনে করবেন না যে, ভগবানই ঐ সব কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাহ'লে তাঁর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করতে হয়, কিন্তু বেদান্তসূত্রে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন তথাহি দর্শয়তি" সূত্রে তাঁর ঐ দুটী দোষের নিরাস ক'রে দিয়েছেন। জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব থেকেই তার কর্ম্মপ্রবৃত্তি হচ্ছে।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

——::১::——

অদ্য হইতে ২ দিনের

গোবিন্দ ৪৪৯

৪ গোবিন্দ ২৮ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল স্বাপু প্রত্যয় কৃষ্ণাচতুর্থী দণ্ড রা ১১।৩৪ উত্তরফল্গুনী অনন্ত দি ৯।৪৮ সুষ্ঠি-যোগ রা ১।১৩ ববকরণ।

৫ গোবিন্দ ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী বুধ ভূত অষ্টিবক্ত কৃষ্ণপঞ্চমী শ্রীধর রা ১।৪৮ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ দি ১২।২৫ শূলযোগ রা ১।৪৪ কৌলবকরণ। **শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীপুরুষোত্তমমঠ এবং অন্যান্য শাখামঠে মহামহোৎসব। শ্রীঠাকুর পুরুষোত্তমের তিরোভাব।**

নবদ্বীপ-পরিক্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম-এ) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন)—১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলীয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) —১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার।

(৪) মধ্য (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার (গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপমোচনী মহাদ্বাদশীর উপবাস)।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর গঙ্গেরডাঙ্গা)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শনিবার।

২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

প্রয়াগ-সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

দৃশ্যাবলীর পরিচয়

৬১তম দৃশ্য—যমপুরীতে পাপিগণের শাস্তি

যাহারা হরিসেবাবিমুখ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণে ব্যস্ত, তাহারা জীবনান্তে যমপুরীতে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুযায়ী শাস্তি ভোগ করিতেছে।

৬২-৬৬তম দৃশ্য—কলির স্থানপঞ্চক

শূদ্ররাজবেষধারী কলিকে বৃষরূপী ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতে দেখিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে উদ্যত হন। তখন কলি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি কলিকে পাঁচটী স্থান প্রদান করেন। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ ঐ পঞ্চ স্থানের সেবা করেন না।

(ক) কলির প্রথম স্থান—দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ বৃথা সময়াপহারক বিবিধ ক্রীড়া। (খ) কলির দ্বিতীয় স্থান—মাদক দ্রব্যসকল, (গ) তৃতীয় স্থান—অসতী স্ত্রী। (ঘ) কলির চতুর্থ স্থান—জীবহিংসা। (ঙ) কলির পঞ্চম স্থান—জাতরূপ অর্থাৎ অর্থ। তাহার অসদ্‌-ব্যবহার হইতে কাম-ক্রোধাদি অনর্থের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা মাধবের সেবায় নিযুক্ত হইলে প্রকৃত সদ্ব্যবহার হওয়ায় পরমার্থ সাধন হয়।

৬৭-৭২তম দৃশ্য—গোস্বামিগণের দৃশ্য

অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্বকে প্রাকৃত বস্তুর অন্তর্গত বিচার করিলে তাদৃশ অপরাধ ফলে নারকী হইতে হয়, ইহা (৬৭-৭২তম দৃশ্য-সমূহে ভগবান্ ব্যাসোক্ত "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকের আলোচনা-মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৬৭) পূজ্য বিষ্ণুশিলা অন্য-গণ্ডকাদি-পদ-দলিত প্রস্তরের সমজাতীয় বস্তু নহেন।

(৬৮) জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতবৎ আচরণ প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; কিন্তু ভগবদভিন্ন তত্ত্ব।

(৬৯) সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত বিচার করিতে হইবে না।

(৭০) সকল কল্মষহারী বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণামৃত সাধারণ জলের সমতুল্য নহে।

(৭১) বৈকুণ্ঠনাম মন্ত্র জাগতিক শব্দ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা বিষ্ণু-সেবাপর, কিন্তু জাগতিক শব্দসকল ভোগপর।

(৭২) সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতাগণের সমান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।

৭৩তম দৃশ্য—মহাপ্রভুর প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষাদান

প্রয়াগ দশাশ্বমেধ ঘাটে অবস্থিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে জীবের কর্ত্তব্য-বিষয়ে উপদেশ করিতে গিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। অমন্দোদয়-দয়াবতারী শ্রীমহাপ্রভুর এই উপদেশ অনুসারে আচরণ করিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে।

(৭৪) ঝারিখণ্ড পথে শ্রীমহাপ্রভু।

(৭৫) মাধবীর নিকট ছোট হরিদাসের ভিক্ষা।

(৭৬) মহাপ্রভুর হরিদাস বর্জ্জন।

(৭৭) হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ।

"ধাম-স্তোত্র"

ভকতি-কুসুম-বাসময়।
পূত বাসুদেবপদ ভজন-আলয়॥

শান্তি-শীতলিত, প্রেম-পুলকিত,
স্বতঃ নীরাজিত—
শোভা-পরভায়।
সেবাঋদ্ধি সযতনে
বিতরিত প্রাপ্ত জনে
পর অহৈতুক-করুণায়॥

তুমি মাঝে মাঝে স্বচ্ছন্দ সরোজে
ব্রজনটরাজে—
করাও উদয়।
কভু বা সে লীলাসার
হয় জ্ঞান-অগোচর
ধামেশের শ্রীযোগমায়ায়।

সতত তোমারি বক্ষ বিহারী
লীলাময় হরি—
জয়ে নিশ্চয়।
ধাম-সেবা-আশে ধামে ও ধামেশে,
দীন ধামদাসে—
নমে ভক্তসায়॥
— শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸৹
বাজা চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫৷৷৹
কাটারীভোগ	৬।৹ ৬৷৹
বাঁকতুলসী	৫৵৹
নাগরা নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এক্তারেজ কোয়ালিটি	৪ ৹
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸৹
পেশোয়ারী	১০০-১০৷৷৹
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪৷৹-৪৷৷৵৹
পাটনাই আতপ	৪৷৷৹-৪৸৹
কাটারীভোগ	৬।৹
ঐ রেঙ্গুণ	৩ ৹

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯৸৹
দেশী সাদা দানা	৯৵৹-৯৷৷৵৹
" লাল "	৮৷৷৵৹ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ	
পেটেন্ট ময়দা		৫৵৹-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵৹-৫৲
গৃহস্থালীয় ব্যবহারোপযোগী		৪৷৷৹-৪৷৷৵৹
আটা (বি)		৪৷৷৵৹-৪৸৹
সুজী		৪৸৵৹-৫৲
আটা (এস)		৪৵৹-৪৹৲
আটা (২)		৪৶৹-৪/৹
আটা (কে)		৩৸৹-৩৸৵৹
আটা (৩)		৩৵৹-৩।৹
পোলার্ড ভূষি		১৸৶৹-২৲
ভূষি		১৸৵৹-১৸৵৹

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸৹-১৫৲
ঐ পুদরা	১৭।৹-১৭৷৷৹
নারিকেল তৈল	১১।৹—১১৷৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸৹

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ	
রামসীতা		৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		৪৯৲
রাজা গাওয়া		৪৭৷৷৹
পাওরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩৷৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উৎকলভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷৷৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গলাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দশম স্কন্ধ ১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-ভূমিকাসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা ১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাউল-আলাপ ।৹
১৯। ভক্তাবধৈক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶
২২। ভজন-রহস্য ৷৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২৬। গীতার কেবল মাধুর ভাষ্য ৷৷৹
২৭। মুক্তিমাল্লিকা অপসোক্তঃ অনুবাদ ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক অনুবাদ ৷৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ
৪৩। সাধকজীবন ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক ৴৬
৪৬। অর্থপঞ্চক ৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹
৫৮। শ্রীগুরুবন্দেশ ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ ৷৷৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৬৩। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৷৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৬৬। সারাংশবর্ণনম ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷৷৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৷৹
৬৯। নামভজন ।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ৷৷৹
৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵৹
৭২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
৭৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৫। দি ভাগবত ।৹
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৮০। সাধন-পথ ।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৮২। গীতাবলী ৴
৮৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি ৴

তেলগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"আচার্য্যগণ শ্রীব্যাসমুখরিতশ্রুতিরই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর ৫ গোবিন্দ, [illegible] গৌরাব্দ

শ্রীব্যাস-পূজায় নিবেদন

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

শ্রীব্যাসদেব গুরুপাদপদ্ম। সকল শাস্ত্রই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন; পরতত্ত্ব-লাভের জন্য যে সাধু-মহাজনগণের বর্ত্মানুসরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সেই সাধু-মহাজনগণও শ্রীগুরুদেবকে ঐভাবেই চিন্তা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার্য্য-লীলায় তাঁহাকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠরূপে দেখিতে পাই। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই ভগবৎকৃপা লাভ হয়; পক্ষান্তরে তিনি অপ্রসন্ন হইলে নিত্যরূপে আশ্রয় প্রদানের আর কেহ নাই। ভূমিতে স্খলিতপদ হইলে ভূমিই অবলম্বন হয়, সেই প্রকার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে যে অপরাধ করিতেছি, তাহা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় তাঁহার শ্রীচরণকমলে একান্তভাবে আশ্রয়-গ্রহণ; তদ্ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম পতিতপাবন; মাদৃশ পতিত দুনিয়ায় দ্বিতীয়টী নাই, তাই আমাকে

একমাত্র আমাকে উদ্ধারের জন্যই তাঁহার প্রপঞ্চে শুভ পদার্পণ। তিনি আমার সমস্ত পাপ-গ্রহণে প্রস্তুত; তবে তাঁহার করুণার প্রবাহ প্রাপ্তির যোগ্যতা চাই, যদি আমি আর কখনও পাপ না করি তাহা হইলেই সে যোগ্যতা হয়। কিন্তু দুষ্ট মন আমার পাপের দিকে প্রবাহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাই আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু আমার বহির্ম্মুখ মন শ্রীগুরুদেবের করুণা-গ্রহণে নারাজ। সে 'বড় আমি'র আসনে সর্ব্বদাই মন্ত্রিরূপে অবস্থান করিয়া কুমন্ত্রণা দিতেছে।

স্বপ্নেও ভাবা যায় না যে-প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতার নৃশংস-নাট্য, সে অকুতোভয়ে তাহাই করিয়া ফেলিতেছে; এ অবস্থায় আমার পক্ষে গুরুপূজা কি-প্রকারে সম্ভব? ইহাতেও ভরসা আছে; ভরসা এই যে— "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর"। শ্রীগৌরসুন্দর—দাক্ষিণাত্যে স্বীয় সেবক কালা কৃষ্ণদাস ভট্টথারিদের কবলে পতিত হইলে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে—

"দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে॥"

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-স্থাপকবর মদীয় আচার্য্যদেবের পক্ষে ঐ মহাবদান্য-লীলা স্বাভাবিকী। কিন্তু তাহার উপর নির্ভরের ভাণ দেখাইয়া আমি "করুণাবলে পাপে"র আবাহন না করিয়া বসি—এই আশঙ্কায়ই অদ্যকার দিনে গুরুপাদপদ্মের সেবক-সেবকগণের শ্রীচরণে আমার সর্ব্বপ্রথম প্রার্থনীয়। দ্বিতীয় প্রার্থনা—অনেক সৌভাগ্যে আমার মঙ্গলবর্ত্তি-বর্ত্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাকে অপরাধ-ভয়ে সাবধান না করে। তৃতীয় প্রার্থনা—পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, যাহা আমার [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কবল হইতে যেন নিষ্কৃতি পাই। চতুর্থ প্রার্থনা—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, হঠযোগাদিতে আমার চিত্ত ধাবিত না হয়। পঞ্চম প্রার্থনা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য-[illegible] মনের [illegible] পরিত্যাগ করিয়া যথাক্রমে কৃষ্ণসেবা, ভক্তসেবা [illegible], সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি [illegible] কার্য্য ও কথনে থাকিতে নিযুক্ত হই। যদিও চাওয়া কাম্য সেবার পরিপন্থী, তথাপি অদ্যকার সর্ব্ব-শুভদা পঞ্চমী তিথির পূজাকালে এই প্রার্থনা-পঞ্চক আমাকে সেবার পরিপন্থী অবস্থাসমূহ হইতে উদ্ধার করিবে জানিয়া আমি সর্ব্বপ্রথমে তাহাদেরই আবাহন করিলাম। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ", অদেবকে যদি দেবের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ নিষ্কপট প্রার্থনা-পঞ্চক ভূতশুদ্ধির সহায়তা করিবে; ভূতশুদ্ধি হইলে গুরুদেবেরই কৃপায় "গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা" হইবে। আমাকে পরদেবের পূজা করিতে দেখিলেই আমার গুরুদেবের আনন্দ। তাঁহার সেই আনন্দ বিধানার্থ ঐ প্রার্থনা পঞ্চক নিষ্কপট হইয়া আমাকে ভূতশুদ্ধির সুযোগ প্রদান করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-গৃহ (পুরী)

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" এই শ্রুতিমন্ত্রের উদ্দিষ্ট অনন্ত চিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার ও শুদ্ধভক্ত বস্তুতে কোন ভেদ নাই। পরন্তু রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যবিধানের জন্যই 'ভক্তরূপ'—শ্রীচৈতন্যদেব, 'ভক্তস্বরূপ'—শ্রীনিত্যানন্দ, 'ভক্তাবতার'—শ্রীঅদ্বৈত, 'ভক্তশক্তি'—শ্রীগদাধর ও 'শুদ্ধভক্ত'—শ্রীবাস, এই পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই ভক্তস্বরূপ বা গুরু-প্রকাশরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, আবার তিনিই [illegible]-নিত্যানন্দরূপে গুরুপাদপদ্ম।

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস,
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে;
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

* * *

শ্রীব্যাসদেব স্বয়ং চতুর্ব্বর্গের শাস্ত্রাদি-প্রণয়নের পরেও অপ্রসন্নচিত্ত হইবার লীলাভিনয়ে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলাভে যে চিত্তের শান্তিলাভ হয় না, তাহা শিক্ষা-প্রদানার্থ স্বীয় গুরু শ্রীনারদের আদেশে "অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি" প্রচার করেন। এই অহৈতুকী ভক্তির বাণীই শ্রীমদ্ভাগবত। যে বাণী শ্রীভগবানের "যাবানহং যথা ভাবো" আশীর্ব্বাদরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহাই গুরুপরম্পরায় শ্রীব্যাসদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া তাঁহার লেখনী-সেবায় 'শ্রীমদ্ভাগবত'-গ্রন্থরূপে নিখিল জনগণের কল্যাণার্থ প্রকাশিত হন। সেই বাণীই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা। [illegible] যে-প্রকার গ্রন্থভাগবতরূপে প্রকাশিত, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের নিজজনবর্গের লীলা-সঙ্গোপনের পর "স্বকালে পুনর্যোগমায়ায়" শাস্ত্রবাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই বাণী [illegible] শ্রীনীলাচল-চন্দ্রের শ্রীমন্দিরের নিকটেই শ্রীল ভাগবত-বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

* * *

"[illegible]"

[illegible] তিনি 'সিদ্ধান্তী', তাই তিনি কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপিণী ও মহাভাবময়ী। এক কথায় তিনি, পরম-পুরুষার্থের মূর্ত্তবিগ্রহ। এই বিগ্রহ পরম সুন্দরী ও কৃষ্ণসুখৈক-[illegible]

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের চেতন-বাণী কি আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে না? শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কি আমাদের চেতনের কর্ণ উদ্বুদ্ধ করিবে না? আচার্য্য কে, ইহা আমাদিগকে অবিসংবাদিতরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আচার্য্য-রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন— এই সংবাদের তাৎপর্য্য কি আমরা একেবারেই অনুসন্ধান করিব না? যদি না করি, তাহা হইলে কিরূপে আমাদের নিত্য-মঙ্গল সাধিত হইবে? এই মহেন্দ্রযোগ কি চিরদিনই প্রকট থাকিবে? ইহা কি একবারও আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না?

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

তাঁহার ভিতরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি বলিয়া এবং "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" বলিয়া 'কৃষ্ণময়ী'; কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিই তাঁহার আরাধনা বলিয়া তিনি 'রাধিকা'; সর্ব্ব-শোভার বা সর্ব্বলক্ষ্মীগণের আকর বলিয়া 'সর্ব্বলক্ষ্মী'; 'ভুবনমোহন' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন মোহিত করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি 'ভুবনমোহনমনোমোহিনী'; শ্রীরাধিকার 'সেবা-শ্রী'র নিকট চন্দ্রাবলীর সেবাও সম্পূর্ণভাবে পরাজিতা; তাই শ্রীবার্ষভানবী দেবী **"জয়শ্রী"**-সংজ্ঞায় অভিহিতা। এই জয়শ্রীর জয় বিঘোষণের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব; মুখ্যভাবে জয়শ্রীর সেবা-পৌর্ণমাসীর কিরণের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এবং সেবায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যে বার্ষভানবী দেবী, তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য-লাভের জন্যই শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীগুরুগৃহকুলদ্বারা জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় শ্রীবেদব্যাসের আশ্রয়-সেবাবিগ্রহ পূজনের রীতি প্রচলিত। আবার সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সেবায়ই যে পঞ্চম পুরুষার্থের পূর্ণতম-বিকাশ, সেই পূর্ণ-বিকশিত পঞ্চম পুরুষার্থের সেবানুশীলনই যে 'শ্রীপঞ্চমী'র সেবকগণের মৃগ্য হওয়া উচিত, জয়শ্রী'র আনুগত্যেই যে কৃষ্ণ-সেবা সম্ভব, সেই আনুগত্যময় জীবন যে 'পঞ্চমী' শব্দ শ্রবণ মাত্রই পঞ্চমপুরুষার্থ-ধারিণী 'জয়শ্রী' বার্ষভানবী দেবীকে বুঝিয়া থাকেন, সুতরাং বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে 'শ্রীপঞ্চমী' শব্দ যে 'জয়শ্রী'র সেবা-পৌর্ণমাসীর সহিত এক তাৎপর্য্যপর, তাহা প্রদর্শনার্থই শ্রীব্রজভক্তসুতার দয়িত-প্রকাশ-বিগ্রহের—শ্রীগৌর-কিশোরের ভক্তিবিনোদ দয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহের গোবিন্দ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভাব। এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী রাধাদাস্যের চমৎকারিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া **সেবা বরণের** জন্য অনুক্ষণ বলিতেছেন—"Just adjust yourself, truely and properly, for being dovetailed with the gratification of the senses of the Absolute Lord Sri Krishna.'

* * *

শ্রীগীতা বলেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তখনই দুষ্কৃতির বিনাশ ও সাধুগণের পুরস্কারের জন্য প্রপঞ্চে ভগবানের শুভ আবির্ভাব হইয়া থাকে। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকে জানিতে পারি, সেই আবির্ভূত ভগবানই আচার্য্য। আচার্য্যের কার্য্য দুইটী—ব্যতিরেকভাবে দুষ্কৃতির বিনাশ ও অন্বয়ভাবে প্রেম-প্রচারণদ্বারা সাধুর সংরক্ষণ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলা-সংগোপনের পর তদীয় পার্ষদ গৌড়ীয়াচার্য্যগণও যখন একে একে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন গৌড়ীয়গগন আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুমতরূপ সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। কতপ্রকার অদৈব বা আসুরবাদের যে উদয় হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যাভিলাষ, আম্নায়বিরোধ, কর্ম্মজড়-চিন্তাস্রোত, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, গুরুব্রুববাদ, গৌড়ীয়-বিরোধী মতবাদ, গৌরনাগরীবাদ, গৌরবিরোধী সর্ব্বনাশকর চিন্তাস্রোত, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ, জড়বিজ্ঞানবাদ, জাতি-গোস্বামিবাদ, দেহৈকসর্ব্বস্ববাদ, দৈববর্ণাশ্রমবিরোধী মতবাদ, পরমার্থকে পণ্য করিবার চেষ্টা, নবকল্কির ছড়ার প্রচলন, নিত্যানন্দের বিবাদ, নিবাদ্বৈন সাঙ্খ্যাদি বাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, পঞ্চরাত্রবিরোধবাদ, পরমাণুবাদ, পৌত্তলিকতা ও প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা, প্রাকৃত সহজিয়া-গিরি, বহির্ম্মুখ সামাজিক-প্রচেষ্টা, সাত্বত-স্মৃতির বিরোধ, ভজন-বিরোধ-চেষ্টা, রসবিরোধ-প্রলাপ, জড় শাক্তেয়বাদ, শাস্ত্রবিরোধের প্রচেষ্টা, ভগবন্নাম - ধাম - কাম - সেবার বিরোধি চেষ্টা, সখীভেকীবাদ, সদাচার-বিরোধবাদ, স্বতন্ত্রদেবতা-কল্পন-বাদ প্রভৃতি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। এই সকল পাষণ্ড-দলনের জন্যই যে অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আবির্ভাব, তাহা তাঁহার আচারে ও প্রচারে আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিতেছি। একদিকে এই সকল নিরসন, অপরদিকে যোগ্য সেবকগণের নিকট স্তবাবলী, স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কর্ণামৃত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়রামানন্দ-জয়দেব-প্রমুখ অপ্রাকৃত কবিগণের সুমধুর পদাবলী প্রভৃতি ব্যাখ্যাদ্বারা প্রেম-প্রচারণ কার্য্য আমরা আচার্য্যবর্যে পাশাপাশিভাবে দেখিতে পাই।

* * *

আকুমারিকা-হিমাচল তথা সমগ্রবিশ্বে এই বিবদমান-যুগে—শাসক-শাসিতের অহঙ্কারবিমূঢ়তাজাত সংঘর্ষের সময়ে সর্ব্ব সমস্যার সমাধানকারিণী শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারদ্বারা বিশ্বের সকলকেই নিত্য কল্যাণ প্রদানের চেষ্টা আমাদের আচার্য্যদেবের করুণাতেই বিশেষভাবে লক্ষিত। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের এত প্রসারতা কেহ দেখেনও নাই—কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি না তাহাও সন্দেহ।

যখন আচার্য্যবর্য্য দেখিলেন, শ্রীনামের করুণা জনসাধারণ গ্রহণে অসমর্থ, তখন তিনি শ্রীঅর্চ্চার করুণা তাঁহাদের নিকট সুগম করিলেন। যখন দেখিলেন,—পাঠ ও ব্যাখ্যায় অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কর্ণে মহাপ্রভুর কথা প্রচার সম্ভব নহে, তখন বিভিন্নভাষায় পারমার্থিক পত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও মঠমন্দিরাদি-স্থাপন, শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ-প্রকাশ ও গ্রন্থ-প্রচারাদি-কার্য্য আচার্য্য-বর্য্যের তত্ত্বাবধানে তদীয় নির্দ্দেশে পারিপাট্যের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু জনসাধারণ নিজে নিজে গ্রন্থ-পাঠ, এমন কি প্রচারকগণের মুখে ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিয়াও প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং পরতত্ত্বালোচনায় তাঁহাদের রুচির অভাব লক্ষ্য করিয়া পর-দয়ার অবতার শ্রীল প্রভুপাদ ছায়াচিত্রযোগে ও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর সাহায্যেও পরমার্থ প্রচার করিতেছেন। দেশে দেশে—দ্বারে দ্বারে প্রচারক প্রেরণ এবং সর্ব্বসাধারণকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের করুণা-বিতরণের এই প্রকার সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা যে অভূতপূর্ব্ব, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

* * *

আমাদের আচার্য্যদেব শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-সেবার বিরাট্ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই তাহাতে যোগদানের অধিকারী হইতে সুযোগ দিয়াছেন। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক ভগবদ্ধামের যথাসাধ্য সেবা বরণ করিলে যে সুকৃতির উদয় হয়, তাহাতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে চিত্ত প্রধাবিত হয়; তৎক্ষণে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইলে শ্রীনামের অপ্রাকৃত স্বরূপ হৃদয়ে প্রকাশিত হন; তৎকালে কৃষ্ণকাম-চরিতার্থতা-ব্যতীত আর কোনও কৃত্য থাকে না—আর কিছুই ভজনীয় বলিয়া গৃহীত হয় না। ইহাতে জন্মমরণমালা ও ত্রিতাপের কথা কি, ব্রহ্মানন্দও খাতোদক বলিয়া ধিক্কৃত হয়।

* * *

শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ধাম-সেবার জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যথাক্রমে শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার স্থাপন ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পরিপালন করিতেছেন। উভয় সভাই কি বিস্ময়কর ভাবে সেবা করিতেছেন, তাহা আজ ভারতের মনীষী মাত্রই বিশেষভাবে অবগত আছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি এবং অন্যান্য দ্বীপ-সমূহেও শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র, শ্রীগৌর-হরির বিভিন্ন-লীলা, তথা তত্তদ্ দ্বীপের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিভিন্ন সেবার আশ্রয় ও বিষয় বিগ্রহগণের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভাও ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন-লীলার সেবা প্রকাশ করিতেছেন। শুধু গৌড়মণ্ডলে ও ব্রজমণ্ডলেই নহে; বিপ্রলম্ভের স্থান শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলাদি আমাদের আচার্য্যদেবের লীলায় অর্চ্চা-রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সেবা যদি আচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে বিশ্ববাসিগণ বরণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের মনুষ্য জন্মের সার্থকতা—তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীব্যাসপূজার সুযোগ পাইয়া পরমার্থ-রাজ্যের অধিবাসী হইতে পারিবেন।

* * *

আমাদের আচার্য্যদেব বিশ্বের দ্বারে দ্বারে শ্রীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন এবং উপযুক্ত অনুগগণ দ্বারা কীর্ত্তন করাইতেছেন। এবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে, শ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রতকালে শ্রীল প্রভুপাদ নিরন্তর শ্রীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদিও যে মুখ্যভাবে শ্রীনামের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিতেছেন। তাহাও আচার্য্যবর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, উপনিষদাদি পরমার্থ-বিদ্যালয়ের শিশুপাঠ্য গ্রন্থমালা; শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর গ্রন্থ; গীতার চরম উপদেশ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রের আশ্রয়ে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনের যোগ্যতা হয় এবং তখনই শ্রীনামের পূর্ণকৃপা পাওয়া যায়।

* * *

প্রাকৃত-ভোগভূমিকা শুধু বদ্ধ নহে বধ্যও বটে; ইহা 'চারে'র প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তিলে-তিলে পলে-পলে ত্রিতাপদগ্ধ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রাণবায়ু হরণ করিয়া থাকে। ত্যাগ-ভূমিকাও চিন্মাত্রবাদের নামে জীব-সত্তার বিনাশ করিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে বধ্যভূমিকারই কার্য্য করিয়া থাকে। সংসারাসক্তি ও ফল্গু ত্যাগ উভয়ের কবল হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত-সেবাভূমিকায় গমনের সৌভাগ্য হইলে স্বচ্ছভাবে শ্রীনামের কাম সেবা হইয়া থাকে। তখন আমরা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করি—"

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে **ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী**তি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, ধাম ও কাম-সেবার সুযোগ দিয়া আমাদের আচার্য্যদেব অমন্দোদয়-দয়াবারিধি বিস্তার করিয়াছেন। নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাদিগকে "হরি বলিয়া শমন-কিঙ্কর সাপ" গ্রহণ হইতে সতর্ক করিয়াছেন এবং অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রীনাম-পরায়ণ হইতে উপদেশ করিয়াছেন।

* * *

বদ্ধভূমিকায় আমরা সকলেই স্ব-স্ব-বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব করিয়া থাকি। আমাদের আচার্য্যদেব প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বিচার প্রদর্শন করিয়া প্রাকৃত-জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত বিচারত্রয় প্রাকৃত বিচারের অন্তর্গত। অধোক্ষজ-ভূমিকায়ই শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-চমৎকারিতা, যে স্থানের সম্পর্কে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাধিদেব সম্বন্ধে কীর্ত্তন করি—

"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥"

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

"শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবট-তট-স্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

শুধু নাভিপ্রদেশের ঊর্দ্ধস্থিত অঙ্গাদি-দ্বারা নহে, বা শুধু শান্তাদিপ্রকার রসে নহে, পরন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা পূর্ণ দ্বাদশরসে ব্রজবরনাগরের সেবার অধিকার প্রদানের জন্যই আমাদের আচার্য্যদেবের আবির্ভাব। পক্ষান্তরে প্রাকৃত সহজিয়া-ভাবকে আমরা যেন অপ্রাকৃত মধুর-রস বিচার না করি, তজ্জন্য আমাদের আচার্য্যদেব আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক করিয়া দিতেছেন। বৈকুণ্ঠ, মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড স্থান-পঞ্চক যথাক্রমে অধিকতর সেবা-চমৎকারিতাযুক্ত কেন, তাহাও আমাদের আচার্য্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

* * *

আমাদের আচার্য্যদেব ঐসকল বিচার শুধু ভারতেই আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট নহেন; তিনি সমগ্র বিশ্বে তাহা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ঐ বাণীর প্রচারে আচার্য্যদেবের কৃপাশক্তি-প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সফলতার কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, জেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি স্বাধীন-মনা দেশসমূহের মনীষিগণ ঐসকল বিচারের কণামাত্র লাভ করিয়াই কি-প্রকার মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন। দুইজন জার্ম্মাণ মনীষী ঐ বাণীরই সেবা করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে আশ্রয় করিয়াছেন, একথাও পাঠকগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। আমরা যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর অহঙ্কার-বিমূঢ় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া "আমরা প্রাকৃত জ্ঞান-গরিমায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কাহারও নিকট হইতে আমাদের কিছু গ্রহণের প্রয়োজন নাই, অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যই শ্বেতজাতির জন্ম"-অভিমানী জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের এই সর্ব্বনাশকর আস্ফালন পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর বর্ণিত "নাহং বিপ্রঃ" শ্লোক অনুসরণ পূর্ব্বক নিজেদের পরিচয়ে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বিচার বরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আচার্য্যদেবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—আমাদের শ্রীব্যাসপূজা সার্থকতামণ্ডিত হয়—আমরা নিত্যানন্দ-ধামের অধিবাসী হইতে পারি।

* * *

অদ্য আমরা শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাস-পূজার অধিকার পাইতেছি। এই স্থানেই মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিহার ও মহাপ্রকাশ হইয়াছিল। এই স্থানে মহাপ্রভুর নিত্য অবস্থিতি। এই স্থানেই পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম পূজা করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-পূজাই যে শ্রীব্যাস-পূজা, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আজ শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আমার বর্ত্ম-প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুবর্গ, যাঁহারা আমার পতিতপাবন দীক্ষাগুরুপাদপদ্মকেই জগদ্‌গুরু জানিয়া তাঁহার পাদপদ্মপূজার জন্য এই স্থানে সমবেত হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকেও ঐ সেবার অধিকারী করিতে সচেষ্ট, সেই পতিতপাবনের প্রকাশ-বিগ্রহ পতিতপাবনগণের পাদপদ্মই আমি আজ সর্ব্বাগ্রে পূজা করিব। আমি তাঁহাদের আদেশ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

* * *

"অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

আমাদের আচার্য্যদেবের কৃপায় জানিতে পারিয়াছি যে, পঞ্চরাত্রের ও ভাগবতের শিক্ষা পৃথক্ নহে। তিনি বিভিন্ন স্থানে মঠাদি স্থাপন করিয়া পঞ্চরাত্রের অর্চ্চন-মার্গ ও ভাগবতের ভজন-প্রণালী যুগপৎ প্রদর্শন করিতেছেন। পঞ্চরাত্রের অর্চ্চন অর্চ্চনকারীকে উন্নতাধিকারে ভাগবতের ভজনে প্রবেশ করাইয়া ক্রমশঃ মহাভাগবত করান। শ্রীমদ্ভাগবতই ভক্তের শেষ ও নিত্য অবলম্বন। গত প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসীতে আমাদের আচার্য্যদেবের বিবৃতিসহ শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই ভাগবতই আমাদের নিত্য আলোচ্য হউন। এবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ও পত্রাবলী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে আমাদিগকে আলোক প্রদান করিতেছেন। এই সকল পত্র ও বক্তৃতা শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। মহাভাগবতের সর্ব্বকার্য্যেই ভাগবত-বিচার দেদীপ্যমান। উপসংহারে শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় টীকা ও নিবন্ধগ্রন্থের উল্লেখার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীবাসুদেব-দাস্যে কীর্ত্তন করিতেছি—

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের

কতিপয় টীকা ও নিবন্ধ-গ্রন্থ

১। শ্রীল-সনাতন গোস্বামি-কৃতং বৃহদ্ভাগবতামৃতম্; ২। ঐ কৃতা দশম-স্কন্ধস্য বৃহদ্-বৈষ্ণব-তোষণী; ৩। শ্রীল রূপ-গোস্বামিকৃতং সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্, ৪। ঐ কৃতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৫। শ্রীল-জীবগোস্বামিকৃতঃ গোপালচম্পূঃ; ৬। ঐ কৃতঃ ষট্‌সন্দর্ভাত্মকঃ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভঃ-(ক) তত্ত্বসন্দর্ভঃ, (খ) ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, (গ) পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ, (ঘ) কৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ, (ঙ) ভক্তিসন্দর্ভঃ, (চ) প্রীতি সন্দর্ভঃ, ৭। ঐ কৃতঃ ক্রম-সন্দর্ভঃ, ৮। ঐ কৃতঃ দশম-স্কন্ধস্য বৃহৎ-ক্রম সন্দর্ভঃ (?) ৯। ঐ কৃতা সর্ব্ব-সম্বাদিনী, ১০। ঐ কৃতা দশমস্কন্ধস্য লঘু বা সংক্ষেপ। বৈষ্ণব তোষণী, ১১। শ্রীল কবি-কর্ণপূরকৃতঃ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ; ১২। শ্রীল-বৃন্দাবন-দাস-ঠক্কুর কৃতং শ্রীচৈতন্যভাগবতম্; ১৩। শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-প্রভু-কৃতং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৪। শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা; ১৫। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃতং সিদ্ধান্ত-রত্নম্; ১৬। ঐ কৃতা দশম-স্কন্ধস্য বৈষ্ণবা-নন্দিনী টীকা; ১৭। ঐ কৃতং সিদ্ধান্ত-দর্পণম্, ১৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠক্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, ১৯। ঐ কৃতা শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, ২০। Thakur Vaktivinode's Bhagabat Speech. ২১। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত গৌড়ীয়ভাষ্য; ২২। ব্রহ্ম-সংহিতা, ২৩। মহাভাগবতম্; ২৪। শ্রীজয়দেবকবিকৃতং গীতগোবিন্দম্; ২৫। গোবিন্দবিদ্যাবিনোদকৃতঃ ভাগবতসারঃ; ২৬। বৃন্দাবনগোস্বামিকৃতং ভাগবত-রহস্যম্; ২৭। অমৃততরঙ্গিণী; ২৮। আত্মপ্রিয়া; ২৯। কৃষ্ণপদী; ৩০। দশমূল-শিক্ষা; ৩১। জয়মঙ্গলা; ৩২। তত্ত্ব-প্রদীপিকা, ৩৩। তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা; ৩৪। তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা; ৩৫। ভগবল্লীলা-চিন্তামণিঃ; ৩৬। রসমঞ্জরী; ৩৭। শুকপ্রিয়া; ৩৮। শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃতঃ ভাগবততাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ; ৩৯। নৃহরিকৃতা তাৎপর্য্যদীপিকা; ৪০। প্রবোধিনী, ৪১। জনার্দ্দনভট্টকৃতা টীকা; ৪২। নরহরিকৃতা টীকা; ৪৩। শ্রীনিবাসকৃতঃ প্রকাশঃ; ৪৪। কল্যাণরায়-কৃতা তত্ত্বদীপিকা; ৪৫। কৃষ্ণভট্টকৃতা টীকা, ৪৬। কৌরসাধুকৃতা টীকা; ৪৭। গোপালচক্রবর্ত্তিকৃতা টীকা, ৪৮। চূড়ামণি-চক্রবর্ত্তিকৃতা অন্বয়বোধিনী, ৪৯। নরসিংহাচার্য্যকৃতা ভাবপ্রকাশিকা; ৫০। নারায়ণকৃত চক্রবাক্ভাষ্য; ৫১। বেদবাদি-কৃতা টীকা; ৫২। যদুপতিকৃতা টীকা; ৫৩। বল্লভাচার্য্যকৃতা সুবোধিনী, ৫৪। বিজয়ধ্বজকৃতা পদরত্নাবলী, ৫৫। বিঠ্ঠল-কৃতা টীকা, ৫৬। বিশ্বেশ্বরনাথকৃতং ভাগবতপুরাণপ্রামাণ্যম্; ৫৭। বীররাঘবা-চার্য্যকৃতা ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা; ৫৮। বিষ্ণুস্বামিকৃতা টীকা, ৫৯। ব্রজ-ভূষণকৃতা টীকা, ৬০। শিবরামকৃতা ভাবার্থদীপিকা, ৬১। শ্রীনিবাসাচার্য্য-কৃতা টীকা, ৬২। শ্রীধরস্বামিকৃতা ভাবার্থ-দীপিকা, ৬৩। কেশবদাসকৃতা ভাবার্থ-দীপিকাস্নেহপূরণী, ৬৪। সত্যাভিনব-তীর্থকৃতা টীকা, ৬৫। সুদর্শনসূরীকৃতা টীকা, ৬৬। হরিভানুশুক্লকৃত ভাগবত-পুরাণার্কপ্রভা, ৬৭। গিরিধরকৃতা বাল-প্রবোধিনী; ৬৮। হনুমদ্ভাষ্যম্, ৬৯। বাসনা-ভাষ্যম্; ৭০। ভাগবতচূর্ণিকা, ৭১। সম্বন্ধোক্তিঃ, ৭২। বিদ্বৎকামধেনুঃ, ৭৩। শুকহৃদয়ম্, ৭৪। পরমহংসপ্রিয়া, ৭৫।

নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ-মহিমা অপার। 'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর

রামকৃষ্ণকৃত। ভাগবতকৌমুদী ; ৭৬। সদানন্দকৃতং ভাগবতপঞ্চত্রয়ব্যাখ্যানম্ ; ৭৭। জয়রামকৃতা ভাগবত-প্রথম-শ্লোক-টীকা, ৭৮। বংশীধরশর্ম্ম-কৃতঃ ভাগবতাষ্ট-পদ্য-ব্যাখ্যাশতকম্, ৭৯। ভাগবতলীলা কল্পদ্রুম ; ৮০। বালকৃষ্ণ দীক্ষিত-কৃতা সুবোধিনী; ৮১। বাসুদেব-কৃতা বুধরঞ্জনী, ৮২। বল্লভাচার্য্যকৃতঃ ভাগবততত্ত্বদীপঃ ; ৮৩। ঐ কৃতঃ ভাগবততত্ত্বনিবন্ধঃ ৮৪। পুরুষোত্তমকৃত। ভাগবতনিবন্ধ-যোজনা ; ৮৫। পীতাম্বরকৃতঃ ভাগবততত্ত্বদীপপ্রকাশ-আবরণভঙ্গঃ; ৮৬। বিঠ্ঠল দীক্ষিতকৃতঃ নিবন্ধবিবৃতিপ্রকাশঃ, ৮৭। বল্লভাচার্য্য কৃতা অনুক্রমণিকা ; ৮৮। বেদস্তুতি-ব্যাখ্যা, ৮৯। রাধাচরণগোস্বামিকৃতং ভাবার্থদীপিকাদীপনম্ ; ৯০। সর্ব্বোপ-কারিণী ; ৯১। ব্রহ্মানন্দভারতীকৃতঃ একাদশস্কন্ধসারঃ ; ৯২। শিবসহায়কৃতা ভাগবতশঙ্কানিবারণমঞ্জরী, ৯৩। বোপ-দেবকৃতঃ অনুক্রমঃ ৯৪। ঐ কৃতং মুক্তা-ফলম্ ; ৯৫। ঐ কৃতা হরিলীলা, ৯৬। সুদর্শনী ; ৯৭। প্রহংসিনী ৯৮। মুনি-প্রকাশিকা ; ৯৯। বোধনীসারঃ ১০০। মাধবীয়ম্ ; ১০১। বামনী, ১০২। এক-নাথী ; ১০৩। শিবপ্রকাশসিংহকৃতঃ ভাগবততত্ত্বভাস্করঃ, ১০৪। রাধামনোহর-শর্ম্ম-কৃতঃ ভাগবততত্ত্বসারঃ, ১০৫। কেশব-শর্ম্ম-কৃতঃ ভাগবত-দশমস্কন্ধ-কথা-সংগ্রহঃ ১০৬। অভিনবকালিদাস-কৃতঃ ভাগবত-চম্পূঃ ১০৭। অক্ষয়শাস্ত্রীকৃতঃ ভাগবত-চম্পূঃ ১০৮। চিদম্বরকৃতঃ ভাগবতচম্পূঃ ১০৯। রঘুনাথকবিকৃতঃ ভাগবতচম্পূঃ ১১০। তন্ত্রভাগবতম্ ; ১১১। ভাগবত পুরাণ-ক্রোড়পত্রাণি ; ১১২। ভাগবত পুরাণ-মহাবিবরণম্ ; ১১৩। প্রিয়াদাস-কৃতঃ ভাগবতপুরাণপ্রকাশঃ ; ১১৪। বিষ্ণুপুরীকৃতং ভাগবতামৃতম্ ; ১১৫। ঐ কৃতা ভক্তিরত্নাবলী ; ১১৬। ভাগবত-পুরাণ-প্রসঙ্গ-দৃষ্টান্তাবলী, ১১৭। ভাগবত পুরাণ-বৃহৎ-সংগ্রহঃ, ১১৮। ভাগবত পুরাণ-বন্ধনম্, ১১৯। রামানন্দতীর্থকৃতঃ ভাবার্থদীপিকা প্রকরণক্রমসংগ্রহঃ ; ১২০। ঐ কৃতঃ ভাবার্থ দীপিকা সংগ্রহঃ, ১২১। ঐ কৃতা ভাগবতপুরাণ মঞ্জরী ; ১২২। ঐ কৃতঃ ভাগবতপুরাণতত্ত্বসংগ্রহঃ, ১২৩। ঐ কৃতঃ ভাগবতপুরাণাশয়ঃ ; ১২৪। বৃহদ্ভাগবত মাহাত্ম্যম্ ; ১২৫। লঘু-ভাগবতমাহাত্ম্যম্, ১২৬। অনন্তনারায়ণ-কৃতা ভাগবতপুরাণসূচিকা, ১২৭। পুরুষোত্তমকৃতঃ ভাগবতপুরাণস্বরূপবিষয়ক শঙ্কানিরাসঃ ১২৮। [illegible]নাথকৃতঃ ভাগবত পুরাণস্বরূপবিষয়কশঙ্কানিরাসঃ, ১২৯। গণেশকৃতা ভাগবতাদিত্যোদয়িনী, ১৩০। ভাগবত-স্তুতি গীতা, ১৩১। ভাগবত সংক্ষেপ-ব্যাখ্যা, ১৩২। ভাগবত-সংগ্রহঃ, ১৩৩। ভাগবতসারসংগ্রহঃ ; ১৩৪। ভাগবতসারসমুচ্চয়, ১৩৫। ভাগবতসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ ; ১৩৬। ভাগবত-স্তোত্রম্, ১৩৭। ভাগবতামৃতকণিকা ; ১৩৮। ভাগবতাষ্টকম্ ; ১৩৯। ভাগবতোৎ-পলম্, ১৪০। ভাগবতাদি তন্ত্রম্ ; ১৪১। রামাশ্রমকৃতা দুর্জ্জনমুখচপেটিকা টীকা ; ১৪২। ভাগবত সপ্তাহানুক্রমণিকা ; ১৪৩। ভাগবতপুরাণানুক্রমণিকা, ১৪৪। নিম্বার্কীয় শুকদেবকৃতঃ সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ ইত্যাদি ;

শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা

(১)

"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

নিখিল অণুচেতন-সত্তাকে শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতায় উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে তিথিবরা শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জগন্মঙ্গল আবির্ভাব-স্মৃতিকে পূতবক্ষে ধারণ করত অদ্য বিশ্ববাসীর ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইয়াছেন, আমি গললগ্নীকৃতবাসে সেই নিত্যারাধ্যা ভক্তি-জননী মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিবরাকে সশ্রদ্ধ-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

(২)

উপনিষৎকথিত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, যোগশাস্ত্র-কথিত পরমাত্মা যাঁহার অংশ বৈভব, সেই পরম-ঔদার্য্যময়-বিগ্রহ, বিপ্রলম্ভ-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু একদিন এই সৌভাগ্যবতী গোদাবরীর তটস্থিত গোষ্পদ-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দাম্বুধির নিকট ব্রহ্মানন্দের গোষ্পদত্ব প্রতিপাদনার্থ 'রামানন্দ' নামক পরব্রহ্ম-ভক্ত জলদরে স্বীয় প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চার করত পুনরায় রত্নাকরের ন্যায় স্বীয় প্রদত্ত সেই অমৃত উক্ত মেঘ-বদন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-পয়োধরই সংসার-দাবানলসন্তপ্ত জীবকুলকে নিত্য মঙ্গল দানের নিমিত্ত কারুণ্যবারিবাহরূপ ধারণ করিয়া সতত প্রচুর পরিমাণে কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন এবং তিনি ক্রমপন্থার দ্বারা তদীয় অনুগত জনকে গৌরবনের ভাগীরথীতটে সিদ্ধান্ত-কারুণ্যামৃত-কথা-ধারায় প্রথম স্নানের, নীলাচলের নীলাম্বুধি-তটে ঔদার্য্য-কথামৃত-ধারায় দ্বিতীয় স্নানের ও গৌর-রামানন্দ-মিলন-স্থলী শ্রীগোদাবরী তটে ঔদার্য্য-বিভাবিত মাধুর্য্য কথামৃত ধারায় তৃতীয় স্নানের যোগ্যতা প্রদান করিতেছেন। আমি সেই আচার্য্যলীলার অভিনয়কারী শ্রীগৌরপ্রকাশের অভয় অশোকামৃত শ্রীপাদপদ্মযুগলে নিত্যকাল ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি-সমর্পণের আশাবদ্ধ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

(৩)

হে অদোষদরশী পতিতপাবন প্রভো!

অদ্য অষ্টোত্তরশততমীসম্মিলিত ভবদীয় শ্রীচরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নিমিত্ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের ঐকান্তিক সেবা নিষ্ঠ ভাগবতগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়নরাজি-সহ সানন্দে শুভক্ষণে উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্তুতিগাথার সুমধুর ঐকা-তান-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস, কানন-কান্তার মুখরিত করিয়া নিরানন্দময় বিশ্বের সর্ব্বত্র এক চিদানন্দময় নবীন উৎসাহের প্রেরণাদান ও মহাচিৎ সমন্বয় বিধান করিতেছে। দীনাতিদীন আমিও উক্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অপ্রাকৃত পূজারিগণের পুষ্পপাত্রের শেষ-প্রসূনাবলীর দ্বারা তাঁহাদেরই আনুগত্যে ভবদীয় শ্রীচরণ-কমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে আশান্বিত এবং উৎসাহান্বিত হইয়া আমার ক্ষীণ কণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুটবাণী দ্বারা আপনার বন্দনা-গীতি কীর্ত্তন করিবার আশা পোষণ করিতেছিলাম। কিন্তু হায়! প্রভো! সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত ভবদীয় শ্রীচরণ-যুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অশেষ অযোগ্যতা আমাকে এতাদৃশ নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে যে, একমাত্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ন-সম্ভার বা অল্প বিস্তর যোগ্যতাদিও আমার নাই। হে দয়াময় প্রভো! তাহা আপনি সর্ব্বান্ত-র্যামিসূত্রে বিশেষ প্রকারে অবগত আছেন। কিন্তু একান্ত নিঃসহায় ভব-রোগক্লিষ্ট অধম জনের প্রতিও আপনার অহৈতুক-কৃপা-কটাক্ষের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু অবিদ্যাপ্রপীড়িত দুর্ব্বল জনের প্রতি আপনার অমন্দোদয়া দয়া সমধিক ভাবেই প্রেরিত হইয়া থাকে। তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত ও ভবকূপে নিপতিত অনাদিকৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকুলের প্রতি প্রেরিত ভবদীয় অহৈতুককৃপারশ্মি নিত্য-কাল জয়যুক্ত হউন।

(৪)

হে পরমহংসকুলমুকুটমৌলি জগদ্গুরো!

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর সফলতা সম্পাদনের নিমিত্ত ভবদীয়-মনোভীষ্ট সাধন-ব্রতধারী আদর্শ-চরিত্র সেবকগণের দ্বারা প্রাচ্য ও সুদূর-প্রতীচ্য-দেশস্থিত রাজাধিরাজের সুরম্য প্রাসাদ হইতে নিভৃত পল্লীস্থিত দরিদ্র-গণের জীর্ণ পর্ণ কুটীরাবধি অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীগৌরসুন্দরের অতুলনীয় করুণার বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন ও করাইতেছেন। বাস্তবিকই বর্ত্তমান জড়সর্ব্বস্বযুগে সর্ব্বত্র চেতনময়ী ভাগবতী বাণীর কীর্ত্তন, পত্রিকা রূপিণী ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বর্গঙ্গার প্রকটন, পবিত্রতম তীর্থস্থান ও সুপ্রসিদ্ধ নগরাদিতে ভাগবত-প্রদর্শনী-উদ্ঘাটন, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠসমূহ এবং বহু শুদ্ধভক্তি-বিহার-স্বরূপ মঠ ও মন্দিরাদির সংস্থাপন, প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র স্বীয় অনুগত জনসহ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমণ মুখে গৌরধাম-মাহাত্ম্য-প্রচারণ, স্বীয় বিরাট্ সংকীর্ত্তন-বাহিনীসহ গৌড়-ব্রজ-ক্ষেত্রমণ্ডলাদি পরি-ক্রমণ-দ্বারা পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর সংকীর্ত্তন-সাম্রাজ্য সংরক্ষণপূর্ব্বক দেশ কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে তথা নিখিল অণুচেতনসত্তাকে পরম-অমৃত-স্বরূপ প্রেম-ভক্তি প্রদান করিয়া 'মহাবদান্য'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার পরমোজ্জ্বল নিত্য পবিত্র অসীম যশোগাথা সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিবার বা ভবদীয় পরমৈশ্বর্য্য ও ঔদার্য্যান্বিত আচার্য্য-লীলার দিগ্দর্শন করিবার সামর্থ্য যে আমার নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব হে অদোষ-দরশী দয়াময় প্রভো! আপনি যদি আমার সমুদয় ত্রুটী ও অযোগ্যতা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া ভবদীয় বিশেষ-কৃপাবলে আমার স্বরূপ-সত্তাকে আকর্ষণ করত ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি-স্বরূপে আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে স্থান দান করেন, তাহা হইলেই এ পতিতাধমের শ্রীশ্রীব্যাসপূজার প্রচেষ্টা-সমূহ সফল, ধন্য ও পরিপূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
[illegible] গোবিন্দ, [illegible] (গোরাক্ষ)

ভবদীয়-অহৈতুক
কৃপা-প্রার্থী
শ্রীরামগোবিন্দ দাস

শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ সভা

আগামী ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ' শ্রবণ-সদনে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার উৎসবোপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। কলিকাতা মহানগরী এবং অন্যান্য বহু স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সভায় যোগদান করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। সজ্জন মাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিতম প্রকট-বাসরে

প্রার্থনা-প্রসূনাঞ্জলি

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ,

আপনার মঙ্গলময়-প্রাকট্য পবিত্রীভূত মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে যে-সমস্ত শুদ্ধভক্ত আজ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানার্থ উৎসুক-হৃদয়ে নিত্যমঙ্গলপ্রদ আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশস্তি গান করিতেছেন, তাঁহাদের আনুগত্যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইতেছি।

এ হেন শুভবাসরে এ অযোগ্য দাসাধম কোন যোগ্য উপকরণ লইয়া আপনার শ্রীচরণ কমলের সেবা করিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। যখনই নিজের দিকে তাকাই, তখনই দেখি—আপনার জগন্মঙ্গলকর আচারময় জীবন প্রচারের প্রকৃত অনুশীলন করিতে না পারিয়া, ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীদ্বয়ের প্রবল আকর্ষণে দেহ-মনোরথে আরূঢ় হইয়া সেবা-পরাঙ্মুখতাবশতঃ আপনার শ্রীপদনখ-জ্যোতিঃ হইতে দূরদেশে নীত হইতেছি। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্ম্মীর শ্রমকেই শুদ্ধ-সেবা এবং অভিনয়কে বাস্তবতা বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

আজ ব্যাস-পূজার দিন; ব্যষ্টিগত জীবনে বৎসরের শেষে কতটুকু অনর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে কতটুকু যত্ন ও আদর করিতেছি, তাহারই সমালোচনা বা হিসাব নিকাশের দিন আজ। প্রথমেই স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়—"ব্যাস-পূজা বা ব্যাসপূজার অধিকারী কে?" 'সেবার খতিয়ান' খুলিয়া দেখিলে, দেখিতে পাই—আমার শ্রীনামে রুচি নাই, শ্রীহরিসেবায় চেষ্টা নাই, শ্রীহরিকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি নাই। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবায় আমার আদর্শ নাই, শ্রীগুরুদেবতাত্মাভিন্ন বৈষ্ণববৃন্দের সেবায় যত্ন নাই, ভক্তির অনুকূল কার্য্যে শ্রদ্ধা নাই; যেটুকু আছে, তাহাও লোক-বঞ্চনা মাত্র। আরও একটু ভাল করিয়া খতিয়ান অনুসন্ধান করিলে দেখি, আমি একজন 'বাউলিয়া বিশ্বাসে'র পূর্ণ প্রতীক—'খড়-জাঠিয়া'র একজন বিশ্বস্ত সেবক। আরও একটু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখিতে পাই—আমার আছে—শুধু পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বিচার-বুদ্ধি—গুরু-কৃষ্ণ-ভোগ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি; এক কথায় ভোগ-বাসনা আমাকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে।

আমার অসংখ্য অনর্থরাশির একটি একটি করিয়া আলোচনা করিলে—"পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান তুমি।" গ্রাম্যবার্ত্তার পদলেহনকারী 'গিদ্‌ধড়গাব' হইয়াছি। আরও দেখিতে পাই, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-ভাবে প্রপীড়িত আমি মায়ার নাট্যশালার নফর হইয়া এরূপ দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছি যে, রোগ-নিরাময়ের চেষ্টার পরিবর্ত্তে রোগ-বৃদ্ধিকারক কুপথ্যকে পথ্য বলিয়া বরণ করিয়া নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইলেও জড়ানন্দে প্রমত্ত থাকিয়া মনে করিতেছি—বেশ ভালই আছি, সুখেই কাল কাটাইতেছি। এক কথায় বলিতে গেলে আমি অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্যের প্রতিমূর্ত্তি।

"বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তিরসং" শ্লোক আলোচনার সময় আপনারই শ্রীবিগ্রহ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। আপনি অতি কল্প, কৃপার সাগর, পরতঃপরতঃ, আপনি এমনই কৃপালু যে, শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া-প্রকাশাদি পত্রিকাযোগে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচার করিতেছেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইতেছেন-

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো
যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

জীবাত্মার-স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা গতি যে "রসো বৈ সঃ" পুরুষরত্নের দিকে, তাহা আপনি বিশ্লেষণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, মায়িক সংসার-সমুদ্রের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত দেহমনোধর্ম্মোত্থ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের তাড়নায় নিমজ্জমান, অনাদিকালের সেবা-বিচ্ছিন্ন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনিচয়কে সমস্ত-শাস্ত্রোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন পুরুষ হইয়াও মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আপনি কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবায় আশ্রয় প্রদান করিতেছেন।

আপনার শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-রূপ মুখামৃত-দ্রব-সংযুক্ত "আমি ভাবি না কেন?" "মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য" প্রভৃতি অমিয়বাণীরাশিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ সেতু অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন দ্বারা কবে আত্মার নিত্যমঙ্গল বরণ করিব, জানি না।

আজ ব্যাসপূজার বাসরে প্রকৃত পূজোপকরণ কিছুই নাই, শূন্য প্রাণে, শূন্য হাতে আসিলেও ভরসা এই যে…

আপনি শ্রীগুরুদেব

"কৃষ্ণ কহে—আমা ভজি মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"<br>"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় **ভরসা** চিত্তে ধরি' নিরন্তর॥"

এই একমাত্র ভরসা লইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হইয়াছি। আপনার অপ্রাকৃত অনন্তগুণাবলী কে সম্যক্ বর্ণন করিতে সমর্থ, জানি না। যাঁহার দ্বারা যতটুকু নিজমহিমা কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন, ততটুকু প্রকাশ পাইবে। আপনার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-পর মধুর গুণাবলীর মাধুর্য্য যিনি বিন্দুমাত্রও পান করিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! আজিকার শুভদিনে নিজগুণে করুণাবশতঃ এ অধম জীবকে কৃপাপূর্ব্বক শোধন করিয়া নিত্য-কাল নিত্যদাস করিয়া রাখুন, ইহাই প্রার্থনা করি।

দাসাভাস—**শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী**

পুরীর [illegible] দেবের শ্রীমন্দির এই মন্দিরের সন্নিকটেই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী (৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দীনের প্রার্থনা

বরষের পর উদয় আবার তোমার প্রকট-তিথি,
সেবক সকল গাহিছে তোমার জয়-মঙ্গল-গীতি।
মঠে মঠে হের কিবা মনোহর সাজান তোরণরাজি,
পূজিবারে তব অভয় শ্রীপদ কুসুম-পূরিত সাজি।
'পৎ' 'পৎ' রবে উড়িছে নিশান
কত শত বাদ্য বাজে,
মোহিছে সকলে এ মধুর ধ্বনি!
পাষণ্ডীর বুকে বাজে।
যার যাহা ছিল সব নিয়ে গেল পূজিতে তোমারে
আজি,
জানিয়াছে সবে এই ভবার্ণবে তুমি যে পারের
মাঝি।
তব অবদান শ্রেষ্ঠতম জানি যতেক মনীষি-বৃন্দ,
শিরে লয়ে তব আশিস্, তোমার পূজিছে পদারবিন্দ।
প্রাচী ও প্রতীচী একযোগে আজি গাহিছে
শ্রীহরিগান,
আরি কি মধুর! এগীতি-শ্রবণে মোহিল
জগত-প্রাণ।
নিত্যানন্দ তুমি! নিত্যকৃষ্ণানন্দ বারবারে
সবে দান,
মানববপেতে আসিলে জগতে করিতে জগত ত্রাণ
ছিল নাক প্রেম, জানিত সকলে-ধর্ম্ম-অর্থ-
কাম-মোক্ষ,
ম্লাত্তবাদের চরমের ফল নির্ব্বিশেষ ছিল লক্ষ্য।
কৃপা করি দেব! সুশিক্ষা প্রদানে দানিয়া
প্রেমের ধর্ম্ম,
শান্ত করিলে অশান্ত মানবে ঘুচায়ে মলিন মর্ম্ম।
নিখিল বিশ্বে ছড়ায়ে পড়েছে তোমার করুণা-ধার,
মধুর আস্যে হরিনামামৃত বিনা কিছু নাহি আর।
অপাঙ্গে তোমার শ্রীপদ হেরিলে না থাকে
কালের ভয়,
ও রাতুল-পদ-গুণে দয়াময় ভবব্যাধি হয় ক্ষয়।
শ্রীমঠ মন্দির স্থাপিতেছ কত আহা কিবা শোভাময়
বারেক যথায় গমন করিলে সুবুদ্ধি উদয় হয়।
দেশে দেশে কত প্রচারকগণে পাঠায়েছ দয়া করি,
করুণায় তব সারাটা জগতে বলে সবে হরি হরি।
মায়াপুর ধামে পরা-বিদ্যা-পীঠ তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি,
ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ভক্তি-বিনোদ-স্মৃতি।
সৎ-ও দর্শনী খুলিয়া জগতে কর কত উপকার,
দেখিলে সে চিত্র মোহ নাশ হয়, গলে না হৃদয়
কার?
অধম বধির জ্ঞান-ভক্তি-হীন কেমনে পূজিব তোমা,
অদোষ-দরশী ওগো দয়াময়! নিজগুণে কর ক্ষমা।
ভাবিয়া দেখিনু অশেষে নাইতে তোমা বিনা কেহ
নাই,
বিদেশ হইতে ত্রাণ কর পিতা! দেহ মোরে
পদে ঠাঁই।
ও পদ-কমলে থাকে যেন নাথ সদা নিরমল ভক্তি,
পূজিতে তোমার ভবারাধ্য পদ পাই যেন ওগো
শক্তি।
হৃদয়-বীথিকা খুঁজিয়া দেখিনু ফোটেনি একটি ফুল,
কি নিয়ে যাব গো! ওপদ পূজিতে ভেবে নাহি
পাই কূল
কত উপচার নিয়ে যায় সবে দিতে তবপদ-তলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে কাঙ্গাল কেঁদে ভাসি
আঁখি-জলে।
ভক্তি-গন্ধ-হীন অধমের সেবা-বিদ্যা-বুদ্ধি কিছু নাই,
কাঙ্গালের ধন তুমি দয়াময়! অভয় চরণ চাই।

দাসানুদাসাভাস—
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১লা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, শুক্রবার | ২৮৭তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা

গুরুপূজার অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য

শ্রীমায়াপুরে শত শত ভক্তের সমাবেশ

—:০:—

সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ

—:০:—

শ্রীব্যাসপূজোৎসবের ১ম দিনের বিবরণ

গত ২৯শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠকগণ অবগত আছেন, পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৌরোচিত্তে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম পূজা করিয়া শ্রীব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে শ্রীধাম-মায়াপুরের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত শত শত ভক্ত গত বুধবার শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছেন। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীঅঙ্গন শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও মাহাত্ম্য সূচক সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হয়। শ্রীঅঙ্গন পত্র-পুষ্পাদিতে অতি মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনের সম্মুখে কদলীবৃক্ষ ও বিবিধ-পত্র-পুষ্পাদি-সহযোগে একটী মনোরম তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। মাধবী, মালতী প্রভৃতি লতিকায় পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীঅঙ্গন যে শ্রীবৃন্দাবনের অভিন্ন-শ্রীরাসস্থলী, তাহা স্বভাবতঃই দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে উদয় করাইয়া থাকেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনের লাগ সংলগ্ন রাস্তার বিপরীত দিকে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌"এর অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার নূতন গৃহও সজ্জিত হইয়াছে। শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তি-বিজয় ভবনের প্রবেশদ্বারে পত্রাদি সহযোগে একটী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল নির্ম্মাণ-কার্য্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি-টিউটের ছাত্রবৃন্দের যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীঅঙ্গনের তিনটী প্রকোষ্ঠে শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজিত। প্রবেশমুখে প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্ত্তন-রত শ্রীগৌরসুন্দর। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও মহাপ্রভুর শীর্ষের উপর ছত্র-রূপে সেবাপরায়ণ শ্রীশ্রীঅনন্তদেব। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজিত। এই প্রকোষ্ঠত্রয়ের সম্মুখেই (পূর্ব্বদিকে) শ্রবণ-সদন। এই শ্রবণসদনেই ভক্তগণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

বুধবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (৪ ঘটিকায়) শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়া উঠে। মঙ্গলারাত্রিকের পর তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীবাস অঙ্গনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য হেড্ পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মূল-গায়কত্বে পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য পঞ্চম অধ্যায় হইতে 'শ্রীব্যাসপূজা' প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের পরমগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির ও শ্রীচৈতন্যমঠের বিগ্রহগণের সম্মুখ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভপদার্পণ করেন। তখন প্রাতঃ ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকা। ভক্তবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনিসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম অভিনন্দিত করেন। প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে কিছুকাল সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে তিনি স্বয়ং শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে কয়েকটী অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

"পূর্ব্বকালে শ্রীব্যাসপূজা হইত। প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অবশ্য শ্রীব্যাসপূজার মর্য্যাদ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রণব-পূর্ব্বক পঞ্চম পুরুষার্থ প্রচারের মূল পুরুষ বা আদি-গুরুরূপে আমরা শ্রীব্যাসদেবের করুণা লক্ষ্য করি। তিনি শ্রীপুরুষোত্তমের পূজা করিতেন এবং করেন। তিনি শ্রীভগবানের ও শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার। সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসদেবের গদিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মগণের অবস্থান। সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজায় তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীব্যাসপূজা করিতে বলিলেন। তদনুসারে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে তদীয় আলয়ে পূজার আয়োজন করিতে বলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে শ্রীব্যাসদেবকে দিবার জন্য মাল্য প্রদান করিলেন, তখন 'হয়', "হয়" বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলে উক্ত মালিকা মহাপ্রভুর গলদেশে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে জগদ্গুরু বিচারেই মাল্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে বলিয়াছেনঃ—

> জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
> তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এইস্থানে "ধীমহি" বহুবচনাত্মক পদ। আমরা সকলে মিলিয়া অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বরের স্তব ধ্যান করি—এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী অন্বয় ও ব্যতিরেক-বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে অজ্ঞ-চিৎ জ্ঞান স্বয়ং নিবন্ধন এবং যিনি আদিকবি (অবশিষ্ট অংশ পুর্ব্বার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ আমার পাছে রাখে জান সর্ব্বকাল আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ গোবিন্দ, তিথি গঙ্গোদশায়ী ৪৪৯

বিশ্বাস হয় না কেন?

::•::

আমরা নিত্যানন্দময় জগতের অধিবাসী হইয়াও, অমৃতের পুত্র হইয়াও আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ নিরানন্দময় ধ্বংসশীল জগতের অধিবাসী বলিয়া নিজকে মনে করিতেছি এবং আনন্দের কাঙ্গাল হইয়া মরুভূমিতে জলান্বেষণের ন্যায়, লৌহের দোকানে দুগ্ধ অনুসন্ধানের ন্যায় বিমুখজীব-শোধনাগার এই সংসার-দুঃখসমুদ্রে সুখ-সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া কেবল ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইতেছি। স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের স্বরূপ ভুলিয়া নিরানন্দ বা দুঃখের ক্ষণিক উপশমকেই সুখ মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছি। সুখাকর বা সুখোৎস কৃষ্ণপাদপদ্মে সংযোগ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র আনন্দপ্রাপ্তি যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের হিতে বিপরীত হইতেছে, সুখান্বেষণ করিতে গিয়া দুঃখই আমাদের চিরসঙ্গী হইয়া পড়িতেছে। এজগতে যে সুখের পরিচয় আমরা পাই, তাহা দুঃখেরই অগ্রদূত বা গুপ্তচর বা বেশী করিয়াও দুঃখ ভোগ করাইবার একটী সহজ পন্থা।

এজগতে প্রায় শতকরা শতজনই কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এখানকার স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সকলই কপটতাময় বলিয়া বর্ত্তমান জগতে চলিত কথাকথিত বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতায় পর্য্যবসিত। এখানে বিশ্বাসস্থাপনের বস্তুর অভাব বলিয়াই বা সকলেই স্ব স্ব-সুখান্বেষণে ব্যস্ত বলিয়া নিজ সুখবাধের আশঙ্কায় সাধারণতঃ কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। সুতরাং বিশ্বাসের কথা যেখানে অর্থাৎ মৃত্যু বা ধ্বংসই যে জগতের শেষ কথা এবং ধ্বংসই যাহার পরিণাম সে জগতে আবার বিশ্বাসের স্থান কোথায়? তাই বলিতেছিলাম, বিশেষরূপে শ্বাস গ্রহণের কথা যেখানে আছে, সেই কুণ্ঠাবদ্ধরহিত, জন্ম মৃত্যুরহিত বৈকুণ্ঠ ব্যতীত নিষ্কণ্টক হইয়া নিজের গৃহে থাকিয়া নিত্যজীবনযাপনের বা বিশেষরূপে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক থাকিবার স্থান বা প্রকৃত বিশ্বাসের অবস্থিতি আর কোথায়?

এজগতে বিশ্বাসের পাত্র নাই সত্য; কিন্তু আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্বাসের পাত্র শ্রীভগবান্, তাঁর প্রিয়তম বন্ধু গুরু ও ভক্তগণ এজগতে দয়া করিয়া আসেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাসস্থাপনের সার্থকতা হয়। এই হরিগুরু-বৈষ্ণবে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এই নিজের আত্মীয়গণকে চিনিবার, দেখিবার বা জানিবার নয়ন বা সৌভাগ্য যাহাদের নাই, তাহারাই বদ্ধ। সুতরাং বদ্ধ জগদ্বাসী আমাদের যে হরিগুরু-বৈষ্ণবে বিশ্বাস নাই বা হয় না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার আর কি আছে? তবে বদ্ধ পাপী আমাদের নিত্যবন্ধুর প্রতি বর্ত্তমানে বিশ্বাস না থাকিলেও যে কোনও উপায়ে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেই হইবে; নচেৎ মঙ্গলের আর উপায় নাই। সুতরাং হরিগুরু-বৈষ্ণবে অবিশ্বাসী এই হতভাগ্য পাপমলিন জগদ্বাসীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবে এবং শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহারা সেই সজ্জনগণের সঙ্গ করিলে আমাদের সুফল হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই শাস্ত্রে "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" এই উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস স্থাপন ত' দূরের কথা, অনেক সময় আমরা নিজকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারি না। বদ্ধতা বা বিমুখতার প্রাবল্যই ইহা ঘটায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
> হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
> ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
> মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥
>
> (ভাঃ ১১।২২।৩৪)

অর্থাৎ আত্মবস্তু সর্ব্বতোভাবে চিন্ময়। আত্মা হইতে বিমুখবুদ্ধি অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভ্রমরূপ ভেদবাদী আত্মবিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিগ্ধ হন, আত্মা (আমি) আছে বা নাই, এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। এতাদৃশ বিবাদ নিরর্থক হইলেও বদ্ধজীবগণ আত্ম-তত্ত্ব-বিস্মৃতিক্রমে এই বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হন না। জীবের মোহময়ী বুদ্ধি ভেদজ্ঞান-বশে সঙ্কল্প ও বিকল্প—এই বিপরীত বিচার-দ্বয়ে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া প্রকৃত অধিষ্ঠানের প্রতি সন্দেহের অবকাশ সৃষ্ট হয়। ভগবৎ-সেবা-বিচ্ছিন্ন বাক্যজালাদির করলে পতিত হইয়া চিন্তনাত্মক বিচারে বদ্ধজীব সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া বিবাদ উপস্থাপন করে এবং নিজকল্পনার গুণবিশেষের বহুমানন করিতে গিয়া উচ্চাবচ দেহ ও শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। আত্ম-নিজের যখন এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন আত্মার নিত্য সম্বন্ধীয় হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে বা তাঁহাদের প্রতি যে সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইবে না তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমরা এই সব কথা আলোচনা করিতে গিয়া শাস্ত্রাদি পাঠে জানিতে পারি যে, যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে মঙ্গলময় শাস্ত্রে এবং মঙ্গলময়ভগবানে সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ গুরুরূপী ভগবানে সদ্বুদ্ধি বা ভগবদ্বুদ্ধি হয় না। এই সকল কথা শুনিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥" শাস্ত্র আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণই ভরসার আলোকে আলোকিত করিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

> "যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
> ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ
> সদ্গুরৌ তথা॥
> অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
> সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে"॥
>
> (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)
>
> "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি
> বৈষ্ণবে।
> স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব
> জায়তে॥"
>
> (মহাভারত)

আমরা যখন কৃষ্ণভজন করি না, তখন পাপপুণ্যই যে আমাদের অবলম্বনীয় বিষয় হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং আমাদের বিশ্বাসাদি যা কিছু তাহা অন্ন-বিত্তর যে এই জগতের প্রতিই হইবে এবং আমি ভগবানের সেবক, এই জ্ঞান না থাকায় আমরা যে প্রথমমুখে হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারিব না, তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন বা সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত দুর্ব্বল আমাদের যখন মঙ্গললাভের আর অন্য কোন উপায় নাই তখন যাহাতে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস বা নির্ভরতা আসে তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা বা তদনুরূপ পথ অবলম্বন করা যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। অজ্ঞাতসারে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা দ্বারা যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, তাহা পুঞ্জীকৃত হইলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উদয় হয়। এই সুকৃতিই বিশ্বাসের জননী। সুকৃতি-জননী ক্ষীণা থাকিলে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাও কোমলা বা ক্ষীণা হয়। অর্থাৎ এই বিশ্বাস কখনও হয় আবার কখনও যায়। সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বিশ্বাস স্বতঃই উদিত হয়। সুতরাং দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন আমার বিশ্বাস হইতেছে না তখন আমার যে সুকৃতি পুঞ্জীকৃত হয় নাই তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এমতাবস্থায় নিষ্কপটে সাত্বত-সত্যানুসন্ধিৎসু বা সাধুসঙ্গপ্রার্থী আমাকে করুণাময় ভগবান্ যে সাধু গুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ দিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গ করা অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলা যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরু এবং বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস না হইলেও প্রথমমুখে ভগবান্ ও শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করিতেই হইবে। পরে সাধুসঙ্গে থাকিতে থাকিতে—হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইবে। ইহাই সাধারণ বিধি। তবে জীবন্ত সাধুমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণই এই বিশ্বাসস্থাপনের মুখ্য উপায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
> ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
> শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুর প্রকৃত সঙ্গ করিলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সাধুর সেবা করিলে, 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' এই বাণী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে ভক্তিজননী শ্রদ্ধা বা হরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস অবশ্যই হইবে। হরিগুরুবৈষ্ণবে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতি এবং তদেন্দ্রিয়তর্পণই আমার অর্থ বা প্রয়োজন। ইহার বিরুদ্ধ কথাই অনর্থ। আমি যখন বদ্ধ তখন আমার অনর্থ নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং সেবাকালে নানারূপ সন্দেহাদির উদয় হইলে গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা নিষ্কপটে সত্যসত্যই মঙ্গল চাই তাহা হইলে আমরা কিছুতেই কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না, ইহা সুদৃঢ় নিশ্চয়। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ অসৎ গুরুর কবলে পড়ি তাহা হইলে আমাদের কি করিয়া সুবিধা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, সরল বা নিষ্কপট ব্যক্তির জন্য ভগবান্ ব্যস্ত আছেন। আমার সদিচ্ছা বা নিষ্কপটতাই প্রমাণ করিবে যে আমি সদ্গুরু পাইয়াছি কিনা। যদি কেহ সত্যসত্যই ভগবৎসেবা বা ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জানুন যে, প্রকৃত সাধুগুরু তাঁহার নিকট কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণ যাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন সেই সাধুগুরুর চরণে শরণ গ্রহণ করাই উচিত। নচেৎ ঠকিতে হইবে, নিজে ভালমন্দের বিচার করিতে গেলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। তাই বলি, ভগবদ্-ইচ্ছানুগত হইয়া চলাই ভাল। আমার চিন্তা তাঁহাকে করিতে দেওয়াই ভাল। আমার রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা বা মঙ্গলদাতা তাঁহার প্রতি নির্ভরতাই একান্ত আবশ্যক। তবে যদি কেহ বলেন, 'আমার ভগবানে বিশ্বাস নাই' এমন ব্যক্তিকে আমরা সৎসঙ্গ করিতে—জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করিয়া সাধুগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে বা তাঁহাদের কথা শুনিতে অনুরোধ করি। কারণ, সাধুর কথা তাঁহাকে regulate করিবেই করিবে। যদি সাধুকে সাধু না জানিয়াও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করে তাহা হইলে তাহার সেবাই শ্রেয়ঃ হওয়ায় তাহার মঙ্গলই হইয়া থাকে। তবে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জলে নামিতে হইবে; নচেৎ কৃপা-বারিতে মস্তক ডুবিবে না। অনেক জন্মত' কুকর্ম্মে গিয়াছে, এজন্ম না হয় সাধু-গুরু-সেবাতেই নিযুক্ত হউক, এরূপ সদ্বুদ্ধি

প্রণোদিত হইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে। যদি কেহ এরূপ করিতে পারেন তবে তাঁহাকে আর ভাবিতে হইবে না। তিনি বিশ্বাসধনে ধনী হইয়া আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরু-কৃষ্ণধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। তবে যদি কেহ আমাদের এই গুরুমুখশ্রুত বাণীতে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে আমরা আর কি করিব? আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া ক্ষান্ত হইব এবং তাঁহাদের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব। আমরা অসাধুর কাছে ঠকিয়া ঠকিয়া এমন চালাক হইয়াছি যে, কোন প্রকৃত বন্ধু আমাদের নিকট আসিলেও আমরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাই বন্ধুবর্গের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা সকলেই পরম করুণাময় ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করুন। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সুযোগ দিবেন, সব সুবিধা করিয়া দিবেন। তখন সাধু গুরুতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিষ্ঠাবান্ হইতে পারিব এবং তাঁহাদের কৃপায় স্ব-স্বরূপ বা নিত্যসেবা লাভ করিয়া নিত্যজীবন যাপনের সৌভাগ্য পাইব। চিদ্বলে বলীয়ান্ সাধু-গুরুতে বিশ্বাস না হইলে প্রবল আমরা সেবা করিবার বল কোনদিনই পাইব না। এমন কি, সেবা তো দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তিও হইবে না। গুরুকৃপা অহৈতুকী হইলেও ইহা সাধারণতঃ বিশ্বাসরূপ সূত্রে বা খাতে আগত হয়। তাই বলি, সাধু সাবধান।

নবদ্বীপ-পরিক্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম-এ) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন) – ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলীয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) — ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) – ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালী, কোল বা চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ) – ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার (গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস)।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর গঙ্গেরডাঙ্গা)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শনিবার।

২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

শ্রীগুরুপূজার অভূতপূর্ব দৃশ্য

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বর-হেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, তেজ-জল-মৃত্তিকাদির পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর সদ্ভাবে প্রতীত হইবার ন্যায় যে পরমেশ্বরের সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ যাহাতে জড় সৃষ্টি অসম্ভব, সেই নিরস্তকুহক পরম সত্য অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বর বস্তুকেই আমরা ধ্যান করি। পরমেশ্বরেরই ধ্যান গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসদেব শিক্ষা দেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিতে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর গলায় মালিকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গনে বিরাজিত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ আমাদের গুরুবর্গ। আমরা তাঁহাদের আনুগত্যেই শ্রীব্যাসপূজা করিব। চলুন আমরা তাঁহাদিগকে মালিকা প্রদান করি।"

উক্ত হরিকথার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সচন্দন পুষ্পমালা প্রদান করিলেন। এই প্রকারে শ্রীল প্রভুপাদ নিজে আচরণ করিয়া শ্রীব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দির হইতে প্রসন্নবদনে প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর আসন পরিগ্রহ করিলে ভক্তগণ সমবেতস্বরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করেন। তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং ত্রিদণ্ডি-পাদগণ (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ) একে একে প্রভুপাদপদ্মে মালিকা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয় ধূপ, দীপ, গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, ব্যজন প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাত্রিক করেন। তৎপরে ভক্তগণ একে একে শ্রীল প্রভুপাদ-পদ্মে চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে থাকেন। তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম, সকলেই সেবার জন্য উৎসুকচিত্তে অবস্থিত, অথচ একে অপরকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইবার বাসনা কাহারও মধ্যে নাই। মর্য্যাদা লঙ্ঘন মহাপ্রভু কখনই সহ্য করিতেন না। মহাপ্রভুর কেষ্টদেনের অনুগতগণ কি প্রকারে সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন প্রশ্রয় দিতে পারেন? সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে তদীয় নির্দ্দেশক্রমে একে একে সকলেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে থাকেন। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এই অঞ্জলি প্রদানের দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব, বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত দিনই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কার্য্য চলিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যে পর্য্যন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে ছিলেন সে পর্য্যন্ত যে সকল ভক্ত তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনের উৎসবকালে শ্রীপাদ প্যারিমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ্ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক ছইটি আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছে। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র লোক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও পাটনা হইতে তার যোগে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদপদ্মে প্রণতি কুসুমাঞ্জলি প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৪ ঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিবিজয় ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

::৯::

গোবিন্দ ৪৪৯

৫ গোবিন্দ ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী বুধ ভূত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রীধর বা ১।৫৮ কৃষ্ণা পূর্ব্বভাদ্রপদ দি ১১।২৫ শূলযোগ বা ১।৪৪ কৌলবকরণ। শ্রীব্যাসপূজা। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীপুরুষোত্তমমঠ এবং অন্যান্য শাখামঠে মহামহোৎসব। ঠাকুর পুরুষোত্তমের তিরোভাব।

৬ গোবিন্দ ৩০ মাঘ ১৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি অনিরুদ্ধ বারোবিনপঞ্চমী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী বা ৩।০৪ দিবা শতভিষা দি ২।৩৫ শুদ্ধযোগ বা ২।১৯ শকুনিকরণ দি ২।০৭ গতে বণিজকরণ বা ৩।০৪ গতে বিষ্টিকরণ।

৭ গোবিন্দ ১ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্র নিধি পাঠকপক্ষীয় কৃষ্ণপক্ষীয় দামোদর রা ৪।৫৯ স্বাতী অভিজিৎ দি ৫।২০ বৃদ্ধিযোগ রা ২।১২ বিষ্টিকরণ দি ৫।১১ গতে ববক

না। অধিকন্তু শ্রীগুরুদত্ত শ্রীনামগ্রহণের অভিনয় করিয়া তৎসাহায্যে উক্ত প্রকার এষণাসকল চরিতার্থ করিবার সুযোগ করিয়া লইয়া নামাপরাধের ফলে অন্ধ তামিস্রে প্রবেশ করিতেছি। অথচ, আমার স্বরূপে আমি একজন অত্যন্ত নিম্নশ্রেণী অস্পৃশ্য ও অপরাধী জীব হইয়া ভক্তের প্রতিষ্ঠা কুড়াইবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়াছি।

প্রভো! এ চালাকিতে অভক্তের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতে পারিব, কিন্তু "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"—কৃষ্ণভক্তের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারি না। আপনি অহৈতুককৃপাময় তাই মাদৃশ পাষণ্ডের সমুদয় কপটতা অবগত থাকিয়াও আমার চরম কল্যাণের জন্য আমাকে যেরূপ কৃপা করিতেছেন, মূর্খ আমি, তাহা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না; অধিকন্তু অবুঝ হইয়াও তদুপরি আবার কাপট্যে আপনাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি।

হে অমন্দোদয়দয়া-বারিধি প্রভো, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত জীবের চরমমঙ্গল প্রদানরূপ কৃষ্ণপ্রেমপ্রচারের ভার আপনি গ্রহণ করিয়া একাধারে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণরূপ লীলা প্রকাশে জীবের দ্বারে দ্বারে যে অমন্দোদয়দয়ার বাণী অযাচিত-ভাবে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন, বর্ত্তমান যুগে তাহা বাস্তবিকই এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রপঞ্চান্তর্গত মাদৃশ বদ্ধজীব সকল স্বধামের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডকেই নিত্যকালের আবাসস্থল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং তদন্তর্গত প্রাকৃত সুখ-দুঃখের পসরা অবহমান কাল হইতে ভোগ করিতেছে এবং তাহাতেই তৃপ্তি লাভ করিয়া ভাবিতেছে যে, এই বুঝি তাহাদের স্বরূপের বৃত্তি। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই দুঃখসমুদ্র হইতে সুখান্বেষণের আশায় কত প্রকারে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি হইয়া গবেষণা করিতেছে এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতির আশ্রয় লইয়া আরোহপন্থা অবলম্বনে নিত্য-মঙ্গল-সাধনে চেষ্টাযুক্ত হইতেছে। কিন্তু ঐসকল চেষ্টার ফলে তাহারা যে-সকল গতি লাভ করিতেছে তাহা অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর বিধায় কোনও প্রকারেই চিত্তগ্রাহী হইতেছে না। অধিকন্তু "কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক উচ্যতে" বিচারে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-ফলের অপনোদন না হওয়ায় তাহারা এক কর্ম্মফলের অপনোদন করিতে গিয়া উত্তরোত্তর কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের ঐসকল প্রচেষ্টা হস্তিস্নানবৎ প্রতীত হইতেছে।

আমরা সদবুদ্ধিহীন, তদুপরি আবার অসংযমী ও ভোগী, অজ্ঞজ্ঞানগরিমায় দৃপ্ত ভারবাহী এবং নিত্য মঙ্গলের পথানুসন্ধানে অনভিজ্ঞ। আমাদের পরামর্শদাতাগণ নিজেরাই অন্ধ। তাই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" বিচারে আমরাও দুর্গতির গর্ত্তে নিপাতিত হইতেছি। অহৈতুককৃপাময় আপনি আমাদিগকে সেই সকল ভারবাহিগণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মঠ মন্দিরাদি প্রকাশ, পরমার্থ সাহিত্য প্রচার, বড় মৃদঙ্গ ও ছোট মৃদঙ্গের প্রচার, পারমার্থিক উৎসবাদির অনুষ্ঠান, সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, প্রভৃতি যে কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধ আমরা তাহার আদর করিতে পারিতেছি না। এই পৃথিবীতে নিরীশ্বর পরার্থবাদের চাকচিক্যের মোহ মানব-নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে। মনুষ্যসমাজ সেই পরার্থের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া তাহাকেই জীবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে। প্রভো, আপনি সেই পরার্থের মূলে কুঠারাঘাতপূর্ব্বক তাহাকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইতেছেন যে, ঐরূপ পরার্থিতায় ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, উহাতে জীবের নিত্য কল্যাণপ্রদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির লেশ মাত্র নাই। ঐরূপ পরার্থিতায় জীবের স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কোনও প্রকার প্রীতির কথা থাকিলেও আপনি শ্রীমদ্ভাগবতবাণী-প্রমাণমুখে জানাইয়া দিতেছেন যে একমাত্র অধোক্ষজের সেবা ব্যতীত জীবের পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

বর্ত্তমানে যেরূপ গ্রাম্য সাহিত্যের যুগ আসিয়াছে তাহাতে মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোত বিকৃত হইয়া ভোগপ্রবৃত্তির ইন্ধন প্রাপ্তির প্রচুর সুযোগ আসিয়াছে। সেই স্রোতে মনুষ্যসমাজ গা ঢালিয়া দিয়া যে কোন্ অজানা স্থানে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা বিচার করিবার সময় কাহারও নাই। আপনি সেই স্রোতে উজান বহাইয়া "বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ" বিচারে অতিমর্ত্ত্য বৈকুণ্ঠবাণীর যে মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া দেন তাহাতে সুকৃতিমন্ত জনগণ সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতার নিঃশ্রেয়স লাভ করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইতেছেন। মানবজাতি ভবমহাব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া চিকিৎসকের সাধ্যমনোরথ হইয়া যে হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে আপনি সেই সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভুপ্রচারিত "ভব-মহা-দাবাগ্নি-নির্ব্বাপনং শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্" এর প্রবল বন্যা প্রবাহিত করাইয়া জীবের প্রকৃত বন্ধু ও সদ্‌বৈদ্যের কার্য্য করিতেছেন এবং যাহাতে জীবকুল আচারে প্রচারে সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ মহৌষধ বরণ করিতে পারে, মঠ মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রভো, ভোগই আমাদের সম্বল ও লক্ষ্য। ভগবানের সেবার অভিনয়ে আমরা "ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি" প্রভৃতি 'দেহি' 'দেহি' করিয়া তাঁহাকেই ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণেতর আধিকারিক দেবতাগণ আমাদিগের ভোগের ইন্ধন সরবরাহকারী হইলেও স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু সেইরূপ নহেন। তিনি কাহারও ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করেন না, অধিকন্তু তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা আর ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু ও জৈব জগৎ পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ্য। তিনি অদ্বিতীয়, নিরঙ্কুশ, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ ও পুরুষোত্তম বস্তু। আমাদের স্বরূপে যে কৃষ্ণদাস্য বিদ্যমান তাহা বিস্মৃত হইয়া আমরা ভোগলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় মায়ার প্রদত্ত কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।

জৈবিকুল ভোগের সীমায় অপ্রাপ্তিতে অশান্ত হইয়া ত্যাগিকুলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। তাই যখন আমরা ভোগে তৃপ্তি, সুখ বা শান্তির অভাব উপলব্ধি করি তখন ত্যাগের পথে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ভোগের আশায় ত্যাগী সাজিয়া মুমুক্ষু হইয়া আত্মহত্যা বরণ করি। মনে করি, মুমুক্ষুগণই বাস্তবিক সাধু তাহাদের আদর্শই বুঝি আমাদের বরণীয়। ভোগের মোহ ছাড়াইলেও ত্যাগের মোহ বড়ই দুস্তর। তাই আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" শ্লোক বিচারে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতেছেন এবং শ্রীল রূপপাদের প্রণীত "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" শ্লোকের মর্ম্ম নিজ আচারে প্রচারে জীবকুলকে শিক্ষা দিতেছেন। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" মহাপ্রভুর অমৃতময়ী এই বাণী আপনার লীলায় পরিস্ফুট হইয়া যেন মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রকট করিয়া পতিত জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন আপনার এই প্রপঞ্চে আবির্ভাব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীধাম মায়াপুর

—:০:—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী মহোদয়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। তজ্জন্য গত মাঘ মাসের ২৬শে হইতে শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্র প্রভুকে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের রক্ষকপদে বৃত করা হইয়াছে। যে সমুদয় পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার আনুকূল্যার্থে মাসিক সাহায্য ডাকযোগে পাঠাইয়া থাকেন তাঁহারা যেন অতঃপর দয়া করিয়া পত্র ও মণিঅর্ডারাদি নবাভিষিক্ত রক্ষক মহোদয়ের নামে পাঠাইতে থাকেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীভক্তিসম্বল ভাগবত
শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি

নিবেদন

হে শ্রীগুরুদেব!

মুগ্ধ আমি রহি এ দেহে, জানিতাম
আমিতো দেহ, ভজিতাম দেহ-মন—
প্রীতি লাগি। কিন্তু হে প্রভো!
কি দয়া তব! নিজ কৃপা বলে,
আকর্ষিলে মো হেন অধমে!
বুঝালে যে ভ্রম মম, জানালে—
আমিতো আত্মা—নহিতো দেহ-
স্বরূপে কৃষ্ণদাস। সে বিস্মৃতি-
হেতু মায়াবশ; দৈবী যে পড়াইল,
অপাঙ্গের ফাঁস, দুরত্যয়া! দুস্তর!
তবে যদি আশ, পারিবারে সে ফাঁস,
কাটিতে স্বরূপস্থিতি। পুনঃ কৃষ্ণদাস্য
—বরণোপায়। শুদ্ধভক্তি—
সাধন শুধু; সেবাশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য
—কৃষ্ণপ্রীতি; সাধ্য অন্বেষণ—
কেবল কৃষ্ণপ্রীতি। মো হেন অধম—
অনুচিকীর্ষায়, পুনঃ মায়াবশহেতু—
অনর্থ লিপ্ত কি সাধ্য ধরে,
কৃষ্ণপ্রীতি সাধিবারে; তব কৃপাবলে
না হলে প্রতিষ্ঠিত। এই কৃপা যবে
তব, পারি কি অন্যে, ধরিতে আশা,
সেবিবারে—চরণ তব—জনমে জনমে।

—শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

অদ্য হইতে ৩ দিনের

ফাল্গুন ১৩৪২

৮ গোবিন্দ ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী শনি অবতার শ্রীরোহিণী? কৃষ্ণাষ্টমী [illegible] দণ্ড ৩।১৮ বিশাখা [illegible] সূর্যোদয় [illegible] ৭।১ [illegible] ১।৫২ [illegible]।

৯ গোবিন্দ ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী রবি শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণনবমী [illegible] ও অনুরাধা [illegible] ৮।১৬ [illegible] ৯।২৬ [illegible]।

১০ গোবিন্দ ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী সোম [illegible] কৃষ্ণদশমী [illegible] জ্যেষ্ঠা [illegible] ১০।২২ [illegible] [illegible] ৬।১৭ [illegible] ৮।১১ [illegible]

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

॥রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্রযাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ৯২ স্থলে মাত্র ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্রযাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদক্ষ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মত্ত হউন। এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

সো রুম—১৮নং বর্নফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

প্রকট রহস্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ-গোস্বামীর উপর যে চারিটী সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার বা শ্রীধাম প্রচার তাহাদের অন্যতম। গোস্বামী শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণ সকলেই ঐ সেবা-চতুষ্টয়ে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের প্রকট লীলা সঙ্গোপনের প্রায় তিন শতাব্দের পর রূপানুগ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তিসুধার ভগীরথ-রূপে জগতে নিত্য কল্যাণের যে মহাপ্লাবন আনয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে লুপ্ত গৌর-প্রকট-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরের আবিষ্কার ও প্রচার দেদীপ্যমান। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করেন নাই তাঁহারা শুদ্ধভক্তির প্রচারক ঠাকুরের মহিমা বিশেষভাবে অবগত না থাকিলেও ঠাকুরের শ্রীধাম-সেবার বিষয় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই যে অল্পবিস্তর অবগত আছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভক্তিবিনোদ আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে ঠাকুরের মহদানের বিষয় জগদ্বাসী বিশেষ ভাবে অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ঠাকুর সর্ব্ব প্রথম স্বপ্নাদেশ পাইয়া তদীয় প্রকট ভূমি আবিষ্কার করেন এবং গত [illegible] বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত এক বিরাট সভায় স্বীয় গবেষণা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। যদিও অধোক্ষজ-দর্শনের নিকট যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তথাপি ঠাকুর তৎকালীন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যে কতকটা যুক্তি—ইতিহাস ও ভূগোলাদির যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই ঠাকুরের আবিষ্কৃত ভূমিকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করেন। ঠাকুর ঐ সভার একটী সমিতি গঠন করিয়া শ্রীধামের উদ্ধার-বিধানে যত্নপর হন। গত ১৩০০ সনে যে শ্রীধামের শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-বিগ্রহ প্রকটিত হন। শ্রীধাম-সেবার পারিপাট্যের জন্য ঐ সালেই ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা প্রবর্ত্তন করেন। এই সভা শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবা কি-প্রকার যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন তাহা আজ লোকসকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

তৃতীয় দিনের বিবরণ

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবের তৃতীয় দিবস বহু যাত্রী শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন। এই দিবসও পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের বিচার প্রদর্শন করিয়া দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রেয়ের বিচারে আপাত-প্রীতিকর বস্তুর প্রতি আমরা প্রধাবিত হই। যাহাতে আমাদের বাস্তবিকই সুবিধা হয় তাহাই শ্রেয়ঃ। আমাদের যাহা ভাল লাগে আর যাহা হইলে আমাদের ভাল হয় এতদুভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতার অবস্থান। স্বতন্ত্রতা হইতে দুই প্রকার চিন্তাস্রোতের উদয়—এক প্রকার শ্রেয়ঃ বিচার অপর প্রকার প্রেয়ঃ বিচার। যেখানে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ এক হইয়াছে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাই প্রীতির বস্তু হইয়াছে সেখানে সব ঠিক। প্রেয়ঃ শ্রেয়ের ভিতর আত্মলয় করিলে বস্তুতঃপক্ষে আমাদের কল্যাণ হয়। তাহা না করিয়া শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া যদি 'প্রেয়ঃ' লইয়া থাকি তাহা হইলে অসুবিধার মধ্যেই থাকিলাম। যেখানে 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' এক হইয়াছে সেখানে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত আর কথা নাই। মায়াবাদীর অধীনে যে স্বসুখার্থ জ্ঞান তাহাতে সর্ব্বনাশকর প্রেয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার ভিতর শ্রেয়ের কোন কথা নাই। ভগবানের প্রীতি নিত্য। ঐ প্রীতি খণ্ডিত বা কালক্ষোভ্য নহেন। যেখানে নিষ্কপট ভগবৎ সেবা সেখানে ভগবানের পক্ষেও সেবাগ্রহণ-আনন্দলাভরূপ প্রেয়ঃ, আমাদের পক্ষেও সেবানন্দলাভরূপ শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া প্রেয়ের দিকে প্রধাবিত হইলেই আমরা ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া অসুর হই, ভগবান্‌কে সকল ভোগ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নিঃশক্তিক করিবার চেষ্টা করি, মায়াবাদী সাজি।

বদ্ধ অবস্থায় প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু মুক্ত অবস্থায় প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ এক হইয়া যায়। তৎকালে ভগবৎসেবা ছাড়া আর কিছুই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হয় না। যাঁহারা শ্রেয়ের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রার্থনা "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" তাঁহারা আপন কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। যাঁহারা শ্রেয়ের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কর্ম্মফলভোগকে ভগবানের কৃপা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে নমস্কার বিধান করেন। কর্ম্মফল-ভোগ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা না করিয়া অহৈতুকী সেবাই প্রার্থনা করেন। এই প্রকার শ্রেয়ের আশ্রয়কারী ব্যক্তিগণই ভগবৎপাদপদ্মলাভের অধিকারী। শ্রেয়ঃমার্গ-অবলম্বনকারীর প্রার্থনা মুকুন্দমালা স্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকেও বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

ভগবদ্ভক্ত বিষয়সুখের জন্য অথবা কুম্ভীপাক বা অন্য কোন প্রকার নরক হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীভগবানের চরণযুগল বন্দনা করেন না কিম্বা নন্দনকাননের সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা সমূহে বিহার করিবার যোগ্যতা লাভের আশায়ও তাঁহাদের প্রার্থনা নহে। কেবল ভগবৎপ্রীতির প্রতিষ্ঠায় বিলাস করিবার জন্যই তাঁহারা মার্জ্জিত হৃদয়বৃন্দাবনে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শ্রেয়ঃমার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারা ভগবানে যে প্রকার ভক্তিপরায়ণ, তদীয়গণে তদপেক্ষা অধিক ভক্তিযুক্ত। গুরুপাদপদ্ম শম্ভু 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং' শ্লোকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যগণকেও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই শম্ভু ঐ শ্লোকে পার্ব্বতীকে দেবী সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল প্রকার আরাধনা অপেক্ষা—প্রাকৃত দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনের কথা কি, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা অপেক্ষাও বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার সেই বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও তদীয় বৈষ্ণবগণের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্‌কে আশ্রয় করা এক জিনিষ আর ভগবানের সেবার নামে নিজের খেয়ালে চলা আর একটা জিনিষ। যিনি শ্রেয়ঃ-পথের কথা বলেন—বিষ্ণুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন তিনি বাস্তবিকই উপদেশক। যিনি তা না করেন, অন্য কিছু উপদেশ দেন তিনি দুঃসঙ্গ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।' শৌণ্ডিকালয়ে বা বেশ্যালয়ে লইবার জন্য বহু বন্ধুব্রুব পাওয়া যাইবে। ভগবানের কথা অস্বীকৃত করিয়া প্রেয়ের কথা—আপাতসুখের কথা বলিয়া আমাদের মন হরণ করিবে এই প্রকার লোকের অভাব নাই। তাহারা দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য। যাঁহারা নিরন্তর ভগবৎ সেবা করেন এবং অপরকে ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। তাঁহাদেরই সঙ্গই করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ।
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ॥
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে। প্রেয়ঃ-পন্থায় মৃত্যু জয় করা যায় না; বরং মৃত্যুকে ভেকের কলরবে কালসর্পের আহ্বানের ন্যায় আহ্বান করা হয় মাত্র। শ্রেয়ঃবিচার গ্রহণ করিলেই মৃত্যু জয় করা যায়। গুরু গুরু-পদবাচ্য নহেন, স্বজন স্বজন নহেন, পিতা পিতা নহেন, জননী জননী নহেন, দেবতা দেবতা নহেন, পতি পতি নহেন যদি ইঁহারা যথাক্রমে শিষ্য, স্বজন, পুত্র, সন্তান, আরাধক ও স্ত্রীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে না পারেন। অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিপথের—শ্রেয়ঃ-মার্গের সন্ধান রাখেন না, যাঁহারা প্রেয়ঃমার্গে বিচরণশীল, তাঁহারা গুরু-স্বজনাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন। এতাদৃশ অযোগ্য—ভগবদ্বিমুখ জনগণের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাজ্য।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

ভগবদ্ভক্তগণ কখনও অনৈতিক নহেন। যাঁহারা ভগবদ্ভজনে বিমুখ তাঁহারাই বস্তুতঃ-পক্ষে 'স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ' এই মুখ্য নীতির লঙ্ঘন করায় অনৈতিক। এই সকল অনৈতিকগণের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাজ্য। তথাকথিত নৈতিকতায় ভগবৎপ্রীতির পরিবর্ত্তে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু রহিয়াছে বলিয়া ভগবদ্ভক্ত তাহার আদর করেন না।

যিনি বলেন—"ভগবানের আরাধনা কর তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম"। যোগী বা জ্ঞানী হইয়ে পরমাত্মা-সান্নিধ্য বা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির যে চেষ্টা তাহাতে প্রকৃত শ্রেয়ের সন্ধান নাই। যদি ভগবানের সহিত ব্রহ্মের ও পরমাত্মার পার্থক্য থাকে তাহা হইলে ঐ প্রকার ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ ঐ প্রকার চিন্তাস্রোত নাস্তিকতা হইতেই জাত। ব্রহ্মজ্ঞানী মায়াবাদীর সঙ্গ ও কুযোগীর সঙ্গ পরিত্যাজ্য। একমাত্র ভক্তিযোগীরই সঙ্গ করিতে হইবে। ভক্তই সাধু। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥
"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্॥

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীরূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

REG.NO.C.1844

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—৬ই ফাল্গুন, ১৩৪২, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ বুধবার | ২৯১তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	.৬০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৫	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব
স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—
"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।
অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"
বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র-যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

"কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ইতিহাস এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এক বিরাট, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত পরিশিষ্ট সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপ। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো_রুম—১৮নং বনফিল্ডস_লেন, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ভারতী আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreward ; প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুসজ্জিত শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

জগাই মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জনে ॥
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগ ক্ষেত্রে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী বারাণসী ক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের লীলাভিনয় পূর্ব্বক শ্রীব্যাস বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত বৈরাগ্যিকশিরোমণি শ্রীল স্বরূপ দামোদর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে আত্মাঞ্জলি প্রদানের লীলায় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য-
মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদ-
মন্দোদয়া ॥

শ্রীগৌর-সেবাস্মৃতির উদ্দীপনই গৌড়ীয়-গণের শ্রীব্যাসপূজা। বড় গোস্বামিগণ শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভার সভাগণ কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা শ্রীব্যাসপূজার শিক্ষা প্রদান করেন। গোস্বামিবর্গের প্রকটলীলা সংগোপনের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু এবং তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ সভার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীব্যাসদেবের বাণী-প্রচারের উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব কিছুকাল লক্ষিত হয়। এই সময়ে ত্রয়োদশ প্রকার গৌড়ীয়ত্রুব অপসম্প্রদায়ের তাণ্ডব চলিতে থাকে, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম লইয়া ব্যবসা চালাইবার দুর্ব্বুদ্ধি কোন কোন অপসম্প্রদায় বিশেষে দৃঢ় হয়। সেই দুর্দ্দিনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব হইল। গৌড়ীয়-গগনে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ক্রমে অপসারিত হইল। ঠাকুরের শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচারে অপসম্প্রদায় ধরা পড়িল। তথাপি তাহারা কোলাহল করিতে লাগিল।

৩৯৯ গৌরাব্দ হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে-সর্ব্বত্র শ্রীধাম মায়াপুরকে কেন্দ্র

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপুর চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির
১৬ কেশব, ৪৪৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণ ৩।০টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিত প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সম্মুখে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
কার্য্যকরী সমিতি।

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, বেদান্তভূষণ
এম্-এ, প্রত্ন,
সাধারণসমিতি সম্পাদক।

আসিয়া গৌড়ীয়নাথের মহিমা বিঘোষিত করিতেছেন। আজ এই আচার্য্য ভাস্করের উদয়ে জগজ্জঞ্জাল-আনয়নকারী মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসকগণের দৌরাত্ম্য তমীভূত হইয়াছে, গৌড়ীয়গণ নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। সর্ব্বত্রই ব্যাসসংহিতা বা পারমহংসসংহিতার পঠন, পাঠন ও বিচার হইতেছে। ভজনের প্রতিবন্ধকরূপ অসুরগণ আচার্য্যদেবকে কলিপাবনের বেশে পলায়ন করিয়াছে। অদ্য শ্রীবাস-অঙ্গনে ব্যাসপূজার কথা শ্রবণ করিয়া প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর এই শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীবাসের পৌরোহিত্যে শ্রীব্যাস-পূজার কথা মনে পড়ে। প্রভুপাদ, আপনি সেই অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ; তাই স্বয়ং শ্রীব্যাসপূজা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সমুই জীবের অজ্ঞানহানি নিবারণের একমাত্র মহৌষধ জানিয়া আমরা আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল অশোক অভয় অমৃত পদদ্বয় পূজা করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীবাসগৃহে শ্রীব্যাস-পূজায় অধিকার প্রদান করিলে আমরা ধন্য হইব।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে ॥

শ্রীভূদেবদাসাধিকারী
শ্রীধাম মায়াপুর
৫ গোবিন্দ, ৪৪৯ গৌরাব্দ

শিশুর প্রার্থনা

(১)

আজি তব শুভ আবির্ভাব-তিথি,
ধন্য অতি পুণ্যময়।
লোক-মুখে শুনি জয় জয় ধ্বনি,
জয় প্রভু তব জয় ॥

(২)

ভকত-সকলে, আনন্দে মগন,
তোমার মহিমা গাবে।
সে আনন্দকণ, করি আস্বাদন,
এই আশা মোর প্রাণে ॥

(৩)

তব জয়গানে শক্তি দাও প্রাণে,
করি ও-চরণে নতি।
বলহীন আমি বলদেব তুমি
দাও বল মম প্রতি ॥

(৪)

গোলোকের ধন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন
গোলোকে গোপনে ছিল।
জীবে কৃপা করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি,
ভবমাঝে বিতরিল ॥

(৫)

আপনি আচরি করিছ প্রচার
শ্রীচৈতন্যবাণী ভবে।
সচৈতন্য জীব চৈতন্য লভিল
তব কৃপা-বলে এবে ॥

(৬)

শ্রীচৈতন্য দয়া আনন্দ-উদয়া
সেই দয়া দয়া করি।
ওহে দয়াময় হইয়া সদয়
বিতরিছ বিশ্ব ভরি' ॥

(৭)

অবনী মাঝারে তব-আগমন
জীবের কল্যাণ হেতু।
তব শ্রীচরণ নিত্যারাধ্য ধন
সংসারসাগর-সেতু ॥

(৮)

নিত্য কাল যেন পাই তোমা যেন
পতিত-পাবন প্রভু।
জনমে জনমে জীবন মরণে
তোমা না পাসরি কভু ॥

গুরু-বৈষ্ণব-সেবক—হরিদাস

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার উদ্বোধন

[শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী]

কে কোথায় আছ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব।
হেথ সমাগত পরিক্রমার্থ ॥
গৌরজন ডাকে "আয় আয় আয়"।
অমূল্য সময় বৃথা বয়ে যায় ॥
সময় থাকিতে এসো নবদ্বীপে।
অনিত্য জানিয়া জীবনপ্রদীপে ॥
সে দীপ নিভিলে আঁধার হেরিবে।
ধাম-সেবা আর কভু না মিলিবে ॥
এসো এসো সবে এসো ত্বরা করি।
সেবক আনন্দে ধায়ে প্রাণ ভরি ॥
গৌরভক্তরাজ অত্র সমাগত।
তাঁহার সম্মুখে সবে হও রত ॥
গৃহব্রত আর মায়া মোহ ছেড়ে।
দ্রুত চলে এস নবদ্বীপ পুরে ॥
করিয়া সন্ধান শ্রীগুরু আহ্বান।
দ্বীপে দ্বীপে দ্বীপে সেবা প্রতিষ্ঠান ॥
গুরু-অভিপ্রায় বুঝিয়া সকলে।
ধামের প্রকৃত্য কর সবে মিলে ॥
হবে ত' মিলিবে ভক্তিযোগ ফল।
বিনাশ পাইবে বিষয় গরল ॥
ভক্তিফল প্রেম পাবে অনায়াসে।
রহিবে সতত গৌরাঙ্গের পাশে ॥
এ হেন সুযোগ ছেড়ো না কখন।
চলে এস সবে করি প্রাণপণ ॥
বিলম্ব মিলিবে যথা যবে তবে।
তার তরে কেহ কভু না ভাবিবে ॥
এসো এসো ভাই বিলম্ব না করি।
ভজ নাম, কাম, ধাম, গৌরহরি ॥

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

——::০::——

ফাল্গুন ১৩৪২

১৮ গোবিন্দ ৮ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্র তিথি পর্বোপবাসী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দণ্ড ৭। ১২। ২-প্রবণা নক্ষত্রের দণ্ড ৮। ১২। ৪ নবীমান-যোগ দি ১।১৭ দিনক্ষয় দি ৩.৫১ গতে পঞ্চনিষ্করণ। শ্রীশিবরাত্রি-ব্রত

[দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ]

প্রয়াগে পারমার্থিক প্রদর্শনী

॥রূপ-কৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদ !!!

শ্রীরূপশিক্ষায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীরূপানুগগণ শ্রৌতপথে দর্শন করুন্। নামাশ্রিতগণেরই শ্রীরূপানুগত্য সম্ভব

স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ প্রমুখ অর্থপঞ্চকের সেবাই পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের একমাত্র কৃত্য

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মধ্যমাধিকারে ভগবৎপ্রকাশচতুষ্টয় যাহা পাঞ্চরাত্রিকের ভাষায়—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ।

অমীহি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥"

বর্ণিত হইয়াছে, সেই যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব—প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষারূপ-

প্র যাগ

তাহারই ফলস্বরূপে

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ১৩৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী

বিরাট্ সংস্করণ

ভিক্ষা—আরও কিছুকাল ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. NO. C. 1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই ফাল্গুন, ১৩৪২, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার [২৯৪তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, হইবে কিনা সন্দেহ। পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—২৮,	১৯—২৪
মহেশগঞ্জ ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—১	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭—৫৩,	১১—১০,	১৪—১	১৮—১৩,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপরাহ্ন

নবদ্বীপ ঘাট ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৩-২৪	১৬-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৩-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ গোবিন্দ, অবদ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ

—

গত ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে দৈববর্ণাশ্রম সংরক্ষকবর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে আহূত বিশেষ সভায় 'দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ' স্থাপিত হইয়াছে। আত্মকল্যাণ পরকল্যাণ, সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই এই সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। সুতরাং এই সঙ্ঘের সংগঠনে প্রকৃত পরহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই যে বিশেষভাবে আন্তরিক হইয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি যাঁহারা সাংসারিক-চিন্তাস্রোতে অবস্থানহেতু পরস্পরের আলোচনায় মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পান না, তাঁহারা পত্রিকায় এই সঙ্ঘের নাম শ্রবণ করিয়া ইহার সংগঠনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। অদৈব-আসুরকুল ও অদৈব বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ যে দৈববর্ণাশ্রম সঙ্ঘ সংগঠনে বহু ভ্রমাদ পাইবেন। কিন্তু আমরা সকলকেই নিষ্কপটে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা জানাইতেছি। আমরা জানি, হিন্দু নামী সকলেই শুধু মনুষ্যজাতি নহে, শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের পরমোপাস্য। আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ-করিবার মনুষ্যত্বের প্রকাশ হয়। অপর কথায় মনুষ্যত্বের আবশ্যক পরোপকার। তাই জগদ্গুরু শ্রীমদ্রূপানুগবরকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই পরোপকার-সাধনের জন্যই দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘের সংস্থাপন। পর উপকার—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার সাধিত হয় অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিতে। পার্থিব বস্তুর প্রতি নহে—অষ্টধা প্রকৃতির সম্পর্কে নহে—অক্ষজ বস্তুর প্রতি নহে, অধোক্ষজ বস্তুর প্রতি ভক্তিই দৈব-স্বভাব। অন্তঃকরণের এই দৈব স্বভাব জাগ্রত করাই দৈববর্ণাশ্রম সঙ্ঘের কার্য্য। আমাদের যে সকল নাস্তিক ভ্রাতৃবৃন্দ ভক্তির নিরীশ্বর কর্ম্মকাণ্ডের বহুমানন করেন—বিশ্বকে বিশ্ব হইতে বিতাড়নই যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকেও আমরা ভারতের প্রকৃত গৌরব "দৈব-বর্ণাশ্রমের" প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্যের অনুকরণে শুধু ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভোগপর চিন্তা-স্রোতে মত্ত থাকিলে ভারত স্বাধীন হইবে না, ভারতের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইবে মাত্র। ভারতের বৈশিষ্ট্যে ভারত এখনও সমগ্র বিশ্বের শিরোরত্ন। এই বৈশিষ্ট্যরত্ন-সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা প্রকৃত দেশহিতৈষি-মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। মানুষ বলিয়া পরিচয় প্রদানের প্রথম সোপান—দৈববর্ণাশ্রমে প্রবেশ। মানুষ হইবার জন্য—অপরকে মানুষ করিবার জন্য আমরা দেশহিতৈষিগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে দৈববর্ণাশ্রম বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে আমরা জানিতে পারি, সত্যযুগে মনুষ্যগণের মধ্যে 'হংস' নামে মাত্র একটী জাতি ছিল। তখন পরিপূর্ণ চারিপাদ ধর্ম্ম ছিল। হিংসা, দ্বেষ, চৌর্য্য, মৎসরতা প্রভৃতি বিন্দুমাত্র ছিল না। একবথায় অধর্ম্মের পদার বিন্দুমাত্রও ছিল না; সকলেই নির্গুণ ছিলেন, তাই সকলেই দানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই শ্রীহরিতে নিবিষ্ট ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে একপাদ অধর্ম্মের প্রবেশে ত্রেতাযুগে দৈববর্ণাশ্রম সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। সত্যযুগে সকলেই নির্গুণ ভগবত্তত্ত্বের আশ্রিত ছিলেন, ত্রেতাযুগে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ী উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত বেদেরও আদিগ্রন্থ।

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস
ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং
বিদুঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে
হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-
লক্ষণাঃ॥

(ভাঃ ১১ স্কন্ধ ১৭ অঃ)

একপাদ অধর্ম্মের প্রবেশে পরমেশ্বরে সাধনার ধারা সকলের পক্ষে সমুন্নত না হওয়ায় সমাজ-বক্ষে যে বিশৃঙ্খলতার উদয়ের সম্ভাবনা হয় তা নিরসনপূর্ব্বক সুশৃঙ্খলতার সহিত অধোক্ষজ ভক্তি-সংরক্ষণার্থ গুণ-কর্ম্মানুসারে চারিটী বর্ণ ও চারিটী আশ্রমের উদয়। সেই অধোক্ষজ বস্তু উপেক্ষিত হইলে—পরমেশ্বরের উপাসনার নামে মনগড়া পুতুলের পূজা করিলে—পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহাদিকে বর্ণের জনক করিলে বর্ণ-ধর্ম্মের সার্থকতা কোথায়? মূলের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আসুর বর্ণাশ্রম ভারতের বক্ষে যে বিশৃঙ্খলতার উদয় করাইয়াছে—মৎসরতার যে অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে, তাহার পরিণতি কি ভয়াবহ তাহা বর্ত্তমানে অনেকের লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে। ঐ অনল নির্ব্বাপণপূর্ব্বক অধোক্ষজ সেবা-নন্দের বিমল প্রদর্শনই দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

হিন্দুর অহিন্দু হইবার পথে বাধা প্রদান ও অহিন্দুকে হিন্দু করিবার প্রয়াস কোন কোন সঙ্ঘের আছে। অনেকে বলেন, হিন্দুর অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে হইলে এই কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে চাই—হিন্দু কি? হিন্দুর অস্তিত্ব কিসে? শুধু নামেই কি হিন্দুর অস্তিত্ব? আহার, বিহার, আচার, শয়ন, স্বপন সকলই ভোগপর অহিন্দুর মতই রাখিয়া—অধোক্ষজ-সেবার প্রতি উদাসীন হইয়া, শুধু নামে মাত্র 'হিন্দু' থাকিবার প্রয়াস যাঁহাদের, আমরা তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারি না। ঐ প্রকারের হিন্দুত্ব ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের অনুমোদিত নহে। কেহ কেহ বলেন—"আগে কোনপ্রকার ঐক্যবদ্ধ, তারপর ধর্ম্মশিক্ষা দিব"। আমরা তাঁহাদের সহিতও একমত নহি। ধর্ম্মই রক্ষা করিতে পারে, অপর কিছুই রক্ষা করিতে পারে না। রক্ষ আবশ্যক; তাঁহার সেবায় আকৃষ্ট হইলে আর পতনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সেবার প্রতি উদাসীন হইয়া দাঁড়ান পতন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং আর্য্যহিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে কৃষ্ণভক্তির আচার ও প্রচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা; এই কার্য্যের জন্যই দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘের সংস্থাপন এই সঙ্ঘের মূল কথা—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

(ভাঃ ১।২।৬)

বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের কার্য্য অধোক্ষজ ব্রহ্মের উপাসনা। ব্রহ্ম— অধোক্ষজ কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার নির্ব্বিশেষ নহেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা হইত না। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনম্" নৌকাসিদ্ধ দেওয়া কথা—পৌত্তলিকতা। ব্রহ্মবস্তু শ্রীকৃষ্ণ— অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার নামরূপাদি প্রাকৃত নহে সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। আমার সীমাবদ্ধ ধারণায় তাঁহাকে ধারণ করিতে পারি না বলিয়া তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ হইবেন, এই প্রকার চিন্তাস্রোত অজ্ঞানে সম্ভূত এবং নাস্তিকতার চরমসীমা; ইহা ভগবচ্চরণে বিশেষ অপরাধ। ব্রাহ্মণ ঐ ধারণা হইতে সকলকে উদ্ধার করিবেন। তিনি নিজে নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করেন এবং অপরাপর সকলেই যাহাতে ঐ উপাসনায় যোগ্যতা হয় তজ্জন্য পরমেশ্বরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করেন ও সকলের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রাহ্মণ নির্গুণ এবং নির্গুণের উপরে যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে চিদ্বিলাস বিরাজিত, সেই চিদ্বিলাসসেবা যোগ্যতা যাঁহাদের, সেই পরমহংসকুলে অনুগত। এই আনুগত্যই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব এহেন ব্রাহ্মণের উপাসনায় যাহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু দমনের প্রয়োজনীয়তা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মকে রক্ষ করিবার জন্য। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিবেন বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন করিবে ব্রাহ্মণের সেবার সুবিধার জন্য। কৃষিতে উৎপন্ন দ্রব্য, বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, গো-দুগ্ধাদি ব্রাহ্মণকে দিবেন পরমেশ্বরের সেবা নিযুক্ত করিবার জন্য। শূদ্র ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণের অনুগত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবেন।

দৈববর্ণের ন্যায় দৈব আশ্রম-চতুষ্টয়ে যাবতীয় কার্য্যও অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবার জন্য। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে কৃষ্ণভক্তিরূপ বেদই অধ্যয়ন করিবেন। গৃহস্থের যাবতীয় কার্য্য বিষ্ণুর অর্চ্চনের জন্য। বানপ্রস্থের সংসারত্যাগ কৃষ্ণানুশীলনের জন্য কলিতে অবিশুদ্ধ সন্ন্যাস নাই; বিধিসন্ন্যাস কৃষ্ণানুশীলনের বৈচিত্র্য নিমিত্ত; তাঁহার কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সুতরাং ভোগের সামগ্রীরূপ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হয়।

এই বর্ণ ও আশ্রমের অতীত চিদ্বিলাস রাজ্যে বৈষ্ণবের স্থান; তিনি পরমহংস বাহ্যদর্শনে যে কোনও বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থান করুন, তাঁহার আসন সর্ব্বোচ্চে সকল বর্ণের সকল আশ্রমের সকল অধিকারী তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইবেন। এই পরমহংস বৈষ্ণব বা একান্তি বৈষ্ণব সম্বন্ধে গারুড়বচন—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী
বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥

[সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; কোটিবেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।]

বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার অন্য কোন বর্ণের নাই। আর বৈষ্ণব স্বয়ং ব্রাহ্মণেরও গুরু ও প্রণম্য সুতরাং তাঁহার

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
বাদশাভোগ	৬৸০
মাজা চাল	৫৸০
ঐ নূতন	৫৷০
কাটারীভোগ	৬।০-৬৷০
বাঁকতুলসী	৫৵০
নাগরা নূতন	৪৸০
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪ ০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩.৵০

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸০
পেশোয়ারী	১০০-১০৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৮০-৫৲
ঐ মাঝারি	৪।০-৪৷৵০
পাটনাই আতপ	৪৷০-৪৸০
কাটারীভোগ	৬।০
ঐ রেঙ্গুণ	৩।০

চিনির দর

সাদা ভাঙা বেডি	৯৸০
দেশী সাদা দানা	৯৵০-৯৸৵০
,, লাল ,,	৮৸৵০ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

	প্রতি মণ	
পেটেন্ট ময়দা		৫৵০-৫
উৎকৃষ্ট		৪৸৵০-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৷০-৪৷৵০
আটা (বি)		৪৷৵০ ৪৸
সুজী		৪৸৵০-৫৲
আটা (এস)		৪৵০-৪০৲
আটা (২)		৪৶০-৪/০
আটা (কে)		৩৸০-৩৸৵০
আটা (৩)		৩৵০ ৩।০
পোলার্ড ভূষি		১৸৶০-২৲
ভূষি		১৸৵ ১৸৵০

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸০-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।০-১৭৷০
নারিকেল তৈল	১১।০—১১৷-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸০

ঘৃতের দর

	প্রতি মণ	
রামসীতা		৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া		
রাজা গাওয়া		৪৭৷
পতিরাম		৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।০ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ৷০।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রগাঢ় গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত আখ্যায়ন করিয়া একাধারে চরিত এবং ... জীবনচরিত-পাঠে বহু ... এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মজগতের প্রসিদ্ধ মনীষিগণের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৩ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ও বিরুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুপ্রসিদ্ধ জে, বি, দত্তের

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শটীফুড ও কর্ণফ্লাওয়ার

রোগীর ও শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

সুগন্ধি কেশ তৈল, সকল রকম লিখিবার কালি এবং নানাবিধ ঔষধ ও সিরাপ আমাদের নিকট পাইবেন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শো রুম—১৮নং বনফিল্ড্‌স লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ গোবিন্দ, সম্বাদপ সঙ্কর্ষণ ৪৪৯

শিব

গত ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার শিবচতুর্দ্দশী বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগোপীনাথে বৈষ্ণববর শ্রীক্ষেত্রপাল শিবের সম্মুখে ভক্তবৃন্দসহ উপবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিরন্তর বিষ্ণু ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেই বস্তুতঃ-পক্ষে শিবচতুর্দ্দশী পালিত হয়; তাহা না করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহের রস শুষ্ক করিবার জন্য সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া অন্যাভিলাষে রাত্রিজাগরণ করিলে শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করা হয় না। এমন কি মোক্ষকামী হইয়া শিবের উপাসনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে শিবের পূজা হয় না। শিব বৈষ্ণব—মহাভাগবত। ভাগবতী বাণী—প্রাকৃত-কেবল বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামনাবৃত পরম পুরুষের ভগবৎসেবার কথা আলোচনা করিতে দেখিলেই বৈষ্ণবরাজ শম্ভু সন্তুষ্ট হন। ভাগবতী বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেই পরম শিব বা নিত্যকল্যাণ লাভ হয়। মঙ্গলালয় শম্ভু স্বয়ং পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণো-
রারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

সকল আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও তদীয়—নিরন্তর বিষ্ণুসেবারত বৈষ্ণবগণের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে বিষ্ণুর সেবা পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবেরই হৃদয়ের ধন বিষ্ণু। বৈষ্ণবের সেবা করিতে দেখিলেই বিষ্ণু প্রসন্ন হন সুতরাং বিষ্ণুর প্রীতির জন্য বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর সেবা করা অপরিহার্য্য ব্যাপার। তথাকথিত শৈব ও তথাকথিত বৈষ্ণবের কলহ অমূলক। প্রকৃত শৈব—বৈষ্ণব; প্রকৃত বৈষ্ণব বিষ্ণুর সেবারত শম্ভুকে গুরুজ্ঞানেই পূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের আনন্দ বিষ্ণুর প্রসাদে। তাই ভুবনেশ্বরে শিবের আদেশানুসারে তদীয় সেবকগণ অনন্ত বাসুদেবের মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

মোক্ষকামী শৈবগণ শিবের প্রসাদ গ্রহণ করেন না; শিবের প্রসাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে তাঁহার প্রতি কিরূপ ভক্তি প্রদর্শিত হয়, আর ঐ প্রকৃতির সেবকগণের পূজা পূজা কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। শিব-তত্ত্ব না জানার দরুণ নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট বুঝিতে না পারিয়া 'মিস্ মেয়ো' হিন্দুগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইয়াছেন। যাঁহারা ঐ রহস্য অবগত আছেন, সেই প্রকার মহাপুরুষগণের সংখ্যা বেশী নহে; মিস্ মেয়ো প্রকৃত তত্ত্ববিদের সন্ধান পান নাই। ভোগপর চিন্তাস্রোতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাও সহজসাধ্য নহে। শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা (৫ম অধ্যায়) বলিতেছেন—

নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া
তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতিরূপঃ
সনাতনঃ॥
যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ কামো বীজং
মহদ্ধরেঃ।
লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা
মাহেশ্বরীপ্রজাঃ॥
শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী
মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবির্ভবল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥

[চিচ্ছক্তি রমাদেবী—নির্বিকল্পা ভগবৎপ্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চচেষ্টোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ জ্যোতিঃ উদিত হয়, তাহাই ভগবান্ শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিহ্ন-বিশেষ, তাহাই সনাতন জ্যোতির আভাস। সেই লিঙ্গ—নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ। নিয়তি হইতে যে পরাখ্যা শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরা শক্তি যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। তদুভয়-সংযোগই হরির মহত্তত্ত্বরূপ প্রাকৃত কামবীজ। এই জগতের সমস্ত মাহেশ্বরী প্রজাই লিঙ্গযোনি-স্বরূপ। উপাদানময় পুরুষ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর শম্ভুর নিমিত্তাংশ মায়ারূপ শক্তিযুক্ত। জগৎপতি মহাবিষ্ণু তাঁহাতে ঈক্ষণাংশে আবির্ভূত।]

উক্ত শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্য্যে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণবারিতে অন্তর্যামীর পুরুষরূপে শয়ন করতঃ তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তৎপরিফলিত জ্যোতির আভাসরূপই শম্ভুলিঙ্গ, তাহাই প্রধান রূপ ছায়ারূপা মায়ার প্রসবযন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণুস্থ কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই অহঙ্কারবিশিষ্ট মনোরূপী তত্ত্ব। ইহাতে গূঢ় বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষ-ইচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগ-কারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্ত্তা। গোলোকে যে কামবীজ আছে, তাহা—বিশুদ্ধ ও চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ তাহা ছায়াশক্তিগত কামাদি শব্দের কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ মায়ার আদর্শ হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ মায়িক প্রতিফলন। ***

'***যদিও লিঙ্গ-যোন্যাদি শব্দ সকল অশ্লীল। তথাপি বিজ্ঞানশাস্ত্রে এই সকল তত্ত্বসূচক বাক্য অত্যন্ত উপাদেয় এবং অর্থপ্রদ। অশ্লীলতা—কেবল সামাজিক ব্যবহারগত ভাবমাত্র, কিন্তু বিজ্ঞান ও পরম বিজ্ঞান সামাজিক ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া সত্যতত্ত্ব ধ্বংস করিতে পারে না। সুতরাং জড় জগতের মূল তত্ত্ব যে মায়িক কামবীজ, তাহা দেখাইতে হইলে অনন্যোপায়রূপে ঐ সমস্ত শব্দই ব্যবহার্য্য হয়। এই সমস্ত শব্দের ব্যবহার দ্বারা কেবল পুরুষশক্তি অর্থাৎ কর্ত্তৃপ্রধান ক্রিয়াশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। **'

সৃষ্টিতত্ত্বে শম্ভুর উপরে বর্ণিত হইল। আবার শম্ভু রুদ্ররূপে সংহার-কর্ত্তা। এই সংহার কার্য্যে অহঙ্কারবিমূঢ় তাহার অমঙ্গলরাশি বিনষ্ট কারণ তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবগণের উপাস্য সদাশিব বা গোপেশ্বর শিব জ্যোতির্ভৌমাদি কাশীর বহু ঊর্দ্ধে গোলোক-বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীধামের ক্ষেত্রপালরূপে নিযুক্ত। বৈষ্ণববর শম্ভু অচ্যুতচরণচ্যুত গঙ্গোদক শিরে ধারণ করিয়া আনন্দে নৃত্য ও সাশ্রুহারা হইয়া পঞ্চবদনে স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করেন। আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত শ্লোকে গোপেশ্বর শিবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বরব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমাপতে! হে সোমমৌলে, হে সনন্দন-সনাতন-নারদ-পূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে নিরুপাধিক-প্রেম আমাকে প্রদান করুন

শ্রীচৈতন্যদেব ও উড়িষ্যা

[অধ্যাপক এন্, কে. সান্যাল লিখিত ও র‍্যাভেন্স-কলেজ ম্যাগাজিন "ডায়মণ্ড জুবিলি-সংখ্যায়" প্রকাশিত "Connection of Sree Chaitanya with Orissa" প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

১৫১০ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেবের উড়িষ্যার সহিত সংস্রব ছিল। তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া ঐ বৎসরই পুরীতে উপস্থিত হন। ১৫১০ হইতে ১৫১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থভ্রমণচ্ছলে তিনি দক্ষিণ-ভারতের বহুস্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি পুরীত্যাগ করিয়া প্রথমে একবার বাংলায় ও পরে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ছয় বৎসর ব্যাপিয়া তিনি পুরীতে সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। এইরূপ পুরীকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া ভারতের প্রধান ধর্ম্মক্ষেত্র সমূহে দ্বাদশ বৎসরকাল তাঁহার প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরও পুরীতেই কাটিয়াছে। সেই সময় তিনি মাত্র ৩ জন সঙ্গীর সহিত তাঁহার বাসগৃহের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে প্রেম-ভজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীমিশ্রের বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিতেন। এই দীর্ঘ নির্জ্জনবাসকালে দামোদরস্বরূপ, রামানন্দ রায় তাঁহার সহচর ছিলেন। এবং গোবিন্দ তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ১৫১২ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন। ঐ বৎসরই গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রামানন্দ রায় রাজার অনুমতি-ক্রমে তাঁহার চাকুরী ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। রাজা রামানন্দ রায়ের পুরীতে বাসের জন্য তাঁহার "জগন্নাথ-বল্লভ" নামক বাগানবাড়ী, এবং তাঁহাকে পূর্ণ বেতনে পেন্‌সন প্রদান করেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট-লীলা সম্বরণ করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ-পর্য্যন্ত ইহলোকে ছিলেন।

আর ডি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'উড়িষ্যার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর কার্য্যাবলীর সহিত উড়িষ্যার রাজনৈতিক স্বাধীনতার হানির সংস্রব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ উদ্দেশ্যে উড়িষ্যার রাজনৈতিক ব্যাপারে মহাপ্রভুর হস্তক্ষেপের অভিযোগ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু রাজনীতিতে শান্তিবাদ প্রচার করিতেন, এবং ঐ শান্তি-

শ্রীলপ্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

বাদই বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে মূল ভিত্তি।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রমাণ অনুসারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব রাজা প্রতাপরুদ্রকে বঙ্গদেশের সুলতান হুসেনশাহের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত অভিযান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম এবং ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁহার আত্মপরিচয় জালমাত্র। ইহার বিবরণাবলী সমসাময়িক ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয় না বলিয়া অগ্রাহ্য। তৎকালীন ঘটনাবলীর সাক্ষ্যে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যার রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং উক্ত অভিযোগটী যথার্থ ঘটনার সম্পূর্ণ বিরোধী।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর মালজেঠার (মেদিনীপুর) শাসনকর্তা রামানন্দরায়ের ভ্রাতা গোপীনাথের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথকে সরকারী রাজস্ব অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড দেশ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচরগণের প্রচেষ্টায় তিনি শাসনকর্ত্তার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। গোপীনাথ তাঁহার অশ্বসমূহের জন্য উপযুক্ত মূল্যের অধিক দাবী করিয়াছেন—যুবরাজ এইরূপ বলিলে গোপীনাথ তাঁহাকে অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; ইহাই যুবরাজের তাঁহার প্রতি ক্রোধের যথার্থ কারণ বলিয়া রাজা উল্লেখ করিয়াছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। উক্ত ব্যাপারে গোপীনাথ পড়ুত্তর করিয়াছিলেন যে,যুবরাজের ঘাড় নাড়িবার অভ্যাসের ন্যায় তাঁহার ঘোড়াগুলি ঘাড় নাড়ে না সুতরাং সেগুলি ভালই। রাজার গোপীনাথের ক্ষমতা ও রাজভক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি গোপীনাথের পিতা ভবানন্দ রায়ের পরিবারের সকলের প্রতি রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে নানাবিধ কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং এইরূপ কোন অনুমানের আবশ্যকতা নাই যে, চৈতন্যদেবের অনুচরগণ তাঁহাকে একজন দুষ্ট ও অসৎ কর্ম্মচারীর মার্জ্জনার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব গোপীনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি গোপীনাথের পক্ষে অনুরোধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরন্তু কাহারও কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সন্ন্যাসিরূপে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে বলিয়াই তিনি ঐ কার্য্য স্বীকার করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও মনে করেন যে, গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব হইতে রামানন্দ রায়ের অবসর গ্রহণ করার ফলেই উড়িষ্যা-সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কেননা তাহাতেই বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় অরক্ষিত সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণের সুযোগ পাইয়াছিল। এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে,রামানন্দ রায় এরূপ যোদ্ধা বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে তিনি বিজয়নগর রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী নৃপতি কৃষ্ণদেব রায়কে পরাজিত করিতে পারিতেন। আরও বিবেচনার বিষয় এই যে সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধও কোন নূতন ব্যাপার ছিল না। বিজয়নগরের নৃপতির নিকট যে অংশ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল, তাহা খুব বিস্তৃত নহে; কেননা রাজা প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমনসময়ে গোদাবরী উৎকল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ছিল, (History of Orissa Vo. I Page 348) কৃষ্ণদেব রায় মহান্ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে রাজ্য হারাইয়াছিলেন, তাঁহা দ্বারা তাহার পুনরুদ্ধারে হওয়া প্রমাণিত হয় না যে, চৈতন্যদেবের উড়িষ্যাদেশে পদক্ষেপ করিবা মুহূর্ত্তেই উৎকল সাম্রাজ্যের সামরিক ক্ষমতার অবসান হইয়াছিল। অথচ ইহাই আর, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত। এই ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যদেবকেই দূরবর্ত্তী কারণ বলিয়াও সাব্যস্ত করা হইয়াছে, কেননা তিনি রামানন্দরায়কে শাসনকর্ত্তার কার্য্য পরিত্যাগ করাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার পক্ষে যোগ্য ধর্ম্ম-কার্য্যাবলীতে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। আমরা এরূপ কোন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ অবগত নহি যে রাজা প্রতাপরুদ্রের সকল বা অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারীই শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। এমনকি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সমগ্র জীবনে একটীও শিষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

আর ডি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও মনে করেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে উৎকল প্রদেশে জগন্নাথদেবের যে পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহাও উড়িষ্যার রাজনৈতিক অবনতির পুরাতন কারণ।

উড়িষ্যার সমগ্র ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, উড়িষ্যাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধানতম কেন্দ্র না হইলেও প্রধান কেন্দ্রগুলির অন্যতম ছিল। ভুবনেশ্বরে শিবের যে পূজা প্রচলিত হইতেছে তাহাও ভারতের অন্যত্র প্রচলিত শিবপূজা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্। ভুবনেশ্বরে শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরের নিকটে যে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির আছে তাঁহারই প্রসাদদ্বারা সেখানে শিবের নৈবেদ্য রচনা করা হয়। অন্যভাবায় বলিতে গেলে শিবের সেখানে কোনও পৃথক্ পূজার ব্যবস্থা নাই। অনন্ত বাসুদেবের মধ্যেই বিষ্ণুর অংশরূপে শিব পূজিত হইয়া থাকেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ উড়িষ্যাদেশে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক কলহ নাই।

বুদ্ধের প্রায় সমকাল হইতেই উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলনকে বৈষ্ণব উপাসনার উন্নত সংস্করণ ও প্রবাহ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পুরীতে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতাররূপেই সর্ব্বসময়ে পূজিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যযুগে যে শূন্য বা নির্ব্বাণবাদের প্রচলন দেখা যায়,তাহা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের প্রভাববশতঃই সংঘটিত হইয়াছে। এই জ্ঞানিসম্প্রদায় শৈব-বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও সংস্কৃত আচার প্রণালীদ্বারা বিষ্ণুপূজাই যে সর্ব্ববিধ বৈদিক উপাসনার মূলকথা, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মত অনুসারে বিষ্ণুই যথার্থ বৈদিক ঈশ্বর এবং একমাত্র বিষ্ণুই সমস্ত হিন্দুগণের উপাসনার বিষয়। দেবতাগণ বিষ্ণুরই সেবক এবং তাঁহারা কখনও বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্ররূপে পূজা গ্রহণ করেন না। এই মত স্বীকার করিলে স্বভাবতঃই বেদের বহুদেবতা স্বীকার না করিয়াও বৈদিক একেশ্বরবাদ অক্ষুণ্ণ থাকে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—সকলই ব্রহ্ম এবং তাহা নির্ব্বিশেষ, জ্ঞানীদিগের এই মতবাদের ধ্বংস করিবার জন্যই এইরূপ বিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাইবার পথে ভুবনেশ্বরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারেই লিঙ্গরাজের পূজা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুসারে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের সহিত ঈশ্বরোপাসনার সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। জয়স্বল মহাশয় সমসাময়িক প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির সহিত প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির কিছু সম্বন্ধ প্রদর্শনে যত্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের চিন্তাস্রোত হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ সম্বন্ধরাহিত্য প্রচার করিবার উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়াছেন, তিনি প্রত্যেক জীবের আত্মার চিন্ময়-বৃত্তিরই উপদেশ করিয়াছেন এবং শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবাত্মা কাল বা দেশবিশেষের সীমায় আবদ্ধ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যা-বাসিগণের নিকট প্রচার করিয়াছে সমস্ত জীবেরই শাস্ত্রপ্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বিষ্ণুর উপাসনা করা আবশ্যক। তিনি বিষ্ণু-উপাসনায় অধোক্ষজ-বিচারের উপর জোর দিয়াছেন। একদিকে পার্থিব লাভের আশায় অনুন্নত মানবের সার্ব্বজনীন প্রবৃত্তি নষ্ট ও অন্যদিকে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই ব্রহ্ম অথবা নির্ব্বিশেষ এইরূপ মতবাদ অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ ও শিক্ষা অধিকতর উদার।

চৈতন্যদেবের শিক্ষা বঙ্গদেশ বা উড়িষ্যায় সার্ব্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। কেন না পরবর্ত্তিকালের বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক আচরিত জ্ঞানীদিগের নির্ব্বিশেষবাদ এবং তৎসহিত সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধিত গৌড়াস্মার্ত্ত বহ্বীশ্বরবাদের তখন তথায় বহু প্রচলন ছিল।

তথাপি বৈষ্ণব আচার অপেক্ষাকৃত বিমল আকারে পুরীতে জগন্নাথদেবের উপাসনার মধ্য দিয়াই প্রায় আধ্যাত্ম সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যে ভক্তগণদিগের মন্দিরের পূজা-পদ্ধতিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবার অপ্রাকৃত তাৎপর্য্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তিকালে উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে কেবলমাত্র কর্ণসুখদ আমোদপ্রমোদ এবং জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ং আচরিত ধর্ম্মের পদ্ধতি, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রধান অনুচরগণের নির্দ্দেশানুসারে তাৎকালিক লেখকগণ কর্ত্তৃক সুবিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ঐ রচনাগুলি হিন্দুগণের আচরিত ধর্ম্মের বিশুদ্ধতার নিদর্শনরূপে অত্যন্ত সরল ও ঐতিহাসিক বিবেচনায় আধুনিকতম সুবিস্তৃত উপকরণ।

—

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ফাল্গুন ১৩৫২

১৭ গোবিন্দ ১১ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী সোম সর্ব্বাপি সঙ্কল্প গৌরদ্বিতীয়া [illegible] রা ৮।২৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমরাবতী দি [illegible] বিষ্কম্ভ দি ৮।২১ সাধ্যযোগ রা বালবকরণ।

১৮ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৫ মঙ্গল স্বাপু প্রভৃর গৌরতৃতীয়া বিষ্ণু সন্ধ্যা [illegible] উত্তরভাদ্রপদ অমৃত দি [illegible] শুভযোগ রা ১।৫৭ তৈতিলকরণ দি [illegible] গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।১ গতে বণিজকরণ রা ৪।৫২ গতে বিষ্টিকরণ।

১৯ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধ ভুক্ত অনিরুদ্ধ গৌরচতুর্থী [illegible] ২।৮১ রেবতী নক্ষত্র দি ১২।৭৯ [illegible] রা ১০।৫১ বিষ্টিকরণ দি ৩।৫০ [illegible] ববকরণ। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব

—

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. NO. C. 1544

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই ফাল্গুন, ১৩৪২, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ মঙ্গলবার [২৯৬তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে
—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং বর্ত্তমানে একমাত্র যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমল বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাই নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—১০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—১২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৬-০	১৮-৫১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩৩	১২-১১	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৮	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ গোবিন্দ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস

গত ৯ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে, ময়মনসিংহ বড় বাজারস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে এবং অন্যান্য শাখা-মঠসমূহে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকটতিথি কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিদ্বারা যত্নের সহিত পালিত হইয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ (মহাপ্রভুর জন্মভিটা) শ্রীযোগপীঠ যখন আবিষ্কৃত হন, তখন বাবাজী মহারাজ বার্দ্ধক্যবশতঃ চলচ্ছক্তিহীন কিন্তু তথাপি তিনি ঐ সময়ে সেবক শ্রীবিহারী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া শ্রীযোগপীঠে আগমন করেন এবং দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া শ্রীযোগপীঠের কদম্ব-বৃক্ষ-সমীপে 'হা গৌরহরি' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন।

বৈষ্ণবের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে; জরা ব্যাধি-প্রভৃতি বৈষ্ণব ঠাকুরকে আক্রমণ করিতে পারে না। তবে যে তাঁহার জরাদি-দ্বারা আক্রান্তের অভিনয়, তাহার কারণ দুইটী—(১) সাদৃশ বালিশকে সেবার অধিকার দিয়া ভজনরাজ্যে প্রবেশ করান, (২) বঞ্চিত হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনগণকে দূরে রাখা। বৈষ্ণবের চিন্ময়, চিচ্ছক্তির ক্রিয়ার বিষয় আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের ঐ উদ্দণ্ড নৃত্যের মধ্যেই বেশ লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীযোগপীঠের যে কদম্ব বৃক্ষটীর নিকট বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা এখনও শ্রীযোগপীঠে বিরাজিত; বাবাজী মহারাজের নৃত্যস্থলীতে এখন মহাপ্রভুর গগনভেদী উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছেন। বাবাজী মহারাজের নৃত্যস্থলী হইতে ঐ মন্দিরের ভিৎ কাটিবার সময় যে শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। বাবাজী মহারাজ অনেক সময় ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া শান্তিকালে বলিতেন—"তোরা এখনও আবার দিচ্ছিস না কেন, এক্ষণই যে, দেখতে পাচ্ছিস্ না কত বেলা হ'ল? এক্ষণেই গোষ্ঠে যেতে হবে; কৃষ্ণ-বলরাম প্রতীক্ষা করছে।" সখাভাবে সেবক নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া থাকেন। তাই বোধ হয় শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ যে স্থানে ছিলেন, তাহার উপর বাবাজী মহারাজ আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন। আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ; কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট অজ্ঞাত কিছুই নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথির পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীযোগপীঠে ভক্তগণ-সঙ্গে অপ্রাকৃতভাবে বিভাবিত হইয়া আবেগভরে বাবাজী মহারাজের ঐসকল অপ্রাকৃত সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিথি-পালন-বাসরেও শ্রীল প্রভুপাদ যোগ-পীঠে সন্ধ্যার পরে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দিবস শ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীরূপ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ রূপানুগ বাবাজী মহারাজের "গৌর-ব্রজবনে ভেদ না হেরিব" মহাবাণীর আদর্শ-স্থাপন-কালে দীর্ঘকাল ব্রজে বাসের পর নবদ্বীপ-ধামে অবস্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সম্রাট ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা তাঁহার বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদানের অযোগ্য। কেহ কেহ বলেন—বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব স্থান পাবনা জেলার অন্তর্গত ভরাসে। ভরাসের সুনামপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজর্ষি বনমালী রায়ের জ্ঞাতি প্রপিতামহ রূপে তাঁহার প্রকট বলিয়াও কাহারও কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের পরিচয়ের জন্য ঐ সকল উল্লেখের প্রয়োজন নাই; তবে তিনি যে কুলে ও যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে সেই কুল ও সেই দেশ ধন্য।

বাবাজী মহারাজ যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন কয়েকজন ভাগবৃহ বেষধারী তাঁহার নিকট ভজন-শিক্ষা-কল্পে আগমন করে। বাবাজী মহারাজ তাহাদের অধিকার বিচার করিয়া ভগবৎ-সেবার জন্য রোপিত বেগুন গাছে জল দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করেন। কিন্তু তাহারা ভজন-পরতার ভাণ করিয়া ঐ কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। সেই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে বাবাজী মহারাজ উহাদের বিচারের ভার তাঁহার উপর দেন। ঐ সকল ভজন-পরতার ভাণকারী ব্যক্তি বেশ আলস্যপরায়ণ এবং কেহ কেহ পরদাররতও ছিল; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক ব্যক্তিকে ৪ ধাম ভ্রমণ করিতে, কাহাকেও কাহাকেও বা অন্যত্র যাইতে আদেশ দিয়া একটী সরল প্রকৃতির ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে বাবাজী মহারাজের আদেশ পালন করিতে উপদেশ দেন এবং বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, ঐ আদেশ-পালনেই ভজন হইবে—ভজনের আর দ্বিতীয় পন্থা

আচার্য্য-চরণ-মহিমা

——::০::——

[মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ডিঙ্গলে গ্রামে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা]

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি, আজ আমাদের শ্রীব্যাসগুরুর পূজাবাসর। ব্যাসপূজা বিষয়টী কিরূপ' অনেকেই জানেন না। তজ্জন্য আমি প্রথমেই শ্রীব্যাসপূজা-সম্বন্ধে আপনাদের নিকট যথাশক্তি কীর্ত্তন করিতেছি।

আপনারা জানেন যে, শ্রীব্যাসদেব বেদবিভাগ ও মহাভারত রচনা করিয়া-ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। তিনি গুরুপরম্পরায় তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিলেন। **ভগবানের শ্রীমুখশ্রুত বাণী জগতে বিতরণ করাই প্রকৃত জীবে দয়া।** তাহা শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়েরই একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। তদ্বিষয় যাঁহারা আচরণ সহকারে প্রচার করেন, তাঁহা-দিগকে 'শ্রীব্যাসগুরু' বলা হয়। শ্রীব্যাস-গুরুর পূজা চারি আশ্রমেরই কৃত্য। অবশ্য ব্যাস পূর্ণিমা-তিথিতেই ব্যাসপূজার বিধান থাকিলেও আমরা অদ্যকার এই কৃষ্ণপঞ্চমী তেই শ্রীব্যাসগুরুর পূজা করিয়া থাকি। এই তিথি শ্রীব্যাসদেবাভিন্ন-বিগ্রহবরের প্রকট বাসর বলিয়া, আপনারা সম্মুখে সুসজ্জিত যে শ্রীমূর্ত্তিটী দর্শন করিতেছেন, (শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এই মহাপুরুষই অদ্যকার এই কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিকে ধন্য করিয়া ৬২ বৎসর পূর্ব্বে নিজ শুভ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার শ্রীচরণ-মহিমার কথা কীর্ত্তন করিতে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি

শাস্ত্রে শুনিতে পাই যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ভূমি, যথা পাদ্মে—

কর্ম্মভূমিরিয়ং বিপ্র স্বর্গাদপি সুদুর্লভা।
যত্র বিষ্ণুং সমারাধ্য মর্ত্ত্যাঃ স্যুঃ
সুরবন্দিতাঃ॥
শক্রাদ্যা সুদশাঃ সর্ব্বে স্বপুণ্যক্ষয়ভীরবঃ।
অভোক্ষ্যমিতি জল্পন্তি আনিশঞ্চ
দিবোকসঃ॥
ভুব এব গমিষ্যামঃ কর্ম্মভূমিং কদা
বয়ম্
কদা তত্র করিষ্যামঃ পূজাং
শ্রীকমলাপতেঃ॥
অতিধন্যা ইমে লোকা অস্মত্তোঽপি
মহাশয়াঃ।
দুর্লভে ভারতে বর্ষে পূজয়ন্তি হরিং
প্রভুম্॥
অহো ভারতবর্ষস্য কঃ শক্তো গুণভাষণে।
যত্রারাধ্য হরিং পূর্ব্বং বয়ং দেবত্ব-
মাগতাঃ॥
অত্র জন্ম সমাসাদ্য যেন নারাধিতো হরিঃ।
তত্তুল্য মূঢ় সংসারে কোঽপি দৃষ্টঃ
শ্রুতো ন চ॥

এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত, ইহা স্বর্গ হইতেও সুদুর্ল্লভ। এখানে মর্ত্ত্যজীবগণ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া সুরবন্দিত হইয়া থাকেন। শক্রাদি দেবগণ নিজ নিজ পুণ্যক্ষয়-ভীত হইয়া পরস্পর এই কথাই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন,—আমরা কবে আবার ভারতবর্ষে গমন করিয়া কমলাপতির আরাধনা করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব। এই ভারতবাসিগণ মহাশয় ও অতি ধন্য; যেহেতু তাঁহারা দুর্ল্লভ ভারতবর্ষে শ্রীহরির পূজা করেন। ভারতবর্ষের মহিমা কে কীর্ত্তন করিতে পারে? আমরা পূর্ব্বে এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহরির আরাধনা পূর্ব্বক দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরির আরাধনা না করে, তাহার মত মূর্খ সংসারে কেহ আছে কি না তাহা শুনি নাই, দেখিও নাই।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ ভারতবর্ষ-মাহাত্ম্যগীতি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ-সৌভাগ্য সকলের হয় না এবং এখানে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বৃথা আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদিতে নিযুক্ত থাকা সুবিবেচক ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য ধর্ম্ম লইয়া যত কিছু ঝগড়া, তাহাও এই ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ, আমরা সকলেই ধর্ম্মান্ধ; ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত অনুসন্ধানের অবসর আমাদের নাই, থাকিলেও আমরা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে নারাজ। যাহার যেমন খেয়াল, তাহাকেই সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত। আমরা জগৎপিতা পরমেশ্বরের প্রকৃত বাণী গ্রহণ করি না বলিয়া কতকগুলি কপট ভোগীর দল ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া আমাদের নিকট

নাই। অপরাধযুক্ত হইয়া মালা টানিলে পিত্ত-বৃদ্ধি হয়, ভজন হয় না। আমরা সরলান্তঃ করণে যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই উপদেশ গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদের নিত্যকল্যাণ হইবে—শ্রীল বাবাজী মহা-রাজের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি প্রদর্শিত হইবে; নতুবা বাবাজী মহারাজের কৃপাপাত্র বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলে বঞ্চনার পাত্র হই মাত্র।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

সুবিধাবাদের কথা প্রচার করিতেছেন। আমাদের অভিলাষ এই যে, যদি পরমার্থ-সংগ্রহের জন্য কোন কষ্ট স্বীকার না করিতে হয় অথবা আমাদের আসক্তির বিষয়গুলি ত্যাগ না করিতে হয় তবে আমরা ধর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছি। তাই আমাদের মন বুঝিয়া আমাদিগকে আরও অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন ভোগীর দল সুবিধাবাদের প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছেন। "যাহার যেমন ইচ্ছা তাহাই ধর্ম্ম"— এরূপ সুবিধা থাকিলে কে না ধর্ম্ম করিবে? কিন্তু লোকমঙ্গলার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শব্দাবতার শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন,—'হে ধর্ম্মাপিপাসু জনগণ তোমরা ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধ হইও না, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।'

'বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ
পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো
হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥
(ভাঃ ৭।১৫।১২-১৪)

[বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা ও ছলধর্ম্ম—এই পাঁচটী অধর্ম্মবৃক্ষের শাখা। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগকে নিষিদ্ধবৎ ত্যাগ করিবেন। স্বধর্ম্মের বাধক কার্য, বিধর্ম্ম, অন্যের বিহিত ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, জটাভস্মাদি-ধারণাদ্বারা গর্ব্ব, উপধর্ম্ম ও শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যা,—ইহারা ছলধর্ম্ম। পুরুষের স্বেচ্ছাকল্পিত—আশ্রমাবধান হইতে পৃথক্-কৃত ধর্ম্ম আভাস। স্বভাববিহিত ধর্ম্ম কোন্ ব্যক্তির দুঃখবিনাশে সমর্থ হয় না?]

এই ধর্ম্মের কথা একমাত্র বৈষ্ণবগণই জগতে জানাইতে পারেন। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায়ও শুনিতে পাওয়া যায় —

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট মানব বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাকে "ভগবৎ"-পূজা বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। আর সুবিধাবাদের দলেরও ঐরূপ কথা। কিন্তু শাস্ত্র তাহা কখনই বলেন না। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের এক একমাত্র বাক্য যে, ভগবদ্ভক্তের শরণাগতি ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত

নবদ্বীপ-পরিক্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও দ্বাদশ অঙ্কাঙ্কের ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ ঘটে ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম-এ) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন) ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলীয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) —১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুর)—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগরের কোল ও চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের মন্দির)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার (গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস)।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নগর)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর গঙ্গেরডোবা)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শনিবার।

২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ, শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি
পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি
মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥
(গীতা)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বলিয়া দুইটী কথা কঠ-শ্রুতিতে শুনিতে পাওয়া যায়। যাহারা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের বিচার না করিয়া প্রেয়ঃকেই 'শ্রেয়ঃ' বলিয়া ভুল করে, তাহারাই সুবিধাবাদী। ভোগই তাহাদের জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। সুতরাং তাহারা ভগবানের উপাসনা করে না, ভোগেরই উপাসনা করে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ এতদুভয়ের বিচার করিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়া থাকেন। ভুবনমঙ্গল কৃপা বিতরণের জন্য বৈষ্ণবঠাকুরগণ জগতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রেয়ের কথাই প্রচার করিয়া থাকেন। প্রেয়ের অপর নাম অমনোধর্ম্ম-দয়া। আর প্রেয়ঃকে মনোধর্ম্ম দয়া বলে। মাতালের দল "মদ চাই মদ চাই" বলিয়া চীৎকার করে। আর কতকগুলি ব্যক্তি মাতালের প্রতি দয়া দেখাইতে মদের বোতল আগাইয়া দেন। তাহারা মাতালের বিচারে মহাদয়ালু মহাত্মা, মহাপুরুষ প্রভৃতি বলিয়া গৌরবান্বিত হন। কিন্তু ইহাতে মাতাল উন্নত হয় বলিয়া তাহা মনোধর্ম্ম দয়া। কিন্তু চৈতন্যদেব বিষয়মদে মাতাল মনুষ্যগণের হাতে বিষয়মদের বোতল না দিয়া তাঁহাদিগকে মদ্যপান হইতে বিরত থাকিবারই উপদেশ করিয়াছেন। তিনি ভোগীর দলের ভোগ-পিপাসা বর্দ্ধনের জন্য কোনরূপ প্রতিষ্ঠান না খুলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার জন্যই সর্ব্বত্র সকলকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। "ন যান্তি যোগিনোঽপ্যস্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥"

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের এই অভিমর্ষা দয়ার কথা জগতে বিতরণ করিবার জন্যই বৈষ্ণবঠাকুরগণ কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের মহাবদান্যতার কথাই একমাত্র সার কথা। কিন্তু কপট ভোগীর দল যখন চৈতন্যবাণীর দোহাই দিয়া—ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপরতাকেই ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছিল, অতরস স্বাদ-দলেই চিদ্রস স্বাদ পাওয়া যায় বলিয়া মূর্খসমাজে প্রতিষ্ঠা কুড়াইতেছিল, তখন ভুবনপাবন বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টানুসারে জগতে আবির্ভাব-লীলা প্রকট করিলেন।

অবশ্য আচার্য্যদেব-মহিমা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার নাই; তবে [illegible] আমি আপনাদের নিকট তাঁহার বাণী বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছি মাত্র। তিনি কৃপাবারি সিঞ্চন করিতেছেন তাহাতে অভিষিক্ত হইতে পারিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা,—কোন অমঙ্গল—কোন দুঃখ থাকিবে না। তিনি আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া ডাকিতেছেন,—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্
নিবোধত"

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে, রবে তুমি চিরদিন ॥
অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হ'য়ে
মায়াপাশে।
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন ॥
এখনও ভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু জলে,
ক্রীড়া করি অনায়াসে থাক তুমি
—— কৃষ্ণাধীন ॥

অতঃপর স্বামীজী শ্রীলপ্রভুপাদের কৃপার বৈশিষ্ট্য ও প্রচারের বিষয়গুলি কীর্ত্তন করেন। অতঃপরে "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া" কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়—

নবদ্বীপ পঞ্জিকা

ফাল্গুন ১৩৪২

১৮ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী [illegible]

১৯ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধ [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ গোবিন্দ, ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৯

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর ন্যায় পত্রাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে।" এপর্য্যন্ত ৩টী খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রকাশ-তারিখ ৪৪৫ গৌরাব্দের শ্রীব্যাস-পূজা-বাসর— শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অষ্ট-পঞ্চাশত্তমবর্ষপূর্ত্তি-প্রকটবাসর; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ-তারিখ ৪৪৬ গৌরাব্দের শ্রীব্যাসপূজা-বাসর। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে গত [illegible]-বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-বাসরে — শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-বাসরে। প্রথম খণ্ডে ৩০টী, দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৪টী এবং তৃতীয় খণ্ডে ৪০টী পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক মহাশয় বিশেষ প্রয়াসের সহিত প্রত্যেকটী পত্রের মূল শিক্ষণীয় বিষয় পত্রের প্রথমে লিপিবদ্ধ [illegible] সম্পূর্ণ আনুকূল্য ঢাকা লক্ষ্মীবাজারস্থ ইউনিয়ন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দেব ভক্তিবোধ কৃতিকোবিদ মহোদয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই সেবা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীলপ্রভুপাদের এই অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী সর্ব্বসাধারণের পাইবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়ায় একদিকে যেমন প্রকাশক মহাশয়গণ গৌড়ীয়গণের শ্রদ্ধার পাত্র, অপরদিকে ভক্তিবোধ মহাশয়ও জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তি-শাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় প্রুফ দেখা প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নানাবিষয়ে তাঁহার আদর্শ-সেবা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের সকলেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।

মহাজনগণের পত্রাবলী প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সজ্জনমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অভাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর পত্রাদি উত্তরগণের পেষকতা করিলেও তাহা তত্তৎ কথায় পূর্ণ থাকে বলিয়া তত্তৎ [illegible] মধ্যে [illegible] সুতরাং [illegible]। শুদ্ধভক্তির আচার্য্যের পত্রে কোনও প্রকার প্রবৃত্তের স্থান নাই। তিনি ভগবৎকীর্ত্তন-বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার পত্রে ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত ইতর প্রসঙ্গ কিছুই নাই। তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি যে ভগবৎপ্রসঙ্গেরই প্রস্রবণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তথাপি বক্তৃতা বা প্রবন্ধাদি সর্ব্বসাধারণের জন্য বলিয়া তাহাতে ব্যক্তিগত পরিপ্রশ্নের সম্যগ্‌ উত্তর সকলের পক্ষে লক্ষ্য করিবার বিষয় না হইতেও পারে। পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে স্বীয় নিবেদনে প্রকাশক মহাশয় "প্রবন্ধ ও পত্রের বৈশিষ্ট্য"-প্রদর্শনে বিশেষ নিপুণতার সহিত লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধ হইতেও ব্যক্তিগত জীবনে—ব্যক্তিগত প্রশ্নসমস্যার উত্তর ও মীমাংসা-সাধনে পত্রাবলীর অধিক প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট। 'প্রবন্ধ' সাধারণ সম্বন্ধগত, আর 'পত্র' ব্যক্তিগত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও সাধারণ-কল্যাণবাহক। পত্র ব্যক্তিগত হৃদয়কে ক্রোড়ীকৃত করিয়া সমষ্টিগত হৃদয়কে অপ্রতিহতভাবে স্পর্শ করে, আর প্রবন্ধ অনেক সময় নানা সমস্যার মধ্যে সাধারণ হৃদয়ে সাধারণভাবে সঞ্চারিত হয়। প্রবন্ধে অনেক সময় ব্যক্তিগত সকল উত্তর পরিস্ফুট থাকে না। কিন্তু পত্রে তাহা পূর্ণভাবে ও মুখ্যভাবে থাকে। সাক্ষাদ্ভাবে জীবন্মুক্তিতে মহাভাগবত শিষ্যের নিকট উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ করিলে কিংবা শিষ্য সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপদিষ্ট হইলে যেরূপ অব্যবহিত শ্রীতি-শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্নেহ-অনুকম্পা-[illegible]-ময় উপদেশ পাওয়া যায় ও তদ্দ্বারা যেমন ব্যক্তিগত জীবন নিয়মিত হইয়া থাকে, সদ্‌গুরুপাদপদ্মের অকৃত্রিম পত্রদ্বারাও তাহাই হয়। বিশেষতঃ পত্রে প্রবন্ধ অপেক্ষাও অধিকতরভাবে সাময়িক সম্বন্ধ, সাময়িক 'চিত্তবৃত্তি' ও সাময়িক ঘটনা-বলীর সংশ্লেষ থাকায় তাহা লেখক, লেখ্য ও যাঁহাদের নিকট লিখিত হয়—তাঁহাদের সকলেরই চরিত্রের বিশ্লেষণ, আচার-প্রচার জীবনকাহিনী প্রভৃতিকে অনতিরঞ্জিতরূপে ও স্বাভাবিকভাবে স্বতঃ প্রকাশিত করিয়া থাকে।"

ভক্তিপথে প্রবেশ ও ক্রমোন্নতির পথে স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে নানা প্রশ্নের উদয় হয়; কিন্তু সকল প্রশ্নের যুক্তিযুক্তভাবে সমাধান করিবার সুযোগ আমরা সকল সময়ে পাই না। বিশেষতঃ গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকটে অবস্থানের সুযোগ না হইলে প্রায়ই মনের প্রশ্ন মনেই সমাধি লাভ করে। আবার একই পরিপ্রশ্ন যে বিভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বিভিন্ন সময়ে উদিত না হয় তাহাও নহে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারাই অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানা যায়। পরিপ্রশ্নের সমাধানের অভাবে তত্ত্বাজ্ঞতা থাকিয়া যায়; ফলে ভজনে উন্নতি হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তির পরিপ্রশ্নের উত্তর আমরা শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীতে দেখিতে পাই। সুতরাং পত্রাবলী আমাদের প্রত্যেকেরই—বিশেষভাবে গৃহস্থগণের সংগ্রহ করা ও নিরন্তর আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পত্রাবলীতে সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়, প্রণামাদি প্রণয়ন করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায় শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী নিরন্তর অনুশীলনের ফলে

গৌরকারুণ্য

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

'গৌরকারুণ্য' শব্দে ভক্তিসিদ্ধান্তানুগগণ শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দদেবের যুগপৎ "পুষ্পবন্ত" উদয় বা বিকাশ উপলব্ধি করেন। শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্যময় বিগ্রহ। তদীয় ঔদার্য্য বা কারুণ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। সুতরাং গৌরকারুণ্য বা গৌরনিত্যানন্দ একই কথা।

শ্রীনিত্যানন্দের করুণা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-সেবা লাভ হয় না। সম্পত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত যেমন ধন-প্রার্থীর প্রার্থনার বিফলতা অবশ্যম্ভাবী, শ্রীগৌরধনের প্রার্থীও ঠিক তেমনি তদ্ধনের মালিক—মহাজন শ্রীল নিত্যানন্দের অনুগ্রহ ব্যতীত সব চেষ্টা বিফল। পরন্তু গৌরের কারুণ্যই মূর্ত্তিময় হইয়া জগতের কল্যাণার্থ নিত্যানন্দ নাম ধারণ করেন এবং সেই নিত্যানন্দের দেহ ফল বা প্রমত্ত করুণাই গৌরকরুণা-পদবাচ্য; উহাই সুধীজনমুখে অমন্দোদয়-দয়া বলিয়া বর্ণিত। অমন্দোদয় দয়া হইতে কখনও মন্দোদয়ের সম্ভাবনা নাই। উহা নিত্য সুতরাং নিত্যদয়ার ফলপ্রাপ্তি নিত্য আনন্দ লাভ এবং সেই নিত্য আনন্দের স্বরূপানুসন্ধানকারীর উক্তিতেই জানা যায় যে, নিত্যানন্দ—গৌরকারুণ্য-ঘন-বিগ্রহ।

শ্রীগৌরকরুণা পরম শক্তিযুক্ত এবং স্বেচ্ছাপরতন্ত্র। পাত্রাপাত্র অনুসন্ধানের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি অনেকস্থানে অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া কৃপা প্রকট করেন। ইহা গৌর-করুণার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত ঔদার্য্যলীলার পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। গৌরকরুণার এবম্বিধ বিবিধ ভাবনাবহির্ভূত লীলাবিলাস একমাত্র ভক্তগ্রাহ্য। গৌরকরুণার নবনবায়মান সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির সমাবেশ-বৈচিত্র্য-দর্শনে গৌরভক্তগণ বলেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

যখন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রামানন্দ রায় ও শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের সদ্‌গুণাবলী ও বৈষ্ণবতার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীগৌর-করুণা তৎপ্রতি আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন তখন জগদ্‌গুরুলীলাময় গৌরহরি "সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষিদ্ধ" ইত্যাদি আপত্তি তুলিয়া বারবার তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সার্ব্বভৌম পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু রাজদর্শনের কথা শ্রবণ মাত্রই কর্ণে হস্ত দিয়া নারায়ণ স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন—

সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥

প্রেমাব্ধিকত্ত্বর ভোক্তৃভাবে ভোগ্যদর্শন সর্ব্বভাবে নিষিদ্ধ—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

প্রভুর এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তর্ক তুলিয়া বলিলেন—

"সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা, কিন্তু ভক্তোত্তম॥"

তখন—ভোগনেত্রে কনক ও প্রতিষ্ঠা-ভোক্তা রাজার ও কামিনীর দর্শনমাত্রই ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ মৃত্যুজনক জানাইবার জন্য

"প্রভু কহে, তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার॥"

ভোক্তৃসজ্জার ভোগ্যাকারে বস্তুর বহির্দর্শন হইতেই চিত্তে প্রাকৃত[illegible] উৎপন্ন হ[illegible] সুতরাং লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু কঠোর সংকল্প, আশ্রমমর্য্যাদারক্ষণ ও সার্ব্বভৌমকে তিরস্কার ছলে বলিলেন—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে॥

প্রভুর এরূপ ভীতিপ্রদ বাক্যশ্রবণে সার্ব্বভৌম প্রমাদ গণিয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে বহু প্রকারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায় এমনকি সমস্ত গৌরভক্ত একত্রে বহু উপায়েও প্রভুকে রাজদর্শনাদিতে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তৎপর গৌরকারুণ্যস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক তাঁহার একটী বহির্ব্বাস মাগিয়া লইলেন। রাজা উক্ত বহির্ব্বাসকেই প্রভু-প্রতিম ভক্তিসহকারে পূজা করিতে লাগিলেন।

আবার বলগণ্ডি উদ্যানে প্রভুর প্রেমাবেশ হইলে যখন রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের পরামর্শানুযায়ী একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণ পূর্ব্বক ভাগবত-শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন তখন—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বল বল বলি প্রভু বলে বার বার॥

এইরূপ সুযোগ বুঝিয়া তখন—

'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥

রাধাকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়

আলিঙ্গন প্রদানান্তর মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন—

তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে
ভূরিদা জনাঃ॥

তৎপর অজ্ঞাতসারে রাজাকে আলিঙ্গন করিতে করিতে 'ভূরিদা ভূরিদা' বলিয়া বারম্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন—

ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইঁহো নাহি জানে ইঁহো হয় কোন্ জন॥
পূর্ব্বসেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া পাত্রাপাত্র অনুসন্ধানের অপেক্ষা না রাখিয়াই বিতরিত হয়। তাই গৌরকরুণার এইরূপ ঔদার্য্য-পারতম্যদর্শনে গ্রন্থকার বলিয়া উঠিলেন—

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনা করায় সফল॥

শ্রীগৌরকারুণ্যের পরিচয়প্রদানচ্ছলে শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিয়াছেন—'হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া॥ শশ্বদ্-ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া। শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥' "ত্রিদশ'বটপিনাং কোটীকৌদার্য্যসারে" প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকারের উক্তিতেও গৌরকারুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "নমো মহাবদান্যায়" প্রভৃতি রূপ-গোস্বামীর প্রণাম মন্ত্রাদির বিশদ ব্যাখ্যা কালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোক্তি সমূহ গৌরকারুণ্যের সম্যক্ জ্ঞানপ্রদ।

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তিদিবসে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে

ভক্তার্ঘ্য

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন
ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্॥

হে ব্যাসাভিন্নবিগ্রহ পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ!

আপনি শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপনকারী একমাত্র দিব্যজ্ঞানদাতা জগদ্‌গুরু। আপনি আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই সেব্য ও আশ্রয়স্থল এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ। আমরা এ সকল কথা আপনার পূর্ব্ব-কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া আজ ধন্যাতিধন্য এবং আপনার নিত্য সেবকাভিমানিগণের উপদেশ এবং আনুগত্যাই অজ্ঞ হইলেও আপনার ঐ দেবদুর্লভ শ্রীচরণকমল-পূজার শুভাশা পোষণের প্রয়াস পাইতেছি।

যেমন সহস্রাংশুর অজস্রকিরণরাশি অজ্ঞ-বিজ্ঞ-বাল বৃদ্ধ-ধনি-নির্ধন-নির্বিশেষে প্রাণিমাত্রেরই উপর বর্ষিত হয়, সেই প্রকার গৌর-করুণা-শক্তি-স্বরূপ আপনার অমন্দোদয়-দয়া পাত্রানুরূপ সকলেরই উপর ন্যূনাধিক বিতরিত হইতেছে। এই সংকীর্ত্তন-রাসস্থল শ্রীবাস-অঙ্গন হইতেই পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম-প্রেম-বন্যা ভক্তজনগণকে নিমজ্জিত করিয়া সংসারবীজ-বিনাশান্তে শুদ্ধভক্তিরসে প্রমত্ত করিয়াছিল, কিন্তু অভক্ত, অতিশয় দীন, পামরমতি আমরা বুদ্ধিহীনতা ও কর্ম্মমূঢ়তাপ্রযুক্ত আপনার বিপুল প্রসারিত প্রবল-নাম-প্রেমের বন্যা হইতে দূরে রহিলাম, সেইজন্য আমাদের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—"প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে। ডুবিল ভকতগণ, দীন হীন ভাসে॥" আপনার অসংখ্য ভুবন-মঙ্গল পরমপাবন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এই শিশু বিদ্যালয়টিও অন্যতম। আমরা এই বিদ্যালয়ের নগণ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণ আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার শ্রীচরণে এই ভিক্ষা—যেন আমরা আপনার কৃপা-বিন্দু-লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

কৃপাবিন্দুপ্রার্থী—
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণ

আশা ও উৎসাহ

[শ্রীপঞ্চানন দাসাধিকারী]

(১)

বৈষ্ণবের স্নেহ প্রীতি না লভিয়া হায়।
বিষম দুঃখেতে কেন হিয়া ফেটে যায়॥
যোগ্যজনে নিজগুণে কৃপাদৃষ্টি পায়।
অযোগ্যের সেই সৌভাগ্যে কেন
লোভ যায়॥

(২)

অকৈশ্বর্য্য প্রভুশ্রী সেবাবৃত্তি আর।
নীচতা, দীনতা, ধৈর্য গুণ নাহি যার॥
কিরূপে সে বৈষ্ণবের স্নেহ প্রীতি পাবে।
আশীর্ব্বাদ বৈষ্ণবের কিরূপে লভিবে॥

(৩)

অতিথি-বালকৈশ্বর রাজা ভার্য্যা প্রায়।
অস্তি নাস্তি না জানিয়া তবু প্রীতি চায়॥
চাষ বিনা শস্যলাভ ঘটয় যেমতি।
অযোগ্যের বাঞ্ছাপূর্ত্তি নিশ্চয় তেমতি॥

(৪)

বামন হইয়া তবে কেন চাঁদ চায়।
পঙ্গু কোথা গিরিবরে লঙ্ঘিবারে পায়।
মূক করে বাগ্মী হয়, অন্ধ দৃষ্টি লভে।
অসম্ভব করে হয় সম্ভব এ ভবে॥

(৫)

অযোগ্যের বৃথা জন্ম এ ভব সংসারে।
কভু তার শক্তি নহে ভব তরিবারে॥
নৈরাশ্যসাগরে তাই হাবুডবু খায়।
তরিবার সদুপায় খুঁজিয়া না পায়॥

(৬)

হেন দীন শুধু কি গো নৈরাশে মরিবে।
মুখপানে তার কি গো কেহ না তাকাবে॥
তাহার উদ্ধার আশা নাই কি শাস্ত্রেতে।
শাস্ত্র কি নিঠুর এত অধম জনেতে॥

(৭)

না, না, না, না, তাহা নহে—শাস্ত্র
মহীয়ান্।
বলে—দীনজনে নাহি ত্যজে গৌর
ভগবান্॥
দীনেরে অধিক দয়া ভগবান্ করে।
পতিত গৌরের কৃপায় অবশ্যই তরে॥

(৮)

গৌরপেষ্ঠ জন আজ বিচরে জগতে।
ভয় কি আছয় তবে উদ্ধার লভিতে॥
মহাকৃপাময় সেই অধমতারণ।
উদ্ধার করিবে ধ্রুব যত দীন জন॥

(৯)

মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে হস্ত প্রসারিয়া।
উদ্ধারিছে অবিরত দীনে করি দয়া॥
অধম পতিত জন না করহ ভয়।
অবশ্য তারিবে সেই দীনে দয়াময়॥

(১০)

চল মোরা দীন জন তাঁর পাশে যেয়ে।
অভয় অশোক লভি তাঁর পদাশ্রয়ে॥
অন্যের উপেক্ষা কিবা অত্যাচার আর।
ডরিব না তিলমাত্র—যাব পাশে তাঁর॥

(১১)

অবশ্য পাইব দয়া সেই মহাত্মার।
সংশয় তিলেকমাত্র নাহি ইথে আর॥
বাধা বিঘ্ন অপমান অবহেলা যত।
অতিক্রমি তাঁর পদে হব উপনীত॥

(১২)

উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য করিয়া সঞ্চার।
চল মোরা যাই তাঁর চরণ-ছায়ায়॥
লভিবে, তাঁহার কৃপা, বিঘ্নরাশি যত।
অত্যাচার, অবিচার সব হবে হত॥

(১৩)

অবসাদ, অলসতা, নিরুৎসাহ আর।
চিত্তের আক্ষেপ সব করি' পরিহার॥
চল চল চল সবে চল চল ভাই।
সে অভয় পদাশ্রয় লভিবারে যাই॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দ্বিষষ্টিতম আবির্ভাব-দিনে প্রদত্ত

"ভক্তিকুসুমাঞ্জলি"

গুরুদেব! আজি তোমা এ পুণ্যবাসরে।
কি দিয়ে পূজিবে চিদানন্দিত পায়রে॥
স্বদেশ বিদেশ হ'তে সুখে ভক্ত কত।
তোমার চরণে আসি হইতেছে নত॥
প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি বাক্য প্রদানি' সকলে।
পূজিছে নিরত ওই চরণযুগলে॥
লভিয়া তাহারা তব করুণার দান।
সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপি করে হরিগুণ গান॥
বহির্ম্মুখ মায়াপাশে বদ্ধ নরগণ।
জ্ঞানহারা হ'য়ে করে নিন্দা অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণপরাঙ্মুখ প্রতি হইয়া সদয়।
শ্রীপুরুষোত্তমে আসি হইলে উদয়॥
গৌরশিক্ষা বিশ্বমাঝে করিয়া প্রচার।
পরতত্ত্ব হরিভক্তি জানাইলে সার॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিনশ্বর জানি।
শিখাইছ সবে নিত্য ভাগবতবাণী॥
সম্বন্ধাদি-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব।
কলিজীবে জানাইলে নামের মাহাত্ম্য॥
বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য সত্য:দৃপ্ত বাণী।
কৃষ্ণপ্রেম হয় সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি॥
রামানন্দ যেথে যাহা করিয়া সঞ্চার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব করিলা প্রচার॥
সে দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম জীবে করি দান।
দৃঢ় মায়াবন্ধ হ'তে করিতেছ ত্রাণ॥
সর্ব্বশুভদাতা ওই চরণ তোমার।
পূজিবারে সদা রহে বাসনা আমার॥
উপহার অন্বেষিয়া দেখি যেন হয়।
শুদ্ধভক্তিলেশহীন আমার হৃদয়॥
অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছাদিত চিত।
একবার কদাপি না ভাবি নিজ হিত॥
কামিনী কাঞ্চনে সদা হইয়া মোহিত।
নানাবিধ নিজভোগে নিরত সতত॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনে করিতে উদ্ধার।
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বল অনিবার॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে।
করিতেছ ধনী তুমি পূর্ণাশ্রিত জনে॥
তোমার প্রসাদ লভি তাহারা সকলে।
ত্রিভুবন ভাসাইছে কৃষ্ণপ্রেমজলে॥
কিছুমাত্র নাহি মোর সমর্পিব দেহ।
কৃপা করি প্রভু মোরে নিজ করি লহ॥
নিজগুণে দয়া ক'রে দাও ভক্তিলেশ।
তাহা দিয়া পূজি তোমা কি আছে বিশেষ॥
তোমার কৃপার তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
সেই সে ভরসা আমি ধরি মনে মনে।
হ'বনা বঞ্চিত কভু চরণে তোমার।
সদা ধরি এই আশা হৃদয়ে আমার॥

শ্রীযমলার্জ্জুনদাস ব্রহ্মচারী—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গোবিন্দ, আদি কারণোদশায়ী ৪৪১

"কোঽহসি?"

"কোঽহসি" আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে—ত্বং কঃ অসি?"—আপনি কে? কোন নূতন লোক দেখিলেই সাধারণতঃ আমরা এই প্রশ্নটী করিয়া থাকি, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত বাস বা মিত্রতা করিতে নাই, অজ্ঞাত-কুলশীল বিশ্বাসযোগ্যও নহেন। কিন্তু রূপানুগবরের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের পর যে ভাব প্রকাশার্থ বিষয়টী আলোচিত হইতেছে তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। জীবের স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "কে আমি? ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

"কোঽহসি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করিবেন—"সোঽহম্"। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিলোপ-সাধনকারী এই ব্যক্তির উত্তর শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞগণ নিশ্চয়ই একটু মৃদু হাস্য করিবেন। কারণ যেখানে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতার অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে, সেখানে সাধারণ জ্ঞানেও ঐ উত্তর উপহাসাস্পদ। "কোঽহসি" জীব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে মহাপ্রভুর জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রকাশিত উপরিউক্ত ছত্রত্রয়ই উক্ত প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর। কিন্তু জীব-সম্বন্ধ ব্যতীত অপর সম্বন্ধেও প্রশ্নটী জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের শক্তিকে সম্বোধন করিয়া যদি বলা হয়—"ভবতি! ত্বং কাঽসি?" প্রত্যুত্তরে তৎপক্ষীয় জনগণ উত্তর করিবেন—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥

অন্তরঙ্গা শক্তি

উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি অচ্ছেদ্যভাবে শক্তিমানের আশ্রিত—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা
ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥
(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

মৈত্রেয়ের প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিয়াছেন—হে তাপসশ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি সকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তি সকল সৃষ্ট্যাদি-ভাব-শক্তি-রূপে ক্রিয়া করে। অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম]

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির তিনটী রূপ—(১) আনন্দ বা রসাস্বাদন-দান, (২) কর্ত্তৃত্বপরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন (৩) সত্তা প্রকাশন বা অস্তিত্ব বিধান। ঐ রূপত্রয়ের কার্য্যানুসারে অন্তরঙ্গা শক্তি যথাক্রমে হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী নামে পরিচিতা হন।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা
সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জ্জিতে॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

সন্ধিনীর কার্য্য—

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥

সম্বিচ্ছক্তির কার্য্য—

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

হ্লাদিনীর পরিচয়—

হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
* * *
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

তটস্থা জীব-শক্তি

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-
সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া চিচ্ছক্তি হইতে দূরে থাকে এবং সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করে। এই অবস্থায় কর্ম্মচক্রে উচ্চ নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এদের বদ্ধ-গ্রস্ত কাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কোঽহসি? সে মোহমদিরায় আচ্ছন্ন থাকিলে উত্তর করিবে—"আমি রাজা, প্রজা, জলচর, স্থলচর, খেচর, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, স্বর্গবাসী, মহ-জন-তপঃ-সত্য-লোকবাসী প্রভৃতি। আর যদি নিজের অবস্থার প্রতি বলিবে—"সংসারাসক্তো মায়াপদ-তাড়িত-বর্ত্তুলোঽহম্"

জীবশক্তি যদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন তাহা হইলে উত্তরে বলিবেন— গোপীভর্ত্তুঃ-পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসোঽহম্"

বহিরঙ্গা শক্তি

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগৎ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ জগৎ। এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—অপরা বা জড়া। ইহার নাম মায়া প্রকৃতি। এই মায়া-প্রকৃতি স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে পৃথক্ অথচ তাঁহার ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান। স্থূল ও লিঙ্গময় জড় ব্রহ্মাণ্ড এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রসূত। এই শক্তির আত্ম-পরিচয়—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।১৩)

ঐ বহিরঙ্গা মায়া কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে বিলজ্জমানা হয়—সাক্ষাতে থাকিতে পারে না। সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি'-'আমার' এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।

রহস্য

এই জিজ্ঞাস্য—"কোঽহসি" কি [illegible] যায় না? উত্তর—হাঁ পারা যায়। তবে সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সম্মুখে না পাইলে ত এই প্রশ্ন করা যায় না? সংসারাসক্ত জীবের সম্মুখীন তিনি হন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না। গৌরবিহিতযুক্ত সেবকগণ সম্মুখে ভগবান্‌কে পাইয়াও তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। তাঁহাকে যিনি সম্মুখে পান, তিনি ত' তাঁহাকে জানিতেই পারিলেন, তবে আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা কি? এই পূর্ব্বপক্ষ কেহ কেহ করিতে পারেন। এই প্রশ্নজিজ্ঞাসা দ্বারা যে মাধুর্য্যরসাশ্রয় বিগ্রহের সেবা হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত আমাদের বোধগম্য না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ভগবৎপক্ষে "কোঽহসি" প্রশ্নের যে উত্তর হইবে তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সে বিষয় অদ্য এস্থলে আলোচনা করিব না। বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ আশ্রয়জাতীয়া সেবিকাগণের সহিত লুকাচুরি খেলিবার জন্য নিজকে গুপ্তভাবে রাখিয়া যে রহস্যের সৃষ্টি করেন তাহারই আভাস আমরা উপসংহারে প্রদান করিতেছি। একবার তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চতুর্ভুজরূপ ধারণ করতঃ বুভুক্ষুভূতা ব্যতীত অপর সকল চতুর্ভুজ শ্রীআলালনাথজী দর্শন করিয়া এবং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত মহাপ্রভুর 'অনবসর' সময়ে জগন্নাথদর্শন না পাইয়া তথায় যাইবার লীলা সেবাবৃত্তির সহিত আলোচনা করিয়া রূপানুগগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ লুকোচুরি খেলাই দেখিতে পান। এই লুকোচুরির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আমাদের সহিত নহে—আরও অধিক বিপ্রলম্ভিগণের সহিত। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা যাঁহাদের সহিত হইয়াছে তাঁহারা মধুর-রসসেবার আশ্রয়বিগ্রহ সুতরাং তাঁহাদের স্থান সর্ব্বোপরি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবে অন্তঃকরণ এবং কান্তিতে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীগৌররূপে প্রকটিত হন। এই ভক্তকালকন্-কায় যখন ব্রজে গমন করেন তখন গোপীগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অথবা চিনিতে পারিয়াও আচ্ছাদিত রূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কোঽহসি"

যাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই 'কোঽহসি' স্থানটীর নাম জানেন কিন্তু উহার ঐপ্রকার নামকরণ হইবার কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? অনুসন্ধান করিলেও প্রকৃত তথ্য—অপ্রাকৃত তথ্য প্রাকৃতজ্ঞানের গোচরীভূত হইবার নহে। আশ্রয়শিরোমণির হৃদয়েই 'উদ্দীপন' কার্য্য করে—সকলের হৃদয়ে নহে। বন দেখিলেই সকলের হৃদয়ে বৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি হয় না, নদী দেখিলেই কালিন্দী জ্ঞান হয় না, গিরি দেখিলেই 'গোবর্দ্ধন' স্মৃতির উদয় হয় না, সরসী দেখিলেই রাধাসরসীর কথা স্মৃতিপটে জাগে না। উপযুক্ত পাত্রেই অপ্রাকৃত ভাব স্বীয় মহিমা বিস্তার করে। "কোঽহসি?" রহস্য জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপকবরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় ঐ প্রসঙ্গে সঙ্কেতবিহারীলীলা-চমৎকারিতা জানিবার সুযোগ হইবে।

প্রার্থনা

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]

দুর্নিগ্রহ প্রমাথী মন একাধিপত্য লাভ করতঃ হৃদয়সাম্রাজ্যে যে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব বা ভোগভাণ্ডবের উদ্যোগপর্ব্বের সূচনা করিয়াছে, তাহার বিষময় ফল অন্যাধিক ভোগ করতঃ, তজ্জাত উৎকট জ্বালা নিবারণোপায় চিন্তা করিতে গিয়াই প্রশ্ন উদিত হইল—সংসার ছাড়িলাম কেন? তৎপরে যখন তৎ প্রশ্নের সমাধান অনুসন্ধান করিলাম, তখন প্রথমেই স্মৃতিপটে জাগিল—সংসারজীবনে আমার অজ্ঞোদয়ের প্রারম্ভে যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া-

[illegible] ক্ষেত্রমণ্ডলে।

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

তরুণ জীবনের খেলাধূলার রঙীন্ দিনগুলির কথাও আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন আলাবর সংসারচক্রের প্রথম নিষ্পেষণেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম, তখন সেই অভিষ্ট জীবন কোথাও নিষ্পেষণের কবল হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারে কি না, সেই চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম, কাহার প্রেরণায় তাহা তখন জানিতাম না।

পথপ্রদর্শক মন আমাকে নিরাশ্রয় ও নির্ব্বুদ্ধিদর্শনে তাহার স্বভাবের ক্রিয়াগুলি আমার দ্বারা সম্পাদন করাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ছিল না। নির্ব্বুদ্ধি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমিও তাহার নিয়ন্ত্রণে তৎ-তৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও শান্তির আবহাওয়ার অংশ ভোগ করিতে পারিলাম না।

মনোনিয়ন্ত্রণে নিবুর্দ্ধি ভবঘুরে আমি কতবার যে তৎকালে শঠ, প্রবঞ্চক প্রভৃতির সঙ্গকে সাধুসঙ্গ মনে করিয়া তাহাদের কবলে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা সংখ্যাতীত ও বড়ই দুঃখোদ্দীপক। সেই সমস্ত সাধুবেশধারী পরমার্থপথলাঞ্ছ অবাস্তবকামিগণের উৎপীড়নে অধিকতর অশান্তি উপভোগ করতঃ তখন শান্তি-অন্বেষণের পরিবর্ত্তে মনে পড়িয়াছিল— "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতি এবং তজ্জন্যই পরমার্থদাতার চরণানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া তখন আমার গতি হইয়াছিল অধোদিকে।

জানি না, কোন্ অদোষদর্শী অহৈতুকী কৃপাশক্তি তখন আমাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক টানিয়া লইয়াছিল তাঁহার মহামহিমময় পাদপদ্মকুঞ্জতলে— কুঞ্জকিশোর -সেবার ক্রমোন্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়বশে। বলা বাহুল্য, আমার এইরূপ আকস্মিক নির্মুক্তি ও প্রবঞ্চকের হস্ত হইতে অব্যাহতি, সেই প্রবঞ্চকগণের বড়ই অনুশোচনার বিষয় হইয়াছিল। শিকার হারাইয়া তাহারা ক্ষুধার্ত্তগণের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, অতঃপর প্রবঞ্চকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভানন্তর কারুণ্য-বতারের পাদপদ্মে পৌঁছিবার অভিনবত্বে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমার ঘটিয়াছিল। তখন পদতলে আশ্রয় লাভ করতঃ শুনিলাম—

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
> পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

তাই সংসারের অসারতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করতঃ দৃঢ়পরিকর হইলাম, সংসার হইতে চির পৃথক্ থাকিবার জন্য। প্রথমতঃ সংসার ছাড়িবার কারণ ছিল, সংসারের উৎকট উৎপীড়নজাত এক বালসুলভ হুজুগ। সেই হুজুগের বশেই প্রবঞ্চকের হস্তে পড়িতে

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৬ কেশব, ৪৪৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জনাকঙ্কর—

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, বেদান্তভূষণ
সম্পাদক,	এম্-এ, প্রাজ্ঞ,
কার্য্যকরী সমিতি।	সাধারণসমিতি সম্পাদক।

হইয়াছিল এবং আমার তাদৃশ দুর্দ্দৈবজ্বালা দর্শনেই অহৈতুক কৃপাময় আমাকে টানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার পাদপদ্মতলে। ক্রমশঃ আরও শ্রবণের সুযোগ হইল—

> জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন।
> এবে করি গৃহসুখ।
> কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
> এদেহ পতনোন্মুখ॥
> আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
> নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
> যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ
> জীবনের ঠিক নাই॥

এইরূপে কৃপাময়ের পাদপদ্মতলে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রথমতঃ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সন্ন্যাবাদি পোষণ করিয়াও ক্রমশঃ তথায় মস্তকোত্তোলন করিল— যৌবনসুলভ প্রবৃত্তি মূঢ়। কিন্তু তখন কৃপাময়ের শ্রীমুখ হইতে শুনিলাম—

> যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
> কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
> তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
> কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

আরও এই সংসারত্যাগী কৃষ্ণ সংসারীর উপলব্ধ উক্তি শুনিলাম—

> যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
> নব-নবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
> তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
> ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

সংসারের অমঙ্গলধ্বনির কুফল বুঝিয়া সংসারমুক্ত বিশ্বমঙ্গলের নিত্যমঙ্গলপ্রদ কর্ণামৃতরূপ শ্লোকবাণীও শ্রবণের সুযোগ হইল—

> সংসারে কিং সারং
> কংসারেশ্চরণকমলপরিভজনম্।
> জ্যোতিঃ কিমন্ধকারে
> যদন্ধকারেরগুপ্তস্মরণম্॥

এবম্বিধ সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতার সংবাদ অনেকেই আমার কর্ণে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং আমিও তাঁহাদের বাহ্যদৃষ্টি সমীপে আমাকে দাঁড় করাইলাম, একজন সংসার বিরাগীর বেশে। বেশ মসগুল ছিলাম এইরূপ প্রবঞ্চকের বেশ-পরিহিত হইয়া কড়ীর আমোদ। স্বপ্নেও মনে ছিল না, আমি সংসার ছাড়িলাম কেন?

কয়েকদিন হইল এক ব্যক্তি আমার এইরূপ নবীন বৈরাগীর বেশদর্শনে কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— সংসার ছাড়িলেন কেন? অবশ্য উত্তর দিতে বিন্দুমাত্রও ক্রটীবিচ্যুতির আবাহন করি নাই, প্রশ্নকর্ত্তার সম্মুখে আমার মূর্ত্তি বাহিরের বেশভূষার উপযুক্ত গড়িয়া তুলিয়াছিলাম বাক্‌চাতুর্য্যে। কিন্তু হায়! পরক্ষণেই আমার অন্তরমহল হইতে বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল—তাইত "সংসার ছাড়িলাম কেন?" অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে করিতে প্রশ্ন বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন ভাবিলাম, তাইত সংসার ছাড়িলাম কৈ?

সংসারের অসারতার কথা শ্রবণ করতঃ কোথায় তৎপ্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হবে, তাহা হইয়া আমার আরও তৎপ্রতি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব উপস্থিত হইতেছে। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা—

> গুরুদেব! মন যে পাগল মোর।
> না মানে শাসন সদা অচেতন
> বিষয়ে রয়েছে ভোর॥
> গুরুদেব! হার যে মেনেছি আমি।
> অনেক যতন হইল বিফল
> এখন ভরসা তুমি॥
> গুরুদেব! কেমনে হইবে গতি।
> প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন
> না ছাড়ে বিষয়রতি॥
> গুরুদেব! হৃদয়ে বসিয়া মোর।
> মনকে শমিয়া লহ নিজপানে
> ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥
> গুরুদেব! অনাথ দেখিয়া মোরে।
> তুমি হৃষীকেশ হৃষীক দমিয়া
> তারহে সংসৃতি ঘোরে॥
> গুরুদেব! গলায় লেগেছে ফাঁস।
> কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া
> পতিতে করহ দাস॥

বিরহ গাঁথা

[প্রভুপাদ-প্রেরিত প্রচারক বৈষ্ণব মহাজনত্রয়ের বিদায়ান্তে রজনীযোগে লিখিত]

> আজি কেন সবে বিষণ্ণতা ময়।
> লুপ্ত হলো কেন স্ফূর্ত্তিভাব চয়॥
> কেন আজি ভেলা ভক্ত চিত্তে ব্যথা।
> ম্লানমুখে কেন নাহি সরে কথা॥
> জ্যোৎস্না বিগতে আঁধার যেমন।
> সে ভাব বিরাজে কি হেতু এখন॥
> সেইত মন্দির সেইত আসন।
> সেই ভাগবত সেই শ্রোতৃজন॥
> সেইত পঠন সেইত কীর্ত্তন।
> তবে কেন নহে সে ভাব স্ফুরণ॥
> ত্রি সপ্তাহ কাল নিমিষের মত।
> যাঁহাদের সঙ্গে হইলেক গত॥
> কেন আজি তাঁরা এত অকস্মাৎ।
> সবে চলি গেল না করি পশ্চাৎ॥
> ভক্তির বন্যায় ভাসায়ে নগরী।
> মাতায়ে সবায় সংকীর্ত্তন করি॥
> হায় কেন তাঁরা নিঠুরের মত।
> চলি গেল সবে করি মর্ম্মাহত॥
> তাঁরা কয় জন কি হেতু আসিল।
> কিবা পরিচয় কি কাজ সাধিল॥
> একস্থানে তাঁরা নাহি রহে কেন।
> চলি যায় কেন বিরুণীর হেন॥
> কিবা কহে তাঁরা কি তাঁদের ব্রত।
> কিবা অভিপ্রায় কি কাজে নিরত॥
> জেনেছি আমরা উদ্দেশ্য তাঁদের॥
> শুনেছি আমরা বক্তব্য তাঁদের।
> পেয়েছি তাঁদের শুদ্ধ পরিচয়॥
> শ্রীগুরু-সেবক তাঁরা সবে হয়।
> শ্রীগুরু-আদেশে ফিরি দেশে দেশে॥
> জীবে উদ্ধারিতে কলিদোষ নাশে।
> শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সরস্বতী বাণী॥
> জানায় জগতে অমৃতের খনি।
> যাঁহার সন্ধান প্রদানের তরে॥
> প্রচারকরূপে সর্ব্বত্র বিচরে।
> যাঁর শক্তি বলে যাঁর প্রেরণায়॥
> জগতের জনে প্রেমসিন্ধু পায়।
> যাঁর কাছে পেয়ে বৈকুণ্ঠবার্ত্তা।
> প্রচারিছে তারা তাঁরা যথা তথা॥
> সেই গুরুবরে আমরা সকলি।
> ভক্তিভরে পূজি হৃদয় কুসুমাঞ্জলি॥

শ্রীমদনানন্দ দাসাধিকারী

পরনিন্দা'পরচর্চ্চা না কর কখন। দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

দেশী সিদ্ধ চাউল—

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৸৹
বালাম চাল	৫৸৹
ঐ নূতন	৫॥৹
কাটারীভোগ	৬।৹-৬॥৹
বাঁকতুলসী	৫৵৹
নাগরা নূতন	৪৸৹
ঐ পুরাতন	৫৲
এভারেজ কোয়ালিটি	৪৹
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	৩।৵৹

আতপ—

নূতন আতপ	৪৸৹
পেশোয়ারী	১০৹-১০॥৹
বাঁকতুলসী আতপ	৪৸৹-৫৲
ঐ মাঝারি	৪।৹-৪॥৵৹
পাটনাই আতপ	৪॥৹-৪৸৹
কাটারীভোগ	৬।৹
ঐ রেঙ্গুণ	৩।৹

চিনির দর

সাদা জাভা বেডি	৯৸৹
দেশী সাদা দানা	৯৵৹-৯॥৵৹
,, লাল ,,	৮॥৵৹ ৯৲

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫৵৹-৫
উৎকৃষ্ট	৪৸৵৹-৫৲
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪॥৹-৪॥৵৹
আটা (বি)	৪॥৵৹ ৪৸৹
সুজী	৪৸৵৹-৫৲
আটা (এস)	৪৵৹-৪৹৲
আটা (২)	৪৶৹-৪/৹
আটা (কে)	৫৸৹-৩৸৵৹
আটা (৩)	৩৵৹ ৩।৹
পোলার্ড ভুষি	১৸৶৹-২৲
ভুষি	১৸৵৹-১৸৵৹

তৈলের দর

আশুতোষ মিলের	১৫৲-১৬৲
শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫৸৹-১৫৲
ঐ খুচরা	১৭।৹-১৭॥৹
নারিকেল তৈল	১১।৹—১১॥-১২৲
রেড়ির তৈল	১১৸৹

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫৭৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৯৲
রাজা গাওয়া	৪৭॥৹
পতিরাম	৪৯৲

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক, প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৩।৹ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গোড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ॥৹।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশম স্কন্ধ	১০৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹	
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—১৲; ২য় খণ্ড—৸৹	
৭। শ্রীচৈতন্যদেব—১৲	
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা	১।৹
৯। জৈবধর্ম্ম	২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ	।৹
১৮। বামন-আলবর	।৹
১৯। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
২০। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵৹
২১। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵৹
২২। ভজন-রহস্য	॥৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২৬। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
২৭। মুক্তাফলিকা ভগবৎসারঃ সানুবাদ	২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ	॥৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৸
৩০। দীপ-দিগ দর্শন	৵৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
৩৫। গীতমালা	৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।৹
৪০। শরণাগতি	৴৹
৪১। গীতাবলী	৴৹
৪২। চিত্রে নবদ্বীপ	১।৹
৪৩। সাধনকণ	৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৪৫। নবদ্বীপশতক	/৹
৪৬। অর্চ্চনকণ	৴৹
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	/১৹
৪৯। অর্চ্চনকণ	৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)	৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা	।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৫৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	/৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)	।৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী	/৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত সারঃ	।৹
৬১। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।৹
৬২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৬৩। তত্ত্বত্রয়ম্	।৹
৬৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৵৹
৬৫। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	/৹
৬৬। সারসংদর্শনম্	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ	॥৹
৬৮। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥৹
৬৯। নামভজন	।৹
৭০। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি	॥৹
৭১। বিহেভিয়ার্স	।৵৹
৭২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।৹
৭৩। বৈষ্ণবীজম	।৹
৭৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রুইং	/৹
৭৫। দি ভাগবত	।৹
৭৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন	।৹
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২।৹
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।৹
৮০। সাধন-পথ	।৹
৮১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১৹
৮২। গীতাবলী	/৹
৮৩। শরণাগতি	/৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ ৬ ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, শুক্রবার ২ ২৯৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——— :o:*:o: ———

পরিক্রমায় যাত্রি সমাগম

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীগৌর প্রকট-পূর্ণিমার ৯ দিবস পূর্ব্ব হইতে শ্রীগৌরধাম শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য তদীয় আবির্ভাব-স্থলী অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমা হইতেছে। পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপাত্র প্রচারকগণ বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য ও মহাপ্রভুর লীলাদি পাঠ ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত যাত্রিগণের মহাপ্রসাদ সম্মান ও কিছুকাল বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৪।৫ ঘণ্টা মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হইয়া থাকে। শ্রীহরি-কথাশ্রবণের এমন সুবর্ণ-সুযোগ অতি অল্প সময়েই দৃষ্ট হয়। প্রত্যহই যাত্রি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদানের অবসর না পান তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রকটোৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সময়ে যাত্রিগণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

* * *

যে সকল যাত্রী পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দিয়া আসেন, তাঁহাদের জন্য যথাসময়ে যানাদির ব্যবস্থা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে করা হয়। ষ্টেশনেও লোক থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বরূপগঞ্জ ঘাটে (নবদ্বীপের খেয়াঘাটে) গো-যান থাকে; যাত্রিগণ অনায়াসে ভাড়া করিয়া আসিতে পারেন। প্রতি গাড়ীর ভাড়া শ্রীযোগপীঠে আসিতে ।৵০। নবদ্বীপঘাট (ই, বি, আর), নবদ্বীপ (ই, আই, আর), মহেশগঞ্জ (ই, বি, আর), ধুবুলিয়া (ই, বি, আর), প্রভৃতি ষ্টেশনে নামিয়া যাত্রিগণ শ্রীধামমায়াপুরে আসিয়া থাকেন। যাঁহারা মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে আসেন, তাঁহাদের পক্ষে ধুবুলিয়া হইয়া আসাই সুবিধাজনক। কৃষ্ণনগরে গাড়ী বদল করিয়া যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের পক্ষে পদব্রজে আসিলে মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া আসাই ভাল; যাঁহারা যানে আসিবেন তাঁহাদের পক্ষে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে অবতরণই কর্ত্তব্য। ই, আই, আর লাইনে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে নবদ্বীপ পার-ঘাটে আসিতে পারেন। ধুবুলিয়া হইতে আসিতে নদীপার নাই, অন্যান্য ষ্টেশনত্রয় হইতে আসিতে নদীপার হইতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য পরিক্রমার ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রে বিভিন্ন ট্রেণের সময়-তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণীসভার বার্ষিক অধিবেশন

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতির সুবিধার জন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, রবিবার— শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমা অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময়। এই অধিবেশনে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যাদির বিবরণ পাঠ, যাঁহারা শ্রীধাম-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইবে। সজ্জন-মাত্রেরই এই সভায় যোগদান প্রার্থনীয়। কোথাও কোথাও হয়ত এই সময় দোলের আমোদ চলিবে। কিন্তু জীবের পক্ষে আমোদপ্রমোদে ব্যস্ত না থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আমোদবৃদ্ধির জন্য যত্ন যে সেবাধার, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশে আমরা তাহাই শিক্ষা পাই। শ্রীগৌর-প্রকটভূমি শ্রীমায়াপুরে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার লেশমাত্র নাই; সুতরাং এখানে ভদ্রলোকদের বস্ত্রাদি রঙে নষ্ট হইবার আশঙ্কা কিছু মাত্র নাই। এখানে গৌর-প্রকট দিনে গৌর ও গৌরজনগণের মহিমা-শ্রবণদ্বারা জীবন ধন্য করিবার সুযোগই পাওয়া যাইবে।

ব্রজমণ্ডলে প্রচার

কৃপাগুণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভার উদ্যোগে ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার হইতেছে। প্রচার-কার্য্যের জন্য কয়েকটী স্থানে মঠও স্থাপিত হইয়াছে। শুনা যায় অপ-বক-পূতনার বংশধরগণ প্রচারে আপ্রাণ বাধা দিতেছে। কিন্তু ইহা তাহাদের সুচতুর পরিচয়; কারণ সূর্য্যের কিরণ হস্তদ্বারা আবরণ করা কখনও সম্ভবপর নয়। যে সকল নির্বোধ তাহা করে তাহারা বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই সকল ব্যক্তি যখন শ্রীচৈতন্যবাণীর আলোকে আলোকিত হইবে, তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে, তাহা চিন্তা করিবার জন্য আমরা বন্ধুভাবে তাহাদিগের নিকট নিবেদন জানাইতেছি। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ব্রজের শ্রীগোষ্ঠবিহারীর উচ্চৈঃস্বরে ভজনকীর্ত্তনে ব্রজবাসিগণ মুগ্ধ হইতেছেন। ব্রহ্মচারীজী ইতঃপূর্ব্বে শেষশায়ী গোষ্ঠবিহারীমঠে অবস্থান করিয়া ক্ষীরসমুদ্রের চতুষ্পার্শ্বে নাচিয়া নাচিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়ে অবস্থান করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি প্রায় এই স্থান হইতে করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্কেতবিহারী মঠে যান এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাদ্রাজে প্রচার

কিছুকাল পূর্ব্বে মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের ভক্তবৃন্দ মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী চিলপক নামক স্থানে মিঃ এম, আর অনন্ত পাই এর বাটীতে পাঠ কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন; সেদিন পূর্ণিমা ও চন্দ্র-গ্রহণ ছিল। পাঠক মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলেন,—সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর হরিনামে মুখরিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হন। তাহার পর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যা করা হয়। সমাগত ভদ্রলোক এবং মহিলা-বৃন্দ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন। তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষার বিশেষত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

———

সম্প্রতি রাও এন পেটে এবং মহিলাপুরে নির্দ্দিষ্ট সাপ্তাহিক ভাগবত ক্লাসের অধিবেশন হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ এখানে পাঠ কীর্ত্তনাদি করিতে-ছেন। উভয় স্থানের অধিবাসিবৃন্দের বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ গোবিন্দ, নিদি গর্ভোদশায়ী ৪৪৭

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা

শ্রীধামের মাহাত্ম্য

ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আমরা আজ শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইব। পরিক্রমার প্রারম্ভে—আমরা যাঁহার অহৈতুকী ও অযাচিত করুণায় প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমার সুযোগ পাই এবং একপক্ষকাল শ্রীধামে অবস্থান করিয়া নিরন্তর নিত্যানন্দার সর্ব্ব-অমঙ্গলহর চিদানন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য পাই, সর্ব্বপ্রথমে সেই পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের জয় ঘোষণা করিয়া শ্রীধামের ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীধামেশ্বরের বিজয় ঘোষণা করিতেছি।

আমরা যে ধাম-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-পূজিত শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে উপনিষদ্ 'পরব্রহ্মপুর' নামে, স্মৃতি 'বিষ্ণুসদন' আখ্যায়, মহাজনগণের অনেকে "শ্বেতদ্বীপ"-সংজ্ঞায় এবং রসিকভক্তগণের কেহ কেহ 'ব্রজধাম'-অভিধানে অভিহিত করেন। এই গৌর-ধাম চিচ্ছক্তি-প্রকটিত ও পরম সুন্দর ও সুখদ। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"গৌর-ব্রজবনে   দেখ না দেখিব,
    হইব ব্রজবাসী।
ধামের স্বরূপ   স্ফুরিবে নয়নে,
    হইব রাধার দাসী॥"

বিমুখজন-শোধনাগার এই বিশ্বের মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান, ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তম, আবার গৌড়দেশ মধ্যে নবদ্বীপমণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপ-ধামের বক্ষের উপর ভাগীরথী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর গৌরগুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীধামের বৃক্ষ, লতা, বন, উপবন সকলই এক অপার্থিব মনোরম সাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে নিরন্তর গৌরসুন্দরের নয়নানন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে সস্নেহে আহ্বান করিতে করিতে যেন স্মিতবদনে বলিতেছেন,—"ওহে বিশ্ববাসি জনগণ, ভোগমরীচিকার পশ্চাতে প্রধাবিত হইয়া আর কতকাল অশান্তির বৃশ্চিকদংশনে নিপীড়িত হইবে? এস, এস, গুরু-পরিক্রমা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে স্থান গ্রহণ কর। নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপে অন্তর্মনা হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হও, আর ধামবাসিগণের চরণে প্রণত হইয়া কৃপা ভিক্ষা কর; তাহা হইলে পরম করুণাময় গৌরহরি অচিরেই তোমাদিগকে কৃপা করিয়া স্বীয় সেবায় নিযুক্ত করিবেন। আনন্দময়ের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রত্যেকটিই পরানন্দের মহাম্বুধি। জড়বস্তুর আশায় লবণ-সমুদ্রে প্রাণ না হারাইয়া ভগবৎ-সেবাসুধা-সঞ্জীবনী পান কর। দেখ, শ্রীধামের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গগন, পবন—সকলেই কেমন আনন্দভরে আনন্দময়ের আনন্দমাখা গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতেছেন।"

এই শ্রীধাম জীবের নিত্যবসতিস্থল এবং ভজনানন্দী জনমাত্রেরই প্রাণ, জীবন, ও ভূষণস্বরূপ। এই শ্রীধামের কৃপা ব্যতীত জীবের আর নিত্যমঙ্গলের উপায় নাই। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

"অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠের পিপাসা নাহি আর
রাধাভাবঢ়্যাভিমাপা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রাজ্যমাত্র মাগি নিজ মনে॥
নাহি চাহ কাশীবাস, গয়া-পিণ্ড-দান।
মুক্তি ভুক্তি সব ত্যজি, কিবা বর্ণ মান॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
নবদ্বীপে বাস যদি পাই কৃপাধারে
ওহে মুচুজন, সুক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণাপ্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে॥
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি' লহ নদীয়া-শরণ॥
শাস্ত্রাভ্যাস তীর্থ-টন-চেষ্টা পরিহরি'।
যোষিদ্যাপ্ত ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি॥
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে বস যেই কৈল বিস্তরণ॥
তরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সঙ্কীর্ত্তনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা লব॥
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে॥
স্ত্রী-গন্ধ-ভী-সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিত্তাবেশে শীঘ্র পড়ুক বাজ॥
আর দুঃখ কেন বহ সাধনের জন্য।
মায়াপুরাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ-মহাবন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যেজন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র,
    গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার।
শতবর্ষ সপ্ত-তীর্থে মিলে যাহা ভাই।
নবদ্বীপে একরাত্র বাসে তাহা পাই॥
হেন নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্বধাম-সার।
কালতে আশ্রয় করি' জীব হয় পার॥

প্রথম দিন—শ্রীধামমায়াপুর পরিক্রমা

অদ্য—পরিক্রমার প্রথম দিবস। আমরা গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণাঘাট মাধাইর ঘাট, কাজির সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবন পরিক্রমা করিয়া আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইব।

নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা কাজি অনুচরবর্গসহ ভগবৎপার্ষদভক্তবর শ্রীবাস-পণ্ডিতের আলয়ে ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিলে মহাপ্রভু তাহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিপুল সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী-সহ যে পথে কাজীর আলয়ে গমন করিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ পূর্ব্বক প্রাচীন ভাগীরথীর তীরে তীরে নৃত্য সহকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরপদরজে অভিষিক্ত হইয়া আমরা পরিক্রমায় অগ্রসর হইব

শ্রীনবদ্বীপ-পদ্ম

শ্রীনবদ্বীপ ধামের আকার পদ্মের ন্যায়। এই ধামপদ্মের অন্তরকর্ণিকাই অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীপদ্মের চতুর্দ্দিকস্থ অষ্টদল—সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, ও রুদ্রদ্বীপ, এই আটটী দ্বীপ। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, এই নয়টী দ্বীপের চারিটী গঙ্গার পূর্ব্ব পারে আর অপর পাঁচটী গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। পূর্ব্ব পারের দ্বীপচতুষ্টয় যথা,—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, ও মধ্যদ্বীপ। সরস্বতী বা জলঙ্গী বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুর ও গোদ্রুম দ্বীপের মধ্যে প্রবাহিতা।

মহৎ-পাদরজোঽভিষিক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপরে ধাম ও গ্রামকে একপর্য্যায়ভুক্ত মনে করে বলিয়া শ্রীধামের বৈশিষ্ট্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীধামের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে—শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দর্শনের যোগ্যতালাভ করিতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই বৃত্তিত্রয়সহ গৌরপ্রণয়ী ভক্তবৃন্দের পাদমূলে অবস্থিত হইতে হইবে। তাঁহাদের কৃপা হইলে আমরা শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে সমর্থ হইব। আমাদিগকে এই শিক্ষাটী প্রদান করিবার ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"গৌর আমার   যে সব স্থানে,
    করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান   হেরব আমি
    প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥"

তাই আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি দ্বারা গৌরপ্রণয়ী শুদ্ধভক্তের পাদপদ্ম পূজা করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ও অনুসরণে এক্ষণে শ্রীধাম-পরিক্রমায় অগ্রসর হইব।

অন্তর্দ্বীপ

আজ আমাদের অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। অন্তর্দ্বীপের নামকরণ সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকরে আমরা দেখিতে পাই—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার গো-বৎসাদি হরণ করিয়া যে ধৃষ্টতা ও অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে থাকেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। ব্রহ্মার চিত্তক্ষোভ তাহাতেও বিদূরিত হইল না। তিনি চিন্তা করিলেন—

'না দেখি উপায় চৈতন্য অবতার বিনে।'

উক্ত চিন্তাসহ তিনি এই অন্তর্দ্বীপে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিতে থাকেন। করুণায় মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দেন, এবং ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে বলেন যে, গৌর অবতারে তিনি (ব্রহ্মা) যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাসে যোগদানের সুযোগ পাইবেন। মহাপ্রভু তৎপর তিনটী গূঢ় কারণের জন্য অবতার হইবেন, একথা ব্রহ্মাকে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অন্তরের কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন বলিয়া এই দ্বীপের নাম অন্তর্দ্বীপ হইল।

"কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্দ্ধান।
এই হেতু লোকে বলে অন্তর্দ্বীপ নাম॥"

এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র এবং মহাপ্রভুর জন্মস্থান। এই স্থানেই বৎসলরসনিক শচী-জগন্নাথের নিত্য ভবন বিরাজিত। এই স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই নিত্য বসতিস্থল।

"মায়াপুর হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঞি॥"

শ্রীমায়াপুরের নিত্য অধিবাসী জনৈক গৌরপার্ষদবর গাহিয়াছেন,—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্য লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস হয়॥
জগন্নাথমিশ্র-গৃহ পরমপাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য বস্তু আর॥

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

যাঁর কৃপা করি' জ্ঞান উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥
যথা নিত্য মাতা পিতা দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ॥
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন॥
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত এই মায়াপুরে।
গদাধর, শ্রীবাসাদি স্থানে স্থানে স্ফুরে॥
অসংখ্য বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দিকে তার।
হেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায়॥"

এই শ্রীধাম-নবদ্বীপ নবধাভক্তির যাজন-ক্ষেত্র। নয়টী দ্বীপের অন্যতম আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র এই শ্রীমায়াপুরে আত্মনিবেদন না করিলে — গৌর-নাম-ধাম-কাম প্রচারক "গৌর-রাধা-নিরঞ্জন শ্রীমায়াপুরাচার্য্যের চরণদ্বয়ে আশ্রিত হইতে না পারিলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন হইতেই পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রে আদৌ গুরুপূজার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৌরকে যিনি প্রকাশ করেন তিনিই গৌরপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। সুতরাং সেই গুরুদেবকে বাদ দিয়া হরিভজনের চেষ্টা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা মাত্র শ্রীগুরুদেবই নিত্য অন্তর্দ্বীপবাসী। নিষ্কপট-সেবাপ্রার্থী সজ্জনগণ অনুসন্ধিৎসু হইলে এই আত্মনিবেদন ক্ষেত্র মায়াপুরেই জীবের সর্ব্বস্বগ্রহণকারী, পতিতোদ্ধারী পতিতপাবন আচার্য্যের দর্শন নিশ্চয়ই পাইবেন। এতদ্ব্যতীত ভগবদ্ভজনের অন্য কোন উপায় নাই বলিয়াই আজ ভগবদ্ভক্ত-গণ শ্রীমায়াপুরে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজনার্থ পরিক্রমায় বহির্গত হইতেছেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

——— ::●:: ———

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
১৬ কেশব, ৪৪৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২৩শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জনাকিঙ্কর—

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক,
কার্য্যকরী সমিতি।

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, বেদান্তভূষণ
এম-এ, প্রাজ্ঞ,
সাধারণসমিতি সম্পাদক।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে

"শ্রদ্ধা-কুসুমাঞ্জলি"

জয় জয় 'শ্রীগৌড়ীয়' মঙ্গল আরতি।
'নদীয়া প্রকাশ' জয়, জয় 'পরমার্থী'।
জয় শিক্ষা দীক্ষা-গুরু শরণ আমার॥
কৃপা করি নমস্কার লও এ দীনের।
শ্রীমাধবীতিথিবরে ভক্তির জননী॥
"হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শাস্ত্রের বাণী॥
শ্রীব্যাসাম্নায় পারম্পর্য্য করিতে রক্ষা।
জগদ্গুরু প্রভুপাদ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ॥
ত্রিষষ্টিবর্ষে প্রভুর দোল পদার্পণ।
অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি সবে করহে অর্পণ।
মঠে মঠে একত্রিত সেবকনিচয়।
গুরুপাদপূজা ব্যাসপূজা নামান্তর॥
"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সার।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥
নিতাই-করুণা এই জানাতে সবায়।
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রকট ধরায়॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাই।
কৃপা ক'রে শিক্ষা দিল মহাপ্রীত হই॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যা'র দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে মোর প্রিয় নহে॥
হেন গুরু নিত্যানন্দ অভিন্নমূরতি।
শ্রীগুরুদেব 'ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী'॥
গৌরপ্রেমে মত্ত হই বলয়ে সবারে।
গৌর বিনা গুরু নাই এভব সংসারে॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পূজা ব্যাসপূজাসার।
যাহা বিনা পথ নাই গতি নাহি আর॥
প্রেমে মত্ত গুরুদেব কৃপা অবতার।
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার॥
সর্ব্ব অপরাধ প্রভু কৌশলে নাশিয়া।
পাপী তাপী সবে তারে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া॥
কৃষ্ণেতর গ্রাম্য কথা বাগ্‌বেগ দমি।
জিহ্বার তর্পণে কভু না হইয়া কামী।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রীযুগল নাম।
লক্ষাধিক চিহ্ন বল উচ্চে অবিরাম।
নাম-সূর্য্য ত্বরায় হইবে প্রকাশ।
এই শিক্ষা দিয়া কর সর্ব্বানর্থ-নাশ॥
পরচর্চ্চা ছাড় দেব তব কৃপা-বলে।
লোকলজ্জা, কুটীনাটী ত্যজি অবহেলে।
নদীয়া-বিহারী গৌর শ্রীনন্দনন্দন।
যোগপীঠ মায়াপুরে যাঁহার ভজন।
গাইতে তাঁহার নাম দেশে দেশে গিয়া।
নমি তব পদে দেব সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া॥
মহতের কৃপা বিনা 'অনুভূতি' কভু নয়।
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা, মায়া কভু নহে জয়।
গুরুবাক্যে 'উপলব্ধি' 'সম্বন্ধ' জানায়।
লঘুবাক্যে 'উপেক্ষণা' 'ছলশক্তি' হয়।
অতএব ব্যাসপদে করি নমস্কার—
সদ্গুরুচরণে করি নিত্য নমস্কার॥

নিত্য প্রণত—
দীন শ্রীলালামদনমোহন রায়

পরিক্রমা-যাত্রীর বিজ্ঞপ্তি

[শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী]

(১)

অধমতারণ, দীনের শরণ,
প্রভো! গুরো! দয়াময়।
তব কৃপাহ্বানে মোরা দীনজনে,
আসিয়াছি তবাশ্রয়॥

(২)

কাঙ্গাল আমরা, ভক্তিধনহারা,
প্রেম-গন্ধ-লেশ হীন।
মলিন হৃদয়, ভোগাসক্তিময়,
সেবাধর্ম্মে উদাসীন॥

(৩)

সেবা অনুকূল, ভক্তি-প্রতিকূল,
এ উভয়ে লক্ষ্যহীন।
তব শ্রীচরণে আত্মনিবেদনে,
যত্ন চেষ্টা মতিহীন।

(৪)

ক্ষান্তি সমাশ্রয়, কালের সদ্ব্যয়
বৈরাগ্য, দীনতা, শুচি।
আগ্রহ বা আশা, নামপানে তৃষ্ণা,
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রুচি॥

(৫)

ধাম প্রতি প্রীতি, বিষয়ে বিরতি,
এ সব কিছুই নাই।
তাই মোরা মূঢ়, তব মর্ম্ম গূঢ়,
বিন্দুমাত্র বুঝি নাই॥

(৬)

দিবস রজনী, ইন্দ্রিয়তোষণী,
চেষ্টা-চিন্তা-[illegible]।
নিশা নিদ্রাহীন, সদা দৈবাধীন,
অর্থার্জ্জনে প্রতিহত॥

(৭)

কীর্ত্তনবিমুখ, সেবা-পরাঙ্মুখ
নাহি বিন্দুমাত্র ভক্তি।
ত্যজি পরমার্থ, লভি অপস্বার্থ,—
—বিষয়েতে অত্যাসক্তি॥

(৮)

গতানুগতিক, —নহি নির্ব্যলীক,
তব পদ সমাশ্রয়ে।
আশ্রয়ের ভাণ, বিষয়ের ধ্যান,
কার কৈতবতা লয়ে॥

(৯)

তোমারে বঞ্চিতে, আত্ম প্রতারিতে,
সদা হ'য়ে দৃঢ়ব্রত।
আপনার পায়ে, কুঠারের ঘায়ে,
করিতেছি জর্জ্জরিত॥

(১০)

বলীবর্দ্দ সম, আপনার শ্রম,
গৃহমেধী অভাজন।
কিছু না বুঝিয়ে, ঘুরপাক খেয়ে,
লভিমাত্র বন্ধন॥

(১১)

অবোধ শিশুরে, কিম্বা উন্মত্তেরে
শোধিতে তোমার শক্তি।
তাই কৃপাময়, প্রভো ইচ্ছাময়,
ছাড়াতে বিষয়াসক্তি॥

(১২)

—বাঁধন খসাতে, নির্ম্মুক্ত করিতে
পরিক্রমা আয়োজন।
ধাম পরিক্রমা— ধাম চতুঃসীমা,
ভ্রমাইছ মহাজন॥

(১৩)

ধাম পরিক্রমা, ধামের মহিমা,
করায়ে—জানায়ে সবে।
বাঁধন খুলিছ, জীবে উদ্ধারিছ,
দুঃখময় এই ভবে॥

(১৪)

তোমার মাহাত্ম্য, তবলীলা তত্ত্ব,
বুঝিবার শক্তি কার।
তব করুণার, সাগর অপার,
কে পাইবে পার তার॥

(১৫)

হৃদয়ে বিস্ময়ে, পুলকিত হয়ে,
মোরা শুধু জানি এই।
যে হেন দয়াল, তারিতে কাঙ্গাল
জন্মে জন্মে প্রভু সেই॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের স্থাপন নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাপ্তাহিক সম্পাদায়ে প্রকাশিত ও সুপ্রাচীন আম্নায়ি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মঠালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাদুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-সমারোহে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাধিকারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে 'গৌড়ীয়'সাপ্তাহিক পত্র, মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। রক্ষক—শ্রীজয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকমলাক্ষ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীমন্ত্রসিদ্ধ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

রক্ষক—শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজী।

(৮) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীবনবিহারী অধিকারী।

(১০) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাজনগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসুদেবদের ঠাকুর মহাশয়ের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র অধিকারী।

(১১) ভেঙিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী ভক্তিগুণ ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাপড়া। (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাটাল্পুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীতারকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ

—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযশোবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, (কাওড়া)

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভবেশ্বর দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকোলা, পোঃ চরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি টি।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ বক্সীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদবল্লভ-জীউর নিত্যসেবা। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর অধিকারী।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটক, পোঃ পুরী উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর ব্রহ্মচারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোটভোল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সাত্বত-গৌড়ীয় মঠ পীঠ

[illegible]

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানক ভক্তিবিকাশ

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ

গোক্তীর রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

কদমকুয়া বাঁকিপুর।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৪৬) গয়া গৌড়ীয় মঠ

ফিল সাইড, চার্চ রোড, গয়া।

রক্ষক—উপদেশক শ্রীসর্ব্বেশ্বর রাঘব

(৪৭) নালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ পীঠ

(৪৮) লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-মঠ

৩ গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—অধিকারী শ্রীসাধিদানন্দ দাস এম-এ, পিএইচ-ডি

(৪৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

অপরতলা, দার্জ্জিলিং

(৫০) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষানা ডাকঘর মথুরা

রক্ষক শ্রীব্রজবিহারী দাস বাবাজী

(৫১) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দগ্রাম মথুরা

রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী

(৫২) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

বর্ষাণা, মথুরা

রক্ষক—শ্রীধর্ম্মাত্মধর্ম ব্রহ্মচারী

(৫৩) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠালয়

বিদ্যানগর জামগর ডাকঘর বর্দ্ধমান

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও অঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. NO. C. 1844

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪২, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ শনিবার [৩০০ তম সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং-এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুশিক্ষা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কালকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কালকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ৩৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	[illegible]—২২	১৭—৩৮,	১৯—৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,		১৮—৯,	[illegible]—০৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—১০,	[illegible]	১৮—১৬,	২০—[illegible]২

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার ও প্রতিদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	৭-০	১৮-৩১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৬-৮	১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৩-১২	১৬-৩৭	১৯-১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১০ম বর্ষ | ২২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৯, ১৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৬, শনিবার | ৬০০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—————:০:★:০:—————

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

[পরিক্রমা সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ছাত্রগণের প্রতি উপদেশের মর্ম্ম]

নবদ্বীপ অর্থে নয়টী দ্বীপের সমাহার। নয়টি দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ মণ্ডলের অবস্থিতি। এই নবদ্বীপমণ্ডল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা-স্থলী।

ধাম ও গ্রামে আকাশপাতাল ভেদ আছে। শ্রীধাম শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র এবং গ্রাম—যেখানে কর্ম্মফলবাধ্য জীব-সকল বাস করে—কর্ম্মফলবাধ্য মানব ও অন্যান্য জীবের ত্রিতাপ ভোগের স্থান। জন্মজন্মান্তর আমরা গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছি। তাহাতে আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিতেছি না। গ্রাম পরিক্রমা বা ভ্রমণ করিতে করিতে বহুজন্ম বৃথা কাটিয়া যাইতেছে। গ্রাম-পরিক্রমায় আমাদের কর্ম্মফলের বন্ধনগুলি খুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক্ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মহাজনগণ সাধুসঙ্গ, শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছেন; ধাম পরিক্রমা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের ভববন্ধনসমূহ শিথিল হইতে থাকে এবং আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভের সৌভাগ্য সুযোগ লাভ হয়।

এই নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে জীবকুলকে সেই ৯টী ভগবদ্ধামে ৯ দিন ধরিয়া ভগবল্লীলা কথা শ্রবণের সৌভাগ্য প্রদান করা যায়। যাঁহাদের সৌভাগ্য আছে তাঁহারা সহজেই এই পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। এই দীর্ঘ কালের ছুটীতে থাকিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে সময় অতিবাহিত করা অপেক্ষা শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বিধান করা সকলেরই বিধেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ভক্ত্যঙ্গ ৯টী—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। নবদ্বীপ মণ্ডলের এই নয়টি দ্বীপ ঐ নবধা ভক্তির যাজনের ভিত্তিস্বরূপ। এই নবদ্বীপ ধামের ৯টি দ্বীপ যথা:—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, ও রুদ্রদ্বীপ।

এই নবদ্বীপ ধামের ঐ ৯টী দ্বীপের যে যে দ্বীপে যে যে ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয়, তাহা এই যথা:—

১। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র

২। সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণের "

৩। গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনের "

৪। মধ্যদ্বীপ—স্মরণের "

৫। কোলদ্বীপ—পাদ-সেবনের "

৬। ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনের "

৭। জহ্নুদ্বীপ—বন্দনের "

৮। মোদদ্রুম দ্বীপ—দাস্যের "

৯। রুদ্রদ্বীপ সখ্যের

এই ৯টী দ্বীপে পরিক্রমা-কালে ৯দিন ধরিয়া ভাগবতগণ শ্রীভগবল্লীলা সমূহ কীর্ত্তন করিয়া জীবকুলকে আত্মমঙ্গলের সুযোগ দিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যমঠ পরিক্রমা-কারীর জন্য ভগবদ্প্রসাদ ও থাকিবার বাসস্থানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবৎ-সেবক মাত্রেরই যোগদান করিবার যোগ্যতা আছে। পরিক্রমায় যোগদান করিলে ইহার বিশেষ বিশেষ তথ্য সকলেই অবগত হইতে ও ভগবৎকথায় আকৃষ্ট হইতে পারেন। তাহাতে কর্ম্মবন্ধ হইতে ও ভবসাগর হইতে উদ্ধারলাভের সুযোগ পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ২রা ফাল্গুন সাধুয়াপোতা গ্রামে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীমৰ্ম্ম-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ উপস্থিত হইয়া শুশ্রূষু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস পণ্ডিত শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে "জীবগতি" সম্বন্ধে পাঠ করেন।

গত ৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ ও মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ পাঠ করিয়া ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদোক্ত স্বরূপভূতধর্ম্ম প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা মনুকে, মনু ভৃগ্বাদি ঋষিকে এবং উক্ত ঋষি-গণ দেব-দানবাদিকে ঐধর্ম্ম উপদেশ করেন। বাসনাবৈচিত্র্য হেতু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বিষয়ে বিবিধপ্রকার বাক্য উচ্চারণ, বিভিন্ন মতের উদয় এবং পাষণ্ডমত সমূহের প্রচার হয়। মায়ামুগ্ধ জীব নিত্যমঙ্গল বিধানে অসমর্থ হইয়া ব্রতাদিকেই শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু ভগবানে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক আত্মপরিতৃপ্ত ও বিষয়-বাসনা-শূন্য হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহাতে রোগ-শোকাদি-বাধা দূরীভূত হয়। ভক্ত ভগবানের প্রিয়তম ও নিত্য সন্নিহিত হওয়ায় বিশ্ব পবিত্র করেন। প্রথমমুখে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় জয় না হইলেও শরণাগত ব্যক্তি বিষয়কর্ত্তৃক বিপথগামী হন না। ভক্ত পাপরাশি বিনষ্ট করেন; চিত্ত-শুদ্ধকারিণী কেবলা ভক্তিই পুরুষোত্তম লাভ করাইতে ও সকলকে পবিত্র করিতে পারে, দানধর্ম্মাদির সে ক্ষমতা নাই। রোমহর্ষাদি লক্ষণ ভক্তে দৃষ্ট হয়। শ্রীসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় চিত্ত সমাহিত করা কর্ত্তব্য। সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য—প্রভৃতি বিষয়সকল স্বামীজী প্রাঞ্জলভাষায় প্রায় দুইঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন।

শরডাঙ্গা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে এই স্থানে শুভবিজয় করেন। কাহারও কাহারও মতে সহরডাঙ্গার অপভ্রংশ শব্দই শরডাঙ্গা।

শোনডাঙ্গা

শরডাঙ্গার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তীস্থান শোনডাঙ্গা নামে পরিচিত। কাহার কাহারও মতে সেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্যেনপক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহাদের শ্যেন উপাধি পরবর্ত্তীকালে ফৌজবাচক পারস্য শব্দ হইতে শ্যেন বা সেনা শব্দের প্রয়োগ বঙ্গভাষায় দেখা যায় বর্ত্তমানকালে শ্যেনডাঙ্গা শোনডাঙ্গা নামে পরিচিত। এই গৌড়-দেশেই সুবর্ণবিহার, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে একসময় গৌড়রাজধানীপুর প্রকাশিত ছিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৯

বর্ষশেষে বি

———— ::০::————

অন্ত প্রবণাখ্য গীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা বাসরে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের দশমবর্ষ পূর্ণ হইতেছে। শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রুত বাণীই অকিঞ্চনের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-সেবার একমাত্র উপায়ন। এই উপায়ন-সংগ্রহে ও সংগৃহীত উপায়ন পরিবেশনে কতদূর সফলকাম হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার প্রভুশ্রেষ্ঠ—মদীয় শিক্ষাগুরুবর্গের উপর। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-সেবার যোগ্যতা আমার বিন্দুমাত্রও নাই, একথা ঠিক; তবে যে গুরু-শক্তি সম্বন্ধজ্ঞানাঞ্জন শলকাদ্বারা অজ্ঞান-ছানি বিদূরিত করিয়া থাকেন, যে গুরু-শক্তি কৃষ্ণসম্বন্ধচ্যুত মূককে নিরন্তর কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনার্থ বাচাল—সংসার-পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুকে অনায়াসে দুর্লঙ্ঘ্যনীয় গৃহমেধ-গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারেন, সেই গুরুশক্তি ইচ্ছামাত্রেই মাদৃশ লঘুকে কৃপা করিয়া ঐ সেবার উপযোগী করিতে পারেন,এই বিশ্বাসই আমাকে সেবায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে। অযোগ্য সেবকের সেবা-চেষ্টার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে; আবার সেই ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য যখন গুরু-বৈষ্ণবগণ আছেন, তখন সেবায় অগ্রসর হইতে নিরাশার কিছুই নাই—পরন্ত অধোক্ষজ-সেবায় প্রবেশের ইহাই মহেন্দ্র-যোগ। প্রবন্ধ লেখাদ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ উপদিষ্ট নহে; তাহা হইলে সেবা হইতে বিচ্যুত হইলাম; যেখানে নিজের দাড়ে ছোলা সংগ্রহের চেষ্টা সেখানেও সোজা-সুজি অপস্বার্থপরতা—'বেনেগিরি' হইতেও ঘৃণ্য কার্য্য হইয়া গেল। সুতরাং সেখানে সেবা কোথায়? প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য দুইটী—(১) নিজের ভ্রান্তি সংশোধন (২) নিরন্তর কীর্ত্তনরত থাকা। গুরু-বাণীর কৃপা কতদূর পাইয়াছি, তাহার পরীক্ষাস্থল লেখনী। লেখনি মনের ভাব প্রকাশ করে। মধ্যদেশীয় বিপ্র জনসাধারণে ভক্ত ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু লেখনীজাত শ্লোকাদিতে তাঁহার হৃদয়ের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, প্রবন্ধ লিখিবার সময় তাহা সহজেই ধরা পড়ে। আমার মনে হয়, সংশোধিত হইবার সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ লেখনীদ্বারা সেবায়। আমার যে সকল প্রবন্ধ গুরু-বৈষ্ণবগণ অনুমোদন করেন না, তাহা প্রকাশ করিব না; আবার যাঁহারা একনিষ্ঠ সেবক—যাঁহাদের প্রবন্ধে সত্য-সত্যই প্রাণ আছে, সেই সেবাবিলাসীগণের প্রবন্ধ সর্ব্বাগ্রে স্থান পাইবে। কারণ তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরোপকার হয়। আমার প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হইলে বা মোটেই প্রকাশিত না হইলে সেবায় যোগ্য হইলাম না বলিয়া আত্মগ্লানি হইতে পারে; নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই। বরং আরও অধিক উৎসাহের সহিত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে; কারণ উহাই যে আমার একমাত্র সেবা।

কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমের মহিমা কীর্ত্তন সহ আমরা একাদশ বর্ষের সেবায় প্রবৃত্ত হইব। তৎপূর্ব্বে বৎসরান্তে হিসাব দিবার সময় আমার নিবেদন—বর্ত্তমান ১০ম বর্ষে পাঠকগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্ বস্তু পাইয়াছেন। এই বৎসরেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সঙ্কেত (Hints) প্রদানমুখে ষোড়শ দিবস কাল কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে অমূল্য হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ঠিক শ্রীল প্রভুপাদের ভাষাতেই এই বর্ষের শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ১৪৪ সংখ্যা হইতে ১৬৭ সংখ্যায় এবং আরও কয়েকটী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই অমূল্য তত্ত্ব পাঠে পাঠকগণ বিভিন্নরসে উপাস্য বিভিন্ন অবতারগণের তত্ত্ব, বিভিন্ন রসের আশ্রয়তত্ত্ব, পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রভৃতি অবগত হইতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে যে শ্রুতি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও এই বর্ষের শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদপ্রদত্ত "বড় আমি ও ভাল আমি" (২৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত) "স্তবন" (২১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধদ্বয় শ্রুতি ব্যাখ্যায় যে মৌলিকতা বহন করিতেছে, তাহা পাঠকমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিবে। শ্রীগৌরপ্রকটোৎসব, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবোৎসব ও শ্রীব্যাসপূজোৎসবে যে তিনটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শ্রেষ্ঠ গুরুগৌরাঙ্গসেবকগণের বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা গোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ১৬৮, ১৬৯, ১৭০ ও ১৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা" শীর্ষক প্রবন্ধ, গত শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের 'শ্রীব্যাসপূজা'প্রবন্ধ,২৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত—শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে লিখিত "কোহসি" প্রভৃতি প্রবন্ধমালার প্রতিও পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মৌলিকতাপূর্ণ উল্লেখযোগ্য আরও বহু প্রবন্ধ এই দশমবর্ষের নদীয়া-প্রকাশে স্থান পাইয়াছে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বাঁধাইয়া রাখিলে পরমার্থ-গ্রন্থ সম্পুট যে অমূল্য-ধনে পূর্ণ হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শীর্ষক যে শ্লোকদ্বয় আমাদের সেবার মূল উপায়ন, তাহা সংযুক্তভাবে ধ্রুবতারা করিয়া আমরা যেন কৃপালুগবর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে নিরন্তর সেবায় নিরত থাকিতে পারি, উপসংহারে গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

———— ::০::————

শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা—শ্রীভগবানের এই শক্তিত্রয়ের অন্যতমা নীলা বা লীলা শক্তিই শ্রীধাম। সুতরাং সর্ব্বধামসার এই শ্রীনবদ্বীপ জড়বস্তু বা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। শ্রীভগবানের সন্ধিনী বৃত্তি হইতে শ্রীধামের প্রকট। ঐশ্বর্য্য,মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যভেদে আমরা শ্রীভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ ও বিভিন্ন বিলাস দেখিতে পাই ঐশ্বর্য্যময় ধাম—শ্রীবৈকুণ্ঠ, যথায় শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ তাঁহাদের সার্দ্ধদ্বিরসের (শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্য) আশ্রয়গণ কর্ত্তৃক সেবিত হন। মাধুর্য্যময় ধাম শ্রীকৃষ্ণলোক—যথায় গোপীনাথ তাঁহার পূর্ণ পঞ্চরসের আশ্রয় জাতীয় বিগ্রহগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেবকগণের অধিকারানুযায়ী বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করিতেছেন। আর ঔদার্য্য-লীলাময় বিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহারই লীলাস্থান এই নবদ্বীপ ধাম। শ্রীকৃষ্ণই যে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। স্বয়ং-রূপের ঔদার্য্যপ্রধান বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর এবং মাধুর্য্যপ্রধান বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবই যে লীলা-রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত, তাহা আমরা গৌরজনের মুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গই যে মাধুর্য্যরসে শ্রীকৃষ্ণ তাহা তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণকেও প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যে এই নবদ্বীপ তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধামসার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মলোক আদি যবে পার॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥
সেই লোক দুই ভাগে হয়ত প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-ভেদে রসের বিকাশ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত॥
তথাপি যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্যপ্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্ববেদে কয়॥

গৌড়মণ্ডল একবিংশ যোজন বিস্তৃত। ইহার আকার শতদল পদ্মের ন্যায়। মধ্যভাগে নববিধভক্তির পীঠস্থান ষোল-ক্রোশ-পরিধি- বিশিষ্ট শ্রীনবদ্বীপ ধাম সুশোভিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবধাভক্তির যাজনক্ষেত্র এই নবদ্বীপধাম। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর যথাক্রমে উক্ত নববিধা ভক্তির পীঠস্থান। বস্তুতঃপক্ষে আত্মনিবেদন না হইলে অপর আটটীর সাধন সম্ভবপর নহে। এই নিমিত্তই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া ষড়্‌বিধা শরণাগতি পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মপূজার অধিকার দান করেন। বস্তুতঃপক্ষে আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সুষ্ঠুরূপে শরণাগত না হইলে অপ্রাকৃত-ধাম-পরিক্রমা হয় না।

শ্রীনবদ্বীপ-প্রকট-রহস্য

অনন্তসংহিতা-পাঠে আমরা জানিতে পারি, শ্রীপার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরের নিকট শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীধামের উৎপত্তির কথা শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলে মহেশ্বর শ্রীনারায়ণের নিকট নবদ্বীপের উৎপত্তির কারণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন তাহাই পার্ব্বতীর নিকট কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ একসময় সখী বিরজাদেবীর সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন, তৎকালে চন্দ্রবদনা মৃগনয়না কৃষ্ণ-মনোমোহিনী শ্রীরাধারাণী সখীমুখে উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। বৃষ-ভানুসুতাকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ও বিরজা দেবীও নদীরূপে পরিণত হইলেন। কৃষ্ণ-পদ্মনেত্রা শ্রীবার্ষভানবী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া উক্ত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সখীগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মধ্যাহ্ণ

হইলেন এবং এক রমণীয় স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। সে স্থানে লতা ও বৃক্ষ সকলে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমর-ভ্রমরীগণের সুমধুর তানে মুখরিত। মৃগ ও মৃগীগণ সুখে বিহার করিতেছে। সেই মনোরম স্থানটী গোলাপ, মালতী প্রভৃতি সুগন্ধি-পুষ্পে সুশোভিত তুলসীকাননের অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং চিদানন্দময় বিবিধকুঞ্জে পরিশোভিত। শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞায় গঙ্গা ও যমুনা এই ধামের পরিখারূপে নিরন্তর বর্ত্তমান। তাঁহাদের সলিল সুস্নিগ্ধ-ভাবযুক্ত। স্বয়ং কন্দর্প ও ঋতুরাজ বসন্ত নিরন্তর এই ধামের সেবায় নিযুক্ত। আর এই স্থানে বিহগকুল নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় শ্রীমতী রাধিকাই পরম রমণীয় রূপে বিভূষিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনোহরণের জন্য সুমধুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই গানে বিমোহিত হইয়া উক্ত মনোরম স্থানে আবির্ভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমতীর ভাব অবলোকন করতঃ প্রেমগদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"অয়ি সুমুখি, তুমি আমার জীবন, তোমার ভাব বিনা আমার আর কেহ নাই; অতএব আমি আর তোমাকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি আমার জন্য যে এই পরম রমণীয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া ইহা নবসখী ও নব কুঞ্জ সুশোভিত করিব। ইহার নব সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমার ভক্তগণ ইহাকে নব-বৃন্দাবন নামে কীর্ত্তন করিবেন এই স্থান দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে 'নবদ্বীপ' বলিয়া জানিবেন। আমার আজ্ঞায় সমস্ত তীর্থ এখানে আসিয়া বাস করিবে। অয়ি বরাননে, যেহেতু তুমি আমার প্রীতির জন্য এই স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার সহিত এখানে নিত্যকাল বাস করিব। যে সকল ব্যক্তি এইস্থানে আসিয়া আমার উপাসনা করিবে তাহারা নিশ্চয়ই নিত্য সখীভাব প্রাপ্ত হইবে। এইস্থান বৃন্দাবনের ন্যায় পরম পবিত্র; এখানে একবার মাত্র আগমন করিলে সমস্ত তীর্থগমনের ফল লাভ হয় এবং আগমনকারিগণ সকলেই আমাদের আনন্দদায়িনী ভক্তি লাভ করিবেন।" রাধানাথ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া শ্রীরাধিকার সহিত মিলিততনু হইয়া নিরন্তর এই নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। ললিতা বিশাখা প্রমুখা সখীবৃন্দ অন্তরে কৃষ্ণ এবং বাহ্যদেশে গৌররূপযুক্ত সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ দর্শন করিয়া স্ব-স্ব রমণী-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য পুরুষরূপ ধারণ করিলেন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"

অদ্যাপি ভক্তগণ নবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্ত্বগুণাবৃত্ত নাস্তিকগণের ভাগ্যে তাহা কদাচ ঘটে না। যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে, কৃষ্ণে ও রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধি করে সেই দুর্ভাগা শূলপাণির শূল দ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। শ্রীনবদ্বীপ ধামের এই প্রকটকারণ ভক্তিপূতচিত্তে শ্রবণ করিলে মানবগণের সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়। যিনি প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া গৌরগতচিত্তে শ্রীনবদ্বীপের এই প্রকটরহস্য পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি গৌরাঙ্গদেবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় দিবস—সীমন্তদ্বীপে পরিক্রমা

গত কল্য আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুগত্যে আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা করিয়াছি। আজ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। আমরা শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপপরিক্রমায় বহির্গত হইতেছি।

'গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা'

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের এই আদেশ আমাদের অন্তকার পরিক্রমার ফলরূপে অন্তরে প্রবেশ করুক। আমরা যেন ইতরকথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজা পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয় চিন্তা করতঃ নিরন্তর অন্তর্ম্মনা হইয়া শ্রীগুরুমুখপদ্মের উপদেশামৃত পান করি, তাহা হইলেই আমাদের অন্তকার পরিক্রমা সাফল্যমণ্ডিত হইবে; নতুবা—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম।

গঙ্গানগর

সীমন্তদ্বীপে পরিক্রমা যাইবার সময় আমাদের চিত্তে স্বতঃই গঙ্গানগরের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এইস্থানে আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বাল্যকালে ভাগ্যবান্ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। পতিতপাবন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থান দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন তিনি এই গঙ্গানগরটির প্রতি প্রেমভরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইহার প্রকট সম্বন্ধে জানা যায়, ভগীরথ যখন পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা সুরধুনীকে আনয়ন করেন তখন পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী গঙ্গানগরে আগমন করিয়া নিশ্চল অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। তদ্দর্শনে ভগীরথ চঞ্চল হইলে সুরধুনী তাঁহাকে বলেন,—'বৎস, ব্যস্ত হইও না। এইস্থানে কিছুকাল অবস্থান কর; আমি ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করিব; কারণ, উক্ত দোল পূর্ণিমাতেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। সুতরাং সেইদিন আমি উপবাস করিয়া ব্রত পালন করিব। রাজা রঘুকুলপতি এইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উপবাস করতঃ গঙ্গাস্নান ও শ্রীগৌরাঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। তৎফলে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণসহ উদ্ধার লাভ করিয়া গোলোকে গমন করিয়াছেন। গঙ্গার অবস্থান হেতু এই স্থানের নাম গঙ্গানগর হইয়াছে।

সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য দ্বীপ। এই স্থানের নাম হইবার কারণ আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। একদিন মহেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের ও গৌরের পার্ষদগণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রেমে আপ্লুত হইয়া পঞ্চমুখে কলিযুগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীদেবী তদ্দর্শনে বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামিন্, এই শ্রীগৌরাঙ্গ কে?—যাঁহার নাম লইয়া আপনি এই প্রকার প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। আর আপনি কলিকালের এত প্রশংসা করিলেন কেন?" পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

আদ্যশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ।
তোমারে বলিব কৃষ্ণতত্ত্ব অবতংস॥
রাধাভাব লয়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার॥
কীর্ত্তন-রঙ্গেতে মাতি প্রভু গোরামণি।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি॥
এই প্রেমবন্যাজলে যে জীব না ভাসে।
ধিক্ তার ভাগ্য দেখি, জীবন বিনাশে॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি প্রেমে যাই ভাসি।
ধৈরয না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী॥
মায়াপুর অন্তভাগে জাহ্নবীর তীরে।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটীরে॥

মহেশ্বরের বাক্য শুনিয়া পার্ব্বতীদেবী অতি সত্বর শ্রীনবদ্বীপের প্রান্তভাগে আগমন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা-লাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গসুন্দর পার্ষদগণ সহ পার্ব্বতীকে দেখা দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়া পার্ব্বতীদেবী তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক সীমন্তে ধারণ করিলেন। এইজন্যই এই দ্বীপের নাম সীমন্তদ্বীপ হইয়াছে। সাধারণ জনগণ ইহাকে সীমুলিয়া বলিয়া থাকে। এই পার্ব্বতীদেবী সীমন্তিনী দেবীরূপে সীমন্তদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে থাকেন।

প্রাচীন সীমন্তদ্বীপ বর্ত্তমান সীমুলিয়া শোণডাঙ্গা, বামনপুকুরের কিয়দংশ, মাজাপুর, ঘোল্লাপাড়া, শিমুলগর ও শরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। পরিক্রমা সীমুলিয়া হইতে বর্ত্তমান বেলপুকুর নামক স্থান হইয়া শোণডাঙ্গায় যাইবে। তথা হইতে শরডাঙ্গা হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম পূর্ব্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীমায়াপুরের উত্তরাংশে অবস্থিত। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম মেঘার চরায় স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রাচীন বেলপুকুর যে-স্থানে ছিল, তাহা বামনপুকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থ রচিত হইবার সময় বর্ত্তমান বামনপুকুর বেলপুকুর নামে অভিহিত হইত বলিয়া উক্ত গ্রন্থে ভারুইডাঙ্গা বেলপুকুরের সন্নিহিত গ্রামরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

মেঘারচর

একদিন মহাপ্রভু চত্বরভূমিতে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় মেঘাড়ম্বর দৃষ্ট হইল। মহাপ্রভু উক্ত মেঘগণকে তাঁহার কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে আদেশ করিলে তাহারা নতশিরে মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন। এই নিমিত্তই এই স্থানের নাম মেঘারচর বা মেঘেরচর হইয়াছে। গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে প্রাচীন বেলপুকুর বর্ত্তমান বামনপুকুর হইতে মেঘারচরায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শঙ্খডাঙ্গা

শূররাজগণের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানীর নাম শৌরডাঙ্গা নামে অভিহিত হইত। উহা বর্ত্তমানে শঙ্খডাঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। কালাপাহাড়ের উৎপীড়নকালে শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ শ্রীক্ষেত্র হইতে এই শবরক্ষেত্রে আনিত হয়। পরে কালপ্রভাবে গঙ্গাতীরবাসী উপাধ্যায় বংশ স্বপ্নাদেশক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা করিতে থাকেন।

শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য এই শবরক্ষেত্রে অবস্থিত। এই স্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। একটী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ শ্রীবলরাম ও সুভদ্রাদেবী বর্ত্তমান। পৌরাণিক উক্তি অনুসারে জানা যায়—রক্তবাহু নামক জনৈক বিষ্ণুবিদ্বেষী ব্যক্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা বিস্তার পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু বর্দ্ধন

(অতঃপর পর পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)